বেদ

হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

[প্রথম খণ্ড]

রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে

ভূমিকা : শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

হরফ

হরফ প্রকাশনী ● এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● কলকাতা ৭০০০০৭

RIKVEDA SAMHITA
Complete in two volumes.
Edited by Abdul Aziz Al Aman

ঋগ্বেদ সংহিতা
রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে
ভূমিকা : শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
আবদুল আযীয আল-আমান এম. এ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট,
কলকাতা-৭০০ ০০৭

● মুদ্রণ ঃ
স্বদেশি প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স
৫৮এ লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০১৯

● প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৫

পুর্নমুদ্রণ ঃ ২০১৬
মূল্য ঃ ১২০০/(সেট)

REPRINT 2016
PRICE ₹ 1200 (SET)

আমাদের প্রকাশিত রচনাবলী

ধর্ম-বিষয়ক

বেদ। ৫ খণ্ড, ৩০০০ পৃষ্ঠা।

গীতা। অতুলচন্দ্র সেন।

গীতারহস্য। লোকমান্য তিলক।

ভাগবত। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

উপনিষদ অখণ্ড। মূল্য

কোরআন শরীফ। অনুবাদ : মোবারক করীম।

কোরাআন শরীফ। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ গিরিশচন্দ্র সেন।

হাদীস শরীফ। নবী মুহাম্মদ স-এর সম্পূর্ণ জীবনীসহ। রফিকউল্লাহ্।

ধম্মপদ। নীহার গুপ্ত ও রণব্রত সেন।

কাবার পথে। আবদুল আজীজ আল-আমান।

রচনাবলী

রামমোহন রচনাবলী। অজিতকুমার ঘোষ এবং আবদুল আজীজ আল্-আমান।

মধুসূদন রচনাবলী। ঐ।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী। ঐ ২ খণ্ড।

দীনবন্ধু রচনাবলী। ঐ।

বঙ্কিম রচনাবলী। ২ খণ্ড। ঐ।

বিষাদ-সিন্ধু। আ. আ. আ. অ. সম্পাদিত।

সঙ্গীত ও স্বরলিপি বিষয়ক

নজরুল-গীতি। আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত। অখণ্ড।

রাঙাজবা। ঐ। কবির ভক্তিগীতি।

দিজেন্দ্র-গীতি। ঐ।

শ্রেষ্ঠ নজরুল-স্বরলিপি। ৩ খণ্ড। নিতাই ঘটক। প্রতি খণ্ড।

শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি অখণ্ড।

গিটারে শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি। ২ খণ্ড। খণ্ড

নজরুল-স্বরলিপি। ৯ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

রজনীকান্ত-স্বরলিপি। ২ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

লোকগীতি-স্বরলিপি। ২ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র স্বরলিপি।

শ্রেষ্ঠ প্রনব-স্বরলিপি।

প্রকাশকের নিবেদন

বেদের দ্বিতীয় খণ্ড (ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হল। এ খণ্ড প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা প্রধানতঃ বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ ও টীকার সাহায্য অবলম্বন করেছি। মহাপণ্ডিত সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা ছাড়া বেদের মর্মোপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সেই সায়ণাচার্যের বহু উক্তিই টীকায় দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অংশে Max Muller, Wilson, Muir, যাস্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতামতও উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের কোন অংশ যাতে দুর্বোধ্য না থাকে সেজন্য এবার টীকার আধিক্য সকলেই লক্ষ্য করবেন।

ঋক্‌গুলি ছন্দে লিখিত। সুতরাং মূল বেদের ছন্দ-সুষমা ও সৌকুমার্য রক্ষার্থে সূক্তের মন্ত্রগুলি ছন্দাকারেই সন্নিবেশিত হ'ল।

বর্তমান খণ্ডে ঋগ্বেদের প্রথম পাঁচটি মণ্ডল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ষষ্ঠ হতে দশম—অবশিষ্ট এই পাঁচটি মণ্ডল নিয়ে পরবর্তী খণ্ডটি প্রকাশিত হবে এবং ইতিমধ্যেই খণ্ডটির মুদ্রণ কার্য শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে, আগামী মহালয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব।

এ খণ্ডে ভূমিকার দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য দিয়েছি, পরবর্তী খণ্ডে থাকবে মূল্যবান পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে যে তথ্যগুলি দেবার চেষ্টা করব সেগুলি হল ঋষি ও দেবতাদের পরিচয়, কোন মণ্ডলের কোন সূক্তে কোন ঋকে কি বিষয় আলোচিত হয়েছে তার পূর্ণ তালিকা ইত্যাদি।

বর্তমান খণ্ডের অনেক স্থলে আপনারা '২।১৮।৩' এরূপ সংকেত-চিহ্ন দেখতে পাবেন—প্রথম সংখ্যাটি মণ্ডল-সূচক, দ্বিতীয়টি সূক্ত-সূচক এবং তৃতীয়টি ঋক্-সংখ্যা হিসাবে ব্যবহৃত অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়টা দাঁড়াবে এরকম: 'দ্বিতীয় মণ্ডলের আঠার সূক্তের তৃতীয় ঋক্ দেখুন।'

প্রুফ দেখেছেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী এবং অনুজ-প্রতিম সৈয়দ বেসারত আলী, প্রচ্ছদ-লিপি: কাজী আমিনুর রহমান। এঁরা সকলেই হরফের সংগে এমন আন্তরিকভাবে যুক্ত যে ধন্যবাদ জানালে বিলক্ষণ তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা।

বেদ পাঠ সহজ নয়, মর্মোপলব্ধি আরো কঠিন। এমন বহু সংখ্যক ব্যঞ্জনাময় ঋক্ আছে যেগুলির সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়। সুতরাং যে বিপুল বিশ্বাসে 'মরা' 'রাম' হয়ে ওঠে সে গভীর আন্তরিকতা নিয়েই আমি সকলকে এই পবিত্র মহান গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি। ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা
১৮ জুন, ১৯৭৩

সূচীপত্র

কিছু বিনীত নিবেদন		...	...	৭
ঋগ্বেদ পরিচয়	: ড. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	১৯
প্রথম মণ্ডল	: বিভিন্ন ঋষি	...	...	৮১
দ্বিতীয় মণ্ডল	: গৃৎস্মদ বংশীয়গণ ঋষি	...	...	৩৩৫
তৃতীয় মণ্ডল	: বিশ্বামিত্র বংশীয়গণ ঋষি	...	...	৩৯১
চতুর্থ মণ্ডল	: বামদেব বংশীয়গণ ঋষি	...	...	৪৬৫
পঞ্চম মণ্ডল	: অত্রি বংশীয়গণ ঋষি	...	...	৫৩৫

কিছু বিনীত নিবেদন

ঋগ্বেদ পাঠ সমাপ্ত করে আমার নিজের মনে যে সকল চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছে, বেদের যে-সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—কেবল সেগুলিই আমি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। এছাড়া—বিশালায়তন বেদে নিশ্চয়ই আরো বহুতর চিন্তা-ভাবনা, তথ্য ও তত্ত্ব ছড়িয়ে আছে; আশা করি পণ্ডিতসমাজ সেগুলি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করবেন। বেদ নিয়ে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন কাজ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ কোন আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না—অথচ হওয়া প্রয়োজন। বেদের সমস্ত খণ্ডগুলি প্রকাশিত হলে আশা করি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হওয়ার সুবিধা হবে। আমরা চাই এই সুপ্রাচীন মহাগ্রন্থ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হোক।

একজন শ্রদ্ধাবান বেদ পাঠক হিসেবেই আমি ঋগ্বেদ পাঠ করেছি। তবুও আমার আলোচনায় হয় তো কিছু অসংগতি, হয়তো কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে—তার জন্যে আমি সকলের সহৃদয় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিজ্ঞান : অনেকের ধারণা বৈদিক যুগের ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যে এমন কিছু সূক্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি থেকে ঋষিদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম মণ্ডলের চুরাশি সূক্তের পঞ্চদশ মন্ত্রের অনুবাদ এই : 'এরূপে আদিত্য রশ্মি এ গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত ত্বষ্টৃতেজ পেয়েছিল।' এখানে ত্বষ্টৃতেজ অর্থে সূর্যালোক। অর্থাৎ সূর্যের আলোক চন্দ্রে প্রতিফলিত হলে যে চন্দ্র আলোকিত হয় এ তথ্য ঋগ্বেদের ঋষিদের অজানা ছিল না।

সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের মধ্যে পার্থক্য সূচক এই ঋক্‌টির (১।২৫।৮) অনুবাদ দেখুন : 'যিনি ধৃতব্রত হয়ে স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় তাও জানেন।' সৌরবৎসর ৩৬৫ দিনে এবং চান্দ্রবৎসর ৩৫৫ দিনে হয় অর্থাৎ প্রতি বছরে চান্দ্র অপেক্ষা সৌর বছর ১০ দিন বেশী। সুতরাং প্রতি তিন বছরে চান্দ্র বছর ৩০ দিন বা ১ মাস বেশী হয়ে পড়ে অর্থাৎ ১২ মাসের বদলে ১৩ মাস হয়। এই ত্রয়োদশ মাসটিকে মলিম্লুচ বা মালমাস বলে। সুতরাং এ ঋক থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগের ঋষিগণ সৌরবছর ও চান্দ্রবছরের পার্থক্য জানতেন, কেবল তাই নয় প্রতি তিন বছরে উৎপন্ন ত্রয়োদশ মাসটিকে মালমাস ধরে কেমন করে উভয় বছরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় তাও তাঁরা জানতেন। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ১।১৬৪।১২ ঋক্ থেকে সূর্যের সপ্তরশ্মি এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের উল্লেখ পাই। ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস, এমন কি ভূলোকের দুই অর্ধের পরিচয়ও এ ঋকে সুন্দররূপে ধরা পড়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান বিশেষরূপে লক্ষ্য করার মত। 'খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার একটি পা, পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল; হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং

শত্রু ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে' (১।১১৬।১৫)। এ ঋকে প্রাচীন হিন্দুগণের শল্য চিকিৎসায় পারদর্শিতার পরিচয় পাই। অঙ্গহীনকে অঙ্গযুক্ত করার পদ্ধতি তাঁরা জানতেন। সে যুগেও কর্তিত পায়ের স্থলে লৌহময় পদের সৃষ্টি ও সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয়েছিল।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক ননী বাবু ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন এই বলে যে, তারা নাকি বেদ চুরি করে নিয়ে তার থেকেই উড়োজাহাজ, কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরী করতে শিখেছে। কথাটা এক অর্থে সত্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেদের চর্চা যে পরিমাণ হয়েছে আমাদের দেশে তার এক-দশমাংশও হয়নি। সুতরাং বেদকে তারা সত্যই চুরি করেছে। ঋগ্বেদের পাঠ সমাপ্ত করে দেখতে পাচ্ছি কামান বন্দুকের উল্লেখ হয়তো নেই, কিন্তু অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ আছে, উড়োজাহাজের উল্লেখ নেই, কিন্তু উড়োজাহাজের থেকে বহুগুণ গতিসম্পন্ন যানের উল্লেখ আছে। পুষ্পক রথের কথা আমরা জানি, কিন্তু 'মনের অপেক্ষাও বেগবান রথ' কি? ১।১১৭।২, ১।১৬৪।১২ ঋক ছাড়াও অন্ততঃ আরো চার জায়গায় 'মনের অপেক্ষাও বেগবান রথের' উল্লেখ আছে। আধুনিক রকেটের চিন্তা-ভাবনা কি এর থেকেই এসেছে?

আয়ু: অনেকের ধারণা বৈদিক যুগের মানুষের পরমায়ু ছিল সুদীর্ঘ; এমন কি সহস্র বছরের কল্পনাও তাঁরা করে থাকেন। কিন্তু ঋগ্বেদের বহু স্থলেই দেখতে পাচ্ছি ঋষিদের পরমায়ু কম-বেশী একশো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অগ্নিদেবকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে: 'আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বলিত করছি' (৬।৪৮।৮)। অর্থাৎ মানুষের আয়ু একশো বছর। তৃতীয় মণ্ডলের ছত্রিশ সূক্তের দশম ঋকের অনুবাদটি লক্ষ্য করুন: 'হে মঘবন! হে ঋষীজী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয় প্রভৃত ধন দান কর, আমাদের জীবনের জন্য শত বৎসর প্রদান কর।' ঋগ্বেদের বহুস্থলেই মানুষের জীবৎকাল এক শো বছর বলেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা ঋষিদের যে সহস্র বছরের পরমায়ুর উল্লেখ দেখি সেগুলির কোন বাস্তব সমর্থন নেই, এগুলি নিতান্তই গল্পকথা ও কল্পনা মাত্র।

ধনবণ্টন: আধুনিক সমাজবাদের প্রসিদ্ধ মতবাদগুলি ধনবৈষম্য ও তার সমতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ঋগ্বেদের অন্ততঃ একটি ঋকে ধনবণ্টনের সমতার প্রতি আকুতি লক্ষ্য করা গেছে। সে ঋকে ইন্দ্রের নিকট ঋষির প্রার্থনা: 'হে ইন্দ্র, আমাদের ধন বিভাগ করে দাও। কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাতে আমি তার একাংশ প্রাপ্ত হতে পারি' (১।৮১।৬)। একটি মাত্র ঋকের উদ্ধৃতি দিয়ে নিশ্চয়ই আমরা এ কথা বলতে চাইছি না যে সে যুগে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এই এক-একটি দুর্লভ ঋকে সে সংকল্পই উচ্চারিত হয়েছে।

ধাঁধা বা লোক-সাহিত্য: ছোটবেলায় মা আমাকে একটি ধাঁধা শিখেয়েছিলেন। ধাঁধাটি এরূপ: 'আকাশ গুম গুম পাথর ঘাটা। সাতশো ডালে দুটি পাতা।' শ্লোকটা বলেই তিনি এর অর্থ জানতে চাইতেন। অবশ্য এর জন্য বেশী সময় আমাকে কষ্ট পেতে হত না, কিছু পরেই তিনি এর মর্মার্থ বলে দিতেন: 'আকাশ যেন একটি গাছ, তার অনেক ডালপালা; কিন্তু পাতা মাত্র দুটি —চাঁদ আর সূর্য।' বেদের বহু ঋকে অল্প কথায় এ ধরনের গূঢ়ার্থ ধরে রাখায়

চেষ্ট করা হয়েছে। যেমন এ ঋকটি লক্ষ্য করুন : 'আমরা শুর ইন্দ্রের সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলছি। তারা ছটি অথবা পাঁচটি করে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে' (৩।৫৫।১৮)। এখানে ইন্দ্র যেন মহাকাল, ছটি করে অশ্ব যেন ছয় ঋতু। ছটি ঋতুর আবর্তনে মহাকাল এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ছটি ঋতুর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। হেমন্ত এবং শীত ঋতুকে একত্রে ধরলে ঋতুর সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ। তখন ইন্দ্ররূপ মহাকালকে পাঁচটি অশ্ব (পাঁচ ঋতু) বহন করে নিয়ে চলে। ১।১৬৪।২০ ঋক্‌টিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'দুটি পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অন্য ভক্ষণ করে না—কেবলমাত্র অবলোকন করে।' এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই পাখী বলা হয়েছে। জীবাত্মা তার কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা করে না—কেবল অবলোকন করে। আর একটি ঋকের অনুবাদ দেখুন : 'ইন্দ্র, পুষা এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ প্রীত হয়ে সম্প্রতি অন্তরিক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরিক্ষ হতেই দোহণ করছেন' (৩।৫৭।২)। বেদের বহুস্থলেই এ ধরনের গূঢ়ার্থবাহী ইংগিতময় ভাষা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে সাহিত্যে যে লৌকিক গাথা ও ধাঁধার উদ্ভব হয়েছে—আমার মনে হয়, বেদের এই ধরনের শ্লোকগুলিই তার সূতিকাগার।

সামাজিক পরিবেশ : ঋগ্বেদের অসংখ্য ঋকে তৎকালীন সমাজের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের ক্রমবিবর্তন ও ধারাবাহিকতার রূপটি, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মত। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির যে চিত্র ঋগ্বেদে পাই তা দুর্লভ ঐতিহাসিক দলিলের সামিল। আমরা এখানে তার সামান্য কিছু উল্লেখ করছি।

জাতিভেদ প্রথা : যে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আজ ভারতবর্ষ আকুল, ঋগ্বেদের আমলে কিন্তু সে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয় নি। তখন জাতি বলতে মাত্র দুটি শ্রেণী বুঝাত—আর্য ও অনার্য (বা দস্যু)। পরবর্তীকালের শূদ্রদের মত অনার্য জাতির লোকেরা সর্বত্র অসহায় অথবা ঘৃণার্হ ছিল না বরং অনেক ক্ষেত্রে আর্য জাতির লোকেরা তাদের ভয় করে চলত। ইন্দ্রের নিকট আর্যবর্ণের করুণ প্রার্থনা ছিল : 'হে মঘবন ! নীচ বংশীয়দের ধন আমাদের প্রদান কর' (৩।৫৩।১৪)। এ ঋকের কাতরতা থেকে বুঝা যায় আর্যবর্ণের লোকেরা অনার্য বা দস্যুদের যথেষ্ট সমীহ করে চলত। এ প্রসঙ্গে ৩।৩৪।৯, ৩।৫৩।২১-২২ প্রভৃতি ঋকগুলি পাঠ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের কোথাও কোথাও 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি আছে, এখানে ক্ষত্রিয় অর্থে পৃথক কোন জাতি নয় বরং 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি বলবান অর্থে ব্যবহৃত।

গো-ধন : বৈদিক যুগে মানুষের কাছে 'গো-ধন' ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধন-সম্পদ। দুগ্ধবতী গাভী ছিল তখন সকলের প্রার্থিত : হে 'পুষা ! আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়।' সেকালে চারণ-ভূমিতে ব্যাঘ্রের উৎপাত ছিল— সুতরাং দেবতার কাছে ঋষির আরো প্রার্থনা : 'এ (গোধন) যেন ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়' (৬।৫৪।৭)। বৈদিক যুগে বনভূমির প্রাচুর্য ছিল—সুতরাং ব্যাঘ্রাদিসহ অন্যান্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। কেবল ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত হওয়াই নয়, গৃহ অথবা চারণভূমি হতে গাভী বা তার বৎস হারিয়ে

চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করত। নিবিড় বন-জঙ্গলের মধ্যে গাভীসকল পথ ভুল করে বিপথে গিয়ে পড়ত। সুতরাং দেবতাদের কাছে ঋষিগণ প্রার্থনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন: 'আমাদের গৃহ হতে দুগ্ধবতী গাভীসমূহ যেন বৎস হতে পৃথক হয়ে কোন অগম্য স্থানে না যায়' (১।১২০।৮)। পূষা অর্থে সূর্য। গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করতেন, সে প্রকৃতির সূর্যই পূষা। এ পূষাই গো-ধন রক্ষা করেন, হারিয়ে যাওয়া পশুকে ফিরিয়ে দেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন: 'পূষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদের গোধনকে বিপথ গমন হতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরায় ফিরিয়ে দেন' (৬।৫৪।১০)। সুতরাং এই শক্তিমান পূষাকে কেবল ব্যাঘ্রাদির হাত থেকে পশুকে রক্ষার নিমিত্ত নয়, নষ্ট পশু পুনরুদ্ধারের জন্যও নয় — এ দেবতাকে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য ঋষির আকুতি: 'অতএব তুমি অহিংসিত সেই ধেনুগণের সাথে সায়ংকালে (আমাদের গৃহে) আগমন কর' (৬।৫৪।৭)। গরু-মহিষ ইত্যাদির পরই আর যে চতুষ্পদ জন্তুটি সমাজে সকলের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হল অশ্ব। বাহনরূপে, যুদ্ধক্ষেত্রে, এমন কি কৃষিকার্যেও অশ্বের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই গোধনের সঙ্গে অশ্বধন রক্ষার নিমিত্ত সকল ঋষি দেবতাদের কাছে অনুনয় করেছেন: 'তিনি যেন আমাদের অশ্বগণকে রক্ষা করেন' (৬।৫৪।৫)। ঋগ্বেদের প্রায় প্রতি মণ্ডলেই বিভিন্ন সূক্তের অসংখ্য মন্ত্রে বার বার দুগ্ধবতী গাভী এবং বলবান অশ্বের জন্য সোমাভিষেকের সাথে আন্তরিক প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে।

ব্যবসা: প্রথম মণ্ডলের বিয়াল্লিশ সূক্তের ঋকগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় সেকালে আর্য হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ গো ও মেষপালক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। এরা অনেক সময় সুন্দর সবুজ প্রাচুর্যময় তৃণভূমির সন্ধানে বনান্তরে গমন করত: 'শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়' (১।৪২।৮)। এই ভ্রমণ ছিল বিপদসংকুল। পথে নানান বাধা, দস্যু-তস্করের লাঞ্ছনা: 'হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেউ আমাদের (বিপরীত পথ) দেখিয়ে দেয়, তাকে পথ হতে দূর করে দাও' (১।৪২।২)। এ ঋক থেকে বোঝা যাচ্ছে সেকালে সমাজে দস্যু-তস্করের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেক সময় দস্যুরা ভদ্রবেশে পথিককে বিপথের অগম্য স্থানে নিয়ে গিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। তাই পূষার কাছে ঋষির আত্মরক্ষার্থে প্রার্থনা: 'সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হতে দূরে তাড়িয়ে দাও' (১।৪২।২)। 'বিঘ্নকারী শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদের নিয়ে যাও' (১।৪২।৭)। এ সকল সূক্ত হতে দেশ-ভ্রমণে যে কত রকম বাধা-বিঘ্ন ছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং এ সঙ্গে এও অনুভব করতে পারি ঋষিদের তপোবন একেবারে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয় ছিল না।

সমুদ্র-যাত্রা: ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র যাত্রার কথাও ঋগ্বেদে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। নীচের অনুবাদগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন: 'যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করেছিলাম' (৭।৮৮।৩) এবং 'যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্র মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে' (৪।৫৫।৬)। সমুদ্রের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও কয়েক হাজার বছর আগেও যে এ প্রথার কিছু প্রমাণ পাচ্ছি এটা কম কথা নয়।

কৃষিকাজ ঃ কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়ে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন এ প্রমাণ ঋগ্বেদে অনেক স্থলেই ছড়িয়ে আছে এবং সে কৃষিকার্য পদ্ধতি যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল। চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্তের আটটি মন্ত্রই কৃষিকার্যকে উপলক্ষ করে রচিত। বলদ দিয়ে যে লাঙ্গল টানা হত তার প্রমাণ পাই চতুর্থ ঋকে ঃ 'বলীবর্দ-সমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক।' লাঙ্গলের আগায় ফাল লাগানোর পদ্ধতিও তখন অজানা ছিল না। অষ্টম ঋকের অনুবাদটি লক্ষ্য করুন ঃ 'ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ সুখে বলীবর্দের সাথে গমন করুক।' সুতরাং সে যুগের ঋষিগণ বনের ফলমূল খেয়ে উদরপূর্তি করতেন—আমাদের অনেকের মধ্যে যে এরূপ কাল্পনিক ধারণা আছে তা অনেকাংশে ভ্রান্ত। সে যুগের ফসলোৎপাদন পদ্ধতি যে যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল তা এ সকল ঋক থেকে অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়।

পাশা খেলা ঃ পাশা খেলা তখনকার দিনে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই নেশায় উন্মত্ত হয়ে অনেকে তাদের ধনসম্পদ, ঘরবাড়ী হারিয়েছে ; এমন কি সাধ্বী স্ত্রীদেরও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যে পাশা খেলে কেউ তাকে কোন কিছু ঋণ দেয় না, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এমন কি তার পক্ষে নিজ গৃহে রাত্রিযাপনও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। দশম মণ্ডলের সমগ্র চৌত্রিশ সূক্তটিতে পাশা খেলা ও তার ভয়াবহ ফলশ্রুতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি এখানে তার প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ 'আমার এ রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেনি ··কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সে পরম অনুরাগিনী ভার্যাকে ত্যাগ করলাম' (১০।৩৪।২)। 'যে ব্যক্তি পাশা ক্রীড়া করে তার শ্বশ্রূ তার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে, যদি কারো কাছে কিছু যাচঞা করে, দেবার লোক কেউ নেই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেউ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে না, সেরূপ দ্যূতকার কারও নিকট সমাদর পায় না' (১০।৩৪।৩)। 'পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কারও ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহলে তার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। তার পিতামাতা, ভ্রাতাগণ তাকে দেখে বলে আমরা একে চিনি না, একে বেঁধে নিয়ে যাও' (১০।৩৪।৪)। পাশার এই ভয়াবহ পরিণতির কথা জেনে ও স্বচক্ষে দেখেও মানুষ পাশার লোভ সংবরণ করতে পারে না। প্রথম প্রথম সে পাশার সঙ্গীদের পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু ছকের ওপর পাশার পিঙ্গল গুটিগুলিকে বসে থাকতে দেখে তার সব সংকল্প ভেসে যায়। ফলে 'ভ্রষ্টা নারী যেরূপ উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি' (১০।৩৪।৫)। সুতরাং তার 'স্ত্রী দীনহীন বেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াচ্ছে ভেবে তার মা ব্যাকুল। যে তাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরে পাবে কি না এ ভেবে সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে হয়' (১০।৩৪।১০)। কেবল তাই নয় 'আপন স্ত্রীর দশা দেখে দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রী সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখে তার পরিতাপ হয়। সে হয়তো প্রাতে শ্রীঘোটক যোজনাপূর্বক গতিবিধি করেছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করতে হয়' (১০।৩৪।১১)। অর্থাৎ 'সকালবেলা আমীর রে ভাই ফকির সন্ধ্যা-বেলা।' তাই কবষ ঋষি সকল পাশা খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ দিচ্ছেন ঃ 'কখনও পাশা খেল না, বরং কৃষিকাজ কর। তাতে যা লাভ হয় সে লাভে সন্তুষ্ট

হও ও আপনাকে কৃতার্থবোধ কর। তাতে অনেক গাভী পাবে, পত্নী পাবে' (১০।৩৪।১৩)।

সেকালের সমাজ-ব্যবস্থার আরো কিছু কিছু দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় মণ্ডলের একত্রিশ সূক্তের প্রথম দুটি ঋকের অনুবাদ এই: পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করে শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতা জাত পৌত্র প্রাপ্ত হন। অপুত্র পিতা দুহিতার গর্ভ হতে বিশ্বাস করে প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করেন। ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈত্রিক ধন দেন না। তিনি তাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়ই উৎপাদন করেন তা হলে তাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম করেন এবং অন্যজন সম্মানিত হন।' এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে অপুত্রক পিতা তাঁর কন্যার বিবাহের সময় জামাতার সঙ্গে এরূপ চুক্তি করতেন যে, ঐ কন্যার ঔরসজাত পুত্র কন্যার পিতার হবে এবং দৌহিত্র হয়েও পৌত্রের কার্য করবে। দ্বিতীয় ঋকে দেখতে পাচ্ছি পুত্র কন্যা উভয়ই থাকলে পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হবে, কন্যা সম্পত্তি পাবে না। পুত্র হবে পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা হবে সম্মানিতা।

দত্তক পুত্র: সমাজে দত্তক পুত্র গ্রহণেরও প্রচলন ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দত্তক পুত্র বড় হয়ে আপন পিতামাতার আশ্রয়ে চলে যেত। ফলে এই প্রথা খুব একটা সুখকর ছিল না। ঋষিদেরও প্রার্থনা ছিল: 'অপত্য যেন অন্য জাত না হয়' (৭।৪।৭)। পরের ঋকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে: 'অন্যজাত পুত্র সুখকর হলেও তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে' (৭।৪।৮)। কয়েক হাজার বছর পরেও আমাদের বর্তমান সমাজে দত্তক পুত্র-কন্যা গ্রহণের রীতি ও তার ফলাফল বোধ হয় বৈদিক যুগ থেকে বেশী কিছু উন্নতমানের হয়ে ওঠেনি।

যক্ষ্মা রোগ: যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বর্তমান সমাজে বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ১।১২২।৯ ঋক্ থেকে সেকালেও যক্ষ্মা রোগের অস্তিত্বের কথা জানতে পারছি: 'যে তোমাদের জন্য সোমরসের অভিষব করে না, সে আপন হৃদয়ে যক্ষ্মা রোগ নিধান করে।'

অশ্ব-মহিষ-গো-মাংস: তৎকালীন সমাজে প্রচলিত আরো কিছু বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে। খাদ্য হিসেবে তখন গো, মহিষ এবং অশ্বের মাংস অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অশ্বের মাংস সম্পর্কে আমি মাত্র দুটি ঋকের উল্লেখ করছি: 'হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করার সময়, তোমার গা দিয়ে যে রস বার হয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে তা যেন ভূমিতে পড়ে না থাকে এবং তৃণের সাথে মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, সমস্ত তাঁদের দেওয়া হোক' (১।১৬২।১১)। 'যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থে ভাণ্ডে দেওয়া হয়, যেসকল পাত্রে ঝোল রক্ষিত হয়, যেসকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়...এরা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে' (১।১৬২।১৩)। শেষ উদ্ধৃতি হতে বুঝতে পারছি অশ্বের মাংস অত্যন্ত রসাল করে ঝোলসহ পরিপাক করা হত এবং সে মাংসের জন্যে দেবতাগণও যে লালায়িত হয়ে উঠতেন তার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে প্রথম উদ্ধৃতিতে। কেবল দেবতারা নন, জনসাধারণও সে মাংসের এতটুকু পাওয়ার জন্যে

যে কেমন করে চারিদিকে ভীড় করে থাকত এবং রান্নার সুঘ্রাণ আস্বাদন করত তার কৌতুকবহ বর্ণনা পাচ্ছি ১।১৬২।১২ ঋকে : 'যারা চারদিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যারা বলে তার গন্ধ মনোরম হয়েছে—এখন নামাও, এবং যারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সংকল্প আমাদের সংকল্প হোক।'

ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ পাকের উল্লেখ পাচ্ছি ৬।১৭।১১ ঋকে : 'তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।' বৃষ, গাভী এবং গো-বৎসের প্রতি দেবতা, ঋষি এবং সাধারণ জনসমাজের আসক্তির কথা ঋগ্বেদের নানা সূক্তের নানা মন্ত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আমি এখানে সামান্য কয়েকটি ঋকের উল্লেখ করছি। ১০।৮৯।১৪ ঋকে গাভীদের হত্যা করার সংবাদ পাচ্ছি : 'গোহত্যা স্থানে গাভীগণ হত হয়।' ১০।৮৬।১৩ ঋকে পাচ্ছি বৃষ ভক্ষণের ইতিকথা : 'তোমার বৃষাদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন।' একটি অথবা দুটি নয়—একসঙ্গে পনের অথবা বিশটি বৃষ হত্যা ও পাক করে ভক্ষণের চাঞ্চল্যকর রাজসিক তথ্য পাচ্ছি ১০।৮৬।১৪ ঋকে : 'আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করে দেয়, আমি খেয়ে শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু পার্শ্ব পূর্ণ হয়।'

স্ত্রীজাতি : সমাজে স্ত্রীজাতির বিশেষ সম্মানের আসন ছিল। স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসে যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতেন : 'হে ইন্দ্র! তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণ হব্যদান করে তোমার উদ্দেশে বহু সংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করছে' (১।১৩১।৩)। 'পরিণীত দম্পতি একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্যদান করছে' (৫।৪৩।১৫)। কেবল একত্রে যজ্ঞ করবার অধিকার নয়, স্ত্রীগণও যে ঋষির সমপর্যায়ে এসে বেদের মন্ত্র, সংকলন ও রচনার অধিকারিণী ছিলেন তার প্রমাণ পাই পঞ্চম মণ্ডলের আঠাশ সূক্তে, এ সূক্তের রচয়িতা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী। এ সঙ্গে অত্রির দুহিতা অপালা (৮।৯১।১), কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা (১।১১৭।৭ ও ১০।৪০।১) এবং ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণীর (১০।১৪৫।১-৬) নাম স্মরণযোগ্য। কয়েক হাজার বছর পূর্বে স্ত্রীজাতির এ সম্মানীয় অধিকার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বর্তমানকালের মত অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যাও সেকালে কম ছিল না। অনেক কুমারী কন্যাই আজীবন পিতামাতার কাছে থেকে গেছে : 'হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সঙ্গে অবস্থিতা কন্যা যেমন আপনার পিতৃকুল হতে ভাগ প্রার্থনা করে, সেরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি' (২।১৭।৭)। এ ঋক হতে জানতে পারছি কুমারী কন্যারা কেবল পিতৃগৃহে থাকত না, পিতার সম্পত্তিতেও তার অধিকার ছিল। যে প্রথা আজ আইন করে আমরা বর্তমান হিন্দু সমাজে সদ্য চালু করেছি—কয়েক হাজার বছর পূর্বেই সমাজে তার প্রচলনের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি। এর ফলে অবিবাহিতা কন্যাকে যে অপরের গলগ্রহ হয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো না তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। বিবাহের সময় বর্তমানকালের মত আগেও যে কন্যাকে বসনভূষণে অলঙ্কৃত করে জামাতার হাতে সমর্পণ করা হত তার উল্লেখ পাই ১০।৩৯।১৪ ঋকে : 'যেরূপ জামাতাকে কন্যা দেবার সময় তাকে বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করে সম্প্রদান করে।' এখানেও কন্যাদের যথেষ্ট সম্মান লক্ষ্য করছি। কিছুকাল পূর্বেও আমাদের সমাজে বিধবাদের লাঞ্ছনা ও পদে পদে অবমাননার শেষ ছিল না। বর্তমানে আইন করে পুনর্বিবাহের প্রচলন করলেও বিধবাদের

অস্বস্তিকর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বৈদিক যুগে বিধবাদের হয়তো এতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো না। দেবরের সাথে তাদের পুনর্বিবাহের উল্লেখ লক্ষ্য করছি ১০।৪০।২ ঋকে : 'যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে।' সুতরাং দেবর যে দ্বিতীয় বর এরূপ প্রথা বৈদিক যুগের পূর্ব হতেই সমাজে প্রচলিত ছিল।

বহুবিবাহ : সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন সে যুগে বিশেষরূপে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বহুবিবাহের কুফল সপত্নী বিরোধের যে চিত্র ঋগ্বেদে পাই তা একই সঙ্গে রীতিমত কৌতুককর ও ভয়াবহ। সতীনকে এড়িয়ে স্বামী বশ করার জন্যে স্ত্রীর আকুলতা বহু ঋকে সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। কেবল নিজেকে 'স্বামীর নিকট আদরণীয়' (১০।১৫৯।৩) করে তুলেই স্ত্রী ক্ষান্ত হয়নি—স্বগর্ভজাত কন্যাকে সতীন-কন্যা অপেক্ষা স্বামীর নিকট আদরণীয় করে তুলতে তার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না : 'আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত' (১০।১৫৯।৩)। এক বনে যেমন দুটি সিংহ থাকে না, এক স্বামীর তেমনি দুই স্ত্রী থাকবে না। সপত্নী পীড়নে জর্জরিত নারীর সগর্ব ও হিংস্র ঘোষণাপত্র লক্ষ্য করুন : 'আমার শত্রু জীবিত রাখি না, শত্রুদের আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি।···আমি সকল সপত্নীকে জয় করেছি, পরাস্ত করেছি' (১০।১৫৯।৫-৬)। সতীনদের পরাস্ত করার ফল-স্বরূপ 'আমি এ বীরের (স্বামীর) উপর প্রভুত্ব করি; পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি' (১০।১৫৯।৬)। সে যুগে সপত্নীদের কত নির্মমভাবে পীড়ন করা হত তার পূর্ণ চিত্র পাওয়ার জন্যে আমি দশম মণ্ডলের একশো পঁয়তাল্লিশ সূক্তের আরো কিছু ঋকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করছি : 'এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, এ ওষধি, এ আমি খননপূর্বক উদ্ধৃত করছি, এ দিয়ে সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, এ দ্বারা স্বামীর প্রণয়লাভ করা যায়' (১); 'হে ওষধি !···তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও' (২); হে ওষধি ! তুমি প্রধান, আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই, আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হয়ে থাকে' (৩)। সপত্নী পীড়নের পর স্বামীকে বশ করার জন্য তুক-তাকের সঙ্গে বশীকরণ মন্ত্রও উচ্চারিত হতে দেখেছি : 'হে পতি এ ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। সে শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়' (১০।১৪৫।৬)।

বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না স্ত্রীজাতি স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে কিন্তু সতীনের হাতে নয়।

সমাজে ব্যভিচারিণী নারীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করছি। ৪।৫।৫ ঋকে 'ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী যোষিতের ন্যায়, পতি বিদ্বেষিণী দুষ্টাচারিণী ভার্যার' উল্লেখ পাচ্ছি ! 'যেরূপ কোন নারী ব্যভিচারে রত হয়' (১০।৪০।৬) অথবা 'যেরূপ ভ্রষ্টা নারী উপপতির নিকট গমন করে' (১০।৩৪।৫) প্রভৃতি ঋকে দুশ্চরিত্রা নারীর প্রাদুর্ভাবের কথা সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। অবিবাহিতা কন্যার পুত্র হওয়ার সংবাদ পাচ্ছি ৮।৪৬।২১ ঋকে।

স্বার্থচেতনা : বেদের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার কথা এমন উলঙ্গ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে সেগুলি পাঠ করার সময় আমি দারুণ মর্মবেদনা অনুভব করেছি। স্বার্থপরতার এমন অবাধ উচ্চারণ আমি অন্য কোন গ্রন্থে বিশেষ লক্ষ্য

করিনি। ঋগ্বেদের দশ সহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে আনুমানিক এক-দশমাংশে কেবলমাত্র 'আমাকে ধন দাও, গোধন দাও, অশ্ব দাও' ইত্যাদি উচ্চারিত হতে দেখছি। এ স্বার্থচেতনা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ঋষিরা বারবার অনুদার চিত্তে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন : 'আমার শত্রুকে মেরে ফেল, ধ্বংস কর, তাদের সকল ধন আমাকে দাও, অন্য কাকেও দিও না। কেবলমাত্র আমার মঙ্গল কর।' এরপরেও অনেক ঋকে দেখছি ইন্দ্রকে সোমরস পান করিয়ে, তাঁকে রীতিমত উন্মত্ত করিয়ে তাঁকে দিয়ে কার্যসিদ্ধির পরিকল্পনা করছেন ঋষিগণ। ঋষি ও যজমানদের এ ধরনের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আমার আদৌ ভাল লাগেনি। আমার মনে বার বার প্রশ্ন জেগেছে ঋষিদের মধ্যে এ হীন মনোবৃত্তি কি করে আশ্রয় পেল ? এ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি ত্যাগ করে কেন তাঁরা আরো একটু উদার হতে পারলেন না ? ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাছে তাঁরা এমন করে অন্ধ হয়ে গেলেন কেন ? কেন ? কেন ? আমার শ্রদ্ধা-বিগলিত ভক্তি-প্লুত আত্মা তাঁদের কাছে যে আরো অনেক বড় জিনিস আশা করেছিল। এ প্রসঙ্গে আমি কোন ঋকের উদ্ধৃতি দিলাম না—যে কোন শ্রদ্ধাবান বেদ-পাঠক আমার এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উদারতা : তাই বলে অবশ্যই আমি একথা বলছি না যে, ঋগ্বেদের কোথাও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় নেই। নিশ্চয়ই আছে এবং অনেক স্থলেই তা লক্ষ্য করা গেছে। ১।১২০।১২ ঋকটি দেখুন : 'যে ধনবান লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাকে ঘৃণা করি।' হঠাৎ ঝলকে ওঠা কি অপূর্ব একটি বাক্য! দরিদ্রপালন এবং দানের প্রতি নিখিল মানব সমাজের দৃষ্টিকে কত সুন্দরভাবেই না আকৃষ্ট করা হয়েছে। পরোপকারের প্রতি উৎসাহ দান করাই এ ঋকের মূল লক্ষ্য। কৃতপাপ জয়ের জন্য ঋষির আর একটি সুন্দর মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি : 'হে দেবগণ! আমরা দিনরাত নমস্কার করে পাপ জয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছি' (১।১৮৬।৪)। আমাকে পাপমুক্ত কর, আমাকে সৎ কর—এ-প্রার্থনাই ঋষির যোগ্য প্রার্থনা, এ-দৃষ্টিই ঋষির যোগ্য দৃষ্টি। ১।১৮৫ সূক্তের ৮, ৯, ১০ এবং ১১ সংখ্যক ঋকেও আমরা ঋষিদের এই পবিত্র কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি। 'আমাদের শরীর রক্ষা কর, কথায় মিষ্টতা প্রদান কর, দিবসকে সুদিন কর' (২।২১।৬)। এ প্রার্থনার মধ্যে ঋষি কণ্ঠের পরিচ্ছন্নতা সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার সীমা অতিক্রম করে ঋষির ধ্যান-ধারণায় যখন ব্যাপকতা লক্ষ্য করি তখন আনন্দিত না হয়ে পারি না। শুনতে ভাল লাগে যখন ঋষির উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয় : 'ওষধিসমূহ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক; দ্যুলোকসমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক; ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন' (৪।৫৭।৩)। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার অপমৃত্যু ঘটেছে। এরপর ঋষিদের যাত্রা শুরু হয় পাপ হতে পুণ্যের দিকে, সংকীর্ণতা হতে উদারতার দিকে, অন্ধকার হতে আলোকের দিকে। ইন্দ্রের কাছে তাঁদের সানুনয় প্রার্থনা : 'হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের বিস্তীর্ণলোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও' (৬।৪৭।৮)। চিন্তা-ভাবনায় এই যে উত্তরণ, এই হল বৈদিক ধর্মের স্বক্ষেত্র এবং স্বর্ণময় উজ্জ্বল বিস্তার। মহামরণ-পারে অসীম পিয়াসী মানবাত্মার এই যে বিপুল যাত্রা—এ দেখে আমাদের সমগ্র সত্তা সুগভীর উল্লাস-উচ্ছ্বাসে নির্বাক হয়ে যায়। ঋগ্বেদের সর্বশেষ ঋকে যে বিপুল প্রার্থনাটি উচ্চারিত হয়েছে সেটি আমাদের এক দুর্লভ প্রাপ্তি, এ ঋকে সমবেত ঋষিকণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন : 'তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক

হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও' (১০।১৯১।৪)। এর থেকে বড় প্রার্থনা আর কি হতে পারে? ভারতীয় জনজীবনে ঐকমত্যের আজ বড় প্রয়োজন। আসুন ঋষির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমগ্র বিশ্বনিয়ন্তার কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই: 'জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকল মানুষের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হতে পারি।'

একেশ্বর চিন্তা: সুপ্রাচীন কালে সরল আর্যগণ প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, পূষা, ত্বষ্টা, সোম, সূর্য, উষা, সরস্বতী, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যগণই উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির সকল কাজ একই নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা এ সবকিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন: এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই। এক হতেই সব। তৃতীয় মন্ডলের পঞ্চান্ন সুক্তটিতে সকল কার্যকরণের মূলে ঐশ্বরিক বলের ঐক্যের কথা সুন্দর রূপে বিবৃত হয়েছে। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে চিন্তাশীল ঋষিদের মনে যে চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছিল কোরআন শরীফের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। আমি এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি: "অগ্নি" বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন (৪ ঋক); তিনি উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন (৫ ঋক); সূর্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়ে পূর্বদিকে উদয় হন (৬ ঋক); ['সূর্যের উদয়কালে তাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলে আছে এবং অস্তকালে তাদের বামপার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছে', আল্-কোরআন (১৮।১৭)। এখানে সূর্যের উদয় অস্তের কথা আছে।] আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন (৭ ঋক); ['তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত', আল্-কোরআন (২।২২৫)।] দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে (১১ ঋক); ['তুমি (আল্লাহ্), রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন কর', আল্-কোরআন (৩।২৭)।] আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করছে (১২ ঋক); ['আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে জল বর্ষণ করে মৃতভূমিকে জীবিত করেন (রস দান করেন) এবং সকল প্রকার প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন', আল্-কোরআন (২।১৬৪)।] এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হচ্ছে (১৭ ঋক); একই নির্মাণ কর্তা মনুষ্য ও পশুপক্ষীকে সৃষ্ট করেছেন (১৯, ২০ ঋক); ['তিনি (আল্লাহ্) শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন,' আল্-কোরআন (১৬।৪), 'তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন' আল্-কোরআন (১৬।৫)।] তিনি শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন (২২ ঋক); ['তিনিই (আল্লাহ্) আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা শস্য জন্মান, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল', আল্-কোরআন (১৬।১০-১১)]। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয় সে কার্য পরম্পরার একতা দেখে" বেদের ঋষিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়, তাঁরা একই দৈব ক্ষমতার অধীন, একজন ঈশ্বরই তাঁদের পরিচালিত করছেন, তাঁদের যে দৈবক্ষমতা তা সেই পরমেশ্বরেরই দান, সকল কিছু তাঁরই

অধীন, সকল কিছুই সেই অনন্ত অসীম দয়াময়ের কৃপার ফল। সুতরাং ঈশ্বর বহু নন—এক। তিনি অসীম, তিনি করুণাময়, তিনি হতেই সব কিছুর সৃষ্টি, তিনি হতেই সব কিছুর লয়। তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সুক্তে সর্বমোট বাইশটি ঋক্ আছে। প্রতিটি ঋকের শেষে এই কথাটি আছে ঃ 'মহদ্দেবানাম-সুরত্বমেকম্,' অর্থাৎ 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং' যার বাংলা অর্থ 'দেবগণের মহৎ বল একই।' সায়ণাচার্য এর অর্থ করেছেন 'দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং··· প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।' পণ্ডিত Wilson-এর অর্থ হল, 'great and unequalled is the might of the gods.' বেদের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাদাতা মহাপণ্ডিত Max Muller এর অর্থ করেছেন 'The great divinity of the gods is one.' 'The divine power of the gods is unique'—বলেছেন Muir. অর্থাৎ সব কিছুর মূলে সেই সর্বশক্তিমানের লীলাখেলা বিরাজমান। ঐশ্বরিক বল এবং দেবতাদের কাজ—এ দুয়ের মধ্যে কো পার্থক্য নেই। বিশ্বনিখিলের সর্বত্র যে সকল কাজ হয়ে চলেছে প্রকৃতপক্ষে তার মূলে কোন দেবতা নেই (আর্যগণ 'দেবতা আছে' এরূপ কল্পনা করে এক একটি দেবের নাম দিয়েছিলেন মাত্র), আছেন কেবলমাত্র এক ঈশ্বর। সকল কিছুই তাঁর অধীন, তাঁর নিয়ন্ত্রণে সকল কিছুই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নেই। কোরআন শরীফে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে "বল, তিনি আল্লাহ্—এক" (১১২।১)। বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্! তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর···তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত আর ওদের (আকাশ-পৃথিবীর) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম" (২।২২৫)। প্রথম মণ্ডলে ঋষির মনে একেশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে 'যিনি এ ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্মরহিত রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক' (১।১৬৪।৬)? এ প্রশ্নই তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সুক্তে স্থিতি লাভ করেছে ঐশ্বরিক বল ও দেবতাদের কাজের সমন্বয়ের মধ্যে, বাষট্টি সুক্তে তা জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী 'বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থাৎ বরণীয় জ্যোতি ['আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি,···আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন," (২৪।৩৫)। সুতরাং কোরআন শরীফেও এই 'বরেণ্যং ভর্গঃ' বা বরণীয় জ্যোতির সমর্থন পাচ্ছি।] রূপে নিখিল মানব হৃদয়ে বিস্তার লাভ করেছে। দশম মণ্ডলের একাশি ও বিরাশি সুক্তে ঋষির এ চিন্তাই বিশাল পটভূমিতে অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করেছে। এ সকল সুক্তে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন নেই, ঋষি একেশ্বর চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন, এখানে তাঁর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে ঋষির সানুরাগ অভিব্যক্তি প্রকাশিত। মহান ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ঋষি বলেছেন ঃ 'সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করে, মনে মনে আলোচনা করে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এ দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করলেন। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূরে হয়ে উঠল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হয়ে গেল' (১০।৮২।১)। অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি হল। পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভে যে সবকিছু জলময় ছিল কোরআন শরীফেও তার সমর্থন পাই। সূরা হূদ-এর সাত সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যখন তাঁর আরশ জলের উপর ছিল তখন তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন" (১১।৭, বার পারা, এগার সংখ্যক সূরা)। এই একেশ্বর সম্পর্কে বিশ্বকর্মা ঋষি বলেন ঃ 'যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন ধারণ

করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলোকন করেন' (১০।৮২।২)। কোরআন শরীফে পাচ্ছি : "আকাশ ও ভূমণ্ডলের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা নির্মাণ করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৫।১৭)। বিরাশি সূক্তের তৃতীয় ঋকের অনুবাদ লক্ষ্য করুন : 'যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন; যিনি একমাত্র, অন্য সকল ভুবনের লোকে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়' (১০।৮২।৩)। তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল" (৫৯।২৩)। বেদের অন্যত্র বলা হয়েছে : 'সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে ও বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়' (১০।৮১।৩)।

সুতরাং বেদের ঈশ্বর সম্পর্কীয় চিন্তা-ভাবনাগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায়, বেদের ঋষিগণ একেশ্বরের চিন্তা-ভাবনায় অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। প্রকৃতির নানান বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ডের মর্মমূলে মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এবং আমি একথা ভেবে বিস্মিত হই : চার হাজার বছর আগে বৈদিক যুগের মহান ঋষিগণ যে-কথা ভেবেছেন, যে-কথা বলেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত এই বিংশ শতাব্দীর ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ঠিক সেকথা নিয়েই আলোচনা করছেন। পরাবিদ্যায় আমরা কি সামান্য একটি ধাপও অগ্রসর হতে পেরেছি ?

পরিশেষে বেদের মহাজ্ঞানী ঋষিগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা হোক : হে পরমেশ্বর, 'বরেণ্যং ভর্গঃ'—বরণীয় জ্যোতিঃপুঞ্জে আমাদের অন্তঃকরণ আলোকিত কর। হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি আমাদের উপর করুণা কর, আমাদের অভিপ্রায় যেন এক হয়, অন্তঃকরণ এক হয়, মন এক হয়, আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ইতি—

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা
১৫ জুন, ১৯৭৩

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান

ঋগ্বেদ পরিচয়

১. বৈদিক সাহিত্য

মুণ্ডক উপনিষদে একটি বচন আছে। তা দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হতে পারে। বচনটি এই :

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ তত্রাপরা ঋগ্‌বেদঃ যজুর্বেদো সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ (প্রথম খণ্ড)

তার অর্থ হল : ব্রহ্মবিদরা বলে থাকেন দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে, পরা এবং অপরা। অপরা হল ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। আর পরা বিদ্যা হল তাই যার দ্বারা ব্রহ্মকে অধিকার করা যায়।

এই উক্তিতে বৈদিক সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। দুভাগে বৈদিক সাহিত্যকে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগে আছে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে যে অবিনাশী সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল তার সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা। এই জ্ঞান লিপিবদ্ধ হয়েছিল বেদেরই অঙ্গীভূত এবং আশ্রিত এক শ্রেণীর রচনায়। তাদের আমরা উপনিষদ বলি। উপনিষদ অর্থে বুঝি বেদের প্রান্তে যা অবস্থিত। বেদান্ত অর্থেও তাই বুঝি। পরবর্তীকালের শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত বেদান্ত দর্শন এই উপনিষদ বা বেদান্তের রচনাকেই অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ে আর সব কিছু। তাদের মধ্যে প্রথম আছে চারটি বেদ— ঋক্‌, সাম, যজু এবং অথর্ব। তারপর যেগুলি আছে সেগুলি সংখ্যায় ছটি এবং তাদের সাধারণ নাম বেদাঙ্গ। তারা হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। তাদের কেন বেদাঙ্গ বলা হয় তা বুঝতে কিছু প্রাথমিক কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই বেদের উৎপত্তি। ধর্মের প্রধান উৎস হল বিশ্বের মূল শক্তিকে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অর্ঘ্য নিবেদনের আকুতি। এই আকুতির প্রেরণা নানা রকম হতে পারে। এই প্রসঙ্গে গীতায় ব্যবহৃত বিশ্লেষণটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। গীতায় বলা হয়েছে চার শ্রেণীর ভক্ত হতে পারে : আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত ও জিজ্ঞাসু। যে আর্ত সে বিপদে পড়ে বিপদ হতে পরিত্রাণের জন্য পরম সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করে। যে অর্থার্থী তার কোনও বিপদ ঘটে নি, কিন্তু কোনও বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করে। যে ভক্ত, সে আরও উচ্চ স্তরের মানুষ। তার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা হেতু সে অহেতুক শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আর যে জিজ্ঞাসু সে পরম সত্তাকে জানতে ইচ্ছা করে।

বেদ অতি প্রাচীনকালে রচিত হয়েছে। সে যুগে মানুষ ভক্তের স্তরে উঠতে শেখেনি। সে যুগে দেবতার উপাসনার প্রেরণা ছিল ব্যবহারিক প্রয়োজন। অর্থাৎ আর্ত বা অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে দেবতার পূজা হত।

বেদের যুগে উপাসনা রীতির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ঠিক বলতে কি তা অনন্য-সাধারণ। এ ধরনের রীতি অন্য কোনও দেশে দেখা যায় নি। অবশ্য পারসিক সম্প্রদায় অগ্নির উপাসনা করে। তবে বৈদিক যজ্ঞরীতি ভিন্ন ধরনের। প্রকৃতির বক্ষে যেখানে সেকালের ঋষি শক্তির বা সৌন্দর্যের উৎস আবিষ্কার করেছেন, তার ওপরেই দেবত্ব আরোপ করে তার জন্য স্তোত্র রচনা করেছেন। এই স্তোত্রের নাম হল সূক্ত। এইভাবে অগ্নি দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি শুধু দেবতা নন পুরোহিতও বটেন; কারণ অগ্নিতেই অন্য দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হত। বায়ু দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, জলেন দেবতা বরুণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আকাশের সূর্য মহাশক্তির উৎস তিনিও দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভোরবেলার আকাশের রাঙিমা ঋষির মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনিও উষা নামে অভিহিত হয়ে দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। পৃথিবীর ও আকাশ দ্যৌ নামে দেবতা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের এবং অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশে যে স্তোত্র রচিত হত তাই নিয়েই বেদের জন্ম।

সূক্ত নিয়ে গঠিত বেদের এই মূল অংশকে বলা হয় সংহিতা। পরবর্তীকালে তার সঙ্গে অন্য অংশ যুক্ত হয়েছে। বেদের সূক্তগুলি রচিত হয়েছে প্রাচীন ভাষায়। বেদে তা ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমরা তাকে বৈদিক ভাষা বলি। এখন শ্রদ্ধা নিবেদন বা প্রার্থনা জ্ঞাপন শুধু স্তোত্র পাঠেই হয় না। তার সঙ্গে কিছু আনুষঙ্গিক ক্রিয়া থাকে। বৈদিক যুগে সেই আনুষ্ঠানিক অংশ প্রধানত রূপ নিত যজ্ঞানুষ্ঠানের। এই যজ্ঞের উপকরণ খুব সরল ছিল। একটি বেদী নির্মিত হত। তার উপর কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হত। সেই সঙ্গে বৈদিক মন্ত্র পাঠ হত বা সুর সংযোগে গাওয়া হত। তার সঙ্গে অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হত। সোম নামে এক লতা সেকালে জন্মাত। তার রসও আহুতি হিসাবে দেবতাদের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হত।

এখন বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ আছে। কোনোটিকে বলা হত অগ্নিষ্টোম, কোনোটিকে জ্যোতিষ্টোম, কোনটিকে বিশ্বজিৎ। আবার কতদিন ধরে একটি যজ্ঞ স্থায়ী হত তার ভিত্তিতে বিভিন্ন নামকরণ হত। যেমন যে যজ্ঞ বারো দিনের বেশী স্থায়ী হত তাকে বলা হত সত্র। এইসব বিষয় বিধি-নিষেধ নির্দেশ করবার জন্য ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। এই ব্রাহ্মণগুলিতে বিভিন্ন যজ্ঞ কি করে নিষ্পাদিত করতে হয় তার সবিস্তার বিবরণ আছে। যেমন ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণ আছে। ব্রাহ্মণগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্রে বলা হয়েছে "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" (২৪।১।৩১৬) অর্থাৎ সংহিতা অংশে সেখানে সূক্তগুলি আছে এবং ব্রাহ্মণ যেখানে যজ্ঞের বিধি নির্দেশ করা হয়েছে এ নিয়ে বেদ। অনেকগুলি মন্ত্র নিয়ে এক একটি সূক্ত রচিত হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি আরণ্যক ও উপনিষদও বেদের অঙ্গ। তাদেরও ব্রাহ্মণের অংশ ধরে নিতে হবে। তা না হলে তারা বাদ পড়ে যায়। ঠিক বলতে কি বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণের অংশ এবং উপনিষদগুলি আরণ্যকের অংশ। তাই জৈমিণি বলেছেন মন্ত্রাতিরিক্ত বেদভাগের নামই ব্রাহ্মণ। (মীমাংসা সূত্র, ২ ১।৩৩)।

আরণ্যক ও উপনিষদ ব্রাহ্মণের অংগ হলেও তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই সমগ্র সাহিত্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি কর্মকাণ্ড ও অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞ সম্পর্কিত বিষয়গুলি আছে। সুতরাং তার অন্তর্ভুক্ত হবে বেদের

সংহিতা বা মন্ত্র অংশ এবং ব্রাহ্মণ অংশ; কারণ তাতে যজ্ঞের বিধি-নিষিধের আলোচনা আছে। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয় আলোচনা আছে সুতরাং তা জ্ঞান-কান্ডের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আরণ্যকের স্থান এদের মধ্যবর্তী। এতে কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ এবং জ্ঞান উভয় সম্বন্ধেই আলোচনা পাওয়া যায়। প্রতি বেদের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়; কিন্তু প্রতি বেদের সঙ্গে সংযুক্ত আরণ্যক পাওয়া যায় না। যেমন অথর্ববেদের একটি ব্রাহ্মণ আছে; কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় না।

সুতরাং জ্ঞানকান্ড হিসাবে উপনিষদেরই ভূমিকা প্রধান। সেই কারণে আমাদের উপনিষদের বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে। তার আগে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলা প্রয়োজন।

যজ্ঞানুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভূমিকা থাকত। যজ্ঞের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে 'দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ যজ্ঞ।' অর্থাৎ যজ্ঞ করতে যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন হত, যেমন সমিধ বা কাঠ, আহুতির জন্য ঘৃত, সোমরস প্রভৃতি সরবরাহ করতে হত। যিনি দ্রব্য ত্যাগ করেন তিনি হলেন যজমান। অর্থাৎ তাঁরই কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত সুতরাং তাঁকেই এই দ্রব্যগুলি সরবরাহ করতে হত।

আর যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন তাঁদের বলা হত ঋত্বিক। এই ঋত্বিকদের মধ্যে আবার ভূমিকা বিভিন্ন ছিল। তার ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে। যেমন যিনি সূক্ত পাঠ করতেন তাঁর নাম হল হোতা। যিনি এই সূক্ত গান করে পাঠ করতেন তাঁর নাম হল উদ্গাতা। আর যিনি অগ্নিতে আহুতি দিতেন তাঁর নাম হল অধ্বর্যু। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে অনেকের ভূমিকা ছিল। আগুন জেলে একটি ভাবগম্ভীর সমাবেশে তা অনেকের সাহচর্যে অনুষ্ঠিত হত।

বৈদিক যজ্ঞের সম্বন্ধে একটি অপবাদ প্রচারিত আছে যে তাতে অনেক পশুবলি হত। এমন কি কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে দশাবতারের বর্ণনায় পশু হত্যার উল্লেখ আছে। পশু যে বলি হত না তা নয়। তবে তার সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ ছিল। কতকগুলি নির্বাচিত যজ্ঞে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা ছিল। আহিতাগ্নি যজ্ঞে পশুবধ অবশ্য-কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাতে মাত্র একটি পশু বলি হত। সোমযাগে একাধিক পশু ব্যবহৃত হত। কিন্তু তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল। তাছাড়া এ যাগ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় খুব কম সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হত। (অনির্বাণ-বেদ মীমাংসা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪১)। অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ আমরা পাই। তাতে কেবল একটি অশ্ব হত্যা করা হত।

এখন আমরা উপনিষদের আলোচনায় ফিরে যাব। উপনিষদের অর্থ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। প্রথমেই সে বিষয় আলোচনা করে নিতে পারি।

ডয়সন উপনিষদকে রহস্যগত জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান রহস্যপূর্ণ হওয়ায় গুরুর নিকট একান্তে বসে আলোচনা হতেই এই বিদ্যা সম্ভব। গুরুর সন্নিধিতে বসে আয়ত্ত হত বলে তার নাম উপনিষদ (Deussen, Philosophy of Upanishads p. 14-15).

ম্যাক্সমুলার বলেছেন প্রথমে উপনিষদ বোঝাত একটি সভা। সেখানে গুরু হতে একটু ব্যবধান রক্ষা করে শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে সমবেত হত। শিষ্য গুরুর নিকটে বসে এই বিষয় চর্চা করত বলেই এর নাম উপনিষদ। (Maxmuller, Sacred Books of the East, Introduction.)

অষ্টোত্তর শত উপনিষদের সংকলক পণ্ডিত বাসুদেব শর্মা বলেন : উপ অর্থে গুরুর উপদেশ হতে লব্ধ ; নি অর্থে নিশ্চিত জ্ঞান ; সৎ অর্থে যা জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায় গুরুর নিকট হতে লব্ধ যে নিশ্চিত জ্ঞান জন্মমৃত্যুর বন্ধন খণ্ডন করে তাই হল উপনিষদ।

মনে হয় উপনিষদের একটি সহজ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায়। অপরদিকে উপরের ব্যাখ্যাগুলির বিপক্ষে কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। উপনিষদের আলোচনা গুরুশিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখি ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হত। কাজেই ডয়সন ও ম্যাক্সমুলারের উক্তি সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় না।

বাসুদেব শর্মা মুক্তির উপায় হিসাবে উপনিষদের ব্যবহার করেছেন এবং সেই অর্থ তার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু উপনিষদের যুগে মুক্তির স্পৃহা মানুষের মধ্যে বলবতী হয় নি। সেটা ঘটেছিল পরবর্তীকালে ষড় দর্শনের যুগে। কর্মফল ও পরজন্মবাদ বদ্ধমূল সংস্কারে রূপান্তরিত হবার পরেই মুক্তির চিন্তা ভারতীয়দের মনে উদয় হয়। উপনিষদের যুগে জন্মান্তরবাদ ঠিক গড়ে ওঠে নি। এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে মাত্র। কাজেই তখন মুক্তি-স্পৃহা জানবার সময় আসে নি। বিশ্ব হতে পলায়ন করবার মনোভাব তখনও মানুষের মনে জাগে নি। জীবনকে আনন্দময় মনে করা হত। বিশ্বকে বলা হত 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক ২।২।৭)। সুতরাং এই মানসিক পরিবেশে মুক্তিচিন্তা মানুষের মনে আসে না। কাজেই মনে হয় বাসুদেব শর্মার ব্যাখ্যা কল্পিত এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং উপনিষদের সহজ সরল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। উপনিষদ অর্থে বুঝি যা এক প্রান্তে অবস্থিত। বেদের একপ্রান্তে বসে আছে বলেই তা উপনিষদ। তাকে বেদান্তের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। বেদান্তেরও অর্থ বেদের শেষে যা আছে তাই। শব্দটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা এখনি বলেছিলাম যে উপনিষদগুলি বেদের আশ্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতির আনুকূল্যে অন্য সূত্রেও অনেক উপনিষদ রচিত হয়েছে। তারা বেদের অঙ্গীভূত নয়।

এমন ঘটার একটা কারণ ছিল। প্রাচীনকালে উপনিষদের মর্যাদা এমন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব উপনিষদ নামে প্রচারিত হয়েছিল। সম্ভবত নামের আভিজাত্যের গুণে তাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা এই রীতির পেছনে সক্রিয় ছিল। মুক্তিক উপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ আছে। নির্ণয় সাগর প্রেস হতে বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী উপনিষদের যে সংকলন গ্রন্থ বার করেছিলেন তাতে ১১২টি উপনিষদ স্থান পেয়েছে। তার যে সাম্প্রতিক সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে ১২০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত। এদের বেশীর ভাগই বেদের যুগে রচিত নয়, পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। এখন আমাদের প্রকৃত বৈদিক যুগের উপনিষদ হতে পরবর্তীকালে রচিত উপনিষদগুলি পৃথক করে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে এমন দুটি অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। প্রথমত দেখি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার রূপ বিভিন্নকালে পরিবর্তিত হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডে যে চিন্তা পাই উপনিষদে তা পাই না। ষড় দর্শনের যুগে আবার চিন্তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। পরে পৌরাণিক

যুগে আবার চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন উপনিষদগুলি বৈদিক সাহিত্যের কথা হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং একটি বিশেষ তত্ত্ব তাদের অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। তাকে ব্রহ্মবাদ বলতে পারি। সুতরাং এই দুই লক্ষণ দ্বারা বৈদিক যুগের উপনিষদগুলিকে পৃথক করে নিতে পারি। প্রথমত যে উপনিষদের চিন্তা প্রাচীন উপনিষদের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না তাকে পৃথক করে রাখতে পারি। দ্বিতীয়ত যে উপনিষদের বেদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হবে তাকে বৈদিক যুগের উপনিষদ বলে স্বীকার করে নিতে পারি।

ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় চারটি দার্শনিক চিন্তা কালানুক্রমে আবিষ্কার করা যায়। প্রথমত বেদের কর্মকাণ্ডে সংহিতা অংশে প্রাচীনতম অবস্থাটি পাই। তখন নানা প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করে যজ্ঞে তাঁদের আহ্বান করে উপাসনা করা হত। এই উপাসনা রীতি বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রয়োজন দ্বারা অনুপ্রাণিত। শত্রু হতে রক্ষা বা বিপদ হতে ত্রাণ এবং অভীষ্ট পূরণের জন্য এই উপাসনায় প্রার্থনা নিবেদিত হত। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের উদ্দেশে প্রশস্তিও নিবেদিত হত।

বেদের মধ্যেই শেষের দিকে জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যেই বিশেষ করে দশম মণ্ডলে এমন অনেক সূক্ত আছে যেখানে নানা দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এখানে যে চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে তার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন বেদের সহিত সংযুক্ত উপনিষদগুলির মধ্যে। এখানে ঋষির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা বিশ্বসত্তার পরিচয় পেতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এই জিজ্ঞাসার ফলে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে আমরা সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদ বলতে পারি। এই দর্শন বলে সকল মানুষ, সকল জীব, সকল বস্তুকে জড়িয়ে নিয়ে এক মহাশক্তি সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন এবং নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। এইভাবে প্রাচীন উপনিষদে যে তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে তাতে বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গী পাই।

আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তার পরবর্তী যুগটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি পরিবর্তিত রূপ। এখানেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল, তবে প্রেরণা এসেছে ভিন্ন পথে। এখানে প্রেরণা এসেছে ব্যবহারিক প্রয়োজনে। এ যুগে কর্মফল তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত পরজন্মবাদ বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে পার্থিব জীবন সুখের নয়, দুঃখের। ফলে পরজন্ম হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে। সেই মুক্তির উপায় হিসাবে জ্ঞান-মার্গকেই অবলম্বন করা হয়েছে। একথা যেমন হিন্দু ষড় দর্শন সম্বন্ধে খাটে তেমন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্বন্ধেও খাটে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও পরজন্ম হতে পরিত্রাণ চায় এবং তার ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র দর্শন গড়ে তুলেছে। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই দর্শন ব্যতীত একটি কর্মরীতি প্রচার করা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রবর্তন করেছিলেন। অনুরূপভাবে জৈন ধর্মে সম্যক চারিত্রকেও মোক্ষলাভের অন্যতম উপায় হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায়ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল।

চতুর্থ অবস্থায় পৌরাণিক যুগে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি আসে। সাধারণভাবে বলা যায় ষড় দর্শনের যুগে ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট ছিল না। তবে তার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারে নীরব। ষড় দর্শনের মধ্যে অধিকাংশ দর্শনই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়। সাংখ্য

দর্শনেও ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই। বৈশেষিক দর্শনেও নেই। যোগ দর্শনে ঈশ্বর নানা তত্ত্বের মধ্যে একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত। একেশ্বরবাদের ঈশ্বর যে মহিমায় অধিষ্ঠিত তার ধারে কাছেও তিনি যান না। ন্যায় সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে কিন্তু এখানে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণই মুখ্য বিষয়। ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এখানেও অনুপস্থিত। পূর্ব মীমাংসায় বেদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বৈদিক দেবতারা স্বীকৃত; কিন্তু একেশ্বরবাদের দেবতার বিষয় তা উদাসীন।

তারপর এসেছে পৌরাণিক যুগ। তখন দেখি ঈশ্বরকে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে তাঁর ওপর সকল মৌলিক শক্তি আরোপ করে তাঁকে ব্যক্তিরূপী সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। তখনই ভারতের চিন্তাধারায় একেশ্বরবাদ পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিব বা শক্তি বা বিষ্ণু বা তাঁর অবতাররূপে গ্রহণ করে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও ব্যক্তিরূপী বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনিই একমাত্র অবলম্বন এবং একমাত্র গতি। ঈশ্বরে ভক্তিই এখানে মূল সুর রূপে পরিস্ফুট হয়েছে।

সুতরাং ভারতীয় দর্শনের চিন্তায় চারটি স্তর পাই। প্রথমে বেদের কর্মকাণ্ডের যুগ। সেখানে প্রকৃতির বহু শক্তিকে দেবতারূপে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। ধর্ম সেখানে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গিরও সহাবস্থিতি ঘটেছিল। দ্বিতীয় অবস্থা পাই উপনিষদের যুগে। সেখানে মানুষের মন ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধকে উপেক্ষা করে জ্ঞানমার্গে বিশ্বসত্তাকে জানবার জন্য আগ্রহশীল হয়েছিল। ফলে ব্রহ্মবাদ গড়ে উঠেছিল — তৃতীয় স্তর পড়ে পাই ষড় দর্শনের যুগে। তখন ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের আবার আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু ভিন্নভাবে। দুঃখ হতে পরিত্রাণ বা ইচ্ছা পূরণের জন্য নয়, জন্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য। তবে তার উপায় হিসাবে জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হয়েছে। শেষের অবস্থা পাই পুরাণের যুগে। তখন বিশ্বসত্তা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হিসাবে কল্পিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অহেতুক ভক্তি হয়ে উঠেছে সাধনার রীতি।

মুক্তিক উপনিষদে যে ১০৮ আটখানি উপনিষদের উল্লেখ আছে তা নির্ণয় সাগর প্রেসের সংকলনে যে অতিরিক্ত উপনিষদগুলির উল্লেখ আছে, সেগুলির বিষয়বস্তু বিচার করলে দেখা যাবে তারা এই চারশ্রেণীর একটি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে যাবে। সেই শ্রেণীগুলি দাঁড়াবে এই ঃ

(১) ব্রহ্মবাদী উপনিষদ;
(২) সন্ন্যাসবাদী উপনিষদ। এগুলির উপর যোগদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট;
(৩) যোগবাদী উপনিষদ। এগুলি যোগ অভ্যাসে উৎসাহ দেয়;
(৪) ভক্তবাদী উপনিষদ যা বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতার আরাধনায় উৎসাহ দিয়েছে।

এদের মধ্যে বেদের অংগীভূত বা বৈদিক যুগের উপনিষদগুলি প্রথম শ্রেণীতে পড়বে। অন্যগুলিকে বৈদিক সাহিত্যের অংশ বলে স্বীকার করা যায় না। তারা অনেক পরে রচিত হয়েছে।

এখন আমরা দেখব যে উপনিষদগুলি প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করা যায় তাদের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত তারা সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তার পরিচয় দেয়। অর্থাৎ তারা ব্রহ্মবাদী। দ্বিতীয়ত তারা হয় বেদের সংগে সোজাসুজি যুক্ত না হয় ঐতিহ্য অনুসারে যুক্ত। যেখানে তারা বেদের সংগে সোজাসুজি যুক্ত সেখানে তারা বেদের সংহিতা অংশ বা ব্রাহ্মণ অংশ বা আরণ্যক অংশের অংগীভূত। এইভাবে আমরা ১২ খানি উপনিষদ আবিষ্কার করি

যাদের পূর্বের তালিকার প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত করতে পারি। নীচে তাদের একটা তালিকা দেওয়া হল।

(ক) বেদের অঙ্গীভূত উপনিষদ ঃ

(১) ঈশ, শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অংশ
(২) ঐতরেয়, ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অংশ
(৩) কৌষীতকি, ঋগ্বেদের শাংখ্যায়ন আরণ্যকের অংশ
(৪) তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ
(৫) বৃহদারণ্যক, শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ
(৬) কেন, সামবেদের জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণের অংশ
(৭) ছান্দোগ্য, সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ
(৮) প্রশ্ন, অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত

(খ) ঐতিহ্য অনুসারে বেদের সহিত সংযুক্ত ঃ

(৯) কঠ, ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত
(১০) শ্বেতাশ্বতর, ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত
(১১) মুণ্ডক, ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ব বেদের অন্তর্ভুক্ত
(১২) মাণ্ডূক্য, ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ব বেদের অন্তর্ভুক্ত

আমরা চারটি বেদের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তারা হল ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। আমরা আরও বলেছি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়ে উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত হল আরণ্যক ও উপনিষদ। এই বিভাগ মোটামুটি প্রতিটি বেদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এখন কোন বেদের সহিত কোন ব্রাহ্মণ, কোন আরণ্যক এবং কোন উপনিষদ সংযুক্ত তা দেখানো যেতে পারে।

ঋগ্বেদের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি ব্রাহ্মণ আছে। তারা হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ। উভয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই নামে চিহ্নিত আরণ্যক আছে। সুতরাং তাদের নাম ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকি আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত ঐতরেয় উপনিষদ এবং কৌষীতকি আরণ্যকের সঙ্গে যুক্ত কৌষীতকি উপনিষদ।

সামবেদের অন্তর্ভুক্ত তিনটি ব্রাহ্মণ আছে। তারা হল তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্য বা জৈমিনীয় বা উপনিষদ ব্রাহ্মণ। সামবেদের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি আরণ্যক আছে। উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য। এই আরণ্যক দুটির আশ্রিত দুটি উপনিষদ ; ছান্দোগ্য ও কেন।

বর্তমানে সামবেদের তিনটি শাখা পাওয়া যায় ; কৌথুন, রাণায়ণীয় এবং জৈমিনীয় বা তলবকার। তাদের মধ্যে কৌথুন শাখাই বেশী প্রচলিত। সামবেদের তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ ঃ জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র বা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। কেন উপনিষদ তলবকার ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ।

বর্তমান যজুর্বেদে দুটি শাখা পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। শুক্ল যজুর্বেদ সুষ্ঠু যজ্ঞ প্রযুক্ত মন্ত্রের সংকলন। সেই কারণেই সম্ভবত তাকে শুক্ল বা বিশুদ্ধ বলা হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে মন্ত্র ছাড়া অতিরিক্তভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাখ্যাও আছে। সেইজন্যই সম্ভবত তার কৃষ্ণ যজুর্বেদ নাম। যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি অধিকাংশ গদ্যে রচিত। এই মন্ত্রগুলি যিনি পাঠ করতেন তাঁকে অধ্বর্যু বলা

হত। শুক্ল যজুর্বেদের আর এক নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। তার প্রাচীন আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় হতে এ নাম হয়েছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি ব্রাহ্মণ। তার নাম তৈত্তিরীয়। তার আরণ্যকের নামও তৈত্তিরীয়। সেই আরণ্যকের আশ্রিত উপনিষদের নামও তৈত্তিরীয়।

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ নামে একটি ব্রাহ্মণ আছে। তার আশ্রিত আরণ্যক এই ব্রাহ্মণেরই অংশ এবং একই নামে প্রচলিত। এই বেদের আশ্রিত দুটি উপনিষদ ঃ বৃহদারণ্যক ও ঈশ। বৃহদারণ্যক সব থেকে বড় উপনিষদ। ঈশ উপনিষদ এই বেদের সংহিতার অংশ।

অথর্ব বেদের প্রাচীন নাম ছিল অথর্বাঙ্গিরস। অথর্বন ও অঙ্গিরাগণ সুপ্রাচীনকালের ঋষি ছিলেন। সুতরাং তার উৎপত্তি প্রাচীনকালে হয়েছিল। তাকে তার প্রকৃতি দেখে মনে হয় তার অনেক অংশ অপ্রাচীনকালে রচিত হয়েছিল। অথর্ববেদের প্রধানতম বিষয়বস্তু হল যাদুবিদ্যা। এক ধরনের যাদুবিদ্যার নাম ভৈষজ্যানি। তার উদ্দেশ্য নানা রোগের উপশম সাধন। এই উপশমের জন্য যেমন ভূত ঝাড়ানোর ব্যবস্থা আছে তেমন রোগ নিরাময়ের উপযোগী নানা রকম লতাগুল্মের ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

অথর্ববেদে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ আছে। তার নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। তার সঙ্গে সংযুক্ত কোনও আরণ্যক নেই। তবে প্রশ্ন উপনিষদ এই বেদের পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত।

তারপর আসে বেদাঙ্গ। এই বিষয়গুলি বেদ পাঠ এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাহায্য করত বলে এদের নাম বেদাঙ্গ। এদের প্রয়োজন ব্যবহারিক। এবার বেদের পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে এর বর্ণনা করা যেতে পারে।

ছয়টি বেদাঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের প্রথম উল্লেখ পাই ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে। সেখানে উল্লেখ আছে "চত্বারোঽস্য (স্বাহায়ে) বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি ।৪॥৭" অর্থাৎ চারটি বেদ হল শরীর এবং ছয়টি বেদাঙ্গ হল তাদের অঙ্গ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং কল্প। এদের প্রত্যেকের পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

(১) প্রথমে শিক্ষা। সেকালে বেদ অধ্যয়ন নিত্য কর্তব্য ছিল। যজ্ঞেও বেদ পাঠের প্রয়োজন হত। দৈনিক পাঠকে স্বাধ্যায় বলা হত। শিক্ষক বেদের শব্দরাশির নির্ভুল উচ্চারণ শিক্ষা দিত। গুরুর কাছ থেকে শিষ্য তা গ্রহণ করত। বেদের সংহিতা অংশই প্রধানতঃ শিক্ষার আলোচনার বিষয়।

সংহিতা দুভাবে পাঠ করা হত। তার পাঠকে পদপাঠ বলা হত। তা দুরকম হতে পারে। অব্যাকৃত পদপাঠ এবং ব্যাকৃত পদপাঠ। সংহিতায় পরস্পর সন্নিবদ্ধ অবস্থায় যেমন পদগুলি আছে তেমনভাবে রেখে পাঠ করাকে অব্যাকৃত পদপাঠ বলে। ব্যাকৃত পদপাঠে প্রতি পদকে সন্নিবদ্ধ রূপ হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পৃথকভাবে উচ্চারণ করাকে ব্যাকৃত পদপাঠ বলে। একে শুধু পদপাঠও বলে। সংহিতা পাঠের সঙ্গে পদপাঠের সম্পর্ক নির্দেশ করতে প্রাতিশাখ্য গন্থের উদ্ভব হয়। এগুলি শিক্ষার আদিগ্রন্থ।

প্রত্যেক বেদের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাতিশাখ্য সূত্র আছে। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ হল শাকল প্রাতিশাখ্য। সামবেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ অনেকগুলি ঃ সামপ্রাতিশাখ্য, পুষ্প সূত্র, পঞ্চবিধ সূত্র ও ঋকতন্ত্র ব্যাকরণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র এবং শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য সূত্র। অথর্ব বেদের দুটি প্রাতিশাখ্য সূত্র ঃ অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য সূত্র এবং শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা।

প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলি ছাড়াও ছন্দে রচিত কিছু শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রধান হল ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদের নারদীয় শিক্ষা, কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্যাস শিক্ষা, শুক্লযজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা এবং অথর্ব বেদের মাণ্ডুক্য শিক্ষা।

(২) দ্বিতীয় বেদাঙ্গ ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সঙ্গে শিক্ষার খানিকটা যোগ আছে। সংহিতার অব্যাকৃত পাঠকে সন্ধিবিচ্ছেদ করে ব্যাকৃতরূপে অর্থাৎ পদপাঠে পরিণত করতে সন্ধির নিয়মগুলি জানা দরকার। সেগুলি ব্যাকরণের বিষয়। অতিরিক্ত ভাবে বেদপাঠে বা যজ্ঞে তার আরও প্রয়োগ আছে। মন্ত্রকে যজ্ঞে প্রয়োগ করবার সময় কোনও কোনও ক্ষেত্রে পদের লিঙ্গ বিভক্তি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। ব্যাকরণ না জানলে পদের অর্থগ্রহণ করা সহজ হয় না, ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখাও প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বেদাঙ্গ পদবাচ্য ব্যাকরণ এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ব্যাকরণের ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পানিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে চৌষট্টি জন পূর্বাচার্যের নাম করেছেন। সুতরাং ব্যাকরণ চর্চা বেদের যুগের আদিকাল হতেই প্রচলিত ছিল অনুমান করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৫৮ সূক্তের ৩ সংখ্যক মন্ত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে। পতঞ্জলি মনে করেন এই মন্ত্রটি ব্যাকরণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। মন্ত্রটি এই :

চত্বারি শৃঙ্গাঃ ত্রয়োঽস্য পাদাঃ দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যামাবিবেশ ॥৪॥৫৮॥। এর বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় :

এঁর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুটি মস্তক ও সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন।

সায়ণাচার্যও একই মত পোষণ করেন। তাঁর 'ঋগ্বেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায়' এই মন্ত্রটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চারটি শৃঙ্গ অর্থে এর চারটি পদ আছে। তিনটি পাদ হচ্ছে তিন কাল। দুই শীর্ষ হচ্ছে সুবন্ত এবং তিঙন্ত প্রত্যয়। সাতটি হাত হচ্ছে সাতটি বিভক্তি। রোরবীতির অর্থ শব্দকর্মক ধাতু।

(৩) তারপর ছন্দ। ছন্দ শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত। ঋক্ সংহিতার এবং সাম সংহিতার সব মন্ত্রই ছন্দোবন্ধ। অবশ্য সাম সংহিতার মন্ত্র গাওয়া হত। অথর্ব সংহিতারও বেশীর ভাগ মন্ত্রই ছন্দোবন্ধ। সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদে নানা সূত্রে ছন্দের প্রসঙ্গ আছে।

সকল প্রাতিশাখ্যের শেষে সামবেদের নিদানসূত্রে শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এবং বিভিন্ন অনুক্রমণিকাতে ছন্দ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পিঙ্গলের ছন্দঃ সূত্রকেই বেদাঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এটিকে বিশুদ্ধভাবে বেদাঙ্গ গণ্য করা যায় না। তার প্রথম চার অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দের আলোচনা আছে। তারপর অতিরিক্তভাবে লৌকিক ছন্দেরও বিবরণ আছে।

(৪) চতুর্থ বেদাঙ্গ হল নিরুক্ত। নিরুক্তের সঙ্গে নিঘণ্টুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। নিঘণ্টু হল বৈদিক শব্দের সংগ্রহ। নিঘণ্টুর মত তখন আরও অনেক শব্দ সংগ্রহ ছিল। সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। যাস্ক নিঘণ্টু শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাই নিরুক্ত নামে প্রচলিত।

নিঘণ্টুতে তিনটি কাণ্ডে পাঁচটি অধ্যায় আছে। প্রথম তিনটি অধ্যায় নিয়ে নৈঘণ্টুক কাণ্ড। তাতে একার্থবাচক শব্দের সংগ্রহ আছে। চতুর্থ অধ্যায় হল

'ঐকপদিক' বা নৈগস কাণ্ড। তাতে একটি অর্থ সূচিত করে এমন শব্দের সংগ্রহ আছে। পঞ্চম অধ্যায় 'দৈবত কাণ্ড'। তাতে বেদের দেবতাদের নামের সংগ্রহ আছে।

নিরুক্তের দুটি ষট্‌কে বারোটি অধ্যায় আছে। প্রথম ষট্‌কে নিরুক্তের প্রথম দুটি কাণ্ডের ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে দৈবত কাণ্ডের ব্যাখ্যা আছে।

নিরুক্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ভেঙে বলা। এই অর্থে তা ব্যাকরণের পরিপূরক। ব্যাকরণ শব্দগুলিকে ভেঙে পৃথক করে দেয়। নিরুক্ত পদকে ভেঙে তার ব্যাখ্যা করে। ব্যাকরণের সম্বন্ধ শব্দের সহিত, নিরুক্তের সম্বন্ধ অর্থের সহিত পদকে ভাঙলে তবেই তার অর্থ গ্রহণ করা সহজ হয়। সুতরাং ব্যাকরণ ও নিরুক্ত পরস্পরের পরিপূরক।

(৫) পঞ্চম বেদাঙ্গ হল জ্যোতিষ। যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা তাঁকে ঋত্বিক বলে। যজ্ঞের কাল নিরূপিত হত দিনের বেলায় শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণকে লক্ষ্য করে। এই প্রসঙ্গে অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর গণনা করা ঋত্বিকের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ত। এই জন্যই জ্যোতিষের উদ্ভব হয়েছে।

লগধের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নামে একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। যাজুষ এবং আর্চভেদে তার দুটি শাখা আছে।

(৬) ষষ্ঠ বেদাঙ্গ হল কল্প। কল্পগুলি সূত্র আকারে গ্রথিত। তাতে যেমন যজ্ঞের প্রয়োগবিধি বর্ণিত আছে তেমন গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার প্রভৃতির আলোচনা আছে। এদের চারটি শ্রেণী আছে : শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র।

ব্রাহ্মণে যে সমস্ত যজ্ঞের উল্লেখ আছে তাদের বলা হয় শ্রৌত যজ্ঞ কারণ ব্রাহ্মণ শ্রুতির অঙ্গ। এই যজ্ঞগুলির সংখ্যা চোদ্দটি—সাতটি হবির্যজ্ঞ অর্থাৎ ঘৃতাহুতি দিয়ে নিষ্পন্ন করতে হয় এবং সাতটি সোম যজ্ঞ অর্থাৎ সোমরস আহুতি দিতে হয়। শ্রৌত সূত্রে এই চোদ্দটি যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এর জন্য তিনটি অগ্নির আধান করতে হয় : গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ। এদের বিষয়েও আলোচনা আছে।

এই চোদ্দটি যজ্ঞ ছাড়া আরও অতিরিক্ত যজ্ঞ আছে। তাদের 'স্মার্ত' যাগ বলা হয়। তাতে ঔপাসন, হোম, বৈশ্বদেব প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞের বিধান আছে। এদের আলোচনা পাই গৃহ্যসূত্রে। স্মার্ত কর্মগুলি স্মার্ত অগ্নিতে করা নিয়ম। স্মার্ত অগ্নির অন্য নাম বৈবাহিক, গৃহ্য, অবিসথ্য ও ঔপাসন অগ্নি। কতকগুলি যজ্ঞের শ্রৌত এবং গৃহ্য উভয় রূপই আছে। যেমন অগ্নিহোত্র, দশপূর্ণমাস, পশুযাগ, পিতৃযাগ।

হিন্দুর জীবনে জন্ম হতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যে দশটি সংস্কার পালন করতে হয় সে বিষয়ে আমরা অবহিত ; কারণ বৈদিক যুগ হতে এগুলি এখনও পালিত হয়ে থাকে। যেমন জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এগুলি কিভাবে সম্পাদিত করতে হবে তার বিধি গৃহ্যসূত্রে আছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই সংস্কারগুলি হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত রূপে বর্তমান আছে।

ধর্ম সূত্র পরিবারকে ছাড়িয়ে সমাজে পরিব্যাপ্ত। তাতে কর্তব্য অকর্তব্য, দেশাচার-লোকাচার প্রভৃতির বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর আর এক নাম হল 'সাময়াচারিক সূত্র'। এখানে সময় অর্থে বুঝতে হবে সর্বসম্মত অনুশাসন। সুতরাং তাতে আছে সর্বসম্মত অনুশাসন এবং আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ।

তারপর শুল্বসূত্র। তার সঙ্গে কল্পসূত্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। শুল্ব মানে জমি মাপবার দাঁড়। তাতে নানা ধরনের যজ্ঞবেদির পরিমাণ ঠিক করবার নিয়ম দেওয়া আছে। সুতরাং শুল্বসূত্রের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ঠিক বলতে কি এখানে ভারতীয় জ্যামিতিকে বীজ আকারে পাই।

প্রতি বেদের সঙ্গে সংযুক্ত নানা শ্রেণীর কল্পসূত্র পাওয়া যায়। তাদের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

ঋগ্বেদ :

শ্রৌতসূত্র : শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে সংযুক্ত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র।

গৃহ্যসূত্র : শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, শাম্বিবৎ গৃহ্যসূত্র। ঋগ্বেদে ধর্মসূত্র বা শুল্বসূত্র নেই।

সামবেদ :

শ্রৌতসূত্র : পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের সহিত যুক্ত মশক শ্রৌতসূত্র ও লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র, রাণায়নীয় শাখার দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র।

গৃহ্যসূত্র : গোভিলগৃহ্যসূত্র, রাণায়নীয় শাখার খাদির গৃহ্যসূত্র ও জৈমিনীয় শাখার জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র।

ধর্মসূত্র : রাণায়নীয় শাখার গৌতম ধর্মসূত্র। সামবেদের কোন শুল্বসূত্র নেই।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ :

শ্রৌতসূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায় দুটি : বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র, বাধূল শ্রৌতসূত্র, ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্র, আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, হিরণ্যকেশি শ্রৌতসূত্র, বৈখানস শ্রৌতসূত্র। কাঠক শাখায় কাঠক শ্রৌতসূত্র, মৈত্রায়ণী শাখার মানব শ্রৌতসূত্র এবং বারাহ শ্রৌতসূত্র।

গৃহ্যসূত্র : তৈত্তিরীয় শাখার বৌধায়ন, বাধূল, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি ও বৈখানস গৃহ্যসূত্র।

কাঠক শাখায় কাঠক গৃহ্যসূত্র। মৈত্রায়ণীয় শাখার মানব এবং বারাহ গৃহ্যসূত্র।

ধর্মসূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায় বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি এবং বৈখানস ধর্মসূত্র।

শুল্বসূত্র : তৈত্তিরীয় শাখায় বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশি শুল্বসূত্র। কাঠক শাখার কাঠক শুল্বসূত্র। মৈত্রায়ণী শাখার মানব এবং বারাহ শুল্বসূত্র।

শুক্ল যজুর্বেদ :

শ্রৌতসূত্র—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র

গৃহ্যসূত্র—পারস্কর গৃহ্যসূত্র

শুল্বসূত্র—কাত্যায়ন শুল্বসূত্র

শুক্ল যজুর্বেদে ধর্মসূত্র নেই।

অথর্ববেদ :

শ্রৌতসূত্র—বৈতান শ্রৌতসূত্র। গৃহ্যসূত্র—কৌশিক গৃহ্যসূত্র।

এগুলি অন্য বেদের সূত্রের মত নয়। কৌশিকসূত্রে অনেক তুকতাকের কথা আছে। অথর্ববেদে ধর্মসূত্র বা শুল্বসূত্র নেই।

২. ঋগ্বেদের সঙ্গে অন্য বেদের সম্পর্ক

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারটি বেদের সঙ্গে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ঋগ্বেদের শাকল শাখাই সমধিক প্রচলিত। তাতে দশটি মণ্ডল আছে এবং প্রতি

মণ্ডলে অনেকগুলি সূক্ত বা দেবতার উদ্দেশে রচিত প্রশস্তি আছে। এই সূক্তগুলির উপাদান হল কয়েকটি মন্ত্র। এই মন্ত্রগুলিকে ঋক্ বলে। ঋক্সমূহের সংগ্রহ গ্রন্থ বলেই ঋগ্বেদের এই নাম। কোনও সূক্তে ঋক্ সংখ্যা ৪।৫টি, কোনও সূক্তে ২৫।৩০টিও আছে। কোথাও আরও বেশী আছে।

ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলে মোট ১০,৫৫২টি ঋক্ নিয়ে ১,০২৮টি সূক্ত আছে। এদের মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ৮০টি ঋক্ নিয়ে ১১টি সূক্তকে বালখিল্য সূক্ত বলা হয়। সায়ণাচার্য এগুলিকে ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করেন না। সেই জন্য তাদের ওপর ভাষ্য রচনা করেন নি। তাদের বাদ দিয়ে ঋগ্বেদে সূক্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০১৭ এবং ঋক্ সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,৪৭২। তাদের ধরে নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডলে সূক্ত এবং ঋক্ সংখ্যা এই রকম দাঁড়ায়:

প্রথম মণ্ডল	১৯১ সূক্ত	২,০০৬ ঋক্
দ্বিতীয় মণ্ডল	৪৩ সূক্ত	৪২৯ ঋক্
তৃতীয় মণ্ডল	৬২ সূক্ত	৬১৭ ঋক্
চতুর্থ মণ্ডল	৫৮ সূক্ত	৫৮৯ ঋক্
পঞ্চম মণ্ডল	৮৭ সূক্ত	৭২৭ ঋক্
ষষ্ঠ মণ্ডল	৭৫ সূক্ত	৭৬৫ ঋক্
সপ্তম মণ্ডল	১০৪ সূক্ত	৮৪১ ঋক্
অষ্টম মণ্ডল	১০৩ সূক্ত	১,৭১৬ ঋক্
নবম মণ্ডল	১১৪ সূক্ত	১,১০৮ ঋক্
দশম মণ্ডল	১৯১ সূক্ত	১,৭৫৪ ঋক্
	১,০২৮ সূক্ত	১০,৫৫২ ঋক্

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। আগেই বলা হয়েছে যাঁর জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিনি যজমান এবং যাঁরা যজ্ঞ কার্যটি অনুষ্ঠান করছেন তাঁরা ঋত্বিক। এই ঋত্বিকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল। যিনি প্রশস্তি পাঠ করতেন তিনি হোতা। তাঁর পাঠন মন্ত্রের সংকলন ঋক্ সংহিতা। যিনি গান গেয়ে স্তুতি করেন তিনি উদ্গাতা। তাঁর গেয় মন্ত্রের সংকলন হল সাম সংহিতা। যিনি আহুতি দেন তিনি অধ্বর্যু। সেই সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ হত তার সংকলন হল যজুঃসংহিতা। মীমাংসার মতে ঋক্ ও সাম ছাড়া সব যজুঃ (মীমাংসা সূত্র ॥ ২ ॥ ১।৩৭)। সুতরাং ঋক্ মিত' অর্থাৎ পদবন্ধ, সাম সুরে বাঁধা সঙ্গীত রূপে গেয়, আর যজুঃ 'অমিত' অর্থাৎ তা ঋকের মত ছন্দোবন্ধ নয়। যজুর্বেদ সংহিতার মন্ত্রগুলি গদ্যে রচিত। সুতরাং ঋক্, সাম ও যজুঃ সংহিতা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত। সম্ভবতঃ একই যজ্ঞে তিন সংহিতার মন্ত্রই ব্যবহার হত।

এই তিন বেদের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা দেখি সামবেদের কৌথুন শাখায় ১,৮১০টি ঋক্ আছে। পুনরুক্তি বাদ দিলে মোট ঋক্ সংখ্যা ১,৬০৩। তাদের মধ্যে ১৯টি বাদে সবই ঋগ্বেদ হতে নেওয়া। তাদের সম্ভবত ঋগ্বেদের অন্য শাখা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। কারণ ঋগ্বেদের অনেক শাখা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে যজুর্বেদ যদিও গদ্যে রচিত, তার মধ্যেও অনেক ঋগ্বেদের ঋকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাজসনেয় সংহিতার অর্ধেক মন্ত্র ঋগ্বেদ হতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে অথর্ববেদের সঙ্গেও ঋগ্বেদের কিছু সংযোগ আছে। অথর্ববেদে ছন্দোবন্ধ মন্ত্রও আছে, গদ্যে রচিত মন্ত্রও আছে। ছন্দোবন্ধ মন্ত্রকেও ঋক্ বলা হয়। অথর্ববেদের মোট মন্ত্র সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ঋগ্বেদ সংহিতা হতে নেওয়া।

এই সব দেখে মনে হয় ঋগ্বেদ চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। এদের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে বেদগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ঋক্, সাম ও যজু নিয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত তিনটি বেদ এক দিকে এবং চতুর্থ বেদ অথর্ববেদ সংহিতা অন্য দিকে। অথর্ববেদের আবির্ভাব হয়েছিল মনে হয় এদের অনেক পরে। এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কিছু প্রমাণ স্থাপন করা যায়।

প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, অথর্ববেদের প্রকৃতি অন্য তিন বেদ হতে ভিন্ন। সেটা বুঝতে হলে অথর্ববেদের আলোচিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

অথর্ববেদের সূক্তগুলি কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত। সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত নানা আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্রই বেশী। এরা হল আয়ুষ্য অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ুলাভের জন্য, ভৈষজ্য অর্থাৎ আরোগ্য লাভের জন্য, শান্তিক অর্থাৎ ভৌতিক উপদ্রবাদি দূর করবার জন্য, পৌষ্টিক অর্থাৎ শ্রীলাভের জন্য, সাংমনস্য অর্থাৎ মৈত্রী লাভের জন্য, আভিচারিক অর্থাৎ শত্রুনাশের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত, এবং রাজকর্ম অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য। এই বিষয়গুলি গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত। এ ধরনের মন্ত্রের ব্যবহার অন্য তিন বেদে সাধারণত পাওয়া যায় না। এই হল অথর্ববেদের প্রথম ভাগ।

অষ্টম হতে দ্বাদশ কাণ্ড অথর্ববেদের দ্বিতীয় ভাগ। এখানেও আভ্যুদয়িক কর্ম আছে। তবে অতিরিক্তভাবে দার্শনিক চিন্তা আছে। এই ধরনের সূক্তগুলি কোনও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নানা দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কিত সূক্তের সহিত এদের তুলনা চলে।

ত্রয়োদশ হতে বিংশ কাণ্ড অথর্ববেদের তৃতীয় ভাগ। শেষের দুটি কাণ্ড হল পরিশিষ্ট। অন্য কাণ্ডগুলির প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামে আদিত্যের প্রসঙ্গ আছে। চতুর্দশ কাণ্ডের বিষয় বিবাহ প্রকরণ। পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের প্রশংসা আছে। ষোড়শ কাণ্ডে নানা শান্তি স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র আছে। সপ্তদশ কাণ্ডে আছে আদিত্যের স্তুতি এবং অষ্টাদশ কাণ্ডের বিষয় হল পিতৃমেধ।

সুতরাং অথর্ব সংহিতায় শ্রৌত কর্ম হতে স্মার্ত কর্মেরই প্রাধান্য। অবশ্য শ্রৌত কর্মের আদৌ উল্লেখ যে নেই তা নয়। তবে প্রধানত স্মার্তকর্ম প্রাধান্য পাওয়ায় তার প্রকৃতি অন্য তিন বেদ হতে পৃথক।

এককালে বেদ যে তিনটি ছিল এবং চতুর্থ বেদ অথর্বের আবির্ভাব হয় নি তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যায়। সেই প্রমাণগুলি এবার একে একে স্থাপন করা হবে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল সম্ভবত সবার শেষে রচিত হয়েছিল। তার একটি প্রমাণ তার সূক্তগুলি একেবারে এই বেদের প্রান্তে স্থাপিত। আরও ভাল প্রমাণ হল এই মণ্ডলে এমন অনেকগুলি সূক্ত আছে যাদের সঙ্গে শ্রৌত কর্মের কোনও সংযোগ নেই। এগুলিকে মনুষ্য জাতির প্রথম দার্শনিক চিন্তা বলা যায়। চিন্তা পারিণতি লাভ করলেই ব্যবহারিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া হতে বিশুদ্ধ চিন্তায় সরে আসে।

এই দশম মণ্ডলে পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) সৃষ্টির একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বেদগুলির উৎপত্তির কথাও আছে। তার নবম মন্ত্রে পাই: 'সেই

সর্বহোম সম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক্ ও সাম সমূহ উৎপাদিত হল, ছন্দ সকল আবির্ভূত হল, যজুঃ তা হতে জন্মগ্রহণ করল।' অর্থাৎ সৃষ্টির এই ব্যাখ্যায় তিন বেদের উল্লেখ আছে, চতুর্থ অথর্ববেদের উল্লেখ নেই। তার তাৎপর্য হল এই যে এই সূক্ত যখন রচিত হয় তখন অথর্ববেদের আবির্ভাব হয় নি।

তারপর প্রমাণ পাই ব্রাহ্মণের যুগেও অথর্ববেদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে 'ত্রয়ী বলা হয়েছে এবং এই ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত বেদ হিসাবে কেবলমাত্র ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই ঃ 'ঋম্‌স্বয়ন্ত্রয়ীবিদ্যে বিদুঃ ঋচঃ সামানি যজুংষি ॥ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ১।২।১।২৬)। সুতরাং এটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে এই ব্রাহ্মণ যখন রচিত হয় তখন অথর্ববেদের নাম জানা ছিল না।

তারপর আসে উপনিষদের যুগ। ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রাচীনতম উপনিষদগুলির অন্যতম। এই দুটি উপনিষদই ব্রাহ্মণের অংশ। এদের আলোচনা হতে দেখা যায় যে এরা 'ত্রয়ী' কথাটির সঙ্গে পরিচিত এবং সেই সূত্রে যখন বেদের উল্লেখ করছে তখন অন্য তিনটি বেদের উল্লেখ আছে, কিন্তু অথর্ববেদের উল্লেখ নেই। আবার অন্য সূত্রে আলোচনায় চারটি বেদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে আছে মৃত্যু হতে ভয় পেয়ে দেবতারা ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করল। (দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২)। তারপর আছে তাঁরা ঋক্ সাম এবং যজুর স্বরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। (তে তু বিত্ত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩)। সুতরাং এখানে দেখি ঋক্ সাম ও যজুর্বেদকে 'ত্রয়ী বিদ্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অপর পক্ষে একই উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে দেখি নারদ যখন সনৎকুমারের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গেছেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, নারদ কি বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। তখন নারদ যে বিষয়গুলি পাঠ করেছেন তাদের যে তালিকা দিলেন তার মধ্যে ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব এই চারটি বেদের উল্লেখ আছে (৭ ॥ ১ ॥ ২)। সুতরাং ছান্দোগ্য উপনিষদ যখন রচিত হয় তখন যে অথর্ববেদের আবির্ভাব হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও একই অবস্থা পাই। তার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মাত্র প্রথম তিনটি বেদের উল্লেখ আছে। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই ঃ ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেব ঋগ্‌বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ (১ ॥ ৫ ॥ ৫) অর্থাৎ তিনটি বেদের মধ্যে ঋগ্‌বেদ বাক্যের সঙ্গে তুলনীয়, সামবেদ প্রাণের সংগে তুলনীয় এবং যজুর্বেদ মনের সংগে তুলনীয়। এখানে কেবল তিনটি বেদেরই উল্লেখ পাই।

অথচ দেখি চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি বেদেরই উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে 'মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্‌ঋগবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ' (৪॥৫॥১১)। তাৎপর্য হল ব্রহ্ম হতেই চারটি বেদের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ যখন রচিত হয় তখন চারটি বেদের সহিত মানুষ পরিচিত ছিল।

সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, এই দুই প্রাচীন উপনিষদ যখন রচিত হয় তখন তিন বেদের ধারণা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। 'ত্রয়ী' বা 'ত্রয়ো বেদাঃ'র ধারণা তখনও প্রচলিত ছিল। অবশ্য চতুর্থ বেদ অথর্বের তখন আবির্ভাব হয়েছে এবং তার সংগেও মানুষের পরিচয় ছিল।

তারপর দেখি মুণ্ডক উপনিষদে আর 'ত্রয়ী'র উল্লেখ নেই ; সোজাসুজি চারটি বেদকে বেদাঙ্গগুলিসহ অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (১।১৫)। সুতরাং অনুমান করা যায় তখন 'ত্রয়ী'র ধারণা লুপ্ত হয়েছে এবং চারটি বেদই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই উপনিষদখানি কোনও বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত আকারে পাই না। তা ঐতিহ্য অনুসারে অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বোঝা যায় এটি ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ হতে অপ্রাচীন এবং এটি যখন রচিত হয় তখন অথর্ববেদ রচিত হয়ে গেছে।

সুতরাং দেখা যায় অথর্ববেদের যে অনেক পথে আবির্ভাব হয়েছিল তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, অথর্ববেদের সহিত এদের তেমন সংযোগ নেই। দ্বিতীয়ত অথর্ব-বেদের প্রকৃতি এই তিনটি বেদ হতে বিভিন্ন। প্রথম তিনটি বেদে শ্রৌত কর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্থ বেদে আভ্যুদয়িক কর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। তৃতীয়ত দেখি ব্রাহ্মণের যুগে বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হত অর্থাৎ তখনও চারটি বেদের কথা মানুষ জানত না। 'ত্রয়ী' কথাটি উপনিষদের যুগেও প্রচলিত ছিল। তারপর অথর্ব বেদ রচিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পর চারটি বেদের স্বীকৃতি উপনিষদগুলিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে অথর্ববেদ তুলনায় অপ্রাচীন বেদ।

৩. ঋগ্বেদের কাল

ঋগ্‌বেদের কাল নির্ণয় নিয়ে মতের অনেক পার্থক্য আছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হতে অপেক্ষায় অধুনাতমকালে তাকে স্থাপন করবার চেষ্টা হয়েছে। এদের ব্যবধান কয়েক সহস্র বৎসর। নানা মনীষী এই প্রসঙ্গে যে সকল তথ্য দিয়েছেন সেগুলি বিবেচনা করে একটি যুক্তিসম্মত কাল নির্দেশ করতে হবে। প্রথমে বিভিন্ন মতগুলি স্থাপন করা যেতে পারে।

অধ্যাপক হেরমান জাকোবির মত অনুসারে বৈদিক সাহিত্যের রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর। বাল গঙ্গাধর তিলকও অনুরূপ মত পোষণ করতেন মনে হয়।

প্রচলিত ধারণা আছে যে বেদব্যাস বেদগুলি চারভাগে সংকলন করেছিলেন। আমরা জানি তিনি মহাভারতের যুগের মানুষ। হোরেস হেম্যান উইলসনের ধারণায় বেদব্যাস এই সংকলন কার্য সম্পাদন করেন যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠপোষকতায় (Rigveda Samhita Vol I, Introduction)। সুতরাং এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কাল নির্ণয় প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে দ্বাপরের শেষে কলিযুগের আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ বর্ষে। ঐতিহ্য অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বাপর যুগের শেষে। সুতরাং এই যুক্তির ভিত্তিতে মহাভারতের ঘটনাকে খৃষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে বেদের রচনার কাল তারও কিছু পূর্বে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু মহাভারতের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা একাধিক মনীষী ভিন্নভাবেও করেছেন।

তাঁদের মধ্যে ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদ এফ. ই. পার্জিটার অন্যতম। পুরাণ-সমূহে প্রাচীন ভারতের রাজবংশ এবং রাজাদের তালিকা দেওয়া আছে। সেইসব

তালিকা হতে যে তথ্য উদ্ধার করা গেছে তাকে ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাল হল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগে।

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী পার্জিটারের অনুসৃত পথ অনুমোদন করেন নি। তাঁর ধারণায় পুরাণগুলিতে বর্ণিত রাজবংশের তালিকাগুলির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং অনেক সময় কাহিনীগুলি কল্পিত। তাই তিনি পুরাণ গুলি হতে লব্ধ তথ্যকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি নির্ভর করেছেন বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যে রাজবংশ, রাজা, ঋষি ও ঋষি পরম্পরার উল্লেখ আছে তাদের মধ্য হতে সংগৃহীত তথ্যের ওপর। এই তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মহাভারতেব যুদ্ধ সংঘটিত হয় খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে।

সুতরাং যদিও পার্জিটার ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত একই দাঁড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহলে চারটি বেদের সংকলন কাল নির্ধারিত হয়ে যায় খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের রচনাকাল আরও দু'এক শতাব্দী আগে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে অথর্ববেদের আবিষ্কার হয় সবার শেষে এবং ব্রাহ্মণের যুগ পর্যন্ত তিনটি বেদের অস্তিত্বই মানুষ জানত। অপর পক্ষে তিনটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের মধ্যে যে এক হাজারের উপর সূক্ত আছে সেগুলিও রচিত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল এক শতাব্দী কাল ধরে বিস্তারিত ছিল ধরে নেওয়া যায়। যদি ধরে নেওয়া যায় অথর্ববেদের আবির্ভাব হয়েছিল ঋগ্বেদের শতবৎসর পরে, তাহলে ঋগ্বেদের কাল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হতে আরও দুই-শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সুতরাং এই যুক্তির ভিত্তিতে ঋগ্বেদের কাল নির্ণীত হওয়া উচিত খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে।

ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করেছেন। তাঁর অভিমত এইরূপ ঃ ইরানের প্রাচীন আর্য ভাষা দুটি—আবেস্তার ভাষা ও প্রাচীন পারসীক ভাষা। এই দুটি ভাষার সহিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। আবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হল তার গাথা অংশ। তার আনুমানিক রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৬০০।

বৈদিক ভাষা ও আবেস্তার ভাষার যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, অনুমান করা হয়, কয়েক শতাব্দী পূর্বে যখন বৈদিক আর্যগণ ও পারসীক আর্যগণ একসঙ্গে বাস করতেন তখন তা ছিল না। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা এই বৈসাদৃশ্য গড়ে উঠতে তিন'শ বা চার'শ বছরের বেশী লাগা উচিত নয়। সুতরাং তাঁর ধারণায় ঋগ্বেদের রচনাকাল ১০০০ হতে ৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ফেলা যায়। সুতরাং তিনি পার্জিটার ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন (রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ সংহিতা, তৃতীয় সংস্করণ ভূমিকা)।

এই প্রসঙ্গে জার্মান-ভারত তত্ত্ববিৎ ম্যাক্সমুলার-এর অভিমত বিবেচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ সব থেকে প্রাচীন এবং বেদগুলির ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয় তারপরে। প্রাচীন উপনিষদগুলির আবির্ভাব হয় আরও পরে। এর ভিত্তিতেই ম্যাক্সমুলার-এর চিন্তা স্থাপিত। তাঁর যুক্তি এইরূপ ঃ

আমরা জানি যে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী।

তাঁর সময় উপনিষদ প্রচলিত ছিল। সুতরাং উপনিষদের কালকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফেলা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণগুলির রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়। কাজেই ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশকে খৃষ্টপূর্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে ঠেলে দেওয়া যায়। তাঁর ধারণায় ঋগ্বেদ সম্ভবত আরও প্রাচীন।

ম্যাক্সমূলার-এর সিদ্ধান্তটি অন্যভাবেও পরীক্ষা করে নিতে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে পুরুষ যজ্ঞের বর্ণনা আছে। সেখানে একটি মানুষের সমগ্র জীবনের সহিত একটি যজ্ঞ সম্পাদনের তুলনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধন দীক্ষার স্থান গ্রহণ করে, জীবনে ভোগ উপসৎ এর স্থান গ্রহণ করে, প্রীতিপূর্ণ আচরণ স্তুতশাস্ত্রের স্থান অধিকার করে। তপস্যা, দান, আর্জব ও অহিংসা সেই যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ এবং মরণ অবভৃথ বা সমাপ্তি স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে অঙ্গিরস পুত্র ঘোর ঋষি এই যজ্ঞের কথা দেবকী পুত্র কৃষ্ণের নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এখন মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয়। তাতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকেও ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এখন দেখা যাচ্ছে মহাভারতের অন্যতম নায়ক ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণের ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে। সুতরাং এই উপনিষদের রচনাকাল মোটামুটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত হল মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাচীন উপনিষদগুলি এর সমসাময়িক। তা যদি হয় তাহলে ব্রাহ্মণগুলি তারও পূর্বে রচিত এবং ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশ তারও আগে রচিত। ব্রাহ্মণগুলি যদি আরও একশ বছর প্রাচীন হয় এবং ঋগ্বেদ সংহিতা তারও একশ বছর আগে রচিত হয়েছে অনুমান করা যায় তাহলে ঋগ্বেদের রচনাকাল দাঁড়ায় খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক। এই সিদ্ধান্ত ম্যাক্সমূলার-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বর্তমানকালে মানুষের প্রাচীন ইতিহাসের এক নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ভাল করে না হলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোটামুটি একটি ইতিহাস খাড়া করা যায়। তার অবলম্বন হল ঢিপি খুঁড়ে প্রাচীনকালের বসতির মধ্যে আদিম মানুষের যে সাংস্কৃতিক নিদর্শন পাওয়া যায় তাই। যেমন মৃৎপাত্র, পাথরের কুচি, কঙ্কাল এবং তার সঙ্গে প্রোথিত অন্য জিনিসপত্র। আদিমানব অনেক ক্ষেত্রে শীত হতে পরিত্রাণের জন্য গুহায় বাস করত। সেখানে তার রাখা কিছু চিত্রের নিদর্শনও পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃতির অগ্রগতি হতে লাগল তেমন যন্ত্রাদিরও উন্নতি হতে লাগল। পাথরের কুচি আরও সুদৃশ্য ও মসৃণ হল। হাড়ের লাঙল এল। পরবর্তীকালে তামার বা ব্রোঞ্জের অস্ত্রাদির আবির্ভাব হল। আরও পরবর্তীকালে চাষ আবিষ্কার হল, অশ্বযান এল। এমন কি গণনা রীতি এবং লিপিও আবিষ্কৃত হল।

বৈদিক যুগের মানুষ ভারতে এসেছিল বাহির হতে এবং তারাও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে ধারণা ছিল আদিম ভারতীয়গণ অসভ্য ছিল এবং আর্যগণই প্রথম এসে সভ্যতার বিস্তার করে। কিন্তু সে ধারণা এখন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে ভেঙে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে এক উচ্চস্তরের নগরভিত্তিক সভ্যতার অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার সুমেরীয় সংস্কৃতির সমসাময়িক বলে

প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। সুতরাং তা বৈদিক যুগের আগেই ভারতে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিল। এইসব নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বৈদিক আর্যদের ভারতে আগমন এবং ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করা প্রশস্ত হবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন প্রস্তর যুগ। তখন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে। তার জীবিকা ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। খাদ্য উৎপাদন করতে তখনও সে শেখেনি। তার ব্যবহৃত প্রধান অস্ত্র ছিল ভোঁতা পাথরের কুচি। তারপর দ্বিতীয় পর্যায় এল এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। মানুষ তখন খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল। পশুপালন ও কৃষি তার জীবিকার অবলম্বন হল। ফলে জীবনের রীতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর আর একটি বিপ্লব এল। তখন মানুষ ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে পঞ্জিকা উদ্ভাবন করেছে এবং তার লিপিজ্ঞান হয়েছে। তখন সে নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলল। এই তিনটি অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা স্থাপন করবার প্রস্তাব করি।

ই গর্ডন চাইল্ড-এর ধারণায় (Man Makes Himself) প্রাচীনতম প্রস্তর যুগের আরম্ভ হয় সম্ভবত ২,৫০,০০০ লক্ষ বৎসর পূর্বে এবং এই যুগ স্থায়ী হয় প্রায় দু'লক্ষ বছর। সুতরাং মানুষের সংস্কৃতি প্রায় স্থাণু অবস্থায় দীর্ঘকাল রয়ে গিয়েছিল।

অনুমান করা হয় এই যুগের মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। তারা পাথরের ফলক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। জন্তুর হাড়ও যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। তাদের জীবিকার অবলম্বন ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা; কারণ তখন তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। অর্থাৎ তারা পশু, পাখী, মাছ প্রভৃতি শিকার করত এবং ফলমূল সংগ্রহ করত। এই উপায়েই তাদের দেহের পুষ্টির ব্যবস্থা ছিল। ঠিক কিভাবে তারা জীবনধারণ করত তা অনুমানের বিষয়। তবে ধরে নেওয়া হয় তারা পশু, পাখী, মাছ, টিকটিকি, ফল, ঝিনুক, ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করে খেত। তারা মাটি খুঁড়ে মূল এবং অন্য খাদ্য সংগ্রহ করত। এটাও অনুমান করা হয় যে তারা পশুর চামড়া হতে পোশাক বানাত। তারা আগুন জ্বালতে শিখেছিল এবং পশুর মাংস আগুনে ঝলসিয়ে খেত।

এই যুগের নিদর্শন হিসাবে পিকিং-এর নিকটে অবস্থিত চু-কু-টিয়েন-এর এক গুহায় কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেখানে সে যুগের মানুষের কিছু কংকাল; অধুনালুপ্ত জন্তুর কঙ্কাল, অগ্নিদগ্ধ হাড় এবং ভোঁতা পাথরের ফলক পাওয়া গিয়েছে। এদের কপালের হাড় আধুনিক মানুষ হতে অনেক পুরু ছিল এবং ভুরুর ওপরে উঁচু হয়ে উঠেছিল। এর থেকে মনে হয় সেকালের মানুষের দৈহিক ক্রমবিকাশ তখনও চলেছিল। তারা গুহায় বাস করত এবং প্রধানত শিকার বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করত। পোড়া হাড় থেকে অনুমান করা যায় তারা আগুনের ব্যবহার জানত।*

তারপর প্রায় দু'লক্ষ বৎসর পরে আমরা এক নূতন সংস্কৃতির সন্ধান পাই। এখন হতে প্রায় ৫০,০০০ বছর পূর্বে শেষ বরফের যুগের আবির্ভাবের পূর্বে ইউরোপে একশ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব হল যাদের মুসটারিয়ান [Mousterions] বলত। অত্যন্ত ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য তারা সাধারণত গুহায় বাস করত। তাদের দৈহিক গঠন বর্তমান মানুষের থেকে কিছু পৃথক ছিল। তাদেরও কপালের হাড় উঁচু

* Paul Sanet, Man in Search of Ancestors.

ছিল। মাথাগুলো তারা ঠিক সোজা করে রাখতে পারত না এবং পা ঘসটে চলত। তাদের নিয়ানডার্টাল [Neandertal] মানুষ বলা হয়। তারা এখন লোপ পেয়ে গিয়েছে। তারা বড় বড় জন্তু শিকার করত, যেমন ম্যামথ এবং পশম ঢাকা গণ্ডার। ফাঁদ পেতে তারা এই সব বড় শিকার ধরত। সুতরাং অনুমান করা যায় তারা ভাষার ব্যবহার জানত ; কারণ এই শিকার করতে অনেক মানুষের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তারা মৃতকে কবর দিত। ফ্রান্সে লা শাপেল ও স্যাঁ-এর (La Chapelle aux Saints) গুহায় এ রকম কবরের মধ্যে মনুষ্য কংকাল পাওয়া গিয়েছে।

কয়েক সহস্র বৎসর পরে ইউরোপের আবহাওয়ার কিছু উন্নতি হল। তখন দেখি নিয়ানডারটাল মানুষ অপসৃত হয়েছে। তার জায়গায় যে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে আকৃতিতে সে বর্তমান মানুষের মতই দেখতে। এই ধরনের মানুষের এই সময় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায়ও আবির্ভাব হয়েছিল।

এরা যে সংস্কৃতির বাহক তাকে পরিণত পুরাতন প্রস্তর যুগ (Upper Paleolithic age) বলা হয়। পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করবার হাতিয়ার হিসাবে তারা অনেক নূতন যন্ত্র বা অস্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। শুধু পাথর নয়, হাতীর দাঁত এবং হাড় দিয়েও তারা যন্ত্র তৈরি করত। তারা ধনুক উদ্ভাবন করেছিল এবং বল্লম ছোঁড়বার জন্যও এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল।

এই সংস্কৃতির সব থেকে উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় ফ্রান্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই অঞ্চলের পরিবেশ খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণের বিশেষ উপযোগী ছিল। এখানে বিস্তৃত তৃণভূমি ছিল যেমন এখন সাইবেরিয়ায় আছে। সেখানে ম্যামথ, হাতী, বল্গা হরিণ, বাইসন, ঘোড়া এবং অন্য শ্রেণীর তৃণভোজী জীব চরত। দোর দণে (Dordogne) ও ভেজের (Vezere) নদীতে প্রতি বৎসর অনেক স্যামন (Salmon) মাছ উঠত। উপত্যকার ধারে ধারে অনেক গুহা ছিল। এখানে প্রথমে অরিগ্‌নাসিয়ান (Aurignacian) ও পরে মার্দালিনিয়ান (Magdalenians) জাতি এক আদর্শ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। খাদ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীল এমন উচ্চমানের সংস্কৃতি আর দেখা যায় না।

এরা ধনুক এবং বল্লম ছোঁড়বার যন্ত্র ব্যবহার করতে জানত। সম্ভবত মার্দালিনিয়ানরা এই সড়কি ছোঁড়বার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। তারা দলবদ্ধভাবে বড় বড় জন্তু শিকার করত এবং গুহায় বাস করত। মার্দালিনিয়ানরা বঁড়শি ও হারপুন দিয়ে মাছ ধরত। তারা যে গুহায় বাস করত সেখানে ভূমধ্যসাগর হতে আনীত কড়ি পাওয়া গিয়েছিল। তা প্রমাণ করে সম্ভবত বাহিরের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের আদান প্রদান চলত।

এই সংস্কৃতির দক্ষতা সব থেকে পরিস্ফুট হয়েছিল নানা শিল্পবস্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তারা হাতীর দাঁত বা পাথরের মূর্তি খোদাই করত, মাটি দিয়ে নানা জন্তুর মূর্তি গড়ত, অস্ত্রগুলি কারুকার্য খচিত করত এবং গুহার দেয়ালে বা ছাতে মূর্তি আঁকত বা খোদাই করত। এদের গুহার চিত্র এবং খোদাই কার্য বড় বিচিত্র এবং বেশ উচ্চমানের ছিল। প্রথম যুগের চিত্রগুলি রেখাচিত্র। আঙুলে কাদা মাখিয়ে তা দেয়ালে আঁকা হত, কিম্বা পাথরের ফলক দিয়ে আঁচড় কেটে আঁকা হত, কিম্বা কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকা হত। এগুলি প্রথম যুগের চিত্র এবং সম্ভবত অরিগ্‌নাসিয়ানদের আঁকা।

মার্দালিনিয়ানদের সময় অঙ্কন রীতি ও ভাস্কর্য আরও উন্নত হয়েছিল। তারা চিত্রগুলি রঞ্জিত করত এবং রঙের ঘনত্ব দিয়ে গভীরতা বা তৃতীয় আয়তি

ফোটাত। সেই প্রাচীন যুগের মানুষের পক্ষে এটি একটি মস্তবড় কৃতিত্ব। এই চিত্র ও ভাস্কর্যগুলি গুহার গভীর অঞ্চলে অংকিত বা খোদাই করা হত। সেখানে দিনের আলো বড় একটা পৌঁছাত না। কাজেই অনুমান করা যায়, কৃত্রিম আলোর সাহায্যে শিল্পী কাজ করত। গুহাগুলির মধ্যে পাথরের প্রদীপ পাওয়া গেছে। কাজেই অনুমান করা যায় চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে এই শিল্প কর্মগুলি চিত্রিত বা খোদাই করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই সব জীবজন্তু চিত্রিত করার পেছনে একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য ছিল। তা হল ছবি এঁকে যাদু শক্তির সাহায্যে পশুশিকারে সাফল্য অর্জন করা। তার সপক্ষে দুটি যুক্তি দেখানো হয়েছে। প্রথম, তা না হলে এত কষ্ট করে এই শিল্প কর্মগুলি সৃষ্টি করা হত কেন? দ্বিতীয়ত এইসব পশুদের দেহে অনেক সময় বিদ্ধ অবস্থায় তীর দেখানো হয়েছে। তা নাকি তাদের মূল উদ্দেশ্যের পরিচয় দেয়। সে যাই হোক আদি মানুষের সৃষ্ট এই চিত্রগুলি তাদের শিল্পশক্তির সুন্দর পরিচয় দেয়।

তারপর শেষ তুষার যুগের কয়েক শতাব্দী পরে মানুষের সংস্কৃতির জীবনে প্রথম বিপ্লব এল। এতদিন তার জীবিকার ভিত্তি ছিল খাদ্য সংগ্রহ। এখন তার জীবিকার ভিত্তি হল খাদ্য উৎপাদন। অর্থাৎ সে চাষ করে শস্য উৎপাদন করতে শিখল। সে তণ্ডুল জাতীয় শস্য উৎপাদন করতে শিখল। প্রথম যুগে গম ও যবই সে খাদ্যশস্য হিসাবে উৎপাদন করতে শিখল। সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনও করতে শিখল। এই পশুগুলি ছিল শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং তৃণভোজী। তাদের ব্যবহারের সুবিধা এই যে তাদের মাঠে চরিয়ে খাওয়ান যায়। অপর পক্ষে শস্য ঝাড়াই-এর পর যে খড় অবশিষ্ট থাকে তাও তাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যায়। পশুপালনের সুবিধা অনেক। প্রথমত প্রয়োজন মত তাদের নির্বাচিত করে বধ করে তাদের মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়ত ভেড়া ও ছাগলের লোম হতে যে পশম পাওয়া যায়, তা হতে বস্ত্র বয়ন করা যায়। তাদের দোহন করা দুধও খাদ্য হিসাবে খাওয়া যায়। এইভাবে এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ খাদ্য সংগ্রহকারী জীব হতে খাদ্য উৎপাদনকারী জীবে পরিণত হল।

এই যুগের বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষ আরও কতকগুলি নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। সেগুলিরও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

চাষের জন্য মাটি খোঁড়ার দরকার হয়। সেই প্রসঙ্গে কোদালের উদ্ভাবন হল। সেকালের কোদালে ধাতু ব্যবহার করা হত না। একখণ্ড পাথরের এক দিক ঘষে সরু করে ধার করা হত। তারপর তাকে কাঠের হাতলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। কোথাও পাথরের মধ্যে গর্ত করে কাঠখণ্ড অনুপ্রবিষ্ট করা হত। কোথাও কাঠের সঙ্গে পাথরখণ্ড বেঁধে দেওয়া হত। সম্ভবত চামড়ার দড়ি দিয়ে বা জন্তুর অন্ত্র দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। কোনও কোনও কোদালে যে পাথর ব্যবহার হত তার দুই মুখই ঘষে পাতলা এবং সরু করা হত।

উৎপাদিত শস্যকে সংরক্ষিত করার জন্য পাত্রের প্রয়োজন। এই সূত্রেই এই নূতন প্রস্তর যুগে মানুষ মৃৎপাত্র উদ্ভাবন করতে শিখেছিল। এটি নিশ্চিত একটি বড় পদক্ষেপ। প্রথমে মাটিকে নরম করে ভিজিয়ে তাকে ইচ্ছামত পাত্রে রূপান্তরিত করে তারপর শুকিয়ে নিতে হয়েছিল। তারপর তাকে অন্তত ৬০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে পুড়িয়ে নিতে হয়েছিল। প্রথম দিকে আংটির আকারে মাটিকে রূপ দিয়ে একটির পর একটি আংটি জুড়ে পাত্রটি গড়ে তোলা হত। পরে চক্র উদ্ভাবন হবার পর কাজ অনেক সোজা হয়ে যায়।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ চামড়ার আচ্ছাদন ব্যবহার করত। নূতন প্রস্তর যুগে মানুষ বস্ত্র বয়ন করতে শিখল। সেকালের শনের আঁশ দিয়ে সুতো তৈরী হত এবং সেই সুতো দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা হত। উত্তর মিশরে ফায়ুম হ্রদের ধারে যে নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ বাস করত তারা শনের বস্ত্র উৎপাদন করত ; উল দিয়েও বস্ত্র বয়ন করা হত। তুলা দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা বোধ হয় পরে এসেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছরের অব্যবহিত পরেই সিন্ধু উপত্যকায় তুলার চাষ যে হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় (Gordon Childe, Man Makes Himself P. 94)।

এর অর্থ হল সে যুগের মানুষ দুটি বিষয়ে কৌশল অর্জন করেছিল। প্রথমত সুতো কাটতে এবং দ্বিতীয়ত বস্ত্র বয়ন করতে। সুতো কাটতে সম্ভবত টাকুর মত (Spindle) যন্ত্র ব্যবহার হত। বয়ন করতে নিশ্চয় তাঁতের ধরনের একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটিও প্রগতির পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল তখন নানা ধরনের কর্ম উদ্ভাবিত হলেও কোন বিশেষ শ্রেণীর ওপর কোন বিশেষ কর্তব্য ন্যস্ত হয় নি। প্রতি পরিবার এবং প্রতিগোষ্ঠী এ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তারা নিজেরাই শস্য উৎপাদন করত, নিজেরাই পশু পালন করত, নিজেরাই মাটির পাত্র তৈরী করত এবং নিজেরাই বস্ত্র বয়ন করত। সম্ভবত মেয়েদের ও পুরুষদের মধ্যে কাজের একটা বিভাগ ছিল। সমস্ত স্তরের উচ্চ সংস্কৃতির সম্পর্ক বর্জিত আধুনিক মানুষের মধ্যে দেখা যায়, মেয়েরা চাষ করে, মৃৎপাত্র বানায়, সুতো কাটে এবং বস্ত্র বয়ন করে ; অপর পক্ষে পুরুষেরা আশ্রিত পশুদের দেখাশোনা করে, জমিকে চাষের উপযুক্ত করে এবং যন্ত্রাদি বানায়।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রেই যে একই সময়ে এই বিপ্লব এসেছিল তা নয়। কোথাও আগে এসেছিল ; কোথাও অনেক পরে এসেছিল। গর্ডন চাইল্ড-এর ধারণায় সর্বপ্রথম এই বিপ্লব এসেছিল খৃষ্টপূর্ব ৮০০০ হতে ১০০০০ বছরের মধ্যে।

নূতন প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ আরও কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত করেছিল, যা একটি নূতন বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এই নূতন উদ্ভাবনগুলির আবির্ভাব সময় খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ হতে ৩০০০ অব্দের মধ্যে। তারা হল প্রাকৃতিক শক্তি বা পশুশক্তির ব্যবহার, লাঙল আবিষ্কার, চাকাওয়ালা গাড়ী আবিষ্কার, ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তাকে ভিত্তি করে তামা গলিয়ে, তা দিয়ে অস্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল এবং ইট নির্মাণের কৌশল। এগুলি সম্ভব হয়েছিল যেখানে কৃষির পক্ষে প্রাকৃতিক অবস্থা স্থায়ীভাবে অনুকূল ছিল। প্রথমে চাষ হত কোদালের সাহায্যে মানুষের হাতের শক্তি দিয়ে। তার ক্ষমতা সীমিত। তাছাড়া ভূমির উর্বরতা ক্ষয় হয়ে গেলে নূতন জমিতে চাষ করতে হত। স্থায়ীভাবে বসতি করতে এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করতে এমন জায়গার প্রয়োজন যেখানে প্রকৃতির আনুকূল্যে ভূমির উর্বরতা আপনি সম্পাদিত হয়। সেটা সম্ভব বড় বড় নদী উপত্যকায় যেখানে বর্ষার জলে স্ফীত হয়ে নদী দুইকূল প্লাবিত করে ভূমিকে নূতন করে উর্বর করে দিতে পারবে। তাই দেখি এই ধরনের নূতন উদ্ভাবনগুলি নীল উপত্যকায়, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা, সুমেরু অঞ্চলে এবং ভারতে সিন্ধু উপত্যকাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আদি উচ্চমানের মানব সংস্কৃতির এই কারণেই এই স্থানগুলি লালন ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই যুগে মানুষ নৌকাতে পাল তুলে বাতাসকে নিজের কাজে লাগিয়েছিল।

এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এই পথেই অগ্রসর হয়ে বর্তমান যুগের মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করে তার বিরাট প্রযুক্তি বিদ্যা গড়ে তুলেছে।

বলদ বা গাধাকেও মানুষ এই যুগে নিজের কাজে ব্যবহার করতে শিখেছিল। গাধা হয়েছিল ভার বহনের প্রধান অবলম্বন। সঙ্গে সঙ্গে লাঙল উদ্ভাবিত হওয়ায় ভূমি কর্ষণের শক্তি মানুষের অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। কোদালের সীমিত শক্তিতে যে পরিমাণ ভূমি কর্ষণ করা যায় বলদ দিয়ে লাঙল চালিয়ে তার থেকে অনেক বেশী পরিমাণ ভূমি চাষ করা যায়। অতিরিক্তভাবে বন্যার জলে প্লাবিত অঞ্চলে উর্বরতা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা না থাকায় একই ভূখণ্ড বছরের পর বছর চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। এটাও অনুমান করা যায় এখন হতে ভূমি কর্ষণের কাজ পুরুষের উপর ন্যস্ত হয়েছিল।

চাকা উদ্ভাবনও একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। ঠিক বলতে কি বর্তমান যুগের সংস্কৃতি চাকার ওপর নির্ভর করে চলে। চাকা না থাকলে রেলগাড়ী চলত না, মোটর গাড়ী চলত না, এয়ারোপ্লেন চলত না। চলাচল এবং পরিবহণ একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ত। প্রথম যে চাকা নির্মিত হত তা নিশ্চিত কাঠ দিয়ে তৈরী হত। সুতরাং সেকালের চাকা বহুকাল আগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে প্রাচীনকালে পাথরে বা মৃৎপাত্রের গায়ে খোদিত চাকাওলা গাড়ীর চিত্র পাওয়া যায় এবং তা হতে অনুমান করা যায় কতকাল পূর্বে গাড়ীগুলির অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ যার ওপর খোদিত হয়েছে তার বয়সকে ভিত্তি করেই এ বিষয় চক্রবিশিষ্ট যানের উদ্ভাবনের কাল অনুমান করা যায়। তা হতে দেখা যায়, সুমের * অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে চাকা-বিশিষ্ট যানের আবির্ভাব হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীতে গো-যান এবং রথ সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতে ব্যবহৃত হত। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীতে যে সিন্ধু-উপত্যকায় চাকা বিশিষ্ট যানের ব্যবহার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই যুগে গাধা ও গরুর মত ঘোড়াও পোষ মানান হয়েছিল। সম্ভবত গোড়ায় ঘোড়া ব্যবহার হত তার দুধের জন্য বা যান টানার জন্য। রথ টানতে নিশ্চয় ঘোড়া ব্যবহার হত। সুমের অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দীতে ঘোড়া ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখান হতে আরও পরে তা মিশরে আমদানী করা হয়। আরোহণের জন্য ঘোড়ার ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ শতাব্দীর আগে পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে জলে পরিবহণের ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছিল। প্রথমে ডোঙা ও চামড়ার নৌকার ব্যবহার প্রচলিত হয়। মিশরে প্যাপিরাসের ভেলা ব্যবহার করা হত। মিশরের প্রাগৈতিহাসিক মৃৎপাত্রের গায়ে তার চিত্র পাওয়া যায়। তারপর পালতোলা কাঠের তৈরী নৌকার আবির্ভাব হয়। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতে ভূমধ্য সাগরে এবং সম্ভবত আরব সাগরে পালতোলা জাহাজ যে চলাফেরা করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষির সমস্যার সমাধানের জন্যই মানুষ প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। সমস্যাটি ছিল বিশেষ করে মিশরের। সেখানে প্রতি বছর দক্ষিণে আবিসিনিয়া অঞ্চলের পাহাড়ে যে বর্ষা নামত তাই উত্তরে এসে মিশর অঞ্চলে নদীর দুপাশে প্লাবন সৃষ্টি করত। এই প্লাবনের পরে কৃষিকার্য আরম্ভ হত। কিন্তু কৃষিকার্য চালাতে আগে হতে প্রস্তুতি দরকার। সেইজন্য জানা দরকার ঠিক কখন প্লাবন আসবে। এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হতেই প্রাচীন মিশরবাসী পঞ্জিকা

* Sumeria.

আবিষ্কার করে বসল। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, যখন নীল নদীতে বন্যা আসে তখন পূর্ব আকাশে সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বে যে তারা দেখা যায় তা হল লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্র। কয়েক বছর হিসাব করে দেখা গেল এই লুব্ধক নক্ষত্র আকাশে শেষ তারা হয়ে দেখা দেয় ৩৬৫ দিন পরে। সুতরাং ৩৬৫ দিনে যে একবছর হয় এই তথ্য আবিষ্কৃত হল। কেউ বলেন এই পঞ্জিকা উদ্ভাবিত হয়েছিল ৪২৩৬ খৃষ্টপূর্ব অব্দে ; কেহ বলেন ২৭৭৬ খৃষ্টপূর্ব অব্দে।

এই সব নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে এমন একটি নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হল যে আর একটি নূতন বিপ্লব এসে গেল। এতদিন প্রত্যেক গোষ্ঠী বা পরিবার আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বয়ংনির্ভর ছিল। এখন আর তা সম্ভব হল না। এত ধরনের নূতন জীবিকা সৃষ্টি হয়েছে যে একই মানুষ সব শিক্ষা করে উঠতে পারত না। যে চাষ করত সে চাষ নিয়ে থাকল ; যে পশুপালন করত সে পশু পালনে আত্মনিয়োগ করল। নানা কারিগর শ্রেণী এল। কেউ নৌকা বানায়, কেউ রথ বানায়, কেউ বস্ত্র বয়ন করে, কেউ যন্ত্রপাতি তৈরি করে, কেউ মৃৎপাত্র নির্মাণ করে। এইভাবে শ্রমের প্রকারভেদে বিভিন্ন জীবিকা গড়ে উঠল। কাজেই সমাজের পুরাতন অর্থনৈতিক বিন্যাস আর বজায় রইল না। জীবিকা অনুসারে পেশা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে উঠল।

ফলে জনসংখ্যা বাড়ল। এক নূতন শাসক সমাজ এল। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। তারা কৃষকদের নিকট কর আদায় করতে লাগল। শহর গড়ে উঠল। দেশে অনেক নগর স্থাপিত হল। মিশরে রাজ্যশাসন চালিত হল রাজার তত্ত্বাবধানে। সুমের দেশে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব এল পুরোহিত সম্প্রদায়ের ওপর। তারা দেবতার অছি নিযুক্ত হয়ে রাজ্য শাসন করত, কর আদায় করত।

এখন আর শুধু সাধারণ গৃহস্থের জন্য ছোট গৃহ নির্মাণ হয় না। রাজপুরুষদের জন্য প্রাসাদ নির্মিত হল। সুমের দেশে দেবতার জন্য বিরাট মন্দির গড়া হল। তা যে কৃত্রিম পাহাড়ের উপর স্থাপিত হল তার নাম হল জিগ্গারাট (Ziggurat)। মিশরে রাজাকে কবর দেবার জন্য বিরাট পিরামিড নির্মাণ হল। এইভাবে সমাজের রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। একেই দ্বিতীয় বিপ্লব বলা হয়।

এইভাবে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতে নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠায় মানব সংস্কৃতির রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই পরিবর্তন মিশর দেশ, সুমের এবং সিন্ধু উপত্যকায় মোটামুটি একই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। ছোট ছোট কৃষকের খামার আর তখন সমাজ বিন্যাসের উপাদান রইল না ; সমাজ বিন্যাস বেশ জটিল আকার ধারণ করল। রাষ্ট্র এল সবার উপরে। তার তত্ত্বাবধানে রইল নানা শ্রেণী। তাদের কেউ প্রাথমিক উৎপাদক, কেউ নয়। সমাজে শ্রেণী-ভেদ এল। প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেল রাজ পরিবারের মানুষ, পুরোহিত, মসীজীবী এবং রাজপুরুষ। তারপর স্থান পেল বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর, পেশাদার সৈন্য এবং শ্রমিক। সবার নিম্নস্তরে অর্থনৈতিক বিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে রইল কৃষিজীবী। এই সব অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক কৃষির যন্ত্র এবং গৃহে উৎপাদিত ব্যবহার্য দ্রব্য পেল না। পরিবর্তে পেল আসবাব-পত্র, অস্ত্র, উন্নত ধরনের মৃৎপাত্র, অলংকার এবং নানা বিলাস দ্রব্য। গৃহস্থের গৃহের ভগ্নাবশেষের পরিবর্তে প্রত্নতাত্ত্বিক পেল স্মৃতিমন্দির, দেবমন্দির, প্রাসাদ এবং কারখানার ভগ্নাবশেষ।

এই সংস্কৃতি ছিল নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি। মিশর, সুমের ও সিন্ধু উপত্যকায়

মোটামুটি একই ধরনের এই নগরভিত্তিক নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের আদানপ্রদান ছিল। অবশ্য বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে স্থানগত বিভিন্নতা ছিল। তবে তা মৌলিক নয়। মোটামুটি একই ধরনের পণ্য উৎপাদিত হত। অর্থাৎ তারা সকলেই একই প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিল।

তিনটি দেশেই সংস্কৃতি বেশ উচ্চমানে আরোহণ করেছিল। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে মিশর ও সুমেরীয় সংস্কৃতির বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন দেখা যায় না। সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতির সহিত বরং আমাদের একটু পরিচিত হওয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মিশরীয় ও সুমেরীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সিন্ধু উপত্যকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে তেমন পাওয়া যায় নি। আমরা জানতে পারি খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীর এই নগরভিত্তিক সংস্কৃতি ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব হতে সিন্ধু নদীর মোহনা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পাহাড়ের কোল পর্যন্ত এই নগরভিত্তিক সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চল একই শাসকগোষ্ঠীর অধীন ছিল কিনা জানা যায় না। প্রধান অন্তরায় অন্য জায়গায় যেমন লিখিত আকারে অনেক তথ্য সংগৃহীত ছিল, এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক তেমন কিছু পান নি। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে লেখা পাওয়া গেছে ; কিন্তু এখনও তার পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হলে কিছু আলোকপাত হত ; কিন্তু তা হতে এখনও আমরা বঞ্চিত আছি। তা সত্ত্বেও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পাওয়া গেছে তা হতে ধারণা করা যায়, এ অঞ্চলে এক উচ্চমানের নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা খুঁড়ে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা একটি উন্নত নগরভিত্তিক সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। মহেঞ্জোদারো সিন্ধুনদের ডান দিকে সিন্ধু প্রদেশে স্থাপিত। হরাপ্পা রাভি নদীর বাম দিকে পাঞ্জাবে অবস্থিত। হরাপ্পা সংস্কৃতি এই দুটি নগরকে কেন্দ্র করে তাদের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল। তাদের সংস্কৃতির মানের উচ্চতা সম্বন্ধে ধারণা করবার জন্য সেখানে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে যে তথ্য পাওয়া গেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

শহর দুটি চতুর্ভুজ আকারে নির্মিত। মাঝখানে একটি দুর্গের মত অট্টালিকা একটি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত ছিল। তার উপরের অংশে কতকগুলি গৃহ ছিল। মনে হয় সেগুলি কোনও আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। তার আশেপাশে ছিল রাস্তা। সেই রাস্তার দুধারে সারি সারি বাড়ী ছিল। তার বাইরে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বাসের ঘর। তারা নানা শিল্পে কাজ করত।

এই সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট পিগোট তাঁর গ্রন্থে এইরূপ লিখেছেন। (পৃ. ১৫৩) ঃ

হরাপ্পার সংস্কৃতির যে প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এটি এমন একটি রাজ্য ছিল যা চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজা কর্তৃক শাসিত হত। তারা পুরোহিত শ্রেণী হতে নির্বাচিত হত। তারা দুটি কেন্দ্র হতে শাসনকার্য পরিচালনা করত এবং একটি বড় নাব্য নদী মূল সংযোগ সূত্রের কার্য সম্পাদন করত। এই দুটি নগর এবং খানিক পরিমাণে ছোট নগরগুলির অধিবাসীদের ভরণপোষণের জন্য এবং তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত নিশ্চয় একটি সুবিন্যস্ত শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছিল। প্রমাণ পাওয়া যায় গম এবং যব উৎপন্ন হত। মটরসুঁটি ও রাই উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এরা যে তুলা উৎপাদন করত মহেঞ্জোদারোতে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যে সব পশু পালিত হত তাদের মধ্যে কুঁজযুক্ত ষাঁড় অন্যতম। এ ছাড়া মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়র গৃহপালিত পশু হিসাবে পালিত হত। কুকুরও যে পালিত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরাপ্পায় যে অস্থি পাওয়া গেছে তা হতে প্রমাণ হয় দু শ্রেণীর কুকুর পালিত হত। একটি ছিল বর্তমানে যে দেশী শ্রেণীর কুকুর পাওয়া যায় তাই এবং অপরটি আকারে বড় ম্যাসটিফ (mastiff) শ্রেণীর ছিল। হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে উটের হাড়ও পাওয়া গেছে। সুতরাং অনুমান করা যায় উট পোষা হত। গাধা ও ঘোড়া পোষা হত। এমন কি হাতীও যে পোষা হত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহেঞ্জোদারো নগরটির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তার বিস্তার ছিল এক বর্গমাইল জুড়ে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পক্ষে সেটি একটি বড় শহর ছিল স্বীকার করতে হবে। এখানে ৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ২৪ ফুট প্রস্থ এবং ৮ ফুট গভীর ইঁট দিয়ে বাঁধানো একটি জলাধার পাওয়া গেছে। সম্ভবত এটি স্নানের জন্য ব্যবহৃত হত। আর একটি খুব বড় অট্টালিকা পাওয়া গেছে। তা দৈর্ঘ্যে ২৩০ ফুট এবং প্রস্থে ৭৮ ফুট; মাঝে একটি প্রাঙ্গণ। প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন এটি সম্ভবত একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল।

পরিবহণের জন্য বলদের গাড়ী ব্যবহার হত। তার মাটিতে তৈরী নিদর্শন হরাপ্পা সংস্কৃতির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সর্বত্রই পাওয়া যায়। নদীতে নৌকা পরিবহণ হত। তবে তার নিদর্শন মাত্র দুটি পাওয়া গেছে—একটি মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশে এবং অন্যটি একটি শীলমোহরে। এক্কা গাড়ীর মত এক রকম গাড়ীও তখন ব্যবহার হত। সম্ভবত তা বলদে টানত। এর দুটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটি হরাপ্পায়, অন্যটি চানহুদারোতে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে জন্তু জোতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দুটি ব্রোঞ্জ-এর বলদ পাওয়া গিয়েছে। তা হতে অনুমান করা যায় এই ধরনের এক্কাগাড়ী বলদে টানত।

হরাপ্পা সংস্কৃতিতে লেখার রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। সাধারণত এই লেখার নিদর্শন শীলমোহরে পাওয়া যায়। কিছু কিছু লেখা মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। অন্য কোন প্রাগৈতিহাসিক বর্ণমালার সঙ্গে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। হিসাব করে দেখা গেছে মোট ৪০০টি অক্ষর ব্যবহার হত। একই অক্ষরের পরিবর্তিত রূপ বাদ দিলে মোট অক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫০। দুর্ভাগ্যক্রমে এই লেখাগুলির পাঠ উদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি। তা হলে এই সংস্কৃতি সম্বন্ধে নূতন আলোকপাতের সম্ভাবনা আছে।

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাটখারার প্রচলন ছিল। বাটখারার ওজনগুলি নিখুঁতভাবে সমান রাখা হত। বড় মাপের বাটখারা পণ্যদ্রব্য ওজনের জন্য রাখা হত। ছোট মাপের বাটখারা অলঙ্কার এবং পুঁথি ওজনের জন্য ব্যবহৃত হত। মহেঞ্জোদারোতে পুঁথির দোকানে অনেক ছোট ওজনের বাটখারা পাওয়া গেছে।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্যও মাপকাঠি ব্যবহার হত। দুটি স্বতন্ত্র ধরনের মাপকাঠি পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদারোতে একটি মাপকাঠি পাওয়া গিয়াছে। তার দৈর্ঘ্য ১৩'২ ইঞ্চি। হরাপ্পায় একটি ব্রোঞ্জের নির্মিত মাপকাঠি পাওয়া গেছে। তার দৈর্ঘ্য ২০'৬২ ইঞ্চি। মনে হয় দুই ধরনের মাপকাঠিই একসঙ্গে ব্যবহৃত হত।

হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অনেক অলংকারও আবিষ্কৃত হয়েছে। সোনার গহনা, পুঁথি এবং নানা মূল্যবান পাথরের অলংকার ব্যবহার হত। সবুজ বর্ণের পাথর (Jade) এবং নীলকান্তমণির (Lapis lasuli) অলংকার ব্যবহৃত হত। সোনার ফলক (plaque), সোনার আর্মলেট (Armlet), সোনার শঙ্কু (Conical ornament) কানের মাকড়ি, গলার হার, কোমরের মেখলা—এইসব শ্রেণীর নানা অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সংস্কৃতিতে তামার বা তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে গড়া ধাতুর অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। অস্ত্রগুলি নির্মিত হত দুই রীতিতে—ঢালাই করে (casting) এবং পিটিয়ে (forging)। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে কুঠার ও বর্শার ফলক, বঁড়শি, আয়না ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

যে মানুষেরা প্রাচীনকালে এই উচ্চমানের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তারা কোন গোষ্ঠীর মানুষ ছিল সে বিষয় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পিগোট বলেন যে সমস্ত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের খুলির হাড় দেখে অনুমান করা যায় যে তারা প্রধানত আদি অস্ট্রেলিয় (Proto-Austroloid) শ্রেণীর ছিল। এদের ললাট অনুন্নত এবং নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। ডঃ বিরজাশঙ্কর গুহ এদের প্রথমে অস্ট্রেলিয় বলে স্বীকার করে পরে ককেশীয় জাতি বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর একশ্রেণীর করোটি পাওয়া যায় যা বর্তমান ভারতের আদিম অধিবাসীদের অনুরূপ মানুষের পরিচয় দেয়। আর একশ্রেণীর কঙ্কাল পাওয়া যায় যা ইঙ্গিত করে এদের মস্তক লম্বা ছিল, নাসিকা অপ্রশস্ত। ফ্রিডরিকস (Friedericks) ও মুলার (Muller)-এর ধারণায় তারা আদি আর্মিনিয় (Armenoid)। মনে হয় বেশীর ভাগ অধিবাসী আদি-অস্ট্রেলিয় শ্রেণীর ছিল।

সিন্ধু উপত্যকার এই মানুষগুলি প্রায় হাজার শতাব্দী ধরে তাদের উচ্চ সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে বাস করেছিল। তারপর প্রমাণ পাওয়া যায় আনুমানিক খৃস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম হতে এক নূতন জাতি এসে তাদের পর্যুদস্ত করেছিল। অনুমান করা হয় এরাই হল বৈদিক সংস্কৃতির বাহক আর্যজাতি। এখন প্রশ্ন হল এই আর্যজাতি কোথা হতে এল। মনে হয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে তার একটা সমাধান করা যায়।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কুর্দু (Courdoux) লক্ষ্য করেন যে সংস্কৃত ভাষার সংগে গ্রীক ও লাতিন ভাষার বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। স্যর উইলিয়ম জোনস একজন বিখ্যাত সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন। এই সাদৃশ্য তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাদৃশ্য হতে তাঁরা অনুমান করেন যে এই ভাষাগুলি একটি প্রাচীনতর ভাষা হতে উৎপন্ন হয়েছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বপ (Bopp) এ বিষয় গবেষণা করে একটি স্থির সিধান্তে আসেন যে এই অনুমানের সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। তিনি এই ভাষাগুলিকে ভারত-ইয়োরোপীয় (Indo-European) গোষ্ঠীর ভাষা বলে নামকরণ করেন।

এই ভাষাগুলিতে মৌলিক শব্দগুলির (যেমন পারিবারিক সম্বন্ধসূচক এবং সংখ্যাসূচক শব্দ) মধ্যে পরস্পর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন সংস্কৃত পিতৃ শব্দ লাতিন পাটের (Pater) হয়ে গেছে, ইংরাজি ফাদার (father), জার্মান ভাষার ফাটের (Vater) এবং ফরাসীতে প্যার (Pere)। সংস্কৃত শতম্ লাতিন ভাষায় সেণ্টাম (Centum)। সংস্কৃত ত্রি ইংরাজিতে থ্রি (three), জার্মান ভাষায় দ্রাই (drei), ফরাসীতে ত্রোয়া (Trois) ইত্যাদি। এইসব সাদৃশ্য হতে এই রকম অনুমান করা হয় যে, এইসব ভাষাভাষীদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল এবং

তারা একই ভাষায় কথা বলত। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে তারা যখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে পরস্পর হতে বিভিন্ন হয়ে গেল। অনুমান করা হয় যে, এই পূর্বপুরুষের গোষ্ঠী কৃষিজীবী ছিল, তারা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত এবং মানুষের আদর্শে কল্পিত (anthropomorphic) দেবতাদের পূজা করত। উদাহরণস্বরূপ বৈদিক যুগে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের মত অনুষ্ঠান আলতাই টার্কদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন প্রশ্ন হল এই আদিম জাতির বাসভূমি কোথায় ছিল। এই নিয়ে প্রচুর মতদ্বৈধ আছে। জার্মান পণ্ডিত কোসিনা (Kösinna) প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ইওরোপীয় উপত্যকায়। ভারতীয় গবেষক বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন আর্য জাতির বাস ছিল ৬০০০ খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে উত্তর মেরু অঞ্চলে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তৃতীয় মত গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক জে. এল. মায়ার্স (J. L. Myers), হ্যারল্ড পীক (Harold Peake) এবং চাইল্ড (Childe) এই মতটির সমর্থক। তাঁদের ধারণায় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দীতে এদের নিবাস ছিল দক্ষিণ রুশিয়াতে এবং তার পূর্বাঞ্চল কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। এরা খানিকটা যাযাবর ছিল তবে কৃষিকার্য করত এবং স্থায়ী বসতিও স্থাপন করত। তারা মেষ, গরু ও অশ্ব পালন করতে শিখেছিল। তারা মৃতদের সমাধিস্থ করত।

পিগোটের ধারণায় খৃষ্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দীর পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তর পশ্চিম থেকে ভারত একাধিক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ভারত-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষী মানুষও তাদের অন্যতম ছিল। এই সময় পারস্যের সীমানায় কাসাইট (Kasite) এবং মিটানিয়ানদের (Mittanian) স্থাপিত রাজ্য গড়ে ওঠে। তারা ভারত-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষীর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হুইলারএর ধারণা এই সময়ই ঋগ্‌বেদে বর্ণিত প্রাচীন আর্যজাতি উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে এবং হরাপ্পা সংস্কৃতির ধারক যে মনুষ্য গোষ্ঠী ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে যারা অধিনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের আদর্শেই ঋগ্‌বেদের দেবতা ইন্দ্রের চরিত্রটি কল্পিত হয়েছে। তিনি বলেন ঋগ্‌বেদে 'পুরন্দর' কথাটি ইন্দ্রের উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত। ইন্দ্র সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে সভ্য প্রাচীন জাতিদের শহর ছিল সেইগুলি ধ্বংস করেন বলেই তাঁর নাম পুরন্দর। সিন্ধু অববাহিকাবাসীরা প্রস্তরের এবং মৃত্তিকার দুর্গ নির্মাণ করত। তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ এই অঞ্চলে সম্প্রতি অনেক আবিষ্কার করেছেন। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র এই ধরণের দুর্গ যে ধ্বংস করেছিলেন বলে বর্ণনা আছে তা এই সকল দুর্গকেই সূচিত করে। (Wheeler Indian Civilisation p. 90f)

পিগোট হুইলার-এর এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেছেন। (Stuart Piggot, Prehistoeric India, chap VII)। তিনি বলেন এটা সুবিদিত যে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে হরাপ্পা সংস্কৃতি পূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক এবং সেই নগরগুলি দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করলে তাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের দুর্গগুলি ধ্বংস করে দেয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনারই ছায়াপাত হয়েছে ঋগবেদে ইন্দ্রের বীরত্ব সূচক কীর্তির বর্ণনায়। বৈদিক সাহিত্যে যে জাতির সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদের আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা কৃষ্ণকায় এবং 'অনাস' অর্থাৎ তাদের নাক চ্যাপ্টা ছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি এই প্রাচীনতর জাতির মানুষের অধিকাংশ ছিল অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীভুক্ত। তারা কৃষ্ণকায় ছিল এবং তাদের নাক চ্যাপ্টা ছিল।

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের বীর্যসূচক ভূমিকার ঋগ্বেদে যে উল্লেখ আছে সে বিষয় তিনি প্রসঙ্গত আলোচনা করেছেন। যেমন ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে আছে ঃ "হে ইন্দ্র তুমি শত্রুধর্ষণকারী রূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর।" (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ) দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৫ সূক্তে আছে ঃ "ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করেছিল, পর্বতের দৃঢ় দ্বার উদঘাটিত করেছিল; এদের কৃত্রিম রোধ সকল উদ্ঘাটিত করেছিল।" ইন্দ্রকে যে পুরন্দর বলা হয় সে কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন।

এই সকল তথ্য হতে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর গোড়ার থেকে উত্তর-পশ্চিম হতে আর্য জাতিরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখানে অধিষ্ঠিত যে প্রাচীনতর নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার সহিত সংঘর্ষে আসে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে এই সংঘর্ষের ছায়াপাত হয়েছে।

এর ভিত্তিতে ঋগ্বেদের রচনাকালের সমস্যার একটি মীমাংসা করে নেওয়া যায়। ঋগ্বেদ রচিত হয় আর্য জাতি সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের পরাস্ত করবার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করবারও পরে। ভারতে প্রবেশ এবং বসতি করে ঋগ্বেদ রচনা শুরু করতে কয়েক শতাব্দী কাল সময় লাগবে অনায়াসে অনুমান করা যায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের রচনাকালকে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফেলা যায়।

এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। একটি মিটানিয়ান নথী পাওয়া গেছে যার অনুমানিক কাল খৃষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দ ধার্য করা হয়েছে। তাতে কতকগুলি ঋগ্বেদের দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। তা হতে পিগোট অনুমান করেন ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১৪০০-১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে। মনে হয় এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত।

৪. ঋগ্বেদের শাখা, বিন্যাস ও ছন্দ

প্রতি বেদের একাধিক শাখা ছিল। শাখা বলতে বেদের অংশ নিয়ে তা গড়ে উঠেছিল বা তাতে সংহিতা অংশের পাঠভেদ ছিল তা বোঝায় না। একটু আলোচনার পরেই তার সঠিক পরিচয় আমাদের কাছে মিলে যাবে।

শৌনকের 'চরণব্যূহসূত্রম্'-এ বিভিন্ন বেদের শাখা সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া আছে। তাঁর মতে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা ছিল। তাদের মধ্যে তিনটি শাখা এখন পাওয়া যায়। তাদের নাম হল, শাকল, বাষ্কল এবং শাংখ্যায়ন। শাকল শাখায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি মণ্ডল ও সূক্তে ভাগ করা হয়েছে। বাষ্কল শাখায় তাদের অষ্টক অধ্যায় এবং বর্গে ভাগ করা হয়েছে। শাকল শাখায় বালখিল্য সূক্তগুলি সংযোজন আকারে স্থাপিত হয়েছে। বাষ্কল শাখায় বালখিল্য সূক্তগুলির কয়েকটি মন্ত্র বাদ পড়েছে। শাংখ্যায়ন শাখায় বালখিল্য সূক্তগুলি সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত।

এই শাখাগুলির মধ্যে শাকল ও বাষ্কল শাখাই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। তবে তুলনায় শাকল শাখা বেশী জনপ্রিয়। উভয়ের মধ্যে সূক্ত সংখ্যা একই (বালখিল্য সূক্তগুলি বাদ দিয়ে)। তবে তাদের বিন্যাসে পার্থক্য আছে।

আগেই বলা হয়েছে শাকল শাখায় মন্ত্রগুলি মণ্ডল ও সূক্ত আকারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি মণ্ডলের মধ্যে সূক্ত সংখ্যার অনেক পার্থক্য আছে। যেমন প্রথম ও দশম মণ্ডলে সূক্ত সংখ্যা ১৯১, অথচ দ্বিতীয় মণ্ডলে সূক্ত সংখ্যা মাত্র ৪৩। কত সূক্ত আছে তার একটি ইতিপূর্বে প্রতি মণ্ডলে হিসাব দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাষ্কল শাখায় সূক্তের বিন্যাস কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়। প্রথমত প্রায় সমান সংখ্যক মন্ত্র বা ঋক্ নিয়ে সংহিতাকে আটটি অষ্টকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অষ্টক আবার আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায় বহু বর্গে বিভক্ত। সাধারণত পাঁচটি ঋক নিয়ে একটি বর্গ। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় এই বিভাগ অত্যন্ত কৃত্রিম। অধ্যায়ের উল্লেখ না করে এবং বালখিল্য সূক্তগুলি বাদ রেখে সূক্ত এবং ঋক্‌গুলির বিন্যাস এই রকম দাঁড়ায়ঃ

অষ্টক	সূক্ত	বর্গ	ঋক্
প্রথম	১২১	২৬৫	১৩৭০
দ্বিতীয়	১১৯	২২১	১১৪৭
তৃতীয়	১২২	২২৫	১২০৯
চতুর্থ	১৪০	২৫০	১২৮৯
পঞ্চম	১২৯	২৩৮	১২৬৩
ষষ্ঠ	১২৪	৩১৩	১৬৫০
সপ্তম	১১৬	২৪৮	১২৬৩
অষ্টম	১৪৬	২৪৬	১২৮১
৮	১০১৭	২০০৬	১০৪৭২

এই বিন্যাস হতে বোঝা যায় বাষ্কল শাখায় যে বিভাগ তা কৃত্রিম। বর্গ অনুসারে বিভাগ একান্তই কৃত্রিম। সাধারণত পাঁচটি মন্ত্র নিয়ে একটি বর্গ হয়। ফলে একই সূক্ত একাধিক বর্গের মধ্যে পড়ে যাবে।

তুলনায় মনে হয় শাকল শাখার বিন্যাস যেন স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। তার একটি লক্ষণ হল বিভিন্ন মণ্ডলের সূক্ত সংখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য। আর একটি লক্ষণ হল কোন কোন মণ্ডল বিষয়বস্তু অনুসারে ভাগ হয়েছে। যেমন নবম মণ্ডলের সব সূক্তগুলিরই দেবতা হল পবমান সোম। সোমরস এত প্রিয় ছিল যে তা দেবত্বের পদে উন্নীত হয়েছে। তাকে শক্তিধর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তাই তা দেবতা। অনুরূপভাবে দেখা যায়, দশম মণ্ডলের সুর ভিন্ন হয়ে গেছে। অন্য মণ্ডলগুলিতে প্রধানত দেবতার স্তুতি এবং প্রার্থনাই সূক্তগুলির বিষয়বস্তু। দশম মণ্ডলে অনেক সূক্ত আছে যাদের মধ্যে গভীর তত্ত্ব কথা নিহিত আছে। এ যেন কর্মকাণ্ড হতে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণ। তা পরিণত চিন্তার ফল এবং কালের দিক হতে বিবেচনা করলে অন্য অংশ হতে অপ্রাচীন। তাই স্বাভাবিক কারণেই সবার শেষে স্থান পেয়েছে।

শাকল শাখার বিন্যাস যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে তার সব থেকে ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সূক্তগুলির ঋষি কারা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করলে। তার একটি বিশ্লেষণ এখানে প্রসঙ্গত দেওয়া যেতে পারে।

আমরা দেখি যে প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলে যে সূক্তগুলি স্থান পেয়েছে

তাদের যাঁরা ঋষি তাঁদের পরস্পরের সহিত যুক্ত করা যায় না। বিভিন্ন বংশের ঋষিগণ এই সূক্তগুলি রচনা করেছিলেন। অবশ্য মীমাংসা দর্শনের মতে তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। তবে সে প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর।

অন্য ছটি মণ্ডলের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সেখানে দেখি এক একটি মণ্ডল প্রধানত এক একটি ঋষি বংশ দ্বারা রচিত। এ সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হল।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৩টি সূক্ত আছে। তাদের মধ্যে ৪০টির ঋষি হলেন গৃৎসমদ। কেবল ৫, ৬ ও ৭ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হলেন ভৃগুপুত্র সোমাহুতি।

তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি সূক্ত আছে। এদের বেশির ভাগের ঋষি হলেন বিশ্বামিত্র। তাঁর পিতা গাথিও আছেন। আর আছেন তাঁর পুত্র প্রজাপতি, ঋষভ, কত এবং কতের পুত্র উৎকীল। কেবল ২৩ সংখ্যক সূক্তের ঋষিদ্বয় দেবশ্রবা ও দেববাতকে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করবার অনুকূলে তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং একরকম বলা যায় এই মণ্ডলটি একটি বিশেষ পরিবারের রচিত।

চতুর্থ মণ্ডলে মোট ৫৮টি সূক্ত আছে। তাদের মধ্যে তিনটি বাদে সবগুলিই বামদেব ঋষি রচিত। ৪২ সংখ্যক সূক্ত ত্রসদস্যু রচিত এবং ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক সূক্ত পুরুমীল্হ ও আজমীল্হ রচিত। তাঁদের সঙ্গে বামদেবের কোন সম্পর্ক ছিল কি না জানা যায় না।

পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭টি সূক্ত আছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ সূক্ত অত্রি এবং তাঁর বহু পুত্রদের রচিত। তাঁর কন্যা বিশ্ববারাও একটি সূক্ত রচনা করেছেন। অল্প কয়েকটি সূক্ত অন্য ঋষিদের রচিত। একরকম বলা যায় মণ্ডলটি একই পরিবারের মানুষের রচিত।

ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি সূক্ত আছে। এদের বেশীর ভাগ রচনা করেছেন বৃহস্পতি পুত্র ভারদ্বাজ ঋষি এবং কিছু রচনা করেছেন তাঁর পুত্রগণ। ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হলেন শংকু; কিন্তু তাঁরও পিতা বৃহস্পতি। ৪৮ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হলেন তৃণপাণি। তিনি বৃহস্পতির পুত্র। সুতরাং বলা যায় এই সমগ্র মণ্ডলটি বৃহস্পতির বংশধরদের দ্বারা রচিত।

সপ্তম মণ্ডলে ১০৪টি সূক্ত আছে। এদের একটি ছাড়া সবগুলিরই ঋষি হলেন বশিষ্ঠ। কেবল ৪৩ সংখ্যক সূক্তের ঋষি হলেন যুক্তভাবে বশিষ্ঠ এবং তাঁর পুত্রগণ। সুতরাং বলা যায় এই সমগ্র মণ্ডলটি বশিষ্ঠ ঋষির রচিত।

সুতরাং দেখা যায় বেশীর ভাগ মণ্ডলগুলি বিশেষ বিশেষ ঋষির বংশের লোকেদের রচিত। স্বাভাবিকভাবে না গড়ে উঠলে মণ্ডলগুলি এমনভাবে রচিত হত না। এই স্বাভাবিকতা গুণের জন্যই বোধহয় শাকল শাখার সূক্ত বিন্যাস সব থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন রীতির পাঠ প্রচলিত ছিল। আমরা জানি ঋগ্‌বেদ ছন্দে রচিত। অবিকৃতরূপে পাঠ করতে হলে ছন্দোবদ্ধ সন্ধিবদ্ধ অবস্থায় তাকে পাঠ করতে হয়। এই ধরনের পাঠকে সংহিতা পাঠ বলা হয়। কবিতা পাঠে স্বরের উচ্চতা নীচতা এসে পড়ে। এর জন্য তিন রকম স্বরের উল্লেখ আছে—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। উদাত্ত স্বরের উচ্চতা সব থেকে বেশী, স্বরিতের উচ্চতা মাঝামাঝি এবং অনুদাত্তের সব থেকে কম। স্বরের এই উচ্চ-নীচতা সূচিত করতে ঋক্‌গুলোর অক্ষরের ওপর বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয়। অনুদাত্ত স্বরকে চিহ্নিত করবার জন্য অক্ষরের নীচে শয়ান দাঁড়ি (horizontal line) টানা হয়। স্বরিত চিহ্নিত করবার জন্য অক্ষরের মাথায় খাড়া দাঁড়ি টানা হয়।

উদাত্ত স্বরগুলিতে কোন চিহ্ন থাকে না। সকল পাঠেই এই বিধি প্রচলিত আছে।

সংহিতা পাঠ ছাড়া আরও তিন রকম পাঠ পাওয়া যায়ঃ পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ এবং জটাপাঠ। তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

পদ-পাঠে প্রত্যেক পদের সন্ধি ও সমাস বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করা হত। এমন কি কোথাও কোথাও বিভক্তি অংশ বিশ্লিষ্ট করে পাঠ করা হত। ক্রম-পাঠে প্রথম ছাড়া প্রতি পদের পুনরুক্তি করা হত। জটা-পাঠ সত্যই জটিল। তাতে এক সঙ্গে তিন রকম পাঠ হত। প্রথমে দুটি পদ পর পর বলা হত, তারপর পদ দুটি উল্টে বলা হত এবং শেষে আবার যথাক্রমে পাঠ করা হত। মনে হয় এই পাঠগুলির উদ্দেশ্য হল নির্ভুলভাবে বেদের ঋকগুলির সহিত পরিচিত হওয়া। পাঠের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি আবৃত্তি করে পাঠ করতে হত। কাজেই যেমন স্বরের ভিন্নতা মেনে পাঠ করতে হত তেমন ছন্দের সহিত সংগতি রক্ষা করেও পাঠ করতে হত। কাজেই ছন্দও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। এখানে ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত মূল ছন্দ-গুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে।

ঋগ্‌বেদের ছন্দের ভিত্তি হল অক্ষর। অর্থাৎ মূলত তা অক্ষরমাত্রিক ছন্দ। এখানে অক্ষর হল যুক্তবর্ণ। যেমন গ্নি, বী, ত্র, দ্বি প্রভৃতি এক একটি অক্ষর গণিত হবে। সেই কারণে ম্, ং, ঃ, ন্, দ্ পৃথক অক্ষর বলে পরিগণিত হবে না; তারা পূর্বে অবস্থিত অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। কয়েকটি অক্ষর মিলে এক একটি পাদ হয়। প্রতি পাদের অক্ষর সংখ্যা সমান হয়।

এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ছন্দের ভিন্নতা নির্ভর করে, বিশেষ ছন্দে ক'টি পাদ আছে এবং প্রতি পাদে ক'টি অক্ষর আছে তার উপর। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা বোঝা যাবে। ঋগ্‌বেদের প্রধান ছন্দগুলি এইঃ গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও বিরাট।

গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি ছন্দের প্রতি পাদে আটটি করে অক্ষর। তবে তাদের ভিন্নতা নির্ভর করে কার কটি পাদ আছে তার ওপর। গায়ত্রীতে তিন পাদ, অনুষ্টুপে চার পাদ এবং পংক্তিতে পাঁচ পাদ আছে।

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে চারটি/পাদ আছে এবং প্রতি পাদে এগারটি অক্ষর আছে। জগতী ছন্দেও চারটি পাদ তবে প্রতি পাদে বারোটি অক্ষর আছে। বিরাট ছন্দেও চারটি পাদ কিন্তু প্রতি পাদে পাঁচটি অক্ষর আছে।

এ ছাড়া কতকগুলি মিশ্র ছন্দ আছে। তাদের প্রতি পাদে অক্ষর সংখ্যা সমান নয়। পাদের সংখ্যাও কম-বেশী আছে। যেমন উষ্ণিক, বৃহতী, অতিশক্করী, অত্যষ্টি। উষ্ণিক ছন্দে তিনটি পাদ। প্রথম পাদে আট অক্ষর, দ্বিতীয় পাদে আট অক্ষর, তৃতীয় পাদে বারো অক্ষর। অত্যষ্টিতে সাত পাদ। তার প্রথম দু'পাদে বারো অক্ষর, তৃতীয় হতে পঞ্চম পাদে আট অক্ষর, ষষ্ঠ পাদে বারো অক্ষর এবং শেষ পাদে আট অক্ষর।

একই সূক্তের মধ্যে আবার বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগও দেখা যায়। এই ধরনের ছন্দের মিশ্রণকে প্রগাথ বলা হয়।

৫. ঋগ্‌বেদে সূক্তের বিষয়

বেদের সংহিতা অংশকে কর্মকাণ্ড বলা হয়। তা হতে ধারণা হতে পারে যে ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি কেবল দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁদের গুণকীর্তন এবং

তাঁদের কাছে প্রার্থনা নিবেদনের উদ্দেশে রচিত। বেশীর ভাগ সূক্ত সম্বন্ধেই অবশ্য একথা খাটে। তবে তার অতিরিক্তভাবে অন্য বস্তুকে বিষয় করেও সূক্ত রচিত হয়েছে। বিষয়কে ভিত্তি করে ঋগ্বেদের সূক্তগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে যে সূক্তগুলি বিশেষ দেবতা বা একাধিক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং প্রার্থনা জ্ঞাপনের জন্য রচিত হয়েছে, এদের সংখ্যাই সব থেকে বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে দার্শনিক বিষয় নিয়ে রচিত সূক্ত। এদের সংখ্যা অল্প হলেও এদের তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। পরবর্তীকালে উপনিষদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছিল তাকে বীজ আকারে এই সূক্তগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে এমন সব বিষয় নিয়ে সূক্ত যাকে দেবতাদের উদ্দেশে রচিতও বলতে পারি না বা দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়কও বলতে পারি না। তাদের মিশ্র শ্রেণীতে ফেলতে পারি।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশে রচিত সূক্ত। তাদের সংখ্যা শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী। কোন কোন দেবতার উদ্দেশে সেগুলি রচিত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে পাওয়া যাবে। কাজেই বিস্তারিত ভাবে এখানে আলোচনা করা হবে না। তবে বলে রাখা যেতে পারে যে, ইন্দ্র ও অগ্নিই বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়। তাঁদের উদ্দেশেই সব থেকে বেশী সংখ্যক সূক্ত রচিত হয়েছে। ইন্দ্রের বিষয়ে ২৫০-এর উপরে সূক্ত আছে। অগ্নির উপর ২০০ সূক্ত রচিত হয়েছে। তারপর আসে সোম। সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তই সোমের উদ্দেশে রচিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সূক্তগুলিতে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে সেইগুলি পড়ে। সেগুলি বেশীর ভাগই দশম মণ্ডলে পড়ে। তা ইঙ্গিত করে যে দশম মণ্ডল সম্ভবত শেষে রচিত হয়েছিল। অন্য মণ্ডলেও কিছু কিছু দার্শনিক-তথ্য-সমৃদ্ধ সূক্ত পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তে সেই বিখ্যাত রচনাটি পাওয়া যায় 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' বা অষ্টম মণ্ডলের ৫৮ সংখ্যক সূক্তে পাই 'একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্'।

বিশুদ্ধ ভাবে দার্শনিক চিন্তায় সীমাবদ্ধ সূক্ত হিসাবে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই দশম মণ্ডলের ১২৯ নং সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা নাসদীয় সূক্ত নামে খ্যাত। তা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এই সৃষ্টি কোথা হতে এল। তারপর তার সংক্ষেপে সারগর্ভ কথায় উত্তরে দিতে চেষ্টা করেছে। তা বলছে সৃষ্টির পূর্বে, যা আছে তাও ছিল না, যা নেই, তাও ছিল না। তারপর তপস্যার প্রভাবে একটি সত্তার আবির্ভাব হল। তিনি বুদ্ধিযুক্ত। তাঁর মধ্যে কামনা উদ্ভব হল। সেই কামনা হতেই সৃষ্টি উদ্ভূত হল। এই কথাগুলির মধ্যে গভীর তাৎপর্য নিহিত। তা বলে একটি বুদ্ধি শক্তি মণ্ডিত ইচ্ছাশক্তি বিশ্বসৃষ্টির মূলে।

তারপর আমরা দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তের উল্লেখ করতে পারি। এই সূক্তের দেবতা প্রজাপতি। প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে কোন দেবতাকে হবিদ্বারা পূজা করব। উত্তর দেওয়া হয়েছে যাঁকে হবিদ্বারা প্রীত করতে হবে তিনি হলেন প্রজাপতি। কারণ তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন, তাঁর আজ্ঞা অন্য দেবতারা পালন করে, সসাগরা ধরা তাঁরই সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত আর কেউই সকল বস্তুকে আয়ত্ত রাখতে পারে নি। রাধাকৃষ্ণণ্ ঠিকই বলেছেন যে এখানে আমরা একেশ্বরবাদের বীজকে পাই (Indian Philosophy vol. 1, Chap II, 8)।

এই প্রসঙ্গে আমরা দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তেরও উল্লেখ করতে পারি। এর দেবতা বাক্। আত্মাকেও এর দেবতা বলা হয়েছে। এই দেবতা নিজের বিষয় নিজেই বলেছেন। তিনি বলেছেন তিনি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছেন। তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট আছেন; তিনি সকল ভুবনে বিস্তারিত হন। এখানে আমরা সর্বেশ্বরবাদের বীজ পাই। তাই পরবর্তীকালে উপনিষদে ব্রহ্মবাদে পরিণতি লাভ করে।

এই চিন্তাই পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়। তাঁর সহস্র মাথা এবং সহস্র চরণ। পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেও তিনি তাকে অতিক্রম করলেন; এত বিরাট তিনি। তাঁরই দেহ খণ্ডিত হয়ে বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণী রূপ নিল। তাঁর মুখ হতে ব্রাহ্মণ হল, বাহু হতে রাজন্য হল, উরু হতে বৈশ্য হল, চরণ হতে শূদ্র হল। তাঁর মন হতে চন্দ্র হল, চক্ষু হতে সূর্য হল, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু হল। তাঁর নাভি হতে আকাশ হল, মস্তক হতে স্বর্গ, চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভুবন সকল সৃষ্টি হল। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় তাঁর দেহই খণ্ডিত হয়ে বিশ্বের নানা বস্তু ও জীবে পরিণত হল। এখানে যা বীজ আকারে আছে তাই উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিণত রূপটি পেয়েছিল। উপনিষদে আছে একক সত্তা। ব্রহ্মই বহুতে রূপান্তরিত হলেন। সুতরাং এখানে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদকে বীজ আকারে পাই।

আর উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই। এই সূক্তগুলির তাৎপর্য যথাস্থানে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। এখানে এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই শ্রেণীর সূক্তগুলির মধ্যে যজ্ঞকর্ম হতে দার্শনিক চিন্তা ঋষিদের মনে বেশী আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণ করে বেদের সংহিতা অংশ বিশুদ্ধ ভাবে কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়; তার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই পথেই বৈদিক ঋষির মন যজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ হতে সরে বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছিল।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে কতকগুলি সূক্ত যাদের বিষয়বস্তু দেবতাও নয়, দার্শনিক চিন্তাও নয়, অন্য কিছু। তাদের মিশ্র শ্রেণীতে ফেলতে পারি। কত ধরনের বিষয় আছে তার কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

প্রতি সূক্তেরই দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেখানে একাধিক দেবতার বিষয় উল্লেখ আছে সেখানে তাঁদের সকলেরই নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে বহু দেবতার বিষয় উল্লেখ হয়েছে সেখানে বিশ্বদেবতাগণকে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই দেবতার অর্থ দেবতা নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেবতাকে বিষয়বস্তুর সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১।১৬২ সূক্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া আছে। তার দেবতা হিসাবে অশ্বের উল্লেখ করা হয়েছে। ১।১৭৯ সূক্তে লোপামুদ্রা এবং অগস্ত্যের মধ্যে রতির বিষয় কথোপকথন আছে। এখানে রতি দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। ১০।৯৫ সূক্তে অক্ষক্রীড়ার নিন্দা করা হয়েছে। এখানে অক্ষই দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। ১০।৩৪ সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন আছে। এখানে উর্বশী ও পুরূরবা দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। ১০।১৪৫ সূক্তে একটি ভেষজের উল্লেখ আছে যা সপত্নীকে পরাজিত করতে সাহায্য করে। এখানে সপত্নীবাধনই দেবতা। ১০।১৭৩ সূক্তে

রাজার বিষয় আলোচনা আছে। এখানে রাজাই দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সুতরাং প্রমাণ হয় যে, দেবতা শব্দটি এখানে দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটি স্বাভাবিক অর্থ অর্থাৎ যিনি দেবতা পদবাচ্য তাঁকেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি দেবতাকে সূচিত করে না, করে বিষয়বস্তুকে। সুতরাং তা বিষয় শব্দটির সমার্থবোধক।

এই তৃতীয় শ্রেণীতে যে সকল বিষয় নিয়ে সূক্ত রচিত হয়েছে তাদের কিছু পরিচয় উপরের আলোচনা হতেই মিলে যাবে। যেমন কোথাও কথোপকথন আছে, কোথাও রাজা সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কোথাও অক্ষক্রীড়ার নিন্দা আছে, কোথাও অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা আছে। এমন কি একটি সূক্তে ব্যাঙেদের উল্লাসের বর্ণনা আছে (৭।১০৩)। এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, নিতান্তই প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১০।১৮ সূক্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা আছে। ১০।৮৫ তে বিবাহের বিষয় বর্ণনা আছে। ১০।১১৭ সূক্তে দানের সুখ্যাতি করা হয়েছে। ১০।১৪৬ এ বনানীর বর্ণনা আছে। এগুলির সঙ্গে ধর্মের কোন সংযোগ নেই।

ঋগ্বেদে জাদুবিশ্বাসের ভিত্তিতে রক্ষিত অল্পসংখ্যক মন্ত্র পাওয়া যায়। কোথাও পাখীর ডাক মঙ্গল বিধান করে, কোথাও কোনও রোগ কোন রাক্ষস কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে এই ধরনের বিশ্বাসকে ভিত্তি করে মন্ত্র রচিত হয়েছে। এগুলিকে জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত সূক্ত বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১।১৯১ সূক্তে নানা জীব-জন্তুর বিষক্রিয়া নষ্ট করবার উপায় চিন্তা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধুবিদ্যা আয়ত্ত করলে এই বিষ নাশ করা যায়। এই মধুবিদ্যাই কি জাদুবিদ্যা?

২।৪২-৪৩ এই দুটি সূক্তে শকুনির ডাক যে মঙ্গল বিধান করে এই ধরনের একটি বিশ্বাস লক্ষিত হয়। তাই শকুনির সান্নিধ্য কামনা করা হয়েছে এবং তাকে ডাকতে বলা হয়েছে। এখানে শকুনির ডাকের জাদুশক্তির ইঙ্গিত আছে।

১০।১৬২ সূক্ত এই বিশ্বাসে রচিত যে গর্ভনাশের কারণ হল একটি বিশেষ রাক্ষস। এই সূক্তটিতে সে রাক্ষসকে বিদূরিত করার জন্য মন্ত্র পাওয়া যায়। এও জাদুবিদ্যা প্রয়োগের একটি উদাহরণ।

১০।১৬৩ সূক্তটি দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত দেখা যায় তখনকার দিনে মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হত। কারণ এই সূক্তটিতে যক্ষ্মারোগ নাশের মন্ত্র আছে। দ্বিতীয়ত তাতে মন্ত্র উচ্চারণ করে রোগ দূর করবার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া। এও জাদুবিদ্যার নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি অথর্ব বেদের এক বিরাট অংশ জুড়ে এই ধরনের জাদু মন্ত্র ছড়ানো। এর উদ্দেশ্য নানা শ্রেণীর রোগ নিরশন। মন্ত্র তার অস্ত্র এবং তা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোনও প্রতিকূল শক্তি রোগীতে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন রুধিরস্রাব নিবৃত্তির জন্য (১।১৭) মন্ত্র, শ্বেতকুষ্ঠ নাশনের জন্য মন্ত্র (১।২৩, ৯।২৪) [এমন কি সেখানেও যক্ষ্মা নাশনের জন্য মন্ত্র] আছে (১।১২)। সুতরাং বলা যেতে পারে যে সংহিতা অংশে এই ধরনের বিষয়ের অনুপ্রবেশের পথ প্রদর্শক ছিল ঋগ্বেদই।

একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে গেছে যে, ঋগ্বেদের সূক্তগুলি স্মরণ শক্তির সাহায্যে প্রাচীনকালে সংরক্ষিত হত। এই ধারণার সপক্ষে কিন্তু বিশেষ বলবতী যুক্তি নেই। এই ধারণার সমর্থনে প্রধানত দুটি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত বলা হয় প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিরা অক্ষরমালা উদ্ভাবন করতে শেখেন নি।

স্মরণ শক্তির সাহায্যেই বেদের সূক্তগুলি সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত বলা হয় ঋগ্বেদেই উল্লেখ আছে যে মুখে মুখে শ্লোকের রচনা করা হত (১।৩৮।১৪)। অথচ এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, ঋগ্বেদ সংহিতার সূক্তগুলির আদিরূপ অভ্রান্তভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে!

স্মরণ শক্তির সাহায্যে ঋগ্বেদের মত একটি বিরাট গ্রন্থ বংশ পরম্পরায় শত শত বৎসর ধরে যে অভ্রান্তভাবে রক্ষিত হতে পারে এটি কল্পনা করাই আমার ধারণায় যুক্তিসংগত নয়। ঋগ্বেদে দশ হাজারের উপর ঋক্ আছে। এমন শ্রুতিধর ব্যক্তি কে আছেন যিনি তার সকল সূক্তগুলি অভ্রান্তভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখবেন? এরকম ঘটেছে বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ওপর অত্যন্ত বেশী রকম নির্ভর করতে হয়।

হতে পারে অশোকের শিলালিপির পূর্ববর্তীকালের কোনও ভারতীয় লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় না। তার অর্থ এই নয় যে তার পূর্বে ভারতে কোনও লিপি প্রচলিত ছিল না। প্রস্তরে খোদিত হয়েছিল বলেই অশোকের লিপি রক্ষিত হয়েছে। তারপূর্বে প্রস্তরে খোদিত হবার উপলক্ষ ঘটেনি বলেই সম্ভবত পূর্ববর্তী কালের লিপি সংরক্ষিত হয়নি। বরং নিভুর্লভাবে এই বিরাট গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়েছে বলেই এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসম্মত যে নিশ্চয় কোনও লিপি ছিল যার সাহায্যে ঋগ্বেদের আদিরূপ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত করা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় যুক্তিটি আরও দুর্বল। মুখে মুখে শ্লোক রচিত হবার কথা উল্লিখিত হবার তাৎপর্য এই নয় যে মুখে মুখে তা সংরক্ষিতও হত। মুখে মুখে শ্লোক রচনা করা সম্ভব, তা স্বীকার্য। কিন্তু মুখে মুখে দশ হাজার ঋক্ বংশানুক্রমে ধরে রাখা অসম্ভব এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ ছাড়া কিছু অতিরিক্ত প্রমাণও পাওয়া যায় যা ইঙ্গিত করে সেকালে একটি লিপি নিশ্চিত প্রচলিত ছিল। নূতন প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কারের ফলে এখন এটা এক রকম নিশ্চিতভাবে ধরা যায় যে আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন এদেশে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় একটি উন্নত নগরভিত্তিক সংস্কৃতি স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্কৃতির লিপিমালা ছিল, তবে তার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি। সুতরাং এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে পূর্বে আর্যদের নিজস্ব লিপিমালা না থাকলেও এই সংস্কৃতির কাছ থেকে লিপি প্রয়োগের রীতি তারা গ্রহণ করে থাকতে পারে। গ্রহণ করাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, এমন একাধিক বচন আছে যা দেখায় বৈদিক যুগে পাঠ করার রীতি প্রচলিত ছিল। পাঠ করার রীতি প্রচলিত থাকলে প্রমাণ হয় যে লিপিমালা ছিল; কারণ লিখিত আকারে কোনও গ্রন্থ না থাকলে তা পাঠ করবার প্রশ্ন ওঠে না।

ঋগ্বেদের যে সূক্তটিতে মুখে মুখে সূক্ত রচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তাতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে বেদ পাঠ করবার। প্রাসঙ্গিক ঋক্‌টির বাংলা অনুবাদ এই: মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তাহা বিস্তার কর, উকথ স্তুতিবিশিষ্ট গায়ত্রী ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ কর (১।৩৮।১৪)। এখানে পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আবশ্যিকভাবে এই অনুমান এসে পড়ে যে লিখিত আকারে রচনা সংরক্ষিত হত। কারণ, লিখিত আকারে কিছু না থাকলে তা পাঠের প্রশ্নই ওঠে না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাকে আছে যে গুরু সমাবর্তনের দিনে অন্তেবাসীকে নানা উপদেশ দিচ্ছেন। তার মধ্যে আছে স্বাধ্যায়-

প্রবচানাভ্যাং মা প্রমদিতব্যম্'। অর্থাৎ স্বাধ্যায় ও প্রবচন হতে স্খলিত হতে নেই। শংকরাচার্য তাঁর ভাষ্যে 'স্বাধ্যায়ের' অর্থ করেছেন অধ্যয়ন এবং 'প্রবচনের' অর্থ করেছেন অধ্যাপন। নিশ্চিত এই অধ্যয়ন বেদ-অধ্যয়নকেই সূচিত করে। শব্দ-কল্পদ্রুমে 'স্বাধ্যায়ের' আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই। তাতে অর্থ করা হয়েছে 'আবৃত্য বেদাধ্যয়নম্' অর্থাৎ আবৃত্তি করে বেদ পাঠ করা।

সুতরাং এখানে আমরা প্রমাণ পাই যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদ যখন রচিত হয় তখন বেদ পাঠ করা একটি আবশ্যিক কর্তব্য ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম, কারণ তা কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অংশ। সুতরাং তা বৈদিক যুগেরই রচনা। সুতরাং প্রমাণ হয় যে বৈদিক যুগে বেদপাঠ রীতি প্রচলিত ছিল। পাঠ করতে হলেই বেদ লিপিবন্ধ আকারে রক্ষিত হওয়া চাই। সুতরাং সে যুগে যে লিপিমালা ছিল তাও প্রমাণিত হয়ে যায়।

৬. ঋগ্বেদের দেবতা

ঋগ্বেদে কতগুলি দেবতা আছেন এবং তাঁরা কারা এ বিষয় মতানৈক্য দেখা যায়। এই মতানৈক্য ঘটার কারণ নানাবিধ। প্রথমত, প্রতি সূক্ত সম্বন্ধে একটি দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেবতা শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেবতা শব্দের অর্থ হল বিষয়বস্তু। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অর্থে প্রস্তর খণ্ড, ধনুক এমন কি মণ্ডূকও দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণত দেবশ্রেণীর জীবকে দেবতা বলা হয়। এদের সম্পর্কেই নাসদীয় সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা পরে সৃষ্ট হলেন। (১০।১২৯।৭) এঁদের সম্পর্কে পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে তাঁরা সাধ্যদের সঙ্গে স্বর্গে থাকেন (১০।৯০।১৫)। এঁদের আমরা স্বর্গবাসী দেবতা বলতে পারি। তৃতীয়ত, যাঁরা বিশেষ শক্তির আধার, যাঁদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তাঁদেরও দেবতা বলা হয়েছে। প্রকৃত দেবতা বলতে যাঁরা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন তাঁদেরই ধরতে হবে। তাঁদেরই নির্বাচন করে নিতে হবে।

ঋগ্বেদ সংহিতার একাধিক স্থানে দেবতাদের সংখ্যা সম্বন্ধে উক্তি আছে। দুটি ঋকে তাঁদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে ৩৩৩৯ (৩।৯।৯ ও ১০।৫২।৬)। কিন্তু ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিতে যাঁদের দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলকে ধরলেও এই সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং ধরে নিতে হবে এখানে দেবতা অর্থে স্বর্গবাসী দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। তা না হলে তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদের আর এক জায়গায় ৩৩টি দেবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (৮।২৮।১)। তার ভিত্তিতেই কি শতপথ ব্রাহ্মণে ৩৩টি দেবতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে? এখানে সংখ্যা সীমিত হওয়ায় তা খানিক বাস্তবের অনুগামী হয়েছে। তবু মনে হয় এও যেন প্রকৃত দেবতা অর্থে দেবতার সংখ্যাদেয় না, কিছু বেশী দেয়। সেকালে ৩ সংখ্যাটির উপর যেন একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ৩৩ এর মত ৩৩৩৯ সংখ্যাটিও ৩ সংখ্যার গুণিতক। তবে প্রকৃত দেবতার সংখ্যার এই সংখ্যাটি কাছাকাছি যায় মনে হয়।

নিরুক্তকার যাস্কের মতে মাত্র তিনটি দেবতা আছেন। তাঁরা হলেন অগ্নি পৃথিবীলোকের, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষ লোকের এবং সূর্য দ্যুলোকের দেবতা। প্রকৃত বচনটি এই: 'তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো

বায়ুরিন্দ্রো বাহন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুঃস্থান' স্পষ্টই বোঝা যায় এখানে দেবতা অর্থে সকল দেবতার উল্লেখ হয় নি। অন্তরীক্ষলোকে দুটি দেবতার কথা বিকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্তিটির স্বীকৃতি অনুসারে দেবতা তিনটির অধিক দাঁড়ায়। সুতরাং এখানে অর্থ করতে হবে প্রতি লোকের প্রধান দেবতাটির কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বেদের দেবতার সংখ্যা মাত্র তিনটি দেবতায় সীমাবদ্ধ রাখতে হলে অনেক প্রকৃত দেবতা বাদ পড়েন। এমন কি বরুণের মত বিশিষ্ট দেবতাও বাদ পড়ে যান

যাস্ক বলেন, দেব শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যিনি দান করেন তিনি দেব ; যিনি দীপ্ত হন বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা। 'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতমদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।' (যাস্ক ; ৭। ১৫) এই সংজ্ঞাগুলি ঋগ্‌বেদের প্রকৃত দেবতাগুলি নির্বাচন করতে কোনও সাহায্য করে না। দান করা দেবতাদের ততটা বৈশিষ্ট্য নয় যতটা দীপ্তি ও দ্যোতনা। শেষের গুণটি দেবতাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে না ; তা তাঁদের গৌণ বিশেষণ। যাঁরা দ্যুলোকে বাস করেন কেবল তাঁদের দেবতা বললে ঋগ্‌বেদে বর্ণিত অনেক দেবতা বাদ পড়ে যান। যেমন পৃথিবী স্থানের দেবতা অগ্নি এবং অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা ইন্দ্র। কাজেই এই ব্যাখ্যা আমাদের কোনও কাজে লাগে না।

উপরের আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঋগ্‌বেদের প্রকৃত দেবতা অর্থে বুঝি পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোকের এমন সব প্রাকৃতিক বিষয় যাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাঁদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। প্রধানত ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি আর্ত এবং অর্থার্থী মনোভাব নিয়ে রচিত। শত্রু বা রোগ বা বিপদ হতে পরিত্রাণ বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি কামনা করেই এই শ্রেণীর সূক্তগুলি রচিত। কাজেই যেখানে শক্তির প্রকাশ তার কাছেই প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। অবশ্য অতিরিক্তভাবে তাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। এদের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে দেবতা বলে কল্পিত করা হয়েছে। এই ভাবেই ঋগ্‌বেদের দেবতাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই লক্ষণগুলি দিয়েই ঋগ্‌বেদের প্রকৃত দেবতাদের নির্বাচন করা উচিত। আগেই বলা হয়েছে যে তার অতিরিক্তভাবে কিছু সংখ্যক সূক্তে দার্শনিক তত্ত্ব বা শক্তির আধার নয় এমন বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে ; যেমন কাহিনী, যেমন প্রস্তর বা মণ্ডূক। এই দুই শ্রেণীকে আমাদের তালিকা হতে বাদ রাখতে হবে।

উপরের নীতি প্রয়োগ করলে ঋগ্‌বেদের সূক্তে বর্ণিত এই দেবতাগুলিকে প্রকৃত দেবতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় ঃ

অগ্নি	মিত্র	বরুণ
মরুৎগণ	বৃহস্পতি	পূষন্
আদিত্যগণ	ব্রহ্মণস্পতি	দ্যৌ
রাত্রি	রুদ্র	বায়ু
সবিতা	অদিতি	যম
অশ্বিদ্বয়	ভর্গ	ত্বষ্টা
সোম	বিষ্ণু	উষা
অর্জমা	সূর্য	পৃথিবী
অপ্‌গণ	পর্জন্য	সরস্বতী (নদী)

এই তালিকায় বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি স্থাপন করা হল না। কারণ তাঁদের

উপর রচিত সূক্তগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় পূর্ণ। অগ্নির নানা রূপ আছে যেমন ইধ্মা (সমিদ্ যুক্ত অগ্নি) তনূনপাৎ (গর্ভস্থ অগ্নি) অপাংনপাৎ (জলজ অগ্নি) মাতরিশ্বন্ (অন্তরীক্ষের অগ্নি, বিদ্যুৎ), জাতবেদা, নরাশংস, বৈশ্বানর ইত্যাদি। এদের আলাদা উল্লেখ করবার প্রয়োজন দেখি না। সোম অর্থে সোমলতা বোঝায়। সমগ্র নবম মণ্ডলের সব কটি সূক্ত এই সোমলতার উদ্দেশে রচিত। দ্যুস্থানের দেবতা হিসাবেও সোমের উল্লেখ আছে (৭।১০৪ এবং ১০।৮৫।১৯)। কিন্তু তাঁর বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাই সোম বলতে সোমলতাই ধরব। সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু মনে হয় যেন একই দেবতা। সূর্যই মূল দেবতা। ৫।৮১।৫ ঋকে পাই সবিতা ঊষার পশ্চাৎ উদিত হয়, সূর্যরশ্মিদ্বারা সংযত হয় এবং গতিদ্বারা পূষা হয়। পূষাকে সূর্যের রথ পরিচালক রূপে কল্পনা করা হয়েছে (৬।৫৬।৩)। বিষ্ণু তিন পদক্ষেপ আকাশ পরিক্রমা করেছেন কল্পনা করা হয়েছে (৬।৪৯।১৩)। মনে হয় বিষ্ণু সূর্যেরই আর এক নাম। এঁদের সম্বন্ধ মোটের খুব ঘনিষ্ঠ।

পূর্বেই বলা হয়েছে দেবতাদের অবস্থিতি স্থান অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি আছে। তবে মনে হয় উপরে উল্লিখিত এমন কয়েকটি দেবতা আছেন যাঁরা কোন শ্রেণীতে পড়বেন ঠিক করা শক্ত হয়। মূল দেবতাগুলিকে অবস্থিতির ভিত্তিতে এই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

পৃথিবী স্থান ঃ অগ্নি, পৃথিবী, অপ, সোম।

অন্তরীক্ষ ঃ ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য।

দ্যুলোক ঃ সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বিযুগল. ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি।

আমরা এখন এই বৈদিক দেবতাগুলি সম্বন্ধে একটি করে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। তাঁদের আলোচনা কি ক্রম অনুসারে হবে তা ঠিক করা শক্ত হয়ে পড়ে। একটা রীতি হতে পারে, যে দেবতার নামে যত বেশী সূক্ত আছে তাঁকে আগে স্থাপন করা। এই হিসাবে ইন্দ্র সবার প্রথম আসেন, তা..পর আসেন অগ্নি তারপর আসে সোমলতা। এদিকে পৃথিবীকে একা নিয়ে মাত্র একটি সূক্ত আছে। সুতরাং এই নীতি প্রয়োগ করে দেবতাদের ক্রম ঠিক করা যায় না। আর একটি নীতি হতে পারে দেবতার গুরুত্ব অনুসারে তাঁদের ক্রম নির্দিষ্ট করা। সে হিসাবে ধরলে সম্ভবত বরুণ সবার আগে আসেন। কিন্তু এই ক্রম ঠিক করতে ব্যক্তিগত মূল্যায়নই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। তা বিভিন্ন মানুষের মূল্যবোধ অনুসারে বিভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই তাকেও গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে দেবতাদের যে শ্রেণী বিভাগ ঐতিহ্য অনুসারে গৃহীত হয়েছে সেই শ্রেণী অনুসারে দেবতাদের সাজানো যেতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবী স্থানের এবং শেষে দ্যুস্থানের দেবতারা আসবেন। প্রতি শ্রেণীর মধ্যে কে আগে কে পরে পড়লেন তাতে কিছু যায় আসে না। তবে একই ধরনের দেবতাকে পাশাপাশি স্থাপন করা যেতে পারে, যেমন সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু বা ঊষা ও রাত্রি। সেই রীতিই এখানে প্রয়োগ করা হবে।

পৃথিবী স্থান দেবতা

(১) অগ্নি— অগ্নির উদ্দেশে দুইশত সূক্ত রচিত হয়েছে। অগ্নি যজ্ঞের অবলম্বন। সেজন্য অগ্নিকে ঋত্বিক, পুরোহিত ও হোতা বলা হয়েছে। অগ্নিই দেবতাদের যজ্ঞে আনয়ন করেন। তাঁর রথে করে তিনি দেবতাদের আনয়ন করেন। অগ্নি প্রতিদিন দুটি অরণি কাঠের সংঘর্ষে প্রজ্বলিত হন। তারাই তাঁর পিতামাতা।

জন্মের পর তিনি তাদের খেয়ে ফেলেন। ঘৃত এবং কাষ্ঠ তাঁর আহার্য। তরল হব্য তাঁর পানীয়। অগ্নির নানা রূপ। তিনি কখনও জাতবেদা, কখনও রক্ষোহা, কখনও দ্রবিণোদা, কখনও তনূনপাৎ, কখনও নরাশংস, কখনও অপাংনপাৎ, কখনও মাতরিশ্বন্।

(২) পৃথিবী—দ্যৌ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবী বন্দনার ছয়টি সূক্তে আছে। পৃথিবী 'অবম' অর্থাৎ সর্বনিম্ন লোক এবং দ্যৌ পরম বা সর্বোচ্চ লোক। তাঁরা দুজনে বিশ্বের পিতামাতা রূপে কল্পিত। এককভাবে পৃথিবীর উদ্দেশে রচিত একটি সূক্ত আছে (৫।৮৪)। সেখানে পৃথিবীকে পর্বত সকলের ধারক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন গাছগুলি শুয়ে পড়ে না কারণ, পৃথিবী তাদের দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে।

(৩) অপ্—জল অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয় এবং খাদে প্রবাহিত হয়। তা সমুদ্রের দিকে গমন করে। জল বৃষ্টি পান করে। তা অন্ন সঞ্চয় করে দেয়। জল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জল স্নেহময়ী জননীর মত। জল মানুষকে শুদ্ধ করে। তাই আমরা তাকে মাথায় ঢালি। জল মানুষকে দুষ্কৃতি হতে মুক্তি দেয়। এই ধরনের ধারণা হতেই বোধ হয় পরবর্তীকালে নদীতে স্নানের রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। জলের উপর চারটি সূক্ত আছে।

(৪) সোম—সোম নামে এক শ্রেণীর লতা ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে সে লতাগুলি জন্মাত। তার পাতা পাথরে নিষ্পেষিত হয়ে যে রস বাহির হত তাকেই সোম বলা হয়। বিভিন্ন সূক্তে সোম কিভাবে উৎপাদিত হত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমে তা জল দিয়ে ধোয়া হত। তারপর পাথর দিয়ে নিষ্পিষ্ট হত। তার রঙ ছিল হরিতবর্ণ। তারপর তা যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য কলসের মধ্যে স্থাপিত হত। তাকে দুধের সঙ্গে মেশান হত। অগ্নিতে যেমন ঘৃত আহুতি দেওয়া হত তেমন সোমেরও আহুতি দেওয়া হত। বর্ণনা আছে সোমপান করে ইন্দ্রের শক্তি বর্ধিত হত। তা দেবতাদের প্রিয় পানীয়। সেকালের মানুষও সোম পান করে উৎফুল্ল হত। তা নিশ্চয় তাদের প্রিয় পানীয় ছিল, যেমন ঘৃত তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাই দেবতাদের নিকটও তা আহুতি আকারে দেওয়া হত।

মনে হয় সোমরস অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল এবং সেই কারণে তা একজন বিশিষ্ট দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য দেখি তার উদ্দেশে ১২০টি সূক্ত রচিত হয়েছে। সমগ্র নবম মণ্ডলে যতগুলি সূক্ত আছে সবই পবমান সোমের উদ্দেশে রচিত। 'পবমান' অর্থ ক্ষরণশীল। অর্থাৎ সোমরসই এখানে দেবতা।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সোমলতার কোনও সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সরস্বতী নদীর মত তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তার স্মৃতি এবং অশেষ গুণের কথা ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে রক্ষিত হয়ে আছে।

অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা

(৫) ইন্দ্র—একদিক হতে বিবেচনা করলে ইন্দ্র ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে প্রধান। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির এক চতুর্থাংশ তাঁর প্রশস্তিতে নিবেদিত।

দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপেই তিনি পরিকল্পিত। অগ্নি এবং পূষা তাঁর ভ্রাতা। মরুৎগণ তাঁর সহায়। বজ্র তাঁর অস্ত্র। ত্বষ্টা তাঁর জন্য বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। কোথাও তা লোহ নির্মিত বলে উল্লেখ হয়েছে, কোথাও প্রস্তর নির্মিত বলে উল্লেখ

হয়েছে। দুটি হরিতবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত সোনার রথে তিনি আরোহণ করেন। তিনি সোমরস পান করতে ভালবাসেন।

তাঁকে প্রধানত তিনটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তিনি বৃত্রকে সংহার করে মেঘ হতে বারিবর্ষণের পথ উন্মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি দেবতায় অবিশ্বাসী মানুষদের দুর্গ সমন্বিত আবাস স্থানগুলি ধ্বংস করে তাদের বিনাশ করেন। তৃতীয়ত, তিনি বিষ্ণুকে সংরক্ষিত করার জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

বৃত্রকে কোথাও অহিও বলা হয়েছে। যে সব বর্ণনা পাই তা হতে মনে হয় মেঘের মধ্যে বারিকে অবরুদ্ধ করে রাখে যে শক্তি তাকেই বৃত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্র বারিধারা পুষ্ট হয়ে নদীগুলিকে প্রবাহিত হতে দেয় না। তাই সে দানব রূপে কল্পিত। তার ক্রোধ হতে উৎপন্ন আর একটি দানব ছিল। তার নাম শুষ্ণ। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে উভয়কেই বধ করেছিলেন। ফলে মেঘের মধ্যে আবদ্ধ সঞ্চিত বারিধারা মুক্ত হয়ে ভূপতিত হয়ে নদীগুলিকে পুষ্ট করেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত তার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। তিনি এই ভূমিকায় বীর যোদ্ধা রূপে পরিকল্পিত। তিনি আর্য জাতির রক্ষক; তার জন্য তিনি দস্যুদের বধ করতেও কুণ্ঠিত নন। (৩।৩৪।৯)। এই দস্যুদের দাসও বলা হয় এবং আর্যজাতি হতে পৃথক করা হয় (১০।১০২।৩)। তিনি শত্রুদের পরাজিত করবার জন্য বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস করেন (১৫৩।৭)।

এই সব উক্তি হতে মনে হয় আর্যজাতির ভারতে প্রবেশের পর স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত সংঘর্ষ হয়। তাদেরই দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হরাপ্পা সংস্কৃতি আবিষ্কারের পর আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এদেশে আর্যদের আগমনের আগে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা তাদের থেকে উন্নত মানের; তা নগরভিত্তিক সংস্কৃতি। সুতরাং তাদের জয় করতে হলে নগর ধ্বংস করা প্রয়োজন। সম্ভবত আর্যদের কোনও পরাক্রান্ত নেতা, স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে আর্যদের যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে যেন ইন্দ্র পরিকল্পিত হয়েছেন। তাই তাঁর আর এক নাম পুরন্দর। এও বলা হয়েছে তিনি বিপক্ষ নগরগুলি ভেদ করেছেন এবং শত্রুর অস্ত্র নত করেছেন (১।১৭৪।৮)।

তাঁর তৃতীয় ভূমিকা হল তিনি বিশ্ব স্থিতির জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন, পর্বতদের সংহত করেছেন। তিনি অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন এবং দ্যুলোক স্তম্ভিত করেছেন।

(৬) রুদ্র—রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে মাত্র তিনটি সূক্ত আছে। কিন্তু তাঁর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ঋগ্‌বেদে শিবের উল্লেখ নাই। কিন্তু শিব পৌরাণিক যুগে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেবতা রূপে পরিগণিত হন। রুদ্রই সম্ভবত পরবর্তীকালে শিবে পরিণত হয়েছেন।

রুদ্রের সঙ্গে মরুৎগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রুদ্র তাঁদের পিতা এবং পৃশ্নি অর্থাৎ ঝড়ের মেঘ তাঁদের মাতা। বেদে রুদ্রের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তিনি ক্রোধপরায়ণ এবং ধ্বংসপ্রবণ রূপে পরিকল্পিত। এখানে ভক্তির প্রেরণা যেন ভয়। তাঁকে হব্য দিয়ে খুশী করবার চেষ্টা করা হয় যাতে তিনি মানুষ, পশু ইত্যাদি হিংসা হতে বিরত থাকেন (১।১১৪।৮)। তিনি উগ্র স্বভাব (২।৩৩।৯) এবং

ক্রোধপরায়ণ (২।৩৩।৫)। তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিষক রূপে খ্যাত (২।৩৩।৪)। সুতরাং তাঁর একটি কল্যাণের দিকও আছে।

(৭) পর্জন্য—পর্জন্যের উদ্দেশে মাত্র তিনটি সূক্ত রচিত হয়েছে। যিনি অন্তরীক্ষের পুত্ররূপে পরিকল্পিত (৭।১০২।১)। পর্জন্য মেঘ দিয়ে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেন। তিনি মেঘ হতে বারি বর্ষণ করেন। ফলে গবাদি পশু পুষ্টিলাভ করে, ওষধি সকল উজ্জীবিত হয়, নদী অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হয়। এইভাবে পর্জন্য পৃথিবীর সমস্ত জীবের হিত সাধন করে (৫।৮৩)।

দ্যুস্থানের দেবতা

(৮) সূর্য—সূর্য বেগবান অশ্ব রথে যুক্ত করে আকাশ পথে গমন করেন (১০।৩৭।৩)। আবার বলা হয়েছে তিনি হরিৎ নামে সাতটি অশ্বীবাহিত রথে চলেন। জ্যোতি তাঁর কেশ (১।৫০।৮)। সূর্য আকাশে উষাকে অনুসরণ করে। সূর্য সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মা স্বরূপ (১।১১৫।১)। সূর্যের রোগ-বিনাশক শক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য হৃদরোগ হতে মানুষকে মুক্ত করেন এবং হরিমান রোগ সারিয়ে দেন (১।৫০।১১-১২)। সম্ভবত পশুরোগ বা ন্যাবা-রোগকে হরিমান রোগ বলা হত; কারণ তাকে হরিদ্রায় স্থাপন করবার উল্লেখ আছে। বিশ্ব-ভুবন এবং প্রাণিবর্গ সূর্যের আশ্রিত (১০।৩৭।২)।

(৯) সবিতা—সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত। তিনি উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট (১০।১৩৯।১)। সবিতা জ্ঞানী, সুমহান ও পূজনীয় (৫।৮১।১)। সবিতা পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তিনি প্রতিদিন জগৎকে নিজ নিজ কার্যে স্থাপন করেন (৪।৫৩।৩)। মনে হয় সবিতার ধীশক্তির জন্য তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর উদ্দেশেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি রচিত হয়েছে। মন্ত্রটি তৃতীয় মণ্ডলের ৬২তম সূক্তের দশম ঋকে পাওয়া যায়। মনে হয় সূর্যের সঙ্গে সবিতার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তে দেখা যায় সূর্যকে কখনও সূর্য বলা হয়েছে, কখনও সবিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্ভবত তাঁরা ভিন্ন নামে পরিচিত অভিন্ন দেবতা।

(১০) বিষ্ণু—বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবনে অবস্থিতি করেন (১।১৫৪।২)। মানুষ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ দেখতে পায়, কিন্তু তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করতে পারে না। উপরে যে সব পাখী ওড়ে তারাও তা ধারণা করতে পারে না (১।১৫৫।৫)। সম্ভবত এই তিন পদক্ষেপ সূর্যেরই আকাশে তিন স্থানে অবস্থিতির ইঙ্গিত করে। প্রাতঃকালে, পূর্ব দিগন্তে, সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে এবং মধ্যাহ্নে আকাশের মধ্যস্থলে। মধ্য গগনে যখন সূর্য বিরাজ করে তখন তা মানুষের বা পাখীর নাগালের বাইরে চলে যায়। এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। তা বলে বিষ্ণু বৎসরের চারটি নবতি দিবস সমষ্টিকে বৃত্তাকারে পরিচালিত করেন। তখন সম্ভবত চারটি ঋতু স্বীকার করা হত। প্রতি ঋতুর স্থায়িত্ব ৯০ দিবস ধরে। এই রকম চারটি নব্বই দিবসের সমষ্টি নিয়ে বৎসরের চক্র। কাজেই বিষ্ণু ঋতুর নিয়ামক দেবতা। এদিক থেকে দেখলেও তিনি সূর্যেরই সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ান।

(১১) মিত্র—মিত্র পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করে আছেন। তিনি অনিমেষ নেত্রে সকলের দিকে চেয়ে আছেন (৬।৫৯।১১)। তিনি নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করেছেন (৩।৫৯।৭)। প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে মিত্র লৌহ কীলক

সমন্বিত সুবর্ণ নির্মিত রথে আরোহণ করেন (৫।৬২।৮)। দ্যুতিমান সূর্য মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ (৭।৬৩।১)। কেবল মিত্রকে অবলম্বন করে মাত্র কয়েকটি সূক্ত আছে। মিত্র ও বরুণকে একত্র করে অনেকগুলি সূক্ত আছে। সেগুলি এমনভাবে রচিত যে কোনটি মিত্রের বিশেষ গুণের পরিচায়ক তা বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ আছে। তিনি কি সূর্যের আনুসঙ্গিক দেবতা ?

(১২) পূষা — দীপ্তিসম্পন্ন (৬।৫৩।৩)। ছাগ তাঁর বাহন (৬।৫৫।৪)। তিনি রথিশ্রেষ্ঠ। তিনি সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছেন (৬।৫৬।৩)। আবার বলা হয়েছে তিনি সূর্যের দৌত্যকার্য সম্পাদন করেন এমন কি সূর্যরূপে প্রাণীদের প্রকাশিত করেন (৬।৫৮।২)। উষা তাঁর ভগিনী। রাত্রি তাঁর পত্নী (৬।৫৫।৫)। এইসব বর্ণনা হতে পূষা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। মোটামুটি মনে হয় সূর্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আছে। বোধ হয় সূর্যের রথচালক রূপে তাঁর ভূমিকাই সব থেকে গ্রহণযোগ্য (১০।১৩২।৪)। সূক্তে বলা হয়েছে তিনি সূর্য হতে ভিন্ন।

(১৩) বরুণ বরুণ মহান দেবতা রূপে কল্পিত। তিনি শোভনকর্মা। তিনি মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দ্যুলোক ভূলোক ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান (১।২৫।২০)। বরুণ জগতের নায়ক। তিনি জল সৃষ্টি করেছেন। বরুণের নির্দেশে নদীসকল প্রবাহিত হয় (২।২৮।৪)। তিনি সূর্যের পরিক্রমণের জন্য অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করেছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ এবং হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করেছেন। তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁর সুমহতী প্রজ্ঞা (৫।৮৫।৬)। তিনি সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন। তিনি সমুদ্রকে স্থাপন করেছেন। তিনি সমগ্র সৎপদার্থের রাজা। অপরাধ করলেও বরুণ দয়া করেন (৭।৮৭।৭)। বরুণ ভুবনসমূহের ধারক, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর (৮।৪১।৯)। বরুণ সমস্ত ভুবনের সম্রাট, আমরা তাঁর ক্রোড়ে বর্তমান (৮।৪২।২)।

উপরে যে তথ্যগুলি স্থাপিত হয়েছে তা হতে বরুণ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। ইন্দ্রের উদ্দেশে ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ সূক্ত নিবেদিত। বরুণের উদ্দেশে রচিত সূক্তের সংখ্যা খুবই কম। মিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আকারে অনেকগুলি সূক্ত পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের মধ্যে বরুণের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তাতে কিছু যায় আসে না। উপরে বরুণের উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি হতে যা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা হতেই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

বরুণ জগতের নায়ক। তাঁর নির্দেশেই নদীসকল প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীকে শস্যমণ্ডিত করে। সুতরাং তিনি বিশ্বের রাজা। তিনি ধৃতব্রত। বিশ্বকে পরিচালিত করবার কাজে তিনি নিযুক্ত। তিনি বিশ্বকে ক্রোড়ে ধারণ করেন। তিনি প্রজ্ঞাবান। তিনি অন্যায় সহ্য করেন না ; কিন্তু অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং তিনি অনেক মহৎ গুণের আকর। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে তিনি সুনিশ্চিতভাবে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। ইন্দ্র বীর্যবান, তিনি সোমরস পান করতে ভালবাসেন। তাঁর যোদ্ধা হিসাবে ভূমিকাটিই সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বৃত্রকে হত্যা করে মেঘ হতে বারিবর্ষণের পথ সুগম করে দেন। তিনি আর্যজাতির বন্ধু। তিনি দাস জাতির শত্রু। তি-

দাস জাতির শত শত দুর্গ ধ্বংস করে পুরন্দর নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র মহৎ নন, তিনি বীর। বরুণ বীর নন, তিনি নানা মহৎ গুণের আধার। নানা মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করে তিনি ধৃতব্রত আখ্যা পেয়েছেন। ইন্দ্রকে আমরা ভয় করব ; কিন্তু বরুণকে আমরা ভক্তি করব।

(১৪) দ্যু—দ্যু সম্বন্ধে কোনও পৃথক সূক্ত ঋগ্বেদে নেই। দ্যু ও পৃথিবীকে যুক্ত করে গুটি দুয়েক সূক্ত পাওয়া যায়। সেই সূক্তগুলি হতে দ্যু সম্বন্ধে পৃথক ধারণা করা যায় এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। মোটামুটি দ্যুকে বিশ্বের পিতা বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্বের পিতামাতা হিসাবে তাঁদের যুক্তভাবে গুণকীর্তন আছে এবং তাঁদের কাছে অনেক ধরনের প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

(১৫) অশ্বিযুগল—অশ্বিদ্বয়ের উপর গুটি পঞ্চাশেক সূক্ত রচিত হয়েছে। তাঁদের রথের তিনটি চাকা আছে, রথটি ত্রিকোণ (১।৩৪।৫)। তাঁদের প্রথমে আকাশে আবির্ভাব হয়। উষা তাঁদের অনুসরণ করেন (১।৪৬।১৪)। তাঁরা চবণ ঋষিকে জরামুক্ত করেছিলেন (১।১১৬।১০) এবং ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (১।১১৬।১৬)। তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিষক (১।১৫৭।৬)। অশ্বিদ্বয় মধুবিদ্যাবিশারদ (৫।৭৫।১)। মধুবিদ্যা কি জানা নেই। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার কথা আছে। কিন্তু তা অধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থবোধক। সে অর্থে নিশ্চিত ঋগ্বেদে তা ব্যবহৃত হয় নি।

অশ্বিযুগের বিষয় সব থেকে চিত্তাকর্ষক যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল তাঁরা সূর্যের দুহিতা সূর্যকে বিবাহ করেছিলেন। এ বিষয় ১।১১৯।৫ ও ৫।৭৩।৫ সূক্তে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দুই দেবতার সঙ্গে সূর্যার বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পাই ১০।৮৫ সূক্তে। সেখানে বলা হয়েছে সোম সূর্যার পাণিপ্রার্থী ছিলেন ; কিন্তু তিনি অশ্বিদ্বয়কেই পতিত্বে বরণ করলেন। সুতরাং এখানে একটি অভিনব তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে এক নারীর একাধিক পতি থাকতে পারত। সুতরাং দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের অতীতে যে কোনও নজির ছিল না তা বলা যায় না।

(১৬) উষা—উষা আকাশের দুহিতা (১।৯২।৭)। সূর্য তাঁর গতি (১।৯২।১১)। উষা রাত্রির ভগিনী (১।১১৩।৭)। উষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আগমন করেন এবং আগে আগে গিয়ে সূর্যের গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করে দেন (১।১১৩।১৬)। গৃহিণী জাগরিত হয়ে যেমন সকলকে জাগরিত করেন উষা তেমন বিশ্ববাসীকে জাগরিত করেন (১।১২৪।৪)। উষা আদিত্যের দুহিতা রূপেও কল্পিত হয়েছেন (৪।৫১।১)। বিকল্পে বলা হয়েছে উষা অরুণবর্ণ বলীবর্দ রথে যোজনা করেন (৫।৮০।৩)।

(১৭) রাত্রি—কেবল রাত্রিকে বিষয় করে মাত্র একটি সূক্ত পাওয়া যায়। তবে উষা সম্বন্ধে যে সব সূক্ত রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুলিতে রাত্রি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। রাত্রি কৃষ্ণবর্ণা এবং উষা শুভ্রবর্ণা (৬।১২৩।৯)। উভয়ে পরস্পর ভগিনী রূপে কল্পিত। তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। কেউ কাউকে বাধা দেন না এবং স্থিরভাবে অবস্থান করেন না। তাঁরা একের পর অন্যে একই পথে বিচরণ করেন। (১।১১৩।৩)। উষা রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভগিনী (১।১২৪।৮)। রাত্রি নক্ষত্রযুক্ত হয়ে শোভাধারণ করেন। উষার আগমনে যেমন নানা জীব জেগে ওঠে, রাত্রির আগমনে সকলে শয়ন করে নিদ্রা যায়। রাত্রি আকাশের কন্যা (১০।১২৭।৮)।

(১৭) যম—যম সম্বন্ধে মাত্র দুটি সূক্ত আছে। দুটিই দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিতে (১০।১৫) যম ও যমীর কথোপকথন পাই। যম ও যমীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ও ভগিনী। এখানে যমী যমের সহিত সহবাস কামনা করেছেন। কিন্তু যম প্রত্যাখ্যান করছেন এই বলে যে, সহোদরা ভগিনী অগম্যা, ভগিনীতে যে উপগত হয় সে পাপী। অপর সূক্তটিতে (১০।১৪) যম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যম পিতৃলোকের রাজা। তা স্বর্গে অবস্থিত। প্রেতাত্মাদের যমই পথ দেখিয়ে যেখানে নিয়ে যান, সে স্থান আলোকোজ্জ্বল। পিতৃলোকের দ্বারের পাহারা দিচ্ছে দুটি কুকুর। তাদের বর্ণ বিচিত্র এবং চারটি করে চক্ষু।

(১৯) বৃহস্পতি—মনে হয় বৃহস্পতির সঙ্গে ব্রহ্মণস্পতির খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। বৃহস্পতি মন্ত্র উৎপাদন করেন (২।২৩।২) এবং ব্রহ্মণস্পতি মন্ত্রসমূহের স্বামী (২।২৩।১)। ব্রহ্মণস্পতি ভাল মন্ত্র উচ্চারণ করেন (১।৪০)। ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত (২।২৪।৯)। বৃহস্পতি প্রভৃত প্রজ্ঞাবান্ (৪।৫০।২)। বৃহস্পতি অমিত্রদের অভিভূত করেন এবং পুরীসকল বিদীর্ণ করেন (৬।৭৩।২)। এখানে মনে হয় তিনি ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করেন।

৭. ঋগ্বেদে সমাজ-বিন্যাস

ঋগ্বেদের যুগে সংস্কৃতি বেশ উচ্চমানে অধিষ্ঠিত ছিল। তখন রাজতন্ত্র ছিল। প্রজাদের বিশ্ বলত। রাজাদের অন্যতম কাজ ছিল শত্রু শক্তিকে জয় করা। মূল জীবিকা ছিল কৃষি। তাই নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রতি আর্যদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই অধুনা বিলুপ্ত নদী সরস্বতীর উপর সূক্ত রচিত হয়েছিল। সমাজ বিন্যাস বেশ জটিল ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণভেদ তখন স্বীকৃতি লাভ করেছে। মনে হয় দেশে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর জাতি ছিল। একটি আর্য এবং অপরটি দাস জাতি। সম্ভবত ভারতের পূর্বতন অধিবাসীরাই দাস জাতি ছিল। নানা বৃত্তি অনুসারে মানুষের বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জিত হত। তাঁতি, কামার, কুমোর, ভিস্তি এমন কি বারবণিতারও অস্তিত্ব ছিল। অশ্ব, গরু, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ব্যবহৃত হত। পানীয় হিসাবে সোমলতার রস অতি জনপ্রিয় ছিল। চিত্ত বিনোদনের জন্য পাশা খেলার প্রতি মানুষের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। দেশে ধনী ছিল, দরিদ্রও ছিল। দানকর্মকে উৎসাহ দেওয়া হত।

ঋগ্বেদের যুগে সমাজের যে জটিলতা ছিল অথর্ববেদের যুগে তা আরও পরিবর্ধিত হয়েছিল। সংস্কৃতিই অগ্রগতির তা সূচিত করে। যেমন ঋগ্বেদের সময় যব বিভিন্ন অন্য তণ্ডুল জাতীয় শস্যের উল্লেখ বিশেষ নেই, কিন্তু অথর্ববেদের যুগে গম এবং ধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে যে তথ্যগুলি বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়ানো আছে তাদের ভিত্তি করে একটি সমাজ চিত্র স্থাপন করা হবে। সুতরাং তাকে ঋগ্বেদের যুগের সমাজ চিত্র বলেই ধরে নিতে হবে।

জাতি ঃ মনে হয় ঋগ্বেদের যুগে দুটি ভিন্ন শ্রেণীর জাতি ছিল (race)। তা থাকাই সম্ভব। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্যরা ভারতে আসার আগে এক উচ্চমানের সংস্কৃতির ধারক একটি স্বতন্ত্র জাতি ভারতে ছিল। তাঁরা একটি নগর-ভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তাদের সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং

সংঘর্ষ ঘটেও ছিল। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয় সংঘর্ষের ফলে আর্যেরা বিজয়ী হয় এবং বিজিত জাতি সমাজে একটি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করে। নূতন আগন্তুক জাতিরা নিজেদের আর্য বলত এবং যাদের জয় করে এ দেশে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের দাস বা দস্যু বলত। এরাই সম্ভবত পরে শূদ্র জাতিতে পরিণত হয়। এখন আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণ স্থাপন করা হবে।

দাস জাতিকে পরাজিত করে তাদের নিকৃষ্ট স্থানে স্থাপিত করায় যে দেবতা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন ইন্দ্র। বৃত্রকে দমন করা ছাড়া এটি তাঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা। একে ঐতিহাসিক ভূমিকাও বলা যেতে পারে। সম্ভবত ইন্দ্র একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং আর্যদের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হয়েছিল।

১।৫৩ সূক্তে আছে ইন্দ্র বঙ্গৃদ নামে শত্রুর শত শত নগর ভেদ করেছিলেন। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তিনি যেন নগরের পর নগর ধ্বংস করেন এবং দস্যুকে ধ্বংস করে শত্রু হতে যজমানদের মুক্ত করেন। ২।১২।৪ সূক্তে আছে তিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থাপিত করেছেন। ৩।৩৪।৯ সূক্তে আছে ইন্দ্র দস্যুদের বধ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করছেন। ৪।১৬।১৩ সূক্তে আছে ইন্দ্র পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলেন এবং শম্বরের নগরসমূহ ধ্বংস করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ ৪।২৬।৩ ঋকে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্র শম্বরের ৯৯টি পুরী ধ্বংস করেছিলেন এবং দিবোদাসকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়েছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় ইন্দ্রের আর এক নাম পুরন্দর। দুটি পৃথক জাতি যে ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১০।১০২।৩ ঋকে। সেখানে বলা হয়েছে শত্রু যদি আর্যজাতির হয় তাকেও বিনাশ করতে হবে, যদি দাস জাতির হয় তাকেও বিনাশ করতে হবে। মনে হয় পরবর্তীকালে আর্যজাতির এবং দাস জাতির মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। উভয়েই সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছিল। দাসজাতির অন্তর্ভুক্ত রাজারও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০।৬২।১০ ঋকে যদু ও তুর্বণ নামে দাস জাতীয় দুই রাজার উল্লেখ আছে। পুরুষ সূক্তে যে শূদ্রের উল্লেখ আছে (১০।৯০।১২) তারা সম্ভবত দাস জাতির অন্তর্ভুক্ত।

রাজতন্ত্র ঃ ঋগ্বেদের যুগে যে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে রাজার উদ্দেশে রচিত দুটি সূক্ত পাওয়া যায় (১০।১৭৩ এবং ১০।১৭৪)। প্রথমটিতে উল্লেখ আছে 'তোমাকে রাজপদে অভিরোপিত করলাম।' এই উক্তির থেকে মনে হয় সম্ভবত কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজা নির্বাচিত হতেন। তবে পুরুষানুক্রমে যে রাজারা রাজত্ব করে গেছেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ৭।১৮ সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে পাই দেববান্ নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্র ছিলেন দিবোদাস বা পিজবন। তাঁর পুত্র ছিলেন সুদাস রাজা। এই সুদাস রাজা দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। নহুশ নামে আর এক রাজার উল্লেখ পাই (৭।৬।৫)। তিনি যে কর গ্রহণ করতেন তারও উল্লেখ পাই ১০।৬৩।১ ঋকে। নহুশের পুত্র যযাতির উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায় তিনিও রাজা ছিলেন।

নগর ঃ ঋগ্বেদের যুগে নগর ছিল কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে আর্যেরা যখন এখানে আসে তখন যে বহু নগরী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেগুলি পূর্বতন অধিবাসীদের নির্মিত। ১।৫৩।৭ ঋকে তাদের নগর ধ্বংসের

উল্লেখ আছে। ৪।১৬।১৩ ঋকে শম্বরের নগরগুলি ধ্বংসের উল্লেখ আছে। ৪।২৬।৩ ঋকে সেগুলিকে পুরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের যুগে নানা শ্রেণীর গৃহ ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১।১১১।১০ ঋকে সুরাবত বা শৌণ্ডিকের গৃহের উল্লেখ আছে। ৭।৫৫।৬ ঋকে হর্ম্যের উল্লেখ আছে। সায়ণ তার অর্থ করেছেন প্রাসাদ। ৫।৬২।৬ ঋকে উল্লেখ আছে সহস্র স্থান যুক্ত অর্থাৎ স্তম্ভ বিশিষ্ট সৌধে মিত্র ও বরুণ বাস করতেন। ৭।৮৮।৫ ঋকে উল্লেখ আছে সহস্রদ্বার বিশিষ্ট অট্টালিকায় বরুণ বাস করতেন। ১০।৩৪।১১ ঋকে ধনী গৃহস্থের অট্টালিকার উল্লেখ আছে। ১।১৭৩।১০ ঋকে সুশাসক নগরপতির উল্লেখ আছে।

এ সব দেখে মনে হয় ঋগ্বেদের যুগে নগর ছিল। যখন রাজা ছিল তখন প্রশাসন কেন্দ্র হিসাবে নগর গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তা ছাড়া এত ধরনের পেশা ছিল যে তা নাগরিক সংস্কৃতির পথ হিসাবেই গড়ে ওঠা সম্ভব। যেমন দ্রবি অর্থাৎ স্বর্ণদ্রাবক ছিল (৬।৩।৪)। বণিক অর্থাৎ ব্যবসায়ী ছিল (১।১১২।১১, ৫।৪৫।৬)। অক্ষক্রীড়ার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ থাকত (১০।৩৪।৬)। তখন সেন্তা অর্থাৎ ভিক্ষু ছিল (৩।৩২।১৫)। গ্রামে ভিক্ষুর অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই, শহরেই তার জীবিকা নির্বাহের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ঃ ঋগ্বেদের যুগে কৃষিকার্য সমাজে অর্থনীতিক বিন্যাসের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে নির্ভরযোগ্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই আলোচনাটি ক্ষেত্রপতির উদ্দেশে রচিত একটি সূক্তের বিষয় উল্লেখ করে আরম্ভ করা যেতে পারে (৪।৫৭)। এই সূক্তে প্রথমে ক্ষেত্রপতির নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি যেন প্রভূত জল দান করেন। জলের উপরই তখন কৃষি নির্ভরশীল ছিল। এখানে বলীবর্দের উল্লেখ আছে। তাকেই আমরা বলদ বলি। বলীবর্দ যে লাঙ্গল দিয়ে ভূমি কর্ষণ করত তার উল্লেখ আছে। এখানে সীতাও দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। তিনি যেন জলবতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করেন। সম্ভবত সীতা এখানে কর্ষণযোগ্য ভূমি হিসাবে কল্পিত। রামায়ণে বর্ণিত জনক কন্যা সীতার সঙ্গে কি এঁর কোন সম্বন্ধ আছে? সেটি গবেষণার বিষয়।

সেকালে কৃষকের বিভিন্ন নাম ছিল। চাষী অর্থে কীনাশ শব্দটির প্রয়োগ আছে (৪।৫৭।৮)। চাষীকে কৃষিবলও বলা হত। কৃষির প্রধান অবলম্বন লাঙ্গল এবং বলদ বা বলীবর্দ। বলীবর্দের উল্লেখের কথা ইতিপূর্বে এখনই বলা হয়েছে। একাধিক স্থানে লাঙ্গলের উল্লেখ পাই। যেমন বৃক অর্থে লাঙ্গল (৮।২২।৬), সীর অর্থে লাঙ্গল (১০।১০১।৩)।

তণ্ডুল জাতীয় শস্যের মধ্যে যবের একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। গম বা গোধূমের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাই না। অথর্ববেদে গমের উল্লেখ আছে। তবে মনে হয় সপ্তসিন্ধু অঞ্চল গম উৎপাদিত হওয়া স্বাভাবিক এবং গমও উৎপাদন হত ধরে নেওয়া যায়। ১০।৯৪।১৩ ঋকে ধান্যকৃতের উল্লেখ পাই। তা হতে অনুমান করা যায় তখন আর্যজাতি ধান্য উৎপাদন করতেও শিখেছিল।

কৃষির সঙ্গে পশু পালনও ঋগ্বেদের যুগে প্রচলিত ছিল। গরু এবং পশুই মনে হয় প্রধান সম্পদ ছিল। ভার বহনের জন্য গর্দভ ব্যবহার হত। মেষ, ছাগও পালন করা হত। ৪।২।৫ ঋকে গরু, অশ্ব ও মেষ পালনের উল্লেখ পাই। ৮।৬।৪৭-৪৮ ঋকে গরু, উষ্ট্র ও অশ্ব প্রদানে উল্লেখ আছে। ১।৯।৭

ঋকে গাভী প্রার্থনা করা হয়েছে। ৮।৫।৩৭ ঋকে উল্লেখ আছে, কশু রাজা শত উষ্ট্র প্রদান করেছিলেন। ১০।২৬।৬ ঋকে পাই মেষ লোম দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা হত। ছাগও পোষা হত। তার মাংস পূষার প্রিয় খাদ্য। ১।১৬২।৩ ঋকে অজ হতে পুরোডাশ প্রস্তুতের উল্লেখ পাই।

মনে হয় গরুও ছিল সেকালের সব থেকে বড় সম্পদ। গরুর জন্য গোষ্ঠ থাকত (১০।১৭।৮)। দুধের জন্য গরু মূল্যবান সম্পদ রূপে পরিগণিত হত। গাভীর জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা নিবেদিত হত (১।১২।৭)। বলদ বা বলীবর্দ ব্যবহৃত হত লাঙ্গল টানবার জন্য (৪।৫৭।৮)। বৃষ খাদ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হত। (১।১৬৪।৪৩)। ১০।৮৬।১৪ ঋকে বলা হয়েছে ১৫ কি ২০ বৃষ পাক করে দিলে এক ব্যক্তি খেয়ে খুশী হন। তিনি সম্ভবত ইন্দ্র। গোচারণের জন্য পৃথক ভূমি সংরক্ষিত হত (৭।৬২।৫)।

আর্যদের আবাসভূমি ঃ আর্যদের আবাস ভূমি কি ছিল তার কোনও পরিচয় সোজাসুজি ঋগ্বেদের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে যে বহু নদীর উল্লেখ আছে তা হতে পরোক্ষ ভাবে এই অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে এই সব নদীর অববাহিকাই আর্যদের আবাসভূমি ছিল।

ঋগ্বেদে নদীদের উদ্দেশে রচিত একটি সমগ্র সূক্ত পাওয়া যায় (১০।৭৫)। তাতে ১৯ টি নদীর উল্লেখ আছে। গঙ্গা ও যমুনা তাদের অন্যতম। অন্য নদীগুলি সিন্ধু নদের উপনদী ছিল। তাদের মধ্যে এগারোটির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সিন্ধু, সরযু ও সরস্বতী মহাতরঙ্গশালিনী নদী বলে বর্ণিত হয়েছে (১০।৬৪।৯)। এদের মধ্যে সরযুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সরস্বতীরও বর্তমানকালে কোন অস্তিত্ব নেই। তবু সরস্বতী যে বিরাট নদী ছিল তা বোঝা যায়। তাকে ঋগ্বেদে দেবতার পদে উন্নীত করা হয়েছে। একটি সমগ্র সূক্ত তার প্রতি নিবেদিত হয়েছে (৬।৬১)। ৭।৩৬। ঋকে আছে এদের মধ্যে সাতটি নদী প্রধান এবং তাদের মধ্যে সিন্ধু হল মাতা ও সরস্বতী হল সপ্তম স্থানীয়। সপ্ত সিন্ধুর কথা অন্যত্রও উল্লেখ হয়েছে। তারা যে একই স্থান হতে নির্গত হয়েছে তারও উল্লেখ আছে (৩।১।৬)। এই সব দেখে মনে হয় এদের মধ্যে সিন্ধু প্রধান নদী এবং অন্য দুটি তার শাখা নদী। এদের মধ্যে সরস্বতী পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল, বহুকাল তা লোপ পেয়ে গেছে। বাকি সিন্ধু নদী সহ ছয়টি নদী এখনও বর্তমান। পাঁচটি সিন্ধুর উপনদী। এদের নিয়েই পাঞ্জাব। এদের বৈদিক যুগে নাম ছিল পশ্চিম হতে পূর্ব অবস্থান অনুযায়ী সিন্ধু, বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণী, শুতুদ্রী এবং বিপাশা।*

মনে হয় প্রথম দিকে আর্যদের আপন ভূমি ছিল এই সপ্তসিন্ধুর দেশে। তা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ছাড়া আফগানিস্তানের কিছু অংশ অবধি বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে আর্যরা আরও পূর্বে বসতি বিস্তার করেছিল মনে হয়। নদী সূক্তে (১০।৭৫) গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকাতেও যে আর্যদের বসতি বিস্তার লাভ করেছিল তা অনুমান করা যায়।

আর্থনীতিক বিন্যাস ঃ ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি আলোচনা করলে সন্দেহ থাকে না যে তখন আধুনিক যুগে

---

* এদের যথাক্রমে ইংরেজি নাম হল Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej and Bias। এদের বাংলা নাম—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু ও বিপাশা।

যাকে ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক বিন্যাস বলা হয় তাই বর্তমান ছিল। প্রশাসনের জন্য রাজা ছিলেন আগেই বলা হয়েছে। পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। উত্তরাধিকার ছিল। পিতার পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয় থাকলে কন্যা পৈতৃক ধন পেত না; উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রই তা পেত। অবশ্য পুত্র সন্তান না থাকলে দুহিতাজাত দৌহিত্রকে পৌত্র বলে স্বীকৃতি দিতেন (৩।৩১।১)। সুতরাং সম্পত্তির উপর ব্যক্তি বিশেষের সত্ব থাকত এবং পুরুষানুক্রমে উত্তরপুরুষ তা ভোগ করত।

সমাজের জটিলতা আসলেই ধনীও থাকে, দরিদ্রও থাকে। ধনী দান করে দরিদ্র দান গ্রহণ করে। চোরও থাকে ডাকাত বা তস্করও থাকে। ঋগ্‌বেদের যুগে যে আর্থনীতিক সাম্য স্বীকৃত হয়নি তা সুন্দর বোঝা যায় দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্ত হতে। তার বিষয়বস্তু হল ধন ও অন্নদান প্রশংসা। তার তাৎপর্য এত বেশী বা তার একটু বিস্তারিত আলোচনার এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাতে বলা হয়েছে দুই হস্ত সমান আকৃতির হলেও তাদের শক্তি সমান নয়, একই মাতার সন্তান দুটি গাভী সমান দুধ দেয় না। কাজেই গুণ ভেদে পার্থক্য থাকবে এবং তার ভিত্তিতে অর্থবলের পার্থক্যও আসবে।

এ সূক্তে আরও পাওয়া যায় যে রাজা ছাড়াও প্রজাদের মধ্যে অনেক শ্রেণীর ধনী ছিল। যে অল্প ধনী সে যে বেশী ধনী তাকে সম্মান করত। এইভাবে অর্থের ভিত্তিতে অগ্র-পশ্চাৎ শ্রেণীভাগ ছিল।

তবে দারিদ্র্য পীড়িত ব্যক্তিকে এই সূক্তে দান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাজারা অনেক দান করতেন (৮।৫।৩৭, ৮।৬৮।১৫) ইত্যাদি। কিন্তু এই সূক্তে সাধারণ মানুষকেই দান করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। দাতার ধন হ্রাস পায় না, অদাতা কারও সহানুভূতি পায় না। যাচককে অবশ্য ধনদান করতে হবে; তাতে যজ্ঞফল লাভ হয়।

অপর পক্ষে দেখি দান ভিক্ষা করা বা জীবন ধারণের জন্য অপরের ওপর নির্ভর করায় সেকালের মানুষের সংকোচবোধ ছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৮ সূক্তের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে বরুণের কাছে নানা প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে। সেখানে প্রার্থনা করা হয়েছে যে যজমানের যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়, তার পূর্ব পুরুষের ঋণ এবং নিজকৃত ঋণ যেন পরিশোধ হয়, তার যেন অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করতে না হয়। আরও বলা হয়েছে দরিদ্র জ্ঞাতির যেন ধনশালী ব্যক্তির দ্বারস্থ না হতে হয়। মনে হয় সেকালের মানুষের বেশ আত্মসম্মানবোধ ছিল। তাই আর্থনীতিক স্বাধীনতা বিশেষ কামনার বস্তু ছিল।

বস্ত্র ঃ ঋগ্‌বেদের যুগে বস্ত্রবয়ন হত। ষষ্ঠ মণ্ডলের নবম সূক্তে বলা হয়েছে টানা ও পোড়েন দিয়ে বস্ত্র বয়ন করা হত। আরও বলা হয়েছে অগ্নি সে বিদ্যায় পারদর্শী। ঋগ্‌বেদে মেষ লোমের বস্ত্রের উল্লেখ আছে (১০।২৬।৬) কিন্তু কার্পাসের সূতার বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকলেই যে তা ব্যবহৃত হত না তা প্রমাণিত হয় না। তার থেকে প্রাচীনতর সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতায় কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কাজেই অনুমান করা যায় বৈদিক যুগে আর্যরাও তা ব্যবহার করত। এই অনুমানের সপক্ষে কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। সিন্ধু সংস্কৃতিতে যে তুলার ব্যবহার ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদাড়োতে একটি রূপার পাত্রের গায়ে লাল রঙে রঞ্জিত তুলার বস্ত্রের অংশ পাওয়া গেছে। এর থেকে স্টুয়ার্ট পিগোট অনুমান করেন যে, সিন্ধু দেশের সেকালের মানুষ মেসোপোটেমিয়াতে

কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি করত। পরবর্তীকালে ভারতীয় তুলার নাম তাই সম্ভবত সিন্ধু বলে পরিচিত ছিল।* সুতরাং এ দেশে অতি প্রাচীনকাল হতেই কার্পাস উৎপন্ন হত এবং তুলার বস্ত্র বয়ন হত। আর্যদের এই বিদ্যা পূর্ব হতে আয়ত্ত না থাকলেও সিন্ধু সংস্কৃতির কাছে তা শিখে নেবার সুযোগ ছিল।

খাদ্য ও পানীয় : সেকালে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হতে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে যবের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে (৫।৮৫।৩, ৭।১৮।১০ ইত্যাদি)। তবে মনে হয় অন্য শ্রেণীর তণ্ডুল ছিল। যেমন যব। সিন্ধু সভ্যতায় যবের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। (১০।৯৪।১৩) ঋকে ধান্যকৃতের উল্লেখ আছে। সুতরাং চাউলও খাদ্য ছিল ধরা যেতে পারে। বৃষের মাংস (১।১৬৪।৪৩), মহিষের মাংস (৫।২৯।৮), অজের মাংস (১।১৬২।৩) খাওয়া হত। বলা-বাহুল্য গরুর দুধ এবং তা হতে উৎপাদিত ঘৃত প্রিয় আহার্য ছিল। উল্লেখ আছে মিত্রাবরুণকে ঘৃতান্ন দেওয়া হত (২।৪১।৬)। আরও বলা হয়েছে পয়স্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয় (৪।১।৬)। অন্ন কথাটির ব্যবহার অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। তবে তার অর্থ ভাত নাও হতে পারে, তা সাধারণ ভাবে আহার্য সামগ্রী সূচিত করে এই অর্থেও তার ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। যেমন (৬।৭০।৬) ঋকে বলা হয়েছে পৃথিবী অন্নদান করুন, (২।৪১।১৮) সূক্তে বলা হয়েছে সরস্বতী নদী অন্নবতী। সেকালে পুরোডাশ একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। (৩।২৮) সূক্তে অগ্নিকে বার বার পুরোডাশ খেতে আহ্বান জানান হয়েছে। তা কিসের তৈরী উল্লেখ নেই। শ্রীনৃপেন্দ্র গোস্বামীর ধারণা তা যবের তৈরী।§ কিন্তু এখানে পুরোডাশ কি দিয়ে তৈরী হত তার উল্লেখ নেই। তবে অজের মাংস দিয়ে যে পুরোডাশ তৈরী হত তার উল্লেখ পাই (১।১৬৩।৩)।

পানীয়দের মধ্যে মধু, সুরা ও সোমরস ছিল। (১।১১৬।১০) ঋকে সুরাবৎ-এর উল্লেখ পাই। শৌণ্ডিক যখন ছিল তখন সুরার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল অনুমান করা যায়। সোমরস সব থেকে প্রিয় পানীয় যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সোমলতার রস ঘৃতের মতই দেবতাদের প্রিয় পানীয় রূপে বিবেচিত হত। তাই দেখি একটি সমগ্র অধ্যায় সোমের প্রশস্তিতে ভরা। সোম শুধু উত্তেজক নয় তা আয়ু বর্ধন করে এমনও ধারণা ছিল (৮।৪৮।১১), কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সরস্বতী নদীর মতই তা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। এমন প্রিয় লতা কেন যে অন্তর্হিত হল বোঝা যায় না।

বর্ণ ও আশ্রম : বর্ণ ও আশ্রমকে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। মনে হয় বর্ণ ও আশ্রমের বিন্যাস ঋগ্বেদের যুগ হতেই আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমে বর্ণের কথা ধরা যাক। ঋগ্বেদের যুগেই যে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল তার প্রমাণ পুরুষ সূক্ত (১০।৯০)। তার দ্বাদশ ঋকে আছে পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু হতে রাজন্য হল, দুই উরু হতে বৈশ্য হল এবং দুই চরণ হতে শূদ্র হল। সুতরাং আমরা চারটি বর্ণ পাই : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋগ্বেদের অন্যত্র দুটি মূল ভাগ পাই আর্য ও দাস (১০।১০২।৩)। মনে হয় এটি জাতিভিত্তিক (racial) বিভাগ। পরে দাস জাতি যখন সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেল তখন তারা শূদ্র বলে বর্ণিত হল। অথর্ব বেদে দাস অর্থে শূদ্র শব্দের ব্যবহার হয়েছে (৪।২০।৪)।

---

* Prehistoric India Chap. VL. P. 155

§ বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃ ১৭০-১৮০।

বৃত্তি বা পেশা অনুসারেই যে বিভাগের ব্যবস্থা হয়েছিল তা বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চা করত বলে মুখ হতে তার উৎপত্তি; ক্ষত্রিয় শান্তিরক্ষণ করত বলে বাহুদ্বয় হতে তার উৎপত্তি; বৈশ্য আর্থনীতিক বিন্যাসকে সংরক্ষিত করে বলে তার উরুদ্বয় হতে উৎপত্তি; আর শূদ্র অন্যদের সেবা করে বলে তার চরণ হতে উৎপত্তি।

আমরা জানি সেকালে ব্রাহ্মণরা ঋষি হতেন। তাঁরা সূক্ত রচনা করতেন এবং যজ্ঞ করতেন। ক্ষত্রিয়রা যে রাজা হতেন তা বোঝা যায় ৪।৪২।১ ঋকে রাজা ত্রসদস্যুর উক্তি হতে। তিনি বলছেন 'মম রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য'। সেকালে যে বণিক সম্প্রদায় ছিল তার উল্লেখ ৫।৩৪।৭ ঋকে। সেখানে ইন্দ্রকে ধন সংগ্রহে নৈপুণ্য প্রসঙ্গে বণিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ১।১১২।১১ এবং ৫।৪৫।৬ ঋকেও বণিকের উল্লেখ আছে।

তবে মনে হয় এই বর্ণ বিভাগ তখনও পুরুষানুক্রমিক হয় নি। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ৯।১১২ সূক্ত। তাতে দেখা যায় একই পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম বৃত্তি অবলম্বন করত। সে পরিবারের একজন স্তোত্রকার, তার পুত্র চিকিৎসক এবং কন্যা যব ভাঙে। সে সময় বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ ছিল বলেও মনে হয় না।

আশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি ঋগ্বেদের যুগেই স্থাপিত হয়েছিল মনে হয়। চারটি আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি। ১।১৭৯ সূক্তে পাই যে অগস্ত্যের শিষ্য ছিল; গুরু ও গুরুপত্নীর পরস্পর কথোপকথনে তিনিও যোগ দিয়েছেন দেখা যায়। ৭।৮৭।৪ ঋকে পাই উপযুক্ত অন্তেবাসীকে বরুণ উপদেশ দিতেন। শিষ্যকে অন্তেবাসী বলা হত; কারণ শিষ্য গুরুর গৃহে গুরুর সন্নিধানে বাস করত। সুতরাং ব্রহ্মচর্য আশ্রম যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১।১০৯।৩ ঋকে পাই প্রজাতন্তু সংরক্ষিত করবার কথা আছে। প্রজাতন্তু হচ্ছে পুত্র পৌত্রাদিরূপ রজ্জু। ঠিক এই কথাটির ব্যবহার পাই তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিখবল্লীতে। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমের অস্তিত্ব সূচিত হয়। বানপ্রস্থ আশ্রম যে ছিল তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত আরণ্যকগুলির অস্তিত্ব। যতি আশ্রমের প্রমাণ ঋগ বেদে না পেলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সেখানে ঋষি যাজ্ঞবল্কের প্রব্রজিত হবার কাহিনী আছে।

নানা বৃত্তি : ঋগ্বেদের সমাজ এমন জটিল আকার ধারণ করেছিল যে অনেক ধরনের বৃত্তি প্রচলিত হয়েছিল। তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। কৃষকদের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। পশুপালনও একটি বৃত্তি ছিল। ১।১৪৪।৬ ঋকে পশুপালকের উল্লেখ আছে। রোগের চিকিৎসার জন্য ভিষক ছিল। তার কথাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে বস্ত্র বয়ন করত তাকে বাসোবায় বলত। ভিন্ন প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা হয়েছে (১০।২৬।৬) বৃক্ষছেদনও একটি বৃত্তি ছিল। যে এই বৃত্তি গ্রহণ করত তাকে তষ্টা বলা হত (১।১৩০।৪)। সম্ভবত সে কাঠের আসবাব পত্রও তৈরি করত। ঋগ্বেদে কর্মার (১০।৭২।২) বা কার্মার (৯।১১২।২) শব্দ দুটির উল্লেখ পাই। দুটিই কর্মকারের বৃত্তিকে সূচিত করে বলে মনে হয় না। প্রথমটিতে উল্লেখ আছে ব্রহ্মণস্পতি কর্মারের ন্যায় দেবতাদের নির্মাণ করলেন। সে ক্ষেত্রে কর্মার কে বর্তমানে যাকে কামার বলি তাকে সূচিত করে না। সম্ভবত মূর্তি গড়বার জন্য আলাদা একটি বৃত্তি ছিল। তখনও দেবতাদের বিগ্রহ পূজা ছিল না; কাজেই তাদের কাজ ছিল পুতুল গড়া বা মূর্তি গড়া। কর্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে সে বাণ প্রস্তুত করে ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্বেষণ

করে থাকে। সম্ভবত কার্মার শব্দটি বর্তমানে যাকে কামার বলি তাকে সূচিত করে। ৬।৩।৪ ঋকে দ্রবি কথাটির উল্লেখ আছে। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে তার কাজ ধাতু দ্রবীভূত করা। দ্রবিকে স্বর্ণকার বলে অনুবাদ করা হয়েছে। তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। সেকালে স্বর্ণকারও একটি প্রয়োজনীয় কারিগর বিবেচিত হত।

এছাড়াও আর কতকগুলি বৃত্তির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা দেখায় ঋগ্বেদের যুগে বৃত্তিগত বিন্যাস রীতিমত জটিল হয়ে উঠেছিল। ৮।৭৫।১২ ঋকে ভারভৃতের উল্লেখ আছে। আর বহনও একটি বৃত্তি ছিল। সম্ভবত পণ্য-দ্রব্য বহন করার জন্য তারা নিযুক্ত হত। ৮।৪৭।১৫ ঋকে মাল্যকারের উল্লেখ পাই। তা সূচিত করে যে তখন বিলাস দ্রব্য হিসাবে মাল্য ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। ১০।১৪২।৪ সূক্তে বপ্তা শব্দটির উল্লেখ পাই। বপ্তার অর্থ নাপিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে বায়ু পিছন হতে প্রবাহিত হলে অগ্নি একটি বিস্তৃত প্রদেশকে দগ্ধ করে সব কিছু পুড়িয়ে দেয়। তার সঙ্গে তুলনা করেছে নাপিত কর্তৃক মানুষের শ্মশ্রুমুণ্ডনের। সুতরাং অনুমান করা যায় সেকালে দাড়ি কামানো রীতি বেশ প্রচলিত ছিল। তা না হলে একটি বিশেষ বৃত্তি তাকে ভিত্তি করে বেড়ে উঠতে পারে না। এমন কি বারাঙ্গনা বৃত্তিও তখন প্রচলিত ছিল মনে হয়। বারাঙ্গনাকে সাধারণী বলা হত। তার উল্লেখ পাই ১।১৬৭।৪ ঋকে।

একান্নবর্তী পরিবার : বিবাহ সূক্তে (১০।৮৫) যেসব উক্তি আছে তা হতে প্রমাণ হয় সেকালে একান্নবর্তী পরিবার ছিল। এই সূক্তে প্রথমে সূর্য কন্যা সূর্যার সহিত অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের বিবাহ ও শোভাযাত্রার বর্ণনা আছে। তারপর সাধারণ বরবধূর বিবাহ এবং তাদের উপরে বর্ষিত আশীর্বাদ এবং বরবধূর পরস্পরের উক্তি পাওয়া যায়। তাতে সেকালের আদর্শ দম্পতী কিরূপ আচরণ করবে সে বিষয়ে উপদেশ আছে। তবে সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে ঠিক আসে না। প্রাসঙ্গিক অংশটিতে পাই বধূকে আশীর্বাদসূচক একটি ঋকে (৪৬)। তাতে আছে : "তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় আধিপত্য কর।" এ হতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় সেকালে একান্নবর্তী পরিবার প্রচলিত ছিল। বধূ বিবাহের পর এক বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত হত ; তাকে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবরদের নিয়ে সংসার করতে হত।

অক্ষক্রীড়া : অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলা ঋগ্বেদের যুগের একটি চিত্ত বিনোদনের অবলম্বন ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি সমাজের অকল্যাণকর ব্যসন। তা এমন এক সাথে নিন্দনীয় এবং আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাকে নিয়ে একটি সমগ্র সূক্তই রচিত হয়েছে (১০।৩৪)। তার ব্যাপকতা কত ছিল তা বোঝা যায় এই তথ্য হতে যে অক্ষক্রীড়ার জন্য একটি সভা থাকত। কিভাবে খেলা হত জানা নেই তবে তিপান্নটি ঘুটি থাকত। এই ছকগুলি কাষ্ঠ নির্মিত ; এদের বর্ণ পিঙ্গল। তাদের আকর্ষণ দুর্বার। যাকে তারা টানে তাকে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। তাই পাশা খেলা পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৮. সমাজে নারীর স্থান

হিন্দু সমাজে নারীর স্থান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত অবনমিত অবস্থায় চলে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাতের

ফলে কয়েকজন প্রগতিশীল দেশনেতার তার এই দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যতম। তাঁদের নেতৃত্বে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে এবং দেশ স্বাধীন হবার পর নারীর সমাজে ন্যায্য স্থান অধিকারে যে সকল শাস্ত্র-বিধানহেতু বাধা ছিল তা দূরীভূত হয়। বর্তমানে নারী সমাজ নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিজেই আদায় করে নেবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে।

তুলনায় দেখে ভারি তৃপ্তি হয় যে, ঋগ্বেদের যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করত। এক রকম বলা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ-গত অধিকারে কোনও পার্থক্য রাখা হত না। ঋগ্বেদের বিরাট সাহিত্যের মধ্যে ছড়ানো যে নানা তথ্য পাওয়া যায় তার দ্বারাই এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করা যায়। প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি নীচে সংক্ষিপ্ত আকারে স্থাপিত হল।

আমরা জানি নারীকে সহধর্মিণী বলে। কথাটি তৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর। সংসারে নারী ও পুরুষ সংসারধর্ম পালনে পরস্পরের সহায়ক। তাই স্ত্রী-স্বামীর সহধর্মিণী। ঋগ্বেদের যুগে নারীর সত্যই সহধর্মিণী রূপে আচরণ করবার সুযোগ ছিল, কোনও বাধা আরোপিত হত না। সেকালে যজ্ঞ নিষ্পাদন ছিল ধর্মের বিশিষ্টতম অঙ্গ। আমরা দেখি বেদের একাধিক সূক্তে উল্লেখ আছে যে নারী ও পুরুষ এক সঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের নীচে উদ্ধৃত ঋক্‌টি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

"হে ইন্দ্র মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী-পুরুষে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে (-১।১৭৩।২)।"

এ হতে অনুমান করা যায় যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করতেন। উভয়েরই হোতা হবার অধিকার ছিল। আর একটি সূত্রেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে :

"যখন তুমি (অগ্নি) দম্পতীকে একান্তঃকরণ করে দাও, তখন তারা তোমাকে বন্ধুর মত গব্য দ্বারা সিক্ত করে (৫।৩।২)।"

জায়াকে পত্নী বলা হয় এই অর্থে। পত্নীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যে তিনি পতির সঙ্গে মিলে যজ্ঞ করতেন। এইটি ব্যাখ্যা করতে পাণিনির একটি সূত্রও আছে (পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে)। ঋগ্বেদের যুগে পতি এবং পত্নী একসঙ্গে যজ্ঞ করতেন বলেই জায়ার পত্নী নাম।

সুতরাং প্রমাণিত হয় ঋগ্বেদের যুগে নারী ও পুরুষের একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করবার অধিকার ছিল। এর থেকে মনে হয় সেকালে পুরুষের মত নারীর জন্য একাধিক সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংস্কৃতে আচার্যা এবং আচার্যানী দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। তারা সমার্থবোধক নয়। আচার্যা অর্থে বুঝি যিনি নিজে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। তার বিপরীত পুংলিঙ্গ হচ্ছে আচার্য। অপর পক্ষে আচার্যানী অর্থে বুঝি আচার্যের পত্নী অর্থাৎ গুরুপত্নী। বেদের ব্যাখ্যা করতে হলে নারীর বিদুষী হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে মনে হয় সেকালে উপনয়ন ও সমাবর্তনের ব্যবস্থাও নারীর জন্য ছিল।

আমরা জানি পুরুষের জন্য শাস্ত্রে দশটি সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। তাদের মধ্যে উপনয়ন ও সমাবর্তন অন্যতমা অপর পক্ষে বিবাহই বর্তমানকালে নারীর একমাত্র সংস্কাররূপে স্বীকৃত। কিন্তু সেকালে যে এমন ছিল না তার সপক্ষে কিছু লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

নির্ণয় সাগর প্রেস হতে যে মনুস্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার পরিশিষ্টে মনুর

উক্তি বলে প্রচলিত কতকগুলি শ্লোক দেওয়া আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্লোক হল এইটি ঃ

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

এ হতে বোঝা যায় প্রাচীনকালে মেয়েদের জন্য মৌঞ্জী বন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নকে সূচিত করে। তাদের সাবিত্রীমন্ত্র জপ এবং অধ্যাপনেরও অধিকার ছিল। গুরুর কাছে শিক্ষা না পেলে এসব অধিকার স্থাপিত হবে কি করে? সুতরাং অনুমান করা যায় এই সংস্কারগুলিতে পুরুষের মত নারীরও অধিকার ছিল। পরে অনুদার দৃষ্টিপ্রণোদিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজ নারীকে সেসব অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। নারীর জন্য বিবাহ সংস্কার যে এখনও স্বীকৃত, তা একান্তই পুরুষের স্বার্থের জন্য। নারীর জন্য এই সংস্কার স্বীকৃত না হলে পুরুষের ত বিবাহ হয় না।

বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতার পর হিন্দু বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ হবার পূর্ব পর্যন্ত সে অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। এমন কি বেদের সূক্ত অংশেও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সংখ্যক সূক্তটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সূক্তটির দেবতা হলেন সপত্নীবাধন অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নীকে বাধ্য করে বা অপসৃত করে। তা হতেই বোঝা যায় যে, সেকালে বিবাহিত নারী সপত্নী দ্বারা পীড়িত হত এবং পীড়িত হয়ে দেবতার কাছে তার অপসারণ প্রার্থনা করত। আরও কৌতুকের কথা হল, এই সূক্তের ঋষি হলেন নিজে মহিলা, নাম ইন্দ্রাণী। নারী না হলে নারীর সমস্যা কে ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করবে? এখানে সূক্তের পার্সঙ্গিক অংশটির অনুবাদ স্থাপন করা যেতে পারে ঃ

"হে ওষধি তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায়স্বরূপ...... তোমার তেজ অতি তীব্র ; তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও" (১০।১৪৫।২)।

সেকালে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে কেউ আশ্চর্য হবেন না ; কিন্তু নারীর একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে অনেকেই নিশ্চিত অবাক হবেন। কিন্তু সে প্রথারও যে প্রচলন ছিল ঋগ্বেদে তার ইংগিত পাওয়া যায়। সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করেছিলেন (৯।১১।৯।৫)। আরও উল্লেখ আছে সূর্যা অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করে থাকেন (৫।৭৩।৫)। ১০।৮৫ সূক্তের প্রারম্ভে সূর্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে সোম সূর্যাকে বিবাহ করতে উৎসুক ছিলেন কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁর বরস্বরূপ গৃহীত হল (১০।৮৫।৯)। আরও উল্লেখ আছে অশ্বিদ্বয় একটি স্ত্রী নিয়ে এক সংগে বাস করেন (৮।২৯।৮)। সুতরাং বলা যেতে পারে পাণ্ডবদের একই পত্নীকে বিবাহ করার নজির বৈদিক যুগে ছিল।

ঋগ্বেদের যুগে সম্ভবত বিধবা বিবাহও প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে নীচের উক্তিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

"হে নারী সংসারে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে" (ঋগ্বেদ। ১০।১৮।৮)।

এখানে বোঝা যায় স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রী তার মৃতদেহের অনুগমন

করেছিল। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী উক্তি হতে দেখা যায় এই মৃত ব্যক্তিকে ভূমিতে প্রোথিত করা হত। পৃথিবীকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে, মাতা যেমন আপন অঞ্চল দিয়ে পুত্রকে আচ্ছাদন করে তেমন পৃথিবী যেন তাকে আচ্ছাদন করে। এ হতে মনে হয় ভূমিতে প্রোথিত করা মৃতদেহ সংকারের তখন অন্তত অন্যতম রীতি ছিল। আমরা জানি হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে। তার প্রাচীনতম উল্লেখ পাই ঈশ উপনিষদে। সেখানে মৃত ব্যক্তির ভস্মান্ত শরীরের কথা উল্লেখ আছে। উক্তিটি হল 'বায়ুরনিলমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।' এই উপনিষদটি শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অংশ। সুতরাং বৈদিক যুগেই শবদাহ করবার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এমনও হতে পারে প্রথমে শব প্রোথিত করবার রীতি ছিল এবং পরে দাহ করবার রীতি প্রচলিত হয়।

এখন আমরা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফিরে আসতে পারি। উদ্ধৃত উক্তি হতে দেখা যায় মৃত ব্যক্তির সংকারের পর তার বিধবা পত্নীকে বলা হচ্ছে মৃত পতির প্রতি তার সমস্ত কর্তব্য মৃত্যুর সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং অতিরিক্তভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সে সংস্কারে ফিরে আসুক। তার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তাকে পুনরায় বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করতে বলা হচ্ছে।

হিন্দুর চোখে ঋষির স্থান সবার উচ্চে। কারণ তিনি বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। আমরা দেখি ঋগ্বেদে যে অসংখ্য সূক্ত আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি সূক্তের ঋষি হিসাবে মহিলার নাম উল্লিখিত হয়েছে। এখানে তার একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে ঃ

১। ১ম মণ্ডল ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা ;
২। ৫ম মণ্ডল ২৮ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা ;
৩। ৮ম মণ্ডল ৯৬ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অত্রি কন্যা অপালা ;
৪। ১০ম মণ্ডল ৩৯ ও ৪০ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, ঋষি কক্ষিবৎ কন্যা ঘোষা ;
৫। ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত যা বিবাহ সূক্ত বলে খ্যাত, তার ঋষি হিসাবে সাবিত্রী সূর্যা উল্লিখিত হয়েছে।
৬। ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের দেবতা আত্মা, ঋষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্ ;
৭। ১০ম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তের দেবতা সপত্নীবাধন, ঋষি ইন্দ্রাণী।

সুতরাং উপরের তালিকা হতে সাতজন মহিলা ঋষির নাম পাই। তাঁরা হলেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সূর্যা, বাক্ ও ইন্দ্রাণী। এঁদের মধ্যে দুটি ঋষির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূর্যা বিবাহ সূক্তের ঋষি। এই সূক্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ; কারণ বিবাহের আদর্শ সম্বন্ধে এখানে সবিস্তার উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বাক্ঋষির আত্মাসূক্তও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে গভীর তত্ত্বকথা আছে। পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে ব্রহ্ম বা আত্মার যে পরিকল্পনা বিকাশ লাভ করেছিল এই সূক্তে বীজাকারে তার চিন্তা বিধৃত আছে। এর মূল কথা হল আত্মা সর্বব্যাপী। পুরাণের যুগে এই সূক্তটিকে বৈদিক দেবীসূক্ত বলে গ্রহণ করে শক্তিপূজক তার মহত্ত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৯. ঋগ্বেদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রচিত কবিতা। সুতরাং তা এক বিরাট কাব্যসাহিত্য। তাতে কত রকম ছন্দের প্রয়োগ আছে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই

আলোচনা করা হয়েছে। তা সেকালের ঋষির নানা ছন্দ উদ্ভাবনের ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

সাহিত্যে কল্পনা শক্তির প্রয়োগ তার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। সাহিত্যে অর্থালংকারের প্রয়োগ খানিকটা পরিণতির পথে এগিয়ে না গেলে সংঘটিত হয় না। ঋগ্‌বেদে রূপক ও উপমার বহু প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং ঋগ্‌বেদের সাহিত্যকে পরিণত সাহিত্য বলে অনায়াসে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সে সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি।

প্রথমে কল্পনা শক্তির প্রয়োগের কথা ধরা যাক।

পঞ্চম মণ্ডলের ৮০ সূক্তে ঊষার বর্ণনা আছে। সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে 'তিনি যেন সদ্য স্নান থেকে উত্থিত হয়ে সুবেশা রমণীর মত নয়নের সম্মুখে উদিত হচ্ছেন।' ঊষাকে সদ্যস্নাতা রমণী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

অষ্টম মণ্ডলের ৫ সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের রথের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ঊষারও আগে তাদের আকাশে আবির্ভাব হয়। তখন আকাশ স্বর্ণময় আভায় মণ্ডিত হয়। তাই বোধ হয় বর্ণনা এইরূপ হয়েছে: 'হে অশ্বিদ্বয়, হিরণ্ময় সারথি স্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে তোমরা অবস্থান কর। তোমাদের রথের ঈশা হিরণ্ময়, পক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়।'

দশম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে ভোরবেলাকার বর্ণনা আছে। রাতের আঁধারের সঙ্গে সেখানে ভোরের আলোর সংমিশ্রণ ঘটে। এই বর্ণনা দিতে গিয়ে ঋষি বলেছেন 'কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদের সঙ্গে মিশে গেল।'

এইবার কিছু উপমার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে।

প্রথম মণ্ডল ১২৪ সূক্তে ঊষার বর্ণনা আছে। সেখানে একস্থানে ঊষার সহিত গৃহিণীর তুলনা করা হয়েছে। গৃহিণী যেমন ভোরে উঠে বাড়ীর লোককে জাগিয়ে দেয় ঊষা তেমন ভোরে এসে বিশ্ববাসীকে জাগিয়ে দেয়। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাটি এই: 'গৃহিণী জাগরিত হয়ে যেমন সকলকে জাগরিত করেন ঊষা জগতের মানুষকে সেইরূপ জাগরিত করে।'

পঞ্চম মণ্ডলে ৬১ সূক্তে সরস্বতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্তনদীর কথা উঠেছে। তাদের সপ্তভগিনীর সহিত তুলনা করা হয়েছে: 'সপ্তনদী রূপ সপ্তভগিনী সম্পন্না প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন।'

সেকালে সোমলতা অঙ্গুলিদ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে রসে পরিণত হত। নবম মণ্ডলের ৬৫ সূক্তে তার বর্ণনা আছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'অঙ্গুলিগুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তারা পরস্পর সম্পর্কিত কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাদের স্বামী।'

রূপকের দৃষ্টান্ত দিতে নিশ্চয় মনে পড়ে যায় সেই সুন্দর বর্ণনাটি 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'। সূর্যকে এখানে সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মা বলা হয়েছে: 'সূর্য স্থাবর ও জঙ্গম—সকলের আত্মা স্বরূপ' (১।১১৫।১)।

আর একটি জটিল ধরনের রূপকের উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্ভবত একে সংকেতধর্মীও বলা যেতে পারে। প্রথমে বচনটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, তাহলে তার প্রকৃতির পরিচয় মিলবে। ১।১৬৪।২০ ঋক বলছে: 'দুইটি পাখী বন্ধুভাবে একই বৃক্ষে বসে আছে। তাদের একটি স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করছে, অন্যটি না ভক্ষণ করে চেয়ে রয়েছে।' এই উক্তিটি পরে উপনিষদেও উদ্ধৃত হয়েছে।' দুটি পাখীর একটি জীবাত্মা ও অন্যটি পরমাত্মাকে সূচিত করে বলে ব্যাখ্যা করা

হয়। সুতরাং এটি একটি নিগূঢ় তত্ত্বের সাংকেতিক ব্যাখ্যা। পরিণত সাহিত্যেই এইরূপ প্রয়োগ সম্ভব।

ঋগ্বেদে তিনটি সূক্ত পাই যেখানে নাটকীয় রীতিতে পরস্পর কথোপকথন আছে। সেগুলি হল প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্ত (অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার কথোপকথন), দশম মণ্ডলের ১০ সূক্তে (যম ও যমীর কথোপকথন) এবং দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত (উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন)। বিশ্ব সাহিত্যে এদের মধ্যেই নাটকের অপরিণত বীজ রূপটি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উর্বশী ও পুরূরবা বিষয়ক সূক্তটি সাহিত্যিক গুণে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই কাহিনী অবলম্বন করেই কালিদাস একটি নাটক রচনা করেছিলেন। দেখা যায় সেই কাহিনী এই কথোপকথনের মধ্যে বেশ ফুটে উঠেছে। পুরূরবার আসন্ন বিরহ দুঃখের আশঙ্কায় উচ্ছ্বাস এবং উর্বশীর তাকে সান্ত্বনা দান কথোপকথনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। পুরূরবা বার বার উর্বশীকে ত্যাগ করে চলে যেতে নিষেধ করছে, উর্বশী কিছুতেই সম্মত হচ্ছে না। সে বলছে, আমাকে আর পাবে না, 'পৃথিবী পালন কার্য ত্যাগ করে কেন আর বাক্য ব্যয় করছ' ? তখন ক্ষোভে পুরূরবা বলছে, 'তাহলে তোমার প্রণয়ী পতিত হোক, সে যেন আর উত্থিত না হয়'। উর্বশী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না।'

এই প্রসঙ্গে দুটি সূক্ত বিশেষভাবে উল্লিখিত হবার যোগ্যতা রাখে, কারণ তাদের সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর। এ দুটি হল অক্ষসূক্ত (১০।৩৪) এবং মণ্ডূক সূক্ত (৭।১০৩)। এগুলি বিশুদ্ধভাবে কবিতা শ্রেণীর, ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ পাওয়া যায় না। তা প্রমাণ করে ঋগ্বেদে সকল প্রকার রচনাই স্থান পেত, কেবল দেবতাদের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন বা তাঁদের স্তুতি রচনায় তা সীমাবদ্ধ ছিল না। এই দুটি কবিতা সাহিত্যিক গুণেও বিশেষ সমৃদ্ধ।

প্রথমে অক্ষ সূক্তের কথা ধরা যাক। তাতে অক্ষের তীব্র আকর্ষণের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমন অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি মানুষের কি চূড়ান্ত দুর্দশা ঘটায় তারও সুন্দর ভাষায় বর্ণনা আছে। শেষে পাশা ছেড়ে চাষ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে অক্ষের দুর্বার আকর্ষণ হতে মুক্তি পাবার জন্য ভুক্তভোগী তার নিকটেই এই প্রার্থনা জানিয়েছে : 'হে পাশাগণ, আমাদের উপর বন্ধুভাব ধারণ কর আমাদের কল্যাণ কর। তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব আমাদের প্রতি প্রয়োগ কোরো না।'

মণ্ডূক সূক্ত একটি সুন্দর কবিতা। বর্ষার আগমনে তারা আত্মপ্রকাশ করে যে রব করে তা সাধারণ মানুষের মনেও একটি উৎফুল্ল ভাব সঞ্চার করে ; কবিদের ত সকল কালেই করে এসেছে। তাদের বিভিন্ন আকৃতি এবং বিচিত্র ঐক্যতানের একটি উচ্চমানের বর্ণনা এই কবিতাটিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা পাই : 'এদের একের শব্দ গরুর মত, অপরের ছাগের মত, একটি ধূম্রবর্ণ, অপরটি হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম, অথচ রূপ বিভিন্ন প্রকার। এরা নানা দেশে শব্দ করে আবির্ভাব হয়।'

ঋগ্বেদ ইতিহাসের গ্রন্থ নয়, তা ধর্মগ্রন্থ। তবু তার মধ্যে পরোক্ষভাবে নানা ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। সেই হিসাবে তার ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে যে আর্যজাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম হতে ভারত ভূমিতে প্রবেশ করেছিল তাদের ইতিহাসের ছায়াপাত এই বিরাট গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। এখানে এসে যে তাদের এক উচ্চতর নগরভিত্তিক সংস্কৃতির ধারক জাতির সহিত সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তাতে তারা জয়ী হয়েছিল তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। এই জাতির নগর ছিল, দুর্গ ছিল। অনায়াসে অনুমান করা যেতে

পারে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে সেই দুর্গ এবং নগরগুলি ধ্বংস করে আর্যজাতি এ দেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারপর সে জাতির সঙ্গে আর্যদের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যার ফলে তারা নূতন সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। যারা প্রথম অবস্থায় দস্যু বা দাস বলে অভিহিত হত তারা পরে শূদ্র নামে পরিচিত হয়েছিল এবং উভয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই তথ্যগুলি ঋগ্বেদের সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের যুগের সমাজ বিন্যাস, আর্থনীতিক বিন্যাস, মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি, সমাজে নারীর স্থানপ্রভৃতি বিষয়ে নানা তথ্য ঋগ্বেদের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার হতে সংগ্রহ করা যায়। তার কিছু চেষ্টা এই পরিচায়ক নিবন্ধে আগেই করা হয়েছে। তা হতেই প্রমাণিত হয় ঋগ্বেদের ঐতিহাসিক মূল্য কত বেশী। এক্ষেত্রে এ বিষয় বিস্তারিত আলোনার প্রয়োজন দেখা যায় না।

১০. ঋগ্বেদের দার্শনিক মূল্য

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করেই মানুষের ধর্মবোধ অংকুরিত হয়। মানুষ স্থাপিত হয়েছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। যেমন অন্য জীবের প্রতিকূলতা আছে তেমন প্রকৃতির প্রতিকূলতা; মানুষ হতেও মানুষের প্রতিকূলতা আছে। এই পরিবেশের মধ্যে অবলম্বনের জন্য সে সহায় খোঁজে। বিপদ হতে মুক্তির জন্য, নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে অন্য বৃহত্তর শক্তির সহায়তা কামনা করে। এই অবলম্বনের আকূতিই হল ধর্মবোধের বীজ।

তাই প্রথম অবস্থায় মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। তা একেবারেই ব্যবহারিক প্রয়োজন দ্বারা অনুপ্রাণিত। তার মধ্যে দুটি আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করত। প্রথমত প্রতিকূল শক্তি হতে আত্মরক্ষার জন্য একটি শক্তিমত্তর সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করা। দ্বিতীয়ত আত্মপ্রসারের ইচ্ছা দ্বারা সে পরিচালিত হত। আমি ভাল থাকব, আমার ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটবে, আমার সম্পদ বাড়বে—এই ধরনের ইচ্ছা পূরণের জন্য সে বৃহত্তর শক্তি হতে সহায়তা কামনা করত। এই দুটি প্রয়োজনবোধই মানুষকে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করার পথে পরিচালিত করত। ধর্মবোধের বহিঃপ্রকাশে তখন এইভাবে এক শক্তিমান সত্তার আবিষ্কার করে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁর উপাসনা করে তাঁর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করে বিপদ হতে ত্রাণ এবং সমৃদ্ধি লাভের জন্য প্রার্থনা নিবেদিত হত।

ঈশ্বরের সন্ধানে এই পথেই ঋগ্বেদের ঋষি প্রথমে যাত্রা শুরু করেছিলেন। বৃহত্তর শক্তির সন্ধানে তাঁরা প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছেন তার ওপরেই দেবত্ব আরোপ করেছেন। এমন নানা শক্তি প্রকৃতির বক্ষে আছে, অন্তরীক্ষে আছে এবং ঊর্ধ্ব আকাশেও আছে। সেই শক্তিগুলিকে তাঁরা দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। এইভাবে পৃথিবীতে অবস্থিত দেবতা রূপে, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী দেবতা রূপে কল্পিত হয়েছেন, ইন্দ্র, মরুৎ, পর্জন্য অন্তরীক্ষের দেবতা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং সূর্য, বরুণ, ঊষা, রাত্রি প্রভৃতি দ্যুলোকের দেবতা রূপে পরিগণিত হয়েছেন। এঁরা সকলেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তি।

তাঁদের কোনও মূর্তি কল্পিত না হলেও তাঁদের নানা মনুষ্যোচিত গুণে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের জন্য একটি সরল উপাসনা রীতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। কাঠে আগুন জ্বেলে তাতে ঘৃত ও সোম আহুতি দিয়ে তাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন করা হত। তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য যে স্তুতি রচিত হত তা সেই সঙ্গে আবৃত্তি করা

হত বা গাওয়া হত বা পাঠ করা হত। সেই সঙ্গে প্রার্থনাগুলিও নিবেদিত হত। সেই প্রার্থনা আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাব প্রণোদিত। অর্থাৎ শত্রু হতে পরিত্রাণ বা ঐহিক সমৃদ্ধি ছিল সে প্রার্থনার বিষয়। এই গুণকীর্তন ও প্রার্থনা নিবেদনই এক একটি সূক্তের বিষয়বস্তু। ঋগ্‌বেদের সূক্তগুলি আবৃত্তি করা হত।

এইভাবে ঋগ্‌বেদে প্রথম অবস্থায় বহুদেবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মন বৃহত্তর হতে বৃহত্তম শক্তির আশ্রয় খোঁজে। বহু দেবতার মধ্যে বৃহত্তম শক্তির সন্ধান মেলে না। এই অসন্তোষজনক অবস্থা নিবারণের জন্য ঋগ্‌বেদের ঋষি বহু দেবতার মধ্যে অতি দেবতার সন্ধানে অগ্রসর হলেন। একেশ্বরবাদের পথে এটি একটি স্বাভাবিক পদক্ষেপ। ঋগ্‌বেদের ঋষির মনের এই আকুতিকেই ভারততত্ত্ববিৎ মাক্সমুলার 'হেনোথিয়িজম্' (Henotheism) নাম দিয়েছেন।

এই অতিদেবতার পদে স্থাপিত হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসেছে তিনটি দেবতার মধ্যে—অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। কোথাও অগ্নিকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে; কোথাও ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। ১।৫৯।২ ঋকে আছে অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং দ্যু ও পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন। ২।১।৪ ঋকে আছে অগ্নি ধৃতব্রত এবং রাজা বরুণের সঙ্গে তুলনীয়। অনুরূপভাবে ইন্দ্রকে ও বিভিন্ন ঋকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমন ১।৬৩।১ ঋকে বলা হয়েছে ইন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য। ১।১৭৪।১ ঋকে বলা হয়েছে ইন্দ্র সকল দেবগণের রাজা।

কিন্তু শেষে দেখি বরুণ এমনভাবে নানা গুণে বিভূষিত হয়েছেন যে অতিদেবতার পদে তাঁর দাবী অপ্রতিরোধনীয় হয়ে উঠেছে। ২।২৮ সূক্তে বলা হয়েছে বরুণ জগতের নায়ক, তাঁর মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়। ৬।৬৮।৯ ঋকে বলা হয়েছে বরুণ মহিমাবান, মহৎকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজযুক্ত এবং জরারহিত, তিনি সম্রাট। ৭।৮৭ সূক্তে বলা হয়েছে বরুণ সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন, সমুদ্রকে স্থাপিত করেছেন। সমস্ত সৎপদার্থের তিনি রাজা। অপরাধ করলে তিনি ক্ষমা করেন। ৮।৪১ সূক্তে বলা হয়েছে তিনি ভুবন সমূহের ধারক এবং সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর। এইভাবে দেখা যায় একেশ্বরবাদের পরিকল্পনায় ঈশ্বরের উপর যে গুণগুলি আরোপ করা হয় তাদের মূল গুণগুলি দিয়ে তিনি অলংকৃত হয়েছেন। নানা মৌলিক পদার্থের তিনি স্রষ্টা, তিনি বিশ্বের নিয়ামক শক্তি এবং পাপ করলে তাঁর কাছে ক্ষমাও পাওয়া যায়।

কিন্তু বহুদেবতার মধ্যে একটি অতিদেবতাকে স্থাপন করে ঋগ্‌বেদের ঋষি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। কারণ ঈশ্বরকে একক শক্তি হিসাবে কল্পনা করাই বেশী যুক্তিযুক্ত। বহুর মধ্যে তিনি বিশিষ্টভাবে এক হলে চলে না, তাঁকে একক হতে হয়। সুতরাং বিশ্বের মূল শক্তির অন্বেষণ নূতন করে শুরু হয়েছে। এই পথে চিন্তা অগ্রসর হয়েছে বিশ্ব দেবতার পরিকল্পনা দিয়ে। ঋষি তাঁর রচিত সূক্তে একটি দেবতা বা দুটি দেবতার প্রশস্তি রচনা করেন নি। তিনি একসঙ্গে অনেক দেবতাকে আহ্বান করে তাঁদের গুণকীর্তন করছেন। এইভাবে চিন্তা করতে করতে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে শক্তি ত একই, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন উপলব্ধির ফলে তাঁকে স্বতন্ত্ররূপে আবিষ্কার করে তাঁর উপর পৃথক পৃথক নাম আরোপ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে দুটি ঋকের উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটিই বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে রচিত সূক্তে স্থাপিত হয়েছে। ১।১৬৪।৪৬ সূক্তে আছে, "এই আদিত্যকে মেধাবিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন।...ইনি এক হলেও এঁকে বহু বলে বর্ণনা করে। একে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বাও বলে।" সুতরাং এখানে

ঋগ্‌বেদের এতগুলি প্রধান দেবতা একত্রিত হয়ে একটি দেবতায় পরিণত হয়েছেন। এইভাবে বিশ্বদেবগণ একক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

৮।৫৮ সূক্তেও একটি অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি পাওয়া যায়। তার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় ঋকে আছে ঃ "এক অগ্নি বহু প্রকারে সমিদ্ধ হয়েছেন, এক ঊষা এই সমস্তই প্রকাশিত করেছেন। এই একই সর্বপ্রকার হয়েছেন।" এই ঋক্‌টির তাৎপর্যের একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এখানে প্রতিপাদ্য হল একই সব কিছু হয়েছেন। কেমন করে হয়েছেন তাই বোঝাতে অন্য দুটি উক্তি উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একই অগ্নির ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় একই মূল সত্তা বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই ভাবটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় উপনিষদের সেই বচনে ঃ 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' (কঠ ২।২।৯)। অন্য উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে একক শক্তির ক্ষমতার প্রসার সূচিত করতে। একই ঊষা যেমন সমস্ত ভুবন আলোকিত করবার ক্ষমতা ধারণ করতে পারে, সেই একক শক্তি তেমন একাই বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে ঋগ্‌বেদের সংহিতা অংশ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ এবং জ্ঞানকাণ্ড পাই উপনিষদ অংশে। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। সংহিতা অংশে প্রধানত যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য দেবতাদের উদ্দেশে রচিত প্রশস্তি আছে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে তাতে দার্শনিক চিন্তা ও অনুপ্রবেশ করেছে, এমন কি বিশুদ্ধ ধর্ম সম্পর্ক বিবর্জিত বিশুদ্ধ কবিতাও আছে। তাই দেখি বেদের ঋষি এমনও সূক্ত রচনা করেছেন যার বিষয় হল দার্শনিক তত্ত্ব। এইবার সেই অংশ আলোচনা করবার সময় হয়েছে।

আমরা দেখি বিশ্বের মৌলিক সত্তার অন্বেষণে এই চিন্তা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। একটি চিন্তাধারা একেশ্বরবাদের পথে প্রবাহিত হয়েছে এবং ফলে একটি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছে। তিনিই পরবর্তীকালে পুরাণের যুগে ভক্তিবাদের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধারাটি অতি ক্ষীণ। সংহিতা অংশেই তার সমাপ্তি।

অপর ধারাটি মূল ধারা। তা বৈদিক সাহিত্যের জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদগুলিতে পরিণত রূপটি পেয়ে ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেছে। তা বিশ্বের মধ্যে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন সত্তার আবিষ্কার করেছে। সুতরাং সর্বেশ্বরবাদের বীজরূপটি এখানে পাওয়া যায়।

মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে চিন্তার একেশ্বরবাদের দিকে প্রবাহিত হবার পরিচয় পাওয়া যায় প্রজাপতি সূক্তে (১০।১২১) এবং বিশ্বকর্মা সূক্তে (১০।৮২)। একেশ্বর বাদের কয়েকটি লক্ষণ আছে। এখানে ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রকরূপে কল্পিত; তিনি বিশ্ব হতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন এবং ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট এইরূপ ধারণা করা হয়। এই সূক্তে বিশ্বকর্মার উপর সব কটি গুণই আরোপিত হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি বিধাতা। তিনি আমাদের জন্মদাতাপিতা। আরও বলা হয়েছে সপ্তঋষির পরবর্তী যে স্থান সেখানে তিনি একাকী আছেন। আরও বলা হয়েছে তিনিই একমাত্র আছেন এবং সকল দেবতার নাম ধারণ করেন।

প্রজাপতি সূক্তেও তাঁকে অনুরূপ গুণে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কোন দেবতাকে হবিদ্বারা তৃপ্ত করব, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'। উত্তরে তাঁর গুণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তিনি পৃথিবীর জন্মদাতা আকাশের জন্মদাতা, জলের স্রষ্টা। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু। তাঁর আজ্ঞা দেবতারা পালন করে। তিনি সকল বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখেন।

এই বর্ণনা হতে মনে হয় একই শক্তির উদ্দেশে এই সূক্ত দুটি রচিত হয়েছিল।

তিনি পরমশক্তি বা ঈশ্বর। তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে বিভিন্ন
দৃষ্টিভঙ্গি হতে। যখন তাঁর স্রষ্টারূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তখন তিনি
বিশ্বকর্মা। যখন তাঁর প্রভুত্বশক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তখন তিনি
প্রজাপতি। এইভাবে একেশ্বরবাদী চিন্তা বীজ আকারে ঋগ্‌বেদে আবির্ভূত
হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে অংকুরিত হবার জন্য তার দীর্ঘকাল অপেক্ষা
করতে হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে।

অপর চিন্তাধারাটি ব্রহ্মবাদের বীজরূপে আত্মা সূক্ত (১০।১২৫) ও পুরুষ
সূক্তে (১০।৯০) আত্মপ্রকাশ করেছিল। আত্মা সূক্তে তার অস্পষ্ট পরিচয় পাই।
সেখানে বলা হয়েছে এই আত্মার আশ্রয় স্থান বিস্তর, বিস্তর প্রাণীর মধ্যে তিনি আবিষ্ট
আছেন। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছেন। তিনি সমুদ্র হতে
বিস্তার লাভ করে দ্যুলোক স্পর্শ করেছেন। এইগুলি পড়ে মনে হয় ঋষি যেন
এমন একটি সত্তার আবিষ্কার করেছেন যিনি তাঁর ধারণায় বিশ্বের সব কিছু ব্যাপ্ত
করে আছেন। অবশ্য এখানে এই ধারণাটি অপরিস্ফুট। তবে এই পথেই ঋষির
সেই উপলব্ধি এসেছিল যা ভাষা পেয়েছিল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' এই বাণীতে। এই
সূক্তের দেবতা 'আত্মা' বলে উল্লিখিত হবারও একটা তাৎপর্য আছে। পরবর্তীকালে
উপনিষদে এই আত্মাকেই ব্রহ্মের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এক সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্বের উপলব্ধি পুরুষ সূক্তে আরও স্পষ্ট রূপ
নিয়েছে। এখানে এক বিশ্বব্যাপী সত্তাকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যা
হয়েছে বা যা হবে সকলেই সেই পুরুষ। সেই পুরুষকে নিয়ে যজ্ঞ করা হল। তা
হতে সূর্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি হল, তিনটি বেদ উৎপন্ন হল ; ব্রাহ্মণ, রাজন্য,
বৈশ্য ও শূদ্র উৎপাদিত হল। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হলেন।
মূল সত্তা সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পিত হলেন।

এই চিন্তাই পরবর্তীকালে প্রাচীন উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মবাদ রূপে পরিণত
রূপ পেল। যিনি সর্বব্যাপী পুরুষ বলে কল্পিত হয়েছিলেন তিনি ব্রহ্ম বা
ভূমা রূপে কল্পিত হলেন। এই শব্দগুলির অর্থেও যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে নাসদীয় সূক্তের উল্লেখ (১০।১২৯) অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার
দুটি তাৎপর্য আছে। প্রথমত সেখানে জিজ্ঞাসু মনোভাবে উত্তরণের পরিচয় পাই।
ঋষি জিজ্ঞাসা করছেন এই সৃষ্টি কোথা হতে এল, 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আবভূব'।
এখানে প্রাচীন ঋষির মন খুব গভীরে যেতে চেষ্টা করেছে। সৃষ্টির পূর্বে
বিশ্বসত্তা কিরূপ ছিলেন এবং সৃষ্টির কার্য প্রবর্তিত করতে কোন শক্তি ক্রিয়াশীল
হয়েছিল সে বিষয় একটি মীমাংসার চেষ্টা হয়েছে। যা বলা হয়েছে তা যুক্তি
সঙ্গত। বলা হয়েছে তখন যা আছে তাও ছিল না যা নেই তাও ছিল না ; পৃথিবী
ছিলনা, সুদূরবিস্তারী ব্যোম ছিল না। কেবল আত্মনির্ভর একটি একক সত্তা
বিরাজমান ছিল। তারপর একটি ইচ্ছা উদ্ভূত হল এবং সেই ইচ্ছাই সেই শক্তি
যা সৃষ্টিধারা প্রবর্তিত করল। এখানে উপনিষদের একটি মূল তত্ত্ব বীজ আকারে
পাই। এখানে যিনি 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্' তিনি উপনিষদের 'সদেব
সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ' এ রূপান্তরিত হয়েছেন এবং যিনি 'কাম' বলে বর্ণিত
হয়েছেন তিনি উপনিষদে 'স ঐক্ষত একো হহং বহু স্যাম্' এ রূপান্তরিত হয়েছে।

এইভাবে দেখা যায় বেদের দার্শনিক চিন্তা দুটি ভিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত
হয়েছিল। একটি গিয়েছিল একেশ্বরবাদের পথে। আর প্রবলতর চিন্তাধারাটি
গিয়েছিল সর্বেশ্বরবাদের পথে। তাই পরে প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে ব্রহ্মবাদে
পরিণত রূপটি লাভ করেছিল্।

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১
অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪
অগ্নি র্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬
উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্ত র্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি (১) যজ্ঞের পুরোহিত (২) এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি। ২। অগ্নি পূর্ব ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এ যজ্ঞে আনুন ৩। অগ্নিদ্বারা যজমান ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তা দিয়ে অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়। ৪। হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারদিকে বেষ্টন করে থাক সে যজ্ঞ কেউ হিংসা করতে পারে না এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহেই দেবগণের নিকটে গমন করে। ৫। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী; সিদ্ধকর্মা, সত্যপরায়ণ ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত; সে দেব দেবগণের সঙ্গে এ যজ্ঞে আগমন করুন। ৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন করবে, হে অঙ্গিরা সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই। ৭। হে অগ্নি! আমরা দিনে দিনে দিনরাত মনের সাথে নমস্কার সম্পাদন করে তোমার সমীপে আসছি। ৮। তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের অতিশয় দীপ্তিকারক. এবং যজ্ঞশালায় বর্ধনশীল। ৯। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট সেরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদের নিকটে বাস কর।

টীকা ঃ ১। "নৈরুক্তদের মতে দেব তিন জন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য। তাঁদের মহাভাগ্য কারণ এক জনের অনেকগুলি নাম, অথবা এটি পৃথক পৃথক কর্মের জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উদগাতা অথবা তাঁরা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন, কেন না তাঁদের পৃথকরূপে স্তুতি করা হয়েছে এবং পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে।" নিরুক্ত ৭॥৫। এ থেকে বোঝা যায় যে সে সময়ে ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নেই। ২। অগ্নি না হলে যজ্ঞ হয় না, এ জন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হয়েছে। "যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা অগ্নিরপি অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্বভাগে আহবনীয়রূপেণ অবস্থিতম্।" সায়ণ।

২ সূক্ত ॥ বায়ু প্রভৃতি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ ॥ ১
বায় উক্থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২
বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩
ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি ॥ ৪
বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ। তাবা যাতমুপ দ্রবৎ ॥ ৫
বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতম্। মক্ষিত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬
মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥ ৭
ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥ ৮
কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে দর্শনীয় বায়ু (১) এস, এ সোমরস সমূহ (২) অভিষুত হয়েছে ; এ পান কর, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। ২। হে বায়ু ! যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করে তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ স্তব করছে। ৩। হে বায়ু ! তোমার সোমগুণপ্রকাশক বাক্য সোম পানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসছে, অনেকের নিকট আসছে। ৪। হে ইন্দ্র (৩) ও বায়ু ! এ সোমরস অভিষুত হয়েছে, অন্ন নিয়ে এস ; সোমরস তোমাদের কামনা করছে। ৫। হে বায়ু ও ইন্দ্র ! তোমরা অভিষুত সোমরস জান, তোমরা অন্নযুক্ত হব্যে বাস কর ; শীঘ্র নিকটে এস। ৬। হে বায়ু ও ইন্দ্র ! অভিষবকারী যজমানের অভিষুত সোমরসের নিকটে এস ; হে বীরদ্বয় ! এ কাজ ত্বরায় সম্পন্ন হবে। ৭। পবিত্রবল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে (৪) আমি আহ্বান করি ; তাঁরা ঘৃতাহুতি প্রদান রূপ কর্ম সাধন করেন। ৮। হে যজ্ঞ বর্ধয়িতা যজ্ঞস্পর্শী মিত্র ও বরুণ ! তোমরা যজ্ঞফল দানার্থ এ বৃহৎ যজ্ঞে রয়েছ। ৯। ইন্দ্র ও বরুণ মেধাসম্পন্ন, বহু লোকের হিতার্থে জাত ও বহু লোকের আশ্রয়ভূত ; তাঁরা আমাদের বল ও কর্ম পোষণ করেন।

টীকা ঃ ১। বায়ুও আদিম আর্যগণের আরাধ্য দেব ছিলেন, সুতরাং সে জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে পূজনীয় ছিলেন। প্রাচীন ইরানীয়দের 'অবস্থা' নামক জেন্দ ভাষায় লিখিত ধর্ম পুস্তকে 'বায়ু' দেবের উল্লেখ আছে। প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকের টীকার যাস্কের নিরুক্ত হতে যে অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তাতে প্রাচীন হিন্দুদের প্রধান দেবগণের মধ্যে বায়ুর নাম আছে। ২। সোমলতা পেষণ করলে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং ঈষৎ অম্লরস নির্গত হয়, তাই মাদক অবস্থায় পরিণত করে পূর্বকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন আর্যদের মধ্যে সোমরসের ব্যবহার ছিল, অতএব সে আর্য জাতির শাখা ইরানীদের মধ্যে সোমের ব্যবহার ও উপাসনা ছিল। তারা সোমকে 'হওমা বলতেন ও যজ্ঞে এর অভিষব দিতেন। বোধ হয় ইরানীয় আর্যগণ সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (unfermented) ব্যবহার করতেন এবং হিন্দু আর্যগণ সোমরস মাদক অবস্থায় (fermented) পান করতে ভাল বাসতেন এবং ঐ দুই আর্যজাতির বিবাদের এটি একটি কারণ। ৩। ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্বরতা, ধান ও খাদ্য দ্রব্য, মানুষের সুখ ও জীবন ; সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশদেব ইন্দ্রের গৌরব অধিক। তাঁর নাম যাস্ক হতে উদ্ধৃত সূত্রে আছে, এবং তাঁর সম্বন্ধে যত সূক্ত

আছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে তত নেই। ৪। মিত্র আর্যদিগের একজন উপাস্য দেবতা ছিলেন সুতরাং প্রাচীন হিন্দু ও ইরানীয় উভয় শাখার মধ্যে তাঁর অর্চনা দেখা যায়। ইরানীয়দের মধ্যে 'মিথ্র' আলোক বা সূর্য বলে পূজিত হতেন, হিন্দুদের মধ্যে মিত্র আলোক বা দিবা বলে পূজিত হতেন। বরুণ আর্যদের আরও পুরান দেবতা। আবরণকারী (বৃ ধাতু হতে) নৈশ আকাশকেই আর্যগণ বরুণ বলে পূজা করতেন, এবং সে দেবকে গ্রীকগণ Uranos, ইরানীয়গণ 'বরণ' ও হিন্দুগণ 'বরুণ' নামে জানেন। "মৈত্রং বৈ অহরিতি শ্রুতেঃ** শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রী।" সায়ণ। আকাশ জলীয়, এ বিশ্বাস হতে অবশেষে বরুণ জলের দেব বলে পরিগণিত হলেন।

৩ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতাঃ। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। পুরুভুজা চনস্যতম্ ॥ ১
অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২
দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং রুদ্রবর্তনী ॥ ৩
ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ ॥ অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ৪
ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ৫
ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৬
ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আ গত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম ॥ ৭
বিশ্বে দেবাসো অপ্তুরঃ সুতমা গন্ত তূর্ণয়ঃ। উস্রা ইব স্বসরাণি ॥ ৮
বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ। মেধাং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥ ৯
পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ ১০
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥ ১১
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে ক্ষিপ্রপাণি, শুভকর্মপালক, বিস্তীর্ণ ভুজ বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় (১)! তোমরা যজ্ঞের অন্ন কামনা কর। ২। হে বহুকর্মা, নেতা, ও বিক্রমশালী অশ্বিদ্বয়! অপ্রতিহত বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর। ৩। হে দস্রদ্বয়! হে নাসত্যদ্বয় (২)! হে রুদ্রবর্ত্মন্ অশ্বিদ্বয়! মিশ্রিত সোমরস অভিষুত হয়েছে, ছিন্ন কুশে স্থাপিত হয়েছে, তোমরা এস। ৪। হে বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আঙুল দিয়ে অভিষুত নিত্যশুদ্ধ এ (সোমরস) তোমাকে কামনা করছে, তুমি এস। ৫। হে ইন্দ্র! আমাদের ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, মেধাবীদের দ্বারা আহূত হয়ে অভিষবকারী ঋত্বিকের স্তোত্র গ্রহণ করতে এস। ৬। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! ত্বরান্বিত হয়ে স্তোত্র গ্রহণ করতে এস; এ সোমাভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদের অন্ন ধারণ কর। ৭। হে বিশ্বদেবগণ (৩)! তোমরা রক্ষক, মনুষ্যগণের পালক, তোমরা হব্যদাতা যজমানের অভিষুত সোম গ্রহণ করতে এস; তোমরাই যজ্ঞের ফলদাতা। ৮। যেরূপ সূর্যরশ্মি দিনে আসে, বৃষ্টিদাতা বিশ্বদেবগণ ত্বরান্বিত হয়ে সেরূপ অভিষুত সোমরসে আগমন করুন। ৯। বিশ্বদেবগণ ক্ষয়রহিত ও সদা বর্তমান; তাঁরা অকল্যাণরহিত ও ধনবাহক; তাঁরা যেন এ যজ্ঞ সেবন করেন। ১০। পবিত্রা, অন্নযুক্তযজ্ঞবিশিষ্টা, ও যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী সরস্বতী (৪) আমাদের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। ১১। সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদের

শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী আমাদের যজ্ঞ গ্রহণ করেছেন। ১২। সরস্বতী প্রবাহিত হয়ে প্রভূত জল সৃজন করেছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করেছেন।

টীকা : ১। প্রকৃতির কোন্‌ দৃশ্যকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করতেন ? যাস্ক নিরুক্তে সে বিষয়ে লিখেছেন "তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা-পৃথিব্যৌ ইতি একে, অহোরাত্রৌ ইতি একে, সূর্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ।" যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায় বোধ হয় অর্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে যে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত থাকে তাই অশ্বিদ্বয়। ঊষার পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব বলে উপাসিত হন তবে তাঁদের অশ্বী নাম দেওয়া হল কেন ? এটি একটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ঊষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সে জন্য সে আলোক বা রশ্মি সমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্বি বলে বর্ণনা করা হয়েছে. এবং সূর্য ও ঊষাকে অশ্বযুক্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অশ্বিন্‌ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। ২। দস্রা। শত্রূণাম্‌ পক্ষয়িতারৌ যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণাম্‌ পক্ষয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ। "নাসত্যা। অসত্যমনৃতভাষণং। তদ্রহিতৌ।" সায়ণ। দস্রা ও নাসত্য এ দুটি শব্দ সর্বদাই অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। ৩। "বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষাঃ।" সায়ণ। ৪। সরঃ অর্থ জল, সরস্বতীর প্রথম অর্থ নদী এতে সন্দেহ নেই ; আর্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে তাই প্রথমে সরস্বতী দেবী বলে পূজিত হয়েছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদের উপাস্যা দেবী, প্রথম হিন্দুদের পক্ষে সরস্বতী সেরূপ ছিলেন। অচিরে সরস্বতী বাগ্‌দেবীও হলেন। যাস্ক বলেছেন "তত্র সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।" মূল ঋগ্বেদেও সরস্বতীর উভয় প্রকার গুণ লক্ষিত হয়। পূরাকালে সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ সম্পাদন হত এবং মন্ত্র উচ্চারিত হত, ক্রমে সে সরস্বতী নদী সে পবিত্র মন্ত্রের দেবী ও বাগ্‌দেবী বলে পরিণত হলেন।

৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১
উপঃ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥ ৩
পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আ বরম্‌ ॥ ৪
উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ ॥ ৫
উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ। স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥ ৬
এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং। পতয়ন্মন্দয়ৎসখং ॥ ৭
অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনম্‌ ॥ ৮
তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯
যো রায়োঽবনির্মহান্তসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০

অনুবাদ : ১। যেরূপ দোহক দোহন হেতু সুদুগ্ধবতী গাভীকে আহ্বান করে, আমরাও সেরূপ রক্ষার্থে দিনে দিনে শোভনকর্মা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ২। হে সোমপায়ী ইন্দ্র ! আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোমপান কর ; তুমি ধনবান

তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর। ৩। আমরা যেন তোমার সমীপবর্তী সুমতিদের মধ্যে থেকে তোমাকে জানতে পারি; আমাদের অতিক্রম করে অন্যের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করো না; আমাদের নিকট এস। ৪। অজেয় ও মেধাবী ইন্দ্রের সমীপে যাও। এ মেধাবীর কথা জিজ্ঞাসা কর; সে ইন্দ্র তোমার বন্ধুদের শ্রেষ্ঠ ধন দান করেন। ৫। আমাদের ঋত্বিকেরা ইন্দ্রের পরিচর্যা করে তাঁকে স্তুতি করুন। হে নিন্দুকগণ! এ দেশ হতে এবং অন্য দেশ হতেও দূর হয়ে যাও। ৬। হে শত্রুক্ষয়কারক! শত্রুও যেন আমাদের সৌভাগ্যশালী বলে; আমাদের মিত্রপক্ষীয় মনুষ্যেরা(১) ত বলবেই; যেন আমরা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সুখে বাস করি। ৭। এ সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদ্রূপ, এ মানুষকে হৃষ্ট করে, কার্যসাধন করে এবং হর্ষদাতা ইন্দ্রের সখা; যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে এ দান কর। ৮। হে শতক্রতু! এ সোমপান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদের হনন করেছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে। ৯। হে শতক্রতু! তুমি সে যোদ্ধা! হে ইন্দ্র! ধনলাভার্থ তোমাকে অন্নবান্ করি। ১০। যিনি ধনের রক্ষক, এবং মহান্, যিনি কর্মের পূরয়িতা এবং অভিষবকারীর সখা, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে গাও।

টীকা ঃ ১। 'কৃষ্টয়ঃ' শব্দের অর্থ 'মনুষ্যা অশ্মিন্মিত্রভূতাঃ।' সায়ণ। কৃষ্ ধাতু অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা; আর্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন সেজন্য বোধহয় 'কৃষ্টয়ঃ' অর্থ মনুষ্য।

৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত। সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১
পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্যানাং। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২
স ঘা নো যোগ আ ভুবত্স রায়ে স পুরন্ধ্যাং। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩
যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪
সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫
ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥ ৬
আ ত্বাঃ বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ। শন্তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৭
ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ত্বামুক্থা শতক্রতো। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৮
অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং। যস্মিন্বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯
মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ। ঈশানো যবয়া বধম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তুতিবাদক সখাগণ! শীঘ্র এস, উপবেশন কর, ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে গাও। ২। এ সোমরস অভিষুত হলে সকলে একত্র হয়ে বহু শত্রুর দমনকারী, বহু বরণীয় ধনের স্বামী ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে গাও। ৩। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন, তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন নিয়ে আমাদের নিকটে আগমন করুন। ৪। যুদ্ধে শত্রুরা যাঁর রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হতে পারে না, সে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে গাও। ৫। এ অভিষুত পবিত্র, দধিমিশ্রিত সোমরস সমূহ অভিষুত সোমপায়ীর পানার্থ তাঁর নিকট যাচ্ছে। ৬। হে সুক্রতু ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পানের জন্য ও দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য একেবারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ। ৭। হে স্তুতিভাজন

ইন্দ্র ! ব্যাপনশীল অর্থাৎ শীঘ্রমাদক সোমরস সমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক, প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে তোমার মঙ্গলকারী হোক। ৮। হে শতক্রতু! স্তোম সমূহ তোমাকে বর্ধন করেছে, উক্‌থ সমূহ তোমাকে বর্ধন করেছে, আমাদের স্তুতি তোমাকে বর্ধন করুক। ৯। ইন্দ্র রক্ষণে বিরত না হয়ে এ সহস্রসংখ্যক অন্ন গ্রহণ করুন, যে অন্নে সমস্ত পৌরুষ অবস্থিতি করে। ১০। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র। বিরোধী মনুষ্যেরা আমাদের শরীরে যেন আঘাত না করে, তুমি ক্ষমতাশালী, আমাদের বধ নিবারণ কর।

৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোনা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২
কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩
আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৪
বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥ ৫
দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতম্ ॥ ৬
ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমানবর্চসা ॥ ৭
অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ। ৮
অতঃ পরিজ্মন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯
ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি। ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। চারদিকের লোকেরা সূর্যরূপ ইন্দ্রের প্রতাপান্বিত, অরুষ ও বিচরণকারী অশ্ব যোজনা করছে। আলোকগণ আকাশে দীপ্যমান রয়েছে(১)। ২। তারা ইন্দ্রের কমনীয়, রক্তবর্ণ, তেজঃপূর্ণ ও পুরুষবাহক হরি নামক অশ্বদ্বয় রথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত করে। ৩। হে মনুষ্যগণ ! সূর্যরূপ ইন্দ্র নিদ্রায় সংজ্ঞারহিতকে সংজ্ঞাদান করে, অন্ধকারে রূপরহিতকে রূপ দান করে, জলন্ত রশ্মির সাথে উদিত হন। ৪। তারপর মরুৎগণ(২) যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করে স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে মেঘের মধ্যে জলের গর্ভাকার রচনা করলেন। ৫। হে ইন্দ্র ! দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদের সাথে তুমি গুহায় লুকান গাভী সমুদয় অন্বেষণ করে উদ্ধার করেছিলে(৩)। ৬। স্তোতাগণ দেবতা কামনা করে ধনযুক্ত ও মহৎ ও বিখ্যাত মরুৎগণকে লক্ষ্য করে সুমন্ত্রী ইন্দ্রের ন্যায় স্তুতি করে। ৭। হে মরুৎগণ ! যেন তোমাদের ভীতিরহিত ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত দেখা যায়; তোমরা নিত্য প্রমুদিত ও তুল্যদীপ্তি বিশিষ্ট। ৮। দোষ রহিত, স্বর্গাভিগত ও কাময়িতব্য মরুৎগণের সাথে ইন্দ্রকে বলসম্পন্ন বলে এ যজ্ঞ অর্চনা করছে। ৯। হে চতুর্দিকব্যাপী মরুৎগণ ! ঐ অন্তরিক্ষ হতে অথবা আকাশ হতে, অথবা দীপ্যমান আদিত্যমণ্ডল হতে এস; এ যজ্ঞে ঋত্বিক সম্যকরূপে স্তুতি সাধন করছে। ১০। এ পৃথিবী হতে অথবা আকাশ হতে অথবা মহৎ অন্তরিক্ষ হতে ধন দানের জন্য ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করি।

টীকা ঃ ১। এ ঋকের অর্থ অপরিষ্কার। যথা মূলে 'অরুষ' শব্দ আছে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'হিংসক রহিত।' পণ্ডিত মক্ষমূলর বলেন 'অরুষের' আদি অর্থ লোহিতবর্ণ" এবং অরুষ বিশেষ্য হয়ে ব্যবহৃত হলে সূর্যের একটি

অশ্বের নাম। তিনি আরও বলেন এ সূর্যের লোহিত বর্ণ অশ্ব 'অরুষ' গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে 'Eros' নাম ধারণ করে প্রেমের দেবতা বলে পূজিত হতেন।—*Chips from a German Workshop.* সূর্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম হরিৎ সেজন্য সূর্যকে হরিদশ্ব বলে। মক্ষমূলর বিবেচনা করেন এ 'হরিৎ'গণ গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে Charites নাম ধারণ করে পরম রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হতেন।—*Science of Language.* ২। মরুৎগণ কে? মরুৎ শব্দ "মৃ" ধাতু হতে উৎপন্ন. সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা। মরুৎগণ আঘাতকারী বা ধ্বংসকর ঝড়বায়ু। ঐ ধাতু হতে লাটিনদের যুদ্ধদেব Mars ঐ নাম পেয়েছেন। ৩। পণিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হতে গাভী অপহরণ করে অন্ধকারে রেখেছিল, ইন্দ্র মরুৎদের সাথে তা উদ্ধার করেছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থ সরমা নাম্নী এক দেব কুক্কুরীকে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং সরমা অসুরদের সাথে বন্ধুত্ব করে গাভীর অনুসন্ধান পেয়েছিল। সায়ণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত মক্ষমূলর বিবেচনা করেন এ বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটি উপমা মাত্র। তিনি বলেন, সরমা ঊষার একটি নাম। দেবগণের গাভীগণ অর্থাৎ সূর্যরশ্মি সমুদয় অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। দেবগণ ও মানুষেরা তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। অবশেষে ঊষা দেখা দিলেন। তিনি বিদ্যুৎগতিতে, গন্ধ পেয় কুক্কুরী যেরূপ যায় সেরূপ ইতস্ততঃ ধাবমান হতে লাগলেন। তিনি সন্ধান নিয়ে ফিরে এলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হয়ে অন্ধকারের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাদের দুর্গ হতে সে দেবগাভী উদ্ধার করলেন। মক্ষমূলর আরও বিবেচনা করেন ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প নিয়ে চিরস্মরণীয় কবি হোমর গ্রীক ভাষায় মহাকাব্য লিখেছেন, সে গল্প এই পণিঃ ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র। "The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East, by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west."—*Science of Language.*

৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ১
ইন্দ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্দিবি। বি গোভিরদ্রিমৈরয়ত্ ॥ ৩
ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪
ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥ ৫
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬
তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোতা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ৭
বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮
স একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি। ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্ ॥ ৯
ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০

অনুবাদ: ১। গাথাকারেরা বৃহৎ গাথা দ্বারা, অর্কীগণ অর্ক দ্বারা, বাণীকারেরা বাণীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করেছেন। ২। ইন্দ্র হরিদ্বয়কে বচনমাত্রে যোজিত করে সকলের সাথে মিশছেন, তিনি বজ্রযুক্ত ও হিরণ্ময়। ৩। ইন্দ্র বহুদূর দর্শনের জন্য

আকাশে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছিলেন ; সূর্য কিরণ দ্বারা পর্বত আলোকিত করেছেন। ৪। হে উগ্র ইন্দ্র! তোমার অমোঘ রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা আহবে এবং (গজাশ্বাদি) লাভযুক্ত সহস্র মহাযুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর। ৫। ইন্দ্র আমাদের সহায় এবং শত্রুদের পক্ষে বজ্রধারী আমরা মহাধনের জন্য এবং স্বল্প ধনের জন্যও ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৬। হে সর্বফলদাতা, হে বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র ! তুমি আমাদের জন্য ঐ মেঘ উদ্ঘাটন করে দাও ; তুমি আমাদের যাচঞা কখনও অগ্রাহ্য কর নি। ৭। ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট হয়, সে সমস্ত স্তোমই বজ্রধারী ইন্দ্রের ; তাঁর যোগ্য স্তুতি আমি জানি না। ৮। যেরূপ বননীয়গতি বৃষভযূথকে বলপূর্ণ করে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সেরূপ মনুষ্যদের বলপূর্ণ করেন ; ইন্দ্র ক্ষমতাশালী ও যাচঞা অগ্রাহ্য করেন না। ৯। যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদের ধন সমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির (১) উপর শাসন করেন। ১০। সর্বজনের উপরিস্থিত ইন্দ্রকে তোমাদের জন্য আহ্বান করি, তিনি কেবল আমাদেরই হোন।

টীকা ঃ ১। 'পঞ্চক্ষিতি' সম্বন্ধে ৮৯ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং। বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ১
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো নার্বতা ॥ ২
ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েমসং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩
বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ৪
মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ৫
সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো ব ধিয়াযবঃ ॥ ৬
যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭
এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী। পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮
এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎসন্তি দাশুষে ॥ ৯
এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উকথং,চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শত্রুবিজয়ী ও প্রভূত ধন দাও। ২। যে ধনদ্বারা (নিযুক্ত সৈন্যদিগের) নিরন্তর মুষ্টিপ্রহার দ্বারা আমরা শত্রুকে নিবারণ করব অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে অশ্ব দ্বারা শত্রুকে নিবারণ করব। ৩। হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করি, যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তায় আমরা বীর অস্ত্রধারীদের সাথে সৈন্যসজ্জাযুক্ত শত্রুকেও পরাভব করতে পারি। ৫। ইন্দ্র মহৎ এবং সর্বোৎকৃষ্ট, বজ্রধারী ইন্দ্রে মহত্ব অবস্থিত করুক ; তাঁর সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত। ৬। যে পুরুষেরা সংগ্রামে লিপ্ত হন, অথবা পুত্র লাভ ইচ্ছা করেন অথবা যে বিজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় থাকেন (তাঁরা সকলেই ইন্দ্রের স্তুতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন)। ৭। ইন্দ্রের যে উদরদেশ অতিশয় সোমরসপানে তৎপর সে উদর সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হয়, মুখের প্রচুর জলের ন্যায় (কখনও শুষ্ক হয় না)। ৮। ইন্দ্রের সূনৃত বাক্য প্রকৃতই সূনৃত এবং বিবিধ (মিষ্ট) বচনযুক্ত, সে বাক্য মহৎ এবং গাভীদান করে ; এবং হব্যদাতার পক্ষে সে বাক্য পরিপক্ব ফলপূর্ণ শাখার ন্যায়।

১। হে ইন্দ্র ! তোমার ঐশ্বর্য প্রকৃতই এরূপ, এবং আমার মত হব্যদাতার রক্ষণের হেতু, এবং তৎক্ষণফলদায়ী। ১০। তাঁর স্তোম ও উক্‌থ প্রকৃতই এরূপ, অর্থাৎ কাম্য, এবং ইন্দ্রের সোমপানের জন্য কথনীয়।

৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১
এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে। চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২
মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩
অসৃগ্রমিন্দ্র মে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিম্ ॥ ৪
সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং। অসদিত্তে বিভু প্রভুঃ ॥ ৫
অস্মান্ত্সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥ ৬
সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥ ৭
অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥ ৮
বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং। হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ৯
সুতেসুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! এস, সোমরসরূপ খাদ্য সমূহে হৃষ্ট হও ; মহাবল হয়ে শত্রুদের পরাজয়ী হও। ২। হর্ষজনক ও কার্যকরণে উত্তেজক সোমরস প্রস্তুত হলে হর্ষযুক্ত ও সর্বকর্মকারক ইন্দ্রকে উৎসর্গ কর। ৩। হে সুশিপ্র ইন্দ্র ! সকল মানুষের অধীশ্বর ! হর্ষজনক স্তুতি সমূহদ্বারা হর্ষযুক্ত হও ; দেবগণের সাথে এ সবন সমূহে এস। ৪। হে ইন্দ্র ! আমি তোমার স্তুতি রচনা করেছি ; তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পালনকারী, সে স্তুতি তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, সে স্তুতি তুমি গ্রহণ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ! শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ ধন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর ; পর্যাপ্ত ও প্রভুত ধন তোমারই আছে। ৬। হে প্রভুত-ধনশালী ইন্দ্র ! ধন সিদ্ধির জন্য আমাদের এ কর্মে নিযুক্ত কর ; আমরা উদ্যোগবান্ ও কীর্তিমান্। ৭। হে ইন্দ্র ! গাভীযুক্ত, অন্নযুক্ত প্রভৃত ও বৃহৎ, সমস্ত আয়ুর কারণ ও বিনাশরহিত ধন আমাদের প্রদান কর। ৮। হে ইন্দ্র ! আমাদের মহৎ কীর্তি এবং সহস্রদানযুক্ত ধন এবং বহু রথপূর্ণ সে অন্ন দান কর। ৯। ধনরক্ষার্থ আমরা স্তুতি দ্বারা স্তব করতে করতে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি ধনপালক, ঋক্‌প্রিয়, এবং যজ্ঞে গমন করেন। ১০। প্রত্যেক সবনে যজমানগণ নিত্যনিবাস ও প্রৌঢ় ইন্দ্রের বৃহৎ পরাক্রমের প্রশংসা করে।

১০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥ ১
যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥ ২
যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥ ৩
এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব। ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয় ॥ ৪
উক্‌থমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে। শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ-সখ্যেষু চ ॥ ৫

তমিৎসখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্যে। স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো দয়মানঃ ॥ ৬
সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ। গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥ ৭
নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি ॥ ৮

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্ ॥ ৯

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং। বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাম্ ॥ ১০

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব। নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিম্ ॥ ১১

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ। বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে; নর্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা(১) তোমাকে সেরূপ উন্নত করে। ২। যজমান সোমলতা আহরণার্থ যখন সানু হতে অপর সানুতে আরোহণ করে, এবং প্রভূত কর্ম উপক্রম করে, তখন ইন্দ্র যজমানের প্রয়োজন জানতে পারেন, এবং অভীষ্টবর্ষণে উৎসুক হয়ে মরুৎদলের সাথে যজ্ঞস্থানে আগমনার্থ উদ্যত হন। ৩। তোমার কেশরযুক্ত, পরাক্রান্ত এবং পুষ্টাঙ্গ অশ্বদ্বয় সংযোজিত কর; তারপর হে সোমপায়ী ইন্দ্র! আমাদের স্তুতি শ্রবণার্থ নিকটে এস। ৪। হে নিবাসকারণভূত ইন্দ্র! এস আমাদের স্তুতির প্রশংসা কর, অনুমোদন কর ও শব্দদ্বারা আনন্দ প্রকাশ কর; আমাদের অন্ন ও যজ্ঞ এককালে বর্ধন কর। ৫। বহু শত্রুনিষেধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে বর্ধনকারী উক্থ গীত হবে; যেন সে ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদের পুত্র ও বন্ধুদের মধ্যে মহানাদ করেন। ৬। আমরা মিত্রতার জন্য, ধনের জন্য সুবীর্যের জন্য তাঁর নিকট যাই; সে ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদের ধন দান করে আমাদের রক্ষণসমর্থ হয়েছেন। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত অন্ন সর্বত্র প্রসারিত এবং সুখপ্রাপ্য, হে বজ্রধারী ইন্দ্র! গাভীর নিবাসস্থান খুলে দাও ধন সম্পাদন কর। ৮। হে ইন্দ্র! শত্রুবধ কালে এ উভয় জগৎ তোমাকে ধারণ করতে পারে না; তুমি স্বর্গীয় জল জয় কর, আমাদের সম্যকরূপে গাভী প্রেরণ কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ণ চারদিক হতে শুনতে পায়, আমাদের আহ্বান শীঘ্র শ্রবণ কর; আমার স্তুতি ধারণ কর, আমার এ স্তোত্র ও আমার সখার স্তোত্র আপনার নিকটে ধারণ কর। ১০। আমরা তোমাকে জানি; তুমি প্রভূতরূপে অভীষ্ট বর্ষণ কর, তুমি সংগ্রামে আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর; আমরা সম্যগভীষ্টবর্ষীর সহস্রধনপ্রদ আশ্রয় প্রার্থনা করি। ১১। হে ইন্দ্র! শীঘ্র আমাদের নিকটে এস; হে কুশিকপুত্র(২) হৃষ্ট হয়ে অভিষুত সোম পান কর; নব্য আয়ুঃ সম্যক্‌রূপে বর্ধন কর, এ ঋষিকে সহস্রধনোপেত কর। ১২। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! চারদিক হতে এ স্তুতি তোমার নিকট উপনীত হোক; তুমি দীর্ঘায়ুঃ; তোমাকে অনুসরণ করে সে স্তুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক; তোমার প্রীতি সাধন করে সে স্তুতি আমাদের প্রীতিকর হোক।

টীকা ঃ ১। মূলে 'ব্রহ্মাণঃ' আছে। ঋগ্বেদে 'ব্রহ্ম' অর্থে স্তুতি এবং 'ব্রহ্মা' অর্থে স্তুতিকারী পুরোহিত। ১৫ সূক্তের ৫ ঋক্ ও ১৮ সূক্তের ১ ঋক্ দেখুন।

২। "যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেণ ইন্দ্রস্যোৎপন্নত্বাৎ কুশিক-পুত্রত্বমবিরুদ্ধম্।" "কুশিকস্ত্বৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্যং চচার। তস্যেন্দ্র এব গাথীপুত্র যজ্ঞে।" সায়ণ।

১১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥ ১
সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্র ণোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥ ২
পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম্ ॥ ৩
পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥ ৪
ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥ ৫
তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারব ॥ ৬
মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥ ৭
ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, রথীদের মধ্যে রথিশ্রেষ্ঠ, অন্নপতি ও সজ্জনপালক ইন্দ্রকে আমাদের সমস্ত স্তুতি বর্ধন করেছে। ২। হে বলপতি ইন্দ্র! তোমার মিত্রতায় অন্নবান্ হয়ে আমরা যেন না ভয় করি। তুমি জয়শীল ও অপরাজিত, তোমাকে আমরা স্তুতি করি। ৩। ইন্দ্রের ধনদান পূর্বকাল সিদ্ধ; যদি তিনি স্তোতাদের গাভীযুক্ত ও অন্নযুক্ত ধন দান করেন, তা হলে তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণ ক্ষান্ত হবে না। ৪। যুবা, মেধাবী, প্রভূতবলসম্পন্ন, সকল কর্মের ধর্তা, বজ্রযুক্ত ও বহু স্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদের) নগর বিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৫। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভী হরণকারী বলনামক শত্রুর গহ্বর উদঘাটিত করেছিলে (১); তখন বলাসুরনিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হয়ে তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৬। হে বীর ইন্দ্র! আমি স্যন্দমান্ সোমরসের গুণ সর্বত্র ব্যক্ত করে তোমার ধন দানে আকৃষ্ট হয়ে প্রত্যাগত হয়েছি। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! পূর্বে যজ্ঞকর্তাগণ তোমার নিকট উপনীত হত, এবং তোমার বদান্যতা জেনেছিল। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি মায়াবী শুষ্ণ (২) (নামক অসুরকে) মায়াদ্বারা বধ করেছিলে; মেধাবিগণ তোমার (মহিমা) জানে, তাদের অন্ন বর্ধন কর। ৮। বলপ্রভাবে জগতের নিয়ন্তা ইন্দ্রকে স্তোতাগণ স্তুতি করেছিল; তাঁর ধনদান সহস্রসংখ্যক অথবা তা অপেক্ষাও অধিক।

টীকা ঃ ১। বলনামক কোন এক অসুর দেবতাগণের গাভী অপহরণ করে কোন এক গহ্বরে গোপন করে রেখেছিল। তখন ইন্দ্র স্বসৈন্যে সে গহ্বর বেষ্টন করে

সে গহ্বর হতে গাভী বার করেছিলেন। সায়ণ। চতুর্থ মণ্ডলের ৫০ সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্ত পাঠ করলে বোঝা যায় যে বল অসুরের উপাখ্যান একটি উপমা মাত্র, মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাদের উদ্ধার করে দোহন করেন, অর্থাৎ বৃষ্টি দান করেন। এ নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধে আর একটি উপমা হতে বৃত্রের উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে; ৩২ সূক্ত দেখুন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি "বল" দের সাথে বৈদিক "বলের" ঐক্য সাধন করেন। এবং তিনি আসিরীয় "অসরের" সাথে "অসুরের" ঐক্য সাধনে উৎসুক। তাঁর প্রণীত ঋগ্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এবং তাঁর প্রণীত Aryan Witness দেখুন। ২। "শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতুং এতন্নামকং অসুরং।" সায়ণ। অর্থাৎ অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ। শুষ্ণের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটি উপমা। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করলেন, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করে বৃষ্টি দান করলেন। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চী, অর্বুদ, প্রভৃতি দনুপুত্রদের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধের এই আদিম অর্থ। ৩২ সূক্ত দেখুন।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১
অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবংত বিশ্পতিং। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥ ২
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥ ৩
তাঁ উশতো বি বোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ৪
ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি স্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥ ৫
অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ ॥ ৬
কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধবরে দেবমমীবচাতনম্ ॥ ৭
যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতিদূর্তং সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥ ৮
যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥ ৯
সঃ নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহা বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥ ১০
স নঃ স্তবান্ আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষম্ ॥ ১১
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ। ধুমং স্তোমং জষস্ব নঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি দেবদূত ও দেবগণের আহ্বানকারী, তিনি সর্বধনযুক্ত এবং এ যজ্ঞের সুনিষ্পাদক আমরা অগ্নিকে বরণ করি। ২। প্রজাপালক, হব্যবাহী, এবং বহু লোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ নিরন্তর আহ্বান মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করে থাকে। ৩। হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! এ ছিন্নকুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে দেবতাদের আন, তুমি আমাদের স্তুতিভাজন ও দেবতাদের আহ্বানকারী। ৪। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি দেবতাদের দূতকর্ম প্রাপ্ত হয়েছ, অতএব হব্যাকাঙ্ক্ষ দেবগণকে জাগরিত কর; দেবগণের সাথে এ কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে উপবেশন কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি ঘৃতের দ্বারা আহূত ও দীপ্যমান; আমাদের বিদ্বেষিগণ রাক্ষসের সাথে যুক্ত হয়েছে, তুমি তাদের দহন কর। ৬। অগ্নি অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত হন, তিনি মেধাবী, গৃহপালক, যুবা (১) হব্যবাহী ও জুহু মুখ (২)। ৭। মেধাবী, সত্যধর্মা, শত্রুনাশক, দেব অগ্নির নিকটে এসে যজ্ঞ কর্মে তাঁর স্তুতি কর। ৮। হে দেব অগ্নি! তুমি দেবদূত, যে হবিষ্পতি তোমার পরিচর্যা করে তুমি তার সম্যক রক্ষক হও। ৯। হে হবিষ্পতি, দেবগণের হব্যভক্ষণার্থে

অগ্নির নিকটে এসে সম্যক পরিচর্যা করে, হে পাবক! তাকে সুখী কর। ১০। হে দীপ্যমান; পাবক অগ্নি! তুমি আমাদের জন্য দেবতাগণকে এখানে নিয়ে এস, এবং আমাদের যজ্ঞ ও হব্য দেবসমীপে নিয়ে যাও। ১১। হে অগ্নি! নূতন গায়ত্রীছন্দের মন্ত্র দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের জন্য ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ১২। হে অগ্নি! তুমি শুভ্র দীপ্তিযুক্ত ও দেবগণের আহ্বানসমর্থ স্তোত্রসমন্বিত। তুমি আমাদের এ স্তোত্র গ্রহণ কর।

টীকা ঃ ১। অগ্নিকে অনেক স্থানে 'যুবা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সকল দেবগণের মধ্যে 'যবিষ্ঠ।' এই মণ্ডলের ২২।১০, ২৬।২, ১৪১।১৪ প্রভৃতি ঋক্ দেখুন। গ্রীকদের বিশ্বকর্মার নাম Hephaistos, এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এ 'Hephaistos' নাম 'যবিষ্ঠ' নামের রূপান্তর মাত্র। দুটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করলে অগ্নি উৎপন্ন হয় সে জন্য অগ্নিকে 'প্রমন্থ' নাম দেওয়া যায়। গ্রীকদের ধর্মে যে দেব মানুষের হিতার্থে স্বর্গ হতে অগ্নি চুরি করে এনেছিলেন, পণ্ডিতদের মতে সে Prometheous দেবের নাম 'প্রমন্থের' রূপান্তর মাত্র। অগ্নির আর একটি নাম 'ভরণ্যু' পণ্ডিতেরা বলেন তারই রূপান্তর গ্রীকদের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিয়ন্তা 'Phoroneus.' এবং পণ্ডিতগণ আরও বিবেচনা করেন রোমকদের, 'Vulcan' রূপান্তর মাত্র। "In this name Yavishtha, which is never given to any other Vedic god, we may recognize the Hellenic Heyhaistos. *Note*—Thus with the exception of Agni all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans ; and we have Promotheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu, and the Latin Vulcanus to the Sanscrit Ulka."—Cox's *Mythology of the Aryan nations.* ২। জুহূ কাষ্ঠ নির্মিত হাতা যজ্ঞকালে ব্যবহার হয়ে থাকে। সে হাতাই অগ্নির মুখস্বরূপ, কেন না তা দিয়ে অগ্নিকে ঘৃত ভোজন করান যায়।

১৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সুসমিদ্ধো ন আ বহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥ ১
মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে ॥ ২
নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ ॥ ৩
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈলিত আ বহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥ ৪
স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ॥ ৫
বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে ॥ ৬
নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ৭
তা সুজিহ্বা উপ হ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥ ৮
ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥ ৯
ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০
অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ। প্র দাতুরস্তু চেতনম্ ॥ ১১
স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। তত্র দেবাঁ উপ হ্বয়ে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সুসমিদ্ধ (১) নামক অগ্নি। আমাদের যজমানের নিকট দেবগণকে আন ; হে পাবক। হে দেবগণের আহ্বানকারী! তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর। ২। হে মেধাবী তনূনপাৎ (২) নামক অগ্নি। আমাদের রসবৎ যজ্ঞ অদ্য ভক্ষণার্থে দেবগণের নিকট নিয়ে যাও। ৩। এ যজ্ঞদেশে, এ যজ্ঞে, প্রিয়, মধুজিহ্ব, হব্যনিষ্পাদক, নরাশংস (৩) নামক অগ্নিকে আহ্বান করি। ৪। হে ঈলিত (৪) অগ্নি! সুখতমরথে দেবগণকে নিয়ে এস ; মনুষ্যদ্বারা তুমি দেবগণের আহ্বানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। ৫। হে বুদ্ধিমান ঋত্বিকগণ! পরস্পরসংযুক্ত, এবং ঘৃতাচ্ছাদিত বর্হি (৫) কুশ বিস্তার কর, যে কুশের উপর ঘৃত দৃষ্ট হয়। ৬। দেবীদ্বার (৬) উদ্ঘাটিত হোক ; সে দ্বার যজ্ঞের বৃদ্ধি সাধক ; দ্যুতিমান, এবং এতদিন জনশূন্য ছিল ; অদ্য অবশ্যই যজ্ঞ সাধন করতে হবে। ৭। শোভনরূপযুক্ত নক্ত ও উষাকে (৭) এ আমাদের কুশে বসবার জন্য এ যজ্ঞে আহ্বান করছি। ৮। ঐ সুজিহ্ব, মেধাবী, হোতা দেবদ্বয়কে (৮) আহ্বান করছি ; তাঁরা আমাদের এ যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ৯। সুখপ্রদ ও ক্ষয়রহিত ইলা, সরস্বতী ও মহী (৯) এ দেবীত্রয় এ কুশে উপবেশন করুন। ১০। শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন ত্বষ্টাকে (১০) এ যজ্ঞে আহ্বান করছি ; তিনি কেবল আমাদের পক্ষেই থাকুন। ১১। হে দেব বনস্পতি (১১)! দেবতাদের হব্য সমর্পণ কর ; হব্য দাতার যেন পরম জ্ঞান জন্মে। ১২। ইন্দ্রের জন্য যজমানের গৃহে স্বাহা (১২) দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন কর ; সে যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করছি।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি আপ্রী সূক্ত অর্থাৎ পশুযজ্ঞে এর নিয়োগ হত। এ সূক্তের বারটি ঋকে অগ্নিকে বারটি ভিন্ন নামে স্তুতি করা হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন ঋষি গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন আপ্রী সূক্ত ছিল। মেধাতিথি দীর্ঘতমা প্রভৃতি ঋষিদিগের আপ্রীসূক্তে 'নরাশংস' ও 'তনূনপাৎ,' এ উভয় নামেরই উল্লেখ আছে। গৃৎসমদের আপ্রীসূক্তে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নেই। অন্যঋষি গোত্রের আপ্রীসূক্তে তনূনপাতের উল্লেখ আছে, নরাশংসের উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে সর্বসুদ্ধ দশটি আপ্রীসূক্ত আছে, যথা,—১ মণ্ডলের ১৩, ১৪২, ও ১৮৮ সূক্ত। ২ মণ্ডলের ৩ সূক্ত। ৩ মণ্ডলের ৪ সূক্ত। ৫ মণ্ডলের ৫ সূক্ত। ৭ মণ্ডলের ২ সূক্ত। ৯ মণ্ডলের ৫ সূক্ত। ১০ মণ্ডলের ৭০ ও ১১০ সূক্ত। ২। তনূ+উন=তনূন, অর্থাৎ দুর্বলাকলেবর। তনূন+প='তনূনপ, অর্থাৎ দুর্বলাকারের পালক, অর্থাৎ ঘৃত। তূননপ+অৎ= তনূনপাৎ' আ ঘৃতভোজী অগ্নি। ৩। 'নরাশংস' অর্থ মানবপ্রশংসিত। এ 'নরাশংস' নামের রূপান্তর জেন্দ অবস্থা গ্রন্থে পাওয়া যায়। ৪। 'ঈলিত' অর্থাৎ স্তুত। অগ্নির একটি নাম 'ইলা' সে নাম সূচনার্থে ঈলিত বিশেষণ প্রয়োগ হয়েছে। সায়ণ। ৫। 'বর্হিঃ' অগ্নির একটি নাম, সে নাম সূচনার্থে এ শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। ৬। 'দেবীদ্বার' শব্দদ্বারা অগ্নির একটি নাম সূচিত হচ্ছে। সায়ণ। ৭। 'নক্ত ও উষা' অর্থে রাত্রি ও প্রাতঃকাল, কিন্তু এখানে এই দুই শব্দ তৎকালসম্ভূত অগ্নি বোঝাচ্ছে। সায়ণ। ৮। মূলে 'হোতারা দৈব্যা' আছে এ শব্দদ্বারা অগ্নি সূচিত হচ্ছে। সায়ণ। ৯। তিনটি দেবীর নাম, এখানে অগ্নি বোঝাচ্ছে। সায়ণ। ১০। এখানে 'ত্বষ্টা' শব্দদ্বারা অগ্নি বোঝাচ্ছে। সায়ণ। ১১। অর্থাৎ 'বনস্পতি' নামক অগ্নি। সায়ণ। (১২) সু+আ+হ্বে। যজ্ঞে হব্য প্রদানের সময় 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করতে হয়, এখানে এ শব্দে অগ্নি বোঝাচ্ছে। সায়ণ।

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥ ১
আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্রা তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্ন আ গহি ॥ ২
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং। আদিত্যান্মারুতং গণং ॥ ৩
প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥ ৪
ঈলতে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥ ৫
ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্ত্সোমপীতয়ে ॥ ৬
তান্যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥ ৭
যে যজত্রা ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি ॥ ৮
আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্বুধঃ। বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥ ৯
বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ॥ ১০
ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ ১১
যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ। তাভির্দেবাঁ ইহা বহ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! এ বিশ্বদেবগণের সাথে সোমপানার্থে আমাদের পরিচর্যা ও স্তুতি গ্রহণ করতে এস, আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন কর। ২। হে মেধাবী অগ্নি! কণ্বপুত্রেরা তোমাকে আহ্বান করছে, এবং তোমার কর্ম সমূহ প্রশংসা করছে; তুমি দেবগণের সাথে এস। ৩। ইন্দ্র ও বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র ও অগ্নি, পূষা ও ভগ এবং আদিত্য সমূহ ও মরুৎগণকে যজ্ঞভাগ দান কর (১) ৪। তোমাদের জন্য তৃপ্তিকর, হর্ষকর, বিন্দুরূপ, মধুর ও পাত্রস্থিত সোমরস সমূহ প্রস্তুত হচ্ছে। ৫। হে অগ্নি! হব্যযুক্ত এবং অলংকৃত কণ্বপুত্রেরা কুশ ছিন্ন করে তোমার রক্ষণ কামনায় তোমার স্তুতি করে। ৬। হে অগ্নি সঙ্কল্প মাত্রেই রথে সংযোজনীয়, যে ঘৃতপৃষ্ঠ বাহকগণ তোমাকে বহন করে, তা দিয়ে দেবগণকে সোমপানার্থে আন। ৭। হে অগ্নি! সে যজনীয় যজ্ঞবর্ধক দেবগণকে পত্নীযুক্ত কর। হে সুজিহ্ব! দেবগণকে মধুর সোমরস পান করাও। ৮। যে দেবগণ যজনীয়, যে দেবগণ স্তুতিভাজন, হে অগ্নি! তাঁরা বষট্কার কালে তোমার জিহ্বা দ্বারা মধুর সোমরস পান করুন। ৯। মেধাবী ও দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি উষাকালে জাগরিত সমস্ত দেবগণকে সূর্যদীপ্ত স্বর্গলোক হতে এ স্থানে নিঃসন্দেহরূপে আনুন। ১০। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সাথে, ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে ও মিত্রের তেজসমূহের সাথে সোমমধু পান কর। ১১। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্য নিযুক্ত দেবগণের আহ্বানকারী যজ্ঞে উপবেশন কর; তুমি আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন কর। ১২। হে দেব অগ্নি! অরুষী, হরিৎ ও রোহিত অশ্বী (২) দের রথে যোগ কর; তা দিয়ে দেবগণকে এ যজ্ঞে আন।

টীকা ঃ ১। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ঋগ্বেদে ২ মণ্ডলের ২৭ সূক্তে কেবল ছ জন আদিত্য এরূপ লেখা আছে, যথা মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ৭ জন আদিত্য এরূপ লেখা আছে, ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আছে যে, অদিতির আট পুত্র অতএব ঋগ্বেদ অনুসারে আদিত্যের সংখ্যা ছয় কিম্বা সাত, কিম্বা আট। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আদিত্য আটজন এরূপ লিখিত আছে, যথা ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা লেখা আছে, এবং সে দ্বাদশ

আদিত্য দ্বাদশ মাস (অথবা দ্বাদশ মাসের সূর্য'।) "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" শতপথ ব্রাহ্মণ। ১১।৬।৩।৮। অদিতির অর্থ' কি ? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে' অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁকে 'আদিমা দেবমাতা' বলেছেন। "Adit, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite."—Max Muller. "Aditi, eternity or the eternal." This eternal and inviolable principle···is the celestial light."—Roth.

২। মূলে "অরুষী হরিতঃ রোহিতঃ" আছে। সায়ণ 'রোহিতঃ' অগ্নির অশ্বের নাম করেছেন, এবং 'অরুষী' অর্থে' গতিশীল ও 'হরিতঃ' অর্থে' বহনসমর্থ' করেছেন। মক্ষমূলর 'অরুষী' অর্থে' অগ্নির রক্তবর্ণ' অশ্ব করেছেন এবং 'হরিতঃ' ও 'রোহিত' দুটি বিশেষণ করেছেন। 'অরুষ' ও 'হরিৎ', সম্বন্ধে ৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

১৫ সূক্ত ॥ ঋতু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥ ১
মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্যজ্ঞং পুনীতন। যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥ ২
অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি ॥ ৩
অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥ ৪
ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতম্ ॥ ৫
যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূলভং। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥ ৬
দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ৭
দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে ॥ ৮
দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥ ৯
যত্ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদা যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব ॥ ১০
অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥ ১১
গার্হপত্যেন সংত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্দেবয়তে যজ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! ঋতুর (১) সাথে সোম পান কর ; তৃপ্তিকর ও স্থানবস্থিত সোমরস তোমাতে প্রবেশ করুক। ২। হে মরুৎগণ ! ঋতুর সাথে পোতৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হতে সোম পান কর, আমাদের যজ্ঞ পবিত্র কর ; তোমরা প্রকৃতই দানশীল। ৩। হে পত্নীযুক্ত নেষ্টা (২) দেবগণের সমীপে আমাদের যজ্ঞের প্রশংসা কর ; ঋতুর সাথে সোমপান কর ; কেন না তুমি রত্নদাতা। ৪। হে অগ্নি ! দেবগণকে এ স্থানে আন, তিনটি যজ্ঞস্থানে তাঁদের উপবেশন করাও, তাঁদের অলংকৃত কর, তুমি ঋতুর সাথে সোম পান কর। ৫। হে ইন্দ্র ! স্তুতিকারের (৩) ধনযুক্ত পাত্র হতে ঋতুদের পর তুমি সোম পান কর, যেহেতু তোমার মিত্রতা অবিচ্ছিন্ন। ৬। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ। তোমরা ঋতুর সাথে আমাদের এই প্রবৃদ্ধ ও অদহনীয় যজ্ঞে ব্যাপ্ত হও। ৭। অধ্বরে এবং যজ্ঞ সমূহে ধনার্থী ঋত্বিকেরা সোমরস প্রস্তুত করবার প্রস্তর হস্তে করে ধনপ্রদ অগ্নিদেবকে স্তুতি করে। ৮। যে সমস্ত ধনের কথা শোনা যায়, দ্রবিণোদা আমাদের সে ধন দান

করুন, সে ধন দেবগণের যজ্ঞের জন্য আমরা গ্রহণ করব। ৯। দ্রবিণোদা ঋতুদের সাথে নেষ্টার পাত্র হতে সোমপান করতে ইচ্ছা করেন; হে ঋত্বিকগণ! (যজ্ঞস্থানে) গমন কর, হোম কর, পরে প্রস্থান কর। ১০। হে দ্রবিণোদা! যেহেতু ঋতুদের সাথে তোমাকে চতুর্থ বার অর্চনা করছি, অতএব তুমি নিঃসন্দেহরূপে আমাদের ধন প্রদান কর। ১১। হে দ্যুতিমান অগ্নিযুক্ত বিশুদ্ধকর্মা অশ্বিদ্বয়! মধুর সোম পান কর; তোমরাই ঋতুর সাথে যজ্ঞ নির্বাহক। ১২। হে গৃহপতি, রূপযুক্ত, ফলপ্রদ অগ্নি! তুমি ঋতুর সাথে যজ্ঞের নির্বাহক; দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানের জন্য দেবগণকে অর্চনা কর।

টীকা ঃ ১। বৎসরের ঋতুগণ দেবরূপে উপাসিত হয়েছেন। ২। 'নেষ্টৃশব্দোঽত্র ত্বষ্টারং দেবামহ।'' সায়ণ। ত্বষ্টাসম্বন্ধে ২০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। মূলে ''ব্রহ্মাশব্দ'' আছে। ১০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ ॥ ১
ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥ ২
ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩
উপ নঃ সুতমা গহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে ॥ ৪
সেমং নঃ স্তোমমা গহ্যুপেদং সবনং সুতম্। গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥ ৫
ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধিবর্হিষি। তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব ॥ ৬
অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ। অথা সোমং সুতং পিব ॥ ৭
বিশ্বমিৎসবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ৮
সেমং নঃ কামমা পৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণ তোমাকে সোমপানার্থে এ স্থানে নিয়ে আসুক; সূর্যের ন্যায় প্রকাশযুক্ত বাহকগণ তোমাকে নিয়ে আসুক। ২। যেন হরি নামক অশ্বদ্বয় এ ঘৃতস্রাবী ধান্যের নিকট সুখতম রথে ইন্দ্রকে নিয়ে আসে। ৩। প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, যজ্ঞ সম্পাদনকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং যজ্ঞ সমাপন সময়ে সোমপানার্থে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৪। হে ইন্দ্র! কেশরযুক্ত অশ্বগণের সাথে তুমি আমাদের অভিষুত সোমরস সমীপে এস; সোমরস অভিষুত হলে আমরা তোমাকে আহ্বান করি। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ স্তুতি গ্রহণ করতে এস, যেহেতু যজ্ঞসবন অভিষুত হয়েছে, তৃষিত গৌর মৃগের ন্যায় পান কর। ৬। এ তরল সোমরস সমূহ আস্তীর্ণ কুশের উপর প্রচুর পরিমাণে অভিষুত হয়েছে; হে ইন্দ্র! বলের জন্য সে সোম পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! এই স্তুতি শ্রেষ্ঠ, এ তোমার দয়স্পর্শী ও সুখকর হোক; পরে অভিষুত সোম পান কর। ৮। বৃত্রহা ইন্দ্র সোমপানার্থে ও হর্ষের নিমিত্ত সকল অভিষুত সবনে গমন করেন। ৯। হে শতক্রতু! গাভী ও অশ্বসমূহ দ্বারা তুমি আমাদের অভিলাষ সর্বতোভাবে পূরণ কর; আমরা ধ্যানযুক্ত হয়ে তোমার স্তুতি করি।

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥ ১
গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্ ॥ ২
অনু কামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥ ৩
যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং। ভূয়াম বাজদাব্নাম্ ॥ ৪
ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাং। ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ ॥ ৫
তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্ ॥ ৬
ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে। অস্মানৎসু জিগ্যুষস্কৃতং ॥ ৭
ইন্দ্রাবরুণ নূ নু কং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮
প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিম্ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি, এরূপে প্রার্থনা করলে তাঁরা উভয়ে আমাদের সুখী করেন। ২। তোমরা মাদৃশ ঋত্বিকের রক্ষণার্থে আমার আহ্বান গ্রহণ কর; তোমরা মনুষ্যের অধিপতি। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের কামনা অনুসারে ধন দিয়ে আমাদের তৃপ্ত কর; তোমরা সমীপে থাক এ ইচ্ছা করি। ৪। যেহেতু আমাদের যজ্ঞের হব্য মিশ্রিত হয়েছে এবং ঋত্বিকদের স্তোত্রও মিশ্রিত, যেন আমরা যজ্ঞান্নদাতাদের মধ্যে মুখ্য হই। ৫। সহস্র ধনপ্রদদের মধ্যে ইন্দ্র ধনদাতা, স্তুতি ভাজনদের মধ্যে বরুণ স্তুত্য। ৬। তাঁদের রক্ষণদ্বারা আমরা ধন সম্ভোগ করি ও (ধন) সঞ্চয় করি এবং তদ্ব্যতীত প্রচুর ধন হোক। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! বিবিধ ধনের জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করি, আমাদের সম্যকরূপে জয়যুক্ত কর। ৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের বুদ্ধি তোমাদের সম্যক সেবা করতে ইচ্ছুক হয়েছে, আমাদের শীঘ্র সুখ দান কর। ৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে স্তুতি দ্বারা আমি তোমাদের আহ্বান করছি, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধীয় যে স্তুতি তোমরা বর্ধন করেছ, যেন সে শোভনীয় স্তুতি তোমাদের প্রাপ্ত হয়।

১৮ সূক্ত। ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ১
যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২
মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩
স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্যম্ ॥ ৪
ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ ॥ ৫
সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামযাসিষম্ ॥ ৬
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি ॥ ৭
আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮
নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং। দিবো ন সদ্মমখসম্ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে ব্রহ্মণস্পতি (১)! সোমরসদাতাকে (অর্থাৎ আমাকে) উশিজ পুত্র কক্ষীবানের (২) ন্যায় দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ কর। ২। যিনি ধনবান, রোগ-হন্তা, ধনদাতা, পুষ্টিবর্ধক ও শীঘ্রফলপ্রদ, সে ব্রহ্মণস্পতি আমাদের অনুগ্রহ করুন।

৩। উপদ্রবকারী মানুষের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদের যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদের রক্ষা কর। ৪। যে মনুষ্যকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি ও সোম বর্ধন করেন সে বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমিও সোম ও ইন্দ্র ও দক্ষিণা (৩) সে মানুষকে পাপ হতে রক্ষা কর। ৬। বিস্ময়কর, ইন্দ্রপ্রিয় কমনীয় ও ধনদাতা সদসস্পতির নিকট মেধাশক্তি যাচ্ঞা করছি। ৭। যাঁর প্রসাদ ব্যতীত জ্ঞানবানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, সে সদসস্পতি আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের যোগ ব্যাপে আছেন। ৮। পরে তিনি হব্য-সম্পাদক যজমানকে বর্ধন করেন, যজ্ঞ সম্যকরূপে সমাপন করেন, (তাঁর প্রসাদে) আমাদের স্তুতি দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। ৯। বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাশংসকে (৪) আমি দেখেছি।

টীকা: ১। ১০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় ও ১৫ সূক্তের ৫ ঋকের টীকায় আমরা বলেছি 'ব্রহ্মা' অর্থে স্তুতিকারী ঋত্বিক্। ঋগ্বেদে 'ব্রহ্ম' অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা। সায়ণ এ অর্থ করেছেন, এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ঐ অর্থ করেন। পণ্ডিতবর রোথ 'ব্রহ্ম' শব্দের সাতটি অর্থ করেছেন, যথা প্রার্থনা, মন্ত্র, পবিত্রবাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা, এবং পুরোহিত। মক্ষমূলর বিবেচনা করেন বৃহ্ ধাতুর একটি অর্থ বর্ধন, আর একটি অর্থ বাক্য এবং ঐ ধাতু হতে 'বৃহস্পতি' ও 'ব্রহ্মণস্পতি' উৎপন্ন হয়েছে। *Origin and Growth of Religion (1882) PP. 366, 367 note.* ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি স্তুতিদেব। ২। মহাভারতে, মৎস্য-পুরাণে ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানের গল্প আছে। ঋগ্বেদে কক্ষীবান একজন ঋষি; এ মণ্ডলের ১১৫ হতে ১২৫ সূক্ত তাঁর রচিত। কলিঙ্গরাজ সন্তান আকাঙ্ক্ষায় তাঁর রাণীকে দীর্ঘতমা মুনির সঙ্গে সহবাসের আদেশ দিয়েছিলেন। রাণী স্বয়ং না গিয়ে দাসী উশিজকে পাঠিয়ে দিলেন। মুনি তা বুঝতে পারলেন, এবং উশিজের দ্বারা কক্ষীবান নামক সন্তান উৎপাদন করলেন। এ গল্পটি আধুনিক। প্রকৃত কক্ষীবান একজন বৈদিক ঋষি। এ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ হতে ১২৫ সূক্তের ঋষি কক্ষীবান। ৩। যজ্ঞান্তে দানই দক্ষিণা, এখানে দেবী বলে আহূত হয়েছেন। ৪। অগ্নির নাম বিশেষ।

১৯ সূক্ত। অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ১
নহি দেবো ন মর্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ২
যে মহো রজসা বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৩
য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৪
যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৫
যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৬
য ঈংখয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৭
আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৮
অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে অগ্নি! এই চারু যজ্ঞে সোমপানার্থে (১) তুমি আহূত হচ্ছ, অতএব মরুৎগণের সাথে এস। ২। হে অগ্নি! তুমি মহৎ তোমার যজ্ঞ উল্লঙ্ঘন

করতে পারে এরূপ উৎকৃষ্টতর দেব বা মানুষ নেই, মরুৎগণের সাথে এস। ৩। হে অগ্নি ! যে দ্যুতিমান ও হিংসারহিত মরুৎগণ মহাবৃষ্টি বর্ষণ করতে জানেন, সে মরুৎগণের সাথে এস। ৪। যে উগ্র ও অধৃষ্টবলসম্পন্ন মরুৎগণ জল বর্ষণ করেছিলেন(২) হে অগ্নি ! সে মরুৎগণের সাথে এস। ৫। যাঁরা শোভমান উগ্ররূপধারী, প্রভূতবলসম্পন্ন ও শত্রুবিনাশক, হে অগ্নি ! সে মরুৎগণের সাথে এস। ৬। আকাশের উপরি দীপ্যমান, স্বর্গে যে দীপ্যমান মরুতেরা বাস করেন, হে অগ্নি ! সে মরুৎগণের সাথে এস। ৭। যাঁরা মেঘ সমূহকে সঞ্চালন করেন, জলরাশি সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি ! সে মরুৎগণের সাথে এস। ৮। যাঁরা সূর্যকিরণের সাথে (সমগ্র আকাশ) ব্যাপ্ত হন, যাঁরা বলদ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি ! সে মরুৎগণের সাথে এস। ৯। হে অগ্নি ! তোমার প্রথম পানার্থে সোম মধু প্রদান করছি, হে অগ্নি ! মরুৎগণের সাথে এস।

টীকা : ১। মূলে 'গোপীথায়' আছে। 'সোমপানায়।' সায়ণ। কিন্তু মক্ষমূলার অনুবাদ করেছেন "For a draught of milk." ২। মূলে 'অর্কং আনৃচুঃ' আছে। 'বর্ষণেন সম্পাদিতবন্তঃ' সায়ণ। কিন্তু মক্ষমূলর অনুবাদ করেছেন "Who sing their song".

২০ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া। অকারি রত্নধাতমঃ ॥ ১
য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী। শমীভি র্যজ্ঞমাশত ॥ ২
তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথম্। তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাম্ ॥ ৩
যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ। ঋভবো বিষ্ট্যক্রত ॥ ৪
সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা। আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ৫
উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্। অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥ ৬
তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে। একমেকং সুশস্তিভিঃ ॥ ৭
অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া। ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। যে ঋভুগণ(১) জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে দেবগণের উদ্দেশে মেধাবী ঋত্বিকগণ এ প্রভূত ধনপ্রদ স্তোত্র নিজ মুখে রচনা করেছেন। ২। আজ্ঞামাত্র যে হরি নামক অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত হয়, সে অশ্বদ্বয় ইন্দ্রের জন্য যাঁরা মানসিক বলে সৃষ্টি করেছিলেন, সে ঋভুগণ গ্রহ চমসাদি উপকরণ দ্রব্যের সাথে আমাদের যজ্ঞ ব্যেপে আছেন। ৩। তাঁরা নাস্যত্যদ্বয়ের জন্য সর্বতোগামী ও সুখকর একখানি রথ নির্মাণ করেছিলেন এবং একটি ক্ষীরদোগ্ধ্রী গাভী উৎপন্ন করেছিলেন। ৪। ঋজুতাপ্রিয় ও সর্বকর্মে ব্যাপ্ত ঋভুগণের মন্ত্র বিফল হয় না ; তাঁরা পিতা মাতাকে পুনরায় যৌবনসম্পন্ন করেছিলেন। ৫। হে ঋভুগণ ! মরুৎগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সাথে ও দীপ্যমান আদিত্যদের সাথে তোমাদের একত্রে হর্ষদায়ক সোমরস প্রদান করা যায়। ৬। ত্বষ্টাদেবের নতুন সে চমস নিঃশেষিতরূপে নির্মিত হয়েছিল, ঋভুগণ সে চমস পুনরায় চারখানি করেছিলেন। ৭। হে ঋভুগণ তোমরা আমাদের শোভনীয় স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে অভিষবকারীকে তিন গুণ সপ্ত প্রকার রত্ন এক এক করে প্রদান কর। ৮। যজ্ঞের বাহক ঋভুগণ অবিনশ্বর আয়ুঃ ধারণ করেন ; সুকৃতি দ্বারা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের ভাগ সেবন করেন।

টীকা ঃ ১। "ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।" সায়ণ। অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, তার ঋভু, বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁরা নিজ কর্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করেছিলেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন এরূপ আখ্যান। ১১০ সূক্তের ২ ও ৩ ঋক দেখুন।

প্রকৃত ঋভুগণ কে? সায়ণ, ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন, যথা "আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে।" অর্থাৎ ঋভুগণ সূর্যরশ্মি।

গ্রীকদের মধ্যে গল্প আছে যে Orpheus নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হলে তিনি তাঁর গীত দ্বারা মৃত্যুরাজকে তুষ্ট করে স্ত্রীকে ফিরে পেলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সাথে স্ত্রীর দিকে চাইতে তাঁর স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হলেন। মক্ষমূলর বলেন "Orpheus" "ঋভু বা অভুর" রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য উষার দিকে চাইলেই অর্থাৎ উদয় হলেই উষা অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি আরও বলেন উর্বষী ও পুরূরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দুসাহিত্যে পাওয়া যায়, তারও এই মূল অর্থ ; উর্বষীর আদি অর্থ উষা। ২। ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্মাতা, বিশ্বকর্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেন। ৩২ সূক্ত দেখুন। ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য। সায়ণ।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইহেন্দ্রাগ্নী উপ হ্বয়ে তয়োরিত্ স্তোমমুশ্মসি। তা সোমং সোমপাতমা ॥ ১
তা যজ্ঞেষু প্র শংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ। তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥ ২
তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে। সোমপা সোমপীতয়ে ॥ ৩
উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতং। ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাম্ ॥ ৪
তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্জতং। অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥ ৫
তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ যজ্ঞে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি, তাঁদের স্তোত্র কামনা করি, সে বহু সোমপায়ীদ্বয় সোমপান করুন। ২। হে মনুষ্যগণ! সে ইন্দ্র ও অগ্নিকে এ যজ্ঞে প্রশংসা কর ও শোভিত কর। গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রে তাঁদের উদ্দেশে গান কর। ৩। অনুষ্ঠাতার প্রশংসার জন্য আমরা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি, সে সোমপায়ীদ্বয়কে সোমপানার্থে আহ্বান করি। ৪। উগ্রদেবদ্বয়কে এ অভিষব-যুক্ত যজ্ঞের সমীপে আহ্বান করি, ইন্দ্র ও অগ্নি এ যজ্ঞে আগমন করুন। ৫। সে মহৎ ও সভাপালক ইন্দ্র ও অগ্নি রাক্ষসজাতিকে ক্রূরতাশূন্য করুন, ভক্ষক রাক্ষসগণ সন্ততিশূন্য হোক। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এ যজ্ঞহেতু তোমরা চৈতন্যালোকে জাগরিত হও ; আমাদের সুখদান কর।

২২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১
যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে ॥ ২
যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সুনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ॥ ৩
নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্ ॥ ৪
হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ॥ ৫

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥ ৬
বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥ ৭
সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ॥ ৮
অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯
আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীম্। বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥ ১০
অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্ ॥ ১১
ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্। পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩
তয়োরিদ্ঘৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে ॥ ১৪
স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১৫
অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬
ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূলহমস্য পাংসুরে ॥ ১৭
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২০
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। প্রাতঃকালে সংযুক্ত অশ্বিদ্বয়কে জাগরিত কর, তাঁরা সোমপানার্থে এ যজ্ঞে আসুন। ২। যে দেব অশ্বিদ্বয় শোভনীয় রথযুক্ত, রথিশ্রেষ্ঠ ও স্বর্গবাসী, তাঁদের আহ্বান করি। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে অশ্বস্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত চাবুক আছে তার সাথে এসে এ যজ্ঞ সোমরসে সিক্ত কর। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! সোমদাতা যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করছ, সে গৃহ দূরে নহে। ৫। হিরণ্যপাণি সবিতাকে(১) আমি রক্ষণার্থে আহ্বান করি, সে দেব যজমানের প্রাপ্য পদ জানিয়ে দেবেন। ৬। জলশোষক সবিতাকে রক্ষণার্থে স্তুতি কর; আমরা তাঁর যজ্ঞ কামনা করি। ৭। নিবাসহেতুভূত, বহুবিধ ধনের বিভক্তা ও মনুষ্যদের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি। ৮। হে সখাগণ! চারদিকে উপবেশন কর, সবিতাকে আমাদের শীঘ্র স্তুতি করতে হবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাচ্ছেন। ৯। হে অগ্নি! দেবগণের আকাঙ্ক্ষিণী পত্নীদের এ যজ্ঞে আন। ত্বষ্টাকে সোমপানার্থে সমীপে আন। ১০। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থে দেবপত্নীদের এ যজ্ঞে আন। হে যবিষ্ঠ! হোত্রা, ভারতী ও বরণীয়া ধিষণাকে(২) আন। ১১। অচ্ছিন্নপক্ষা(৩) মনুষ্যপালয়িত্রী দেবীগণ রক্ষণ ও মহৎ সুখদান দ্বারা আমাদের প্রতি প্রসন্না হোন। ১২। আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সোমপানার্থে ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করি। ১৩। মহৎ দ্যৌ ও পৃথিবী (৪) আমাদের এ যজ্ঞ রসে সিক্ত করুন এবং পুষ্টি দ্বারা আমাদের পূর্ণ করুন। ১৪। মেধাবীরা নিজ কর্মগুণে সে দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্বের নিবাস স্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে ঘৃতবৎ জল লেহন করেন। ১৫। হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণা, কণ্টকরহিতা ও নিবাসভূতা হও; আমাদের প্রচুর সুখ দাও। ১৬। বিষ্ণু ৫) সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ হতে পরিক্রমা করেছিলেন, সে প্রদেশ হতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। ১৭। বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল। ১৮। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁকে কেহ আঘাত করতে পারে না, তিনি ধর্ম সমুদয় ধারণ করে তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন। ১৯। বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান

করেন, সে কর্ম সকল অবলোকন কর। বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। ২০। আকাশে সর্বতো বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেরূপ দৃষ্টি করেন। ২১। স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা যে বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।

টীকা : ১। সূর্য আদিম আর্যদের উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং সেই আর্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁর উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীকদের 'Helios' শব্দ সূর্য শব্দের রূপান্তর মাত্র, এবং গ্রীকদের যে 'Helenes' বলত তার আদি অর্থ সূর্যবংশীয়। লাটিনদের 'Sol' ও টিউটনদের 'Tyr' ও 'সূর্য' শব্দের রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন ইরাণীয়দের 'খোর সেদ' ও সূর্যের রূপান্তর মাত্র। উপরি উক্ত ঋকে সবিতা বা সূর্যকে 'হিরণ্যপাণি' বলে বর্ণনা করেছে। সায়ণ তার এরূপ অর্থ করেছেন : 'যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং।' আবার সূর্যের বাহুই সুবর্ণগঠিত এরূপ আখ্যান আছে। এ আখ্যানের প্রকৃত কারণ অনুভব করা সহজ। স্বর্ণের ন্যায় কিরণসম্পন্ন সূর্যকে প্রথম কবিগণ উপমাচ্ছলে সুবর্ণপাণি বলত, ক্রমে লোকে এ উপমাটি ভুলে গেল, এবং সুন্দর কল্পনাগঠিত বিশেষণ হতে একটি আখ্যান সৃষ্ট হল! কেবল আমরাই যে মূল উপমা ভুলে এরূপ আখ্যান সৃষ্টি করেছি তা নয়, জার্মান জাতিদের মধ্যেও সেরূপ ঘটেছিল। তবে আমাদের পুরোহিতরা যজ্ঞে সূর্যের হস্ত বিনাশের গল্পসৃষ্টি করলেন, মৃগয়াপ্রিয় জার্মানগণ কল্পনা করলেন যে তাঁদের Tyr দেব ব্যাঘ্রের মুখে হস্ত স্থাপন করায় ব্যাঘ্র সে হস্ত দংশন করে ফেলে। See Max Muller's *Science of Language*. সূর্য ও সবিতা সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বলবার আছে। যাস্ক বলেন আকাশ হতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেই সূর্য। (২) "হোত্রাং হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং।" সায়ণ। "ভারতীং ভরতনামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং।" সায়ণ। 'বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণং বাগ্দেবীং।' সায়ণ। ৩। "নহি পক্ষিরূপাণাং দেবপত্নীনাং পক্ষাঃ কেনচিৎ ছিদ্যন্তে।" সায়ণ। ৪। মূলে "দ্যোঃ পৃথিবী চ" আছে। দ্যোঃ আর্যদের প্রাচীন আকাশ দেব। গ্রীকদের Zeus, লাটিনদের Ju (-piter), জার্মানদের Tiu ও Zio; এই "দ্যু" শব্দের রূপান্তর মাত্র। দ্যোঃ ও পৃথিবী অনেক দেবের পিতামাতা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ৫। এ স্থান হতে ক্রমান্বয়ে ৬ ঋকে বিষ্ণুর উপাসনা আছে। বেদে উল্লিখিত বিষ্ণু কে? তাঁর তিন প্রকার পদবিক্ষেপ কি? যাস্ক বলেন, "যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ।" নিরুক্ত ১২।১৯ টীকাকার দুর্গাচার্য বলেন, "বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোহগ্নিভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।" অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এ তিনটি বিষ্ণুর পদ বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। এ উপমা হতে পরে পরে কত পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

২৩ সূক্ত । বায়ু প্রভৃতি দেবতা । কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

তীব্রাঃ সোমাস আ গহ্যাশীর্বন্তঃ সুতা ইমে । বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥ ১
উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে । অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ২
ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত ঊতয়ে । সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥ ৩
মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে । যজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥ ৪
ঋতেন যাবতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী । তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥ ৫
বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ । করতাং ন সুরাধসঃ ॥ ৬
মরুত্বন্তং হবামহে ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে । সজূর্গণেন তৃপ্যতু ॥ ৭
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদগণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ । বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্ ॥ ৮
হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা । মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ৯
বিশ্বান্দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে । উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১০
জয়তামিব তন্যতু মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া । যচ্ছুভং যাথনা নরঃ ॥ ১১
হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্যতো জাতা অবন্তু নঃ । মরুতো মৃলয়ন্তু নঃ ॥ ১২
আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ । আজা নষ্টং যথা পশুম্ ॥ ১৩
পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূলহং গুহা হিতম্ । অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষম্ ॥ ১৪
উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ । গোভি র্যবং ন চর্কৃষত্ ॥ ১৫
অম্বযো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাং । পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥ ১৬
অমূর্যা উপ সূর্যে যাভি র্বা সূর্যঃ সহ । তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥ ১৭
অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ । সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ১৮
অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে । দেবা ভবত বাজিনঃ ॥ ১৯
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা ।
অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ ॥ ২০
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম । জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ২১
ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি ।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্ ॥ ২২
আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি ।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চসা ॥ ২৩
সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমায়ুষা ।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎ সহ ঋষিভিঃ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু ! এ তীব্র ও সুপাক বিশিষ্ট সোমরস সমূহ অভিষুত হয়েছে, তুমি এস ; সে সোমরস আনীত হয়েছে, পান কর। ২। আকাশবাসী ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবকে এ সোমপানার্থে আমি আহ্বান করি। ৩। যজ্ঞপালক ইন্দ্র ও বায়ু মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন ও সহস্রাক্ষ(১) মেধাবী লোকে রক্ষণার্থে তাঁদের আহ্বান করেন। ৪। মিত্র ও বরুণ শুদ্ধবল ও যজ্ঞদেশে প্রাদুর্ভূত হন, আমরা তাঁদের সোমপানার্থে আহ্বান করি। ৫। যে মিত্র ও বরুণ সত্য দ্বারা যজ্ঞ বৃদ্ধি করেন ও যজ্ঞের জ্যোতি পালন করেন, তাঁদের আমি আহ্বান করি। ৬। বরুণ ও মিত্র সকল প্রকার রক্ষণ কার্যদ্বারা আমাদের রক্ষা করুন, তাঁরা আমাদের প্রভূত ধনযুক্ত করুন। ৭। মরুদ্‌গণের সাথে ইন্দ্রকে সোমপানার্থে আহ্বান করি, তিনি মরুৎগণের সাথে তৃপ্ত হোন। ৮। হে দেব মরুৎগণ ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পূষা(২) তোমাদের দাতা, আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর। ৯। হে দানশীল

মরুৎগণ ! বলবান ও তোমাদের সহায়তাতে ইন্দ্রের সাথে শত্রুকে বিনাশ কর, যেন সে দুর্মুখ আমাদের উপর আধিপত্য না পায়। ১০। সমস্ত মরুৎ দেবগণকে সোমপানার্থে আহ্বান করি, তাঁরা উগ্র ও পৃশ্নির(৩) সন্তান। ১১। হে নেতৃগণ ? যখন তোমরা শোভনীয় (যজ্ঞকার্য) প্রাপ্ত হও, তখন বিজয়ীদের নাদের ন্যায় মরুৎগণের সদর্প রব আসে। ১২। দীপ্তিকর বিদ্যুৎ হতে উৎপন্ন মরুৎগণ আমাদের রক্ষা করুন ও সুখী করুন। ১৩। হে দীপ্তিযুক্ত শীঘ্রগামী পূষা ! পশু হারিয়ে গেলে লোকে যেরূপ তাকে (অন্বেষণ করে) আনে, তুমি সেরূপ আকাশ হতে বিচিত্র কুশসংযুক্ত যজ্ঞ ধারক সোম আন। ১৪। দীপ্তিযুক্ত পূষা গুহাস্থিত ও লুক্কায়িত বিচিত্র কুশসংযুক্ত দীপ্যমান সোম পেলেন। ১৫। এবং সে পূষা আমার জন্য সোমের সাথে ছয় ঋতু ক্রমান্বয়ে বার বার এনেছিলেন, কৃষক যেরূপ গরু দ্বারা বার বার যব চাষ করে। ১৬। আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদের মাতৃস্থানীয় জল যজ্ঞ পথ দিয়ে যাচ্ছে; সে জল আমাদের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করছে। ১৭। এই যে সমস্ত জল সূর্যের সমীপে আছে, অথবা সূর্য যে সমস্ত জলের সাথে আছেন, সে সমস্ত জল আমাদের যজ্ঞ প্রীতিকর করুক। ১৮। যে জল আমাদের গাভী সকল পান করে, সে জলদেবীকে আহ্বান করি। যে জল নদীরূপে বয়ে যাচ্ছে, তাদের হব্য দেওয়া কর্তব্য। ১৯। জলের ভিতর অমৃত আছে, জলে ঔষধ আছে, হে ঋষিগণ ! সে জলের প্রশংসায় উৎসাহী হও। ২০। সোম আমাকে বলেছেন জলের মধ্যে সকল ঔষধি আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নি আছে, এবং সকল প্রকার ভেষজ আছে। ২১। হে জল ! আমার শরীরের জন্য রোগ-নিবারক ঔষধি পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখতে পাই। ২২। আমাতে যা কিছু দুষ্কৃত আছে, আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করেছি, আমি যে শাপ দিয়েছি, আমি যে অসত্য বলেছি, হে জল ! সে সমস্ত ধৌত কর। ২৩। অদ্য স্নান হেতু জলে প্রবেশ করছি, জলরসে সংগত হয়েছি ; হে জলস্থিত অগ্নি ! এস, আমাকে তেজঃপূর্ণ কর। ২৪। হে অগ্নি ! আমাকে তেজ ও সন্ততি ও পরমায়ু দান কর ; যেন দেবগণ আমার (অনুষ্ঠান) জানতে পারেন, যেন ইন্দ্র ও ঋষিগণ জানতে পারেন।

টীকাঃ ১। যদিও উভয় বিশেষণই উভয় দেব সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়েছে, তথাপি 'মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন' বায়ুর সম্বন্ধে ও সহস্রাক্ষ' ইন্দ্রের সম্বন্ধে খাটে। ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষ বলে কেন ? আকাশ বিস্তীর্ণ, অথবা বহুনক্ষত্র বিভূষিত, এ জন্য তাঁকে সহস্রাক্ষ বলা হয়েছে। এ উপমা হতে ইন্দ্রের সহস্রাক্ষ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যান সৃষ্ট হয়। ২। পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'পৃশ্নি' অর্থ নানা বর্ণযুক্ত। নানা বর্ণযুক্তা মরুৎগণের মাতা কে ? সায়ণের মতে পৃশ্নি অর্থ পৃথিবী। কিন্তু নিঘন্টু নামক প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে পৃশ্নি অর্থে আকাশ। রোথ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পৃশ্নি অর্থে মেঘ করেছেন।

২৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ১
অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যা মৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাং। সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩
যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ। অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪
ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্ধানং রায় আরভে ॥ ৫
নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তী র্ন যে বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্বম্ ॥ ৬
অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥ ৭
উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিত্ ॥ ৮
শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মত্ ॥ ৯
অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০
তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১
তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদ্ গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥ ১২
শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্ গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্ ॥ ১৩
অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। দেবগণের মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন দেবের চারু নাম উচ্চারণ করব ? কে আমাকে এ মহতী পৃথিবীতে আবার ছেড়ে দেবেন ?(১) যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করতে পারি ? ২। দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারুনাম উচ্চারণ করি ; তিনি আমাকে এ মহতী পৃথিবীতে ছেড়ে দিন, যেন আমি পিতাকে ও মাতাকে দর্শন করতে পারি। ৩। হে সদা রক্ষণশীল সবিতা ! তুমি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, তোমার নিকট সম্ভোগযোগ্য ধন যাচ্ঞা করি। ৪। যে প্রশংসিত, অনিন্দিত, দ্বেষরহিত, ও সম্ভোগযোগ্য ধন তুমি হস্তদ্বয়ে ধারণ করে আছ। ৫। হে সবিতা ! তুমি ধনযুক্ত, তোমার বরুণ দ্বারা ধনের উৎকর্ষ লাভ করতে ব্যাপৃত থাকি। ৬। হে বরুণ ! এ উড্ডীয়মান পক্ষিগণ তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নি ; এ অনিমিষ-বিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না। ৭। বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলরহিত অন্তরীক্ষ থেকে বর্ণনীয় তেজঃ পুঞ্জ উর্ধ্বে ধারণ করেন ; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ, কিন্তু তাদের মূল উর্ধ্বে তদ্দ্বারা যেন আমাদের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে। ৮। রাজা বরুণ সূর্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থে পথ বিস্তীর্ণ করেছেন ; পদরহিত অন্তরীক্ষে সূর্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করেছেন ; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন। ৯। হে বরুণরাজ ! তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হোক ; নিঋতিকে(২) পরাঙ্মুখ করে দূরে রাখ, আমাদের কৃত পাপ হতে আমাদের মুক্ত কর। ১০। ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র(৩) যা উচ্চে স্থাপিত আছে এবং রাতে দৃষ্ট

হয়, দিনে কোথায় চলে যায় ? বরুণের সর্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁর আজ্ঞায় রাত্রে চন্দ্র দীপ্যমান হয়। ১১। আমি স্তোত্র দ্বারা স্তব করে তোমার নিকট সে পরমায়ু যাচ্ঞা করি, যজমান হব্যদ্বারা তাই প্রার্থনা করে। হে বরুণ! তুমি এ বিষয়ে অনাদর না করে মনোযোগ কর, তুমি বহুলোকের স্তুতিভাজন, আমার আয়ু নিও না। ১২। রাতে ও দিনে লোকে আমাকে এই বলেছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও এরূপ প্রকাশ করছে; আবন্ধ হয়ে শুনঃশেপ যে বরুণকে আহবান করছে, সে রাজা আমাদের মুক্তি দান করুন। ১৩। শুনঃশেপ ধৃত হয়ে ও তিন পদ কাষ্ঠে বন্ধ হয়ে অদিতির পুত্র বরুণকে আহবান করেছিল ; অতএব বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ তাকে মুক্তি দিন; তার বন্ধন মোচন করে দিন। ১৪। হে বরুণ নমস্কার করে তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্যদান করে তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অসুর (৪)! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর। ১৫। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়ে খুলে দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়ে খুলে দাও, মধ্যের পাশ খুলে শিথিল করে দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রত খন্ডন না করে পাপরহিত হয়ে থাকব।

টীকা : ১। শুনঃশেপকে বলি দেবার কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও পুরাণাদি অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদে শুনঃশেপকে বলি দেবে এরূপ কথা কি স্পষ্ট করে লেখা আছে ? নরবলি প্রথা কি প্রচলিত ছিল ? ঋগ্বেদের অন্য কোনও স্থানে নরবলির স্পষ্ট উল্লেখ নেই, শুনঃশেপের এ চতুর্বিংশ সূক্তেও তাঁকে বলি দেবার স্পষ্ট কোন কথা নেই। অতএব পন্ডিতবর রোসেন বিবেচনা করেন নরবলি ছিল না। পন্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবেচনা করেন নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের সময় নরবলি প্রথা ছিল আমাদের বোধ হয় না, কেন না যে গ্রন্থে সোম অভিষবের ও ঘৃত অভিষবের কথা শত বার বলা হয়েছে, নরবলি প্রথা সে সময়ে প্রচলিত থাকলে সে গ্রন্থে তার বিশেষ উল্লেখ নেই কেন ? ২। মূলে 'নির্ঋতিং' আছে। "অস্মদনিষ্টকারিণীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং।" সায়ণ। ঋত অর্থ নিয়ম বা সত্য বা যজ্ঞ। নির্ঋতি অর্থে অনিয়ম বা অসত্য বা পাপ। তা হতে পাপ দেবীর নাম নির্ঋতি হল। "*Nirriti* was concived, it would seem, as going away from the path of right; the German Vergehen. *Nirriti* has personified as a power of evil or destruction." Max Muller's *Rig Veda*, vol. 1. ৩। "ঋক্ষাঃ" মূলে আছে। "ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ।" "যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্বেঽপি নক্ষত্র-বিশেষাঃ।" সায়ণ। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ (ভল্লুক) এবং ইউরোপীয় ভাষায় Great bear বলে কেন ? এর একটি অতি রহস্যজনক কারণ আছে। ঋচ্ বা অর্চ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা অর্চন করা। উজ্জ্বল হওয়া অর্থে এ ধাতু হতে উজ্জ্বল লোমধারী ভাল্লুকের নাম ঋক্ষ হয়। কালক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থটি ভুলে গেল, এবং যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ বলত, তার অর্থ ভল্লুক নক্ষত্র করল। "Riksha in the sense of bright has become the name of the bear, so called either from his bright eyes or from his brilliant tawny fur···The same name in the sense of the bright ones had been applied by the Vedic poets to the stars in general, and more particularly to that constellation which in northern parts of India was most prominent···And thus it happened that when the Geeks had left their central home and

settled in Europe, they retained the name of Arktos for the same unchanging stars···Thus the name of the Arctic regions rests on a misunderstanding of a name framed thousands of years ago in central Asia ; and the surprise with which many a thougtful observer has looked at these seven bright stars, wondering why they were ever called the Bear, is removed by a reference to the early annals of human speech.' —Max Muller's Science of Language. ৪। অস্ ধাতু অর্থ ক্ষেপণ, অতএব, সায়ণ 'অসুর' অর্থ 'অনিষ্ট-ক্ষেপণশীল' করেছেন। কিন্তু বরুণকে 'অসুর' বলবার এ অপেক্ষা গূঢ় কারণ আছে। আদিম আর্যগণ উপাস্যদেবকে অসুর বা দেব বলতেন। পরে সে আর্যদের মধ্যে একটি বিবাদ ও বিচ্ছেদ হয়ে দুটি দল হল এবং এক দলের লোক অন্য দলের উপাস্যদের নিন্দা করতে লাগল। সে দুই দলের এক দল ভারতবর্ষে এলেন, তাঁরা প্রাচীন হিন্দু, অন্য দলে প্রাচীন ইরানীয়। ইরানীয়গণ উপাস্যদের সাধারণ নাম 'অসুর' দিলেন এবং হিন্দুদের উপাস্য 'দেব'গণকে নিন্দা করতে লাগলেন। এবং হিন্দুগণ উপাস্যদের নাম 'দেব' দিলেন এবং ইরানীয়দের উপাস্য 'অসুর'দের নিন্দা করতে লাগলেন। ৫৪ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন।

২৫ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতং। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১
মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে ॥ ২
বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সন্দিতং। গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥ ৩
পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্য ইষ্টয়ে। বয়ো ন বসতীরুপ ॥ ৪
কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃলীকায়োরুচক্ষসম্ ॥ ৫
তদিৎসমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে ॥ ৬
বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ৭
বেদা মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে ॥ ৮
বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ। বেদা যে অধ্যাসতে ॥ ৯
নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ॥ ১০
অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা ॥ ১১
স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১২
বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং। পরি স্পশো নি ষেদিরে ॥ ১৩
ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাং। ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥ ১৪
উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা ॥ ১৫
পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসম্ ॥ ১৬
সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ম্ ॥ ১৭
দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ ॥ ১৮
ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১৯
ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০
উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। যেমন লোকে ভ্রম করে, সেরূপ আমরাও দিনে দিনে তোমার ব্রত সাধনে ভ্রম করে থাকি। ২। হে বরুণ! অনাদর করে হননকারী হয়ে

তুমি আমাদের বধ কর না, ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ কর না। ৩। হে বরুণ! রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে (পরিতৃপ্ত করে), আমরা সুখের জন্য সেরূপ স্তুতিদ্বারা তোমার মন প্রসন্ন করি। ৪। পক্ষিগণ যেরূপ নিবাস স্থানের দিকে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধরহিত চিন্তা সমূহ সেরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য ধাবিত হচ্ছে। ৫। বরুণ বলবান, নেতা ও বহু লোককে দর্শন করেন, কবে আমরা সুখের জন্য তাঁকে (এ যজ্ঞে) আনতে পারব? ৬। যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে (মিত্র ও বরুণ) এ সাধারণ হব্য গ্রহণ করছেন, অগ্রাহ্য করেন না। ৭। যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন। ৮। যিনি ধৃতব্রত হয়ে স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় (১) তাও জানেন। ৯। যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন, উপরে যাঁরা বাস করেন তাঁদেরও জানেন। ১০। ধৃতব্রত ও শোভনকর্মা বরুণ স্বর্গীয় সন্ততিদের মধ্যে সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য এসে উপবেশন করেছেন। ১১। জ্ঞানবান লোকে তাঁর প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যা সম্পাদিন হয়েছে বা হবে, সমস্তই দেখতে পান। ১২। সে শোভনকর্মা অদিতিপুত্র আমাদের সকল দিনই সুপথগামী করুন, আমাদের আয়ু বর্ধন করুন। ১৩। বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করে, আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি চারদিকে বিস্তৃত হয়। ১৪। বৈরিগণ যাঁর প্রতি বৈরতা করতে পারে না, মনুষ্য-পীড়কগণ যাঁকে পীড়া দিতে পারে না, পাপীরা যে দেবের প্রতি পাপাচারণ করতে পারে না। ১৫। যিনি মানুষের জন্য, আমাদের উদরের জন্য যথেষ্ট অন্ন প্রস্তুত করেছেন। ১৬। বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট; গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায় আমার চিন্তা নিবৃত্তিরহিত হয়ে তাঁর দিকে যাচ্ছে। ১৭। হে বরুণ! যেহেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হয়েছে, হোতার ন্যায় তুমি সে প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর; পরে আমরা উভয়ে আলাপ করব। ১৮। সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দেখেছি, ভূমিতে তাঁর রথ বিশেষ করে দেখেছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করেছেন। ১৯। হে বরুণ! আমার এ আহ্বান শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমি ডাকছি। ২০। হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রয়েছে আমাদের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তুমি উত্তর দান কর। ২১। আমাদের উপরের পাশ উপর দিয়ে খুলে দাও, মধ্যের পাশ খুলে দাও, নীচের পাশ খুলে দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি।

টীকা ঃ ১। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতিদ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করলে তা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হয়ে পড়ে; এজন্য সৌরবৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করবার জন্য চান্দ্রবৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিক মাস, (মলিম্লুচ বা মলমাস) ধরতে হয়। এ ঋক হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জানতেন এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করতেও জানতেন।

২৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ ১
নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ। অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ ॥ ২
আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে। সখা সখ্যে বরেণ্যঃ ॥ ৩
আনো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। সীদন্তু মনুষো যথা ॥ ৪

পূর্ব্য হোতারস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ॥ ৫
যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥ ৬
প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্পতি র্হোতা মন্দ্রো বরেণ্য। স্বগ্নয়ো বয়ম্ ॥ ৭
স্বগ্নয়ো হি বার্যং দেবাসো দধিরে চ নঃ। স্বগ্নয়ো মনামহে ॥ ৮
অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাং। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ ॥ ৯
বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনো ধাঃ সহোসা যহো ॥ ১০

অনুবাদ: ১। হে যজ্ঞভাজন অন্নপালক অগ্নি! স্বকীয় তেজ গ্রহণ কর, আমাদের এ যজ্ঞ সম্পাদন কর। ২। হে অগ্নি! তুমি সর্বদা যবিষ্ঠ, বরণীয় ও তেজঃসম্পন্ন, আমাদের হোমনিষ্পাদক হয়ে, দীপ্তিমান বাক্যদ্বারা স্তুত হয়ে উপবেশন কর। ৩। হে বরণীয় অগ্নি! পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ, বন্ধু বন্ধুর প্রতি যেরূপ, সখা সখার প্রতি যেরূপ, তুমি আমার প্রতি সেরূপ দানশীল হও। ৪। শত্রুবিনাশক বরুণ, মিত্র ও অর্যমা যেরূপ মনুর যজ্ঞে উপবেশন করেছিলেন, সেরূপ আমাদের যজ্ঞের কুশে উপবেশন করুন। ৫। হে পুরাতন হোমনিষ্পাদক! আমাদের এ যজ্ঞে ও মিত্রতায় তুমি হৃষ্ট হও, এ স্তুতি বাক্য শ্রবণ কর। ৬। নিত্য বিস্তীর্ণ হব্য দ্বারা অন্যান্য দেবকে আমরা যে যজ্ঞ করি সে হব্য তোমাকেই প্রদত্ত হয়। ৭। সর্ব প্রজাপালক, হোমনিষ্পাদক, হর্যযুক্ত ও বরণীয় অগ্নি আমাদের প্রিয় হোন, আমরাও যেন শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হয়ে তোমার প্রিয় হই। ৮। যেহেতু শোভনীয় অগ্নিযুক্ত দীপ্যমান দেবগণ আমাদের বরণীয় হব্য ধারণ করেছেন; অতএব আমরা শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হয়ে যাচঞা করি। ৯। হে অগ্নি! তুমি অমর, আমরা মর্ত্যের মানুষ, এস আমরা পরস্পর প্রশংসা করি। ১০। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি সমস্ত অগ্নিসমূহের সাথে এ যজ্ঞ ও স্তোত্র গ্রহণ করে অন্ন প্রদান কর।

২৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজং তমধ্বরাণাম্ ॥ ১
স ঘা ন সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥ ২
স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ॥ ৩
ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৪
আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৫
বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ৬
যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ॥ ৭
নকিরস্য সংহত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥ ৮
স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥ ৯
জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ১০
স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চংদ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥ ১১
স রেবাঁ ইব বিশ্পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ। উক্থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥ ১২
নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ ॥ ১৩

অনুবাদ: ১। হে অগ্নি তুমি পুচ্ছযুক্ত অশ্বসদৃশ এবং যজ্ঞের সম্রাট; আমরা স্তুতি দ্বারা তোমার বন্দনা করতে (প্রবৃত্ত হয়েছি)। ২। অগ্নি বলের পুত্র

পৃথুগমন, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আমাদের অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করুন। ৩। হে সর্বত্রগামী অগ্নি! তুমি দূরে ও আসন্ন দেশে পাপাচারী মানুষ হতে আমাদের সর্বদা রক্ষা কর। ৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের এ হব্যের কথা এবং নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত স্তোত্র দেবগণের নিকটে বলো। ৫। পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদের প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর। ৬। হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি! সিন্ধুর সমীপে ঊর্মির ন্যায় তুমি ধনের-বিভাগ কর্তা, হব্যদাতাকে তুমি সদ্যঃ কর্মফল বর্ষণ কর। ৭। হে অগ্নি! সংগ্রামে তুমি যে মনুষ্যকে রক্ষা কর, যাকে তুমি সংগ্রামে প্রেরণ কর, সে নিত্য অন্ন লাভ করবে। ৮। হে শত্রুপরাজয়ী অগ্নি! তোমার ভক্তকে কেউ আক্রমণ করতে পারে না, কেন না তার প্রসিদ্ধ বল আছে। ৯। সর্ব মনুষ্যপূজিত সেই অগ্নি অশ্ব দ্বারা আমাদের যুদ্ধে পার করে দিন; মেধাবী ঋত্বিকগণের কর্মে (পরিতুষ্ট হয়ে) ফলদাতা হোন। ১০। হে অগ্নি তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে অনুগ্রহ করে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থে যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র (১) তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করছি। ১১। অগ্নি মহৎ, পরিমাণ-রহিত, ধূমরূপ কেতুবিশিষ্ট ও বহুদীপ্তি সম্পন্ন; অগ্নি আমাদের যজ্ঞে ও অন্নে প্রীত হোন। ১২। অগ্নি প্রজাপালক, দেবগণের হোতা, দেবদূত স্তোত্রভাজন ও প্রৌঢ়রশ্মিসম্পন্ন; তিনি ধনবান লোকের ন্যায় আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ১৩। মহৎ দেবগণকে নমস্কার, অর্ভক দেবদের নমস্কার, যুবাদেবগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার; যদি সাধ্য থাকে দেবগণকে অর্চনা করব; হে দেবগণ! যেন বৃদ্ধদেবের স্তুতি না ছেড়ে দিই।

টীকা: ১। রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

২৮ সূক্ত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেব। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। অনুষ্টপ্‌ গায়ত্রী ছন্দ

যত্র গাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধো ভবতি সোতবে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্‌গুলঃ ॥ ১
যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্‌গুলঃ ॥ ২
যত্র নার্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্‌গুলঃ ॥ ৩
যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীনামিতবা ইব। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্‌গুলঃ ॥ ৪
যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলূখলক যুজ্যসে। ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ ॥ ৫
উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ। অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ॥ ৬
আয়জী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ। হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥ ৭
তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ। ইন্দ্রায় মধুমৎসুতম্‌ ॥ ৮
উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আ সৃজ। নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥ ৯

অনুবাদ: ১। যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থে স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র! সে যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জেনে পান কর। ২। যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষব ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র! সে যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জেনে পান কর। ৩। যে যজ্ঞে নারী যজ্ঞশালায় প্রবেশ ও তথা হতে বহির্গমন অভ্যাস করে(১), হে ইন্দ্র সে যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত

সোমরস আপনার জেনে পান কর। ৪। যে যজ্ঞে সংযমরজ্জুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা মথনদণ্ডকে বাঁধা যায়, হে ইন্দ্র! সে যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জেনে পান কর। ৫। হে উলূখল! যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হও, তথাপি এ যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদের দুন্দুভির ন্যায় প্রভুর ধ্বনিযুক্ত শব্দ কর। ৬। হে উলূখল রূপ বনস্পতি(২)! তোমার সম্মুখে বায়ু বইছে; অতএব হে উলূখল! ইন্দ্রের পানার্থে সোমরস অভিষব কর। ৭। হে অন্নপ্রদ যজ্ঞের উপকরণযুক্ত(৩)! খাদ্য চর্বণকালে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় যেরূপ ধ্বনি করে, সেরূপ প্রৌঢ় ধ্বনিযুক্ত হয়ে তোমরা পুনঃ পুনঃ বিহার কর। ৮। হে দর্শনীয় বনস্পতিদ্বয়! দর্শনীয় অভিষব যন্ত্র দ্বারা তোমরা অদ্য ইন্দ্রের জন্য মধুর সোমরস প্রস্তুত কর। ৯। হে ঋত্বিক! অভিষব ফলকদ্বয় হতে অবশিষ্ট সোম উঠাও, পবিত্রে রাখ, গোচর্মে স্থাপন কর।

টীকা: ১। "নারী অপচ্যবম্ উপব্যবম্ চ শিক্ষতে" মূলে এরূপ আছে। "The scholiast explains the terms *Apachyava* and *Upachyava*, going in and going out of the hall (Sala); but it would perhaps rather be moving up and down with reference to the action of the Pestle"—*Wilson*. ২। উলূখল কাষ্ঠ নির্মিত, এ জন্য বনস্পতি শব্দের প্রয়োগ। ৩। মূলে 'আয়জী' আছে। 'হে উলূখল মুসলে আয়জী সর্বতো যজ্ঞ সাধনে।' সায়ণ।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ১
শিপ্রিন্বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ২
নি ষ্বাপয়া মিথুদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৩
সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৪
সমিন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৫
পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৬
সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥ ৭

অনুবাদ: ১। হে সোমপায়ী সত্যবাদী ইন্দ্র! যদিও আমরা প্রসিদ্ধ না হয়ে থাকি, তথাপি হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো অশ্বদ্বারা আমাদের প্রশংসনীয় কর। ২। হে শক্তিমান সুশিপ্র অন্নপালক ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহ চিরস্থায়ী! হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের প্রশংসনীয় কর। ৩। যে (যমদূতী দ্বয়) পরস্পর পরস্পরকে দেখে তাদের সুপ্ত

কর, তারা যেন অচেতন হয়ে থাকে। হে বহুধনশালী ইন্দ্র। শোভনীয় ও সহস্র
গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদের প্রশংসনীয় কর। ৪। হে শূর! আমাদের অরাতিগণ
সুপ্ত থাকুক, বন্ধুগণ জাগরিত থাকুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র। শোভনীয় ও সহস্র
গো ও অশ্বদ্বারা আমাদের প্রশংসনীয় কর। ৫। হে ইন্দ্র। ঐ গর্দভ পাপ বচনদ্বারা
তোমার নিন্দা করছে, ওকে বধ কর। হে বহুধনশালী ইন্দ্র। শোভনীয় ও সহস্র গো
ও অশ্ব দ্বারা আমাদের প্রশংসনীয় কর। ৬। প্রতিকূল বায়ু কুটিল গতির সাথে বন
হতেও দূরে পড়ুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো অশ্বদ্বারা
আমাদের প্রশংসনীয় কর। ৭। সমস্ত আক্রোশকারীকে হনন কর, হিংসাকারীদের
বিনাশ কর। বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদের
প্রশংসনীয় কর।

৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্। মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥ ১
শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাং। এদু নিম্নং ন রীয়তে ॥ ২
সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে। সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥ ৩
অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিং। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ ৪
স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥ ৫
ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্ বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহে ॥ ৬
যোগেযোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৭
আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎসহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরুপ নো হবম্ ॥ ৮
অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরং। যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥ ৯
তং ত্বা বয়ং বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ১০
অস্মাকং শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাং। সখে বজ্রিন্ৎ সখীনাম্ ॥ ১১
তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্তথা কৃণু। যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে ॥ ১২
রেবতী র্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভি র্মদেম ॥ ১৩
আ ঘ ত্বাবান্ৎমনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ। ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ১৪
আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাং। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ১৫
শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভি র্ধনানি।
স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ত্ স নঃ সনিতা সনয়ে স নোঽদাৎ ॥ ১৬
আশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ ॥ ১৭
সমানযোজনো হি বাং রথো দস্রাবমর্ত্যঃ সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥ ১৮
ন্যঘ্নস্য মূর্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরিদ্যামন্যদীয়তে ॥ ১৯
কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্তো অমর্ত্যে। কং নক্ষসে বিভাবরি ॥ ২০
বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তদা পরাকাত্। অশ্বে ন চিত্রে অরুষি ॥ ২১
ত্বং ত্যেভিরা গহি বাজেভি র্দুহিতর্দিবঃ। অস্মে রয়িং নি ধারয় ॥ ২২

অনুবাদ : ১। লোকে যেরূপ কূপকে (জলপূর্ণ করে), আমরা অন্নাকাঙ্ক্ষী হয়ে সেরূপ তোমাদের শতক্রতু বিশিষ্ট ও অতি প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সোম রসের দ্বারা সেচন করি। ২। তিনি শতবিশুদ্ধ সোমরসের নিকট এবং আশীর নামক সহস্র শ্রপণ দ্রব্য মিশ্রিত সোমরসের নিকট আসেন, যেরূপ (জল) নিম্নভূমিতে যায়। ৩। এ (শত বা সহস্র সোম) বলবান ইন্দ্রের হর্ষের জন্য একত্রিত হয়, এর দ্বারা ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের

ন্যায় ব্যাপ্ত হয়। ৪। যেরূপ কপোত গর্ভধারিণী কপোতীকে গ্রহণ করে; হে ইন্দ্র! এ (সোম) তোমার, তুমিও সেরূপ একে গ্রহণ কর ও সে কারণ আমাদের বচন গ্রহণ কর। ৫। হে ধনপালক স্তুতিভাজন বীর! তোমার এরূপ স্তোত্র; তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হোক। ৬। হে শতক্রতু! এ সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও; অন্য কার্যের বিষয় (তুমি ও আমি) মিলিত হয়ে বিচার করব। ৭। ভিন্ন ভিন্ন কর্মের উপক্রমে, ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে আমরা অতিশয় বলবান ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য সখার ন্যায় আহ্বান করি। ৮। যদি ইন্দ্র আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন তবে নিশ্চয়ই সহস্র রক্ষণ কার্যের সাথে ও অন্নের সাথে নিকটে আসুন। ৯। ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন, পুরাতন আবাস হতে (১) আমি সে পুরুষকে আহ্বান করি, যাঁকে পিতা পূর্বে আহ্বান করেছিলেন। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয় ও বহুলোকদ্বারা আহূত, তুমি সখা ও নিবাস-হেতু তোমার স্তোতৃদের প্রতি অনুগ্রহার্থে তোমার নিকট প্রার্থনা করি। ১১। হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী ইন্দ্র! আমরাও তোমার সখা ও সোমপায়ী; আমাদের দীর্ঘ নাসিক (গাভীদল বৃদ্ধি হোক।) ১২। হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী! এরূপই হোক, তুমি এরূপ আচরণ কর, যেন আমরা মঙ্গলার্থে তোমার (অনুগ্রহ) কামনা করি। ১৩। ইন্দ্র আমাদের প্রতি হৃষ্ট হলে আমাদের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হবে; (সে গাভী) হতে খাদ্য পেয়ে আমরা হৃষ্ট হব। ১৪। হে সাহসী ইন্দ্র! তোমার ন্যায় দেব স্বয়ং হৃষ্ট হয়ে, আমাদের দ্বারা যাচিত হয়ে স্তোতৃদের অভীষ্ট অর্থ অবশ্যই এনে দেবেন; চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরিয়ে আনে। ১৫। হে শতক্রতু! যেরূপ শকটের গতি অক্ষকে ফেরায় তুমি সেরূপ স্তোতৃদের প্রার্থিত ধন তাদের কামনা অনুসারে অর্পণ কর। ১৬। ইন্দ্রের যে অশ্বগণ আহারের পর পর্যাপ্তিসূচক শব্দ করে, হ্রেষারব করে ও ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করে সে অশ্বগণ দ্বারা ইন্দ্র সর্বদাই ধন জয় করেছেন; কর্মবান ও দানশীল ইন্দ্র আমাদের গ্রহণার্থে হিরণ্ময় রথ দিয়েছেন। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! বহু অশ্বের দ্বারা প্রেরিত অন্নের সাথে এস; হে শত্রুবিনাশক! (আমাদের গৃহ) গাভীযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (হোক।) ১৮। হে শত্রুবিনাশক! তোমাদের উভয়ের জন্য সংযোজিত রথ বিনাশরহিত; এ রথ অন্তরীক্ষে গমন করে। ১৯। তোমরা রথের এক চক্র বিনাশরহিত পর্বতের উপর স্থির করেছ, অন্য চক্র আকাশের চারদিকে ভ্রমণ করছে। ২০। হে স্তুতিপ্রিয়া অমর উষা! কোন মানুষ তোমার সম্ভোগের জন্য! হে প্রভাবযুক্ত! তুমি কাকে প্রাপ্ত হও? ২১। হে ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান উষা! আমরা নিকট হতে অথবা দূর হতে তোমাকে বুঝতে পারি না। ২২। হে স্বর্গ-দুহিতে! সে অন্নের সাথে তুমি আগমন কর, আমাদের ধন প্রদান কর (২)।

টীকা: ১। কার পুরাতন আবাস হতে? "পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য সকাশাৎ" সায়ণ। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ করেছেন "From the site of our ancient home." ২। উষা আর্যদের এক অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং আর্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে তাঁর নাম ও উপাসনা দেখা যায়। "Her names in the Rig Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, and Saranyu, and all these names reappear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Erinys."—Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans*. কিন্তু কেবল যে নামে সাদৃশ্য আছে তা নয়, উষা

সম্বন্ধে এক প্রকারই কয়েকটি গল্প হিন্দু ও গ্রীকদের মধ্যে পাওয়া যায়। ২০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকায় সরণ্যুর কথা দেখুন। ১১৫ সূক্তের ২ ঋকে সূর্য উষার পশ্চাৎ ধাবমান হচ্ছেন এরূপ কথা আছে ; গ্রীকদের মধ্যেও প্রসিদ্ধ গল্প আছে যে Apollo (সূর্য) Daphne (অর্থাৎ "দহনা") দেবীর পশ্চাৎধাবন করেছিলেন এবং তাঁকে ধরা মাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হলেন। এ গল্পের অর্থও সরল, সূর্য উদয় হলেই উষা শেষ হয়। আবার ঋগ্বেদে উষাকে এক স্থানে "অহনা" নাম দেওয়া হয়েছে ; গ্রীকদের সুবুদ্ধির দেবী Athena, এই "অহনার" রূপান্তর মাত্র। অতএব Athenians অর্থ উষার সন্তানগণ। বেদে হ্রস্ব "উ" দিয়ে উষা লেখা আছে, কিন্তু বাঙলা ভাষার রীতি অনুসারে আমরা দীর্ঘ 'ঊ' ব্যবহার করলাম।

৩১ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষি দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১
ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম্।
বিভুর্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ॥ ২
ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যেঽসঘ্নোভারমযজো মহো বসো ॥ ৩
ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
শ্বাত্রেণ যৎ পিত্রো মুচ্যসে পর্যা ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ ॥ ৪
ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ।
য আহুতিং পরি বেদা বষট্কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥ ৫
ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিৎ সমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥ ৬
ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে ॥ ৭
ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্মাপসা নবেন দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ৮
ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরুপস্থ আ দেবো দেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনূকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে ॥ ৯
ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি নস্ত্বং বয়স্কৃত্তব জাময়ো বয়ম্।
সং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ সুবীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য ॥ ১০
ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্নহুষস্য বিশ্পতিং।
ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে ১১
ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভি র্মঘোনো রক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য।
ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥ ১২
ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্তরোঽনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।
যো রাতহব্যোঽবৃকায় ধায়সে কীরেশ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোষিতম্ ॥ ১৩
ত্বমগ্ন উরুশংসায় বাধতে স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ পরমং বনোষি তৎ।
আধ্রস্য চিৎ প্রমতিরুচ্যসে পিতা প্র পাকং শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ ॥ ১৪
ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্জীবয়াজং যজতে সোপমা দিবঃ ॥ ১৫

ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো ন ইমমধ্বানং যমগাম দূরাৎ ।
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষিকৃন্মর্ত্যানাম্ ॥ ১৬
মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ববচ্ছুচে ।
অচ্ছ যাহ্যা বহা দৈব্যং জনমা সাদয় বর্হিষি যক্ষি চ প্রিয়ম্ ॥ ১৭
এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তে চকৃমা বিদা বা ।
উত প্র ণেষ্যভি বস্যো অস্মান্ত্সং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! তুমি অঙ্গিরা ঋষিদের আদি ঋষি ছিলে (১) দেব হয়ে দেবগণের মঙ্গলময় সখা হয়েছ ; তোমার কর্মে মেধাবী, জ্ঞাতকর্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ২। হে অগ্নি ! তুমি অঙ্গিরাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বোত্তম ; তুমি মেধাবী এবং দেবগণের যজ্ঞভূষিত কর ; তুমি সমস্ত জগতের বিভু ; তুমি মেধাবান ও দ্বিমাতৃ (২) ; তুমি মনুষ্যের উপকারার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকল স্থানেই বর্তমান আছ। ৩। হে অগ্নি ! তুমি মাতরিশ্বার অগ্রগামী (৩), তুমি শোভনীয় যজ্ঞের ইচ্ছায় পরিচর্যাকারী যজমানের নিকট আবির্ভূত হও ; তোমার সামর্থ দেখে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয় ; তোমাকে হোতারূপে বরণ করাতে তুমি যজ্ঞে সে ভার বহন করেছ ; হে নিবাসহেতু ! তুমি পূজ্য দেবগণের যজ্ঞ সম্পাদন করেছ। ৪। হে অগ্নি ! তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলেছিলে (৪) ; পুরূরবা রাজা সুকৃতি করলে তুমি তাঁর প্রতি অধিকতর ফল দান করেছিলে (৫) ; যখন তোমার পিতৃরূপ কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন হও, তখন তোমাকে বেদির পূর্বদেশে আনে, পরে পশ্চিম দিকে নিয়ে যায়। ৫। হে অগ্নি ! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্ধক ; যজমান স্রুচ উন্নত করবার সময় তোমার যশ কীর্তন করে ; যে যজমান বষট্ শব্দ উচ্চারণ করে আহুতি সমর্পণ করে, হে একমাত্র অন্নদাতা অগ্নি ! তুমি প্রথমে তাকে, তারপর সকল লোককে আলোক দান কর। ৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি ! তুমি বিপথগামী পুরুষকে তার উদ্ধার যোগ্য কার্যে নিযুক্ত কর ; যুদ্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে সম্যকরূপে আরম্ভ হলে তুমি অল্প সংখ্যক বীরত্বরহিত পুরুষদের দ্বারা প্রধান প্রধান বীরদেরও হনন কর। ৭। হে অগ্নি ! তুমি সে মনুষ্যকে দিনে দিনে অন্নের জন্য উৎকৃষ্ট ও মরণ রহিত পদে ধারণ কর ; যে উভয়রূপে জন্মের জন্য অতিশয় তৃষাযুক্ত হয়, সে অভিজ্ঞ যজমানকে সুখ ও অন্ন দান কর। ৮। হে অগ্নি ! আমরা ধন দানের জন্য তোমাকে স্তুতি করি, তুমি যশোযুক্ত ও যজ্ঞসম্পাদক পুত্র দান কর ; নূতন পুত্রদ্বারা যজ্ঞ কর্ম বৃদ্ধি করব। হে দ্যু ও পৃথিবী, দেবগণের সাথে আমাদের সম্যকরূপে রক্ষা কর। ৯। হে দোষরহিত অগ্নি ! তুমি সকল দেবগণের মধ্যে জাগরূক ; তোমার মাতা পিতার সমীপে বর্তমান থেকে আমাদের পুত্র দান করে অনুগ্রহ কর ; যজ্ঞ কর্তার প্রতি প্রসন্নমতি হও ; হে কল্যাণরূপ অগ্নি ! তুমি সকল ধন বপন করেছ। ১০। হে অগ্নি ! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্নমতি, তুমি আমাদের পিতাস্বরূপ তুমি পরমায়ু দাতা, আমরা তোমার বন্ধু। হে অহিংসনীয় অগ্নি ! তুমি শোভনপুরুষযুক্ত ও ব্রতপালক, শত ও সহস্র ধন তোমাকে প্রাপ্ত হয়। ১১। হে অগ্নি ! দেবগণ প্রথমে তোমাকে নহুষের (৬) মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করেছিলেন, এবং ইহলোকে (৭) মনুর ধর্মোপদেষ্টা করেছিলেন। পুত্র যেন পিতৃতুল্য হয়। ১২। হে বন্দনীয় অগ্নি ! আমরা ধনযুক্ত, তুমি পালনকার্য সমূহ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর এবং পুত্রদের দেহও রক্ষা কর। আমার পুত্রের পুত্র তোমার ব্রতে নিরন্তর নিযুক্ত আছে, তুমি তার গাভী সমূহ রক্ষা করেছ। ১৩। হে অগ্নি ! তুমি যজমানের

পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করবার জন্য নিকটে থেকে চতুরক্ষ রূপে দীপ্যমান রয়েছে; তুমি অহিংসক ও পোষক, তোমাকে যে হব্য দান করে সে স্তোতার মন্ত্র তুমি মনের সাথে গ্রহণ কর। ১৭। হে অগ্নি! স্তুতিবাদক ঋত্বিক্ যাতে স্পৃহণীয় ও পরমধন লাভ করে তুমি তা ইচ্ছা কর। পোষণীয় যজমানের প্রতি তুমি প্রসন্নমতি পিতা-স্বরূপ এরূপ লোকে বলে থাকে। তুমি অতিশয় অভিজ্ঞ অর্ভক যজমানকে শিক্ষা দাও, এবং দিক সবল নির্ণয় করে দাও। ১৫। হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদের দক্ষিণা দান করেছে, তুমি সে পুরুষকে স্যুত বর্মের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান সুস্বাদু অন্নদ্বারা অতিথিদের সুখী করে স্বগৃহে পশুবলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, সে স্বর্গের উপমা স্থল হয়। ১৬। হে অগ্নি! আমাদের এ যজ্ঞ কার্যে ভ্রম ক্ষমা কর এবং অনেক দূর হতে এ বিপথে এসে পড়েছি তা ক্ষমা কর। সোমাভিষবকারী মনুষ্যদের প্রতি তুমি সহজে অধিগম্য ও পিতাস্বরূপ, প্রসন্নমতি ও কর্মনির্বাহক এবং তাদের প্রত্যক্ষ দর্শন দাও। ১৭। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! হে অঙ্গিরা! মনু ও অঙ্গিরা এবং যযাতি ও অন্যান্য পূর্বপুরুষের ন্যায় তুমি সম্মুখবর্তী হয়ে (যজ্ঞ) দেশে গমন কর, দেবসমূহকে আন ও কুশের উপর উপবেশন করাও এবং অভীষ্ট হব্যদান কর। ১৮। হে অগ্নি! এ মন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাদের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে আমরা এ রচনা করলাম; এ দ্বারা আমাদের বিশেষ ধন প্রদান কর এবং আমাদের অন্নযুক্ত শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। "অঙ্গিরসানাং ঋষিণাং সর্বেষাং জনকত্বাৎ।" সায়ণ। অঙ্গিরাগণ কারা? যাস্ক বলেন, অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে ও অঙ্গিরা-ঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার মাত্র ছিলেন। কিন্তু অঙ্গিরার কথা সমস্তই উপমা এরূপ বোধ হয় না। অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটি প্রাচীন ঋষিবংশ ছিল এবং সে ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নির পূজা অনেকটা প্রচার করেছিলেন। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। ২। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন এ জন্য। "দ্বয়োররণ্যো-রুৎপন্নঃ।' সায়ণ। ৩। 'অগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ' এ বচনে বায়ুর পূর্বে অগ্নির নাম আছে। সায়ণ। কিন্তু ঋগ্বেদে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু নয়, মাতরিশ্বা অগ্নির রূপ বিশেষ। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। পুণ্য কর্মদ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায় একথা অগ্নি মনুকে বলেছিলেন। সায়ণ। মনু বিবস্বানের পুত্র ও সবর্ণার গর্ভে জাত। যাস্ক। ৫। পুরূরবা রাজা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে তা থেকে তিন প্রকার যজ্ঞ অগ্নি প্রস্তুত করেছিলেন এরূপ আখ্যান বিষ্ণুপুরাণে আছে। ৬। পুরূরবার পৌত্র নহুষ দর্পের জন্য স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন এরূপ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, কিন্তু অগ্নি নহুষের সেনাপতি হয়েছিলেন এরূপ কথা দেখা যায় না। (৭) ইলা মনুর কন্যা বলে পুরাণে বর্ণিত। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ এ ঋকে ইলা অর্থে বাক্য এবং মনু অর্থে মনুষ্য করেছেন। তাঁর অনুবাদ এই "Les dieux ont fait de la parole l'institutrice de l'homme'. কিন্তু অনেক স্থলে 'ইলা' অর্থে পৃথিবী বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ৩ মণ্ডলের ২৪ সূক্ত ৪ ঋক্ ও ২৭ সূক্তের ১০ ঋক্ দেখুন।

৩২ সূক্ত ঃ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্রবোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনত্ পর্বতানাম্ ॥ ১

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২
বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবত্ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥ ৩
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্ সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে ॥ ৪
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥ ৫
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ॥ ৬
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥ ৭
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পত্সুতঃশীর্বভূব ॥ ৮
নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥ ৯
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥ ১০
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার ॥ ১১
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্ ॥ ১২
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিম্।
ইন্দ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে ॥ ১৩
অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো না ভীতো অতরো রজাংসি ॥ ১৪
ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তাঁর সে কর্মসমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে) হনন করেছিলেন, তৎপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন, বহনশীল পর্বতীয় নদী সমূহের (পথ) ভেদ করে দিয়েছিলেন (১)। ২। ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে (২) হনন করেছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ; তারপর যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করেছিলেন। ৩। ইন্দ্র বৃষের ন্যায় বেগের সাথে সোম গ্রহণ করেছিলেন ; তিন প্রকার যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করেছিলেন ; মঘবান সায়ক বজ্র গ্রহণ করেছিলেন ; ও তা দিয়ে অহিদিগের মধ্যে প্রথমজাতকে হনন করেছিলেন। ৪। যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করলে, তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করার পর সূর্য ও উষাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করে আর শত্রু রাখলে না। ৫। জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করে বিনাশ করলেন, কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করে পড়ে আছে। ৬। দর্পযুক্ত

বৃত্র আপনার সমতুল্য যোদ্ধা নেই মনে করে মহাবীর ও বহুবিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। ইন্দ্রের বিনাশকার্য হতে রক্ষা পেল না। ইন্দ্রশত্রু বৃত্র নদীতে পতিত হয়ে নদীসমূহকে পিষ্ট করে ফেলল। ৭। হস্ত-পদ-শূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করল, ইন্দ্র তার সানু তুল্য পোঢ় স্কন্ধে বজ্র আঘাত করলেন ; যেরূপ পুরুষত্বহীন ব্যক্তি পুরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করতে বৃথা যত্ন করে, বৃত্রও সেরূপ বৃথা যত্ন করল ; বহুস্থানে ক্ষত হয়ে বৃত্র ভূমিতে পড়ল। ৮। ভগ্নকূলকে অতিক্রম করে নদ যেরূপ বয়ে যায়, মনোহর জল সেরূপ পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করে যাচ্ছে ; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করে রেখেছিল, অহি এখন সে জলের পদের নীচে শয়ন করল। ৯। বৃত্রের মাতা তির্যকভাবে রইল, তখন ইন্দ্র তার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রইল, তারপর বৎসের সাথে ধেনুর ন্যায় বৃত্রের মাতা দনু শুয়ে পড়ল। ১০। স্থিতি রহিত বিশ্রাম রহিত জলের মধ্যে নিহিত, নাম শূন্য শরীরের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে ; ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রয়েছে। ১১। পণির দ্বারা গাভী সকল যেরূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নী সমূহ অহি রক্ষিত হয়ে সেরূপ নিরুদ্ধ হয়েছিল ; জলের বহন দ্বার রুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করে ইন্দ্র সে দ্বার খুলে দিয়েছেন। ১২। হে ইন্দ্র ! যখন সেই এক দেব বৃত্র (৩) তোমার বজ্রের প্রতি আঘাত করেছিল, তখন তুমি অশ্বপুচ্ছের ন্যায় হয়ে আঘাত নিবারণ করেছিলে ; তুমি গাভী জয় করেছ, সোমরস জয় করেছ এবং সপ্তসিন্ধু প্রবাহ ছেড়ে দিয়েছ। ১৩। ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করেছিলেন তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জন, বা জলবর্ষণ বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করেছিল, তা ইন্দ্রকে স্পর্শ করল না ; এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করেছিলেন। ১৪। হে ইন্দ্র ! অহিকে হনন করবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হয়েছিল, তখন তুমি অহির অন্য কোন হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করেছিলে, যে ভীত হয়ে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হয়ে গিয়েছিলে ? ১৫। বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গমদের এবং শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদের রাজা হলেন ; তিনি মনুষ্যদের রাজা হয়ে নিবাস করেছেন, এবং যেরূপ চক্রের নেমি মধ্যস্থ কাষ্ঠ সমূহকে ধারণ করে, সেরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করেছিলেন (৪)।

টীকা : ১। পুরাণে যে বৃত্র নামক অসুরের সাথে ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আখ্যান আছে, তার উৎপত্তি আমরা এই সূক্তে পাই। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করে বৃষ্টি বর্ষণ করছেন, এরূপ উপলব্ধি করে ঋগ্বেদে ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখেছেন, তা হতে পৌরাণিক বৃত্র অসুরের গল্প উৎপন্ন। বৃত্রের সাথে বৃত্রহন্তার যুদ্ধের গল্প প্রাচীন আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্যজাতির মধ্যেও এ গল্প দেখা যায়। ইরানীয়দিগের অবস্থায়' বৃত্রহন্তার অনেক উপাসনা আছে। আবার গ্রীকদের মধ্যে সেরূপ পাওয়া যায়। "Ahi reappears in the Greek Echis Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil." —Cox's Introduciion to Mythology and Falklore, P-34, note. "But besides Kerberos there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Thy on and Echidna. The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic

Vritra That the vedic hritra should reappear in Grecce in the shape of a dog need not suprise us. Thus he discover in Hercules in victor of Orthros. a real writrahan." —Max Muller's Chips from a German workshop. ২। "অহিং মেঘং।" সায়ণ। অহি ও বৃত্র একই, ৫ ঋক দেখুন। ৩। বৃত্রকে এখানে 'দেব' বলা হয়েছে। ২৪ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। ইন্দ্র পণিকে জয় করে দেবগণের গাভী উদ্ধার করেন, এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে তা প্রাতঃকালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে উপমা দেওয়া হয়েছে মাত্র। ৬। সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ইন্দ্র বৃত্র বা অহিকে হনন করেন বলে বৃত্রহন্ বলা আছে, তাও মেঘ হতে বৃষ্টিপাতন সম্বন্ধে উপমা ঘটিত গল্প। ইউরোপীয় দুজন পণ্ডিত বিবেচনা করেন বৃষ্টিপাতন প্রাতঃকালে আলোক প্রকাশ এ দুটি প্রকৃতির কার্য দেখেই আর্যগণ প্রথমে ধর্মজ্ঞান লাভ করেন। সে মতদ্বয়কে মক্ষমূলর "Solar Theotho" এবং "Deteorological Theory" বলেছেন। কিন্তু এ মতদ্বয় ইউরোপীয়গণ উদ্ভাব করেন নি। খৃষ্টের বহু শতাব্দি পূর্বে যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বৈদিক উপাখ্যানগুলির এ মূল নির্দেশ করে গেছেন। বৃত্র অর্থে জল অবরোধকারী মেঘ মাত্র—নিরুক্ত ২।১৬। অশ্বিদ্বয় বৃকমুখ হতে বর্ত্তিকা পক্ষীকে উদ্ধার করেন, তার অর্থ রাতের অন্ধকার হতে আলোক প্রকাশ হয়,—নিরুক্ত ৫।২১।

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এতায়ামোপ গবান্ত ইন্দ্রমস্মাকং সু প্রমতিং বাবৃধাতি।
অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়ো গবাং কেতং পরমাবর্জতে নঃ ॥ ১
উপেদহং ধনদামপ্রতীতং জুষ্টাং ন শ্যেনো বসতিং পতামি।
ইন্দ্রং নমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃ স্তোতৃভ্যো হব্যো অস্তি যামন্ ॥ ২
নি সর্বসেন ইষুধীঁরসক্ত সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।
চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণি র্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ ॥ ৩
বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেন একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।
ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ ॥ ৪
পরা চিচ্ছীর্ষা ববৃজুস্ত ইন্দ্রাযজ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্ধমানাঃ।
প্র যদ্দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ অধমো রোদস্যোঃ ॥ ৫
অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনামযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ।
বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্ ॥ ৬
ত্বমেতান্রুদতো জক্ষতশ্চায়োধয়ো রজস ইন্দ্র পারে।
অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্র সুন্বতঃ স্তুবতঃ শংসমাবঃ ॥ ৭
চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরিস্পশো অদধাত্ সূর্যেণ ॥ ৮
পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীং।
অমন্যমানাঁ অভি মন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো দস্যুমিন্দ্র ॥ ৯
ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভি র্ধনদাং পর্যভূবন্।
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ ॥ ১০
অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাবর্ধত মধ্য আ নাব্যানাং।
সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনাহন্নভি দ্যূন্ ॥ ১১

ন্যাবিধ্যাদিলীবিশস্য দৃড়্হা বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।
যাবত্তরো মঘবন্যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুঃ ॥ ১২
অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্বি তিগ্মেন বৃষভেণা পুরোহভেৎ।
সং বজ্রেণাসৃজদ্বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ ॥ ১৩
আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্প্রাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্।
শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামুচ্ছৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ ॥ ১৪
আবঃ শমং বৃষভং তুগ্র্যাসু ক্ষেত্রজেষে মঘবঞ্ছ্বিত্র্যং গাম্।
জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরা বেদনাকঃ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। এস আমরা গাভী অভিলাষে ইন্দ্রের নিকট গমন করি ; তিনি হিংসারহিত এবং আমাদের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি বর্ধন করেন ; অনন্তর তিনি এই গোরূপ ধনসম্বন্ধে আমাদের উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন। ২। শ্যেন পক্ষী যেরূপ পূর্ব সেবিত নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, সেরূপ আমি উপমান স্থানীয় স্তোত্র দ্বারা পূজা করে ধনপ্রদ ও অপ্রতিহত ইন্দ্রের দিকে ধাবমান হই , ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্তোতাদের আরাধ্য। ৩। সমগ্র সেনানায়ক পৃষ্ঠভাগে ইষুধি সংযোজিত করেছেন। আর্য (১) ইন্দ্র যাঁকে ইচ্ছা করেন, তাঁর নিকট গাভী প্রেরণ করেন। হে প্রকৃষ্টবৃদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের প্রভূত ধন দান করে আমাদের নিকট ব্যাপারীর মত হয়ে মূল্য নিও না। ৪। হে ইন্দ্র! শক্তিমান মরুৎগণ সমীপে থাকলেও তুমি একক ধনবান দস্যুকে কঠিন বজ্র দ্বারা বধ করেছিলে। যজ্ঞবিরোধী সনকেরা তোমার ধনু হতে বিনাশ উদ্দেশ করে আগমন করত মরণ প্রাপ্ত হয়েছিল। ৫। হে ইন্দ্র! সে যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠাতাদের বিরোধীগণ মস্তক ফিরিয়ে পালিয়েছে। হে হর্যশ্বসম্পন্ন, পলায়ন রহিত উগ্র ইন্দ্র! তুমি দিব্যলোক হতে এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে ব্রতরহিতদের উঠিয়ে দিয়েছ। ৬। তারা দোষরহিত (ইন্দ্রের) সেনার সাথে যুদ্ধ ইচ্ছা করেছিলে ; সচ্চরিত্র মনুষ্যেরা (ইন্দ্রকে) প্রোৎসাহিত করেছিল। পুরুষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নপুংসকেরা যেরূপ পলায়ন করে, সেরূপ তারা নিরাকৃত হয়ে আপনাদের শক্তিহীনতা জেনে ইন্দ্রের নিকট হতে সহজ পথ দিয়ে দূরে পলায়ন করল। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই রোদনকারী বা হাস্যপরায়ণদের অন্তরীক্ষের প্রান্তে যুদ্ধ দান করেছ ; দস্যুকে দিব্যলোক হতে এনে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করেছ এবং সোমাভিষবকারী ও স্তুতিকারীর স্তুতিরক্ষা করেছ। ৮। সেই বৃত্রের অনুচরেরা পৃথিবী আচ্ছাদন করেছিল এবং হিরণ্য ও মণিদ্বারা শোভমান হয়েছিল। কিন্তু সেই শত্রুগণ ইন্দ্রকে জয় করতে পারল না, ইন্দ্র সে বাধকদের সূর্য দ্বারা তিরোহিত করলেন। ৯। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্বতোভাবে বেষ্টন করে সমস্ত ভোগ করেছ, অতএব তুমি মন্ত্র দ্বারা দস্যুকে নিঃসারিত করেছ ; সে মন্ত্র-অর্থ গ্রহণে অক্ষম যজমানদেরও রক্ষা করবার মানস কর। ১০। যখন জল দিব্যলোক হতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হল না এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করলেন এবং দ্যুতিমান্ বজ্র দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হতে পতনশীল জল নিঃশেষিতরূপে দোহন করলেন। ১১। প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হল ; কিন্তু বৃত্র নৌকাগম্য নদী সমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল ; তখন ইন্দ্র স্থিরসংকল্প বৃত্রকে অতিবলযুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধদ্বারা কয়েক দিনে হনন করলেন। ১২। ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করেছিলেন ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করেছিলেন(২)। হে মঘবন্! তোমার যে পরিমাণ বেগ আছে, যে পরিমাণ বল আছে, তদ্দ্বারা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুকে বজ্র দ্বারা হনন করেছিলে

১৩। ইন্দ্রের কার্যসাধনকারী বজ্র শত্রুকে লক্ষ্য করে পতিত হয়েছিল। ইন্দ্র তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দ্বারা বৃত্রের নগর সমূহ বিবিধরূপে ভেদ করেছিলেন ; তার পরে তিনি বজ্র দ্বারা বৃত্রকে আঘাত করেছিলেন এবং তাকে সংহার করে আপন উৎসাহ সম্যকরূপে বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে কুৎসের স্তুতি কামনা কর, সে কুৎসকে রক্ষা করেছ ; তুমি যুদ্ধরত ও শ্রেষ্ঠ দশদ্যুকে রক্ষা করেছ ; তোমার অশ্বের খুর হতে পতিত ধূলি দ্যুলোক স্পর্শ করে ; শৈত্রেয় মনুষ্যগণের অগ্রণী হবেন বলে উত্থিত হয়েছিল(৩)। ১৫। হে মঘবন্! শমতা গুণবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও জলনিমগ্ন শ্বিত্রাপুত্রকে ক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য তুমি রক্ষা করেছিলে ; যারা আমাদের সাথে বহুকাল যুদ্ধ করছে, সেই শত্রুকাঙ্ক্ষীদেরও তুমি বেদনা ও দুঃখ প্রদান কর(৪)।

টীকা ঃ ১। ইন্দ্র সম্বন্ধে মূলে 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থ 'স্বামীরূপ।' সায়ণ। 'ঋ' অর্থ চাষ করা, অতএব 'অর্য' বা আর্য শব্দের মূল অর্থ কৃষিব্যবসায়ী। প্রাচীন আর্যগণ হিন্দু, ইরানীয়, গ্রীক, লাটীন, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হবার পূর্বেই 'আর্য' নাম ধারণ করেছিলেন। আর্যদের প্রতিবেশীগণ মেষপালনরত ছিলেন এবং এক স্থানে না থেকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতেন ; তাঁরা নিজের ত্বরিত গতির গৌরব করেই বোধ হয় 'তুরাণীয়' নাম ধারণ করেছিলেন। আর্যগণ ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হবার পর যে যে স্থলে গিয়েছেন, তাতে আর্য নামের নিদর্শন পাওয়া যায়। আচার্য মক্ষমূলর বিবেচনা করেন ইরান, আরমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসসের উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জর্মানদের মধ্যে আরিয়াই, এবং এরিন বা আয়রলণ্ড, আর্যনামের পরিচয় বহন করছে। See Science of Language ২। সায়ণ 'ইলিবিশ' ও 'শুষ্ণ' এ দুটিই বৃত্রের বিশেষণ করেছেন। "ইলীবিশস্য ইলায়া ভূর্মৌর্ব্বলে শয়ানস্য বৃত্রস্য।" "শুষ্ণং জগতঃ শোষকং বৃত্রং।" ৩। কুৎস গোত্র প্রবর্তক এক জন ঋষি। সায়ণ। দুশদ্যু দশদিকে দীপ্যমান ঋষি। সায়ণ। শৈত্রেয় শ্বিত্রা নামক নারীর পুত্র। সায়ণ। ৪। ভারতবর্ষের উর্বর ক্ষেত্র নিয়ে আর্যদের সাথে আদিম জাতিদের অনেক শতাব্দী বিবাদ ও যুদ্ধ চলেছিল ; সে যুদ্ধে বোধ হয় কুৎস, দশদ্যু ও শৈত্রেয় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন।

৩৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্।

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা।
যুবো র্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোঽভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ ॥ ১
ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কংভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রি র্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা ॥ ২
সমানে অহন্ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতম্।
ত্রির্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতম্ ॥ ৩
ত্রির্বর্তির্যাতং ত্রিরনুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতম্।
ত্রির্নান্দ্যং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতম্ ॥ ৪
ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ।
ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি ন স্ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতারুহদ্রথম্ ॥ ৫
ত্রি র্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী ॥ ৬
ত্রি র্নো অশ্বিনা যজতা দিবেদিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তম্।
তিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্ ॥ ৭

ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতম্ ।
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতম্ ॥ ৮
ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীলাঃ ।
কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপয়াথঃ ॥ ৯
আ নাসত্যা গচ্ছতং হূয়তে হবির্মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিঃ ।
যুবো হি পূর্বং সবিতোষসো রথমৃতায় চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি ॥ ১০
আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভি র্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ১১
আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্বাঞ্চং রয়িং বহতং সুবীরম্ ।
শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে মেধাবী অশ্বিদ্বয় ! তোমরা অদ্য তিন বার আমাদের জন্য এস। তোমাদের রথ বহুব্যাপী, তোমাদের দানও বহুব্যাপী ? যেরূপ রশ্মিযুক্ত দিবস ও হিমযুক্ত রাত্রের মধ্যে পরস্পর নিয়মরূপ সম্বন্ধ আছে, সেরূপ তোমাদের উভয়ের মধ্যেও আছে। তোমরা অনুগ্রহ করে মেধাবী ঋত্বিকদের বশবর্তী হও। ২। তোমাদের মধুর খাদ্যবাহী রথে তিনটি দৃঢ় চক্র আছে ; তা সকল দেবগণ চন্দ্রের ভার্যা বেনার সাথে যাত্রা করবার সময় জেনেছে(১) ; সে রথের উপর অবলম্বনের জন্য তিনটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে। হে অশ্বিদ্বয় ! সে রথে রাত্রে তিন বার ও দিনে তিন বার গমন কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এক দিনে তিন বার যজ্ঞানুষ্ঠানের দোষ সংশোধন কর ; অদ্য তিন বার যজ্ঞের হব্য মধুর রস দ্বারা সিক্ত কর। রাত্রে দিনে তিন বার বলকারী অন্ন দ্বারা আমাদের ভরণ কর। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহে তিন বার এস ; আমাদের অনুকূল ব্যাপারে নিযুক্ত জনের নিকট তিন বার এস ; তোমরা রক্ষণীয় জনের নিকট তিন বার এস ; আমাদের তিন প্রকার শিক্ষা দাও ; আমাদের তিন বার আনন্দজনক ফল প্রদান কর ; যেরূপ ইন্দ্র জল দান করেন, সেরূপ তিন বার আমাদের অন্ন দাও। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তিন বার আমাদের ধন প্রদান কর ; দেব যুক্ত কর্মানুষ্ঠানে তিন বার আগমন কর ; তিন বার আমাদের বুদ্ধি রক্ষা কর ; তিন বার আমাদের সৌভাগ্য সম্পাদন কর ; তিন বার আমাদের অন্ন প্রদান কর ; তোমাদের ত্রিচক্র রথে সূর্যের দুহিতা আরূঢ়া হয়েছেন। ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদের দিব্যলোকের ঔষধি তিন বার প্রদান কর ; পার্থিব ঔষধি তিন বার প্রদান কর ; অন্তরীক্ষ হতে ঔষধি তিন বার প্রদান কর ; শংযুর (২) ন্যায় আমার সন্তানকে সুখ দান কর। হে শোভনীয় ঔষধিপালক ! তোমরা তিনটি ধাতু বিষয়ক(৩) সুখ প্রদান কর। ৭। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের পূজনীয়, প্রতিদিন তিন বার পৃথিবীতে আগমন করে তিনটি কক্ষাযুক্ত কুশোপরি শয়ন কর। হে নাসত্য রথীদ্বয় ! আত্মারূপ বায়ু যেরূপ শরীর সমূহে আগমন করে তোমরা সেরূপ তিনটি যজ্ঞস্থানে আগমন কর(৪)। ৮। হে অশ্বিদ্বয় ! সপ্ত মাতৃ জল দ্বারা(৫) তিনটি সোমাভিষব প্রস্তুত হয়েছে। তিনটি কলস প্রস্তুত হয়েছে, হব্য প্রস্তুত হয়েছে। তোমরা তিন জগৎ হতে ঊর্ধ্বে গমন করে দিবারাত্র-সমন্বিত আকাশের সূর্যকে রক্ষা করেছিলে। ৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় ! তোমার ত্রিকোণ রথের তিনটি চক্র কোথায় ? তিনটি সনীড় বন্ধুর কোথায়(৬) ? বলবান গর্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়ে আমাদের যজ্ঞে আনবে ? ১০। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় ! এস, হব্যদান করছি ; তোমাদের মধুপায়ী মুখ দ্বারা মধুর হব্য পান কর ; ঊষাকালের পূর্বেই সূর্য তোমাদের বিচিত্র ও ঘৃতবৎ রথযজ্ঞে আগমনার্থে প্রেরণ

করেছেন। ১১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ দেব (৭) গণের সাথে মধু-পানার্থে এখানে এস, আমাদের আয়ু বর্ধন কর; পাপ খণ্ডন কর; বিদ্বেষীদের প্রতিষেধ কর; আমাদের সঙ্গে অবস্থান কর। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! ত্রিকোণ রথ দ্বারা আমাদের সম্মুখে বীরযুক্ত ধন আন; রক্ষার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা শ্রবণ করছ, আমাদের বৃদ্ধি সাধন কর ও সংগ্রামে বল দান কর।

টীকা: ১। যখন সোমের বেনার সাথে বিবাহ হয়, তখন নানাবিধ খাদ্যযুক্ত ও তিন চক্রযুক্ত প্রৌঢ়রথে আরোহণ করে অশ্বিদ্বয় গিয়েছিলেন তা সকল দেব জেনেছেন। সায়ণ। ২। বৃহস্পতির পুত্র শংযুকে অশ্বিদ্বয় পালন করেছিলেন। সায়ণ। ৩। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম এই শরীরের তিনটি ধাতু। সায়ণ। ৪। ঘৃত, পশু ও সোমরসরূপ তিনটি বেদী। সায়ণ। ৫। সপ্ত সংখ্যকা। "গঙ্গাদ্যা নদ্যো মাতরঃ উৎপাদিকা যেষাং জলবিশেষাণাং তে।" সায়ণ। ৬। "Wher, Nasatyas are the three wheels of your triangular car? where the three fastenings and props (of the awning)?" —*Wilson*. ৭। এ ঋকে ও বেদের অন্যান্য স্থলে ৩৩ দেবের উল্লেখ আছে। এ ৩৩ জন বৈদিক দেব কে? "তৈত্তিরীয় সংহিতায়" আছে যে আকাশে ১১, পৃথিবীতে ১১ এবং অন্তরীক্ষে ১১ জন দেব। তৈ, সং, ১।৭।১০।১ "শতপথব্রাহ্মণে বলে ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য দ্যু অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী এই ৩৩ জন দেবতা। শ, ব্রা, ৭।৫।৭।২ "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" বলে যে ১১ প্রযাজ দেব, ১১ অনুযাজ দেব ও ১১ উপযাজ দেব, এই ৩৩ দেবতা। ঐ. ব্র. ২।১৮। "বিষ্ণুপুরাণে" বলে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু, এবং প্রজাপতি ও বষটকার এই ৩৩ জন দেবতা। যাস্কের মতে দেব ৩ জন মাত্র, তাহা ১ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখান হয়েছে। এ ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকে ৩৩ জন দেবের উল্লেখ পেলাম। পরে পুরাণাদি গ্রন্থে ৩৩ কোটি দেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক কার্য বা দৃশ্যকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া দেবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ কার্য সমূহের কর্তা ও নিয়ন্তা যে কেবল এক ঈশ্বর তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্ত, ১২১ সূক্ত ১২৯ সূক্ত এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

৩৫ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ॥

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারমূতয়ে ॥ ১
আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২
যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ ॥ ৩
অভীবৃতং কৃশনৈ র্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ ॥ ৪
বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্রথং হিরণ্য প্রউগং বহন্তঃ।
শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৫
তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥ ৬

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্‌গভীরবেপা অসুর সুনীথঃ ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান ॥ ৭
অষ্টৌ ব্যখ্যৎককুভঃ পৃথিব্যাস্ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্তসিন্ধূন্‌ ।
হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্দধদ্রত্না দাশুষে বার্যাণি ॥ ৮
হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীয়তে ।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি কৃষ্ণেন রজসা দ্যামৃণোতি ॥ ৯
হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্‌ ।
অপসেধন্‌রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥ ১০
যে তে পন্থা সবিতঃ পূর্ব্যাসোঽরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে ।
তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রূহি দেব ॥ ১১

অনুবাদ : ১। রক্ষার জন্য অগ্নিকে প্রথমে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য মিত্র ও বরুণকে এ স্থানে আহ্বান করি, জগতের বিশ্রামহেতুভূত রাত্রিকে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য দেব সবিতাকে আহ্বান করি। ২। অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়ে বারবার ভ্রমণ করে, দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করে, দেব সবিতা হিরণ্ময় রথ দ্বারা ভুবন সমুদয় দেখতে দেখতে ভ্রমণ করছেন। ৩। দেব সবিতা ঊর্ধ্বগামী ও অধোগামী পথ দিয়ে গমন করেন ; সেই অর্চনাভাজন দেব দুটি শ্বেত অশ্ব দ্বারা গমন করেন ; তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করতে করতে দূর দেশ হতে আসছেন। ৪। যজনীয় ও বিচিত্ররশ্মি সবিতা জগৎ সমূহের অন্ধকার বিনাশার্থে তেজ ধারণ করে নিকটস্থ সুবর্ণ বিচিত্রিত, সুবর্ণশংকুযুক্ত বৃহৎ রথে আরোহণ করলেন। ৫। শ্যাব নামক শ্বেত পদযুক্ত অশ্বগণ সুবর্ণযুগ বিশিষ্ট রথ বহন করে জনসমূহের নিকট আলোক প্রকাশ করছেন ; দেব সবিতার সমীপে জনসমূহ ও জগৎসমূহ উপস্থিত আছে। ৬। দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটি লোক আছে, দুটি, দ্যুলোক ও ভূলোক, সূর্যের সমীপস্থ একটি (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদের পথ।(১) রথ যেরূপ আণির উপর অবলম্বন করে, অমর চন্দ্র নক্ষত্রাদি সবিতাকে সেরূপ অবলম্বন করে আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এ বিষয়ে বলুন। ৭। গভীর কম্পন বিশিষ্ট অসুর, সুপর্ণ রশ্মি (২) অন্তরীক্ষাদি (তিন লোক) ব্যাপ্ত করেছে। এক্ষণে সূর্য কোথায় কে জানে? কোন দিব্য লোকে তাঁর রশ্মি বিস্তৃত হয়েছে? ৮। সবিতা পৃথিবীর অষ্ট দিক প্রকাশিত করেছেন, এবং প্রাণীদের তিন জগৎ ও সপ্তসিন্ধু প্রকাশিত করেছেন। সে হিরণ্ময় চক্ষু বিশিষ্ট সবিতা হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় দ্রব্য দান করে এ স্থানে আসুন। ৯। হিরণ্যপাণি বিবিধদর্শনযুক্ত সবিতা উভয় লোকের মধ্যে গমন করছেন, রোগাদি নিরাকরণ করছেন, সূর্যের নিকট যাচ্ছেন(৩) এবং তমোনাশক তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করছেন। ১০। হিরণ্যহস্ত অসুর, সুনেতা, হর্ষদাতা, ও ধনবান সবিতা অভিমুখ হয়ে আসুন ; সে দেব রাক্ষস ও যাতুধান(৪) দের নিরাকরণ করে প্রতিরাতি স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন। ১১। হে সবিতা ! তোমার পথ পূর্বসিদ্ধ, ধূলি রহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্মিত ; সে সুগম পথ সমূহ দিয়ে এসে অদ্য আমাদের রক্ষা কর ; হে দেব ! আমাদের কথা (দেবগণের নিকট) অধিক করে বল।

টীকা : ১। প্রেতপুরুষগণ অন্তরীক্ষ দিয়ে যমলোকে গমন করে। সায়ণ। পুরাণে 'যম' অর্থ কি তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাকে 'যম'

বলত ? বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয় এবং যম ও তাঁর ভগ্নী যমীরও জন্ম হয়। বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে উষাকাল; তাদের যমজ সন্তান কারা ? আচার্য মক্ষমূলরের মতে দিন ও রাতকে প্রথম ঋষিগণ যম ও যমী নাম দিয়েছিলেন। ঋষিগণ, যেরূপ পূর্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করতেন, পশ্চিম দিককে সেরূপ জীবনের অবসান মনে করতেন। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্তর্হিত হতেন, অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করে পরলোকের পথ দেখাতেন। এ রূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হল। *Science of Language*. (২) সায়ণ "অসুর" অর্থে প্রাণদায়ী ও "সুপর্ণ" অর্থে সূর্যরশ্মি করেছেন। কিন্তু অসুর সম্বন্ধে ২৪ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সায়ণ বলেন সূর্য ও সবিতা এক দেব হলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপ, সুতরাং একে অন্যের নিকট গমন করতে পারেন। ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। বেদের "যাতুধান" একপ্রকার মায়াবী পাপমতি জীব, ইরানীদের জেন্দ অবস্থায় তাদের নাম যাতুমান।"

৩৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাং।
অগ্নিং সূক্তেভি র্বচোভিরীমহে যং সীমিদন্য ঈলতে॥ ১
জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং হবিষ্মন্তো বিধেম তে।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা ভবা বাজেষু সন্ত্য॥ ২
প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ॥ ৩
দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্যমা সন্দূতং প্রত্নমিন্ধতে।
বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং যস্তে দদাশ মর্ত্যঃ॥ ৪
মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।
ত্বে বিশ্বা সঙ্গতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকৃণ্বত॥ ৫
তে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমা হূয়তে হবিঃ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি দেবান্ত্সুবীর্যা॥ ৬
তং ধেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিংধতে তিতির্বাংসো অতি স্রিধঃ॥ ৭
ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে।
ভুবৎকণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু॥ ৮
সংসীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।
বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্॥ ৯
যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন।
যং কণ্বো মেধ্যাতিথি র্ধনস্পৃতং যং বৃষা যমুপস্তুতঃ॥ ১০
যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্ব ঈধ ঋতাদধি।
তস্য প্রেষো দীদিয়ুস্তমিমা ঋচস্তমগ্নিং বর্ধয়ামসি॥ ১১
রায়স্পূর্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তেঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যম্।
ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল মহাঁ অসি॥ ১২
ঊর্ধ্ব উ ষূণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভি র্বিহ্বয়ামহে॥ ১৩

ঊর্ধ্বো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ।
কৃধী ন ঊর্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ॥ ১৪
পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫
ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাব্ণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্।
যো মর্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ স রিপুরীশত ॥ ১৬
অগ্নির্বব্নে সুবীর্যমগ্নিঃ কণ্বায় সোভগম্।
অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতা উপস্তুতম্ ॥ ১৭
অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হবামহে।
অগ্নির্নয়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বীতিং দস্যবে সহঃ ॥ ১৮
নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥ ১৯
ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চয়ো ভীমাসো ন প্রতীতয়ে।
রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণং দহ ॥ ২০

অনুবাদ : ১। তোমরা বহু সংখ্যক প্রজা, তোমরা দেবতা কামনা করছ, তোমাদের জন্য মহৎ অগ্নিকে সূক্ত বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করি, অন্য (ঋষিগণও) সে অগ্নির স্তব করে থাকেন। ২। লোকে বলবর্ধনকারী অগ্নিকে অবলম্বন করেছে; হে অগ্নি আমরা হব্য নিয়ে তোমার পরিচর্যা করি; তুমি অন্ন দানে তৎপর হয়ে অদ্য এ কর্মে আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হও এবং আমাদের রক্ষক হও। ৩। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের হোতা এবং সর্বজ্ঞ, আমরা তোমাকে বরণ করি। তুমি মহৎ এবং নিত্য, তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হচ্ছে, তোমার রশ্মি আকাশ স্পর্শ করছে। ৪। হে অগ্নি! তুমি পুরাতন দূত। বরুণ ও মিত্র ও অর্যমা, তোমাকে সম্যকরূপে দীপ্তিমান করছেন। যে মনুষ্য তোমাকে (হব্য) দান করে সে তোমার সহায়তায় সমস্ত ধন জয় করে। ৫। হে অগ্নি! তুমি হর্ষদাতা তুমি দেবগণকে আহ্বান কর; তুমি প্রজাদের গৃহপতি, তুমি দেবগণের দূত। দেবগণ যে সকল অমোঘ ব্রত সম্পাদন করেন তা সমস্তই তোমাতে মিলিত হয়। ৬। হে যুবা অগ্নি! তুমি সৌভাগ্যসম্পন্ন; তোমাকে লক্ষ্য করে সমস্ত হব্য প্রক্ষেপ করা হয়। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হয়ে অদ্যই বা অন্য সময়ে শোভনীয় বীর্যশালী দেবগণকে অর্চনা কর। ৭। যজমানেরা নমস্কারপূর্বক সেই স্বয়ং দীপ্তিমান অগ্নিকে এরূপে উপাসনা করেন। শত্রু বিজিগীষু মানুষেরা হোত্রদের দ্বারা(১) অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে। ৮। দেবগণ প্রহার করে বৃত্রকে হনন করেছেন, উভয় জগৎ এবং অন্তরীক্ষ নিবাসার্থে বিস্তৃত করেছেন। অগ্নি ধনবান্, তিনি গোজয়ার্থে যুদ্ধে শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় সর্বতোভাবে আহূত হয়ে কণ্বকে অভীষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করুন। ৯। হে প্রশস্ত অগ্নি! উপবেশন কর, তুমি মহৎ এবং দেবতাদের অতিশয় কামনা কর, তুমি দীপ্তিপূর্ণ হও। হে মেধাবী উৎকৃষ্ট অগ্নি! গমনশীল ও দর্শনীয় ধূম উৎপাদন কর। ১০। হে হব্যব্যাপী অগ্নি! তুমি অতিশয় পূজাভাজন, সকল দেবগণ মনুর জন্য তোমাকে এই যজ্ঞস্থানে ধারণ করেছিলেন; তুমি ধন দ্বারা প্রীতি সম্পাদন কর; অর্চনাভাজন অতিথি সমেত কণ্ব তোমাকে ধারণ করেছেন, বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে ধারণ করেছেন অন্য স্তোতাও তোমাকে ধারণ করেছেন। ১১। অর্চনাভাজন অতিথিপ্রিয় কণ্ব অগ্নিকে আদিত্য হতেও অধিক দীপ্তিমান করেছেন। সে অগ্নির গমনশীল রশ্মি দীপ্তিমান রয়েছে। এ ঋকসমূহ সে অগ্নিকে বর্ধন করে, আমরাও বর্ধন করি।

১২। হে অন্নবান অগ্নি! আমাদের ধন পূরণ কর। তোমার দ্বারা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি প্রসিদ্ধ অন্নের ঈশ্বর, তুমি মহৎ, আমাদের সুখী কর। ১৩। সবিতা দেবের ন্যায় আমাদের রক্ষণের জন্য উন্নত হও, উন্নত হয়ে অন্নদাতা হও, কেন না বিচিত্র যজ্ঞ সম্পাদকদের দ্বারা আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। ১৪। উন্নত হয়ে আমাদের জ্ঞান দ্বারা পাপ হতে রক্ষা কর; সকল রাক্ষস দহন কর; আমাদের উন্নত কর, যেন আমরা জগতে বিচরণ করতে পারি এবং আমাদের হব্যরূপ ধন দেবগণের সদনে বহন কর, যেন আমরা জীবিত থাকতে পারি। ১৫। হে বৃহৎরশ্মি যুবা অগ্নি! আমাদের রাক্ষস হতে রক্ষা কর; যে ধন দান করে না এরূপ ধূর্ত লোক হতে রক্ষা কর; হিংসক পশু হতে রক্ষা কর এবং জিঘাংসাপরায়ণ শত্রু হতে রক্ষা কর। ১৬। হে তপ্তরশ্মিযুক্ত অগ্নি! যেরূপ কঠিন দণ্ড দ্বারা লোকে (ভাণ্ডাদি) নষ্ট করে, সেরূপ যারা ধন দান করে না তাদের সর্বদা সংহার কর। অন্য যে রিপু আমাদের বিরুদ্ধাচারী, অন্য যে মনুষ্য আয়ুধ দ্বারা আমাদের প্রহার করে, তারা যেন আমাদের প্রভু না হয়। ১৭। শোভনীয় বীর্যের জন্য অগ্নিকে যাচ্ঞা করা হয়েছে; অগ্নি কণ্বকে সৌভাগ্য দান করেছেন; অগ্নি আমার মিত্রদের রক্ষা করেছেন; অর্চনাভাজন অতিথি বিশিষ্ট ঋষিকে রক্ষা করেছেন; এবং ধনাদি দানার্থে অন্য যে কেউ অগ্নির স্তুতি করেছে তাকে রক্ষা করেছেন। ১৮। দস্যুদমনকারী অগ্নির সাথে তুর্বশু ও যদু উগ্রাদেবকে দূরদেশ হতে আহ্বান করি; অগ্নি নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ ও তুর্বীতিকে এ স্থানে আনুন (২)। ১৯। হে অগ্নি! তুমি জ্যোতিরূপ; বিবিধ জাতীয় মানুষের জন্য মনু তোমাকে স্থাপন করেছিলেন; হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন হয়ে, হব্য দ্বারা তৃপ্ত হয়ে, কণ্বের প্রতি দীপ্তিমান হয়েছ; মানুষেরা তোমাকে নমস্কার করে। ২০। অগ্নির অর্চিঃ প্রদীপ্ত, বলবান ও ভয়ঙ্কর, এবং তাকে প্রত্যয় করা যায় না। হে অগ্নি! রাক্ষসদের, যাতুধানদের এবং বিশ্বভক্ষক শত্রুকে দহন কর।

টীকা ঃ ১। সে হোত্রগণ কারা? "সপ্ত হোত্রী প্রাচী বষট্ কুর্বন্তি।" সায়ণ। সে সাত জন ঋত্বিক বা পুরোহিত এই, যথা (১) যজমান, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, (২) হোতা, যিনি মন্ত্র পাঠ করেন, (৩) উদগাতা, যিনি মন্ত্র গান করেন, (৪) পোতা যিনি হব্য প্রস্তুত করেন, (৫) নেষ্টা, যিনি হব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন, (৬) ব্রহ্মা যিনি সমুদায় তত্ত্বাবধারণ করেন, (৭) রক্ষ যিনি দ্বার রক্ষা করেন। ২। এ ছয় জনকে সায়ণ "রাজর্ষি" বলে বর্ণনা করেছেন। পুরাণে যদু ও তুর্বশু যযাতি নরপতির পুত্রদ্বয়। তুর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন।

৩৭ সূক্ত॥ মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথেশুভং। কণ্বা অভি প্রগায়ত ॥ ১
যে পৃষতীভি ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ। অজায়ন্ত স্বভানবঃ ॥ ২
ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্। নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥ ৩
প্রবঃ শর্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ৪
প্রশংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্ধো মারুতং। জম্ভে রসস্য বাবৃধে ॥ ৫
কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ। যৎসীমন্ত ন ধূনুথ ॥ ৬
নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে। জিহীত পর্বতো গিরিঃ ॥ ৭
যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্বা ইব বিশ্পতিঃ। ভিয়া যামেষু রেজতে ॥ ৮
স্থিরং হি জানমেষাং বয়োমাতু নিরেতবে। যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ ॥ ৯
উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষ্বত্নত। বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥ ১০

ত্যং চিদ্‌ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রম্ । প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ১১
মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন । গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥ ১২
যদ্ধ যান্তি মরুত সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না । শৃণোতি কশ্চিদেষাম্ ॥ ১৩
প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ । তত্রো ষু মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪
অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি বয়মেষাম্ । বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে কণ্বগোত্রোদ্ভব ঋষিগণ, ক্রীড়াশীল ও শত্রুরহিত মরুৎ-সমূহের উদ্দেশে গাও ; তাঁরা রথে শোভা পাচ্ছেন। ২। তাঁরা স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত হয়ে এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগরূপ বাহনের সাথে ও যুদ্ধ গর্জন ও আয়ুধ ও নানারূপ অলংকারের সাথে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ৩। তাঁদের হস্তস্থিত কশা যে শব্দ করছে তা শুনতে পাচ্ছি ; সে কশা যুদ্ধে বল বৃদ্ধি করে। ৪। যাঁরা তোমাকে বল সমর্থন করেন, শত্রুবর্ষণ করেন, যাঁরা দীপ্যমান যশঃপূর্ণ ও বলবান, সেই মরুৎগণকে হবির উদ্দেশে স্তব কর। ৫। যে মরুৎগণ পৃশ্নিরূপ ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁদের বিনাশরহিত, ক্রীড়াশীল ও প্রসহনশীল তেজ প্রশংসা কর ; বৃষ্টি আস্বাদনে সে তেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬। দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে বীরগণ ! তোমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে ? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারদিক পরিচালিত কর। ৭। হে মরুৎগণ ! তোমাদের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মনুষ্যগণ অবনত হয়েছে, কেন না তোমাদের গতিতে বহু পর্বযুক্ত গিরিও চালিত হয়। ৮। তাঁদের গতিক্রমে পদার্থ সমূহ বিক্ষিপ্ত হতে লাগল ; পৃথিবীও বৃদ্ধ ও জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয়। ৯। তাঁদের জন্মস্থান আকাশ অবিচলিত ; তাঁদের জননী স্বরূপ আকাশ হতে বল নির্গত হতে পারে ; যেহেতু তাঁদের বল উভয় লোকের সর্বত্র বর্তমান আছে। ১০। তাঁরা শব্দের উৎপাদক, তাঁরা গমন কালে জল বিস্তার করেন এবং গাভীদের হম্বারবপূর্বক জানু পর্যন্ত সে জলে প্রেরণ করেন। ১১। যে মেঘ প্রসিদ্ধ, দীর্ঘ ও পৃথু এবং জল বর্ষণ করে না ও কারও দ্বারা হিংসনীয় নয়, তাকেও মরুৎগণ স্বকীয় গতি দ্বারা চালিত করেন। ১২। হে মরুৎগণ ! যেহেতু তোমাদের বল আছে, মনুষ্যদের নত করেছ, মেঘদেরও নত করেছ। ১৩। যখন মরুৎগণ গমন করেন, তখনই মার্গে সর্বতোভাবে ধ্বনি করেন, তাঁদের ধ্বনি সকলেই শুনতে পায়। ১৪। বেগবান বাহন দ্বারা শীঘ্র এস, কণ্বেরা তোমাদের পরিচর্যা প্রস্তুত করেছে ; তাদের প্রতি তৃপ্ত হও। ১৫। তোমাদের তৃপ্তির জন্য হব্য রয়েছে, আমরা সমস্ত পরমায়ু জীবিত থাকবার জন্য তোমাদের ভৃত্য হয়ে আছি।

৩৮ সূক্ত ঃ মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১
ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ। ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি ॥ ২
ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা। ক্বোঽবিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩
যদ্যূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্তাসঃ স্যাতন। স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥ ৪
মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ। পথা যমস্য গাদুপ ॥ ৫
মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥ ৬
সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ॥ ৭
বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥ ৮

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহনে। যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥ ৯
অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্। অরেজন্ত প্র মানুষঃ ॥ ১০
মরুত বীলুপানিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু। যাতেমখিদ্রয়ামভি ॥ ১১
স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাম্। সুসংস্কৃতা অভীশবঃ ॥ ১২
অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্। অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥ ১৩
মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৪
বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং। অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ! তোমরা স্তুতিপ্রিয় এবং তোমাদের জন্য কুশ ছিন্ন হয়েছে। পিতা পুত্রকে যেরূপ দুটি হস্ত দ্বারা ধারণ করে, আমাদের সেরূপ ধারণ করবে? ২। তোমরা এখন কোথায়? কখন তোমরা আগমন করবে? আকাশ হতে এস, পৃথিবী হতে যেও না; যজমানের গাভীসমূহের ন্যায় তোমাকে কোথায় ডাকছে? ৩। তোমাদের নূতন ধন কোথায়? তোমাদের শোভনীয় দ্রব্য কোথায়? তোমাদের সমস্ত সৌভাগ্য কোথায়? ৪। হে পৃশ্নি-পুত্রগণ! যদি তোমরা মনুষ্য হতে, তোমাদের স্তোতা অমর হত। ৫। তৃণের মধ্যে মৃগ যেরূপ সেবা রহিত হয় না, তোমার স্তোতাও সেরূপ তোমার সেবা রহিত হত না; কদাচ যমের পথে যেত না। ৬। নিঃঋতি (১) অতিশয় বলবতী এবং তাকে বিনাশ করা যায় না। যেন সে নিঃঋতি আমাদের না বধ করে; যেন সে আমাদের তৃষ্ণার সাথে বিলুপ্ত হয়। ৭। দীপ্তিমান ও বলবান রুদ্রীয়গণ সত্যই (২) মরুভূমিতেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন। ৮। প্রসূত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেরূপ মরুৎগণের সেবা করছে, সুতরাং মরুৎগণ বৃষ্টি দান করলেন। ৯। মরুৎগণ উদকধারী পর্জন্য (৩) দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করছেন। ১০। মরুৎগণের গর্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমন্তাৎ কম্পিত হয়, মনুষ্যগণ কম্পিত হয়। ১১। হে মরুৎগণ! দৃঢ় পদ অশ্ব দ্বারা বিচিত্র তটযুক্ত নদীর তীর দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে গমন কর। ১২। তোমার রথের নেমি সমুদয় দৃঢ় হোক, রথ অশ্বগণও দৃঢ় হোক, তোমাদের বল্গা দৃঢ় হোক। ১৩। ব্রহ্মণস্পতি (৪) ও অগ্নি এবং দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতাস্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদের সম্মুখে তাঁদের বর্ণন কর। ১৪। মুখে শ্লোক রচনা কর, পর্জন্যের ন্যায় তা বিস্তার কর; উক্থস্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ কর। ১৫। দীপ্তিমান স্তুতিযোগ্য এবং অর্চনোপেত মরুৎগণকে বন্দনা কর; আমাদের এ কার্যে যেন তাঁরা বর্ধনশীল হন।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ পাপ। ২৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখুন। ২। রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'পর্জন্য' অর্থে 'মেঘ'। সায়ণ। এরপর ৮৩ ও অন্যান্য সূক্তে পর্জন্যকে দেব বলে স্তুতি করা হয়েছে। ৪। ব্রহ্মণস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

৩৯ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত।

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥ ১

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ২
পরা হ যৎস্থিরং হথ নরো বর্তয়থা গুরু।
বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্বতানাম্ ॥ ৩
নহি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে ॥ ৪
প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥ ৫
উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
আ বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬
আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে।
গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥ ৭
যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্যেষিত আ যো নো অভ্ব ঈষতে।
বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥ ৮
অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।
অসামিভির্মরুত আ ন ঊতিভির্গন্তা বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ ॥ ৯
অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ।
ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন সৃজত দ্বিষম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে কম্পনকারী মরুৎগণ! যখন দূর হতে আলোকের ন্যায় তোমাদের মাননীয় তেজ এ স্থানে নিক্ষেপ কর; তখন তোমরা কার যজ্ঞ দ্বারা, কার স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট হও, কোথায় কোন যজমানের নিকট গমন কর? ২। তোমাদের আয়ুধ সমূহ শত্রুদের প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় হোক; শত্রুদের প্রতিরোধার্থ কঠিন হোক; তোমাদের বল স্তুতিভাজন হোক; আমাদের নিকট ছদ্মচারী মানুষের বল যেন স্তুতি-ভাজন না হয়। ৩। হে নরসমূহ! যখন স্থির বস্তুকে তোমরা ভগ্ন কর, গুরু বস্তুকে যখন পরিচালিত কর, তখন পৃথিবীর বন বৃক্ষের মধ্য দিয়ে ও পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে তোমরা গমন কর। ৪। হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ! দ্যুলোকে তোমাদের শত্রু নেই, পৃথিবীতেও নেই। হে রুদ্রপুত্রগণ (১)! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদের) ধর্ষণার্থে তোমাদের বল শীঘ্র বিস্তৃত হোক। ৫। মরুৎগণ পর্বতসমূহকে বিশেষরূপে কম্পিত করছেন, বনস্পতিদের বিযুক্ত করছেন। হে দেব মরুৎগণ! সমস্ত দলের সাথে তোমরা উন্মত্তের ন্যায় সর্বস্থানে গমন কর। ৬। তোমরা বিন্দু চিহ্নিত মৃগ রথে সংযুক্ত করেছ। লোহিত মৃগ প্রষ্টি (২) হয়ে রথ বহন করছে। পৃথিবী তোমাদের আগমন শ্রবণ করছে, মানুষেরা ভীত হয়েছে। ৭। হে রুদ্র পুত্র মরুৎগণ! পুত্রের জন্য শীঘ্র তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করি। পূর্বে আমাদের রক্ষণের জন্য যেরূপ এসেছিলে, সেরূপ ভীতিযুক্ত কণ্বের নিকট শীঘ্র এস। ৮। যে কোন শত্রু তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষ কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে আমাদের সম্মুখীন হয়, তার খাদ্য এবং বল হরণ কর, তোমাদের সহায়তা হরণ কর। ৯। হে মরুৎগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞভাজন এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, তোমরা কণ্বকে ধারণ কর বিদ্যুৎ যেরূপ বৃষ্টি নিয়ে আসে, তোমরাও সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে আমাদের নিকট এস। ১০। হে শোভনীয় দানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা সম্পূর্ণ তেজ

ধারণ কর ; কম্পনকারীগণ ! তোমরা সম্পূর্ণ বল ধারণ কর ; ঋষিদ্বেষী ক্রোধপরবশ শত্রুর প্রতি ইষুর ন্যায় তোমার ক্রোধ প্রেরণ কর ।

টীকা : ১ । 'রুদ্রাস' শব্দের অর্থ 'রুদ্রপুত্রা মরুতঃ।' রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন । ২ । 'বাহনত্রয়-মধ্যবর্তী-যুগবিশেষঃ" সায়ণ । মক্ষমূলর প্রষ্টি অর্থ 'Leader' করেছেন ।

৪০ সূক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবতা । ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি । প্রাগাথ বার্হত ।

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্তেমহে ।
উপ প্র যন্তু মরুত সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা ॥ ১
ত্বামিদ্ধি সহস্পুত্র মর্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে ।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে ॥ ২
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা ।
অচ্ছা বীরং নর্যং পংক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥ ৩
যো বাধতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ ।
তস্মা ইলাং সুবীরামা যজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥ ৪
প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতি র্মন্ত্রং বদত্যুকথ্যম্ ।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংসি চক্রিরে ॥ ৫
তমিদ্বোচেমা বিদথেষু শম্ভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্ ।
ইমাঞ্চ বাচং প্রতিহর্যতা নরো বিশ্বেদ্বামা বো অশ্নবৎ ॥ ৬
কো দেবয়ন্তমশ্নবজ্জনং কো বৃক্তবর্হিষম্ ।
প্র প্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিতান্তর্বাবৎক্ষয়ং দধে ॥ ৭
উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে চিৎসুক্ষিতিং দধে ।
নাস্য বর্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে অস্তি বজ্রিণঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১ । হে ব্রহ্মণস্পতি ! উত্থান কর : দেবতা কামনা করে আমরা তোমাকে যাচঞা করছি । শোভনীয় দানযুক্ত মরুৎগণ নিকট দিয়ে গমন করুন, হে ইন্দ্র ! তুমি সঙ্গে থেকে সোমরস সেবন কর । ২ । হে বলপুত্র ! (শত্রুদের মধ্যে) প্রক্ষিপ্ত ধনের জন্য মনুষ্য তোমাকে স্তুতি করে ; হে মরুৎগণ ! যে মনুষ্য তোমাদের স্তুতি করে, সে শোভনীয় অশ্বযুক্ত ও শোভনীয় বীর্যযুক্ত ধন লাভ করে । ৩ । ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট আসুন, সুনৃতা দেবী (১) আসুন, দেবগণ শত্রুকে দূরে প্রেরণ করুন, আমাদের হিতকারী ও হব্যযুক্ত যজ্ঞে নিয়ে যান । ৪ । যে মনুষ্য ঋত্বিককে গ্রহণযোগ্য ধন দান করে, সে ক্ষয় রহিত অন্নলাভ করে ; তাঁর জন্য আমরা ইলার নিকট যাচঞা করব । ইলা সুবীরা, তিনি শত্রুকে হনন করেন, তাঁকে কেহ হনন করতে পারে না । ৫ । ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন (২) । সে মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন । ৬ । হে দেবগণ সুখের উৎপত্তি হেতু এবং হিংসা দোষ রহিত সে মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করি । হে নেতৃগণ ! যদি তোমরা এ বাক্য কামনা কর তা হলে সকল কমনীয় বাক্য তোমাদের নিকট উপনীত হবে । ৭ । যিনি দেবগণকে কামনা করেন, তাঁর নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আসে ? যিনি যজ্ঞের জন্য কুশ ছিন্ন করেন, তাঁর নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আসে ? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিকদের সাথে যজ্ঞ স্থানে প্রস্থান করেছেন, অন্তঃস্থিত বহু ধনোপেত গৃহে

গমন করেছেন। ৮। ব্রহ্মণস্পতি আপন শরীরে বল সংগ্রহ করুন, রাজগণের সাথে তিনি শত্রু হনন করেন, ভয়ের সময় তিনি স্বস্থানে স্থির থাকেন। তিনি বজ্রধারী, মহা যুদ্ধে কিম্বা স্বল্প যুদ্ধে তাঁকে প্রোৎসাহ অথবা নিরুৎসাহ করে এরূপ কেউ নেই।

টীকা : ১। "সুনৃতা দেবী প্রিয়সত্যরূপা বাগ্দেবতা।" সায়ণ। ২। ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র এবং ব্রহ্মণস্পতি প্রার্থনা স্বরূপ দেব, তা এ সূক্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

৪১ সূক্ত ॥ বরুণ প্রভৃতি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা। নূ চিৎস দভ্যতে জনঃ ॥ ১
যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্যং রিষঃ। অরিষ্ট সর্ব এধতে ॥ ২
বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজান এষাম্। নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥ ৩
সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে। নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ ॥ ৪
যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা। প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ ॥ ৫
স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা। অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥ ৬
কথা রাধাম সখায়ঃ স্তোমং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। মহি প্সরো বরুণস্য ॥ ৭
মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তম্। সুম্নৈরিদ্ব আ বিবাসে ॥ ৮
চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ। ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত বরুণ ও মিত্র ও অর্যমা(১) যাকে রক্ষা করেন, কেউ তার হিংসা করতে পারে না। ২। তাঁরা যে লোককে নিজের হস্ত দ্বারা ধনপূর্ণ করেন ও হিংসক হতে রক্ষা করেন, সে লোক কারও দ্বারা হিংসিত না হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩। বরুণাদি রাজগণ সে লোকদের জন্য শত্রুদের দুর্গ বিনাশ করেন, শত্রুদেরও বিনাশ করেন; পরে সে লোকদের পাপ সমূহ অপনয়ন করেন। ৪। হে আদিত্যগণ! তোমাদের যজ্ঞে আসবার পথ সুখগম্য ও কণ্টকরহিত; এ যজ্ঞে তোমাদের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নি। ৫। হে নেতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ঋজুপথ দিয়ে আস, সে যজ্ঞ তোমাদের উপভোগ্য হোক। ৬। হে আদিত্যগণ! সে (তোমাদের অনুগৃহীত) মানুষ কারও দ্বারা হিংসিত না হয়ে সমস্ত রমণীয় ধন সম্মুখেই প্রাপ্ত হয় এবং নিজের সদৃশ অপত্য প্রাপ্ত হয়। ৭। হে সখাগণ! মিত্র ও অর্যমা ও বরুণের মহত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করব? ৮। হে মিত্রাদিদেবগণ! দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানকে যে হনন করে, এবং যে কটু বলে, তার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের নিকট অভিযোগ করি না; আমি ধন দ্বারা তোমাদের পরিতৃপ্ত করি। ৯। অক্ষক্রীড়ায় যে লোক চার কপর্দক হস্তে ধারণ করে, সে কপর্দক ক্ষেপণ পর্যন্ত যেরূপ তাকে অপর পক্ষ ভয় করে, সেরূপ যজমান পরের নিন্দা করতে ভয় করে।

টীকা : ১। মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ২ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। বরুণ ও মিত্রের সাথে অর্যমাকে অনেক স্থানে স্তুতি করা হয়। অর্যমা কে? ৯০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় সায়ণ বলেন "অর্যমা অহোরাত্রবিভাগস্য কর্তা সূর্যঃ।" অন্য এক স্থানে সায়ণ লিখেছেন যে মিত্র ও বরুণ দিন ও রাত। "অর্যমা উভয়োর্মধ্যবর্ত্তী দেবঃ।" ১৪ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন।

৪২ সূক্ত । পূষা দেবতা । ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ । সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ ॥ ১
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি । অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২
অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং । দূরমধি স্রুতেরজ ॥ ৩
ত্বং অস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্য চিৎ । পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্ ॥ ৪
আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে । যেন পিতৄনচোদয়ঃ ॥ ৫
অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম । ধনানি সুষণা কৃধি ॥ ৬
অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু । পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে । পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮
শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্ । পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯
ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি । বসূনি দস্মমীমহে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে পূষা (১) পথ পার করিয়ে দাও, পাপ বিনাশ কর ; হে মেঘপুত্র দেব ! আমাদের অগ্রে যাও। ২। হে পূষা ! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেউ আমাদের (বিপরীত পথ) দেখিয়ে দেয়, তাকে পথ হতে দূর করে দাও। ৩। সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হতে দূরে তাড়িয়ে দাও। ৪। যে কেউ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্ট-সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা ! তার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা দলিত কর। ৫। হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান পূষা ! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করেছিলে, তোমার সে রক্ষণা প্রার্থনা করছি। ৬। হে সর্বধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা ! তুমি অনন্তর ধনসমূহ দানে পরিণত কর্। ৭। বিঘ্নকারী শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদের নিয়ে যাও ; হে পূষা ! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ৮। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদের নিয়ে যাও, পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়। হে পূষা ! তুমি এ (পথে) আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ৯। (আমাদের অনুগ্রহ করতে) সক্ষম হও, আমাদের গৃহ ধনে পরিপূর্ণ কর, অভীষ্টবস্তু দান কর, আমাদের তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদের উদর পূরণ কর ; হে পূষা ! তুমি এ পথে আমাদের রক্ষণের উপায় কর। ১০। আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্ত দ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচঞা করি(২)।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন 'পূষা' অর্থে 'জগৎ-পোষকপৃথিব্যাভিমানিদেবঃ।' এটি সায়ণের ভ্রম। যাস্ক নিরুক্তকে লিখেছেন, "সর্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ।" অর্থাৎ পূষা সূর্য। এ অর্থই সঙ্গত এবং সকল পণ্ডিতদের সম্মত। "The sun as viewed by shephards". Max Muller. মেঘ হতে অনেক সময় সূর্য বার হন, এ জন্য পূষাকে মেঘপুত্র বলা হয়েছে। ২। এ সূক্তের কোন কোন ঋক, বিশেষ করে ৮ ঋক হতে প্রতীয়মান হয় যে সে সময়ের হিন্দু আর্যদের মধ্যে কোন কোন অংশ মেষপালক ব্যবসায় অবলম্বন করে সুন্দর তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করত। পূষা বিশেষরূপে তাদেরই রক্ষক, অতএব তিনি ভ্রমণে পথদর্শক। সে কালে ভ্রমণে কি রূপ বিপদ আপদ ছিল তাও এ সূক্ত হতে জানা যায়।

৪৩ সূক্ত। রুদ্র প্রভৃতি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে॥ ১
যথা নো অদিতিঃ করৎপশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্॥ ২
যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ॥ ৩
গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং। তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে॥ ৪
যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ॥ ৫
শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে॥ ৬
অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাম্। মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণম্॥ ৭
মা নঃ সোম পরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত। আ ন ইন্দো বাজেভজ॥ ৮
যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোমঃ বেদঃ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্ত অভীষ্ট বর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র (১) আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন, কবে তাঁর উদ্দেশে সুখকর স্তোত্র পাঠ করব? ২। যা দিয়ে অদিতি আমাদের জন্য, পশুর জন্য, মানুষের জন্য; গাভীর জন্য এবং আমাদের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় প্রদান করেন। ৩। যা দিয়ে মিত্র ও বরুণ ও রুদ্র ও সমান প্রীতিযুক্ত সকল দেবগণ আমাদের অনুগ্রহ করেন। ৪। রুদ্র স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক এবং উদকরূপ ঔষধিযুক্ত, তাঁর নিকট আমরা (বৃহস্পতি পুত্র) শংযুর ন্যায় সুখ যাচঞা করি। ৫। যে রুদ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিবাসের হেতু। ৬। আমাদের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন। ৭। হে সোম! আমাদের প্রচুর পরিমাণে শত মানুষের ধন দান কর এবং মহৎ ও প্রভূত বলযুক্ত অন্ন দান কর। ৮। সোমপ্রতিবন্ধকেরা ও শত্রুগণ আমাদের যেন হিংসা না করে। হে সোম! আমাদের অন্ন দান কর। ৯। হে সোম! তুমি অমর ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃস্থানীয় হয়ে যজ্ঞগৃহে তোমার প্রজাদের কামনা কর; যে প্রজাগণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাদের জান।

টীকা ঃ ১। ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে রুদ্রকে অগ্নির রূপ বলে বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা দেখেছি। সে ঋক সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে বলেন 'অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।' সায়ণ বলেন "রুদ্রায় ক্রুরায় অগ্নয়ে।" অতএব উভয় যাস্ক ও সায়ণের মতে রুদ্র শব্দের অর্থ অগ্নি। ৩৯ সূক্তের ৪ ঋকে মরুৎগণকে 'রুদ্রাসঃ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাও আমরা দেখেছি। সায়ণ। 'রুদ্রাসঃ' অর্থে 'রুদ্রপুত্রা মরুতঃ' করেছেন। অতএব রুদ্র মরুৎগণের পিতা। রুদ্ ধাতুর একটি অর্থ শব্দ করা অথবা গর্জন করা বা রোদন করা অতএব রুদ্র অগ্নিরূপী ঝড়ের পিতা শব্দায়মান দেব। এ হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ। এক্ষণে আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের আদিম বৈদিক অর্থ পেলাম। ঋগ্বেদে ব্রহ্মণস্পতি অর্থে স্তুতি দেব ১৮ সূক্ত দেখুন, বিষ্ণু অর্থে সূর্য দেব ২২ সূক্ত দেখুন, রুদ্র অর্থে বজ্রদেব। সকল ঐশ্বরিক কাজের এক ঈশ্বরকে ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা বা হিরণ্যগর্ভ নাম দেওয়া হয়েছে —১০ মণ্ডলের ৮২ ও ১২১ সূক্ত দেখুন। ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পর এই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, পালন, ও বিনাশ এ তিনটি কাজ পৃথক পৃথক নির্দেশ করবার জন্য ঋষিগণ তিনটি নামের অন্বেষণ করলেন। তাঁরা নূতন নাম উদ্ভাবন না করে

প্রাচীন বৈদিক নামই গ্রহণ করলেন। স্তুতি দেব ব্রহ্মণস্পতির নাম নিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্যকে ব্রহ্মা নাম দিলেন। সূর্যদেব বিষ্ণুর নাম নিয়ে ঈশ্বরের পালন কার্যকে বিষ্ণুর নাম দিলেন। বজ্রদেব রুদ্রের নাম নিয়ে ঈশ্বরের বিনাশ কার্যকে রুদ্র নাম দিলেন।

৪৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। প্রগাথ বার্হত।

সগ্নে বিবস্বদুষশ্চিত্রং বাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ ॥ ১
জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ২
অদ্যা দূতা বৃণীমহে বসুমগ্নিং পুরুপ্রিয়ম্।
ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ম্ ॥ ৩
শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে।
দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু ॥ ৪
স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন।
অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন ॥ ৫
সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ্য মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ।
প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ু জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনম্ ॥ ৬
হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে।
স আ বহ পুরুহূত প্রচেতসোঽগ্নে দেবাঁ ইহ দ্রবৎ ॥ ৭
সবিতারমুষসমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ।
কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর ॥ ৮
পতি র্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশামসি।
উষর্বুধ আ বহ সোমপীতয়ে দেবাঁ অদ্য স্বর্দৃশঃ ॥ ৯
অগ্নে পূর্বা অনুষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ।
অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোঽসি যজ্ঞেষু মানুষঃ ॥ ১০
নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজম্।
মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্যম্ ॥ ১১
যদ্দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতোঽন্তরো যাসি দূত্যম্।
সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাস ঊর্ময়োঽগ্নে র্ভ্রাজন্তে অর্চয়ঃ ॥ ১২
শ্রুধি শ্রুত্কর্ণ বহ্নিভি র্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ।
আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরম্ ॥ ১৩
শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
পিবতু সোমং বরুণো ধৃতব্রতোঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি অমর এবং সর্ব ভূতজ্ঞ তুমি উষার নিকট হতে নিবাসযুক্ত ও বিচিত্র ধন হব্যদাতা যজমানকে এনে দাও; অদ্য ঊষাকালে জাগরিত দেবগণকে নিয়ে এস। ২। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের সেবিত দূত, তুমি হব্য বহন কর, তুমি যজ্ঞের রথী; তুমি অশ্বিদ্বয় ও উষার সাথে শোভনীয় বীর্যযুক্ত ও প্রভূত ধন আমাদের দান কর। ৩। অগ্নি দূত, নিবাসের হেতু, অনেকের প্রিয়, ধূমরূপ ধ্বজাযুক্ত প্রসিদ্ধ জ্যোতি দ্বারা অলংকৃত এবং ঊষাকালে যজমানদের যজ্ঞ

সেবন করেন ; সে অগ্নিকে অদ্য আমরা বরণ করি। ৪। অগ্নি শ্রেষ্ঠ, যবিষ্ঠ সদা অতিথি, সকলের আহূত, হব্যদাতার প্রতি প্রীত এবং সর্বভূতজ্ঞ ; ঊষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ আমি তাঁকে স্তুতি করি। ৫। হে অমর বিশ্বপালক, হব্যবাহী ও যজ্ঞার্হ অগ্নি ! তুমি বিশ্বের ত্রাণকর্তা, মরণরহিত ও যজ্ঞনির্বাহক ; আমি তোমাকে স্তুতি করব। ৬। হে যুবতম অগ্নি ! তুমি স্তোতার স্তুতিভাজন ও তোমার শিখা আনন্দদায়ী, তুমি আহূত হয়ে আমাদের অভিপ্রায় উপলব্ধি কর। প্রস্কণ্ব জীবিত থাকে এ জন্য তার আয়ুঃ বৃদ্ধি করে দাও, সে দেবপরায়ণ জনকে সম্মান কর। তুমি হোমনিষ্পাদক ও সর্বজ্ঞ, তোমাকে লোকে দীপ্তিমান করে ; হে অগ্নি ! তুমি অনেকের আহূত, প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণকে শীঘ্র এ যজ্ঞে নিয়ে এস। ৮। হে শোভণীয় যজ্ঞযুক্ত অগ্নি ! রাত্রের পর প্রভাতে সবিতা ঊষা অশ্বিদ্বয় ভগ ও অগ্নিকে নিয়ে এস ; হব্যবাহী, কণ্বেরা সোম অভিষব করে তোমাকে জ্বালাচ্ছে। ৯। হে অগ্নি ! তুমি লোকদের যজ্ঞের পালক, তুমি দেবগণের দূত, ঊষাকালে জাগরিত সূর্যদর্শী দেবগণকে অদ্য সোমপানার্থে নিয়ে এস। ১০। হে প্রভাত-সম্পন্ন ধনবান অগ্নি ! তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্বগামী ঊষার পর দীপ্ত হও ; তুমি গ্রামসমূহে রক্ষক, যজ্ঞসমূহে পুরোহিত, ও বেদীর পূর্বে মানুষ। ১১। হে অগ্নি ! তুমি যজ্ঞের সাধন, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত এবং শত্রুদের আয়ুঃক্ষয়কারী, তুমি দেবগণের দূত ও অমর, আমরা মনুর ন্যায় তোমাকে যজ্ঞস্থানে স্থাপন করি। ১২। মিত্রদের পূজক হে অগ্নি ! যখন যজ্ঞমধ্যে পুরোহিত রূপে তুমি দেবগণের দূতের কর্ম সম্পাদন কর, তখন তোমার সমুদ্রের প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্ত ঊর্মি সমূহের ন্যায় অর্চিঃসমূহ দীপ্তিমান হয়। ১৩। হে অগ্নি ! তোমার কর্ণ শ্রবণসমর্থ, আমাদের বচন শ্রবণ কর ; মিত্র ও অর্যমা ও অন্য যে দেবগণ প্রাতঃকালে দেবযজ্ঞে গমন করেন, তোমার সহগামী সে হব্যবাহী দেবগণের সাথে এ যজ্ঞ লক্ষ্য করে কুশে উপবেশন করুন। ১৪। মরুৎগণ দানশীল, অগ্নিজিহ্ব এবং যজ্ঞবর্ধন করেন, তাঁরা আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ; ধৃতব্রত বরুণ অশ্বিদ্বয় ও ঊষার সাথে সোমপান করুন।

সূক্ত ৪৫ ॥ অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্ ॥ ১
শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তানে্রাহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ ॥ ২
প্রিয়মেধবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ।
অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবম্ ॥ ৩
মহিকেরব ঊতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা ॥ ৪
ঘৃতাহবন সন্ত্যেমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ।
যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা ॥ ৫
ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ।
শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোড়্হবে ॥ ৬
নি ত্বা হোতারমৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমম্।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু ॥ ৭

আ ত্বা বিপ্রা আচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভি প্রয়ঃ ।
বৃহদ্ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্তায় দাশুষে ॥ ৮
প্রাতর্যাবৃণঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য ।
ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরা সাদয়া বসো ॥ ৯
অর্বাঞ্চং দৈব্যং জনমগ্নে যক্ষ্ব সহূতিভিঃ ।
অয়ং সোমঃ সুদানবস্তং পাত তিরো অহ্ন্যম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি এ যজ্ঞে বসুদের, রুদ্রদের, এবং আদিত্যদের অর্চনা কর এবং শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত ও জলসেককারী মনুজাত জনকেও অর্চনা কর। ২। হে অগ্নি! বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফলদান করেন; হে অগ্নি! তোমার রোহিত নামক অশ্ব আছে এবং তুমি স্তুতিভাজন, তুমি সে ত্রয়স্ত্রিংশ (১) দেবগণকে এ স্থানে নিয়ে এস। ৩। হে অগ্নি! তুমি প্রভূতকর্মা এবং সর্বভূতজ্ঞ। প্রিয়মেধা, অত্রি, বিরূপ ও অঙ্গিরা নামক ঋষিদের আহ্বান যেরূপ শ্রবণ করেছিলে সেরূপ প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ কর। ৪। অগ্নি যজ্ঞ সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ আলোক দ্বারা দীপ্যমান হন প্রৌঢ়কর্মা প্রিয়মেধাগণ রক্ষার জন্য অগ্নিকে আহ্বান করেছিলেন। ৫। কণ্বের পুত্রেরা যে স্তুতি দ্বারা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করছেন, হে ঘৃতাহুত ফলপ্রদ অগ্নি! সে স্তুতিসমূহ শ্রবণ কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত ও বিবিধ অন্নযুক্ত এবং বহুলোকের প্রিয়; তোমার দীপ্তিরূপ কেশ আছে; মানুষেরা তোমাকে হব্য বহনের জন্য আহ্বান করে। ৭। হে অগ্নি! তুমি আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং বহুধন দাতা, তোমার কর্ণ শ্রবণসমর্থ, তোমার খ্যাতি বহু বিস্তৃত; মেধাবীগণ তোমাকে যজ্ঞে স্থাপন করেছেন। ৮। হে অগ্নি! হব্যদাতার জন্য হব্য ধারণ করে মেধাবী ঋত্বিকেরা সোম অভিষুত করে অন্নের নিকট তোমাকে আহ্বান করছে; তুমি মহান ও প্রভাসম্পন্ন। ৯। হে অগ্নি! তুমি বল দ্বারা উৎপন্ন, তুমি ফলদাতা এবং নিবাস হেতু; অদ্য এ স্থানে প্রাতে আগমনকারী দেবগণকে ও দৈব্য জনকে সোম পানার্থে কুশের উপর আনয়ন কর। ১০। হে অগ্নি! সম্মুখস্থ দৈব্য জনকে (২) দেবগণের সাথে সমান আহ্বান দ্বারা অর্চনা কর; হে দানশীল দেবগণ! এ সোম তোমাদের জন্য কল্য প্রস্তুত হয়েছে, এ পান কর।

টীকা ঃ ১। ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন। ২। প্রথম, নবম ও দশম ঋকে যে মনুজাত দেবতারূপ প্রাণীর উল্লেখ আছে, তাঁরা কে? সম্ভবতঃ ৩ ঋকে উল্লিখিত ঋষিগণ।

সূক্ত ৪৬ ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ১
যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্। ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥ ২
বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাত্ ॥ ৩
হবিষা জারো অপাং পিপর্তি পপুরি নরা। পিতা কুটস্য চার্ষণিঃ ॥ ৪
আদারো বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা। পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুয়া ॥ ৫
যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ। তামস্মে রাসাথামিষম্ ॥ ৬
আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে। যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্ ॥ ৭
অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ। ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবং ॥ ৮
দিবস্কণ্বাস ইন্দবো বসু সিন্ধূনাং পদে। স্বং বব্রিং কুহ ধিত্সথঃ ॥ ৯

অভূদ্ ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্যঃ। ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ ॥ ১০
অভূদ্ পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া। অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ ॥ ১১
তত্তদিদশ্বিনোরবো জরিতা প্রতি ভূষতি। মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ ॥ ১২
বাবসানা বিবস্বতি সোমস্য পীত্যা গিরা। মনুষ্বচ্ছম্ভূ আ গতম্ ॥ ১৩
যুবোরুষা অনু শ্রিয়ং পরিজ্মনোরুপাচরৎ। ঋতা বনথো অক্তুভিঃ ॥ ১৪
উভা পিবতমশ্বিনোভা নঃ শর্ম যচ্ছতম্। অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। প্রিয় উষা এর পূর্বে দেখা দেন নি, ঐ তিনি আকাশ হতে অন্ধকার দূর করছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রভূত স্তুতি করি। ২। যে দর্শনীয় সমুদ্রপুত্র দেবদ্বয় মনের দ্বারা ধন দান করেন এবং আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করলে নিবাসস্থান প্রদান করেন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ যখন প্রশংসিত স্বর্গলোকে অশ্বগণ দ্বারা নীত হয়, তখন আমরা তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করি। ৪। হে নরদ্বয়! পূরণকারী, পালনকারী, যজ্ঞদর্শী ও জলশোষক সূর্য আমাদের হব্য দ্বারা দেবগণকে পূরণ করেন। ৫। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের প্রিয় স্তুতি গ্রহণ করে তোমাদের বুদ্ধি পরিচালক যে তীব্র সোম আছে তা পান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! যে জ্যোতির্ময় অন্ন অন্ধকার বিনাশ করে আমাদের তৃপ্তি দান করে, সে অন্ন আমাদের প্রদান কর। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি সমূহের পারে গমনার্থে নৌকারূপে এস, আমাদের অভিমুখে তোমাদের রথ সংযোজিত কর। ৮। তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রয়েছে, ভূমিতে রথ রয়েছে; সোমরস তোমাদের যজ্ঞ কর্মে মিশ্রিত হয়েছে। ৯। হে কণ্বগণ! অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা কর, দিব্যলোক হতে সূর্যরশ্মি আসে, বৃষ্টির উৎপত্তি স্থানে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে আমাদের নিবাস হেতু জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়; হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের রূপ এর মধ্যে কোন স্থানে রাখতে ইচ্ছা কর? ১০। সূর্যের প্রভা ঊষাকালের আলোক উৎপন্ন করেছিল, সূর্য উদিত হয়ে হিরণ্যের ন্যায় হয়েছিলেন, অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে আপন জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিলেন। ১১। রাত্রের পারে গমনার্থ সূর্যের সুন্দর পথ নির্মিত হয়েছিল, সূর্যের বিস্তৃত দীপ্তি দৃষ্ট হয়েছিল। ১২। অশ্বিদ্বয় হর্ষ নিমিত্ত সোমপান করেন। স্তুতিকারক তাঁদের পুনঃ পুনঃ রক্ষণ কার্য বিভূষিত করেন। ১৩। হে সুখদাতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ মনুতে নিবাস করেছিলে, সেরূপ নিবাস করে সোমপান নিমিত্ত এবং স্তুতির জন্য আগমন কর। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা চতুর্দিকবিচারী; তোমাদের শোভা অনুসরণ করে ঊষা আগমন করুন; রাতে সম্পাদিত যজ্ঞের হব্য তোমরা গ্রহণ কর। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে পান কর, উভয়েই প্রশস্ত রক্ষণ কার্য দ্বারা আমাদের সুখ দান কর।

৪৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত।

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ১
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা রথেনা যাতমশ্বিনা।
কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃণুতং হবাম্ ॥ ২
অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।
অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্ ॥ ৩

ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ।
কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥ ৪
যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা ।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫
সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা ।
রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে ধত্তং পুরুস্পৃহম্ ॥ ৬
যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্বশে ।
অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৭
অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ ।
ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ বর্হিঃ সীদতং নরা ॥ ৮
তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা ।
যেন শশ্বদূহথুর্দাশুষে বসু মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯
উক্থেভিরর্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ নি হ্বয়ামহে ।
শশ্বৎকণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং সোমং পপথুরশ্বিনা ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে যজ্ঞবর্ধয়িতা অশ্বিদ্বয় ! এ অতিশয় মধুর সোম তোমাদের জন্য অভিষুক্ত হয়েছে। এটি কল্য প্রস্তুত হয়েছে, পান কর এবং হব্যদাতা যজমানকে রমণীয় ধন দান কর। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের ত্রিবন্ধন যুক্ত ও ত্রিকোণ ও সুরূপ রথে আগমন কর ; কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদের স্তোত্র পাঠ করছে, তাদের আহ্বান সাদরে শ্রবণ কর। ৩। হে যজ্ঞবর্ধয়িতা অশ্বিদ্বয়। অতিশয় মধুর সোম পান কর ; তার পর হে দস্রদ্বয় ! অদ্য রথে ধন নিয়ে হব্যদাতার নিকট গমন কর। ৪। হে সর্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয় ! কক্ষ্যাত্রয়ে স্থিত যজ্ঞকুশে থেকে মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সিক্ত কর ; হে অশ্বিদ্বয় ! দীপ্তিমান কণ্বপুত্রেরা সোম অভিষব করে তোমাদের আহ্বান করছে। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা উভয়ে যে অভীষ্ট রক্ষণকার্য দ্বারা কণ্বকে রক্ষা করেছিলে, হে শোভনকর্মপালক ! সে রক্ষণকার্যদ্বারা আমাদের রক্ষা কর ; হে যজ্ঞবর্ধক ! সোম পান কর। ৬। হে দস্রদ্বয় ! তোমরা রথে ধন নিয়ে সুদাসকে (১) অন্ন এনে দিয়েছিলে, সেরূপ অন্তরীক্ষ হতে অথবা দ্যুলোক হতে অনেকের বাঞ্ছিত ধন আমাদেরকে দান কর। ৭। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা দূরেই থাক অথবা নিকটেই থাক, সূর্যোদয় কালে সূর্যরশ্মির সাথে নিজ সুনির্মিত রথে আমাদের নিকট এস। ৮। তোমারা সর্বদা যাগসেবী ; তোমাদের সপ্ত অশ্ব তোমাদের নিকটে এনে সবনাভিমুখে নিয়ে যাক ; হে নরদ্বয় ! শুভকর্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্ন দান করে তোমরা কুশে উপবেশন কর। ৯। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা যে রথে ধন নিয়ে হব্যদাতাকে সর্বদা দান করছ, সেই সূর্য রশ্মিপরিবেষ্টিত রথে মধুর সোমপানার্থ আগমন কর। ১০। আমরা রক্ষার জন্য উক্থ দ্বারা ও স্তোত্রদ্বারা প্রভূতধনশালী অশ্বিদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আহ্বান করছি ; হে অশ্বিদ্বয় ! কণ্বপুত্রদের প্রিয় সদনে তোমরা সর্বদাই সোম পান করেছ।

টীকা ঃ ১। "সুদাসে শোভনদানযুক্ত রাজ্ঞে পিজবনপুত্রায়।" সায়ণ। সুদাস পিজবন রাজার পুত্র এবং ঋগ্বেদে উল্লিখিত সকল রাজগণের মধ্যে সুদাসই প্রসিদ্ধ। ভারত আদি দশ জাতি তাঁকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সুদাস তাদের পরাস্ত করেন। ৩ মণ্ডলের ৩৩ সূক্ত এবং ৭ মণ্ডলের ১৮ ও ৮৩ সূক্ত দেখুন। সেই ভারত জাতি কি পরে আবার কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল ? না সুদাসের ভারতদের সাথে যুদ্ধই বহুকাল পরে কুরুক্ষেক্ষেত্রের যুদ্ধ বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে ?

৪৮ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। প্রাগাথ বার্হত

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১
অশ্বাবতী র্গোমতী র্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাম্।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩
উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎকণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাম্ ॥ ৪
আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫
বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি ॥ ৬
এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষান্ ॥ ৭
বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতি ষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৮
উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥ ৯
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্ ॥ ১০
উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ॥ ১১
বিশ্বান্দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েহন্তরিক্ষাদুষস্ত্বম্।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্‌থ্যমুষো বাজং সুবীর্যম্ ॥ ১২
যস্যা রুশন্তো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যম্ ॥ ১৩
যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব ঊতয়ে জুহূরেহবসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ১৪
উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ ॥ ১৫
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবদুহিতা উষা! আমাদের ধন দান করে প্রভাত কর; হে বিভাবরি! প্রভূত অন্ন দান করে প্রভাত কর; হে দেবি! দানশীল হয়ে ধনদান করে প্রভাত কর। ২। উষা অশ্বযুক্তা, গোসম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; প্রজাদের নিবাসের জন্য তাঁর অনেক সম্পত্তি আছে; হে উষা! আমাকে সূনৃত বাক্য, বল এবং ধনবানদের ধন দাও। ৩। উষা পুরাকালে প্রভাত করতেন, অদ্যও প্রভাত করেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জিত হয়, উষা তা সেরূপে প্রেরণ করেন। ৪। হে উষা! তোমার

আগমন হলে বিদ্বান লোকে দানে মনোনিবেশ করে এবং অতিশয় মেধাবী কণ্বঋষি
দানশীল মানবদের প্রসিদ্ধ নাম ঊষাকালেই উচ্চারণ করেন। ৫। ঊষা গৃহকার্যনেত্রী
গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করে আগমন করেন; তিনি জঙ্গম প্রাণীদের (১)
জাগরিত করেন, পদযুক্ত প্রাণীদের গমন করান এবং পক্ষীদের উড়িয়ে দেন।
৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান পুরুষকে কার্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদেরও প্রেরণ
কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না
ঊষা! তুমি প্রভাত হলে, উড্ডীয়মান পক্ষীগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না।
৭। তিনি রথ যোজিত করেছেন; এ সৌভাগ্যবতী ঊষা দূর হতে সূর্যের উদয়
স্থানের উপরস্থ দিব্যলোক হতে শত রথ দ্বারা মানুষের নিকট আসছেন। ৮। তাঁর
প্রকাশ হবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করছে; কেন না সে নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ
করেন এবং সে ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদের এবং শোষণকারীদের দূর করেন।
৯। হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সাথে প্রকাশিত হও, দিনে দিনে
আমাদের প্রভূত সৌভাগ্য এনে দাও এবং অন্ধকার দূর কর। ১০। হে নেত্রী
ঊষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেন না তুমি অন্ধকার দূর
কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে এস; হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদের আহ্বান
শ্রবণ কর। ১১। হে ঊষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তা তুমি গ্রহণ কর;
এবং যে যজ্ঞনির্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সে শুভকর্মাদের হিংসারহিত যজ্ঞে
আনয়ন কর। ১২। হে ঊষা! তুমি অন্তরীক্ষ হতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থে
আনয়ন কর। হে ঊষা! তুমি আমাদের অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্যসম্পন্ন
অন্ন প্রদান কর। ১৩। যে ঊষার জ্যোতি শত্রুদের বিনাশ করে কল্যাণরূপে দৃষ্ট
হয়, তিনি আমাদের সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।
১৪। হে পূজনীয় ঊষা! তোমাকে পূর্ব ঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান
করেছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতিতে তুষ্ট হও।
১৫। হে ঊষা! তুমি অদ্য জ্যোতি দ্বারা আকাশের দ্বারদ্বয় খুলে দিয়েছ, অতএব
আমাদের হিংসক রহিত ও বিস্তীর্ণ গৃহ দান কর, এবং গোযুক্ত অন্ন দান কর।
১৬। হে ঊষা! আমাদের প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন দান কর এবং গাভী
দান কর। হে পূজনীয় ঊষা! আমাদের সর্বশত্রুনাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত
ক্রিয়াসম্পন্ন ঊষা! আমাদের অন্ন দান কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'জরয়ন্তী বৃজনং' আছে, 'অর্থ গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং
জরয়ন্তী রাং পাপয়ন্তী।' সায়ণ। কিন্তু পণ্ডিতবর বেনফে এবং বলেনসন্ এ স্থানে
"জরয়ন্তী" অর্থ জাগরিত করেন এরূপ অর্থ স্থির করেছেন, তদনুসারে মিউয়ার
অনুবাদ করেছেন "She hastens on arousing footed creatures."

৪৯ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ঊষো ভদ্রেভিরা গহি দিবাশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥ ১
সুপেশসং সুখং রথং যমাধ্যস্থা উষস্ত্বম্।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২
বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোহন্তেভ্যস্পরি ॥ ৩

অত্যাজন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্ ।
তাং ত্বামুষর্বসূয়বো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে উষা। দীপ্যমান আকাশের উপর হতে শোভনীয় মার্গ দ্বারা আগমন কর ; অরুণবর্ণ গাভীসমূহ (১) তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে নিয়ে আসুক। ২। হে উষা! তুমি যে সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গদুহিতে। তা দিয়ে অদ্য হব্য দাতা যজমানের নিকট এস। ৩। হে অর্জুনি (২) উষা! তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষীগণ আকাশ প্রান্তের উপরি-ভাগে গমন করে। ৪। হে উষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করে রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর ; কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হয়ে তোমাকে স্তুতি বচন দ্বারা স্তব করেছে।

টীকা : ১। মূলে "অরুণপ্সবঃ" আছে। অর্থ "অরুণবর্ণা গাবঃ" সায়ণ। প্রাতঃকালের কিরণসমূহকে অথবা সে কিরণে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে গাভী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। "অর্জুনি শুভ্রবর্ণ।" সায়ণ। উষার এই বিশেষণ 'অর্জুনি' হতে গ্রীকদিগের মধ্যে Argy-noris এবং সম্ভবত Argos ও Arcadia উৎপন্ন হয়েছে। ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখুন।

৫০ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবম্ । দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ । সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২
অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু । ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য । বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥ ৪
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ । প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু । ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৬
বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ । পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥ ৭
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য । শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ । তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্ ।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ১০
উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্ ।
হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমাণং চ নাশয় ॥ ১১
শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি ।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ১২
উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। সূর্য দীপ্তিমান ও সকল প্রাণীদের জানেন, তাঁর অশ্বগণ (১) তাঁকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য ঊর্ধ্বে বহন করেছে। ২। সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাতের সঙ্গে চলে যায়। ৩। দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করে দেখছে। ৪। হে সূর্য! তুমি মহৎপথ ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করছ। ৫। তুমি

দেবলোকগণের সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যদের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও। ৬। হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক (২)! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর ; ৭। সে আলোর দ্বারা রাতের সাথে দিনকে উৎপাদন করে এবং প্রাণীদের অবলোকন করে তুমি বিস্তীর্ণ দিবালোক ভ্রমণ কর। ৮। হে দীপ্তিমান সর্বপ্রকাশক সূর্য ! হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ। ৯। সূর্য রথবাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদের দ্বারা তিনি গমন করেছেন (৩)। ১০। অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করে আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্যের নিকট গমন করি ; তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ। ১১। হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত সূর্য ! অদ্য উদয় হয়ে এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করে আমার হৃদ্‌রোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর। ১২। আমরা আমাদের হরিমাণ রোগ শুক ও শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি, আমাদের হরিমাণ হরিদ্রায় স্থাপন করি। ১৩। এই আদিত্য সমস্ত তেজের সাথে উত্থিত হয়েছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করেছেন আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না। (৪)

টীকা : ১। মূলে 'কেতবঃ' শব্দ আছে। অর্থ 'সূর্যাশ্বাঃ যদ্বা সূর্যরশ্ময়ঃ।' সায়ণ। কিরণ সমূহকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অশ্বের সাথে তুলনা করা হয়েছে ৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা ও ১৪ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ২। মূলে 'বরুণ' শব্দ আছে, অর্থ অনিষ্টকারক সূর্য। সায়ণ। "অত্র বরুণশব্দেন আদিত্য এব উচ্যতে।" সায়ণ। ৩। ৮ ও ৯ ঋকে সূর্যের সাতটি অশ্বের কথা আছে, তার অর্থ বোধ হয় সূর্যালোকে নিহিত সপ্তবর্ণ রশ্মি। ৪। ১১।১২ ও ১৩ ঋক একটি 'চিত্র' পীড়া আরোগ্যের জন্য সূর্যের উদ্দেশে এ মন্ত্রগুলি পড়তে হয়। কথিত আছে যে সূর্য প্রস্কণ্ব মুনি দ্বারা এরূপে স্তুত হয়ে সে মুনির শ্বেত্রি রোগ ভাল করে দিয়েছিলেন।

৫১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অভি ত্যম্ মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চত ॥ ১
অভীমবন্বন্ স্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতম।
ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ ॥ ২
ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ।
সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং বাবসানস্য নর্তয়ন্ ॥ ৩
ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়ঃ পর্বতে দানুমদ্বসু।
বৃত্রং যদিংদ্র শবসাবধীরহিমাদিত্ সূর্যং দিব্যারোহয়ো দৃশে ॥ ৪
ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত।
ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ॥ ৫
ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরম্।
মহান্তং চিদর্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥ ৬
ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্ধিতা তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে।
তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চ শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥ ৭
বি জানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন ॥ ৮

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো বি জঘান সন্দিহঃ ॥ ৯
তক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ।
আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ ॥ ১০
মন্দিষ্ঠ যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কূ বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।
উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎপুরঃ ॥ ১১
আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যাতস্য প্রভৃতা যেষু মন্দসে।
ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্বাণং শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥ ১২
অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।
মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ১৩
ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।
অশ্বযুর্গব্যূরথযুর্বসূযুরিন্দ্র ইদ্রায়ঃ ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥ ১৪
ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।
অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ববীরাঃ স্মৎসূরিভিস্তব শর্মন্ত্স্যাম ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যাঁকে অনেকে আহ্বান করে, যিনি স্তুতিভাজন এবং ধনের অর্ণব সে মেষ (১) ইন্দ্রকে স্তুতি দ্বারা হৃষ্ট কর। যাঁর কর্ম সূর্যরশ্মির ন্যায় মানুষদের হিতসাধন করে সে ক্ষমতাপন্ন ও মেধাবী ইন্দ্রকে ধন সম্ভোগার্থ অর্চনা কর। ২। ইন্দ্রের আগমন শোভাবিশিষ্ট তিনি অন্তরীক্ষ পূরণ করেন ; তিনি বলসম্পন্ন দর্পহারী ও শতক্রতু। ঋভুগণ রক্ষণে ও বর্ধনে তৎপর হয়ে তাঁর সম্মুখে এসে সহায়তা করেছিলেন এবং উৎসাহ বাক্যদ্বারা প্রোৎসাহ করেছিলেন (২)। ৩। তুমি অঙ্গিরাঋষিদের জন্য মেঘ খুলে দিয়েছ ; শতদ্বার যন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত অত্রিকে তুমিই পথ দেখিয়েছিলে ; তুমি বিমদ ঋষিকে অন্নযুক্ত ধন দিয়েছিলে (৩) এবং যুদ্ধে বর্তমান স্তোতার জন্য তুমি আপন বজ্র চালন করে তাকে রক্ষা করেছিলে। ৪। তুমি জলধারী মেঘ খুলে দিয়েছ, তুমি পর্বতে বৃত্রাদি দানবদের ধন অপহরণ করে রেখেছ। হে ইন্দ্র ! তুমি হত্যাকারী বৃত্রকে বধ করেছিলে এবং তারপর সূর্যকে লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরোহণ করিয়ে দিয়েছিলে। ৫। যারা যজ্ঞ অন্ন আপনাদের মুখে স্থাপন করেছিল,(৪) হে ইন্দ্র ! সে মায়াবীদের তুমি মায়া দ্বারা পরাস্ত করেছিলে। তুমি মানুষের প্রতি প্রসন্নমনা ; তুমি পিপ্রু নগর ধ্বংস করেছিলে এবং ঋজিশ্বান নামক(৫) স্তোতাকে দস্যুদের হস্তে হত্যা হতে সম্যকরূপে রক্ষা করেছিলে। ৬। তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সাথে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে, তুমি অতিথিদের রক্ষার্থ শম্বরকে হনন করেছিলে। তুমি মহান অর্বুদকে পদ দ্বারা আক্রমণ করেছিলে ; (৬) অতএব তুমি দস্যু হত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছ। ৭। তোমাতে সমস্ত বল নিঃসংশয়রূপে নিহিত আছে। তোমার মন সোমপানে হৃষ্ট হয়। তোমার হস্তদ্বয়ে বজ্র আছে তা আমরা জানি, অতএব শত্রুর সমস্ত বীর্য ছেদন কর। ৮। হে ইন্দ্র ! কারা আর্য এবং কারা দস্যু তা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত কর(৭)। তুমি শক্তিমান, অতএব যজ্ঞ-সম্পাদকদের সহায় হও। আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই কর্ম প্রশংসা করতে ইচ্ছা করি। ৯। ইন্দ্র যজ্ঞবিমুখদের যজ্ঞপ্রিয় যজমানদের বশীভূত করে ও অভিমুখস্তোতাদের দ্বারা স্তুতি পরাঙ্মুখদের ধ্বংস করে অবস্থিতি করেন। বম্র ঋষি বর্ধনশীল ও স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রের স্তুতি করতে করতে সঞ্চিত যজ্ঞদ্রব্যসমূহ নিয়ে গিয়েছিলেন (৮)। ১০। হে ইন্দ্র ! যখন উশনার(৯) বলদ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ

হয়েছিল তখন তোমার বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্নতা দ্বারা দ্যু ও পৃথিবীকে ভীত করেছিল। হে ইন্দ্র! তোমার মন মানুষের প্রতি প্রসন্ন, তুমি এরূপ বলপূর্ণ হলে তোমার ইচ্ছামাত্রে সংযোজিত ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে আমাদের যজ্ঞের অন্নের অভিমুখে নিয়ে আসুক। ১১। যখন ইন্দ্র কমনীয় উশনার সাথে স্তুত হন তখন তিনি বক্রগতি অশ্বদ্বয়ে অধিষ্ঠান করেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘসমূহ হতে প্রবাহরূপে জল নির্গত করেছেন এবং শুষ্ণের বিস্তীর্ণ নগর সমূহ ধ্বংস করেছেন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করে গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্যাত(১০) সে সোম প্রস্তুত করেছেন; অতএব অন্য যজ্ঞে তুমি যেরূপ অভিষুত সোম কামনা কর, সেরূপ শার্যাতের সোমও কামনা কর তা হলে দিব্যলোকে অবিচল যশ প্রাপ্ত হবে। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষবকারী ও স্তুত্যাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ কক্ষীবান (রাজাকে) যুবতী বৃচয়া নাম্নী স্ত্রী প্রদান করেছিলে(১১)। হে শোভন কর্মা ইন্দ্র তুমি বৃষণশ্চ রাজার মেনা নাম্নী কন্যা হয়েছিলে (১২)। এ সকল বিষয় অভিষবণ কালে বর্ণনা করা কর্তব্য। ১৪। শোভনকর্মা লোকদের নির্ধনতায় (রক্ষা করবার জন্য) ইন্দ্রকে সেবা করা হয়েছে; পজ্রাদের(১৩) স্তোত্র দ্বারস্থিত যূপের ন্যায় অচল। ধনদাতা ইন্দ্র (যজমানদের জন্য) অশ্ব ইচ্ছা করেন, গো ইচ্ছা করেন, রথ ইচ্ছা করেন এবং অন্য ধন ইচ্ছা করে অবস্থিতি করেন। ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষ্টিদান কর, তুমি নিজ তেজে বিরাজ করছ, তুমি প্রকৃত বলসম্পন্ন ও অতিশয় মহৎ, আমরা তোমাকে এ স্তুতি বাক্য প্রয়োগ করছি, যেন আমরা এ সংগ্রামে সমস্ত বীরগণদ্বারা যুক্ত হয়ে তোমার দত্ত শোভনীয় গৃহে বিদ্বান পুত্রাদির সাথে বাস করি।

টীকা: ১। 'মেষং শত্রুভিঃ স্পর্ধমানং।' সায়ণ। ২। ঋভুদিগের সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। কিন্তু সায়ণের মতে এখানে ঋভুগণ অর্থ মরুৎগণ। ৩। বিমদ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। অত্রি সম্বন্ধে ১১২ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন ও ১১৬ সূক্তের ৮ ঋক দেখুন। অঙ্গিরা ঋষি সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। কৌশিতকী শাখাধ্যায়ীরা বলেন অসুরগণ অগ্নিকে অবহেলা করে আপন মুখে হব্য দিয়েছিল। বাজসনেয়ীরা বলেন দেবগণের সঙ্গে অসুরদের বিদ্বেষ হওয়ায় অসুরগণ বলল আমরা কাকেও হব্য দেব না এ বলে তারা আপন মুখে হব্য দান করল। ৫। ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা এবং ৫৩ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখুন। ৬। সায়ণ অতিথিগ্ব অর্থ করেন অতিথিবৎসল দিবোদাস রাজা। ১১২ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। শম্বর ও শুষ্ণ ও অর্বুদ সম্বন্ধে ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা ও ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা ও ১০৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৭। এ ঋকে 'আর্য' ও 'দস্যু,' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আর্যগণ দেবগণের যজ্ঞ করত, দস্যুগণ, ভারতবর্ষের আদিম অসভ্য জাতিগণ যজ্ঞ করত না। ৮। ১১২ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখুন। ৯। উশনা বা শুক্রাচার্য পুরাণমতে অসুরদের দূত বা গুরু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "অগ্নির্দেবানাং দূত আসীৎ উশনা কাব্যোঽসুরাণাম্।" কিন্তু ঋগ্বেদে উশনা ইন্দ্রের হিতকারী, ইন্দ্রকে বজ্র দান করেছিলেন। ১২১ সূক্তের ১২ ঋক দেখুন। ১০। কৌশিতকীয় ইতিহাসে বলে, ভৃগুবংশীয় চ্যবন ঋষি শর্যাতি রাজর্ষির কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে একটি যজ্ঞ হয় এবং তথায় ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। চ্যবনঋষি অশ্বিদ্বয়ের গ্রহণীয় হব্য নিজে গ্রহণ করেছিলেন। তা দেখে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তাতে

ইন্দ্রকে বিনয় করে তাঁকে পুনরায় সোম দেওয়া হয়েছিল। ১১। কক্ষীবান রাজার জন্ম সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। সে রাজা অনেকবার রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং তাঁর কৃত যজ্ঞে পরিতুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাঁকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী স্ত্রী প্রদান করেন। সায়ণ। ১২। সায়ণ 'ব্রাহ্মণ' হতে এ গল্পটি উদ্ধৃত করেছেন। যথা, ইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হয়েছিলেন, পরে মেনাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখে ইন্দ্র স্বয়ং তার সাথে সহবাস অভিলাষ করেছিলেন। পৌরাণিক মেনা হিমালয়ের পত্নী। ১৩। "পজ্রা ইতি অঙ্গিরসাং আখ্যা।" সায়ণ।

৫২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভ্বঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১
স পর্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতিস্তবিষীষু বাবৃধে।
ইন্দ্রো যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি জর্হৃষাণো অন্ধসা ॥ ২
স হি দ্বরো দ্বরিষু বব্র উধনি চন্দ্রবুধ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ।
ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠরাতিং স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥ ৩
আ যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রং ন সুভ্বঃ স্বা অভিষ্টয়ঃ।
তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা ইন্দ্রমবাতা অহ্রুতপ্সবঃ ॥ ৪
অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।
ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ ॥ ৫
পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোহপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।
বৃত্রস্য যৎপ্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম্ ॥ ৬
হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ো ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বর্ধনা।
ত্বষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসম্ ॥ ৭
জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ।
অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা সূর্যং দৃশে ॥ ৮
বৃহৎস্বশ্চন্দ্রমমবদ্যদুক্থ্যমকৃণ্বত ভিয়সা রোহণং দিবঃ।
যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ স্বর্নৃষাচো মরুতোঽমদন্ননু ॥ ৯
দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়োযবীদ্ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে।
বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥ ১০
যদিন্নিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।
অত্রাহ তে মঘবন্বিশ্রুতং সহো দ্যামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ ॥ ১১
ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ।
চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃ স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্ ॥ ১২
ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষ্ববীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ।
বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্ ॥ ১৩
ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।
নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যত একো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥ ১৪
আর্চন্নত্র মরুতঃ সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা।
বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। শত স্তোতা একেবারে যাঁর স্তুতি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, যিনি স্বর্গ জানিয়ে দেন, সে মেষ ইন্দ্রকে সম্যকরূপে পূজা কর। তাঁর রথ গমনশীল অশ্বের

ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার হেতু ইন্দ্রকে সে রথে উঠবার জন্য অনেক স্তুতি দ্বারা অনুরোধ করছি। ২। যখন যজ্ঞান্নপ্রিয় ইন্দ্র জল বর্ষণ করে নদী প্রতিরোধকারী বৃত্রকে হত করলেন, তখন তিনি ধারাবাহী জলের মধ্যে পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে লোকদের সহস্ররূপে রক্ষা করে প্রভূত বলপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৩। তিনি আবরণকারী শত্রুদের জয় করেন, তিনি জলবৎ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সকলের আহ্লাদের মূল এবং সোমপানে বর্ধিত হয়েছেন; আমি মনীষী ঋত্বিকদের সাথে সে প্রবৃদ্ধ ধনসম্পন্ন ইন্দ্রকে শোভন কর্মযোগ্য অন্তঃকরণের সাথে আহ্বান করছি, কেননা তিনি অন্ন পূরণ করেন। ৪। সমুদ্রের আত্মীয়ভূত ও অভিমুখগামী নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে পূরণ করে, সেরূপ কুশস্থিত সোমরস দিব্যলোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে; শত্রুশোষণকারী ও অপ্রতিহত ও শোভনরূপ মরুৎগণ বৃত্রহনন সময়ে সে ইন্দ্রের সহায় হয়ে নিকটে উপস্থিত ছিলেন। ৫। গমনশীল জল যেরূপ নিম্নদেশে যায়, ইন্দ্রের সহায়ভূত মরুৎগণ হৃষ্ট হয়ে সেরূপ যুদ্ধে লিপ্ত ইন্দ্রের সম্মুখে বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে গেলেন। ত্রিত (১) যেরূপ পরিধি সমুদয় ভেদ করেছিলেন, ইন্দ্র সেরূপ যজ্ঞের অন্ন দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে বলকে ভেদ করেন। ৬। জল রুদ্ধ করে যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিপ্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সে বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্র দ্বারা আঘাত করেছিলে তখন তোমার শত্রু বিজয়িনী দীপ্তি বিস্তৃত হয়েছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হয়েছিল। ৭। ঊর্মিসমূহ যেরূপ হ্রদপ্রাপ্ত হয় সেরূপ যে স্তোত্রসমূহ তোমাকে বর্ধন করে সে সমস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হয়। ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করেছেন এবং তাঁর পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করেছেন। ৮। হে সিদ্ধকর্মা ইন্দ্র! তুমি অশ্বযুক্ত হয়ে মানুষের নিকট অগমনার্থ বৃত্রকে হত করেছ, বৃষ্টিবর্ষণ করেছ, হস্তদ্বয়ে লৌহ বজ্র গ্রহণ করেছ, এবং আমাদের দর্শনার্থ আকাশে সূর্য স্থাপন করেছ। ৯। স্তোতৃগণ বৃত্রের ভয়ে স্তোত্র রচনা করেছে, সে স্তোত্র বৃহৎ আহ্লাদজনক, বলযুক্ত এবং স্বর্গের সোমপান স্বরূপ; তখন স্বর্গরক্ষক মরুৎগণ মানুষের জন্য যুদ্ধ করে এবং মানুষগণকে পালন করে ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোমপান করে হৃষ্ট হলে যখন তোমার বজ্র দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করেছিল, তখন বলবান আকাশও সে অহির শব্দে ভয়ে কম্পিত হয়েছিল। ১১। যদি পৃথিবী দশগুণ হত, যদি মানুষ সকল নিত্য কাল জীবিত থাকত, হে মঘবন্! তা হলেই তোমার ক্ষমতা প্রকৃত রূপে প্রসিদ্ধ হত; তোমার বলসাধিত ক্রিয়া আকাশের ন্যায় মহৎ। ১২। হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! এই ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষের উপরে থেকে তুমি নিজ ভুজবলে আমাদের রক্ষার জন্য ভূলোক সৃষ্টি করেছ; তুমি বলের পরিমাণ স্বরূপ; তুমি সুগন্তব্য অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করে আছ। ১৩। তুমি বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পরিমাণ স্বরূপ; তুমি দর্শনীয় দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকারী; তুমি প্রকৃতই নিজ মহত্ত্ব দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে আছ; অতএব তোমার সদৃশ অন্য কেউ নেই। ১৪। দ্যু ও পৃথিবী যে ইন্দ্রের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নি, অন্তরীক্ষের উপরস্থ প্রবাহ যাঁর তেজের অন্ত পায় নি, হে ইন্দ্র! তুমি একাই অন্য সমস্ত ভূতজাতকে তোমার অধীন করেছ। ১৫। মরুৎগণ এ সংগ্রামে তোমাকে অর্চনা করেছিলেন; যখন তুমি অশ্রিযুক্ত বজ্র দ্বারা বৃত্রের মুখের উপর আঘাত করেছিলে, তখন সকল দেবগণ যুদ্ধে তোমাকে আনন্দিত দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন।

টীকা: ১। সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন,

দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হতে একত, দ্বিত, ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ** ত্রিত উদক পানে প্রবৃত্ত হয়ে কূপে পড়েছিলেন, অসুরেরা তাঁকে প্রতিরোধ করবার জন্য পরিধি অর্থাৎ কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করল, ত্রিত তা ভেদ করেছিলেন। ইন্দ্র যেরূপ অহি বা বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, ত্রৈতন বা ত্রিতও সেরূপ করেছিলেন, তা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিত বা ত্রৈতন যে আর্যদের অতি পুরাতন দেব তা ইরানীয় 'অবস্থায়' দেখা যায়। ঋগ্বেদে অহিহন্তা ইন্দ্র যেরূপ উপাস্য 'অবস্থায়' 'অজি' হন্তা 'থেতন' সেরূপ উপাস্য। ঋগ্বেদের 'ত্রিত' 'আপ্ত্য' বংশীয় (১০৫ সূক্তের ৯ ঋক দেখুন) অবস্থার 'থতন' ও 'আথ্য' বংশীয়। আবার ইরানীয়দের জেন্দ অবস্থা রচনার প্রায় দু হাজার বছর পর এ ত্রৈত্যনর গল্প ইরানীয়দের ইতিহাসে প্রবেশ করল। পারস্যদের প্রধান কবি ফেরদৌসী নিজ শাহনামা নামক কাব্যে লিখেছেন যে জোহক নামে পারস্যদেশের ত্রিমস্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং ফেরুদীন তাঁকে বিজয় করেন। এ 'জোহক' জেন্দ অবস্থায় "অজি দহক" এবং বেদের 'অহি' এবং এই 'ফেরুদীন' জেন্দ অবস্থার 'থেত্রতন' এবং বেদের 'ত্রতন।' উপাখ্যানের উৎপত্তি কি বিস্ময়কর! গ্রীকদের ধর্মোপাখ্যানে ও প্রাচীন আর্য ত্রিত দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকদের প্রধান দেব Zeus এবং তাঁর কন্যা Athene (সংস্কৃত 'অহনা') কখন কখন ত্রিত কন্যা (Tritogeneia) নামে বর্ণিত হতেন। অতএব প্রতীয়মান হচ্ছে যে আপ্ত্যবংশীয় অহি হন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্যদের অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহন্তা বলে অধিক উপাসনা করতে লাগলেন, তখন ত্রিত কেবল একজন বীর মানুষ বলে পরিগণিত হলেন। ১০৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা এবং ১৫৮ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৫০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন্যূষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে ॥ ১
দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥ ২
শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ ॥ ৩
এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥ ৪
সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গো অগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥ ৫
তে ত্বা মদা অমদন্তানি বৃষ্ণ্য তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে।
যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥ ৬
যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম্ ॥ ৭
ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ পুরোহনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥ ৮
ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥ ৯

ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বযাণম্ ।
ত্বমস্মৈ কুত্সমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০
য উদ্‌চীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম ।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। আমরা মহাত্মা ইন্দ্রের উদ্দেশে শোভনীয় বাক্য প্রয়োগ করি এবং পরিচর্যারত যজমানের গৃহে শোভনীয় স্তুতি প্রয়োগ করি। ইন্দ্র সুপ্ত ব্যক্তিদের ধনের ন্যায় শত্রুর ধন অতি সত্বর অধিকার করেছেন, ধনদাতাদের প্রতি অসমীচীন স্তুতি শোভা পায় না। ২। হে ইন্দ্র ! তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্য দান কর এবং তুমি নিবাস হেতুভূত ধনের প্রভু ও পালক। তুমি শিক্ষার নেতা, তুমি বহুদিনের পুরাতন দেব, তুমি কামনা ব্যর্থ কর না, তুমি সখাদের মধ্যে সখা। তাঁরই উদ্দেশে আমরা এ স্তুতি পাঠ করি। ৩। হে প্রজ্ঞাবান, প্রভূতকর্মা ও অতিশয় দীপ্তিমান ইন্দ্র ! সকল দিকে যে ধন আছে তা তোমারই তা আমরা জানি। হে শত্রুদের পরাভবকারী ইন্দ্র ! সে ধন গ্রহণ করে আমাদের দান কর ; যে স্তোতৃগণ তোমাকে কামনা করে, তাদের অভিলাষ ব্যর্থ করো না। ৪। হে ইন্দ্র ! এ দীপ্ত হব্যসমূহ ও এ সোমরসসমূহে তুষ্ট হয়ে গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করে আমাদের দারিদ্র্য দূর করে প্রসন্নমনা হও। এ সোমরসে তুষ্ট ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করে এবং শত্রু হতে মুক্তি লাভ করে সম্যকরূপে অন্ন ভোগ করব। ৫। হে ইন্দ্র ! আমরা যেন ধন পাই, অন্ন পাই এবং অনেকের আহ্লাদকর ও দীপ্তিমান বল পাই। যেন তোমার দীপ্তিমান সুমতি আমাদের সহায় হয়, সে সুমতি বীর শত্রুদের শোষণ করে, স্তোতৃদের গো আদি পশু দান করে এবং অন্ন দান করে। ৬। হে সজ্জনপালক ইন্দ্র ! বৃত্রহননের সময় তোমার আনন্দদায়ী সহায় মরুৎগণ তোমাকে হৃষ্ট করেছিল ; হে বর্ষণকারী ইন্দ্র ! সে হব্য সমুদয় ও সোমরস সমুদয় তোমাকে হৃষ্ট করেছিল, যে সময়ে তুমি শত্রুদের দ্বারা অপ্রতিহত হয়ে স্তুতি-কারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র উপদ্রব বিনাশ করেছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রুবর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র ! তুমি নথী ঋষির সহায়ে(১) দূর দেশে মনুচি নামক মায়াবীকে বধ করেছিলে। ৮। তুমি অতিথিগ্ব নামক রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করেছ ; তারপর তুমি অনুচর রহিত হয়ে ঋজিশ্বান নামক রাজার দ্বারা চারদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত নগর ভেদ করেছিলে (২)। ৯। সহায় রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর এসেছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ! তুমি শত্রুদের অলঙ্ঘ্য রথচক্র দ্বারা তাদের পরাজিত করেছিলে(৩)। ১০। হে ইন্দ্র ! তুমি তোমার রক্ষাসমূহ দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করেছিলে, তূর্বযান রাজাকে তোমার পরিত্রাণ সাধন সমূহ দ্বারা রক্ষা করেছিলে ; তুমি কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এ মহৎ যুবক রাজার অধীন করেছিলে(৪)। ১১। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার সখা স্বরূপ যজ্ঞ সমাপ্তিতে বর্তমান আছি ও দেবগণের দ্বারা পালিত হচ্ছি ; আমাদের সকলই মঙ্গল ; আমরা তোমার স্তুতি করি এবং তোমার প্রসাদে শোভনীয় পুত্র পাই ও প্রকৃষ্টরূপে দীর্ঘ জীবন ধারণ করি।

টীকা ঃ ১। মূলে 'নম্যা সখ্যা' আছে। 'শত্রূণ্ নমনশীলেন সখ্যা সহায়ভূতেন বজ্রেণ।' সায়ণ। কিন্তু বেদার্থযত্ন এবং রমানাথ সরস্বতী অর্থ করেছেন নমী নামক

ঋষির সাহায্যে। এ অর্থই প্রকৃত, কেননা ঋগ্বেদের ৬ মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৬ ঋকে এবং ১০ মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের ৯ ঋকে দেখা যায় যে ইন্দ্র নমী ঋষির হিতার্থে নমুচি নামক অসুরকে বিনাশ করেছিলেন। নমুচি সম্বন্ধে ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। ২। অতিথিগ্ব ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। ঐ সূক্তের ৫ ঋকের ঋজিশ্বানের উল্লেখ দেখুন। করঞ্জ ও পর্ণয় ও বঙ্গৃদকে সায়ণ অসুর বলে বর্ণনা করেছেন, আর কোন পরিচয় দেন নি। ৩। এ ঘটনা সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় আর কোনও বিবরণ নেই। বায়ু পুরাণে সুশ্রবা একজন প্রজাপতি। ৪। কুৎস সম্বন্ধে ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের ও ১০৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। পুরাণে পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ; এ ঋকে 'আয়ু' নাম আছে, বিসর্গ নেই। তূর্বযান সম্বন্ধে সায়ণ এখানে কিছু বলেন নি, কিন্তু ৬ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ২৩ ঋকের টীকায় সায়ণ বলেছেন যে তূর্বযান দিবোদাস হতে পারে।

৫৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মা নো অস্মিন্মঘবন্ পৃৎস্বংহসি নহি তে অন্তঃ শবসঃ পরীণশে।
অক্রন্দয়ো নদ্যোরোরুবদ্বনা কথা ন ক্ষোণীর্ভিয়সা সমারত ॥ ১
অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহয়ন্নভি ষ্টুহি।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে ॥ ২
অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য বৃষতো ধৃষন্মনঃ।
বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ ॥ ৩
ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োঽব ত্মনা ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ।
যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি ॥ ৪
নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্ধনি শুষ্ণস্য চিদ্ব্রন্দিনো রোরুবদ্বনা।
প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদদ্যা চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি ॥ ৫
ত্বমাবিথ নর্যং তুর্বশং যদুং ত্বং তুর্বীতিং বয্যং শতক্রতো।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো নবতিং দম্ভয়ো নব ॥ ৬
স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি।
উক্থা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মা উপরা পিন্বতে দিবঃ ॥ ৭
অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা অপসা সন্তু নেমে।
যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥ ৮
তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা ইন্দ্রপানাঃ।
ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো বসুদেয়ায় কৃষ্ব ॥ ৯
অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমোঽন্তর্বৃত্রস্য জঠরেষু পর্বতঃ।
অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে ॥ ১০
স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং জনষালিন্দ্র তব্যম্।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন্রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে মঘবন্! এ পাপে এ যুদ্ধসমূহে আমাদের প্রক্ষেপ করো না, কেন না তোমার বলের অন্ত পরিমাণ করা যায় না। তুমি অন্তরীক্ষে থেকে অতিশয় শব্দ করে নদীর জলকে শব্দিত করছ। পৃথিবী ভয় প্রাপ্ত হবে না কেন? ২। শক্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান ইন্দ্রকে অর্চনা কর; তিনি স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁকে পূজা করে স্তুতি কর। যিনি শত্রুবিজয়ী বল দ্বারা দ্যু ও পৃথিবী উভয়কে অলংকৃত

করেন, যিনি বর্ষণকারী, সে বর্ষণসামর্থ্য দ্বারা বৃষ্টি দান করেন। ৩। যিনি শত্রু-বিজয়ী ও নিজ বলে দৃঢ়মনা, সে দীপ্তিমান ও মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ কর। কেননা তিনি প্রভূতযশশালী ও অসুর(১) এবং শত্রুদের দূর করেন; তিনি অশ্বদ্বয় দ্বারা সেবিত, অভীষ্টবর্ষী বেগবান। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ আকাশের উপরি প্রদেশ কম্পিত করেছ। তুমি নিজের শত্রুবিনাশী ক্ষমতা দ্বারা শম্বরকে স্বয়ং বধ করেছ; তুমি হৃষ্ট উল্লাসিত মনে তীক্ষ্ণ ও রশ্মিযুক্ত বজ্র দলবদ্ধ মায়াবীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শব্দ করে বায়ুর উপর এবং শোষক ও পরিপাককারী সূর্যের মস্তকে জল বর্ষণ করেছ। তোমার মন পরিবর্তন রহিত এবং শত্রুবিনাশে রত, তুমি অদ্য যে কার্য সম্পাদন করলে তাতে কে তোমার উপরে আছে? ৬। তুমি নর্য, তুর্বশ, যদু নামক রাজাদের রক্ষা করেছ; হে শতক্রতু! তুমি বর্য কুলের তুর্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করেছ; তুমি আবশ্যকীয় ধন নিমিত্ত যুদ্ধে তাদের রথ ও অশ্ব(২) রক্ষা করেছ; তুমি শম্বরের নবনবতি নগ ধ্বংস করেছ। ৭। যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করে ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন, অথবা হব্যের সাথে উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণকে পালন করেন এবং আপনাকে বর্ধন করেন; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁর জন্য আকাশ হতে মেঘের জল বর্ষণ করেন। ৮। ইন্দ্রের বল অতুল, তাঁর বুদ্ধিও অতুল। হে ইন্দ্র! যারা তোমাকে হব্যদান করে তোমার মহৎ বল এবং স্থূল পৌরুষ বৃদ্ধি করে, সে সোমপায়ী-গণ যজ্ঞকর্মদ্বারা প্রবৃদ্ধ হোক। ৯। এ সোমরসসমূহ প্রস্তর দ্বারা অভিষুত ও পাত্রে স্থাপিত এবং ইন্দ্রের পানের যোগ্য; হে ইন্দ্র! এ সকল তোমারই জন্য হয়েছে, তুমি এ গ্রহণ কর, অভিলাষ তৃপ্ত কর এবং তৎপরে আমাদের ধন প্রদান করতে মনোনিবেশ কর। ১০। অন্ধকার বৃষ্টির ধারা রোধ করেছিল, বৃত্রের জঠরের ভিতর মেঘ ছিল; বৃত্রের দ্বারা নিহিত হয়ে যে জলসমুদয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিত ছিল, ইন্দ্র তা নিম্ন ভূপ্রদেশে প্রেরণ করলেন। ১১। হে ইন্দ্র! আমাদের বর্ধনশীল যশ দান কর, মহৎ শত্রুপরাজয়ী প্রভূত বল দান কর, আমাদের ধনবান করে রক্ষা কর, বিদ্বানদের পালন কর এবং আমাদের ধন ও শোভনীয় অপত্য ও অন্ন দান কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অসুর' শব্দ আছে। সায়ণ তার তিন প্রকার অর্থ করেছেন 'অসুরঃ শতণাং নিরসিতা।' 'যদ্বা অসুঃ প্রাণো বলং বা তদ্বান্।'—অথবা 'অসবঃ প্রাণাঃ তেন চাপঃ লক্ষ্যন্তে ** তান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ।' অর্থাৎ অসুর অর্থ শত্রু বিনাশক অথবা বলবান অথবা বৃষ্টিদাতা। অসুর সম্বন্ধে ২৪ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। আমরা সে টীকায় বলেছি যে প্রথমে আর্যগণ উপাস্যদের 'দেব' ও 'অসুর' উভয় নামেই সম্বোধন করতেন, পরে আর্যগণ দু ভাগে বিভক্ত হলে, ইরাণীয় আর্যগণ উপাস্যগণকে অহুর বলে পূজা করতেন ও পাপমতি জীবদের দেব বলে ঘৃণা করতেন এবং হিন্দু আর্যগণ উপাস্যদের দেব বলে পূজা করতেন, এবং পাপমতি দানব প্রভৃতিকে অসুর বলে ঘৃণা করতেন। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে দেখতে পাই দেবগণকে অসুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেন না তখনও দেব ও অসুর এ দুই শব্দের সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন অর্থ হয় নি, হিন্দুগণ 'অসুর' অর্থে দেবশত্রু করেন নি। এমন কি ঋগ্বেদের প্রারম্ভে অসুর শব্দ কেবল দেবগণের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়েছে, দানবদের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় নি; ঋগ্বেদের মধ্যে ও শেষভাগে অসুর শব্দ কখন দানবদের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়েছে। প্রথম মণ্ডলে অসুর শব্দ কেবল দ্বাদশ বার প্রয়োগ হয়েছে এবং সে সকল স্থলেই দেব বা পুরোহিতদের সম্বন্ধে কোনও এক স্থলেও দানবদের সম্বন্ধে এ শব্দের প্রয়োগ নেই।

২৪ সূক্তের ১৪ ঋকে অসুর শব্দ বরুণ সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়েছে।

৩৫	,,	৭	,,	,,	,,	সূর্যরশ্মি	,,	,,	,,
৩৫	,,	১০	,,	,,	,,	সবিতা	,,	,,	,,
৫৪	,,	৩	,,	,,	,,	ইন্দ্র	,,	,,	,,
৬৪	,,	২	,,	,,	,,	মরুদ্‌গণ	,,	,,	,,
১০৮	,,	৬	,,	,,	,,	ঋত্বিকদের	,,	,,	,,
১১০	,,	৩	,,	,,	,,	ত্বষ্টা	,,	,,	,,
১২২	,,	১	,,	,,	,,	রুদ্র	,,	,,	,,
১২৬	,,	২	,,	,,	,,	ভাবয়ব্য রাজা	,,	,,	,,
১৩১	,,	১	,,	,,	,,	স্বর্গলোক	,,	,,	,,
১৫১	,,	৪	,,	,,	,,	মিত্র ও বরুণ	,,	,,	,,
১৭৪	,,	১	,,	,,	,,	ইন্দ্র	,,	,,	,,

২। মূলে 'রথমেতশং' আছে, অর্থ রথ ও অশ্ব, অথবা 'রথ' ও 'এতশ' নামক দুজন মুনি। সায়ণ। পুরাণে তুর্বশু ও যদু, যযাতি রাজার পুত্র; নর্য ও তুর্বীতির উল্লেখ নেই। তুর্বীশু সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন। এতশ সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ।

দিবশ্চিদস্য বরিমা বি পপ্রথ ইন্দ্রং ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি।
ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ॥ ১
সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি বিশ্রীতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাতস যুধ ওজসা পনস্যতে॥ ২
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং ন ভোজসে মহো নৃম্ণস্য ধর্মণামিরজ্যসি।
প্র বীর্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মা উগ্রঃ কর্মণে পুরোহিতঃ॥ ৩
স ইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে চারু জনেষু প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ম্।
বৃষা ছন্দুর্ভবতি হর্যতো বৃষা ক্ষেমেণ ধেনাং মঘবা যদিন্বতি॥ ৪
স ইন্মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।
অধা চন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধম্॥ ৫
স হি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রিমা ক্ষ্ময়া বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্।
জ্যোতীংষি কৃন্বন্নবৃকাণি যজ্যবেহব সুক্রতুঃ সর্তবা অপঃ সৃজৎ॥ ৬
দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্তুতেঽর্বাঞ্চা হরী বন্দনশ্রুদা কৃধি।
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আ দভ্নুবন্তি ভূর্ণয়ঃ॥ ৭
অপ্রক্ষিতং বসু বিভর্ষি হস্তয়োরষাড়্হং সহস্তন্বি শ্রুতো দধে।
আবৃতাসোঽবতাসো ন কর্তৃভিস্তনূষু তে ক্রতব ইন্দ্র ভূরয়ঃ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। ইন্দ্রের প্রভাব আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হয়েছিল, পৃথিবীও মহত্ব বিষয়ে ইন্দ্রের সমতুল্য হতে পারে নি। ভয়ঙ্কর ও বলবান ইন্দ্র মানুষদের জন্য শত্রুকে দগ্ধ করেন; বৃষ যেরূপ শৃঙ্গ ঘর্ষণ করে, ইন্দ্র সেরূপ তীক্ষ্নতার জন্য বজ্র ঘর্ষণ করছেন। ২। অন্তরীক্ষব্যাপী ইন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা বহুব্যাপী জল সমুদয় গ্রহণ করেন। তিনি সোমপানার্থ বৃষের ন্যায় বেগে ধাবমান হন এবং সে যোদ্ধা পুরাকাল হতে আপন বীরত্বের প্রশংসা ইচ্ছা করেন। ৩। হে

ইন্দ্র ! তুমি নিজের সম্ভোগার্থ মেঘ বিভিন্ন কর নি ; তুমি মহৎ ধনপতিদের উপর আধিপত্য কর। সে দেব ইন্দ্র নিজ বীর্য দ্বারা বিশেষরূপে পরিচিত হয়েছেন, সমস্ত দেবগণ উগ্র ইন্দ্রকে তাঁর কর্মের জন্য সম্মুখে স্থান দিয়েছেন। ৪। সে ইন্দ্রই অরণ্যে স্তুতিকারী ঋষিদের দ্বারা স্তুত হন ; তিনি লোকদের মধ্যে স্বীয় বীর্য প্রকটিত করে চারুভাবে অবস্থিতি করেন। যখন হব্যদাতা ধনবান যজমান ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হয়ে স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করে, তখন সে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যজ্ঞে রত করেন। ৫। সে যুদ্ধে ইন্দ্র মনুষ্যদের জন্য সর্ববিশুদ্ধকারী বল দ্বারা মহৎ সংগ্রামসমূহে লিপ্ত হন। যখন তিনি হননসাধন বজ্র ক্ষেপণ করেন, তখন দীপ্তিমান ইন্দ্রকে সকলে বলবান বলে শ্রদ্ধা করেন। ৬। শোভনকর্ম ইন্দ্র যশ কামনা করে, সুনির্মিত (অসুর) গৃহ সকল বলদ্বারা বিনাশ করে পৃথিবীর সমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে, জ্যোতিষ্কদের আবরণ রহিত করে, যজমানের উপকারার্থ বহনশীল বৃষ্টিজল দান করেন। ৭। হে সোমপায়ী ইন্দ্র ! তোমার মন দানে রত হোক। হে স্তুতিপ্রিয় তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে আমাদের যজ্ঞের অভিমুখী কর ! হে ইন্দ্র ! তোমার সারথিগণ অশ্বসংযমে অতিশয় পটু, এজন্য তোমার প্রতিকূলমনা শত্রুগণ আয়ুধ নিয়ে তোমাকে পরাজিত করতে পারে না। ৮। হে ইন্দ্র ! তুমি হস্তদ্বয়ে অনন্ত ধন ধারণ কর, তুমি যশস্বী ও শরীরে অপরাজিত বল ধারণ কর। কূপ সমুদয় যেরূপ জলার্থী লোক দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তোমার অঙ্গ সমুদয় বীরদের কর্মসমূহদ্বারা বেষ্টিত ; তোমার শরীরে বহু কর্ম বিদ্যমান রয়েছে।

৫৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ।

এষ প্র পূর্বীরব তস্য চম্রিষোঽত্যো ন যোষামুদয়ংস্ত ভুর্বণিঃ।
দক্ষং মহে পায়য়তে হিরণ্যয়ং রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃভ্বসম্ ॥ ১
তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা ॥ ২
স তুর্বণির্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে গিরেভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তুজা শবঃ।
যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে দুধ্র আভূষু রাময়ন্নি দামনি ॥ ৩
দেবী যদি তবিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্তি রেণুং বৃহদর্হরিষ্বণি ॥ ৪
বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা।
স্বর্মীড়হে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্বৃত্রং নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ॥ ৫
ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজসা পৃথিব্যা ইন্দ্র সদনেষু মাহিনঃ।
ত্বং সুতস্য মদে অরিণা অপো বি বৃত্রস্য সময়া পাষ্যারুজঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। অশ্ব যেরূপ অশ্বীর দিকে বেগে ধাবমান হয় সেরূপ প্রভূতাহারী ইন্দ্র সে যজমানের প্রভূত পাত্রস্থিত খাদ্যের দিকে ধাবমান হয়েছেন। তিনি সুবর্ণময় অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ থামিয়ে পান করছেন, তিনি মহৎ কার্যে সুদক্ষ। ২। ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকল দিকে সঞ্চরণ করে সমুদ্র রূপে থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেরূপ সে ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যেপে রয়েছে। নারীগণ যেরূপ (পুষ্পচয়নার্থ) পর্বত আরোহণ করে, হে স্তোতা ! তুমিও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের প্রতিপালক বলবান ইন্দ্রের নিকট একটি তেজঃ পূর্ণ স্তোত্রদ্বারা সেরূপ শীঘ্র আরোহণ কর। ৩। ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী ও মহান ; তাঁর দোষশূন্য ও শত্রুবিনাশক বল পুরুষোচিত

সংগ্রামে গিরির শৃঙ্গের ন্যায় দীপ্তিমান হয়। শত্রুদমনকারী ও লোহধারী ইন্দ্র (সোমপানে) হৃষ্ট হলে সে বল দ্বারা মায়াবী শুষ্ণকে কারাগৃহে নিগড়বদ্ধ করে রেখেছিলেন। ৪। যেরূপ সূর্য ঊষাকে সেবা করেন, দীপ্তিমান বল সেরূপ তোমার রক্ষণের জন্য তোমার স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত ইন্দ্রকে সেবা করে। সে ইন্দ্র পরাভবকারী বলদ্বারা অন্ধকাররূপ বৃত্রকে দমন করেন এবং শত্রুদের ক্রন্দন করিয়ে বিশেষরূপে ধ্বংস করেন। ৫। হে শত্রুহন্তা ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্র দ্বারা অবরুদ্ধ জীবনধারক ও বিনাশরহিত জল আকাশ হতে সকল দিকে বিতরণ করলে তখন হৃষ্ট হয়ে সংগ্রামে বৃত্রকে হনন করেছিলে এবং জলের সমুদ্রের ন্যায় মেঘকে নিম্নমুখ করে দিয়েছিলে। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি মহান, তুমি বল দ্বারা আকাশ হতে পৃথিবীর প্রদেশ সমূহে জীবনধারক বৃষ্টি দান কর; তুমি হৃষ্ট হয়ে মেঘ হতে জল বার করে দিয়েছ এবং গুরু পাষাণ দ্বারা বৃত্রকে ধ্বংস করেছ।

৫৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধো বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্ ॥ ১
অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎপর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ২
অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আভরা পনীয়সে।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥ ৩
ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য তদ্বচঃ ॥ ৪
ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যাস্য স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে ॥ ৫
ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরং বজ্রেণ বজ্রিন্ পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ ॥ ৬

অনুবাদ: অতিশয় দানশীল ও মহৎ ও প্রভূতধনযুক্ত অমোঘ বলসম্পন্ন ও প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করছি। নিম্ন প্রদেশাভিমুখ জলরাশির ন্যায় তাঁর বল কেউ ধারণ করতে পারে না, তিনি স্তোতৃদের বল সাধনের জন্য সর্বব্যাপী সম্পদ প্রকাশ করেন। ২। হে ইন্দ্র! এ বিশ্বজগৎ তোমার যজ্ঞে রত ছিল; জল যেরূপ নিম্নে যায়, হব্যদাতাদের অভিষুত সোমরস-সমূহ তোমার দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। ইন্দ্রের শোভনীয় সুবর্ণময় ও হননশীল বজ্র পর্বতে নিদ্রিত ছিল না। ৩। হে শুভ্র ঊষা! ভয়ঙ্কর ও অতিশয় স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে এ যজ্ঞে এক্ষণে যজ্ঞান্ন প্রদান কর। তাঁরা বিশ্বধারক, প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রত্ব-চিহ্নযুক্ত জ্যোতি অশ্বের ন্যায় তাঁকে যজ্ঞান্ন প্রাপ্তির জন্য ইতস্ততঃ বহন করছে। ৪। হে প্রভূতধনশালী ও বহু লোকের স্তুত ইন্দ্র! আমরা তোমাকে অবলম্বন করে যজ্ঞ সম্পাদন করছি, আমরা তোমারই। হে স্তুতিভাজন! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ স্তুতি পায় না; পৃথিবী যেরূপ (স্বকীয় প্রাণীদের ধারণ করেন) তুমিও সেরূপ আমাদের সে স্তুতি বাক্য গ্রহণ কর। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য মহৎ, আমরা তোমারই। হে মঘবন! এ স্তোতার কামনা পূর্ণ কর। বৃহৎ আকাশ তোমার বীর্য মেনে নিয়েছে। এ পৃথিবীও তোমার বলে নত হয়েছে। ৬। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সে

বিস্তীর্ণ মেঘকে বজ্র দ্বারা পর্বে পর্বে কেটে দিয়েছ ; সে মেঘে আবৃত জল বয়ে যাবার জন্য নিম্ন দিকে ছেড়ে দিয়েছ ; কেবল তুমিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর।

৫৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নূ চিৎসহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্দূতো অভবদ্বিবস্বতঃ।
বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি ॥ ১
আ স্বমদ্ম যুবমানো অজরস্তৃষ্বাবিষ্যন্নতসেষু তিষ্ঠতি।
অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ ॥ ২
ক্রাণা রুদ্রেভির্বসুভিঃ পুরোহিতো হোতা নিষত্তো রয়িষালমর্ত্যঃ।
রথো ন বিক্ষ্বৃঞ্জসান আয়ুষু ব্যানুষগ্বার্যা দেব ঋণ্বতি ॥ ৩
বি বাতজূতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ।
তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশদূর্মে অজর ॥ ৪
তপুর্জম্ভো বন আ বাতচোদিতো যূথে ন সাহ্বাঁ অব বাতি বংসগঃ।
অভিব্রজন্নক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ ॥ ৫
দধুষ্টবা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।
হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে ॥ ৬
হোতারং সপ্ত জুহ্বোযজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু।
অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ॥ ৭
অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎপূর্ভিরায়সীভিঃ। ৮
ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো ভবা মঘবন্মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম।
উরুষ্যাগ্নে অংহসো গৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। মহাবলে জাত(১) ও মরণ রহিত অগ্নি শীঘ্রই ব্যথাদান করেন। দেবগণের আহ্বানকারী ইন্দ্র যখন যজমানের হব্যবাহক দূত হয়েছিলেন, তখন সমীচীন পথ দ্বারা গিয়ে অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছিলেন(২) ; তিনি যজ্ঞে হব্যদ্বারা দেবগণের পরিচর্যা করেন। ২। জরারহিত অগ্নি তৃণ গুল্মাদিরূপ আপন খাদ্য মিশ্রিত ও ভক্ষণ করে শীঘ্রই কাষ্ঠে আরোহণ করেন। দহনার্থ ইতস্ততঃ গামী অগ্নির পৃষ্ঠদেশ-স্থিত জ্বালা অশ্বের ন্যায় শোভা পায় এবং আকাশের উন্নত শব্দায়মান মেঘের ন্যায় শব্দ করে। ৩। অগ্নি হব্য বহন করেন এবং রুদ্র ও বসুদের সম্মুখে স্থান পেয়েছেন। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকেন। তিনি ধন জয় করেন এবং মরণ রহিত। দীপ্তিমান অগ্নি যজমানদের স্তুতি লাভ করে রথের ন্যায় গমন করে প্রজাদিগের গৃহে বার বার বরণীয় ধন প্রদান করেন। ৪। অগ্নি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হয়ে মহা শব্দের সাথে এবং জ্বলন্ত জিহ্বা ও প্রসারিত তেজের সাথে অনায়াসে বৃক্ষসমূহে স্থান পায় ; হে অগ্নি ! যখন তুমি বন বৃক্ষ সমূহ শীঘ্র দগ্ধ করবার জন্য বৃষের ন্যায় ব্যগ্র হও, হে দীপ্তজ্বাল জরারহিত অগ্নি ! তখন তোমার গমনমার্গ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৫। অগ্নি বাহু দ্বারা প্রেরিত হয়ে, শিখারূপ অস্ত্র ধারণ করে মহা তেজের সাথে অশোষিত বৃক্ষ রস আক্রমণ করে, গোযূথের মধ্যে বৃষের ন্যায় সমস্ত পরাজয় করে চারিদিকে বিস্তৃত হন ; স্থাবর ও জঙ্গম সকলে বহু বিচারী অগ্নিকে ভয় করে। ৬। হে অগ্নি ! মনুষ্যদের মধ্যে ভৃগুগণ দিব্য জন্ম প্রাপ্তির জন্য তোমাকে শোভনীয় ধনের ন্যায় ধারণ করেছিলেন। তুমি সহজে লোকের আহ্বান শ্রবণ কর এবং

(দেবগণকে) আহ্বান কর তুমি যজ্ঞস্থানে অতিথি স্বরূপ এবং বরণীয় মিত্রের ন্যায় সুখদাতা। ৭। সাত জন আহ্বানকারী ঋত্বিক যজ্ঞসমূহে যে পরম যজ্ঞার্হ এবং দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নিকে বরণ করেন, সে সর্বধন দাতা অগ্নিকে আমি যজ্ঞান্নের দ্বারা পরিচর্যা করি এবং তাঁর নিকট রমণীয় ধন যাচঞা করি। ৮। হে বলপুত্র! হে অনুকূলদীপ্তিযুক্ত অগ্নি! অদ্য আমাদের নিরবচ্ছিন্ন সুখদান কর। হে অন্নপুত্র! তোমার স্তুতিকারককে লোহের ন্যায় দৃঢ়রূপে রক্ষা করতঃ পাপ হতে রক্ষা কর। ৯। হে প্রভাযুক্ত অগ্নি! তুমি স্তুতিকারকের গৃহস্বরূপ হও। হে ধনবান অগ্নি! ধনবান যজমানদের প্রতি কল্যাণ স্বরূপ হও। হে অগ্নি! স্তুতিকারকদের পাপ হতে রক্ষা কর। প্রজ্ঞাধনসম্পন্ন অগ্নি এ প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন।

টীকা : ১। অর্থাৎ কাষ্ঠদ্বয় বলদ্বারা ঘর্ষণ করলে অগ্নি জন্মায়। সায়ণ। ২। অন্তরীক্ষ পূর্ব অবধিই ছিল। কিন্তু অন্ধকারে অপ্রকাশ ছিল ; এখন অগ্নির তেজে প্রকাশ পেয়ে যেন নতুন সৃষ্ট হল। সায়ণ।

৫৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্যযন্থ ॥ ১
মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্যায় ॥ ২
আ সূর্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো বৈশ্বানরে দধিরেঽগ্না বসূনি।
যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু যা মানুষেষ্বসি তস্য রাজা ॥ ৩
বৃহতী ইব সূনবে রোদসী গিরো হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ।
স্বর্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বানরায় নৃতমায় যহ্বীঃ ॥ ৪
দিবশ্চিত্তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৫
প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।
বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধূনোৎকাষ্ঠা অব শম্বরং ভেৎ ॥ ৬
বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টি র্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা।
শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুণীথে জরতে সূনৃতাবান্ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! অন্য অগ্নিসমূহ তোমার শাখামাত্র, তোমাতে সকল অমরগণ হৃষ্ট হন ; হে বৈশ্বানর! তুমি মানুষদের নাভিস্বরূপ, তুমি নিখাত স্তম্ভের ন্যায় লোকদের ধারণ কর। ২। অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি এবং দ্যু ও পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন। হে বৈশ্বানর! তুমি দেব, দেবগণ আর্যের জন্য তোমাকে জ্যোতিঃরূপে উৎপন্ন করেছিলেন। ৩। সূর্যে যেরূপ ধ্রুব রশ্মিসমূহ স্থাপিত আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে সেরূপ ধনসমুদয় স্থাপিত হয়েছিল। পর্বতসমূহে, ওষধিসমূহে, জলসমূহে ও সকল মানুষে যে (ধন) তুমি তার রাজা। ৪। উভয় পৃথিবী পুত্র বৈশ্বানর দ্বারা যেন বৃহৎ হয়ে উঠল। বন্দী যেরূপ প্রভুর স্তুতি করে, সেরূপ এ সুদক্ষ হোতা শোভনগতি যুক্ত, প্রকৃত বল সম্পন্ন এবং নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানরের উদ্দেশে বহুবিধ মহৎ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করেছে। ৫। হে বৈশ্বানর! তুমি

সমৃৎপন্ন সকল প্রাণীকেই জান, তোমার মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হতেও অধিক ; তুমি মানব প্রজাদিগের রাজা, তুমি যুদ্ধ দ্বারা দেবগণের জন্য ধন উদ্ধার করেছ। ৬। মানুষরা যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানরকে বৃষ্টির জন্য অর্চনা করে, সে জলবর্ষী বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য আমি শীঘ্র বলছি। বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে হনন করেছেন; বৃষ্টির জল নীচে প্রেরণ করেছেন এবং শম্বরকে ভেদ করেছেন। ৭। বৈশ্বানর মাহাত্ম্য দ্বারা সকল মানুষের অধিপতি ও সুনৃতবাক্যসম্পন্ন। শতবনি পুত্র পুরুণীথ(১) রাজা বহু স্তুতির সাথে সে অগ্নিকে স্তব করেন।

টীকা : ১। শতবনি অর্থে যিনি শত যজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, পুরুণীথ অর্থে যিনি অনেকের নেতা। সায়ণ। এ রাজাদের ইতিহাস সম্বন্ধে সায়ণ কিছু বলেন নি।

৬০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্।
দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা ॥ ১
অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চ মর্তাঃ।
দিবশ্চিৎপূর্বো ন্যসাদি হোতাপৃচ্ছ্যো বিশ্পতির্বিক্ষু বেধাঃ ॥ ২
তং নব্যসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎসুকীর্তির্মধুজিহ্বমশ্যাঃ।
যমৃত্বিজো বৃজনে মানুষাসঃ প্রয়স্বন্ত আয়বো জীজনন্ত ॥ ৩
উশিক্ পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো হোতাধায়ি বিক্ষু।
দমূনা গৃহপতির্দম আঁ অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাম্ ॥ ৪
তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্র শংসামো মতিভির্গোতমাসঃ।
আশুং ন বাজংভরং মর্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। অগ্নি হব্যবাহক ও যশস্বী, যজ্ঞপ্রকাশক এবং সম্যক রক্ষণশীল; তিনি দেবগণের দূত এবং সদাই দেবগণের নিকট হব্য নিয়ে গমন করেন, তিনি দুটি কাষ্ঠ হতে জাত এবং ধনের ন্যায় প্রশংসিত ; মাতরিশ্বা (১) এ অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দের নিকট আনলেন। ২। উভয় দেব ও মানুষগণ এ শাসনকর্তাকে সেবা করে, হব্যগ্রাহী দেবগণ এবং মানুষেরা এঁর সেবা করে। কেন না এ পূজ্য প্রজা-পালক এবং ফলদাতা আহ্বানকারী অগ্নি সূর্যের পূর্বে উষাকালে বর্তমান থেকে যজমানদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছেন। ৩। আমাদের নতুন স্তুতি হৃদয়জাত ও মিষ্ট-জিহ্ব অগ্নির সম্মুখে ব্যাপ্ত হোক ; মনুর সন্তান মানুষগণ যথাকালে যজ্ঞ সম্পাদন করে ও যজ্ঞান্ন প্রদান করে সে অগ্নিকে সংগ্রামকালে উৎপন্ন করে। ৪। অগ্নি কামনার পাত্র এবং বিশুদ্ধকারী, তিনি নিবাস হেতু এবং বরণীয় ও দেবগণের আহ্বানকারী ; যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট মানুষদের মধ্যে তাঁকে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি শত্রুদের দমনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে এবং আমাদের গৃহসমূহের পালনকর্তা হয়ে যজ্ঞগৃহে ধনাধিপতি হোন। ৫। হে অগ্নি ! আমরা গোতম গোত্রীয় ; তুমি ধনপতি, রক্ষণশীল ও যজ্ঞান্নের কর্তা। আরোহী যেরূপ অশ্বকে হস্ত দ্বারা মার্জিত করে, আমরা তোমাকে সেরূপ মার্জিত করে মননীয় স্তোত্র দ্বারা প্রশংসা করব। অগ্নি প্রজ্ঞা দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়েছেন, এ প্রাতঃকালে শীঘ্র আসুন।

টীকা : ১। যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু করেছেন, সায়ণও বলেন ' মাতরি অন্তরীক্ষে

শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্তে ইতি যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এ অর্থ গ্রহণে অসম্মত। আচার্য বোটলিং এবং রোথ তাঁদের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুটি অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা একজন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হতে অগ্নি এনে ভৃগুবংশীয়দের দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁরা আরও বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। মাতরিশ্বা যে বেদে অগ্নির একটি নাম তা ৩ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ২ ঋকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ঋক্‌টি এই,—"তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্থ্যং।" আবার এই ১ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ৪ ঋকে ও টীকা দেখুন। মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি তা সায়ণ সে ঋকের ব্যাখ্যায় স্বীকার করেছেন। এবং ৩ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখুন। যদি মাতরিশ্বা ঋগ্বেদে প্রকৃতই অগ্নির একটি নাম হয় তবে এ মাতরিশ্বা কর্তৃক স্বর্গ হতে অগ্নি আনার আখ্যান হতে কি গ্রীকদের Prometheus দেবের গল্প উৎপন্ন হয়েছে? আর ভৃগুবংশীয়দের নিকট মাতরিশ্বা অগ্নিকে এনে দিয়েছিলেন এরই বা অর্থ কি? পণ্ডিতবর মিউয়র বিবেচনা করেন ভারতবর্ষে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশদ্বারা অগ্নির পূজা প্রচার হয়েছিল।

৬১ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রযো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা॥ ১
অস্মা ইদু প্রয ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীযা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত॥ ২
অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাগূষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ॥ ৩
অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়।
গিরাশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায়॥ ৪
অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বাসমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্॥ ৫
অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যংরণায়।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম তুজন্নীমানস্তুজতা কিয়েধাঃ॥ ৬
অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা॥ ৭
অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ।
পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ॥ ৮
অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়॥ ৯
অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ॥ ১০
অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্দাশুষে দশস্যন্তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ॥ ১১
অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব বিরদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ॥ ১২

অস্যেদ্ প্র ব্রূহি প্ূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উক্থৈঃ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্ ॥ ১৩
অস্যেদ্ ভিয়া গিরয়শ্চ দৃড়্হা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো ভুবদ্বীর্যায় নোধাঃ ॥ ১৪
অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ ॥ ১৫
এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাত্ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র বলবান, ত্বরান্বিত ও গুণ দ্বারা মহৎ স্তুতির উপযুক্ত এবং অপ্রতিহতগতি। বুভুক্ষিতকে যেরূপ অন্নদান করে, আমি ইন্দ্রকে তাঁর গ্রহণ যোগ্য স্তুতি পূর্ববর্তী যজমানপ্রদত্ত যজ্ঞান্ন প্রদান করি। ২। তাঁকে অন্নের ন্যায় হব্য দান করছি, শত্রু পরাজয় সাধনস্বরূপ স্তুতিশব্দ সম্পাদন করেছি। অন্য স্তোতাগণও সে পুরাতন স্বামীকে হৃদয়ের সাথে মনের সাথে এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি সম্পাদন করে। ৩। সেই উপমানভূত বরণীয় ধনদাতা ও বিজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধন করবার জন্য আমি মুখ দ্বারা উৎকৃষ্ট ও নির্মল স্তুতিবচনযুক্ত অতি মহৎ শব্দ করছি। ৪। যেরূপ রথ নির্মাণকর্তা রথস্বামীর নিকট রথ চালায় সেরূপ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র প্রেরণ করি; স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে শোভনীয় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করি; মেধাবী ইন্দ্রকে বিশ্বব্যাপী হব্য প্রেরণ করি। ৫। অশ্বকে যেরূপ রথে সংযোজিত করে আমি সেরূপ অন্ন প্রাপ্তির ইচ্ছায় স্তুতিরূপ মন্ত্র বাগিন্দ্রিয়ে ধারণ করি; সে বীর, দানশীল অন্নবিশিষ্ট এবং নগরবিদারী ইন্দ্রকে বন্দনা করতে প্রবৃত্ত হই। ৬। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্ম ও সুপ্রেরণীয় বজ্র নির্মাণ করেছিলেন, ঐশ্বর্যবান ও অপরিমিত বলবান ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উদ্যত হয়ে সে হননকারী বজ্র দ্বারা বৃত্রের মর্ম ভেদ করেছিলেন। ৭। জগতের নির্মাণকর্তা ইন্দ্রের এ মহৎ যজ্ঞে যে অভিষব দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্র তাতে সোমরূপ অন্ন সদ্যই পান করেছেন এবং শোভনীয় হব্যরূপ অন্ন ভক্ষণ করেছেন। তিনি বিষ্ণু(১) শত্রুর পরিপক্ক ধন অপহরণকারী, শত্রুপরাজয়ী ও বজ্রক্ষেপক; তিনি বরাহকে অর্থাৎ মেঘকে প্রাপ্ত হয়ে তাকে ভেদ করেছিলেন। ৮। ইন্দ্র অহিকে হনন করলে গমনশীল দেবপত্নীগণও তাঁকে স্তুতি করেছিলেন। ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করেছিলেন। তারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করতে পারে না। ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক ও ভূলোক ও অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও অধিক। তিনি নিজ আবাসে স্বকীয় তেজে বিরাজ করেন, সকল কার্যে সমর্থ হন। তাঁর শত্রু সুযোগ্য, তিনি যুদ্ধগমনে নিপুণ এবং মেঘরূপ শত্রুদের যুদ্ধে আহবান করেন। ১০। ইন্দ্র স্বকীয় বলদ্বারা জলশোষক বৃত্রকে বজ্র দ্বারা ছেদন করেছিলেন; এবং গাভীসমূহের ন্যায় বৃত্রদ্বারা অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জলসমুদয় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তার অভিলাষানুসারে অন্ন দান করেন। ১১। ইন্দ্রের ক্ষমতাহেতু সমুদ্র ও নদীসকল শোভা পাচ্ছে, কেননা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাদের সীমা নির্দেশ করে দিয়েছেন। আপনাকে ঐশ্বর্যবান করে এবং হব্যদাতাকে ফল প্রদান করে, ইন্দ্র ত্বরান্বিত হয়ে তুর্বীতি ঋষির জন্য একটি অবস্থানযোগ্য স্থান সৃষ্টি করলেন (২)। ১২। ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী, সকলের ঈশ্বর এবং অপরিমিত বলশালী। হে ইন্দ্র! তুমি এ বৃত্রকেই বজ্র প্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধিগুলি তির্যক অবস্থিত বজ্র দ্বারা কর্তন কর (৩), যেন বৃষ্টি এবং জল বিচরণ করতে পারে। ১৩। যিনি

মন্ত্রদ্বারা স্তুত্য সে ক্ষিপ্রগামী ইন্দ্রের পূর্ব কর্ম সকল বর্ণনা কর। তিনি যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করে শত্রুদের হনন করে তাদের সম্মুখে গমন করেন। ১৪। এই ইন্দ্রের ভয়ে পর্বতগণ নিশ্চল হয়ে থাকে, ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হলে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়। নোধাঋষি সে কমনীয় ইন্দ্রের রক্ষণকার্য অনেক সূক্ত দ্বারা বার বার প্রার্থনা করে সদ্যই বীর্য লাভ করেছিলেন। ১৫। তিনি একাকী বহুবিধ ধনের স্বামী। তিনি যে স্তোত্র এ স্তোতৃদের নিকট যাচঞা করেছেন সে স্তোত্র তাঁকে দাও। স্বশ্বপুত্র সূর্যের যুদ্ধের সময় সোমাভিষবকারী এতশ ঋষিকে ইন্দ্র রক্ষা করেছিলেন (৪)। ১৬। হে অশ্বযুক্ত রথেশ্বর ইন্দ্র! গোতমগণ তোমাকে যজ্ঞে উপস্থিত করবার জন্য স্তুতিরূপ মন্ত্রসমূহ রচনা করেছে ; সে স্তোতৃদের বহুবিধ বুদ্ধি প্রদান কর। যিনি বুদ্ধি দ্বারা ধন পেয়েছেন, সে ইন্দ্র প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'বিষ্ণু' আছে। 'জগতো ব্যাপকঃ।' সায়ণ। ২। তুর্বীতি ঋষি জলমগ্ন হচ্ছিলেন, ইন্দ্র তাকে উদ্ধার করে ভূমিতে স্থাপন করেছিলেন। সায়ণ। ৩। মূলে 'গোঃ ন পর্ব বিরদা' আছে। 'যথা মাংসস্য বিকর্ত্তারঃ লৌকিকা পুরুষাঃ পশোরবয়বান্ ইতস্ততো তদ্বৎ।' সায়ণ। 'বৃত্রাসুরের শরীরের সন্ধি সকল তির্যকভাবে বজ্রদ্বারা ছেদন করুন, যেরূপ মাংসচ্ছেদক ব্যক্তিরা গোপশুর অবয়ব সকল ছেদন করে পৃথক করে।' রমানাথ সরস্বতী। ৪। স্বশ্ব নামে এক রাজা পুত্রকামনা করে সূর্যকে উপাসনা করেছিলেন, সূর্য স্বয়ং তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে এতশ নামক মহর্ষির যুদ্ধ হয়। সায়ণ।

৬২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং গির্বণসে অঙ্গিরস্বৎ।
সুবৃক্তিভিঃ স্তুবতে ঋগ্মিযায়ার্চামার্কং নরে বিশ্রুতায় ॥ ১
প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বমাংগূষ্যং শবসানায় সাম।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞা অর্চন্তো অঙ্গিরসো গা অবিন্দন্ ॥ ২
ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসাং চেষ্টৌ বিদৎসরমা তনয়ায় ধাসিম্।
বৃহস্পতির্ভিনদাদ্রিং বিদদগাঃ সমুস্রিযাভির্বাবশন্ত নরঃ ॥ ৩
স সুষ্টুভা স স্তুভা সপ্ত বিপ্রৈঃ স্বরেণাদ্রিং স্বর্যোনবগ্বৈঃ।
সরণ্যুভিঃ ফলিগমিন্দ্র শক্র বলং রবেণ দরয়ো দশগ্বৈঃ ॥ ৪
গৃণানো অঙ্গিরোভির্দস্ম বি বরুষসা সূর্যেণ গোভিরন্ধঃ।
বি ভূম্যা অপ্রথয় ইন্দ্র সানু দিবো রজ উপরমস্তভায়ঃ ॥ ৫
তদু প্রযক্ষতমমস্য কর্ম দস্মস্য চারুতমমস্তি দ্যংসঃ।
উপহ্বরে যদুপরা অপিন্বন্মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ ॥ ৬
দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে অযাস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ।
ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্নধারয়দ্রোদসী সুদংসাঃ ॥ ৭
সনাদ্দিবং পরি ভূমা বিরূপে পুনর্ভুবা যুবতী স্বেভিরেবৈঃ।
কৃষ্ণেভিরক্তোষা রুশদ্ভির্বপুর্ভিরা চরতো অন্যান্যা ॥ ৮
সনেমি সখ্যং স্বপস্যমানঃ সূনুর্দাধার শবসা সুদংসাঃ।
আমাসু চিদ্দধিষে পক্কমন্তঃ পয়ঃ কৃষ্ণাসু রুশদ্রোহিণীষু ॥ ৯
সনাৎসনীলা অবনীরবাতা ব্রতা রক্ষন্তে অমৃতাঃ সহোভিঃ।
পুরু সহস্রা জনয়ো ন পত্নীর্দুবস্যন্তি স্বসারো অহ্রয়াণম্ ॥ ১০

সনায়ুবো নমসা নব্যো অর্কৈর্বসূয়বো মতয়ো দস্ম দদ্রুঃ।
পতিং ন পত্নীরুশতীরুশন্তং স্পৃশন্তি ত্বা শবসাবন্মনীষাঃ ॥ ১১
সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে নোপ দস্যন্তি দস্ম।
দ্যুমাঁ অসি ক্রতুমাঁ ইন্দ্র ধীরঃ শিক্ষা শচীবস্তব নঃ শচীভিঃ ॥ ১২
সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ ব্রহ্ম হরিযোজনায়।
সুনীথায় নঃ শবসান নোধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। বলবান স্তুতিভাজন ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা অঙ্গিরার ন্যায় সুখকর স্তোত্র মনে ধারণ করি। তিনি শোভনীয় স্তোত্র দ্বারা স্তুতিকারী ঋষির অর্চনাভাজন। সে প্রখ্যাত নেতাকে আমরা স্তোত্র দ্বারা পূজা করি। ২। যে স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে গীত হতে পারে এরূপ মহৎ স্তোত্র তোমরা সে মহান বলবান ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ কর। তাঁর সহায়তায় আমাদের পূর্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ, পদচিহ্ন দেখে পূজা করতঃ পণি অসুর দ্বারা অপহৃত গাভী উদ্ধার করেছিলেন। ৩। ইন্দ্র ও অঙ্গিরা গাভী অন্বেষণ করলে সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিল (১)। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্র (২) অসুরকে বধ করলেন ও গাভী উদ্ধার করলেন। দেবগণও গাভীদের সাথে হর্ষসূচক শব্দ করতে লাগল। ৪। হে শক্তিমান ইন্দ্র! সপ্ত সংখ্যক ও সদ্গতি অভিলাষী নবগ্ব ও দশগ্ব (৩) মেধাবীগণের সুখশ্রাব্য স্বরযুক্ত স্তোত্র দ্বারা তুমি স্তুত হবে। তোমার স্বরে পর্বত ভীত হয় এবং শস্যোৎপাদক মেঘও ভীত হয়। ৫। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাগণের দ্বারা স্তুত হয়ে ঊষা ও সূর্যের কিরণ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করেছ। হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর সানুপ্রদেশ সমতল করেছ এবং অন্তরীক্ষের মূল প্রদেশ দৃঢ় করেছ। ৬। ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারটি নদী জলপূর্ণ করেছেন, তা সে দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম। ৭। যে ইন্দ্রকে (যুদ্ধরূপ) প্রযত্ন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না কিন্তু স্তোতার স্তুতিদ্বারা পাওয়া যায়; সে ইন্দ্র একত্র সংলগ্ন দ্যাবা পৃথিবীকে দ্বিধা করে স্থাপন করেছেন এবং সে শোভনকর্মা ইন্দ্র সুন্দর ও উৎকৃষ্ট নভস্থলে সূর্যের ন্যায় এ দ্যাবা পৃথিবীকে ধারণ করেছেন। ৮। বিভিন্নরূপা, নিত্যজাতা ও যুবতীর ন্যায় রজনী ও ঊষা দ্যাবা পৃথিবীতে বহুকাল হতে পরম্পরাক্রমে আগমন করতঃ বিচরণ করেছেন; রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ ও ঊষা দীপ্তিমান শরীরযুক্ত। ৯। যে ইন্দ্র শোভনীয় কর্ম সম্পাদন করেন, যিনি বলের পুত্র এবং উৎকৃষ্ট কর্মযুক্ত, তিনি যজমানদের পুরাতন বন্ধুত্ব পোষণ করেন। হে ইন্দ্র! তুমি অপরিপক্ক গাভীদেরও পক্ক দুগ্ধ দান করেছ এবং গাভী কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিত বর্ণ হলেও তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ দুগ্ধ দান করেছ। ১০। যে স্থির অংগুলি সকল চিরকাল সন্নদ্ধ হয়ে অবস্থান করেও আলস্য রহিত হয়ে স্বীয় বলদ্বারা বহুসহস্র ব্রত পালন করেছে, সে সেবা পরায়ণ ভগ্নীগণ দেবপত্নীর ন্যায় লজ্জারহিত ইন্দ্রের সেবা করে (৪)। ১১। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি মন্ত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুত হও। যে মেধাবীগণ সনাতন কর্ম বা ধন কামনা করে তারা বহু প্রয়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে বলবান ইন্দ্র! যেরূপ আকাঙ্ক্ষণী পত্নী আকাঙ্ক্ষী পতিকে প্রাপ্ত হয় সেরূপ স্তুতি তোমাকে স্পর্শ করে। ১২। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! চিরকাল হতে যে ধন তোমার হস্তে আছে তা কখন নাশ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হে ইন্দ্র! তুমি বুদ্ধিমান, দীপ্তিমান, এবং যজ্ঞবিশিষ্ট। হে কর্মবান ইন্দ্র! তোমার কর্ম দ্বারা আমাদের ধন দাও। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের

নিমিত্ত তোমার এ নূতন স্তোত্র রচনা করেছেন। অতএব যিনি কর্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়েছেন, সে ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

টীকা ঃ ১। সরমা দেবকুক্কুরী। পণি গাভী সকল অপহরণ করলে ব্যাধ যেরূপ মৃগের অন্বেষণে কুক্কুর পাঠায় সেরূপ ইন্দ্র সরমাকে গাভীর উদ্দেশে পাঠালেন। সরমা বলল 'ইন্দ্র! যদি আমাদের শিশুকে সে গাভীর দুগ্ধ দাও তবে যাব।' ইন্দ্র সম্মত হলেন। পরে সরমা গিয়ে সে গাভীর অনুসন্ধান করলে ইন্দ্র তা উদ্ধার করলেন। সায়ণ। ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। 'বৃহস্পতিঃ' শব্দের অর্থ 'বৃহতাং দেবানাং অধিপতিরিন্দ্রঃ।' সায়ণ। ৩। 'নবগ্বৈঃ' ও 'দশগ্বৈঃ' শব্দর অর্থ, 'যে নবভিঃ মাসৈঃ সমাপ্য গতা স্তে নবগ্বাঃ', 'যে তু দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মু স্তে দশগ্বাঃ' সায়ণ। ৪। 'অহ্রয়াণং'-এর অর্থ প্রশস্তগতি অথবা লজ্জারহিত হয়। সায়ণ। অঙ্গুলিরূপ ভগ্নীগণ পত্নীর ন্যায় ইন্দ্রকে সেবা করছে; অতএব লজ্জারহিত অর্থটি ভাল হয়।

৬৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র যো হ শুষ্মৈর্দ্যাবা জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ।
যদ্ধ তে বিশ্বা গিরয়শ্চিদভ্বা ভিয়া দৃঢ়াসঃ কিরণা নৈজন্ ॥ ১
আ যদ্বরী ইন্দ্র বিব্রতা বেরা তে বজ্রং জরিতা বাহ্বোর্ধাৎ।
যেনাবিহর্যতক্রতো অমিত্রান্পুর ইষ্ণাসি পুরুহূত পূর্বীঃ ॥ ২
ত্বং সত্য ইন্দ্র ধৃষ্ণুরেতান্ত্বমৃভুক্ষা নর্যস্ত্বং ষাট্।
ত্বং শুষ্ণং বৃজনে পৃক্ষ আণৌ যূনে কুৎসায় দ্যুমতে সচাহন্ ॥ ৩
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র চোদীঃ সখা বৃত্রং যদ্বজ্রিন্বৃষকর্মন্নুভনাঃ।
যদ্ধ শূর বৃষমণঃ পরাচৈর্বি দস্যূঁর্যোনাবকৃতো বৃথাষাট্ ॥ ৪
ত্বং হ ত্যদিন্দ্রারিষণ্যন্দৃড়্হস্য চিন্মর্তানামজুষ্টৌ।
ব্যস্মদা কাষ্ঠা অর্বতে বর্ঘনেব বজ্রিঞ্ছ্নথিহ্যমিত্রান্ ॥ ৫
ত্বং হ ত্যদিন্দ্রার্ণসাতৌ স্বর্মীড়্হে নর আজা হবন্তে।
তব স্বধাব ইয়মা সমর্য ঊতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ ॥ ৬
ত্বং হ ত্যদিন্দ্র সপ্ত যুধ্যন্পুরো বজ্রিন্পুরুকুৎসায় দর্দঃ।
বর্হির্ন যৎসুদাসে বৃথা বর্গংহো রাজন্বরিবঃ পূরবে কঃ ॥ ৭
ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব চিত্রামিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্।
যয়া শূর প্রত্যস্মভ্যং যংসি ত্মনমূর্জং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ ॥ ৮
অকারি ত ইন্দ্র গোতমেভির্ব্রহ্মাণ্যোক্তা নমসা হরিভ্যাম্।
সুপেশসং বাজমা ভরা নঃ প্রাতর্মক্ষূধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বাগ্রগণ্য; ভয়ের সময়ে তোমার শত্রু শোষণকারী বল দ্বারা তুমি দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করেছিলে। বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্বতসমূহ এবং অন্য যে সমস্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে, তারাও নভঃস্থলে সূর্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হয়েছিল। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন তোমার বিবিধ গতিযুক্ত অশ্ব রথে সংযোজিত কর, তখন স্তোতা তোমার হস্তে বজ্র স্থাপন করে, তুমি সে বজ্র দ্বারা শত্রুর অনভীপ্সিত কর্ম করে শত্রুদের বিনাশ কর। হে বহু লোকের আহূত ইন্দ্র! তুমি তা দিয়ে অনেক নগর ধ্বংস কর। ৩। হে

ইন্দ্র তুমিই সত্য, তুমি এ সকল শত্রুর ধর্ষণকারী ; তুমি ঋভুগণের অধিপতি, নরের হিতকারী ; ও শত্রুহন্তা। সাংঘাতিক ও তুমুল সংগ্রামে তুমি দীপ্তিমান তরুণ কুৎসের (১) সহায় হয়ে শুষ্ণকে বধ করেছিলে। ৪। হে বৃষ্টি বর্ষণকারী, বজ্রী ইন্দ্র। তুমি যখন শত্রুকে বধ করেছিলে ; হে শূর, অভীষ্ট বর্ষণাভিলাষী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র ! তুমি যখন সংগ্রামে দস্যুদিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ ধ্বংস করেছিলে, তখন তুমি কুৎসের সহায় হয়ে তাকে প্রসিদ্ধ যশ প্রেরণ করেছিলে। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি কোন দৃঢ় ব্যক্তির হানি করতে ইচ্ছা কর না ; তথাপি মনুষ্যগণ শত্রুদের দ্বারা উপদ্রুত হলে তুমি তাদের অশ্ব বিচরণের জন্য চারদিক খুলে দাও এবং হে বজ্রী ! কঠিন বজ্র দ্বারা শত্রুদের বিনাশ কর। ৬। হে ইন্দ্র ! যে সংগ্রামে যোদ্ধাগণ লাভ ও ধনপ্রাপ্ত হয় তাতে মনুষ্যেরা তোমাকে (সহায়ার্থ) আহ্বান করে। হে বলবান ইন্দ্র ! সংগ্রামে তোমার এ রক্ষণকার্য আমাদের দিকে প্রসারিত হোক যেহেতু যোদ্ধাগণ তোমার রক্ষণ ভাজন । ৭। হে বজ্রিন ! তুমি পুরুকুৎসের সহায় হয়ে যুদ্ধ করে সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করেছ, তুমি সুদাস রাজার নির্মিত্ত অংহা নামক শত্রুর ধন, যজ্ঞ কুশের ন্যায় অনায়াসে কর্তন করেছ। পরে হে রাজন ! সে হব্যদাতা সুদাসকে সে ধন দিয়েছ (২)। ৮। হে দেব ! তুমি আমাদের বিচিত্র অন্ন সমস্ত ভূমিতে জলের ন্যায় বর্ধিত কর। হে শূর ! সকল দিকে যেমন জল ক্ষরিত হতে দিয়েছ, সেরূপ সে অন্ন দ্বারা আমাদের জীবন প্রদান করেছ। ৯। হে ইন্দ্র ! তুমি অশ্বযুক্ত ; গোতমগণ তোমার উদ্দেশে ভক্তি পূর্বক মন্দ্রসমূহ উচ্চারণ করেছে ; তুমি আমাদের বহুবিধ অন্ন প্রদান কর। যিনি কর্মদ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়েছেন সে ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আসুন।

টীকা ঃ ১। কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। কিন্তু এখানে কুৎসা একজন যোদ্ধা বলে বর্ণিত হয়েছেন। 'The Dasyus are described as the enemies of Kutsa. Agreeably to the apparent sense of Dasyu,—'barbarian' or 'one not Hindu' Kutsa would be a prince who bore an active part in the subjugation of the original tribes of India."—Wilson. ২। সুদাস সম্বন্ধে ৪৭ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। পুরুকুৎসা রাজা মান্ধাতার পুত্র এরূপ পুরাণে দেখা যায়।

৬৪ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃষ্ণে শর্ধায় সুমখায় বেধসে নোধঃ সুবৃক্তিং প্র ভরা মরুদ্ভ্যঃ।
অপো ন ধীরো মনসা সুহস্ত্যো গিরঃ সমঞ্জে বিদথেষ্বাভুবঃ ॥ ১
তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যা অসুরা অরেপসঃ।
পাবকাসঃ শুচয়ঃ সূর্যা ইব সত্বানো ন দ্রপ্সিনো ঘোরবর্পসঃ ॥ ২
যুবানো রুদ্রা অজরা অভোগ্ধনো ববক্ষুরধ্রিগাবঃ পর্বতা ইব।
দৃড়্হা চিদ্বিশ্বা ভুবনানি পার্থিবা প্র চ্যাবয়ন্তি দিব্যানি মজ্মনা ॥ ৩
চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।
অংসেষ্বেষাং নি মিমৃক্ষুর্ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ ॥ ৪
ঈশানকৃতো ধুনয়ো রিশাদসো বাতান্বিদ্যুতস্তবিষীভিরক্রত।
দুহন্ত্যূধর্দিব্যানি ধূতয়ো ভূমিং পিন্বন্তি পয়সা পরিজ্রয়ঃ ॥ ৫

পিন্বন্ত্যপো মরুতঃ সুদানবঃ পয়ো ঘৃতবদ্বিদথেষ্বাভুবঃ।
অত্যং ন মিহে বি নয়ন্তি বাজিনমুৎসং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতম্ ॥ ৬
মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বম্ ॥ ৭
সিংহা ইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশা ইব সুপিশো বিশ্ববেদসঃ।
ক্ষপো জিন্বংত পৃষতীভিরৃষ্টিভিঃ সমিত্ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ ॥ ৮
রোদসী আ বদতা গণশ্রিয়ো নৃষাচঃ শূরাঃ শবসাহিমন্যবঃ।
আ বন্ধুরেষ্বমতির্ন দর্শতা বিদ্যুন্ন তস্থৌ মরুতো রথেষু বঃ ॥ ৯
বিশ্ববেদসো রয়িভিঃ সমোকসঃ সংমিশ্লাসস্তবিষীভির্বিরপ্শিনঃ।
অস্তার ইষুং দধিরে গভস্ত্যোরনন্তশুষ্মা বৃষখাদয়ো নরঃ ॥ ১০
হিরণ্যয়েভিঃ পবিভিঃ পয়োবৃধ উজ্জিঘ্নন্ত আপথ্যোন পর্বতান্।
মখা অযাসঃ স্বসৃতো ধ্রুবচ্যুতো দুধ্রকৃতো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ১১
ঘৃষুং পাবকং বনিনং বিচর্ষণিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা গৃণীমসি।
রজস্তুরং তবসং মারুতং গণমৃজীষিণং বৃষণং সশ্চত শ্রিয়ে ॥ ১২
প্র নূ স মর্তঃ শবসা জনাঁ অতি তস্থৌ ব ঊতী মরুতো যমাবত।
অর্বদ্ভির্বাজং ভরতে ধনা নৃভিরাপৃচ্ছ্যং ক্রতুমা ক্ষেতি পুষ্যতি ॥ ১৩
চর্কৃত্যং মরুতঃ পৃৎসু দুষ্টরং দ্যুমন্তং শুষ্মং মঘবৎসু ধত্তন।
ধনস্পৃতমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিং তোকং পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ ॥ ১৪
নূ ষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তমৃতীষাহং রয়িমস্মাসু ধত্ত।
সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে নোধা! বর্ষণকারী, শোভনযজ্ঞ ও ফলসাধক মরুৎগণের উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র প্রেরণ কর। যে বাক্যদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় যজ্ঞস্থলে দেবগণকে অভিমুখ করা যায়, আমি ধীর ও কৃতাঞ্জলি হয়ে মনের সাথে সে বাক্যসমূহ প্রয়োগ করি। ২। মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হতে উৎপন্ন হয়েছেন ; তাঁরা দর্শনীয়, পৌরুষসম্পন্ন এবং রুদ্রের পুত্র ; তাঁরা শত্রুবিজয়ী, পাপরহিত সকলের শোধক, সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, সত্ত্বসমূহের ন্যায় বলপরাক্রমশালী, বৃষ্টিবিন্দুযুক্ত ও ঘোররূপ। ৩। রুদ্রের পুত্রগণ যুবা ও জরারহিত এবং যাঁরা দেবগণকে হব্য দেন না(১) তাঁদের হন্তা ; তাঁরা অপ্রতিহতগতি এবং পর্বতের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গ। তাঁরা স্তোতৃগণকে অভীষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন। পৃথিবীর ও দিব্যলোকের সমস্ত বস্তু দৃঢ় হলেও মরুৎগণ স্বকীয় বলে তা প্রচলিত করেন। ৪। শোভার নিমিত্ত মরুৎগণ নানাবিধ অলংকার দ্বারা স্বশরীর অলংকৃত করেন, শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করেন এবং অংশ-দেশে আয়ুধসমূহ ধারণ করেন। নেতা মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হতে স্বকীয় বলের সাথে প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। ৫। স্তোতৃগণকে ধনাধিপতি করে, মেঘাদিকে কম্পিত করে, হিংসককে বিনাশ করে মরুৎগণ স্বকীয় বলে বায়ু ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন ; পরে মরুৎগণ সকলদিকে গমন করে ও সকলকে কম্পিত করে দ্যুলোকের উধঃ অর্থাৎ মেঘ দোহন করেন এবং জল দ্বারা ভূমি সিঞ্চন করেন। ৬। যেরূপ ঋত্বিকগণ যজ্ঞে ঘৃত সিঞ্চন করেন ; তাঁরা অশ্বের ন্যায় বেগবান মেঘকে বর্ষণের নিমিত্ত বিনীত করেন এবং গর্জনকারী ও অক্ষয় মেঘকে দোহন করেন। ৭। হে মরুৎ! তোমরা মহৎ, প্রাজ্ঞ, সুন্দর দীপ্তিসম্পন্ন পর্বতের ন্যায় বলবান, এবং শীঘ্রগতি ; তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণ বর্ণ শিখায় প্রচণ্ড বল ধারণ করেছ। ৮। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন ; সর্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর ; তাঁরা শত্রুর বিনাশকারী, স্তোতার প্রীতিকারী

এবং অহির ন্যায় ক্রোধযুক্ত এরূপ মরুৎগণ তাদের বাহন মৃগের সাথে(২) এবং আয়ুধের সঙ্গে শত্রুপীড়িত যজমানদের রক্ষা করতে যুগপৎ আসছেন। ৯। হে দলবদ্ধ মানুষের হিতকারী এবং শৌর্যশালী মরুৎগণ! তোমরা বলদ্বারা বিনাশক্ষম কোপযুক্ত হয়ে আকাশ ও পৃথিবী শব্দপূর্ণ কর। হে মরুৎগণ! তোমাদের তেজ নির্মল রূপের ন্যায় অথবা দর্শনীয় বিদ্যুতের ন্যায় রথের সারথি স্থানে অবস্থিতি করে। ১০। সর্বজ্ঞ, ধনাধিপতি, বলযুক্ত, মহৎ, শত্রুবিনাশকারী, অনন্তশক্তিধারী, বৃহৎ খাদ্যযুক্ত, নেতা মরুৎগণ বাহুতে ইষু ধারণ করেন। ১১। বৃষ্টি বর্ধনকারী মরুৎগণ সুবর্ণময় রথচক্র দ্বারা পথিস্থিত মেঘ সকলকে স্থান হতে উত্তোলিত করেন; তাঁরা যজ্ঞবান দেবতাদের যজ্ঞস্থলে গমন করেন, স্বয়ংই শত্রুদের আক্রমণ করেন; নিশ্চল পদার্থ সঞ্চালন করেন; অন্যের অসাধ্য দ্রব্য এবং দীপ্তিমান আয়ুধ ধারণ করেন। ১২। শত্রুক্ষয়কারী, সকল বস্তুর শোধক, বৃষ্টিপ্রদ এবং সর্বদর্শী রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে আমরা স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি। ধূলিপ্রেরক ক্ষমতাশালী, ঋজীষ সোমপায়ী এবং অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণের নিকট ধনের জন্য গমন কর। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যাকে আশ্রয় প্রদান করতঃ রক্ষা কর, সে পুরুষ বলে সকলকে অতিক্রম করে; সে অশ্ব দ্বারা অন্ন ও মানুষ দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়; সে সুন্দর যজ্ঞ করে ও ঐশ্বর্যশালী হয়। ১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা যজমানদের সর্বকর্মকুশল, সংগ্রামে অজেয়, দীপ্তিমান, শত্রুবিনাশকারী, বলবান, প্রশংসাভাজন এবং সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান কর। এরূপ পুত্র ও পৌত্রকে আমরা শত বৎসর পোষিত করি। ১৫। হে মরুৎগণ! আমাদের স্থায়ী, বীর্যযুক্ত ও শত্রুবিজয়ী ধন দাও! এরূপ শতসহস্র ধনযুক্ত হলে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যারা কর্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়েছেন এরূপ মরুৎগণ আসুন।

টীকা ঃ ১। 'অভোগ্ধনঃ' শব্দের অর্থ "যে দেবান্ হবির্ভির্ন ভোজয়ন্তি তেষাং হন্তারঃ।" সায়ণ। কিন্তু আচার্য মক্ষমুলর এ রূপ লিখেছেন "Abhog, 'not nurturing' is a name of the rainless cloud." ২। 'পৃষতীভিঃ' অর্থ মরুৎগণের বাহন বিচিত্রকায় হরিণরূপ মেঘ। "পৃষত্য ইতি মরুতাং বাহনস্য আখ্যা। পৃষতঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগা ইতি ঐতিহাসিকাঃ। নানাবর্ণা মেঘমালা ইতি নৈরুক্তাঃ।" সায়ণ।

৬৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

পশ্বা ন তায়ুং গুহা চতন্তং নমো যুজানং নমো বহন্তম্।
সজোষা ধীরাঃ পদৈরনু গ্মন্নুপ ত্বা সীদন্বিশ্বে যজত্রাঃ ॥ ১
ঋতস্য দেবা অনুব্রতা গুর্ভুবৎপরিষ্টির্দ্যৌর্ন ভূম।
বর্ধন্তীমাপঃ পন্বা সুশিশ্বিমৃতস্য যোনা গর্ভে সুজাতম্ ॥ ২
পুষ্টির্ন রণ্বা ক্ষিতির্ন পৃথ্বী গিরির্ন ভুজ্ম ক্ষোদো ন শম্ভু।
অত্যো নাজ্মন্ৎসর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ ক ঈং বরাতে ॥ ৩
জামিঃ সিন্ধূনাং ভ্রাতেব স্বস্রামিভ্যান্ন রাজা বনান্যত্তি ॥
যদ্বাতজূতো বনা ব্যস্থাদগ্নির্হ দাতি রোমা পৃথিব্যাঃ ॥ ৪
শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা চেতিষ্ঠো বিশামুষর্ভুৎ।
সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ পশুর্ন শিশ্বা বিভুর্দূরেভাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! পশু অপহরণকারী চোরের ন্যায় তুমিও গুহায় অবস্থান কর মেধাবী ও সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ তোমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করে অনুসরণ

করেছিলেন ; তুমি স্বয়ং হব্য সেবা কর ও দেবতাদের নিমিত্ত হব্য বহন কর ; যজনীয় সমস্ত দেবগণ পলায়িত অগ্নির পলায়ন কার্যাদি অন্বেষণ করতে লাগলেন, পরে সকল দিকে অন্বেষণ হল ; ভূমি স্বর্গের ন্যায় হল। অগ্নি যজ্ঞের কারণ-স্বরূপ, উদকগর্ভে প্রাদুর্ভূত এবং স্তোত্রদ্বারা প্রবর্ধিত ; উদকসমূহ সে অগ্নিকে গোপন করবার জন্য বর্ধিত হল। ৩। অগ্নি (অভিমত ফলের) পুষ্টির ন্যায় রমণীয়, ক্ষিতির ন্যায় বিস্তীর্ণ, পর্বতের ন্যায় সকলের ভোজয়িতা; জলের ন্যায় সুখকর। তিনি সংগ্রামে পরিচালিত অশ্বের ন্যায় ও সিন্ধুর ন্যায় শীঘ্রগামী। এরূপ অগ্নিকে কে নিবারণ করতে সমর্থ ? ৪। ভ্রাতা যেরূপ ভগ্নীর হিতকর, সেরূপ অগ্নি সিন্ধুর বন্ধু ; রাজা যেরূপ শত্রুকে নাশ করে, সেরূপ অগ্নি বন ভক্ষণ করেন ; বায়ুচালিত হয়ে অগ্নি যখন বন দগ্ধ করতে প্রবৃত্ত হন, তখন ভূমির সমস্ত (ওষধিরূপ) লোম ছেদন করেন। ৫। জল মধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায় অগ্নি জলের ভিতর প্রাণধারণ করেন ; ঊষা কালে জাগরিত হয়ে আলোক দ্বারা সকলকে চেতনা প্রদান করেন এবং সোমের ন্যায় সকল ওষধি বর্ধিত করেন। তিনি শয়ান পশুর ন্যায় জলের মধ্যে সংকুচিত হয়ে ছিলেন, পরে বর্ধিত হলে তাঁহার প্রভা সুদূর বিস্তৃত হল।

৬৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

রয়ির্ন চিত্রা সূরো ন সন্দৃগায়ুর্ন প্রাণো নিত্যো ন সূনুঃ।
তক্বা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি পয়ো ন ধেনুঃ শুচির্বিভাবা ॥ ১
দাধার ক্ষেমমোকো ন রণ্বো যবো ন পক্বো জেতা জনানাম্।
ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তো বাজী ন প্রীতো বয়ো দধাতি ॥ ২
দুরোকশোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ।
চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেতো ন বিক্ষু রথো ন রুক্মী ত্বেষঃ সমৎসু ॥ ৩
সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্ত্বেষপ্রতীকা।
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্ ॥ ৪
তং বশ্চরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্ধম্।
সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃপ্র নীচীরৈনোন্নবন্ত গাবঃ স্বর্দৃশীকে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি ধনের ন্যায় বিচিত্র, সূর্যের ন্যায় সকল বস্তুর দর্শয়িতা, প্রাণ বায়ুর ন্যায় জীবনরক্ষক ও পুত্রের ন্যায় হিতকারী ; অগ্নি অশ্বের ন্যায় লোককে ধারণ করেন ও দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় উপকারী। দীপ্ত ও আলোক যুক্ত অগ্নি বন দগ্ধ করেন। ২। অগ্নি রমনীয় গৃহের ন্যায় ধন রক্ষণে সমর্থ; পক্ব যবের ন্যায় লোক বিজয়ী, ঋষির ন্যায় দেবগণের স্তোতা এবং লোকের প্রশংসনীয় এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত। এরূপ অগ্নি আমাদের অন্ন প্রদান করুন। ৩। দুষ্প্রাপ্যতেজা অগ্নি যজ্ঞকারীর ন্যায় ধ্রুব ও গৃহস্থিত জায়ার ন্যায় গৃহের ভূষণ। যখন অগ্নি বিচিত্র দীপ্তিমান হয়ে প্রজ্বলিত হন, তখন তিনি শুভ্রবর্ণ আদিত্যের ন্যায়। তিনি প্রজাগণের মধ্যে রথের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত ও সংগ্রামে প্রভাযুক্ত। ৪। প্রেরিত সেনার ন্যায় অথবা ধানুকীর দীপ্তিমুখ ইষুর ন্যায় অগ্নি শত্রুগণের ভয় সঞ্চার করেন ; যা জন্মেছে ও যা জন্মাবে সে সমস্তই অগ্নি (১) ; অগ্নি কুমারীগণের প্রণয়ী ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি (২)। ৫। গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি উপহারের সাথে প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি। অগ্নি জল প্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ জ্বালা প্রেরণ করেন ও নভস্থলে দর্শনীয় অগ্নির রশ্মি মিলিত হয়।

টীকা ঃ ১। 'যমঃ' অর্থ অগ্নি। 'যমোঽগ্নিরুচ্যতে।' সায়ণ। অথবা ইন্দ্র ও অগ্নি একেবারে উৎপন্ন হয়েছিলেন সেজন্য অগ্নিকে যম (অর্থাৎ যমজ) বলা হয়েছে। সায়ণ। কেন না বিবাহ সময়ে লাজাদি দ্রব্য দ্বারা অগ্নির হোম নিষ্পন্ন হলেই কন্যা আর কন্যা থাকে না, বিবাহিতা হয়। সায়ণ। বিবাহিতা নারী অগ্নির অর্চনা ও সেবায় সহায়তা করেন, এজন্য বোধ হয় অগ্নিকে বিবাহিত নারীর পতি বলা হয়েছে।

সূক্ত ৬৭ ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

বনেষু জায়ুর্মর্তেষু মিত্রো বৃণীতে শ্রুষ্টিং রাজেবাজুর্যম্ ।
ক্ষেমো ন সাধুঃ ক্রতুর্ন ভদ্রো ভুবৎস্বাধীর্হোতা হব্যবাট্ ॥ ১
হস্তে দধানো নৃম্ণা বিশ্বান্যমে দেবান্ধাদ্গুহা নিষীদন্ ।
বিদন্তীমত্র নরো ধিয়ন্ধা হৃদা যত্তষ্টান্মন্ত্রাঁ অশংসন্ ॥ ২
অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভ দ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ ।
প্রিয়া পদানি পশ্বো নি পাহি বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ ॥ ৩
য ঈং চিকেত গুহা ভবন্তমা যঃ সসাদ ধারামৃতস্য ।
বি যে চৃতন্ত্যৃতা সপন্ত আদিদ্বসূনি প্র ববাচাস্মৈ ॥ ৪
বি যো বীরুৎসু রোধন্মহিত্বোত প্রজা উপ প্রসূম্বন্তঃ ।
চিত্তিরপাং দমে বিশ্বায়ুঃ সথেব ধীরাঃ সম্মায় চক্রুঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। রাজা যেরূপ জরা রহিত ব্যক্তিকে আদর করেন সেরূপ অরণ্যজাত ও নরের সুহৃৎ অগ্নি যজমানকে অনুগ্রহ করেন। অগ্নি রক্ষকের ন্যায় কার্যসাধক, কর্মীর ন্যায় ভদ্র, দেবগণের আহ্বানকারী ও হব্যের বহনকারী। তিনি শোভনকর্ম হোন। ২। অগ্নি সমস্ত হব্য রূপ ধন স্বীয় হস্তে ধারণ করে গুহার মধ্যে লুকিয়ে গেলে দেবগণ ভীত হয়েছিলেন, নেতা এবং কর্মধারয়িতা দেবগণ যখন হৃদয়ের কৃত মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করলেন, তখন তাঁরা অগ্নিকে পেলেন। ৩। অগ্নি অজাত পুরুষের ন্যায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধারণ করে আছেন এবং সত্য মন্ত্র দ্বারা আকাশ ধারণ করেছেন। হে বিশ্বায়ু অগ্নি! পশুদের প্রিয় (বিচরণ) ভূমি রক্ষা কর এবং সঞ্চরণের অযোগ্য গুহাতে গমন কর। ৪। যে পুরুষ গুহাস্থিত অগ্নিকে জানে এবং যে যজ্ঞের ধারয়িতা অগ্নির নিকট উপস্থিত হয় এবং যারা যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অগ্নির স্তুতি করে, অগ্নি তাদের শীঘ্রই ধনের কথা বলে দেন। ৫। যে অগ্নি ওষধিগণ মধ্যে তাদের নিজ নিজ গুণ নিহিত করেছেন ও মাতৃস্থানীয় ওষধিগণ মধ্যে উৎপন্ন পুষ্পফলাদি স্থাপিত করেছেন, ধীরগণ জল মধ্যস্থিত এবং জ্ঞানদাতা সে বিশ্বায়ু অগ্নিকে গৃহের ন্যায় পূজা করে কর্ম করে।

৬৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

শ্রীণন্নুপ স্থাদ্দিবং ভুরণ্যুঃ স্থাতুশ্চরথমক্তূন্ব্যূর্ণোৎ ।
পরি যদেষামেকো বিশ্বেষাং ভুবদ্দেবো দেবানাং মহিত্বা ॥ ১
আদিত্তে বিশ্বে ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্যদ্দেব জীবো জনিষ্ঠাঃ ।
ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম ঋতং সপন্তো অমৃতমেবৈঃ ॥ ২
ঋতস্য প্রেষা ঋতস্য ধীতির্বিশ্বায়ুর্বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ ।
যস্তুভ্যং দাশাদ্যো বা তে শিক্ষাত্তস্মৈ চিকিত্বান্রয়িং দয়স্ব ॥ ৩

হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে স চিন্ন্বাসাং পতী রয়ীণাম্ ।
ইচ্ছন্ত রেতো মিথস্তনূষু সং জানত স্বৈর্দক্ষৈরমূরাঃ ॥ ৪
পিতুর্ন পুত্রাঃ ক্রতুং জুষন্ত শ্রোষন্যে অস্য শাসং তুরাসঃ ।
বি রায় ঔর্ণোদ্দুরঃ পুরুক্ষুঃ পিপেশ নাকং স্তৃভির্দমূনাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হব্যবাহক অগ্নি হব্য মিশ্রিত করে আকাশে উপস্থিত হয়ে ও স্থাবর জঙ্গম বস্তুকে ও রাতকে স্বীয় প্রভা দ্বারা প্রকাশিত করেন। অগ্নি সমস্ত দেবগণ মধ্যে দ্যুতিমান এবং স্থাবর জঙ্গমাদিতে ব্যাপ্ত আছেন। ২। হে দেব অগ্নি ! তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ হতে জ্বলন্ত হয়ে প্রাদুর্ভূত হলে সকল যজমানগণ তোমার কর্ম অনুষ্ঠান করে। তুমি অমর, স্তোত্র দ্বারা তোমাকে সেবা করে তারা সকলে প্রকৃত দেবত্ব লাভ করে। ৩। অগ্নি যজ্ঞস্থলে আগত হলে তাঁর স্তুতি ও যজ্ঞ করা হয় ; অগ্নি বিশ্বায়ু, সকল (যজমানগণ) তাঁর যজ্ঞ সম্পাদন করে। হে অগ্নি ! যে তোমাকে হব্য দান করে বা যে তোমার কর্ম করতে শিক্ষা করে তুমি তার কৃত অনুষ্ঠান অবগত হয়ে তাকে ধন প্রদান কর। ৪। হে অগ্নি ! তুমি মনুর অপত্যগণের মধ্যে দেবগণের আহ্বানকারীরূপে অবস্থিতি কর ; তুমিই তাদের ধনের স্বামী, তারা স্বীয় শরীরে পুত্রোৎপাদনার্থ শক্তি ইচ্ছা করেছিল এবং মোহ ত্যাগ করে পুত্রগণের সাথে চিরকাল জীবিত থাকে। ৫। পুত্র যেরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করে, যজমানগণ সত্বর হয়ে সেরূপ অগ্নির শাসন শ্রবণ করে ও তাঁর আদিষ্ট কর্ম করে। প্রভূত অন্নযুক্ত অগ্নি যজমানদের যজ্ঞের দ্বারভূত ধন প্রদান করেন। অগ্নি যজ্ঞরত গৃহে আসক্ত এবং আকাশকে নক্ষত্রযুক্ত করেছেন।

৬৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ ।
পরি প্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ ॥ ১
বেধা অদৃপ্তো অগ্নির্বিজানন্নূধর্ন গোনাং স্বাদ্মা পিতূনাম্ ।
জনে ন শেব আহূর্যঃ সন্মধ্যে নিষত্তো রণ্বো দুরোণে ॥ ২
পুত্রো ন জাতো রণ্বো দুরোণে বাজী ন প্রীতো বিশো বি তারীৎ।
বিশো যদহ্বে নৃভিঃ সনীলা অগ্নির্দেবত্বা বিশ্বান্যশ্যাঃ ॥ ৩
নকিষ্ট এতা ব্রতা মিনন্তি নৃভ্যো যদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ ।
তত্তু তে দংসো যদহন্ৎসমানৈ নৃর্ভি র্যদ্যুক্তো বিবে রপাংসি ॥ ৪
উষো ন জারো বিভাবোস্রঃ সংজ্ঞাতরূপশ্চিকেতদস্মৈ ।
ত্মনা বহন্তো দুরো ব্যৃণ্বন্নবন্ত বিশ্বে স্বর্দৃশীকে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। শুভ্রবর্ণ অগ্নি উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় সকল পদার্থে প্রকাশক এবং দ্যুতিমান সূর্যের জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবা পৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হয়ে কর্ম দ্বারা সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত কর ; তুমি দেবগণের পুত্র হয়েও তাদের পিতা। ২। মেধাবী, দর্পরহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানযুক্ত অগ্নি গাভীর স্তনের ন্যায় সমস্ত অন্ন সুস্বাদু করেন। জনপদে লোকহিতকর পুরুষের ন্যায় অগ্নি যজ্ঞে আহূত হয়ে এবং যজ্ঞস্থলে উপবেশন করে প্রীতি দান করেন। ৩। অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে গৃহে আনন্দ বিকাশ করেন এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হয়ে সংগ্রামে শত্রুগণকে অতিক্রম করেন। যখন

মানুষের সাথে আমি একস্থাননিবাসী দেবতাগণকে আহ্বান করি, তখন হে অগ্নি! তুমি সকল দেবের দেবত্ব প্রাপ্ত হও। ৪। কেউ তোমার ব্রতাদি ধ্বংস করে না, যেহেতু তুমি সে সকল ব্রতের যজমানদের যজ্ঞফলরূপ সুখ প্রদান কর। যদি কেউ তোমার ব্রত নাশ করে, তা হলে সদৃশ নেতা মরুৎগণের সাথে তুমি সে বাধকগণকে পলায়িত কর। ৫। অগ্নি উষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় আলোকবিশিষ্ট ও নিবাস হেতু এবং তাঁর রূপ লোকের পরিচিত, তিনি এ (উপাসককে) অবগত হোন। তাঁর রশ্মি স্বয়ং হব্য বহন করে যজ্ঞ গৃহদ্বারে ব্যাপ্ত হয়, পরে দর্শনীয় নভস্থলে গমন করে।

৭০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। দ্বিপদা বিরাট্ ছন্দ।

বনেম পূর্বীরর্যো মনীষা অগ্নিঃ সুশোকো বিশ্বান্যশ্যাঃ।
আ দৈব্যানি ব্রতা চিকিত্বানা মানুষস্য জনস্য জন্ম ॥ ১
গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাম্।
অদ্রৌ চিদস্মা অন্তর্দুরোণে বিশাং ন বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥ ২
স হি ক্ষপাবাঁ অগ্নী রয়ীণাং দাশদ্যো অস্মা অরং সূক্তৈঃ।
এতা চিকিত্বো ভূমা নি পাহি দেবানাম্ জন্ম মর্তাংশ্চ বিদ্বান্ ॥ ৩
বর্ধান্যং পূর্বীঃ ক্ষপো বিরূপাঃ স্থাতুশ্চ রথমৃতপ্রবীতং।
অরাধি হোতা স্বর্নিষত্তঃ কৃণ্বাংবিশ্বান্যপাংসি সত্যা ॥ ৪
গোষু প্রশস্তিং বনেষু ধিষে ভরন্ত বিশ্বে বলিং স্বর্ণঃ।
বি ত্বা নরঃ পুরুত্রা সপর্যন্‌পিতুর্ন জিব্রেবি বেদো ভরন্ত ॥ ৫
সাধুর্ন গৃধ্নুরস্তেব শূরো যাতেব ভীমস্ত্বেষঃ সমৎসু ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। যে শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত অগ্নি জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য, যিনি সমস্ত দেবকার্য ও মনুষ্যের জন্মরূপ কর্মের বিষয় অবগত থেকে সকল কার্যে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁর নিকট প্রভূত অন্ন যাচঞা করি। ২। যে অগ্নি জলের মধ্যে ও বনের মধ্যে ও স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁকে কি যজ্ঞ গৃহে কি পর্বতের উপর, লোকে হব্য প্রদান করে। প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কাজ করেন, অমর অগ্নিও সেরূপ আমাদের হিতকর কার্য সম্পাদন করেন। ৩। যে যজমান মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পর্যাপ্ত স্তুতি করে, নিশায় প্রদীপ্ত অগ্নি তাকে ধন প্রদান করেন; হে সর্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যগণের জন্ম অবগত আছ, অতএব সমস্ত ভূতজাতকে পালন কর। ৪। উষা ও রাত ভিন্নরূপ হয়ে অগ্নিকে বর্ধন করেন; স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ যজ্ঞ বেষ্টিত অগ্নিকে বর্ধন করে। দেবগণের আহ্বানকারী সে অগ্নি দেবযজন স্থানে উপবিষ্ট হয়ে সকল যজ্ঞকর্ম সত্য ফলযুক্ত করে আরাধিত হন। ৫। হে অগ্নি! আমাদের ব্যবহারযোগ্য গোসমূহকে উৎকৃষ্ট কর; সকল লোক আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য উপায়নরূপ ধন আহরণ করুক। মনুষ্যগণ বহু দেবযজন স্থানে তোমার বিবিধ পূজা করে এবং বৃদ্ধ পিতার নিকট হতে পুত্রের ন্যায় তোমার নিকট হতে ধন প্রাপ্ত হয়। ৬। অগ্নি সফলকর্মা লোকের ন্যায় ধন অধিকার করেন, ধানুকীর ন্যায় শূর, শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং সংগ্রামে প্রজ্বলিত।

৭১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উপা প্র জিন্বন্নুশতীরুশন্তং পতিং ন নিত্যং জনয়ঃ সনীলাঃ
স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুষঞ্চিত্রমুচ্ছন্তী মুষসং ন গাবঃ ॥ ১

বীলু চিদ্দৃঢ়হা পিতরো ন উক্থৈরদ্রিং রুজন্নঙ্গিরসো রবেণ।
চক্রুর্দিবো বৃহতো গাতুমস্মে অহঃ স্বর্বিবিদুঃ কেতুমুস্রাঃ ॥ ২
দধন্নৃতং ধনয়ন্নস্য ধীতিমাদিদর্যো দিধিষ্বোবিভৃত্রাঃ।
অতৃষ্যন্তীরপসো যন্ত্যচ্ছা দেবাঞ্জন্ম প্রযসা বর্ধয়ন্তী ॥ ৩
মথীদ্যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহেগৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ।
আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায় ॥ ৪
মহে যৎপিত্র ঈং রসং দিবে করব ত্সরৎপৃশন্যশ্চিকিত্বান্।
সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ ॥ ৫
স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্।
বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা যাসদ্রায়া সরথং যং জুনাসি ॥ ৬
অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ।
ন জামিভির্বি চিকিতে বয়ো নো বিদা দেবেষু প্রমতিং চিকিত্বান্ ॥ ৭
আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে।
অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎসূদয়চ্চ ॥ ৮
মনো ন যোহধ্বনঃ সদ্য এত্যেকঃ সত্রা সূরো বস্ব ঈশে।
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা ॥ ৯
মা নো অগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি প্র মর্ষিষ্ঠা অভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
নভো ন রূপং জরিমা মিনাতি পুরা তস্যা অভিশস্তেরধীহি ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। স্ত্রী যেরূপ স্বামীকে প্রীত করে সেরূপ একস্থানবর্তিনী ও আকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীরূপ অঙ্গুলিগণ আকাঙ্ক্ষী অগ্নিকে হব্য প্রদান দ্বারা প্রীত করে। উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ ও পরে শুভ্রবর্ণ; সে উষাকে রশ্মিগণ যেরূপ সেবা করে সেরূপ অঙ্গুলি সকল অগ্নির সেবা করে। ২। অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করে বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি শব্দ দ্বারাই বিনাশ করেছিলেন এবং আমাদের নিমিত্ত মহৎ দ্যুলোকের পথ করেছিলেন। পরে তাঁরা সুখকর দিবস, আদিত্য ও গো-সমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৩। অঙ্গিরা মহর্ষিগণ যজ্ঞ স্বরূপ অগ্নিকে ধনের ন্যায় ধারণ করেছিলেন। পরে যে সকল যজমানের ধন আছে এবং যাঁরা অন্য বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করে অগ্নিকে ধারণ করেন ও অগ্নি সেবায় রত থাকেন, তাঁরা হব্য দ্বারা দেব ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে অগ্নির অভিমুখে গমন করেন (১)। ৪। মাতরিশ্বা (২) মথিত অগ্নি শুভ্রবর্ণ হয়ে সকল যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভূত হন; তখন সুহৃৎ রাজা প্রবল রাজার নিকটে যেরূপ স্বীয় লোককে দূত কর্মে নিয়োজিত করে, সেরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞসম্পাদক যজমান অগ্নিকে দূত কর্মে নিযুক্ত করেন। ৫। যজমান যখন মহান ও পালনকারী দেবকে হব্যরূপ রস প্রদান করেন, তখন হে অগ্নি! স্পর্শনকুশল শত্রুগণ তা জেনে পলায়ন করে। ইষুবিক্ষেপী অগ্নি পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি তাঁর শত্রুবিনাশক ধনু হতে দীপ্তিমান বাণ নিক্ষেপ করেন; এবং দীপ্যমান অগ্নি স্বীয় দুহিতা উষাতে (৩) স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করেন। ৬। হে অগ্নি! স্বীয়, যজ্ঞগৃহে যে যজমান মর্যাদার সাথে তোমাকে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত করে এবং অনুদিন কামনা করে তোমাকে অন্ন প্রদান করে, হে দ্বিবর্হা (৪) অগ্নি! তুমি তার অন্ন বর্ধিত কর। যুদ্ধার্থী যে পুরুষকে রথের সাথে যুদ্ধে প্রেরণ কর, সে ধন প্রাপ্ত হোক। ৭। যেরূপ মহতী সপ্ত নদী (৫) সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেরূপ হব্যের অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদের জ্ঞাতি আমাদের অন্নের ভাগ পান না (অর্থাৎ আমাদের প্রচুর

অন্ন নেই) ; অতএব হে অগ্নি ! তুমি প্রকৃষ্ট ধন জেনে দেবগণকে জ্ঞাপিত কর । ৮। অগ্নির বিশুদ্ধ ও দীপ্তিমান তেজ অন্নলাভার্থ নৃপতিকে প্রাপ্ত হোক ; অগ্নি গর্ভনিষিক্ত রেতঃ হতে বলবান অনিন্দনীয় যুবা ও শোভনকর্মা পুত্র উৎপন্ন করুন ও যাগাদি কর্মে প্রেরণ করুন। ৯। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী যে সূর্য স্বর্গীয় মার্গে একাকী গমন করেন, তিনি সদ্যই অনেক ধন প্রাপ্ত হন ; শোভমান এবং সুবাহু মিত্র ও বরুণ আমাদের গাভীগণের প্রীতিকর অমৃতবৎ দুগ্ধ রক্ষা করতঃ অবস্থান করেন । ১০। হে অগ্নি ! আমাদের পৈতৃক সৌহৃদ্য বিনাশ করো না; যেহেতু তুমি অতীতদর্শী এবং বর্তমান বিষয়ও জান। সূর্যরশ্মি যেরূপ অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেরূপ জরা আমাকে বিনাশ করছে ; বিনাশহেতু জরা যাতে না আসতে পারে সেরূপ কর ।

টীকা : ১। 'This and the preceding stanza are corroborative of the share borne by the Angirasas in the organisation, if not in the origination of the worship of fire.'—Wilson. পণ্ডিতবর মিউয়রও বিবেচনা করেন যে, মনু, অঙ্গিরা ভৃগু অথর্বা, দধীচি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিহোমাদি অনেকটা বিস্তারিত হয়েছিল। ২। 'ব্যানবৃত্তিরূপেণ অবস্থিতো মুখ্যপ্রাণঃ'। সায়ণ। কিন্তু মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'দুহিতরি দুহিতৃবৎ সমনন্তরভাবিনাং।' সায়ণ। রাত্রি অগ্নির সময়, ঊষা রাত্রের পর উৎপন্ন, এ জন্য ঊষাকে অগ্নির দুহিতা বলা হয়েছে। ১১৩ সূক্তের ১ ও ২ ঋকে এরূপ উপমা দেখুন। ৪। 'দ্বিবর্হা দ্বয়োর্মধ্যমোত্তমস্থানয়োবৃংহিতো বর্ধিতঃ।' সায়ণ। ৫। ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি সিন্ধুনদী ও তার ছয়টি শাখা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ ঋকে দশটি নাম আছে যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, বিতস্তা, আর্জীকীয়া ও সুষোমা। এ তালিকার শতুদ্রী আদি ছয়টি নদী সিন্ধু নদীর শাখা এবং সুষোমা সিন্ধু নদীর আর একটি নাম মাত্র।

৭২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি।
অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা ॥ ১
অস্মে বৎসং পরি ষন্তং ন বিন্দন্নিচ্ছন্তো বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ।
শ্রমযুবঃ পদব্যো ধিয়ন্ধাস্তস্থুঃ পদে পরমে চার্বগ্নেঃ ॥ ২
তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং ঘৃতেন শুচয়ঃ সপর্যান্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ান্যসূদয়ন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ ॥ ৩
আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্ ॥ ৪
সঞ্জানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্।
রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত স্বাঃ সখা সখ্যুর্নিমিষি রক্ষমাণাঃ ॥ ৫
ত্রিঃ সপ্ত যদ্‌গুহ্যানি ত্বে ইৎপদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ।
তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ পশূঞ্চ স্থাতৄঞ্চরথং চ পাহি ॥ ৬
বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্ শুরুধো জীবসে ধাঃ।
অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনো দেবযানানতন্দ্রো দূতো অভবো হবির্বাট্ ॥ ৭

স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্।
বিদদ্ গব্যং সরমা দৃঢ়হমূর্বং যেনানুকং মানুষী ভোজতে বিট্ ॥ ৮
আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ ॥ ৯
অধি শ্রিয়ং নি দধুশ্চারুমস্মিন্দিবো যদক্ষী অমৃতা অকৃণ্বন্।
অধ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ন সৃষ্টাঃ প্র নীচীরগ্নে অরুষীরজানন্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ　১। জ্ঞানী ও নিত্য অগ্নির মন্ত্র আরম্ভ কর ; তিনি নরের হিতসাধক ধন হস্তে ধারণ করেন। অগ্নি স্তোতৃগণকে অমৃত প্রদান করে থাকেন ; অগ্নিই সর্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি। ২। সকল অমর দেবগণ মোহশূন্য মরুৎগণ অনেক কামনা করেও আমাদের প্রিয় ও সর্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নি ; পদব্রজে গমন করতে করতে শ্রান্ত হয়ে এবং অগ্নির কার্য সমূহ লক্ষ্য করে তাঁরা অবশেষে অগ্নির সদনে উপস্থিত হলেন। ৩। হে দীপ্তিমান অগ্নি ! দীপ্তিমান মরুৎগণ তিন বছর তোমাকে ঘৃতের দ্বারা পূজা করেছিলেন ; পরে মরুৎগণ যজ্ঞ প্রয়োগযোগ্য নাম ধারণ করলেন ও উৎকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করে (অমর) শরীর ধারণ করলেন। ৪। যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে বর্তমান থেকে রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করেছিলেন ; মরুৎগণ ইন্দ্রের সাথে উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জেনে তাঁকে লাভ করেছিলেন। ৫। হে অগ্নি ! দেবগণ তোমাকে সম্যক জ্ঞাত হয়ে উপবিষ্ট হলেন এবং পত্নীদের সাথে সম্মুখস্থ জানুযুক্ত অগ্নির (১) পূজা করলেন ; পরে সুহৃৎ অগ্নিকে দর্শন করে তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে সুহৃৎ দেবগণ আপনাদের শরীর শোষণ করতঃ যজ্ঞ করলেন। ৬। যজমানগণ তোমাতে নিহিত এক বিংশতি নিগূঢ় পদ জেনেছে এবং তা দিয়ে তোমাকে অর্চনা করে ; তুমিও যজমানগণের প্রতি সেরূপ স্নেহযুক্ত হয়ে তাদের পশু ও স্থাবর জঙ্গম রক্ষা কর। ৭। হে অগ্নি ! সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয়ে প্রজাগণের জীবন ধারণার্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর ; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে মার্গে দেবগণ গমন করেন তা অবগত হয়ে তুমি অনলস দূতরূপে হব্য বহন কর। ৮। শোভন কর্মযুক্তা মহতী সপ্ত নদী তোমার প্রসাদে দ্যুলোক হতে নির্গত হয়েছেন, যজ্ঞবিৎ অঙ্গিরাগণ ধনের গমনপথ তোমার নিকট জেনেছিলেন। তোমার প্রসাদে সরমা তাঁদের নিকট হতে প্রচুর গোদুগ্ধ লাভ করেছিল, তা দিয়ে মনুষ্যগণ পালিত হয়। ৯। আদিত্যগণ অমরত্বসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করতঃ পতন-প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত কার্য সংস্থাপিত করেছেন, অদিতিরূপ জননী পৃথিবী, সমস্ত জগৎ ধারণের নিমিত্ত সে মহানুভব পুত্রদের সাথে যে বিশেষ মহত্বপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, হে অগ্নি ! তুমি হব্য ভক্ষণ করেছিলে এটি তার কারণ। ১০। এ অগ্নিতে (যজমানগণ) সুন্দর যজ্ঞসম্পদ স্থাপন করেছেন এবং যজ্ঞের চক্ষুরূপ ঘৃত দিয়েছেন। পরে অমরগণ আগমন করেন, তা দেখে হে অগ্নি ! তোমার উজ্জ্বল শিখা বেগবতী নদীর ন্যায় সকল দিকে প্রসারিত হয় এবং দেবগণও তা জানতে পারেন।

টীকা ঃ　১। "জানযুক্তং ত্বাং নমস্যন্ অপূজয়ন্।" সায়ণ। কিন্তু পণ্ডিতবর উইলসন্ অনুবাদ করেছেন "The gods ** with their wives paid reverential adoration to thee upon their knees."

৭৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

রয়িন্র্য যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ।
স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ ॥ ১
দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ক্রত্বা নিপাতি বৃজনানি বিশ্বা।
পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবো দিধিষায্যো ভূৎ ॥ ২
দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী ॥ ৩
তং ত্বা নরো দম আ নিত্যমিদ্ধমগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু।
অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্যস্মিন্ ভবা বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীনাম্ ॥ ৪
বি পৃক্ষো অগ্নে মঘবানো অশ্যুর্বি সূরয়ো দদতো বিশ্বমায়ুঃ।
সনেম বাজং সমিথেষ্বর্যো ভাগং দেবেষু শ্রবসে দধানাঃ ॥ ৫
ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ স্মদূধ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ।
পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুরদ্রিম্ ॥ ৬
ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষমাণা দিবি শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
নক্তা চ চক্রুরুষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ বর্ণমরুণং চ সং ধুঃ ॥ ৭
যান্রায়ে মর্তান্ত্সুষূদো অগ্নে তে শ্যাম মঘবানো বয়ং চ।
ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষম্ ॥ ৮
অর্বদ্ভিরগ্নে অর্বতো নৃভির্নৄন্বীরৈর্বীরান্বনুয়ামা ত্বোতাঃ।
ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ ॥ ৯
এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ।
শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তেঽধি শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। পৈত্রিক ধনের ন্যায় অগ্নি অন্নদাতা ; শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের ন্যায় অগ্নি নেতা ; উপবিষ্ট অতিথির ন্যায় প্রীতিভাজন ; এবং হোতার ন্যায় যজমানের গৃহ বর্ধিত করেন। ২। দ্যুতিমান সূর্যের ন্যায় যথার্থদর্শী অগ্নি স্বীয় কর্ম দ্বারা সমস্ত সংগ্রাম হতে রক্ষা করেন ; যজমানগণের প্রশংসিত অগ্নি প্রকৃতির স্বরূপের ন্যায় পরিবর্তন রহিত ; আত্মার ন্যায় সুখকর ; এরূপ অগ্নি যজমানগণ-কর্তৃক ধারণীয়। ৩। দ্যুতিমান সূর্যের ন্যায় অগ্নি সমস্ত জগৎ ধারণ করেন ; অনুকূলমিত্র বিশিষ্ট রাজার ন্যায় অগ্নি পৃথিবীতে বাস করেন ; লোকে অগ্নির সম্মুখে পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় উপবেশন করে ; অগ্নি পতিসেবিতা এবং অনিন্দনীয়া নারীর ন্যায় শুদ্ধ। ৪। হে অগ্নি ! লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় গৃহে অনবরত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত করে তোমাকে সেবা করে, বহু যজ্ঞে অন্ন প্রদান করে, তুমি বিশ্বায়ু হয়ে আমাদের ধন প্রদান কর। ৫। হে অগ্নি ! ধনযুক্ত যজমানগণ অন্ন লাভ করুক, যে বিদ্বানগণ তোমার স্তব করে ও হব্যদান করে, তারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হোক। আমরা সংগ্রামে যেন শত্রুর অন্ন প্রাপ্ত হই, পরে যশের জন্য দেবগণকে তাঁদের অংশ অর্পণ করি। ৬। নিত্যদুগ্ধা ও তেজস্বিনী গভীগণ অগ্নিকে কামনা করে যজ্ঞস্থানে অগ্নিকে দুগ্ধ পান করায়। প্রবাহিনী নদী সকল অগ্নির নিকট অনুগ্রহ যাচঞা করে পর্বতসমীপে দূরদেশ হতে প্রবাহিত হয়। ৭। হে দ্যুতিমান অগ্নি ! যজ্ঞার্হ সমস্ত দেবগণ তোমার অনুগ্রহ যাচঞা করে তোমার উপর হব্য স্থাপন করেছেন ; পরে (ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য) উষা ও রাত্রিকে ভিন্নরূপ করেছেন ; রাতকে কৃষ্ণবর্ণ ও উষাকে অরুণ বর্ণ করলেন। ৮। তুমি যে

মানুষদের অর্থলাভার্থ যজ্ঞকর্মে প্রেরণ কর, তারা ও আমরা ধনী হব। তুমি আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করছ এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করছ। ৯। হে অগ্নি! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা আমাদের অশ্ব দ্বারা শত্রুর অশ্ব বধ করব; আমাদের যোদ্ধা দ্বারা শত্রুর যোদ্ধা ও আমাদের বীরগণ দ্বারা শত্রুর বীরগণকে বধ করব; আমাদের বিদ্বান পুত্রগণ পৈতৃক ধনের স্বামী হয়ে শত বছর জীবন ভোগ করুক। ১০। হে মেধাবী অগ্নি! আমাদের স্তোত্র সকল তোমার মনের ও অন্তঃকরণের প্রিয় হোক। দেবগণের সম্ভজনীয় অন্ন তোমাতে স্থাপন করে আমরা যেন তোমার দারিদ্র্যবিনাশী ধন রক্ষা করতে পারি।

৭৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উপপ্রযন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ॥ ১
যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্দাশুষে গয়ং ॥ ২
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥ ৩
যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে বেষি হব্যানি বীতয়ে। দস্মৎকৃণোষ্যধ্বরম্ ॥ ৪
তমিৎসুহব্যমঙ্গিরঃ সুদেবং সহসো যহো। জনা আহুঃ সুবর্হিষম্ ॥ ৫
আ চ বহাসি তাঁ ইহ দেবাঁ উপ প্রশস্তয়ে। হব্যা সুশ্চন্দ্র বীতয়ে ॥ ৬
ন যোরুপব্দিরশ্ব্যঃ শৃণ্বে রথস্য কচ্চন। যদগ্নে যাসি দূত্যম্ ॥ ৭
ত্বোতা বাজ্যহ্রয়োঽভি পূর্বস্মাদপরঃ। প্র দাশ্বাঁ অগ্নে অস্থাৎ ॥ ৮
উত দ্যুমৎসুবীর্যং বৃহদগ্নে বিবাসসি। দেবেভ্যো দেব দাশুষে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। যে অগ্নি দূরে থেকেও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁকে আমরা যজ্ঞে আগমনপূর্বক স্তুতি করি। ২। বিনাশকারী শত্রুগণ সঙ্গত হলে চিরন্তন অগ্নি হব্যদাতা যজমানের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন। ৩। অগ্নি উৎপন্ন হলেই সকল লোকে তাঁর স্তব করুক; অগ্নি শত্রুহন্তা ও যুদ্ধে শত্রুধন জয় করেন। ৪। হে অগ্নি! যে যজমানের যজ্ঞগৃহে তুমি দেবগণের দূত হয়ে তাদের ভোজনার্থ হব্য বহন কর এবং যজ্ঞ শোভনীয় কর। ৫। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! মনুষ্য সকল সে যজমানকেই শোভন দেবযুক্ত, শোভন হব্যযুক্ত ও শোভন যজ্ঞযুক্ত বলে থাকে। ৬। হে জ্যোতির্ময় অগ্নি! তুমি দেবগণকে এ যজ্ঞে স্তুতি গ্রহণার্থ আমাদের সমীপে নিয়ে এস ও ভোজন করবার নিমিত্ত হব্য প্রদান কর। ৭। হে অগ্নি! যখন তুমি দেবগণের দূতরূপে গমন কর, তখন তোমার গমনশীল রথে অশ্বের শব্দ শ্রুত হয় না। ৮। যে পুরুষ পূর্বে হতে নিকৃষ্ট, সে তোমাকে হব্য দান করে তোমার দ্বারা রক্ষিত ও অন্নযুক্ত হয়ে লজ্জারহিত (অর্থাৎ ঐশ্বর্যশালী) হয়। ৯। হে দ্যুতিমান অগ্নি, যে যজমান দেবগণকে হব্য প্রদান করে, তাকে বহুল দীপ্ত ও উত্তম বীর্যযুক্ত ধন দান কর।

৭৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি ॥ ১
অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি ॥ ২
কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥ ৩
ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ৪
যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! মুখে হব্য গ্রহণ করে দেবগণের অতিশয় প্রীতি কর ও অতি বিস্তীর্ণ আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। ২। হে অঙ্গিরাশ্রেষ্ঠ এবং মেধাবীশ্রেষ্ঠ ! আমরা তোমার প্রীতিকর ও গ্রহণযোগ্য স্তুতি সম্পাদন করি। ৩। হে অগ্নি ! মনুষ্যের মধ্যে কে তোমার (যোগ্য) বন্ধু ? কে তোমার যজ্ঞ করতে সমর্থ ? তুমি কে ? কোন স্থানে অবস্থান কর ? ৪। হে অগ্নি ! তুমি সকল লোকের বন্ধু, তুমি প্রিয়মিত্র। তুমি সখাগণের স্তুতিভাজন সখা। ৫। হে অগ্নি ! আমাদের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণকে অর্চনা কর ও দেবগণকে পূজা কর। বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর ও স্বকীয় (যজ্ঞ) গৃহে গমন কর।

৭৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কা ত উপেতির্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শন্তমা কা মনীষা।
কো বা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষন্ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম ॥ ১
এহ্যগ্ন ইহ হোতা নি ষীদাদব্ধঃ সু পুর এতা ভবা নঃ।
অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজা মহে সৌমনসায় দেবান্ ॥ ২
প্র সু বিশ্বান্রক্ষসো ধক্ষ্যগ্নে ভবা যজ্ঞানামভিশস্তিপাবা।
অথাবহ সোমপতিং হরিভ্যামাতিথ্যমস্মৈ চকৃমা সুদাব্নে ॥ ৩
প্রজাবতা বচসা বহ্নিরাসা চ হুবে নি চ সৎসীহ দেবৈঃ।
বেষি হোত্রমুত পোত্রং যজত্র বোধি প্রযন্তর্জনিতর্বসূনাং ॥ ৪
যথা বিপ্রস্য মনুষো হবির্ভির্দেবাঁ অযজঃ কবিভিঃ কবিঃ সন্।
এবা হোতঃ সত্যতর ত্বমদ্যাগ্নে মন্দ্রয়া জুহ্বা যজস্ব ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! তোমার মনস্তুষ্টি করবার কি উপায় আছে ? তোমার সুখকর স্তুতিই বা কি রূপ ? তোমার ক্ষমতার পর্যাপ্ত যজ্ঞ কে করতে পারে ? কিরূপ বুদ্ধি দ্বারাই বা তোমাকে হব্য প্রদান করব ? ২। হে অগ্নি ! এ যজ্ঞে এস ; দেবগণকে আহ্বান করত উপবেশন কর। তুমি আমাদের পুরোগামী হও, কেন না তোমাকে কেউ হিংসা করতে পারে না। সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুক এবং তুমি দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত করবার জন্য পূজা কর। ৩। হে অগ্নি ! সমস্ত রাক্ষসগণকে দহন কর এবং হিংসকগণ হতে যজ্ঞ রক্ষা কর। সোমপালক ইন্দ্রকে তোমার হরি নামক অশ্বদ্বয়ের সঙ্গে এ যজ্ঞে আন ; আমরা সুফলদাতা ইন্দ্রকে আতিথ্য প্রদর্শন করব। ৪। যে অগ্নি মুখ দ্বারা হব্য বহন করেন, তাঁকে অপত্যাদিফলযুক্ত স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করি। হে অগ্নি ! তুমি অন্য দেবগণের সাথে উপবেশন কর এবং হে যজনীয় অগ্নি ! তুমি হোতার ও পোতার কর্ম নির্বাহ কর; তুমি ধনের নিয়ন্তা ও জনয়িতা হয়ে আমাদের প্রবুদ্ধ কর। ৫। তুমি মেধাবী-গণের মধ্যে মেধাবী হয়ে যেরূপ মেধাবী মনুর যজ্ঞে হব্য দ্বারা দেবগণের পূজা করেছিলে, সেরূপ হে হোমনিষ্পাদক সত্য অগ্নি ! তুমি এ যজ্ঞে দেবগণকে আনন্দ-কারী জুহূ দ্বারা পূজা কর।

৭৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কথা দাশেমাগ্নয়ে কাস্মৈ দেবজুষ্টোচ্যতে ভামিনে গীঃ।
যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা হোতা যজিষ্ঠ ইৎকৃণোতি দেবান্ ॥ ১

যো অধ্বরেষু শন্তম ঋতাবা হোতা তমূ নমোভিরা কৃণুধ্বম্ ।
অগ্নির্যদ্বের্মর্তায় দেবান্ত্স চা বোধাতি মনসা যজাতি ॥ ২
স হি ক্রতুঃ স মর্যঃ স সাধুর্মিত্রো ন ভূদদ্ভুতস্য রথীঃ ।
তং মেধেষু প্রথমং দেবয়ন্তীর্বিশ উপ ব্রুবতে দস্মমারীঃ ॥ ৩
স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিম্ ।
তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৪
এবাগ্নির্গোতমেভির্ঋতাবা বিপ্রেভিরস্তোষ্ট জাতবেদাঃ ।
স এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎস বাজং স পুষ্টিং যাতি জোষমা চিকিত্বান্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। যে অগ্নি অমর, সত্যবান, দেবগণের আহ্বানকারী ও যজ্ঞসম্পাদক, ও যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বর্তমান থেকে দেবগণকে হবিযুক্ত করেন, সে অগ্নির অনুরূপ হব্য কি রূপে প্রদান করব ? তেজস্বী অগ্নিকে সকল দেবগণের উপযুক্ত কি স্তুতি করব। ২। যে অগ্নি যজ্ঞে অত্যন্ত সুখকারী ও যথার্থদর্শী ও দেবগণের অহ্বানকারী, তাঁকেই স্তোত্র দ্বারা আমাদের অভিমুখী কর। যখন অগ্নি মনুষ্যের নিমিত্ত দেবগণের নিকট গমন করেন, তখন তিনি দেবগণকে অবগত হন ও মনের সঙ্গে পূজা করেন। ৩। অগ্নি যজ্ঞের কর্তা, অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্তা এবং উৎপাদয়িতা ; অগ্নি সখার ন্যায় অলব্ধ ধন প্রদান করেন। দেবাভিলাষী প্রজাগণ সে দর্শনীয় অগ্নির নিকট গমন করে অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলে স্তুতি করে। ৪। অগ্নি নেতৃদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নেতা ও শত্রুগণের বিনাশকারী। অগ্নি আমাদের স্তুতি ও অন্নযুক্ত যজ্ঞ কামনা করুন এবং যে ধনশালী ও বলশালী যজমানগণ অন্ন প্রদান করে অগ্নির মননীয় স্তোত্র ইচ্ছা করে, অগ্নি তাঁদেরও স্তুতি কামনা করুন। ৫। যজ্ঞসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ অগ্নি এ প্রকারে মেধাবী গোতমাদি ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হয়েছিলেন ; অগ্নি তাঁদের দ্যুতিমান সোমরস পান করিয়েছেন ও অন্ন ভোজন করিয়েছেন। অগ্নি আমাদের সেবা জ্ঞাত হয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হন।

৭৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অভি ত্বা গোতমা গিরা জাতবেদো বিচর্ষণে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ১
তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ২
তমু ত্বা বাজসাতমমঙ্গিরস্বদ্ধবামহে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ৩
তমু ত্বা বৃত্রহন্তমং যো দস্যূঁরবধূনুষে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ৪
অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে মধুমদ্বচঃ। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ ॥ ৫

অনুবাদ : হে প্রজ্ঞাযুক্ত ও সর্বদর্শী অগ্নি ! গোতম বংশীয়গণ তোমাকে স্তুতি করেছে। দ্যুতিমান স্তোত্র দ্বারা আমরা তোমার স্তুতি করি। ২। ধনাকাঙ্ক্ষী হয়ে গোতম স্তুতি দ্বারা যে অগ্নির সেবা করেন, সে অগ্নিকে দ্যুতিমান স্তোত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি। ৩। অঙ্গিরার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নদাতা অগ্নিকে আহ্বান করি ও দ্যুতিমান স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি। ৪। হে অগ্নি ! তুমি দস্যুগণকে স্থান ভ্রষ্ট কর, তুমি সর্বাপেক্ষা শত্রুহন্তা, তোমাকে দ্যুতিমান স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি। ৫। আমরা রহূগণ বংশীয়, আমরা অগ্নিকে মাধুর্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করি ও দ্যুতিমান স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি।

৭৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্-উষ্ণিক্-গায়ত্রী ছন্দ।

হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেঽহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্।
শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপস্যুবো ন সত্যাঃ ॥ ১
আ তে সুপর্ণা অমিনন্তঁ এবৈঃ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্।
শিবাভির্ন স্ময়মানাভিরাগাৎপতন্তি মিহঃ স্তনয়ন্ত্যভ্রা ॥ ২
যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো নয়ন্নৃতস্য পথিভী রজিষ্ঠৈঃ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা ত্বচং পৃঞ্চন্ত্যুপরস্য যোনৌ ॥ ৩
অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ ॥ ৪
স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীলেন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্বণীক দীদিহি ॥ ৫
ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি ॥ ৬
অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥ ৭
আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্। বিশ্বাস পৃৎসু দুষ্টরম্ ॥ ৮
আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্। মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥ ৯
প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে বাচো গোতমাগ্নয়ে। ভরস্ব সুম্নয়ুর্গিরঃ ॥ ১০
যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ। অস্মাকমিদ্বৃধে ভব ॥ ১১
সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরগ্নী রক্ষাংসি সেধতি। হোতা গৃণীত উক্থ্যঃ ॥ ১২
(প্রথমা তৃচ অর্থাৎ তিনটি ঋক বিদ্যুৎরূপ অগ্নিসম্বন্ধে। (

অনুবাদ ঃ ১। সুবর্ণকেশ-বিশিষ্ট অগ্নি (বিদ্যুৎরূপে) হননশীল মেঘকে কম্পিত করেন ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী তিনি সুন্দর দীপ্তিযুক্ত হয়ে মেঘ হতে বারি বর্ষণ করতে জানেন। উষা সেটি জানে না, উষা অন্ন সম্পন্ন সরল নিজকর্মরত প্রজার ন্যায় (১)। ২। হে অগ্নি ! তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সাথে মেঘকে তাড়িত করে ; কৃষ্ণবর্ণ মেঘ বর্ষণশীল ও গর্জ্জন করেছে এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত বৃষ্টি বিন্দুর সাথে আগমন করছে। বৃষ্টি পতিত হচ্ছে মেঘ গর্জ্জন করছে। ৩। যখন অগ্নি জগৎকে বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট করেন এবং জলের ব্যবহারের সরল উপায় সমূহ দেখিয়ে দেন, তখন অর্যমা, মিত্র, বরুণ ও সকল দিকগামী মরুৎগণ মেঘের উদকোৎপত্তি স্থানের আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত করেন। ৪। হে বলের পুত্র অগ্নি ! তুমি বহু গোযুক্ত অন্যের ঈশ্বর ; হে সর্বভূতজ্ঞ ! আমাকে প্রভূত অন্ন দাও। ৫। দীপ্তিযুক্ত নিবাসস্থানদাতা ও মেধাবী অগ্নি স্তোত্রদ্বারা প্রশংসনীয়। হে বহুমুখ অগ্নি ! আমাদের যাতে ধনযুক্ত অন্ন হয়, সেরূপে দীপ্ত প্রকাশ কর। ৬। হে উজ্জ্বল অগ্নি ! দিনে ও রাতে স্বয়ং অথবা লোকদ্বারা রাক্ষস প্রভৃতি তাড়িয়ে দাও। হে তীক্ষ্মমুখ অগ্নি ! রাক্ষসকে দহন কর। ৭। হে অগ্নি ! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিভাজন, আমাদের গায়ত্রী দ্বারা তুষ্ট হয়ে আমাকে রক্ষণকার্য দ্বারা পালন কর। ৮। হে অগ্নি ! আমাদের দারিদ্র্যনাশক, সকলের বরণীয় এবং সকল সংগ্রামে দুস্তর ধন প্রদান কর। ৯। হে অগ্নি ! আমাদের জীবন ধারণের জন্য সুন্দর জ্ঞানযুক্ত ও সুখহেতুভূত এবং সকল আয়ুর পুষ্টিকারক ধন প্রদান কর। ১০। হে ধনাভিলাষী গোতম ! তীক্ষ্মজ্বালাযুক্ত অগ্নিকে বিশুদ্ধ স্তুতি সম্পাদন কর। ১১। হে অগ্নি ! যে শত্রু আমাদের সমীপে বা দূরে থেকে আমাদের হানি করে, সে বিনষ্ট হোক ; তুমি আমাদের বর্ধন কর। ১২। সহস্রাক্ষ সর্বদর্শী অগ্নি রাক্ষসগণকে তাড়িত করেন ; আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি তাদের স্তুতি করেন।

টীকা : ১। উষার সাথে তুলনা করে অগ্নির অধিকতর সুখ্যাতি করাই কবির উদ্দেশ্য ; উষার নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। সায়ণ। বেদার্থযত্নে এ অংশটি এরূপ অনুবাদ করেছেন, "Like the daily Ushao (he is) pure in his brightness endowed with knowledge glorious, full of engery and truthful."

৮০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি পংক্তি ছন্দ।

ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্।
শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১
স ত্বামদদ্বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ।
যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্নোজসার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ২
প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে।
ইন্দ্র নৃম্ণং হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৩
নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং যঘন্থ নির্দিবঃ।
সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপোঽর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৪
ইন্দ্রো বৃত্রস্য দোধতঃ সানুং বজ্রেন হীলিতঃ।
অভিক্রম্যাব জিঘ্নতেঽপঃ সর্মায় চোদয়ন্নর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৫
অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্বণা।
মন্দান ইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুমিচ্ছত্যর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৬
ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং বজ্রিন্বীর্যম্।
যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়াবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৭
বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্নবতিং ন্যাব্যা অনু।
মহত্ত ইন্দ্র বীর্যং বাহ্বোস্তে বলং হিতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ৮
সহস্রং সাকমর্চত পরি ষ্টোভত বিংশতিঃ।
শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতমর্চন্ননু স্বরাজ্যম ॥ ৯
ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নিরহন্ত্ সহসা সহঃ।
মহত্তদস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১০
ইমে চিত্তব মন্যবে বেপতে ভিয়সা মহী।
যদিন্দ্র বজ্রিন্নোজসা বৃত্রং মরুত্বাঁ অবধীরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১১
ন বেপসা ন তন্যতেন্দ্রং বৃত্রো বি বীভয়ৎ।
অভ্যেনং বজ্র আয়সঃ সহস্রভৃষ্টিরায়তার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১২
যদ্বৃত্রং তব চাশনিং বজ্রেণ সমযোধয়ঃ।
অহিমিন্দ্র জিঘাংসতো দিবি তে বদ্বধে শবোঽচন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১৩
অভিষ্টনে তে অদ্রিবো যৎস্থা জগচ্চ রেজতে।
ত্বষ্টা চিত্তব মন্যব ইন্দ্র বেবিজ্যতে ভিয়ার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১৪
নহি নু যাদধীমসীন্দ্রং কো বীর্যা পরঃ।
তস্মিন্নৃম্ণমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সং দধুরর্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১৫
যমথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।
তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্মতার্চন্ননু স্বরাজ্যম্ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে বলশালী ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি এ হর্ষকর সোমরস পান

করলে স্তোতা (১) তোমার বৃদ্ধিকর স্তুতি করেছিল ; তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকট হতে অহিকে তাড়িত করেছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলে। ২। হে ইন্দ্র! সেচনযুক্ত, হর্ষকর এবং শ্যেনপক্ষীর আনীত (২) অভিষুত সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করেছে ; হে বজ্রিন্! তুমি সে বল দ্বারা অন্তরীক্ষের নিকট হতে বৃত্রকে বিনাশ করেছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলে। ৩। হে ইন্দ্র! গমন কর, শত্রুগণের অভিমুখী হও তোমার বজ্র অপ্রতিহতগতি, তোমার বল পুরুষবিজয়ী; অতএব তুমি বৃত্রকে বধ কর, তন্নিরুদ্ধ জল লাভ কর এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোকে শত্রুকে বধ করেছ দ্যুলোকেও বধ করেছ। মরুৎগণ কর্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করে স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর। ৫। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অভিমুখ হয়ে কম্পমান বৃত্রের উন্নত হনুপ্রদেশে প্রহার করলেন, বৃষ্টির জল প্রবাহিত হতে দিলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করলেন। ৬। ইন্দ্র শতধারাযুক্ত বজ্র দ্বারা বৃত্রের কপোলদেশে আঘাত করলেন, তিনি হৃষ্ট হয়ে স্তোতৃগণকে অন্নের উপায় যোগাতে ইচ্ছা করলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেলেন। ৭। হে মেঘবাহন বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! শত্রুগণ তোমার বীর্য তিরস্কার করতে পারে না, কেন না তুমি মায়াবী, মায়াদ্বারা মৃগরূপধারী বৃত্রকে বধ করেছ এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছে। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার বজ্রসমূহ নবতিসংখ্যক নদীর উপর বিস্তৃত হয়েছিল। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য প্রভূত বলশালী, তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর! ৯। সহস্র মনুষ্য যুগপৎ ইন্দ্রকে অর্চনা করেছিল ; বিংশ মনুষ্য তাঁর স্তুতি করেছিল ; শতসংখ্যক ঋষি পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রের স্তব করেছিল। ইন্দ্রের নিমিত্ত হব্য অন্ন উর্ধে ধৃত হয়েছিল ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলেন। ১০। ইন্দ্র বৃত্রের বল স্বীয় বল দ্বারা নাশ করেছিলেন। অভিভবসাধন আয়ুধদ্বারা বৃত্রের আয়ুধ নাশ করেছিলেন। এ ইন্দ্রের প্রভূত বল, যেহেতু তিনি বৃত্রকে বধ করে তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করেছিলেন এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলেন। ১১। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তোমার কোপভয়ে এ আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল ; যেহেতু তুমি মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়ে বৃত্রকে বধ করে স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলে। ১২। বৃত্র স্বীয় কম্পন বা গর্জনের দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করে না ; ইন্দ্রের লৌহময় ও সহস্র ধারাযুক্ত বজ্র বৃত্রকে আক্রমণ করল ; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করলেন। ১৩। হে ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্রকে প্রহার করেছিলে ও তার বজ্রকে প্রহার করেছিলে তখন তুমি অহির বধে কৃতসঙ্কল্প হলে, তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছিল ; তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলে। ১৪। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গর্জন করলে স্থাবর ও জঙ্গম কম্পিত হয়, বজ্র নির্ম্মাতা ত্বষ্টাও তোমার কোপভয়ে কম্পিত হয়, তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছ। ১৫। সর্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হতে পারি না ; স্বীয় সামর্থ্যের সাথে অতিদূরে অবস্থিত ইন্দ্রকে (কে জানতে পারে)? যেহেতু সে ইন্দ্রে দেবগণ ধন, বীর্য ও বল স্থাপন করেছিলেন ; তিনি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছেন। ১৬। অথর্বা ঋষি ও পিতা মনু ও (অথর্বার পুত্র) দধ্যঙ্ ঋষি যে যে যজ্ঞ করেছিলেন, সে যজ্ঞে প্রযুক্ত হব্য অন্ন ও স্তোত্রসমূহ পূর্বতন যজ্ঞের ন্যায় ইন্দ্রতেই প্রাপ্ত হয়েছিল ; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করেছিলেন।

টীকা : ১। ব্রহ্মা যজ্ঞের একজন স্তোতা। ১০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা ও ১৫ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা সহ ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা ও ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। ২। শ্যেন পক্ষী সোম এনেছিল তা ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৪৩ সূক্তে,

চতুর্থ মণ্ডলের ২৬ সূক্তে এবং অষ্টম মণ্ডলের ৭১, ৮৪ ও ৮৯ সূক্তে পাওয়া যায়। সায়ণ শ্যেন অর্থে গায়ত্রী করেছেন। কিন্তু শ্যেন পক্ষী যে গায়ত্রী, ঋগ্বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কল্পনা।

৮১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে শবসে বৃত্রহা নৃভিঃ।
তমিন্মহৎস্বাজিষূতেমর্ভে হবামহে স বাজেষু প্র নোঽবিষৎ ॥ ১
অসি হি বীর সেন্যোঽসি ভূরি পরাদদিঃ।
অসি দভ্রস্য চিদ্বৃধো যজমানায় শিক্ষসি সুন্বতে ভূরি তে বসু ॥ ২
যদুদীরত আজয়ো ধৃষ্ণবে ধীয়তে ধনা।
যুক্ষ্বা মদচ্যুতা হরী কং হনঃ কং বসৌ দধোঽস্মাঁ ইন্দ্র বসৌ দধঃ ॥ ৩
ক্রত্বা মহাঁ অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে শবঃ।
শ্রিয় ঋষ্ব উপাকযোর্নি শিপ্রী হরিবান্দধে হস্তয়োর্বজ্রমায়সম্ ॥ ৪
আ পপ্রৌ পার্থিবং রজো বদ্বধে রোচনা দিবি।
ন ত্বাবাঁ ইন্দ্র কশ্চন জাতো ন জনিষ্যতেঽতি বিশ্বং ববক্ষিথ ॥ ৫
যো অর্যো মর্তভোজনং পরাদদাতি দাশুষে।
ইন্দ্রো অস্মভ্যং শিক্ষতু বি ভজা ভূরি তে বসু ভক্ষীয় তব রাধসঃ ॥ ৬
মদেমদে হি নো দদির্যূথা গবামৃজুক্রতু।
সং গৃভায় পুরূ শতোভয়াহস্ত্যা বসু শিশীহি রায় আ ভর ॥ ৭
মাদয়স্ব সুতে সচা শবসে শূর রাধসে।
বিদ্মা হি ত্বা পুরূবসুমুপ কামান্ত্সসৃজ্মহেঽথা নোঽবিতা ভব ॥ ৮
এতে ত ইন্দ্র জন্তবো বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্;
অন্তর্হি খ্যো জনানামর্যো বেদো অদাশুষাং তেষাং নো বেদ আ ভর ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মানুষদের স্তুতি দ্বারা বলে ও হর্ষে প্রবর্ধিত হয়েছেন। সে ইন্দ্রকে আমরা মহৎ ও ক্ষুদ্র সংগ্রামে আহ্বান করি; তিনি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা করুন। ১। হে বীর! তুমি একাকী হলেও সেনাসদৃশ; তুমি প্রভূত শত্রুগণের ধন দান কর; তুমি ক্ষুদ্রকেও বর্ধন কর; সোমরসদাতা যজমানকে তুমি ধন প্রদান কর; কেন না তোমার অক্ষয় ধন আছে। ৩। যখন যুদ্ধ হয়, তখন শত্রুগণের জেতাই ধন প্রাপ্ত হয়। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের গর্বনাশকারী অশ্ব রথে সংযোজিত কর, কাকেও বিনাশ কর, কাকেও ধন দান কর; হে ইন্দ্র তুমি আমাদের ধনশালী কর (১)। ৪। ইন্দ্র যজ্ঞ দ্বারা মহান ও ভয়ংকর এবং সোমপান দ্বারা আপন বল বর্ধন করেছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত; তিনি আমাদের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করলেন। ৫। ইন্দ্র স্বীয় তেজের দ্বারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করেছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল স্থাপিত করেছেন; হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় কেউ উৎপন্ন হয় নি ও হবে না; তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর। ৬। যে পালনকারী ইন্দ্র যজমানকে মানুষের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদের সেরূপ অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদের ধন বিভাগ করে দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাতে আমি তার একাংশ প্রাপ্ত হতে পারি। ৭। সরলকর্মা ইন্দ্র সোমপানে হৃষ্ট হলে আমাদের গোযূথ প্রদান করেন। হে ইন্দ্র! তুমি বহু শতসংখ্যক ধন আমাদের দেবার নিমিত্ত উভয় হস্তে

গ্রহণ কর ; আমাদের তীক্ষ্নবুদ্ধিযুক্ত কর ও ধন প্রদান কর। ৮। হে শূর! তুমি আমাদের বলের ও ধনের নিমিত্ত আমাদের সঙ্গে সোমরস পান করে তৃপ্ত হও। তোমাকে প্রভূত ধনশালী বলে জানি এজন্য আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত করাই ; তুমি আমাদের রক্ষা কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমারই লোকসমূহ সকলের বরণীয় হব্য বর্ধন করে। যে সকল লোক হব্য প্রদান করে না, হে অখিলপতি হে ইন্দ্র! তাদের ধন তুমি দর্শন কর, হে ইন্দ্র! তাদের ধন আমাদের প্রদান কর।

টীকা : ১। রহূগণের পুত্র গোতম কুরু ও সৃঞ্জয় রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। সে রাজাদের শত্রুগণের সাথে যুদ্ধ হলে গোতম ঋষি এ সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করে আপন পক্ষের জয় প্রার্থনা করেছিলেন। সায়ণ।

৮২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। পংক্তি, জগতী ছন্দ।

উপো ষু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব।
যদা নঃ সূনৃতাবতঃ কর আদর্থয়াস ইদ্যোজা ন্বিন্দ্র তে-হরী ॥ ১
অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ২
সুসংদৃশঃ ত্বা বয়ং মঘবন্বন্দিষীমহি।
প্র নূনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাহি বশাঁ অনু যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৩
স ঘা তং বৃষণং রথমধি তিষ্ঠাতি গোবিদম্।
যঃ পাত্রং হারিযোজনং পূর্ণমিন্দ্র চিকেততি যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৪
যুক্তস্তে অস্তু দক্ষিণ উত সব্যঃ শতক্রতো।
তেন জায়ামুপ প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যন্ধসো যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫
যুনজ্মি তে ব্রহ্মণা কেশিনা হরী উপ প্র যাহি দধিষে গভস্ত্যোঃ।
উত্ত্বা সুতাসো রভসা অমন্দিষুঃ পূষণ্বান্বজ্রিন্ত্সমু পত্ন্যামদঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে ধনবান ইন্দ্র! নিকটে এসে আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর ; তুমি এখন পূর্ব হতে ভিন্ন প্রকৃতি হয়ো না ; তুমিই আমাদের প্রিয় ও সত্য বাকযুক্ত করেছ ; সে বাক্য দ্বারা তোমাকে কামনা করি ; অতএব তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর। ২। তোমার প্রদত্ত অন্ন ভোজন করে লোকে পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং নিজ নিজ প্রিয় শরীর কম্পিত করেছে, দীপ্তিমান মেধাবীগণ সর্বোৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তোমার স্তুতি করেছে, হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর। ৩। হে মঘবন! তুমি সকলকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন কর ; তোমার স্তুতি করি, তুমি স্তুত হয়ে, রথ ধনে পূরিত করে তোমাকে যারা কামনা করছে তাদের নিকট যাও। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর। ৪। যে রথ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করে ও গাভী প্রদান করে এবং ধান্য মিশ্রিত পূর্ণপাত্র প্রদান করে, ইন্দ্র সে রথে আরোহণ করুন ; তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর। ৫। হে শতক্রতু! তোমার রথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব সংযুক্ত হোক, তুমি সোমপানে হৃষ্ট হয়ে সে রথ দ্বারা তোমার প্রিয়া জায়ার (১) নিকট গমন কর। তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র যোজিত কর। ৬। তোমার কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়কে আমি স্তোত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত করি বাহুদ্বয়ে অশ্ববন্ধক রশ্মি ধারণ করে গৃহে গমন কর। এ অভিষুত তীব্র সোমরস তোমাকে হৃষ্ট করেছে, হে বজ্রিন্! তুমি (সোম পান জনিত) তুষ্টিযুক্ত হয়ে পত্নীর সাথে সম্যক হর্ষলাভ কর।

টীকা : ১। এরূপে ইন্দ্রের স্তুতিতে ইন্দ্রের জায়ার কোন কোন স্থানে উল্লেখ আছে। ২২ সূক্তের ১২ ঋকে ইন্দ্রের জায়াকে ইন্দ্রাণী বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের স্ত্রীর বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। যেখানে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হয়েছে, সেখানে সে শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালনকর্তা; শচী ইন্দ্রের পত্নী এরূপ কথা ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখা যায় না। পৌরাণিক সময়ে এ বৈদিক 'শচীপতি' শব্দ হতে ইন্দ্রের পত্নী শচী এ কথা সৃষ্ট হয়েছিল এবং শচীর অনেক বর্ণনা ও আখ্যান সৃষ্ট হয়েছিল।

৮৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ছন্দ।

অশ্বাবতি প্রথমো গোষু গচ্ছতি সুপ্রাবীরিন্দ্র মর্ত্যস্তবোতিভিঃ।
তমিৎপৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা সিন্ধুমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ ॥ ১
আপো ন দেবীরূপ যন্তি হোত্রিয়মবঃ পশ্যন্তি বিততং যথা রজঃ।
প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব ॥ ২
অধি দ্বয়োরদধা উক্থ্যং বচো যতস্রুচা মিথুনা যা সপর্যতঃ।
অসংযত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩
আদঙ্গিরাঃ প্রথমং দধিরে বয় ইদ্ধাগ্নয়ঃ শম্যা যে সুকৃত্যয়া।
সর্বং পণেঃ সমবিন্দন্ত ভোজনমশ্বাবন্তং গোমন্তমা পশুং নরঃ ॥ ৪
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথম পথস্ততে ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য জাতমমৃতং যজামহে ॥ ৫
বর্হির্বা যৎস্বপত্যায় বৃজ্যতেঽর্কো বা শ্লোকমাঘোষতে দিবি।
গ্রাবা যত্র বদতি কারুরুক্থ্য স্তস্যেদিন্দ্রো অভিপিত্বেষু রণ্যতি ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! যে মানুষ তোমার রক্ষণের দ্বারা রক্ষিত, সে অশ্ব যুক্ত গৃহে বাস করে সর্ব প্রথমেই গাভী প্রাপ্ত হয়। নদীসমূহ যেরূপ সবদিকে বয়ে স্বভাবতই সমুদ্রকে পরিপূরিত করে, তুমিও সেরূপ তোমার রক্ষিত মানুষকে প্রভূত ধনে পূর্ণ কর। ২। যেরূপ দ্যুতিমান জল যজ্ঞপাত্রে গমন করে, সেরূপ উপরিস্থিত দেবগণ যজ্ঞপাত্র দর্শন করেন; তাদের দৃষ্টি কিরণের ন্যায় বিতত। অনেক পুরুষ যেরূপ একটি কন্যাকে বিবাহের জন্য অভিলাষ করে, দেবগণ সেরূপ সোমপূর্ণ দেবাভিলাষী পাত্রকে অভিলাষ করে। ৩। যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞপাত্রে তোমাকে অর্পিত হয়েছে, হে ইন্দ্র! তুমি তাতে মন্ত্রবচন সংযুক্ত করেছ। যজমান যুদ্ধে গমন না করে তোমার কার্যে রত থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা উৎকৃষ্ট বল লাভ করে। ৪। অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অন্ন সম্পাদিত করেছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সুন্দর যাগ দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন। যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করেছিলেন। ৫। অথবা ঋষি যজ্ঞ দ্বারা প্রথমে অপহৃত গাভীগণের পথ বার করেছিলেন, পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য রূপ ইন্দ্র দৃষ্ট হয়েছিলেন অথবা ঐ গাভী সকল প্রাপ্ত হলেন; কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হয়েছিলেন। আমরা শত্রু দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি। ৬। সুন্দর ফলযুক্ত যজ্ঞের জন্য যখন কুশচ্ছেদন হয়, যখন-স্তোত্রনিষ্পাদক হোতা দ্যুতিমান যজ্ঞে স্তুতি ঘোষিত করে, যখন সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শাস্ত্রীয় স্তুতিকারী স্তোতার ন্যায় শব্দ করে, তখন ইন্দ্র হর্ষযুক্ত হন।

৮৪ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্ ছন্দ।

অসাবি সোম ইন্দ্র তে শবিষ্ঠ ধৃষ্ণবা গহি। আ ত্বা পৃণক্ত্বিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ ॥ ১
ইন্দ্রমিদ্ধরী বহতোঽপ্রতিধৃষ্টশবসম্। ঋষীণাং চ স্তুতীরুপ যজ্ঞং চ মানুষাণাম্ ॥ ২
আ তিষ্ঠ বৃত্রহন্‌রথং যুক্তা তে ব্রহ্মণা হরী। অর্বাচীনং সু তে মনো গ্রাবা কৃণাতু বগ্নুনা ॥ ৩
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্যং মদম্। শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ৪
ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীতন। সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ ॥ ৫
নকিষ্টদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে। নকিষ্টানু মজ্মনা নকিঃ স্বশ্ব আনশে ॥ ৬
য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্তায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৭
কদা মর্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ। কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৮
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি। উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ৯
স্বাদোরিত্থা বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্যঃ।
যা ইন্দ্রেণ সয়াবরীর্বৃষ্ণা মদন্তি শোভসে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১০
তা অস্য পৃশনায়ুবঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
প্রিয়া ইন্দ্রস্য ধেনবো বজ্রং হিন্বন্তি সায়কং বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১১
তা অস্য নমসা সহঃ সপর্যন্তি প্রচেতসঃ।
ব্রতান্যস্য সশ্চিরে পুরূণি পূর্বচিত্তয়ে বস্বীরনু স্বরাজ্যম্ ॥ ১২
ইন্দ্রো দধীচো অস্থিভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ। জঘান নবতীর্নব ॥ ১৩
ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্বতেষ্বপশ্রিতম্। তদ্বিদচ্ছর্যণাবতি ॥ ১৪
অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্। ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ১৫
কো অদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্।
আসন্নিষূন্‌হৃৎস্বসো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎস জীবাৎ ॥ ১৬
ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায় কো মংসতে সন্তমিন্দ্রং কো অস্তি।
কস্তোকায় ক ইভায়োত রায়েঽধি ব্রবত্তন্বে কো জনায় ॥ ১৭
কো অগ্নিমীট্টে হবিষা ঘৃতেন স্রুচা যজাতা ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ।
কস্মৈ দেবা আ বহানাশু হোম কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ ॥ ১৮
ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যম্।
ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ ॥ ১৯
মা তে রাধাংসি মা ত ঊতয়ো বসোঽস্মান্ কদা চনা দভন্।
বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ ॥ ২০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হয়েছে; হে বলবান শত্রুদের ধর্ষণকারী ইন্দ্র! আগমন কর। সূর্য যেরূপ অন্তরীক্ষকে কিরণ দ্বারা পূরিত করেন, সেরূপ প্রভূত সামর্থ তোমাকে পূরিত করুক। ২। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় অহিংসিত বল ইন্দ্র ঋষিগণের ও অন্যান্য লোকের স্তুতি ও যজ্ঞের সমীপে বহন করুক। ৩। হে বৃত্রহন্তা! রথে আরোহণ কর, যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয় মন্ত্র দ্বারা রথে সংযোজিত হয়েছে। সোমনিস্যন্দ প্রস্তর শব্দের দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখী করুক। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি এ অতিশয় প্রশংসনীয় হর্ষকর ও অমর সোমপান কর। যজ্ঞগৃহে এ দীপ্তিমান সোমধারা তোমারই দিকে বয়ে যাচ্ছে॥ ৫। শীঘ্র ইন্দ্রের পূজা কর, তাঁর স্তুতি কর, অভিষুত সোমরস তাঁকে হৃষ্ট করুক,

প্রশংসনীয় ও বলবান ইন্দ্রকে নমস্কার কর। ৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি অশ্বদ্বয় রথে যোজিত কর, তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর নেই। তোমার সদৃশ বলসম্পন্ন কেউ নেই, তোমার ন্যায় শোভনীয় অশ্বযুক্ত কেউ নেই। ৭। যে ইন্দ্র কেবল হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী। ৮। যে হব্য প্রদান করে না, তাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায় ইন্দ্র কখন পা দিয়ে দলন করবেন? ইন্দ্র, কখন আমাদের স্তুতি শ্রবণ করবেন? ৯। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম দ্বারা তোমার সেবা করে, তুমি তাকে ধন দান কর। ১০। সৌবর্ণ গাভী সকল সুস্বাদু এবং এ প্রকারে সর্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করে। সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের সাথে গমন করতঃ হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করে অবস্থিতি করে। ১১। ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভী সকল সোমের সাথে তাদের দুগ্ধ মিশ্রিত করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনু সকল শত্রুবিনাশী বজ্রকে শত্রুগণের মধ্যে প্রেরণ করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ করে অবস্থিতি করে। ১২। এ প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত গাভী সকল স্বীয় দুগ্ধরূপ অন্নদ্বারা ইন্দ্রের বলের পূজা করে। তারা (যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণের) পূর্ব হতে অবগতির জন্য ইন্দ্রের শত্রুবধাদি বহু কার্য ঘোষিত করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্ররাজত্ব লক্ষ্য করে অবস্থিতি করে। ১৩। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করেছিলেন(১)। ১৪। ইন্দ্র পর্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাবার ইচ্ছা করে সে মস্তক শর্যণাবৎ সরোবরে(২) প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৫। এরূপ আদিত্যরশ্মি এ গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্হিত সূর্য তেজ পেয়েছিল।(৩) ১৬। অদ্য কে ইন্দ্রের গমনশীল রথে বীর্যযুক্ত, তেজোময় দুঃসহক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে তারা শত্রুদের হৃদয়ে পাদক্ষেপ করে ও মিত্রদের সুখ প্রদান করে। যে এ অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে, তারা দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। ১৭। শত্রুভয়ে কে নির্গত হয়? কে শত্রুদ্বারা নষ্ট হয়? কে ভীত হয়? রক্ষকরূপে সমীপস্থিত ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা পুত্রের নিমিত্ত, নিজের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, শরীর রাক্ষর নিমিত্ত, বা পরিজন রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করে(৪)? ১৮। কে অগ্নির স্তুতি করে? কে নিত্য ঋতু উপলক্ষ্য করে পাত্রস্থিত হব্যঘৃত দ্বারা পূজা করে? ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবগণ কোন যজমানকে প্রশংসনীয় ধন শীঘ্র প্রদান করেন? যজ্ঞরত এবং দেবপ্রসাদযুক্ত কোন যজমান ইন্দ্রকে সম্যক জানে? ১৯। হে বলবান দেব ইন্দ্র! তুমি স্তুতিরত মানুষকে প্রশংসা কর। হে মঘবন! তোমা ভিন্ন আর কেউ সুখদাতা নেই, অতএব তোমার স্তুতি করি। ২০। হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভৃত্যগণ ও সহায়করূপ মরুৎগণ আমাদের যেন কখন বিনাশ না করে। হে মানুষের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদের ধন এনে দাও।

টীকা : ১। দধীচির অস্থি নিয়ে ত্বষ্টা বজ্র নির্মাণ করলে সে বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরদের নাশ করেন, এরূপ পৌরাণিক গল্প আছে। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদের হনন করেছেন, তা বেদে আমরা এ স্থলে পেলাম। ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখুন। ২। "শর্যণাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্থে সরঃ।" সায়ণ। ৩। ত্বষ্টুতেজ অর্থাৎ সূর্যতেজ। "তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তি-র্ভবতি।" নিরুক্ত ২।৬। অতএব সূর্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে চন্দ্রের আলোক হয় এ কথা ঋগ্বেদের সময় অথবা যাস্কের সময় জানা ছিল। ৪। অর্থাৎ

ইন্দ্র স্বয়ংই এ সমস্ত আমাদের দেন। এখানেও "কঃ" অর্থ প্রজাপতি করে সায়ণ দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

৮৫ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো যামন্রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ।
রোদসী হি মরুতশ্চক্রিরে বৃধে মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ ॥ ১
ত উক্ষিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধি চক্রিরে সদঃ।
অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়মধি শ্রিয়োদধিরে পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ২
গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ।
বাধন্তে বিশ্বমভিমাতিনমপ বর্ত্মান্যেষামনু রীয়তে ঘৃতম্ ॥ ৩
বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা।
মনোজুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্ ॥ ৪
প্র যদ্রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং বাজে অদ্রিং মরুতো রংহয়ন্তঃ।
উতারুষস্য বি ষ্যন্তি ধারাশ্চর্মেবোদভি র্ব্যুন্দন্তি ভূম ॥ ৫
আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ।
সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদয়ধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ৬
তেঽবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ।
বিষ্ণু র্যদ্ধাবদ্বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে ॥ ৭
শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসংদৃশো নরঃ ॥ ৮
ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবেঽহন্বৃত্রং নিরপামৌব্জদর্ণবম্ ॥ ৯
ঊর্ধ্বং নুনুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতম্।
ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে ॥ ১০
জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশাসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে।
আ গচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্ত ধামভিঃ ॥ ১১
যা বঃ শর্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছতাধি।
অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রয়িং নো ধত্তবৃষণঃ সুবীরম্ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। মরুৎগণ গমন কালে স্বীয় শরীর স্ত্রীলোকের ন্যায় অলংকৃত করেন। তাঁরা গমনশীল রুদ্রের পুত্র এবং হিতকর কার্য দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর বন্ধন সাধন করেন। বীর ও বর্ষণশীল মরুৎগণ যজ্ঞে হব্য প্রাপ্ত হন। ২। ঐ মরুৎগণ দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে মহত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। রুদ্রপুত্রগণ আকাশে স্থান পেয়েছেন; অর্চনীয় ইন্দ্রের অর্চনা করে ও ইন্দ্রকে বীর্যশালী করে পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিল। ৩। গাভীর পুত্র মরুৎগণ(১) তখন অসংস্কারের দ্বারা আপনাদের শোভাযুক্ত করেন, তখন দীপ্ত মরুৎগণ স্বীয় শরীরে উজ্জ্বল অলংকার ধারণ করেন, তাঁরা সমস্ত শত্রু নাশ করেন এবং তাঁদের মার্গ অনুসরণ করে বৃষ্টি ঝরে। ৪। সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ আয়ুধের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান হয়েছেন; তাঁরা স্বয়ং অবিচলিত হয়ে পর্বতাদিকেও উৎপাটিত করেন; যখন তোমরা রথে বিন্দু-চিহ্নিত মৃগ সংযোজিত কর, তখন হে মরুৎগণ! তোমরা মনের ন্যায় বেগগামী এবং বৃষ্টিসেচনব্রতে নিযুক্ত হও। ৫। অন্নের জন্য মেঘকে বর্ষণার্থে প্রেরণ করে যখন

বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযোজিত কর, তখন উজ্জ্বল অরুষের নিকট হতে বারিধারা (২) বিমুক্ত হয় এবং চর্ম আধারের জলের ন্যায় জলদ্বারা সমস্ত ভূমি আর্দ্র হয়। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের বেগবান ও লঘুগামী অশ্ব তোমাদের এ যজ্ঞে বহন করুক; তোমরা শীঘ্রগামী, হস্তে (ধন নিয়ে) এস। হে মরুৎগণ! বিস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর এবং মধুর সোমরস পান করে তৃপ্ত হও। ৭। মরুৎগণ নিজ বলে নির্ভর করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, মহিমা দ্বারা স্বর্গে স্থান পেয়েছেন এবং বিস্তীর্ণ বাসস্থান করেছেন। যাঁদের জন্য বিষ্ণু সোমরস রক্ষা করেন, সে মরুৎগণ পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আগমন করে এ প্রীতিকর কুশে উপবেশন করুন। ৮। শূরদের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন; বিশ্বভুবন সে মরুৎগণকে ভয় করে, তাঁরা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ। ৯। শোভনকর্মা ত্বষ্টা যে সুনির্মিত, হিরণ্ময় ও অনেক ধারাযুক্ত বজ্র ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন, ইন্দ্র সে বজ্র সংগ্রামে কার্যসাধন করবার জন্য ধারণ করে বৃত্রবধ করেছিলেন এবং বারিরাশি বর্ষিত করেছিলেন। ১০। মরুৎগণ স্বীয় বল-দ্বারা কূপ উপরে উঠিয়ে (৩) পথনিরোধক পর্বতকে বিভেদ করেছিলেন। শোভন-দানশীল মরুৎগণ বীণা বাজিয়ে (৪) সোমপানে হৃষ্ট হয়ে রমণীয় বন দিয়েছিলেন। ১১। মরুৎগণ সে গোতমের দিকে যূপ বক্রভাবে প্রেরণ করলেন; এবং তৃষিত গোতম ঋষির জন্য জল সিঞ্চন করলেন। বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত মরুৎগণ রক্ষণের জন্য আগমন করেন এবং জীবনোপায় জলদ্বারা মেধাবী গোতমের তৃপ্তিসাধন করেছিলেন। ১২। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্তোতাকে দেয় যে সুখ তিন জগতে আছে, তোমরা তা হব্যদাতাকে প্রদান কর। সে সমস্ত আমাদের দাও। হে অভীষ্টপ্রদ! আমাদের বীরযুক্ত ধন দাও।

টীকা: ১। ২ ঋকে মরুৎগণকে 'পৃশ্নিমাতরঃ' অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র এবং ৩ ঋকে তাদের 'গোমাতরঃ' অর্থাৎ গাভীর পুত্র বলা হয়েছে, এ গোশব্দ দ্বারা পৃশ্নিই বুঝাচ্ছে। সায়ণ উভয় পৃশ্নি ও গো অর্থে পৃথিবী করেছেন। কিন্তু ২৩ সূক্তে ১০ ঋকের টীকায় পৃশ্নির অর্থ দেখুন। ২। 'অরুষস্য' অর্থ আরোচমানস্য সূর্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্বা।" সায়ণ। আচার্য মক্ষমূলর রক্তবর্ণ মেঘ অর্থ করেছেন। ৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'অবতঃ কূপঃ।' সায়ণ। গোতম ঋষি পিপাসিত হয়ে জল চেয়েছিলেন, মরুৎগণ দূরস্থ একটা কূপ উঠিয়ে গোতম ঋষির নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ। কূপ উঠিয়ে গোতম ঋষিকে জল দেওয়া সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৯ ঋক দেখুন। ৪। "বীণাবিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ।" সায়ণ। কিন্তু মক্ষমূলর "বাণ" অর্থে "Voice" করেছেন। "There is no authority for vana meaning either lyre or flute in the Vedas"—Max Muller.

৮৬ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ ॥ ১
যজ্ঞৈর্বা যজ্ঞবাহসো বিপ্রস্য বা মতীনাম্। মরুতঃ শৃণুতা হবম্ ॥ ২
উত বা যস্য বাজিনোঽনু বিপ্রমতক্ষত। স গন্তা গোমতি ব্রজে ॥ ৩
অস্য বীরস্য বর্হিষি সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু। উক্থং মদশ্চ শস্যতে ॥ ৪
অস্য শ্রোষন্ত্বা ভুবো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি। সূরং চিৎসস্রুষীরিষঃ ॥ ৫

পূর্বীভি র্হি দদাশিম শরদ্ভি র্মরুতো বয়ম্‌। অবোভিশ্চর্ষণীনাম্‌ ॥ ৬
সুভগঃ স প্রযজ্যবো মরুতো অস্তু মর্ত্যঃ। যস্য প্রয়াংসি পর্যথ ॥ ৭
শশমানস্য বা নরঃ স্বেদস্য সত্যশবসঃ। বিদা কামস্য বেনতঃ ॥ ৮
যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত মহিত্বনা। বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ ॥ ৯
গূহতা গুহ্যন্তমো বি যাত বিশ্বমত্রিণম্‌। জ্যোতিষ্কর্তা যদুশ্মসি ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে উজ্জ্বল মরুৎগণ! অন্তরীক্ষ হতে আগমন করে তোমরা যার গৃহে সোমপান কর, সে জন অতিশয় সুরক্ষক সম্পন্ন। ২। হে যজ্ঞবাহী মরুৎগণ! যজ্ঞরত যজমানের স্তুতি অথবা মেধাবীর আহ্বান শ্রবণ কর। ৩। যে যজমানের ঋত্বিকগণ মরুৎগণকে (হব্য প্রদান দ্বারা) উৎসাহিত করেছে, সে যজমান বহুগাভী-যুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন। ৪। যজ্ঞের দিবসে বীর মরুৎগণের নিমিত্ত যজ্ঞে সোম অভিষুত হয়, এবং মরুৎগণের হর্ষের নিমিত্ত স্তোত্র উচ্চারিত হয়। ৫। সর্বশত্রু-বিজয়ী মরুৎগণ স্তোতার স্তুতি শ্রবণ করুন এবং স্তোতা প্রভৃত অন্ন প্রাপ্ত হোন। ৬। হে মরুৎগণ! আমরা, সর্বজ্ঞ মরুৎগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে, তোমাদের বহুবৎসর হব্য প্রদান করছি। ৭। হে যজনীয় মরুৎগণ! যার হব্য তোমরা গ্রহণ কর, সে সৌভাগ্যশালী হোক। ৮। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন নেতা মরুৎগণ! তোমাদের স্তুতি-পরায়ণ ও শ্রমের দ্বারা স্বেদযুক্ত এবং তোমাদের অভিলাষী স্তোতৃগণের অভিলাষ অবগত হও। ৯। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উজ্জ্বল মাহাত্ম্য প্রকাশ কর এবং তা দিয়ে রাক্ষসদের তাড়িত কর। ১০। সর্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর ; রাক্ষসাদি সকল ভক্ষককে বিদূরিত কর ; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি তা প্রকাশিত কর।

৮৭ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্রত্বক্ষসঃ প্রতবসো বিরপ্শিনোঽনানতা অবিথুরা ঋজীষিণঃ।
জুষ্টতমাসো নৃতমাসো অঞ্জিভি র্ব্যানজ্রে কে চিদুস্রা ইব স্তৃভিঃ ॥ ১
উপহ্বরেষু যদচিধ্বং যয়িং বয় ইব মরুতঃ কেন চিৎপথা।
শ্চোতন্তি কোশা উপ বো রথেষ্বা ঘৃতমুক্ষতা মধুবর্ণমর্চতে ॥ ২
প্রৈষামজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমি র্যামেষু যদ্ধ যুঞ্জতে শুভে।
তে ক্রীলয়ো ধুনয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ স্বয়ং মহিত্বং পনয়ন্ত ধূতয়ঃ ॥ ৩
স হি স্বসৃৎপৃষদশ্বো যুবা গণো যা ঈশানস্তবিষীভিরাবৃতঃ।
অসি সত্য ঋণয়াবাঽনেদ্যোঽস্যা ধিয়ঃ প্রাবিতাথা বৃষা গণঃ ॥ ৪
পিতুঃ প্রত্নস্য জন্মনা বদামসি সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা।
যদীমিন্দ্রং শম্যৃক্বাণ আশতাদিন্নামানি যজ্ঞিয়ানি দধিরে ॥ ৫
শ্রিয়সে কং ভানুভিঃ সং মিমিক্ষিরে তে রশ্মিভিস্ত ঋক্বভিঃ সুখাদয়ঃ।
তে বাশীমন্ত ইষ্মিণো অভীরবো বিদ্রে প্রিয়স্য মারুতস্য ধাম্নঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। মরুৎগণ শত্রুঘাতী প্রকৃষ্ট বলসম্পন্ন, জয়ঘোষযুক্ত, আনতিরহিত, অবিযুক্ত, ঋজীষী ও যজমানের সেবিত এবং মেঘাদির নেতা মরুৎগণ আভরণ দ্বারা নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হলেন। ২। হে মরুৎগণ! পক্ষীর ন্যায় কোনও পথ দিয়ে শীঘ্র ধাবমান হয়ে সন্নিকৃষ্ট নভঃ প্রদেশে যখন তোমরা গমনশীল মেঘসমূহকে সমবেত কর, তখন তোমাদের মেঘ সকল তোমাদের রথে সংশ্লিষ্ট হয়ে

বারিবর্ষণ করে ; অতএব, তোমরা পূজকের উপর মধুসদৃশ স্বচ্ছ বারি সিঞ্চন কর। ৩। যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য মেঘ সকলকে সজ্জিত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘ সকলকে উৎক্ষিপ্ত করে নিয়মিত করছে দেখে পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায় (১) কম্পিত হন ; সেরূপ বিহারশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ পর্বতাদি কম্পিত করে স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন। ৪। মরুৎগণ স্বয়ং পরিচালিত এবং বিন্দু-চিহ্নিত মৃগ তাঁদের অশ্ব। তাঁরা তরুণ বীর্যশালী এবং ক্ষমতাপন্ন, তোমরা সত্য, ঋণ হতে মুক্তিদাতা, আনন্দিত এবং জলবর্ষণকারী ; তোমরা আমাদের যজ্ঞের রক্ষক। ৫। আমাদের পুরাতন পিতা রহূগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আমরা বলছি যে সোমের আহুতির সাথে স্তুতিবাক্য মরুৎগণকে প্রাপ্ত হয় ; তাঁরা ইন্দ্রের স্তুতি করে বৃত্র হনন কার্যে উপস্থিত ছিলেন এবং যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করেছেন। ৬। ঐ মরুৎগণ প্রাণীগণের উপভোগের নিমিত্ত দীপ্তিমান সূর্যকিরণের সাথে বৃষ্টিবারি সিঞ্চন করতে ইচ্ছা করেন ; তাঁরা স্তুতিমান ঋত্বিগণের সাথে সুখকর হব্য ভক্ষণ করেন ; স্তুতিযুক্ত বেগগামী ও নির্ভীক মরুৎগণ সর্বপ্রিয় মরুৎসম্বন্ধীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

টীকা ঃ ১। বিথুরা ইব।' 'ভর্ত্রা বিযুক্তা জায়া।' সায়ণ। কিন্তু মক্ষমুলর অনুবাদ করেছেন "as if broken." "There is no authority for Sayan's explanation of Vithura-Iva, the earth trembles like a widow. Vithura occurs several times in the Rig Veda, but never in the sense of widow."—Max Muller.

৮৮ সূক্ত ॥ মরুদ্‌গণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

আ বিদ্যুন্মদ্ভি র্মরুতঃ স্বর্কৈ রথেভি র্যাত ঋষ্টিমদ্ভিরশ্বপর্ণৈঃ।
আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্তনা সুমায়াঃ ॥ ১
তেঽরুণেভি র্বরমা পিশঙ্গৈঃ শুভে কং যান্তি রথতূর্ভিরশ্বৈঃ।
রুক্মো ন চিত্রঃ স্বধিতীবান্‌ পব্যা রথস্য জংঘনন্ত ভূম ॥ ২
শ্রিয়ে কং বো অধি তনূষু বাশীর্মেধা বনা ন কৃণবন্ত ঊর্ধ্বা।
যুষ্মভ্যং কং মরুতঃ সুজাতাস্তু বিদ্যুম্নাসো ধনয়ন্তে অদ্রিম্‌ ॥ ৩
অহানি গৃধ্রাঃ পর্যা ব আগুরিমাং ধিয়ং বার্কার্যাং চ দেবীম্‌।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো গোতমাসো অর্কৈরূর্ধ্বং নুনুদ্র উৎসধিং পিবধ্যৈ ॥ ৪
এতত্যন্ন যোজনমচেতি সস্বর্হ যন্মরুতো গোতমো বঃ।
পশ্যন্‌ হিরণ্যচক্রানয়োদ্রংষ্ট্রান্বিধাবতো বরাহূন্‌ ॥ ৫
এষা স্যা বো মরুতোঽনুভর্ত্রী প্রতি ষ্টোভতি বাঘতো ন বাণী।
অস্তোভয়দ্বৃথাসামনু স্বধাং গভস্ত্যোঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত, শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধ সম্পন্ন ও অশ্বসংযুক্ত মেঘে আরোহণ করে আগমন কর। হে শোভনকর্মা মরুৎগণ ! প্রভূত অন্নের সাথে পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর। ২। মরুৎগণ অরুণ ও পিঙ্গল রথবাহক অশ্ব দ্বারা দেবগণের কোন স্তোতার নিকট শুভ সম্পাদনার্থে আগমন করছেন ? সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ রথ চক্র দ্বারায় ভূমি ক্ষত করছেন। ৩। হে মরুৎগণ ! ঐশ্বর্য লাভার্থ তোমাদের শরীরে শত্রুগণের

আক্রোশকারী আয়ুধ আছে। মরুৎগণ বন বৃক্ষ সমূহের ন্যায় যজ্ঞ ঊর্ধ্ব করেন। হে সুজাত মরুৎগণ! তোমাদের নিমিত্ত প্রভৃত ধনশালী যজমানগণ (সোমনিস্যন্দী) প্রস্তর ধন যুক্ত করে। ৪। হে গৃধ্র সদৃশ মরুৎগণ! তোমাদের দিবস আগত হয়েছে, সবং উদকনিষ্পাদ্য যজ্ঞকে দ্যুতিমান করেছে। গোতম ঋষিগণ স্তোত্রের সাথে হব্য দান করে পানের নিমিত্ত কুপ উন্নমিত করেছেন। ৫। মরুৎগণ লোহদংষ্ট্রা, ইতস্ততঃ ধাবমান বরাহ সদৃশ! সে মরুৎগণকে দেখে গোতম ঋষি যে স্তোত্র উচ্চারিত করেছিলেন, এ সে স্তুতি (১)। ৬। হে মরুৎগণ! যোগ্য স্তুতি তোমাদের প্রত্যেককে স্তুতি করে, ঋত্বিকগণের বাণী এখন অনায়াসে এ ঋকসমূহ দ্বারা তোমাদের স্তুতি করেছে, কেন না তোমরা আমাদের হস্তে বহুবিধ অন্ন স্থাপিত করেছ।

টীকা : ১। ৪ ও ৫ ঋকে মরুৎগণকে গৃধ্রের সাথে ও বরাহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সায়ণ এ উপমায় সম্মত নন। তিনি ঋকদ্বয়ের অন্য অর্থ করেছেন।

৮৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ছন্দ।

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবেদিবে ॥ ১
দেবানাং ভদ্রা সুমতি ঋর্জুষতাং দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্তাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ২
তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধম্।
অর্যমণং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী শঃ সুভগা ময়স্করৎ ॥ ৩
তন্নো বাতো ময়োভু বাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।
তদ্ গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবম্ ॥ ৪
তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ৫
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥ ৬
পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভংযাবানো বিদথেষু জগ্ময়ঃ ঃ।
অগ্নিজিহ্বা মনরঃ সূরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্নিহ ॥ ৭
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৮
শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ু র্গন্তোঃ ॥ ৯
অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি র্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতি র্জাতমদিতি র্জনিত্বম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। কল্যাণকর, অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ ও শত্রুবিনাশকারী যজ্ঞ সকল সর্বদিক হতে আগমন করুক; যাঁরা আমাদের পরিত্যাগ না করে প্রতিদিন রক্ষা করেন সে দেবগণ সর্বদা আমাদের বর্ধিত করুন। ২। ঋজু লোকপ্রিয় দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে আগমন করুন এবং তাঁদের দান আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। আমরা যেন সে দেবগণের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হই, তাঁরা

আমাদের জীবন বর্ধন করুন। ৩। তাঁহাদের পূর্বের বাক্যের দ্বারা আহবান করি। ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ (১), অর্যমা, সোম এবং অশ্বিদ্বয়কে আহবান করি সৌভাগ্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ সম্পাদিত করুন। ৪। বায়ু আমাদের নিকট সুখোৎপাদক ভেষজ আনুন। জননী পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকও আনুন। সোমনিস্যন্দী সুখোৎপাদক প্রস্তরও সেই ভেষজ আনুন। ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর। ৫। আমরা সে ঐশ্বর্যশালী, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি যজ্ঞতোষ ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহবান করি। পূষা যেরূপ আমাদের ধন বর্ধনের জন্য রক্ষক আছেন, অহিংসিত পূষা সেরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষক হোন। ৬। প্রভূত স্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্বজ্ঞ পূষা আমাদের মঙ্গল প্রদান করুন। তৃক্ষের পুত্র (২) অরিষ্টনেমি এবং বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। ৭। মরুৎগণ বিন্দুচিহ্নিত মৃগযুক্ত, পৃশ্নিপুত্র, শোভনীয় গতিযুক্ত, যজ্ঞগামী ও অগ্নিজিহ্বায় অবস্থিত (৩) বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান মরুৎ দেবগণ আমাদের রক্ষার জন্য এ স্থানে আসুন। ৮। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করতে সমর্থ হই। হে যজনীয় দেবগণ! আমরা চক্ষে যেন কল্যাণকর বস্তু দেখতে সমর্থ হই। আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গশরীরযুক্ত হয়ে তোমাদের স্তুতি করে দেবগণ দ্বারা নির্দিষ্ট আয়ু প্রাপ্ত হই। ৯। হে দেবগণ! মনুষ্যের পক্ষে শত বছর আয়ু কল্পিত হয়েছে; ঐ সময়ে তোমরা শরীরে জরা উৎপাদন করে থাক, ঐ সময় পুত্রগণ পিতা হন। সে নির্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদের বিনাশ করো না। ১০। অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, তিনি পিতা, তিনি পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চ লোক, (৪) অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

টীকাঃ ১। 'অস্রিধং শোষণরহিতং সর্বদৈকরূপেণ বর্ত্তমানং মরুদগং।' সায়ণ। ২। মূলে 'তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন অহিংসিত রথনেমিযুক্ত গরুড়। কিন্তু বিষ্ণুর বাহন গরুড় ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নি এবং গরুড়কে নেমিযুক্ত বলে কেন বর্ণনা করবে বুঝা যায় না। পুরাণে কোন কোন স্থলে কশ্যপ বা প্রজাপতির নাম অরিষ্টনেমি এরূপ দেখা যায়; এ স্থানেও 'তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ' অর্থে তৃক্ষের পুত্র কশ্যপ হওয়া সম্ভব। ৩। সকল দেবগণই হব্য প্রাপ্তির জন্য অগ্নির জিহবায় অবস্থান করেন। সায়ণ। ৪। 'অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ' এ পঞ্চজন কে তা সায়ণ এরূপ লিখেছেন 'পঞ্চজনা নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি। যাস্ক বলেছেন 'গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেতে চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যাবঃ'। নিরুক্ত ৩। ৭। এ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চকৃষ্টি' বা 'পঞ্চজন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ পাঞ্জাব প্রদেশ ও পঞ্চনদকূলবাসী সমস্ত আর্য জাতি। প্রথম মণ্ডলের ৭ সূক্তের ৯ ঋক্ ও দ্বিতীয় মণ্ডলের ২ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন।

৯০ সূক্ত॥ বহুদেবতা দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তু বিদ্বান্। অর্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ॥ ১
তে হি বস্বো বসবানাস্তে অপ্রমূরা মহোভিঃ। ব্রতা রক্ষন্তে বিশ্বাহা॥ ২
তে অস্মভ্যং শর্ম যংসন্নমৃতা মর্ত্যেভ্যঃ। বাধমানা অপ দ্বিষঃ॥ ৩

বি নঃ পথঃ সুবিতায় চিয়ন্ত্বিন্দ্রো মরুতঃ। পূষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪
উত নো ধিয়ো গো অগ্রাঃ পূষন্বিষ্ণবেবয়াবঃ। কর্তা নঃ স্বস্তিমতঃ ॥ ৫
মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৬
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৭
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮
শং নো মিত্রঃ শং বরুণো শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হয়ে আমাদের অকুটিল গতিতে নিয়ে যান এবং দেবগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত অর্যমাও (আমাদের) নিয়ে যান। ২। তাঁরা ধন বিতরণ করেন, তাঁরা মূঢ়তাশূন্য হয়ে স্বীয় তেজের দ্বারা সকল দিন স্বীয় কার্য পালন করেন। ৩। সে অমরগণ আমাদের শত্রু বিনাশ করে আমাদের সুখ প্রদান করুন ; আমরা মরণশীল মানুষ। ৪। স্বর্গীয় ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা ও ভগ দেবগণ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের পথ দেখিয়ে দিন। ৫। হে পূষা, বিষ্ণু ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞ পশুপ্রাপক কর এবং আমাদের বিনাশ রহিত কর। ৬। বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে; ওষধি সকলও মাধুর্যযুক্ত হোক। ৭। আমাদের রাত্রি ও ঊষা মধুর হোক ; পার্থিব জনপদ মাধুর্য বিশিষ্ট হোক ; যে আকাশ সকলের পালয়িতা সে আকাশও মধুযুক্ত হোক। ৮। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হোক ; সূর্যও মধুর হোক ; ধেনুসকল মধুর হোক। ৯। মিত্র, বরুণ অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রও বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হোক।

৯১ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাম্।
তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দ্র দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ ॥ ১
ত্বং সোম ক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বং দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্ববেদাঃ।
ত্বং বৃষা বৃষত্বেভি র্মহিত্বা দ্যুম্নেভি র্দ্যুম্ন্যভবো নৃচক্ষাঃ ॥ ২
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্ গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্টমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৩
যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
তেভি র্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেলন্রাজন্ৎ সোম প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ৪
ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ ॥ ৫
ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ ॥ ৬
ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে ॥ ৭
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষ রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা ॥ ৮
সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভি র্নোঽবিতা ভব ॥ ৯
ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব ॥ ১০
সোম গীর্ভিষ্টা বয়ং বর্ধয়ামো বচোবিদঃ। সুমৃলীকো ন আ বিশ ॥ ১১
গয়স্ফানো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব ॥ ১২
সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা। মর্য ইব স্ব ওক্যে ॥ ১৩
যঃ সোম সখ্যে তব রারণদ্দেব মর্ত্যঃ। তং দক্ষঃ সচেত কবিঃ ॥ ১৪

উরুষ্যা ণো অভিশস্তেঃ সোম নি পাহ্যংহসঃ। সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১৫
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ১৬
আ প্যায়স্ব মদিন্তম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে॥ ১৭
সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ।
আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব ॥ ১৮
যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।
গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্যান্ ॥ ১৯
সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি।
সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ ॥ ২০
অষাঢ়ং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাম্।
ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম ॥ ২১
ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ।
ত্বমা ততন্থোর্বন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥ ২২
দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য;
মা ত্বা তনদীশিষে বীর্যস্যোভয়েভ্যঃ প্র চিকিৎসা গবিষ্টৌ ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! আমরা বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি আমাদের সরল পথে নিয়ে যাও; হে ইন্দ্র! (অর্থাৎ হে সোম!) তোমাকর্তৃক নীত হয়ে আমাদের পিতৃগণ দেবগণ মধ্যে রত্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২। হে সোম তুমি স্বীয় যজ্ঞ দ্বারা শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত, স্বীয় বল দ্বারা শোভনীয় বলযুক্ত, তুমি সর্বজ্ঞ। তুমি অভীষ্ট ফল বর্ষণ দ্বারা বর্ষণকারী এবং তুমি মহিমায় মহান যজমানের অভিমত ফল প্রদর্শন করে যজমানদত্ত অন্ন দ্বারা প্রভূতান্নযুক্ত। ৩। হে সোম! রাজা বরুণের কার্য সমুদয় তোমারই, তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক, অর্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্ধক। ৪। হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্বতে, ওষধিতে এবং জলে আছে, সে তেজযুক্ত হয়ে, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন, রাজন্! আমাদের হব্য গ্রহণ কর। ৫। হে সোম! তুমি সৎলোকের অধিপতি, তুমি রাজা, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমিই শোভনীয় যজ্ঞ। ৬; স্তোত্রপ্রিয় এবং ওষধি সকলের পালয়িতা সোম! যদি তুমি আমাদের জীবনৌষধ কামনা কর, তা হলে আমরা মরব না। ৭। হে সোম! তুমি যজ্ঞকারী বৃদ্ধ বা তরুণ যজ্ঞকারীর জীবনের জন্য উপভোগযোগ্য ধন দাও! ৮। হে রাজন্ সোম! আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হতে রক্ষা কর; তোমার মত ব্যক্তির সখা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ৯। হে সোম! যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তা দিয়ে আমাদের রক্ষা কর। ১০। হে সোম! তুমি আমাদের এ যজ্ঞ ও এ স্তুতি গ্রহণ করে এস এবং আমাদের বর্ধন কর। ১১। হে সোম! আমরা স্তুতিজ্ঞ, স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করি, তুমি সুখদ হয়ে এস। ১২। হে সোম! তুমি আমাদের ধনবর্ধক, রোগহন্তা, ধনদাতা, সম্পদ-বর্ধক ও সুমিত্রযুক্ত হও। ১৩। হে সোম। গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেরূপ স্বীয় গৃহে তৃপ্ত হয়, সেরূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হয়ে অবস্থান কর। ১৪। হে দেব সোম! যে মানুষ বন্ধুত্ব প্রযুক্ত তোমার স্তুতি করে, হে অতীতজ্ঞ ও দক্ষ সোম! তুমি তাকে অনুগ্রহ কর। ১৫। হে সোম! আমাদের অভিশাপ হতে রক্ষা কর ও পাপ হতে রক্ষা কর, সুখদান করে আমাদের হিতকারী হও। ১৬। হে সোম! তুমি বর্ধিত হও, তোমার বীর্য সকল দিক হতে ত্বৎসংযুক্ত

হোক, তুমি আমাদের অন্নদাতা হও। ১৭। অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম! সমস্ত অংশুসমূহ দ্বারা বর্ধিত হও, শোভন অন্নযুক্ত হয়ে তুমি আমাদের সখা হও। ১৮। হে সোম! তুমি শত্রুহন্তা, তোমাতে রস ও যজ্ঞের অন্ন ও বীর্য সংযুক্ত হোক, তুমি বর্ধিত হয়ে আমাদের অমরত্বের জন্য স্বর্গে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর। ১৯। যজমানগণ তোমায় হব্যদ্বারা যে তেজের পূজা করে, সে সমস্ত তেজ আমাদের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করুক। ধনবর্ধক, পাপত্রাতা, বীর যুক্ত ও পুত্রগণের রক্ষাকর্তা সোম! তুমি আমাদের গৃহে এস। ২০। যে সোমকে হব্য প্রদান করে, সোম তাকে গাভী, শীঘ্রগামী অশ্ব প্রদান করেন এবং লৌকিক কার্যকুশল, গৃহকার্য-কুশল যাগানুষ্ঠান পর, মাতার আদৃত এবং পিতৃনাম উজ্জ্বলকারী পুত্র প্রদান করেন। ২১। হে সোম! তুমি যুদ্ধে অজেয়, সেনার মধ্যে জয়শীল স্বর্গের প্রাপয়িতা, বৃষ্টিদাতা, বলের রক্ষক, যজ্ঞে অবস্থাতা, সুন্দর নিবাসযুক্ত, সুন্দর যশযুক্ত এবং জয়শীল তোমাকে চিন্তা করে হর্ষযুক্ত হই। ২২। হে সোম! তুমি এ সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করেছ ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করেছ। তুমি এ বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করেছ ও তার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা বিনষ্ট করেছ। ২৩। হে বলবান সোম দেব! তোমার কান্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আমাদের ধনের অংশ প্রদান কর। কোন শত্রু তোমার হিংসা না করুক; যুধ্যমান দুপক্ষের মধ্যে তুমি বলিষ্ঠ, সংগ্রামে আমাদের দৌরাত্ম্য হতে রক্ষা কর।

৯২ সূক্ত ॥ উষা ও শেষ তৃচে অশ্বিদ্বয় দেবতা। রাহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। জগতী ছন্দ।

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।
নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবোঽরুষীর্যন্তি মাতরঃ ॥ ১
উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ ॥ ২
অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ।
ইষং বহন্তী সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে ॥ ৩
অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহম্।
জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ ॥ ৪
প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বম্।
স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ ॥ ৫
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি।
শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসায়াজীগঃ ॥ ৬
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং দিবঃ স্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ।
প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যানুষো গোঅগ্রাঁ উপ মাসি বাজান্ ॥ ৭
উষস্তমশ্যাং যশসং সুবীরং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যম্।
সুদংসসা শ্রবসা যা বিভাসি বাজপ্রসূতা সুভগে বৃহন্তম্ ॥ ৮
বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী চক্ষুরুর্বিয়া বি ভাতি।
বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য বাচমবিদন্মনায়োঃ ॥ ৯
পুনঃপুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা।
শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ ॥ ১০
ব্যূর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুযোতি।
প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বি ভাতি ॥ ১১

পশূন্ন চিত্রা সুভগা প্রথানা সিন্ধুর্ন ক্ষোদ উর্বিঃ ব্যশ্বৈৎ।
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি সূর্যস্য চেতি রশ্মিভি দৃশানা ॥ ১২
উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ১৩
উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি ॥ ১৪
যুক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ।
অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ ॥ ১৫
অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতম্ ॥ ১৬
যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতিজর্নায় চক্রথুঃ।
আ ন উর্জং বহতমশ্বিনা যুবম্ ॥ ১৭
এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ১৮

অনুবাদ : ১। উষা দেবতাগণ আলোকে প্রকাশ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব দিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন। যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেরূপ স্বীয় দীপ্তি দ্বারা জগতের সংস্কার করে গমনশীল, দীপ্তিমান এবং মাতৃগণ প্রতিদিন গমন করেন। ২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হওয়ার পর রথ-যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে উষা দেবতাগণ রথে যোজিত করলেন এবং পূর্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করলেন ; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্যকে আশ্রয় করলেন। ৩। নেত্রী উষা দেবতাগণ উজ্জ্বল অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের ন্যায় এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ পর্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁরা শোভন কর্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন। ৪। উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশ করে, সেরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেরূপ উষাও পূর্বদিকে গমন করে বিশ্ব-ভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করছেন। ৫। উষার উজ্জ্বল তেজ প্রথমে পূর্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। পুরোহিত যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অঞ্জিত করে, সেরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করছেন ; স্বর্গদুহিতা উষা দীপ্তিমান সূর্যের সেবা করছেন। ৬। আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে এসেছি। উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করেছেন। দীপ্তিমতী উষা তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসছেন। আলোক-বিকসিতাঙ্গী উষা আমাদের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করেছেন। ৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী আকাশদুহিতার স্তুতি করেন। হে উষা ! তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ৮। হে উষা ! আমি যেন যশোযুক্ত বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে ! তুমি সুন্দর যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের অন্ন দান করে সে প্রভূত ধন প্রকাশিত কর। ৯। উজ্জ্বল উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করে, আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন এবং সমস্ত জীবকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্তিত করবার জন্য জাগিয়ে দেন ; তিনি ধীশক্তি সম্পন্ন প্রাণীদের বাক্য শ্রবণ করেন। ১০। ব্যাধ-পত্নী যেরূপে চলনশীল পক্ষীর পক্ষ ছেদন করে হিংসা করে; সেরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত; নিত্য এবং একরূপধারিণী উষা দেবী (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন। ১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হতে) বিযুক্ত করে সকলের নিকট জ্ঞাত হন এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী সূর্যের স্ত্রী

উষা দেবী মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করে বিশেষরূপে প্রকাশিত হন। ১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেরূপ (তেজ) বিস্তার করছেন এবং তেজ বিস্তার করে নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সূর্যকিরণের সাথে দৃষ্ট হন। ১৩। হে অন্নযুক্ত উষা! আমাদের বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করতে পারি। ১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এ স্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদের জন্য উদয় হও। ১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! অদ্য অরুণ বর্ণ অশ্বসংযোজনা কর এবং আমাদের জন্য সমস্ত সৌভাগ্য আন। ১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করার জন্য সমান মনোযোগী হয়ে তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্তিত কর। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করেছ তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আন। ১৮। দ্যুতিমান আরোগ্যপ্রদ সুবর্ণ রথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করাবার জন্য অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হয়ে এস্থলে আনুক।

৯৩ সূক্ত ॥ অগ্নি ও সোম দেবতা। রাহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবম্‌
প্রতি সূক্তানি হর্যত ভবতং দাশুষে ময়ঃ ॥ ১
অগ্নীষোমা যো অদ্য বামিদং বচ সপর্যতি।
তস্মৈ ধত্তং সুবীর্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্‌ ॥ ২
অগ্নীষোমা য আহুতিং যো বাং দাশাদ্ধবিষ্কৃতিম্‌।
স প্রজয়া সুবীর্যং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ ॥ ৩
অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ।
অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষোঽবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ॥ ৪
যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তম্‌।
যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তেরবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্‌ ॥ ৫
আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ।
অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকম্‌ ॥ ৬
অগ্নীষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতং হর্যতং বৃষণা জুষেথাম্‌।
সুশর্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তং যজমানায় শং যোঃ ॥ ৭
যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্যাদ্দেবদ্রীচা মনসা যো ঘৃতেন।
তস্য ব্রতং রক্ষতং পাতমংহসো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্‌ ॥ ৮
অগ্নীষোমা সবেদসা সহূতী বনতং গিরঃ। সং দেবত্রা বভূবথুঃ ॥ ৯
অগ্নীষোমাবনেন বাং যো বাং ঘৃতেন দাশতি। তস্মৈ দীদয়তং বৃহৎ ॥ ১০
অগ্নীষোমাবিমানি নো যুবং হব্যা জুজোষতম্‌। আ যাতমুপ নঃ সচা ॥ ১১
অগ্নীষোমা পিপৃতমর্বতো ন আ প্যায়ন্তামুস্রিয়া হব্যসূদঃ।
অস্মে বলানি মঘবৎসু ধত্তং কৃণুতং নো অধ্বরং শ্রুষ্টিমন্তম্‌ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ও সোম! আমাদের এ আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর। ২। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদের স্তুতি অর্পণ করছে, তাকে বলবান গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর। ৩। হে

অগ্নি ও সোম ; যে তোমাদের আহূতি ও হব্য প্রদান করে, সে পুত্রপৌত্রাদির সাথে বীর্যযুক্ত সমস্ত আয়ু প্রাপ্ত হোক। ৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্যের দ্বারা পণির নিকট হতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করেছিলে যে বীর্যদ্বারা বৃষয়ের পুত্রকে (১) বধ করে সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিপূর্ণ সূর্যকে প্রাপ্ত হয়েছ, তা আমাদের বিদিত আছে। ৫। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সমানকর্মযুক্ত হয়ে আকাশে এ উজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহাদি ধারণ করেছ। তোমরা দোষাক্রান্ত নদীসকলকে প্রকটিত দোষ হতে মুক্ত করেছ। ৬। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ অগ্নিকে মাতরিশ্বা আকাশ হতে এনেছ (২) এবং আর এক জনকে (অর্থাৎ সোমকে) অদ্রির উপর হতে শ্যেনপক্ষী বলপূর্বক আহরণ করেছিল (৩) তোমরা স্তোত্রের দ্বারা বর্ধিত হয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি বিস্তীর্ণ করেছ। ৭। হে অগ্নি ও সোম! প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ কর ; আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে অভীষ্টবর্ষী! আমাদের সেবা গ্রহণ কর ; আমাদের প্রতি সুখপ্রদ ও রক্ষণযুক্ত হও এবং যজমানের রোগ ও ভয় দূর কর। ৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান দেবপরায়ণ অন্তঃকরণের সাথে হব্যদ্বারা অগ্নি ও সোমের পূজা করে তার ব্রত রক্ষা কর, তাকে পাপ হতে রক্ষা কর এবং সেই যাগ রত ব্যক্তিকে প্রভূত সুখ দাও। ৯। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সকল দেবগণমধ্যে প্রশংসনীয়, তোমরা সমানধনযুক্ত এবং একত্র আহ্বানযোগ্য, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর। ১০। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদের ঘৃত প্রদান করে, তাকে প্রভূত ধন দাও। ১১। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের এ হব্য গ্রহণ কর এবং একত্রে এস। ১২। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের অশ্ব পালন কর। ক্ষীরাদি হব্যের জনয়িত্রী আমাদের গাভী সকল বর্ধিত হোক, আমরা ধনযুক্ত আমাদের ফল প্রদান কর এবং আমাদের যজ্ঞ ধনযুক্ত কর।

টীকা : ১। 'বৃষয়স্য শেষঃ।' সায়ণ 'বৃষয়' অর্থে ত্বষ্টা অসুর করেছেন; 'শেষ' অর্থে পুত্র, 'বৃষয়স্য শেষঃ' অর্থে ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বৃত্র। যাঁরা গ্রীক্ ইলিয়ড্ বেদের পণির গল্পের রূপান্তর মনে করেন, তাঁরা হলিয়েণের 'Brises' নাম বেদের বৃষয় নামের প্রতিরূপ মনে করেন। "In the Veda, before the bright powers reconquer the light that has been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of *Brisaya*. That daughter of *Brises* is restored to Achilles when his glory begins to set, just as all the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their earthly career."—Max Muller's *Science of Langnage*. ২। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। ৮০ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখুন।

৯৪ সূক্ত। অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া।
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১
যস্মৈ ত্বমাযজসে স সাধত্যনর্বা ক্ষেতি দধতে সুবীর্যম্।
স তূতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ২
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্ হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৩

ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্বণাপর্বণা বয়ম্ ।
জীবাতবে প্রতরং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৪
বিশাং গোপা অস্য চরন্তি জন্তবো দ্বিপচ্চ যদুত চতুষ্পদক্তুভিঃ ।
চিত্রঃ প্রকেত উষসো মহাঁ অস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৫
ত্বমধ্বর্যুরুত হোতাসি পূর্ব্যঃ প্রশাস্তা পোতা জনুষা পুরোহিতঃ ।
বিশ্বা বিদ্বাঁ আর্ত্বিজ্যা ধীর পুষ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৬
যো বিশ্বতঃ সুপ্রতীকঃ সদৃঙ্ঙসি দূরে চিৎসন্তলিদিবাতি রোচসে।
রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৭
পূর্বো দেবা ভবতু সুন্বতো রথোঽস্মাকং শংসো অভ্যস্তু দূঢ্যঃ ।
তদা জানীতোত পুষ্যতা বাচোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥৮
বধৈর্দুঃশংসাঁ অপ দূঢ্যো জহি দূরে বা যে অন্তি বা কে চিদত্রিণঃ ।
অথা যজ্ঞায় গৃণতে সুগং কৃধ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ৯
যদযুক্থা অরুষা রোহিতা রথে বাতজূতা বৃষভস্যেব তে রবঃ ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতুনাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১০
অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্ ।
সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যোঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১১
অয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধায়সেঽবযাতাং মরুতাং হেলো অদ্ভুতঃ ।
মৃলা শু সু নো ভূত্বেষাং মনঃ পুনরগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১২
দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্ভুতো বসুর্বসূনামসি চারুরধ্বরে ।
শর্মন্ত্স্যাম তব সপ্রথস্তমেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১৩
তত্তে ভদ্রং যৎসমিদ্ধঃ স্বে দমে সোমাহুতো জরসে মৃলয়ত্তমঃ ।
দধাসি রত্নং দ্রবিণং চ দাশুষেঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব ॥ ১৪
যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা ।
যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম ॥ ১৫
স ত্বমগ্নে সৌভগত্বস্য বিদ্বানস্মাকমায়ুঃ প্র তিরেহ দেব ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। আমরা বুদ্ধিদ্বারা পূজনীয় সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এ স্তুতি প্রস্তুত করি। অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয়, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ২। হে অগ্নি! যার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তার অভিলাষ পূর্ণ হয়। সে উৎপীড়িত না হয়ে বাস করে, মহাবীর্য ধারণ করে এবং বর্ধিত হয়। দারিদ্র্য তাকে প্রাপ্ত হতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৩। হে অগ্নি! আমরা যেন তোমাকে সম্যক প্রজ্বলিত করতে সমর্থ হই। তুমি আমাদের যজ্ঞ সাধিত কর, যেহেতু দেবগণ (তোমাতে) প্রক্ষিপ্ত হব্য ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে আন, আমরা তাদের কামনা করি। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন সংগ্রহ করি। তোমাকে জানিয়ে হব্য প্রদান করি। তুমি আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৫। তাঁর রশ্মি সকল প্রাণীগণকে রক্ষা করে বিচরণ করে। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুগণ তাঁর কিরণে বিচরণ করে। তুমি বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত এবং সকল বস্তু প্রদর্শন কর। তুমি উষা হতেও মহৎ। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৬। হে অগ্নি! তুমি অধ্বর্যু

তুমি মুখ্য হোতা, তুমি প্রশাস্তা পোতা, তুমি জন্ম হতেই পুরোহিত(১)। ঋত্বিকের সমস্ত কার্য তুমি অবগত আছ, অতএব তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৭। হে অগ্নি! তুমি সুন্দর তথাপি সকলদিকেই সদৃশ। তুমি দূরস্থ তথাপি নিকটে দীপ্যমান হও। হে দেব অগ্নি! তুমি রাতের অন্ধকার ভেদ করে প্রকাশিত হও। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৮। হে দেবগণ! সোমাভিষবকারী যজমানের রথ সর্বাগ্রবর্তী কর, আমাদের অভিশাপ শত্রুগণকে অভিভূত করুক, আমাদের এ বাক্য অবগত হও এবং পূর্ণ কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ৯। তোমার সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধি লোকদের বিনাশ কর, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী শত্রুগণকে বিনাশ কর, অনন্তর তোমার স্তুতিকারী যজমানের জন্য সুগম পথ করে যাও। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ১০। হে অগ্নি! যখন তোমার দীপ্যমান লোহিত বর্ণ এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তুমি বৃষভের ন্যায় রব কর এবং বনের বৃক্ষসকলকে ধূমরূপ কেতু দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ১১। পক্ষীগণও তোমার শব্দ শ্রবণ করে ভীত হয়। তোমার কতকগুলি শিখা তৃণদগ্ধ করে যখন সকল দিকে বিস্তৃত হয় তখন সমস্ত অরণ্য তোমার ও তোমার রথের সুগম হয়। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ১২। মিত্র ও বরুণ এ স্তোতাকে ধারণ করুন, অন্তরীক্ষচারী মরুৎগণের ক্রোধ অত্যন্ত অধিক। আমাদের সুখী কর ও এ মরুৎগণের মন পুনরায় প্রসন্ন হোক। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ১৩। হে দ্যুতিমান অগ্নি! তুমি সকল দেবগণের পরম বন্ধু, তুমি শোভনীয় এবং যজ্ঞে সকল ধনের নিবাস স্থান, তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞ গৃহে আমরা যেন অবস্থান করি। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু, আমরা যেন হিংসিত না হই। ১৪। স্বকীয় স্থানে প্রজ্বলিত সোমরস দ্বারা আহূত হয়ে যখন তুমি পূজিত হও তখন তুমি সুখ সম্ভোগ কর। তুমি আমাদের সুখকর হয়ে হব্যদাতাকে রমণীয় ফল ও ধন দান কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকলে আমরা হিংসিত হব না। ১৫। হে শোভন ধনযুক্ত, অখণ্ডণীয় অগ্নি! যে সর্ব যজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হতে নিষ্কৃতি প্রদান কর এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সে সমৃদ্ধ হয়)। আমরা তোমার স্তোতা, আমরাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সাথে তোমার ধনযুক্ত হই। ১৬। হে দেব অগ্নি! তুমি সৌভাগ্য অবগত আছ, একাজে তুমি আমাদের আয়ু বর্ধিত কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। যজ্ঞের প্রধান কয়েক জন পুরোহিতের নাম এ ঋকে পাওয়া যায়। 'অধ্বর্যু' হব্য দান করতেন, হোতা দেবগণকে আহ্বান করতেন; পোতা যজ্ঞ শোধন করেন, দোষাদি হলে তার নিবারণ করেন। ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন।

৯৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে।
হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ ॥ ১
দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো যুবতয়ো বিভৃত্রম্।
তিগ্মানীকং স্বয়শসং জনেষু বিরোচমানং পরি ষীং নয়ন্তি ॥ ২

ত্রীণি জানা পরি ভূষন্ত্যস্য সমুদ্র একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্বামনু প্র দিশং পার্থিবানামৃতূন্ প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু ॥ ৩
ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৄর্জনয়ত স্বধাভিঃ।
বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ॥ ৪
আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।
উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতি জোষয়েতে ॥ ৫
উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো ন বাশ্রা উপ তস্থুরেবৈঃ।
স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূবাঞ্জন্তি যং দক্ষিণতো হবির্ভিঃ ॥ ৬
উদ্যংয়মীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ যততে ভীম ঋঞ্জন্।
উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি ॥ ৭
ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সংপৃঞ্চানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ।
কবির্বুধ্নং পরি মর্মৃজ্যতে ধীঃ সা দেবতাতা সমিতির্বভূব ॥ ৮
উরু তে জ্রয়ঃ পর্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং মহিষস্য ধাম।
বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্ ॥ ৯
ধন্বন্স্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্মিং শুক্রৈরূর্মিভিরভি নক্ষতি ক্ষাম্।
বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু চরতি প্রসূষু ॥ ১০
এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দিন রাত শোভনীয় প্রয়োজন বশতঃ বিচরণ করছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বৎসকে পালন করে(১)। সূর্য একের নিকট হতে অন্ন প্রাপ্ত হন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হন। ২। দশ অঙ্গুলি একত্র হয়ে অবিরত কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে ত্বষ্টার গর্ভস্বরূপ ও সর্বভূতে বর্তমান(২) অগ্নিকে উৎপন্ন করে। সে অগ্নি তীক্ষ্ণতেজা, যশস্বী ও সকল জনপদে দীপ্যমান। এ অগ্নিকে সকল স্থানে নিয়ে যায়। ৩। সে অগ্নির তিনটি জন্মস্থান অলংকৃত করে। সমুদ্রে এক, আকাশে এক এবং অন্তরীক্ষে এক(৩)। তিনি (সূর্য রূপে) ঋতুগণ বিভাগ করে পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব প্রদেশে যথাক্রমে সম্পাদন করেছেন(৪)। ৪। অন্তর্হিত অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি পুত্র হয়েও হব্যদ্বারা তাঁর মাতাদের জন্মদান করেন (৫)। মহৎ ও মেধাবি ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ এবং সমুদ্র হতে নির্গত হন(৬)। ৫। কুটিল মেঘের পার্শ্বদেশে যশস্বী বিদ্যুতাগ্নি উর্ধ্বে জলে শোভনীয় দীপ্তির সাথে প্রকাশিত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, অগ্নি ত্বষ্টার সাথে (৭) উৎপন্ন হলে উভয় পৃথিবী ভীত হন এবং সে সিংহের অভিমুখে এসে তাঁকে সেবা করেন। ৬। উভয় পৃথিবী(৮) সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁকে সেবা করে এবং শব্দায়মান গাভীর ন্যায় নিকটে থেকে তাঁকে বৎসের ন্যায় যত্ন করেন। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ঋত্বিকগণ যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেচন করেন, তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হয়েছিলেন। ৭। তিনি সবিতার ন্যায় তাঁর রশ্মিরূপ উভয় বাহু বার বার বিস্তার করেন এবং সে ভয়ংকর অগ্নি উভয় পৃথিবীকে অলংকৃত করে কর্ম সাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হতে দীপ্ত ও সারভূত রস উর্ধ্বে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদের নিকট হতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন(৯)। ৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল জলদ্বারা সংযুক্ত হয়ে দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সে মেধাবী সর্বলোকধারক অগ্নি সকল জলের মূলভূত অন্তরীক্ষ তেজদ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সে দীপ্ত তেজসংহতি রূপ

হয়েছিল। ৯। তুমি মহৎ, তোমার সর্ব পরাজয়ী দীপ্যমান ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত আছে। হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা প্রজ্বালিত হয়ে তোমার নিজের সমস্ত অহিংসিত ও পালনক্ষম তেজদ্বারা আমাদের পালন কর। ১০। অগ্নি আকাশগামী ঊর্মিসমূহ প্রবাহরূপে ঢেলে দেন এবং সে নির্মল ঊর্মিসমূহ দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করে দেন; তিনি জঠরে সকল অন্ন ধারণ করেন এবং সে জন্য সে বৃষ্টিজাত নূতন শস্যের মধ্যে বাস করেন। ১১। হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি! তুমি কাষ্ঠে বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের ধনযুক্ত অন্ন দানার্থ দীপ্তিমান হও। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন;

টীকা : ১। সূর্য রাতের গর্ভে অন্তর্হিত থেকে রাতের চরম ভাগে প্রকাশ পায়, অতএব সূর্য রাতের পুত্র। অগ্নি দিবাভাগে বর্তমান থাকলেও জ্যোতি রহিত, অতএব অন্তর্হিতের ন্যায় থাকে, দিনের শেষে যুক্ত হয়ে জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, অতএব অগ্নি দিনের পুত্র। সায়ণ। রাতের যা কর্তব্য অর্থাৎ স্বপুত্র সূর্যকে রস পান করান, তা দিন করে এবং দিনের যা কর্তব্য অর্থাৎ স্বপুত্র অগ্নিকে রস পান করান, তা রাত করে। সায়ণ। ২। সায়ণ ত্বষ্টু অর্থ বায়ু করেছেন। ৩। অর্থাৎ সমুদ্রে বাড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য রূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। সায়ণ। ৪। দিক ও কালের স্বভাবতঃ কোন ভেদ নেই, পূর্বাদি দিক নির্ণয় এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্যের গতি দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, অতএব সূর্যই সে দিক ও কাল ভেদের কর্তা। সায়ণ। ৫। বিদ্যুৎরূপ অগ্নি মেঘস্থ জলের পুত্র-স্থানীয়, অথচ অগ্নি হব্যদ্বারা সে মাতারূপ বৃষ্টির জলকে জন্ম দেয়। সায়ণ। ৬। অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে অগ্নি মেঘস্থ অনেক জলের গর্ভ অর্থাৎ সন্তান স্থানীয় আবার সূর্যরূপ অগ্নি সমুদ্র হতে নির্গত হন। সায়ণ। ৭। মূলে 'ত্বষ্টুঃ' আছে, সায়ণ অর্থ করেছেন 'দীপ্তাৎ'। ৮। অথবা দিন ও রাত উভয় কাষ্ঠ, যার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সায়ণ। ৯। অর্থাৎ মাতৃস্থানীয় বৃষ্টিজলের নিকট হতে নূতন বসন দ্বারা সমস্ত জগতের আচ্ছাদক তেজ সৃষ্টি করেন। সায়ণ।

১৬ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি বলধত্ত বিশ্বা।
আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ১
স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাম্।
বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ২
তমীলত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ আরীরাহুতমৃঞ্জসানম্।
ঊর্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ৩
স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্বিদদ্‌গাতুং তনয়ায় স্বর্বিৎ।
বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ৪
নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যানে ধাপয়েতে শিশুমেকং সমীচী।
দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্বি ভাতি দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ৫
রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং যজ্ঞসা কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ।
অমৃতত্বং রক্ষমাণাস এনং দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ৬
নূ চ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাম্।
সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরের্দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্। ৭

দ্রবিণোদা দ্রবিণসস্তুরস্য দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্র যংসৎ।
দ্রবিণোদা বীরবতীমিষং নো দ্রবিণোদা রাসতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৮
এবা নো অগ্নেঃ সমিধা বৃধানো রেবৎপাবক শ্রবসে বি ভাহি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি বলদ্বারা (কাষ্ঠ ঘর্ষণে) উৎপন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ পুরাতনের ন্যায় প্রকৃতই সকল মেধাবীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন, মেঘের জল ও শব্দ সে বিদ্যুৎরূপ অগ্নিকে মিত্র বলে গ্রহণ করেন। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করেছেন। ২। তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে তুষ্ট হয়ে মনুদের সন্ততি সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজদ্বারা আকাশ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেছেন। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৩। হে মানুষগণ! স্বামীর (অগ্নির) নিকট গিয়ে সকলে তাঁর স্তুতি কর। তিনি দেবগণের মধ্যে মুখ্য, যজ্ঞের সাধনকর্তা, হব্যদ্বারা আহূত এবং স্তোত্রদ্বারা তুষ্ট হন ; তিনি অন্নের পুত্র, প্রজাদের ভরণকারী এবং দানশীল। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৪। সে অন্তরীক্ষস্থ মাতরিশ্বা(১) অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন। তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক। অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখিয়ে দিন। দেবগণ সে ধনদাতাকে (অগ্নিকে) দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৫। রাত ও দিন পরস্পরের বর্ণ পরস্পর পুনঃ পুনঃ বিনাশ করেও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টি দান করে। সে দীপ্তিমান অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করেন। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৬। অগ্নি ধনের মূল, নিবাসহেতু, অর্থের দাতা, যজ্ঞের কেতু এবং উপাসকের অভিলাষ সিদ্ধিকারক। অমরত্বভাজী দেবগণ এ ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৭। অগ্নি পূর্বকালে এবং বর্তমানকালে সকল ধনের আবাস স্থান, যা কিছু জন্মেছে বা জন্মাবে তার নিবাস স্থান, যা কিছু বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যে ভূরি ভূরি পদার্থ উৎপন্ন হবে তার রক্ষক। দেবগণ সে ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিয়োগ করেছেন। ৮। ধনদাতা অগ্নি জঙ্গম ধনের অংশ আমাদের দান করুন, ধনদাতা স্থাবর ধনের অংশ আমাদের দান করুন, ধনদাতা আমাদের বীরযুক্ত অন্ন দান করুন, ধনদাতা আমাদের দীর্ঘ আয়ু দান করুন। ৯। হে বিশুদ্ধকারি অগ্নি! এরূপে কাষ্ঠে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তুমি আমাদের ধনযুক্ত অন্ন দেবার জন্য প্রভা বিকাশ কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'মাতরিশ্বা' আছে। 'মাতরি সর্বস্য জগতো নির্মাতর্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ধমানঃ।' সায়ণ। এস্থলে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু নয়, মাতরিশ্বা অগ্নির বিশেষণ, তা সায়ণ স্বীকার করেন। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের মাতরিশ্বা সম্বন্ধে টীকা দেখুন।

৯৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ১
সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২
প্র যদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩

প্র যত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৪
প্র যদগ্নে সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৫
ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৬
দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৭
স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক; আমাদের ধন প্রকাশ কর, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ২। শোভনীয় ক্ষেত্রের জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য এবং ধনের জন্য তোমাকে অর্চনা করি, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৩। এ স্তোতৃদের মধ্যে কুৎস যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা, সেরূপ আমাদের স্তোতৃগণও উৎকৃষ্ট, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৪। হে অগ্নি! যেহেতু তোমার স্তোতৃগণ, পুত্রপৌত্রাদি লাভ করে, অতএব আমরাও (তোমার স্তুতি করে) পুত্রপৌত্রাদি লাভ করব, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৫। যেহেতু শত্রুবিজয়ী অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্বত্র গমন করে, অতএব আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৬। হে অগ্নি! তোমার মুখ-স্বরূপ শিখা সকল দিকে, তুমি আমাদের রক্ষক হও, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৭। হে সর্বতোমুখ অগ্নি! নৌকায় যেরূপ নদী পার হওয়া যায়, সেরূপ আমাদের শত্রুসমূহ হতে পার করে দাও, আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক। ৮। নৌকার দ্বারা যেরূপ নদী পার হওয়া যায়, আমাদের কল্যাণের জন্য তুমি সেরূপ আমাদের শত্রু হতে পার করিয়ে পালন কর; আমাদের পাপ বিনষ্ট হোক।

৯৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণ ॥ ১
পৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ।
বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ২
বৈশ্বানর তব তৎসত্যমস্ত্বস্মান্রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। আমরা যেন বৈশ্বানরের অনুগ্রহে থাকি, তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা। বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হতে জন্মগ্রহণ করেই এ বিশ্ব অবলোকন করেন এবং সূর্যের সাথে একত্রে গমন করেন। ২। অগ্নি আকাশে (সূর্যরূপে) বর্তমান, পৃথিবীতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে) বর্তমান এবং সমস্ত শস্যে বর্তমান (তা পরিপক্ক করবার জন্য) তাতে প্রবেশ করেছেন। সে বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি দিবা এবং রাত্রে আমাদের শত্রু হতে রক্ষা করুন। ৩। হে বৈশ্বানর! তোমার সম্বন্ধে ঐ (যজ্ঞে) সফল হোক; আমরা যেন বহু মূল্য ধন প্রাপ্ত হই; মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের সে ধন রক্ষা করুন।

৯৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। মারীচির পুত্র কাশ্যপ ঋষি; ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১

অনুবাদ ঃ ১। আমরা সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যারা

আমাদের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাদের ধন দহন করুন। যেরূপ নৌকাদ্বারা নদী পার করা হয়, সেরূপ তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ পার করিয়ে দিন; অগ্নি আমাদের পাপসমূহ পার করিয়ে দিন।

১০০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা মহো দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্।
সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১
যস্যানাপ্তঃ সূর্যস্যেব যামো ভরেভরে বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি।
বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ২
দিবো ন যস্য রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো যন্তি শবসাপরীতাঃ।
তরদ্দ্বেষাঃ সাসহিঃ পৌংস্যেভির্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৩
সো অঙ্গিরোভিরঙ্গিরস্তমো ভূদ্বৃষা বৃষভিঃ সখিভিঃ সখা সন্।
ঋগ্মিভিঋর্গ্মী গাতুভির্জ্যেষ্ঠো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৪
স সূনুভির্ন রুদ্রেভিঋর্ভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্।
সনীলেভিঃ শ্রবস্যানি তূর্বন্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৫
স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্তাস্মাকেভির্নৃভিঃ সূর্যঃ সনৎ।
অস্মিন্নহন্ৎসৎপতিঃ পুরুহূতো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৬
তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাম্।
স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৭
তমপ্সন্ত শবস উৎসবেষু নরো নরমবসে তং ধনায়।
সো অন্ধে চিত্তমসি জ্যোতির্বিদন্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৮
স সব্যেন যমতি ব্রাধতশ্চিৎস দক্ষিণে সংগৃভীতা কৃতানি।
স কীরিণা চিৎসনিতা ধনানি মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৯
স গ্রামেভিঃ সনিতা স রথেভির্বিদে বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভির্ন্বদ্য।
স পৌংস্যেভিরভিভূরশস্তী র্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১০
স জামিভির্যৎসমজাতি মীড়্হেহজামিভির্বা পুরুহূত এবৈঃ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষে মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১১
স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ শতনীথ ঋভ্বা।
চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১২
তস্য বজ্রঃ ক্রন্দতি স্মৎস্বর্ষা দিবো ন ত্বেষো রবথঃ শিমীবান্।
তং সচন্তে সনয়স্তং ধনানি মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৩
যস্যাজস্রং শবসা মানমুকথং পরিভুজদ্রোদসী বিশ্বতঃ সীম্।
স পারিষৎক্রতুভির্মন্দসানো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৪
ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্তা আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ।
স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৫
রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংশুর্ললামীদ্যুক্ষা রায় ঋজ্রাশ্বস্য।
বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী ধূর্ষু রথং মন্দ্রা চিকেত নাহুষীষু বিক্ষু ॥ ১৬
এতত্ত্যত্ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উকথং বার্ষাগিরা অভি গৃণন্তি রাধঃ।
ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো ভয়মানঃ সুরাধাঃ ॥ ১৭
দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নি বর্হীৎ।
সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎসূর্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ ॥ ১৮

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। যে ইন্দ্র, অভীষ্টদাতা ও বীর্যযুক্ত এবং দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট, যিনি বৃষ্টিদান করেন সংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য, তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ২। সূর্যের ন্যায় যাঁর গতি অন্যের অপ্রাপ্য, যিনি সংগ্রামে শত্রুহন্তা ও রিপুশোষক, যিনি স্বকীয় গমনশীল সখা (মরুৎগণের) সাথে অভীষ্ট দ্রব্য প্রভৃতরূপে দান করেন, তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৩। সূর্যের কিরণের ন্যায় যাঁর সতেজ ও দুষ্প্রাপণীয় কিরণ সমূহ বৃষ্টি জল দোহন করে চারদিকে প্রসারিত হয়, সে শত্রু পরাজয়ী এবং স্বপৌরুষে লব্ধবিজয় ইন্দ্র মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৪। তিনি অঙ্গিরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা, অভীষ্টদাতাদের মধ্যে প্রধান অভীষ্টদাতা, সখাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সখা হয়ে অর্চনীয়দের মধ্যে বিশেষ অর্চনাভাজন এবং স্তুতিভাজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্তুতিভাজন হয়েছেন। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৫। ইন্দ্র রুদ্রদের সহায়তায় বলিষ্ঠ হয়ে, মানুষের সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করে তাঁর সহবাসী মরুৎগণের সাথে অন্নোৎপাদক বৃষ্টি প্রেরণ করে, মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৬। শত্রুহন্তা, সংগ্রামকর্তা, সৎলোকের অধিপতি এবং বহু লোকের আহূত (১) ইন্দ্র অদ্য আমাদের লোকেদের সূর্যের আলো ভোগ করতে দিন (২) তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৭। সহায়ভূত মরুৎগণ তাঁকে সংগ্রামে শব্দ দ্বারা উত্তেজিত করেন মানুষগণ তাঁকে ধনের রক্ষক করুন, তিনি সকল ফলদায়ী কর্মের ঈশ্বর। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৮। নেতৃগণ যুদ্ধে রক্ষার্থ এবং ধন লাভার্থ সে নেতা ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করে, কেন না ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে আলোক প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ৯। তিনি বাম হস্তদ্বারা হিংসকদের নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা যজমানদত্ত হব্য গ্রহণ করেন। তিনি স্তোতৃদ্বারা স্তুত হয়ে ধন প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১০। তিনি সহায় মরুৎগণের সাথে ধন দান করেন, তিনি অদ্য সকল মানুষ কর্তৃক তাঁর রথদ্বারা পরিচিত হচ্ছেন। তিনি নিজ বল দ্বারা অশংসনীয় শত্রুদের অভিভূত করেছেন। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১১। তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, অথবা যারা বন্ধু নয় তাদের নিয়ে সংগ্রামে গমন করেন এবং সে শরণাগত পুরুষদের ও তাদের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সঙ্গে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১২। তিনি বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভীম, উগ্র, সহস্রজ্ঞানযুক্ত, বহু স্তুতিভাজন এবং মহৎ, তিনি সোমরসের ন্যায় পঞ্চমশ্রেণীর বলদাতা (৩)। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১৩। তাঁর বজ্র অতিশয় শব্দ করে, তিনি শোভনীয় জল দান করেন, তিনি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, তিনি গর্জন করেন, তিনি সদয় কর্মে রত ; ধন ও ধনদান তাঁকে সেবা করে। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১৪। সকল বলের পরিমাণস্বরূপ যাঁর বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করছে, তিনি আমাদের যজ্ঞ দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে আমাদের পার করে দিন। তিনি মরুৎগণের সাথে আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১৫। দেবগণ বা মানুষ বা জল সমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নি, তিনি নিজ বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হতেও অতিরিক্ত হয়েছেন। তিনি মরুৎগণের সাথে

আমাদের রক্ষণে তৎপর হোন। ১৬। দীর্ঘাবয়ব, অলংকারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব নামক রাজর্ষি'কে ধন প্রদানের জন্য অভীষ্ট-ইন্দ্রের যুক্ত রথাগ্র ধারণ করে হর্ষযুক্ত নহুষের প্রজাদের (৪) মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৭। হে কামবর্ষী ইন্দ্র! বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা (৫) তোমার প্রীতিহেতু তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করছে। ১৮। তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হয়ে এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হয়ে পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিমুদের প্রহার করে হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করলেন, পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদের সাথে ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন (৬), শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য এবং জল সমুদয় প্রাপ্ত হলেন। ১৯। সর্বকালে বর্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হয়ে বলুন; আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হয়ে অন্ন ভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। শত্রুগণ গো অপহরণ করলে ঋজ্রাশ্বাদি ঋষিগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধার্থ নির্গত হয়ে এ সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করেছিলেন। সায়ণ। ২। অর্থাৎ ইন্দ্র অদ্য আমাদের লোককে সূর্যের আলোক দান করুন এবং শত্রুদের দৃষ্টিতে অন্ধকার সংযোগ করুন। সায়ণ। 'শবসা পঞ্চজন্যঃ' অর্থাৎ বলের দ্বারা পঞ্চ শ্রেণীর রক্ষক। সায়ণ। সে পঞ্চশ্রেণী কি? সায়ণ দুটি অর্থ করেছেন যথা গন্ধর্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ।' 'নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা বা।' এ দুটির কোনও অর্থই ঠিক নয়। পঞ্চজন অর্থ পাঞ্জাব নিবাসী সমস্ত আর্যজাতি সমূহ। ৪৯ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। 'নহুষীষু বিক্ষু' শব্দের অর্থ নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজা। সায়ণ 'নহুষাঃ' অর্থ 'মনুষ্যাঃ' করেছেন এবং 'বিক্ষু' অর্থ 'সেনালক্ষণাসু প্রজাসু' করেছেন। অতএব তিনি ঋকের ভাব এরূপ করেছেন যে অশ্ব যুক্ত হয়ে সংগ্রামে আসেন। মনুষ্য সৈন্যেরা তা দেখছে। কিন্তু নহুষ একজন রাজার নাম ৩১ সূক্তের ১১ ঋক্ দেখুন। ৫। এ সূক্তের ঋষিগণ। ৬। সায়ণ 'দস্যু' অর্থ শত্রু, 'শিমু' অর্থ রাক্ষস এবং 'শ্বেতবর্ণ' মিত্র' অর্থ অলংকার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ 'শ্বেতবর্ণ' আর্যদের সাথে 'দস্যু' আদিম জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধের উল্লেখ আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে আদিম জাতিদের পরাস্ত করে আর্যগণ তাদের ক্ষেত্র কেড়ে নিয়ে আপনাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

১০১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ১
যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং যো অহন্ পিপ্রুমব্রতম্।
ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ২
যস্য দ্যাবাপৃথিবী পৌংস্যং মহদাস্য ব্রতে বরুণো যস্য সূর্যঃ।
যস্যেন্দ্রস্য সিন্ধবঃ সশ্চতি ব্রতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৩
যো অশ্বানাং যো গবাং গোপতির্বশী য আরতঃ কর্মণি কর্মণি স্থিরঃ।
বীলোশ্চিদিন্দ্রো যো অসুন্বতো বধো মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৪
যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যো ব্রহ্মণে প্রথমো গা অবিন্দৎ।
ইন্দ্রো যো দস্যূঁরধরাঁ অবাতিরন্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৫

যঃ শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভির্যো ধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ ।
ইন্দ্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি সন্দধুর্মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৬
রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ ।
ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চতি শ্রুতং মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে ॥ ৭
যদ্বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্বাবমে বৃজনে মাদয়াসে ।
অত আ যাহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বায়া হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ ॥ ৮
ত্বায়েন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ ।
অধা নিযুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি মাদয়স্ব ॥ ৯
মাদয়স্ব হরিভির্যে ত ইন্দ্র বি ষ্যস্ব শিপ্রে বি সৃজস্ব ধেনে ।
আ ত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি প্রতি নো জুষস্ব ॥ ১০
মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজম্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। যিনি ঋজিশ্বন রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের (১) গর্ভবতী ভার্যাদের হত করেছিলেন, সে হৃষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের সঙ্গে স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছায় সে অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ২। যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সাথে বিগতভুজ বৃত্রকে হত করেছিলেন, যিনি শম্বরকে ও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করেছিলেন, যিনি দুর্জয় শুষ্ণকে সমূলে হত করেছিলেন, সে ইন্দ্রকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ৩। দ্যাবা পৃথিবী যাঁর বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য যাঁর নিয়মে চলছেন নদীসমূহ যাঁর নিয়ম অনুসারে প্রবাহিত হয়, সে ইন্দ্রকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ৪। যিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, যিনি গোপ-সমূহের অধিপতি, যিনি স্বাধীন, যিনি স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে সকল কর্মে স্থির, যিনি অভিষব রহিত দুর্ধর্ষ শত্রুদেরও হন্তা, সে ইন্দ্রকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ৫। যিনি গমনশীল নিশ্বাসযুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদের জন্য গো সকলের প্রথমে উদ্ধার করেছিলেন; যিনি দস্যুদের নিকৃষ্ট করে বধ করেছিলেন, সে ইন্দ্রকে মরুৎগণের সঙ্গে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি।, ৬। যিনি শূরদের এবং ভীরুদের আহবান যোগ্য, যাঁকে পলায়মান লোক এবং বিজয়ী লোকও আহবান করে। যাঁকে সকল জীব নিজ নিজ কার্যে সম্মুখে স্থাপন করে, সে ইন্দ্রকে মরুৎগণের সঙ্গে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ৭। আলোকময় ইন্দ্র রুদ্রদের গ্রহণ করে উদিত হন এবং সে রুদ্রদের দ্বারা বাক্য বেগযুক্ত হয়ে বিস্তারিত হয়। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতি লক্ষণ বাক্য পূজা করে। আমরা তাঁকে মরুৎগণের সাথে আমাদের সখা হবার জন্য আহবান করি। ৮। হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট গৃহেই হৃষ্ট হও অথবা সামান্য বাসস্থানেই হৃষ্ট হও, আমাদের যজ্ঞ অভিমুখে এস। হে সত্যধন! তোমার জন্য উৎসুক হয়ে আমরা হব্য প্রদান করছি। ৯। হে শোভনীয় বলযুক্ত ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য উৎসুক হয়ে সোম অভিষব করছি। তোমাকে স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করছি। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! মরুৎগণের সাথে দলবদ্ধ হয়ে এ যজ্ঞের কুশের উপর বসে হৃষ্ট হও। ১০। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণের সাথে হৃষ্ট হও, তোমার শিপ্র দুটি খোল, সোম পানার্থ তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা প্রসারণ কর। হে সুশিপ্র! তোমাকে অশ্বগণ এখানে আনুক; তুমি আমাদের প্রতি

তুষ্ট হয়ে আমাদের হব্য গ্রহণ কর। ১১। যাঁর স্তোত্র মরুৎগণের সাথে এক, সে শত্রুহন্তা ইন্দ্র দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা যেন তাঁর নিকট হতে অন্ন প্রাপ্ত হই। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। কৃষ্ণ বোধ হয় আদিম জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ কোন যোদ্ধা। আবার কৃষ্ণ নামক একজন ঋষি ছিলেন, সে বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋক ও টীকা দেখুন।

১০২ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

ইমাং তে ধিয়ং প্র ভরে মহো মহীমস্য স্তোত্রে ধিষণা যত্ত আনজে।
তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং দেবাসঃ শবসামদন্ননু ॥ ১
অস্য শ্রবো নদ্যঃ সপ্ত বিভ্রতি দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী দর্শতং বপুঃ।
অস্মে সূর্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে শ্রদ্ধে কমিন্দ্র চরতো বিতর্তুরম্ ॥ ২
তং স্মা রথং মঘবন্প্রাব সাতয়ে জৈত্রং যং তে অনুমদাম সঙ্গমে।
আজা ন ইন্দ্র মনসা পুরুষ্টুত ত্বায়দ্ভ্যো মঘবঞ্ছর্ম যচ্ছ নঃ ॥ ৩
বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪
নানা হি ত্বা হবমানা জনা ইমে ধনানাং ধর্তরবসা বিপন্যবঃ।
অস্মাকং স্মা রথমা তিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং হীন্দ্র নিভৃতং মনস্তব ॥ ৫
গোজিতা বাহূ অমিতক্রতুঃ সিমঃ কর্মন্কর্মঞ্ছতমূতিঃ খজংকরঃ।
অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানমোজসাথা জনা বি হ্বয়ন্তে সিষাসবঃ ॥ ৬
উত্তে শতান্মঘবন্নুচ্চ ভূয়স উৎসহস্রাদ্রিরিচে কৃষ্টিষু শ্রবঃ।
অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহ্যধা বৃত্রাণি জিঘ্নসে পুরন্দর ॥ ৭
ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসস্তিস্রো ভূমীর্নৃপতে ত্রীণি রোচনা।
অতীদং বিশ্বং ভুবনং ববক্ষিথাশত্রুরিন্দ্র জনুষা সনাদসি ॥ ৮
ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে ত্বং বভূথ পৃতনাসু সাসহিঃ।
সেমং নঃ কারুমুপমন্যুমুদ্ভিদমিন্দ্রঃ কৃণোতু প্রসবে রথং পুরঃ ॥ ৯
ত্বং জিগেথ ন ধনা রুরোধিথার্ভেষ্বাজা মঘবন্মহৎসু চ।
ত্বামুগ্রমবসে সং শিশীমস্যথা ন ইন্দ্র হবনেষু চোদয় ॥ ১০
বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। তুমি মহৎ, আমি তোমার উদ্দেশ্যে এ মহতী স্তুতি সম্পাদন করছি, কেন না তোমার অনুগ্রহ আমার স্তুতির উপর নির্ভর করে। ঋত্বিকগণ সমৃদ্ধি ও ধনলাভার্থ সে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে স্তুতিবল দ্বারা হৃষ্ট করেছেন। ২। সপ্ত নদী তাঁর যশ ধারণা করছে, আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ তাঁর দর্শনীয় বপু ধারণ করছে ; হে ইন্দ্র ! সূর্য ও চন্দ্র আমাদের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বিচরণ করছে। ৩ হে মঘবন্ ! হে ইন্দ্র ! আমরা মনের সঙ্গে তোমাকে বহু স্তুতি করি। তোমার যে জয়শীল রথ শত্রুসংকুল যুদ্ধে দেখে আমরা হৃষ্ট হই সে রথ আমাদের ধনলাভার্থ প্রেরণ কর। হে মঘবন ! আমরা তোমাকে কামনা করি, আমাদের সুখ প্রদান কর। ৪। তোমাকে সহায় পেয়ে আমরা অবরোধকারী শত্রুদের পরাস্ত করব সংগ্রামে আমাদের অংশ রক্ষা

কর, হে ইন্দ্র ! সহজে ধন পাই এরূপ করে দাও ; হে মঘবন্ ! শত্রুদের বীর্য ভেঙে দাও। ৫। হে ধনাধিপতি ! যারা রক্ষণের জন্য তোমার স্তুতি করছে ও তোমাকে আহ্বান করছে এরা নানা প্রকার। (সে সকল লোকের মধ্যে) আমাদের ধন দেবার জন্য রথে আরোহণ কর ; হে ইন্দ্র ! তোমার মন ব্যাকুলতারহিত এবং জয়শীল। ৬। তোমার বাহুদ্বয় গোজয় করেছে ; তোমার জ্ঞান অপরিমিত ; তুমি শ্রেষ্ঠ এবং কর্মে কর্মে শত রক্ষণকার্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধকর্তা স্বতন্ত্র এবং সকল প্রাণীর বলের পরিমাণস্বরূপ ; এ জন্যই ধনলাভার্থী লোকে তাঁকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে। ৭। হে মঘবন ! তুমি মানুষকে যে অন্ন দান কর তা শত হতেও অধিক অথবা তা হতেও অধিক অথবা সহস্র হতেও অধিক। তুমি পরিমাণরহিত; আমাদের স্তুতি বাক্য তোমাকে দীপ্ত করেছে ; হে পুরন্দর, তুমি শত্রুকে হনন করেছ। ৮। হে নরপালক ! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় (১) সকল প্রাণীর বলের পরিমাণস্বরূপ ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ (২) এবং এ বিশ্বভুবন বহন করতে অতিশয় সক্ষম কেননা হে ইন্দ্র ! তুমি বহুকাল হতে, জন্ম অবধি শত্রু রহিত। ৯। তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। সে ইন্দ্র আমাদের যুদ্ধযোগ্য তেজযুক্ত এবং বিভেদকারী রথকে (অন্য রথের) পুরোবর্তী করে দিন। ১০। তুমি জয় লাভ কর এবং (বিজিত) ধন অবরুদ্ধ করে রাখ না। হে মঘবন ! তুমি উগ্র, ক্ষুদ্র যুদ্ধে এবং মহৎ যুদ্ধেও আমরা রক্ষণার্থ তোমাকে স্তোত্র দ্বারা তীক্ষ্ণ করি। অতএব হে ইন্দ্র ! আমাদের যুদ্ধের আহ্বান সমূহে উত্তেজিত কর। ১১। সর্বকালে বর্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হয়ে বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হয়ে অন্নভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করে তা পূজিত করুন।

টীকা : ১। 'যথা ত্রিবিষ্টিস্ত্রিগুণিতা রজ্জুর্দ্রঢ়ীয়সী। ইন্দ্রোঽপি দৃঢ় ইত্যর্থঃ। ২। আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। সায়ণ।

১০৩ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদম্।
ক্ষমেদমন্যদ্দিব্য ন্যদস্য সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ ॥ ১
স ধারয়ৎপৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ।
অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ ॥ ২
স জাতূভর্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্নচরদ্বি দাসীঃ।
বিদ্বান্বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্যং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র ॥ ৩
তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।
উপপ্রয়ন্দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪
তদস্যেদং পশ্যতা ভূরি পুষ্টং শ্রদিন্দ্রস্য ধত্তন বীর্যায়।
স গা অবিন্দৎসো অবিন্দদশ্বান্ৎস ওষধীঃ সো অপঃ স বনানি ॥ ৫
ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মায় সুনবাম সোমম্।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ ॥ ৬
তদিন্দ্র প্রেব বীর্যং চকর্থ যৎসসন্তং বজ্রেণাবোধয়োঽহিম্।
অনু ত্বা পত্নীর্হৃষিতং বয়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা ॥ ৭

শুষ্ণং পিপ্রুং কুয়বং বৃত্রমিন্দ্র যদাবধীর্বি পুরঃ শম্বরস্য।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! পুরাকালে মেধাবীগণ তোমার এ প্রসিদ্ধ পরম বল সাক্ষাৎ ধারণ করেছে। তাঁর অগ্নিরূপ এক জ্যোতি পৃথিবীতে, সূর্যরূপ অন্য জ্যোতি আকাশে। যুদ্ধে যেরূপ উভয় পক্ষের ধ্বজ মিলিত হয়, সেরূপ উক্ত উভয় জ্যোতি পরস্পরে সংযুক্ত আছে (১)। ২। ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ এবং বিস্তৃত করেছেন; বজ্র দ্বারা বৃত্রকে হত করে বৃষ্টির জল বার করেছেন, অহিকে হত করেছেন, রৌহিণকে বিদারিত করেছেন; মঘবান স্বকীয় কার্যদ্বারা বিগতভুজ বৃত্রকে হত করেছেন। ৩। তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র নিয়ে বীরকার্যে উৎসাহ পূর্ণ হয়ে, দস্যুদের নগরসমূহ বিনাশ করে বিচরণ করেছিলেন। হে বজ্রধারিন্! আমাদের স্তুতি অবগত হয়ে দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র! আর্যগণের বল ও যশ বর্ধন কর (২)। ৪। বজ্রবান এবং শত্রু বিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হয়ে যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করেছিলেন, কীর্তনযোগ্য সে বল ধারণ করে মঘবান ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকল সূর্যরূপে সম্পাদন অর্থাৎ পরিমাণ করেন। ৫। তাঁর এ প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ বীর্য অবলোকন কর, তাঁর বীর্যে শ্রদ্ধা কর। তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করেছেন তিনি শস্যসমূহ ও জল সমূহ এবং বনসমূহ (৩) লাভ করেছেন। ৬। ভূরিকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চোর যেরূপ পথিকের নিকট হতে ধন কেড়ে নেয়, শূর ইন্দ্র সেরূপ ধনের আদর করে যজ্ঞবিহীন লোকদের নিকট হতে সে ধন ভাগ করে নিয়ে যজ্ঞপরায়ণদের নিকট তা দান করতে গমন করেন। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সে প্রখ্যাত বীর কর্ম করেছিলে যে, নিদ্রিত অহিকে বজ্রদ্বারা জাগরিত করেছিলে। তখন দেবপত্নীগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখে হৃষ্ট হয়েছিলেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুয়ব ও বৃত্রকে বধ করেছ এবং শম্বরের নগর সমুদয় বিনাশ করেছ অতএব মিত্র, বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। রাত্রিতে সূর্য অগ্নির সাথে সংযুক্ত হয়, দিনে অগ্নি সূর্যের সাথে সংযুক্ত হয়। সায়ণ। ২। এ ঋকে দস্যু ও আর্য উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে। ৩। সায়ণ গো ও অশ্ব অর্থে পণিদিগের অপহৃত গো ও অশ্ব করেছেন এবং জল সমূহ অর্থে বৃত্র দ্বারা অপরুদ্ধ বৃষ্টিজল করেছেন এবং বন সমূহ অর্থে ধন করেছেন। কিন্তু ইন্দ্র আর্যদের গো, অশ্ব, শস্য, জল বা নদী ও অরণ্য দিয়েছেন এরূপ সহজ অর্থই আমাদের মনে লাগে। এর পরের ঋকেও যজ্ঞরত আর্য ও যজ্ঞবিহীন অনার্যদের কথা আছে।

১০৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নি ষীদ স্বানো নার্বা।
বিমুচ্যা বয়োঽবসায়াশ্বান্দোষা বস্তোর্বহীয়সঃ প্রপিত্বে ॥ ১
ও ত্যে নর ইন্দ্রমূতয়ে গুর্নূ চিত্তান্ৎসদ্যো অধ্বনো জগম্যাৎ।
দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্নন্তে ন আ বক্ষন্ৎসুবিতায় বর্ণম্ ॥ ২
অব ত্মনা ভরতে কেতবেদা অব ত্মনা ভরতে ফেনমুদন্।
ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুয়বস্য যোষে হতে তে স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ ॥ ৩

যদুযোপ নাভিরুপরস্যায়োঃ প্র পূর্বাভিস্তিরতে রাষ্টি শূরঃ।
অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভরন্তে ॥ ৪
প্রতি যৎস্যা নীথাদর্শি দস্যোরোকো নাচ্ছা সদনং জানতী গাৎ।
অধ স্মা নো মঘবঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব নিষ্যপী পরা দাঃ ॥ ৫
স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্যে সো অপ্স্বনাগাস্ত্ব আ ভজ জীবশংসে।
মান্তরাং ভুজমা রীরিষো নঃ শ্রদ্ধিতং তে মহত ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬
অধা মন্যে শ্রত্তে অস্মা অধায়ি বৃষা চোদস্ব মহতে ধনায়।
মা নো অকৃতে পুরুহূত যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আসুতিং দাঃ ॥ ৭
মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া ভোজনানি প্র মোষীঃ।
আংডা মা নো মঘবঞ্চক্র নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা ভেৎসহজানুষাণি ॥ ৮
অর্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সুতস্তস্য পিবা মদায়।
উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ শৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তোমার বসবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হয়েছে শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর! অশ্ববন্ধন রশ্মিবিমোচন করে অশ্বদের মুক্ত করে দাও, সে অশ্ব যজ্ঞকাল সমাগত হলে দিন রাত তোমাকে বহন করে। ২। এ মানুষেরা রক্ষণের জন্য ইন্দ্রের নিকট এসেছে। তিনি শীঘ্র, সদ্যই তাদের (অনুষ্ঠান) মার্গে গমন করতে দিন। দেবগণ দাসদের ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদের সুখের জন্য আমাদের বর্ণকে বৃদ্ধি করুন (১)। ৩। কুযব (২) পরের ধন জানতে পেরে স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্তমান থেকে স্বয়ং ফেনযুক্ত জল অপহরণ করে। কুযবের দুভার্যা সে জলে স্নান করে, তারা যেন শিফানদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয় ৪। অযু (৩) জল মধ্যে অবস্থান করে এবং তার বাসস্থান গুপ্ত ছিল; সে শূর পূর্ব অপহৃত জলের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিরাজ করে। অঞ্জসী কুলিশী, ও বীরপত্নী নদীত্রয় (৪) স্বকীয় জল দিয়ে তাকে প্রীত করে জল দ্বারা তাকে ধারণ করে। ৫। বৎসপ্রিয় গরু যে রূপ গোষ্ঠের পথ জানে আমরা সেরূপ সে শত্রুর গৃহের পথ জানি। হে মঘবন! সে শত্রুর পুনঃপুনঃ কৃত উপদ্রব হতে আমাদের রক্ষা কর! কামুক (যেরূপ ধনত্যাগ করে) আমাদের সেরূপ পরিত্যাগ করো না। ৬। হে ইন্দ্র! আমাদের সূর্যের প্রতি ও জলসমূহের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর, যাঁরা পাপশূন্যতার জন্য জীব মাত্রের প্রশংসনীয় তাঁদের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর। গর্ভস্থিত আমাদের সন্ততিকে হিংসা করো না, আমরা তোমার মহৎ বল শ্রদ্ধা করি। ৭। তোমাকে আমি মনের সাথে জানি, তোমার সে বলে আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করেছি। তুমি অভীষ্টদাতা, আমাদের মহৎ ধন প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোকদ্বারা আহূত, তুমি আমাদের ধনশূন্য গৃহে রেখ না, বুভুক্ষিতদের অন্ন ও পানীয় দান কর। ৮। হে ইন্দ্র! আমাদের বধ করো না, আমাদের পরিত্যাগ করো না, আমাদের প্রিয় আহার উপভোগাদি কেড়ে নিও না। হে মঘবন শত্রু! গর্ভস্থিত আমাদের অপত্যদের নষ্ট করো না, যারা জানুদ্বারা চলে এরূপ গমনসমর্থ অপত্যদের নষ্ট করো না। ৯। আমাদের অভিমুখে এস, লোকে তোমাকে সোমপ্রিয় বলেছে এ সোম অভিযুত হয়েছে, এ পান করে হৃষ্ট হও। বিস্তীর্ণাবয়ব হয়ে জঠরে সোমরস বর্ষণ কর পিতা যে রূপ পুত্রের বাক্য শোনে, আমাদের দ্বারা আহূত হয়ে সেরূপ আমাদের বাক্য শ্রবণ কর।

টীকা : ১। 'বর্ণং' শব্দের অর্থ সায়ণ ইন্দ্র করেছেন, কিন্তু বোধ হয় বর্ণ অর্থে

অর্থে' আর্য' জাতি। 'Bring additions to our race',—বেদার্থযত্ন। ২। কুযবনামাসুরঃ।' সায়ণ। সায়ণ এ অসুর সম্বন্ধে আর কোন বৃত্তান্ত লেখেন নি। পরের দুটি ঋক্ হতে বোধ হয়, কুযব নামে কোন প্রসিদ্ধ আদিম জাতীয় যোদ্ধা আর্যদের প্রতি অনেকে উপদ্রব করেছিল। ৩। 'অয়ু' বোধ হয় অন্য একজন আদিম জাতীয় যোদ্ধা; ৪; শিফা অঞ্জশী কুলশী ও বীরপত্নী এ নদীগুলি কোথায় ?

১০৫ সুক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। আপ্ত্য ত্রিত অথবা অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

চন্দ্রমা অপ্স্বং তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।
ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যু তো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১
অর্থমিদ্বা উ অর্থিন আ জায়া যুবতে পতিম্।
তুঞ্জাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ২
মো ষু দেবা অদঃ স্বরব পাদি দিবস্পরি।
মা সোম্যসা শম্ভুবঃ শূনে ভূম কদা চন বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৩
যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্দূতো বি বোচতি।
ক্ব ঋতং পূর্ব্যং গতং কস্তদ্বিভর্তি নূতনো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৪
অমী যে দেবাঃ স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ।
কদ্ব ঋতং কদনৃতং ক্ব প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৫
কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণম্।
কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৬
অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে বদামি কানি চিৎ।
তং মাং ব্যন্ত্যাধ্যোবৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৭
সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারম্ ॥
তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৮
অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা।
ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৯
অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ।
দেবত্রা নু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনা নি বাবৃতুর্বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১০
সুপর্ণা এত আসতে মধ্য আরোধনে দিবঃ।
তে সেধন্তি পথো বৃকং তরন্তং যহ্বতীরপো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১১
নব্যং তদুক্থ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনম্।
ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্য তাতান সূর্যো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১২
অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং দেবেষ্বস্ত্যাপ্যম্।
স নঃ সত্তো মনুষ্বদা দেবান্যক্ষি বিদুষ্টরো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৩
সত্তো হোতা মনুষ্বদা দেবাঁ অচ্ছা বিদু রঃ।
অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৪
ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে।
ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৫
অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচং কৃতঃ।
ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্তাসো ন পশ্যথ বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৬

ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত উতয়ে।
তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৭
অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি।
উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৮
এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তোঽভি ষ্যাম বৃজনে সর্ববীরাঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৯

অনুবাদ : ১। উদকময় অন্তরীক্ষে বর্তমান চন্দ্র সুন্দর কিরণের সাথে আকাশে ধাবমান হচ্ছে। হে সুবর্ণনেমি রশ্মিসমূহ! আমার ইন্দ্রিয়গণ তোমার পদ জানে না (১); হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এ স্তোত্র অবগত হও। ২। যারা অর্থ অনুসন্ধান করে তারা অর্থ প্রাপ্ত হয়। জায়া পতিকে প্রাপ্ত হয় এবং তাদের সহবাসে গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এ দুঃখ অবগত হও (২)। ৩। হে দেবগণ! স্বর্গস্থ আমার পূর্বপুরুষগণ যেন স্বর্গচ্যুত না হন, আমরা যেন কদাচ সোমপায়ী পিতৃগণের সুখহেতু পুত্র হতে নিরাশ না হই। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও (৩)। ৪। দেবগণের প্রথম যজ্ঞার্হ অগ্নিকে আমি যাচঞা করছি, তিনি দূতরূপে আমার যাচঞা দেবগণকে জানাবেন। হে অগ্নি! তোমার পূর্বের সে বদান্যতা কোথায় গিয়েছে? নূতন কোন পুরুষ তা এখন ধারণ করেন? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ৫। সূর্যদীপ্ত তিন লোকে এ যে সকল দেব বাস করেন, হে দেবগণ! তোমাদের সত্য কোথায় অসত্যই বা কোথায়, তোমাদের সম্বন্ধীয় পুরাতন আহূতি কোথায়? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ৬। তোমাদের সত্য পালন কোথায়? বরুণের অনুগ্রহ দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্যমার সে পথ কোথায়? যা দিয়ে আমরা পাপমতিদের অতিক্রম করতে পারি? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ৭। পূর্বে সোম অভিষুত হলে যে কতকগুলি (স্তোত্র) উচ্চারণ করতে পারে, আমি সেই। তৃষার্থ মৃগকে ব্যাঘ্র যেরূপ ভক্ষণ করে, দুঃখ সেরূপ আমাকে ভক্ষণ করছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ৮। সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থেকে যেরূপ তাকে সন্তাপ দেয়, এ পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তি সকল আমাকে সেরূপ সন্তাপ দিচ্ছে। মূষিক যেরূপ সূত্র দংশন করে, হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেরূপ দংশন করছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ৯। এ যে সূর্যের সপ্ত রশ্মি এ কূপে (৪) পতিত হয়েছে, আপ্ত্য ত্রিত তা জানে এবং কূপ হতে নির্গত হবার জন্য সে রশ্মি সমূহকে স্তুতি করছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১০। এ সে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকাশে আছেন (৫) তাঁরা আমার এ প্রসংশনীয় স্তোত্র শীঘ্র দেবগণের নিকট নিয়ে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১১। সূর্যরশ্মিসমূহ সর্বব্যাপী আকাশে আছে, ব্যাঘ্র মহৎ জল রাশি পার হবার সময়, পথে সূর্যরশ্মিসমূহ তাকে নিবারণ করে (৬)। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১২। হে দেবগণ! যে নব্য প্রশংসনীয় ও সুবাচ্য বল তোমাদের মধ্যে নিহিত আছে; তা দিয়ে বহনশীল নদীগণ সর্বদাই জল চালনা করছে এবং সূর্য সর্বদা তাঁর বিদ্যমান আলোক বিস্তার করছেন; হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১৩। হে অগ্নি! দেবগণের সঙ্গে তোমার সে বন্ধুত্ব প্রসংসনীয়। তুমি অতিশয় বিদ্বান, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করে দেবগণের যজ্ঞ কর। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও।

১৪। দেবগণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবী অগ্নিদেব, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করে দেবগণকে আমাদের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রেরণ করুন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১৫। বরুণ রক্ষণ কার্য সম্পাদন করেন, সে পথদর্শকের নিকট আমরা যাচ্ঞা করি। স্তোতা হৃদয়ের সাথে তাঁর উদ্দেশে মননীয় স্তুতি প্রচার করছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমরা বিষয় অবগত হও। ১৬। এ যে সূর্য আকাশে সর্বসিদ্ধ পথস্বরূপ হয়েছে; হে দেবগণ! তোমরা তাঁকে অতিক্রম করতে পার না; হে মনুষ্যগণ! তোমরা তাঁকে জান না। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষ অবগত হও। ১৭। ত্রিত কূপে পতিত হয়ে রক্ষার জন্য দেবগণকে আহ্বান করছে; বৃহস্পতি তাকে পাপরূপ কূপ হতে উদ্ধার করে তার আহ্বান শ্রবণ করেছিলেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১৮। অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র একবার আমাকে পথে গমন করতে দেখেছিল (৭); সূত্রধার নিজ কর্ম করতে করতে পৃষ্ঠদেশে বেদনা হলে যেরূপ উঠে দাঁড়ায় ব্যাঘ্র সেরূপ আমাকে দেখে উদ্‌গত হয়েছিল। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার বিষয় অবগত হও। ১৯। এ ঘোষণযোগ্য স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে পেয়ে আমরা সকলে বীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রামে শত্রুদের পরাস্ত করব। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এর মর্ম এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে ত্রিত কূপে পতিত হয়ে বলছেন 'আমার ইন্দ্রিয় সকল কূপে আবৃত হওয়ায় তোমাকে পায় না; এ উচিত নয়, অতএব আমাকে কূপ হতে উদ্ধার কর।' ত্রিত সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। অর্থাৎ আমি অর্থ পাই না, আমার স্ত্রী আমাকে নিকটে পায় না, আমার পুত্র জন্মায় না, এ দুঃখ। সায়ণ। ৩। পুত্র না হলে স্বর্গলোক পাওয়া যায় না, ত্রিতের পুত্র। না হলে তাঁর পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হবে, ত্রিত এরূপ আশঙ্কা করছেন, সায়ণের এ প্রকার অর্থ। কিন্তু ঋকে পূর্বপুরুষ বা পিতৃগণ বা পুত্রসূচক কোন শব্দই নেই, এগুলি সায়ণ উহ্য করেছেন: ৪। মূলে 'নাভি' শব্দ আছে। রোসেন ও লাংলোয়া তার অর্থ করেছেন আবাস স্থান কূপ। সে অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি। ৫। ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি, অর্যমা ও সবিতা। অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ অথবা পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য, নক্ষত্র-জগতে চন্দ্র, মেঘে বিদ্যুৎ। তৈত্তিরীয় অনুসারে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু আকাশে সূর্য, দিকে চন্দ্র এবং স্বর্গে নক্ষত্র। সায়ণ। ৬। ত্রিত কূপে পড়বার পূর্বে তাকে দেখে একটি অরণ্য কুকুর (বৃক) তাকে খাবার জন্য বড় নদী পার হয়ে আসছিল; কিন্তু পথে সূর্যরশ্মি দেখে এখন অবসর নয় ভেবে নিবৃত্ত হল। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন জল (আপ) অর্থে অন্তরীক্ষ বৃক অর্থাৎ চন্দ্র সে অন্তরীক্ষ পার হয়ে আসে, কিন্তু সূর্য কিরণ সে চন্দ্রকে নিবারণ (বিলিপ্ত) করে। ৭। যাস্ক এরূপ অর্থ করেছেন 'অরুণ বর্ণ অর্ধ মাসের কর্তা চন্দ্র নক্ষত্রগণকে পথে যেতে দেখেছিলেন।' ইত্যাদি নিরুক্ত ৫। ২০।

১০৬ সূক্ত ॥ সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।
জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমূতয়ে মারুতং শর্ধো অদিতিং হবামহে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥ ১

ত আদিত্যা আগতা সর্বতাতয়ে ভূত দেবা বৃত্রতূর্যেষু শম্ভুবঃ ।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥ ২
অবন্তু নঃ পিতরঃ সুপ্রবাচনা উত দেবী দেবপুত্রে ঋতাবৃধা ।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥ ৩
নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ ক্ষয়দ্বীরং পূষণং সুম্নৈরীমহে ।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন॥ ৪
বৃহস্পতে সদমিন্নঃ সুগং কৃধি শং যোর্যত্তে মনুর্হিতং তদীমহে ।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥ ৫
ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে নিবাড়্হ ঋষিরহ্বদূতয়ে।
রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিষ্পিপর্তন ॥ ৬
দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। আমরা রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এবং মরুৎগণ ও অদিতিকে আহ্বান করি। লোকে দুর্গম পথ হতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করে আনে; সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ২। হে আদিত্যগণ, তোমরা যুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থে এস এবং যুদ্ধে আমাদের জয়ের কারণ হও। লোকে দুর্গম পথ হতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করে আনে, সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ৩। যাঁদের স্তুতি সুখসাধ্য সে পিতৃগণ আমাদের রক্ষা করুন এবং দেবগণের পিতা মাতাস্বরূপ যজ্ঞবর্ধয়িতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। লোকে দুর্গম পথ হতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করে আনে, সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ৪। অন্নবান নরাশংস অগ্নিকে (১) প্রজ্বলিত করে এখন স্তুতি করি, বীরবিজয়ী পূষার নিকট সুখকর স্তোত্র দ্বারা যাচঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হতে রথকে যেরূপ উদ্ধার করে আনে, সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ৫। হে বৃহস্পতি! আমাদের সর্বদা সুখ প্রদান কর, মানুষের উপকারী যে রোগের উপশম ও ভয়ের দূরীকরণ ক্ষমতা তোমাতে স্থাপিত হয়েছে, তাও যাচঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করে আনে, সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ৬। কূপে নিপতিত কুৎস নিজ রক্ষার (২) জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ-প্রতিপালক (৩) ইন্দ্রকে আহ্বান করছে। লোকে দুর্গম পথ হতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করে আনে, সেরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হতে আমাদের উদ্ধার করে পালন করুন। ৭। দেবী অদিতি দেবগণের সাথে আমাদের পালন করুন। সকলের রক্ষক দীপ্যমান সবিতা জাগরূক হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। নরাশংস সম্বন্ধে ১৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। ২। পূর্বে ত্রিত কূপে পড়েছিলেন এরূপ দেখা গিয়েছে, এখানে দেখা যাচ্ছে কুৎস ঋষি কূপে পড়েছিলেন। ১০৫ ও ১০৬ সূক্তের ঋষি কুৎস অথবা ত্রিত। অতএব কুৎস ত্রিত একই তা অনুভব হয়। আমরা পূর্বে বলেছি আপ্ত্য অর্থাৎ জলসম্ভূত ত্রিত

আর্যদের একজন পুরাতন দেব ছিলেন। অনুভব হয় তাঁর কথা জলে নিপতিত কুৎস ঋষির বিবরণের সাথে কোনরূপে জড়িত হয়ে গিয়েছে। ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। মূলে 'শচীপতিং' আছে। 'শচীতি কর্মনাম। সর্বেষাং কর্মণাং পালয়িতারং। যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্তারং।' সায়ণ। ঋগ্বেদে শচী শব্দ কর্ম বা যজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। ইন্দ্র যজ্ঞের পতি সুতরাং শচীপতি। পরে এ হতে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়।

১০৭ সূক্ত ॥ সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো ভবতা মৃলয়ন্তঃ।
আ বোঽর্বাচী সুমতির্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা বরিবোবিত্তরাসৎ ॥ ১
উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং সামভিঃ স্তূয়মানাঃ।
ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ॥ ২
তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্যমা তৎসবিতা চনো ধাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। আমাদের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও। তোমাদের অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে প্রেরিত হোক এবং সে অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হোক। ২। দেবগণ অঙ্গিরাদের গীতমন্ত্র (১) দ্বারা স্তুত হয়ে রক্ষণার্থে আমাদের নিকট আসুন। ইন্দ্র নিজগণের সঙ্গে, মরুৎগণ নিজ দলের সাথে এবং অদিতি আদিত্যদের নিয়ে আমাদের সুখ দান করুন। ৩। যে অন্ন (আমরা যাচ্ঞা করি) ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি, অর্যমা ও সবিতা যেন আমাদের তা দান করেন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌঃ যেন আমাদের রক্ষা করেন।

টীকা : ১। মূলে 'সামভিঃ' আছে। 'প্রগীতৈর্মন্ত্রৈঃ'। সায়ণ।

১০৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যা ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি ভুবনানি চষ্টে।
তেনা যাতং সরথং তস্থিবাংসাথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১
যাবদিদং ভুবনং বিশ্বমস্ত্যুরুব্যচা বরিমতা গভীরম্।
তাবাঁ অয়ং পাতবে সোমো অস্ত্বরমিন্দ্রাগ্নী মনসে যুবভ্যাম্ ॥ ২
চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহণা উত স্থঃ।
তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্ ॥ ৩
সমিদ্ধেষ্বগ্নিষ্বানজানা যতস্রুচা বর্হিরু তিস্তিরাণা।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভিরর্বাগেন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্ ॥ ৪
যানীন্দ্রাগ্নী চক্রথুর্বীর্যাণি যানি রূপাণ্যুত বৃষ্ণ্যানি।
যা বাং প্রত্নানি সখ্যা শিবানি তেভিঃ সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৫
যদব্রবং প্রথমং বাং বৃণানোঽয়ং সোমো অসুরৈর্নো বিহব্যঃ।
তাং সত্যাং শ্রদ্ধামভ্যা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৬
যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে যদ্ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা [illegible] পিবতং সুতস্য ॥ ৭

যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষ্বনুষু পূরুষু স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৮
যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যা পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং পরমস্যামুত স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৯
যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যামমবস্যামুত স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১০
যদিন্দ্রাগ্নী দিবি ষ্ঠো যৎপৃথিব্যাং যৎপর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১১
যদিন্দ্রাগ্নী উদিতা সূর্যস্য মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়েথে।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১২
এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সুতস্য বিশ্বাস্মভ্যং সং জয়তং ধনানি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করেছে, সে রথে একত্রে বসে এস, অভিষুত সোম পান কর। ২। এ বহুব্যাপী ও আত্মগুরুত্বে গম্ভীর বিশ্বভুবনের যে পরিমাণ, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের পানীয় এ সোমের সেরূপ পরিমাণ হোক এবং তোমাদের অভিলাষ পর্যাপ্তরূপে পূরণ করুক। ৩। তোমাদের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করেছ, হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হয়েছিলে (১)। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্র হয়ে উপবেশন করে অভিষিক্ত সোম আপনাদের উদরে সেচন কর। ৪। অগ্নি সমুদয় প্রজ্বলিত হলে পর অধ্বর্যুদ্বয় পাত্র হতে ঘৃত সেচন করে কুশ বিস্তার করেছে। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! চারদিকে অভিষিক্ত তীব্র সোমরসদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে অনুগ্রহার্থ আমাদের অভিমুখে এস। ৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে কিছু বীর কর্ম করেছ, যে কিছু রূপ বিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করেছ, যে কিছু বৃষ্টি বর্ষণ করেছ এবং তোমাদের যে কিছু পুরাতন কল্যাণকর বন্ধুত্ব আছে, সে সমস্ত নিয়ে এসে অভিষুত সোম পান কর। ৬। প্রথমেই তোমাদের দুজনকে বরণ করছি, আমার অকপট শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে এস; অভিষুত সোম পান কর। এ সোম আমাদের ঋত্বিকগণের (২) বিশেষ আহুতি যোগ্য হোক। ৭। হে যজ্ঞ ভাজন ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি নিজ গৃহে হৃষ্ট হয়ে থাক, যদি পূজকের প্রতি বা রাজার প্রতি (৩) তুষ্ট হয়ে থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! এ সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোম পান কর। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা তুর্বশদের মধ্যে দ্রুহ্যুদের মধ্যে, অনুদের মধ্যে অথবা পুরুষদের মধ্যে অবস্থান করে থাক তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সে সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোম পান কর। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি নিম্ন পৃথিবীতে বা মধ্যম পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে বা আকাশে অবস্থান করে থাকে, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সে সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোম পান কর। ১০। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থান করে থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সে সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোম পান কর। ১১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা আকাশে বা পৃথিবীতে বা পর্বতে শস্যে বা জলে অবস্থান কর, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সে সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোম পান কর। ১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্য উদিত হলে দীপ্তিমান অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হও, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়!

সে সমস্ত স্থান হতে এস, অভিষুত সোমপান কর। ১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এ রূপে অভিষুত সোমপান করে আমাদের সমস্ত ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ যেন আমাদের রক্ষা করেন।

টীকা ঃ ১। ইন্দ্রই বৃত্রহন্তা। তবে বেদে দুই দেব যখন একত্রে অর্চিত হন, তখন উভয়েই এক গুণবিশিষ্ট বলে বর্ণিত হন। সুতরাং ইন্দ্র ও অগ্নিকে বৃত্রহন্তা বলা হয়েছে। ২। মূলে 'অসুরৈঃ' আছে। 'হবিষাং প্রক্ষেপকৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ।' সায়ণ। ৩। 'যদ্ ব্রহ্মণি রাজনি বা' মূলে এ রূপ আছে। সায়ণ। এ দুই শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করেছেন। কিন্তু রাজন অর্থ রাজামাত্র ও ব্রহ্মা শব্দের অর্থ স্তুতিকার মাত্র, তা পূর্বে বলা হয়েছে। ১০ সূক্তের ৩১ ঋক, ১৫ সূক্তের ৫ ঋক এবং ১৮ সূক্তের ১ ঋক দেখুন।

১০৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বি হ্যখ্যং মনসা বস্য ইচ্ছন্নিন্দ্রাগ্নী জ্ঞাস উত বা সজাতান্।
নান্যা যুবৎপ্রমতিরস্তি মহ্যং স বাং ধিয়ং বাজয়ন্তীমতক্ষম্ ॥ ১
অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত বা ঘা স্যালাৎ।
অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নব্যং ॥ ২
মা ছেদ্ম রশ্মীরিতি নাধমানাঃ পিতৃণাং শক্তীরনুযচ্ছমানাঃ।
ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি তা হ্যদ্রী ধিষণায়া উপস্থে ॥ ৩
যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নী সোমমুশতী সুনোতি।
তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং মধুনা পৃঙ্‌ক্তমপ্সু ॥ ৪
যুবামিন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা শুশ্রব বৃত্রহত্যে।
তাবাসদ্যা বর্হিষি যজ্ঞে অস্মিন্ প্র চর্ষণী মাদয়েথাং সুতস্য ॥ ৫
প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু প্র পৃথিব্যা রিরিচাথে দিবশ্চ।
প্র সিন্ধুভ্যঃ প্র গিরিভ্যো মহিত্বা প্রেন্দ্রাগ্নী বিশ্বা ভুবনাত্যন্যা ॥ ৬
আ ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ অস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং শচীভিঃ।
ইমে নু তে রশ্ময়ঃ সূর্যস্য যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্ ॥ ৭
পুরন্দরা শিক্ষতং বজ্রহস্তাস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং ভরেষু।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি ধন ইচ্ছা করে তোমাদের জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি। আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তোমরাই দিয়েছ, অন্য কেউ নয়, অতএব আমি এ ধ্যাননিষ্পন্ন, অন্নের ইচ্ছা সূচক স্তুতি তোমাদের উদ্দেশে রচনা করেছি। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা (১) অথবা শ্যালক (২) অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এরূপ শুনেছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদের সোমপ্রদানকালে পঠনীয় একটি নূতন স্তোত্র রচনা করছি। ৩। আমরা পুত্র পৌত্রাদিরূপ রজ্জু যেন কখনও ছেদন না করি, এরূপ প্রার্থনা করে এবং পিতৃগণের ন্যায় শক্তিমান পুত্রাদি উৎপাদন করে উৎপাদন সমর্থ (যজমানগণ) ইন্দ্র ও অগ্নিকে সুখে স্তুতি করেন; শত্রুহিংসক ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুতির নিকট উপস্থিত থাকেন। ৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দীপ্তিমান প্রার্থনা তোমাদের কামনা করে তোমাদের হর্ষের জন্য সোমরস অভিষব করছে; তোমরা অশ্বযুক্ত শোভনীয় বাহুযুক্ত

ও স্বপাণি ; তোমার শীঘ্র এসে উদকস্থ মাধুর্য দ্বারা আমাদের সোমরস সংপৃক্ত কর। ৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা (স্তোতাদের মধ্যে) ধন বিভাগে রত থেকে বৃত্রহননে অতিশয় বল প্রকাশ করেছিলে, তা শুনেছি ; হে সর্বদর্শিদ্বয়! আমাদের এ যজ্ঞে কুশে উপবেশন করে অভিষুত সোম পান করে হৃষ্ট হও। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যুদ্ধের সময় আহ্বান করলে তোমরা এসে স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা সকল মানুষ অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা আকাশ অপেক্ষা, নদী ও পর্বত-সমূহ অপেক্ষা বড় হও ; তোমরা অন্য সকল ভুবন অপেক্ষা বড়। ৭। হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও অগ্নি! ধন আহরণ কর, আমাদের প্রদান কর, কর্মদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। সূর্যের যে রশ্মিসমূহ দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমবেত হয়েছিলেন, সে এই। ৮। হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক (৩) ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের ধন দান কর; সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। গুণবিহীন জামাতা কন্যা লাভের জন্য কন্যাকর্তাকে অনেক ধন দান করে, ইন্দ্র ও অগ্নি তা হতেও অধিক দান করেন! সায়ণ। জামাতা=জা অর্থে, অপত্য, তার নির্মাতা। যাস্ক। নিরুক্ত ৬। ৯। ২। 'স্যালাৎ' অর্থ কন্যার ভ্রাতা ; সে যেরূপ ভগিনীকে ভালবেসে অনেক ধন দেয়, ইন্দ্র ও অগ্নি তা অপেক্ষাও অধিক দেন। সায়ণ। স্যাল=সা অর্থে শূর্প বা কুলো, লাজ অর্থে খৈ। যাস্ক নিরুক্ত ৬। ৯। বিবাহের সময় স্যালক শূর্প দ্বারা খৈ ছড়ায়। ৩। পুরন্দর শব্দ প্রায় ইন্দ্র সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, এখানে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। "পুরন্দরৌ অসুরপুরাণাং দারয়িতারৌ।" সায়ণ।

১১০ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ততং মে অপস্তদু তায়তে পুনঃ স্বাদিষ্টা ধীতিরুচথায় শস্যতে।
অয়ং সমুদ্র ইহ বিশ্বদেব্যঃ স্বাহাকৃতস্য সমু তৃপ্ণুত ঋভবঃ ॥ ১
আভোগয়ং প্র যদিচ্ছন্ত ঐতনাপাকাঃ প্রাঞ্চো মম কে চিদাপয়ঃ।
সৌধন্বনাসশ্চরিতস্য ভূমনাগচ্ছত সবিতুর্দাশুষো গৃহম্ ॥ ২
তৎ সবিতা বোঽমৃতত্বমাসুবদগোহ্যং যচ্ছ্রবয়ন্ত ঐতেন।
ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং সন্তমকৃণুতা চতুর্বয়ম্ ॥ ৩
বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সম্বৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ ॥ ৪
ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেন একং পাত্রমৃভবো জেহমানম্।
উপস্তুতা উপমং নাধমানা অমর্ত্যেষু শ্রব ইচ্ছমানাঃ ॥ ৫
আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং জুহবাম বিদ্মনা।
তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো বাজমরুহন্দিবো রজঃ ॥ ৬
ঋভুর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ানৃভুর্বাজেভির্বসুভির্বসুর্দদিঃ।
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়েঽভি তিষ্ঠেম পৃৎসুতীরসুন্বতাম্ ॥ ৭
নিশ্চর্মণ ঋভবো গামপিংশত সং বৎসেনাসৃজতা মাতরং পুনঃ।
সৌধন্বনাসঃ স্বপস্যযা নরো জিব্রী যুবানা পিতরাকৃণোতন ॥ ৮
বাজেভির্নো বাজসাতাববিড্ঢ্যভুমাঁ ইন্দ্র চিত্রমা দর্ষি রাধঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋভুগণ। আমি পূর্বে বারবার যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করেছি, এখন আবার অনুষ্ঠান করছি এবং সেখানে তোমাদের প্রশংসার জন্য অতিশয় সুমিষ্ট স্তুতি পাঠ করা হচ্ছে। এখানে সকল দেবগণের জন্য এ সোমরস (১) প্রস্তুত হয়েছে, স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে সে রস অর্পিত হলে, তা পান করে তৃপ্ত হও। ২। হে ঋভুগণ! তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্বকালে তোমরা উপভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করে গিয়েছিলে। হে সুধন্বার (২) পুত্রগণ! তখন তোমাদের কর্মের মহত্ব দ্বারা দানশীল সবিতার গৃহে এসেছিলে। ৩। যখন তোমরা প্রকাশমান সবিতাকে তোমাদের (সোমপানের) ইচ্ছা জানিয়ে এসেছিলে এবং অসুর ত্বষ্টার নির্মিত সেই একটি সোমপাত্রকে চারখানা করেছিলে, তখন সবিতা তোমাদের অমরত্ব দান করেছিলেন। ৪। তাঁরা শীঘ্র কর্ম সাধন করেছেন বলে এবং ঋত্বিকদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন বলে মানুষ হয়েও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে সাংবৎসরিক যজ্ঞসমূহের হব্য ভাজন হলেন। ৫। ঋভুগণ নিকটস্থদের স্তুতিভাজন হয়ে, উৎকৃষ্ট সোমরস আকাঙ্ক্ষা করে, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করে, মানদণ্ড দিয়ে যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাণ করে সেরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একটি যজ্ঞপাত্র চারটি ভাগ করেছিলেন। ৬। আমরা অন্তরীক্ষের নেতা ঋভুগণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করছি এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি করছি; তাঁরা জগৎপালক সূর্যের শীঘ্রতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা দিব্য লোকের যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৭। সমবলসম্পন্ন ঋভু আমাদের রক্ষক অন্ন ও বাসগৃহদাতা, ঋভু আমাদের নিবাস হেতু, অতএব তিনি আমাদের তা দান করুন। হে ঋভু আদি দেবগণ! আমরা যেন তোমাদের রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে অনুকূল দিবসে অভিষববিহীন শত্রু-সেনাকে পরাস্ত করি। ৮। ঋভুগণ তুমি গাভীকে চর্মদ্বারা আচ্ছাদন করেছিলে এবং সে গাভীকে পুনরায় বৎসের সাথে যোগ করে দিয়েছিলে (৩)। হে সুধন্বার পুত্র! যজ্ঞের নেতৃগণ! তোমরা শোভনীয় কর্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পুনরায় যুবা করে দিয়েছিলে। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঋভুদের সাথে মিলিত হয়ে অন্নদানের সময় আমাদের অন্নদান কর, বিচিত্র ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ যেন আমাদের রক্ষা করেন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'সমুদ্রঃ' আছে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন 'সমুদ্র-নশীলোঽয়ং সোমরসঃ।' ২। ঋভু, বিভু ও বাজ এ তিন জন সুধন্বা নামক অঙ্গিরার পুত্র। যাস্ক। নিরুক্ত ১১। ১৬। এ সূক্তের ঋষি কুৎস ও অঙ্গিরা বংশীয় অতএব ঋভুগণ তাঁর জ্ঞাতি। ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। পূর্বে কোনও ঋষির ধেনু মরেছিল, ঋষি বৎসটিকে দেখে ঋভুকে স্তুতি করেছিলেন। ঋভুগণ তার সদৃশ আর একটি ধেনু নির্মাণ করে মৃত ধেনুর চর্ম দ্বারা তা আচ্ছাদন করে তাই বৎসের সঙ্গে যাগ করে দিয়েছিলেন। সায়ণ।

১১১ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ॥

তক্ষন্রথং সুবৃতং বিদ্মনাপসস্তক্ষন্ হরী ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসূ।
তক্ষন্ পিতৃভ্যামৃভবো যুবদ্বয়স্তক্ষন্বৎসায় মাতরং সচাভুবম্ ॥ ১
আ নো যজ্ঞায় তক্ষত ঋভুমদ্বয়ঃ ক্রত্বে দক্ষায় সুপ্রজাবতীমিষম্।
যথা ক্ষয়াম সর্ববীরয়া বিশা তন্নঃ শর্ধায় ধাসথা স্বিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২
আ তক্ষত সাতিমস্মভ্যমৃভবঃ সাতিং রথায় সাতিমর্বতে নরঃ।
সাতিং নো জৈত্রীং সং মহেত বিশ্বহা জামিমজামিং পৃতনাসু সক্ষণিম্ ॥ ৩

ঋভুক্ষণমিন্দ্রমা হুব উতয় ঋভূন্বাজান্মরুতঃ সোমপীতয়ে।
উভা মিত্রাবরুণা নূনমশ্বিনা তে নো হিন্বন্তু সাতয়ে ধিয়ে জিষে ॥ ৪
ঋভুর্ভরায় সং শিশাতু সাতিং সমর্যজিদ্বাজো অস্মাঁ অবিষ্টু।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য) সুনির্মিত রথ প্রস্তুত করেছিলেন এবং ইন্দ্রের বাহক হরিনামক বলবান অশ্বদ্বয় নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের পিতামাতাকে যৌবন দান করেছিলেন এবং বৎসকে তার সহচর গাভী দান করেছিলেন। ২। আমাদের যজ্ঞের জন্য উজ্জ্বল অন্ন প্রস্তুত কর এবং আমাদের ক্রতুর জন্য ও বলের জন্য সন্তানের হেতুভূত অন্ন প্রস্তুত কর, যেন আমরা সমস্ত বীর সন্তানদের সাথে সুখে বাস করতে পারি। আমাদের বলের জন্য এরূপ ধন দাও। ৩। হে নেতা ঋভুগণ ! আমাদের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, আমাদের রথের জন্য ধন প্রস্তুত কর, আমাদের অশ্বের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর। প্রতিদিন লোকে যেন আমাদের জয়শীল ধন পূজা করে আমরা যেন সংগ্রামে আমাদের মধ্যে জাত হোক বা না হোক, সকল শত্রুকে পরাস্ত করতে পারি। ৪। রক্ষণের জন্য মহৎ ইন্দ্রকে এবং ঋভু, বিভু ও বাজকে ও মরুৎগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি, মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁরা আমাদের ধন ও যজ্ঞকর্ম ও বিজয় সাধন করে দেবেন। ৫। ঋভু আমাদের সংগ্রামের জন্য ধন প্রদান করুন, সমরবিজয়ী বাজ আমাদের রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যৌঃ আমাদের রক্ষা করুন।

১১২ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্বচিত্তয়েগ্নিং ঘর্মং সুরুচং যামন্নিষ্টয়ে।
যাভির্ভরে কারমংশায় জিন্বথস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১
যুবোর্দানায় সুভরা অসশ্চতো রথমা তস্থুর্বচসং ন মন্তবে।
যাভির্ধিয়োঽবথঃ কর্মন্নিষ্টয়ে তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২
যুবং তাসাং দিব্যস্য প্রশাসনে বিশাং ক্ষয়থো অমৃতস্য মজ্মনা।
যাভির্ধেনুমস্বং পিন্বথো নরা তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৩
যাভিঃ পরিজ্মা তনয়স্য মজ্মনা দ্বিমাতা তূর্ষু তরণির্বিভূষতি।
যাভিস্ত্রিমন্তুরভবদ্বিচক্ষণস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৪
যাভী রেভং নিবৃতং সিতমদ্ভ্য উদ্বন্দনমৈরয়তং স্বর্দৃশে।
যাভিঃ কণ্বং প্র সিষাসন্তমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৫
যাভিরন্তকং জসমানমারণে ভুজ্যুং যাভিরব্যথিভির্জিজিন্বথুঃ।
যাভিঃ কর্কন্ধুং বয্যং চ জিন্বথস্তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৬
যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং তপ্তং ঘর্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে।
যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৭
যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষস এতবে কৃথঃ।
যাভির্বর্তিকাং গ্রসিতামমুঞ্চতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৮
যাভিঃ সিন্ধুং মধুমন্তমসশ্চতং বসিষ্ঠং যাভিরজরাবজিন্বতম্।
যাভিঃ কুৎসং শ্রুতর্যং নর্যমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৯
যাভির্বিশ্পলাং ধনসামথর্ব্যং সহস্রমীড়্হ আজাবজিন্বতম্।
যাভির্বশমশ্ব্যং প্রেণিমাবতং তাভিরূ ষু ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১০

যাভিঃ সুদানূ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে মধু কোশো অক্ষরৎ ।
কক্ষীবন্তং স্তোতারং যাভিরাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১১
যাভী রসাং ক্ষোদসোদ্নঃ পিপিন্বথুরনশ্বং যাভী রথমাবতং জিষে ।
যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১২
যাভিঃ সূর্যং পরিযাথঃ পরাবতি মন্ধাতারং ক্ষৈত্রপত্যেষ্বাবতম্ ।
যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৩
যাভির্মহামতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতম্ ।
যাভিঃ পূর্ভিদ্যে ত্রসদস্যুমাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৪
যাভির্বম্রং বিপিপানমুপস্তুতং কলিং যাভির্বিত্তজানিং দুবস্যথঃ ।
যাভির্ব্যশ্বমুত পৃথিমাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৫
যাভির্নরা শয়বে যাভিরত্রয়ে যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষথুঃ ।
যাভিঃ শারীরাজতং স্যূমরশ্ময়ে তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৬
যাভিঃ পঠর্বা জঠরস্য মজ্মনাগ্নির্নাদীদেচ্চিত ইদ্ধো অজ্মন্না ।
যাভিঃ শর্যাতমবথো মহাধনে তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৭
যাভিরঙ্গিরো মনসা নিরণ্যথোঽগ্রং গচ্ছথো বিবরে গোঅর্ণসঃ ।
যাভির্মনুং শূরমিষা সমাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৮
যাভিঃ পত্নীর্বিমদায় ন্যূহথুরা ঘ বা যাভিররুণীরশিক্ষতম্ ।
যাভিঃ সুদাস ঊহথুঃ সুদেব্যং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৯
যাভিঃ শংতাতী ভবথো দদাশুষে ভুজ্যুং যাভিরবথো যাভিরধ্রিগুম্ ।
ওম্যাবতীং সুভরামৃতস্তুভং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২০
যাভিঃ কৃশানুমসনে দুবস্যথো জবে যাভির্যূনো অর্বন্তমাবতম্ ।
মধু প্রিয়ং ভরথো যৎসরড্ভ্যস্তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২১
যাভির্নরং গোষুযুধং নৃষাহ্যে ক্ষেত্রস্য সাতা তনয়স্য জিন্বথঃ
যাভী রথাঁ অবথো যাভিরর্বতস্তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ । ২১
যাভিঃ কুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতূ প্র তুর্বীতিং প্র চ দভীতিমাবতং ।
যাভির্ধ্বসন্তিং পুরুষন্তিমাবতং তাভিরূ ষূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২৩
অপ্নস্বতীমশ্বিনা বাচমস্মে কৃতং নো দস্রা বৃষণা মনীষাম্ ।
অদ্যূত্যেঽবসে নি হ্বয়ে বাং বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ ॥ ২৪
দ্যুভিরক্তুভিঃ পরি পাতমস্মানরিষ্টেভিরশ্বিনা সৌভগেভিঃ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি অশ্বিদ্বয়কে আগে জানবার জন্য দ্যাবা পৃথিবীকে স্তুতি করি, অশ্বিদ্বয় এলে তাদের অর্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয় কান্তিযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সাথে শঙ্খ শব্দ কর, সে সকল উপায়ের সঙ্গে এস। ২। যেরূপ ন্যায় বাক্যযুক্ত পণ্ডিতের নিকট শিষ্যগণ শিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, হে অশ্বিদ্বয় ! অন্যদেবে অনাসক্ত স্তোতৃগণ শোভনীয় স্তোত্রের সাথে তোমার রথের পার্শ্বে অণুগ্রহ লাভের আশায় সেরূপ দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা যে সকল উপায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনার্থে সুমতিদের রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয় ! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৩। হে নেতৃদ্বয় ! তোমরা স্বর্গীয় অমৃতলব্ধ বলদ্বারা সে ত্রিভুবননিবাসী সকল লোককে শাসন করতে সমর্থ। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা প্রসব রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলে, হে অশ্বিদ্বয় ! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৪। চতুর্দিক

বিচারী বায়ুর পুত্র ত্রিমাতৃ অগ্নির (১) বলদ্বারা যুক্ত হয়ে এবং দ্রুতগামীদের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হয়ে, যে সকল উপায়ে সকল স্থানে ব্যাপ্ত হন এবং যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিবিধ কর্মজ্ঞ ঋষি কক্ষীবান (২) বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হয়েছিলেন, সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৫। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা কূপে নিক্ষিপ্ত ও পাশবদ্ধ রেভকে জল হতে উদ্ধার করেছিলে (৩) এবং বন্ধনকেও সেরূপ অবস্থা হতে উদ্ধার করেছিলে, (৪) যে সকল উপায় দ্বারা আলোকেচ্ছু কণ্বকে রক্ষা করেছিলে (৫); হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৬। অন্তক নামক রাজর্ষিকে কূপে নিক্ষেপ করে শত্রু যখন তাকে হিংসা করছিল, তখন তোমরা যে সকল উপায় দ্বারা তাকে রক্ষা করেছিলে (৬), যে সকল ব্যথাশূন্য উপায় দ্বারা ভুজ্যুকে রক্ষা করেছিলে (৭), যে সকল উপায় দ্বারা কর্কন্ধু ও বয্যকে (৮) রক্ষা করেছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৭। যে সকল উপায় দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করেছিলে (৯), যে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করেছিলে (১০), যে সকল উপায় দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করেছিলে (১১), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৮। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্মদ্বারা পঙ্গু পরাবৃজকে (১২) গমনসমর্থ করেছিলে, অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে (১৩) দৃষ্টি সমর্থ করেছিলে এবং দুর্বলজানু শ্রোণকে গমনসমর্থ করেছিলে (১৪) যে সকল কর্মদ্বারা গৃহীত বর্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়েছিলে (১৫); হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ৯। যে সকল উপায় দ্বারা মধুময়ী নদী প্রবাহিত করেছিলে, হে জরারহিত অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা বসিষ্ঠকে (১৬) প্রীত করেছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা কুৎস ও শ্রুতর্য ও নর্যকে (১৭) রক্ষা করেছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১০। যে সকল উপায় দ্বারা ধানবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্পলাকে বহু ধনযুক্ত সংগ্রামে যেতে সমর্থ করেছিলে (১৮); যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বের পুত্র স্তুতি-পরায়ণ বেশকে রক্ষা করেছিলে (১৯), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১১। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হতে মধুর জল দিয়েছিলে এবং যে সকল উপায় দ্বারা উশিজের পুত্র স্তোতা কক্ষীবানকে রক্ষা করেছিলে (২০), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১২। যে সকল উপায় দ্বারা নদী কূলসমূহ জল দ্বারা পূর্ণ করেছ, যে সকল উপায় দ্বারা তোমাদের অশ্বরহিত রথকে বিজয়ার্থ চালিয়েছ, যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিশোক আপন (অপহৃত) গো উদ্ধার করেছিলেন (২১), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৩। যে সকল উপায়দ্বারা দূরবর্তী সূর্যের নিকট গমন কর (২২) এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্যে রক্ষা করেছিলে (২৩); যে সকল উপায় দ্বারা মেধাবী ভারদ্বাজকে (২৪) রক্ষা করেছিলে; হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৪। যে সকল উপায়দ্বারা মহৎ, অতিথিবৎসল এবং জলে প্রবিষ্ট দিবোদাসকে শম্বর হনন কালে রক্ষা করেছিলে (২৫); যে সকল উপায় দ্বারা নগর বিনাশী সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে (২৬); হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৫। যে সকল উপায় দ্বারা পানরত এবং স্তুতিভাজন বম্রকে (২৭) রক্ষা করেছিলে, কলি ভার্যা লাভ করার পর তাকে যে সকল উপায় দ্বারা রক্ষা করেছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বশূন্য পৃথিকে রক্ষা করেছিলে (২৮), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৬। হে নেতৃদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা শয়ুকে, অত্রিকে এবং পূর্বকালে মনুকে গমনের পথ দেখাতে ইচ্ছুক হয়েছিল; যে সকল উপায় দ্বারা স্যূমরশ্মির জন্য তীর নিক্ষেপ করেছিলে (২৯); হে অশ্বিদ্বয়!

সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৭। যে সকল উপায় দ্বারা পঠর্বা শরীরবলে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হয়েছিলেন, যে সকল উপায় দ্বারা শর্যাতকে যুদ্ধে রক্ষা করেছিলে (৩০), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৮। হে অঙ্গিরা! হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা মনের সাথে হৃষ্ট হয়েছিলে এবং অপহৃত গাভীর বিবরে সকল দেবের অগ্রে গিয়েছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে অন্নদ্বারা রক্ষা করেছিলে (৩১), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ১৯। যে সকল উপায় দ্বারা বিমদাকে ভার্যা দিয়েছিলে (৩২); যে সকল উপায় দ্বারা অরুণবর্ণ গো প্রদান করেছিলে; যে সকল উপায় দ্বারা সুদাসকে উৎকৃষ্ট ধন দিয়েছিলে (৩৩); হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ২০। যে সকল উপায় দ্বারা হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর, যে সকল উপায় দ্বারা ভুজ্য (৩৪) ও অধ্রিগুকে রক্ষা করেছ, সে সকল উপায় দ্বারা ঋত-স্তুভকে (৩৫) সুখকর পুষ্টিকর (অন্ন দান করেছ), হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ২১। যে সকল উপায় দ্বারা কৃশানুকে যুদ্ধে রক্ষা করেছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা যুবা পুরুকুৎসের (৩৬) অশ্বকে বেগ প্রদান করেছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা মধুমক্ষিকাদের প্রিয় মধু দিয়েছ, হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ২২। যে সকল উপায় দ্বারা গোলাভের জন্য যুদ্ধকালে মানুষকে রক্ষা কর ও ক্ষেত্র ও তনয় লাভে সহায়তা কর, যে সকল উপায় দ্বারা তার রথ ও অশ্ব সমূহ রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ২৩। হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা অর্জুনের পুত্র কুৎসকে, তুর্বীতিকে ও দভীতিকে (৩৭) রক্ষা করেছ, যে সকল উপায় দ্বারা ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তিকে (৩৮ রক্ষা করেছ, হে অশ্বিদ্বয়! সে সকল উপায়ের সাথে এস। ২৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের বাক্য বিহিত কর্মসংযুক্ত কর, হে অভীষ্টবর্ষী দস্রদ্বয়! আমাদের বুদ্ধি জ্ঞান সমর্থ কর। আমরা আলোকশূন্য রাত্রের শেষ প্রহরে রক্ষণার্থে তোমাদের আহ্বান করি, আমাদের অন্ন লাভে বৃদ্ধি সাধন করে দাও। ২৫। হে অশ্বিদ্বয়! দিনে ও রাতে আমাদের বিনাশ রহিত সৌভাগ্যদ্বারা রক্ষা কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যোঃ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ঘর্ষণ হলে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় সে অগ্নি বায়ুর পুত্র। সায়ণ। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জন্মায় সেজন্য অগ্নি দ্বিমাতৃ। সায়ণ। ২। "পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞসোমযজ্ঞেষু আসাদিতজ্ঞানঃ কক্ষীবান্।' সায়ণ। কক্ষীবান সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। ১১৩ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৬। অন্তক একজন রাজর্ষি এবং অসুরগণ তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, এ ছাড়া সায়ণের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও বিবরণ নেই। ৭। ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৮। এদের সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নেই। ৯। সায়ণের ব্যাখ্যায় কোনও বিবরণ নেই। ১০। অসুরগণ অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্র গৃহে নিক্ষেপ করে তাঁকে পীড়া দেবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়েছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সে অগ্নি নিবিয়ে দিয়েছিলেন। সায়ণ। যাস্ক এ উপাখ্যানটি একটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থ অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে হব্যভুক্)। গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণতপ্ত অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হলে, বর্ষাকালের বৃষ্টি দ্বারা পুনরায় উত্তেজিত হয়। ১১। সায়ণের টীকায় এদের কোনও বিবরণ নেই। ১২। পরাবৃজ একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য বিবরণ নেই।

১৩। ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখুন এবং ১০০ সূক্তের ঋষিগণের নাম ও ১৭ ঋক দেখুন। ১৪। শ্রোণ একজন ঋষি, অন্য বিবরণ নেই। ১৫। ১১৬ সূক্তে ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। ১৬। প্রসিদ্ধ বসিষ্ঠ ঋষি, বসিষ্ঠবংশীয়গণ ঋগ্বেদের সমুদয় সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। ১৭। কুৎস সম্বন্ধে ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। শ্রুতর্যের কোন বিবরণ নেই। নর্য সম্বন্ধে ৫৪ সূক্তের ৬ ঋককে দেখুন। ১৮। ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখুন। মূলে 'অথর্ব্যং' আছে। বেদার্থ-যত্ন বলেন, এর অর্থ 'গন্তুমসমর্থাং' নয় এর অর্থ 'অথর্বপুত্রীং'। ১৯। বেশ একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় আর কোন বিবরণ নেই। ২০। উশিজের পুত্র কক্ষীবান, সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবা সম্বন্ধে সায়ণ লিখেছেন ; যথা, দীর্ঘতমার উশীজ নামে পত্নী ছিল। তাদের দীর্ঘশ্রবা নামক পুত্র ঋষি ছিলেন। তিনি অনাবৃষ্টিতে জীবন যাপনার্থে বাণিজ্য করেছিলেন এবং বৃষ্টির অন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করেছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। ২১। ত্রিশোক ঋষি কণ্বের পুত্র। সায়ণ। ২২। 'সূর্যং পরিযাথ' অর্থাৎ সূর্যের নিকট যাও। কিন্তু সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন, গ্রহণের অন্ধকার হতে সূর্যকে মুক্ত করতে যাও। ২৩। বাঙলায় সচরাচর যে 'মান্ধাতার আমল' বলা যায় সে মান্ধাতা ঋগ্বেদ রচনার সময় 'ক্ষেত্রপতি' অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সায়ণ তাঁকে 'রাজর্ষি' বলেছেন। বিষ্ণু পুরাণে মান্ধাতা একজন প্রসিদ্ধ সূর্য বংশীয় রাজা। ২৪। সায়ণ লিখেছেন অশ্বিদ্বয় অন্ন প্রদান করে ভারদ্বাজ ঋষিকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এ অন্ন প্রদানের কথাটি বোধ হয় ভরদ্বাজের নাম হতেই উৎপন্ন হয়েছে। 'বাজ' শব্দের বৈদিক অর্থ অন্ন, 'ভরত' ভৃধাতু হতে, অর্থ পোষণ বা প্রদান ২৫। ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। ২৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু নামক একজন ঋষি। সায়ণ। ২৭। বম্র বিখনার পুত্র। বম্রের যজ্ঞদ্রব্যসমূহ নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখুন। ২৮। কলি একজন ঋষি ছিলেন, এবং পৃথি রাজর্ষি ছিলেন, এ ভিন্ন সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নেই। ২৯। অত্রি সম্বন্ধে এ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। মনু নামক রাজর্ষিকে অশ্বিদ্বয় যবাদি ধান্য বপনদ্বারা দারিদ্র্য হতে নির্গমনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সায়ণ। স্যূমরশ্মি একজন ঋষি। অন্য বিবরণ নেই। ৩০। একজন রাজর্ষি। সায়ণ। শর্যাতি সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখুন। 'শর্যাতং মানবং ইন্দ্রেণ সহস্পর্ধমানং।' সায়ণ। বিষ্ণু পুরাণে শর্যাতি বৈবস্বত মনুর চতুর্থ সন্তান। ৩১। পণিদ্বারা অপহৃত গাভী ইন্দ্র উদ্ধার করেছিলেন, ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। কিন্তু ঋগ্বেদে অনেক স্থানে অন্যান্য দেবকেও এ কার্যের জন্য স্তুতি করা হয়েছে। মনু সম্বন্ধে এ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৩২। ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩৩। ৪৭ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। সায়ণ লিখেছের সুদাস পিজনবের পুত্র একজন রাজা। ৩৪। ভুজ্যু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। অধিগু ও চাপ এ দু জন দেবগণের শমিতা। সায়ণ। ৩৫। একজন ঋষি। সায়ণ। ৩৬। কৃশানু সোমপালদিগের মধ্যে একজন সোমপাল। সায়ণ। পুরু কুৎস সম্বন্ধে এ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। পুরাণে মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস নর্মদা নদীকে বিবাহ করেন। ৩৭। কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। অর্জুন ইন্দ্রের একটি নাম। সায়ণ। তুর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন। দভীতি সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নেই। ৩৮। ধ্বসন্তি সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নেই। পুরুষন্তি একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য কোনও বিবরণ নেই।

১১৩ সূক্ত। উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিস্টুপ্ ছন্দ।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাচ্চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ এবা রাত্র্যুষসে যোনিমারৈক্ ॥ ১
রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ।
সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥ ২
সমানো অধ্বা স্বস্রোরনন্তস্তমন্যান্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥ ৩
ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানামচেতি চিত্রা বি দুরো ন আবঃ।
প্রার্প্যা জগদ্ব্যু নো রায়ো অখ্যদুষা অজীগ ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪
জিহ্মশ্যেচরিতবে মঘোন্যাভোগয় ইষ্টয়ে রায় উ ত্বম্।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়া বিচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৫
ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়া ইষ্টয়ে ত্বমর্থমিব ত্বমিত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতাভিপ্রচক্ষ উষা অজীগর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৬
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ ॥ ৭
পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী ॥ ৮
উষো যদগ্নিং সমিধে চকর্থ বি যদাবশ্চক্ষসা সূর্যস্য।
যন্মানুষান্যক্ষ্যমাণাঁ অজীগস্তদ্দেবেষু চকৃষে ভদ্রমপ্নঃ ॥ ৯
কিয়াত্যা যৎসময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি ॥ ১০
ঈয়ুষ্টে যে পূর্বতরামপশ্যন্ব্যুচ্ছন্তীমুষসং মর্ত্যাসঃ।
অস্মাভিরূ নু প্রতিচক্ষ্যাভূদো তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥ ১১
যাবয়দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
সুমঙ্গলী র্বিভ্রতী দেববীতিমিহাদ্যোষঃ শ্রেষ্ঠতমা ব্যুচ্ছ ॥ ১২
শশ্বৎপুরোষা ব্যুবাস দেব্যথো অদ্যেদং ব্যাবো মঘোনী।
অথো ব্যুচ্ছাদুত্তরাঁ অনু দ্যূনজরামৃতা চরতি স্বধাভিঃ ॥ ১৩
ব্যঞ্জিভি র্দিব আতাস্বদ্যৌদপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেব্যাবঃ।
প্রবোধয়ন্ত্যরুণেভিরশ্বৈরোষা যাতি সুযুজা রথেন ॥ ১৪
আবহন্তী পোষ্যা বার্যাণি চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনাং বিভাতীনাং প্রথমোষা ব্যশ্বৈৎ ॥ ১৫
উদীর্ধ্বং জীবো অসুর্ন আগাদপ প্রাগাত্তম আ জ্যোতিরেতি।
আরৈক্পন্থাং যাতবে সূর্যায়াগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১৬
স্যূমনা বাচ উদিয়র্তি বহ্নিঃ স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ।
অদ্যা তদুচ্ছ গৃণতে মঘোন্যস্মে আয়ুর্নি দিদীহি প্রজাবৎ ॥ ১৭
যা গোমতীরুষসঃ সর্ববীরা ব্যুচ্ছন্তী দাশুষে মর্তায়।
বায়োরিব সূনৃতানামুদর্কে তা অশ্বদা অশনবৎসোমসুত্বা ॥ ১৮
মাতা দেবানামদিতেরনীকং যজ্ঞস্য কেতু র্বৃহতী বি ভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্ ব্রহ্মণে নো ব্যুচ্ছা নো জনে জনয় বিশ্ববারে ॥ ১৯
যচ্চিত্রমপ্ন উষসো বহন্তীজানায় শশমানায় ভদ্রম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ২০

অনুবাদ : ১। জ্যোতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি উষা এসেছেন ; তাঁর বিচিত্র ও জগৎ প্রকাশক রশ্মিও ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। যেরূপ রাত সবিতার প্রসূত, সেরূপ রাতও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করেছেন (১)। ২। দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্যের মাতা (২) উষা এসেছেন, কৃষ্ণবর্ণা রাত স্বীয় স্থানে গিয়েছেন; রাত ও উষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু এবং উভয়ই অমর। একে অন্যের পর আসেন এবং একে অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন ; এরূপে তাঁরা দীপ্তিমান হয়ে বিচরণ করেন। ৩। এ ভগ্নীদ্বয় রাত এবং উষার একই অনন্ত সঞ্চরণ মার্গ দীপ্তিমান সূর্য কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে, তাঁরা একের পর অন্যে সে পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত ও উষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও সমান মনঃসম্পন্না ; তাঁরা পরস্পরকে বাধা দেন না এবং কখনও স্থির হয়ে অবস্থিত করেন না। ৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সূনৃতবাক্যের নেত্রী (৩) বিচিত্রা উষাকে জানি, তিনি আমাদের দ্বার খুলে দিয়েছেন। তিনি সর্বজগৎ আলোকপূর্ণ করে আমাদের ধন প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি সমস্ত ভুবন সমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। ৫। যে সকল লোক বক্র হয়ে শুয়েছিল, উষা তার মধ্যে কাকেও ভোগের জন্য, কাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাকেও ধনের জন্য, সকলেই নিজ নিজ কর্মের জন্য, জাগরিত করেছেন। যারা অল্প দেখতে পায় উষা তাদের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য অন্ধকার দূর করেন। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। ৬। উষা কাকেও ধনের জন্য, কাকেও অন্নের জন্য, কাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করে দেবার জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। ৭। ঐ নিত্য যৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করে মনুষ্যের দর্শনগোচর হয়েছেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে! তুমি অদ্য এ স্থানে অন্ধকার দূর কর। ৮। অতীত উষাগণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়ে গিয়েছেন সে পথে উষা অনুগমন করছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত উষাগণ সে পথ অনুধাবন করবেন। উষা অন্ধকার দূর করে মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন। ৯। হে উষা! যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করেছ, সূর্যের আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর করেছ ও যজ্ঞরত মানুষদের অন্ধকার মুক্ত করেছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কাজ করেছ। ১০। কত কাল হতে উষা উৎপন্ন হচ্চেন, কত কাল পর্যন্ত উৎপন্ন হবেন। বর্তমান উষা পূর্ব উষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করেছেন, আবার আগামী উষাসমূহ এ দীপ্তিমান উষাকে অনুকরণ করবে। ১১। যে মানুষেরা অতি পূর্বকালের উষাকে আলোক প্রকাশ করতে দেখেছিলেন তাঁরা এক্ষণে গত হয়েছেন ; আমরা এক্ষণে উষাকে দর্শন করছি, ভবিষ্যতে যাঁরা উষাকে দর্শন করবেন তাঁরা আসছেন। ১২। তিনি বিদ্বেষীদের দূর করে, যজ্ঞ পালন করেন, যজ্ঞার্থে প্রাদুর্ভূত হন, তিনি সুখ প্রদান করেন এবং সূনৃত শব্দ প্রেরণ করেন। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা! তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এ স্থানে আলোক প্রকাশ কর। ১৩। উষা দেবী পূর্বকালে নিত্য উদয় হতেন, ধনবতী উষা এখনও এ জগৎ অন্ধকারবিমুক্ত করছেন, সেরূপ তিনি ভবিষ্যতে ও দিনে দিনে উদয় হবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হয়ে স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন। ১৪। উষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপূর্ণ তেজদ্বারা দীপ্তিমান করছেন; উষাদেবী রাতকৃত কৃষ্ণরূপ দূর করছেন। সুপ্ত প্রাণীদের জাগরিত করে উষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আসছেন। ১৫। তিনি পোষণসমর্থ বরণীয় ধন এনে এবং সকলকে চৈতন্য দান করে বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করছেন। তিনি

পূর্বগত অনেক উষার উপমাস্বরূপ এবং আগামী প্রভাযুক্ত উষাসমূহের প্রারম্ভস্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করছেন। ১৬। হে মনুষ্যগণ! ওঠ, আমাদের (শরীর) পরিচালক জীবন এসেছে, অন্ধকার গিয়েছে, আলোক এসেছে। (উষা) সূর্যের গমনের জন্য পথ করে দিয়েছেন; যেখানে অন্ন দান করে বর্ধন করেছে, সেখানে যাব। ১৭। স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত উষাকে স্তব করে সুগ্রথিত বাক্য সমূহ উচ্চারণ করছে। হে ধনবতী উষা! অদ্য সে স্তোতার অন্ধকার বিনাশ কর এবং তাকে সন্ততিযুক্ত অন্ন দান কর। ১৮। যে গাভীসম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত উষাসমূহ বায়ুর ন্যায় (শীঘ্র) সূনৃত স্তুতি শেষ হলে হব্যদাতা মানুষের অন্ধকার বিনাশ করেন, সে অশ্বদাতা উষাগণ সোম অভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হোন। ১৯। হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা (৩) অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হয়ে কিরণ দান কর। আমাদের স্তোত্র প্রশংসা করে আমাদের উপর উদয় হও; হে সকলের বরণীয়ে! আমাদের জনপদে প্রাদুর্ভূত কর। ২০। উষাগণ যে বিচিত্র বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনেন, তা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণস্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা: ১। সূর্যের অস্তগমনের পর রাত আসে, এই জন্য রাত সূর্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর উষা আসে এই জন্য উষা রাতের সন্তান। ২। উষার পর সূর্য আসে এ জন্য সূর্য উষার সন্তান। ৩। উষার প্রাদুর্ভাব হলে পশু পক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এ জন্য তিনি সূনৃতবাক্যের নেত্রী। সায়ণ। ৪। উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা জাগরিত হন, অতএব উষাকে তাঁদের জননী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব তিনি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী। সায়ণ।

১১৪ সূক্ত ॥ রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ।
যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ ॥ ১
মৃলা নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥ ২
অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ্বঃ।
সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমা চরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ ॥ ৩
ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে ॥ ৪
দিবো বরাহমরুষং কপর্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্যাণি শর্ম বর্ম ছর্দিরস্মভ্যং যংসৎ ॥ ৫
ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।
রাস্বা নো অমৃত মর্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল ॥ ৬
মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ৭
মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদামিত্ত্বা হবামহে ॥ ৮
উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে।
ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে ॥ ৯

আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু ।
মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ নঃ শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০
অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্ ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ　১। মহৎ কপর্দী (১) বীরনাশী রুদ্রকে আমরা এ মাননীয় (স্তুতি-সমূহ) অর্পণ করছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এ গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হয়ে থাকে। ২। হে রুদ্র। তুমি সুখী হও, আমাদের সুখী কর; তুমি বীরদের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সাথে তোমার পরিচর্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হতে উপশম ও ভয়সমূহ হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন, হে রুদ্র। তোমার উপদেশ হতে যেন আমরা তা পাই। ৩। হে অভিষ্টদাতা রুদ্র। তুমি বীরদের ক্ষয়কারী। আমরা দেবযজ্ঞ দ্বারা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই; তুমি আমাদের সন্তানদের সুখ কামনা করে তাদের নিকট এস; আমরাও সন্তানগণের কুশল দেখে তোমাকে হব্য দান করব। ৪। আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান, যজ্ঞসাধক, কুটিলগতি ও মেধাবী রুদ্রকে আহ্বান করি, তিনি আমাদের নিকট হতে তাঁর ক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন, আমরা তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। ৫। সে উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহকে (২) সে অরুণবর্ণ, কপর্দী, দীপ্তিমান উজ্জলরূপধারীকে আমরা নমস্কার দ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভৈষজ ধারণ করে আমাদের সুখ, বর্ম ও গৃহ প্রদান করুন। ৬। মধু হতেও অধিক মধুর এ স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হচ্ছে, এতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র! মনুষ্যদের ভোজনরূপ অন্ন আমাদের প্রদান কর এবং আমাকে আমার পুত্রকে ও তার তনয়কে সুখ দান কর। ৭। হে রুদ্র। আমাদের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করো না, বালককে বধ করো না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করোনা, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করো না, আমাদের পিতাকে বধ করো না, মাতাকে বধ করো না, আমাদের শরীরে আঘাত করো না। ৮। হে রুদ্র। আমাদের পুত্রকে হিংসা করো না, তার পুত্রকে হিংসা করো না, আমাদের অন্য মানুষকে হিংসা করো না, আমাদের গো ও অশ্ব হিংসা করো না। হে রুদ্র। ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের বীরদের হিংসা করো না, কেননা আমরা হব্য নিয়ে সর্বদাই তোমাকে অহ্বান করি। ৯। পশুপালক যেরূপ সায়ংকালে পশুস্বামীদের তাদের পশু ফিরিয়ে দেয়, হে রুদ্র। আমি সেরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করছি। হে মরুৎগণের পিতা। আমাদের সুখ দান কর, তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি। ১০। হে বীরগণের ক্ষয়কারক! তোমার কৃত গোহত্যা ও মানুষহত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদের সুখী কর, হে দীপ্তিমান রুদ্র। আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলো, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী, আমাদের সুখ দাও। ১১। আমরা রক্ষণ বাঞ্ছা করে বলেছি, সে রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র মরুৎগণের সাথে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যু আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা ঃ ১। রুদ্র শব্দের আদিম অর্থ রজ্র অথবা অগ্নির রূপ বিশেষ। ৪১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। কপর্দী অর্থ 'জটিল' অথবা জটাধারী। সায়ণ। অগ্নির জটা কি? কৃষ্ণধূম বা মেঘ পুঞ্জই অগ্নির জটা এরূপ অনুমিত হয়। ২। মূলে 'বরাহং' আছে। 'বরাহারং উৎকৃষ্টভোজনং যদ্বা বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গং।' সায়ণ। 'Boar of the Sky'—Max Muller.

১১৫ সূক্ত। সূর্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ১
সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্॥ ২
ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ॥ ৩
তৎসূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ॥ ৪
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি॥ ৫
অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৬

অনুবাদ : ১। বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ সূর্য উদয় হয়েছেন, দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করেছেন, সূর্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ। ২। মানুষ যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য সেরূপ দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসছেন (১); এ সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মানুষগণ বহুযুগ প্রচলিত যজ্ঞকর্ম (২) বিস্তার করেন, সুফলার্থে কল্যাণ কর্ম সম্পন্ন করেন। ৩। সূর্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বগণ এ পথ দিয়ে গমন করে, তারা সকলের স্তুতিভাজন। আমরা সে অশ্বদের অর্চনা করছি; তারা আকাশ পৃষ্ঠে উঠেছে এবং একেবারেই দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত করছে। ৪। সূর্যের এরূপ দেবত্ব, এরূপ মাহাত্ম্য যে মানুষদের কর্ম অসমাপ্ত থাকতেই তিনি তাঁর বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সম্বরণ করেন। যখন তিনি রথ হতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন, তখন রাত সর্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন। ৫। মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য স্বীয় জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করছেন; তাঁর হরিৎ নামক অশ্বগণ একদিকে তাঁর অনন্ত দীপ্তিমান বল ধারণ করে, অন্য দিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে। ৬। হে দেবগণ! অদ্য সূর্যের উদয়ে আমাদের পাপ হতে মুক্ত কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও দ্যু আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকায় গ্রীকদিগের শাস্ত্রেরও Apollo Daphne সম্বন্ধে গল্প দেখুন। ২। 'যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্মাণি লক্ষ্যন্তে।' সায়ণ।

১১৬ সূক্ত। অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্র বৃঞ্জে স্তোমাঁ ইয়র্ম্যভ্রিয়েব বাতঃ।
যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা ন্যূহতূ রথেন॥ ১
বীলুপত্মভিরাশুহেমভির্বা দেবানাং বা জূতিভিঃ শাশদানা।
তদ্রাসভো নাসত্যা সহস্রমাজা যমস্য প্রধনে জিগায়॥ ২
তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥ ৩

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ ॥ ৪
অনারম্ভণে অদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে ।
যমশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্ ॥ ৫
যদশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি ।
তদ্বাং দাত্রং মহি কীর্তেন্যং ভূৎপৈদ্বো বাজী সদমিদ্ধব্যো অর্যঃ ॥ ৬
যুবং নরা স্তুবতে পজ্রিয়ায় কক্ষীবতে অরদতং পুরন্ধিম্ ।
কারোতরাচ্ছফাদশ্বস্য বৃষ্ণঃ শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং সুরায়াঃ ॥ ৭
হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্ ।
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্বগণং স্বস্তি ॥ ৮
পরাবতং নাসত্যানুদেথামুচ্চাবুধ্নং চক্রথুর্জিহ্মবারম্ ।
ক্ষরন্নাপো ন পায়নায় রায়ে সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য ॥ ৯
জুজুরুষো নাসত্যোত বব্রিং প্রামুঞ্চতং দ্রাপিমিব চ্যবানাৎ ।
প্রাতিরতং জহিতস্যায়ুর্দস্রাদিৎপতিমকৃণুতং কনীনাম্ ॥ ১০
তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যং চাভিষ্টিমন্নাসত্যা বরূথম্ ।
যদ্বিদ্বাংসা নিধিমিবাপগূঢ়মুদ্দর্শতাদূপথুর্বন্দনায় ॥ ১১
তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্ ।
দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ ॥ ১২
অজোহবীন্নাসত্যা করা বাং মহে যামন্ পুরুভুজা পুরন্ধিঃ ।
শ্রুতং তচ্ছাসুরিব বধ্রিমত্যা হিরণ্যহস্তমশ্বিনাবদত্তম্ ॥ ১৩
আস্নো বৃকস্য বর্তিকামভীকে যুবং নরা নাসত্যামুমুক্তম্ ।
উতো কবিং পুরুভুজা যুবং হ কৃপমাণমকৃণুতং বিচক্ষে ॥ ১৪
চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমাজা খেলস্য পরিতক্ম্যায়াম্ ।
সদ্যো জংঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্ ॥ ১৫
শতং মেষান্বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার ।
তস্মা অক্ষী নাসত্যা বিচক্ষ আধত্তং দস্রা ভিষজাবনর্বন্ ॥ ১৬
আ বাং রথং দুহিতা সূর্যস্য কার্ষ্মেবাতিষ্ঠদর্বতা জয়ন্তী ।
বিশ্বে দেবা অন্বমন্যন্ত হৃদ্ভিঃ সমু শ্রিয়া নাসত্যা সচেথে ॥ ১৭
যদয়াতং দিবোদাসায় বর্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা ।
রেবদুবাহ সচনো রথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা ॥ ১৮
রয়িং সুক্ষত্রং স্বপত্যমায়ুঃ সুবীর্যং নাসত্যা বহন্তা ।
আ জাহ্নবীং সমনসোপ বাজৈস্ত্রিরহ্নো ভাগং দধতীময়াতম্ ॥ ১৯
পরিবিষ্টং জাহুষং বিশ্বতঃ সীং সুগেভির্নক্তমূহথূ রজোভিঃ ।
বিভিন্দুনা নাসত্যা রথেন বি পর্বতাঁ অজরয়ূ অয়াতম্ ॥ ২০
একস্যা বস্তোরাবতং রণায় বশমশ্বিনা সনয়ে সহস্রা ।
নিরহতং দুচ্ছুনা ইন্দ্রবন্তা পৃথুশ্রবসো বৃষণাবরাতীঃ ॥ ২১
শরস্য চিদার্চৎকস্যাবতাদা নীচাদুচ্চা চক্রথুঃ পাতবে বাঃ ।
শয়বে চিন্নাসত্যা শচীভির্জসুরয়ে স্তর্যং পিপ্যথুর্গাম্ ॥ ২২
অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজূয়তে নাসত্যা শচীভিঃ ।
পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায় ॥ ২৩
দশ রাত্রীরশিবেনা নব দ্যূনবনদ্ধং শ্নথিতমপ্স্বন্তঃ ।
বিপ্রুতং রেভমুদনি প্রবৃক্তমুন্নিন্যথুঃ সোমমিব স্রুবেণ ॥ ২৪

প্র বাং দংসাংস্যশ্বিনাববোচমস্য পতিঃ স্যাং সুগবঃ সুবীরঃ।
উত পশ্যন্নশ্নুবন্দীর্ঘমায়ুরস্তমিবেজ্জরিমাণং জগম্যাম্ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ যেরূপ যজমান যজ্ঞার্থে কুশ বিস্তার করে, যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে প্রচুর স্তোত্র প্রেরণ করছি ; তাঁরা শত্রুসেনা পিছনে ফেলে রথদ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তার নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন (১)। ২। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা বলবান ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হয়েছিলে, তোমাদের রথবাহক গর্দভ যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধে জয় করেছিল। ৩। কোন ম্রিয়মাণ মানুষ যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেরূপ তুগ্র অতিকষ্টে তাঁর পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠালেন (২)। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহ দ্বারা তাকে ফিরিয়ে এনেছিলে। সে নৌকা জলে ভেসে যায় তাতে জল প্রবেশ করে না। ৪। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা তিনখানি শীঘ্রগামী শতচক্রবিশিষ্ট যটু অশ্বিযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করেছিলে, সে রথ তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত আদ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলেছিল। ৫। অশ্বিদ্বয় ! তোমরা অবলম্বন রহিত, ভূপ্রদেশ রহিত, গ্রহণীয় বস্তু রহিত, সমুদ্রে এ কাজ করেছিলে ; শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রেখে তার গৃহে এনেছিলে। ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! অহন্তব্য অশ্বের পতি পেদু নামক রাজর্ষিকে তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলে, সে অশ্ব তার নিত্য জয়রূপ মঙ্গল, সাধন করেছিল (৩) ; তোমাদের সে দান মহৎ ও কীর্তনীয় হয়েছিল ; পেদুর সে উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদের সর্বদাই পূজনীয়। ৭। হে নেতৃদ্বয় ! প্রজ্রকুলে (৪) জাত কক্ষীবান তোমাদের স্তুতি করাতে তোমরা তাকে প্রভূত বুদ্ধি দান করেছিলে। সুরার আধার হতে যেরূপ সুরা নির্গত করে, সেরূপ তোমাদের সেচনসমর্থ অশ্বের খুর হতে তোমরা শত কুম্ভ সুরা সিঞ্চন করেছিলে। ৮। তোমরা হিম দ্বারা অত্রির চতুর্দিকস্থ দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করেছিলে (৫) এবং তাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়েছিলে ; হে অশ্বিদ্বয় ! অত্রি অবনতমুখে যে আলোক শূণ্য পীড়াযন্ত্র গৃহে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, তোমরা তাকে তার সমভিব্যাহারিগণের সাথে সুখে তথা হতে উঠিয়েছিলে। ৯। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা গোতম ঋষির নিকট কূপ এনেছিলে এবং তার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নীচে করেছিলে (৬) এবং সে কূপ হতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্র ধন লাভার্থ জল নির্গত হয়েছিল। ১০। হে নাসত্যদ্বয় ! শরীরের আবরণ (যেরূপ খুলে ফেলে), তোমরা জীর্ণ চ্যবন ঋষির শরীর ব্যপ্ত জরা সেরূপ খুলে ফেলেছিল (৭) হে দস্রদ্বয় ! তোমরা সে পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলে, তারপর তাকে কন্যা সমূহের পতি করে দিয়েছিলে। ১১। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয় ! তোমাদের সে ইষ্ট বরণীয় কার্যটি আমাদের প্রশংসনীয় ও আরাধ্য, যে তোমরা জানতে পেরে সে গুপ্তধনের ন্যায় লুক্কায়িত বন্দন ঋষিকে পিপাসিত পথিকদের দ্রষ্টব্য কূপ হতে উঠিয়েছিলে (৮)। ১২। হে নেতৃদ্বয় ! যেমন মেঘগর্জন আসন্ন বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধন লাভার্থে তোমাদের সে উগ্র কর্ম সেরূপ প্রকটিত করছি যে অথর্বার পুত্র দধীচি অশ্বমস্তক ধারণ করে তোমাদের এ মধুবিদ্যা শিখিয়েছিল (৯)। ১৩। হে বহু লোকের পালক নাসত্যদ্বয় ! তোমরা অভিমত ফল প্রদানের কর্তা, বুদ্ধিসম্পন্না বধ্রিমতী পূজনীয় স্তোত্রদ্বারা তোমাদের বার বার ডেকেছিল, শিষ্য যেরূপ শিক্ষকের কথা শোনে, তোমরা সেরূপ বধ্রিমতীর সে আহ্বান

শুনেছিলে। হে অশ্বিদ্বয়। তাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দিয়েছিলে (১০)। ১৪। হে ন্যাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হতে বর্তিকাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে (১১)। হে বহু লোকের পালক। তেমেরা স্তোত্রপরায়ণ মেধাবীকে (প্রকৃত জ্ঞান) দর্শন করতে দিয়েছ। ১৫। খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলার একটি পা, পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল (১২), হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা রাত্রি যোগে সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং শত্রু ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরিয়ে দিয়েছিলে। ১৬। যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেঘ খণ্ড করে দিয়েছিলেন, তাকে তার পিতা দৃষ্টিহীন করেছিল (১৩); হে ভিষজ দস্র নাসত্যদ্বয়! তার চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হয়েছিল, তোমরা তার সে চক্ষুদ্বয় দর্শনসমর্থ করেছিলে। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্যের দুহিতা বিজিত হয়ে তোমাদের রথে আরোহণ করলেন (১৪), সে রথ কাষ্ঠের ন্যায় (১৫); সকল দেবগণ হৃদয়ের সাথে এ অনুমোদন করলেন; হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হলে। ১৮। হে অশ্বিদ্বয়। দিবোদাস নামক রাজর্ষি (১৬), হব্যের অন্ন প্রদান করে তোমাদের আহ্বান করলে যখন তোমরা তার গৃহে গিয়েছিলে, তখন তোমাদের সেব্য রথ ধনযুক্ত অন্ন নিয়ে গিয়েছিল, বৃষভ এবং গ্রাহ (১৭) সে রথে যোগ করেছিলে। ১৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা শোভনীয় বলযুক্ত ধন এবং শোভনীয় অপত্য ও বীর্যযুক্ত অন্ন নিয়ে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে জহ্নু (১৮) নামক মহর্ষির সন্তানদের নিকট এসেছিলে। তারা হব্যের অন্ন প্রদান করেছিল এবং দৈনিক সোমাভিষবের প্রাতঃ সবনাদি তিনটি ভাগ ধারণ করেছিল। ২০। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা জরারহিত। জাহুষ রাজা (১৯) সকল দিকে শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত হলে, তোমরা স্বকীয় সর্বভেদকারী রথে রাত্রিযোগে তাকে সুগম্য পথ দিয়ে বার করে নিয়ে গিয়েছিলে এবং শত্রু-দুরারোহ পর্বত সমূহে গমন করেছিলে। ২১। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা বশ নামক ঋষিকে একদিনে সহস্র রমণীয় ধন প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করেছ। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা ইন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে পৃথুশ্রবার (২০) ক্লেশদায়ী শত্রুদের হত করেছিলে। ২২। ঋচৎকের পুত্র শর নামক স্তোতার পানের জন্য তোমরা কূপের নিম্নদেশ হতে জল উচ্চে উঠিয়েছিলে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা স্বকীয় কার্য দ্বারা শ্রান্ত শযু্য নামক ঋষির জন্য প্রসবশূন্য গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলে। ১৩। হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি রক্ষণ ইচ্ছায় তোমাদের স্তুতি করলে তোমরা স্বকীয় কার্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তার বিষ্ণাপু নামক (২১) বিনষ্ট পুত্রকে পুনরায় দেখতে দিয়েছিলে। ২৪। রেভ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হয়ে এবং শত্রুদ্বারা হিংসিত হয়ে দশ রাত ন দিন জলের মধ্যে থেকে জলে বিপ্লুত ও ব্যথাদ্বারা সন্তপ্ত হলে তোমরা তাকে, হাতা দ্বারা যেরূপ সোমরস উঠায়, সেরূপে উঠিয়েছিল (২২)। ২৫। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের (পূর্ব কৃত) কর্ম সকল বর্ণনা করলাম; আমি যেন শোভনীয় গো ও শোভনীয় বীরযুক্ত হয়ে এ রাষ্ট্রের অধিপতি হই; এবং গৃহস্বামী যেরূপ (নিষ্কণ্টকে) গৃহে প্রবেশ করে, আমিও যেন চক্ষুতে স্পষ্ট দেখে দীর্ঘ আয়ু ভোগ করে বার্ধক্য প্রাপ্ত হই।

টীকা ঃ ১। বিমদনামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করলে অন্যান্য রাজগণ পথে তাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সে সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদের রথে করে বিমদের স্ত্রীকে বিমদের সদনে পৌঁছে দেন। সায়ণ। ২। তুগ্র নামে অশ্বিদের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্তী, শত্রুদের উপদ্রবে

ক্লিষ্ট হয়ে তাঁদের জয় করবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সঙ্গে নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়ে সে নৌকা ভেঙে যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলেন, তাঁরা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে আরোহণ করিয়ে তিন দিন তিন রাতে তাদের তুগ্রের নিকট পৌঁছে দিলেন। সায়ণ। ৩। পেদু নামক একজন অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করেছিল। অশ্বিদ্বয় প্রীত হয়ে তাকে একটি শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলেন। সেই অশ্ব তার অনেক জয় লাভের কারণ হয়েছিল। সায়ণ। ৪। অর্থাৎ অঙ্গিরা কুল। সায়ণ। ৫। অসুরেরা অত্রি ঋষিকে শতদ্বার পীড়া যন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়ে তুষের আগুন জ্বালিয়েছিল। তখন সেই ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলেন এবং অশ্বিদ্বয় জলদ্বারা সেই অগ্নি নিবিয়ে সে পীড়াগৃহ হতে অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বার করলেন। সায়ণ। ৬। একদা গোতম ঋষি যখন মরুভূমিতে ছিলেন, অশ্বিদ্বয় অন্য দেশের একটি কূপ উঠিয়ে তাঁর নিকট এনে দিয়েছিলেন এবং গোতমের স্নান পানাদির সুবিধার জন্য সে কূপের মুখ নীচে করে ও তলদেশ উচ্চ করে ধরেছিলেন। সায়ণ। ৮৫ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন। ৭। বলিপলিযুক্ত জীর্ণাঙ্গ ও পুত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত চ্যবন নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করেছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই ঋষির জরা দূর করে তাঁকে পুনরায় যৌবন দান করেছিলেন। সায়ণ। ৮। বন্দন নামে একজন ঋষি ছিলেন তিনি অসুরগণ কর্তৃক একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে তথা হতে উঠতে না পেরে অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় তাকে উঠিয়েছিলেন। সায়ণ। ৯। ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্য-বিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়ে বলে দিয়েছিলেন "যদি এ বিদ্যা অন্য কাকেও বল তবে তোমার শিরচ্ছেদন করব।" অশ্বিদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করে তা অন্য স্থানে রেখে তাকে অশ্বের মাথা পরিয়ে দিলেন। এরূপে অশ্বিদ্বয় প্রবর্গ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক সাম যজুঃ এবং মধু বিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেছিলেন। ইন্দ্র এ বিষয় জানতে পেরে তার সে অশ্বের মাথা বজ্রদ্বারা কেটে ফেললেন। অশ্বিদ্বয় তাকে পুনরায় তার নিজের মানুষের মাথা পরিয়ে দিলেন। সায়ণ। ৮৪ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন। ১০। কোন এক রাজর্ষির বধ্রিমতী নাম্নী পুত্রী ছিল, তার স্বামী নপুংসক। বধ্রিমতী পুত্র লাভের অন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করেছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় সে আহ্বান শুনে এসে তাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন। সায়ণ। ১১। সায়ণ এ ঋকের শেষার্ধের অর্থ করেন নি। বর্তিকা চড়াই পাখী সদৃশ পক্ষীর স্ত্রী। পুরাকালে অরণ্যের একটি বৃক বর্তিকাকে ধরেছিল অশ্বিদ্বয় তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক এর অন্য অর্থ করেন। যে বার বার প্রত্যাবর্তন করে সে 'বর্তিকা' অর্থাৎ ঊষা। যে আলোক দ্বারা জগৎকে আবরণ করে সে 'বৃক' অর্থাৎ সূর্য। সেই সূর্য ঊষার পশ্চাতে এসে ঊষাকে ধরেন। অশ্বিদ্বয় তাকে ছাড়িয়ে দেন। আচার্য মক্ষমূলর যাস্কের অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং গ্রীক ধর্মাখ্যানে এই গল্প ও এই বর্তিকার নাম দেখিয়ে দিয়েছেন। Ortygia, though localised afterwards in different places; is the dawn or the dawn land. Ortygia is derived from ortyx, a quail. The quail in Sanskrit is called Vartika, i.e. the returning bird, one of the first birds which return with the return of the spring; The same name is given in the Veda to one of the many beings delivered or revived by the Asvins; i.e., by day and night; and I believe Vartika, the returning, is again one of the many names of the dawn,"—Science of Language (1882), vol. II, p. 553. ১২। খেল নামক এক রাজা ছিলেন তাঁর পুরোহিত অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী বিশ্পলা; কোন যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা সেই বিশ্পলার

একটি পা ছিন্ন হয়েছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রে এসে বিশ্পলাকে লৌহের পা করে দিলেন। সায়ণ। ১৩। বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দভ তাঁর নিকট বৃকী হয়েছিল। ঋজ্রাশ্ব তাকে আহারার্থে ১০১ পৌরজনের মেষ খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছিলেন। পৌরজনের এরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁকে নেত্রহীন করলেন। তিনি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করলেন এবং তারা নিজের বাহনের জন্য ঋজ্রাশ্বের অন্ধত্ব হয়েছে জেনে তাঁকে পুনরায় চক্ষু দান করলেন। সায়ণ। ১৪। সবিতা সূর্যা নাম্নী আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সকল দেবই সে সূর্যাকে অভিলাষ করেছিলেন এবং তাঁরা পরস্পর বললেন আমরা আদিত্য পর্যন্ত দৌড়াব। আমাদের মধ্যে যে জয়লাভ করবেন, সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ করলেন এবং তাঁরাই সূর্যাকে জয় করে রথে ওঠালেন। সায়ণ। ২৫। মূলে 'কার্ষ্মেব' আছে। 'কাষ্ম' শব্দঃ কাষ্ঠবাচী। যথা কাষ্ঠং আজিধাবনস্য অবধিত্বেয়া নির্দিষ্টং লক্ষ্যং আশুগামী কশ্চিৎ সর্বেভ্যঃ ধাবদ্ভ্যঃ পূর্বং প্রাপ্নোতি।' সায়ণ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট প্রথমে পৌঁছুতে পারলে জয় হয়; সে নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নাম কাষ্ম'! ১৬। দিবোদাস সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৬ ঋক ও ৫৩ সূক্তের ৮ ঋক দেখুন। ১৭। মূলে 'শিংশুমারঃ' আছে। অর্থ 'গ্রাহঃ'। বৃষভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হলেও অশ্বিদ্বয় নিজের সামর্থ প্রদর্শনার্থ তাদের একত্রে যোগ করেছিলেন। সায়ণ। ১৮। পুরাণে জহ্নু একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা তা সকলেই জানেন। ১৯। জাহুষ নামে একজন রাজা ছিলেন। সায়ণ। ২০। সায়ণ বলেন পৃথুশ্রবা নামে একজন কানীন রাজা ছিলেন। ২১। এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তার পুত্র বিষ্ণাপু কে, তার টীকায় কোন বিবরণ নেই। কেবল তাঁরা ঋষি ছিলেন এটুকু জানা যায়। ২২। পূর্বকালে অসুরেরা রেভ ঋষিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে একদিন সায়ংকালে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। তিনি দশ রাত নয় দিন অশ্বিদ্বয়কে স্তব করে কূপের মধ্যে সেরূপেই ছিলেন। দশম দিনের প্রাতে অশ্বিদ্বয় তাঁকে কূপ হতে উঠিয়েছিলেন। সায়ণ।

১১৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মধ্বঃ সোমস্যাশ্বিনা মদায় প্রত্নো হোতা বিবাসতে বাম্।
বর্হিষ্মতী রাতি র্বিশ্রিতা গীরিষা যাতং নাসত্যোপ বাজৈঃ ॥ ১
যো বামশ্বিনা মনসো জবীয়ানুথঃ স্বশ্বো বিশ আজিগাতি।
যেন গচ্ছথঃ সুকৃতো দুরোণং তেন নরা বর্তিরস্মভ্যং যাতম্ ॥ ২
ঋষিং নরাবংহসঃ পাঞ্চজন্যমৃবীসাদত্রিং মুঞ্চথো গণেন।
মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্বং বৃষণা চোদয়ন্তা ॥ ৩
অশ্বং ন গূঢ়্হমশ্বিনা দুরেবৈ ঋষিং নরা বৃষণা রেভমপ্সু।
সং তং রিণীথো বিপ্রুতং দংসোভি র্ন বাং জূর্যন্তি পূর্ব্যা কৃতানি ॥ ৪
সুষুপ্বাংসং ন নির্ঋতেরুপস্থে সূর্যং ন দস্রা তমসি ক্ষিয়ন্তম্।
শুভে রুক্মং ন দর্শতং নিখাতমুদূপথুরশ্বিনা বন্দনায় ॥ ৫
তদ্বাং নরা শংস্যং পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা নাসত্যা পরিজ্মন্।
শফাদশ্বস্য বাজিনো জনায় শতং কুম্ভাঁ অসিঞ্চতং মধূনাম্ ॥ ৬
যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথু র্বিশ্বকায়।
ঘোষায়ৈ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্ত্যা অশ্বিনাবদত্তম্ ॥ ৭

যুবং শ্যাবায় রুশতীমদত্তং মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায় ।
প্রবাচ্যং তদ্বৃষণা কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো অধ্যধত্তম্ ॥ ৮
পুরূ বর্পাংস্যাশ্বিনা দধানা নি পেদব উহথুরাশুমশ্বম্ ।
সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতমহিহনং শ্রবস্যং তরুত্রম্ ॥ ৯
এতানি বাং শ্রবস্যা সুদানূ ব্রহ্মাঙ্গূষং সদনং রোদস্যোঃ ।
যদ্বাং পজ্রাসো অশ্বিনা হবন্তে যাতমিষা চ বিদুষে চ বাজম্ ॥ ১০
সূনো র্মানেনাশ্বিনা গৃণানা বাজং বিপ্রায় ভুরণা রদন্তা ।
অগস্ত্যে ব্রহ্মণা বাবৃধানা সং বিশ্‌পলাং নাসত্যারিণীতম্ ॥ ১১
কুহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শয়ুত্রা ।
হিরণ্যস্যেব কলশং নিখাতমুদূপথু র্দশমে অশ্বিনাহন্ ॥ ১২
যুবং চ্যবানমশ্বিনা জরন্তং পুনর্যুবানং চক্রথুঃ শচীভিঃ ।
যুবো রথং দুহিতা সূর্যস্য সহ শ্রিয়া নাসত্যাবৃণীত ॥ ১৩
যুবং তুগ্রায় পূর্ব্যেভিরেবৈঃ পুনর্মন্যাবভবতং যুবানা ।
যুবং ভুজ্যুমর্ণসো নিঃ সমুদ্রাদ্বিভিরূহথু ঋজ্রেভিরশ্বৈঃ ॥ ১৪
অজোহবীদশ্বিনা তৌগ্র্যো বাং প্রোঢ়ঃ সমুদ্রমব্যথি র্জগন্বান্ ।
নিষ্টমূহথুঃ সুযুজা রথেন মনোজবসা বৃষণা স্বস্তি ॥ ১৫
অজোহবীদশ্বিনা বর্তিকা বামাস্নো যৎসীমমুঞ্চতং বৃকস্য ।
বি জয়ুষা যযথুঃ সান্বদ্রে র্জাতং বিষ্বাচো অহতং বিষেণ ॥ ১৬
শতং মেষান্বৃক্যে মামহানং তমঃ প্রণীতমশিবেন পিত্রা ।
আক্ষী ঋজ্রাশ্বে অশ্বিনাব ধত্তং জ্যোতিরন্ধায় চক্রথু র্বিচক্ষে ॥ ১৭
শুনমন্ধায় ভরমহ্বয়ৎসা বৃকীরশ্বিনা বৃষণা নরেতি ।
জারঃ কনীন ইব চক্ষদান ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকং চ মেষান্ ॥ ১৮
মহী বামূতিরশ্বিনা ময়োভূরুত স্রামং ধিষ্ণ্যা সং রিণীথঃ ।
অথা যুবামিদহ্বয়ৎ পুরন্ধিরাগচ্ছতং সীং বৃষণাববোভিঃ ॥ ১৯
অধেনুং দস্রা স্তর্যং বিষক্তামপিন্বতং শয়বে অশ্বিনা গাম্ ।
যুবং শচীভি র্বিমদায় জায়াং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষাম্ ॥ ২০
যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা ।
অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায় ॥ ২১
আথর্বণায়াশ্বিনা দধীচেহশ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্ ।
স বাং মধু প্র বোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষ্যং বাম্ ॥ ২২
সদা কবী সুমতিমা চকে বাং বিশ্বা ধিয়ো অশ্বিনা প্রাবতং মে ।
অস্মে রয়িং নাসত্যা বৃহন্তমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথাম্ ॥ ২৩
হিরণ্যহস্তমশ্বিনা ররাণা পুত্রং নরা বধ্রিমত্যা অদত্তম্ ।
ত্রিধা হ শ্যাবমশ্বিনা বিকস্তমুজ্জীবস ঐরয়তং সুদানূ ॥ ২৪
এ তানি বামশ্বিনা বীর্যাণি প্র পূর্ব্যাণ্যায়বোহবোচন্ ।
ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ২৫

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের চিরন্তন হোতা তোমাদের হর্ষার্থে মধুর সোমের সাথে তোমাদের অর্চনা করছে; কুশের উপর হব্য স্থাপন করা হয়েছে, ঋত্বিকদের দ্বারা স্তুতিও প্রস্তুত হয়েছে, হে নাসত্যদ্বয়। অন্ন ও বল নিয়ে নিকটে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের মনের অপেক্ষাও বেগবান ও শোভনীয় যে অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে এবং যে রথে তোমরা শুভ কর্মা লোকের গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়। সে রথে আমাদের গৃহে এস। ৩। হে

নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা শত্রুদের হিংসা করে এবং সে ক্লেশদায়ি দস্যুর মায়া আনুপূর্বিক নিবারণ করে পঞ্চজন পূজিত অত্রি ঋষিকে পাপ তুষানল হতে সন্তানাদির সাথে মুক্ত করেছিলে (১)। ৪। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দুর্দমনীয় শত্রুদের দ্বারা জলে নিগূঢ় রেভ ঋষিকে তোমরা উঠিয়েছিলে (২); তোমাদের পূর্বের কর্ম সমূহ জীর্ণ হয় নি। পীড়িত অশ্বের ন্যায় তার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভৈষজ কর্মদ্বারা শোধন করে- ৫। হে দস্র অশ্বিদ্বয় পাপে পতিত মানুষের ন্যায় অন্ধকারে ক্ষয় প্রাপ্ত, সূর্যের ন্যায় শোভনীয়, দীপ্তিমান আভরণের ন্যায় দর্শনীয়, সে কূপে প্রক্ষিপ্ত, বন্দন ঋষিকে তোমরা উঠিয়েছিলে (৩)। ৬। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! আমি প্রজ্র কুলোদ্ভব কক্ষীবান অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সে কর্ম ঘোষণা করব, যে হেতু তোমর শীঘ্রগামী অশ্বের খুর হতে নির্গত মধু দ্বারা লোকের শত কুম্ভ পূরণ করে দিয়েছিলে (৪)। ৭। হে নেতৃদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদের স্তব করলে তোমরা তাকে তার বিনষ্ট পুত্র বিষ্ণাপুকে এনে দিয়েছিলে (৫); হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃসমীপে নিষণ্ণা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করেছিলে (৬)। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্যাবকে (৭) দীপ্তিমতী স্ত্রী দিয়েছিলে, কণ্ব দৃষ্টি না থাকাতে চলতে পারতেন না, তোমরা তাকে চক্ষু দিয়েছিলে, (৮) হে অভীষ্ট-বর্ষীদ্বয়! তোমাদের সে কার্য প্রশংসনীয় যে তোমরা নৃষদপুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করেছিলে (৯)। ৯। হে বহুরূপধারী অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে শীঘ্র-গামী অশ্ব দিয়েছিলে; সে অশ্ব সহস্রধন দান করত, বলবান শত্রুদ্বারা অপ্রতিহত, শত্রুদের হন্তা, স্তুতি ভাজন এবং বিপদে ত্রাণকারী (১০)। ১০। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমাদের এ বীর কীর্তিগুলি সকলের জানা উচিত। তোমরা দ্যাবা পৃথিবী রূপে বর্তমান; তোমাদের আহ্লাদকর ঘোষণীয় মন্ত্র (নিষ্পন্ন হয়েছে)। হে অশ্বিদ্বয়! যখন পজ্রকুলের যজমানেরা তোমাকে আহ্বান করে তখন অন্ন নিয়ে এস এবং বিদ্বানকে (অর্থাৎ আমাকে) বল দাও। ১১। হে পোষণকারী নাসত্যদ্বয়! তোমরা কুম্ভপুত্র অগস্ত্য (১১) দ্বারা স্তুত হয়ে মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে (১২) অন্নদান করে অগস্ত্যের দ্বারা মন্ত্রে বর্ধিত হয়ে বিশ্পলাকে আরোগ্য দান করেছিলে (১৩)। ১২। হে আকাশের পুত্রদ্বয়! অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! কাব্যের স্তুতি শুনবার জন্য তার গৃহাভিমুখে কোথায় যাচ্ছ? হিরণ্যপূর্ণ কলসের ন্যায় কূপে নিখাত রেভকে তোমরা দশম দিনে উঠিয়েছিলে (১৪)। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কার্যদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করেছিলে। হে নাসত্যদ্বয়! সূর্যের দুহিতা কান্তির সাথে তোমাদের রথে আরোহণ করেছিলেন (১৫)। ১৪। হে দুঃখহারীদ্বয়! তুগ্র তোমাদের পূর্বের স্তোত্র দ্বারা যেরূপ স্তুতি করত, পরে পুনরায় তোমাদের সেরূপ অর্চনা করত, কারণ তোমরা তার পুত্র ভুজ্যকে বিক্ষিপ্ত সমুদ্র হতে গমনশীল নৌকা ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা এনে দিয়েছিলে (১৬)। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তুগ্রের পুত্রকে আনলে সে বিনাব্যথায় ও বিনা আয়াসে সমুদ্র পার হয়ে তোমাদের আহ্বান করেছিল। হে মনোবেগসম্পন্ন অভীষ্ট-বর্ষীদ্বয়। তোমরা উৎকৃষ্ট অশ্ব যুক্ত রথে তাকে নিরাপদে এনেছিলে। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর্তিকাকে বৃকের মুখ হতে ছাড়িয়ে দিয়েছিল তখন সে তোমাদের আহ্বান করেছিল (১৭)। তোমরা জয়শীল রথদ্বারা জাহুষ রাজাকে (১৮) পর্বতের সানুতে নিয়ে গিয়েছিলে। তোমরা মেঘের জল জীব-জন্তুকে প্রদান করেছিলে। ১৭। ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তার ক্রুদ্ধ পিতা তাকে অন্ধ করলে অশ্বিদ্বয় তাকে চক্ষু দিয়েছিলেন, তোমরা দেখবার

জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়েছিলে (১৯)। ১৮। সে অন্ধকে চক্ষু দ্বারা নিষ্পাদ্য সুখ
দেখার মানসে বৃকী আহ্বান করল, "হে অশ্বিদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়!
নেতৃদ্বয়! ঋজ্রাশ্ব তরুণ প্রণয়ীর ন্যায় অমিতব্যয়ী হয়ে; এক শত এক মেষ খণ্ড
খণ্ড করে দিয়েছে।" ১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রক্ষণকার্য সুখের কারণ,
হে স্তুতিভাজন! তোমরা ব্যাধিগ্রস্তকে সঙ্গতাবয়ব করেছ; অতএব বহু বুদ্ধিমতী
ঘোষা (২০) তোমাদের রোগাপনয়নার্থ ডেকেছিল। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়!
তোমাদের রক্ষণকার্য সমূহের সাথে এস। ২০। হে দস্রদ্বয়! তোমরা কৃশ,
প্রসব-শূন্য, দুগ্ধশূন্য গাভীকে শয়ু ঋষির জন্য দুগ্ধপূর্ণ করেছিলে। তোমরা
নিজকর্ম দ্বারা পুরুমিত্র রাজার কুমারীকে বিমদ ঋষিকে স্ত্রীরূপে প্রদান করেছিলে
(২১)। ২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্যদের জন্য লাঙ্গল দ্বারা চাষ ও যব
বপন করিয়ে অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করে, তার
(২২) প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করেছ। ২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব
ঋষির পুত্র দধীচি ঋষির স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করে দিয়েছিলে, তিনিও
সত্য পালন করে ত্বষ্টার নিকট হতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদের শিখিয়েছিলেন
(২৩)। হে দস্রদ্বয়! সে বিদ্যা তোমাদের অপিকক্ষ্য (২৪) রূপ হয়েছিল।
২৩। হে মেধাবীদ্বয়! আমি সর্বদা তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তোমরা
আমার সমস্ত কর্ম রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের বৃহৎ ও অপত্য সমবেত
ও প্রশংসনীয় ধন দাও। ২৪। হে দানশীল ও নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা বধ্রি-
মতিকে হিরণ্যহস্তা নামক পুত্র দিয়েছিলে (২৫)। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা
তিন ভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাব ঋষিকে জীবিত করেছিলে। ২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমা-
দের এ পুরাতন কার্যসমূহ মনুষ্যেরা বলে গিয়েছে। হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! আমরাও
তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করে বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করছি।

টীকা: ১। অত্রি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখুন। 'গণেন' শব্দের
অর্থ 'ইন্দ্রিয়বর্গেণ পুত্রপৌত্রাদিগণেন বা।' সায়ণ। ২। রেভ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬
সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। বন্দন ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের টীকা
দেখুন। ৪। ১১৬ সূক্তের ৭ ঋক্ দেখুন। ৫। কৃষ্ণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের
২৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৬। ঘোষা নাম্নী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন।
তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়াতে তাঁকে কারো সাথে বিবাহ না দিয়ে পিতৃগৃহেই বার্ধক্য
পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তিনি কুষ্ঠরোগ হতে আরোগ্য
লাভ করে পতি লাভ করেছিলেন। সায়ণ। ৭। 'শ্যাবায় কুষ্ঠরোগেণ শ্যাম-
বর্ণায় ঋষয়ে।' সায়ণ। অশ্বিদ্বয় তার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে দেন সুতরাং তার
বিয়ে হল। ৮। কণ্ব ঋষির অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন।
৯। নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন। তাঁর আর কোনও বিবরণ টীকায় নেই।
১০। পেদু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। ১১। 'সুনোর্মানেন
গৃণানা' সম্পর্কে সায়ণ লিখেছেন "কুম্ভাৎ প্রসূতস্য অগস্ত্যস্য * * *
মানেন স্তুতস্য পরিচ্ছেদকেন স্তোত্রেণ গৃণানা স্তুয়মানৌ।" ১২। মূলে কেবল
'বিপ্রায়' আছে। 'বিপ্রায় মেধাবিনে ভরদ্বাজায় ঋষয়ে।' সায়ণ। ১৩। বিশ্পলা
সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখুন। ১৪। পূর্বকালে উশনার স্তুতি
শুনতে যাবার সময় অশ্বিদ্বয় পথে কূপে পতিত রেভকে দেখে তাকে কূপ হতে
উদ্ধার করেছিলেন। সায়ণ। রেভ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখুন।
১৫। চ্যবন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন। সূর্য দুহিতা সম্বন্ধে

১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখুন। ১৬। ভুজ্যু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। ১৭। ১১৬ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখুন। ১৮। ১৬ সূক্তের ২০ ঋকের টীকা দেখুন। ১৯। ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ২০। এ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখুন। ২১। ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ২২। যব বপনদ্বারা ও দস্যু অর্থাৎ অসভ্য জাতিদের বিনাশ দ্বারা ভারতবর্ষের প্রথম আর্যগণ বিশেষ লাভ করেছিলেন। ২৩। ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখুন। সে ঋকে ইন্দ্র বিদ্যা দিয়েছিলেন, এখানে ত্বষ্ট তা দিয়েছিলেন, অতএব সায়ণ এ ঋকে ত্বষ্টা অর্থে ইন্দ্র করেছেন। ২৪। 'অপিকক্ষ্যং' শব্দের সায়ণ অর্থ করেছেন 'ছিন্নস্য যজ্ঞশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যাং রহস্যং।' কিন্তু প্রবর্গবিদ্যার কথা মূলে এ ঋকেও নেই, ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকেও নেই। পণ্ডিতবর উইলসন 'অপিকক্ষ্যং' অর্থ 'Ligature of the waist.' করেছেন। ২৫। ১১৬ সূক্তের ৩১ ঋকের টীকা দেখুন।

১০৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বাং রথো অশ্বিনা শ্যেনপত্বা সুমৃলীকঃ স্ববাং যাত্বর্বাঙ্।
যো মর্ত্যস্য মনসো জবীয়াস্ত্রিবন্ধুরো বৃষণা বাতরংহাঃ ॥ ১
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেন ত্রিচক্রেণ সুবৃতা যাতমর্বাক্।
পিন্বতং গা জিন্বতমর্বতো নো বর্ধয়তমশ্বিনা বীরমস্মে ॥ ২
প্রবদ্যামনা সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥ ৩
আ বাং শ্যেনাসো অশ্বিনা বহন্তু রথে যুক্তাস আশবঃ পতঙ্গাঃ।
যে অপ্তুরো দিব্যাসো ন গৃধ্রা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তি ॥ ৪
আ বাং রথং যুবতিস্তিষ্ঠদত্র জুষ্ঠ্বী নরা দুহিতা সূর্যস্য।
পরি বামশ্বা বপুষঃ পতঙ্গা বয়ো বহন্ত্বরুষা অভীকে ॥ ৫
উদ্বন্দনমৈরতং দংসনাভিরুদ্রেভং দস্রা বৃষণা শচীভিঃ।
নিষ্টৌগ্রং পারয়থঃ সমুদ্রাৎ পুনশ্চ্যবানং চক্রথুর্যুবানম্ ॥ ৬
যুবমত্রয়েহবনীতায় তপ্তমূর্জমোমানমশ্বিনাবধত্তম্।
যুবং কণ্বায়াপিরিপ্তায় চক্ষুঃ প্রত্যধত্তং সুষ্টুতিং জুজুষাণা ॥ ৭
যুবং ধেনুং শয়বে নাধিতায়াপিন্বতমশ্বিনা পূর্ব্যায়।
অমুঞ্চতং বর্তিকামংহসো নিঃ প্রতি জঙ্ঘাং বিশ্পলায় অধত্তম্ ॥ ৮
যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বম্।
জোহূত্রমর্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং বৃষণং বীড়্বঙ্গম্ ॥ ৯
তা বাং নরা স্ববসে সুজাতা হবামহে অশ্বিনা নাধমানাঃ।
আ ন উপ বসুমতা রথেন গিরো জুষাণা সুবিতায় যাতম্ ॥ ১০
আ শ্যেনস্য জবসা নূতনেনাস্মে যাতং নাসত্যা সজোষাঃ।
হবে বি হামশ্বিনা রাতহব্যঃ শশ্বত্তমায়া উষসো ব্যুষ্টৌ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, সুখকর, ও ধনযুক্ত রথ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদের সে রথ মনুষ্যের মনের ন্যায় বেগবান, ত্রিবন্ধুর এবং বায়ুবেগী। ২। তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত, ত্রিচক্র ও শোভনীয়গতি রথে আমাদের দিকে এস। হে অশ্বিদ্বয়!

আমাদের গাভীদের দুগ্ধপূর্ণ কর, আমাদের অশ্বদের প্রীত কর আমাদের বীর পুত্রদের বর্ধন কর। ৩। হে দস্রদ্বয়। তোমাদের শীঘ্রগামী শোভনীয় গতিযুক্ত রথদ্বারা এসে পরিচর্যারত স্তোতার এ শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়। পূর্বের মেধাবীগণ কি বলেন না যে তোমরা স্তোতৃদের দারিদ্র্য পরিহারার্থে সর্বদাই গমন কর? ৪। হে অশ্বিদ্বয়। তোমাদের রথে যুক্ত, শীঘ্রগামী, লম্ফপ্রদানসমর্থ এবং শ্যেনপক্ষীসদৃশ অশ্বগণ তোমাদের নিয়ে আসুক। হে নাসত্যদ্বয়। জলের ন্যায় শীঘ্রগতি অথবা আকাশবিচারী গৃধ্রের ন্যায় সে অশ্বগণ তোমাদের হব্যের অন্নের অভিমুখে আনছে। ৫। হে নেতৃদ্বয়। সূর্যের যুবতী দুহিতা প্রীত হয়ে তোমাদের এ রথে উঠেছিলেন। তোমাদের পুষ্টাঙ্গ লম্ফপ্রদানসমর্থ, শীঘ্রগামী এবং দীপ্তিমান অশ্বসমূহ তোমাদের আমাদের গ্রহের দিকে নিয়ে আসুক। ৬। তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা বন্দন ঋষিকে উঠিয়েছিলে। হে কামবর্ষিদ্বয়। তোমরা স্বকীয় কার্যদ্বারা রেভ ঋষিকে উঠিয়েছিলে। তোমরা তুগ্রের পুত্রকে সমুদ্র পার করিয়েছিলে এবং চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যুবা করে দিয়েছিলে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা অবরুদ্ধ অত্রির তপ্ত অগ্নি নিবারণ করেছিলে এবং তাকে রসবৎ অন্ন দান করেছিলে। তোমরা স্তুতি গ্রহণ করে অন্ধকারে প্রবিষ্ট কণ্ব ঋষিকে (১) চক্ষু দান করেছিলে। ৮। হে অশ্বিদ্বয়। পুরাতন শযু ঋষি তোমাদের যাচ্ঞা করলে তোমরা তাঁর দুগ্ধশূন্য গাভী দুগ্ধে পূর্ণ করে দিয়েছিলে। তোমরা বর্তিকাকে বৃকরূপ পাপ হতে মুক্ত করে দিয়েছিলে এবং তোমরা বিশ্পলাকে একটি জঙ্ঘা নির্মাণ করে দিয়েছিলে। ৯। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা পেদু রাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা ও সংগ্রামে শব্দ করে এবং শত্রু পরাজয়ী, উগ্র ও সহস্র ধনদাতা; সে অশ্ব সেচনসমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ। ১০। হে নেতা, শোভনজন্মা অশ্বিদ্বয়। আমরা ধন যাচ্ঞা করে রক্ষণার্থে তোমাদের আহ্বান করছি। আমাদের স্তুতি গ্রহণ করে তোমরা ধনযুক্ত রথে আমাদের সুখদানার্থ আমাদের নিকট এস। ১১। হে নাসত্যদ্বয়। সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে শ্যেন পক্ষীর নূতন বেগের সাথে আমাদের নিকট এস। হে অশ্বিদ্বয়! হব্য নিয়ে আমি নিত্য উষার উদয়কালে তোমাদের আহ্বান করি।

টীকা : ১। অসুরগণ কণ্বকে একটা অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিয়ে বলেছিল, 'এ স্থানে বসে উষা উদিতা হয়েছেন তা উপলব্ধি কর।' উষার উদয় হয়েছে, অশ্বিগণ তা কণ্বকে জানাবার জন্য বীণাশব্দ করেছিলেন। অথবা পটল দ্বারা পিহিত দৃষ্টি কণ্বকে চক্ষু দান করেছিলেন।

১১৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। জগতী ছন্দ।

আ বাং রূপং পুরুমায়ং মনোজবং জীরাশ্বং যজ্ঞিয়ং জীবসে হুবে।
সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং শ্রুষ্ঠীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ ॥ ১
ঊর্ধ্বা ধীতিঃ প্রত্যস্য প্রয়ামন্যধায়ি শস্মন্ত্সময়ন্ত আ দিশঃ।
স্বদামি ঘর্মং প্রতি যন্ত্যূতয় আ বামূর্জানী রথমশ্বিনারুহৎ ॥ ২
সং যন্মিথঃ পস্পৃধানাসো অগ্মত শুভে মখা অমিতা জায়বো রণে।
যুবোরহ প্রবণে চেকিতে রথো যদশ্বিনা বহথঃ সূরিমা বরম্ ॥ ৩
যুবং ভুজ্যুং ভূরমাণং বিভির্গতং স্বযুক্তিভি নির্বহন্তা পিতৃভ্য আ।
যাসিষ্টং বর্তি র্বৃষণা বিজেন্যং দিবোদাসায় মহি চেতি বামবঃ ॥ ৪
যুবোরশ্বিনা বপুষে যুবাযুজং রথং বাণী যেমতুরস্য শর্ধ্যম্।
আ বাং পতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষাবৃণীত জেন্যা যুবাং পতী ॥ ৫

যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথো হিমেন ঘর্মং পরিতপ্তমত্রয়ে।
যুবং শয়োরবসং পিপ্যথুর্গবি প্র দীর্ঘেণ বন্দনস্তার্যায়ুষা ॥ ৬
যুবং বন্দনং নির্ঋতং জরণ্যয়া রথং ন দস্রা করণা সমিন্বথঃ।
ক্ষেত্রাদা বিপ্রং জনথো বিপন্যয়া প্র বামত্র বিধতে দংসনা ভুবৎ ॥ ৭
অগচ্ছতং কৃপমাণং পরাবতি পিতুঃ স্বস্য ত্যজসা নিবাধিতম্।
স্বর্বতীরিত ঊতীর্যুবোরহ চিত্রা অভীকে অভবন্নভিষ্টয়ঃ ॥ ৮
উত স্যা বাং মধুমন্মক্ষিকারপন্মদে সোমস্যৌশিজো হুবন্যতি।
যুবং দধীচো মন আ বিবাসথোহথা শিরঃ প্রতি বামশ্ব্যং বদৎ ॥ ৯
যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ।
শর্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণীসহম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয়! জীবন ধারণার্থে অন্নের জন্য আমি তোমাদের রথকে আহ্বান করি, সে রথ বহুবিধ গতিযুক্ত, মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, বেগবান অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভাজন, সহস্র কেতু বিশিষ্ট, বৃষ্টিদাতা, শতধনযুক্ত, সুখকর এবং ধনদাতা। ২। সে রথ গমন করাতে অশ্বিদ্বয়ের প্রশংসায় আমাদের মন ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছে, আমাদের স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েছে, আমি হব্য মধুর করছি, আমার সহায়ভূত (ঋত্বিকগণ) আসছে। হে অশ্বিদ্বয়! সূর্যদুহিতা ঊর্জানী তোমাদের রথে আরোহণ করছেন। ৩। যখন যজ্ঞপরায়ণ অসংখ্য জয়শীল মানুষ সংগ্রামে ধনের জন্য পরস্পর স্পর্ধা করে একত্র হয়, তখন হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ ভূগভীর অভিমুখে আসে তা জানা যায়, রথে তোমরা স্তোতার জন্য শ্রেষ্ঠধন আন। ৪। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! যে ভুজ্যু নিজ অশ্বসমূহ দ্বারা নীত হয়ে সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছিল, তাকে তোমরা স্বয়ং সংযোজিত অশ্ব দ্বারা বহন করে তার পিত্রাদির নিকট তার দূরস্থ গৃহে এনেছিলে। দিবোদাসকে তোমরা যে মহৎ রক্ষণ প্রদান করেছিলে তা আমরা জানি। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয় তোমাদের সংযোজিত রথকে তার সীমাভূত আদিত্য পর্যন্ত সকল দেবগণের পূর্বে নিয়ে গিয়েছিল; ন কুমারী সূর্যা এরূপে বিজিত হয়ে সখ্যতা হেতু এসে 'তোমরা আমার পতি' এ বলে তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করলেন। ৬। তোমরা রেভকে চতুর্দিকের উপদ্রব হতে রক্ষা করেছিলে; তোমরা অত্রির জন্য হিমদ্বারা অগ্নি নিবারণ করেছিলে, তোমরা শয়ুর গাভীকে দুগ্ধ দিয়েছিলে, তোমরা বন্দনকে দীর্ঘ আয়ুদ্বারা বর্ধিত করেছিলে। ৭। জীর্ণ রথকে শিল্পী যেরূপ নূতন করে, হে নিপুণ দস্রদ্বয়! তোমরা সেরূপ বার্ধক্য পীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুবা করেছিলে। গর্ভস্থ বামদেব (১) তোমাদের স্তুতি করলে সে মেধাবীকে গর্ভ হতে জন্মদান করেছিলে। তোমাদের রক্ষণকার্য এ পরিচর্যারত যজমানের সম্বন্ধে পরিণত হোক। ৮। ভুজ্যুর নিজ পিতা তাকে পরিত্যাগ করলে সে দূর দেশে পীড়িত হয়ে তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করায় তোমরা তার নিকট গিয়েছিলে, সুতরাং তোমাদের শোভনীয় গতি ও বিচিত্র রক্ষণ কার্য সকলেই নিকটে পেতে ইচ্ছা করে। ৯। তোমরা মধুযুক্ত; সে মক্ষিকা তোমাদের স্তুতি করেছে, উশিজপুত্র (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান) তোমাদের সোমপানে হর্ষলাভার্থে আহ্বান করছি। তোমরা দধীচি ঋষির মন তুষ্ট করেছিলে, তার অশ্বের মস্তক তোমাদের (মধুবিদ্যা) প্রদান করেছিল। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে বহুলোকের বাঞ্ছিত এবং স্পর্ধীদের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়েছিলে। সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ দীপ্তিমান যুদ্ধে অপরাজিত সকল কার্যে সংযোজ্য এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য বিজয়ী।

টীকা ঃ ১। গর্ভস্থ বামদেব অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করেছিল, তাতে অশ্বিদ্বয় তাকে জন্ম দিয়েছিলেন, এ ভিন্ন আর কোনও বিবরণ সায়ণের ব্যাখ্যায় নেই। বামদেব বংশীয়গণ ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি।

১২০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

কা রাধদ্ধোত্রাশ্বিনা বাং কো বাং জোষ উভয়োঃ। কথা বিধাত্যপ্রচেতাঃ ॥ ১
বিদ্বাংসাবিদ্দুরঃ পৃচ্ছেদবিদ্বানিত্থাপরো অচেতাঃ। নূ চিন্নু মর্তে অক্রৌ ॥ ২
তা বিদ্বাংসা হবামহে বাং তা নো বিদ্বাংসা মন্ম বোচেতমদ্য।
প্রার্চদ্দয়মানো যুবাকুঃ ॥ ৩
বি পৃচ্ছামি পাক্যা ন দেবান্বষট্‌কৃতস্যাদ্ভুতস্য দস্রা।
পাতং চ সহ্যসো যুবং চ রভ্যসো নঃ ॥ ৪
প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাম্।
প্রৈষযুর্ন বিদ্বান্ ॥ ৫
শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্যাহং চিদ্ধি রিরেভাশ্বিনা বাম্।
আক্ষী শুভস্পতী দন্ ॥ ৬
যুবং হ্যাস্তং মহো রন্যুবং বা যন্নিরততংসতম্।
তা নো বসূ সুগোপা স্যাতং পাতং নো বৃকাদঘায়োঃ ॥৭
মা কস্মৈ ধাতমভ্যমিত্রিণে নো মাকুত্রা নো গৃহেভ্যো ধেনবো গুঃ।
স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ ॥ ৮
দুহীয়ন্মিত্রধিতয়ে যুবাকু রায়ে চ নো মিমীতং বাজবত্যৈ।
ইষে চ নো মিমীতং ধেনুমত্যৈ ॥ ৯
অশ্বিনোরসনং রথমনশ্বং বাজিনীবতোঃ। তেনাহং ভূরি চাকন ॥ ১০
অয়ং সমহ মা তনূহ্যাতে জনাঁ অনু। সোমপেয়ং সুখো রথঃ ॥ ১১
অধ স্বপ্নস্য নির্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ। উভা তা বস্রি নশ্যতঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! কোন স্তুতি তোমাদের পরিতুষ্ট করতে সমর্থ? কে তোমাদের উভয়কে প্রীত করতে সমর্থ? অনভিজ্ঞ একজন কিরূপে তোমাদের পরিচর্যা করবে? ২। এরূপে অজ্ঞ লোক সে সর্বজ্ঞদ্বয়কে পথ জিজ্ঞাসা করে, অশ্বিদ্বয় ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। শত্রু দ্বারা অনাক্রান্ত সে অশ্বিদ্বয় শীঘ্রই মানুষকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ৩। হে সর্বজ্ঞদ্বয়! আমি তোমাদের আহ্বান করি। তোমরা অভিজ্ঞ, আমাদের অদ্য মননীয় স্তোত্র উপদেশ কর। আমরা তাই সংযোগসহ হব্য প্রদান করে স্তুতি করি। ৪। আমি তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, অপরিপক্বমতিদের জিজ্ঞাসা করি না। হে দস্রদ্বয়! বষট্‌কারের (১) সাথে অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও পুষ্টিকর সোমরস পান কর; আমাদের প্রৌঢ় বল প্রদান কর। ৫। আমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র সুহস্তি ঋষি ও ভৃগু দ্বারা উচ্চারিত হয়ে শোভা পেয়েছিল, সে স্তুতি দ্বারা পজ্রবংশীয় ঋষি, আমি কক্ষীবান তোমাদের অর্চনা করছি। অতএব এ স্তুতিজ্ঞ আমি কক্ষীবান অন্ন কামনায় যেন সফলযত্ন হই। ৬। স্থলশাতি ঋষির (অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বের) স্তোত্র শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্মের প্রতিপালকদ্বয়! সে আমার ন্যায় স্তুতি করে চক্ষু পেয়েছিল, অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও। ৭। তোমরা মহৎ ধন দান করেছ এবং তা পুনরায় লোপ করেছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়! তোমরা আমাদের রক্ষক হও, পাপ বৃক তস্কর হতে

আমাদের রক্ষা কর। ৮। কোনও শত্রুর অভিমুখে আমাদের অর্পণ করো না, আমাদের গৃহ হতে দুগ্ধবতী গাভীসমূহ যেন বৎস হতে পৃথক হয়ে কোন অগম্য স্থানে যায় না। ৯। যারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি সংযোগ করে তারা মিত্রদের ধারণার্থে ধন প্রাপ্ত হয়। আমাদেরও অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর এবং ধেনুযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ১০। আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের অশ্ব রহিত রথ পেয়েছি; তা দিয়ে আমি অনেক লাভ কামনা করি। ১১। হে ধনপূর্ণ রথ! আমি এ সম্মুখে আছি, আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সে সুখকর রথ স্তোতৃদের সোমপান স্থান হয়ে যান। ১২। আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি, যে ধনবান লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাকেও ঘৃণা করি, উভয়ই শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়।

টীকা : ১। যজ্ঞের শেষে বষট্ শব্দ উচ্চারণ করতে হয়।

১২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদিত্থা নৄঁঃ পাত্রং দেবয়তাং শ্রবদ্গিরো অঙ্গিরসাং তুরণ্যন্।
প্র যদানড্বিশ আ হর্ম্যস্যোরু ক্রংসতে অধ্বরে যজত্রঃ ॥ ১
স্তম্ভীদ্ধ দ্যাং স ধরুণং প্রুষায়দৃভুর্বাজায় দ্রবিণং নরো গোঃ।
অনু স্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং মেনামশ্বস্য পরি মাতরং গোঃ ॥ ২
নক্ষদ্ধবমরুণীঃ পূর্ব্যং রাট্ তুরো বিশামঙ্গিরসামনু দ্যূন্।
তক্ষদ্বজ্রং নিযুতং তস্তম্ভদ্দ্যাং চতুষ্পদে নর্যায় দ্বিপাদে ॥ ৩
অস্য মদে স্বর্যং দা ঋতায়াপীবৃতমুস্রিয়াণামনীকম্।
যদ্ধ প্রসর্গে ত্রিককুম্নিবর্তদপ দ্রুহো মানুষস্য দুরো বঃ ॥ ৪
তুভ্যং পয়ো যৎপিতরাবনীতাং রাধঃ সুরেতস্তু ভুরন্যূ।
শুচি যত্তে রেক্ণ আযজন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ৫
অধ প্র জজ্ঞে তরণির্মমত্তু প্র রোচ্যস্যা উষসো ন সূরঃ।
ইন্দুর্যেভিরাষ্ট স্বেদুহব্যৈঃ স্রুবেণ সিঞ্চঞ্জরণাভি ধাম ॥ ৬
স্বিধ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎসূরো অধ্বরে পরি রোধনা গোঃ।
যদ্ধ প্রভাসি কৃত্ব্যাঁ অনু দ্যূননর্বিশে পশ্বিষে তুরায় ॥ ৭
অষ্টা মহো দিব আদো হরী ইহ দ্যুম্নাসাহমভি যোধান উৎসম্।
হরিং যত্তে মন্দিনং দুক্ষন্বৃধে গোরভসমদ্রিভির্বাতাপ্যম্ ॥ ৮
ত্বমায়সং প্রতি বর্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা।
কুৎসায় যত্র পুরুহূত বন্বঞ্ছুষ্ণমনন্তৈঃ পরিযাসি বধৈঃ ॥ ৯
পুরা যৎসূরস্তমসো অপীতেস্তমদ্রিবঃ ফলিগং হেতিমস্য।
শুষ্ণস্য চিৎপরিহিতং যদোজা দিবস্পরি সুগ্রথিতং তদাদঃ ॥ ১০
অনু ত্বা মহী পাজসী অচক্রে দ্যাবাক্ষামা মদতামিন্দ্রং কর্মন্।
ত্বং বৃত্রমাশয়ানং সিরাসু মহো বজ্রেণ সিষ্বপো বরাহুম্ ॥ ১১
ত্বমিন্দ্র নর্যো যাঁ অবো নৄন্তিষ্ঠা বাতস্য সুযুজো বহিষ্ঠান্।
যং তে কাব্য উশনা মন্দিনং দাদ্বৃত্রহণং পার্যং ততক্ষ বজ্রং ॥ ১২
ত্বং সূরো হরিতো রাময়ো নৄন্ভরচ্চক্রমেতশো নায়মিন্দ্র।
প্রাস্য পারং নবতিং নাব্যানামপি কর্তমবর্তয়োহযজ্যূন্ ॥ ১৩
ত্বং নো অস্যা ইন্দ্র দুর্হণায়াঃ পাহি বজ্রিবো দুরিতাদভীকে।
প্র নো বাজানুথ্যো অশ্ববুধ্যানিষে যন্ধি শ্রবসে সূনৃতায়ৈ ॥ ১৪

মা সা তে অস্মৎসুমতির্বি দসদ্বাজপ্রমহঃ সমিষো বরন্ত।
আ নো ভজ মঘবন্ গোষ্বর্যো মংহিষ্ঠাস্তে সধমাদঃ স্যাম ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। মনুষ্যদের পালন কর্তা ও গাভীরূপ ধনদাতা ইন্দ্র, কবে দেবাকাঙ্ক্ষী অঙ্গিরাদের এ স্তুতিসমূহ শ্রবণ করবেন? যখন তিনি গৃহপতির লোকদের সামনে দেখেন, তখন যজ্ঞে যজনীয় হয়ে তিনি প্রভূত উৎসাহ পূর্ণ হন। ২। তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করেছেন, তিনি গো সমূহের নেতা, তিনি বিস্তীর্ণ প্রভাযুক্ত হয়ে (১ সেবনীয় এবং জীবনধারক বৃষ্টিজল খাদ্যের জন্য প্রেরণ করেন। মহৎ সূর্যরূপ ইন্দ্র আপন দুহিতা উষার পর প্রকাশ হন। তিনি অশ্বের স্ত্রীকে গোর মাতা করেছিলেন (২)। ৩। তিনি অরুণ বর্ণ উষাকে রঞ্জিত করে পুরাতন আহবান মন্ত্র শ্রবণ করুন, তিনি প্রতিদিন অঙ্গিরা-গোত্রোৎপন্ন মনুষ্যদের ধন প্রেরণ করেন। তিনি হননশীল বজ্র নির্মাণ করেছেন এবং মনুষ্যদের ও চতুষ্পদ ও দ্বিপদদের হিতের জন্য আকাশ স্থির ভাবে ধারণ করেন। ৪। এ সোমপানে হৃষ্ট হয়ে তুমি স্তুতিভাজন ও লুকান গাভীদল যজ্ঞার্থে দান করেছিলে, যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হন, তখন তিনি মনুষ্যদের জন্য ক্লেশদাতা পণির দ্বার খুলে দেন। ৫। তুমি ক্ষিপ্রকারী যখন জগতের পোষণ কর্তা, তোমার পিতা মাতা দ্যৌ ও পৃথিবী তোমাকে সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ এনে দিয়েছিলেন, যখন তাঁরা দুগ্ধবতী গাভীসমূহের বিশুদ্ধ ধনবৎ দুগ্ধ তোমার সম্মুখে দিয়েছিলেন, তখন তুমি পণির দ্বার খুলে দিয়েছিলে। ৬। এখন তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েছেন এবং তিনি উষার সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান হয়েছেন। সে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র আমাদের হৃষ্ট করুন আমরাও হব্য অর্পণ করে স্তুতিভাজন সোমরসকে পাত্রদ্বারা যজ্ঞস্থানে সেচন করে সে সোম পান করি। ৭। যখন সূর্য কিরণদ্বারা দীপ্ত মেঘমালা জল বর্ষণ করতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রেরণকারী ইন্দ্র যজ্ঞের নিমিত্ত বৃষ্টির অবরোধ নিবারণ করেন। হে ইন্দ্র! তুমি সূর্যরূপে যখন কর্মের দিনে কিরণ দান কর তখন শকটবান ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগামী নিজ নিজ কার্যে সিদ্ধি লাভ করে। ৮। যখন ঋত্বিকগণ তোমার বর্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী এবং তোমার উপভোগ্য সোম হতে প্রস্তর দ্বারা রস বার করে তখন হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে এ যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদের ধনাপহারী শত্রুকে দমন কর। ৯। ঋভু দ্বারা আকাশ হতে আনীত, শীঘ্রগামী, লৌহময় বজ্র, তুমি ত্বরিতগতি শুষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলে। হে বহুলোকের অর্চনাভাজন! তখন কুৎস ঋষির জন্য তুমি শুষ্ণকে অসংখ্য হননশীল অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে বেষ্টন করেছিলে। ১০। যখন সূর্য অন্ধকারের সাথে সংগ্রাম হতে মুক্ত হলেন, তখন হে বজ্রধারী! তুমি তার মেঘরূপ শত্রুকে বিনাশ করেছিলে এবং সে শুষ্ণের যে বল সূর্যকে আচ্ছাদন করেছিল এবং সূর্যের উপর গ্রথিত হয়েছিল, তুমি সে বল ভগ্ন করেছিলে (৩)। ১১। হে ইন্দ্র! মহৎ বলবান ও সর্বত্র ব্যাপ্ত দ্যাবাপৃথিবী তোমাকে উৎসাহিত করেছিলেন; তুমি সে সর্বত্র বর্তমান ও সর্বভুক বৃত্রকে মহৎ বজ্রদ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করেছিলে। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি মানুষের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে রক্ষা কর, সে বায়ু তুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কবির পুত্র উশনা (৪) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়েছেন, তুমি সে বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ম করেছে। ১৩। হে সূর্যরূপ ইন্দ্র। হরিৎ নামক অশ্বগণকে থামাও! ইন্দ্রের এতশ নামক অশ্ব রথের চক্র টানছে। তুমি নবতি-নদীর পারে পৌঁছে সেখানে যজ্ঞবিহীনদের

কর্তব্য কর্ম করাও। ১৪। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ দুর্দমনীয় দারিদ্র্য হতে উদ্ধার কর, সমীপবর্তী সংগ্রামে পাপ হতে রক্ষা কর এবং উন্নত কীর্তি ও সত্যের জন্য আমাদের রথযুক্ত ও অশ্ব প্রমুখ ধন দান কর। ১৫। ধনের জন্য পূজনীয়, হে ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহ আমাদের নিকট হতে উঠিয়ে নিও না, অন্ন আমাদের পুষ্ট করুক। হে মঘবন! তুমি ধনপতি, আমাদের গো দাও। আমরা তোমার অর্চনায় রত, যেন আমরা পুত্র পৌত্রাদির সাথে সুখ প্রাপ্ত হই।

টীকা ঃ ১। এ স্থানে ইন্দ্রকে সূর্যরূপে স্তুতি করা হয়েছে। সূর্য বা সূর্য-কিরণকেই ঋভু বলে উপাসনা করা হত তা আমরা ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখেছি। ২। একদা ইন্দ্র লীলা খেলার জন্য অশ্বী হতে গাভী উৎপন্ন করে-ছিলেন। সায়ণ। এ গল্পের প্রকৃত মূল কি? কিরণকে অশ্ব ও গো উভয়ের সঙ্গেই বেদে সর্বদা তুলনা করা হয়েছে, তা হতেই বোধ হয় এ গল্পের উৎপত্তি। বেদের অনেক প্রকৃতি সম্বন্ধে সরল উপমা হতে পুরাণের অনেক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। ৩। অতএব শুষ্ণ অর্থে মেঘ, যে জল দেয় না, জগৎকে শোষণ করে সেই মেঘ। ইন্দ্র সে আবরণকারী মেঘকে ভগ্ন করে বৃষ্টি দান করেন এবং সূর্যকে পুনরায় প্রকাশ করে দেন। ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। উশনা সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন।

১২২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

প্র বঃ পান্তং রঘুমন্যবোহন্ধো যজ্ঞং রুদ্রায় মোড়্হুষে ভরধ্বম্।
দিবো অস্তোষ্যসুরস্য বীরৈরিষুধ্যেব মরুতো রোদস্যোঃ ॥ ১
পত্নীব পূর্বহূতিং বাবৃধধ্যা উষাসানক্তা পুরুধা বিদানে।
স্তরীর্নাত্কং ব্যুতং বসানা সূর্যস্য শ্রিয়া সুদৃশী হিরণ্যৈঃ ॥ ২
মমত্তু নঃ পরিজ্মা বসর্হা মমত্তু বাতো অপাং বৃষণ্বান,
শিশীতমিন্দ্রাপর্বতা যুবং নস্তন্নো বিশ্বে বরিবস্যন্তু দেবাঃ॥ ৩
উত ত্যা মে যশসা শ্বেতনায়ৈ ব্যন্তা পান্তৌশিজো হুবধ্যৈ।
প্র বো নপাতমপাং কৃণুধ্বং প্র মাতরা রাস্পিনস্যায়োঃ ॥ ৪
আ বো রুবণ্যুমৌশিজো হুবধ্যৈ ঘোষেব শংসমর্জুনস্য নংশে।
প্র বঃ পূষ্ণে দাবন আঁ অচ্ছা বোচেয় বসুতাতিমগ্নেঃ ॥ ৫
শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমোত শ্রুতং সদনে বিশ্বতঃ সীম্।
শ্রোতু নঃ শ্রোতুরাতিঃ সুশ্রোতুঃ সুক্ষেত্রা সিন্ধুরদ্ভিঃ ॥ ৬
স্তুষে সা বাং বরুণ মিত্র রাতির্গবাং শতা পৃক্ষয়ামেষু পজ্রে।
শ্রুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ সদ্যঃ পুষ্টিং নিরুন্ধানাসো অগ্মন্ ॥ ৭
অস্য স্তুষে মহিমঘস্য রাধঃ সচা সনেম নহুষঃ সুবীরাঃ।
জনো যঃ পজ্রেভ্যো বাজিনীবানশ্বাবতো রথিনো মহ্যং সূরিঃ ॥ ৮
জনো যো মিত্রাবরুণাবভিধ্রুগপো ন বাং সুনোত্যক্ষ্ণয়াধ্রুক্।
স্বয়ং স যক্ষ্মং হৃদয়ে নি ধত্ত আপ যদীং হোত্রাভির্ঋতাবা ॥ ৯
স ব্রাধতো নহুষো দংসুজূতঃ শর্ধস্তরো নরাং গূর্তশ্রবাঃ।
বিসৃষ্টরাতির্যাতি বাড়্হসৃত্বা বিশ্বাসু পৃৎসু সদমিচ্ছূরঃ ॥ ১০
অধ মন্তা নহুষো হবং সূরেঃ শ্রোতা রাজানো অমৃতস্য মন্দ্রাঃ।
নভোজুবো যন্নিরবস্য রাধঃ প্রশস্তয়ে মহিনা রথবতে ॥ ১১

এতৎ শর্ধং ধাম যস্য সূরেরিত্যবোচন্দশতয়স্য নংশে।
দ্যুম্নানি যেষু বসুতাতী রারাবিশ্বে সম্বন্তু প্রভৃথেষু বাজম্‌ ॥ ১২
মন্দামহে দশতয়স্য ধাসেদ্বি র্যৎপঞ্চ বিভ্রতো যন্ত্যন্না।
কিমিষ্টাশ্ব ইষ্টরশ্মিরেত ঈশানাসস্তরুষ ঋঞ্জতে নৄন্‌ ॥ ১৩
হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশ্বে বরিবস্যন্তু দেবাঃ।
অর্যো গিরঃ সদ্য আ জগ্মুষীরোস্রাশ্চাকন্তূভয়েষ্বস্মে ॥ ১৪
চত্বারো মা মশর্শারস্য শিশ্বস্ত্রয়ো রাজ্ঞ আযবসস্য জিষ্ণোঃ।
রথো বাং মিত্রাবরুণা দীর্ঘাপ্সাঃ স্যূমগভস্তিঃ সূরো নাদ্যোৎ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। হে ক্রোধরহিত ঋত্বিকগণ। তোমরা কর্মফলদাতা রুদ্রকে পালনশীল ও যজ্ঞসম্পাদক অন্ন অর্পণ কর। আমিও সে দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাঁর অনুচরস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলবাসী মরুদ্‌গণকে স্তব করি। লোকে যেরূপ তূণীরদ্বারা শত্রুগণকে নিরস্ত করে তিনিও সেরূপ বীর মরুদ্‌গণ দ্বারা শত্রু নিরস্ত করেন। ২। পত্নী যেমন স্বামীর প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হয়ে আসেন সেরূপ অহোরাত্র নানা প্রকার স্তোত্রদ্বারা প্রকাশিত হয়ে আমাদের প্রথম আহ্বানে ত্বরান্বিত হয়েছেন। শত্রুনাশক আদিত্যের ন্যায় ঊষাদেবী হিরণ্যবর্ণ কিরণযুক্ত ও বিস্তৃত রূপ ধারণ করে সূর্যের শোভায় শোভিত হয়েছেন। ৩। বসনার্হ সর্বতোগামী আদিত্য আমাদের আমোদ বর্ধন করুন, জলবর্ষক বায়ু আমাদের আনন্দ বর্ধন করুন। হে ইন্দ্র ও পর্জনাদেব। আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ম কর। হে বিশ্বদেবগণ। আমাদের প্রভূত অন্ন প্রদান করতে ইচ্ছা কর। ৪। আমি উশিজের পুত্র। হে ঋত্বিকগণ! আমার উদ্দেশে অন্নভক্ষক ও স্তুতিভাজন অশ্বিদ্বয়কে জগৎ শুভ্রকারিণী ঊষার কালে, আহ্বান কর। উদকের নপ্তৃ অগ্নিদেবকে স্তব কর এবং আমার মত স্তবকারী মনুষ্যের মাতৃস্থানীয় (অহোরাত্র দেবতাকেও) স্তব কর। ৫। হে দেবগণ। আমি উশিজের পুত্র ; আমি তোমাদের সম্বন্ধে শব্দোচ্চার্য স্তোত্র আহ্বানের জন্য পাঠ করি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের ঘোষা যেরূপ ধবল নামক চর্মরোগের বিনাশার্থে স্তব করেছিল, (আমিও সেরূপ করছি)। হে দেবগণ! ফলদাতা পূষাকেও আহ্বান করছি এবং অগ্নি সম্বন্ধীয় ধনকেও স্তব করছি। ৬। হে মিত্রাবরুণ। আমাদের আহ্বান শোন। যাগগৃহে সমস্ত আহ্বান শোন। প্রসিদ্ধ ধনবান জলদেব ক্ষেত্রসমূহে জলবর্ষণ করে আমাদের আহ্বান শোন। ৭। হে মিত্র হে বরুণ! আমি তোমাদের স্তব করি। যে স্তোত্রে অন্ন নিয়মিত হয় সে স্তোত্র পাঠ করা হয়েছে। অতএব কক্ষীবানকে তোমার প্রসিদ্ধ গো দান কর। প্রসিদ্ধ ও সুন্দর রথবিশিষ্ট কক্ষীবানের প্রতি প্রীতি বিশিষ্ট হয়ে তোমরা এস এবং এসে আমার পুষ্টি সাধন কর। ৮। মহাধনোপেত দেবদের ধনকে স্তব করি। আমরা মানুষ, বহুবীর পুত্রপৌত্র বিশিষ্ট হয়ে আমরা এ ধন সম্ভোগ করব। যে দেব অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন কক্ষীবানের নিমিত্ত অন্ন প্রদান করেন, অশ্ব ও রথ প্রেরণ করেন, তাদের স্তব করি। ৯। হে মিত্রাবরুণ! যে-ব্যক্তি তোমাদের দ্রোহকারী, যে কোন প্রকারেও তোমাদের দ্রোহ করে, যে তোমাদের জন্য সোমরসের অভিষব করে না, সে আপন হৃদয়ে যক্ষ্মা রোগ নিধান করে ; যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে, সে স্তুতি বাক্যে সোমরস প্রাপ্ত হয়। ১০। সে ব্যক্তি শান্ত অশ্ব প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদের পরাভব করে, সমকক্ষ লোকের মধ্যে অন্নের জন্য প্রসিদ্ধ হয়, অতিথিগণকে ধন দান করে এবং সমস্ত যুদ্ধে হিংসক মনুষ্যের দিকে অশঙ্কিত-ভাবে সর্বদা গমন করে। ১১। হে সর্বাধিপতি! হে আনন্দবর্ধক। তোমরা মরণ রহিত স্তোত্রকারী মানুষের অর্থাৎ আমার আহ্বান শোন ও এস। তোমরা

আকাশব্যাপী, তোমরা অন্যরক্ষকরহিত রথবিশিষ্ট যজমানের সমৃদ্ধিসাধন হবোর প্রশংসা করতে ভালবাস। ১২। যে যজমানের দশটি পাত্রস্থিত অন্ন প্রাপ্তির জন্য আমরা আহূত হয়েছি, তাকে এ মনুষ্যাভিভাবী বল (দিলাম), দেবতারা এ কথা বললেন। এ দেবগণের দ্যোতমান অন্ন ও ধন অতিশয় শোভা পায়। প্রকৃষ্ট যজ্ঞে দেবগণ অন্ন দান করুন। ১৩। যেহেতু অন্ন দশবিধ, অতএব ঋত্বিকগণ দশটি পাত্রে অন্ন ধারণ করে গমন করছেন। আমরা বিশ্বদেবগণকে স্তব করি। ইষ্টাশ্ব ইষ্টরশ্মি (১) শত্রুতারক নেতাদের কি করতে পারে? ১৪। বিশ্বদেবগণ আমাদের হিরণ্যকর্ণ, মণিগ্রীব, রূপবান (পুত্র) দিন। আর্ষ বিশ্বদেবগণ সদ্য-নির্গত স্তুতি ও হব্য আকাঙ্ক্ষা করুন। ১৫। মশর্শার নামক রাজার চারটি শিশুপুত্র, জয়শীল অযবস নামক রাজার তিন পুত্র আমাকে বাধা দিচ্ছে (২), হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের অতি বিস্তৃত ও শোভন দীপ্তিশালী রথ সূর্যের ন্যায় দ্যুতিলাভ করেছে।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন ইষ্টাশ্ব ও ইষ্টরশ্মি দুজন রাজার নাম। পণ্ডিতবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এ ইষ্টাশ্বই জেন্দ ধর্ম প্রচারক বিষ্টাস্প এবং পারসীকগণ তাঁকে গুষ্টাষ্প বা কুষ্টাম্প বলত। See preface to Rig Veda Sanhita pp 14—17. সায়ণ এ দু রাজার সম্বন্ধে কোনও বিবরণ দেন নি।

১২৩ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পৃথূ রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যৈনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।
কৃষ্ণাদুদস্থাদর্যা বিহায়াশ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায় ॥ ১
পূর্বা বিশ্বস্মাদ্ভুবনাদবোধি জয়ন্তী বাজং বৃহতী সনুত্রী।
উচ্চা ব্যখ্যদ্যুবতিঃ পুনর্ভূরোষা অগন্ প্রথমা পূর্বহূতৌ ॥ ২
যদদ্য ভাগং বিভজাসি নৃভ্য উষো দেবি মর্ত্যত্রা সুজাতে।
দেবো নো অত্র সবিতা দমূনা অনাগসো বোচতি সূর্যায় ॥ ৩
গৃহং গৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবেদিবে অধি নামা দধানা।
সিষাসন্তী দ্যোতনা শশ্বদাগাদগ্রমগ্রমিদ্ ভজতে বসূনাম্ ॥ ৪
ভগস্য স্বসা বরুণস্য জামিরুষঃ সূনৃতে প্রথমা জরস্ব।
পশ্চা স দধ্যা যো অঘস্য ধাতা জয়েম তং দক্ষিণয়া রথেন ॥ ৫
উদীরতাং সূনৃতা উৎপুরন্ধীরুদগ্নয়ঃ শুশুচানাসো অস্থুঃ।
স্পার্হা বসূনি তমসাপগূড়্হাবিষ্কৃণ্বন্তুষসো বিভাতীঃ ॥ ৬
অপান্যদেত্যভ্য ন্যদেতি বিষুরূপে অহনী সঞ্চরেতে।
পরিক্ষিতোস্তমো অন্যা গুহাকরদ্যৌদুষাঃ শোশুচতা রথেন ॥ ৭
সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচন্তে বরুণস্য ধাম।
অনবদ্যাস্ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরিযন্তি সদ্যঃ ॥ ৮
জানত্যহ্নঃ প্রথমস্য নাম শুক্রা কৃষ্ণাদজনিষ্ট শ্বিতীচী।
ঋতস্য যোষা ন মিনাতি ধামাহরহ নিষ্কৃতমাচরন্তী ॥ ৯
কন্যেব তন্বা শাশদানাঁ এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণম্;
সংস্ময়মানা যুবতিঃ পুরস্তাদাবি র্বক্ষাংসি কৃণুষে বিভাতী ॥ ১০
সুসংকাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষাবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্।
ভদ্রা ত্বমুষে বিতরং ব্যুচ্ছ ন তত্তে অন্যা উষসো নশন্ত ॥ ১১

অশ্বাবতী গোমতী বিশ্ববারা যতমানা রশ্মিভিঃ সূর্যস্য।
পরা চ যন্তি পুনরা চ যন্তি ভদ্রা নাম বহমানা উষাসঃ ॥ ১২
ঋতস্য রশ্মিমনুযচ্ছমানা ভদ্রং ভদ্রং ক্রতুমস্মাসু ধেহি।
উষো নো অদ্য সুহবা ব্যুচ্ছাস্মাসু রায়ো মঘবৎসু চ স্যুঃ ॥ ১৩

অনুবাদ: ১। দক্ষিণা উষার রথ সংযোজিত হয়েছে। মরণরহিত দেবগণ এ রথে আরোহণ করলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হতে পূজনীয়া, বিচিত্র-গতিমতি ও মনুষ্য আবাসের রোগনাশিনী উষা উদয় হলেন। ২। সমস্ত ভূতগণের পূর্বেই উষা জাগরিত হলেন। তিনি অন্নদায়িনী মহতী ও জগতের সুখদায়িনী, তিনি যুবতী এবং বার বার আবির্ভূত হন; উর্ধ্বস্থিতা উষাদেবী আমাদের আহ্বানে প্রথমেই আসেন। ৩। হে সুজাতা উষা! তুমি মনুষ্যগণের পালয়িত্রী, তুমি অদ্য মনুষ্যদের যে আলোকভাব প্রদান কর; দানশীল সবিতা, সূর্যের আগমনার্থ সে আলোক দান করে আমাদের পাপ রহিত বলে স্বীকার করুন। ৪। অহনা (১) নম্রভাবে প্রত্যহ প্রতিগৃহ অভিমুখে যান, ভোগেচ্ছাশালিনী দ্যুতিমতী প্রত্যহ আসেন এবং (হব্যরূপ) ধরনের শ্রেষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করেন। ৫। হে সূনৃতা উষা! তুমি ভগের ভগিনী এবং বরুণের ভগিনী, তুমি প্রথমা, তোমাকে সকলে স্তব করুক। পশ্চাৎ যে দুঃখের উৎপাদক সে আসুক। তোমার সহায়তা পেয়ে তাকে রথদ্বারা জয় করব। ৬। সূনৃত বাক্য উচ্চারিত হোক। প্রজ্ঞা উন্মিষিত হোক। অত্যন্ত দীপ্যমান অগ্নিসমূহ প্রজ্বলিত হোক। যেহেতু বিচিত্র প্রভাবতী উষা অন্ধকারাবৃত স্পৃহণীয় বসু আবিষ্কার করছেন। ৭। বিচিত্র রূপবতী আহোরাত্র দেবতাদ্বয় ব্যবধানরহিতভাবে চলছেন। একজন যান আর একজন আসেন। পর্যায়গামিনী দেবতাদ্বয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন অন্য জন অর্থাৎ উষা অত্যন্ত দীপ্তিমান রথদ্বারা তা প্রকাশিত করেন। ৮। অদ্যও যেরূপ কল্যও সেরূপ উষা-দেবীগণ অনবদ্য। প্রতিদিন তারা বরুণের অবস্থিতিস্থান হতে ত্রিংশৎযোজন অগ্রে অবস্থিত হন (২)। এক এক উষা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম নির্বাহ করেন। ৯। উষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হতে তাঁর উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিত হন কিন্তু তা হ্রাস করেন না বরং তার শোভা সম্পাদন করেন। ১০। দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করে তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান সূর্যের নিকট যাও। যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্টা হয়ে ঈষৎ হাস্য করে তার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর। ১১। মাতা দেহমার্জন করে দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয় তুমিও সেরূপ হয়ে দর্শনার্থে আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করে দাও, অন্য উষা তোমার কার্য ব্যপ্ত করবে না। ১২। অশ্ববিশিষ্টা গোবিশিষ্টা, সর্বকালীনা ও সূর্যরশ্মির সাথে একত্রে প্রযতবতী উষাদেবীগণ কল্যাণকর নাম ধারণ করে নিবৃত্ত হন আবার আসেন। ১৩। সূর্যের রশ্মির অনুগমন করে (আমাদের) কল্যাণকর প্রজ্ঞা দাও, আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা (হবিলক্ষণ) ধনযুক্ত, আমাদের ধন হোক।

টীকা: ১। 'অহনা' উষার নাম (যাস্ক)। গ্রীকদের Athena এ অহনা শব্দের প্রতিরূপ। ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখুন। ২। বরুণ অর্থে এখানে সূর্য— সায়ণ। সায়ণ বলেন সূর্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন। তা হলে সূর্য প্রত্যেক দণ্ডে ৭৯ যোজন ভ্রমণ করেন। অতএব উষা যদি সূর্যের ৩০ যোজন পূর্বগামী হন

তা হলে সূর্যোদয়ের প্রায় অর্ধদণ্ড (৩/৮ দণ্ড) পূর্বে উষার উদয়। সূর্যের দৈনিক গতি সম্বন্ধে পণ্ডিতবর বেণ্টলী এরূপ লিখেছেন : "The reckoning of the sun's daily journey, cited by Sayana, perhaps from some text of the Vedas is much nearer the truth than that of the Puranas, being something more than 20 000 miles and being in fact the equatorial circumference of the earth." Bentley—Hindu Astronomy.

১২৪ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষা উচ্ছন্তী সমিধানে অগ্না উদ্যান্‌ৎসূর্য উর্বিয়া জ্যোতিরশ্রেৎ।
দেবো নো অত্র সবিতা স্বর্থং প্রাসাবীদ্দ্বিপৎপ্র চতুষ্পসদিত্যৈ ॥ ১
অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি।
ঈয়ুষীণামুপমা শশ্বতীনামায়তীনাং প্রথমোষা ব্যদ্যৌৎ ॥ ২
এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি জ্যোতি র্বসানা সমনা পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ॥ ৩
উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্ ॥ ৪
পূর্বে অর্ধে রজসো অপ্‌ত্যস্য গবাং জনিত্র্যকৃত প্র কেতুম্ ॥
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয় ওভা পৃণন্তী পিত্রোরুপস্থা ॥ ৫
এবেদেষা পুরুতমা দৃশে কং নাজামিং ন পরি বৃণক্তি জামিম্।
অরেপসা তন্বাশাশদানা নার্ভাদীষতে ন মহো বিভাতী ॥ ৬
অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী গর্তারুগিব সনয়ে ধনানাম্।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নি রিণীতে অপ্সঃ ॥ ৭
স্বসা স্বস্রে জ্যায়স্যৈ যোনিমারৈগপৈত্যস্যাঃ প্রতিচক্ষ্যেব।
ব্যুচ্ছন্তী রশ্মিভিঃ সূর্যস্যাঞ্জ্যংক্তে সমনগা ইব ব্রাঃ ॥ ৮
আসাং পূর্বাসামহসু স্বসৄণামপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ।
তাঃ প্রত্নবন্নব্যসী র্নূনমস্মে রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ ॥ ৯
প্র বোধয়োষঃ পৃণতো মঘোন্যবুধ্যমানাঃ পনয়ঃ সসন্তু।
রেবদুচ্ছ মঘবদ্ভ্যো মঘোনি রেবৎস্তোত্রে সূনৃতে জারয়ন্তী ॥ ১০
অবেয়মশ্বৈদ্যুবতিঃ পুরস্তাদ্যুংক্তে গবামরুণানামনীকম্।
বি নূনমুচ্ছাদসতি প্র কেতু গৃহং গৃহমুপ তিষ্ঠাতে অগ্নিঃ ॥ ১১
উত্তে বয়শ্চিদ্বসতেরপপ্তন্নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ১২
অস্তোঢ্বং স্তোম্যা ব্রহ্মণা মেহবীবৃধধ্বমুতীরুষাসঃ।
যুষ্মাকং দেবীরবসা সনেম সহস্রিণং চ শতিনং চ বাজম্ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। অগ্নি সমিধ্যমান হলে উষা অন্ধকার নিরারণ করে সূর্যোদয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতি প্রকাশ করেন। সবিতা আমাদের ব্যবহারের জন্য দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট ধন দিন। ২। উষা দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকাল ক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য উষাগণের সদৃশী এবং আগামিনী উষাগণের প্রথমা। উষা দ্যুতি লাভ করেছেন। ৩। উষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পূর্বদিকে ক্রমে দেখা দেন। সূর্যের অভিপ্রায় জেনেই যেন তাঁরা

পথে সম্যকরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখনও দিক সমূহের হিংসা করেন না। ৪। সূর্য যেমন নিজ বক্ষ আবিষ্কার করেন এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন সেরূপ উষা আপনাকে আবিষ্কার করেছেন। গৃহিণী জেগে যেমন সকলকে জাগান, উষাও জগতীজনকে সেরূপ জাগরিত করেন, উষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকবার আসেন। ৫। উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্বভাগে উৎপন্ন হয়ে দিকসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করেন। ইনি পিতৃস্থানীয় স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গে থেকে আত্মতেজদ্বারা উভয়কে পরিপূর্ণ করে বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্টরূপে প্রথিত হয়েছেন। ৬। এ প্রকারেই উষা অত্যন্ত বিস্তৃত হয়ে সুখে দর্শন করবার জন্য বিজাতীয় এবং স্বজাতীয় কাকেও পরিত্যাগ করেন না। প্রকাশবতী উষা নির্মল শরীরে ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু হতেই পরাবৃত্ত হন না। ৭। ভাতৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হয়ে পুরুষের নিকট আসে, গতভর্তৃকা যেমন ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণ করে (১), উষাও সেরূপ করেন। জায়া যেরূপ পতি অভিলাষিণী হয়ে সুবস্ত্র পরিধান করে হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেরূপ করেন। ৮। স্বসা রাত জ্যেষ্ঠ স্বসা উষাকে উৎপত্তি স্থান (অপর রাত্রিরূপ) প্রদান করেছেন এবং উষাকে জানিয়ে স্বয়ং চলে যাচ্ছেন। উষা সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধকার দূর করে বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করেছেন। ৯। এ সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ যান। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের ন্যায় সুদিন এনে আমাদের বহু ধনবিশিষ্ট করে প্রকাশ করুন। ১০। হে ধনবতী উষা! হবিপ্রদগণকে জাগাও। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হয়ে নিদ্রা যাক। হে ধনবতী! ধনবান যজমানগণের সমৃদ্ধি প্রদান কর। হে সূনৃতে! তুমি সর্বপ্রাণিগণকে ক্ষীণ কর, তুমি যজমানকে সমৃদ্ধি প্রদান কর। ১১। যুবতী উষা পূর্বদিক হতে আসছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগণকে রথে যোজন করেছেন। দিবসের সূচনা করে রূপরহিত অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হচ্ছে। ১২। হে উষা! তোমার উদয় হলে পক্ষীগণ বসতিস্থান হতে ঊর্ধ্বে উৎপতিত হচ্ছে। অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ উন্মুখ হয়ে গমন করছে। হে দেবি! দেবযজন গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বহুধন আন। ১৩। হে স্তোমার্হ উষাগণ! তোমরা আমার মন্ত্রদ্বারা স্তুত হও। আমার সমৃদ্ধি কামনা করে আমাদের বর্ধিত কর। হে দেবীগণ! তোমার রক্ষালাভ করে আমরা সহস্রসংখ্যক ধনলাভ করব।

টীকা: ১। 'গর্তারুগিব সময়ে ধনানাং' অর্থাৎ ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণকারীর ন্যায়। গর্তা অর্থে গৃহ। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্তা অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান; পতিহীন নারী কখন কখন দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা অর্থলাভ করত।

১২৫ সূক্ত। দানদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

প্রাত্য রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি তং চিকিত্বান্ প্রতিগৃহ্যা নি ধত্তে।
তেন প্রজাং বর্ধয়মান আয়ু রায়স্পোষেণ সচতে সুবীরঃ ॥ ১
সুগুরসৎসুহিরণ্যঃ স্বশ্বো বৃহদস্মৈ বয় ইন্দ্রো দধাতি।
যস্তারয়ন্তং বসুনা প্রাতরিত্বো মুক্ষীজয়েব পদিমুৎসিনাতি ॥ ২
আয়মদ্য সুকৃতং প্রাতরিচ্ছন্নিষ্টেঃ পুত্রং বসুমতা রথেন।
অংশোঃ সুতং পায়য় মৎসরস্য ক্ষয়দ্বীরং বর্ধয় সূনৃতাভিঃ ॥ ৩

উপ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ময়োভুবা ঈজানং চ যক্ষ্যমাণং চ ধেনবঃ।
পৃণন্তং চ পপুরিং চ শ্রবস্যবো ঘৃতস্য ধারা উপ যন্তি বিশ্বতঃ ॥ ৪
নাকস্য পৃষ্ঠে অধি তিষ্ঠতি শ্রিতো যঃ পৃণাতি স হ দেবেষু গচ্ছতি।
তস্মা আপো ঘৃতমর্ষন্তি সিন্ধবস্তস্মা ইয়ং দক্ষিণা পিন্বতে সদা ॥ ৫
দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্যাসঃ।
দক্ষিণাবন্তো অমৃতং ভজন্তে দক্ষিণাবন্তঃ প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ৬
মা পৃণন্তো দুরিতমেন আরন্মা জারিষুঃ সূরয়ঃ সুব্রতাসঃ।
অন্যস্তেষাং পরিধিরস্তু কশ্চিদপৃণন্তমভি সং যন্তু শোকাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। স্বনয় রাজা প্রাতঃকালে এসে প্রাতঃকালেই রত্ন এনে রাখলেন। কক্ষীবান চেতনা পেয়ে রত্ন গ্রহণ করে স্থাপন করলেন সুবীর দীর্ঘতমা সে রত্নদ্বারা প্রজা ও আয়ুবর্ধন করে ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন (১)। ২। তাঁর অনেক গোধন হোক। তিনি বহু সুবর্ণবান ও বহু অশ্ববান হোন। ইন্দ্র তাঁকে প্রভুত অন্ন প্রদান করুন। লোকে যেমন রশি দিয়ে পশুপক্ষ্যাদি বাঁধে তিনিও সেরূপ প্রাতঃকালে এসে পদরজে আগমনকারীকে ধনদ্বারা আবদ্ধ করেছেন। ৩। আমি যজ্ঞের ত্রাতা শোভন কর্মকারীকে দেখবার ইচ্ছা করে সমৃদ্ধরথে আরোহণ করে অদ্য উপস্থিত হয়েছি। দিপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান কর। বহু বীরপুত্রাদিবিশিষ্টকে প্রিয় ও সত্যবাক্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর। ৪। প্রস্রুত পয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ যজমান এবং যজ্ঞ সংকল্পকারীর নিকটে গিয়ে দুগ্ধ প্রদান করছে। সমৃদ্ধির হেতুভূত ঘৃতধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চারদিক হতে উপস্থিত হচ্ছে। ৫। যে ব্যক্তি দেবতাদের প্রীত করে সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে এবং দেবতাদের মধ্যে যায়। স্যন্দনশীল জল তার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। ভূমিও শস্যাদি ফল সম্পাদনক্ষম হয়ে তার সন্তোষ সাধন করে। ৬। যে ব্যক্তি দক্ষিণা দেয়, এ বিচিত্র বস্তু সকল তারই হয়। দক্ষিণাপ্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য বিদ্যমান আছে। দক্ষিণা প্রদাতৃগণই জরা মরণ রহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা প্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ুলাভ করে। ৭। যারা দেবতাদের প্রীত করে, তারা দুঃখ এবং পাপপ্রাপ্ত হয় না। শোভন ব্রতশালী স্তোতৃগণও জরাগ্রস্ত হয় না। দেবতাদের প্রীতিপদ ও স্তুতিকারী ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আশ্রয় করুক। যারা দেবতাদের প্রীত না করে শোক তাদের প্রাপ্ত হোক।

টীকা ঃ ১ কক্ষীবান অধ্যয়ন সমাপ্ত করে গৃহে গমনকালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সাথে সেখানে এসে কক্ষীবানের রূপ দেখে তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং আপন দশ কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ দিয়ে তাঁকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করলেন। কক্ষীবান গৃহে এসে এ অর্থ সমুদয় পিতাকে অর্পণ করলেন। সায়ণ। অতএব স্বনয় রাজার দানই এ সূক্তের দেবতা, অর্থাৎ সে দান সম্বন্ধে এ সূক্ত রচিত হয়েছে।

১২৬ সূক্ত ॥ ১ হতে ৫ ঋক্, কক্ষীবান ঋষি, রাজা ভাবয়ব্যের উপলক্ষে। ৬ ঋক, উক্ত রাজা ঋষি, তাঁর স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে। ৭ ঋক্, লোমশা ঋষি, তাঁর স্বামীর উপলক্ষে। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অমন্দান্ স্তোমান্ প্র ভরে মনীষা সিন্ধাবধি ক্ষিয়তো ভাব্যস্য।
যো মে সহস্রমমিমীত সবানতূর্তো রাজা শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥ ১

শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কাঞ্ছতমশ্বান্ প্রয়তান্ সদ্য আদম্ ।
শতং কক্ষীবাঁ অসুরস্য গোনাং দিবি শ্রবোহজরমা ততান ॥ ২
উপ মা শ্যাবাঃ স্বনয়েন দত্তা বধূমন্তো দশ রথাসো অস্থুঃ ।
ষষ্টিঃ সহস্রমনু গব্যমাগাৎ সনৎকক্ষীবাঁ অভিপিত্বে অহ্নাম্ ॥ ৩
চত্বারিংশদ্দশরথস্য শোণাঃ সহস্রস্যাগ্রে শ্রেণিং নয়ন্তি ।
মদচ্যুতঃ কৃশনাবতো অত্যান্ কক্ষীবন্ত উদমৃক্ষন্ত পজ্রাঃ ॥ ৪
পূর্বামনু প্রযতিমাদদে বস্ত্রীন্যুক্তাঁ অষ্টাবরিধায়সো গাঃ ।
সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐষন্ত পজ্রাঃ ॥ ৫
আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জঙ্গহে ।
দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা ॥ ৬
উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ ।
সর্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। সিন্ধুনিবাসী ভাবয়ব্যের জন্য (১) নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন করি। হিংসারহিত রাজা, কীর্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোম যাগের অনুষ্ঠান করেছেন। ২। অসুর রাজা গ্রহণের জন্য আমাকে যাচঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কক্ষীবান তাঁর নিকট শত নিষ্ক (২), শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ গ্রহণ করলাম। রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্তি বিস্তার করবেন। ৩। স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত ও শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত হল। কক্ষীবান গ্রহণ করে পর দিনেই তা আপনার পিতাকে দান করলেন। ৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করে মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদের মার্জন করতে লাগল। ৫। হে বন্ধুগণ! পূর্বের দান স্মরণ করে তোমাদের জন্য একাদশ সংযুক্ত রথ এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করেছি। প্রজাসমূহের ন্যায় পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হয়ে আঙ্গিরাগণ শকটবিশিষ্ট হয়ে কীর্তিলাভের চেষ্টা করুক। ৬। এ সম্ভোগযোগ্য রমণী বিশেষরূপে আলিঙ্গিতা হয়ে সুতবৎসা নকুলীর ন্যায় চিরকাল রমণ করে। বহু তেজোযুক্তা হয়ে রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করছে। ৭। নিকটে এসে বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমার অঙ্গে লোম অল্প মনে করো না, আমি গন্ধার দেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা (৩)।

টীকা ঃ ১। তৎপুত্রস্য স্বনয়স্য ইত্যর্থঃ। সায়ণ। "Either the river Indus or the seashore."—Wilson. ২। নিষ্ক শব্দের দুটি অর্থ ঃ (১) আভরণ, (২) সুবর্ণ। প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ খণ্ড অর্থাৎ নিষ্ক, মুদ্রা রূপে প্রচলিত ছিল এবং তা কণ্ঠের আভরণ রূপেও ব্যবহৃত হত। ৩। বর্তমানের পেশাওয়র প্রদেশকে পূর্বকালে গান্ধার দেশ বলা হত। পেশাওয়র, লাহোর, কাশ্মীর, অমৃতসর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ অদ্যাপি লোমপূর্ণ মেষ ও ছাগ এবং উত্তম শাল ও পশমী বস্ত্রাদির জন্য প্রসিদ্ধ।

১২৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তং বসুং সূনুং সহসো জাতবেদসম্
বিপ্রং ন জাতবেদসম্। য ঊর্ধ্বয়া স্বধ্বরো দেবো দেবাচ্যা কৃপা
ঘৃতস্য বিভ্রাষ্টিমনু বষ্টি শোচিষাজুহ্বানস্য সর্পিষঃ ॥ ১

যজিষ্ঠং ত্বা যজমানা হুবেম জ্যেষ্ঠমঙ্গিরসাং বিপ্র মন্মভি র্বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ।
পরিজ্মানমিব দ্যাং হোতারং চর্ষণীনাম্।
শোচিষ্কেশং বৃষণং যমিমা বিশঃ প্রাবন্তু জূতয়ে বিশঃ ॥ ২
স হি পুরু চিদোজসা বিরুক্মতা দীদ্যানো ভবতি দ্রুহন্তরঃ পরশুর্ন দ্রুহন্তরঃ।
বীলু চিদ্যস্য সমৃতৌ শ্রুবদ্বনেব যৎস্থিরম্।
নিষহমাণো যমতে নায়তে ধন্বাসহা নায়তে ॥ ৩
দৃঢ়্হা চিদস্মা অনু দুর্যথা বিদে তেজিষ্ঠাভিররণিভি র্দাষ্ট্যবসেহগ্নয়ে দাষ্ট্যবসে।
প্র যঃ পুরূণি গাহতে তক্ষদ্বনেব শোচিষা।
স্থিরা চিদন্না নি রিণাত্যোজসা নি স্থিরাণি চিদোজসা ॥ ৪
তমস্য পৃক্ষমুপরাসু ধীমহি নক্তং যঃ সুদর্শতরো দিবাতরাদপ্রায়ুষে দিবাতরাৎ।
আদস্যায়ুর্গ্রভণবদ্বীলু শর্ম ন সূনবে।
ভক্তমভক্তমবো ব্যন্তো অজরা অগ্নয়ো ব্যন্তো অজরাঃ ॥ ৫
স হি শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণিরপ্নস্বতীষূর্বরাস্বিষ্টনিরার্তনাস্বিষ্টনিঃ।
আদদ্ধব্যান্যাদদি র্যজ্ঞস্য কেতুরর্হণা।
অধ স্মাস্য হর্ষতো হৃষীবতো বিশ্বে জুষন্ত পন্থাং নরঃ শুভে ন পন্থাম্ ॥ ৬
দ্বিতা যদীং কীস্তাসো অভিদ্যবো নমস্যন্ত উপবোচন্ত। ভৃগবো মথ্নন্তো দাশা ভৃগবঃ।
অগ্নিরীশে বসূনাং শুচির্যো ধর্ণিরেষাম্।
প্রিয়াঁ অপিধীঁর্বনিষীষ্ট মেধির আ বনিষীষ্ট মেধিরঃ ॥ ৭
বিশ্বাসাং ত্বা বিশাং পতিং হবামহে সর্বাসাং সমানং দম্পতিং ভুজে সত্যগির্বাহসং
ভুজে। অতিথিং মানুষাণাং পিতুর্ন যস্যাসয়া।
অমী চ বিশ্বে অমৃতাস আ বয়ো হব্যা দেবেষ্বা বয়ঃ ॥ ৮
ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ শুষ্মিন্তমো জায়সে দেবতাতয়ে রয়িন দেবতাতয়ে।
শুষ্মিন্তমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ।
অধ স্মা তে পরি চরন্ত্যজর শ্রুষ্টীবানো নাজর ॥ ৯
প্র বো মহে সহসা সহস্বত উষর্বুধে পশুষে নাগ্নয়ে স্তোমো বভূত্বগ্নয়ে।
প্রতি যদীং হবিষ্মান্বিশ্বাসু তাসু জোগুবে।
অগ্রে রেভো ন জরত ঋষূণাং জূর্ণির্হোত ঋষূণাম ॥ ১০
স নো নেদিষ্ঠং দদৃশান আ ভরাগ্নে দেবেভিঃ সচনাঃ সুচেতুনা মহো রায়ঃ সুচেতুনা
মহি শবিষ্ঠ নস্কৃধি সঞ্চক্ষে ভুজে অস্যৈ।
মহি স্তোতৃভ্যো মঘবন্ত্সুবীর্যং মথীরুগ্রো ন শবসা ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ; সকলের নিবাস ভূমিস্বরূপ এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলে সম্মান করি। যজ্ঞনির্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেব পূজা সমর্থ হয়ে; চতুর্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করে, নিজ শিখাদ্বারা তা প্রার্থনা করছেন। ২। হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদের উপকারার্থে মনন সাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্বতোগামী সূর্যের ন্যায় তুমি যজমানদের জন্য দেবতাদের আহ্বান করে থাক। তুমি কেশবৎ আয়ত জ্বালাবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুক। ৩। অগ্নি বিশেষ দীপ্তিবিশিষ্ট জ্বালাদ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান ; তিনি বিদ্রোহীদের ছেদনার্থে পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ, তাঁর সাথে মিলিত হলে দৃঢ় ও স্থির বস্তুও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রু পরাভবকারী ধনুর্ধর যেরূপ পালায়

না, অগ্নিও সেরূপ শত্রুদের অভিভব কার্য হতে বিরত হন না । ৪ । যেমন বিদ্বান ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায় সেরূপ অগ্নিকে সারবান (হব্য) মন্ত্রানুক্রমে প্রদান করছে । অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদের রক্ষার্থ ধন প্রদান করেন । যজমানও রক্ষার্থে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন । অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশ করে শিখাদ্বারা তা বনের ন্যায় দহন করেন । অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজশিখাদ্বারা পাক করেন এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন । ৫ । অগ্নি রাতে দিন হতেও অধিক দর্শনীয়, অগ্নি দিনে সম্যক আয়ু শূন্য, আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য দান করি । পিতার নিকট পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহলাভ করে সেরূপ অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন । অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝেও উভয়কেই রক্ষা করেন । অগ্নি হব্য ভক্ষণ করে অজর হন । ৬ । স্তুত্য অগ্নি মরুৎ বলের ন্যায় প্রভূত ধ্বনিযুক্ত । কর্মবিশিষ্ট উর্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত; সৈন্য বিজয়ের জন্য অগ্নির যাগ করা উচিত । অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন । অগ্নি সর্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ এবং সর্বত্র পূজনীয় । যজমানদের হর্ষদায়ী ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভয় রাজপথের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মনুষ্য সেবা করে । ৭ । উভয় প্রকার অগ্নির গুণকীর্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কার কুশল ও হব্যদাতা ভৃগু গোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ হবির্দানার্থ অরণি দ্বারা অগ্নিমন্থন এবং স্তব করছেন । প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর । অগ্নি যজ্ঞবান এবং পর্যাপ্তরূপে প্রিয়হব্য ভোগ করেন, তিনি মেধাবী এবং অন্য দেবতাকেও ভাগ দেন । ৮ । সমস্ত যজ-মানের রক্ষক, একরূপেই সমস্ত লোকের গৃহ পালক, অবিসংবাদি ফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিবৎ মনুষ্যদের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহবান করি । পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেরূপ এ সমস্ত দেবগণ হব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট যান, ঋত্বিকগণও দেবগণের যাগকালে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন । ৯ । ধন যেমন দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হয় সেরূপ হে অগ্নি ! তুমিও দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হও । তুমি নিজবলে শত্রুদের অভিভবিতা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তোমার আনন্দ অত্যন্ত বলপ্রদ, তোমার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ । হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিবারক অগ্নি ! এ জন্যই যজমানেরা দূতের ন্যায় তোমার পরি-চর্যা করে । ১০ । হে স্তোতৃগণ ! যেহেতু হবিষ্মান যজমান এ অগ্নির উদ্দেশে সমস্ত বেদি ভূমিতে বার বার গমন করছেন, অতএব তোমাদের স্তোত্র সে পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল এবং পশুপ্রদ অগ্নির প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হোক । ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেরূপ হোতা অগ্রে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন । ১১ । হে অগ্নি ! যদিও তোমাকে নিকটে দীপ্তরূপে দেখতে পাই, তথাপি তুমি দেবতাদের সাথে আহার কর । তুমি শোভন অন্তঃকরণে তোমার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করে পূজনীয় ধন আহরণ কর । হে বলবান অগ্নি ! আমাদের জন্য প্রভূত অন্ন প্রদান কর, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করতে পারি । হে মঘবন অগ্নি । স্তোতৃদের জন্য সুবীর্যবৎ ধন দাও । প্রভূত বলবিশিষ্ট হয়ে ক্রূর ব্যক্তি যেরূপ শত্রু নাশ করে, সেরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ কর।

১২৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা । দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি । অত্যষ্টি ছন্দ ।
অয়ং জায়ত মনুষো ধীরমণি হোতা যজিষ্ঠ উশিজামনু ব্রতমগ্নিঃ স্বমনু ব্রতম্ ।
বিশ্বশ্রুষ্টিঃ সখীয়তে রয়িরিব শ্রবস্যতে ।
অদব্ধো হোতা নি ষদদিলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে ॥ ১

তং যজ্ঞসাধমপি বাতয়ামস্যৃতস্য পথা নমসা হবিষ্মতা দেবতাতা হবিষ্মতা।
স ন উর্জামুপাভৃত্যয়া কৃপা ন জূর্যতি।
যং মাতরিশ্বা মনবে পরাবতো দেবং ভাঃ পরাবতঃ ॥ ২
এবেন সদ্যঃ পর্যেতি পার্থিবং মুহুর্গীরেতা বৃষভঃ কনিক্রদদ্দধদ্রেতঃ কনিক্রদৎ।
শতং চক্ষাণো অক্ষভি র্দেবো বনেষু তুর্বণিঃ।
সদো দধান উপরেষু সানুষ্বগ্নিঃ পরেষু সানুষু ॥ ৩
স সুক্রতুঃ পুরোহিতো দমেদমেহগ্নি র্যজ্ঞস্যাধ্বরস্য চেততি ক্রত্বা যজ্ঞস্য চেততি।
ক্রত্বা বেধা ইষূয়তে বিশ্বা জাতানি পস্পশে।
যতো ঘৃতশ্রীরতিথিরজায়ত বহ্নির্বেধা অজায়ত ॥ ৪
ক্রত্বা যদস্য তবিষীষু পৃঞ্চতেহগ্নেরবেণ মরুতাং ন ভোজ্যেষিরায় ন ভোজ্যা।
স হি ষ্মা দানমিন্বতি বসূনাং চ মজ্মনা।
স নস্ত্রাসতে দুরিতাদভিহ্রুতঃ শংসাদঘাদভিহ্রুতঃ ॥ ৫
বিশ্বো বিহায়া অরতি র্বসুর্দধে হস্তে দক্ষিণে তরণির্ন শিশ্রথচ্ছ্রবস্যয়া ন শিশ্রথৎ।
বিশ্বস্মা ইদিষুধ্যতে দেবত্রা হব্যমোহিষে।
বিশ্বস্মা ইৎসুকৃতে বারমৃণ্বত্যগ্নি র্দ্বারা ব্যৃণ্বতি ॥ ৬
স মানুষে বৃজনে শন্তমো হিতোগ্নে র্যজ্ঞেষু জেন্যো ন বিশপতিঃ প্রিয়ো যজ্ঞেষু বিশ্পতিঃ। স হব্যা মানুষাণামিলা কৃতানি পত্যতে।
স নস্ত্রাসতে বরুণস্য ধূর্তের্মহো দেবস্য ধূর্তেঃ। ৭
অগ্নিং হোতারমীলতে বসুধিতিং প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং ন্যেরিরে হব্যবাহং ন্যেরিরে।
বিশ্বায়ুং বিশ্ববেদসং হোতারং যজতং কবিম্।
দেবাসো রণ্বমবসে বসূযবো গীর্ভী রণ্বং বসূয়বঃ ॥ ৮

অনুবাদ ; ১। দেবতাদের আহ্বাতা এবং অত্যন্ত যাগশীল এ অগ্নি ফলপ্রার্থীদের ব্রত ও আপনার ব্রত (হবিভোজন) উদ্দেশে মনুষ্য হতেই উৎপন্ন হন, সমস্ত বিষয় কর্মবান অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভিলাষী (যজমানের) ধনস্থানীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে ইলার বিহিত স্তুতি (১) অহিংসিত হোমনিস্পাদক, ঋত্বিগ্বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রয়েছেন। ২। আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমস্কারোপলক্ষিত স্তোত্রদ্বারা বহু হব্য বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষপূর্বক সেবা করি। সে অগ্নি আমাদের হব্যরূপ অন্ন গ্রহণের জন্য ক্ষমবান হয়ে নাশপ্রাপ্ত হবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হতে অগ্নিকে এনে দীপ্ত করেছিলেন (২), সেরূপ দূর হতে আমাদের যজ্ঞশালায় তিনি আসুন। ৩। সর্বদা গীয়মান, হবিষ্মান, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থবান অগ্নি শব্দ করে গমন করত সদ্য পার্থিব বেদীর চারদিকে শব্দ করে আসছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণ করে অক্ষস্থানীয় শিখাদ্বারা চারদিকে প্রকাশমান হচ্ছেন। সমুচ্ছ্রিত স্থানীয় অগ্নি ৎউকৃষ্ট যজ্ঞে সদা আসেন। ৪। শোভনকর্মা ও পুরোহিত অগ্নি প্রতি যজমান গৃহে নাশরহিত যজ্ঞ জানতে পারেন, তিনি ক্রতুদ্বারা যজ্ঞ জানতে পারেন। তিনি কর্মদ্বারা বিবিধ ফলদাতা হয়ে যজমানার্থ অন্ন ইচ্ছা করেন। তিনি হব্য প্রভৃতি স্পর্শ করেন কেন না তিনি ঘৃতভক্ষক অতিথি রূপে উৎপন্ন হয়েছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হলে হব্যদাতা বিবিধ ফলপ্রাপ্ত হন। ৫। মরুৎগণ যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করেন, এ অগ্নিকে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, সেরূপ যজমানগণ কর্মদ্বারা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজমান নিজ ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদের হরণ করছে, অগ্নি আমাদের হরণকারী দুঃখ ও হিংসক পাপ হতে রক্ষা করুন। ৬। বিশ্বাত্মক মহান ও বিরামরহিত অগ্নি সূর্যের ন্যায় দক্ষিণ

হস্তে ধন ধারণ করেন (২), তাঁর সে হস্ত যজ্ঞকারীর জন্য শ্লথ হয়। কেবল হবি-প্রাপ্তির আশায় অগ্নি তা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি! সমস্ত হবিস্কামী দেবতাদের জন্য তুমি হব্য বহন কর। অগ্নি সমস্ত সৎকার্যকারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করেন। ৭। মানুষের পাপ নিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার ন্যায় মানুষের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানদের বেদিতে সম্পাদিত হব্যের উদ্দেশে আসেন। অগ্নি আমাদের হিংসক বরুণের ভয় হতে সে মহৎ দেবের হিংসা হতে উদ্ধার করেন (৩)। ৮। ধনধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিকগণ স্তব করছে ও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়েছে। হব্যবাহী, প্রাণীদের জীবনস্বরূপ, সর্বপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাদের আহ্বানকর্তা, যজনীয় ও মেধাবী অগ্নিকে তারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়েছে। ঋত্বিকগণ অর্থকামী হয়ে অগ্নিকে হব্যরূপ অন্ন দেবার কামনা করে আশ্রয়লাভার্থে রমণীয় ও শব্দকারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা: ১। ৩১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ২। মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য অগ্নিকে এনেছিলেন, এ সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। আবার এস্থলে আমরা দেখছি যে মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নি এনেছিলেন। ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নি পূজা বিশেষরূপে প্রচার করেছিলেন তা এ সকল ঋক্ হতে প্রতীয়মান হচ্ছে। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখুন। ২। সূর্য হস্তে ধন ধারণ করেন সে বিষয়ে ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সায়ণ 'বরুণস্য' অর্থ করেছেন 'রারকস্য' অর্থাৎ যে যজ্ঞকার্যে বাধা দেয়। 'যদ্বা বরুণস্য পাপদেবস্য।' সায়ণ। বরুণ পাপের দণ্ডদাতা তা ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে দেখা যায়। ৭ মণ্ডলের ৮৬ সূক্ত ও ৮৯ সূক্ত দেখুন।

১২৯ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

যং ত্বং রথমিন্দ্র মেধসাতয়েহপাকা সন্তমিষির প্রণয়সি প্রানবদ্য নয়সি।
সদ্যশ্চিত্তমভিষ্টয়ে করো বশশ্চ বাজিনম্।
সাস্মাকমনবদ্য তূতুজান বেধসামিমাং বাচং ন বেধসাম্॥ ১
স শ্রুধি যঃ স্মা পৃতনাসু কাসু চিদ্দক্ষায্য ইন্দ্র ভরহূতয়ে নৃভিরসি প্রতূর্তয়ে নৃভিঃ।
যং শূরৈঃ স্বঃ সনিতা যো বিপ্রৈর্বাজং তরুতা।
তমীশানাস ইরধন্ত বাজিনং পৃক্ষমত্যং ন বাজিনম্॥ ২
দস্মো হি ষ্মা বৃষণং পিন্বসি ত্বচং কং চিদ্যাবীরররুং শূর মর্ত্যংপরিবৃণক্ষি মর্ত্যম্।
ইন্দ্রোত তুভ্যং তদ্দিবে তদ্রুদ্রায় স্বযশসে।
মিত্রায় বোচং বরুণায় সপ্রথঃ সুমৃলীকায় সপ্রথঃ॥ ৩
অস্মাকং ব ইন্দ্রমুশ্মসীষ্টয়ে সখায়ং বিশ্বায়ুং প্রাসহং যুজং বাজেষু প্রাসহং যুজম্।
অস্মাকং ব্রহ্মোতয়েহবা পৃৎসুষু কাসু চিৎ।
নহি ত্বা শত্রুঃ স্তরতে স্তৃণোষি বং বিশ্বং শত্রুং স্তৃণোষি যম্॥ ৪
নি যূ নমাতিমতিং কয়স্য চিত্তেজিষ্ঠাভিররণিভির্নোতিভিরুগ্রাভিরুগ্রোতিভিঃ।
নেষি ণো যথা পুরানেনাঃ শূর মন্যসে।
বিশ্বানি পূরোরপ পর্ষি বহ্নিরাসা বহ্নির্নো অচ্ছ॥ ৫
প্র তদ্বোচেয়ং ভব্যায়েন্দবে হব্যো ন য ইষবান্মন্ম রেজতি রক্ষোহা মন্ম রেজতি।
স্বয়ং সো অস্মদা নিবো বধৈরজেত দুর্মতিম্।
অব স্রবেদঘশংসোহবতরমব ক্ষুদ্রমিব স্রবেৎ॥ ৬

বনেম তদ্ধোত্রয়া চিতন্ত্যা বনেম রয়িং রয়িবঃ সুবীর্যং রণ্বং সন্তং সুবীর্যম্।
দুর্মন্মানং সুমন্তুভিরেমিষা পৃচীমহি।
আ সত্যাভিরিন্দ্রং দ্যুম্নহূতিভি র্যজত্রং দ্যুম্নহূতিভিঃ ॥ ৭
প্রপ্রা বো অস্মে স্বযশোভিরূতী পরিবর্গ ইন্দ্রো দুর্মতীনাং দরীমন্দুর্মতীনাম্।
স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যা ন উপেষে অত্রৈঃ।
হতেমসন্ন বক্ষতি ক্ষিপ্তা জূর্ণি ন বক্ষতি ॥ ৮
ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা যাহি পথাঁ অনেহসা পুরো যাহ্যরক্ষসা।
সচস্ব নঃ পরাক আ সচস্বাস্তমীক আ।
পাহি নো দূরাদারাদভিষ্টিভিঃ সদা পাহ্যভিষ্টিভিঃ ॥ ৯
ত্বং ন ইন্দ্র রায়া তরূষসোগ্রং চিত্ত্বা মহিমা সক্ষদবসে মহে মিত্রং নাবসে।
ওজিষ্ঠ ত্রাতরবিতা রথং কং চিদমর্ত্য।
অন্যমস্মদ্রিরিষেঃ কং চিদদ্রিবো রিরিক্ষন্তং চিদদ্রিব ॥ ১০
পাহি ন ইন্দ্র সুষ্টুত স্রিধোঽবয়াতা সদমিদ্দুর্মতীনাং দেবঃ সন্দুর্মতীনাম্।
হন্তা পাপস্য রক্ষসস্ত্রাতা বিপ্রস্য মাবতঃ।
অধা হি ত্বা জনিতা জীজনদ্বসো রক্ষোহণং ত্বা জীজনদ্বসো ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে হর্ষযুক্ত যজ্ঞগামী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণ করে যে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন যজমানের নিকট আস এবং যাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত কর, তাকে তৎক্ষণাৎ সফল মনোরথ এবং হব্যবিশিষ্ট করে দাও। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র! আমরা বেধাগণের মধ্যেও বেধা; আমরা স্তুতি করলে তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি ও হব্য গ্রহণ কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা, তুমি মরুৎগণের সাথে প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্ধাপূর্বক শত্রুসংহারে সমর্থ, তুমি শূরগণের সাথে স্বয়ং সংগ্রাম সুখ অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করলে তুমি তাদের অন্ন প্রদান কর, আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর। অভ্যর্থনা সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক, বৃষ্টি পূর্ণ ত্বকরূপ মেঘকে ভেদ করে জল সেচন কর এবং মর্ত্যের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরে বৃষ্টি শূন্য করে ছেড়ে দাও। হে ইন্দ্র! তোমার এ কার্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট ও প্রজাদের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলব। ৪। হে ঋত্বিকগণ! আমাদের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদের সখা, সর্বযজ্ঞগামী, শত্রুদের অভিভবকারী এবং আমাদের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদের পরাভব করেন এবং মরুৎগণের সাথে মিলিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পালনার্থে আমাদের (কর্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর। ৫। হে উগ্র ইন্দ্র! তোমার ভক্ত যজমানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষণকার্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহদ্বারা অবনত করে দাও। তুমি পূর্বকালে যেরূপ আমাদের পূর্বপুরুষদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে আমাদেরও সেরূপ নিয়ে যাও। তোমাকে লোকে নিষ্পাপ বলে জানে। হে ইন্দ্র! তুমি জগৎপালক হয়ে মানুষের সমস্ত পাপ দূর কর! আমাদের অভিমুখে যজ্ঞফল বহন করে অনিষ্ট বিনাশ কর। ৬। ভবনশীল ইন্দুর জন্য (১) আমরা এ স্তোত্র পাঠ করি, ইন্দু আগ্রহ সহকারে আমাদের কর্মের উদ্দেশ্যে, রক্ষোবিঘাতী আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায় আসছেন। তিনি নিজেই আমাদে নিন্দাকারী দুর্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন করে তাকে দূর করে দেবেন। চোর যেন অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের ন্যায় অধঃপতিত হয়। ৭। হে ইন্দ্র

স্তোত্রদ্বারা তোমার গুণকীর্তন করে তোমাকে ভজনা করি। হে ধনবান ইন্দ্র! আমরা সামর্থদায়ী, রমণীয়, নিত্য পুত্রভৃত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করব। হে ইন্দ্র! তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয়, আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্ন প্রাপ্ত হই। আমরা যেন বাগ্‌নিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী ও দ্যুম্নহূতি (২) অন্নবিশিষ্ট আহ্বানদ্বারা পেতে পারি। ৮। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদেরও আমাদের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আশ্রয়দান দ্বারা দুর্মতিদের বিনাশকর সংগ্রামে প্রবৃদ্ধ হন এবং দুর্মতিদের বিদীর্ণ করেন। আমাদের ভক্ষক শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা পাঠিয়েছিল সে সেনা স্বয়ং হত হয়েছে — আমাদের নিকটও আসে না, শত্রুদের নিকটও আসে না। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি রাক্ষসশূন্য পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন নিয়ে আমাদের নিকট এস। হে ইন্দ্র! তুমি দূরদেশ ও নিকট হতে এসে আমাদের সাথে মিলিত হও। তুমি দূরদেশ ও নিকট হতে যাগ নির্বাহের অভিপ্রায়ে আমাদের রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্বাহ করে সর্বথা আমাদের পালন কর। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি যে ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয় সে ধনদ্বারা আমাদের উদ্ধার কর। তুমি উগ্ররূপী। মিত্রের যেরূপ মহিমা, আমাদের রক্ষার জন্য তোমারও সেরূপ মহিমা হোক। হে বলবত্তম, পালক, ত্রাতা, মরণরহিত ইন্দ্র! তুমি যে কোন রথে চড়ে এস। হে শত্রুভক্ষক! আমরা ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা দাও। হে শত্রুভক্ষক! অত্যন্ত কুৎসিত শত্রুকে বাধা দাও। ১১। হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি দুঃখ হতে আমাদের রক্ষা কর। যেহেতু সর্বদা দুর্মতিদের অবনত কর। তুমি আমাদের স্তুতিতে হৃষ্ট হয়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারীদের দমন কর। তুমি পাপরাক্ষসের হন্তা এবং আমার মত মেধাবীগণের রক্ষক। হে জগন্নিবাস ইন্দ্র! জনিতা এ হেতু তোমাকে উৎপন্ন করেছেন (৩)। হে বাসপ্রদ! রাক্ষস নাশের জন্য তোমার উৎপত্তি হয়েছে!

টীকা ঃ ১। সায়ণ 'ইন্দু' শব্দের চন্দ্র অর্থ করেছেন। উইলসন ও লাংলোয়া সোমরস অর্থ করেছেন। ২। দ্যুম্নহূতি শব্দে আহ্বান বিশেষ বুঝায়। ৩। 'ত্বা জনিতাজীজনৎ বসো' অর্থ, হে বসু, জনিতা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। সে জনিতা কে? ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ৪ ঋকে আছে 'দ্যুঃ ইন্দ্রস্য কর্তা, ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এরূপ আছে। সায়ণ 'জনিতা' অর্থ করেছেন 'সর্বস্য আদিকর্তা পরমেশ্বরঃ।'

১৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্রদেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এন্দ্র যাহ্যুপ নঃ পরাবতো নায়মচ্ছা বিদথানীব সৎপতিরস্তং রাজেব সৎপতিঃ।
হবামহে ত্বা বয়ং প্রযস্বন্তঃ সুতে সচা।
পুত্রাসো ন পিতরং বাজসাতয়ে মংহিষ্ঠং বাজসাতয়ে ॥ ১
পিবা সোমমিন্দ্র সুবানমদ্রিভিঃ কোশেন সিক্তমবতং ন বংসগস্তাতৃষাণো ন বংসগঃ
মদায় হর্যতায় তে তুবিষ্টমায় ধায়সে।
আ ত্বা যচ্ছন্তু হরিতো ন সূর্যমহা বিশ্বেব সূর্যম্ ॥ ২
অবিন্দদ্দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বেন গর্ভং পরিবীতমশ্মন্যনন্তে অন্তরশ্মনি।
ব্রজং বজ্রী গবামিব সিষাসন্নঙ্গিরস্তমঃ।
অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ পরীবৃতা দ্বার ইষঃ পরীবৃতাঃ ॥ ৩
দাদৃহাণো বজ্রমিন্দ্রো গভস্ত্যোঃ ক্ষদ্মেব তিগ্মমসনায় সং শ্যদহিহত্যায় সং শ্যৎ
সম্বিব্যান ওজসা শবোভিরিন্দ্র মজ্মনা।
তষ্টেব বৃক্ষং বনিনো নি বৃশ্চসি পরশ্বেব নি বৃশ্চসি ॥ ৪

ধুং বৃথা নদ্য ইন্দ্র সর্তবেঽচ্ছা সমুদ্রমসৃজো রথা ইব বাজয়তো রথা ইব ।
ইত উতীরযুঞ্জত সমানমর্থমক্ষিতম্ ।
ধেনূরিব মনবে বিশ্বদোহসো জনায় বিশ্বদোহসঃ ॥ ৫
ইমাং তে বাচং বসূয়ন্ত আয়বো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃসুম্নায় ত্বামতক্ষিষুঃ।
শুম্ভন্তো জেন্যং যথা বাজেষু বিপ্র বাজিনম্ ।
অত্যমিব শবসে সাতয়ে ধনা বিশ্বা ধনানি সাতয়ে ॥ ৬
ভিনৎপুরোনবতিমিন্দ্রপূরবে দিবোদাসায় মহি দাশুষে নৃতো বজ্রেণ দাশুষে নৃতো।
অতিথিগ্বায় শম্বরং গিরেরুগ্রো অবাভরৎ ।
মহো ধনানি দয়মান ওজসা বিশ্বা ধনান্যোজসা ॥ ৭
ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু স্বর্মীঢ়হেস্বাজিষু ।
মনবে শাসদব্রতান্ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ ।
দক্ষন্ন বিশ্বং ততৃষাণমোষতি ন্যর্শসানমোষতি ॥ ৮
সূরশ্চক্রং প্র বৃহজ্জাত ওজসা প্রপিত্বে বাচমরুণো মুষায়তীশান আ মুষায়তি ।
উশনা যৎপরাবতোঽজগন্নূতয়ে কবে ।
সুম্নানি বিশ্বা মনুষেব তুর্বণিরহা বিশ্বে তুর্বণিঃ ॥ ৯
স নো নব্যেভি বৃষকর্মন্নুক্থৈঃ পুরাং দর্তঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ ।
দিবোদাসেভিরিন্দ্র স্তবানো বাবৃধীথা অহোভিরিব দ্যোঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! ঋত্বিকগণের পতি যজমান যেরূপ যজ্ঞশালায় আসেন এবং নক্ষত্রদের পতি চন্দ্র যেরূপ অস্তাচলে গমন করেন (১) তুমি সেরূপ পুরোবর্তী সোমের ন্যায় স্বর্গ হতে আমাদের নিকট এস । আমরা অন্নবিশিষ্ট হয়ে, পুত্রগণ যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেরূপ তোমাকে সোমাভিষবে আহ্বান করছি । আমরা ঋত্বিকগণের সাথে হব্য গ্রহণের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করছি । ২। রমণীয় গতি বৃষভ তৃষ্ণার্ত হয়ে যেমন কূপোদক পান করে; হে রমণীয়গতি ইন্দ্র ! তৃপ্তি, বিক্রম, মহত্ব ও আনন্দোৎপত্তির জন্য তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত সোমরস সেরূপ পান কর । হরিৎগণ যেরূপ সূর্যকে আনে; তোমরা অশ্বগণ সেরূপ প্রতিদিন তোমাকে আনুক । ৩। পক্ষীগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক রক্ষা করে) তা প্রাপ্ত হয়; সেরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত এবং অনন্ত ও অতিমহান প্রস্তর রাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হতে লাভ করলেন । অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্বে যেরূপ গোব্রজকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন. সেরূপ সোমরস প্রাপ্ত হলেন । ইন্দ্র চতুর্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (উদকের) দ্বার সকল উদ্ঘাটন করে চারি-দিকে অন্ন বিস্তার করলেন । ৪। ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্র ধারণ করে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করবার জন্য তা তীক্ষ্ন হলেও মন্ত্র সংস্কারদ্বারা জল যেন তীক্ষ্ন হয়, সে রূপ আরও তীক্ষ্ন করছেন, বৃত্রকে নাশ করবার জন্য আরও তীক্ষ্ন করছেন । হে ইন্দ্র ! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে ছেদন করে সেরূপ তুমি আপন শক্তি, তেজ ও শরীর বলে বর্ধিত হয়ে আমাদের শত্রুদের ছেদন করছ, যেমন পরশুদ্বারা ছেদন করছ । ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি সমুদ্রাভিমুখে যাবার জন্য নদীদের গমনশীল রথের ন্যায় অনায়াসে সৃজন করছ । সংগ্রামকামীগণ যেরূপ রথ সৃজন করে সেরূপ তুমিও করেছ । মনুর জন্য ধেনুগণ যেন সর্বার্থপ্রদ হয় এবং সমর্থ মানুষের জন্য ধেনুগণ যেরূপ ক্ষীরপ্রদ হয় সেরূপ অস্মদাভিমুখী নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে । ৬। কর্মকুশল ও ধীরব্যক্তি যেরূপ রথ নির্মাণ করে সেরূপ

ধনাভিলাষী মানুষ তোমার এ স্তুতি সম্পাদন করেছে। তারা আপন মঙ্গলের জন্য তোমাকে প্রীত করেছে। লোকে যেরূপ দিগ্বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মেধাবী দুর্ধর্ষ ইন্দ্র! তারা সেরূপ তোমার প্রশংসা করেছে। যুদ্ধে যেমন অশ্বের প্রশংসা হয়, সেরূপ বল, ধনরক্ষা ও সমস্ত মঙ্গল লাভের জন্য তোমার প্রশংসা হয়। ৭। হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র! তুমি হবিপ্রদায়ী, পুরু অতিথিগ্ব রাজার জন্য নবতী সংখ্যক নগরী নষ্ট করেছিলেন (২)। হে নৃত্যশীল ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা নষ্ট করেছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্বত হতে শম্বরকে নিয়ে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিলে এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তিদ্বারা অগাধ ধনদান করেছিলে, এমন কি সমস্ত ধন দান করেছিলেন। ৮। ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাকে রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মানুষের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদের শাসন করেন। তিনি কৃষ্ণর কৃষ্ণত্বকে উন্মোচন করে তাকে বধ করেন (৩) তিনি তাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদের এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের দগ্ধ করেন। ৯। ইন্দ্রসূর্যের রথচক্র গ্রহণ করলে তাঁর শরীরে বলবৃদ্ধি হল তিনি সে চক্র নিক্ষেপ করলেন এবং অরুণবর্ণরূপ ধারণ করে শত্রুদের নিকট গমন করে তাদের বাক্য হরণ করলেন, ঈশান ইন্দ্র তাদের বাক্য হরণ করলেন। হে কবি ইন্দ্র! তুমি উশনার রক্ষার্থে যেরূপ দূরবর্তী স্বর্গস্থান হতে এসেছিলে সে-রূপ আমাদের সমস্ত সুখসাধন ধনের সাথে আমাদের নিকট দ্রুতপদে এস। তুমি অন্য অন্য লোকের নিকটও এরূপে এসে থাক। তুমি আমাদের নিকট প্রত্যহই এস। ১০। হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র! তুমি আমাদের নূতন উকথে তুষ্ট হয়ে বিবিধ প্রকারে রক্ষা ও সুখদান করে আমাদের প্রতিপালন কর। আমরা দিবোদাস গোত্রোৎপন্ন, আমরা তোমায় স্তব করি, তুমি দিবসে সূর্যের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হও।

টীকা ঃ ১। 'সৎপতিঃ' শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সায়ণ এর এক অর্থ যজমান অন্য অর্থ চন্দ্র করেছেন। ২। সায়ণাচার্য, 'পুরু' শব্দের অর্থ অভিমত সাধক এবং -অতিথিগ্বা' শব্দের অর্থ অতিথির প্রতি গমনকারী করেছেন। কিন্তু ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকায় এবং ১১২ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকায় 'অতিথিগ্বা' শব্দটি দিবোদাসের একটি নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ও সূক্তের রচয়িতা, অতএব দিবোদাসের বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। ৩। প্রবাদ আছে যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণনামে এক কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তার দশসহস্র অনুচর লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করত। বৃহস্পতি মরুৎগণের সাথে ইন্দ্রকে তার বধের জন্য প্রেরণ করেন, ইন্দ্রও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করে তাদের নিরুপদ্রব করেন। সায়ণ। ১০১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

১৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো অনম্নতেন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভি দ্যুম্নসাতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্রং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দধিরে পুরঃ।
ইন্দ্রায় বিশ্বা সবনানি মানুষা রাতানি সন্তু মানুষা ॥ ১
বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ পৃথক্ স্বঃ সনিষ্যবঃ পৃথক্।
তং ত্বা নাবং ন পর্ষণিং শূষস্য ধুরি ধীমহি।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈশ্চিতয়ন্ত আয়বঃ স্তোমেভিরিন্দ্রমায়বঃ ॥ ২

বি ত্বা ততস্রে মিথুনা অবস্যবো ব্রজস্য সাতা গব্যস্য নিঃসৃজঃ সক্ষন্ত ইন্দ্র নিসৃজঃ।
যদ্ গব্যন্তা দ্বা জনা স্বর্যন্তা সমূহসি।
আবিষ্করিক্রদ্ বৃষণং সচাভুবং বজ্রমিন্দ্র সচাভুবম্ ॥ ৩
বিদুষ্টে অস্য বীর্যস্য পূরবঃ পুরো যদিন্দ্র শারদীরবাতিরঃ সাসহানো অবাতিরঃ।
শাসস্তমিন্দ্র মর্ত্যময়জ্যুং শবসস্পতে।
মহীমমুষ্ণাঃ পৃথিবীমিমা অপো মন্দসান ইমা অপঃ ॥ ৪
আদিত্তে অস্য বীর্যস্য চর্কিরন্মদেষু বৃষন্নুশিজো যদাবিথ সখীয়তো যদাবিথ।
চকর্থ কারমেভ্যঃ পৃতনাসু প্রবন্তবে।
তে অন্যামন্যাং নদ্যং সনিষ্ণত শ্রবস্যন্তঃ সনিষ্ণত ॥ ৫
উতো নো অস্যা উষসো জুষেত হ্যর্কস্য বোধি হবিষো হবীমভিঃ স্বর্ষাতা হবীমভিঃ
যদিন্দ্র হন্তবে মৃধো বৃষা বজ্রিঞ্চিকেতসি।
আ মে অস্য বেধসো নবীয়সো মন্ম শ্রুধি নবীয়সঃ ॥ ৬
ত্বং তমিন্দ্র বাবৃধানো অস্ময়ুরমিত্রয়ন্তং তুবিজাত মর্ত্যং বজ্রেণ শূর মর্ত্যম্।
জহি যো নো অঘায়তি শৃণুষ্ব সুশ্রবস্তমঃ।
রিষ্টং ন যামন্নপ ভূতু দুর্মতির্বিশ্বাপ ভূতু দুর্মতিঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ অসুর দ্যৌ স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট নত হয়েছে! সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হয়েছে। অন্নের নিমিত্ত (যজমানগণ) বরণীয় হব্য দ্বারা নত হয়েছে। সমস্ত দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করেছেন। মানুষদের সমস্ত যজ্ঞ এবং মানুষদের সমস্ত দানাদি ইন্দ্রের সুখের জন্য হোক। ২। হে ইন্দ্র! তোমার নিকট অভিমত ফললাভ করবার আশায় যজমানগণ প্রত্যেক সবনে তোমাকে হব্য প্রদান করে। তুমি সকলের প্রতি একরূপ। স্বর্গলাভার্থ তোমাকেই পৃথক করে হব্য প্রদান করে। পার হবার সময় যেরূপ নৌকা স্থাপন করে, আমরা সেনাগণের অগ্রদেশে সেরূপ তোমাকে স্থাপন করব। মানুষগণ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেই চিন্তা করে। মানুষগণ স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে চিন্তা করে। ৩। হে ইন্দ্র! তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী (১) তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করছে। তারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গগমনে উৎসুক, তুমিই তাদের অভীষ্ট প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি তোমার সহজন্মা এবং চিরসহচর বজ্রকে আবিষ্কার করে রয়েছ। ৪। হে ইন্দ্র, মানুষেরা তোমার বীর্য জানত। তুমি যে শত্রুদের শারদীপুরি (২) সমূহ নষ্ট করেছিলে, তাদের পরাজিত করে নষ্ট করেছিলে সে কথা মানুষেরা জানত। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ বিঘাতী মানুষকে শাসন করেছিলে, তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবী ও এবং জলরাশিকে জয় করেছিলে, তুমি আনন্দ সহকারে জল কেড়ে নিয়েছিলে। ৫। হে ইন্দ্র! সোম পানে হৃষ্ঠ হলে তুমি অভীষ্টবর্ষী হও, যেহেতু তুমি যজমানদের রক্ষা করে থাক, তোমার বন্ধুতাভিলাষী যজমানদের রক্ষা করে থাক। অতএব তারা তোমার বীর্য বৃদ্ধির জন্য বার বার হব্য প্রদান করছে। তুমি যুদ্ধ সুখভোগের জন্য সিংহনাদ করেছিলে। তারা তোমার নিকট নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। অন্নবর্থী হয়ে তোমার নিকট প্রাপ্ত হয়। ৬। ইন্দ্র আমাদের প্রাতঃকালের যজ্ঞ সেবা করবেন কি? হে ইন্দ্র! আহ্বান মন্ত্রদ্বারা প্রদত্ত পূজার্থ হব্য অবগত হও। আহ্বান মন্ত্রদ্বারা আহূত হয়ে সুখ ভোগের স্থানে উপস্থিত হও। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! নিন্দুকদের নাশের জন্য অভীষ্টবর্ষী হয়ে প্রবুদ্ধ হও। হে ইন্দ্র! আমি মেধাবী ও নূতন

লোক, তুমি স্তুতিমান, আমার মনোহর স্তোত্র শোন। ৭। হে বহুগুণান্বিত ইন্দ্র। হে শূর! তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং যে আমাদের দুঃখ ইচ্ছা করে, বজ্রদ্বারা তাকে বিনাশ কর। হে শ্রবণোৎসুক! শ্রবণ কর। হে ইন্দ্র! পথে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে দুর্মতিগণ পীড়া দেয় সেরূপ সমস্ত দুর্মতি (৩) আমাদের নিকট হতে দূর হোক, দূর হোক।

টীকা ঃ ১। এ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যে স্ত্রী পুরুষে একত্রে যজ্ঞ সম্পন্ন করতেন। ২। 'শারদীসম্বৎসরসম্বন্ধিনী সম্বৎসরপর্যন্তং প্রাকারপরিখাদিভি দৃঢ়ীকৃতা' সায়ণঃ। 'Perennial,'—Wilson. Les villes (celestes) de l'automne.'—Langlois. ৩। সে সময় আর্য গ্রামপ্রান্তে ও ভ্রমণ পথে অনেক অনার্য দস্যু বাস করত এবং সুবিধে অনুসারে আর্যদের প্রতি অহিতাচরণ করত, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়।

১৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

ত্বয়া বয়ং মঘবন্পূর্ব্যে ধন ইন্দ্রত্বোতাঃ সাসহ্যাম পৃতন্যতো বনুয়াম বনুষ্যতঃ।
নেদিষ্টে অস্মিন্নহন্যধি বোচা নু সুন্বতে।
অস্মিন্যজ্ঞে বি চয়েমা ভরে কৃতং বাজয়ন্তো ভরে কৃতম্ ॥ ১
স্বর্জেষে ভর আপ্রস্য বক্মন্যুষর্বুধঃ স্বস্মিন্নঞ্জসি ক্রাণস্য স্বস্মিন্নঞ্জসি।
অহন্নিন্দ্রো যথা বিদে শীর্ষ্ণাশীর্ষ্ণোপবাচ্যঃ।
অস্মত্রা তে সধ্র্যক্ সন্তু রাতয়ো ভদ্রা ভদ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ২
তত্তু প্রয়ঃ প্রত্নথা তে শুশুক্বনং যস্মিন্যজ্ঞে বারমকৃণ্বত ক্ষয়মৃতস্য বারসি ক্ষয়ম্।
বি তদ্বোচেরধ দ্বিতান্তঃ পশ্যন্তি রশ্মিভিঃ।
স ঘা বিদে অন্বিন্দ্রো গবেষণো বন্ধুক্ষিদ্ভ্যো গবেষণঃ ॥ ৩
নু ইত্থা তে পূর্বথা চ প্রবাচ্যং যদঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ।
ব্রজমিন্দ্র শিক্ষন্নপ ব্রজম্। ঐভ্যঃ সমান্যা দিশাস্মভ্যং জেষি যোৎসি চ।
সুন্বদ্ভ্যো রন্ধয়া কং চিদব্রতং হৃণায়ন্তং চিদব্রতম্ ॥ ৪
সং যজ্জনান্ক্রতুভিঃ শূর ঈক্ষয়দ্ধনে হিতে তরুষন্ত।
শ্রবস্যবঃ প্র যক্ষন্ত শ্রবস্যবঃ। তস্মা আয়ুঃ প্রজাবদিদ্বাধে অর্চন্ত্যোজসা।
ইন্দ্র ওক্যং দিধিষন্ত ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥ ৫
যুবং তমিন্দ্রাপর্বতা পুরোযুধা যো নঃ পৃতন্যাদপতন্তমিদ্ধতং বজ্রেণ তন্তমিদ্ধতম্। দূরে চত্তায় ছন্ৎসদ্গহনং যদিনক্ষৎ।
অস্মাকং শত্রূন্পরি শূর বিশ্বতো দর্মা দর্ষীষ্ট বিশ্বতঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মঘবন ইন্দ্র! আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে প্রবল সেনাযুক্ত শত্রুদের পরাভব করব। প্রহারোদ্যত শত্রুকে প্রহার করব। হে ইন্দ্র! পূর্ব ধনবিশিষ্ট এ যজ্ঞ নিকটবর্তী, অতএব অদ্য সবনকারী যজমানের উৎসাহ বর্ধনার্থে কথা কও। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধজয়ী, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য আহরণ করি। তুমি যুদ্ধজয়ী। ২। শত্রু বধের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান বীরপুরুষের স্বর্গসাধন এবং কপটাদি রহিত পথস্বরূপ সংগ্রামের অগ্রভাগে ইন্দ্র প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ যাজ্ঞিকদের শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রকে সর্বজ্ঞের ন্যায় অবনত মস্তক স্তব করা সকলের কর্তব্য। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত ধন একযোগে আমাদেরই হোক। তুমি ভদ্র তোমার প্রদত্ত ধন অবিচলিত হোক। ৩। হে ইন্দ্র! পূর্বের ন্যায় এখনও অতি দীপ্ত প্রসিদ্ধ হব্যরূপ অন্ন তোমারই হতে হবে। তুমি যজ্ঞের নিবাসস্থানস্বরূপ।

ঋত্বিকগণ যে অন্নদ্বারা স্থান সুশোভিত করে, সে অন্ন তোমারই হবে। তুমি (যজ্ঞের) কথা বল, তা হলে লোকে আকাশ ও পৃথিবীর মাধ্য সূর্য কিরণদ্বারা দেখতে পায়। ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদের জন্য গো অন্বেষণ করেন। তিনি উক্ত ক্রমে সকল কথা জানেন। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম পূর্বকালের ন্যায় এখনও সকলের স্তুতির যোগ্য। তুমি অঙ্গিরাগনের জন্য মেঘ উদ্ঘাটন করেছিলে, তুমি অপহৃত গোধন উদ্ধার করে তাদের অর্পণ করেছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি উক্ত ঋষিদের ন্যায় আমাদের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয়লাভ কর। যারা অভিষবন করে তাদের জন্য যজ্ঞ বিঘ্নকারীদের অবনত কর। যে যজ্ঞবিঘ্ন-কারীগণ রোষ প্রকাশ করে তাদের (অবনত কর)। ৫। যেহেতু শূর ইন্দ্র কর্ম-দ্বারা মানুষদের বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন সেজন্য অন্নাভিলাষী যজমানগণ, অভিমত ধনলাভ করে শত্রুদের বিনাশ করে। অন্নাভিলাষী হয়ে তারা বিশেষরূপে যজ্ঞ করে। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন পুত্রাদি লাভের কারণ। নিজ বলে শত্রু নিবারণার্থ লোকে ইন্দ্রের পূজা করে। যজ্ঞকারীগণ ইন্দ্রের সমীপে বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞকারীগণ যেন দেবতাদের সম্মুখেই থাকে। ৬। হে ইন্দ্র ও পর্জন্য! তোমরা দুজনে অগ্রগামী হয়ে যে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে তাদের সকলকেই বিনাশ কর। বজ্র প্রহারদ্বারা তাদের সকলকেই বিনাশ কর। এ বজ্র অতিদূরগামী শত্রুকেও বিনাশ করতে ইচ্ছা করে এবং অতি গহন স্থানেও ব্যাপ্ত হয়। হে শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদের সমস্ত শত্রুদের বিবিধ উপায় বিদীর্ণ কর। শত্রু বিদারক বজ্র বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ করে।

১৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উভে পুনামি রোদসী ঋতেন দ্রুহো দহামি সং মহীরনিন্দ্রাঃ।
অভিব্লগ্য যত্র হতা অমিত্রা বৈলস্থানং পরি তৃড়্হা অশেরন্ ॥ ১
অভিব্লগ্যা চিদদ্রিবঃ শীর্ষা যাতুমতীনাম্। ছিন্ধি বটূরিণা পদা মহাবটূরিণা পদা ॥২
অবাসাং মঘবঞ্জহি শর্ধো যাতুমতীনাম্। বৈলস্থানকে অর্মকে মহাবৈলস্থে অর্মকে ॥৩
যাসাং তিস্রঃ পঞ্চাশতোঽভিব্লঙ্গৈরপাবপঃ।
তৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি ॥ ৪
পিশঙ্গভৃষ্টিমম্ভৃণং পিশাচিমিন্দ্র সং মৃণ। সর্বং রক্ষো নি বর্হয় ॥ ৫
অবর্মহ ইন্দ্র দাদৃহি শ্রুধী নঃ শুশোচ হি দ্যৌঃ ক্ষা ন ভীষাঁ অদ্রিবো ঘৃণান্ন ভীষাঁ অদ্রিবঃ। শুষ্মিন্তমো হি শুষ্মিভির্বধৈরুগ্রেভিরীয়সে।
অপূরুষঘ্নো অপ্রতীত শূর সত্বভিস্ত্রিসপ্তৈঃ শূর সত্বভিঃ ॥ ৬
বনোতি হি সুন্বন্ক্ষয়ং পরীণসঃ সুন্বানো হি ষ্মা যজত্যব দ্বিষো দেবানামব দ্বিষঃ।
সুন্বান ইৎসিষাসতি সহস্রা বাজ্যবৃতঃ। সুন্বানায়েন্দ্রো দদাত্যাভুবং রয়িং দদাত্যাভুবম্ ॥৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি যজ্ঞদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্রশূন্যা বিদ্রোহিণী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়) সন্দগ্ধ করি। শত্রুরা যেখানেই একত্রিত হয়েছিল সেখানেই হত হয়েছে। সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হয়ে তারা শ্মশানের চারদিকে পড়ে আছে। ২। হে শত্রু ভক্ষক ইন্দ্র! তুমি হিংসাবতী সেনার মস্তক একত্র করে তোমার বিস্তৃত পথদ্বারা ছেদন কর! তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ। ৩। হে মঘবন! এ হিংসাবতী সেনার বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহা শ্মশানে নিক্ষেপ কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করেছ। লোকে তোমার এ

কার্যকে অত্যন্ত ভাল মনে করে। কিন্তু তোমার এ কার্য সামান্য। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ংকর শব্দকারী পিশাচকে বিনাশ কর এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রকাণ্ড মেঘকে নিম্নমুখ করে বিদীর্ণ কর। আমাদের কথা শোন। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! পৃথিবী যেরূপ ভয়ে শোক করছে স্বর্গ ও সেরূপ শোক করছে। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! তাদের ভয় ঘৃণের ভয়ের ন্যায় (১)। হে ইন্দ্র। তুমি নিজবলে মহা বলবান এজন্য তুমি অতীব ক্রূর বধোপায় অবলম্বন করছ; তুমি যজমানদের বিনাশ কর না, তুমি শূর প্রাণিগণ তোমাকে আক্রমণ করতে পারে না। তুমি একবিংশতি অনুচরযুক্ত। ৭। হে ইন্দ্র! অভিষবকারী যজমান গৃহলাভ করে, সোমযাগকারী চারদিগের শত্রুদের বিনাশ করে, দেবতাদের শত্রুগণকেও বিনাশ করে। অন্নবান ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী অপরিমিত (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চারদিকে উৎপন্ন ও অতি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন (২)।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন 'ঘৃণ' দীপ্ত অগ্নির মূর্তি বিশেষ ত্বষ্টা, পূর্বকালে জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হলে ত্বষ্টরূপে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিনাশ করেছিলেন
২। ১২৯ হইতে ১৩৩ পাঁচটি সূক্তে আর্যদের সাথে ভারতবর্ষের আদিমবাসী অনার্য বর্বরদের যুদ্ধ ও বৈরতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। অনার্যদের কথার সাথে পিশাচ ও রাক্ষসদের কথা মিশ্রিত আছে।

১৩৪ সূক্ত। বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।
অত্যষ্টি, অষ্টি ছন্দ।

আ ত্বা জুবো রারহাণা অভি প্রয়ো বহন্তিবহ পূর্বপীতয়ে সোমস্য পূর্বপীতয়ে।
ঊর্ধ্বা তে অনু সূনৃতা মনস্তিষ্ঠতু জানতী।
নিযুত্বতা রথেনা যাহি দাবনে বায়ো মখস্য দাবনে ॥ ১
মন্দন্তু ত্বা মন্দিনো বায়বিন্দবোঽস্মৎক্রাণাসঃ সুকৃতা অভিদ্যবো গোভিঃ ক্রাণা অভিদ্যবঃ।
যদ্ধ ক্রাণা ইরধ্যৈ দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ।
সধ্রীচীনা নিযুতো দাবনে ধিয় উপ ব্রুবত ঈং ধিয়ঃ ॥ ২
বায়ুর্যুংক্তে রোহিতা বায়ুররুণা বায়ু রথে অজিরা ধুরি বোহেবে বহিষ্ঠা ধুরি বোহবে। প্র বোধয়া পুরন্ধিং জার আ সসতীমিব।
প্র চক্ষয় রোদসী বাসয়োষসঃ শ্রবসে বাসয়োষসঃ ॥ ৩
তুভ্যমুষাসঃ শুচয়ঃ পরাবতি ভদ্রা বস্ত্রা তন্বতে দংসু রশ্মিষু চিত্রা নব্যেষু রশ্মিষু।
তুভ্যং ধেনুঃ সবর্দুঘা বিশ্বা বসূনি দোহতে।
অজনয়ো মরুতো বক্ষণাভ্যো দিব আবক্ষণাভ্যঃ ॥ ৪
তুভ্যং শুক্রাসঃ শুচয়স্তুরণ্যবো মদেষুগ্রাইষণন্ত ভুর্বণ্যপামিষন্ত ভুর্বণি। ত্বাং তসারী দসমানো ভগমীট্টে তক্ববীয়ে।
ত্বং বিশ্বস্মাদ্ভুবনাৎ পাসি ধর্মণাশুর্যাৎ পাসি ধর্মণা ॥ ৫
ত্বং নো বায়বেষামপূর্ব্য; সোমানাং প্রথমঃ পীতিমর্হসি সুতানাং পীতিমর্হসি।
উতো বিহুত্মতীনাং বিশাং ববর্জুষীণাম্।
বিশ্বা ইত্তে ধেনবো দুহ্র আশিরং ঘৃতং দুহ্রত আশিরম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু! শীঘ্রগামী বলবান অশ্বগণ তোমাকে অন্নের উদ্দেশে ও দেবতাদের মধ্যে প্রথমেই সোমপানার্থ এ যজ্ঞে আনুক। আমাদের প্রিয় সত্য ও উন্নতি স্তুতি তোমার গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করে, তা তোমার অভিমত

হোক। হে বায়ু! যজ্ঞের হব্য স্বীকারার্থ এবং আমাদের অভীষ্টদানার্থ তুমি নিযুৎযোজিত (১) রথে এস। ২। হে বায়ু! মত্ততাজনক, হর্যোৎপাদক, সম্যক প্রস্তুত, উজ্জ্বল এবং মন্ত্রদ্বারা হূয়মান সোমবিন্দু সকল তোমার অভিমুখে গমন করে হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্মকুশল প্রীতিযুক্ত, তোমার নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ তোমায় উৎসাহ দেখে হব্যস্বীকারের জন্য তোমাকে যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থে মিলিত হচ্ছে। বুদ্ধিমান যজমানগণ তোমার নিকটে এসে মনোগত ভাব ব্যক্ত করছে। ৩। বায়ু লোহিতবর্ণ অশ্ব ভারবহনার্থে যোজনা করেন। বায়ু অরুণ অশ্ব যোজনা করেন। বায়ু অজিরবর্ণ অশ্ব (২) যোজনা করেন। কারণ তারা ভার-বহনে অত্যন্ত সমর্থ। জার ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত রমণীকে যেরূপ প্রবোধিত করে সেরূপ তুমি বহুপ্রজ্ঞ যজমানকে প্রবোধিত কর। আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশ কর। উষাকে স্থাপন কর। হব্যস্বীকারার্থ উষাকে স্থাপন কর। ৪। দীপ্তিযুক্ত উষাগণ দূরদেশে তোমারই জন্যে গৃহাচ্ছাদক রশ্মিসমূহে কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করছেন। অমৃত নিস্যন্দিনী গাভী সকল তোমারই জন্য সমস্ত ধন দান করে। তুমি বৃষ্টি ও নদীদের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হতে মরুৎগণকে উৎপাদন করেছ। ৫। দীপ্ত, শুদ্ধ, উগ্র, প্রবাহবিশিষ্ট সোম তোমার আনন্দের নিমিত্ত আহবানীয় অগ্নির নিকট যাচ্ছে এবং জলভারবাহী মেঘকে আকাঙ্ক্ষা করছে। হে বায়ু! যজমান অত্যন্ত ভীত ও ক্ষীণকায় হয়ে তস্করেরা যাতে অন্যত্র যায় সেজন্য তোমার পূজা করছে। আমাদের ধর্মহেতু আমাদের সমস্ত ভুবন হতে রক্ষা কর আমাদের ধর্ম হেতু অসূর্য (৩) হতে রক্ষা কর। ৬। হে বায়ু! তোমার পূর্বে কেউ পান করে না, তুমিই প্রথমেই আমাদের এ সোম পান করবার যোগ্য; অভিযুত সোমপান করবার যোগ্য। তুমিই হোমবান পাপত্যাগী লোকের (হব্য স্বীকার কর)! সমস্ত ধেনুগণ তোমার জন্য দুগ্ধ প্রধান করে এবং তোমার জন্য ঘৃত প্রদান করে।

টীকা: ১। বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ। ২। 'অজিরা অজিরৌ গমনশীলৌ যুক্তৌ যদ্বা এতদুভয়ত্র সম্বধ্যত'। সায়ণ; ৩। 'অসূর্যাৎ' অর্থ 'অসুরসম্বন্ধিনো ভয়াৎ।' সায়ণ। কিন্তু 'অসূর্য' সম্বন্ধে ১৬৭ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা ও ১৬৮ সূক্তের ৭ ঋক্ দেখুন।

১৩৫ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি অষ্টি ছন্দ।

স্তীর্ণং বর্হিরূপ নো যাহি বীতয়ে সহস্রেণ নিযুতা নিযুত্বতে শতিনীভির্নিযুত্বতে।
তুভ্যং হি পূর্বপীতয়ে দেবা দেবায় যেমিরে।
প্র তে সুতাসো মধুমন্তো অস্থিরন্মদায় ক্রত্বে অস্থিরন্ ॥ ১
তুভ্যায়ং সোমঃ পরিপূতো অদ্রিভিঃ স্পার্হা বসানঃ পরি কোশমর্ষতি শুক্রা বসানো অর্ষতি। তবায়ং ভাগ আয়ুষু সোমো দেবেষু হূয়তে।
বহ বায়ো নিযুতো যাহ্যস্ময়ুর্জুষাণো যাহ্যস্ময়ুঃ ॥ ২
আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি বীতয়ে বায়ো হব্যানি বীতয়ে। তবায়ং ভাগ ঋত্বিয়ঃ সরশ্মিঃ সূর্যে সচা।
অধ্বর্যুভির্ভরমাণা অযংসত বায়ো শুক্রা অযংসত ॥ ৩
আ বাং রথো নিযুত্বান্বক্ষদবসেহভি প্রয়াংসি সুধিতানি বীতয়ে বায়ো হব্যানি বীতয়ে। পিবতং মধ্বো অন্ধসঃ পূর্বপেয়ং হি বা হিতম্।
বায়বা চন্দ্রেণ রাধসা গতমিন্দ্রশ্চ রাধসা গতম্ ॥ ৪

আ বাং ধিয়ো ববৃত্যুরধ্বরাঁ উপেমমিন্দুং মর্মৃজন্ত বাজিনমাশুমত্যং ন বাজিনম্। তেষাং পিবতমস্ময়ূ আ নো গন্তমিহোত্যা। ইন্দ্রবায়ূ সুতানামদ্রিভির্যুবং মদায় বাজদা যুবম্ ॥ ৫
ইমে বাং সোমা অপ্স্বা সুতা ইহাধ্বর্যুভি র্ভরমাণা অযংসত বায়ো শুক্রা অযংসত। এতে বামভ্যসৃক্ষত তিরঃ পবিত্রমাশবঃ।
যুবায়বোহতি রোমাণ্যব্যয়া সোমাসো অত্যব্যয়া ॥ ৬
অতি বায়ো সসতো যাহি শশ্বতো যত্র গ্রাবা বদতি তত্র গচ্ছতং গৃহামিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্। বিসূনৃতা দদৃশে রীয়তে ঘৃতমা পূর্ণয়া নিযুতা যাথো অধ্বরমিন্দ্রশ্চ যাথো অধ্বরম্ ॥৭
অত্রাহ তদ্বহেথে মধ্ব আহুতিং যমশ্বত্থমুপতিষ্ঠন্ত জায়বোহস্মে তে সন্তু জায়বঃ। সাকং গাবঃ সুবতে পচ্যতে যবো ন তে বায় উপ দস্যন্তি ধেনবো নাপ দস্যন্তি ধেনবঃ ॥ ৮
ইমে যে তে সু বায়ো বাহ্বোজসোহন্তর্নদী তে পতয়ন্ত্যুক্ষণো মহি ব্রাধন্ত উক্ষণঃ। ধন্বঞ্চিদ্ যে অনাশবো জীরাশ্চিদগিরৌকসঃ।
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দুর্নিয়ন্তবো হস্তয়োর্দুর্নিয়ন্তবঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে নিযুৎবান বায়ু ! তুমি সহস্র নিযুতে আরোহণ করে তোমার জন্য প্রস্তুত হব্যভক্ষণার্থ আমাদের আস্তীর্ণ কুশোপরি অগমন কর। অসংখ্য নিযুতে আরোহণ করে আগমন কর। তুমি নিযুৎবান্, তুমিই পূর্বে পান করবে বলে অন্য দেবগণ সংযত হয়ে আছে। অভিষুত মধুর সোম তোমার আনন্দের জন্য অবস্থিতি করছে। যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করছে। ২। হে বায়ু ! তোমার জন্য প্রস্তরে পরিশোধিত ও স্পৃহণীয় তেজোবিশিষ্ট সোম, স্বীয় পাত্রে গমন করছে এবং শুক্রতেজোবিশিষ্ট হয়ে তোমার নিকট গমন করছে। এ সুন্দর সোম মনুষ্যগণ দেবতাদের মধ্যে তোমার জন্য প্রদান করে। হে বায়ু ! তুমি আমাদের জন্য নিযুৎকে যোজনা কর এবং প্রস্থান কর, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে প্রীত হয়ে প্রস্থান কর। ৩। হে বায়ু ! তুমি শত ও সহস্র-সংখ্যক নিযুতে আরোহণ করে অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবি ভক্ষণের জন্য আমার যজ্ঞে উপস্থিত হও। এ তোমার প্রাপ্যভাগ, এ সূর্যের তেজে তেজোবান। ঋত্বিক হস্তস্থিত সোম প্রস্তুত হয়েছে। হে বায়ু ! পবিত্র সোম প্রস্তুত হয়েছে। ৪। আমাদের রক্ষার্থ আমাদের সুগৃহীত অন্নভক্ষণের নিমিত্ত এবং আমাদের হব্য সেবার্থ, হে বায়ু নিযুৎ-যোজিত রথ তোমাদের দুজনকে অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুকে আনুক। তোমরা দুজনে মধুর সোম পান কর। অগ্রে পান করাই তোমাদের উপযুক্ত। হে বায়ু ! তুমি মনোহর ধনের সাথে এস। ইন্দ্রও ধনের সাথে আসুন। ৫। হে ইন্দ্র ! হে বায়ু ! আমাদের স্তোত্রাদি তোমাকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য প্রবর্তিত করছে। আশুগামী অশ্বকে যেরূপ মার্জনা করে সেরূপ কলস হতে আনীত সোমকে ঋত্বিকগণ মার্জনা করছে। অধ্বর্যুদের সোমপান কর, আমাদের রক্ষার্থ যজ্ঞে এস। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আনন্দের জন্য প্রস্তর খণ্ডে অভিষুত সোমপান কর, কারণ তোমরা উভয়েই অন্নদাতা। ৬। আমাদের এ যজ্ঞ কার্যে অভিযুত অধ্যর্যুগণের গৃহীত সোম নিশ্চয়ই তোমাদের দুজনের। এদীপ্ত সোম নিশ্চয়ই তোমাদের, এ প্রভূত সোম নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য উর্ণাময় পবিত্রে পরিস্কৃত হয়েছে। তোমাদের সোম অছিন্ন লোম অতিক্রম করে প্রচুর পরিমাণে গমন করছে ৭। হে বায়ু ! তুমি নিদ্রালু যজমানদের অতিক্রম করে যে গৃহে প্রস্তর শব্দ হচ্ছে সেখানে যাও। ইন্দ্রও সে গৃহে আসুন। যে গৃহে প্রিয় সত্য স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে, যে গৃহে ঘৃত গমন করছে পুষ্টাঙ্গ নিযুৎগণের সাথে সে অধ্বরস্থানে এস, ইন্দ্র। সেই

স্থানে এস। ৮। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! তোমরা এ যজ্ঞে মধু সদৃশ আহুতি ধারণ কর, যে আহুতির জন্য জেতৃ যজমানেরা পর্বতাদি প্রদেশ গমন করেন। আমাদের জেতৃগণ যজ্ঞ নির্বাহে সমর্থ হোক। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! ধেনুগণ যুগপৎ দুগ্ধ দান করছে এবং যব নির্মিত হব্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ ধেনুগণ ক্ষীণ হবে না এবং নষ্ট হবে না। ৯। হে বায়ু! এই যে তোমার বলশালী, অল্পবয়স্ক, বৃষসদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ আছে, এরা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করছে. এরা অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না. এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, ভর্ৎসনায় এদের গতি রোধ হয় না। সূর্যকিরণের ন্যায় এদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বারা এদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য।

১৩৬ সূক্ত॥ মিত্রাবরুণ। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি,
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সু জ্যেষ্ঠং নিচিরাভ্যাং বৃহন্নমো হব্যং মতিং ভরতা মৃলয়দ্ভ্যাং স্বাদিষ্ঠং মৃলয়দ্ভ্যাম্।
তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী যজ্ঞেযজ্ঞ উপস্তুতা।
অথৈনোঃ ক্ষত্রং ন কুতশ্চনাধৃষে দেবত্বং নু চিদাধৃষে॥ ১
অদর্শি গাতুরুরবে বরীয়সী পন্থা ঋতস্য সময়ংস্ত রশ্মিভিশ্চক্ষুর্ভগস্য রশ্মিভিঃ।
দ্যুক্ষং মিত্রস্য সাদনমর্যম্ণো বরুণস্য চ।
অথা দধাতে বৃহদুক্থ্যাং বয় উপস্তুত্যং বৃহদ্বয়ঃ॥ ২
জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎক্ষিতিং স্বর্বতীমা সচেতে দিবেদিবে জাগৃবাংসা দিবেদিবে।
জ্যোতিষ্মৎক্ষত্রমাশাতে আদিত্যা দানুনস্পতী।
মিত্রস্তয়োর্বরুণো যাতয়জ্জনোঽর্যমা যাতয়জ্জনঃ॥ ৩
অয়ং মিত্রায় বরুণায় শন্তমঃ সোমো ভূত্ববপানেষ্বাভগো দেবো দেবেষ্বাভগঃ।
তং দেবাসো জুষেরত বিশ্বে অদ্য সজোষসঃ।
তথা রাজানা করথো যদীমহ ঋতাবনা যদীমহে॥ ৪
যো মিত্রায় বরুণায়াবিধজ্জনোঽনর্বানং তং পরি পাতো অংহসো দাশ্বাংসং মর্তমংহসঃ।
তমর্যমাভি রক্ষত্যৃজূয়ন্তমনু ব্রতম্।
উক্থৈর্য এনোঃ পরিভূষতি ব্রতং স্তোমৈরাভূষতি ব্রতম্॥ ৫
নমো দিবে বৃহতে রোদসীভ্যাং মিত্রায় বোচং বরুণায় মীড়্হুষে সুমৃলীকায় মীড়্হুষে।
ইন্দ্রমগ্নিমুপ স্তুহি দ্যুক্ষমর্যমণং ভগম্।
জ্যোগ্ জীবন্তঃ প্রজয়া সচেমহি সোমস্যোতী সচেমহি॥ ৬
ঊতী দেবানং বয়মিন্দ্রবন্তো মংসীমহি স্বযশসো মরুদ্ভিঃ।
অগ্নির্মিত্রো বরুণঃ শর্ম যংসন্ তদশ্যাম মঘবানো বয়ং চ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিকগণ! চিরন্তন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে প্রশংসনীয় ও প্রবৃদ্ধ পরিচর্যা কর এবং হব্য প্রদানে কৃতনিশ্চয় হও। মিত্রাবরুণ যজমানদের সুখদানের কারণ এবং সুস্বাদু হব্য ভক্ষণ করেন। এরা সম্রাট, এদের জন্য ঘৃত গৃহীত হয়। প্রতি যজ্ঞেই এঁদের স্তব হয়। এঁদের শক্তি কেউ অতিক্রম করতে পারে না এবং এঁদের দেবত্বে কেউ সন্দেহ করে না। ২। বরীয়সী ঊষা বিস্তীর্ণ যাত্রাভিমুখে গমন করেছেন, দৃষ্ট হল। দ্রুতগতি আদিত্যের পথ আলোক ব্যাপ্ত হল। ভগের কিরণে মনুষ্যের চক্ষুঃ উন্মীলিত হল। মিত্র অর্যমা এবং বরুণের উজ্জ্বল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ হল, অতএব তোমরা দুজনে স্তুতিযোগ্য প্রভূত অন্ন ধারণ কর, প্রশংসনীয় এবং প্রভূত অন্নধারণ কর। ৩। যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করেছেন। তোমরা সর্বদা জাগরূক

থেকে প্রতিদিন সেখানে উপস্থিত হয়ে তেজঃ ও বললাভ কর। তোমরা অদিতির পুত্র এবং সর্বপ্রকার দানের কর্তা। মিত্র বরুণ লোকদের স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োজিত করেন, অর্যমাও স্ব স্ব ব্যাপারে লোকদের নিয়োজিত করেন। ৪। এ সোম মিত্র ও বরুণের প্রীতিপ্রদ হোক। মিত্রাবরুণ নিম্নমুখ হয়ে এ পান করুন। দীপ্যমান সোম, দেবগণের সেবার উপযুক্ত। সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হয়ে এ পান করুন। হে দীপ্তিযুক্ত মিত্রাবরুণ! আমরা যেরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা সেরূপ কর। তোমরা সত্যবাদী যা প্রার্থনা করি তা কর। ৫। যে ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের পরিচর্যা করে তাকে তোমরা পাপ হতে রক্ষা কর। দ্বেষ রহিত হব্যদাতা মর্ত্যকে সমস্ত পাপ হতে রক্ষা কর। ঋজুস্বভাব সে ব্যক্তিকে তার ব্রতের উদ্দেশে অর্যমা রক্ষা করেন। সে যজমান উক্থদ্বারা মিত্র ও বরুণের ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্তোমের দ্বারা তা রক্ষা করেন। ৬। আমি দ্যুতিমান মহান সূর্যকে নমস্কার করি পৃথিবী ও আকাশকে নমস্কার করি, মিত্র ও বরুণকে এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। এঁরা সকলেই অভিমত ফলদায়ী এবং সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, দীপ্তিমান অর্যমা ও ভগকে স্তব কর। বহুকাল জীবন ধারণ করে আমরা প্রজা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হব এবং সোম কর্তৃক রক্ষিত হব। ৭। আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েছি, মরুৎগণ আমাদের (অনুগ্রহ করেন), দেবতারা যেন আমাদের রক্ষা করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, ও বরুণ আমাদের সুখপ্রদ হোন, আমরা অন্নবান হয়ে সে সুখভোগ করি।

১৩৭ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।
অতিশক্বরী ছন্দ।

সুষুমা যাতমদ্রিভির্গোশ্রীতা মৎসরা ইমে সোমাসো মৎসরা ইমে। আ রাজানা দিবিস্পৃশাস্মত্রাগন্তমুপনঃ। ইমেবাংমিত্রাবরুণাগবাশিরঃ সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ॥১
ইম আ যাতমিন্দবঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ সুতাসো দধ্যাশিরঃ। উত বামুষসো বুধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ। সুতো মিত্রায় বরুণায় পীতয়ে চারুর্ঋতায় পীতয়ে॥ ২
তাং বাং ধেনুং ন বাসরীমংশুং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ সোমং দুহন্ত্যদ্রিভঃ। অস্মত্রা গন্তমুপ নোহর্বাঞ্চাসোমপীতয়ে। অয়ংবাং মিত্রাবরুণানৃভিঃসুতঃসোম আ পীতয়ে সুতঃ॥৩
অনুবাদ ঃ ১। আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করছি, হে মিত্রাবরুণ! এস। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এ সম্মুখে আছে। এ সোম তৃপ্তিকারক। তোমরা রাজা স্বর্গবাসী ও আমাদের রক্ষক, আমাদের যজ্ঞে এস। তোমাদের জন্য এ সোম দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র। ২। হে মিত্রাবরুণ। এস। এ তরল সোমরস দধির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। অভিষুত সোমরস দধির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। উষার উদয়কালেই হোক অথবা সূর্যরশ্মির সাথে হোক তোমাদের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে। এ চারু সোমরস মিত্রের ও বরুণের পানার্থ, যজ্ঞস্থল তাঁদের পানার্থ। ৩। তোমাদের জন্য বহু নির্যাসবতী সোমলতাকে পয়স্বিনী গাভীর ন্যায় প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দোহন করছে। তারা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সোম দোহন করছে। তোমরা আমাদের রক্ষক। তোমরা সোম পানার্থ আমাদের নিকট উপস্থিত হও। হে মিত্রাবরুণ। নেতৃগণ তোমাদের জন্য সোম অভিষব করেছেন, সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করেছেন।

১৩৮ সূক্ত। পূষা দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।
প্র প্র পূষ্ণস্তুবিজাতস্য শস্যতে মহিত্বমস্য তবসো ন তন্দতে স্তোত্রমস্য ন তন্দতে। অর্চামি সুম্নয়ন্নহমন্ত্যূতিং ময়োভূবম্।
বিশ্বস্য যো মন আয়ুয়ুবে মখো দেব আয়ুয়ুবে মখঃ॥ ১

প্র হি ত্বা পূষন্নজিরং ন যামনি স্তোমেভিঃ কৃণ্ব ঋণবো যথা মৃধ উষ্ট্রো ন পীপরো মৃধঃ। হুবে যত্ত্বা ময়োভুবং দেবং সখ্যায় মর্ত্যঃ।
অস্মাকমাঙ্গূষান্দ্যুম্নিনস্কৃধি বাজেষু দ্যুম্নিনস্কৃধি ॥ ২
যস্যতে পূষন্ত্সখ্যে বিপন্যবঃ ক্রত্বা চিৎসন্তোঽবসা বুভুজ্রির ইতি ক্রত্বা বুভুজ্রিরে।
তামনু ত্বা নবীয়সীং নিযুতং রায় ঈমহে।
অহেলমান উরুশংস সরী ভব বাজেবাজে সরী ভব ॥ ৩
অস্যা উ ষু ণ উপ সাতয়ে ভুবোঽহেলমানো রররিবাঁ অজাশ্ব শ্রবস্যতামজাশ্ব।
ও ষু ত্বা ববৃতীমহি স্তোমেভির্দস্ম সাধুভিঃ।
নহি ত্বা পূষন্নতিমন্য আঘৃণে ন তে সখ্যমপহ্নুবে ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। বহুজন পূজিত পূষার শক্তির মহিমা সর্বত্র প্রশংসিত হয়। কেউ তার হিংসা করে না। পূষার স্তোত্রের বিরাম নেই। আমি সুখলাভের ইচ্ছায় পূষার পূজা করি, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন ও সুখ উৎপাদন করেন। পূষা যজ্ঞবান্ তিনি সমস্ত লোকের মনের সাথে মিশ্রিত হন। ২। শীঘ্রগমনে অশ্বের যেরূপ প্রশংসা হয়, সেরূপ হে পূষা। স্তোম-মন্ত্রদ্বারা তোমার প্রশংসা করি। তুমি যুদ্ধে যাও এ উদ্দেশে তোমার প্রশংসা করি। তুমি উষ্ট্রের ন্যায় আমাদের যুদ্ধে পার কর। তুমি সুখোৎপাদক দেবতা; আমি মর্ত্য, সখ্যলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করি। আমার আহ্বানসমূহকে দ্যুতিমান কর এবং সংগ্রামে জয়শীল কর। ৩। হে পূষা! তোমার সখ্যলাভ করে বিশেষ ক্রতুদ্বারা তোমায় প্রীতি উৎপাদন করে স্তোত্র-শীল যজমানগণ তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে নানা ভোগ উপভোগ করে। নূতন আশ্রয় লাভ করে তোমার নিকট অসংখ্য ধন প্রার্থনা করি। হে বহুজন স্তুত্য পূষা অনাদর না করে আমাদের অভিগম্য হও, যুদ্ধকালে আমাদের অগ্রগামী হও। ৪। হে অজাশ্ব (১) পূষা! আমাদের লাভ বিষয়ে অনাদর না করে, দানশীল হয়ে সমীপস্থ হও। হে অজাশ্ব! আমরা অন্নাভিলাষী, আমাদের সমীপস্থ হও। হে শত্রুনাশক পূষা। তোমারই চার দিকে আমরা স্তোম পাঠ করে অবস্থিত করি। হে বৃষ্টিপ্রদ পূষা! তোমার কখনও অপমান করি না এবং তোমার সখ্যের কখনও অপলাপ করি না।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ অজই যাঁর বাহন। 'অজাশ্বেতি পূষণমাহ।' যাস্ক। পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। সূর্যকে পশুপালকগণ যেরূপ ভাবে দর্শন করত ও পূজা করত সে সূর্যই পূষা।

১৩৯ সূক্ত ॥ বিশ্ব দেবগণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।
অত্যষ্টি, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্তু শ্রৌষট পুরো অগ্নিং ধিয়া দধ আনুতচ্ছর্ধো দিব্যংবৃণীমহ ইন্দ্রবায়ূবৃণীমহে।
যদ্ধ ক্রাণা বিবস্বতি নাভা সংদায় নব্যসী।
অধ প্র সূ ন উপ যন্তু ধীতয়ো দেবাঁ অচ্ছা ন ধীতয়ঃ ॥ ১
যদ্ধ তান্মিত্রাবরুণাবৃতাদধ্যাদদাথে অনৃতং স্বেন মন্যুনা দক্ষস্য স্বেন মন্যুনা
যুবোরিত্থাধি সদ্মস্বপশ্যাম হিরণ্যয়ম্।
ধীভিশ্চন মনসা স্বেভিরক্ষভিঃ সোমস্য স্বেভিরক্ষভিঃ ॥ ২

যূবাং স্তোমেভিদের্বয়ন্তো অশ্বিনাশ্রাবয়ন্ত ইব শ্লোকমায়বো যূবাং হব্যাভ্যায়বঃ।
যূবোর্বিশ্বা অধি শ্রিয়ঃ পৃক্ষশ্চ বিশ্ববেদসা।
প্রুষায়ন্তে বাং পবয়ো হিরণ্যয়ে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে ॥ ৩
অচেতি দস্রা ব্যুনাকমৃণ্বথো যুঞ্জতে বাং রথযুজো দিবিষ্টিষ্বধ্বস্মানো দিবিষ্টিষু।
অধি বাং স্থাম বন্ধুরে রথে দস্রা হিরণ্যয়ে।
পথেব যন্তাবনুশাসতা রজোঽঞ্জসা শাসতা রজঃ ॥ ৪
শচীভির্নঃ শচীবসূ দিবা নক্তং দশস্যতম্।
মা বাং রাতিরুপ দসৎকদা চনাস্মদ্রাতিঃ কদাচন ॥ ৫
বৃষন্নিন্দ্র বৃষপাণাস ইন্দব ইমে সুতা অদ্রিষুতাস উদ্ভিদস্তুভ্যং সুতাস উদ্ভিদঃ।
তে ত্বা মন্দন্তু দাবনে মহে চিত্রায় রাধসে।
গীর্ভির্গির্বাহঃ স্তবমান আ গহি সুমৃলীকো ন আ গহি ॥ ৬
ও ষূ ণো অগ্নে শৃণুহি ত্বমীলিতো দেবেভ্যো ব্রবসি যজ্ঞিয়েভ্যো রাজভ্যো যজ্ঞিয়েভ্যঃ।
যদ্ধ ত্যামঙ্গিরোভ্যো ধেনুং দেবা অদত্তন।
বি তাং দুহ্রে অর্যমা কর্তরী সচাঁ এষ তাং বেদ মে সচা ॥ ৭
মো ষূ বো অস্মদভি তানি পৌংস্যা সনা ভূবন্দ্যুম্নানি মোত জারিষুরস্মৎপুরোত
জারিষুঃ। যদ্বশ্চিত্রং যুগেযুগে নব্যং ঘোষাদমর্ত্যং
অস্মাসু তন্মরুতো যচ্চ দুষ্টরং দিধৃতা যচ্চ দুষ্টরম্ ॥ ৮
দধ্যঙ্ হ মে জনুষং পূর্বো অঙ্গিরাঃ প্রিয়মেধঃ কণ্বো অত্রির্মনুর্বিদুস্তে মে পূর্বে
মনুর্বিদুঃ। তেষাং দেবেষ্বায়তিরস্মাকং তেষু নাভয়ঃ।
তেষাং পদেন মহ্যা নমে গিরেন্দ্রাগ্নী আ নমে গিরা ॥ ৯
হোতা যক্ষদ্বনিনো বন্ত বার্যং বৃহস্পতির্যজতি বেন উক্ষভিঃ পুরুবারেভিরুক্ষভিঃ।
জগৃভ্মা দূর আদিশং শ্লোকমদ্রে রধত্মনা।
অধারয়দররিন্দানি সুক্রতুঃ পুরূ সদ্মানি সুক্রতুঃ ॥ ১০
যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ আমি ভক্তিপূর্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেছি, তার স্বর্গীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু পৃথিবীর দীপ্তিমান নাভির, (যজ্ঞস্থানের), উদ্দেশে অর্থবতী নূতন স্তুতি রচিত হয়েছে অতএব অগ্নি তা শুনুন। অনন্তর আমাদের ক্রিয়াকর্ম, যেরূপ অনান্য দেবতাগণের নিকট যায় সেরূপ তোমাদের অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুর নিকট যাক। ২। হে কর্মদক্ষ মিত্র! হে বরুণ! তোমরা নিজ শক্তি দ্বারা সূর্যের নিকট হতে যে নশ্বর জল লাভ কর, তা আমাদের প্রচুর পরিমাণে দাও ; অতএব আমরা ক্রিয়া, কর্ম জ্ঞান, সোমরসে (আসক্ত) ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় তোমাদের কিরণময় রূপ দর্শন করি। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি দ্বারা তোমাদের আপনার দেবতা করবার ইচ্ছায় যজমানগণ শ্লোক শোনাচ্ছে এবং হব্য নিয়ে তোমাদের অভিমুখে আসছে। হে সর্বধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয় তারা সর্বপ্রকার ধনধান্যাদি ও অন্ন তোমাদের প্রসাদে প্রাপ্ত হচ্ছে। হে দস্র। তোমার হিরণ্ময় রথের নেমি সকল মধুক্ষরণ করে। সে রথে হব্য গ্রহণ কর। ৪। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের (মনোগত ভাব) সকলে জানে তোমরা স্বর্গে যেতে চাও। তোমাদের সারথিরা স্বর্গপথে রথযোজনা করে। অশ্বগণ রথ নষ্ট করে না। হে দস্রদ্বয়! আমরা তোমাদের বন্ধুর যুক্ত হিরণ্ময় রথে স্থাপন করেছি। তোমরা সুখগম্য পথে স্বর্গে যাচ্ছ। তোমরা শত্রুদের পরাভূত কর এবং বিশেষরূপে বৃষ্টির

ব্যবস্থা কর। ৫। আমাদের ক্রিয়াকর্মই তোমাদের ধন। আমাদেয় কর্মেরক্রয়ী জন্য দিনরাত অভীষ্ট প্রদান কর। তোমাদের ধন যেন বন্ধ হয় না, আমাদের দানও যেন বন্ধ না হয়। ৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এ সোম অভীষ্টবর্ষীর পানার্থ অভিষুত হয়েছে, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিষুত হয়েছে। সোমসকল পর্বতে উৎপন্ন হয়েছে, এ তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। বহুবিধ বিচিত্র লাভের জন্য যজ্ঞস্থানে প্রদত্ত সোম তোমার তৃপ্তি সাধন করুক। হে স্তুতিযোগ্য! আমরা তোমার স্তুতি করি, তুমি এস, আমাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে এস। ৭। হে অগ্নি! তোমাকে স্তুতি করি, তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর। দীপ্যমান যজ্ঞার্হ দেবগণের নিকট যজমানের কথা বল, যেহেতু দেবগণ অঙ্গিরাদের প্রসিদ্ধ ধেনু দিয়েছিলেন। অর্যম দেবতাগণের সাথে সে ধেনু সর্বোৎপাদক অগ্নির জন্য দোহন করেন। অর্যমা জানেন সে ধেনু আমাদের সাথেসমবেত। ৮। হে মরুৎগণ! তোমাদের নিত্য প্রসিদ্ধ বল যেন আমাদের পরাভূত না করে। আমাদের ধন যেন ক্ষীণ না হয়, আমাদের নগর ক্ষীণ না হয়। তোমাদের নূতন, বিচিত্র মনুষ্য দুর্লভ, শব্দায়মান, যা কিছু আছে তা যুগে যুগে আমাদের হোক। তোমরা যে দুর্লভ ধন ধারণ কর, তা আমাদের হোক। শত্রুরা যে ধন নষ্ট করতে পারে না তা আমাদের হোক। ৮। প্রাচীন দধীচি, অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এ পূর্বকালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের (১ মধ্যে তাঁরা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সাথে তাঁদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁদের মহৎপদ হেতু তাঁদের স্তৃতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। ১০। হোতা যজ্ঞ করুন, হব্য লাভেচ্ছু দেবগণ বরণীয় সোম গ্রহণ করুন। বৃহস্পতি নিজে ইচ্ছা করে প্রভুত, বরণীয় সোমদ্বারা যাগ করছেন। আমরা দূরদেশে প্রস্তর খণ্ডের ধ্বনি শ্রবণ করলাম। সুক্রতু যজমান নিজে জল ধারণ করেন এবং বহু বাসযোগ্য গৃহ ধারণ করেন। ১১। যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ (৩), তাঁরা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

টীকা ঃ ১। এ ঋষিগণ বেদ রচনার সময় ও 'পূর্বকালীন ঋষি' ও 'দেব' বলে বর্ণিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে পূজা পদ্ধতি তাঁরাই অনেকটা প্রচার করেছিলেন তা অন্য স্থানে বলা হয়েছে। এই ৩৩ দেব সম্বন্ধে ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখুন।

১৪০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি
জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বেদিষদে প্রিয়ধামায় সুদ্যুতে ধাসিমিব প্র ভরা যোনিমগ্নয়ে।
বস্ত্রেণেব বাসয়া মন্মনা শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনম্ ॥ ১
অভি দ্বিজন্মা ত্রিবৃদন্নমৃজ্যতে সম্বৎসরে বাবৃধে জগ্ধমী পুনঃ।
অন্যস্যাসা জিহ্বয়া জেন্যো বৃষা ন্যন্যেন বনিনো মৃষ্ট বারণঃ ॥ ২
কৃষ্ণপ্রুতৌ বেবিজে অস্য সক্ষিতা উভা তরেতে অভি মাতরা শিশুম্।
প্রাচাজিহ্বং ধ্বসয়ন্তং তৃষুচ্যুতমা সাচ্যং কুপয়ং বর্ধনং পিতুঃ ॥ ৩
মুমুক্ষ্বো৩মনবে মানবস্যতে রঘুদ্রুবঃ কৃষ্ণসীতাস উ জুবঃ।
অসমনা অজিরাসো রঘুষ্যদো বাতজূতা উপ যুজ্যন্ত আশবঃ ॥ ৪
আদস্য তে ধ্বসয়ন্তো বৃথেরতে কৃষ্ণমভ্বং মহি বর্পঃ করিক্রতঃ।
যৎসীং মহীমবনিং প্রাভি মর্মৃশদভিশ্বসন্ত্স্তনয়ন্নেতি নানদৎ ॥ ৫

ভূষন্ন যোহধি বভ্রূষু নম্নতে বৃষেব পত্নীরভ্যেতি রোরূবৎ।
ওজায়মানস্তন্বশ্চ শুম্ভতে ভীমো ন শৃঙ্গা দবিধাব দুর্গৃভিঃ ॥ ৬
স সংস্তিরো বিষ্টিরঃ সং গৃভায়তি জানন্নেব জানতীর্নিত্য আ শয়ে।
পুনর্বর্ধন্তে অপি যন্তি দেব্যমন্যদ্বর্পঃ পিত্রোঃ কৃন্বতে সচা ॥ ৭
তমগ্রুবঃ কেশিনীঃ সং হি রেভির ঊর্ধ্বাস্তস্থুর্মম্রুষীঃ প্রায়বে পুনঃ।
তাসাং জরাং প্রমুঞ্চন্নেতি নানদদসুং পরং জনয়ঞ্জীবমস্তৃতম্ ॥ ৮
অধীবাসং পরি মাতূ রিহন্নহ তুবিগ্রেভিঃ সত্বভির্যাতি বি জ্রয়ঃ।
বয়ো দধৎপদ্বতে রেরিহৎসদানু শ্যেনী সচতে বর্তনী রহ ॥ ৯
অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু দীদিহ্যধ শ্বসীবান্বৃষভো দমূনাঃ।
অবাস্যা শিশুমতীরদীদের্বর্মেব যুৎসু পরিজর্ভুরাণঃ ॥ ১০
ইদমগ্নে সুধিতং দুর্ধিতাদধি প্রিয়াদু চিন্মন্মনঃ প্রেয়ো অস্তু তে।
যত্তে শুক্রং তন্বো রোচতে শুচি তেনাস্মভ্যং বনসে রত্নমা ত্বম্ ॥ ১১
রথায় নাবমুত নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাস্যগ্নে।
অস্মাকং বীরাঁ উত নো মঘোনো জনাংশ্চ যা পারয়াচ্ছর্ম যা চ ॥ ১২
অভী নো অগ্ন উক্থমিজ্জুগুর্যা দ্যাবাক্ষামা সিন্ধবশ্চ স্বগূর্তাঃ।
গব্যং যব্যং যন্তো দীর্ঘাহেষং বরমরুণ্যো বরন্ত ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। হে অধ্বর্যু! বেদীতে আসীন, নিজ প্রিয়ধামে প্রীতিযুক্ত এবং দ্যোতমান অগ্নির উদ্দেশে তুমি অন্নবৎ স্থান প্রস্তুত কর। সে পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ঠ দীপ্তবর্ণ, তমোবিনাশক স্থানের উপর বস্ত্রের ন্যায় মনোহর কুশ বিস্তার কর। ২। দ্বিজন্মা (১) অগ্নি তিন প্রকার অন্ন সম্মুখে এনে ভক্ষণ করছেন। অগ্নির ভক্ষিত বস্তু অর্থাৎ ধনধান্যাদি, সম্বৎসরের মধ্যে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষী অগ্নি একই রূপে ধারণ করে মুখও জিহ্বার সাহায্যে প্রবৃদ্ধ হন এবং অন্যরূপে ধারণ করে সকলকে নিবারণ করে বনবৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করেন। ৩। অগ্নির মাতৃদ্বয় (কাষ্ঠদ্বয়) চলছে। এরা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে, দুজনেই এক কার্য করছে এবং শিশু অগ্নিকে প্রাপ্ত হচ্ছে এ শিশুর শিখারূপ জিহ্বা পূর্বাভিমুখী। ইনি তমো নিবারণ করেন শীঘ্র উৎপন্ন হন, অল্পে অল্পে মিলিত হন। অতি যত্নে একে রক্ষা করতে হয়। ইনি পালকের সমৃদ্ধি সাধন করেন। ৪। অগ্নির শিখাগণ লঘুপতি কৃষ্ণপন্থা, শীঘ্রকারী অস্থির চিত্ত, গমনশীল, স্পন্দমান, বায়ুচালিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মোক্ষপ্রদ এবং মনস্বী যজমানের উপযোগী। ৫। যে সময়ে অগ্নি গর্জন করে, শ্বাস প্রক্ষেপ করে, বারবার বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করে শব্দ করে, সেই সময়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল যুগপৎ চারদিকে গমন করে; অন্ধকার ধ্বংস করে চারদিকে গমন করে ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বল রূপ প্রকাশ করে। ৬। অগ্নি, পিঙ্গলবর্ণ ওষধিদের ভূষিত করে তন্মধ্যে অবতরণ করছেন। বৃষভ যেরূপ পত্নীদের দিকে ধাবন করে, সেরূপ শব্দ-করতঃ অগ্নি ধাবিত হচ্ছেন; ক্রমে অধিকতর তেজস্বী হয়ে স্বশরীর দীপ্ত করছেন; দুধর্ষ রূপ ধারণ করে ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালন করছেন। ৭। অগ্নি কখন প্রচ্ছন কখন বিস্তীর্ণ হয়ে ওষধিসমূহে ব্যাপ্ত হন; যজমানের অভিপ্রায় জেনেই যেন অভিপ্রায়স্থ শিখাকে আশ্রয় করেন। শিখাগণ পুনরায় বর্ধিত হয়ে যাগযোগ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হন এবং সকলে মিলিত হয়ে পিতৃস্থানীয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অপূর্ব রূপ বিস্তার করেন। ৮। কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগণ অগ্নিকে আলিঙ্গন করছে; অগ্নি আসছেন দেখে মৃতপ্রায় হলেও ঊর্ধ্বমুখ হয়ে প্রত্যুদ্গমন করছে। অগ্নি তাদের জরা মোচন করে উৎকৃষ্ট সামর্থ ও অখণ্ড জীবন প্রদান করে গর্জন

করতে করতে আসছেন। ৯। অগ্নি মাতা পৃথিবীর উপরিভাগের আচ্ছাদন তৃণ-গুল্মাদি লেহন করতে করতে প্রভূত শব্দকারী প্রাণীগণের সাথে বেগে গমন করছেন ; পাদবিশিষ্ট পশুদের আহার প্রদান করছেন ; সর্বদা লেহন করছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে যাচ্ছেন তা কৃষ্ণবর্ণ করে যাচ্ছেন। ১০। হে অগ্নি ! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দানশীল হয়ে শ্বাস প্রক্ষেপ করে আমাদের ধনাঢ্য গৃহে দীপ্ত হও ; শিশুমতি ত্যাগ করে যুদ্ধকালে বর্মের ন্যায় বারবার (শত্রুদের) দূর করে দিয়ে জ্বলে ওঠ। ১১। হে অগ্নি ! এ যে কঠিন কাষ্ঠোপরি যত্নপূর্বক হব্য স্থাপিত হয়েছে, এ তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু হতেও প্রিয়তর হোক। তোমার শরীরের শিখা হতে যে নির্মল ও দীপ্ত তেজ নির্গত হচ্ছে তার সাথে তুমি আমাদের রত্ন প্রদান কর। ১২। হে অগ্নি ! আমাদের রথ ও গৃহের জন্য দৃঢ় দাঁড় ও পাদ বিশিষ্ট নৌকা প্রদান কর। এ আমাদের বীরগণকে, ধনবাহীদের ও অন্য লোকদের পার করবে এবং আমাদের সুখে রাখবে। ১৩। হে অগ্নি ! আমাদের উক্থ মন্ত্রের উৎসাহ বর্ধন কর। দ্যাবাপৃথিবী ও স্বয়ং গামিনী নদী সকল আমাদের গব্য ও শস্য প্রদান করে উৎসাহ বর্ধন করুক ; অরুণবর্ণ উষাগণ, সর্বকাল লভ্য বরণীয় অন্নাদি প্রদান করুন।

টীকা ঃ ১। দুখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে যে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, সেই অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে।

১৪১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

বলিত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি।
যদীমুপ হ্বরতে সাধতে মতির্ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ ॥ ১
পৃক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আ শয়ে দ্বিতীয়মা সপ্তশিবাসু মাতৃষু।
তৃতীয়মস্য বৃষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ ॥২
নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসা ক্রন্ত সূরয়ঃ।
যদীমনু প্রদিবো মধ্ব আধবে গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি ॥ ৩
প্র যৎ পিতুঃ পরমান্নীয়তে পর্যা পৃক্ষুধো বীরুধো দংসু রোহতি।
উভা যদস্য জনুষং যদিন্বত আদিদ্‌যবিষ্ঠো অভবদ্ঘৃণা শুচিঃ ॥ ৪
আদিন্মাতৄরাবিশদ্যাস্বা শুচিরহিংস্যমান উর্বিয়া বি বাবৃধে।
অনু যৎপূর্বা অরুহৎ সনাজুবো নি নব্যসীষ্ববরাসু ধাবতে ॥ ৫
আদিদ্ধোতারং বৃণতে দিবিষ্টিষু ভগমিব পপৃচানাস ঋঞ্জতে।
দেবান্‌যৎক্রত্বা মজ্মানা পুরুষ্টুতো মর্তং শংসং বিশ্বধা বেতী ধায়সে ॥ ৬
বি যদস্থাদ্‌জতো বাতচোদিতো হ্বারো ন বক্বা জরণা অনাকৃতঃ।
তস্য পত্মন্দক্ষুষঃ কৃষ্ণজংহসঃ শুচিজন্মনো রজ আ ব্যধ্বনঃ ॥ ৭
রথো ন যাতঃ শিক্বভিঃ কৃতো দ্যামঙ্গেভিররুষেভিরীয়তে।
আদস্য তে কৃষ্ণাসো দক্ষি সূরয়ঃ শূরস্যেব ত্বেষথাদীষতে বয়ঃ ॥ ৮
ত্বয়া হ্যগ্নে বরুণো ধৃতব্রতো মিত্রঃ শাশদ্রে অর্যমা সুদানবঃ।
যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বথা বিভুররান্ন নেমিঃ পরিভূরজায়থাঃ ॥ ৯
ত্বমগ্নে শশমানায় সুন্বতে রত্নং যবিষ্ঠ দেবতাতিমিন্বসি।
তং ত্বা নু নব্যং সহসো যুবন বয়ং ভগং ন কারে মহিরত্ন ধীমহি ॥ ১০
অস্মে রয়িং ন স্বার্থং দমূনসং ভগং দক্ষং ন পপৃচাসি ধর্ণসিম্‌।
রশ্মীঁরিব যো যমতি জন্মনী উভে দেবানাং শংসমৃত আ চ সুক্রতুঃ ॥ ১১
উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বো হোতা মন্দ্রঃ শৃণবচ্চন্দ্ররথঃ।
স নো নেষন্নেষতমৈরমূরোঽগ্নির্বামং সুবিতং বস্যো অচ্ছ ॥ ১২

অন্ধাব্যাগ্নিঃ শিমীবাদ্ভিরর্কৈঃ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ।
অমী চ যে মঘবানো বয়ং চ মিহং ন সূরো অতি নিষ্টতন্যুঃ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। দ্যুতিমান অগ্নির দর্শনীয় তেজঃ সত্যই এরূপে শরীরের জন্য লোকে ধারণ করে, এ শরীর বলে উৎপন্ন হয়েছে (১)। আমার জ্ঞান অগ্নির তেজকে আশ্রয় করে তা দিয়ে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করতে পারে অতএব সে অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা যায়। ২। প্রথমতঃ অন্নসাধক, বপুষ্মান ও নিত্য অগ্নি রয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ শুভকরী সপ্তমাতৃকাতে রয়েছেন, তৃতীয়তঃ এ অভীষ্টবর্ষীর দোহনার্থ রয়েছেন। পরস্পর সংসক্ত দশদিক দশদিকেই পূজ্য অগ্নিকে উৎপন্ন করছেন (২)। ৩। যেহেতু মহাযজ্ঞের মূল হতে যজ্ঞের রূপসিদ্ধি করণে সমর্থ ঋত্বিকগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করছেন এবং অনাদিকাল হতে সুন্দররূপে প্রক্ষেপ করবার নিমিত্ত গুহাস্থিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা চালন করছেন। ৪। যেহেতু অন্নের উৎকৃষ্টতা লাভের জন্য অগ্নি প্রণীত হয়, যেহেতু আহারের জন্য অভিলষিত লতাসকল এর দন্তে আরোহণ করে, যেহেতু অধ্বর্যু এবং যজমান উভয়েই অগ্নির যাতে উৎপত্তি হয় তার চেষ্টা করে, অতএব পবিত্র অগ্নি যজমানের প্রতি অনুগ্রহ পুরঃসর বরিষ্ঠ হলেন। ৫। যে মাতৃস্থানীয় দিক সমূহ মধ্যে অগ্নি অহিংসিত হয়ে বর্ধিত হচ্ছেন, এক্ষণে প্রদীপ্ত হয়ে তারাই মধ্যে প্রবেশ করছেন। স্থাপনকালে প্রথমতঃ যে সকল ওষধি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল অগ্নি তার উপরে আরোহণ করেছেন, এক্ষণে নূতন ও নিকৃষ্ট ওষধির প্রতি ধাবিত হচ্ছেন। ৬। হবিঃসম্পর্কারী যজমান দ্যুলোকবাসীদের প্রীতির নিমিত্ত হোম নিষ্পাদক অগ্নিকে বরণ করছেন এবং রাজার ন্যায় তাঁর প্রসাধন করেছেন। যেহেতু অগ্নি বহুকালের স্তুত্য ও বিশ্বাত্মক, তিনি ক্রতু সম্পন্ন ও বলযুক্ত দেবগণ এবং স্তুতিযোগ্য মর্ত্য যজমান উভয়কেই অন্নের জন্য কামনা করেন। ৭। বাচাল বিদূষকাদি যেরূপ অবাধে তোষামোদ করতে থাকে সেরূপ বায়ু কর্তৃক তাড়িত হয়ে যজনীয় অগ্নি চারদিকে ব্যপ্ত হন। অগ্নি দাহকারী, তাঁর জন্ম পবিত্র, তাঁর পথ কৃষ্ণবর্ণ এবং তাঁর পথের কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব তাঁর মার্গ অন্তরীক্ষ অবস্থিত আছে। ৮। অগ্নি রজ্জুবন্ধ রথের ন্যায় স্বীয় চঞ্চল অঙ্গের সাহায্যে স্বর্গে গমন করেন। তাঁর পথ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তিনি কাষ্ঠ দহন করেন। বীরের ন্যায় অগ্নির প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখ হতে পক্ষীগণ পলায়ন করে। ৯। হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ স্বীয় ব্রত ধারণ করেছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন এবং অর্যমা দানশীল হন। রথের নেমি যেরূপ অরসমূহকে ব্যপ্ত করে থাকে, তুমি যজ্ঞকার্যদ্বারা সেরূপ বিশ্বাত্মক, সর্বব্যাপি ও সকলের পরাভবকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছ। ১০। হে তরুণ অগ্নি! যিনি তোমার স্তব করেন এবং তোমার জন্য অভিষব করেন তুমি তার রমণীয় হব্য নিয়ে দেবতাগণের নিকট বিস্তার কর। হে তরুণ, মহাধন, বলপুত্র। তুমি স্তুত্য ও হবিভুক, আমরা স্তোত্র সময়ে রাজার ন্যায় তোমাকে স্থাপন করি। ১১। হে অগ্নি। তুমি যেমন আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপাস্য ধন প্রদান কর সেরূপ উৎসাহশীল জনপ্রিয়, বিদ্যাভ্যাসে কুশল পুত্র প্রদান কর। অগ্নি যেমন আপনার কিরণসমূহকে বিস্তার করেন সেরূপ আপনার জন্মাধার (আকাশ পৃথিবীকে) বিস্তার করে থাকেন। সুক্রতু অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবতাগণের স্তুতি বিস্তার করে থাকেন ১২। অগ্নি অত্যন্ত দ্যুতিশীল দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট, হোতা, আনন্দময়, সুবর্ণ রথবিশিষ্ট, অক্ষুণ্ন বল ও প্রসন্ন স্বভাব। তিনি কি আমাদের আহ্বান শ্রবণ করবেন? তিনি কি আমাদের সিদ্ধিপ্রদ কর্মদ্বারা অনায়াস লভ্য ও অভিলষিত

স্বর্গ অভিমুখে নিয়ে যাবেন ? ১৩। আমরা অগ্নিকে হব্য প্রদানাদি কর্ম ও অর্চনা সাধন মন্ত্র দ্বারা স্তব করছি। অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত যুক্ত হয়েছেন। উপস্থিত সকলে এবং আমরা, সূর্য যেমন মেঘের শব্দ উৎপন্ন করেন, সেরূপ (অগ্নির উদ্দেশে) শব্দ করি।

টীকা : ১। অর্থাৎ অরণি ঘর্ষণে। ২। এ ঋকের অর্থ অতিশয় অস্পষ্ট ; সায়ণ এরূপ অর্থ করেছেন, যথা প্রথমাগ্নির স্থান পৃথিবী। দ্বিতীয়াগ্নির স্থান অন্তরীক্ষ যেখানে মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি আছে, এ অগ্নির নাম বৈদ্যুতাগ্নি ; ইনি অন্তরিক্ষবর্ষী। এঁকে দোহনের জন্য আদিত্য রশ্মিরূপ তৃতীয় স্থানে অগ্নির আবশ্যক করে তিনিই তৃতীয়াগ্নি।

১৪২ সূক্ত ॥ আপ্রী (১) দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিদ্ধো অগ্ন আ বহ দেবাঁ অদ্য যতস্রুচে। তন্তুং তনুষ্ব পূর্ব্যং সুতসোমায়
দাশুষে ॥ ১
ঘৃতবন্তমুপ মাসি মধুমন্তং তনূনপাৎ। যজ্ঞং বিপ্রস্য মাবতঃ শশমানস্য দাশুষঃ ॥ ২
শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতি। নরাশংসস্ত্রিরা দিবো দেবো
দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ ॥ ৩
ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং। ইয়ং হি ত্বা মতির্মমাচ্ছা সুজিহ্ব বচ্যতে ॥ ৪
স্তৃণানাসো যতস্রুচো বর্হির্যজ্ঞে স্বধ্বরে। বৃঞ্জে দেবব্যচস্তমমিন্দ্রায় শর্ম সপ্রথঃ ॥৫
বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধঃ প্রয়ৈ দেবেভ্যো মহীঃ। পাবকাসঃ পুরুস্পৃহো দ্বারো
দেবীরসশ্চতঃ ॥ ৬
আ ভন্দমানে উপাকে নক্তোষাসা সুপেশসা। যহ্বী ঋতস্য মাতরা সীদতাং বর্হিরা
সুমৎ ॥ ৭
মন্দ্রজিহ্বা জুগুর্বণী হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং সিধ্রমদ্য
দিবিস্পৃশম্ ॥ ৮
শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী। ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু
যজ্ঞিয়াঃ ॥ ৯
তন্নস্তুরীপমদ্ভুতং পুরু বারং পুরু ত্মনা। ত্বষ্টা পোষায় বি ষ্যতু রায়ে নাভা নো
অস্ময়ুঃ ॥ ১০
অবসৃজন্নুপ ত্মনা দেবান্যক্ষি বনস্পতে। অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু
মেধিরঃ ॥ ১১
পূষণ্বতে মরুত্বতে বিশ্বদেবায় বায়বে। স্বাহা গায়ত্রবেপসে হব্যমিন্দ্রায় কর্তন ॥ ১২
স্বাহাকৃতান্যা গহ্যুপ হব্যানি বীতয়ে। ইন্দ্রা গহি শ্রুধী হবং ত্বাং হবন্তে অধ্বরে ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। হে সমিদ্ধ নামক অগ্নি ! যে যজমান স্রুক উন্নত করে তার জন্য তুমি অদ্য দেবগণকে আহ্বান কর। যে হব্যপ্রদায়ী যজমান হোমাভিষব করেছেন তাঁর উপকারার্থে পূর্বকালীন যজ্ঞ বিস্তার কর। ২। হে তনূনপাৎ নামক অগ্নি ! আমার মত হব্যপ্রদায়ী ও মেধাবী যে যজমান তোমাকে স্তব করে তার ঘৃতমধুরসবিশিষ্ট যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত অবস্থিতি কর। ৩। দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত, দ্যুতিমান, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংস নামক অগ্নি দ্যুলোক হতে এসে তিনবার আমাদের যজ্ঞ মধুর সাথে মিশ্রিত করুন। ৪। হে ইলিত অগ্নি ! তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এখানে নিয়ে এস। হে সুজিহ্ব ! তোমার উদ্দেশে আমি স্তোত্র পাঠ করছি। ৫। স্রুকধারী

ঋত্বিকগণ এ যজ্ঞে অগ্নিরূপ বর্হি বিস্তার করে ইন্দ্রের জন্য বিস্তীর্ণ সুখসাধন গৃহ সম্পাদন করছেন, এ গৃহে দেবগণ সর্বদা যাতায়াত করবেন। ৬। অগ্নিরূপ দেবী দ্বার খুলে দাও, দেবতাগণের আগমনের জন্য যজ্ঞের দ্বার খুলে দাও। দ্বারগুলি যজ্ঞের বর্ধক, যজ্ঞের শোধক, বহুলোকের স্পৃহণীয় এবং পরস্পর সংলগ্ন নহে। ৭। সকল লোকের স্তুতির যোগ্য, পরস্পর সন্নিহিত, সুন্দর রূপবিশিষ্ট, মহান, যজ্ঞের নির্মাতা অগ্নিরূপ নক্ত এবং উষা স্বয়ং এসে বিস্তৃত কুশে উপবেশন করুন। ৮। দেবতাগণের উন্মাদক শিক্ষাবিশিষ্ট, সর্বদা স্তুতিশীল যজমানগণের মিত্র, মেধাবী, অগ্নিরূপ দৈব্য হোতৃদ্বয় আমাদের এ সিদ্ধিপ্রদ স্বর্গস্পর্শী যাগের অনুষ্ঠান করুন। ৯। শুচি এবং দেবগণেয় মধ্যস্থা, হোমনিষ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী (২) (অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্তা হয়ে কুশের উপর উপবেশন করুন। ১০। ত্বষ্টা (অগ্নিমূর্তি বিশেষ) আমাদের মিত্র। তিনি স্বয়ং বহু প্রকারে আমাদের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য (মেঘের) নাভিস্থিত ব্যাপ্ত, অদ্ভুত এবং বহুসংখ্যক প্রাণির হিতকারী (জল) প্রেরণ করুন। ১১। হে অগ্নিরূপ বনস্পতি। ঋত্বিকগণকে ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করে নিজেই দেবগণের যাগ কর। দ্যুতিমান, মেধাবান অগ্নি দেবগণের মধ্যে হব্য প্রেরণ করেন। ১২। উষা ও মরুৎবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ, বায়ু ও গায়ত্র্যশরীর ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য প্রদানার্থ অগ্নিরূপ স্বাহা শব্দ উচ্চারণ কর। ১৩। হে ইন্দ্র! আমাদের স্বাহাকার বিবিষ্ট হব্য ভক্ষণের জন্য এস। যজ্ঞে ঋত্বিকগণ তোমাকে আহবান করছে।

টীকা ঃ ১। ১৩ সূক্তের ন্যায় এ ১৪২ সূক্তও আপ্রীসূক্ত। কাতথক্য বলেন যে সীমৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি শব্দ যজ্ঞের অবয়ব বাচী, অতএব এ সূক্তের দেবতা যজ্ঞই হওয়া উচিত। শাকপূণি বলেন এরা অগ্নির রূপান্তর, অতএব অগ্নিই এ সূক্তের দেবতা। ১৩ সূক্তের ঋকগুলিতে অগ্নির যে বারটি রূপের স্তুতি করা হয়েছে, এ সূক্তের প্রথম বারটি ঋকেও সে সমস্ত রূপের স্তুতি করা হয়েছে। ২। 'ভারতী' স্বর্গস্থ বাক, 'ইলা' পৃথিবীস্থ বাক, 'সরস্বতী' অন্তরীক্ষস্থ বাক। সায়ণ।

১৪৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তব্যসীং নব্যসীং ধীতিমগ্নয়ে বাচো মতিং সহসঃ সূনবে ভরে।
অপাং নপাদ্যো বসুভিঃ সহ প্রিয়ো হোতো পৃথিব্যাং ন্যসীদদৃত্বিয়ঃ ॥ ১
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্যাবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে।
অস্য ক্রত্বা সমিধানস্য মজ্মনা প্র দ্যাবা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ ॥ ২
অস্য ত্বেষা অজরা অস্য ভানবঃ সুসন্দৃশঃ সুপ্রতীকস্য সুদ্যুতঃ।
ভাত্বক্ষসো অত্যক্তুর্ন সিন্ধবোহগ্নে রেজন্তে অসসন্তো অজরাঃ ॥ ৩
যমেরিরে ভৃগবো বিশ্ববেদসং নাভা পৃথিব্যা ভুবনস্য মজ্মনা।
অগ্নিং তং গীর্ভির্হিনুহি স্ব আ দমে য একো বস্বো বরুণো ন রাজতি ॥ ৪
ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ।
অগ্নির্জম্ভৈস্তিগিতৈরত্তি ভর্বতি যোধো ন শত্রূন্ৎস বনা ন্যৃঞ্জতে ॥ ৫
কুবিন্নো অগ্নিরুচথস্য বীরসদ্বসুষ্কুবিদ্বসুভিঃ কামমাবরৎ।
চোদঃ কুবিত্তুতুজ্যাৎসাতয়ে ধিয়ঃ শুচিপ্রতীকং তমযা ধিয়া গৃণে ॥ ৬
ঘৃতপ্রতীকং ব ঋতস্য ধূর্ষদমগ্নিং মিত্রং ন সমিধান ঋঞ্জতে।
ইন্ধানো অক্রো বিদথেষু দীদ্যচ্ছুক্রবর্ণামুদু নো যংসতে ধিয়ম্ ॥ ৭

অপ্রযুচ্ছন্নপ্রযুচ্ছদ্ভিরগ্নে শিবেভির্নঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ ।
অদব্ধেভিরদৃপিতেভিরিষ্টেঽনিমিষদ্ভিঃ পরি পাহি নো জাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১ । অগ্নি বলের পুত্র, জলের নপ্তা, যজমানের প্রিয়তম ও হোমনিষ্পাদক এবং যথাকালে ধনের সাথে বেদিতে উপবেশন করেন , তাঁর উদ্দেশে আমি এ নূতন এবং শুভফলবর্ধক যজ্ঞ আরম্ভ করি ও স্তব পাঠ করি । ২ । অগ্নি, পরম ব্যোম প্রদেশে উৎপন্ন হয়ে প্রথম মাতরিশ্বার (১) নিকট আবির্ভূত হলেন । পরে ইন্ধন-দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে প্রবল ক্রিয়াদ্বারা তাঁর দীপ্তি দ্যাবা পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করল । ৩ । অগ্নির দীপ্তি সকলের নাশ নেই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্বতঃ দ্যোতমান ও বিলক্ষণ বলশালী । নৈশ অন্ধকার নষ্ট করে সর্বদা জাগরূক ও জরারহিত অগ্নিশিখাগণ কদাচ কম্পিত হয় না । ৪ । ভৃগুবংশোৎপন্ন যজমানগণ, ভূতসমূহের বলের নিমিত্ত বেদির নাভিপ্রদেশে যে সর্ব ধনবান অগ্নিকে আপনাদের অভিমুখে স্থাপন করেছেন, তাঁকে আপন গৃহে নিয়ে স্তব কর । তিনি মুখ্য এবং বরুণের ন্যায় সমস্ত ধনের ঈশ্বর । ৫ । যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেউ নিবারণ করতে পারে না, সেরূপ যে অগ্নিকে কেউ নিবারণ করতে পারে না সে অগ্নি যোধদের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্তদ্বারা শত্রুদের ভক্ষণ ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দহন করেন । ৬ । অগ্নির বারবার আম্যদের উক্ত স্তোত্র শুনতে ইচ্ছা করুন, ধনস্থানীয় অগ্নি ধনদ্বারা বারবার আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন । যজ্ঞপ্রবর্তক অগ্নি যজ্ঞলাভের জন্য বারবার আমাদের ত্বরান্বিত করুন, আমি এরূপ স্তুতিদ্বারা সুদর্শন অগ্নিকে স্তব করি । ৭ । তোমাদের যজ্ঞনির্বাহক প্রদীপ্ত অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় দীপ্ত করে অলংকৃত করছে । সম্যক দীপ্যমান জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞস্থলে স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের শুভ্রবর্ণ যাগাদিবিষয়ক প্রজ্ঞাকে উন্মীলিত করছে । ৮ । হে অগ্নি ! আমাদের প্রতি অনুগ্রহে বিরত না হয়ে সর্বদা অবহিত, মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর । হে সর্বজন বাঞ্ছনীয় অগ্নি ! তুমি উৎপন্ন হয়ে হিংসারহিত, অপরিভূত ও নিমেষ রহিতভাবে আমাদের সম্যকরূপে পালন কর ।

টীকা ঃ ১ । মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন ।

১৪৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি । জগতী ছন্দ ।

এতি প্র হোতা ব্রতমস্য মায়য়োর্ধ্বাং দধানঃ শুচিপেশসং ধিয়ম্ ।
অভি স্রুচঃ ক্রমতে দক্ষিণাবৃতো যা অস্য ধাম প্রথমং হ নিংসতে ॥ ১
অভীমৃতস্য দোহনা অনুষত যোনৌ দেবস্য সদনে পরীবৃতাঃ ।
অপামুপস্থে বিভৃতোযদাবসদধ স্বধা অধয়দ্যাভিরীয়তে ॥ ২
যুযূষতঃ সবয়সা তদিদ্বপুঃ সমানমর্থং বিতরিত্রতা মিথঃ ।
আদীং ভগো ন হব্যঃ সমস্মদা বোল্হুর্ন রশ্মীন্ত্সময়ংস্ত সারথিঃ ॥ ৩
যমীং দ্বা সবয়সা সপর্যতঃ সমানে যোনা মিথুনা সমোকসা ।
দিবা ন নক্তং পলিতো যুবাজনি পুরু চরন্নজরো মানুযা যুগা ॥ ৪
তমীং হিন্বন্তি ধীতয়ো দশ ব্রিশো দেবং মর্তাস উতয়ে হবামহে ।
ধনোরাধি প্রবত আ স ঋণ্বত্যভিব্রজদ্ভির্বয়ুনা নবাধিত ॥ ৫
ত্বং হ্যগ্নে দিব্যস্য রাজসি ত্বং পার্থিবস্য পশুপা ইব ত্মনা ।
এনী ত এতে বৃহতী অভিশ্রিয়া হিরণ্যয়ী বক্করী বর্হিরাশাতে ॥ ৬

অগ্নে জুষস্ব প্রতি হর্ষ তদ্বচো মন্দ্র স্বধাব ঋতজাত সুক্রতো।
যো বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি দর্শতো রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। বহুদর্শী হোতা উন্নত এবং অনবদ্য প্রজ্ঞাবলে অগ্নির উপচর্যার জন্য গমন করছেন ও প্রদক্ষিণ করে স্রুক ধারণ করছেন। এ সকল স্রুক অগ্নিতে প্রথমাহুতি প্রদান করে। ২। সূর্যকিরণে সর্বতো ব্যাপ্ত জলের ধারা তাদের উৎপত্তিস্থান আদিত্যলোকে আবার নূতন হয়ে জন্মাচ্ছে। অগ্নি যখন জলের ক্রোড়ে আদরের সাথে বাস করে সে সময়ে লোকে অমৃতময় জলপান করে এবং অগ্নি তার সাথে মিলিত হয়। ৩। সমান বয়স্ক দু জনে (১) এক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্য করে অগ্নির শরীরে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করছে, অনন্তর ভগ যেরূপ রশ্মি বিস্তার করেন; অথবা সারথি যেরূপ রশ্মি গ্রহণ করে, আহবনীয় অগ্নি সেরূপ আমাদের রশ্মি অর্থাৎ প্রদত্তঘৃত ধারা গ্রহণ করেন (২)। ৪। সমান বয়স্ক, এক যজ্ঞে বর্তমান এবং এক কার্যে নিযুক্ত দু জন যে অগ্নিকে দিনরাত পূজা করে, সে অগ্নি পলিতই হোন বা যুবাই হোন মনুষ্য যুগ্মের হব্য ভক্ষণ করে অজর হয়েছেন। ৫। দশ আঙ্গুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে সেই দ্যোতমান অগ্নিকে প্রীত করে। আমরা মানুষ, রক্ষালাভার্থ অগ্নিকে আহবান করি। ধনুক হতে যেরূপ বাণ বহির্গত হয়, অগ্নি সেরূপ রশ্মি প্রেরণ করেন। অগ্নি চতুর্দিকবর্তী যজমানগণের স্তুতি ধারণ করেন। ৬। হে অগ্নি! তুমি পশুপালকের ন্যায় নিজ সামর্থে স্বর্গীয়দের ঈশ্বর এবং পার্থিবদের ঈশ্বর, এজন্য মহতী ঐশ্বর্যবতী, হিরণ্ময়ী, মঙ্গল শব্দকারিণী, শুভ্রবর্ণা ও প্রসন্না দ্যাবা পৃথিবী তোমার যজ্ঞে উপস্থিত হন। ৭। হে অগ্নি! তুমি হব্য সেবা কর, তোমার স্তোত্র শ্রবণ করতে ইচ্ছা কর। হে স্তুত্য, অন্নবান যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সুক্রতু অগ্নি! তুমি সমস্ত জগতের অনুকূল সকলের দর্শনীয়, তুমি আনন্দোৎপাদক এবং প্রভূত অন্নবান ব্যক্তির ন্যায় সকলের আশ্রয় স্থান।

টীকা ঃ ১। হোতা ও অধ্বর্যু। অথবা এ স্থলে সমান বয়স্ক এবং এক উদ্দেশে পরিশ্রমকারী পরস্পর সংলগ্ন জায়া ও পতিও বুঝাতে পারে। ২। রশ্মি শব্দের তিন অর্থ, যথা কিরণ, লাগাম এবং ঘৃত ধারা।

১৪৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তং পৃচ্ছতা স জগামা স বেদ স চিকিত্বাঁ ঈয়তে সান্বীয়তে।
তস্মিন্ত্সন্তি প্রশিষস্তস্মিন্নিষ্টয়ঃ স বাজস্য শবসঃ শুষ্মিণস্পতিঃ ॥ ১
তমিৎ পৃচ্ছন্তি ন সিমো বিপৃচ্ছতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদগ্রভীৎ।
ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচোঽস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ ॥ ২
তমিদগচ্ছন্তি জুহ্বস্তমর্বতীর্বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্বচাংসি মে।
পুরুপ্রৈষস্ততুরির্যজ্ঞসাধনোঽচ্ছিদ্রোতিঃ শিশুরাদত্ত সংরভঃ ॥ ৩
উপস্থায়ং চরতি যৎসমারত সদ্যো জাতস্তৎসার যুজ্যেভিঃ।
অভি শ্বান্তং মৃশতে নান্দ্যে মুদে যদীঙ্গচ্ছন্ত্যুশতীরপিষ্ঠিতম্ ॥ ৪
স ঈং মৃগো অপ্যো বনর্গুরুপ ত্বচ্যুপমস্যাং নি ধায়ি।
ব্যব্রবীদ্বয়ুনা মর্ত্যেভ্যোঽগ্নির্বিদ্বাঁ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর তিনিই জানেন, তিনিই গিয়েছিলেন, তাঁরই চৈতন্য আছে তিনিই যান, তাঁর গতি দ্রুত, শাসন ক্ষমতা তাঁরই সাছে, ইষ্ট বস্তুও তাঁতেই আছে। তিনিই অন্ন, বল এবং বলবানের পালক। ২। তাঁকেই সকল

লোকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীরব্যক্তি নিজের মনে যা স্থির করে তার পূর্বে ও কথা সহ্য করতে পারে না, পরেও কথা সহ্য করতে পারে না; এ জন্যই দাম্ভিকতাশূন্য লোক অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ৩। জুহূসমূহ তাঁর উদ্দেশে যায়, স্তুতিও তাঁরই জন্য, এক অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতি শোনেন। তিনি অনেকের প্রবর্তক, তারয়িতা ও যজ্ঞের সাধনভূত, তাঁর রক্ষা ছিদ্রশূন্য; তিনি শিশুর ন্যায় (শান্ত) এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর্তা। ৪। যখনই যজমান অগ্নি উৎপন্ন করবার চেষ্টা করে তখনই অগ্নি আবির্ভূত হন, উৎপন্ন হয়েই সদ্য যুজ্য বস্তুর সাথে মিলিত হন। তার আনন্দজনক কর্ম শ্রান্ত যজমানের সন্তোষের জন্য অভিমত ফল প্রদান করেন। ৫। অন্বেষণশীল, অধিগম্য, বনগামী অগ্নি, ত্বকের ন্যায় ইন্ধনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছেন। বিদ্বান যাগাভিজ্ঞ, যথার্থবাদী অগ্নি মর্তদের বিশেষ করে জ্ঞান প্রদান করেছেন।

১৪৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষেহনূনমগ্নিং পিত্রোরুপস্থে।
নিষত্তমস্য চরতো ধ্রুবস্য বিশ্বা দিবো রোচনাপপ্রিবাংসম্ ॥ ১
উক্ষা মহাঁ অভি ববক্ষ এনে অজরস্তস্থাবিত ঊতি ঋষ্বঃ।
উর্ব্যাঃ পদো নি দধাতি সানৌ রিহন্ত্যূধো অরুষাসো অস্য ॥ ২
সমানং বৎসমভি সঞ্চরন্তী বিষ্বগ্ধেনূ বি চরতঃ সুমেকে।
অনপবৃজ্যাঁ অধ্বনো মিমানে বিশ্বান্কেতাঁ অধি মহো দধানে ॥ ৩
ধীরাসঃ পদং কবয়ো নয়ন্তি নানা হৃদা রক্ষমাণা অজুর্যম্।
সিষাসন্তঃ পর্যপশ্যন্ত সিন্ধুমাবিরেভ্যো অভবৎ সূর্যো নৄন্ ॥ ৪
দিদৃক্ষেণ্যঃ পরি কাষ্ঠাসু জেন্য ঈলেন্যো মহো অর্ভায় জীবসে।
পুরুত্রা যদভবৎ সূরহৈভ্যো গর্ভেভ্যো মঘবা বিশ্বদর্শতঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। পিতা মাতার (দ্যাবাপৃথিবী) ক্রোড়স্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট (১) ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর। সর্বত্রগামী, অবিচলিত, দ্যোতমান এবং অভীষ্টবর্ষী অগ্নির তেজ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। ২। ফলপ্রদাতা অগ্নি নিজ মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে রয়েছেন, জরারহিত, পূজনীয় অগ্নি আমাদের রক্ষা করে অবস্থিতি করছেন, বিস্তৃত পৃথিবীর সানুপ্রদেশে বেদিতে পদক্ষেপ করছেন। তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঊধঃ অন্তরীক্ষ লেহন করছে। ৩। যজমান ও তৎ পত্নী সেবাকার্যকুশল দুটি ধেনুর ন্যায় একটি বৎসরূপ অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করছেন। তাঁরা গর্হিত বিষয়শূন্য পথ নির্মাণ করছেন এবং সর্বপ্রকার প্রজ্ঞা অধিক পরিমাণে ধারণ করছেন। ৪। অভিজ্ঞ মেধাবীগণ অজেয় অগ্নিকে স্বীয়স্থানে স্থাপন করছেন বুদ্ধিবলে নানা উপায়ে তাঁর রক্ষা করছেন, যজ্ঞফলভোগেচ্ছায় ফলদায়ী অগ্নির শুশ্রূষা করছেন। অগ্নি সূর্যরূপে তাঁদের নিকট আবির্ভূত হচ্ছেন। ৫। অগ্নি ইচ্ছা করেন, যে দশদিকে তাঁদের দেখতে পায়। তিনি সর্বদা জয়শীল এবং স্তুতিযোগ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলেরই জীবনস্বরূপ। ধনবান এবং সকলের দর্শনীয়, অগ্নি অনেক স্থানে শিশুতুল্য যজমানগণের পিতারূপ।

টীকা ঃ ১। তিনটি সবন অগ্নির মূর্ধা, সাতটি ছন্দ তার রশ্মি। সায়ণ।

১৪৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কথা তে অগ্নে শুচয়ন্ত আয়োর্দদাশুর্বাজেভিরাশুষাণাঃ।
উভে যত্তোকে তনয়ে দধানা ঋতস্য সামন্রণয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১

বোধা মে অস্য বচসো যবিষ্ঠ মংহিষ্ঠস্য প্রভৃতস্য স্বধাবঃ।
পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি বন্দারুস্তে তন্বং বন্দে অগ্নে ॥ ২
যে পায়বো মমতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
ররক্ষ তান্ত্সুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ ॥ ৩
যো নো অগ্নে অররিবাঁ অঘায়ুররাতীবা মর্চয়তি দ্বয়েন।
মন্ত্রো গুরুঃ পুনরস্তু সো অস্মা অনু মৃক্ষীষ্ট তন্বং দুরুক্তৈঃ ॥ ৪
উত বা যঃ সহস্য প্রবিদ্বান্মর্তো মর্তং মর্চয়তি দ্বয়েন।
অতঃ পাহি স্তবমান স্তুবন্তমগ্নে মাকির্নো দুরিতায় ধায়ীঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তোমার উজ্জ্বল ও শোষক রশ্মিগণ কি প্রকারে অন্নের সাথে আয়ুঃ প্রদান করে, যে পুত্র ও পৌত্রাদির জন্য অন্ন ও আয়ু প্রাপ্ত হয়ে যজমান যজ্ঞসম্বন্ধীয় সামগান করতে পারে? ২। হে তরুণ অন্নবান অগ্নি। আমার অতিশয় পূজনীয় ও উত্তমরূপে সম্পাদিত স্তুতি গ্রহণ কর। একজন তোমাকে হিংসা করে আর একজন তোমার পূজা করে। আমি তোমার উপাসক, আমি তোমার মূর্তিকে পূজা করি। ৩। হে অগ্নি! তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখে তাকে অন্ধত্ব হতে রক্ষা করেছিল তুমি সর্বপ্রজ্ঞাযুক্ত, তুমি সে সুখকর রশ্মিগণকে রক্ষা কর। বিনাশেচ্ছু শত্রুগণ যেন হিংসা না করে। ৪। হে অগ্নি। যে আমাদের পাপ ইচ্ছা করে, নিজে দান করে না মানসিক ও বাচনিক দুপ্রকার মন্ত্র দ্বারা আমাদের নিন্দা করে, তাদের একমন্ত্র (মানস) তাদেরই পক্ষে গুরুভাব হোক, তারা দুর্বাক্যদ্বারা আপনাদেরই শরীর নষ্ট করুক। ৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! যে মানুষ জেনে শুনে দ্বিপ্রকার মন্ত্র দ্বারা মানুষের নিন্দা করে, হে স্তূয়মান অগ্নি! আমি স্তব করছি, তার হস্ত হতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমাদের পাপে নিক্ষেপ করো না।

১৪৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতম্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মথীদ্যদীং বিষ্টো মাতরিশ্বা হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যম্।
নি য়ং দধুর্মনুষ্যাসু বিক্ষু স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্ ॥ ১
দদানমিন্ন দদভন্ত মন্মাগ্নির্বরূথং মম তস্য চাকন্।
জুষন্ত বিশ্বান্যস্য কর্মোপস্তুতিং ভরমাণস্য কারোঃ ॥ ২
নিত্যে চিন্নুয়ং সদনে জগৃভ্রে প্রশস্তিভির্দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
প্র সূ নয়ন্ত গৃভয়ন্ত ইষ্টাবশ্বাসো ন রথ্যো রারহাণাঃ ॥ ৩
পুরূনি দস্মো নি রিণাতি জম্ভৈরাদ্রোচতে বন আ বিভাবা।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরস্তুর্ন শর্যামসনামনু দ্যূন্ ॥ ৪
ন যং রিপবো ন রিষণ্যবো গর্ভে সন্তং রেষণা রেষয়ন্তি।
অন্ধা অপশ্যা ন দভন্নভিখ্যা নিত্যাস ঈং প্রেতারো অক্ষরন্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১।মাতরিশ্বা প্রবেশ করে নানা রূপবিশিষ্ট সর্বদেবকার্যকুশল দেবগণের আহ্বানকর্তা অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করেছেন। পূর্বে দেবগণ একে বিচিত্র দ্যুতিমান সূর্যের ন্যায় মানুষ ও ঋত্বিকগণের যজ্ঞ সমাধার জন্য স্থাপন করেছিলেন। ২। অগ্নিকে সন্তোষকর হব্য প্রদান করলেই শত্রুগণ আমাকে নাশ করতে পারবেনা, যেহেতু অগ্নি আমার দেওয়া বরণীয় (স্তোত্রাদির) অভিলাষী। স্তোতা যখন অগ্নির সম্বন্ধে স্তুতি করেন, তখন সমস্ত দেবগণ তৎপ্রদত্ত সমস্ত হব্য প্রাপ্ত হন।

৩। যজ্ঞকারীগণ যে অগ্নিকে নিত্য অগ্নিগৃহে নিয়ে যান এবং স্তুতিসহকারে স্থাপন করেন, ঋত্বিকগণ দ্রুতগামী রথনিবদ্ধ অশ্বের ন্যায় সে অগ্নিকে যজ্ঞার্থ প্রণয়ন করেন। ৪। বিনাশক অগ্নি, সর্বপ্রকার বৃক্ষাদি দন্তদ্বারা নষ্ট করেন, অনন্তর বনে নানাবর্ণে শোভাপ্রাপ্ত হন। তদনন্তর যেমন ধানুকীর নিকট হতে তীর বেগে গমন করে সেরূপ বায়ু প্রতিদিন শিখার অনুকূলে বয়ে থাকে। ৫। অরণি গর্ভে অবস্থিত যে অগ্নিকে শত্রুগণ অথবা অন্য হিংসকগণ দুঃখ দিতে পারে না, অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিরহিত লোকে যে অগ্নির মাহাত্ম্য নষ্ট করতে পারে না, অবিচলিত ভক্তি বিশিষ্ট যজমানগণ বিশেষরূপে তৃপ্তিসাধন করে তাঁকে রক্ষা করে।

১৪৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। বিরাট্ ছন্দ।

মহঃ স রায় এষতে পতিদর্ন্নিন ইনস্য বসুনঃ পদ আ। উপ ধ্রজন্তমদ্রয়ো বিধন্নিৎ ॥ ১
স যো বৃষা নরাং ন রোদস্যোঃ শ্রবোভিরস্তি জীবপীতসর্গঃ। প্র যঃ সস্রাণঃ শিশ্রীত যোনৌ ॥ ২
আ যঃ পুরং নার্মিণীমদীদেদত্যঃ কবির্নভন্যোনার্বা। সূরো ন রুরুক্বাঞ্ছতাত্মা ॥ ৩
অভি দ্বিজন্মা ত্রী রোচনানি বিশ্বা রজাংসি শুশুচানো অস্থাৎ। হোতা যজিষ্ঠো অপাং সধস্থে ॥ ৪
অয়ং স হোতা যো দ্বিজন্মা বিশ্বা দধে বার্যাণি শ্রবস্যা। মর্তো যো অস্মৈ সুতুকো দদাশ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। মহাধনের স্বামী অগ্নি অভীষ্ট প্রদান করে আমাদের অভিমুখে আসছেন। প্রভুর অগ্নি ধনাস্পদ বেদি আশ্রয় করছেন। প্রস্তর হস্ত যজমানগণ আগত অগ্নির সেবা করছেন। ২। যে অগ্নি মনুষ্যদের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হয়ে বর্তমান আছেন এবং তাঁর থেকেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়ে (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন। ৩। অগ্নি মেধাবী, তিনি অন্তরীক্ষচারী বায়ুর ন্যায় নানাস্থানে যান। তিনি এ সুন্দর স্থান দীপ্ত করেছেন, নানারূপ অগ্নি সূর্যের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। ৪। দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বান কর্তা এবং যে স্থলে জল সংগৃহীত হয় সেখানে বর্তমান আছেন। ৫। যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্যলাভের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয় ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্য অগ্নিকে হব্য দান করে, তার উত্তম পুত্র হয়।

১৫০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। উষ্ণিক ছন্দ।

পুরু ত্বা দাশ্বান্বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা। তোদস্যেব শরণ আ মহস্য ॥ ১
ব্যনিনস্য ধনিনঃ প্রহোষে চিদররুষঃ। কদা চন প্রজিগতো অদেবয়োঃ ॥ ২
স চন্দ্রো বিপ্র মর্ত্যো মহো ব্রাধন্তমো দিবি। প্রপ্রেত্তে অগ্নে বনুষঃ স্যাম ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! যেহেতু আমি হব্য দান করি অতএব তোমার নিকট অনেক প্রার্থনা করি। হে অগ্নি! আমি তোমারই সেবক। হে অগ্নি! মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে আমি তোমার নিকট সেরূপ। ২। হে অগ্নি! যে ধনবান ব্যক্তি তোমাকে স্বামী বলে না বা উত্তমরূপে হোমের জন্য দক্ষিণা দেয় না এবং যে ব্যক্তি দেবতাগণকে স্তব করে না সে দেবশূন্য লোকদ্বয়কে ধন দান করো না। ৩। হে

মেধাবী অগ্নি। যে ব্যক্তি তোমার যজ্ঞ করে, সে স্বর্গস্থচন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দকর হয়, প্রধানদের মধ্যেও প্রধান হয়। (অতএব) আমরা বিশেষরূপে তোমারই সেবক হব।

১৫১ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ।

মিত্রং ন যং শিম্যা গোষু গব্যবঃ স্বাধ্যো বিদথে অপ্সু জীজনন্।
অরেজেতাং রোদসী পাজসা গিরা প্রতি প্রিয়ং যজতং জনুষামবঃ ॥ ১
যদ্ধ ত্যদ্বাং পুরুমীহ্লস্য সোমিনঃ প্র মিত্রাসো না দধিরে স্বাভুবঃ ॥
অধ ক্রতুং বিদতং গাতুমর্চত উত শ্রুতং বৃষণা পস্ত্যাবতঃ ॥ ২
আ বাং ভুষণ্ক্ষিতয়ো জন্ম রোদস্যোঃ প্রবাচ্যং বৃষণা দক্ষসে মহে।
যদীমৃতায় ভরথো যদর্বতে প্র হোত্রয়া শিম্যা বীথো অধ্বরম্ ॥ ৩
প্র সা ক্ষিতিরসুর যা মহি প্রিয় ঋতাবানাবৃতমা ঘোষথো বৃহৎ।
যুবং দিবো বৃহতো দক্ষমাভুবং গাং ন ধুর্যুপ যুঞ্জাথে অপঃ ॥ ৪
মহী অত্র মহিনা বারমৃণ্বথোঽরেণবস্তুজ আ সদ্মন্ধেনবঃ।
স্বরন্তি তা উপরতাতি সূর্যমা নিম্রুচ উষসস্তক্ববীরিব ॥ ৫
আ বামৃতায় কেশিনীরনূষত মিত্র যত্র বরুণ গাতুমর্চথঃ।
অব ত্মনা সৃজতং পিন্বতং ধিয়ো যুবং বিপ্রস্য মন্মনামিরজ্যথঃ ॥ ৬
যো বাং যজ্ঞৈঃ শশমানো হ দাশতি কবির্হোতা যজতি মন্মসাধনঃ।
উপাহ তং গচ্ছথো বীথো অধ্বরমচ্ছা গিরঃ সুমতিং গন্তমস্ময়ূ ।। ৭
যুবাং যজ্ঞৈঃ প্রথমা গোভিরঞ্জত ঋতাবানা মনসো ন প্রযুক্তিষু।
ভরন্তি বাং মন্মনা সংযতা গিরোঽদৃপ্যতা মনসা রেবদাশাথে ।। ৮
রেবদ্বয়ো দধাথে রেবদাশাথে নরা মায়াভিরিত উতি মাহিনম্।
ন বাং দ্যাবো ঽহভির্নোত সিন্ধবো ন দেবত্বং পণয়ো নানশুর্মঘম্ ।। ৯

অনুবাদ ঃ ১। গোধনাভিলাষী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন যজমানগণ, গোধনলাভের ও মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত, মিত্রের ন্যায় প্রিয় ও যজনীয় যে অগ্নিকে অন্তরীক্ষভব জলমধ্যে ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন করেছেন তাঁর বল ও শব্দে দ্যাব্যাপৃথিবী কম্পিত হচ্ছে। ২। যেহেতু মিত্রভূত ঋত্বিকগণ তোমাদের জন্য অভীষ্টপ্রদায়ী স্বকর্মক্ষম সোমরস ধারণ করে আছে অতএব অর্চকের গৃহে এস। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা গৃহ-পতির আহ্বান শোন। ৩। হে অভীষ্টবর্ষী মিত্রাবরুণ! মহাবল লাভের জন্য মনুষ্যগণ দ্যাব্যাপৃথিবী হতে তোমার প্রশংসনীয় জন্মের কীর্তন করছে যেহেতু তুমি যজমানের যজ্ঞ ফলস্বরূপ অভীষ্ট প্রদান কর এবং স্তুতি ও হব্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ কর। ৪। হে প্রভূত বলবান মিত্রাবরুণ! যে যজ্ঞভূমি তোমাদের প্রিয়তর তা উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়েছে। হে সত্যবাদী মিত্রাবরুণ! তোমরা আমাদের বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর; দুগ্ধাদির দ্বারা শরীরের বল প্রদানে সমর্থ ধেনুর ন্যায়, তোমরা উভয়ে বৃহৎ দ্যুলোকের অগ্রভাগে দেবতাগণের আনন্দোৎপাদনে সমর্থ এবং নানাস্থানে আরব্ধ কর্ম উপভোগ কর। ৫। হে মিত্রাবরুণ! তোমরা নিজ মহিমায় যে ধেনুগণকে বরণীয় প্রদেশে নিয়ে যাও, তাদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। তারা ক্ষীর প্রদান করে এবং গোষ্ঠে ফিরে আসে। চৌরধারী ব্যক্তিগণের ন্যায় উক্ত গাভীগণ প্রাতঃকালে ও সায়ং-কালে উপরিস্থিত সূর্যের দিকে চীৎকার করে। ৬। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা যে যজ্ঞে যজ্ঞভূমিকে সম্মানিত কর তথায় কেশের ন্যায় অগ্নির শিখা যজ্ঞার্থ তোমাদের পূজা করে। তোমরা নিম্নমুখে বৃষ্টি প্রদান কর এবং আমাদের কর্ম

সম্পন্ন কর। তোমরাই মেধাবী যজমানের মনোহর স্তুতির ঈশ্বর। ৭। যে মেধাবী হোমনিষ্পাদক, মনোহর যজ্ঞোপকরণবিশিষ্ট যজমান যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাদের উদ্দেশে স্তব করে হব্য প্রদান করে সে প্রজ্ঞাবান যজমানের উদ্দেশে যায় এবং যজ্ঞের কামনা কর। আমাদের অনুগ্রহ করবার অভিলাষে আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। ৮। যেমন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ করতে হলে প্রথমে মনের প্রয়োগ করতে হয়, হে সত্য বাদী মিত্র ও বরুণ। সেরূপ তোমাদের যজমানেরা প্রথমে গব্য দ্বারা অর্চনা করে। যজমানেরা তোমাদের আসক্ত চিত্তে স্তুতি করেছে, তোমরা মনে দর্প না করে আমাদের সম্মুখ কার্যে উপস্থিত হও। ৯। হে মিত্র ও বরুণ। তোমরা ধনবিশিষ্ট অন্ন ধারণ কর; আমাদের ধনবিশিষ্ট অগ্নি প্রদান কর। এ প্রচুর ও তোমার বুদ্ধি-বলে রক্ষিত। দিবস বা রাত্রি তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নি। নদীগণও তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নি, পণিরাও প্রাপ্ত হয় নি; তারা তোমার দানও প্রাপ্ত হয় নি।

১৫২ সূক্ত। মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ।
অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে ॥ ১
এতচ্চন ত্বো বি চিকেতদেষাং সত্যো মন্ত্রঃ কবিশস্ত ঋঘাবান্।
ত্রিরশ্রিং হন্তি চতুরশ্রিরুগ্রো দেবনিদো হ প্রথমা অজূর্যন্ ॥ ২
অপাদেতি প্রথমা পদ্বতীনং কস্তদ্বাং মিত্রাবরুণা চিকেত।
গর্ভো ভারং ভরত্যা চিদস্য ঋতং পিপর্ত্যনৃতং নি তারীৎ ॥ ৩
প্রযন্তমিৎ পরি জারং কনীনাং পশ্যামসি নোপনিপদ্যমানম্।
অনবপৃগ্ণা বিততা বসানং প্রিয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধাম ॥ ৪
অনশ্বো জাতো অনভীশুরর্বা কনিক্রদৎ পতয়দূর্ধ্ব সানুঃ।
অচিত্তং ব্রহ্ম জুজুষুর্যুবানঃ প্র মিত্রে ধাম বরুণে গৃণন্তঃ ॥ ৬
আ ধেনবো মামতেয়মবন্তীর্ব্রহ্মপ্রিয়ং পীপয়ন্তস্মিন্নূধন্।
পিত্বো ভিক্ষেত বয়ুনানি বিদ্বানাসাবিবাসন্নদিতিমুরুষ্যেৎ ॥ ৬
আ বাং মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং নমসা দেবাববসা ববৃত্যাম্
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু সহ্যা অস্মাকং বৃষ্টির্দিব্যা সুপারা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে স্থূল মিত্র ও বরুণ। তোমরা (তেজরূপ) বস্ত্র ধারণ কর, তোমাদের সৃষ্টি সুন্দর ও দোষ রহিত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ কর এবং ঋতের সাথে যুক্ত হও। ২। এ উভয়ের (মিত্র ও বরুণের) প্রত্যেকেই কর্ম অনুষ্ঠান করেন। তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রণাকুশল, কবিগণের স্তুত্য ও শত্রুহিংসক। তিনি উগ্র-রূপে চতুর্গুণ অস্ত্রবিশিষ্ট হয়ে, ত্রিগুণ অস্ত্রবিশিষ্টগণকে নাশ করেন। দেবনিন্দু-কেরা তাঁর প্রভাবে প্রথমতই জীর্ণ হয়ে যায়। ৩। পদবিশিষ্ট মনুষ্যদের অগ্রে পদরহিতা উষা আসেন; হে মিত্রাবরুণ। এ যে তোমাদেরই কাজ তা কে জানে? তোমাদের সন্তান আদিত্য ঋতের পূরণ ও অনৃতের বিনাশ করে সমস্ত জগতের ভার বহন করেন (১)। ৪। আমরা দেখেছি যে কন্যার উষার প্রণয়ী আদিত্য ক্রমাগতই চলছেন, কখনই বসছেন না। বিস্তৃত তেজে আচ্ছাদিত আদিত্য মিত্রাবরুণের প্রিয়পাত্র। ৫। আদিত্যের অশ্ব নেই, প্রগ্রহ নেই তথাপি তিনি শীঘ্র গমনশীল ও অত্যন্ত শব্দকারী; তিনি ক্রমেই ঊর্ধ্বে আরোহণ করছেন। লোকে এ সকল অচিন্তনীয় বৃহৎ কর্ম মিত্র ও বরুণের প্রতি আরোপ করে তাদের স্তব করছে ও

সেবা করছে। ৬। প্রীতিজনক ধেনুগণ বৃহৎ কর্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে (অর্থাৎ আমাকে)আপনার স্তনজাত দুগ্ধ দ্বারা প্রীত করুক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হয়ে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন, মুখদ্বারা আহারার্থ ভিক্ষা করুন এবং মিত্রাবরুণের পরিচর্যা করে যজ্ঞ অখন্ডিতরূপে সম্পূর্ণ করুন। ৭। হে দেব মিত্রাবরুণ! আমি রক্ষার নিমিত্ত নমস্কার ও স্তোত্র করে তোমাদের হব্য সেবার উদ্যোগ করব। আমাদের বৃহৎ কর্ম যেন যুদ্ধের সময় শত্রুদের অভিনব করতে পারে। স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন আমাদের উদ্ধার করে।

টীকা ঃ ১। মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি। সূর্য ঐ দুই কালের মধ্যকালে উদয় হন। এ জন্য মিত্রাবরুণের গর্ভ অর্থাৎ শিশু বলে বর্ণিত হয়েছে। সায়ণ।

১৫৩ সূক্ত ॥ মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজামহে বাং মহঃ সজোষা হব্যেভির্মিত্রাবরুণা নমোভিঃ।
ঘৃতৈর্ঘৃতস্নু অব যদ্বামস্মে অধ্বর্যবো ন ধীতিভির্ভরন্তি ॥ ১
প্রস্তুতির্বাং ধাম ন প্রযুক্তিরয়ামি মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিঃ।
অনক্তি যদ্বাং বিদথেষু হোতা সুম্নং বাং সূরির্বৃষণাবিয়ক্ষন্ ॥
পীপায় ধেনুরদিতির্ঋতায় জনায় মিত্রাবরুণাহবির্দে।
হিনোতি যদ্বাং বিদথে সপর্যন্ৎস রাতহব্যো মানুষো ন হোতা ॥ ৩
উত বাং বিক্ষু মদ্যাস্বন্ধো গাব আপশ্চ পীপয়ন্ত দেবীঃ।
উতো নো অস্য পূর্ব্যঃ পতির্দন্বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ৪

অনুবাদ ১। হে ঘৃতস্রাবী, মহান মিত্রাবরুণ! যেহেতু আমাদের অধ্বর্যুগণ স্বীয় কার্যদ্বারা তোমাদের পোষণ করে অতএব আমরা সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে হব্য ঘৃত ও নমস্কারদ্বারা তোমাদের পূজা করি। ২। হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের উদ্দেশে কেবল যাগের প্রস্তাবই প্রকৃত যাগ নহে কিন্তু তা দিয়েই আমি তোমাদের তেজঃ প্রাপ্ত হই। কারণ সুখী হোতা তখন তোমাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করবার নিমিত্ত আসেন, হে অভিষ্টবর্ষীদ্বয়! তখন তিনি সুখ লাভ করেন। ৩। হে মিত্রাবরুণ! রাতহব্য নামক রাজা মনুষ্য যজমানের হোতার ন্যায় যজ্ঞে সপর্যাদ্বারা তোমাকে প্রীত করলে তদীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধবতী হয়েছিল, তোমার যজ্ঞে যে যজমান হব্য প্রদান করে, তার ধেনু সকল সেরূপ বহু দুগ্ধবতী হয়ে আনন্দ বর্ধন করুক। ৪। হে মিত্রাবরুণ! দিব্য ধেনুগণ এধং অন্ন ও উদক তোমাদের ভক্ত যজমানগণের নিমিত্ত তোমাদের প্রীত করুক। আমাদের যজমানের পূর্ব পালক অগ্নি দানশীল হোন এবং তোমরা ক্ষীরস্রাবিনী ধেনুর দুগ্ধ পান কর।

১৫৪ সূক্ত ॥ বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ ১
প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরোগিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ২
প্র বিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে।
য ইদং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎপদেভিঃ ॥ ৩

যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি ।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪
তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি ।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥৫
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরি । ৬

অনুবাদ ঃ ১ । আমি বিষ্ণুর বীর কর্ম শীঘ্রই কীর্তন করি । তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করেছেন । তিনি উপরিস্থ জগৎ স্তম্ভিত করেছেন ! তিনি তিনবার পদক্ষেপ করছেন । লোকে তাঁর প্রভূত স্তুতি করে (১) । ২ । যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে । ৩ । উন্নত প্রদেশনিবাসী, অভীষ্টবর্ষী ও সর্বলোকপ্রশংসিত বিষ্ণুকে মহাবল ও স্তোত্র সমূহ আশ্রয় করুক । তিনি এককই এই একত্রাবস্থিত অতি বিস্তীর্ণ নিয়ত ভুবন তিনবার পদক্ষেপদ্বারা পরিমাপ করেছেন । ৪ । যাঁর অক্ষীণ, অমৃত পূর্ণ, ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ অন্নদ্বারা হর্ষ উৎপাদন করে ; যিনি এককই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক ও সমস্ত ভুবন ধারণ করে আছেন (২) । ৫ । দেবাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ যে প্রিয় পথ প্রাপ্ত হয়ে হৃষ্ট হন, আমি সে পথ যেন প্রাপ্ত হই । উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু ! ৬ । যে সকল সুখের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, সে সকল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি । এ সকল স্থানে বহু লোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরম পদ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে ।

টীকা ঃ ১ বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ২২ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখুন । ২ । সায়ণ ধাতুত্রয়ের তিনপ্রকার অর্থ অনুমান করেছেন । (১) পৃথিবী, জল ও তেজঃ । (২) কালত্রয় । (৩) গুণত্রয় । Three Elements. – Welson. Triple Universe'—Muir. 'Trois choses'—Langlois;

১৫৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা । উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি । জগতী ছন্দ।

প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত ।
যা সানুনি পর্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্বতেব সাধুনা ॥ ১
ত্বেষমিত্থা সমরণং শিমীবতোরিন্দ্রাবিষ্ণূ সুতপা বামুরুষ্যতি ।
যা মর্ত্যায় প্রতিধীয়মানমিৎ কৃশানোরস্তুরসনামুরুষ্যথঃ ॥ ২
তা ঈং বর্ধন্তি মহ্যস্য পৌংস্যং নি মাতরা নয়তি রেতসে ভুজে ।
দধাতি পুত্রোঽবরং পরং পিতুর্নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥ ৩
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীড়্হুষঃ ।
য পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে ॥ ৪
দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি ।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ ॥ ৫
চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে অধ্বর্যুগণ ! তোমরা স্তুতিপ্রিয় মহাবীর ইন্দ্রের নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্বক প্রস্তুত কর । তাঁরা উভয়ে দুর্ধর্ষ ও

মহীয়ান। তারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছেন। ২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা ইষ্টপ্রদ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদের দীপ্তিপূর্ণ আগমন প্রশংসা করছে। তোমরা মর্ত্যদের জন্য শত্রুবিমর্দক অগ্নির নিকট হতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর। ৩। প্রসিদ্ধ আহুতি সকল ইন্দ্রের মহৎ পৌরুষ বৃদ্ধি করছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় দ্যাবাপৃথিবীকে রেতঃ এবং উপভোগের জন্য সে সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্র নিকৃষ্ট নাম ধারণ করেন, উৎকৃষ্ট নাম পিতার, তৃতীয় নাম দ্যুলোকের দীপ্তমান প্রদেশ আছে (১)। ৪। আমরা সকলের স্বামী, পালন কর্তা, শত্রু রহিত ও সেচন সমর্থ বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয় লোক রক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপদ্বারা পার্থিব লোক সকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করেছিলেন। ৫। মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্তন করে প্রাপ্ত হয়। তাঁর তৃতীয় পাদক্ষেপ, মনুষ্য ধারণা করতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীগণও প্রাপ্ত হয় না। ৬। বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেছেন (২)। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।

টীকা ঃ ১। এ ঋকের সায়ণ এরূপ তাৎপর্য লিখেছেন অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল সূর্যলোকে গমন করে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পুষ্টি বর্ধন করে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু পৃথিবীতে জল প্রেরণ করেন তাতে পৃথিবী শস্যান্বিতা হয় এবং মনুষ্যদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। এই প্রকারে পিতা, পুত্র ও পৌত্রের উৎপত্তি হয়। ২। সায়ণ ৯৪ কালাবয়ব নির্দেশ করেছেন, যথা সম্বৎসর (১), অশ্বীদ্বয়, (২) পঞ্চ ঋতু (৫), দ্বাদশ মাস (১২), চতুর্বিংশতিপক্ষ (২৪), ত্রিংসৎ অহোরাত্র (৩০), অষ্টপ্রহর (৮), দ্বাদশ রাত্রি (১২)। পণ্ডিতবরা মিউয়র 'চতুর্ভিঃ নবতিং' অর্থে চারগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন করেছেন। আমরা এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছি।

১৫৬ সূক্ত ॥ বিষ্ণু দেবতা উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জাগতী ছন্দ।

ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ।
অধা তে বিষ্ণো বিদুষা চিদর্ধ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা ॥ ১
যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥ ২
তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ ৩
তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধস:।
দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজং চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে ॥ ৪
আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
বেধা অজিন্বত্ত্রিষধস্থ আর্যমৃতস্য ভাগে যজমানমাভজৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে বিষ্ণু! তুমি মিত্রের ন্যায় আমাদের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতিভাজন, প্রভূত অন্নবান, রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান যজমান কর্তৃক পুনঃপুনঃ উচ্চার্য এবং তোমার যজ্ঞ হবিষ্মান যজমানের আরাধনীয়।

২। যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নূতন ও সুমঙ্গানি বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন; যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম (কথা) কীর্তন করেন, তিনিই যুজ্য (স্থান) প্রাপ্ত হন। ৩। হে স্তোতৃগণ। প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপে জান সে রূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁর প্রীতি সাধন কর। বিষ্ণুর নাম জেনে কীর্তন কর। হে বিষ্ণু। তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি। ৪। রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুৎবান বিধাতার সে যজ্ঞে মিলিত হোন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হয়ে উত্তম অহর্বিদ বলধারণ করেন এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করেন। ৫। যে স্বর্গীয়, অতিশয় শোভনকর্মা বিষ্ণু শোভনকর্মা ইন্দ্রের সাথে মিলিত হয়ে আসেন, সে মেধাবী ত্রিজগৎবিক্রমী আর্যকে প্রীত করেছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করেছেন।

১৫৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অবোধ্যগ্নিজ্মর্ উদেতি সূর্যো ব্যূষাশ্চন্দ্রা মহ্যাবো অর্চিষা।
আয়ুক্ষাতামশ্বিনা যাতবে রথং প্রাসাবীদ্দেবঃ সবিতা জগৎপৃথক্ ॥ ১
যদ্যুঞ্জাথে বৃষণমশ্বিনা রথং ঘৃতেন নো মধুনা ক্ষত্রমুক্ষতম্।
অস্মাকং ব্রহ্ম পৃতনাসু জিন্বতং বয়ং ধনা শূরসাতা ভজেমহি ॥ ২
আবাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথো জীরাশ্বো অশ্বিনোর্যাতু সুষ্টুতঃ।
ত্রিবন্ধুরো মঘবা বিশ্বসৌভগঃ শংন আ বক্ষদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ৩
আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবং মধুমত্যা নঃ কশয়া মিমিক্ষতম্।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥ ৪
যুবং হ গর্ভং জগতীষু ধত্থো যুবং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ।
যুবমগ্নিং চ বৃষণাবপশ্চ বনস্পতীঁ রশ্বিনাবৈরয়েথাম্ ॥ ৫
যুবং হ স্থো ভিষজাভেষজেভিরথো হ স্থো রথ্যা রাথ্যেভিঃ।
অথো হ ক্ষত্রমধি ধত্থ উগ্রা যো বাং হবিষ্মান্মনসা দদাশ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হলেন, সূর্য উদিত হলেন, মহতী উষা তেজঃদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত করে (তমঃ) দূরীকৃত করেছেন। হে অগ্নিদ্বয়। আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত কর, সবিতা সমস্ত জগৎকে (স্ব স্ব কর্ম করণে) নিয়োজিত করুন। ২। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করছ; তখন মধুর জলদ্বারা আমাদের বল বর্ধিত কর এবং আমাদের লোকজনকে অন্নদ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধনপ্রাপ্ত হই। ৩। অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট মধুপূর্ণ; শীঘ্রগামী অশ্ববিশিষ্ট প্রশংসিত ত্রিবন্ধুর, ধনপূর্ণ সর্ব সৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদের অভিমুখে আসুক এবং আমাদের দ্বিপদ (পুত্রাদির) ও চতুস্পদ (গবাদির) সুখ সম্পাদন করুক। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমাদের বল প্রদান কর; তোমাদের মধুমতী কথাদ্বারা আমাদের প্রীতি উৎপাদন কর, আমাদের আয়ু বৃদ্ধি কর, পাপ শোধন কর, দ্বেষকারীদের বিনাশ কর, সকল কর্মে আমাদের সহচর হও। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে গমনশীল গোসমূহ মধ্যে এবং সমস্ত জগতের (প্রাণী সমূহের) অন্তঃস্থিত গর্ভ রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমরা উভয়ে; অগ্নি, জল ও বনস্পতিদের প্রবর্তিত কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা উভয়ে ঔষধ (জ্ঞানদ্বারা) ভিষক হয়েছ, রথবাহক অশ্বদ্বারা রথবান হয়েছে। তোমাদের বল অত্যন্ত অধিক, অতএব হে উগ্র অশ্বিদ্বয়! যে তোমাদের (আসক্তচিত্তে) হব্য প্রদান করে, তাকে রক্ষা কর।

১৫৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা । উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বসূ রুদ্রা পুরুমন্তু বৃধন্তা দশস্যতং নো বৃষণাবভিষ্টৌ ।
দস্রা হ যদ্রেক্ণ ঔচথ্যো বাং প্র যৎসস্রাথে অকবাভিরূতী ॥ ১
কো বাং দাশৎ সুমতয়ে চিদস্যৈ বসূ যদ্ধেথে নমসা পদে গোঃ ।
জিগৃতমস্মে রেবতীঃ পুরন্ধীঃ কামপ্রেণেব মনসা চরন্তা ॥ ২
যুক্তো হ যদ্বাং তৌগ্র্যায় পেরুর্বি মধ্যে অর্ণসো ধায়ি পজ্রঃ ।
উপ বামবঃ শরণং গমেয়ং শূরো নাজ্ম পতয়দ্ভিরেবৈঃ ॥ ৩
উপস্তুতিরৌচথ্যমুরুষ্যেন্মা মামিমে পতত্রিণী বি দুগ্ধাম্ ।
মা মামেধো দশতয়শ্চিতো ধাক্ প্র যদ্বাং বদ্ধস্ত্মনি খাদতি ক্ষাম্ ॥ ৪
ন মা গরন্নদ্যো মাতৃতমা দাসা যদীং সুসমুব্ধমবাধুঃ ।
শিরো যদস্য ত্রৈতনো বিতক্ষৎস্বয়ং দাস উরো অংসাবপি গ্ধ ॥ ৫
দীর্ঘতমা মামতেয়ো জুজুর্বান্দশমে যুগে ।
অপামর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে অভীষ্টবর্ষী, নিবাসপ্রদ, পাপনাশক, বহুজ্ঞানী, স্তুতিদ্বারা বর্ধমান, পূজিত, অশ্বিদ্বয় । আমাদের অভিমত ফলপ্রদান কর । যেহেতু উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করছে এবং তোমরা অকুৎসিতভাবে আশ্রয় প্রদান করে থাক । ২ । হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের এ অনুগ্রহের জন্য, কে তোমাদের হব্য প্রদান করতে পারে ? যেহেতু বেদিপদে তোমরা অন্নের সাথে বহুতর ধন দান করতে ইচ্ছা কর । শরীরপুষ্টিকরী, শব্দায়মানা, বহু দুগ্ধবতী ধেনুসমূহ প্রদান কর । তোমরা যজমানের অভিলাষ পূরণে যেন কৃতসংকল্প হয়ে বিচরণ করছো । ৩ । হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের উদ্ধারকুশল, অশ্বযুক্ত রথ তৌগ্র্যরাজার নিমিত্ত বল প্রয়োগদ্বারা উত্তীর্ণ হয়ে সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল (১) । অতএব যেমন যুদ্ধজেতা বীর, দ্রুতগামী অশ্বে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সেরূপ আমি তোমাদের আশ্রয়ার্থে শরণাগত হয়েছি । ৪ । হে অশ্বিদ্বয় । তোমাদের স্তুতি, উচথ্য তনয়কে রক্ষা করুক ! নিত্য প্রত্যাবর্তনশীল অহোরাত্র যেন আমাকে শীর্ণ করতে না পারে, দশবার প্রজ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এ ব্যক্তি, পাশ বদ্ধ হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে । ৫ । মাতৃস্থানীয় নদী জল আমাকে যেন গ্রাস না করে, দাসেরা এ সঙ্কুচিতাঙ্গ বৃদ্ধকে নিম্নমুখে প্রক্ষেপ করেছে, ত্রৈতন এর মস্তক ছেদন করেছে, দাস স্বয়ং বক্ষঃস্থল ও অংশদ্বয় আঘাত করেছে (২) । ৬ । মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশমযুগ অতীত হলে জীর্ণ হয়েছিল । যে সকল লোক কর্মফল পেতে বাসনা করে, তিনি তাদের নেতা এবং সারথি ।

টীকা ঃ ১ । ১১৬ সূক্তের ৩ ঋক ও টীকা দেখুন । ২ । সায়ণ 'দাসাঃ' শব্দের অর্থ গর্ভদাস করেছেন, কিন্তু বেদের অন্যস্থলে যেরূপ এস্থলেও সেরূপ দাস অর্থে অনার্য দস্যু হতে পারে । ত্রৈতন সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন । ঋগ্বেদে 'ত্রিত' নাম বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'ত্রৈতন' নামের এ একবার মাত্র উল্লেখ আছে ।

১৫৯ সূক্ত ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা । উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি । জগতী ছন্দ ।

প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী ঋতাবৃধা মহী স্তুষে বিদথেষু প্রচেতসা ।
দেবেভির্যে দেবপুত্রে সুদংসসেত্থা ধিয়া বার্যাণি প্রভূষতঃ ॥

উত মন্যে পিতুরদ্রুহো মনো মাতুর্মহি স্বতবস্তদ্ধবীমভিঃ।
সুরেতসা পিতরা ভূম চক্রতুরুরু প্রজায়া অমৃতং বরীমভিঃ ॥ ২
তে সূনবঃ স্বপসঃ সুদংসসো মহী যজ্ঞুর্মাতরা পূর্বচিত্তয়ে।
স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্মণি পুত্রস্য পাথঃ পদমদ্বয়াবিনঃ ॥ ৩
তে মায়িনো মমিরে সু প্রচেতসো জামী সযোনী মিথুনা সমোকসা।
নব্যং নব্যং তন্তুমা তন্বতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ ॥ ৪
তদ্রাধো অদ্য সবিতুর্বরেণ্য বয়ং দেবস্য প্রসবে মনামহে।
অস্মভ্যং দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা রয়িং ধত্তং বসুমন্তং শতগ্বিনম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের বর্ধক, মহান, যজ্ঞকার্যের চৈতন্যকারী, দ্যাবাপৃথিবীকে আমি বিশেষরূপে স্তব করি। যজমানেরা তাঁদের পুত্রস্বরূপ, তাঁদের কর্ম সুন্দর তাঁরা অনুগ্রহ করে যজমানগণকে বরণীয় ধন প্রদান করেন। ২। আমি দ্রোহ রহিত পিতৃস্থানীয় দ্যুলোকের উদার এবং সদয় মন আহ্বান মন্ত্রদ্বারা জেনেছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জেনেছি। পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করে প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করুন। ৩। তোমাদের পুত্র, সুকর্মা, সুদর্শন প্রজাগণ, তোমাদের পূর্ব অনুগ্রহ স্মরণ করে, তোমাদের মহৎ ও মাতা বলে জানেন ; পুত্রভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবাপৃথিবী, ভিন্ন আর কাকেও জানে না, তোমরা তাদের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান কর। ৪। দ্যাবাপৃথিবী, সহোদরা ভগিনী এবং একস্থান স্থিতা মিথুন। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট চৈতন্যকারী। রশ্মিগণ তাদের পরিচ্ছেদ করছে স্বব্যাপারনিরত, সুদীপ্ত রশ্মিগণ দ্যোতমান অন্তরীক্ষের মধ্যে নূতন নূতন তন্তু বিস্তার করছে। ৫। আমরা অদ্য সবিতার অনুমতি অনুসারে সে বরণীয় ধন প্রার্থনা করি। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে গৃহাদি বিশিষ্ট এবং শত শত গোবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

১৬০ ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী ছন্দ।

তে হি দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুব ঋতাবরী রজসো ধারয়ৎকবী।
সুজন্মনী ধিষণে অন্তরীয়তে দেবো দেবী ধর্মণা সূর্য শুচিঃ ॥ ১
উরুব্যচসা মহিনী অসশ্চতা পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ।
সুধৃষ্টমে বপুষ্যে ন রোদসী পিতা যৎসীমভি রূপৈরবাসয়ৎ ॥ ২
স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুং চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত ॥ ৩
অয়ং দেবানামপসামপস্তমো যো জজান রোদসী বিশ্বশম্ভুবা।
বি যো মমে রজসী সুক্রতূয়য়াজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে ॥ ৪
তেনো গৃণানে মহিনী মহি শ্রবঃ ক্ষত্রং দ্যাবাপৃথিবী ধাসথো বৃহৎ।
যেনাভিকৃষ্টীস্ততনাম বিশ্বহা পনায্যমোজো অস্মে সমিন্বতম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। দ্যাবা পৃথিবী জগতের সুখদায়িনী, যজ্ঞবতী, উদকোৎপাদনার্থ প্রযত্নবতী ও সুজাতা, নিজকার্যে প্রগল্ভা। দ্যোতমানা শুচি, দীপ্যমান সবিতা দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে স্বকার্যে সর্বদা গমন করেন। ২। বিস্তীর্ণা, মহতী ও পরস্পর বিযুক্তা পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) ভূতসমূহকে রক্ষা করছেন। দ্যাবাপৃথিবী শরীরীদের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না, কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে

রূপ প্রদান করছেন। ৩। আদিত্য পিতা মাতা স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র। তিনি ধীর এবং ফলপ্রদায়ী তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করছেন। তিনি পৃশ্নি (১) ধেনু ও সেচন সমর্থ বৃষকে প্রকাশ করছেন ও দ্যুলোক হতে নির্মল জল দোহন করছেন। ৪। তিনি দেবতাগণের মধ্যে দেবতম্ কর্মবানগণের মধ্যে কর্মবত্তম্। তিনি সর্বসুখপ্রদ দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপন্ন করেছেন এবং প্রাণীগণের সুখের জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করেছেন। তিনি দৃঢ়তর শঙ্কু দ্বারা এদের স্থির করে রেখেছেন। ৫। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা তোমাদের স্তব করি। তোমরা মহৎ, আমাদের প্রভূত অন্ন ও বল প্রদান কর, যা দিয়ে আমরা সর্বকালেই (পুত্রাদি) প্রজা বিস্তার করব। আমাদের শরীরে প্রশংসনীয় বল বৃদ্ধি করে দাও।

টীকা : ১। সায়ণ 'পৃশ্নি' শব্দের অর্থ শুক্লবর্ণ করেছেন। কিন্তু পৃশ্নি ধেনুর প্রকৃত অর্থ নানা বর্ণযুক্ত বৃষ্টিদাতা মেঘ বা আকাশ; মরুৎগণের মাতা। এ সম্পর্কে ২৩ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন।

১৬১ সূক্ত ॥ ঋভু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কিমু শ্রেষ্ঠঃ কিং যবিষ্ঠো ন আজগন্ কিমীয়তে দূত্যং কদ্যদূচিম।
ন নিন্দিম চমসং যো মহাকুলোঽগ্নে ভ্রাতদ্রুণ ইদ্ভূতিমূদিম ॥ ১
একং চমসং চতুরস্কৃণোতন তদ্বো দেবা অব্রুবন্ তদ্ব আগমম্।
সৌধন্বনা যদ্যেবা করিষ্যথ সাকং দেবৈর্যজ্ঞিয়াসো ভবিষ্যথ ॥ ২
অগ্নিং দূতং প্রতি যদব্রবীতনাশ্বঃ কর্ত্বো রথ উতেহ কর্ত্বঃ।
ধেনুঃ কর্ত্বা যুবশা কর্ত্বা দ্বা তানি ভ্রাতরনু বঃ কৃত্ব্যেমসি ॥ ৩
চকৃবাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছৎ ক্বেদভূদ্যঃ স্য দূতো ন আজগন্।
যদাবাখ্যচ্চমসাঞ্চতুরঃ কৃতানাদিত্ত্বষ্টা গ্নাস্বন্তন্যানজে ॥ ৪
হনামৈনাঁ ইতি ত্বষ্টা যদব্রবীচ্চমসং যে দেবপানমনিন্দিষুঃ।
অন্যা নামানি কৃণ্বতে সুতে সচাঁ অন্যৈরেনান্কন্যা নামভিঃ স্পরৎ ৫ ॥
ইন্দ্রো হরী যুযুজে অশ্বিনা রথং বৃহস্পতির্বিশ্বরূপামুপাজত।
ঋভুর্বিভ্বা বাজো দেবাঁ অগচ্ছৎ স্বপসো যজ্ঞিয়ং ভাগমৈতন ॥ ৬
নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধীতিভির্যা জরন্তা যুবশা তাকৃণোতন।
সৌধন্বনা অশ্বাদশ্বমতক্ষত যুক্ত্বা রথমুপ দেবাঁ অয়াতন ॥ ৭
ইদমুদকং পিবতেত্যব্রবীতনেদং বা ঘা পিবতা মুঞ্জনেজনম্।
সৌধন্বনা যদি তন্নেব হর্যথ তৃতীয়ে ঘা সবনে মাদয়াধ্বৈ ॥ ৮
আপো ভূয়িষ্ঠা ইত্যেকো অব্রবীদগ্নির্ভূয়িষ্ঠ ইত্যন্যো অব্রবীৎ।
বর্ধয়ন্তীং বহুভ্যঃ প্রৈকো অব্রবীদৃতা বদন্তশ্চমসাঁ অপিংশত ॥ ৯
শ্রোণামেক উদকং গামবাজিত মাংসমেকং পিংশতি সূনয়াভৃতম্।
আ নিম্রুচঃ শকৃদেকো অপাভরৎ কিংস্বিৎ পুত্রেভ্যঃ পিতরা উপাবতুঃ ॥ ১০
উদ্বৎস্বস্মা অকৃণোতনা তৃণং নিবৎস্বপঃ স্বপস্যয়া নরঃ।
অগোহ্যস্য যদসস্তনা গৃহে তদদ্যেদমৃভবো নানু গচ্ছথ ॥ ১১
সংমীল্য যদ্ভুবনা পর্যসর্পত ক্বস্বিত্তাত্যা পিতরা ব আসতুঃ।
অশপত যঃ করস্নং ব আদদে যঃ প্রাব্রবীৎপ্রো তস্মা অব্রবীতন ॥ ১২
সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতাগোহ্য ক ইদং নো অবূবুধৎ।
শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সম্বৎসর ইদমদ্যা ব্যখ্যত ॥ ১৩

দিবা যান্তি মরুতো ভূম্যাগ্নিরয়ং বাতো অন্তরিক্ষেণ যাতি।
অদ্ভির্যাতি বরুণঃ সমুদ্রৈর্যুষ্মাঁ ইচ্ছন্তঃ শবসো নপাতঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। যিনি আমাদের নিকট এসেছেন, ইনি কি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ না বয়ঃকনিষ্ঠ (১) ; ইনি কি দেবতাগণের দৌত্যকার্যে এসেছেন ? এঁকে কি বলতে হবে; কেমন করে জানব ? হে ভ্রাতঃ অগ্নি ! আমরা চমসের নিন্দা করব না। কারণ এ মহাকুলে উৎপন্ন, আমরা দারুময় চমসের ভূতি ব্যাখ্যা করব। ২। হে সুধন্বার পুত্রগণ ! তোমরা একখানি চমসকে চারখানি কর (২) একথা দেবতারা তোমাদের বলে পাঠাচ্ছেন। আমি তোমাদের বলতে এসেছি। তোমরা যদ্যপি এ কার্য সম্পাদন করতে পার, তা হলে দেবতাগণের সাথে যজ্ঞাংশভাগী হবে। ৩। হে দেব অগ্নি(৩)! দেবগণ দূত অগ্নির প্রতি যে যে কাজের কথা বলেছেন, তাতে কি অশ্ব নির্মাণ করতে হবে, কি রথ নির্মাণ করতে হবে, কি ধেনু নির্মাণ করতে হবে, কিম্বা পিতামাতাকে পুনরার যুবা করতে হবে ? হে ভ্রাতঃ, তোমাদের সে সকল কার্য করে পশ্চাৎ কর্মফলে তোমাদের নিকট যাব। ৪। হে ঋভুগণ (৪) ! তোমরা এ কার্য সম্পন্ন করে জিজ্ঞাসা করলে এ যে দূত আমাদের নিকট এসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন ? যখন ত্বষ্টা দেখলেন চমস চারখানি হল তখনি তিনি লজ্জায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকিয়ে গেলেন। ৫। ত্বষ্টা যখন বললেন, যাঁরা দেবতাগণের পানপাত্র চমসের অবমাননা করেছে, তাদের বধ করতে হবে। তখন অবধি ভয়ে ঋভুগণ সোম প্রস্তুত হলে অন্য নাম গ্রহণ করেন, এবং কন্যা সে নাম ধরেই তাঁদের প্রীত করেন (৫)। ৬। ইন্দ্র তাঁর অশ্বদের সজ্জিত করেছেন, অশ্বিদ্বয় রথ যোজনা করেছেন, বৃহস্পতি বিশ্বরূপা গো স্বীকার করেছেন। অতএব হে ঋভু, বিভু ও বাজ ! তোমরা দেবতাগণের নিকট বাও। হে পুণ্যকর্মকারিগণ, তোমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ কর (৬)। ৭। হে সুধন্বাতনয়গণ ! তোমরা আশ্চর্য কৌশলদ্বারা মৃত ধেনুর শরীর হতে গৃহীত চর্ম হতে ধেনু উৎপন্ন করেছ, যে পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁদের পুনরায় আবার যুবা করেছ এক অশ্ব হতে অন্য অশ্ব উৎপন্ন করেছ অতএব রথ যোজনা করে দেবতাগণের অভিমুখে যাও। ৮। হে দেবগণ ! তোমরা বলেছিলে, "হে সুধন্বাতনয়গণ ! তোমরা এ সোমরস পান কর, অথবা মুঞ্জতৃণ শোধিত সোমরস পান কর। যদি এই উভয়েই তোমাদের অভিলাষ না থাকে তবে তৃতীয় সবনে সোমরস পান করে অত্যন্ত তৃপ্ত হও।" ৯। ঋভুগণের মধ্যে এক জন বললেন জলই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর এক জন বললেন অগ্নিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সকলের নিকট প্রকাশ করলেন। সত্য কথা বলেই তাঁরা চমস চতুষ্টয় নির্মাণ করলেন। ১০। একজন লোহিতবর্ণ রক্ত যা ভূমিতে রাখছেন, একজন ছুরিকাদ্বারা কর্তিত মাংস স্থাপিত করছেন। আর একজন ছিন্ন মাংস হতে মলাদি পৃথক করছেন। কিরূপে পিতামাতা পুত্রদের উপকার করতে পারে (৭)। ১১। হে প্রভূত দীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ ! তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণের উপকারার্থ উন্নত প্রদেশে তৃণ উৎপাদন কর এবং সৎকাজ করবার অভিলাষে নিম্ন প্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্য মণ্ডলে এতক্ষণ নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেরূপ করোনা। নিজ কার্য সাধন কর (৮)। ১২। হে ঋভুগণ ! তোমরা যখন জলধরে ভূতজাতকে সম্মিলিত করে চারদিকে যাও, তখন জগতের পিতামাতা (৯) কোথায় থাকেন ? যে তোমাদের হস্ত ধারণ করে রোধ করে, তাদের অভিসম্পাত কর ; যে বাক্যদ্বারা তোমাদের রোধ করে তাদের ভর্ৎসনা কর। ১৩। হে ঋভুগণ ! তোমরা আদিত্য মণ্ডলে শয়ন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদের

কর্মে জাগরিত করেন। আদিত্য বলবেন, বায়ু তোমাদের জাগরিত করেন। সম্বৎসর অতিবাহিত হয়েছে এখন আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর। ১৪। হে বলের নপ্তা ঋভুগণ। তোমাদের দর্শনাভিলাষে মরুৎগণ দ্যুলোক হতে আসছেন অগ্নি পৃথিবী হতে আসছেন বায়ু আকাশ হতে আসছেন এবং বরুণ সমুদ্রজলের সাথে আসছেন।

টীকা: ১। সুধন্বার তিন পুত্র, তাঁরা মনুষ্য হয়েও নিজ কর্মফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। একদা তাঁরা সোমপানে প্রবৃত্ত হলে, দেবতারা অগ্নিকে তাদের নিকট প্রেরণ করলেন। অগ্নি দেখলেন যে এঁদের তিনজনেরই সমান রূপ। তা দেখে তিনিও তাঁদের রূপ ধারণ করে সোমপানে প্রবৃত্ত হলেন। ঋভুগণ আপনাদের সমানরূপ-বিশিষ্ট আর একজনকে দেখে সন্দেহ করছেন। সায়ণ। ২। অগ্নি এরূপ উত্তর দিচ্ছেন। ৩। ঋভুগণ পুনরায় উত্তর দিচ্ছেন। এ ঋকে যে কার্যগুলির উল্লেখ আছে তা ঋভুগণ সম্পন্ন করেছিলেন। ২০ সূক্তের ২, ৩, ৪, ঋক দেখুন। ৪। সূক্তের রচয়িতা ঋষি এ কথা বলছেন। ৫। কন্যা কে, তা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন ঋভুগণের মাতা। ৬। ঋভুগণের দেবত্বপ্রাপ্তির যে উপাখ্যান আছে তাই এ সূক্তে বর্ণিত হয়েছে। ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। ৭। পুত্র বলতে ঋত্বিকরূপ ঋভুগণকে বুঝাচ্ছে। সায়ণ। ৮। এ ঋক হতে আবার ঋভুগণ সূর্য রশ্মি রূপে বর্ণিত হচ্ছে। ৯। চন্দ্র, সূর্য। সায়ণ।

১৬২ সূক্ত ॥ অশ্ব দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

মা নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতঃ পরি খ্যন্।
যদ্বাজিনো দেবজাতস্য সপ্তেঃ প্রবক্ষ্যামো বিদথে বীর্যাণি ॥ ১
যন্নির্ণিজা রেক্ণসা প্রাবৃতস্য রাতিং গৃভীতাং মুখতো নয়ন্তি।
সুপ্রাঙ্জো মেম্যদ্বিশ্বরূপ ইন্দ্রাপূষ্ণোঃ প্রিয়মপ্যেতি পাথঃ ॥ ২
এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ।
অভিপ্রিয়ং যৎপুরোলাশমর্বতা ত্বষ্টেদেনং সৌশ্রবসায় জিন্বতি ॥ ৩
যদ্ধবিষ্যমৃতুশো দেবযানং ত্রির্মানুষাঃ পর্যশ্বং নয়ন্তি।
অত্রা পূষ্ণঃ প্রথমো ভাগ এতি যজ্ঞং দেবেভ্যঃ প্রতিবেদয়ন্নজঃ ॥ ৪
হোতাধ্বর্যুরাবয়া অগ্নিমিন্ধো গ্রাবগ্রাভ উত শংস্তা সুবিপ্রঃ।
তেন যজ্ঞেন স্বরংকৃতেন স্বিষ্টেন বক্ষণা আ পৃণধ্বম্ ॥ ৫
যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি।
যে চার্বতে পচনং সংভরন্ত্যুতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥ ৬
উপপ্রাগাৎসুমন্মেঽধায়ি মন্ম দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ।
অন্বেনং বিপ্রা ঋষয়ো মদন্তি দেবানাং পুষ্টে চকৃমা সুবন্ধুম্ ॥ ৭
যদ্বাজিনো দাম সন্দানমর্বতো যা শীর্ষণ্যা রশনা রজ্জুরস্য।
যদ্বাধাস্য প্রভৃতমাস্যে তৃণং সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৮
যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি।
যদ্ধস্তয়োঃ শমিতুর্যন্নখেষু সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ৯
যদূবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি।
সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তূত মেধং শৃতপাকং পচন্তু ॥ ১০

যত্তে গাত্রাদাগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু ॥ ১১
যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো তেষামভিগূর্তির্ন ইন্বতু ॥ ১২
যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি।
উষ্মণ্যাপিধানা চরূণামঙ্কাঃ সূনাঃ পরিভূষন্ত্যশ্বম্ ॥ ১৩
নিক্রমণং নিষদনং বিবর্তনং যচ্চ পড্বীশমর্বতঃ।
যচ্চ পপৌ যচ্চ ঘাসিং জঘাস সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু ॥ ১৪
মা ত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ধূমগন্ধির্মোখা ভ্রাজন্ত্যভি বিক্ত জঘ্রিঃ।
ইষ্টং বীতমভিগূর্তং বষট্‌কৃতং তং দেবাসঃ প্রতি গৃভ্ণন্ত্যশ্বম্ ॥ ১৫
যদশ্বায় বাস উপস্তৃণন্ত্যধীবাসং যা হিরণ্যান্যস্মৈ।
সন্দানমর্বন্তং পড্বীশং প্রিয়া দেবেষ্বা যাময়ন্তি ॥ ১৬
যত্তে সাদে মহসা শূকৃতস্য পার্ষ্ণ্যা বা কশয়া বা তুতোদ।
স্রুচেব তা হবিষো অধ্বরেষু সর্বা তা তে ব্রহ্মণা সূদয়ামি ॥ ১৭
চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।
অচ্ছিদ্রা গাত্রা বয়ুনা কৃণোত পরুষ্পরুরনুঘুষ্যা বি শস্ত ॥ ১৮
একস্ত্বষ্টুরশ্বস্যা বিশস্তা দ্বা যন্তারা ভবতস্তথ ঋতুঃ।
যা তে গাত্রাণামৃতুথা কৃণোমি তাতা পিণ্ডানাং প্র জুহোম্যগ্নৌ ॥ ১৯
মা ত্বা তপৎপ্রিয় আত্মাপিয়ন্তং মা স্বধিতিস্তন্ব আ তিষ্ঠিপত্তে।
মা তে গৃধ্নুরবিশস্তাতিহায় ছিদ্রা গাত্রাণ্যসিনা মিথূ কঃ ॥ ২০
ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাঁ ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ।
হরী তে যুঞ্জা পৃষতী অভূতামুপাস্থাদ্বাজী ধুরি রাসভস্য ॥ ২১
সুগব্যং নো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রাঁ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্।
অনাগাস্ত্বং নো অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং নো অশ্বো বনতাং হবিষ্মান্ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম কীর্তন করছি অতএব মিত্র বরুণ, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদের নিন্দা না করেন (১)। ২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থে ছাগ ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ করে তদভিমুখে গমন করছে, এ ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হোক। ৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, একে দ্রুতগতি অশ্বের সাথে সম্মুখে আনা হচ্ছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সাথে ঐ অজ হতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন। ৪। যখন ঋত্বিকগণ দেবতাগণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিনবার অগ্নির নিকট নিয়ে যায়, সে সময় পূষার প্রথমভাগের ছাগ দেবতাগণের যজ্ঞের কথা প্রচার করে অগ্রে গমন করে। ৫। হোতা, অধ্বর্যু, আবয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা, ও মেধাবী ব্রহ্মা এঁরা সকলে (২) প্রসিদ্ধ, অলংকৃত, সুন্দর যজ্ঞদ্বারা নদী সকল পরিপূর্ণ করুন। ৬। যারা যূপবৃক্ষ ছেদন করে, যারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যারা অশ্বযূপের জন্য চষাল প্রস্তুত করে, (৩), যারা অশ্বের জন্য পাকপাত্র সংগ্রহ করে, আমাদের সংকল্পই যেন তাদেরও সংকল্প হয়। এ আমার মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হোক, মনোহর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আশা পূরণার্থ আসুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা তাকে উত্তমরূপে বধন করব, মেধাবী ঋত্বিকগণ আনন্দিত হোন। ৮। যে রজ্জুদ্বারা অশ্বের গ্রীবা বন্ধ হয়, যার

দ্বারা তার পদ বন্ধ হয়, যে রজ্জু তার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সে রজ্জুসকল এবং তার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ করা হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট যাক। ৯। অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কার করবার সময় ছেদন ও পরিষ্কার সাধন অস্ত্রে যা লিপ্ত হয়, ছেদকের হস্তদ্বয়ে এবং নখে যা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট যাক। ১০। উদরের যে অজীর্ণ তৃণ বার হয়ে যায়, অপক্ক মাংসের যে লেশ মাত্র থাকে, ছেদনকর্তা তা নির্দোষ করুন এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করে পাক করুন। ১১। হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করবার সময়, তোমার গাত্র হতে যে রস বার হয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে তা যেন ভূমিতে পড়ে না থাকে এবং তৃণের সাথে মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, সমস্তই তাঁদের প্রদান করা হোক। ১২। যারা চারিদিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যারা বলে এর গন্ধ মনোহর হয়েছে, এখন নামাও এবং যারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সংকল্প আমাদের সংকল্প হোক। ১৩। যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া হয় (৪), যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা-দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয় এবং যে ছুরিকাদ্বারা (পরে ঐ চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্তিত হয়), এরা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে। ১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করেছিল, যে স্থানে উপবেশন করেছিল, যে স্থানে লুণ্ঠন করেছিল, যা দিয়ে তার পদ বদ্ধ হয়েছিল, যা সে পান করেছিল এবং যে ঘাস আহার করেছিল, সে সমস্তই দেবতাগণের নিকট গমন করুক। ১৫। হে অশ্বগণ! ধূমগন্ধী অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। যজ্ঞের জন্য অভিপ্রেত, হোমের জন্য আনীত, সম্মুখে প্রদত্ত এবং বষট্‌কারদ্বারা শোভিত অশ্বকে দেবগণ গ্রহণ করুন। ১৬। যে আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্রদ্বারা অশ্বকে আচ্ছাদিত করা যায়, একে যে হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করা যায়, যা দিয়ে ওর মস্তক ও পদ বন্ধন করা যায়, এ সকল বস্তু দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিকগণ দেবগণকে এ সকল প্রদান করছেন। ১৭। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনি করে গমনে বিরত হলে কশাঘাতদ্বারা অথবা তোমার পার্ষ্ণিদেশ পদাঘাতদ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হয়েছিল, যজ্ঞে স্রুকদ্বারা হব্য প্রদত্ত হয়, সেরূপ মন্ত্রদ্বারা তোমার সে সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান করি। ১৮। দেবতাগণের বন্ধুস্বরূপ অশ্বের বক্রভূত চতুস্ত্রিংশৎ পাশ্বাস্থিচ্ছেদনের জন্য খড়্গ গমন করছে। হে অশ্বচ্ছেদক এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হয়ে না যায়; শব্দ করে ও দেখে দেখে পর্বে পর্বে ছেদন কর (৫)। ১৯। ঋভূই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা এবং দুজন তাকে ধারণ করে। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়ব সকল যথাকালে কর্তন করি। তা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি। ২০। হে অশ্ব! তুমি যখন দেবতাগণের নিকট যাও, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়, খড়্গ তোমার অঙ্গে যেন অধিক ক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্রদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অতিক্রম করে তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে। ২১। হে অশ্ব! তুমি মরছ না অথবা লোকে তোমার হিংসা করছে না, তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট যাচ্ছ। ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বদ্বয় এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহনদ্বয়, তোমার রথে যোজিত হবে; অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হবে। ২২। এ অশ্ব, আমাদের গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুক, আমাদের পুরুষ

অপত্য প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব আমাদের পাপ হতে বিরত করুক। হবিভূ'ত অশ্ব আমাদের শারীরিক বল প্রদান করুক।

টীকা : ১। সায়ণ 'আয়ু' অর্থে বায়ু করেছেন এবং 'ঋভুক্ষা' অর্থে দেবগণের নিবাসভূত প্রজাপতি করেছেন। সিন্ধুতীরে প্রথম আর্যগণ এসে উপনিবেশ করলে তাদের মধ্যে যেরূপ অশ্বযজ্ঞ প্রচলিত ছিল তা এ সূক্তে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে। পরে এ বেদবর্ণিত অশ্বযজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্ধিতাবয়ব হয়ে ভারতবর্ষের রাজাদের যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হল তা মহাভারতাদিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ২। এখানে কয়েকজন ঋত্বিকের কাজের পরিচয় পাওয়া হায়। হোতা দেবগণকে আহ্বান করেন, অধ্বর্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্যদান করেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তর দ্বারা সোম ছেচে রস প্রস্তুত করেন, শংস্তা নিয়মানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞকর্মের প্রধান সম্পাদনকারী। ৩। 'যূপস্য উপরি স্থাপ্যং যূপাগ্রভাগং 'চষালমাহু।' সায়ণ। "Who fasten the ring on the top of the post to which the horse is bound."—Wilson. ৪। ১১ ঋকে আছে যে অশ্ব মাংস শূলে বিদ্ধ হয় ও তা পাক হবার সময় রস নির্গত হয়। আবার ১৩ ঋকে আছে যে মাংস ভাণ্ডে করে রন্ধন হয়, সিদ্ধ হয়েছে কি না কাঠি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। অতএব roasting এবং boiling; অশ্ব মাংসের উভয় প্রকার রন্ধনই প্রচলিত ছিল। ৫। গোহমনের সময় ও পর্বে ছেদন করার রীতি ছিল। ৬১ সূক্তের ১২ ঋক্ ও টীকা দেখুন।

১৬৩ সূক্ত ।। অশ্ব দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্‌ৎ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ।
শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্বন্ ।। ১
যমেন দত্তং ত্রিত এনমাযুনগিন্দ্র এণং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ।
গন্ধর্বো অস্য রশনামগৃভ্ণাৎ সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট ।। ২
অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন।
অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি ॥ ৩
ত্রীণি ত আহুর্দিবি বন্ধনানি ত্রীণ্যপ্সু ত্রীণ্যন্তঃ সমুদ্রে।
উতেব মে বরুণশ্ছন্‌ৎস্যর্বন্যত্রা ত আহুঃ পরমং জনিত্রম্ ॥ ৪
ইমা তে বাজিন্নবমার্জনানীমা শফানাং সনিতুর্নিধানা।
অত্রা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যমৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ ॥ ৫
আত্মানং তে মনসারাদজানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্।
শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিঃ রেণুভির্জেহমানং পতত্রি ॥ ৬
অত্রা তে রূপমুত্তমমপশ্যং জিগীষমাণমিষ আ পদে গোঃ।
যদা যে মর্তো অনু ভোগমানলাদিদ্ গ্রসিষ্ট ওষধীরজীগঃ ॥ ৭
অনু ত্বা রথো অনুমর্যো অর্বন্ননু গাবোহনু ভগঃ কনীনাম্।
অনু ব্রাতাসস্তব সখ্যমীয়ুরনু দেবা মমিরে বীর্যং তে ॥ ৮
হিরণ্যশৃঙ্গোহয়ো অস্য পাদা মনোজবা অবর ইন্দ্র আসীৎ।
দেবা ইদস্য হবিরদ্যমায়ন্যো অর্বন্তং প্রথমো অধ্যতিষ্ঠৎ ॥ ৯
ঈর্মান্তাসঃ সিলিকমধ্যমাসঃ সং শূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ।
হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥ ১০

তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্বন্তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্ ।
তব শৃঙ্গাণি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি ॥ ১১
উপ প্রাগাচ্ছসনং বাজ্যর্বা দেবদ্রীচা মনসা দীধ্যানঃ ।
অজঃ পুরো নীয়তে নাভিরস্যানু পশ্চাৎকবয়ো যন্তি রেভাঃ ॥ ১২
উপ প্রাগাৎ পরমং যৎ সধস্থমর্বাঁ অচ্ছা পিতরং মাতরং চ ।
অদ্যা দেবাঞ্জুষ্টতমো হি গম্যা অথা শাস্তে দাশুষে বার্যাণি ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্ব ! তোমার মহৎজন্ম সকলের স্তুতির যোগ্য, তুমি অন্তরীক্ষ হতে অথবা জল হতে প্রথম উৎপন্ন হয়ে যজমানের অনুগ্রহার্থে মহৎ শব্দ কর। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তোমার পক্ষ আছে এবং হরিণের পদের ন্যায় তোমার পদ আছে। ২। যম অশ্ব প্রদান করেছিলেন, ত্রিত তা রথে যোজিত করলেন, ইন্দ্র প্রথম তাতে আরোহণ করলেন এবং গন্ধর্ব বল্গা ধারণ করলেন। বসুগণ সূর্য হতে অশ্বকে নির্মাণ করলেন (১)। ৩। হে অশ্ব ! তুমি যম, তুমি আদিত্য, তুমি গোপনীয় ব্রতধারী ত্রিত, তুমি সোমের সঙ্গে মিলিত। (পুরাবৎগণ) বলেন. যে দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন স্থান আছে (২)। ৪। হে অশ্ব ! দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন আছে, জলমধ্যে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) তোমার তিনটি বন্ধন আছে এবং অন্তরীক্ষে তোমার তিনটি বন্ধন আছে (৩)। তুমিই বরুণ. পুরাবিদেরা যে সকল স্থানে তোমার পরম জন্মের নির্দেশ করেছেন, তুমি আমাদের তা বলেছো। ৫। হে অশ্ব। আমি দেখেছি, এ সকল স্থান তোমার অঙ্গশোধক। তুমি যখন যজ্ঞাংশ ভোজন কর তোমার পদচিহ্ন এ স্থানে পড়ে তোমার যে ফলপ্রদ বল্গা সত্যভূত যজ্ঞ রক্ষা করে, তাও এ স্থানে দেখেছি। ৬। হে অশ্ব ! আমি মনের দ্বারা দূর হতে তোমার শরীর চিনতে পেরেছি, তুমি নিম্ন হতে অন্তরীক্ষ পথে সূর্যে উঠছ। আমি দেখছি, তোমার মস্তক ধূলি রহিত সুখকর পথে দ্রুতবেগে ক্রমেই উপরে উঠছে। ৭। আমি দেখছি, তোমার উৎকৃষ্ট রূপ পৃথিবীর চতুর্দিকে অন্নার্থ আসছে। হে অশ্ব ! মনুষ্য যখন ভোগ নিয়ে তোমার নিকটে যায়, তখন তুমি গ্রাসযোগ্য তৃণাদি ভক্ষণ কর। ৮। হে অশ্ব। রথ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, মানুষ তোমার পশ্চাৎ গমন করে, স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্য তোমার পশ্চাৎ গমন করে। ব্রাতগণ অনুসরণ করে তোমার বন্ধুত্বলাভ করেছে ; দেবগণ তোমার বীরকর্ম প্রশংসা করছে। ৯। অশ্বের কেশর সুবর্ণময়, তার পদদ্বয় লৌহময় ও মনের ন্যায় বেগশালী। ইন্দ্রও এ হতে বেগ বিষয়ে নিকৃষ্ট। দেবগণ অশ্বের হব্য ভক্ষণার্থ আসছেন। ইন্দ্রই প্রথমে আরোহণ করেছিলেন। ১০। যখন অশ্ব স্বর্গীয় পথে যায়, তখন নিবিড় জঘনবিশিষ্ট ক্ষীণ কটিযুক্ত বিক্রমশালী স্বর্গীয় অশ্বগণ দলে দলে হংসের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে তার সাথে যায়। ১১। হে অশ্ব ! তোমার শরীর শীঘ্রগামী, তোমার চিত্ত বায়ুর ন্যায় শীঘ্র গমনশীল, তোমার কেশরসমূহ নানাস্থানে নানাভাবে অবস্থিত এবং অরণ্য মধ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করে। ১২। এ দ্রুতগামী অশ্ব, দেবগণের প্রতি আসক্তচিত্তে ধ্যান করে বধ্যস্থানে যাচ্ছে। এর বন্ধুভূত ছাগকে এর অগ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ; কবি স্তোতৃগণ পশ্চাৎ যাচ্ছে। ১৩। দ্রুতগামী অশ্ব, পিতা ও মাতাকে প্রাপ্ত হবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট একত্র নিবাসযোগ্য স্থানে গমন করছে। হে অশ্ব ! অদ্য অত্যন্ত প্রীত হয়ে দেবগণের নিকট যাও, যেন হব্যদাতা বরণীয় ধন প্রাপ্ত হয়।

টীকা ঃ ১। সায়ণ 'যম' শব্দের অর্থে অগ্নি বলেছেন এবং 'ত্রিত' অর্থ লেখেন

"পৃথিব্যাদিষু ত্রিষু স্থানেষু বর্তমানঃ তীর্ণতমো বা বায়ুঃ।" এ সঙ্গে যম ও ত্রিত সম্বন্ধে ৩৫ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা ও ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। 'বন্ধনানি' 'উৎপত্তিকরণানি।' সায়ণ। মহীধর বলেন এখানে অশ্ব সূর্যরূপী তিন লোকে উত্তাপ প্রদান করেন। ৩। দ্যুলোকে তিনটি বন্ধন, বসুগণ, আদিত্য ও দ্যুস্থান। পৃথিবীর বন্ধন অন্ন, স্থান, ও বীজ। অন্তরীক্ষে তিনটি বন্ধন মেঘ, বিদ্যুত ও স্তনিত। সায়ণ। মহীধর বলেন পৃথিবীর তিনটি বন্ধন কৃষিকার্য, বৃষ্টি ও বীজ।

১৬৪ সূক্ত। ১ হতে ৪১ ঋক পর্যন্ত বিশ্বদেবগণ। ৪২ ঋকের প্রথমার্ধের দেবতা বাক্। ঐ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের দেবতা অপ্। ৪৩ ঋকের প্রথমার্ধের দেবতা শকধূম। ঐ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের দেবতা সোম। ৪৪ ঋকের দেবতা অগ্নি; সূর্য ও বায়ু। ৪৫। ঋকের দেবতা বাক্। ৪৬ এবং ৪৭ ঋকের দেবতা সূর্য। ৪৮ ঋকের দেবতা সম্বৎসররূপ কাল। ৪৯ ঋকের দেবতা সরস্বতী। ৫০ ঋকের দেবতা সাধ্যায়। ৫১ ঋকের দেবতা সূর্য, প্রজাপতি কিম্বা অগ্নি। ৫২ ঋকের দেবত সূর্য। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্-অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রম্ ॥ ১
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥ ২
ইমং রথমধি সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥ ৩
কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্ব স্বিৎকো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥ ৪
পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ ॥ ৫
অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভষলিমা রজাংস্যজস্যরূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥ ৬
ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদম্বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥ ৭
মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ ॥ ৮
যুক্তা মাতাসীদ্ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্গর্ভো বৃজনীস্বন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসো অনু গামপশ্যদ্বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু ॥ ৯
তিস্রো মাতৄস্ত্রীন্ পিতৄন্বিভ্রদেক উর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্তি।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচমবিশ্বমিন্বাম্ ॥ ১০
দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ ॥ ১১
পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষলর আহুরর্পিতম্ ॥ ১২
পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ ॥ ১৩

সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি ।
সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪
সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি ।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৫
স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমা চিকেত যস্তা বিজানাৎস পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ১৬
অব পরেণ পর এনাবরেণ পদাবৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ ।
স কদ্রাচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক স্বিৎসূতে নহি যূথে অন্তঃ ॥ ১৭
অবঃপরেণ পিতরং যো অস্যানুবেদ পর এনাবরেণ ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্ ॥ ১৮
যে অর্বাঞ্চস্তাঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তা রজসো বহন্তি ॥ ১৯
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ ২০
যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি ।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥ ২১
যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে ।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্যঃ পিতরং ন বেদ ॥ ২২
যদ্গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভাদ্বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত ।
যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২৩
গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামত্রৈষ্টুভেন বাকম্ ।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥ ২৪
জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়দ্রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা ॥ ২৫
উপ হবয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্ ।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোহভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচম্ ॥ ২৬
হিংকৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্নেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ২৭
গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তং মূর্ধানং হিঙঙকৃণোন্মাতবা উ ।
সৃক্বাণং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ২৮
অয়ং স শিংক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা ।
সা চিত্তিভির্নি হি চকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ॥ ২৯
অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্ ।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ॥ ৩০
অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্ ।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩১
য ঈংচাকার ণ সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমা বিবেশ ॥ ৩২
দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্ ।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥ ৩৩
পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৩৪

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৩৫
সপ্তার্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ ৩৬
ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥ ৩৭
অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যান্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥ ৩৮
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯
সূয়বসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী ॥ ৪০
গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪১
তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপ জীবতি ॥ ৪২
শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ॥ ৪৩
ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্ ॥ ৪৪
চত্বারি বাক পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥ ৪৫
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৪৬
কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্ৎসদনাদৃতস্যাদিদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে ॥ ৪৭
দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ ॥ ৪৮
যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃ সুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ ॥ ৪৯
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ৫০
সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ।
ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ ॥ ৫১
দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥ ৫২

অনুবাদ ঃ ১। সকলের সেবনীয়, জগৎপালক হোতার (১) মধ্যম ভ্রাতা (২) সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। এর তৃতীয় ভ্রাতা (৩) আহুতি ধারণ করেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তপুত্রবিশিষ্ট বিশপতিকে দেখলাম (৪)। ২। সূর্যের এক চক্ররথে সপ্ত অশ্ব যোজিত হয়েছে, এক অশ্বই সপ্তনামে রথ বহন করছে। চক্রের তিন নাভি এ কখনও শিথিল হয় না কখনও জীর্ণ হয় না এবং সমস্ত জগৎ একে আশ্রয় করে আছে।

৩। যে সপ্ত এ সপ্তচক্র রথে অধিষ্ঠান করে, তারাই সপ্ত অশ্ব এবং তারাই এ রথ বহন করে। সাত ভগিনী, এ রথাভিমুখে আগমন করে (৫) এবং এতে সপ্ত গো (৬) নিহিত আছে। ৪। প্রথম জাতকে কে দেখেছিল যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করল? ভূমি হতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হতে? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করতে যায়? ৫। আমি অপক্কমতি মনে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করছি। এ সকল সন্দেহ পদ দেবতাগণের নিকটেও নিগূঢ়। এক বৎসরের গোবৎসকে পরিবেষ্টনার্থে মেধাবীগণ যে সপ্ত তন্তু পেতেছেন (৭) তা কি? ৬। আমি অজ্ঞান কিছু না জেনেই জ্ঞানী মেধাবীগণের নিকট জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি। যিনি এ ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্ম রহিতরূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক (৮)? ৭। গমনশীল সুন্দর আদিত্যের স্বরূপ অতি নিগূঢ়। তিনি সকলের মস্তকস্বরূপ, তাঁর রশ্মিগণ ক্ষীর দোহন করে এবং অতি বিস্তৃত তেজবিশিষ্ট হয়ে সে প্রকারেই আবার উদক পান করে। যিনি এ সকল কথা জানেন, তিনি বলুন। ৮। মাতা পৃথিবী বৃষ্টির জন্য পিতা দ্যুলোককে কর্মদ্বারা ভজনা করেন। তার পূর্বেই পিতা মনে মনে এর সাথে সঙ্গত হয়েছিলেন। মাতা গর্ভধারণেচ্ছায় গর্ভরসে নিবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং বিবিধ শস্য উৎপাদন হেতু পরস্পর কথাবার্তা বলেছিলেন। ৯। মাতা দ্যুলোক অভিলাষ পূরণ সমর্থা পৃথিবীর ভার বহনে নিযুক্ত ছিলেন। গর্ভভূত জলরাশি মেঘপঙ্ক্তির মধ্যে ছিল। বৎস্য শব্দ করল এবং তিনের যোগে বিশ্বরূপী গাভীকে দেখল (৯)। ১০। একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে (১০) ধারণ করে উন্নত হয়ে আছেন, এতে তাঁর ক্লান্তি হয় না। দ্যুলোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সেকথা সকলের নিকট পেঁৗছে না, কিন্তু তাতে সকলেরই কথা আছে। ১১। সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করছে ও কদাচিৎ জরাগ্রাস্ত হয় না। হে অগ্নি! এ চক্রে পুত্ররূপ সপ্তশত বিংশতি মিথুন বাস করে (১১)। ১২। পঞ্চপাদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট (১২) আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্ধে থাকেন, কেউ কেউ তাঁকে পুরীষী বলে (১৩) অপর কেউ কেউ ছয় অরবিশিষ্ট সপ্ত চক্রবিশিষ্ট রথে দ্যোতমান আদিত্যকে অর্পিত বলে, যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্ধে অবস্থিত (১৪)। ১৩। নিয়ত পরিবর্তনশীল পঞ্চ (১৫) অরবিশিষ্টচক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রয়েছে এর অক্ষ প্রভৃত ভার বহনও ক্লান্ত হয় না এবং এর নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখন শীর্ণ হয় না। ১৪। সমান নেমিবিশিষ্ট জরারহিত কালচক্র নিরন্তর ঘুরছে। দশ জন (১৬) একযোগে ঊর্ধ্বদেশে মিলিত হয়ে পৃথিবী ধারণ করছে। সূর্যের চক্ষুরূপ মণ্ডল বৃষ্টি জলে আবৃত্ত হল, সমস্ত প্রাণীজগৎ এতে অর্পিত হল। ১৫। আদিত্যের সহজন্মা ঋতুগণের মধ্যে সপ্তম কেবল একক; অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম, গমনশীল ও দেব হতে উৎপন্ন (১৭)। এ ঋতুগণ সকলের ইষ্ট, স্থানভেদে পৃথক পৃথক স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট। এরা আপনার অধিষ্ঠাতার জন্য বার বার ঘুরছে। ১৬। রশ্মি সমূহকে স্ত্রী হলেও পুরুষ বলে (১৮), যাদের চক্ষু আছে, তারাই এ দেখতে পায় যাদের স্থূলদৃষ্টি, তারা এ দেখতে পায় না। যে পুত্র মেধাবী তিনিই এ বুঝতে পারেন। যিনি এ সকল কথা বুঝতে পারেন, তিনিই পিতার পিতা (১৯)। ১৭। গাভী বৎসের পশ্চাৎভাগ সম্মুখের পদদ্বারা এবং সম্মুখভাগ পশ্চাতের পদদ্বারা ধারণ করে ঊর্ধ্বমুখে যাচ্ছেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কার জন্য অর্ধপথ হতে ফিরে এলেন? কোথায় প্রসব করেন? যূথের মধ্যে প্রসব করেন না (২০)। ১৮। যিনি অধঃস্থিত লোক-

পালকে উর্ধ্বস্থিতের সাথে এবং উর্ধ্বস্থিতকে অধঃস্থিতের সাথে উপাসনা করেন (২১) সেরূপ পুরুষ মেধাবীর ন্যায় আচরণ করেন। কে এ সকল কথা বলেছেন ? কোথা হতে এ অলৌকিক মন উৎপন্ন হয়েছে ? ১৯। বিজ্ঞগণ যাকে অধোমুখ বলেন তাদের উর্ধ্বমুখও বলেন এবং যাকে উর্ধ্বমুখ বলেন, তাদের অধোমুখও বলেন। হে সোম ! তুমি ও ইন্দ্র যে মণ্ডল করেছিলে, তা যুগযুক্ত অশ্বাদির ন্যায় বিশ্বের ভার বহন করছে (২২)। ২০। দুটি পক্ষী বন্ধুভাবে একবৃক্ষে বাস করে। তাদের মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অন্য ভক্ষণ করে না—কেবলমাত্র অবলোকন করে (২৩)। ২১। যেস্থলে সুন্দরগতি রশ্মিগণ কর্তব্যবোধে অমৃতের অংশ গ্রহণ করে অনবরত গমন করে, সেখানে যিনি ধীরভাবে সমস্ত ভুবনের রক্ষা করেন, আমি অপক্ববুদ্ধি হলেও তিনি আমাকে স্থাপিত করলেন (২৪)। ২২। যে আদিত্যরূপ বৃক্ষে উদকগ্রাহী রশ্মিসকল রাত্রিকালে প্রবেশ করে এবং জগতের উপরে প্রাতঃকালে আলোক প্রকাশ করে, বিজ্ঞগণ তার ফললাভ করেন। যে ব্যক্তি পিতাকে জানে না (২৫) সে ঐ ফল প্রাপ্ত হয় না। ২৩। যাঁরা পৃথিবীকে অগ্নির স্থান বলে জানেন, যাঁরা জানেন যে অন্তরীক্ষ দেশে বায়ু উৎপন্ন হয়েছেন এবং যাঁরা দ্যুলোককে আদিত্যের পদ বলে জানেন; তাঁরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। ২৪। তিনি গায়ত্রী ছন্দদ্বারা অর্ক অর্থাৎ অর্চনামন্ত্র রচনা করেন, অর্ক দ্বারা সোম রচনা করেন, ত্রিষ্টুভদ্বারা বাক নির্মাণ করেন, দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্‌দ্বারা অনুবাক রচনা করেন এবং তাঁরা অক্ষরযোজনাদ্বারা সপ্তছন্দ রচনা করেন। ২৫। তিনি জগতীছন্দদ্বারা দ্যুলোকে বৃষ্টিকে স্তম্ভিত করে রেখেছেন ; রথন্তর মন্ত্রে সূর্যকে দর্শন করেছেন। পণ্ডিতেরা বলেন গায়ত্রীর তিন পদ, অতএব গায়ত্রী, মাহাত্ম্য ও ওজস্বিতায় অন্য সকলকে অতিক্রম করেন। ২৬। আমি, দুগ্ধবতী এ ধেনুকে আহ্বান করি, দোহন কুশল গোধুক একে দোহন করে। সবিতা আমাদের সোমের শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করুন, কারণ এতে তাঁর তেজ প্রবৃদ্ধ হবে। এ জন্যই আমি তাঁকে আহ্বান করছি (২৬)। ২৭। ধনবতী ধেনু মনে মনে বৎসের জন্য ব্যগ্র হয়ে হাম্বারব করে আসছেন। ইনি অশ্বিদ্বয়ের জন্য দুগ্ধ দিন এবং মহাসৌভাগ্যলাভের জন্য প্রবৃদ্ধ হোন। ২৮। ধেনু নিমীলিতাক্ষ বৎসের জন্য হাম্বারব করছে, এর মস্তক অবলেহন করবার জন্য হাম্বারব করছে। বৎসের ওষ্ঠপ্রান্তে ফেন অবলোকন করে ধেনু হাম্বারব করছে এবং প্রভূত দুগ্ধ দানদ্বারা একে পরিপুষ্ট করছে। ২৯। বৎস ধেনুর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে অব্যক্ত শব্দ করে এবং গোচারণ স্থানে অবস্থিত গাভী হাম্বারব করে। ধেনু, পশু জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যদের লজ্জিত করে এবং দ্যোতমান হয়ে আপনার রূপ প্রকাশ করছে। ৩০। চঞ্চল, শ্বাসপ্রশ্বাসশীল ও নিজ কার্যসাধনে ব্যগ্র জীব শয়ান থেকে গৃহমধ্যে অবিচলিত ভাবে অবস্থিত হলেন। মর্ত্যের সঙ্গে একত্র উৎপন্ন মর্ত্যের অমর জীব স্বধাভক্ষণ করে চিরকাল বিচরণ করে (২৭)। ৩১। আমি এ রক্ষণশীল অবিষন্ন আদিত্যকে অন্তরীক্ষে আগমন ও প্রত্যাগমন করতে দেখি। আদিত্য সহগামী ও সর্বগামী কিরণমালায় আচ্ছাদিত হয়ে, ভুবনসমূহে বার বার আবর্তন করছে। ৩২। যিনি গর্ভ উৎপাদন করেছেন তিনিও এর তত্ত্ব জানেন না, যিনি গর্ভ দেখেছেন এ তাঁরও নিকট অন্তর্হিত। মাতৃযোনি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সে গর্ভ বহু সন্ততিবান এবং কলুষিত হয় (২৮)। ৩৩। স্বর্গ আমার পিতা, যজ্ঞস্থান আমার বন্ধু; বিস্তীর্ণা পৃথিবী আমার মাতা। উত্তান পাত্রদ্বয়ের মধ্যে যোনি আছে, সেখানে পিতা দুহিতার গর্ভ উৎপাদন করেন (২৯)। ৩৪। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর শেষ অন্ত কোথায় ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ভূত জগতের নাভি কোথায় ?

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সেচনশীল অশ্বের রেতঃ কি পদার্থ ? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সমস্ত বাক্যের পরম স্থান কোথায় ? ৩৫। এ বেদিই পৃথিবীর শেষ অন্ত, এ যজ্ঞই জগতের নাভিস্থান, এ সোমই সেচনশীল অশ্বের রেতঃ এবং এ স্তুতিকারই পরম স্থান। ৩৬। সপ্ত রশ্মি অর্ধ বৎসর পর্যন্ত গর্ভ ধারণ করে (অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপাদন করে) এবং ভুবনে রেতঃস্বরূপ হয়ে (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রদান করে) বিষ্ণুর কার্যে নিযুক্ত রয়েছে। এ বিপশ্চিৎ ও সর্বতোব্যাপি। এরা প্রজ্ঞা-দ্বারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেছে (৩০)। ৩৭। আমিই এই কি না, তা আমি জানি না। কারণ আমি মূঢ়চিত্ত হয়ে বিচরণ করি। জ্ঞানের যখন প্রথম উন্মেষ হয়, তখনই আমি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারি। ৩৮। নিত্য অনিত্যের সাথে একস্থানে অবস্থিতি করে, অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে তা কখন অধোদেশে কখন ঊর্দ্ধ-দেশে যায়। এরা সর্বদাই একত্র অবস্থান করে, ইহলোকে সর্বত্র একত্রে যায়, পর-লোকেও সর্বত্র একত্রে যায়। লোকে এদের একটিকে চিনতে পারে অপরটিকে পারে না (৩১)। ৩৯। সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করেছেন। এ কথা যে না জানে সে কি করবে ? একথা যারা জানে তারা সুখে অবস্থান করে। ৪০। হে অহননীয়া গাভী ! তুমি শোভন শস্য তৃণাদি ভক্ষণ কর এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তা হলে আমরাও প্রভূত ধনবান হব। সর্বকাল ধরে তৃণ ভক্ষণ কর এবং সর্বত্র গমন করে নির্মল জল পান কর। ৪১। মেঘগর্জনরূপ অন্তরিক্ষচারিণী বাক বৃষ্টি জল সৃজন করে শব্দ করছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টাপদী, কখন নবপদী হন এবং কখন সহস্রাক্ষর পরিমিত হয়ে অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থেকে শব্দ করেন (৩২)। ৪২। তাঁর নিকট হতে মেঘ সকল বর্ষণ করে, তাঁর থেকে চতুর্দিক আশ্রিত ভূতজাত রক্ষা হয়। তিনি হতে জল জল উৎপন্ন হয়, জল হতে সমস্ত জীব প্রাণ ধারণ করে। ৪। আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়সম্ভূত ধূম দেখলাম। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর অগ্নিকে দেখলাম। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করছেন (৩৩) তাদের এ অনুষ্ঠানই প্রথম। ৪৪। কেশ বিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথা সময়ে ভূমি পরিদর্শন করে। এদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামিয়ে দেন, একজন নিজ কর্মদ্বারা পরিদর্শন করেন আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না— কেবল গতি দৃষ্ট হয় (৩৪)। ৪৫। বাক চার প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা তা জানেন। এর মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক মনুষ্যেরা বলে থাকেন। ৪৬। এ আদিত্যকে মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষ বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল (৩৫)! ইনি এক হলেও একে বহু বলে বর্ণনা করে। একে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে। ৪৭। সুন্দর গতিবিশিষ্ট জলহারী সূর্যরশ্মি সকল কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়মিতগতি মেঘকে জলপূর্ণ করে দ্যুলোকে যাচ্ছে। এরা বৃষ্টির স্থান হতে নিম্নমুখে যায় ও পরে পৃথিবীকে জলদ্বারা বিশেষরূপে ক্লিন্ন করে। ৪৮। দ্বাদশ পরিধি, এক চক্র ও তিন নাভি। একথা কে জানে ? ঐ চক্রে ত্রিশত ষষ্ঠি সংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে (৩৬)। ৪৯। হে সরস্বতী ! তোমার দেহে বর্তমান যে গুণ লোকের সুখের কারণ, যা দিয়ে সমস্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর, যে গুণ বহুরত্নের আধার ও সমস্ত ধন লাভ করেছে এবং কল্যাণকর, আমাদের পানের জন্য এ সময় তা প্রকাশ কর। ৫০। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করেছেন, কারণ এটাই প্রথম ধর্ম। সে মাহাত্ম্য আকাশে একত্রিত হয়, যথায় সাধনীয় দেবগণ পূর্ব হতে আছেন। ৫১। উদক একই প্রকার, কয়েক দিন উপরে যায়, কয়েক দিন নেমে আসে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে

এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে। ৫২। সূর্যদেব স্বর্গীয়, সুন্দরগতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভসমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টি দ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থে তাঁকে আহ্বান করি।

টীকা : ১। সায়ণ 'হোতা' শব্দের আদিত্য অর্থ করছেন। ২। 'মধ্যম ভ্রাতা' বায়ু। সায়ণ। ৩। তৃতীয় ভ্রাতা অগ্নি। সায়ণ। ৪। অর্থাৎ আদিত্যের সপ্তরশ্মি, অথবা অদিতির সপ্ত সন্তান। "অদিতিঃ পুত্রকামেতি প্রস্তুতে মিত্রা-বরুণাদিষু আদিতিপুত্রেষু অস্য আদিত্যস্য সপ্তমপুত্রত্বম্।" সায়ণ। আবার সায়ণ 'বিশ্পতি' অর্থে পরমেশ্বর করে এ ঋকের দ্বিতীয় এক প্রকার অর্থ করেছেন। তিনি বলেন এ সূক্তের প্রত্যেক ঋকেরই এরূপ একটি করে আধ্যাত্মিক অর্থ করা যায়। ৫। সপ্ত ঋতু বা সপ্ত রশ্মি। সায়ণ। সপ্ত রশ্মিই সূর্যের সপ্ত অশ্বরূপে বর্ণিত হয়। ৫০ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখুন। ৬। সায়ণ 'গবাং' অর্থে সপ্তছন্দ বা সপ্তনদী করেছেন। কিন্তু গোশব্দ রশ্মি অর্থে বেদে অনেক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। ৭। এ অংশের মর্ম বুঝতে পারলাম না। সায়ণ বলেন বৎস সূর্য এবং সপ্ত তন্তু সপ্তপ্রকার সোম যজ্ঞ। ৮। ৪, ৫ ও ৬ ঋক বিশেষ করে অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি হবে যে এ সূক্ত-রচয়িতা ঋষি আদিত্যের স্তুতি করতে করতে 'প্রথম জাত' 'জন্ম রহিত' সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তার উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ ঋকের দ্বিতীয় অর্থ এই যথা, 'বি যঃ তস্তম্ভ ষট্ ইমা রজাংসি অজস্য রূপে কিমপি স্বিৎ একং।' এ ঋক রচয়িতা এক আদিত্যের চিন্তা হতে জগতের এক সৃষ্টিকর্তার চিন্তা অনুভব করছিলেন, তাঁর জ্বলন্ত ভাষায় তা প্রতীয়মান হয়। এরূপ চিন্তা দশম মণ্ডলে আরও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ১০ মণ্ডলের ৮২, ১২১ ও ১২৯ সূক্ত দেখুন। ৯। অর্থাৎ বৃষ্টি জল শব্দ করে পড়ল এবং তিনের যোগে, অর্থাৎ মেঘ, বায়ু ও কিরণের যোগে, গাভীরূপী পৃথিবী, বিশ্বরূপী হল অর্থাৎ নানা শস্যাচ্ছাদিতা হল। সায়ণ। ১০। তিন লোক পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও আকাশ এবং তাদের অধিষ্ঠাতা তিন দেব অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। সায়ণ। ১১। বৎসরের ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি। সায়ণ। মেষাদি দ্বাদশ রাশিই দ্বাদশ অর। কিন্তু আমাদের বোধ হয় দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ অর বলে বর্ণিত হয়েছে। রাশি বৈদিক কালে ভারতবর্ষে নির্ণীত হয় নি। ১২। যদিও ঋতু ছয়, তথাপি হেমন্ত ও শিশির এক বলে পঞ্চঋতু বলা হয়েছে এবং দ্বাদশ মাস দ্বাদশ মাস দ্বাদশ রূপ। সায়ণ ১৩। পুরীষ অর্থে জল, পুরীষী অর্থে বৃষ্টিকর্তা সূর্য। সায়ণ। ১৪। সপ্ত-রশ্মিই সপ্তচক্র ; ছয় ঋতুই ছয় অর। এ ঋকের শেষাংশে সূর্যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ গমন উল্লিখিত হয়েছে। ১৫। পঞ্চ ঋতু। সায়ণ। ১৬ সায়ণ বলেন ইন্দ্রাদি পঞ্চ লোকপাল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এ পঞ্চ জাতি। 'Perhaps the ten regions of space wouldbe more appropriate.'—Wilson. ১৭। বারমাসে বৎসর হয় কিন্তু সময়ে সময়ে ১৩ মাসেও বৎসর হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ মাস একমাসেই ঋতু হয় সুতরাং সে একক। ত্রয়োদশ মাস সম্বন্ধে ২৫ সূক্ত ৮ ঋক ও টীকা দেখ। ১৮। যোষিতের ন্যায় উদকরূপ গর্ভ ধারণ করে করে স্ত্রী। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জল সেচন করে বলে পুরুষ॥ সায়ণ। ১৯। সায়ণ এরূপ অর্থ করেছেন। যথা সূর্য রশ্মিগণের পিতা এবং রশ্মি বৃষ্টিদান বশতঃ জগতের পিতা, ইত্যাদি। ২০। এর অর্থ বুঝলাম না। সায়ণ বলেন গাভী অর্থে আহুতি বৎস অর্থে অগ্নি। তিনি আরও বলেন এ ঋকে গো শব্দের অর্থ আদিত্যরশ্মি এবং বৎস শব্দে যজমান বুঝাতে পারে। ২১। ঊর্ধ্বস্থিত আদিত্য

এবং অধঃস্থিত অগ্নি একই। সায়ণ। ২২। সে মণ্ডলদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য তাদের কিরণ অধোমুখ ও উর্ধ্বমুখ। সায়ণ। ২৩। সায়ণ অর্থ করেছেন; দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে পরমাত্মা, কেবল মাত্র অবলোকন করে। দিবারাত্র বা পূর্বোক্ত চন্দ্র সূর্যকেই দুই পক্ষী বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়। ২৪। অর্থাৎ আদিত্য আমাকে স্বকীয় মণ্ডলে স্থান দিয়েছেন। ২৫। সায়ণ পিতা অর্থে পালক সূর্য অথবা পরমেশ্বর করেছেন। ২৬। সায়ণ এ ঋকের আর এক প্রকার অর্থ করেছেন তাতে ধেনু শব্দের অর্থ মেঘ, গোধুক শব্দের অর্থ বায়ু বা আদিত্য। এ উপমা অনুসারে এর পরের তিন ঋকে বৎস অর্থে প্রাণী জগৎ। প্রাণীগণ দুগ্ধরূপ বৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে। ২৭। দেহ ধ্বংস হলেও জীবাত্মা অমর এ বিশ্বাস এ ঋকে লক্ষিত হয়। ২৮। নিরুক্তকারেরা মাতা অর্থে অন্তরীক্ষ ও পুত্র অর্থে বৃষ্টি করে এ ঋকের ব্যাখ্যা করেছেন। সায়ণের মতে এ ঋকে মনুষ্য জন্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। ২৯। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে, তথায় পিতা অর্থাৎ দ্যৌঃ বা ইন্দ্র, দুহিতা পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি উৎপাদন করেন। সায়ণ। ৩০। সায়ণাচার্য সাংখ্যমতে এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। ৩১। দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানে না। সায়ণ। ৩২। মূলে 'গৌরী' শব্দ আছে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন দেবগর্জনরূপ বাক বা শব্দ। কেউ বলেন গৌরী অর্থে ব্রহ্মাত্মক বাক্য। যখন কেবল মেঘে অধিষ্ঠান করেন তখন একপদী, যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিত করেন তখন দ্বিপদী, যখন দিক চতুষ্টয়ে অধিষ্ঠান করেন তখন চতুষ্পদী এবং যখন চতুর্দিক ও চতুর্কোণে অবস্থিতি করেন অষ্টাপদী, এর সাথে উর্ধ্বদিক মিলিত হলে নবপদী। ৩৩। সায়ণ 'বীরাঃ' অর্থে ঋত্বিকগণ করেছেন, 'উক্ষাণং' অর্থে ফল প্রদান সমর্থ এবং 'পৃশ্নি' অর্থে শুক্লবর্ণ অথবা সোম করেছেন। ৩৪। অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু এ তিন জন। সায়ণ। ৩৫। বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এ যে পৌরাণিক গল্প আছে, তা এরূপ বৈদিক উপমা হতে বোধ হয় উৎপন্ন হয়েছে। ৩৬। পরিধি দ্বাদশ মাস। চক্র বৎসর। নাভি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিন ঋতু। শঙ্কু বৎসরের তিন শত ষষ্টি দিবস। সায়ণ।

১৬৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এ সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্যের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। এর তৃতীয়া পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী ঋক্ মরুৎবাক্য অতএব মরুৎই এদের ঋক্। শেষ তিনটির অগস্ত্য ঋষি। অবশিষ্টের ইন্দ্র ঋষি।

কয়া শুভা সবয়সঃ সনীলাঃ সমান্য মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ।
কয়া মতী কুত এতাস এতেঽর্চন্তি শুষ্মং বৃষণো বসূয়া ॥ ১
কস্য ব্রহ্মাণি জুজুষুর্যুবানঃ কো অধ্বরে মরুত আ ববর্ত্ত।
শ্যেনাঁ ইবধ্রজতো অন্তরিক্ষে কেন মহা মনসা রীরমাম ॥ ২
কুতস্ত্বমিন্দ্র মাহিনঃ সন্নেকো যাসি সৎপতে কিং ত ইত্থা।
সং পৃচ্ছসে সমরাণঃ শুভানৈর্বোচেস্তন্নো হরিবো যত্তে অস্মে ॥ ৩
ব্রহ্মাণি মে মতয়ঃ শং সুতাসঃ শুষ্ম ইয়র্তি প্রভৃতো মে অদ্রিঃ।
আ শাসতে প্রতি হর্যন্ত্যুক্থেমা হরী বহতস্তা নো অচ্ছ ॥ ৪
অতো বয়মন্তমেভির্যুজানাঃ স্বক্ষত্রেভিস্তন্বঃ শুম্ভমানাঃ।
মহোভিরেতাঁ উপ যুজ্মহে ন্বিন্দ্র স্বধামনু হি নো বভূথ ॥ ৫

কব স্যা বো মরুতঃ স্বধাসীদ্‌ যন্মামেকং সমধত্তাহিহত্যে ।
অহং হ্যুগ্রস্তবিষস্তু বিষ্মান্‌ বিশ্বস্য শত্রোরনমং বধস্নৈঃ ॥ ৬
ভূরি চকর্থ যুজ্যেভিরস্মে সমানেভির্বৃষভ পৌংস্যেভিঃ ।
ভূরীণি হি কৃণবামা শবিষ্ঠেন্দ্র ক্রত্বা মরুতো যদ্বশাম ॥ ৭
বধীং বৃত্রং মরুত ইন্দ্রিয়েণ স্বেন ভামেন তবিষো বভুবান্‌ ।
অহমেতা মনবে বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ সুগা অপশ্চকর বজ্রবাহুঃ ॥ ৮
অনুত্তমা তে মঘবন্নকির্নু ন ত্বাবাঁ অস্তি দেবতা বিদানঃ ।
ন জায়মানো নশতে ন জাতো যানি করিষ্যা কৃণুহি প্রবৃদ্ধ ॥ ৯
একস্য চিন্মে বিভ্বস্ত্বোজো যা নু দধৃষ্বান্‌ কৃণবৈ মনীষা ।
অহং হ্যুগ্রো মরুতো বিদানো যানি চ্যবমিন্দ্র ইদীশ এষাম্‌ ॥ ১০
অমন্দন্মা মরুতঃ স্তোমো অত্র যন্মে নরঃ শ্রুত্যং ব্রহ্ম চক্র ।
ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সুমখায় মহ্যং সখ্যে সখায়স্তন্বে তনূভিঃ ॥ ১১
এবেদেতে প্রতি মা রোচমানা অনেদ্যঃ শ্রব এষো দধানাঃ ।
সঞ্চক্ষ্যা মরুতশ্চন্দ্রবর্ণা অচ্ছান্ত মে ছদয়াথা চ নূনম্‌ ॥ ১২
কো ন্বত্র মরুতো মামহে বঃ প্র যাতন সখীঁরচ্ছা সখায়ঃ ।
মন্মানি চিত্রা অপিবাতয়ন্ত এষাং ভূত নবেদা ম ঋতানাম্‌ ॥ ১৩
আ যদ্দুবস্যাদ্দুবসে ন কারুরস্মাঞ্চক্রে মান্যস্য মেধা ।
ও ষু বর্ত্ত মরুতো বিপ্রমচ্ছেমা ব্রহ্মাণি জরিতা বো অর্চৎ ॥ ১৪
এষ বঃ স্তোমা মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্‌ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। সমানবয়স্ক, একস্থাননিবাসী, মরুৎগণ কোন সর্বসাধারণ দুর্জ্ঞেয় শোভায় শোভাবিশিষ্ট হয়ে পৃথিবী সিঞ্চন করছেন। এরা কি মনে করে কোন দেশ হতে এসেছেন এবং এসে জলবর্ষীগণ ধনলাভেচ্ছায় শ্যেনপক্ষীর বলের অর্চনা করছেন ? ২। তরুণ বয়স্ক মরুৎগণ কার হব্য গ্রহণ করেন ? ওরা অন্তরীক্ষগামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায়। কে ওদের যজ্ঞে নিবৃত্ত করতে পারে ? কি প্রকার মহাস্তোত্র দ্বারা আমরা ওদের আনন্দিত করতে পারি ? ৩। মরুৎগণ ঃ হে সাধুপালক পূজনীয় ইন্দ্র ! তুমি একাকী কোথায় যাও ? তুমি কি এরূপই ? তুমি আমাদের সাথে মিলিত হয়ে ঠিক জিজ্ঞাসা করেছ। হে হরিবাহন। আমাদের প্রতি যা ব্যক্তব্য আছে, তা মিষ্ট বাক্যে বল। ৪। ইন্দ্র ঃ সমস্ত হব্য আমার, সমস্ত স্তুতি আমার সুখকর, অভিষুত সোম আমার। আমার বলবান বজ্র হলে অব্যর্থ হয়, যজমানগণ আমাকেই প্রার্থনা করে, উকথগণ আমারই কামনা করে। এ হবিনামক অশ্বদ্বয় হব্য লাভের জন্য আমাকে বহন করছে। ৫। মরুৎগণ ঃ এজন্য আমরা মহাতেজে আত্মশরীর অলঙ্কৃত করে নিকটবর্তী ও বলবান অশ্বযুক্ত হয়ে যজ্ঞস্থানে গমনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হয়েছি। তুমি রীতি অনুসারে আমাদের সঙ্গেই থাক। ৬। ইন্দ্র ঃ হে মরুৎগণ। আমি একাকী অহি হনন করবার সময়, তোমাদের আমার সঙ্গে থাকার রীতি কোথায় ছিল ? আমি উগ্র বলবান মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট, অতএব আমি সমস্ত শত্রুকে বধদ্বারা অবনত করেছি। ৭। মরুৎগণ ঃ হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ! আমরা সমান পৌরুষযুক্ত আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি অনেক করেছ। হে বলবত্তম ইন্দ্র। আমরাও প্রচুর কর্ম করেছি। আমরা মরুৎ, অতএব আমরা কর্ম দ্বারা বৃষ্টি আদি কামনা করি। ৮। ইন্দ্র ঃ হে মরুৎগণ। আমি ক্রোধকালে বিপুল পরাক্রান্ত হয়ে নিজ বাহুবলে বৃত্রকে বিনাশ করেছি। আমি বজ্রবাহু। আমি মানুষের জন্য

সকলের আহ্লাদকর, সুন্দর বৃষ্টি করে থাকি। ৯। মরুৎগণ ঃ হে মঘবন! তোমার কিছুই অনুত্তম নহে, তোমার ন্যায় বিদ্বান দেবতা নেই। হে অতিবলবান ইন্দ্র, তুমি যে সকল কর্তব্য কার্য সমাধা করেছ, জায়মান অথবা জাত কেউই তা করতে পারে না। ১০। ইন্দ্র ঃ আমি একাকী, আমারই বল সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। আমি যা মনে ধারণা করি, তা যেন শীঘ্র করতে পারি। কারণ হে মরুৎগণ! আমি উগ্র ও বিদ্বান এবং আমি যে সকল বসু অবগত আছি আমিই সে সকলের অধিপতি। ১১। হে মরুৎগণ! এ বিষয়ে তোমরা আমার যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র করেছ তা আমাকে আনন্দিত করে। আমি ঐশ্বর্যযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, নানারূপবিশিষ্ট ও তোমাদের যোগ্য সখা। ১২। হে মরুৎগণ! তোমরা সুবর্ণ বর্ণ; আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, দূরস্থিত কীর্তি ও অন্নতারণ করে আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ ও তেজদ্বারা আচ্ছাদিত কর। ১৩। অগস্ত্য ঃ হে মরুৎগণ! তোমাদের কোন মর্ত্য পূজা করছে? তোমরা সকলের সখা, তোমরা সখা যজমানের অভিমুখে এস। হে বিচিত্র মরুৎগণ! তোমরা মনোহর ধনপ্রাপ্তির উপায়ভূত হও এবং অবিতথ কর্ম অবগত হও। ১৪। হে মরুৎগণ! স্তোত্র দ্বারা পরিচরণ সমর্থ স্তুতিকুশল মান্য ঋত্বিকের বুদ্ধি তোমদের পরিচর্যার জন্য আমাদের অভিমুখে আসে! হে মরুৎগণ! আমি মেধাবী; আমার অভিমুখে এস। তোমার প্রসিদ্ধ কর্মের উদ্দেশে স্তোতা তোমার অর্চনা করছেন। ১৫। হে মরুৎগণ! এ স্তোম, এ স্তুতি, মান্য মান্দার্য (১) করব। এ শরীর পুষ্টির জন্য তোমাদের নিকট যাচ্ছে। আমরা যেন অন্ন বল ও দীর্ঘ আয়ু পাই।

টীকা ঃ ১। সায়ণ মান্য অর্থে মাননীয় ও মান্দার্য অর্থে স্তুতি দ্বারা প্রীতিকারী এরূপ করেছেন। কিন্তু আচার্য মক্ষমূলের এ একজনের নাম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 'Mandarya; the son of Mana.' 'I translate Manya, the son of Mana, because the poet so called in I. 189-8 is in all probability the same as our Mandarya Manya.'—Max Muller.

১৬৬ সূক্ত ॥ মরুদগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তন্নু বোচাম রভসায় জন্মনে পূর্বং মহিত্বং বৃষভস্য কেতবে ॥
ঐধেব যামন্মরুতস্তুবিষ্বণো যুধেব শক্রাস্তবিষাণি কর্তন ॥ ১
নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ ক্রীলন্তি ক্রীলা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ।
নক্ষন্তি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং ন মর্ধন্তি স্বতবসো হবিষ্কৃতম্ ॥ ২
যস্মা উমাসো অমৃতা অরাসত রায়স্পোষং চ হবিষা দদাশুষে।
উক্ষন্ত্যস্মৈ মরুতো হিতো ইব পুরূ রজাংসি পয়সা ময়োভুবঃ ॥ ৩
আ যে রজাংসি তবিষীভিরব্যত প্র ব এ এবাসঃ স্বয়তাসো অধ্রজন্।
ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনানি হর্ম্যা চিত্রো বো যামঃ প্রযতাস্বৃষ্টিযু ॥ ৪
যত্ত্বেষযামা নদয়ন্ত পর্বতান্দিবো বা পৃষ্ঠং নর্যা অচুচ্যবুঃ।
বিশ্বো বো অজ্মন্ ভয়তে বনস্পতী রথীয়ন্তীব প্র জিহীত ওষধিঃ ॥ ৫
যূয়ং ন উগ্রা মরুতঃ সুচেতুনারিষ্টগ্রামাঃ সুমতিং পিপর্তন।
যত্রা বো দিদ্যুদ্রদতি ক্রিবির্দতী রিণাতি পশ্বঃ সুধিতেব বর্হণা ॥ ৬
প্রস্কম্ভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসোহলাতৃণাসো বিদথেষু সুষ্টুতাঃ।
অর্চন্ত্যর্কং মদিরস্য পীতয়ে বিদুর্বীরস্য প্রথমানি পৌংস্যা ॥ ৭

শতভুজিভিস্তমভিহ্রুতেরঘাৎপূর্ভী রক্ষতা মরুতো যমাবত।
জনং যমুগ্রাস্তবসো বিরপ্শিনঃ পাথনা শংসাত্তনয়স্য পুষ্টিষু ॥ ৮
বিশ্বানি ভদ্রা মরুতো রথেষু বো মিথস্পৃধ্যেব তবিষাণ্যাহিতা।
অংসেষ্বাবঃ প্রপথেষু খাদয়োহক্ষো বশ্চক্রা সময়া বিবাবৃতে ॥ ৯
ভূরীণি ভদ্রা নর্যেষু বাহুষু বক্ষঃসু রুক্মা রভসাসো অঞ্জয়ঃ।
অংসেষ্বেতাঃ পবিষু ক্ষুরা অধি বয়ো ন পক্ষান্ব্যনু শ্রিয়ো ধিরে ॥ ১০
মহান্তো মহ্না বিভ্বো বিভূতয়ো দূরেদৃশো যে দিব্যা ইব স্তৃভিঃ।
মন্দ্রাঃ সুজিহ্বাঃ স্বরিতার আসভিঃ সংমিশ্লা ইন্দ্রে মরুতঃ পরিষ্টুভঃ ॥ ১১
তদ্বঃ সুজাতা মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং বো দাত্রমদিতেরিব ব্রতম্।
ইন্দ্রশ্চন ত্যজসা বি হ্রুণাতি তজ্জনায় যস্মৈ সুকৃতে অরাধ্বম্ ॥ ১২
তদ্বো জামিত্বং মরুতঃ পরে যুগে পুরূ যচ্ছংসমমৃতাস আবত।
অয়া ধিয়া মনবে শ্রুষ্টিমাব্যা সাকং নরো দংসনৈরা চিকিত্রিরে ॥ ১৩
যেন দীর্ঘং মরুতঃ শূশবাম যুষ্মাকেন পরীণসা তুরাসঃ।
আ যত্ততনন্বৃজনে জনাস এভির্যজ্ঞেভিস্তদভীষ্টিমশ্যাম্ ॥ ১৪
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। ফলবর্ষী যজ্ঞের সুসম্পাদনার্থে মরুৎগণের ত্বরান্বিত হয়ে উপস্থিত হবার জন্য তাঁদের প্রসিদ্ধ পূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তন করছি। হে প্রভূতধ্বনিযুক্ত, সর্ব-কার্যক্ষম, মরুৎগণ! তোমরা যজ্ঞগমনে প্রস্তুত হওয়ায় সমিধ যেমন তেজে আবৃত হয় সেরূপ তোমরা যেন যুদ্ধে যাবার জন্য প্রভূত বল ধারণ কর। ২। ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রিয় মধুর হব্য ধারণ করে ধর্ষণকারী মরুৎগণ যজ্ঞে প্রমুদিত চিত্তে ক্রীড়া করেন। রুদ্রগণ নমস্কারকারী (যজমানকে) রক্ষাদানার্থে প্রাপ্ত হন, তাদের বল নিজের অধীন; তাঁরা যজমানকে কখন ক্লেশ দেন না। ৩। হে হবিপ্রদায়ী যজমানের আহুতিতে প্রীত হয়ে, সর্বরক্ষক, মরণরহিত এবং সুখোৎপাদক মরুৎগণ প্রভূত ধনপ্রদান করেন, সে যজমানেরই হিতকারী সখার ন্যায় তোমরা সমস্ত লোক প্রভূত জলে সিক্ত কর। ৪। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে অশ্বগণ, নিজ বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তারা নিজেই রথে যুক্ত হয়ে গমন করে। তোমাদের গমন অতীব আশ্চর্য, লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা তোমাদের গমন কালে সেরূপ ভীত হয়। ৫। মরুৎগণের গমন অতি প্রদীপ্ত! তাঁরা যখন গিরিগহ্বর ধ্বনিত করেন, অথবা মনুষ্যদের হিতের জন্য অন্তরীক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করেন, তখন তাঁদের পথে সমস্ত বনস্পতিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয় এবং রথারূঢ়া স্ত্রীর ন্যায় ওষধিসকল একস্থান হতে অন্য স্থানে নীত হয়। ৬। হে উগ্র মরুৎগণ! সুবুদ্ধির সাথে তোমরা অহিংসিত দল হয়ে আমদের সুবুদ্ধি প্রধান কর। যখন তোমাদের বিক্ষেপণশীল দন্তবিশিষ্ট বিদ্যুৎ দংশন করে, তখন সুলক্ষিত হেতির ন্যায় পশুসমূহ নষ্ট করে। ৭। যাঁদের দান অবিরত, যাঁদের ধন ভ্রংশরহিত, যাঁদের শত্রুবধ পর্যাপ্ত এবং যাঁদের স্তুতি সুগীত, এবম্ভূত মরুৎগণ সোমের পানার্থে স্তুতি করছেন। কারণ তাঁরাই ইন্দ্রের প্রথম বীরকীর্তি অবগত আছেন। ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যে ব্যক্তিকে কুটিলস্বভাব পাপ হতে রক্ষা করেছ, হে উগ্র বলবান মরুৎগণ! তোমরা যে লোককে পুত্রাদির পুষ্টি সাধনদ্বারা নিন্দা হতে রক্ষা করে; তাকে সংখ্যারহিত ভোগ্য বস্তুদ্বারা প্রতিপালন কর। ৯। হে মরুৎগণ। সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ তোমাদের রথে স্থাপিত আছে।

তোমাদের স্কন্ধদেশে পরস্পর স্পর্ধাকারী আয়ুধ সকল আছে। ভ্রমণকালে তোমাদের বাহুতে বলয় শোভা পাচ্ছে। তোমাদের চক্র সকল অক্ষের সমীপে আবর্তন করছে। ১০। মনুষ্যদের হিতকর বাহুতে মরুৎগণ প্রভূত সাধন দ্রব্য ধারণ করছেন, বক্ষঃস্থলে কান্তিযুক্ত সুস্পষ্ট রূপবিশিষ্ট সুবর্ণের আভরণ ধারণ করছেন, অংসদেশে শ্বেতবর্ণ মালা ধারণ করছেন, বজ্রসদৃশ আয়ুধে ক্ষুর ধারণ করছেন। ১১। যে মরুৎগণ, মহান মহিমান্বিত, বিভূতিবান, আকাশস্থ নক্ষত্রের ন্যায় দূরে প্রকাশিত, যাঁরা প্রমুদিত, যাঁদের জিহ্বা সুন্দর, যাঁদের মুখে শব্দ হচ্ছে, যাঁরা ইন্দ্রের সহায় এবং যাঁরা স্তুতিযুক্ত, তাঁরা আমাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করুন। ১২। হে সুজাত মরুৎগণ! তোমাদের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, তোমাদের দান অদিতির ব্রতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন। তোমরা সুকৃতি সম্পন্ন যজমানকে যা প্রদান কর, ইন্দ্র তার প্রতি কৌটিল্য করেন না। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ও বহুকালব্যাপী। যেহেতু তোমরা অমর হয়ে প্রভূত পরিমাণে আমাদের স্তুতি রক্ষা কর এবং অনুগ্রহ পূর্বক মানুষের জন্য স্তুতি রক্ষা করে তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করে কর্মদ্বারা সমস্ত অবগত হও। ১৪। হে বেগবান মরুৎগণ! তোমাদের মহৎ আগমনে আমরা দীর্ঘ যজ্ঞকর্মকে বর্ধিত করি। এদ্বারা মনুষ্য যুদ্ধে জয়লাভ করে। এ সকল যজ্ঞদ্বারা আমি যেন তোমাদের আগমন লাভ করতে পারি। ১৫। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের (১) এ স্তোম তোমাদের জন্য, এ স্তুতি তোমাদের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁর শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদের নিকট আসছে! আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

টীকা : ১। পূর্ব সূক্তের শেষ ঋক্ দেখুন।

১৬৭ সূক্ত ॥ ১ম ঋকের দেবতা ইন্দ্র, অবশিষ্টের মরুৎ। অগস্ত্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সহস্রং ত ইন্দ্রোতয়ো নঃ সহস্রমিষো হরিবো গূর্তমাঃ।
সহস্রং রায়ো মাদয়ধ্যৈ সহস্রিণ উপ নো যন্তু বাজাঃ ॥ ১
আ নোহবোভির্মরুতো যান্ত্বচ্ছা জ্যেষ্ঠেভির্বা বৃহদ্দিবৈঃ সুমায়াঃ।
অধ যদেষাং নিযুতঃ পরমাঃ সমুদ্রস্য চিদ্ধনয়ন্ত পারে ॥ ২
মিম্যক্ষ যেষু সুধিতা ঘৃতাচী হিরণ্যনির্ণিগুপরা ন ঋষ্টিঃ।
গুহা চরন্তী মনুষো ন যোষা সভাবতী বিদথ্যেব সং বাক্ ॥ ৩
পরা শুভ্রা অযাসো যব্যা সাধারণ্যেব মরুতো মিমিক্ষুঃ।
ন রোদসী অপ নুদন্ত ঘোরা জুষন্ত বৃধং সখ্যায় দেবাঃ ॥ ৪
জোষদ্যদীমসুর্যা সচধ্যৈ বিষিতস্তুকা রোদসী নৃমণাঃ।
আ সূর্যেব বিধতো রথঃ গাত্ত্বেষ প্রতীকা নভসো নেত্যা ॥ ৫
আস্থাপয়ন্ত যুবতিং যুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং বিদথেষু পজ্রাম্।
অর্কো যদ্বো মরুতো হবিষ্মান্ গায়দ্ গাথং সুতসোমো দুবস্যন্ ॥ ৬
প্র তং বিবক্মি বক্ম্যো য এষাং মরুতাং মহিমা সত্যো অস্তি।
সচা যদীং বৃষমণা অহংযুঃ স্থিরা চিজ্জনীর্বহতে সুভাগাঃ ॥ ৭
পান্তি মিত্রাবরুণাববদ্যাচ্চয়ত ঈমর্যমো অপ্রশস্তান্।
উত চ্যবন্তে অচ্যুতা ধ্রুবাণি বাবৃধ ঈং মরুতো দাতিবারঃ ॥ ৮
নহী নু বো মরুতো অন্ত্যস্মে আরাত্তাচ্চিচ্ছবসো অন্তমাপুঃ।
তে ধৃষ্ণুনা শবসা শূশুবাংসোহর্ণো ন দ্বেষো ধৃষতা পরিষ্টুঃ ॥ ৯

বয়মদ্যেন্দ্রস্য প্রেষ্ঠা বয়ং শ্বো বোচেমহি সমর্যে।
বয়ং পুরা মহি চ নো অনু দ্যূন্ তন্ন ঋভুক্ষা নরামনু ষ্যাৎ ॥ ১০
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র। তুমি সহস্র প্রকারে রক্ষা কর; তোমার রক্ষা সকল আমাদের নিকট আসুক। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র। তোমার সহস্রপ্রকার প্রশংসনীয় অন্ন আছে তারা আমাদের নিকট আসুক। হে ইন্দ্র! তোমার সহস্র প্রকার ধন আছে আমাদের তৃপ্তি সাধনের জন্য তারা আমোদের নিকট আসুক। সহস্র চতুষ্পদ, আমাদের নিকট আসুক। ২। মরুৎগণ আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদের নিকট আসুক। সুবুদ্ধি মরুৎগণ প্রশস্যতম ও মহাদীপ্তিযুক্ত ধনের সাথে আমাদের নিকট আসুক। যেহেতু নিষুৎনামক (১) তাঁদের উৎকৃষ্ট অশ্বসকল সমুদ্রের পরপারে ধনধারণ করছে। ৩। সুনিহিত, উদকস্রাবী, সুবর্ণবর্ণা বিদ্যুৎ, মালার ন্যায় অথবা নিগূঢ় স্থানে লুক্কায়িত মনুষ্যের পত্নীর ন্যায়, অথবা সভাস্থল উচ্চারিতা যজ্ঞীর বাণীর ন্যায়, এ মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়। ৪। সাধারণী স্ত্রীর ন্যায় আলিঙ্গন পরায়ণ বিদ্যুতের সাথে শুভ্রবর্ণ, অভিগমনশীল, উৎকৃষ্ট মরুৎগণ মিশ্রিত হচ্ছে। ভয়ঙ্কর মরুৎগণ দ্যাবাপৃথিবীকে অপনোদন করেন না। দেবগণ, সখ্যতাপ্রযুক্ত ওদের সমৃদ্ধি সাধন করেন। ৫। অসুর মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্তমনে মরুৎগণকে সঙ্গমনার্থে সেবা করছেন। সূর্য যেরূপ অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করেছিলেন; দীপ্তাবয়বা রোদসী সেরূপ চঞ্চল মরুৎগণের রথে উঠে শীঘ্র আসছেন (২)। ৬। যজ্ঞ আরম্ভ হলে বৃষ্টিদানের জন্য তরুণবয়স্ক মরুৎগণ, তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করছেন। বলশালিনী রোদসী, নিয়মক্রমে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন (৩)। সে সময় অর্চন মন্ত্রবিশিষ্ট হব্যপ্রদায়ী, সোমাভিষবকারী যজমান মরুৎগণের পরিচর্যা করে স্তব পাঠ করছে। ৭। মরুৎগণের মহিমা সকলের প্রশংসনীয় ও অমোঘ আমি তা বর্ণনা করছি। তাঁদের রোদসী বর্ষণাভিলাষিণী, অহঙ্কারবতী ও অবিনশ্বরা; ইনি সৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎপত্তিশীল প্রজা ধারণ করেন। ৮। মিত্রাবরুণ ও আর্যমা, এ যজ্ঞকে নিন্দা হতে রক্ষা করেন এবং এর অপ্রশস্ত পদার্থকে নাশ করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদের জল প্রদানের সময় যখন উপস্থিত হয়; তখন তাঁরা মেঘমধ্যস্থিত অক্ষরিত জলক্ষরণ করেন। ৯। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে কেউই অত্যন্ত দূর হতেও তোমার বলের অন্ত পায় নি। মরুৎগণ পরাভিভব সমর্থ বলদ্বারা বর্ধমান হয়ে জলরাশির ন্যায় নিজ সামর্থে শত্রুদের অভিভব করছেন। ১০। আমরা অদ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম হব; কল্য যজ্ঞে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করব। আমরা পূর্বে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছি এবং প্রতিদিন করছি, অতএব মহান ইন্দ্র মনুষ্যদের মধ্যে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন। ১১। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের এ স্তুতি তোমাদের জন্য ইচ্ছানুসারে তাঁর শরীরপুষ্টির জন্য তোমাদের নিকট আসছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

টীকা ঃ ১। বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ ॥ ১৩৪ সূক্তের ১ ঋক দেখুন। মরুৎগণের বাহন, পৃষতী অর্থাৎ বিন্দুচিহ্নিত মৃগ। ৩৯ সূক্তের ৬ ঋক দেখুন। ২। এ ঋকে মরুৎগণকে 'অসুর্যা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ বলশালী সূর্যা ও অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'রোদসী' শব্দের সচরাচর অর্থ

দ্যাবাপৃথিবী। এর পরের সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন। আবার ঋগ্বেদে রুদ্রের পত্নী অর্থাৎ মরুৎগণের মাতার নামও রোদসী। যথা – সায়ণ ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকায় লিখেছেন 'রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা।' কিন্তু এ সূক্তে রোদসী মরুৎগণের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হয়েছেন এবং ৫ ঋকের টীকায় সায়ণ লিখেছেন 'মরুৎপত্নী বিদ্যুৎ বা।'

১৬৮ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজ্ঞাযজ্ঞা বঃ সমনা তুতুর্বণি র্ধিয়ংধিয়ং বো দেবয়া উ দধিধ্বে।
আ বোঽর্বাচঃ সুবিতায় রোদস্যোর্মহে ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১
বব্রাসো ন যে স্বজাঃ স্বতবস ইষং স্বরভিজায়ন্ত ধূতয়ঃ।
সহস্রিয়াসো অপাং নোর্ময় আসা গাবো বন্দ্যাসো নোক্ষণঃ ॥ ২
সোমাসো ন যে সুতাস্তৃপ্তাংশবো হৃৎসু পীতাসো দুবসো নাসতে।
ঐষামংসেষু রম্ভিণীব রারভে হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সং দধে ॥ ৩
অব স্বযুক্তা দিব আ বৃথা যযুরমর্ত্যাঃ কশয়া চোদত ত্মনা।
অরেণবস্তুবিজাতা অচুচ্যবুর্দৃড়্‌হানি চিন্মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪
কো বোঽন্তর্মরুত ঋষ্টিবিদ্যুতো রেজতি ত্মনা হন্বেব জিহ্বয়া।
ধন্বচ্যুত ইষাং ন যামনি পুরুপ্রৈষা অহন্যোনৈতশঃ ॥ ৫
ক্ব স্বিদস্য রজসো মহস্পরং ক্বাবরং মরুতো যস্মিন্নায়য়।
যচ্চ্যাবয়থ বিথুরেব সংহিতং ব্যদ্রিণা পতথ ত্বেষমর্ণবম্ ॥ ৬
সাতির্ন বোঽমবতী স্বর্বতী ত্বেষা বিপাকা মরুতঃ পিপিষ্বতী।
ভদ্রা বো রাতিঃ পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী অসুর্যেব জঞ্জতী ॥ ৭
প্রতি ষ্টোভন্তি সিন্ধবঃ পবিভ্যো যদভ্রিয়াং বাচমুদীরয়ন্তি।
অব স্ময়ন্ত বিদ্যুতঃ পৃথিব্যাং যদী ঘৃতং মরুতঃ প্রুষ্ণুবন্তি ॥ ৮
অসূত পৃশ্নির্মহতে রণায় ত্বেষময়াসাং মরুতামনীকম্।
তে সপ্সরাসোঽজনয়ন্তাভ্বমাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥ ৯
এষ বঃ স্তোমো মরুত ইয়ং গীর্মান্দার্যস্য মান্যস্য কারোঃ।
এষা যাসীষ্ট তন্বে বয়াং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে মরুৎগণ! সমস্ত যজ্ঞেই তোমাদের আগ্রহ একরূপ। তোমার সমস্ত কর্ম, দেবতাগণের নিকট বহনার্থে ধারণ কর, অতএব দ্যাবাপৃথিবীর (১) উত্তমরূপ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা আমাদের অভিমুখে তোমাদের আগমনের জন্য আহ্বান করছি। ২। স্বয়ং উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল, মরুৎগণ যেন মূর্তিমান হয়ে অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্মির ন্যায় তাঁরা সেরূপ হয়ে জলদান করেন। ৩। সুসংস্কৃত শাখাবিশিষ্ট সোমলতা, অভিষুত ও পীত হয়ে যেরূপ হৃদয়মধ্যে পরিচারিকার ন্যায় কার্য করে, মরুৎগণও ধ্যায়মান হলে সেরূপ করে থাকেন। তাঁদের হস্তে হস্তত্রাণ ও কর্তন রয়েছে (২)। ৪। পরস্পর মিলিত মরুৎগণ, অনায়াসে স্বর্গলোক হতে আসছেন। হে মরণরহিত মরুৎগণ! তোমরা আপনারাই বাক্যদ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্ধন কর। পাপরহিত, বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও দীপ্তহেতিবিশিষ্ট মরুৎগণ দৃঢ় পর্বতগণকেও চালিত করছেন। ৫। হে হেতিসমূহ সুশোভিত মরুৎগণ! জিহ্বা যেমন হনুদ্বয়কে চালিত করে, সেরূপ

তোমাদের মধ্যে থেকে কে তোমাদের পরিচালিত করছে? তোমরা আপনিই পরিচালিত হচ্ছ। উদকস্রাবী মেঘ যেরূপ পরিচালিত হয়, দিবসে অশ্ব যেরূপ চালিত হয়, বহু ফলেচ্ছু যজমান অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের পরিচালিত করেন। ৬। হে মরুৎগণ! যে জলের জন্য তোমরা আস, সে প্রকাণ্ড বৃষ্টিজলের আদিই বা কোথায় এবং অন্তই বা কোথায়? তোমরা যখন শিথিল তৃণের ন্যায়, রাশিকৃত জল স্বস্থান হতে বিচ্যুত কর তখন বজ্রদ্বারা দীপ্তমান মেঘকে বিদীর্ণ কর। ৭। হে মরুৎগণ! তোমাদের ধন যেরূপ, দানও সেরূপ। দানবিষয়ে ইন্দ্র তোমাদের সহায়; এতে সুখ ও দীপ্তি আছে। এর ফল পরিপক্ব, এতে কৃষিকার্য ও মঙ্গল হয়। এ দাতার দক্ষিণার ন্যায় শীঘ্র ফল প্রদায়ী এবং অসুর্যের জয়শীল শক্তির ন্যায়। ৮। যখন বজ্রগণ মেঘসম্ভূত শব্দ উচ্চারিত করেন, তখন এ দিয়ে ক্ষরণশীল জল পরিচালিত হয়। যখন মরুৎগণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয়। ৯। পৃশ্নি, মহাসংগ্রামের জন্য প্রদীপ্তগমন-বিশিষ্ট মরুৎগণকে প্রসব করেছেন। সমানরূপবিশিষ্ট মরুৎগণ জল উৎপন্ন করেছেন, অনন্তর লোকে অভিলষিত অন্নাদি লাভ করেছে। ১০। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্যের এ স্তোম তোমাদের জন্য, এ স্তুতি তোমাদের জন্য; শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদের নিকট এসেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

টীকাঃ ১।এখানে রোদসী অর্থে দ্যোঃ ও পৃথিবী। 'রোদস্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ'। সায়ণ। ২। মূলে 'খাদিশ্চ কৃতিশ্চ' আছে। 'A guard and sword'—Wilson. ১৬৬ সূক্তের ৯ ঋকে 'খাদয়ঃ' অর্থে আমরা বলয় করেছি। 'Rings'—Max Muller.

১৬৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌; চতুষ্পদী বিরাট্ ছন্দ।

মহশ্চিত্ত্বমিন্দ্র যত এতান্মহশ্চিদসি ত্যজসো বরূতা।
স নো বেধো মরুতাং চিকিত্বান্‌ৎসুম্না বনুষ্ব তব হি প্রেষ্ঠা ॥ ১
অযুজ্রন্ত ইন্দ্র বিশ্বকৃষ্টীর্বিদানাসো নিষ্‌ষিধো মর্ত্যত্রা।
মরুতাং পৃৎসুতির্হাসমানা স্বর্মীড়্হস্য প্রধনস্য সাতৌ ॥ ২
অম্যক্‌সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিরস্মে সনেম্যভ্বং মরুতো জুনন্তি।
অগ্নিশ্চিদ্ধি ষ্মাতসে শুশুক্বানাপো ন দ্বীপং দধতি প্রয়াংসি ॥ ৩
ত্বং তূ ন ইন্দ্র তং রয়িং দা ওজিষ্ঠয়া দক্ষিণয়েব রাতিম্‌।
স্তুতশ্চ যাস্তে চকনন্ত বায়োঃ স্তনং ন মধ্বঃ পীপয়ন্ত বাজৈঃ ॥ ৪
ত্বে রায় ইন্দ্র তোশতমাঃ প্রণেতারঃ কস্য চিদৃতায়োঃ।
তে ষু ণো মরুতো মৃলয়ন্তু যে স্মা পুরা গাতূয়ন্তীব দেবাঃ ॥ ৫
প্রতি প্র যাহীন্দ্র মীড়্হুষো নৄন্মহঃ পার্থিবে সদনে যতস্ব।
অধ যদেষাং পৃথুবুধ্নাস এতাস্তীর্থে নার্যঃ পৌংস্যানি তস্থুঃ ॥ ৬
প্রতি ঘোরাণামেতানামযাসাং মরুতাং শৃণ্ব আয়তামুপব্দিঃ।
যে মর্ত্যং পৃতনায়ন্তমূমৈর্ঋণাবানং ন পতয়ন্ত সর্গৈঃ ॥ ৭
ত্বং মানেভ্য ইন্দ্র বিশ্বজন্যা রদা মরুদ্ভিঃ শুরুধো গো অগ্রাঃ।
স্তবানেভিঃ স্তবসে দেব দেবৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্‌ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয়ই মহান। কারণ তুমি রক্ষক এবং মহান মরুৎগণকে পরিত্যাগ কর নি। হে মরুৎগণের বিধাতা! তুমি আমাদের প্রতি

অনুগ্রহ করে আমাদের সুখ প্রদান কর। সে সুখ অতিশয় প্রিয়তম। ২। হে ইন্দ্র! সর্বজনবিশিষ্ট, মনুষ্যদের জন্য জলসেককারী, বিদ্বান মরুৎগণ তোমার সাথে মিলিত হলেন। মরুৎগণের সেনা, সুখের উপায়ভূত সংগ্রামে জয়লাভের জন্য সর্বদা হর্ষযুক্ত হয়েছে। ৩। হে ইন্দ্র! তোমার প্রসিদ্ধ হেতি, আমাদের জন্য মেঘ সমীপে গমন করছে। মরুৎগণ চিরসঞ্চিত বারি বর্ষণ করছেন এবং বিস্তৃত যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত রয়েছে। জল যেমন দ্বীপকে ধারণ করে, সেরূপ অগ্নি হব্য ধারণ করছেন। ৪। হে ইন্দ্র। তুমি তোমার দানযোগ্য ধন দান কর। তুমি দাতা, আমরা প্রচুর দক্ষিণাদ্বারা তোমাকে প্রীত করব। তুমি বায়ু, স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি কামনা করছে। মধুর দুগ্ধের জন্য নারীর স্তনকে যেরূপ লোকে পুষ্ট করে, সেরূপ আমরাও তেমোকে অন্নাদিদ্বারা পুষ্ট করছি। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার ধন অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং যজমানের যজ্ঞনির্বাহকারী। যে মরুৎগণ প্রথমেই যজ্ঞে যাবার জন্য উৎসাহ করেন, তাঁরাই আমাদের সুখী করুন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি উদকসেচক পৌরুষ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে যাও, অন্তরীক্ষ প্রদেশে থেকে চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পৌরুষের ন্যায় মরুৎগণের বিস্তীর্ণ পদ অশ্বগণ মেঘমালাকে আক্রমণ করছে। ৭। হে ইন্দ্র! ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ গমনশীল মরুৎগণের আগমন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে। অধম বৈরিকে যেরূপ বিনাশ করে, মনুষ্যের রক্ষার জন্য মরুৎগণ সেরূপ প্রহরণদ্বারা সেনাবলসমন্বিত শত্রুদের বিনাশ করেন। ৮। হে ইন্দ্র! সমস্ত প্রাণী তোমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে তুমি স্বীয় সম্মানার্থে মরুৎগণের সাথে দুঃখনাশক, উদকধারী মেঘপংক্তিকে বিদীর্ণ কর! হে দেব! স্তূয়মান দেবগণ তোমার স্তব করছে, তুমি আমাদের অন্ন বল ও দীর্ঘায়ু প্রদান কর।

১৭০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন নূনমস্তি নো শ্বঃ কস্তদ্বেদ যদদ্ভুতম্।
অন্যস্য চিত্তমভি সঞ্চরেণ্যমুতাধীতং বি নশ্যতি ॥ ১
কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব।
তেভিঃ কল্পস্ব সাধুয়া মা নঃ সমরণে বধীঃ ॥ ২
কিং নো ভ্রাতরগস্ত্য সখা সন্নতি মন্যসে।
বিদ্মা হি তে যথা মনোঽস্মভ্যমিন্ন দিৎসসি ॥ ৩
অরং কৃণ্বন্তু বেদিং সমগ্নিমিন্ধতাং পুরঃ।
তত্রামৃতস্য চেতনং যজ্ঞং তে তনবাবহৈ ॥ ৪
ত্বমীশিষে বসুপতে বসূনাং ত্বং মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্ঠঃ।
ইন্দ্র ত্বং মরুদ্ভিঃ সং বদস্বাধ প্রাশান ঋতুথা হবীংষি ॥ ৫

(প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বক্তা ইন্দ্র, অবশিষ্টের বক্তা অগস্ত্য।)

অনুবাদ : ১। ইন্দ্রঃ অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নেই। অদ্ভুত কার্যের কথা কে বলতে পারে? অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যা উত্তমরূপে পাঠ করা যায় তাও ভুলে যাওয়া যায়। ২। অগস্ত্যঃ হে ইন্দ্র! তুমি কি আমাকে হনন করতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা; ওদের সঙ্গে সুখে যজ্ঞভাগ সেবা কর। যুদ্ধকালে আমাদের বিনাশ করো না। ৩। ইন্দ্র : হে ভ্রাতঃ অগস্ত্য! তুমি সখা হয়ে কেন আমাদের অপলাপ করছ? আমরা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা জানি। তুমি

আমাদের দিতে ইচ্ছুক নও। ৪। ঋত্বিকগণ তোমরা বেদি অলংকৃত কর এবং সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। পরে ওতে তুমি ও আমি অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞ বিস্তার করব। ৫। অগস্ত্য ঃ হে ধনের ধনপতি! হে মিত্রগণের মিত্রপতি! তুমি ঈশ্বর, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ; তুমি মরুৎগণের সাথে বল যে, আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে এবং যথাসময়ে অর্পিত হব্য ভক্ষণ কর।

১৭১ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি ব এনা নমসাহমেমি সূক্তেন ভিক্ষে সুমতিং তুরাণাম্।
ররাণতা মরুতো বেদ্যাভির্নি হেলো ধত্ত বি মুচধ্বমশ্বান্ ॥ ১
এষ বঃ স্তোমো মরুতো নমস্বান্ হৃদা তষ্টো মনসা ধায়ি দেবাঃ।
উপেমা যাত মনসা জুষাণা যূয়ং হি ষ্টা নমস ইদ্ বৃধাসঃ ॥ ২
স্তুতাসো নো মরুতো মৃলয়ন্তুত স্তুতো মঘবা শংভবিষ্ঠঃ।
ঊর্ধ্বা নঃ সন্তু কোম্যা বনান্যহানি বিশ্বা মরুতো জিগীষা ॥ ৩
অস্মাদহং তবিষাদীষমাণ ইন্দ্রাদ্ভিয়া মরুতো রেজমানঃ।
যুষ্মভ্যং হব্যা নিশিতান্যাসন্তান্যারে চকৃমা মৃলতা নঃ ॥ ৪
যেন মানাসশ্চিতয়ন্ত উস্রা ব্যুষ্টিষু শবসা শশ্বতীনাম্।
স নো মরুদ্ভির্বৃষভ শ্রবো ধা উগ্র উগ্রেভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ ॥ ৫
ত্বং পাহীন্দ্র সহীয়সো নৄন্ ভবা মরুদ্ভিরবযাতহেলাঃ।
সুপ্রকেতেভিঃ সাসহির্দধানো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ! আমি নমস্কার করে স্তুতি করে তোমাদের নিকট আসছি। হে বেগবান মরুৎগণ! তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে মরুৎগণ! স্তুতিদ্বারা আনন্দিত চিত্তে ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং রথ হতে অশ্ব বিয়োজিত কর। ২। হে মরুৎগণ! তোমাদের এ স্তোমে অন্ন আছে। হে দেবগণ! এ স্তোম তোমাদের উদ্দেশে হৃদয় হতে সম্পাদিত হয়েছে, অনুগ্রহ করে এ চিত্তে ধারণ কর। সাদরে একে স্বীকার করে এস, তোমরা হব্যরূপ অন্নের বর্ধয়িতা। ৩। মরুৎগণ! স্তুত হয়ে আমাদের সুখী কর। ইন্দ্র স্তুত হয়ে আমাদের সর্বাপেক্ষা সুখী করুন। হে মরুৎগণ! আমরা যতদিন বাঁচব, যেন আমাদের সে সমস্ত দিন উৎকৃষ্ট, স্পৃহণীয় ও ভোগযোগ্য হয়। ৪। হে মরুৎগণ! আমরা এ বেগবান ইন্দ্রের নিকট হতে ভয়ে পালিয়ে কাঁপছিলাম। তোমাদের জন্য যে হব্য সংস্কৃত করেছিলাম তা দূরে করেছি (১)। আমাদের সুখী কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি বলস্বরূপ, তোমার মাননীয় রশ্মিগণ, নিত্য নিত্য ঊষার উদয়কালে প্রাণীদের চৈতন্য দান করে। হে অভীষ্টবর্ষী, উগ্র, বলপ্রদায়ী, পুরাতন ইন্দ্র! তুমি উগ্র মরুৎগণের সাথে অন্নধারণ কর। ৬। হে ইন্দ্র! প্রভূতবলশালী নেতৃগণকে (মরুৎগণকে) রক্ষা কর; মরুৎগণের প্রতি অপগতমন্যু হও। মরুৎগণ উত্তমপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, তাঁদের সাথে শত্রুগণের অভিভবিতা হও এবং আমাদের রক্ষা কর। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘ লাভ করি।

টীকা ঃ ১। ১৬৫, ১৭০ ও ১৭১ সূক্তের কোন কোন স্থান পাঠ করলে বোধ হয় যে, দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সাথে মরুৎগণের একত্রে অর্চনা হওয়ায় প্রথমে আপত্তি ছিল, অথবা কোন কোন ইন্দ্রভক্ত ঋষি সম্প্রদায় এরূপ একত্র অর্চনায় আপত্তি করতেন।

১৭২ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

চিত্রো বোহস্তু যামশ্চিত্র ঊতী সুদানবঃ। মরুতো অহিভানবঃ ॥ ১
আরো সা বঃ সদানবো মরুত ঋঞ্জতী শরুঃ। আরে অশ্মা যমস্যথ ॥ ২
তৃণস্কন্দস্য নু বিশঃ পরিবৃংক্ত সুদানবঃ। ঊর্ধ্বান্নঃ কর্ত জীবসে ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে মরুৎগণ! তোমাদের যজ্ঞে আগমন বিচিত্র হোক। হে দানশীল অহীন দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণ! তোমাদের আগমন আমাদের রক্ষা করুক। ২। হে দানশীল মরুৎগণ! তোমাদের দীপ্যমান প্রাণিবধ কুশল অস্ত্রসমূহ আমাদের নিকট হতে দূর হোক। তোমরা যে অশ্ম নামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাও আমাদের নিকট হতে দূর হোক। ৩। হে দানশীল মরুৎগণ! তৃণবৎ নীচ হলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করো, আমাদের উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচতে পারি।

১৭৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

গায়ৎসাম নভন্যং যথা বেবর্চাম তদ্বাবৃধানং স্বর্বৎ।
গাবো ধেনবো বর্হিষ্যদব্ধা আ যৎসদ্মানং দিব্যং বিবাসান্ ॥ ১
অর্চদ্বৃষা বৃষভিঃ স্বেদুহব্যৈর্মৃগো নাশ্নো অতি যজ্জুগুর্যাৎ।
প্র মন্দয়ুর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ ॥ ২
নক্ষদ্ধোতা পরি সদ্ম মিতা যন্ভরদ্গর্ভমা শরদঃ পৃথিব্যাঃ।
ক্রন্দদশ্বো নয়মানো রুবদ্গৌরন্তর্দূতো ন রোদসী চরদ্বাক্ ॥ ৩
তা কর্মাষতরাস্মৈ প্র চ্যৌত্নানি দেবয়ন্তো ভরন্তে।
জুজোষদিন্দ্রো দস্মবর্চা নাসত্যেব সুগ্ম্যো রথেষ্ঠাঃ ॥ ৪
তমু ষ্টুহীন্দ্রং যো হ সত্বা যঃ শূরো মঘবা যো রথেষ্ঠাঃ।
প্রতীচশ্চিদ্যোধীয়ান্বৃষণ্বান্ববব্রুষশ্চিত্তমসো বিহন্তা ॥ ৫
প্র যদিত্থা মহিনা নৃভ্যো অস্ত্যরং রোদসী কক্ষ্যে নাস্মৈ।
সং বিব্য ইন্দ্রো বৃজনং ন ভূমা ভর্তি স্বধাবাঁ ওপশমিব দ্যাম্ ॥ ৬
সমৎসু ত্বা শূর সতামুরাণং প্রপথিন্তমং পরিতংসয়ধ্যৈ।
সজোষস ইন্দ্রং মদে ক্ষোণীঃ সূরিং চিদ্যে অনুমদন্তি বাজৈঃ ॥ ৭
এবা হি তে শং সবনা সমুদ্র আপো যত্ত আসু মদন্তি দেবীঃ।
বিশ্বা তে অনু জোষ্যা ভূদ্গৌঃ সূরীংশ্চিদ্যদি ধিষা বেষি জনান্ ॥ ৮
অসাম যথা সুষখায় এন স্বভিষ্টয়ো নরাং ন শংসৈঃ।
অসদ্যথা ন ইন্দ্রো বন্দনেষ্ঠাস্তুরো ন কর্ম নয়মান উক্থা ॥ ৯
বিষ্পর্ধসো নরাং ন শংসৈরস্মাকাসদিন্দ্রো বজ্রহস্তঃ।
মিত্রায়ুবো ন পূর্পতিং সুশিষ্টৌ মধ্যায়ুব উপ শিক্ষন্তি যজ্ঞৈঃ ॥ ১০
যজ্ঞো হি ষ্মেন্দ্রং কশ্চিদৃন্ধঞ্জুহুরাণশ্চিন্মনসা পরিয়ন্।
তীর্থে নাচ্ছা তাতৃষাণমোকো দীর্ঘো ন সিধ্রমা কৃণোত্যধ্বা ॥ ১১
মো ষূ ণ ইন্দ্রাত্র পৃৎসু দেবৈরস্তি হি ষ্মা তে শুষ্মিন্নবয়াঃ।
মহশ্চিদ্যস্য মীঢ়ুষো যব্যা হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ ॥ ১২
এষঃ স্তোম ইন্দ্র তুভ্যমস্মে এতেন গাতুং হরিবো বিদো নঃ।
আ নো ববৃত্যাঃ সুবিতায় দেব বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! উদ্গাতা এরূপে নভোব্যাপী সামগান করছে, যে তুমি

তা জানতে পার। আমরা সে বর্ধমান ও স্বর্গপ্রদায়ী স্তোত্র অর্চনা করি। হে স্বর্গীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী, হিংসারহিতা ধেনুগণ, যাতে কুশাসনে উপবেশন কালে তোমার পরিচর্যা করে, সেরূপে অর্চনা করি। ২॥ হব্যপ্রদায়ী যজমান হব্যপ্রদায়ী অধ্বর্যু প্রভৃতির সাথে ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্যদ্বারা অর্চনা করেন, ইন্দ্র তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুত-বেগে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন। হে উগ্র ইন্দ্র! মর্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করে স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছেন। ৩। হোমনিষ্পাদক অগ্নি পরিমিত স্থানে চতুর্দিক ব্যেপে আছেন এবং শরৎকালের ও পৃথিবীর গর্ভ স্থানীয় অন্ন গ্রহণ করছেন। অশ্বের ন্যায় শব্দ করে, বৃষভের ন্যায় শব্দ করে, অন্ন নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে দূতস্বরূপ কথা বলছেন। ৪। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রভূত ব্যাপ্তিশীল হব্য প্রদান করব। দেবাভিলাষী যজমানগণ দৃঢ়স্তোত্র সম্পন্ন করছেন। দর্শনীয় তেজবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় অভিগম্য এবং রথে অবস্থিত ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। ৫। হে হোতা! যে ইন্দ্র প্রভূত বলবিশিষ্ট, যিনি শৌর্যবান, বলবান রথাবস্থিত, সম্মুখ যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বজ্রাদি-বিশিষ্ট ও মেঘাদির বিনাশক তাঁকে স্তব কর। ৬। ইন্দ্র স্বীয় মহিমায় কর্মনির্বাহক যজমানগণকে ফলদানে সমর্থ, দ্যাবাপৃথিবী তাঁর কক্ষপূরণে পর্যাপ্ত নয়। অন্তরীক্ষ যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকে, সেরূপ তিনিও নিজ দীপ্তিতে লোকত্রয় ব্যাপ্ত করছেন। বৃষভ যেরূপ অনায়াসে শৃঙ্গ ধারণ করে, অন্নবান ইন্দ্র সেরূপ স্বর্গকে অনায়াসে ধারণ করছেন। ৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে সাধুগণের বলপ্রদ উৎকৃষ্ট মার্গস্বরূপ, মরুৎগণ তোমাকে স্বামী করে আনন্দিত হয়। তারা তোমার পরিজন, তোমার আনন্দার্থে সকলে সমান আনন্দিত হয়ে তোমাকে ভূষিত করবার চেষ্টা করছেন। ৮। যদি অন্তরীক্ষস্থিত দ্যোতমান উদক প্রজাদের নিমিত্ত তোমাকে সুখী করে, যদি সমস্ত স্তোত্রাদি তোমার প্রীতি সমুৎপাদন করে, যদি তুমি বৃষ্টি প্রদানাদি কর্মদ্বারা স্তোতৃদের কামনা কর, তা হলে তোমার সবন সুখকর হয়। ৯। হে ইন্দ্র! যেন আমরা তোমার সখা হতে পারি এবং স্তুতি দ্বারা রাজগণের ন্যায় তোমার নিকট হতে অভীষ্ট লাভ করতে পারি। ইন্দ্র! আমাদের স্তুতি কালে উপস্থিত থেকে ত্বরাসহকারে আমাদের যজ্ঞ, উক্ত স্তুতির সাথে নিয়ে যাও। ১০। স্তুতি দ্বারা মনুষ্যদের মধ্যে স্পর্ধাকারী ব্যক্তিদের যেরূপ সদয় করা যায়, আমরা ইন্দ্রকে সেরূপ করব। ইন্দ্র কেবল আমাদেরই হবেন। হিতৈষিগণ যেমন সুশাসক নগরপতির পূজা করে, সেরূপ আমাদের মধ্যে অবস্থানাভিলাষী অধ্বর্যুগণ হব্য প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করছেন। ১১। যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি, যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকে বৃদ্ধি করছে, কুটিলগতি ব্যক্তি মনে মনে চারিদিক চিন্তা করছে; যেমন তীর্থপথে সম্মুখ-স্থিত জল অবিলম্বে প্রীত করে, কিন্তু দীর্ঘপথ পিপাসিত ব্যক্তিকে নিরাশ করে। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধকালে মরুৎগণের সাথে আমাদের ত্যাগ করো না। কারণ হে বলবান ইন্দ্র! তোমার জন্য যজ্ঞে ভাগ স্বতন্ত্র আছে। আমার ফলযুক্ত স্তুতি মহান, হবিষ্মান ও জলসেচনকারী মরুৎগণকে বন্দনা করে। ১৩। হে ইন্দ্র! এ স্তোম তোমারই। হে হরিবাহন! এ স্তোত্রদ্বারা তুমি আমাদের দেবযজনপথ জেনে নিও এবং সুখে আগমনের জন্য আমাদের নিকট এস।

১৭৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৄন্ পাহ্যসুর ত্বমস্মান্।
ত্বং সৎপতি র্মঘবা নস্তুরুত্রস্ত্বং সত্যো বসবানঃ সহোদাঃ ॥ ১

দনো বিশ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্ৎ।
ঋণোরপো অনবদ্যার্ণা যূনে বৃত্রং পুরুকুৎসায় রন্ধীঃ ॥ ২
অজা বৃত ইন্দ্র শূরপত্নীর্দ্যাং চ যেভিঃ পুরুহূত নূনম্।
রক্ষো অগ্নিমশুষং তূর্বযাণং সিংহো ন দমে অপাংসি বস্তোঃ ॥ ৩
শেষন্নু ত ইন্দ্র সস্মিন্যোনৌ প্রশস্তয়ে পবীরবস্য মহ্না।
সৃজদর্ণাংস্যব যদ্যুধা গাস্তিষ্ঠদ্ধরী ধৃষতা মৃষ্ট বাজান ॥ ৪
বহ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ত্স্যুমন্যু ঋজ্রা বাতস্যাশ্বা।
প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকেঽভি স্পৃধো যাসিষদ্বজ্রবাহুঃ ॥ ৫
জঘন্বাঁ ইন্দ্র মিত্রেরূঞ্চোদপ্রবৃদ্ধো হরিবো অদাশূন্।
প্র যে পশ্যন্নর্যমণং সচায়োস্ত্বয়া শূর্তা বহমানা অপত্যম্ ॥ ৬
রপৎকবিরিন্দ্রার্কসাতৌ ক্ষাং দাসায়োপবর্হণীং কঃ।
করত্তিস্রো মঘবা দানুচিত্রা নি দুর্যোণে কুয়বাচং মৃধি শ্রেৎ ॥ ৭
সনা তা ত ইন্দ্র নব্যা আগুঃ সহো নভোঽবিরণায় পূর্বীঃ।
ভিনৎপুরো ন ভিদো অদেবীর্ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ ॥ ৮
ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতীর্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি ॥ ৯
ত্বমস্মাকমিন্দ্র বিশ্বধ স্যা অবৃকতমো নরাং নৃপাতা।
স নো বিশ্বাসাং স্পৃধাং সহোদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! যে সকল দেবতা আছেন, তুমি তাঁদের রাজা। তুমি মানুষদের রক্ষা কর ; হে অসুর ! তুমি আমাদের রক্ষা কর। তুমি সাধুদের পালক, ধনবান ও আমাদের উদ্ধারকর্তা। তুমি সত্য, বলদাতা ও নিজের তেজে সমস্ত আচ্ছাদন করেছ। ২। হে ইন্দ্র ! তুমি যখন সাতটি শারদীপুরী ভেদ করেছিলে তখন প্রজাগণকে সংযতবাক্য করে সুখে দমন করেছিলে (১)। হে অনবদ্য ! তুমি চলনশীল জল প্রবর্তিত করেছিলে, তুমি তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করেছিলে। ৩। হে ইন্দ্র ! তুমি শত্রুদের নগরে যাও (২) এবং সেখান হতে হে পুরুহূত ! অনুচর সঙ্গে স্বর্গে যাও। সেখানে অশোষক, ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে সিংহের ন্যায় রক্ষা কর যেন তা নিজগৃহে নিজ কর্তব্য সাধন করতে পারে। ৪। হে ইন্দ্র ! তোমার শত্রুগণ (মেঘগণ) কুলিশের মহিমায় তোমার ক্ষমতা খ্যাপন করে নিজ জন্মস্থানে শীঘ্র শয়ন করুক। তুমি যখন আয়ুধ নিয়ে যাও, তখন নিম্নমুখে জল প্রেরণ কর ও হরিগণের উপর আরোহণ কর। তুমি নিজ সামর্থ্যে শস্যাদি প্রবর্ধিত কর। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি যে যজ্ঞে কুৎস ঋষিকে কামনা কর, সেখানে তোমার বশীভূত ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বদের চালিত কর। সেজন্য সূর্য তাঁর রথচক্রকে নিকটে আনুন এবং বজ্রবাহু ইন্দ্র সংগ্রামকারী শত্রুদের অভিমুখে আসুন। ৬। হে হরিবাহন ইন্দ্র ! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে দানরহিত ও যজমানগণের বিঘ্নকারীদের বিনাশ করেছ। যারা তামাকে আশ্রয়দাতা বলে দেখেছে এবং যারা হব্যপ্রদানের জন্য মিলিত হয়েছে, তারা তোমার নিকট সন্তান লাভ করে। ৭। হে ইন্দ্র ! অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি তোমার স্তব করছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করে দিয়েছ। মঘবা তিন ভূমিকে দানদ্বারা বিচিত্র করেছেন এবং দুর্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করেছ। ৮। হে ইন্দ্র ! নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদের সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করেছ। তুমি দেবরহিত বিপক্ষ নগরসকল ভেদ

করেছ এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করেছ (৩)। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুদের ত্রংকম্পোৎপাদক সেজন্যই তুমি প্রবাহমানা সিন্ধুনদীর ন্যায় তরঙ্গবিশিষ্ট জল ভূমিতে পাতিত কর। হে শূর! যখন তুমি সমুদ্রকে পরিপূর্ণ কর, তখন তুমি তুর্বসু ও যদুর মঙ্গলার্থে তাদের পালন করেছ। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বকালে আমাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষক হও এবং প্রজাদের পালন কর। তুমি আমাদের সৈন্যদের বল প্রদান কর যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। যাস্ক এ অংশের ব্যাখ্যা করেছেন, 'দনো বিশঃ ইন্দ্র মৃধবাচঃ' অর্থাৎ দানশীল লোকদের মৃদুভাষী কর। ২। সায়ণ 'শূরপত্নীঃ' অর্থ করেছেন 'রক্ষোভিঃ পালয়িতাঃ' এবং 'বৃতঃ' অর্থ করেছেন 'পুরীঃ'। এ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। ৩। ৬, ৭ ও ৮ ঋক্কে অনার্য আদিমবাসী শত্রুদের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১৭৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ। বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্বাজী সহস্রসাতম ॥ ১
আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ। সহাবাঁ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্যঃ ॥ ২
ত্বং হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্। সহাবান্দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা ॥ ৩
মুষায় সূর্যং কবে চক্রমীশান ওজসা। বহ শুষ্ণায় বধং কুৎসং বাতস্যাশ্বৈঃ ॥ ৪
শুষ্মিন্তমো হি তে মদো দ্যুম্নিন্তম উত ক্রতুঃ। বৃত্রঘ্না বরিবোবিদা মংসীষ্ঠা অশ্বসাতমঃ ॥ ৫
যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভূথ। তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে হরিবাহন ইন্দ্র। হর্ষকর অভীষ্টবর্ষী, আহ্লাদকারী, অন্নবান এবং অপরিমিত দানবিশিষ্ট ও মহানুভাব সোম যেরূপ পাত্রে স্থাপিত হয়, তুমিও সেরূপ হয়ে পান কর (ধারণ কর) অত্যন্ত হর্ষিত হও। ২। হে ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, তর্পয়িতা, বরণীয়, সহায়বান, শত্রুসৈন্য বিনাশক, অবিনাশী, সোম তোমার নিকট আসুক। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূর তুমি দাতা; আমি মনুষ্য, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি সহায়বান, অগ্নি যেমন শিখা দ্বারা পাত্রকে দগ্ধ করে, তুমি সেরূপ ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি ঈশান, তুমি নিজ সামর্থ্যে সূর্যের একখানি চক্র হরণ করেছ (১)। শুষ্ককে বধ করবার জন্য কর্তন-সাধন বজ্র নিয়ে বায়ুবৎ বেগশালী অশ্বের সাথে এস। ৫। হে ইন্দ্র। তোমার হর্ষ সর্বাপেক্ষা বলবিশিষ্ট এবং তোমার ক্রতু সর্বাপেক্ষা অন্নবান। হে বহু অশ্বদাতা ইন্দ্র। তোমার বৃত্রঘাতী, ধনদায়ী হর্ষ ও ক্রতু অনুমোদন কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাচীন স্তোতৃদের প্রীত, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের ন্যায় হয়েছিলে অতএব আমরা বার-বার তোমার স্তুতি করছি। আমরা যে অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। পূর্বে সূর্যের রথে দুখানি চক্র ছিল, ইন্দ্র তার একখানি হরণ করেছিলেন। সায়ণ।

১৭৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মৎসি নো বস্য ইষ্টয় ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ। ঋঘায়মাণ ইন্বসি শত্রুমন্তি ন বিন্দসি ॥ ১
তস্মিন্না বেশয়া গিরো য একশ্চর্ষণীনাম্। অনু স্বধা যমুপ্যতে যবং ন চর্কৃষদ্বৃষা ২

যস্য বিশ্বানি হস্তয়োঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং বসু ।
স্পাশয়স্ব যো অস্মধ্রুগ্দিব্যেবাশনির্জহি ॥ ৩
অসুন্বন্তং সমং জহি দূণাশং যো ন তে ময়ঃ ।
অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদোহতে ॥ ৪
আবো যস্য দ্বিবর্হসোঽর্কেষু সানুষগসৎ ।
আজাবিন্দ্রস্যেন্দো প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥ ৫
যথা পূর্বেভ্যো জরিতৃভ্য ইন্দ্র ময় ইবাপো ন তৃষ্যতে বভূথ ।
তামনু ত্বা নিবিদং জোহবীমি বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে সোম ! তুমি ধনপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রকে আনন্দিত কর। তুমি অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ কর। তুমি প্রীত হয়ে শত্রুদের বিনাশ করে ক্রমেই ব্যাপ্ত হও, অতএব নিকটে কোন শত্রুকে আসতে দাও না। ২। ইন্দ্র মনুষ্যদের এক অধীশ্বর। তিনি রীতি অনুসারে যবফসলের ন্যায় আমাদের অভীষ্ট সার্থক করেন। ৩। যে ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে পঞ্চক্ষিতির সর্বপ্রকার ধন আছে সে ইন্দ্র, যে আমাদের দ্রোহ করে, তাকে দিব্য অশনির ন্যায় বিনাশ করুন। ৪। হে ইন্দ্র ! যে সকল লোকে সোমাভিষব করে না এবং যাদের নাশ করা দুঃসাধ্য তাদের হত্যা কর, যেহেতু তারা তোমার সুখের জন্য নয়। ওদের ধন আমাদের দাও, তোমার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয় (১)। ৫। হে সোম ! যে দ্বিবিধ কর্মকারী যজমানের অর্চন সাধনমন্ত্রে তুমি সর্বদা অবস্থিতি কর, তাকেই তুমি রক্ষা কর। হে সোম ! ইন্দ্রের সংগ্রামে অন্নের জন্য অন্নবান ইন্দ্রকে রক্ষা কব। ৬। হে ইন্দ্র ! তুমি প্রাচীন স্তোতৃদের প্রতি, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের ন্যায় হয়েছিলে, অতএব আমরা বারবার তোমার সুখকর, প্রসিদ্ধ স্তুতি করছি। যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা : ১। ১, ৩, ৪, ঋকে অনার্য আদিমবাসীগণের কথা।

১৭৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ চর্ষণিপ্রা বৃষভো জনানাং রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
স্তুতঃ শ্রবস্যন্নবসোপ মদ্রিগ্ যুক্‌ত্বা হরী বৃষণা যাহ্যর্বাঙ্ ॥ ১
যে তে বৃষণো বৃষভাষ ইন্দ্র ব্রহ্মযুজো বৃষরথাসো অত্যাঃ।
তাঁ আ তিষ্ঠ তেভিরা যাহ্যর্বাঙ্ হবামহে ত্বা সুত ইন্দ্র সোমে ॥ ২
আ তিষ্ঠ রথং বৃষণং বৃষা তে সুতঃ সোম পরিষিক্তা মধূনি।
যুক্‌ত্বা বৃষভ্যাং বৃষভ ক্ষিতীনাং হরিভ্যাং যাহি প্রবতোপ মদ্রিক্ ॥ ৩
অয়ং যজ্ঞো দেবয়া অয়ং মিয়েধ ইমা ব্রহ্মাণ্যয়মিন্দ্র সোমঃ।
স্তীর্ণং বর্হিরা তু শক্র প্র যাহি পিবা নিষদ্য বি মুচা হরী ইহ ॥ ৪
ও সুষ্টুত ইন্দ্র যাহ্যর্বাঙুপ ব্রহ্মাণি মান্যস্য কারোঃ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। মানুষের প্রীতিপ্রদ, সকল লোকের অভীষ্টবর্ষী, মনুষ্যগণের স্বামী বহু লোকের আহূত ইন্দ্র আমাদের নিকট এস। হে ইন্দ্র ! আমাদের স্তুতি গ্রহণ করে যুবা হরিৎদ্বয়কে রথে যোজনা করে হব্য গ্রহণের জন্য ও রক্ষার্থে আমাদের অভিমুখে এস। ২। হে ইন্দ্র। উৎকৃষ্ট ও মন্ত্রদ্বারা রথে যোজনীয় এবং বর্ষণকারী তোমার যে যুবা অশ্ব আছে, তাতে আরোহণ কর এবং তাদের সঙ্গে আমাদের

অভিমুখে এস। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবে আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি, অভীষ্টবর্ষী রথে আরোহণ কর। কারণ তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী সোম অভিষুত হয়েছে এবং মধুর ঘৃতাদি প্রস্তুত আছে। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী হরিদ্বয়কে যোজনা করে যজমানগণের অনুগ্রহার্থে বেগবান রথে আমাদের অভিমুখে এস। ৪। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞ দেবগণের উদ্দেশে গমন করছে। এ যজ্ঞীয় পশু, এ সকল মন্ত্র, এ সুত সোম ও এ আস্তীর্ণ বর্হি (তোমারই জন্য সম্পাদিত হয়েছে)। তুমি শীঘ্র এস, উপবেশন করে সোমপান কর, যজ্ঞস্থলে হরিদ্বয়কে ছেড়ে দাও। ৫। হে ইন্দ্র! আমাদের দ্বারা সম্যক প্রকারে স্তুত হয়ে মাননীয় স্তোতার মন্ত্র উপলক্ষ করে আমাদের অভিমুখে এস। আমরা স্তুতি করে তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে সুখে বাসস্থান এবং অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করব।

১৭৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যদ্ধ স্যা ত ইন্দ্র শ্রুষ্টিরস্তি যয়া বভূথ জরিতৃভ্য উতী।
মা নঃ কামং মহয়ন্তমা ধগ্বিশ্বা তে অশ্যাং পর্যাপ অয়োঃ ॥ ১
ন ঘা রাজেন্দ্র আ দভন্নো যা নু স্বসারা কৃণবন্ত যোনৌ।
আপশ্চিদস্মৈ সুতুকা অবেষন্ গমন্ন ইন্দ্রঃ সখ্যা বয়শ্চ ॥ ২
জেতা নৃভিরিন্দ্রঃ পৃৎসু শূরঃ শ্রোতা হবং নাধমানস্য কারোঃ।
প্রভর্তা রথং দাশুষ উপাক উদ্যন্তা গিরো যদি চ ত্মনা ভূৎ ॥ ৩
এবা নৃভিরিন্দ্র সুশ্রবস্যা প্রখাদঃ পৃক্ষো অভি মিত্রিণো ভূৎ।
সমর্য ইষঃ স্তবতে বিবাচি সত্রাকারো যজমানস্য শংসঃ ॥ ৪
ত্বয়া বয়ং মঘবন্নিন্দ্র শত্রূনভি ষ্যাম মহতো মন্যমানান্
ত্বং ত্রাতা ত্বমু নো বৃধে ভূর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৫

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র! যা দিয়ে তুমি স্তোতৃগণের রক্ষায় সমর্থ হও, তোমার সে সমৃদ্ধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আমাদের মহৎ করবার অভিলাষটি নষ্ট কর না। তোমার যে প্রাপ্তব্য ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই যেন প্রাপ্ত হই। ২। পরস্পর ভগিনী-স্বরূপ অহোরাত্রি স্বীয় জন্মস্থানে যে বৃষ্টিরূপ কর্ম করেছেন, রাজা ইন্দ্র যেন আমাদের সে কর্ম নাশ না করেন। বলের হেতুভূত হব্য ইন্দ্রের জন্য ব্যাপ্ত হচ্ছে, ইন্দ্র আমাদের সখ্য ও অন্ন প্রদান করুক। ৩। বিক্রমশালী ইন্দ্র, যুদ্ধনেতা যুদ্ধে জয়লাভ করে অনুগ্রহপ্রার্থী শ্রোতার আহ্বান শোন। যখন নিজেই স্তুতিবাক্য স্বীকারে অভিলাষী হন তখন হব্য প্রদায়ী যজমানের নিকট রথ নিয়ে যান। ৪। ইন্দ্র উত্তম অন্নলাভেচ্ছায় যজমানপ্রদত্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করেন এবং সহায়বান যজমানের শত্রুদের পরাজিত করেন। বিবিধ অহ্বানধ্বনিযুক্ত সংগ্রামে সত্যপালক ইন্দ্র যজমানের কর্ম খ্যাপন করে হব্য স্বীকার করছেন। ৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে সহায় লাভ করে, যে শত্রুগণ আপনাদের অবধ্য বলে বিবেচনা করছে, তাদের বিনাশ করব। তুমি আমাদের ত্রাতা এবং আমাদের ধনবর্ধক হও। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুলাভ করতে পারি।

১৭৯ সূক্ত ॥ (এ সূক্ত কোনও দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয় নি। অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র। অতএব তাঁরাই এ সূক্তের ঋষি। (কথোপকথনের বিষয় অনুসারে রতি অর্থাৎ সম্ভোগই এর দেবতা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে)। ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী ছন্দ।

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥ ১
যে চিদ্ধি পূর্ব ঋতসাপ আসন্ত্সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু পত্নীর্বৃষভির্জগম্যুঃ ॥ ২
ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্বা ইৎস্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদত্র শতনীথমাজিং যৎসম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥ ৩
নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্নিত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিৎ।
লোপামুদ্রা বৃষণং নী রিণাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্ ॥ ৪
ইমং নু সোমমন্তিতো হৃৎসু পীতমুপ ব্রুবে।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎসু মৃলতু পুলুকামো হি মর্ত্যঃ ॥ ৫
অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ প্রজামপত্যং বলমিচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণাবৃষিরুগ্র পুপোষ সত্যা দেবেষ্বাশিষো জগাম ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। লোপামুদ্রাঃ বহু সম্বৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক উষাতে তোমার সেবা করে শ্রান্ত হয়েছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করছে। এক্ষণে কি? পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক। ২। যে সকল পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণ দেবতাদের সাথে সত্য কথা বলতেন, তাঁরাও প্রণয় সুখ সম্ভোগ করেছেন, অন্ত পান নি। পুরুষ স্ত্রীর নিকটে গমন করুক। ৩। অগস্ত্য ঃ আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নি, দেবতারা রক্ষা করছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই; এ জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করতে পারব। ৪। যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত; তথাপি এ কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমার প্রণয়ের উদ্রেক হয়েছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সঙ্গত হোন, অধীরা যোষিৎ, ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক। ৫। শিষ্যঃ হৃদয় মধ্যে পীত এ সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করছি, যে সোম আমাকে সুখী করুন। মর্ত্য বহুকামনাবান। ৬। সে উগ্রঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে বহু পুত্র বল কামনা করে, প্রণয়সুখসম্ভোগ এবং তপ জপ সাধন, এ উভয় ধর্মই পোষণ করেছিলেন এবং দেবগণের নিকট সত্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৮০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবো রজাংসি সুযমাসো অশ্বা রথো যদ্বাং পর্যর্ণাংসি দীয়ৎ।
হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ প্রুষায়ন্মধ্বঃ পিবন্তা উষসঃ সচেথে ॥ ১
যুবমত্যস্যাব নক্ষথো যদ্বিপত্মনো নর্যস্য প্রয়জ্যোঃ।
স্বসা যদ্বাং বিশ্বগূর্তী ভরাতি বাজায়েট্টে মধুপাবিষে চ ॥ ২
যুবং পয় উস্রিয়ায়ামধত্তং পক্বমামায়ামব পূর্ব্যং গোঃ।
অন্তর্যদ্বনিনো বামৃতপ্সূ হ্বারো ন শুচির্যজতে হবিষ্মান্ ॥ ৩
যুবং হ ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়েঽপো ন ক্ষোদোঽবৃণীতমেষে।
তদ্বাং নরাবশ্বিনা পশ্ব ইষ্টী রথ্যেব চক্রা প্রতি যন্তি মধ্বঃ ॥ ৪
আ বাং দানায় ববৃতীয় দস্রা গোরোহেণ তৌগ্র্যো ন জিব্রিঃ।
অপঃ ক্ষোণী সচতে মাহিনা বাং জূর্ণো বামক্ষুরংহসো যজত্রা ॥ ৫
নি যদ্যুবেথে নিযুতঃ সুদানূ উপ স্বধাভিঃ সৃজথঃ পুরন্ধিম্।
প্রেষদ্বেষদ্বাতো ন সূরিরা মহে দদে সুব্রতো ন বাজম্ ॥ ৬

বয়ং চিদ্ধি বাং জরিতারঃ সত্যা বিপন্যামহে বি পণির্হিতাবান্ ।
অধা চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনিন্দ্যা পথো হি ষ্মা বৃষণাবন্তিদেবম্ ॥ ৭
যুবাং চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনু দ্যূন্বিরুদ্রস্য প্রস্রবণস্য সাতৌ ।
অগস্ত্যো নরাং নৃষু প্রশস্তঃ কারাধুনীব চিতয়ৎসহস্রৈঃ ॥ ৮
প্র যদ্বহেথে মহিনা রথস্য প্র স্পন্দ্রা যাথো মনুষো ন হোতা ।
ধত্তং সূরিভ্য উত বা স্বশ্ব্যং নাসত্যা রয়িষাচঃ স্যাম ॥ ৯
তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম স্তোমৈরশ্বিনা সুবিতায় নব্যম্ ।
অরিষ্টনেমিং পরি দ্যামিয়ানং বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের শোভনগামী অশ্বগণ যখন তোমাদের নিয়ে অভিমত প্রদেশে যায়, তখন তোমাদের হিরণ্ময় রথের নেমি সকল অভিমত প্রদান করে। অতএব তোমরা ঊষাকালে সোমপান করে যজ্ঞে এসে মিলিত হও। ২। হে সর্বস্তুত্য অশ্বিদ্বয় ! যখন তোমাদের ভগিনীস্থানীয় (ঊষা) প্রস্তুত হন, হে মধুপায়ী অশ্বিদ্বয় ! যখন বল ও অন্নের জন্য যজমান তোমাদের স্তব করে তখন তোমাদের সতত সঞ্চারী বিচিত্রগতিবিশিষ্ট মনুষ্যদের হিতকর ও বিশিষ্টরূপে পূজনীয় রথ নিম্নাভিমুখে প্রেরণ কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা ধেনুসমূহে দুগ্ধ স্থাপন করেছ। তোমরা ধেনুগণের উধোদেশে পূর্ববর্তী পক্বদুগ্ধ স্থাপিত করেছ। হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয় ! বনবৃক্ষসমূহমধ্যে চোরের ন্যায় (সর্বদা জাগরূক) বিশুদ্ধ স্বভাব, হবিষ্মান যজমান, হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞে তোমাদের স্তুতি করছেন। ৪। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা সাহায্যাভিলাষী অত্রি মুনির জন্য, দীপ্ত পয়ঃ ও ঘৃতকে জল-প্রবাহের ন্যায় করেছিলে। অতএব হে নরাকার অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে যাগ করা হচ্ছে এবং নিম্ন-প্রদেশে রথচক্রের ন্যায় সোমরস তোমাদের দিকে আসছে। ৫। হে দস্রদ্বয় ! জীর্ণ তুগ্র রাজার পুত্রের ন্যায় আমি স্তুতিসাধন দ্বারা অভিমত লাভের জন্য তোমাকে যাগাদেশে আনব। তোমাদের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর মিলিত হয়েছে। হে যজনীয় অশ্বিদ্বয় ! জরাজীর্ণ এ ঋষি যেন পাপ হতে মুক্ত হয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে। ৬। হে শোভন দানযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! যখন তোমরা নিযুক্ত অশ্বদের যোজনা কর, তখন অন্নদ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। অতএব স্তোতা বায়ুর ন্যায় শীঘ্র তোমাদের দুজনকে তৃপ্ত ও ব্যাপ্ত করুক। প্রশস্ত কর্মবান ব্যক্তির ন্যায় স্তোতা আপনার মহত্ত্বের জন্য অন্ন স্বীকার করেছেন। ৭। আমরাও তোমাদের স্তোতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়ে বিবিধ স্তব করছি। দ্রোণ কলশ স্থাপিত হয়েছে। হে অনিন্দনীয় অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয় ! দেবতাগণের সমীপে সোমপান কর। ৮। হে অশ্বিদ্বয় ! কর্মনির্বাহক লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষি গ্রীষ্ম দুঃখনিবারক প্রস্রবণ লাভের জন্য শব্দোৎপাদক শঙ্খাদির ন্যায় সহস্র পরিমিত স্তুতিদ্বারা তোমাদের প্রতিদিবস প্রবোধিত করছেন। ৯। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা রথের মহিমায় যজ্ঞ ধারণ কর, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয় ! যজমানের হোতার ন্যায়, তোমরা গমনাগমন কর, স্তোতাদের ফলদান কর, উত্তম অশ্বসমূহ প্রদান কর। অতএব হে নাসত্যদ্বয় ! আমরা ধনলাভ করব। ১০। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের স্তুতিযোগ্য নব্য আকাশবিহারী, অভগ্ন চক্রবিশিষ্ট রথলাভের জন্য স্তোত্রদ্বারা ওকে আহ্বান করছি। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

১৮১ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদু প্রেষ্ঠাবিষাং রয়ীণামধ্বর্যন্তা যদুন্নিনীথো অপাম্।
অয়ং বাং যজ্ঞো অকৃত প্রশস্তিং বসুধিতী অবিতারা জনানাম্ ॥ ১
আ বামশ্বাসঃ শুচয়ঃ পয়স্পা বাতরংহসো দিব্যাসো অত্যাঃ।
মনোজুবো বৃষণো বীতপৃষ্ঠা এহ স্বরাজো অশ্বিনা বহন্তু ॥ ২
আ বাং রথোঽবনির্ন প্রবত্বান্ত্সৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ।
বৃষ্ণঃ স্থাতারা মনসো জবীয়ানহংপূর্বো যজতো ধিষ্ণ্যা যঃ ॥ ৩
ইহেহ জাতা সমবাবশীতামরেপসা তন্বা নামভিঃ স্বৈঃ।
জিষ্ণুর্বামন্যঃ সুমখস্য সূরির্দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্র ঊহে ॥ ৪
প্র বাং নিচেরুঃ ককুহো বশাঁ অনু পিশঙ্গরূপঃ সদনানি গম্যাঃ।
হরী অন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্মথ্না রজাংস্যশ্বিনা বি ঘোষৈঃ ॥ ৫
প্র বাং শরদ্বান্ বৃষভো ন নিষ্ষাট্ পূর্বীরিষশ্চরতি মধ্ব ইষ্ণন্।
এবৈরন্যস্য পীপয়ন্ত বাজৈর্বেষন্তীরূর্ধ্বা নদ্যো ন আগুঃ ॥ ৬
অসর্জি বাং স্থবিরা বেধসা গীর্বাঢ়ে অশ্বিনা ত্রেধা ক্ষরন্তী।
উপস্তুতাববতং নাধমানং যামন্নয়ামঞ্ছৃণুতং হবং মে ॥ ৭
উত স্যা বাং রুশতো বপ্সসো গীস্ত্রিবর্হিষি সদসি পিন্বতে নৄন্।
বৃষা বাং মেঘো বৃষণা পীপায় গোর্ন সেকে মনুষো দশস্যন্ ॥ ৮
যুবাং পূষেবাশ্বিনা পুরন্ধিরগ্নিমুষাং ন জরতে হবিষ্মান্।
হুবে যদ্বাং বরিবস্যা গৃণানো বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রিয়তম অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবে অন্ন ও ধন উপরিদেশে নিয়ে যাবে, যে যজ্ঞ সমাপন করবার ইচ্ছা করতঃ জল নিম্নে পতিত করতে পারবে? হে ধনধারী ও মনুষ্যের আশ্রয়দাতা অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে তোমাদের প্রশংসা করছে। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দীপ্তিবিশিষ্ট, বৃষ্টিপানকারী, বায়ুবৎ বেগবিশিষ্ট, স্বর্গীয়, গমনশীল, মনের ন্যায় বেগবান, তরুণবয়স্ক ও কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্বগণ তোমাদের এ যজ্ঞে আনুন! ৩। হে উন্নতস্থানার্হ ও রথাধিষ্ঠিত অশ্বিদ্বয়! ভূমির ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত, উৎকৃষ্টবন্ধুরযুক্ত, বর্ষণসমর্থ, মনের ন্যায় বেগশালী, অহংকার-বিশিষ্ট ও যজনীয়, রথ যজ্ঞে আনুক। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এ স্থানে জন্মেছ (১) এবং পাপশূন্য। তোমাদের শরীরসৌন্দর্য এবং নাম মহিমাহেতু আমি বার বার তোমাদের স্তব করছি। তোমাদের মধ্যে একজন যজ্ঞ প্রবর্তক হয়ে জগৎ ধারণ করছেন আর একজন দ্যুলোকের পুত্র স্থানীয় হয়ে বিবিধ রশ্মি ধারণ করে জগৎ ধারণ করেছেন। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের মধ্যে একজনের শ্রেষ্ঠ পিশঙ্গবর্ণ রথ ইচ্ছানুসারে আমাদের যাগগৃহে যাক। আর একজনের হরিনামক অশ্বদ্বয়কে মনুষ্যেরা মথননিষ্পাদিত খাদ্য ও স্তুতিদ্বারা প্রীত করুক। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের মধ্যে একজন মেঘগণকে বিশীর্ণ করেন; তিনি ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুদের নিঃসারিত করে হব্য অভিলাষে বহু অন্নদানের জন্য যান। অন্যের গমনের জন্য (যজমানগণ) হব্যদ্বারা তাঁকে প্রীত করে। তাঁর প্রেরিতা ব্যাপ্তিমতী, তীরলঙ্ঘিনী নদীগণ আমাদের নিকট আসছে। ৭। হে বিধাতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্থিরতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত স্থিরা স্তুতি সৃষ্ট হচ্ছে। তারা তিনপ্রকারে তোমাদের নিকট যাচ্ছে। তোমরা প্রশংসিত হয়ে যাচমান যজমানকে রক্ষা কর; গিয়ে বা স্থির হয়ে তাঁর আহ্বান শোন। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দীপ্তরূপের স্তুতি কুশত্রয়বিশিষ্ট

যজ্ঞসাধনে যজমানদের প্রীত করুক। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদের মেঘ, জলবর্ষণ করতঃ উদকসেকের ন্যায় মনুষ্যদের ধনদান করে প্রীত করুক। ৯ হে অশ্বিদ্বয়! পূষার ন্যায় বহুপ্রজ্ঞাশালী হবিষ্মান যজমান, অগ্নি ও উষার ন্যায় তোমাদের স্তব করছে। যখন পরিচর্যারত স্তোতা স্তব করেন তখন যজমানও স্তব করেন। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। 'ইহেহ জাতৌ' সায়ণ এর অর্থ করেছেন মধ্যম ও উত্তম স্থানে জন্মেছ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে!

১৮২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অভূদিদং বয়ুনমো ষু ভূষতা রথো বৃষণ্বান্মদতা মনীষিণঃ।
ধিয়ংজিন্বা ধিষ্ণ্যা বিশ্পলাবসূ দিবো নপাতা সুকৃতে শুচিব্রতা ॥ ১
ইন্দ্রতমা হি ধিষ্ণ্যা মরুত্তমা দস্রা দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা।
পূর্ণং রথং বহেথে মধ্ব আচিতং তেন দাশ্বাংসমুপ যাথো অশ্বিনা ॥ ২
কিমত্র দস্রা কৃণুথঃ কিমাসাথে জনো যঃ কশ্চিদহবির্মহীয়তে।
অতি ক্রমিষ্টং জুরতং পণেরসুং জ্যোতির্বিপ্রায় কৃণুতং বচস্যবে ॥ ৩
জম্ভয়তমভিতো রায়তঃ শুনো হতং মৃধো বিদথুস্তান্যশ্বিনা।
বাচংবাচং জরিতু রত্নিনীং কৃতমুভা শংসং নাসত্যাবতং মম ॥ ৪
যুবমেতং চক্রথুঃ সিন্ধুষু প্লবমাত্মন্বন্তং পক্ষিণং তৌগ্র্যায় কম্।
যেন দেবত্রা মনসা নিরূহথুঃ সুপপ্তনী পেতথুঃ ক্ষোদসো মহঃ ॥ ৫
অববিদ্ধং তৌগ্র্যমপ্স্বং তরনারম্ভণে তমসি প্রবিদ্ধম্।
চতস্রো নাবো জঠলস্য জুষ্টা উদশ্বিভ্যামিষিতাঃ পারয়ন্তি ॥ ৬
কঃ স্বিদ্বৃক্ষো নিষ্ঠিতো মধ্যে অর্ণসো যং তৌগ্র্যো নাধিতঃ পর্যষস্বজৎ।
পর্ণা মৃগস্য পতরোরিবারভ উদশ্বিনা উহথুঃ শ্রমতায় কম্ ॥ ৭
তদ্বাং নরা নাসত্যাবনু ষ্যাদ্যদ্বাং মানাস উচথমবোচন্।
অস্মাদদ্য সদসঃ সোম্যাদা বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে মনীষী ঋত্বিকগণ! আমাদের এরূপ সংস্কার হচ্ছে যে অশ্বিদ্বয়ের অভীষ্টবর্ষী রথ উপস্থিত। তাঁদের অভিমুখে যাও ও তাঁদের সম্ভাবনা কর। তাঁরা সুতকারীর কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরা স্তুতিযোগ্য, তাঁরা বিশ্পলার উপকার করেছিলেন তাঁরা স্বর্গের নপ্তা এবং তাঁদের কর্ম শুচি। ২। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ, স্তুতিযোগ্য, মরুৎশ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক উৎকৃষ্ট কর্মকারী, রথবান এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা মধুপর্ণ, সমন্তাৎ সন্নদ্ধ রথ বহন কর। সে রথে অনুগ্রহ করে হব্য প্রদায়ীর নিকট যাও। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! এখানে কি করছ? এখানে কেন আছ? হব্যশূন্য যে কোন ব্যক্তি পূজনীয় হয়েছে তাকে পরাভব কর। পণির (১) প্রাণবিনাশ কর। আমি মেধাবী ও তোমার স্তুতি অভিলাষী, আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দ করে। কুকুরের ন্যায় যারা আমাদের বিনাশ করতে আসছে, তাদের বিনাশ কর। তারা সংগ্রাম করতে চায়, তাদের মেরে ফেল। তাদের মারবার উপায় তোমরা জান (২)। তোমাদের যারা স্তুতি করে তাদের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তুগ্রনামক রাজার পুত্রের জন্য সমুদ্রজলে প্রসিদ্ধ, দৃঢ়, পক্ষবিশিষ্ট নৌকা নির্মাণ করেছিলে।

এ নৌকাদ্বারা দেবগণের মধ্যে তোমরাই অনুগ্রহ করে তাকে উত্তোলন করেছিলে এবং অনায়াসে এসে মহাসমুদ্র হতে উদ্ধার করেছিলে। ৬। জলমধ্যে নিম্নমুখে পাতিত তুগ্রপুত্র অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের প্রেরিত, জলমধ্যে প্রবিষ্ট, চারখানি নৌকা তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছিল। ৭। তুগ্রপুত্র, যাচমান হয়ে জলমধ্যে যে নিশ্চল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সে বৃক্ষটি কি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাকে নিরাপদে উত্তোলন করে বিপুল কীর্তিলাভ করেছ। ৮। হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! তোমার পূজাকারীরা যে স্তব করেছে, তা তুমি গ্রহণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! অদ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমযাগ সম্পাদক স্তোত্রে প্রীত হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি

টীকা ঃ ১। সায়ণ এখানে পণি শব্দের অর্থ বণিক, লুব্ধক, অষষ্টা করেছেন। ২। ৩, ৪, ঋকে যজ্ঞবিরোধী অনার্যদিগের কথা।

১৮৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তং যুঞ্জাথাং মনসো যো জবীয়ান্ ত্রিবন্ধুরো বৃষণা যস্ত্রিচক্রঃ।
যেনোপয়াথঃ সুকৃতো দুরোণং ত্রিধাতুনা পতথো বির্ন পর্ণৈঃ ॥ ১
সুবৃদ্রথো বর্ততে যন্নভি ক্ষাং যত্তিষ্ঠথঃ ক্রতুমন্তানু পৃক্ষে।
বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং গীর্দিবো দুহিত্রোষসা সচেথে ॥ ২
আ তিষ্ঠতং সুবৃতং যো রথো বামনু ব্রতানি বর্ততে হবিষ্মান্।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ ॥ ৩
মা বাং বৃকো মা বৃকীরা দধর্ষীন্মা পরি বর্ক্তমুত মাতি ধক্তং।
অয়ং বাং ভাগো নিহিত ইয়ং গীর্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্ ॥ ৪
যুবাং গোতমঃ পুরুমীঢ়ো অত্রির্দস্রা হবতেঽবসে হবিষ্মান্।
দিশং ন দিষ্টামৃজুয়েব যন্তা মে হবং নাসত্যোপ যাতম্ ॥ ৫
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! যে রথ মনের অপেক্ষাও বেগশালী যার তিনটি বন্ধুর ও তিনখান চক্র আছে, যা অভীষ্টবর্ষী ও ধাতুত্রয়বিশিষ্ট, যে রথে আরোহণ করে, পক্ষী যেরূপ পক্ষবলে যায়, সেরূপ তোমরা সুকৃতকারীর গৃহে যাও, সে রথ যোজনা কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংকল্পবান হয়ে হব্যের নিমিত্ত যে রথে আরোহণ কর, তোমাদের সুন্দররূপে আবর্তনকারী সে রথ দেবযজন ভূমির অভিমুখে যাচ্ছে। তোমাদের শরীরের হিতকর স্তুতি তোমাদের সাথে মিলিত হোক, তোমরা দ্যুলোকের দুহিতা উষার সাথে সঙ্গত হও। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ হবিষ্মান যজমানের কর্ম লক্ষ্য করে গমন করে ; হে নরাকার নাসত্যদ্বয়! তোমরা যে রথে যজ্ঞশালায় যেতে ইচ্ছা কর, সুন্দররূপে আবর্তনকারী সে রথে অরোহণ করে যজমানের পুত্রলাভ ও আপনার হিতলাভের জন্য যজ্ঞগৃহে যাও। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অনুগ্রহে বৃকগণ ও বৃকীগণ আমাকে যেন ধর্ষণা না করে। তোমরা আমাকে ত্যাগ করে অন্যকে দান করো না। হে অশ্বিদ্বয়! এ তোমাদের হব্য ভাগ রয়েছে এই তোমাদের স্তুতি হচ্ছে, এই তোমাদের জন্য সোমরসের পাত্র রয়েছে। ৫। হে দস্রদ্বয়! যেমন পথিক গন্তব্য পথের জন্য পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে আহবান করে, সেরূপ গোতম, পুরুমীঢ় ও অত্রি হব্য গ্রহণ করে

তৃপ্ত করবার জন্য তোমাদের আহবান করছে। হে অশ্বিদ্বয়! আমার আহবানের অভিমুখে এস। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা তমঃ পারে উত্তীর্ণ হব, তোমাদের উদ্দেশে এ স্তব রচিত হয়েছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে এস, তা হলে আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

১৮৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তা বামদ্য তাবপরং হুবেমোচ্ছন্ত্যামুষসি বহ্নিরুক্থৈঃ।
নাসত্যা কুহ চিৎসন্তাবর্যো দিবো নপাতা সুদাস্তরায় ॥ ১
অস্মে ঊ ষু বৃষণা মাদয়েথামুৎপণীঁর্হতমূর্ম্যা মদন্তা।
শ্রুতং মে অচ্ছোক্তিভির্মতীনামেষ্টা নরা নিচেতারা চ কর্ণৈঃ ॥ ২
শ্রিয়ে পূষন্নিষুকৃতেব দেবা নাসত্যা বহতুং সূর্যায়াঃ।
বচ্যন্তে বাং ককুহা অপ্সু জাতা যুগা জূর্ণেব বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ৩
অস্মে সা বাং মাধ্বী রাতিরস্তু স্তোমং হিনোতং মান্যস্য কারোঃ।
অনু যদ্বাং শ্রবস্যা সুদানূ সুবীর্যায় চর্ষণয়ো মদন্তি ॥ ৪
এষ বাং স্তোমো অশ্বিনাবকারি মানেভির্মঘবানা সুবৃক্তি।
যাতং বর্তিস্তনয়ায় ত্মনে চাগস্ত্যে নাসত্যা মদন্তা ॥ ৫
অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি বাং স্তোমো অশ্বিনাবধায়ি।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ঊষা তমোবিনাশ করতে আসলে, আমরা অদ্যকার যাগে এবং অপর যাগে তোমাদের দু জনকে আহবান করি। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অসত্যরহিত ও দ্যুলোকের নপ্তা। তোমরা যে কোন স্থানেই থাক, আর্যস্তুতিকারক উকথ মন্ত্রদ্বারা বিশিষ্ট দানশীল যজমানের জন্য তোমায় স্তুতি করছে। ২। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমরা সোমরসে হৃষ্ট হয়ে আমাদের তৃপ্তি উৎপাদন কর এবং পণিগণকে সমূলে বিনাশ কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমাদের অভিমুখী করণার্থে আমি যে তৃপ্তিপ্রদ স্তুতি করছি তা শ্রবণ কর, কারণ তোমরা স্তুতির অন্বেষক ও সঞ্চয়কর্তা। ৩। হে নাসত্যদ্বয়! হে পূষা! তোমরা শ্রেয়োলাভের জন্য তীরের ন্যায় শীঘ্রগামী হয়ে সূর্যতনয়াকে নিয়ে যাও। যজ্ঞকালে সম্পাদিত স্তুতি পূর্ব যুগের ন্যায় মহৎ বরুণের তুষ্টির নিমিত্ত তোমাদের স্তব করছে। ৪। হে মধুপাত্রযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবি মান্যের স্তুতি স্বীকার কর এবং তোমাদের দান আমাদের উদ্দেশেই প্রদত্ত হোক। হে শুভফলপ্রদায়ী অশ্বিদ্বয়! মানুষেরা অন্নের ইচ্ছায় এবং বীর্যশালী যজমানের হিতার্থে, তোমাদের সাথে হর্ষযুক্ত হোক। ৫। হে অন্নবান অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য হব্যের সাথে এ পাপবিনাশক স্তোম রচিত হয়েছে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অগস্ত্যের প্রতি তুষ্ট হয়ে যজমানের পুত্রাদি ও আপনার সুখভোগের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে এস। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা তমঃপারে উত্তীর্ণ হব, তোমাদের উদ্দেশে এ স্তব রচিত হয়েছে। দেবতাগণের গন্তব্যপথে যজ্ঞে এস যেন আমরা অন্ন বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

১৮৫ সূক্ত ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কতরা পূর্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ২
অনেহো দাত্রমদিতেরনর্বং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ।
তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৩
অতপ্যমানে অবসাবন্তী অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে।
উভে দেবানামুভয়েভিরহ্নাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৪
সংগচ্ছমানে যুবতী সমন্তে স্বসারা জামী পিত্রোরুপস্থে।
অভিজিঘ্রন্তী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৫
উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৬
উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে অন্তে উপ ব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৭
দেবান্বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা।
ইয়ং ধীর্ভূয়া অবযানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৮
উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাম্।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদন্ত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০
ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবে বাম্।
ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। দ্যু ও পৃথিবী এদের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন; কে পরে উৎপন্ন হয়েছেন; কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছেন; হে কবিগণ! একথা কে জানে? এরা অন্যের উপর নির্ভর না করে সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছেন। ২। পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী সজল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণী সমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করেছেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা কর। ৩। আমি অদিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহিত, অন্নবিশিষ্ট স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা স্তবকারী (যজমানের জন্য) সে ধন উৎপাদন কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা কর। ৪। আমরা দ্যোতমান দিন ও রাত সম্বন্ধীয় উভয়বিধ ধনের জন্য দুঃখ রহিতা ও অন্নের দ্বারা তৃপ্তকারী দ্যাবাপৃথিবীর যেন অনুগত হতে পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁদের পুত্র। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা কর। ৫। পরস্পর সংযুক্ত, সদা তরুণ, সমান সীমাবিশিষ্ট, ভগিনীভূত, বন্ধুসদৃশ দ্যাবাপৃথিবী, পিতা মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভিস্বরূপ জল ঘ্রাণ করে আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা করুন। ৬। আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত, মহানুভাব ও শস্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। এদের রূপ আশ্চর্য, এরা জলধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা করুন। ৭। মহৎ, পৃথু, বহু আকার বিশিষ্ট ও অনন্ত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কার মন্ত্রদ্বারা স্তব করি। হে সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা বিশ্বধারণ কর এবং আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা কর। ৮। আমরা দেবতাগণের নিকট সর্বদাই যে সকল অপরাধ করে থাকি, বন্ধু ও জামাতার প্রতি যে সকল

অপরাধ করে থাকি, আমাদের এ যজ্ঞে সে সকল পাপ অপনোদন করতে সমর্থ হোক। ৯। স্তুতিযোগ্য ও মানুষদের হিতকর দ্যাবাপৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাতা দ্যাবাপৃথিবী আশ্রয় দেবার জন্য আমার সাথে মিলিত হোন। হে দেবগণ! আমরা তোমাদের স্তোতা; অন্নদ্বারা তোমাদের তৃপ্তিসাধন করতে প্রচুর অন্ন ইচ্ছা করি। ১০। আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে চারদিকে প্রকাশের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্তোত্র করেছি। পিতা মাতা নিন্দনীয় পাপ হতে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সর্বদা নিকটে রেখে তৃপ্তিকর বস্তু দ্বারা পালন করুন। ১১। হে পিতঃ! হে মাতঃ! এ যজ্ঞে তোমাদের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তা সার্থক হোক। আশ্রয়দান দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্তী হও; যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

১৮৬ সূক্ত ॥ বিশ্ব দেবগণ দেবতা। অগস্ত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ন ইলাভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এতু।
অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বং জগদভিপিত্বে মনীষা ॥ ১
আ নো বিশ্ব আস্ক্রা গমন্তু দেবা মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ।
ভুবন্যথা নো বিশ্বে বৃধাসঃ করন্ত্সুষাহা বিথুরং ন শবঃ ॥ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং গৃণীষেঽগ্নিং শস্তিভিস্তুর্বণিঃ সজোষাঃ।
অসদ্যথা নো বরুণঃ সুকীর্তিরিষশ্চ পর্ষদরিগূর্তঃ সূরিঃ ॥ ৩
উপ ব এসে নমসা জিগীষোষাসানক্ত সুদুঘেব ধেনুঃ।
সমানে অহন্বিমিমানো অর্কং বিষুরূপে পয়সি সস্মিন্নূধন্ ॥ ৪
উত নোঽহির্বুধ্ন্যোময়স্কঃ শিশুং ন পিপ্যুষীব বেতি সিন্ধুঃ।
যেন নপাতমপাং জুনাম মনোজুবো বৃষণো যং বহন্তি ॥ ৫
উত ন ঈং ত্বষ্টা গন্ত্বচ্ছা স্মৎসূরিভিরভিপিত্বে সজোষাঃ।
আ বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণি প্রাস্তুবিষ্টমো নরাং ন ইহ গম্যাঃ ॥ ৬
উত ন ঈং মতয়োঽশ্বযোগাঃ শিশুং ন গাবস্তরুণং রিহন্তি।
তমীং গিরো জনয়ো ন পত্নীঃ সুরভিষ্টমং নরাং নসন্ত ॥ ৭
উত ন ঈং মরুতো বৃদ্ধসেনাঃ স্মদ্রোদসী সমনসঃ সদন্তু।
পৃষদশ্বাসোঽবনয়ো ন রথা রিশাদসো মিত্রযুজো ন দেবাঃ ॥ ৮
প্র নু যদেষাং মহিনা চিকিত্রে প্র যুঞ্জতে প্রযুজস্তে সুবৃক্তি।
অধ যদেষাং সুদিনে ন শরুর্বিশ্বমেরিণং প্রগায়ন্ত সেনাঃ ॥ ৯
প্রো অশ্বিনাববসে কৃণুধ্বং প্র পূষণং স্বতবসো হি সন্তি।
অদ্বেষো বিষ্ণুর্বাত ঋভুক্ষা অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্ ॥ ১০
ইয়ং সা বো অস্মে দীধিতির্যজত্রা অপিপ্রাণী চ সদনী চ ভূয়াঃ।
নি যা দেবেষু যততে বসূয়ুর্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ১১

অনুবাদ: ১। বিশ্বানর সবিতা আমাদের স্তুতিহেতু ইলাদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে আসুন। হে যুবাগণ! আমাদের যজ্ঞে ইচ্ছাপূর্বক এসে সমস্ত জগতের ন্যায় আমাদের হৃষ্ট কর। ২। শত্রুদের আক্রমণকারী মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এ সকলের সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে এস। সকলে আমাদের বর্ধয়িতা হোন এবং শত্রুদের অভিভব করে আমাদের অন্ন যাতে হীন না হয়, তা করুন। ৩। হে দেবগণ! আমি ত্বরমাণ ও তোমাদের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাদের শ্রেষ্ঠ

অতিথি অগ্নিকে স্বস্তিমন্ত্রদ্বারা স্তব করি। উত্তম কীর্তিযুক্ত সূরী বরুণ আমাদেরই হোন ও শত্রুদের প্রতি হুংকার করে আমাদের অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ করুন। ৪। হে দেবগণ! আমরা দিবারাত্রি নমস্কার করে পাপজয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর ন্যায় তোমাদের নিকট উপস্থিত হচ্ছি। আমরা যথাসময়ে একমাত্র উধঃ হতে উৎপন্ন নানারূপ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে এসেছি। ৫। অহির্বুধ্ন আমাদের সুখ প্রদান করুন। সিন্ধু বৎসের ন্যায় আমাদের প্রীত করুন; আমরা জলের নপ্তা (অগ্নি দেবকে) স্তুতি করে প্রাপ্ত হচ্ছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘসকল তাঁকে বহন করছে। ৬। ত্বষ্টা আমাদের অভিমুখে আসুন। যজ্ঞের নিমিত্ত তিনি স্তোতৃগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হোন। অতিমহান বৃত্রঘাতী, মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হোন। ৭। ধেনুগণ যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে, সেরূপ অশ্বতুল্য আমাদের মন তরুণ ইন্দ্রকে স্তুতি করছে। পত্নীগণ যেরূপ পতিকে প্রাপ্ত হয়ে সন্তান প্রসব করে, সেরূপ আমাদের স্তুতি অতিশয় যশোযুক্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়ে ফল উৎপন্ন করে। ৮। অত্যন্ত বলশালী, সমান প্রীতিযুক্ত, পৃষৎনামক অশ্বযুক্ত, অবনতস্বভাব, শত্রুভক্ষক, মরুৎগণ মৈত্রীযুক্ত ঋত্বিকগণের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীর সকাশ হতে একত্রে আমাদের এ যজ্ঞস্থলে আসুন। ৯। মরুৎগণের মহিমা প্রসিদ্ধ; যেহেতু তাঁরা স্তুতির প্রয়োগ জানেন। অনন্ত সুদিনে অন্ধকার-বিনাশক আলোক যেমন জগৎ ব্যাপ্ত করে, সেরূপ তাঁদের বৃষ্টিপ্রদ সেনা সমস্ত অনুর্বর দেশকে উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট করে। ১০। হে ঋত্বিকগণ! আমাদের রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়কে ও পূষাকে স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু ঋভুক্ষা নামক স্বাধীনবলবিশিষ্ট দেবগণের স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত সমস্ত দেবগণকে অভিমুখে আনব। ১১। যজনীয় দেবগণ! তোমাদের প্রসিদ্ধ দীধিতি আমাদের প্রাণপ্রদ ও নিবাসপ্রদ হোক। তোমাদের বসুমতী দীধিতি দেবগণকে প্রকাশ করুক। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

১৮৭ সূক্ত ॥ পিতু দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ গায়ত্রী ছন্দ।

পিতুং নু স্তোষং মহো ধর্মাণং তবিষীম্। যস্য ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ॥ ১
স্বাদো পিতো মধো পিতো বয়ং ত্বা ববৃমহে। অস্মাকমবিতা ভব॥ ২
উপ নঃ পিতবা চর শিবঃ শিবাভিরূতিভিঃ। ময়োভুরদ্বিষেণ্যঃ সখা সুশেবো অদ্বয়াঃ॥ ৩
তব ত্যে পিতো রসা রজাংস্যনু বিষ্ঠিতাঃ। দিবি বাতা ইব শ্রিতাঃ॥ ৪
তব ত্যে পিতো দদতস্তব স্বাদিষ্ঠ তে পিতো। প্র স্বাদ্মানো রসানাং তুবিগ্রীবা ইবেরতে॥ ৫
ত্বে পিতো মহানাং দেবানাং মনো হিতম্। অকারি চারু কেতুনা তবাহিমবসাবধীৎ॥ ৬
যদদো পিতো অজগন্বিবস্ব পর্বতানাম্। অত্রা চিন্নো মধো পিতোঽরং ভক্ষায় গম্যাঃ॥ ৭
যদপামোষধীনাং পরিংশমারিশামহে। বাতাপে পীব ইদ্ভব॥ ৮
যত্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে। বাতাপে পীব ইদ্ভব॥ ৯
করম্ভ ওষধে ভব পীবো বৃক্ক উদারথিঃ। বাতাপে পীব ইদ্ভব॥ ১০
তং ত্বা বয়ং পিতো বচোভির্গাবো ন হব্যা সুষূদিম।
দেবেভ্যস্ত্বা সধমাদমস্মভ্যং ত্বা সধমাদম্॥ ১১

অনুবাদ : ১। আমি ত্বরান্বিত হয়ে মহান, সকলের ধারক ও বলাত্মক পিতুকে (১) স্তব করি তাঁহার সামথে ত্রিত (২) বৃত্রের সন্ধিচ্ছেদ করে বধ করেছিলেন। ২। হে

স্বাদু পিতু ! হে মধুর পিতু ! আমরা তোমার সেবা করি, তুমি আমাদের রক্ষা কর। ৩। হে পিতু ! তুমি মঙ্গলময়, তুমি কল্যাণকর আশ্রয়দান দ্বারা আমাদের নিকট এসে আমাদের সুখ উৎপাদন কর। তোমার রস যেন আমাদের অপ্রিয় না হয়, তুমি আমাদের সখা ও অদ্বিতীয় সুখকর হও। ৪। হে পিতু ! বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে আশ্রয় করে আছে, সেরূপ তোমার রস সমস্ত জগতের অনুকূলে ব্যাপ্ত রয়েছে। ৫। হে স্বাদুতম পিতু ! যে সকল লোক তোমাকে প্রার্থনা করে, তারা ভোক্তা। হে পিতু ! তোমার অনুগ্রহে তারা তোমাকে দান করে। তোমার রসাস্বাদী ব্যক্তিগণের গ্রীবা উন্নত হয়। ৬। হে পিতু ! মহৎ দেবগণ তোমাতেই মন নিহিত করেছেন। হে পিতু ! তোমার চারু প্রজ্ঞা ও আশ্রয়দ্বারাই অহিকে বধ করেছিলে। ৭। হে পিতু ! যখন মেঘগণের প্রসিদ্ধ উদক আসে, তখন হে মধুর পিতু ! তুমি আমাদের সম্পূর্ণরূপে ভোজনের জন্য সন্নিহিত হও। ৮। যেহেতু আমরা প্রভূত জল ও ওষধি ভক্ষণ করি ; অতএব হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ৯। হে সোম ! তোমার দুগ্ধাদি মিশ্রিত ও যবাদি মিশ্রিত অংশ ভক্ষণ করি ; অতএব হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ১০। হে করম্ভ ওষধি (৩) ! তুমি স্থূলতাসম্পাদক, রোগনিবারক ও ইন্দ্রিয়োদ্দীপক হও। হে শরীর ! তুমি স্থূল হও। ১১। হে পিতু ! ধেনুগণের নিকট যেরূপ হব্য গৃহীত হয়, সেরূপ তোমার নিকট আমরা স্তুতিদ্বারা রস গ্রহণ করি। ঐ রস কেবল দেবতাগণের নয় আমাদেরও হৃষ্ট করে।

টীকা ঃ ১। 'পিতু' অর্থে অন্ন। 'পিতুং পালকং অন্নং।' ২। সায়ণ 'ত্রিত' অর্থ করেছেন 'ত্রিষু ক্ষিত্যাদিস্থানেষু তায়মানোঽপি ইন্দ্রঃ।' কিন্তু ত্রিত ইন্দ্র হতেও পুরাতন 'আর্যদের দেব।' ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। 'করম্ভাদিরূপঃ সক্তুপিণ্ডঃ অস্তি।' সায়ণ। 'Cake of fried meal."—Wilson.

১৪৮ সূক্ত। আপ্রী (১) দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সমিদ্ধো অদ্য রাজসি দেবো দেবৈঃ সহস্রজিত্। দূতো হব্যা কবির্বহ ॥ ১
তনূনপাদৃতং যতে মধ্বা যজ্ঞঃ সমজ্যতে। দধৎ সহস্রিণীরিষঃ ॥ ২
আজুহ্বানো ন ঈড্যো দেবাঁ আ বক্ষি যজ্ঞিয়ান্। অগ্নে সহস্রসা অসি ॥ ৩
প্রাচীনং বর্হিরোজসা সহস্রবীরমস্তৃণন্। যত্রাদিত্যা বিরাজথ ॥ ৪
বিরাট্ সম্রাড়্বিভ্বীঃ প্রভ্বীর্বহ্বীশ্চ ভূয়সীশ্চ যাঃ। দুরো ঘৃতান্যক্ষরন্ ॥ ৫
সুরুক্মে হি সুপেশসাধি শ্রিয়া বিরাজতঃ। উষাসাবেহ সীদতাম্ ॥ ৬
প্রথমা হি সুবাচসা হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥ ৭
ভারতীলে সরস্বতি যা বঃ সর্বা উপব্রুবে। তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে ॥ ৮
ত্বষ্টা রূপাণি হি প্রভুঃ পশূন্বিশ্বান্ত্সমানজে। তেষাং নঃ স্ফাতিমা যজ ॥ ৯
উপ ত্মন্যা বনস্পতে পাথো দেবেভ্যঃ সৃজ। অগ্নির্হব্যানি সিষ্বদৎ ॥ ১০
পুরোগা অগ্নির্দেবানাং গায়ত্রেণ সমজ্যতে। স্বাহাকৃতীষু রোচতে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! ঋত্বিকগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সমিদ্ধ নামক অগ্নি হয়ে অদ্য শোভা পাচ্ছ। হে সহস্রজিৎ দেব ! তুমি কবি ও দূত, তুমি হব্য বহন কর। ২। পূজনীয় তনূনপাৎ (নামক অগ্নি) সহস্র প্রকার অন্ন ধারণ করে যজমানের জন্য মধুর রসোপেত দ্রব্যে মিলিত হচ্ছেন। ৩। হে ঈড্যনামক অগ্নি ! তুমি আমাদের কর্তৃক আহূত হয়ে আমাদের জন্য যজ্ঞভাক দেবগণকে আন। হে অগ্নি !

তুমি অপরিমিত ধনদাতা। ৪। সহস্র বীরবিশিষ্ট, পূর্বাভিমুখে অগ্রভাগ যুক্ত, যে অগ্নিরূপ বর্হিতে আদিত্যগণ বিরাজিত আছেন, তাঁকে ঋত্বিকগণ মন্ত্রপ্রভাবে আচ্ছাদিত করছেন। ৫। যজ্ঞশালার বিরাট, সম্রাট, বিভু, প্রভু, বহু ও ভূয়ান (অগ্নিরূপ) দ্বারা জল ক্ষরণ করছে। ৬। দীপ্ত আভরণযুক্ত ও সুন্দররূপবিশিষ্ট (অগ্নিরূপ) উষাদ্বয় অত্যন্ত শোভাশালী হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁরা এ স্থলে উপবেশন করুন। ৭। এ অতি উৎকৃষ্ট, প্রিয়ভাষী, (অগ্নিরূপ) দৈবহোতা ও দিব্য কবিদ্বয় আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হোন। ৮। হে (অগ্নিরূপ) ভারতী, সরস্বতী ও ইলা! আমি তোমাদের সকলকে আহ্বান করছি, যাতে সম্পত্তিশালী হতে পারি, তা কর। ৯। (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুগণের রূপ ব্যক্ত করেন। হে ত্বষ্টা! আমাদের অধিক পরিমাণে পশু প্রদান কর। ১০। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! তুমি দেবতাগণের পশুরূপ অন্ন উৎপাদন কর। অগ্নি হব্যসকল স্বাদু করুন। ১১। দেবগণের অগ্রগামী অগ্নি গায়ত্রীছন্দে লক্ষিত হয়ে থাকেন, (অগ্নিরূপ) স্বাহাপ্রদানের সময় তিনি দীপ্ত হন।

১৮৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্য স্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১
অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যো অস্মান্ত্স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বী ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥ ২
অগ্নে ত্বমস্মদ্যুযোধ্যমীবা অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ।
পুনরস্মভ্যং সুবিতায় দেব ক্ষাং বিশ্বেভিরমৃতেভির্যজত্র ॥ ৩
পাহি নো অগ্নে পায়ুভিরজস্রৈরুত প্রিয়ে সদন আ শুশুক্বান্।
মা তে ভয়ং জরিতারং যবিষ্ঠ নূনং বিদন্মাপরং সহস্বঃ ॥ ৪
মা নো অগ্নেঽব সৃজো অঘায়াবিষ্যবে রিপবে দুচ্ছুনায়ৈ।
মা দত্বতে দশতে মাদতে নো মা রীষতে সহসাবন্ পরা দাঃ ॥ ৫
বি ঘত্বাঁ ঋতজাত যংসদ্গৃণানো অগ্নে তন্বে বরূথম্।
বিশ্বাদ্রিরিক্ষোরুত বা নিনিৎসোরভিহ্রুতামসি হি দেব বিষ্পট্ ॥ ৬
ত্বং তাঁ অগ্ন উভয়ান্বি বিদ্বান্বেষি প্রপিত্বে মনুষো যজত্র।
অভিপিত্বে মনবে শাস্যো ভূর্মর্মৃজেন্য উশিগ্ভির্নাক্রঃ ॥ ৭
অবোচাম নিবচনান্যস্মিন্মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ।
বয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সনেম বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮

অনুবাদ: ১। হে দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি সকল প্রকার প্রজ্ঞান জান; অতএব আমাদের সুপথে ধনের দিকে নিয়ে যাও। তুমি কুটিলকারী পাপকে আমাদের নিকট হতে নিয়ে যাও, আমরা বারবার তোমাকে নমস্কার করি। ২। হে অগ্নি! তুমি নূতন; তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা সমস্ত দুর্গম পাপ হতে উদ্ধার কর। আমাদের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হোক; আমাদের ভূমিও প্রশস্ত হোক; তুমি আমাদের পুত্র ও অপত্য সকলকে সুখপ্রদান কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট হতে রোগ সকলকে দূর কর এবং যে সকল মনুষ্যকে অগ্নি রক্ষা করেন না ও যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরও দূর করে দাও। হে দেব! তুমি আমাদের শোভনফলদানের জন্য সমস্ত মরণরহিত দেবগণের সাথে যজ্ঞশালায় এস।

৪। হে অগ্নি! তুমি অজস্র আশ্রয়দান দ্বারা আমাদের পালন কর, আমাদের প্রিয় যাগগৃহে সমন্তাৎ দীপ্তিযুক্ত হও। হে যুবা অগ্নি! আমি তোমার স্তোতা, আমার যেন অদ্য ভয় না হয়, অন্যকালেও যেন আমার ভয় না হয়। ৫। হে অগ্নি। আমাদের হিংসক, অন্নগ্রাসী, শুভনাশী রিপুর হস্তে সমর্পণ করো না; আমাদের দন্তবিশিষ্ট, দংশনকারীর (১) হস্তে সমর্পণ করো না; দন্তরহিতের (২) হস্তে সমর্পণ করো না। হে বলবান অগ্নি! হিংসকদের (৩) হস্তে আমাদের সমর্পণ করো না। ৬। হে যজ্ঞোৎপন্ন অগ্নি! তুমি বরণীয়। শরীর পুষ্টির জন্য স্তব করে লোকে তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত হিংসক ও নিন্দাকারী ব্যক্তির হস্ত হতে আপনাকে মুক্ত করে। হে অগ্নি! যারা সম্মুখে কুটিলাচরণ করে, তুমি এরূপ শত্রুকে দমন কর। ৭। হে যজনীয় অগ্নি! তুমি যষ্টা ও অযষ্টা উভয়বিধ লোককে বিশেষরূপে জেনে যষ্টা-গণকে কামনা কর। হে আক্রমণকারী অগ্নি! পবিত্রতাভিলাষী যজমান যেমন ঋত্বিকগণের শিক্ষণীয় হয়, তুমিও যথাকালে সেরূপ মানুষ যজমানের শিক্ষণীয় হও। ৮। মানের পুত্র এ শত্রুনাশক অগ্নি সম্বন্ধে এ স্তোত্র বচনসমূহ রচনা করেছেন। আমরা এ অতীন্দ্রিয় প্রকাশক মন্ত্রদ্বারা সহস্র ধনলাভ করব; যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা: ১। সর্পাদি। ২। শৃঙ্গাদি বিশিষ্ট পশু। ৩। তস্কর রাক্ষসাদি

১৯০ সূক্ত ॥ বৃহস্পতি দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অনর্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বং বৃহস্পতিং বর্ধয়া নব্যমর্কৈঃ।
গাথান্যঃ সুরুচো যস্য দেবা আশৃণ্বন্তি নবমানস্য মর্তাঃ ॥ ১
তমৃত্বিয়া উপ বাচঃ সচন্তে সর্গো ন যো দেবয়তামসর্জি।
বৃহস্পতিঃ স হ্যঞ্জো বরাংসি বিভ্বাভবৎসমৃতে মাতরিশ্বা ॥ ২
উপস্তুতিং নমস উদ্যতিং চ শ্লোকং যংসৎসবিতেব প্র বাহূ।
অস্য ক্রত্বাহন্যো যো অস্তি মৃগো ন ভীমো অরক্ষসস্তুবিষ্মান্ ॥ ৩
অস্য শ্লোকো দিবীয়তে পৃথিব্যামত্যো ন যংসদ্যক্ষভৃদ্বিচেতাঃ।
মৃগাণাং ন হেতয়ো যন্তি চেমা বৃহস্পতেরহিমায়াঁ অভি দ্যূন্ ॥ ৪
যে ত্বা দেবোস্রিকং মন্যমানাঃ পাপা ভদ্রমুপজীবন্তি পজ্রাঃ।
ন দূঢ্যে অনু দদাসি বামং বৃহস্পতে চয়স ইৎপিয়ারুম্ ॥ ৫
সুপ্রৈতুঃ সূয়বসো স পন্থা দুর্নিয়ন্তুঃ পরিপ্রীতো ন মিত্রঃ।
অনর্বাণো অভি যে চক্ষতে নোঽপীবৃতা অপোর্ণুবন্তো অস্থুঃ ॥ ৬
সং যং স্তুভোঽবনয়ো নযন্তি সমুদ্রং ন স্রবতো রোধচক্রাঃ।
সং বিদ্বাঁ উভয়ং চষ্টে অন্তর্বৃহস্পতিস্তর আপশ্চ গৃধ্রঃ ॥ ৭
এবা মহস্তুবিজাতস্তুবিষ্মান্ বৃহস্পতির্বৃষভো ধায়ি দেবঃ।
স নঃ স্তুতো বীরবদ্ধাতু গোমদ্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥ ৮

অনুবাদ: ১। হে হোতা! অভীষ্টবর্ষী, মিষ্টজিহ্বা ও স্তুতিযোগ্য বৃহস্পতিকে (১) অর্চনাসাধন মন্ত্রদ্বারা বর্ধিত কর। তিনি স্তোতাকে ত্যাগ করেন না। দীপ্তিযুক্ত, স্তূয়মান বৃহস্পতিকে গাথাপাঠক দেবগণ ও মানুষগণ স্তব শোনাচ্ছেন। ২। ঋতু-সম্বন্ধীয় স্তুতিসকল সৃজনকর্তারূপ বৃহস্পতির নিকট যায়। তিনি দেবকামিগণকে ফলপ্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন, তিনি স্বর্গব্যাপী মাতরিশ্বার ন্যায় বরণীয় ফল উৎপাদন করে যজ্ঞের জন্য সম্ভূত হয়েছেন। ৩। সবিতা যেরূপ

কিরণ প্রকাশ করতে যত্ন করেন, সেরূপ বৃহস্পতি যজমানগণের স্তুতি, অন্ন, দান ও মন্ত্রসমূহ স্বীকারার্থে যত্ন করছেন। রাক্ষস শত্রুশূন্য বৃহস্পতির সামর্থে দিবস-কালীন সূর্য ভয়ঙ্কর শ্বাপদের ন্যায় বলশালী হয়ে ভ্রমণ করছেন। ৪। বৃহস্পতির কীর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপ্ত হচ্ছে। বৃহস্পতি সূর্যের ন্যায় পূজিত হব্য ধারণ করেন, প্রাণীদের চৈতন্য সমুৎপাদন করেন ও ফল প্রদান করেন। বৃহস্পতির আয়ুধ মৃগয়াশীলগণের আয়ুধের ন্যায় গমন করে ও মায়াচারীদের অভিমুখে প্রত্যহ ধাবিত হয়। ৫। হে বৃহস্পতি! যে সকল পাপবুদ্ধি লোক, কল্যাণকর বৃহস্পতিকে জীর্ণ বৃষভ মনে করে থাকে, তাদের বরণীয় ধন প্রদান করো না। হে বৃহস্পতি! যে সোমযজ্ঞ করে তাকে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করে থাক। ৬। হে বৃহস্পতি! তুমি সুখগামী ও সুখাদ্যবিশিষ্ট যজমানের পথস্বরূপ এবং দুষ্টদমনকারী রাজার বন্ধু। যে সকল ব্যক্তি আমাদের নিন্দা করে, তাদের রক্ষাশূন্য কর। ৭। মানুষ যেরূপ রাজার সাথে মিলিত হয়, কুলদ্বয়ে সীমাবদ্ধ নদী যেরূপ সমুদ্রে মিলিত হয়, সেরূপ সমস্ত স্তুতি বৃহস্পতিতে মিলিত হয়। তিনি বিদ্বান আকাশবিচারী পক্ষীর ন্যায় বৃহস্পতির মধ্যে থেকে উভয় জল এবং পার হবার ঘাট দেখতে পান। ৮। এরূপেই বৃহস্পতি মহান, বলবান, অভীষ্টবর্ষী ও দীপ্তিমান এবং বহু লোকের উপকারার্থে উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁর স্তব করলে, তিনি আমাদের বীরবিশিষ্ট করুন। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। 'বৃহস্পতিং মন্ত্রস্য পালয়িতারং এতন্নামকং দেবং।' সায়ণ। ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখুন।

১৯১ সূক্ত ॥ জল, তৃণ ও সূর্য দেবতা। অগস্ত্য ঋষি। অনুষ্টুপ্, মহাপংক্তি ছন্দ।

কংকতো ন কংকতোঽথো সতীনকংকতঃ।
দ্বাবিতি প্লুষী ইতি ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ১
অদৃষ্টান্ হন্ত্যায়ত্যথো হন্তি পরায়তি।
অথো অবঘ্নতী হন্ত্যথো পিনষ্টি পিংষতী ॥ ২
শরাসঃ কুশরাসো দর্ভাসঃ সৈর্যা উত।
মৌঞ্জা অদৃষ্টা বৈরিণাঃ সর্বে সাকং ন্যলিপ্সত ॥ ৩
নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্নি মৃগাসো অবিক্ষত।
নি কেতবো জনানাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত ॥ ৪
এত উ ত্যে প্রত্যদৃশ্রন্ প্রদোষং তস্করা ইব।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৫
দ্যৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা সোমো ভ্রাতাদিতিঃ স্বসা।
অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাস্তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্ ॥ ৬
যে অংস্যা যে অঙ্গ্যাঃ সূচীকা যে প্রকংকতাঃ।
অদৃষ্টাঃ কিং চনেহ বঃ সর্বে সাকং নি জস্যত ॥ ৭
উৎপুরস্তাৎ সূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
অদৃষ্টান্ত্সর্বাঞ্জম্ভয়ন্ত্সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৮
উদপপ্তদসৌ সূর্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্।
আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা ॥ ৯
সূর্যে বিষমা সজামি দৃতিং সুরাবতো গৃহে।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চাকার ॥ ১০

ইয়ত্তিকা শকুন্তিকা সকা জঘাস তে বিষম্ ।
সো চিন্নু ন মরাতি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥ ১১
ত্রিঃ সপ্ত বিষ্ফুলিঙ্গকা বিষস্য পুষ্যমক্ষন্ ।
তাশ্চিন্নু ন মরন্তি নো বয়ং মরামারে অস্য যোজনং
হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥ ১২
নবানাং নবতীনাং বিষস্য রোপুষীণাম্ ।
সর্বাসামগ্রভং নামারে অস্য যোজনং হরিষ্ঠা মধু ত্বা মধুলা চকার ॥ ১৩
ত্রিঃ সপ্ত মধুর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ ।
তাস্তে বিষং বি জভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব ॥ ১৪
ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং ভিনদ্ম্যশ্বনা ।
ততো বিষং প্র বাবৃতে পরাচীরনু সম্বতঃ ॥ ১৫
কুষুম্ভকস্তদব্রবীদ্গিরেঃ প্রবর্তমানকঃ ।
বৃশ্চিকস্যারসং বিষমরসং বৃশ্চিক তে বিষম্ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। অল্পবিষপ্রাণী, মহাবিষপ্রাণী, জলচর অল্পবিষপ্রাণী (১) দু প্রকার দাহকরপ্রাণী, এবং অদৃশ্যরূপ প্রাণী, আমাকে বিষদ্বারা সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত করেছে। ২। যে ঔষধ আসছে, তা অদৃশ্যরূপ বিষধর প্রাণীকে নাশ করে ও প্রত্যাবর্তনকালে তাকে নাশ করে। বিনষ্ট হবার সময় নাশ করে, এবং পিষ্ট হবার সময় পেষণ করে। ৩। শর, কুশর, দর্ভ, সৈর্য, মুঞ্জ, বীরণ প্রভৃতি অদৃষ্টরূপে অবস্থিত বিষধরগণ সকলে মিলিত হয়ে আমাকে লিপ্ত করছে। ৪। যখন ধেনুগণ গোষ্ঠে উপবেশন করে আছে, যখন মৃগসকল নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করছে, যখন মনুষ্যের চৈতন্য অপগত হয়েছে, তখন অদৃশ্যরূপ বিষধর আমাকে লিপ্ত করেছে। ৫। তস্করের ন্যায় এ সকলকে রাত্রিকালে দেখা যায় ; ওরা নিজে অদৃশ্য হলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে অতএব মনুষ্যগণ সাবধান হও। ৬। স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, অদিতি ভগিনী। অদৃষ্ট সর্বদর্শীগণ ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতি কর এবং যথা-সুখে গমন কর। ৭। যারা স্কন্ধবিশিষ্ট, যারা অঙ্গবিশিষ্ট (২) যারা সূচিবিশিষ্ট (৩) যারা অত্যন্ত বিষযুক্ত অদৃষ্টগণ ! তোমাদের এখানে কি আছে ? তোমরা সকলে মিলে আমাদের নিকট হতে চলে যাও। ৮। পূর্বদিকে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং অদৃষ্টকে বিনাশ করেন। তিনি সমস্ত অদৃষ্টদের ও যাতুধানী (৪) দের বিনাশ করেন। ৯। সূর্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ নাশ করে উদয় হচ্ছেন। সর্বদর্শী, অদৃষ্টদের বিনাশক আদিত্য জীবলোকের মঙ্গলের জন্য উদিত হচ্ছেন। ১০। শৌণ্ডিক গৃহে চর্মময় সুরাপানের ন্যায়, আমি সূর্যমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করছি। পূজনীয় সূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, সেরূপ আমরাও প্রাণত্যাগ করব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে। ১১। ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খেয়ে ফেলেছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে না, আমরাও প্রাণত্যাগ করব না। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে। ১২। একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (৫) বিষের পুষ্টি বিনাশ করুক। তারা কখন প্রাণত্যাগ করে না, তাদের ন্যায় আমরাও প্রাণত্যাগ করব না ; সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে।

১৩। আমি সমস্ত বিষনাশক নবনবতি সংখ্যক নদীর নাম কীর্তন করি। সূর্যদেব অশ্বদ্বারা চালিত হয়ে দূরস্থিত বিষকে অপনয়ন করেন। হে বিষ! মধুবিদ্যা তোমাকে অমৃতে পরিণত করে। ১৪। রমণীগণ কুম্ভে যেরূপ জল নিয়ে যায়, হে দেহ! একবিংশতি সংখ্যক ময়ূরী ও সপ্তনদী সেরূপ তোমার বিষ হরণ করুক। ১৫। হে দেহ! অতিক্ষুদ্র নকুল তোমার বিষ হরণ করুক; যদি না করে, আমি ঐ কুৎসিত (জন্তুকে) লোষ্ট্রদ্বারা আঘাত করব। বিষ আমার দেহ হতে দূর হোক এবং দূরদেশে যাক। ১৬। নকুল, যখন পর্বত হতে এসে বলল, বৃশ্চিকের বিষ রসশূন্য। হে বৃশ্চিক! তোমার বিষ রসশূন্য (৬)।

টীকা: ১। কঙ্কত, ন কঙ্কত; সতীন কঙ্কত, মূলে এ তিন শব্দ আছে। ২। মূলে 'যে অংস্যাঃ যে অঙ্গ্যাঃ' আছে। এ দ্বারা সর্পই বুঝাচ্ছে। ৩। বৃশ্চিকাদি। ৪। সায়ণ 'যাতুধানী' অর্থে লিখছেন 'মহোরগী রাক্ষসী বা।' ৩৫ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। অগ্নির সাতটি জিহ্বা আছে, প্রত্যেক জিহ্বা হতে শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ তিন প্রকার বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়। এরূপে, অগ্নির একবিংশতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলা হয়েছে অথবা বিস্ফুলিঙ্গ নামে ২১ প্রকার পক্ষী। সায়ণ। ৬। এ সূক্ত হতে প্রশ্ন করা যায় যে, এখনকার মত আগেও ভারতবর্ষে সর্প বৃশ্চিকাদির অত্যাচার ছিল। যে সাতটি ঋকে ঋষি বিষ সর্পশত্রু, সূর্য, শকুন্ত, অগ্নি, নদী, ময়ূর ও নকুলকে স্মরণ করছেন। এরূপ ওঝার মন্ত্র ঋগ্বেদে অল্পই দেখা যায় অথর্ববেদে এরূপ মন্ত্র বিস্তর আছে।

দ্বিতীয় মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি (১)। জগতী ছন্দ।

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমশ্মনস্পরি।
ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ ॥ ১
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে ॥ ২
ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা ॥ ৩
ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবাসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্যমা সৎপতির্যস্য সম্ভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজয়ুঃ ॥ ৪
ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যম্।
ত্বমাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসি পুরুবসুঃ ॥ ৫
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা ॥ ৬
ত্বমগ্নে দ্রবিণোদা অরংকৃতে ত্বং দেবঃ সবিতা রত্নধা অসি।
ত্বং ভগো নৃপতে বস্ব ঈশিষে ত্বং পায়ুর্দমে যস্তেঽবিধৎ ॥ ৭
ত্বামগ্নে দম আ বিশ্পতিং বিশস্ত্বাং রাজানং সুবিদত্রমৃঞ্জতে।
ত্বং বিশ্বানি স্বনীক পত্যসে ত্বং সহস্রাণি শতা দশ প্রতি ॥ ৮
ত্বামগ্নে পিতরমিষ্টিভির্নরস্ত্বাং ভ্রাত্রায় শম্যা তনূরুচম্।
ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেঽবিধত্ত্বং সখা সুশেবঃ পাস্যাধৃষঃ ॥ ৯
ত্বমগ্ন ঋভুরাকে নমস্য স্ত্বং বাজস্য ক্ষুমতো রায় ঈশিষে।
ত্বং বি ভাস্যনু দক্ষি দাবনে ত্বং বিশিক্ষুরসি যজ্ঞমাতনিঃ ॥ ১০
ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী ॥ ১১
ত্বমগ্নে সুভৃত উত্তমং বয়স্তব স্পার্হে বর্ণ আ সংদৃশি শ্রিয়ঃ।
ত্বং বাজঃ প্রতরণো বৃহন্নসি ত্বং রয়ির্বহুলো বিশ্বতস্পৃথুঃ ॥ ১২
ত্বামগ্ন আদিত্যাস আস্যং ত্বাং জিহ্বাং শুচয়শ্চক্রিরে কবে।
ত্বাং রাতিষাচো অধ্বরেষু সশ্চিরে ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্ ॥ ১৩
ত্বে অগ্নে বিশ্বে অমৃতাসো অদ্রুহ আসা দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্।
ত্বয়া মর্তাসঃ স্বদন্ত আসুতিং ত্বং গর্ভো বীরুধাং জজ্ঞিষে শুচিঃ ॥ ১৪
ত্বং তান্ত্সং চ প্রতি চাসি মজ্মনাগ্নে সুজাত প্র চ দেব রিচ্যসে।
পৃক্ষো যদত্র মহিনা বি তে ভুবদনু দ্যাবাপৃথিবী রোদসী উভে ॥ ১৫
যে স্তোতৃভ্যো গোঅগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে মনুষ্যদের নরপতি অগ্নি! তুমি যজ্ঞদিনে উৎপন্ন হও, তুমি দীপ্তিশালী হয়ে উৎপন্ন হও, তুমি শুচি হয়ে উৎপন্ন হও, তুমি জল হতে উৎপন্ন হও,

তুমি প্রস্তর হতে উৎপন্ন হও, তুমি বন হতে উৎপন্ন হও, তুমি ওষধি হতে উৎপন্ন হও। ২। হে অগ্নি! হোতার কর্ম তোমারই, পোতার কর্ম তোমারই, ঋত্বিকের কর্ম তোমারই, নেষ্টার কর্ম তোমারই। তুমি অগ্নীধ্র, তুমি যখন যজ্ঞ কামনা কর, তখন প্রশাস্তার কর্ম তোমারই। তুমিই অধ্বর্যু, তুমিই ব্রহ্মানামক ঋত্বিক এবং তুমি আমাদের গৃহে গৃহপতি (২)।। ৩। হে অগ্নি! তুমি সাধুদের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কার যোগ্য। হে ধনবান স্তুতির অধিপতি! তুমিই ব্রহ্মা (৩) তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। ৪। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ। তুমি শত্রুদের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুগণের পালক, অতএব তুমি অর্যমা। অর্যমার দান সর্বব্যাপী। তুমি অংশ (৪) হে দেব! তুমি আমাদের যজ্ঞে ফল দান কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্যাকারীর বীর্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য সকল তোমারই তোমার তেজ হিতকারী, তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদের উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ। ৬। হে অগ্নি! তুমি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, (৫) তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধার স্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে যাও। তুমি পূষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করে পরিচালক ব্যক্তিদের রক্ষা কর। ৭। হে অগ্নি! তুমি অলংকারকারী যজমানের পক্ষে স্বর্ণদাতা। তুমি দ্যোতমান সবিতা, রত্নের আধার স্বরূপ। হে নৃপতি! তুমিই ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্যা করে, তুমি তাকে পালন কর। ৮। হে অগ্নি! লোকে নিজ নিজ গৃহে তোমাকে প্রাপ্ত হয় ও তোমাকে ভূষিত করে। তুমি মানুষের পালক, দীপ্তিমান এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহসম্পন্ন। তোমার সেনা অতি উত্তম, তুমি সমস্ত হব্যের ঈশ্বর, তুমি সহস্র, শত দশ ফল দান কর। ৯। হে অগ্নি! লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভাত্র লাভের জন্য কর্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাদের শরীর দীপ্ত করে দাও। যে তোমার পরিচর্যা করে তুমি তার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হয়ে পালন কর। ১০। হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার ছেদনের জন্য ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠাদি দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্বাহ কর এবং তার ফল বিস্তার কর। ১১। হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা (৬) তুমি দান সমর্থ। হে ধনপালক। তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী। ১২। হে অগ্নি! উত্তমরূপে পোষিত হলে তুমিই উত্তম অন্ন। তোমার স্পৃহণীয় এবং উত্তম বর্ণে ঐশ্বর্য অবস্থিতি করে। তুমিই অন্ন-স্বরূপ, তুমিই ত্রাণ কর, তুমিই বৃহৎ, তুমি ধনরূপ, তুমি বহুল ও সর্বত্র বিস্তীর্ণ। ১৩। হে অগ্নি! আদিত্যগণ তোমাকে মুখ করেছেন ; হে কবি! শুচি দেবগণ তোমাকে জিহ্বা করেছেন। দানকালে সমবেত দেবগণ যজ্ঞে তোমার অপেক্ষা করেন এবং তোমাতেই আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন। ১৪। হে অগ্নি! সমস্ত অমর ও দ্রোহরহিত দেবগণ তোমার মুখে আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করে। মর্ত্যগণও তোমার দ্বারা অন্নাদির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। তুমি লতাদির গর্ভরূপ, তুমি শুচি হয়ে জন্মেছ। ১৫। হে অগ্নি! তুমি বলদ্বারা প্রসিদ্ধ দেবগণের সাথে মিলিত হও এবং তাঁদের হতে পৃথক হও। হে সুজাত দেব! তুমি তাঁদের অপেক্ষা প্রবল হও, কারণ তোমারই মহিমায় এ যজ্ঞস্থিত অন্ন শব্দায়মান দ্যাবাপৃথিবীর (৭) মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। ১৬। হে অগ্নি।

যে মেধাবিগণ স্তোতৃগণকে গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে, তাদের এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়ে চল। আমরা বীর বিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে বৃহৎমন্ত্র উচ্চারণ করব।

টীকা ঃ ১। গৃৎসমদ বা তদ্বংশীয়গণ দ্বিতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের ঋষি। প্রবাদ আছে তিনি আঙ্গিরা বংশীয় শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন, পরে গৃৎসমদ নাম ধরে ভৃগু-বংশীয় শুনকের পুত্র শৌনক বলে অভিহিত হলেন। সায়ণ বেদের অনুক্রমণিকা হতে এ বচন উদ্ধৃত করেছেন, যথা,—'য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌন-কোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলং অপশ্যৎ।' আরও প্রবাদ আছে যে বেদের অনুক্রমণিকার রচয়িতা কাত্যায়ন এবং শৌনক গৃৎসমদের শিষ্য ছিলেন। ২। যজ্ঞের কয়েক জন ঋত্বিকের নাম এখানে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ১ মণ্ডলের ৩৬ সূক্তের ঋকের টীকা দেখুন। [এখন আমরা দ্বিতীয় মণ্ডলে এসে পড়লাম এখন কোনও সূক্তের উল্লেখ করতে হলে কেবল সূক্তের সংখ্যা দিলে হবে না, মণ্ডলের সংখ্যাও দিতে হবে। সংক্ষেপের জন্য আমরা ১ মণ্ডল ৩৬ সূক্ত ৭ ঋক এরূপ না লিখে ১।৩৬।৭ এরূপ লিখব।] ৩। মূলে 'ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিৎ ব্রহ্মণস্পতে' আছে। 'ব্রহ্মণস্পতে' অর্থে সায়ণ লিখেছেন 'কর্মণো মন্ত্রস্য বা পালয়িতুঃ।' অতএব 'ব্রহ্মা' অর্থে এস্থলে বোধ হয় স্তুতিদেব 'ব্রহ্মণস্পতি'। ২।১৮।১ টীকা দেখুন। ৪। বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও অংশ এঁরা সকলেই আদিত্য। ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। দ্বিতীয় মণ্ডলে অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে তিনবার ব্যবহার হয়েছে, যথা,—১ সূক্তের ৬ ঋকে রুদ্র সম্বন্ধে। ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে। ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে। ৩০ সূক্তের ৪ ঋকে বলবান বৃকদ্বয় সম্বন্ধে। ২।৫৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৬। হোত্রা ও ভারতী সম্বন্ধে ২।১৩।৯ ঋকের টীকা ও ১।২২।১০ ঋকের টীকা দেখুন। ৭। রোদসী অর্থই দ্যাবাপৃথিবী কিন্তু এখানে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ শব্দায়মান। ইলা সম্বন্ধে ১।৩১।১২ ঋকের টীকা দেখুন।

২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

যজ্ঞেন বর্ধত জাতবেদসমগ্নিং যজধ্বং হবিষা তনা গিরা।
সমিধানং সুপ্রয়সং স্বর্ণরং দ্যুক্ষং হোতারং বৃজনেষু ধূর্ষদম্ ॥ ১
অভি ত্বা নক্তীরুষসো ববাশিরেঽগ্নে বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ।
দিব ইবেদরতির্মানুষা যুগা ক্ষপো ভাসি পুরুবার সংযতঃ ॥ ২
তং দিবা বুধ্নে রজসঃ সুদংসসং দিবস্পৃথিব্যোররতিং ন্যেরিরে।
রথমিব বেদ্যং শুক্রশোচিষমগ্নিং মিত্রং ন ক্ষিতিষু প্রশংস্যম্ ॥ ৩
তমুক্ষমাণং রজসি স্ব আ দমে চন্দ্রমিব সুরুচং হ্বার আ দধুঃ।
পৃশ্ন্যাঃ পতরং চিতয়ন্তমক্ষভিঃ পাথো ন পায়ুং জনসী উভে অনু ॥ ৪
স হোতা বিশ্বং পরি ভূত্বধ্বরং তমু হব্যৈর্মনুষ ঋঞ্জতে গিরা।
হিরিশিপ্রো বৃধসানাসু জর্ভুরদ্দ্যৌর্ন স্তৃভিশ্চিতয়দ্রোদসী অনু ॥ ৫
স নো রেবৎসমিধানঃ স্বস্তয়ে সংদদস্বান্রয়িমস্মাসু দীদিহি।
আ নঃ কৃণুষ্ব সুবিতায় রোদসী অগ্নে হব্যা মনুষো দেব বীতয়ে ॥ ৬
দা নো অগ্নে বৃহতো দাঃ সহস্রিণো দুরো ন বাজং শ্রুত্যা অপা বৃধি।
প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি স্বর্ণ শুক্রমুষসো বিদিদ্যুতঃ ॥ ৭
স ইধান উষসো রাম্যা অনু স্বর্ণ দীদেদরুষেণ ভানুনা।
হোত্রাভিরগ্নির্মনুষঃ স্বধ্বরো রাজা বিশামতিথিশ্চারুরায়বে ॥ ৮

এবা নো অগ্নে অমৃতেষু পূর্ব্য ধীষ্পীপায় বৃহদ্দিবেষু মানুষা।
দুহানা ধেনুর্বৃজনেষু কারবে ত্মনা শতিনং পুরুরূপমিষণি ॥ ৯
বয়মগ্নে অর্বতা বা সুবীর্যং ব্রহ্মণা বা চিতয়েমা জনাম্ অতি।
অস্মাকং দ্যুম্নমধি পঞ্চ কৃষ্টিষূচ্চা স্বর্ণ শুশুচীত দুষ্টরম্ ॥ ১০
স নো বোধি সহস্য প্রশংস্যো যস্মিন্ত্সুজাতা ইষয়ন্ত সূরয়ঃ।
যমগ্নে যজ্ঞমুপয়ন্তি বাজিনো নিত্যে তোকে দীদিবাংসং স্বে দমে ॥ ১১
উভয়াসো জাতবেদঃ স্যাম তে স্তোতারো অগ্নে সূরয়শ্চ শর্মণি।
বস্বো রায়ঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ভূয়সঃ প্রজাবতঃ স্বপত্যস্য শগ্ধি নঃ ॥ ১২
যে স্তোতৃভ্যো গো অগ্রামশ্বপেশসমগ্নে রাতিমুপসৃজন্তি সূরয়ঃ।
অস্মাঞ্চ তাংশ্চ প্র হি নেষি বস্য আ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। দীপ্তিমান, শোভন অন্নবিশিষ্ট, স্বর্গপ্রাপক, উদ্দীপ্ত, হোমনিষ্পাদক এবং বলপ্রদাতা, সে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞদ্বারা বর্ধিত কর এবং হব্য ও বিস্তৃত স্তুতি দ্বারা পূজা কর। ২। হে অগ্নি! দিবাকালে ধেনুগণ যেরূপ বৎসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, সেরূপ যজমানগণ তোমাকে রাত ও দিন আকাঙ্ক্ষা করছে। হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! তুমি সংযত হয়ে দ্যুলোকের ন্যায় ব্যাপ্ত এবং মানুষদের সকল সময়ের যজ্ঞে বর্তমান আছ এবং রাত্রিতে প্রদীপ্ত হও। ৩। অগ্নি সুদর্শন, দ্যাবাপৃথিবীর ঈশ্বর, ধনপূর্ণ রথের ন্যায় দীপ্তবর্ণ, শাখাস্বরূপ ও কার্যসাধক এবং যাগভূমিতে প্রশংসিত। দেবগণ সে অগ্নিকে জগতের মূলদেশ স্থাপিত করছেন। ৪। অগ্নি অন্তরীক্ষে বৃষ্টিজল সেচনকারী, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষগামী শিখাদ্বারা লোকের চৈতনা উৎপাদক, জলের ন্যায় রক্ষক এবং সকলের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীর পরিব্যাপক। সে অগ্নিকে তাঁর বিজন গৃহে স্থাপন করেছেন। ৫। অগ্নি হোমনিষ্পাদক হয়ে সমস্ত যজ্ঞ ব্যাপ্ত করুন। মানুষেরা হব্য ও স্তুতি দ্বারা তাঁকে অলংকৃত করেছেন। দাহকারী হনুবিবিশিষ্ট অগ্নি প্রবর্ধমান ওষধি মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে, নক্ষত্র যেরূপ অন্তরীক্ষকে দ্যোতিত করে, সেরূপ দ্যাবা পৃথিবীকে দ্যোতিত করছে। ৬। হে অগ্নি! তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য ক্রমাগত বর্ধিত ধন প্রদান করে প্রজ্বলিত হয়ে দেদীপ্যমান হও। হে অগ্নি! দ্যাবাপৃথিবীতে আমাদের ফলপ্রদ কর, মনুষ্য প্রদত্ত হব্য দেবগণের ভক্ষণার্থে নীত হোক। ৭। হে অগ্নি! আমাদের প্রভূত ও সহস্রসংখ্যক বস্তু দান কর। কীর্তির জন্য অন্ন ও অন্নের দ্বার উন্মোচন কর। দ্যাবাপৃথিবীকে উৎকৃষ্ট যজ্ঞদ্বারা আমাদের অনুকূল কর, ঊষাগণ তোমাকে আদিত্যের ন্যায় বিদ্যোতিত করছে। ৮। রমণীয় ঊষার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আদিত্যের ন্যায় উজ্বল কিরণে দেদীপ্যমান হচ্ছেন মনুষ্যের হোমসাধন, স্তুতি-দ্বারা স্তূয়মান, উত্তম যাগবিশিষ্ট ও প্রজাগণের অধিপতি অগ্নি, যজমানের নিকট প্রিয় অতিথির ন্যায় আসছেন। ৯। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত দ্যুতিমান। দেবগণের পূর্ববর্তী মানুষের স্তুতি তোমাকে আপ্যায়িত করছে। ঐ স্তুতি দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় যজ্ঞস্থিত স্তোতার নিমিত্ত আপনিই অপরিমিত ও বিবিধ প্রকার ধন প্রদান করে। ১০। হে অগ্নি! আমরা তোমার প্রদত্ত অশ্ব ও অন্নদ্বারা প্রভূত সামর্থ্য লাভ করে সমস্ত লোককে অতিক্রমকরে উঠব এবং আমাদের অতিপ্রভূত ও অন্যের অপ্রাপ্য ধনরাশি সূর্যের ন্যায় পঞ্চ কৃষ্টির উপরে দীপ্যমান হবে (১)। ১১। হে শত্রুপরাজয়কারী অগ্নি! তুমি আমাদের স্তুতিযোগ্য। তুমি আমাদের স্তোত্র শোন, সুজাত স্তোতাগণ তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করে। হে অগ্নি! ঔরস পুত্রলাভের আশায় হব্যবিশিষ্ট যজমানেরা যাগগৃহে দীপ্যমান, যজনীয় অগ্নির উপচর্যা করে।

১২। হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি! তোমার স্তোতা ও মেধাবী যজমান, আমরা উভয়ে সুখলাভের আশায় তোমারই হব। তুমি আমাদের নিবাস হেতু অতিশয় আহ্লাদপ্রদ, প্রভূত ভৃত্য ও পুত্রাদিবিশিষ্ট ধন দাও। ১৩। হে অগ্নি! যে মেধাবিগণ স্তোতৃগণকে গো ও অশ্ব প্রভৃতি ধন প্রদান করে তাদের এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ স্থানে নিয়ে চল। আমরা বীরবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে বৃহৎমন্ত্র উচ্চারণ করব।

টীকা: ১। সায়ণ 'পঞ্চকৃষ্টিষু' অর্থ করেছেন 'নিষাদপঞ্চমেষু চতুর্ষু বর্ণেষু' কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়, ১।৮৯।১০ ঋকের টীকা দেখুন। কৃষ্ ধাতু অর্থে কর্ষণ করা বা চাষ করা, কৃষ্টি অর্থে চাষ কার্য, অতএব পঞ্চ কৃষ্টি অর্থে পাঁচটি কৃষি প্রধান জনপদ বা জাতি। অন্যান্য স্থানে 'পঞ্চক্ষিতি' বা 'পঞ্চজন' শব্দ আছে।

৩ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

সমিদ্ধো অগ্নির্নিহিতঃ পৃথিব্যাং প্রত্যঙ্ বিশ্বানি ভুবনান্যস্থাৎ।
হোতা পাবকঃ প্রদিবঃ সুমেধা দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্ ॥ ১
নরাশংসঃ প্রতি ধামান্যঞ্জন তিস্রো দিবঃ প্রতি মহ্না স্বর্চিঃ।
ঘৃতপ্রুষা মনসা হব্যমুন্দন্মূর্ধন্যজ্ঞস্য সমনক্তু দেবান্ ॥ ২
ঈলিতো অগ্নে মনসা নো অর্হন্দেবান্যক্ষি মানুষাৎ পূর্বো অদ্য।
স আ বহ মরুতাং শর্ধো অচ্যুতমিন্দ্রং নরো বর্হিষদং যজধ্বম্ ॥ ৩
দেব বর্হির্বর্ধমানং সুবীরং স্তীর্ণং রায়ে সুভরং বেদ্যস্যাম্।
ঘৃতেনাক্তং বসবঃ সীদতেদং বিশ্বে দেবা আদিত্যা যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ৪
বি শ্রয়ন্তামুর্বিয়া হূয়মানা দ্বারো দেবীঃ সু প্রায়ণা নমোভিঃ।
ব্যচস্বতীর্বি প্রথন্তামজুর্যা বর্ণং পুনানা যশসং সুবীরম্ ॥ ৫
সাধ্বপাংসি সনতা ন উক্ষিতে উষাসানক্তা বয্যেব রণ্বিতে।
তন্তুং ততং সম্বয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী ॥ ৬
দৈব্যা হোতারা প্রথমা বিদুষ্টর ঋজু যক্ষতঃ সমৃচা বপুষ্টরা।
দেবান্যজন্তাবৃতুথা সমঞ্জতো নাভা পৃথিব্যা অধি সানুষু ত্রিষু ॥ ৭
সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্তিঃ।
তিস্রো দেবীঃ স্বধয়া বর্হিরেদমচ্ছিদ্রং পান্তু শরণং নিষদ্য ॥ ৮
পিশঙ্গরূপঃ সুভরো বয়োধাঃ শ্রুষ্টী বীরো জায়তে দেবকামঃ।
প্রজাং ত্বষ্টা বি ষ্যতু নাভিমস্মে অথা দেবানামপ্যেতু পাথঃ ॥ ৯
বনস্পতিরবসৃজন্নুপ স্থাদগ্নির্হবিঃ সূদয়াতি প্র ধীভিঃ।
ত্রিধা সমক্তং নয়তু প্রজানন্দেবেভ্যো দৈব্যঃ শমিতোপহব্যম্ ॥ ১০
ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্বস্য ধাম।
অনুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্ ॥ ১১

অনুবাদ: ১। বেদিভূমিতে নিহত সমিন্ধনমেক অগ্নি সমস্ত ভবন অভিমুখে অবস্থিত রয়েছে। হোমনিষ্পাদক, পবিত্রকারী, পুরাতন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট দ্যোতমান ও পূজাযোগ্য অগ্নি দেবগণের পূজা করুন। ২। নরাশংস নামক অগ্নি সুন্দর শিখাবিশিষ্ট হয়ে নিজ মহিমায় প্রত্যেক আহুতিস্থান দীপ্যমান লোকত্রয় ব্যক্ত করে ঘৃত বর্ষণেচ্ছায় হব্য স্নিগ্ধ করে যজ্ঞের মুখভাগে দেবগণকে প্রকাশিত করুন। ৩। হে ইলিত নামক অগ্নি! আমাদের প্রতি অনুরক্তমনে যাগ কর্মের যোগ্য হয়ে

অদ্য আমাদের জন্য মানুষের পূর্ববর্তী হয়ে দেবগণের যজ্ঞ করা তুমি মরুৎগণ ও অচ্যুত ইন্দ্রকে সম্বোধন কর। হে ঋত্বিকগণ! কুশোপবিষ্ট ইন্দ্রের যাগ কর। ৪। হে দেহবর্হি স্বরূপ অগ্নি! তুমি আমাদের ধনলাভার্থে এ বেদিতে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হও। তুমি সর্বদা বর্ধমান এবং বীরপ্রদ। হে বসুগণ! হে বিশ্বদেবগণ! হে যজ্ঞার্হ আদিত্যগণ! তোমরা ঘৃতাক্ত বর্হিতে উপবেশন কর। ৫। হে দেবীরূপ অগ্নি! তোমরা উদ্ঘাটিত হও, তোমরা মহান, লোকে নমস্কার করে তোমাদের হোম করে এবং সুখে তোমাদের নিকট যায়। তোমরা ব্যাপ্তিমান অহিংসনীয় বীরবিশিষ্ট, যশোযুক্ত এবং বর্ণনীয়রূপের সম্পাদক। তোমরা বিশেষরূপে প্রখ্যাত হও। ৬। আমাদের সাধু কর্মফলের চিরপ্রদায়ী ঊষা ও নক্ত রূপ অগ্নি, বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় (২) পরস্পর সাহায্যার্থে গমনাগমন করে যজ্ঞের রূপ নির্মাণার্থে পরস্পরকে অনুকূল্য করে বিস্তৃত তন্তু বয়ন করছেন। তাঁরা অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং উদর্কবিশিষ্ট। ৭। দৈব্য হোতাদ্বয় রূপ অগ্নি প্রথমেই যজ্ঞার্হ। তারা সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও বিশাল শরীরবিশিষ্ট, তারা মন্ত্রদ্বারা যথাযথরূপে পূজা করেন ও যথাকালে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করেন এবং পৃথিবী নাভি স্বরূপ উন্নত স্থানত্রয়ে (৩) যান। ৮। আমাদের যজ্ঞ নিষ্পাদিকা অগ্নিরূপ সরস্বতী ইলা এবং সর্বব্যাপিকা ভারতীদেবী তিন জনে যাগগৃহ আশ্রয় করে হব্য লাভের জন্য নির্দোষরূপে আমাদের যজ্ঞ পালন করুন। ৯। অগ্নিরূপ ত্বষ্টার অনুগ্রহে পিশঙ্গরূপ, যাগকারী, অন্নদাতা, ক্ষিপ্রকারী, দেবাভিলাষী, বীরপুত্র উৎপন্ন হোক। ত্বষ্টা আমাদের কুলরক্ষক সন্তান প্রদান করুন এবং দেবীগণের অন্ন আমাদের নিকট আসুক। ১০। বনস্পতি রূপ অগ্নি আমাদের কর্ম অবগত হয়ে আমাদের নিকট অবস্থিতি করুন। অগ্নি বিশেষরূপে কর্মদ্বারা সাম্যকরূপে হব্য পাক করছেন। দৈব শমিতা তিন প্রকারে সম্যকরূপে সিক্ত হব্য গ্রহণ করে দেবগণের নিকট নিয়ে যান। ১১। আমি অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করি, ঘৃতই তাঁর জন্মভূমি, ঘৃতই তাঁর আশ্রয় স্থান, ঘৃতই তাঁর দীপ্তি। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি হব্য দেবার সময় দেবগণকে আহ্বান করে তাঁদের প্রীতি উৎপাদন কর এবং (অগ্নিরূপ) স্বাকারে প্রদত্ত হব্য বহন কর।

টীকা : ১। প্রথম মণ্ডলে ১৩ ও ১৪২ সূক্তের টীকা দেখুন। এ সূক্তের ঋষি গৃৎসমদ অতএব এতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নেই। ২। এক ঋক হতে অনুমিত হয় যে সেকালে দুজন নারী'তে টানা ও পোড়েন" সঞ্চালন করে বস্ত্র প্রস্তুত করত। দিবা ও রাত্রি সেরূপ গমনাগমন ও পরস্পরের অনুকূল্য করে যজ্ঞ প্রস্তুত করেন। ৩। অর্থাৎ পৃথিবীর নাভিরূপ উত্তর বেদিতে গার্হপত্যাদি তিন প্রকার অগ্নিতে গমন করেন। সায়ণ।

৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হুবে বঃ সুদ্যোত্মানং সুবৃক্তিং বিশামগ্নিমতিথিং সুপ্রয়সম্।
মিত্র ইব যো দিধিষায্যো ভূদ্দেব আদেবে জনে জাতবেদাঃ ॥ ১
ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে দ্বিতাদধুর্ভৃগবো বিক্ষ্বা যোঃ।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্তু ভূমা দেবানামগ্নিররতির্জীরাশ্বঃ ॥ ২
অগ্নিং দেবাসো মানুষীষু বিক্ষু প্রিয়ং ধুঃ ক্ষেষ্যন্তো ন মিত্রম্।
স দীদয়দুশতীরূর্ম্যা আ দক্ষায্যো যো দাস্বতে দম আ ॥ ৩

অস্য রণ্বা স্বস্যেব পুষ্টিঃ সংদৃষ্টিরস্য হিয়ানস্য দক্ষোঃ।
বি যো ভরিভ্রদোষধীষু জিহ্বামত্যো ন রথ্যো দোধবীতি বারান্ ॥ ৪

আ যন্মে অভ্বং বনদঃ পনন্তোশিগ্‌ভ্যো নামিমীত বর্ণম্।
স চিত্রেণ চিকিতে রংসু ভাসা জজুর্বাঁ যো মুহুরা যুবা ভূৎ ॥ ৫

আ যো বনা তাতৃষাণো ন ভাতি বার্ণ পথা রথ্যেব স্বানীৎ।
কৃষ্ণাধ্বা তপূ রণ্বশ্চিকেত দ্যৌরিব স্ময়মানো নভোভিঃ ॥ ৬

স যো ব্যস্থাদভি দক্ষদুর্বীং পশুর্নৈতি স্বযুরগোপাঃ।
অগ্নিঃ শোচিষ্মাঁ অতসান্যুষ্ণন্ কৃষ্ণব্যথিরস্বদয়ন্ন ভূম ॥ ৭

নূ তে পূর্বস্যাবসো অধীতৌ তৃতীয়ে বিদথে মন্ম শংসি।
অস্মে অগ্নে সংযদ্বীরং বৃহন্তং ক্ষুমন্তং বাজং স্বপত্যং রয়িং দাঃ ॥ ৮

ত্বয়া যথা গৃৎসমদাসো অগ্নে গুহা বন্বন্ত উপরাঁ অভি ষ্যুঃ।
সুবীরাসো অভিমাতিষাহঃ স্মৎসূরিভ্যো গৃণতে তদ্বয়ো ধাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে যজমানগণ, আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট, পাপবর্জিত, যজমানের অতিথিস্বরূপ, হব্যযুক্ত অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সর্বভূতজ্ঞ ও মানুষ হতে দেব পর্যন্ত সকলের ধারণ কর্তা। ২। ভৃগুগণ অগ্নির পরিচর্যা করে জলের নিবাস স্থানে অন্তরীক্ষে এবং মানুষের সন্ততিগণের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট এবং দেবগণের ঈশ্বর অগ্নি আমাদের বিরোধী সমস্ত ভূতজাতকে পরাভূত করুন। ৩। দেবগণ স্বর্গ গমনকালে মিত্রের ন্যায় অগ্নিকে মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। সে অগ্নি হব্যপ্রদায়ী যজমানের জন্য তাঁর যোগ্যগৃহে স্থাপিত হয়ে, যে রাত্রিগণ তাঁকে কামনা করে, সে রাত্রিতে দীপ্ত হন। ৪। নিজের শরীর পুষ্টিকরণের ন্যায় অগ্নির শরীর পুষ্টি কার্যও রমণীয়। অগ্নি যখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়েন এবং কাষ্ঠ দহন করেন, তখন তার শরীর অতিশয় সুন্দর হয়। রথে অশ্ব যেরূপ পুচ্ছ বারবার কম্পিত করে, অগ্নিও কাষ্ঠ-সমূহে সেরূপ নিজশিখা কম্পিত করছেন। ৫। আমার সহযোগী স্তোতাগণ, যে অগ্নির মহত্ত্বের স্তুতি করছেন, তিনি আগ্রহবিশিষ্ট ঋত্বিকগণের নিকট স্বীয়রূপ প্রকাশ করছেন। তিনি রমণীয় হব্যের জন্য বিচিত্র কিরণমালায় প্রকাশিত হচ্ছেন। তিনি জীর্ণ হয়েও বারবার তৎক্ষণাৎ যুবা হতে পারেন। ৬। যে অগ্নি তৃষিতের ন্যায় বনসমূহকে দগ্ধ করেন, জলের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করেন, রথবাহী অশ্বের ন্যায় শব্দ করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ত্মা ও তাপক হলেও নভোমণ্ডল পরিশোভিত দ্যুলোকের ন্যায় রমণীয়। ৭। যে অগ্নি বিশ্ব ব্যাপ্ত করেন, যে অগ্নি বিস্তৃত পৃথিবীতে প্রবর্ধমান হন, যে অগ্নি রক্ষকরহিত পশুর ন্যায় স্বেচ্ছায় গমন করে বিচরণ করেন, সে দীপ্তিমান অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষাদি দহন করে ব্যথাকারী (কণ্টকাদিকে) কৃষ্ট করে, প্রচুর রূপে রসাস্বাদন করছেন। ৮। হে অগ্নি! তুমি পূর্বে প্রথম সবনে যে রক্ষা করেছিলে, আমরা তা স্মরণ করে অদ্যাপি তৃতীয় সবনে মনোহর স্তোত্র উচ্চারণ করছি। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বীরবিশিষ্ট মহান কীর্তিমান অন্ন এবং সুন্দর অপত্য ও ধন প্রদান কর। ৯। হে অগ্নি! গৃৎসমদ ঋষিগণ তোমাকে রক্ষক পেয়ে ছন্দ পাঠ করে গুহায় অবস্থিত উৎকৃষ্ট স্থানে বর্তমান ধন বিশেষ লাভ করবে। এবং উত্তম পুত্রাদি লাভ করে শত্রুদের অভিভব সাধন করবে। মেধাবী ও স্তুতিকারী যজমানগণকে অতিপ্রভূত ও প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর।

৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

হোতাজনিষ্ট চেতনঃ পিতা পিতৃভ্য উতয়ে। প্রযক্ষঞ্জেন্যং বসু শকেম বাজিনো যমম্ ॥ ১

আ যস্মিন্ৎসপ্ত রশ্ময়স্ততা যজ্ঞস্য নেতরি। মনুষ্বদ্দৈব্যমষ্টমং পোতা বিশ্বং তদিন্বতি ॥ ২

দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্‌ব্রহ্মাণি বেরু তৎ। পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভবৎ ॥ ৩

সাকং হি শুচিনা শুচিঃ প্রশাস্তা ক্রতুনাজনি। বিদ্বাঁ অস্য ব্রতা ধ্রুবা বয়া ইবানু রোহতে ॥ ৪

তা অস্য বর্ণমাযুবো নেষ্টুঃ সচন্ত ধেনবঃ। কুবিত্তিসৃভ্য আ বরং স্বসারো যা ইদং যযুঃ ॥ ৫

যদী মাতুরুপ স্বসা ঘৃতং ভরন্ত্যস্থিত। তাসামধ্বর্যুরাগতৌ যবো বৃষ্টীব মোদতে ॥ ৬
স্বঃ স্বায় ধায়সে কৃণুতামৃত্বিগৃত্বিজম্। স্তোমং যজ্ঞং চাদরং বনেমা ররিমা বয়ম্ ॥ ৭
যথা বিদ্বাঁ অরং করদ্বিশ্বেভ্যো যজতেভ্যঃ। অয়মগ্নে ত্বে অপি যং যজ্ঞং চকৃমা বয়ম্ ॥৮

অনুবাদ ঃ ১। চৈতন্য স্বরূপ, পিতা স্বরূপ, হোতা অগ্নি(১) পিতৃদের রক্ষার্থে উৎপন্ন হলেন। আমরা হব্যবিশিষ্ট হয়ে অত্যন্ত পূজনীয়, জেতব্য ও রক্ষিতব্য ধন লাভ করতে সমর্থ হব। ২। যে যজ্ঞের নেতা অগ্নি সপ্ত সংখ্যক রশ্মি ধারণ করেন, দেবগণের পোতাসদৃশ অগ্নি মনুষ্য পোতার ন্যায় সে যজ্ঞের অষ্টম স্থানীয় হয়ে ব্যাপ্ত হচ্ছেন। ৩। অথবা যজ্ঞে ঋত্বিকগণ যে হব্যাদি ধারণ করেন, যে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, ব্রহ্মাস্বরূপ অগ্নি তা সমস্তই জানেন। নেমি যেরূপ চক্রকে ব্যাপ্ত করে থাকে, সেরূপ অগ্নি ঋত্বিকের সমস্ত কর্মই ব্যাপ্ত করে আছেন। ৪। পবিত্র প্রশাস্তা অগ্নি পুণ্য ক্রতুর সাথে উৎপন্ন হয়েছেন। লোকে যেরূপ শাখা হতে শাখান্তরে ফলাহরণার্থে যায়, সেরূপ যজমান অগ্নির যজ্ঞ অবশ্য ফলদায়ী জেনে একটির পর অন্যটি অনুষ্ঠান করে। ৫। যে অঙ্গুলিগণ এ কার্যে ব্যাপৃত রয়েছে তারা এ নেষ্টা অগ্নির ধেনুস্বরূপ ও একত্রে তাঁর বর্ণ সেবা করে এবং ভগিনীরূপে তাঁর গার্হপত্যাদি তিন উৎকৃষ্ট রূপের পরিচর্যা করে। ৬। যখন জুহূ মাতাস্বরূপ বেদিভূমির নিকটে ভগিনী সদৃশ ঘৃতপূর্ণ হয়ে স্থাপিত হয় তখন যব যেরূপ বৃষ্টিতে হৃষ্ট হয়, অধ্বর্যু রূপ অগ্নিও সেরূপ হৃষ্ট হন। ৭। হে ঋত্বিকরূপ অগ্নি আপনার কর্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম সমাধান করুন। আমরাও তদনন্তর স্তোম ও যজ্ঞ করব এবং হব্য প্রদান করব। ৮। হে অগ্নি! তোমার মহিমাভিজ্ঞ যজমান যেরূপ সমস্ত দেবগণকে পর্যাপ্ত রূপে তৃপ্তি করতে সমর্থ হয়, তা কর। আমরা যে যজ্ঞ নির্বাহ করব, হে অগ্নি! তাও তোমারই।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে অগ্নিকে হোতা নেতা পোতা প্রভৃতি ঋত্বিকগণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইমাং মে অগ্নে সমিধমিমামুপসদং বনেঃ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ ॥ ১
অয়া তে অগ্নে বিধেমোর্জো নপাদশ্বমিষ্টে। এনা সূক্তেন সুজাত ॥ ২
তং ত্বা গীর্ভির্গির্বণসং দ্রবিণস্যুং দ্রবিণোদঃ। সপর্যেম সপর্যবঃ ॥ ৩
স বোধি সূরির্মঘবা বসুপতে বসুদাবন্। যুযোধ্যস্মদ্দ্বেষাংসি ॥ ৪

স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি সং নো বাজমনর্বাণং। স নঃ সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৫
ঈলানায়াবস্যবে যবিষ্ঠ দূত নো গিরা। যজিষ্ঠ হোতরা গহি ॥ ৬
অন্তর্হ্যগ্ন ঈয়সে বিদ্বাঞ্জন্মোভয়া কবে। দূতো জন্যেব মিত্র্যঃ ॥ ৭
স বিদ্বাঁ আ চ পিপ্রয়ো যক্ষি চিকিত্ব আনুষক্। আ চাস্মিন্সৎসি বর্হিষি ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি আমার এ সমিৎ ও এ আহুতি সম্ভোগ কর, আমার এ স্তুতি শ্রবণ কর। ২। হে অগ্নি! আমার এ আহুতি দ্বারা তোমার পরিচর্যা করব। হে বলের পৌত্র! হে বিস্তীর্ণ যজ্ঞশালী সুজাত অগ্নি! এ স্তোত্র দ্বারা তোমাকে প্রীত করব। ৩। হে ধনদাতা অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং হব্যাভিলাষী। আমরা তোমার পরিচারক। তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ৪। হে অগ্নি! তুমি অন্নবান বিদ্বান ধনবান এবং ধনদাতা, তুমি জাগরিত হও এবং আমাদের শত্রুদের দূর করে দাও। ৫। সে অগ্নি আমাদের জন্য অন্তরীক্ষ হতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি আমাদের অধিক বল ও অপরিমিত প্রকার অন্ন প্রদান করুন। ৬। হে তরুণতম দেবদূত! অতিশয় যজনীয় অগ্নি! আমি স্তুতি করছি, অতএব তুমি এস। আমি তোমার পূজয়িতা এবং তোমার আশ্রয় অভিলাষ করি। ৭। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি মানুষের হৃদয় জান, তুমি উভয়রূপ জন্ম জান, তুমি লোকের ও বন্ধুবর্গের হিতকারী দূতরূপ। ৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান, তুমি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর। তুমি চৈতন্যবান, তুমি যথাক্রমে দেবগণের যজ্ঞ কর এবং কুশোপরি উপবেশন কর।

৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভৃগুর অপত্য সোমাহুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠ ভারতাগ্নে দ্যুমন্তমা ভর। বসো পুরুস্পৃহং রয়িম্ ॥ ১
মা নো অরাতিরীশত দেবস্য মর্ত্যস্য চ। পর্ষি তস্যা উত দ্বিষঃ ॥ ২
বিশ্বা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব। অতি গাহেমহি দ্বিষঃ ॥ ৩
শুচিঃ পাবক বন্দ্যোঽগ্নে বৃহদ্বি রোচসে। ত্বং ঘৃতেভিরাহুতঃ ॥ ৪
ত্বং নো অসি ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ। অষ্টাপদীভিরাহুতঃ ॥ ৫
দ্রন্নঃ সর্পিরাসুতিঃ প্রত্নো হোতা বরেণ্যঃ। সহসস্পুত্রো অদ্ভুতঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে যুবাতম ব্যাপ্তরূপ ভারত অগ্নি! অতিশয় প্রশংসনীয় দীপ্তিমান, বহুলোকবাঞ্ছিত ধন আহরণ কর। ২। হে অগ্নি! দেবতা বা মনুষ্যকৃত শত্রুত্ব যেন আমাদের পরাভব না করে, আমাদের উভয়বিধ শত্রু হতে রক্ষা কর। ৩। হে অগ্নি! আমরা সমস্ত শত্রুদের জলধারার ন্যায় অতিক্রম করে যাব। ৪। হে অগ্নি! তুমি শুচি, পাবক ও বন্দনীয়; তুমি ঘৃতদ্বারা আহুত হয়ে অতিশয় দীপ্ত হয়েছ। ৫। হে ভারত অগ্নি! তুমি আমাদের। তুমি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিণী গাভীসকলের দ্বারা আহুত হয়েছ। ৬। সমিৎ যার অন্ন, যাতে সর্পিঃসিক্ত হয়, সে পুরাতন, হোমনিষ্পাদক, বরণীয়, বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয়।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। গায়ত্রী অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বাজয়ন্নিব নূ রথান্যোগাঁ অগ্নেরুপ স্তুহি। যশস্তমস্য মীড়্হুষঃ ॥ ১
যঃ সুনীথো দদাশুষেঽজুর্যো জরয়ন্নরিং চারুপ্রতীক আহুতঃ ॥ ২

য উ শ্রিয়া দমেষ্বা দোষোষসি প্রশস্যতে। যস্য ব্রতং ন মীয়তে ॥ ৩
আ যঃ স্বর্ণ ভানুনা চিত্রো বিভাত্যর্চিষা। অঞ্জানো অজরৈরভি ॥ ৪
অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে ॥ ৫
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য দেবানামূতিভির্বয়ম্। অরিষ্যন্তঃ সচেমহ্যভিষ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে হোতা অন্নাভিলাষী পুরুষের ন্যায় প্রভূত যশোবিশিষ্ট অভীষ্টপ্রদ অগ্নির অশ্ব সমূহকে স্তুতি কর। ২। সুনেতা জরারহিত, এবং মনোহর গতিবিশিষ্ট অগ্নি হবি প্রদায়ী যজমানের শত্রু বিনাশের জন্য আহূত হয়েছেন। ৩। সুন্দর শিখাযুক্ত যে অগ্নি গৃহে এসে দিবসে ও রাত্রিতে স্তুত হন, তাঁর ব্রত কখনও ক্ষীণ হয় না। ৪। কিরণদ্বারা সূর্য যেরূপ প্রকাশিত হন বিচিত্র অগ্নিও জরারহিত শিখাসমূহদ্বারা চারদিক প্রকাশিত করে সেরূপ রশ্মিসমূহ-দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৫। শত্রুদের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উকথ সকল বর্ধিত হচ্ছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করেছেন। ৬। আমরা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও অন্যান্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করেছি। আমাদের কেহ অনিষ্ট করতে পারে না। আমরা শত্রুদের পরাভব করব।

৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্ত্বেষো দীদিবাঁ অসদৎসুদক্ষঃ।
অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ শুচিজিহ্বো অগ্নিঃ ॥ ১
ত্বং দূতস্ত্বমু নঃ পরস্পাস্ত্বং বস্য আ বৃষভ প্রণেতা।
অগ্নে তোকস্য নস্তনে তনূনামপ্রযুচ্ছন্দীদ্যদ্বোধি গোপাঃ ॥ ২
বিধেম তে পরমে জন্মন্নগ্নে বিধেম স্তোমৈরবরে সধস্থে।
যস্মাদ্যোনেরুদারিথা যজে তং প্র ত্বে হবীংষি জুহুরে সমিদ্ধে ॥ ৩
অগ্নে যজস্ব হবিষা যজীয়াঞ্ছ্রুষ্টী দেষ্ণমভি গৃণীহি রাধঃ।
ত্বং হ্যসি রয়িপতী রয়ীণাং ত্বং শুক্রস্য বচসো মনোতা ॥ ৪
উভয়ং তে ন ক্ষীয়তে বসব্যং দিবেদিবে জায়মানস্য দস্ম।
কৃধি ক্ষুমন্তং জরিতারমগ্নে কৃধি পতিং স্বপত্যস্য রায়ঃ ॥ ৫
সৈনানীকেন সুবিদত্রো অস্মে যষ্টা দেবাঁ আযজিষ্ঠঃ স্বস্তি।
অদব্ধো গোপা উত নঃ পরস্পা অগ্নে দ্যুমদুত রেবান্দিদীহি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি দেবগণের হোতা, বিদ্বান, প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান, প্রকৃষ্ট বল-শালী, অপ্রতিহত, অনুগ্রহবিশিষ্ট, নিবাসপ্রদ, সকলের ভরণকর্তা ও পবিত্র শিখা-বিশিষ্ট। অগ্নি হোতৃসদনে সুখে উপবেশন করুন। ২। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদের দূত হও। আমাদের আপদ হতে রক্ষা কর। আমাদের নিকট ধন প্রেরণ কর। তুমি প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে আমাদের ও আমাদের পুত্রের রক্ষক হও ও জাগরিত হও। ৩। হে অগ্নি! আমরা তোমার উৎকৃষ্ট জন্মস্থানে তোমার পরিচর্যা করব, তার অধঃস্থিত জন্মস্থানে স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব এবং যে স্থান হতে তুমি উদগত হয়েছ তারও পূজা করব। সেখানে তুমি প্রজ্বলিত হলে অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে। ৪। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি হব্যদ্বারা যজ্ঞ কর। তুমি তৎপর হয়ে দেবগণের নিকট আমাদের প্রদেয় অন্নের প্রশংসা কর। তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের পতি। তুমি

আমাদের দীপ্ত স্তোত্র অবগত হও। ৫। হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি প্রতিদিন উৎপন্ন হও। তোমার দিব্য ও পার্থিব বসু ক্ষয় হয় না। অতএব তুমি স্তোত্রকারী যজমানকে অন্নবান কর এবং সুন্দর অপত্যযুক্ত ধনের স্বামী কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি আপনার দলের সাথে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি দেবগণের যাজক, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞকারী, দেবগণের রক্ষক ও আমাদের পালক; কেউ তোমাকে হিংসা করতে পারে না। তুমি ধনযুক্ত ও কান্তিযুক্ত হয়ে চারদিকে দেদীপ্যমান হও।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

জোহূত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেবেলস্পদে মনুষা যৎসমিদ্ধঃ।
শ্রিয়ং বসানো অমৃতো বিচেতা মর্মৃজেন্যঃ শ্রবস্যঃ স বাজী ॥ ১
শ্রূয়া অগ্নিশ্চিত্রভানুর্হবং মে বিশ্বাভির্গীর্ভিরমৃতো বিচেতাঃ।
শ্যাবা রথং বহতো রোহিতা বোতারুষাহ চক্রে বিভৃত্রঃ ॥ ২
উত্তানায়ামজনয়ন্ত্সুষূতং ভুবদগ্নিঃ পুরুপেশাসু গর্ভঃ।
শিরিণায়াং চিদক্তুনা মহোভিরপরীবৃতো বসতিঃ প্রচেতাঃ ॥ ৩
জিঘর্ম্যগ্নিং হবিষা ঘৃতেন প্রতিক্ষিয়ন্তং ভুবনানি বিশ্বা।
পৃথুং তিরশ্চা বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠমন্নৈ রভসং দৃশানম্ ॥ ৪
আ বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চং জিঘর্ম্যরক্ষসা মনসা তজ্জুষেত।
মর্যশ্রীঃ স্পৃহয়দ্বর্ণো অগ্নির্নাভিমৃশে তন্বাজর্ভুরাণঃ ॥ ৫
জ্ঞেয়া ভাগং সহসানো বরেণ ত্বাদূতাসো মনুবদ্বদেম।
অনূনমগ্নিং জুহ্বা বচস্যা মধুপৃচং ধনসা জোহবীমি ॥ ৬

অনুবাদ: ১। অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার ন্যায়। তিনি মানুষ-কর্তৃক ইলস্পদে (১) প্রজ্বলিত হয়েছেন। তিনি দীপ্তিপূর্ণ মরণরহিত, বিবিধ প্রজ্ঞাবান, অন্নবান ও বলবান। তিনি সকলের পরিচরণীয়। ২। মরণরহিত, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত সে অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শুনুন। শ্যামবর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নির রথ বহন করছে, তিনি নানা স্থানে নীত হচ্ছেন। ৩। অধ্বর্যুগণ ঊর্ধ্বমুখ অরণিতে সুপ্রেরিত অগ্নিকে উৎপন্ন করছেন। অগ্নি বহুরূপ ওষধিসমূহ মধ্যে নবরূপে অবস্থিত আছেন। রাত্রিকালে উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি মহাদীপ্তি সমন্বিত হয়ে বাস করেন। অন্ধকার তাঁকে আবৃত করতে পারে না। ৪। সমস্ত ভুবনের অধিষ্ঠাতা, মহান, সর্বত্রগামী, শরীরবিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ হব্যদ্বারা ব্যাপ্ত, বলবান ও সকলের দৃশ্যমান অগ্নিকে হব্য ঘৃতদ্বারা অর্চনা করি। ৫। সর্বব্যাপী ও যজ্ঞাভিমুখে আগমনোৎসুক অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করছি, তিনি নিরুদ্বেগ মনে সে ঘৃত সেবা করুন। মানুষদের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দীপ্তিতে পূর্ণ হলে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ৬। স্বীয় তেজবলে শত্রুদের পরাভব করবার সময়, হে অগ্নি! তুমি আমাদের সম্ভোগযোগ্য স্তুতি অবগত হও। তোমার আশ্রয় পেয়ে আমরা মনুর ন্যায় স্তব করি। সে অনূন মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহূ ও স্তুতি দ্বারা আহ্বান করি।

টীকা: ১। মূলে 'ইলস্পদে' আছে। ১।৩১।১১ ঋকের টীকা দেখুন।

১১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। বিরাট্স্থানা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রুধী হবমিন্দ্র মা রিষণ্যঃ স্যাম তে দাবনে বসূনাম্।
ইমা হি ত্বামূর্জো বর্ধয়ন্তি বসূয়বঃ সিন্ধবো ন ক্ষরন্তঃ ॥ ১

সুজো মহীরিন্দ্র যা অপিন্বঃ পরিষ্ঠিতা অহিণা শূর পূর্বীঃ।
অমর্ত্যং চিদ্দাসং মন্যমানমবাভিনদুক্‌থৈর্বাবৃধানঃ ॥ ২
উক্‌থেষ্বিন্নু শূর যেষু চাকন্‌ স্তোমেষ্বিন্দ্র রুদ্রিয়েষু চ।
তুভ্যেদেতা যাসু মন্দসানঃ প্র বায়বে সিস্রতে ন শুভ্রাঃ ॥ ৩
শুভ্রং নু তে শুষ্মং বর্ধয়ন্তঃ শুভ্রং বজ্রং বাহ্বোর্দধানাঃ।
শুভ্রস্ত্বমিন্দ্র বাবৃধানো অস্মে দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ ॥ ৪
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়মপ্স্বপীবৃতং মায়িনং ক্ষিয়ন্তম্‌।
উতো অপো দ্যাং তস্তভ্বাংসমহন্নহিং শূর বীর্যেণ ॥ ৫
স্তবা নু ত ইন্দ্র পূর্ব্যা মহান্যুত স্তবাম নূতনা কৃতানি।
স্তবা বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং স্তবা হরী সূর্যস্য কেতূ ॥ ৬
হরী নু ত ইন্দ্র বাজয়ন্তা ঘৃতশ্চুতং স্বারমস্বার্ষ্টাম্‌।
বি সমনা ভূমিরপ্রথিষ্টারংস্ত পর্বতশ্চিৎসরিষ্যন্‌ ॥ ৭
নিপর্বতঃ সাদ্যপ্রযুচ্ছন্ত্‌সং মাতৃভির্বাবশানো অক্রান্‌।
দূরে পারে বাণীং বর্ধয়ন্ত ইন্দ্রেষিতাং ধমনিং পপ্রথন্নি ॥ ৮
ইন্দ্রো মহাং সিন্ধুমাশয়ানং মায়াবিনং বৃত্রমস্ফুরন্নিঃ।
অরেজেতাং রোদসী ভিয়ানে কনিক্রদতো বৃষ্ণো অস্য বজ্রাৎ ॥ ৯
অরোরবীদ্বৃষ্ণো অস্য বজ্রোঽমানুষং যন্মানুষো নিজূর্বাৎ।
নি মায়িনো দানবস্য মায়া অপাদয়ৎ পপিবান্ত্‌সুতস্য ॥ ১০
পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মন্দন্তু ত্বা মন্দিনঃ সুতাসঃ।
পৃণন্তস্তে কুক্ষী বর্ধয়ন্ত্বিত্থা সুতঃ পৌর ইন্দ্রমাব ॥ ১১
ত্বে ইন্দ্রাপ্যভূম বিপ্রা ধিয়ং বনেম ঋতয়া সপন্তঃ।
অবস্যবো ধীমহি প্রশস্তিং সদ্যস্তে রায়ো দাবনে স্যাম ॥ ১২
স্যাম তে ত ইন্দ্র যে ত ঊতী অবস্যব ঊর্জং বর্ধয়ন্তঃ।
শুষ্মিন্তমং যং চাকনাম দেবাস্মে রয়িং রাসি বীরবন্তম্‌ ॥ ১৩
রাসি ক্ষয়ং রাসি মিত্রমস্মে রাসি শর্ধ ইন্দ্র মারুতং নঃ।
সজোষসো যে চ মন্দসানাঃ প্র বায়বঃ পান্ত্যগ্রণীতিম্‌ ॥ ১৪
ব্যন্ত্বিন্নু যেষু মন্দসানস্তৃপৎসোমং পাহি দ্রহ্যাদিন্দ্র।
অস্মান্ত্‌সু পৃৎস্বা তরুত্রাবর্ধয়ো দ্যাং বৃহদ্ভিরর্কৈঃ ॥ ১৫
বৃহন্ত ইন্নু যে তে তরুত্রোক্‌থেভির্বা সুম্নমাবিবাসান্‌।
স্তৃণানাসো বর্হিঃ পস্ত্যাবত্ত্বোতা ইদিন্দ্র বাজমগ্মন্‌ ॥ ১৬
উগ্রেষ্বিন্নু শূর মন্দসানস্ত্রিকদ্রুকেষু পাহি সোমমিন্দ্র।
প্রদোধুবচ্ছ্মশ্রুষু প্রীণানো যাহি হরিভ্যাং সুতস্য পীতিম্‌ ॥ ১৭
ধিষ্বা শবঃ শূর যেন বৃত্রমবাভিনদ্দানুমৌর্ণবাভম্‌।
অপাবৃণোর্জ্যোতিরার্যায় নি সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্র ॥ ১৮
সনেম যে ত ঊতিভিস্তরন্তো বিশ্বাঃ স্পৃধ আর্যেণ দস্যূন্‌।
অস্মভ্যং তত্ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপমরন্ধয়ঃ সাখ্যস্য ত্রিতায় ॥ ১৯
অস্য সুবনস্য মন্দিনস্ত্রিতস্য ন্যর্বুদং বাবৃধানো অস্তঃ।
অবর্তয়ৎ সূর্যো ন চক্রং ভিনদ্বলমিন্দ্রো অঙ্গিরস্বান্‌ ॥ ২০
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি আমার স্তব শোন, অবজ্ঞা করো না। আমরা তোমার

ধনদানের পাত্রস্বরূপ হব। নদীর ন্যায় প্রবাহবিশিষ্ট এ হব্য যজমানের জন্য ধন-কামনা করছে। ওরা তোমায় বর্ধিত করুক। ২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি যে জল বর্ধিত করেছ, অহি সে প্রভূত জল আক্রমণ করেছিল; তুমি সে প্রভূত জল ছেড়ে দিয়েছ। সে দাস আপনাকে অমর মণে করেছিল; তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত হয়ে তাকে নিম্নমুখে পাতিত করেছিলে। ৩। হে শূর ইন্দ্র! যে রুদ্রীয় উকথ ও স্তোমে তুমি স্তুতি কামনা কর ও যাতে তোমার আনন্দ হয়, সে সকল শুভ্র দীপ্যমান স্তুতি বায়ুরূপ তেমার জন্য প্রসূত হচ্ছে। ৪। হে ইন্দ্র! আমরা স্তোত্রদ্বারা তোমার সুখকর বল বর্ধিত করছি এবং তোমার হস্তদ্বয়ে দীপ্ত বজ্র অর্পণ করছি। তুমি বর্ধিত ও তেজযুক্ত হয়ে দীপ্ত আয়ুধ দ্বারা দাস লোকদের পরাভূত কর। ৫। হে শূর ইন্দ্র! গুহায় অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত, তিরোহিত ও জলে অবস্থিত যে মায়াবী অহি নিজসামর্থে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছিল, তুমি বজ্রদ্বারা তাঁকে বিনাশ করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার পুরাতন মহৎকীর্তি সমূহের এবং তোমার অধুনাতন কৃতকর্ম সমূহের স্তুতি করি। তোমার বাহুদ্বয়ে দীপ্যমান বজ্রের স্তুতি করি, তুমি সূর্যাত্মা, তোমার কেতুস্বরূপ হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করি। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার শীঘ্রগামী অশ্বদ্বয় জলবর্ষী মেঘধ্বনি করছে। সমতল পৃথিবী (মেঘগর্জন শ্রবণে) প্রীত হল; মেঘও ইতস্ততঃ গমন করে শোভা পেল। ৮। প্রমাদরহিত মেঘ (অন্তরীক্ষে) নিষন্ন হল; মাতৃভূত জলের সাথে শব্দ করে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতে লাগল। মরুৎগণ অতি দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত শব্দ বর্ধিত করে ইন্দ্রপ্রেরিত সে শব্দ চারদিকে প্রসূত করে দিল। ৯। বলবান ইন্দ্র, ইতস্ততঃ সঞ্চারী মেঘে অবস্থিত, মায়াবী বৃত্রকে নিহত করেছেন। জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের বজ্র স্তনিত শব্দ হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়ে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হল। ১০। যখন মানুষদের হিতকারী ইন্দ্র মানুষদের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের বজ্র বারবার গর্জন করতে লাগল। ইন্দ্র অভিষুত সোমপান করে মায়াবী দানবের মায়া সকল নিপাতিত করেছিলেন। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোমপান কর। মদকর সোমরস তোমাকে আমোদিত করুক, সোমরস তোমার কুক্ষিদেশ পরিপূর্ণ করে তোমাকে প্রীত করুক। এ প্রকারে উদর পূরক সোমরস ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক। ১২। হে ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হব; আমরা কর্মফল কামনায় তোমার পরিচর্যা করে তোমার যাগ করব। তোমার আশ্রয় লাভের অভিলাষে আমরা তোমার প্রশস্তির ধ্যান করি। আমরা যেন এক্ষণে তোমার ধনদানের পাত্র হতে পারি। ১৩। হে ইন্দ্র! তোমার আশ্রয়লাভের অভিলাষে যারা তোমার হব্য বর্ধিত করে, আমরা যেন তাদের ন্যায় তোমার অধীন হতে পারি। হে দ্যুতিমান ইন্দ্র! আমরা যে ধন কামনা করি, তুমি আমাদের সর্বাপেক্ষা বলবান ও বীর পুত্রবিশিষ্ট সে ধন প্রদান কর। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গৃহ প্রদান কর; তুমি আমাদের বন্ধু প্রদান কর; তুমি আমাদের মরুৎগণের ন্যায় বীর্য প্রদান কর। সে সমান প্রীতিযুক্ত বায়ুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অগ্রে নীত সোমপান করেন। ১৫। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ, (তোমার সহায় হলে) তুমি হৃষ্ট হও, তাঁরা শীঘ্র সোমপান করুন; তুমিও আপনাকে দৃঢ় করে তৃপ্ত কর এবং সোমপান কর। হে শত্রুনাশক ইন্দ্র! বলবান অর্চনীয় মরুৎগণের সাথে তুমি যুদ্ধে আমাদের বর্ধিত কর এবং দ্যুলোককেও বর্ধিত কর। ১৬। হে অনিষ্টনিবারক ইন্দ্র! তুমি সুখপ্রদ। যে পুরুষেরা উকথ দ্বারা তোমার পরিচর্যা করে তারা শীঘ্রই মহান হয়ে উঠে। যারা কুশ বিস্তার করতঃ তোমার পরিচর্যা করে তারা তোমার আশ্রয় লাভ করে গৃহের সাথে

অন্নলাভ করে। ১৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি উগ্র ত্রিকদ্রুকে অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে সোম পান কর। অনন্তর প্রীত হয়ে তোমার শ্মশ্রুলিপ্ত সোম ঝেড়ে ফেলে সোমপানার্থে হরি নামক অশ্বে আরোহণ করে যাও। ১৮। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা তুমি দনুর পুত্র বৃত্রকে ঊর্ণনাভির ন্যায় বিনাশ করেছিলে, সে বল ধারণ কর। তুমি আর্যের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ করেছ, দস্যু তোমার বামে বসেছে। ১৯। হে ইন্দ্র! যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করে সমস্ত গর্বকারী মানুষকে অতিক্রম করে এবং আর্যদের দ্বারা দস্যুদের অতিক্রম করে, আমরা তাদের ভজনা করি। তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেছিলে, আমাদের জন্যও সেরূপ কর (১)। ২০। এ হর্ষযুক্ত সুরান ত্রিতদ্বারা বর্ধিত হয়ে ইন্দ্র অর্বুদকে বিনাশ করেছিলেন। সূর্য যেরূপ রথচক্র ঘূর্ণিত করেন, সেরূপ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ করে বজ্র ঘূর্ণিত করেছিলেন এবং বলকে বিনাশ করেছিলেন। ২১। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের প্রদান কর। তুমি ভজনীয়। আমাদের অতিক্রম করে আর কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্রপৌত্র বিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। ত্রিত বা ইন্দ্র কর্তৃক ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হনন সম্বন্ধে একটা বৈদিক আখ্যান আছে। ১০।৮।৮ ও ৯ ঋকে লিখিত আছে। 'আপ্ত্য ত্রিত ইন্দ্রকর্তৃক উৎসাহিত হয়ে পৈত্রিক অস্ত্রদ্বারা ত্রিমস্তক ও সপ্তকিরণযুক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তাকে বধ করলেন। এবং ত্বষ্টার পুত্রের গাভী নিয়ে গেলেন। সৎপালক ইন্দ্র বলদর্পীকে ভেদ করলেন এবং ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করলেন। ত্রিত সম্বন্ধে ১।৫২।৫ দেখুন।

১২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃমণস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতা অরম্ণাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ২
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৩
যেনেমা বিশ্বা চ্যবণা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪
যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৫
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোহবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৬
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং য উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৭
যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেহবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৮
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৯

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১০
যঃ শম্বরং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১১
যঃ সপ্তরশ্মি র্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহন্তং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১২
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৩
যঃ সুন্বন্তমবতি য পচন্তং যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১৪
যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্য।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মনুষ্যগণ! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্ম গ্রহণ মাত্রেই দেবগণের প্রধান ও মনুষ্যগণের অগ্রগণ্য হয়ে বীরকর্মদ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করেছিলেন; যাঁর শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়েছিল, যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র। ২। হে মনুষ্যগণ! যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন; যিনি প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়মিত করেছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, তিনিই ইন্দ্র। ৩। হে মনুষ্যগণ! যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করেছিলেন, যিনি বল কর্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করেছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র। ৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি এ সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করেছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করেছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করে ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। ৫। হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ংকর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? এবং যাঁর সম্বন্ধে লোকে বলে তিনি নেই (১), যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁতে বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র। ৬। হে মনুষ্যগণ। যিনি সমৃদ্ধ ধন প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং যাচক ও স্তুতিকারী ঋত্বিককে ধন প্রদান করেন, যিনি শোভন হনুবিশিষ্ট হয়ে সোমাভিষবকারী ও হস্তে প্রস্তরবিশিষ্ট যজমানের রক্ষক, তিনিই ইন্দ্র। ৭। হে মনুষ্যগণ! অশ্বসমূহ, গোসমূহ, গ্রামসমূহ এবং রথসমূহ যাঁর আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য এবং উষা উৎপাদিত করেছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনিই ইন্দ্র। ৮। হে মনুষ্যগণ! প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সেনা দলে পরস্পর সঙ্গত হয়ে যাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম উভয়বিধ শত্রুগণ যাঁকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দুজনই যাঁকে নানা প্রকারে আহ্বান করে, তিনিই ইন্দ্র। ৯। হে মনুষ্যগণ! যিনি না হলে লোকে জয়লাভ করতে পারে না; যুদ্ধকালে লোকে রক্ষার জন্য যাঁকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও যিনি ক্ষয় রহিত পর্বতাদিও ক্ষয় করেন, তিনিই ইন্দ্র। ১০। হে মনুষ্যগণ! যিনি বজ্রদ্বারা বহুসংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করেছেন, যিনি গর্বকারী মনুষ্যকে সিদ্ধি প্রদান করেন না; যিনি দস্যুগণের হন্তা, তিনিই ইন্দ্র। ১১। হে মনুষ্যগণ! যিনি পর্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে চল্লিশ বৎসর অন্বেষণ করে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি বল প্রকাশকারী অহিনামক শয়ান দানবকে বিনাশ করেছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। ১২। হে মনুষ্যগণ। যিনি সপ্তরশ্মি-

বিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বলবান, যিনি সাতটি নদীকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, যিনি বজ্রবাহু হয়ে স্বর্গারোহণোদ্যত রৌহিণকে বিনাশ করেছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। ১৩। হে মনুষ্যগণ! দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে নমস্কার করে, পর্বতগণ তাঁর বলে ভীত হয়, যিনি সোমপা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র। ১৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করেন, যিনি পাককারীস্তুতিপাঠকারী এবং স্তোত্রকারী যজমানকে রক্ষা করেন, স্তোত্র যাঁর বৃদ্ধিকর, সোম যাঁর বৃদ্ধিকর এবং আমাদের অন্ন যাঁর বৃদ্ধিকর, তিনিই ইন্দ্র! ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি দুর্ধর্ষ হয়ে সোমাভিষবকারী, পাককারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীরপুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট হয়ে চিরকাল তোমার স্তোত্র পাঠ করব।

টীকা ঃ ১। ইন্দ্রের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস আর নেই, ইন্দ্রের অস্তিত্বে লোকের সন্দেহ হয়েছে, তারা জিজ্ঞাসা করে 'তিনি কোথায়? তিনি নাই।' ঋষি সে সন্দিগ্ধমনা লোকদের নিকট ইন্দ্রের অস্তিত্ব প্রকটিত করেছেন, এবং ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে জগতের সৃষ্টিকর্তা এক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকটিত করছেন। ১।১৬৪।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

১৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋতুর্জনিত্রী তস্যা অপস্পরি মক্ষূজাত আবিশদ্যাসু বর্ধতে।
তদাহনা অভবৎ পিপ্যুষী পয়োংংশোঃ পীযূষং প্রথমং অদুকথ্যম্ ॥ ১
সধ্রীমা যন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ো বিশ্বপ্স্ন্যায় প্র ভরন্ত ভোজনম্।
সমানো অধ্বা প্রবতামনুষ্যদে যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ২
অন্বেকো বদতি যদ্দাতি তদ্রূপা মিনন্তদপা এক ঈয়তে।
বিশ্বা একস্য বিনুদাস্তিতিক্ষতে যস্তাকৃণো প্রথমং সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৩
প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবন্তমায়তে।
অসিন্বন্দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাসুক্থ্যঃ ॥ ৪
অধাকৃণোঃ পৃথিবীং সংদৃশে দিবে যো ধৌতীনামহিহন্নারিণক্পথঃ।
তং ত্বা স্তোমেভিরুদভির্ন বাজিনং দেবং দেবা অজনন্ৎসাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৫
যো ভোজনং চ দয়সে চ বর্ধনমাদ্রাদা শুষ্কং মধুমদ্দুদোহিথ।
সঃ শেবধিং নি দধিষে বিবস্বতি বিশ্বস্যৈক ঈশিষে সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৬
যঃ পুষ্পিণীশ্চ প্রস্বশ্চ ধর্মণাধি দানে ব্যবনীরধারয়ঃ।
যশ্চাসমা অজনো দিদ্যুতো দিব উরুরূর্বাঁ অভিতঃ সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৭
যো নার্মরং সহবসুং নিহন্তবে পৃক্ষায় চ দাসবেশায় চাবহঃ।
ঊর্জয়ন্ত্যা অপরিবিষ্টমাস্যমুতৈবাদ্য পুরুকৃৎ সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৮
শতং বা যস্য দশ সাকমাদ্য একস্য শ্রুষ্টৌ যদ্ধ চোদমাবিথ।
অর জ্জৌ দস্যূন্ত্সমুনব্দভীতয়ে সুপ্রাব্যো অভবঃ সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ৯
বিশ্বেদনু রোধনা অস্য পৌংস্যং দদুরস্মৈ দধিরে কৃত্নবে ধনম্।
ষলস্তভ্না বিষ্টিরঃ পঞ্চ সন্দৃশঃ পরি পরো অভবঃ সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ১০
সুপ্রবাচনং তব বীর বীর্যং যদেকেন ক্রতুনা বিন্দসে বসু।
জাতূষ্ঠিরস্য প্র বয়ঃ সহস্বতো যা চকর্থ সেন্দ্র বিশ্বাস্যুক্থ্যঃ ॥ ১১
অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্বীতয়ে চ বয্যায় চ স্রুতিম্।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং শ্রবয়ন্ত্সাস্যুক্থ্যঃ ॥ ১২

অস্মভ্যং তদ্বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহুতে বসব্যম্।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনুদ্যূন্বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। বর্ষা ঋতু সোমের জননী, সোম উৎপন্ন হয়েই জলের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন বলে, তাতেই প্রবেশ করেন। যে সোমলতা জলের সারভূত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, তিনি অভিষবের উপযুক্ত, সে সোমলতার পীযূষ ইন্দ্রের প্রশংসনীয় হব্য। ২। পরস্পর সম্মিলিতা, উদকবাহিনী, এ সকল নদী চারদিকে প্রবাহিতা হচ্ছেন এবং সমস্ত জলের আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে ভোজন প্রদান করছেন। নিম্নগামী জলের গন্তব্য পথ একই। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বে এ সকল কর্ম করেছে; অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য। ৩। এক যজমান যা দান করেন অন্যে তার অনুবাদ করেন। একজন পশু হিংসা করে হিংসাকারী হয়ে যাচ্ছেন, একজন সমস্ত কর্ম বৈগুণ্যের শোধন করছেন। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বে এ সকল কর্ম করেছ অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য। ৪। হে ইন্দ্র! গৃহস্থগণ অভ্যাগত অতিথিকে যেরূপ প্রচুর ধন প্রদান করে; সেরূপ তোমার দেওয়া ধন প্রজাদের মধ্যে বিভাগ করে বাস করছি। কর্মী লোকগণ পিতৃদত্ত ভোজন দন্তদ্বারা ভক্ষণ করে। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বে এ সবল কর্ম করেছ, অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি আকাশের জন্য পৃথিবীকে দর্শনীয়া করেছ; তুমি প্রবাহিত নদী সকলের পথ গমনযোগ্য করেছ। হে অহিহন্তা ইন্দ্র! জলদ্বারা যেরূপ অশ্বকে তৃপ্ত করে, সেরূপ স্তোতাগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করছে। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি ভোজন এবং বৃদ্ধিকর ধন দান করে এবং আর্দ্র কান্ড হতে শুষ্ক এবং মধুর রসবিশিষ্ট শস্যাদি দোহন কর; তুমি পরিচর্যাকারী যজমানকে ধনসকল প্রদান কর। তুমি জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি কর্মদ্বারা ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধি রক্ষা করেছ, দ্যোতমান সূর্যের নানাপ্রকার দীপ্তি উৎপন্ন করেছ এবং মহৎ হয়ে চারদিকে মহৎপ্রাণীদের উৎপন্ন করেছ, তুমি স্তুতিযোগ্য। ৮। হে বহুকর্মকর্তা ইন্দ্র! তুমি হব্যলাভ ও দাসদের নাশের উদ্দেশে নৃমরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করার জন্য বলবতী বজ্রধারার নির্মল মুখ প্রদেশে ওকে প্রদান করেছ, তুমি স্তুতিযোগ্য। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি এক, তোমার সুখের জন্য দশশত অশ্ব আছে, তুমি দস্যুভীতির জন্য (১) রজ্জু রহিত দস্যুদের নাশ করেছ। তুমি সকলের দুষ্প্রাপ্য অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য। ১০। সমস্ত বোধস্বতী নদীগণ ইন্দ্রের বীর্যের অনুবর্তন করে। যজমানগণ ইন্দ্রকে অন্ন প্রদান করে এবং সকল লোকই কর্মী ইন্দ্রের জন্য ধন ধারণ করে। তুমি বিস্তীর্ণ ছয়লোককে নিয়মিত করেছ এবং তুমি পঞ্চজনের পালয়িতা। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য। ১১। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য সকলের শ্লাঘনীয়, তুমি এক কর্মদ্বারা শত্রুদের ধন লাভ করেছ, তুমি বলবান যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করেছ। যে হেতু তুমি এ সকল কর্ম করেছ অতএব তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য। ১২। হে ইন্দ্র তুমি তুর্বীতি ও বয্য যাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হতে পারে তার পথ করে দিয়েছ, তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে তল হতে উদ্ধার করে আপনাকে কীর্তিমান করেছে। অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য। ১৩। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদের ভোগের জন্য ধন দাও। তোমার সে ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সে ধন ভোগ করতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করব।

টীকা : ১। ২।১৫।৪ ঋকের টীকা দেখুন।

১৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অধ্বর্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমামত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যমন্ধঃ ।
কামী হি বীরঃ সদমস্য পীতিং জুহোত বৃষ্ণে তদিদেষ বষ্টি ॥ ১
অধ্বর্যবো অপো বব্রিবাংসং বৃত্রং জঘানাশন্যেব বৃক্ষম্ ।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশায় এব ইন্দ্রো অর্হতি পীতিমস্য ॥ ২
অধ্বর্যবো যো দৃভীকং জঘান যো গা উদাজদপ হি বলং বঃ ।
তস্মা এতমন্তরিক্ষে ন বাতমিন্দ্রং সোমৈরোর্ণুত জূর্ন বস্ত্রৈঃ ॥ ৩
অধ্বর্যবো য উরণং জঘান নব চখ্বাংসং নবতিং চ বাহূন্ ।
যো অর্বুদমব নীচা ববাধে তমিন্দ্রং সোমস্য ভৃথে হিনোত ॥ ৪
অধ্বর্যবো যঃ স্বশ্নং জঘান যঃ শুষ্ণমশুষং যো ব্যংসম্ ।
যঃ পিপ্রুং নমুচিং যো রুধিক্রাং তস্মা ইন্দ্রায়ান্ধসো জুহোত ॥ ৫
অধ্বর্যবো যঃ শতং শম্বরস্য পুরো বিভেদাশ্মনেব পূর্বীঃ ।
যো বর্চিনঃ শতমিন্দ্রঃ সহস্রমপাবপদ্ভরতা সোমমস্মৈ ॥ ৬
অধ্বর্যবো যঃ শতমা সহস্রং ভূম্যা উপস্থেঽবপজ্জঘন্বান্ ।
কুৎসস্যায়োরতিথিগ্বস্য বীরান্ন্যাবৃণগ্ভরতা সোমমস্মৈ ॥ ৭
অধ্বর্যবো যন্নরঃ কাময়াধ্বে শ্রুষ্টী বহন্তো নশথা তদিন্দ্রে ।
গভস্তিপূতং ভরত শ্রুতায়েন্দ্রায় সোমং যজ্যবো জুহোত ॥ ৮
অধ্বর্যবঃ কর্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্বম্ ।
জুষাণো হস্ত্যমভি বাবশে ব ইন্দ্রায় সোমং মদিরং জুহোত ॥ ৯
অধ্বর্যবঃ পয়সোধর্যথা গোঃ সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্ ।
বেদাহমস্য নিভৃতং ম এতদ্দিৎসন্তং ভূয়ো যজতশ্চিকেত ॥ ১০
অধ্বর্যবো যো দিব্যস্য বস্বো যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য রাজা ।
তমূর্দরং ন পৃণতা যবেনেন্দ্রং সোমেভিস্তদপো বো অস্তু ॥ ১১
অস্মভ্যং তদ্বসো দানায় রাধঃ সমর্থয়স্ব বহু তে বসব্যম্ ।
ইন্দ্র যচ্চিত্রং শ্রবস্যা অনু দ্যূন্বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১ হে অধ্বর্যুগণ ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর । বীর ইন্দ্র সর্বদা সোমপানাভিলাষী । অভিষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সোম প্রদান কর, তিনি তা কামনা করেন । ২ । হে অধ্বর্যুগণ ! যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনি দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করেছিলেন, সে সোমভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, ইন্দ্র সোমপানে উপযুক্ত । ৩ । হে অধ্বর্যুগণ ! যে ইন্দ্র দৃভীককে বিনাশ করেছিলেন, যিনি বলকর্তৃক অবরুদ্ধ গাভী সকল উদ্ধার করে তাকে বধ করেছিলেন, সে ইন্দ্রের জন্য বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত, সেরূপ সোমকে সর্বত্র ব্যাপ্ত কর । জীর্ণকে যেরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, ইন্দ্রকে সেরূপ সোমদ্বারা আচ্ছাদিত কর । ৪ । হে অধ্বর্যুগণ ! যে ইন্দ্র নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করেছিলেন এবং অর্বুদকে অধোমুখ করে বিনাশ করেছিলেন, সোম সম্পাদিত হলে সে ইন্দ্রকে প্রীত কর । ৫ । হে অধ্বর্যুগণ ! যে ইন্দ্র সুখে অশ্বকে বিনাশ করেছিলেন, যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন করে হত্যা করেছিলেন, যিনি পিপ্রু নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করেছিলেন, সে ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান কর । হে অধ্বর্যুগণ ! যে ইন্দ্র, প্রস্তরের ন্যায় বজ্রদ্বারা শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী ভেদ করেছিলেন এবং যিনি বর্চীর শত সহস্র

পুত্রকে ভূমিতে পালিত করেছিলেন, সে ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর। ৭। হে অধ্বর্যুগণ ! শত্রুহননকারী যে ইন্দ্র ভূমির ক্রোড়ে শত সহস্র অসুরকে পাতিত করেছিলেন এবং যে ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিদের বধ করেছিলেন, সে ইন্দ্রের জন্য সোম আরোহণ কর। ৮। হে নেতা অধ্বর্যুগণ ! তোমরা যা কামনা কর, ইন্দ্রকে সোম প্রদান করলে তা শীঘ্রই প্রাপ্ত হবে। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের জন্য হস্তদ্বারা শোধিত সোম আহরণ কর। হে যাজ্ঞিকগণ ! ইন্দ্রের জন্য তা প্রদান কর। ৯। হে অধ্বর্যুগণ ! ইন্দ্রের জন্য সুখকর সোম প্রস্তুত কর। সম্ভোগযোগ্য জলে শোধিত সোম ঊর্ধ্বে আন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে তোমাদের হস্তদ্বারা অভিষুত সোম কামনা করতেন। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর সোম প্রদান কর। ১০। হে অধ্বর্যুগণ-! গাভীর উধঃ যেরূপ দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, সেরূপ এ ফলদাতা ইন্দ্রকে সোমদ্বারা পূর্ণ কর। সোমের গূঢ়ম্বভাব তা জানি ! যজনীয় ইন্দ্র, সোমপ্রদ যজমানকে বিশেষরূপে অবগত আছেন। ১১। হে অধ্বর্যুগণ ! ইন্দ্র স্বর্গীয় ও অন্তরিক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ ধনের রাজা যবদ্বারা যেরূপ শস্য রাখবার স্থান পূর্ণ করে; ইন্দ্রকে সোম দ্বারা সেরূপ পূর্ণ কর। সে কার্য তোমাদের দ্বারা সম্পূর্ণ হোক। ১১। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র ! আমাদের ভোগের জন্য ধন দাও। তোমার সে ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সে ধন ভোগ করতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করব।

১৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ঘা ন্বস্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্।
ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্যাস্য মদে অহিমিন্দ্রো জঘান ॥ ১
অবংশে দ্যামস্তভায়দ্বৃহন্তমা রোদসী অপৃণদন্তরিক্ষম্।
স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ২
সদ্মেব প্রাচো বি মিমায় মানৈর্বজ্রেণ খান্যতৃণন্নদীনাম্।
বৃথাসৃজৎপথিভিদীর্ঘয়াথৈঃ সোমস্য তা নদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৩
স প্রবোড়হৄন্ পরিগত্যা দভীতের্বিশ্বমধাগায়ুধমিধে অগ্নৌ।
সং গোভিরশ্বৈরসৃজদ্রথেভিঃ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৪
স ঈং মহীং ধুনিমেতোররম্নাৎ সো অস্নাতৄনপারয়ৎস্বস্তি।
ত উৎস্নরায় রয়িমভি প্র তস্থুঃ সোমস্য তা নদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৫
সোদঞ্চং সিন্ধুমরিণান্মহিত্বা বজ্রেণান উষসঃ সং পিপেষ।
অজবসো জবিনীভির্বিবৃশ্চন্ত সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৬
স বিদ্বাঁ অপগোহং কনীনামাবির্ভবন্ন দতিষ্ঠৎ পরাবৃক্।
প্রতি শ্রোণঃ স্থাদ্ব্যনগচষ্ট সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৭
ভিনদ্বলমঙ্গিরোভিগৃর্ণানো বি পর্বতস্য দৃংহিতান্যৈরৎ।
রিণগ্রোধাংসি কৃত্রিমাণ্যেষাং সোকস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৮
স্বপ্নেনাভ্যুপ্যা চুমুরিং ধুনিং চ জঘন্থ দস্যুং প্র দভীতিমাবঃ।
রম্ভী চিদত্র বিবিদে হিরণ্যং সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার ॥ ৯
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগোবৃ নো হৃদ্বদেম বিপথে সুবীরাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। আমি বলবান সত্যসংকল্প ইন্দ্রের যথার্থ ও মহৎকীর্তিসমূহ বর্ণনা

করব। ইন্দ্র ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে সোমপান করেছেন। সোমজনিত হর্ষ জন্মিলে ইন্দ্র অহিকে বধ করলেন। ২। ইন্দ্র আকাশে দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে আপনার তেজে পরিপূরিত করেছেন। বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করেছেন ও তাকে প্রথিত করেছেন। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন। ৩। তিনি যজ্ঞগৃহের ন্যায় পরিমাণ করে লোক সকলকে প্রাঙমুখ করে নির্মাণ করেন, তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গমন দ্বার সকল খুলে দেন, তিনি অনায়াসে দীর্ঘকাল গন্তব্য পথে নদী সকলকে প্রেরণ করেন, সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন। ৪। যারা দভীতিকে (১) বহন করছিল, ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হয়ে তাদের সমস্ত আয়ুধ দীপ্যমান অগ্নিতে দগ্ধ করলেন। পরে দভীতিকে বহুসংখ্যক গো অশ্ব ও রথ প্রদান করলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে এ সকল কার্য করেছিলেন। ৫। সে ইন্দ্র ধুনি নামক মহানদীকে (২) পার গমনার্থে উপশমিত করেছিলেন। অসন্তগণকে নিরাপদে পার করেছিলেন। তারা নদী উত্তীর্ণ হয়ে ধন লক্ষ্য করে গমন করেছিল। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন। ৬। ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করেছেন (৩) বেগবান সেনাদ্বারা দুর্বল সেনা ভেদ করে বজ্রের দ্বারায় ঊষার রথ চূর্ণ করেছেন। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হলে ইন্দ্র এ সকল কর্ম করেছিলেন। ৭। কন্যাগণের পলায়ন অবগত হয়ে পরাবৃজ ঋষি সকলের প্রত্যক্ষে উঠে দাঁড়ালেন; পঙ্গু হলেও কন্যাগণের প্রতি ধাবমান হলেন। চক্ষুহীন হলেও দেখলেন (৪)। ইন্দ্র, সোমপান জনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে সকল কর্ম করেছিলেন। ৮। অঙ্গিরাগণ স্তব করলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করেছিলেন। পর্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করেছিলেন। এদের কৃত্রিম রোধ সকলও উদ্ঘাটিত করেছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে এ সকল কর্ম করেছিলেন। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি চুমুরি ও ধুনির দীর্ঘ নিদ্রা প্রথিত করে ওদের বিনাশ করেছিলে, দভীতিনামক রাজর্ষিকে রক্ষা করেছিলে। ওর বেত্রধারী দৌবারিকও স্তুর হিরণ্য লাভ করেছিল। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে সকল কর্ম করেছিলেন। ১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সবল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও! তুমি ভজনীয়, আমাদের অতিক্রম করে আর কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা : ১। পূর্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ দভীতি নামক ঋষির নগর অবরোধ করে দভীতিকে নিয়ে নগর হতে বার হয়েছিল। সায়ণ। ২। অর্থাৎ পরুষ্ণী নদী। সায়ণ। ১।৫১।৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। কাশ্মীরে সিন্ধু নদী উত্তরপশ্চিম-প্রবাহিনী। ৪। পূর্বকালে চক্ষুহীন পাদহীন পরাবৃজ ঋষি কতকগুলি কন্যা বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কন্যাগণ ঋষিকে দেখেই পলায়ন করে। ঋষি ইন্দ্রকে স্তব করে চক্ষু ও পদ লাভ করেছিলেন। সায়ণ। ১।১১২।৮ দেখুন।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমায় সুষ্টুতিমগ্নাবিব সমিধানে হবির্ভরে।
ইন্দ্রমজুর্যং জরয়ন্তমুক্ষিতং সনাদ্যুবানমবসে হবামহে ॥ ১

যস্মাদিন্দ্রাদ্বৃহতঃ কিং চনেমৃতে বিশ্বান্যস্মিন্ত্সংভৃতাধি বীর্যা ।
জঠরে সোমং তন্বীসহো মহো হস্তে বজ্রং ভরতি শীর্ষণি ক্রতুম্ ॥ ২
ন ক্ষোণীভ্যাং পরিভ্বে ত ইন্দ্রিয়ং ন সমুদ্রৈঃ পর্বতৈরিন্দ্র তে রথঃ ।
ন তে বজ্রমন্বশ্নোতি কশ্চন যদাশুভিঃ পতসি যোজনা পুরু ॥ ৩
বিশ্বে হ্যস্মৈ যজতায় ধৃষ্ণবে ক্রতুং ভরন্তি বৃষভায় সশ্চতে ।
বৃষা যজস্ব হবিষা বিদুষ্টরঃ পিবেন্দ্র সোমং বৃষভেণ ভানুনা ॥ ৪
বৃষ্ণঃ কোশঃ পবতে মধ্ব ঊর্মির্বৃষভান্নায় বৃষভায় পাতবে ।
বৃষণাধ্বর্যু বৃষভাসো অদ্রয়ো বৃষণং সোমং বৃষভায় সুষ্বতি ॥ ৫
বৃষা তে বজ্র উত তে বৃষা রথো বৃষণা হরী বৃষভাণ্যায়ুধা ।
বৃষ্ণো মদস্য বৃষভ ত্বমীশিষ ইন্দ্র সোমস্য বৃষভস্য তৃপ্ণুহি ॥ ৬
প্র তে নাবং ন সমনে বচস্যুবং ব্রহ্মণা যামি সবনেষু দাধৃষিঃ ।
কুবিন্নো অস্য বচসো নিবোধিষদিন্দ্রমুৎসং ন বসুনঃ সিচামহে ॥ ৭
পুরা সম্বাধাদভ্যা ববৃৎস্ব নো ধেনুর্ন বৎসং যবসস্য পিপ্যুষী ।
সকৃৎসু তে সুমতিভিঃ শতক্রতো সং পত্নীভির্ন বৃষণো নসীমহি ॥ ৮
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী ।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। তোমাদের উপকারার্থে দেবগণের জ্যেষ্ঠতম ইন্দ্রের জন্য দীপ্যমান অগ্নিতে হব্য প্রদান করছি। পরে তাঁর মনোহর স্তুতি করছি। আমাদের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত সমস্ত জগতের জরা প্রদানকারী, সোমসিক্ত, সনাতন, তরুণবয়স্ক, ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ২। বৃহৎ ইন্দ্র বিনা জগৎ নেই। যে ইন্দ্রে সমস্ত সামর্থ সম্ভৃত হয়েছে, সে ইন্দ্র উদরে সোমরস ধারণ করেন, তাঁর শরীরে বল ও তেজ আছে, তাঁর হস্তে বজ্র ও মস্তকে জ্ঞান আছে। ৩। হে ইন্দ্র। তুমি যখন শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করে বহুযোজন যাও তখন দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল পরিভব করতে পারে না। সমুদ্র ও পর্বত তোমার রথ পরিভব করতে পারে না, কোনও ব্যক্তি তোমার বজ্র পরিভব করতে পারে না। ৪। সকলে যজনীয়, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষী, সদা সজ্জিত ইন্দ্রের যজ্ঞ করছে ; তুমি সোমদাতা ও বিদ্বান, তুমিও ইন্দ্রের জন্য যাগ কর। হে ইন্দ্র। অভীষ্টবর্ষী দীপ্যমান অগ্নির সাথে সোমপান কর। ৫। অভীষ্ট-বর্ষী মদকর সোমরস, অনুষ্ঠাতাগণের উত্তেজক হয়ে বলপ্রদ, অন্নবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পানার্থে যাচ্ছে। সোমরসপ্রদ অধ্বর্যুদ্বয় এবং অভীষ্টবর্ষী অভিষব-প্রস্তরগণ অভীষ্টবর্ষী সোমকে তোমার জন্য অভিষবণ করছে, তুমিও অভীষ্ট-বর্ষী (১)। ৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র। তোমার বজ্র অভীষ্টবর্ষী, তোমার রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার হরি নামক অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, তোমার আয়ুধ সকলও অভীষ্টবর্ষী। তুমিই মদকর অভীষ্টবর্ষী সোমের অধিকারী। হে ইন্দ্র ! অভীষ্টবর্ষী সোমে তুমি তৃপ্ত হও। ৭। তুমি শত্রুবিনাশক, তুমি সংগ্রামে স্তোত্রাভিলাষী ও নৌকার ন্যায় বিপদ উদ্ধারক, আমি যজ্ঞকালে স্তোত্র করতে করতে তোমার নিকট যাচ্ছি। ইন্দ্র আমাদের এ স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে অবগত হোন। আমরা কূপের ন্যায় দানাধার ইন্দ্রকে সিক্ত করব। ৮। তৃণ ভক্ষণে তৃপ্ত গাভী যেমন বৎসকে পরাবর্তিত করে, সেরূপ হে ইন্দ্র! আমাদের অনিষ্ট হতে অগ্রেই পরাবর্তিত কর। হে শতক্রতু। পত্নীগণ যেরূপ যুবাকে ব্যাপ্ত করে, সেরূপ আমরা সুন্দর স্তোত্রদ্বারা একবার তোমাকে ব্যাপ্ত করব। ৯। হে ইন্দ্র ! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের প্রদান

কর। তুমি ভজনীয়, আমাদের অতিক্রম করে আর কাকেও দিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে ও এর পরের ঋকে 'বৃষ' শব্দের বারবার ব্যবহারই উদ্দেশ্য।

১৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তদস্মৈ নব্যমঙ্গিরস্বদর্চত শুষ্মা যদস্য প্রত্নথোদীরতে।
বিশ্বা যদ্গোত্রা সহসা পরীবৃতা মদে সোমস্য দৃংহিতান্যৈরয়ৎ ॥ ১
স ভূতু যো হ প্রথমায় ধায়স ওজো মিমানো মহিমানমাতিরৎ।
শূরো যো যুৎসু তন্বং পরিব্যত শীর্ষণি দ্যাং মহিনা প্রত্যমুঞ্চত ॥ ২
অধাকৃণোঃ প্রথমং বীর্যং মহদ্যদস্যাগ্রে ব্রহ্মণা শুষ্মমৈরয়ঃ।
রথেষ্ঠেন হর্যশ্বেন বিচ্যুতাঃ প্র জীরয়ঃ সিস্রতে সধ্র্যক্ পৃথক্ ॥ ৩
অধা যো বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনেশানকৃৎ প্রবয়া অভ্যবর্ধত।
আদ্রোদসী জ্যোতিষা বহ্নিরাতনোৎসীব্যন্তমাংসি দুধিতা সমব্যয়ৎ ॥ ৪
স প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃংহদোজসাধরাচীনমকৃণোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়সমস্তভ্নান্মায়য়া দ্যামবস্রসঃ ॥ ৫
সাস্মা অরং বাহুভ্যাং যং পিতাকৃণোদ্বিশ্বস্মাদা জনুষো বেদসস্পরি।
যেনা পৃথিব্যাং নি ক্রিবিং শয়ধ্যৈ বজ্রেণ হত্ব্যবৃণক্তুবিষ্বণিঃ ॥ ৬
অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানদা সদসস্ত্বামিয়ে ভগমৎ।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যা ভর দদ্ধি ভাগং তন্বোযেন মামহঃ ॥ ৭
ভোজং ত্বামিন্দ্র বয়ং হুবেম দদিষ্ট্বমিন্দ্রাপাংসি বাজান্।
অবিড্‌ঢীন্দ্র চিত্রয়া ন ঊতী কৃধি বৃষন্নিন্দ্র বস্যসো নঃ ॥ ৮
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতাগণ। তোমরা অঙ্গিরাগণের ন্যায় নূতন স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে উপাসনা কর। যেহেতু ইন্দ্রের শোষক তেজঃ পূর্বকালের ন্যায় উদিত হচ্ছে। যেহেতু সোম জনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে ইন্দ্র বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত সমস্ত মেঘ-রাশি উদঘাটিত করেছিলেন। ২। যে ইন্দ্র বল প্রকাশ করে প্রথম সোমপানের জন্য আপন মহিমা বর্ধিত করেছেন। যে শত্রু বিনশক ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্বীয় শরীর পরিবীত করেছিলেন, সে ইন্দ্র প্রীত হোন। তিনি স্বীয় মহিমায় আপন মস্তকে দ্যুলোক ধারণ করেছেন। ৩। সে ইন্দ্র! তুমিও তোমার মহাবীর্য প্রকাশ করেছ। কারণ স্তোত্র দ্বারা প্রীত হয়ে তুমি শত্রু বিনাশক বল প্রকটিত করেছ। অনিষ্টকারী-গণ তোমার রথস্থিত হরিনামক অশ্ব কর্তৃক বিচ্যুত হয়ে কতক একত্রে ও কতক পৃথক হয়ে পলায়ন করেছে। ৪। প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্র নিজ বলে সমস্ত ভুবন অভিভব করে আপনাকে সকলের অধিপতি করে বর্ধিত হয়েছেন। অনন্তর জগতের বাহক ইন্দ্র নিজতেজে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করেছেন এবং দুঃস্থিত তমোরাশি চারদিকে নিক্ষেপ করে জগৎ ব্যাপ্ত করেছেন। ৫। ইন্দ্র ইতস্ততঃ গমনকারী পর্বত সমূহকে নিজ বলে অচল করেছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করেছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে ধারণ করেছেন প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হতে রক্ষা করেছেন। ৬। ইন্দ্র এ জগতের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়েছেন। তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্বজীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলে নিজহস্তে জগৎ

নির্মাণ করেছেন। বহু কীর্তিমান ইন্দ্র এ জ্ঞানদ্বারা ত্রিধিকে বজ্রদ্বারা আঘাত করে পৃথিবীতে শয়ন করে থাকবার জন্য বিনাশ করেছেন। ৭। হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হতেই ভাগ প্রার্থনা করে (১) সেরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচঞা করি। সে ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর এবং সে ধনের পরিমাণ কর ও তা সম্পাদন কর। আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর, এ ধনে তুমি স্তোতাগণকে সম্মানিত কর। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি পালয়িতা; আমরা তোমাকে আহবান করি। তুমি কর্ম ও অন্নের দাতা। তুমি নানা প্রকারে আশ্রয় প্রদান করে আমাদের রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি আমাদের অত্যন্ত ধনবান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও। তুমি ভজনীয়, আমাদের অতিক্রম করে কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। 'পতিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।' এ হতে প্রতীয়মান হয়, তৎকালে অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পেতেন এরূপ রীতি ছিল। বোধ হয় অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকতেন, নচেৎ তাঁদের সম্পত্তির অংশ পাওয়ার একটি বিধি হওয়া সম্ভব নয়।

১৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাতা রথো নবো যোজি সস্নিশ্চতুর্যুগস্ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ।
দশারিত্রো মনুষ্যঃ স্বর্ষাঃ স ইষ্টিভির্মতিভী রংহ্যোভূৎ ॥ ১
সাস্মা অরং প্রথমং স দ্বিতীয়মুতো তৃতীয় মনুষঃ স হোতা।
অন্যস্যা গর্ভমন্য উ জনন্ত সো অন্যেভিঃ সচতে জেন্যো বৃষা ॥ ২
হরী নু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ সূক্তেন বচসা নবেন।
মো ষু ত্বামত্রে বহবো হি বিপ্রা নি রীরমন্যজমানাসো অন্যে ॥ ৩
আ দ্বাভ্যাং হরিভ্যামিন্দ্র যাহ্যা চতুর্ভিরা ষড়্ভির্হূয়মানঃ।
আষ্টাভির্দশভিঃ সোমপেয়ময়ং সুতঃ সুমখ মা মৃধস্কঃ ॥ ৪
আ বিংশত্যা ত্রিংশত্যা যাহ্যর্বাঙা চত্বারিংশতা হরিভির্যুজানঃ ॥
আ পঞ্চাশতা সুরথেভিরিন্দ্রা ষষ্ট্যা সপ্তত্যা সোমপেয়ম্ ॥ ৫
আশীত্যা নবত্যা যাহ্যর্বাঙা শতেন হরিভিরুহ্যমানঃ।
অয়ং হি তে শুনহোত্রেষু সোম ইন্দ্র ত্বায়া পরিষিক্তো মদায় ॥ ৬
মম ব্রহ্মেন্দ্র যাহ্যচ্ছা বিশ্বা হরী ধুরি ধিষ্বা রথস্য।
পুরুত্রা হি বিহব্যো বভূথাস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব ॥৭
ন ম ইন্দ্রেণ সখ্যং বি যোষদস্মভ্যমস্য দক্ষিণা দুহীত।
উপ জ্যেষ্ঠে বরূথে গভস্তৌ প্রায়েপ্রায়ে জিগীবাংসঃ স্যাম ॥ ৮
নূনং সাতে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। স্তুতিযোগ্য ও বিশুদ্ধ যজ্ঞ প্রাতঃকালে আরব্ধ হয়েছে, এ যজ্ঞে চারখানা প্রস্তর, তিন প্রকার স্বর, সপ্ত প্রকার ছন্দঃ ও দশ প্রকার পাত্র আছে। এ মানুষদের

প্রথিত হবে। ২। ঐ যজ্ঞ
হিতকর ও স্বর্গদাতা। এ মনোহর স্তুতি ও যাগাদিদ্বারা প্রথিত হবে। এ মানুষদের জন্য শুভ
এ ইন্দ্রের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবনে পর্যাপ্ত হল। উৎপাদন করছেন।
ফল আনে। অন্য ঋত্বিকগণ অন্য প্রসিদ্ধ বাক্যের গর্ভ ৩। ইন্দ্রের রথে
অভীষ্টবর্ষী জয়শীল যজ্ঞ অন্য দেবগণের সাথে মিলিত হচ্ছে। এ যজ্ঞে বহুসংখ্যক
নূতন স্তোত্র দ্বারা শীঘ্র গমনার্থে হরিনামক অশ্ব যোজনা করি। তৃপ্ত করতে পারে না।
মেধাবী স্তোতা আছেন, অন্য যজমানগণ তোমাকে সম্যক আট অথবা দশ সংখ্যক
৪। হে ইন্দ্র! তুমি আহূত হয়ে দুই, চার অথবা ছয় অথবা ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! এ
হরিনামক অশ্বের সাহায্যে সোমপানার্থে এস। হে শোভন ৫। হে ইন্দ্র!
সোম তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে তুমি ওকে হিংসা করো না। ষষ্টি অথবা সপ্ততি
তুমি উত্তম গতিবিশিষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ৬। হে ইন্দ্র!
সংখ্যক অশ্বের যোগে আমাদের অভিমুখে সোমপানার্থে এস। আমাদের অভিমুখে এস।
অশীতি নবতি বা শত সংখ্যক অশ্বদ্বারা বাহিত হয়ে পাত্রে সোম পরিষিক্ত হচ্ছে।
হে ইন্দ্র! যেহেতু, তোমার আনন্দের জন্য তোমার জন্য অশ্বদ্বয়কে রথের
৭। হে ইন্দ্র! আমার স্তুতির অভিমুখে এস। জগদ্ব্যাপী আহ্বান করে। হে
অগ্রভাগে সংযোজিত কর। বহুসংখ্যক যজমান তোমাকে সখ্য যেন বিযুক্ত না
শূর! তুমি এ যজ্ঞে হৃষ্ট হও। ৮। ইন্দ্রের সাথে আমার আমরা যেন ইন্দ্রের
হয়। এ ইন্দ্রের দক্ষিণা আমাদের অভিমত ফলপ্রদান করুক। প্রতিযুদ্ধে আমরা
প্রশংসনীয় ও আপদনিবারক হস্তদ্বয়ের সমীপে অবস্থিত করি এবং স্তুতিকারীর অভিমত
জয়লাভ করি। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা তুমি ভজনীয় আমাদের
সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও। ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে
অতিক্রম করে আর কাকেও দিও না। আমরা পুত্র
প্রভূত স্তুতি করব।

১৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।
যস্মিন্নিন্দ্রঃ প্রদিবি বাবৃধান ওকো দধে ব্রহ্মণ্যন্তশ্চ নরঃ ॥ ১
অস্য মন্দানো মধ্বো বজ্রহস্তোঽহিমিন্দ্রো অর্ণোবৃতং বি বৃশ্চৎ।
প্র যদ্বয়ো ন স্বসরাণ্যচ্ছা প্রয়াংসি চ নদীনাং চক্রমন্ত ॥ ২
স মাহিন ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহিহাচ্ছা সমুদ্রম্।
অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্গা অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধৎ ॥ ৩
সো অপ্রতীনি মনবে পুরূণীন্দ্রো দাশদ্দাশুষে হন্তি বৃত্রম্।
সদ্যো যো নৃভ্যো অতসায্যো ভূৎপস্পৃধানেভ্যঃ সূর্যস্য সাতৌ ॥ ৪
স সুন্বত ইন্দ্রঃ সূর্যমা দেবো রিণঙ্মর্ত্যায় স্তবান্।
আ যদ্রয়িং গুহকবদ্যমস্মৈ ভরদংশং নৈতশো দশস্যন্ ॥ ৫
স রন্ধয়ৎ সদিবঃ সারথয়ে শুষ্ণমশুষং কুযবং কুৎসায়।
দিবোদাসায় নবতিং চ নবেন্দ্রঃ পুরো ব্যৈরচ্ছম্বরস্য ॥ ৬
এবা ত ইন্দ্রোচথমহেম শ্রবস্যা ন ত্মনা বাজয়ন্তঃ।
অশ্যাম তৎ সাপ্তমাসুষাণা ননমো বধরদেবস্য পীয়োঃ ॥ ৭
এবা তে গৃৎসমদাঃ শূর মন্মাবস্যবো ন বয়ুনানি তক্ষুঃ।
ব্রহ্মণ্যন্ত ইন্দ্র তে নবীয় ইষমূর্জং সুক্ষিতিং সুম্নমশ্যুঃ ॥ ৮
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী।
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। সোমাভিষবকারী মনীষী যজমানের মদকর অন্ন ইন্দ্র আনন্দের জন্য ভক্ষণ করুক। এ পুরাণ অন্নে বর্ধমান হয়ে ইন্দ্র ওতে বাস করেছেন। ইন্দ্রের সোমাভিলাষী ঋত্বিকগণও ওতে বাস করেছেন। ২। এ মদকর সোমে আনন্দিত হয়ে ইন্দ্র হস্তে বজ্রধারণ করে জলের আবরক অহিকে ছেদন করেছিলেন। তখন প্রীতিকর জলরাশি পক্ষীগণ যেরূপ কুলায়াভিমুখে যায়, সেরূপ সমুদ্র অভিমুখে গমন করতে লাগল। ৩। অহিহন্তা পূজনীয় ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্রাভিমুখে প্রেরণ করলেন। তিনি সূর্যকে উৎপাদন করে গোসমূহ লাভ করলেন এবং তেজোবলে দিবসসমূহ প্রকাশ করলেন। ৪। ইন্দ্র হব্যদায়ী মনুষ্য যজমানের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধন দান করছেন। বৃত্রকে বিনাশ করছেন। তিনি সূর্যলাভের জন্য স্তোতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে সে সময়ে সকলের আশ্রয়ভাজন হয়েছিলেন। ৫। (এতশ ঋষি) ইন্দ্রের স্তব করলে দ্যোতমান ইন্দ্র সোমাভিষবকারী মনুষ্য এতশকে (১) সূর্য আনিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু পিতা যেরূপ (পুত্রকে) ধন প্রদান করেন, এতশ সেরূপ যজ্ঞকালে ইন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন ও অমূল্য সোমরস প্রদান করেছিলেন। ৬। দীপ্তিযুক্ত ইন্দ্র আপনার সারথ্যকারী কুৎস রাজর্ষির জন্য শুষ্ম অশুষ এবং কুষবকে বশীভূত করেছিলেন এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতি পুরী বিদারণ করেছিলেন। ৭। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষে তোমাকে বলবান করে তোমার স্তুতি সম্পাদন করছি। তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে আমরা সপ্তপদী সখ্যতা লাভ করি। দেহরহিত পীয়ুর বিরুদ্ধে তোমার বজ্র ক্ষেপন কর। ৮। হে বলবান ইন্দ্র! গমনাভিলাষী লোক যেরূপ পথ প্রস্তুত করে সেরূপ গৃৎসমদগণ তোমার জন্য মনোহর স্তুতি রচনা করছে। তুমি সর্বাপেক্ষা নূতন, তোমার স্তোত্রাভিলাষী গৃৎসমদগণ যেন অন্ন, বল, গৃহ ও সুখ প্রাপ্ত হয়। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও। তুমি ভজনীয়, আমাদের অতিক্রম করে আর কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। ১।১৬।১৫ ঋকের টীকা দেখুন।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়ং তে বয় ইন্দ্র বিদ্ধিষু ণঃ প্র ভরামহে বাজয়ুর্ন রথম্।
বিপন্যবো দীধ্যতো মনীষা সুম্নমিয়ক্ষন্তস্ত্বাবতো নৄন্ ॥ ১
ত্বং ন ইন্দ্র ত্বাভিরূতী ত্বায়তো অভিষ্টিপাসি জনান্।
ত্বমিনো দাশুষো বরূতেত্থাধীরভি যো নক্ষতি ত্বা ॥ ২
স নো যুবেন্দ্রো জোহূত্রঃ সখা শিবো নরামস্তু পাতা।
যঃ শংসন্তং যঃ শশমানমূতী পচন্তং চ স্তুবন্তং চ প্রণেষৎ ॥ ৩
তমু স্তুষ ইন্দ্রং তং গৃণীষে যস্মিন্ পুরা বাবৃধুঃ শাশদুশ্চ।
স বস্বঃ কামং পীপরদিয়ানো ব্রহ্মণ্যতো নূতনস্যায়োঃ ॥ ৪
সো অঙ্গিরসামুচথা জুজুষ্বান্ ব্রহ্মা তূতোদিন্দ্রো গাতুমিষ্ণন্।
মুষ্ণন্নুষসঃ সূর্যেণ স্তবানশ্নস্য চিচ্ছিশ্নথৎ পূর্ব্যাণি ॥ ৫
স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব ঊর্ধ্বো ভুবন্মনুষে দস্মতমঃ।
অব প্রিয়মর্শসানস্য সাহ্বাঞ্ছিরো ভরদ্দাসস্য স্বধাবান্ ॥ ৬
স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসীরৈরয়দ্বি।
অজনয়ন্মনবে ক্ষামপশ্চ সত্রা শংসং যজমানস্য তূতোৎ ॥ ৭

তস্মৈ তবস্য মনু দায়ি সত্রেন্দ্রায় দেবেভিরর্ণসাতৌ।
প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূনপুর আয়সীর্নি তারীৎ ॥ ৮
নূনং সা তে প্রতি বরং জরিত্রে দুহীয়দিন্দ্র দক্ষিণা মঘোনী
শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মাতি ধগ্‌ভগো নো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! অন্নাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ রথ প্রস্তুত করে, সেরূপ আমরাও তোমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করি। তুমি আমাদের ভাল করে জান। আমরা স্তুতি দ্বারা তোমাকে দীপ্যমান করছি। আমরা তোমার ন্যায় লোকের নিকট সুখ যাচঞা করি। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পালন করে আমাদের (রক্ষা কর)। যারা তোমাকে কামনা করে তুমি তাদের শত্রু হতে রক্ষা কর। তুমি হব্যদাতা যজমানের ঈশ্বর ও তার শত্রুনিবারক। তোমায় যে হব্যদ্বারা পরিচর্যা করে, তার জন্য তুমি এ সকল কর্ম করে থাক। ৩। আমরা যজ্ঞকার্য করছি, তরুণবয়স্ক, আহ্বানযোগ্য, সখাতুল্য, সুখকর ইন্দ্র আমাদের পালন করুক। যে স্তোত্র উচ্চারণ করে, ক্রিয়া সমাধান করে, হব্য পাক করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান করে তাদের কর্মের পারে নিয়ে যান। ৪। আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি, তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর স্তোতাগণ পূর্বে বর্ধিত হয়েছিলেন এবং শত্রুদের হিংসা করেছিলেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করায় ইন্দ্র যেন স্তোত্রাভিলাষী নূতন যজমানের ধনেচ্ছা পূরণ করেন। ৫। অঙ্গিরাগণের উকথ সমূহে প্রীত হয়ে ইন্দ্র তাদের (গোআনার) পথ দেখিয়ে দিলেন ও তাদের স্তোত্র পূর্ণ করলেন। স্তোতাগণ স্তব করলে ইন্দ্র সূর্য দ্বারা উষাকে অপহরণ করে অশ্বের পুরাতন নগরসমূহ বিনাশ করেছিলেন। ৬। দ্যুতিমান, কীর্তিমান অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, শত্রুনাশক বলবান ইন্দ্র যেন লোক অনিষ্টকারী দাসের প্রিয়মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন। ৭। বৃত্রহা, পুরনাশক ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে (১) বিনাশ করেছেন, মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন। ৮। স্তোতাগণ উদকলাভের নিমিত্ত সে ইন্দ্রের উদ্দেশে সতত অনুক্রমে বলবর্ধক অন্ন প্রদান করেছেন; যখন তাঁর হস্তে বজ্র প্রদত্ত হয়েছিল তখন তিনি তা দিয়ে দস্যুদের হনন করে তাদের লোহময় পুরী ধ্বংস করেছিলেন। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার ধনপতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে; তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও। তুমি ভজনীয়; তুমি আমাদের অতিক্রম করে আর কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। 'কৃষ্ণযোনীঃ দাসীঃ' দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতিদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বের ঋকেও তাদের উল্লেখ আছে।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বজিতে ধনাজিতে স্বর্জিতে সত্রাজিতে নৃজিত উর্বরাজিতে।
অশ্বজিতে গোজিতে অব্জিতে ভরেন্দ্রায় সোমং যজতায় হর্যতম্ ॥ ১
অভিভুবেঽভিভঙ্গায় বন্বতেঽষাড়্হায় সহমানায় বেধসে।
তুবিগ্রয়ে বহ্নয়ে দুষ্টরীতবে সত্রাসাহে নম ইন্দ্রায় বোচত ॥ ২
সত্রাসাহো জনভক্ষো জনংসহশ্চ্যবনো যুধ্মো অনু জোষমুক্ষিতঃ।
বৃতঞ্চয়ঃ সহুরির্বিক্ষ্বারিত ইন্দ্রস্য বোচং প্র কৃতানি বীর্যা ॥ ৩

অনানুদো বৃষভো দোধতো বধো গম্ভীর ঋষ্বো অসমষ্টকাব্যঃ।
রধ্রচোদঃ শ্নথনো বীলিতস্পৃথুরিন্দ্রঃ সুযজ্ঞ উষসঃ স্বর্জনৎ ॥ ৪
যজ্ঞেন গাতুমপ্তুরো বিবিদ্রিরে ধিয়ো হিন্বানা উশিজো মনীষিণঃ।
অভিস্বরা নিষদা গা অবস্যব ইন্দ্রে হিন্বানা দ্রবিণান্যাশত ॥ ৫
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্বর ভূমি বিজয়ী, অশ্ব বিজয়ী, গোবিজয়ী, জলবিজয়ী, অতএব সর্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহনীয় সোম আহরণ কর। ২। সকলের অভিভবকারী, বিমর্দক, ভোগকারী অনভিভবযোগ্য, সর্বসহ, পূর্ণগ্রীব, সর্ববিধাতা, সর্বযোদ্ধা, অন্যের দুর্ধর্ষ ও সর্বদা জয়শীল ইন্দ্রের উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্বক স্তুতি কর। ৩। বহুলোকের পরাজয়কারী, লোকের ভজনীয়, বলবানগণের পরাভবকারী, শত্রু নিবারক, যোদ্ধা, প্রীতিকর সোমসিক্ত, শত্রু হিংসক, শত্রুগণের অভিভবকারী এবং প্রজাপালক ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট বীরকর্ম সকল কীর্তন করি। ৪। অতুল দানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী হিংসকদের বধকারী, গাম্ভীর্যোপেত, দর্শনীয়, কর্মবিষয়ে, অপরিভবনীয়, সমৃদ্ধ লোকের উৎসাহদাতা, শত্রুদের কর্তনকারী, দৃঢ়াঙ্গ, জগৎব্যাপী; সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ইন্দ্র উষা হতে সূর্যকে উৎপন্ন করেছেন ।৫। ইন্দ্রের স্তুতিকারী, ইন্দ্রাভিলাষী, মনীষী অঙ্গিরাগণ জল প্রেরক ইন্দ্রের নিকটে পথ অবগত হয়েছেন। পরে রক্ষাভিলাষী ইন্দ্রের স্তুতিকারী অঙ্গিরাগণ স্তোত্র ও পূজাদ্বারা গোধন লাভ করেছিল। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের উত্তম ধন প্রদান কর। আমাদের দক্ষতার সুখ্যাতি প্রদান কর। আমাদের সৌভাগ্য দান কর। আমাদের ধন বৃদ্ধি করে দাও! আমাদের শরীর রক্ষা কর; কথায় মিষ্টতা প্রদান কর, দিবসকে সুদিন কর।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। অষ্টি, অতিশক্করী ছন্দ।

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ।
স ঈং মমাদ মহি কর্ম কর্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ১
অধ ত্বিষীমাঁ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ২
সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ সাকং বৃদ্ধো বীর্যৈঃ সাসহির্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
দাতা রাধঃ স্তুবতে কাম্যং বসু সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ ॥ ৩
তব ত্যন্নর্যং নৃতোহপ ইন্দ্র প্রথমং পূর্ব্যং দিবি প্রবাচ্যং কৃতম্। যদ্দেবস্য শবসা প্রারিণা অসুং রিণন্নপঃ।
ভুবদ্বিশ্বমভ্যাদেবমোজসা বিদাদূর্জং শতক্রতুর্বিদাদিষম্ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। পূজনীয়, বহুবলশালী, তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র পূর্বে যেরূপ অভিলাষ করেছিলেন, সেরূপ ত্রিকদ্রুকে যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সাথে পান করুন। মহৎ সোম তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মহৎ কার্য সাধনার্থে হর্ষযুক্ত করেছিল। সত্য ও

দীপ্যমান সোম সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক। ২। পরে দীপ্তিমান ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে যুদ্ধদ্বারা অভিভব করেছিলেন, তিনি নিজ তেজোদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে সমন্তাৎ পূর্ণ করেছিলেন। সোমের বলে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ইন্দ্র একভাগ নিজ জঠরে ধারণ করে অন্য ভাগ দেবগণকে প্রদান করলেন, সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞের সাথে বলের সাথে উৎপন্ন হয়েছ। তুমি সমস্ত বহন করতে ইচ্ছা কর। তুমি পরাক্রমের সাথে প্রবৃদ্ধ হয়ে হিংসকদের অভিভব করেছ। তুমি বিচারক। তুমি স্তুতিকারীকে কর্মসাধক বাঞ্ছনীয় ধন প্রদান কর। সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের নর্তয়িতা। তুমি মনুষ্যদের হিতকর যে বিখ্যাত কর্ম পূর্বকালে সম্পাদন করেছিলে তা দ্যুলোকে শ্লাঘনীয় হয়েছে। তুমি নিজ পরাক্রমে দেবের প্রাণ হিংসা করে তন্নিরুদ্ধ জল ছেড়ে দিয়েছিলে। ইন্দ্র নিজবলে সমস্ত অদেব অভিভব করেন (১)। শতক্রতু যেন বল অবগত হন এবং অন্ন অবগত হন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ 'বিশ্বং অদেবং' অর্থে 'ব্যাপ্তং তমোরূপং অসুরং' অর্থাৎ বৃত্র করেছেন। উলসন্ 'বিশ্বং অদেবং' শব্দের অর্থ করেছেন 'All that is godless'.

২৩ সূক্ত ॥ ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥ ১
দেবাশ্চিত্তে অসুর্য প্রচেতসো বৃহস্পতে যজ্ঞিয়ং ভাগমানশুঃ।
উস্রা ইব সূর্যো জ্যোতিষা মহো বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি ॥ ২
আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি চ জ্যোতিষ্মন্তং রথম তস্য তিষ্ঠসি।
বৃহস্পতে ভীমমমিত্রদম্ভনং রক্ষোহণং গোত্রভিদং স্বর্বিদম্ ॥ ৩
সুনীতিভির্নয়সি ত্রায়সে জনং যস্তুভ্যং দাশান্ন তমংহো অশ্নবৎ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তপনো মন্যুমীরসি বৃহস্পতে মহি তত্তে মহিত্বনম্ ॥ ৪
ন তমংহো ন দুরিতং কুতশ্চন নারাতয়স্তিতিরুর্ন দ্বয়াবিনঃ।
বিশ্ব ইদস্মাদ্ধ্বরসো বি বাধসে যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৫
ত্বং নো গোপাঃ পথিকৃদ্বিচক্ষণস্তব ব্রতায় মতিভির্জরামহে।
বৃহস্পতে যো নো অভি হ্বরো দধে স্বা তং মর্মর্তু দুচ্ছুনা হরস্বতী ॥ ৬
উত বা যো নো মর্চয়াদনাগসোঽরাতীবা মর্তঃ সানুকো বৃকঃ।
বৃহস্পতে অপ তং বর্তয়া পথঃ সুগং নো অস্যৈ দেববীতয়ে কৃধি ॥ ৭
ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহেঽবস্পর্তরধিবক্তারমস্ময়ুম্।
বৃহস্পতে দেবনিদো নি বর্হয় মা দুরেবা উত্তরং সুম্নমুন্নশন্ ॥ ৮
ত্বা বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি।
যা নো দূরে তলিতো যা অরাতয়োঽভি সন্তি জম্ভয়া তা অনপ্নসঃ ॥ ৯
ত্বয়া বয়মুত্তমং ধীমহে বয়ো বৃহস্পতে পপ্রিণা সস্নিনা যুজা।
মা নো দুঃশংসো অভিদিপ্সুরীশত প্র সুশংসা মতিভিস্তারিষীমহি ॥ ১০
অনানুদো বৃষভো জগ্মিরাহবং নিষ্টপ্তা শত্রুং পৃতনাসু সাসহিঃ।
অসি সত্য ঋণয়া ব্রহ্মণস্পত উগ্রস্য চিদ্দমিতা বীলুহর্ষিণঃ ॥ ১১
অদেবেন মনসা যো রিষণ্যতি শাসামুগ্রো মন্যমানো জিঘাংসতি।
বৃহস্পতে মা প্রণক্তস্য নো বধো নি কর্ম মন্যুং দুরেবস্য শর্ধতঃ ॥ ১২

ভরেষু হব্যো নমসোপসদ্যো গন্তা বাজেষু সনিতা ধনং ধনম্ ।
বিশ্বা ইদর্যো অভিদিপ্স্বোমৃধো বৃহস্পতির্বি ববর্হা রথাঁ ইব ॥ ১৩
তেজিষ্ঠয়া তপনী রক্ষসস্তপ যে ত্বা নিদে দধিরে দৃষ্টবীর্যম্ ।
আবিস্তৎকৃষ্ব যদসত্ত উক্থ্যং বৃহস্পতে বি পরিরাপো অর্দয় ॥ ১৪
বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু ।
যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্ ॥ ১৫
মা নঃ স্তেনেভ্যো যে অভি দ্রুহস্পদে নিরামিণো রিপবোঽন্নেষু জাগৃধুঃ ।
আ দেবানামোহতে বি ব্রয়ো হৃদি বৃহস্পতে ন পরঃ সাম্নো বিদুঃ ॥ ১৬
বিশ্বেভ্যো হি ত্বা ভুবনেভ্যস্পরি ত্বষ্টাজনৎসাম্নঃ সাম্নঃ কবিঃ ।
স ঋণচিদৃণয়া ব্রহ্মণস্পতির্দ্রুহো হন্তা মহ ঋতস্য ধর্তরি ॥ ১৭
তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোত্রমুদসৃজো যদঙ্গিরঃ ।
ইন্দ্রেণ যুজা তমসা পরীবৃতং বৃহস্পতে নিরপামৌব্জো অর্ণবম্ ॥ ১৮
ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য হন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব ।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেব বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ব্রহ্মণস্পতি ! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের মধ্যে কবি, তোমার অন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়দের মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান করি তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করে 'আশ্রয় প্রদানার্থে যজ্ঞগৃহে উপবেশন কর। ২। হে অসুর্য (১) প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বৃহস্পতি। দেবগণ তোমার যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছেন। জ্যোতি দ্বারা পূজনীয় সূর্য যেরূপ কিরণ উৎপাদন করেন, সেরূপ তুমি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন কর। ৩। হে বৃহস্পতি ! চারদিকে নিন্দুকদের এবং অন্ধকার সমূহকে দূরীকৃত করে তুমি জ্যোতিঃবিশিষ্ট, যজ্ঞ প্রাপক, ভয়ানক, শত্রু হিংসক, রাক্ষসনাশক, মেঘভেদক এবং স্বর্গ প্রদায়ক রথে আরোহণ করেছ। ৪। হে বৃহস্পতি ! যে জন তোমাকে হব্য প্রদান করে, তুমি তাকে সৎপথে নিয়ে যাও এবং তাকে রক্ষা কর, পাপ তাকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি মন্ত্রদ্বেষীদের সন্তাপক এবং ক্রোধের হিংসক, তোমার এরূপ প্রভৃত মাহাত্ম্য আছে। ৫। হে সুরক্ষক ব্রহ্মণস্পতি। তুমি যাকে রক্ষা কর দুঃখ তাকে কষ্ট দিতে পারে না, দুরিত তাকে কষ্ট দিতে পারে না; অরাতিগণ কোন দিকে তাকে হিংসা করতে পারে না, বঞ্চকগণ তাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তুমি তার জন্য সমস্ত হিংসকদের দূর করে দাও। ৬। হে বৃহস্পতি। তুমি আমাদের রক্ষক, সৎপথদাতা ও বিচক্ষণ। তোমার যজ্ঞের জন্য আমরা স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি কুটিলাচরণ করে, স্বীয় দুর্বুদ্ধি বেগবতী হয়ে তাকে শীঘ্র বিনাশ করুক। ৭। হে বৃহস্পতি ! যে গর্বিত এবং সর্বগ্রাসী ব্যক্তি আমাদের অভিমুখে এসে আমাদের হিংসা করে সে ব্যক্তিকে সুপথ হতে দূর করে দাও এবং যজ্ঞের জন্য আমাদের পথ সুগম করে দাও। ৮। হে বৃহস্পতি ! তুমি লোক সকলকে উপদ্রব হতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের পুত্রাদিকে পালন কর; আমাদের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ কর এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা তোমাকে আহ্বান করি,। তুমি দেবনিন্দুকদের বিনাশ কর, দুর্বুদ্ধিগণ যেন উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করতে না পারে। ৯। হে ব্রহ্মণস্পতি ! তুমি আমাদের বর্ধিত করলে আমরা যেন মনুষ্যগণের নিকট হতে স্পৃহণীয় ধন প্রাপ্ত হই। দূরে বা নিকটে যে সকল শত্রু আমাদের অভিভব করে সে যজ্ঞহীন শত্রুদের বিনাশ কর। ১০। হে বৃহস্পতি। তুমি অভিলাষ পূরক ও পবিত্র, আমরা তোমার সহায়তা লাভ করে উৎকৃষ্ট অন্ন লাভ করব। যে দুরাত্মা

আমাদের পরাভব করতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদের অধিপতি না হয়, আমরা উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা পুণ্যবান হয়ে যেন উন্নতি লাভ করি। ১১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার দানের উপমা নেই তুমি অভীবর্ষী, তুমি যুদ্ধে গমন করে শত্রুদের সন্তাপ প্রদান কর এবং সংগ্রামে তাদের বিনাশ কর। তোমার পরাক্রমই সত্য, তুমি ঋণ পরিশোধ কর, তুমি উগ্র এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিদের দমন কর। ১২। যে ব্যক্তি দেবশূন্য মনে আমাদের হিংসা করে, যে উগ্র আত্মাভিমানী আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, হে বৃহস্পতি! তাদের আয়ুধ যেন আমাদের স্পর্শ না করে। আমরা যেন সে বলবান দুষ্ট শত্রুর ক্রোধ নাশ করতে সমর্থ হই। ১৩। বৃহস্পতি যুদ্ধকালে আহ্বানযোগ্য এবং নমস্কার পূর্বক উপাসনাযোগ্য, তিনি যুদ্ধে গমন করেন এবং সর্ব ধন প্রদান করেন। সকলের অধিপতি বৃহস্পতি অভিভেচ্ছা বিশিষ্ট সমস্ত হিংসক সেনাদের রথের ন্যায় নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। ১৪। হে বৃহস্পতি! অতিশয় তীক্ষ্ণ, সন্তাপপ্রদ অস্ত্রদ্বারা শত্রুদের সন্তাপ প্রদান কর, ঐ রাক্ষসেরা তোমার পরাক্রম প্রভূত হলেও তোমাকে নিন্দা করেছিল। পূর্বকালে তোমার যে প্রশংসনীয় বীর্য ছিল এক্ষণে তা আবিষ্কার কর এবং তা দিয়ে নিন্দুকদের বিনাশ কর। ১৫। হে যজ্ঞজাত বৃহস্পতি। যে ধন আর্যগণ পূজা করে, যে দীপ্তিযুক্ত ও ক্রতুযুক্ত ধন লোকের মধ্যে শোভা পায়, যে ধন নিজ তেজে দীপ্যমান হয়, সে বিচিত্র ধন আমাদের প্রদান কর। ১৬। হে বৃহস্পতি! যে চোরেরা দ্রোহ কার্যে হৃষ্ট হয়, যারা শত্রু এবং সর্বদা পরের অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, যারা নিজের হৃদয়ে দেবগণকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে অভিলাষ করে এবং পরম সামস্তুতি জানে না, তাদের হস্তে আমাদের অর্পণ করো না। ১৭। হে ব্রহ্মণস্পতি। ত্বষ্টা তোমাকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করে উৎপন্ন করেছেন, অতএব তুমি সমস্ত সামের উচ্চারক। যজমান মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলে ব্রহ্মণস্পতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেন ও সে ঋণ পরিশোধ করেন এবং দ্রোহকারীকে বিনাশ করেন। ১৮। হে অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি! পর্বত গোসমূহ আবরণ করেছিল। তোমার সম্পদের জন্য যখন তা উদ্ঘাটিত হল এবং তুমি গোসমূহকে বার করে দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে তুমি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করেছিলে। ১৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এ জগতের নিয়ন্তা, তুমি এ সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর; দেবগণ যা রক্ষা করেন তা সম্যকরূপে কল্যাণ কর; আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব। (২)

টীকা ঃ ১। সায়ণ এস্থানে অসুর্য অর্থে অসুর হন্তা করেছেন। কিন্তু ১।১৩৪।৫ ও ১।১৬৭।৫ এবং ১।১৬৮।৭ দেখুন। ২। এ সূক্তের ৩ হতে ১৭ ঋকে অনার্য বর্বর জাতিদের বৈরভাব ও উপদ্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪ সূক্ত ॥ ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সোমামবিড্ঢি প্রভৃতিং য ঈশিষেঽয়া বিধেম নবয়া মহা গিরা।
যথা নো মীঢ্বান্স্তবতে সখা তব বৃহস্পতে সীষধঃ সোত নো মতিম্ ॥ ১
যো নন্ত্বান্যনমন্ন্যোজসোতাদর্দর্মন্যুনা শম্বরাণি বি।
প্রাচ্যাবয়দচ্যুতা ব্রহ্মণস্পতিরা চাবিশদ্বসুমন্তং বি পর্বতম্ ॥ ২
তদ্দেবানাং দেবতমায় কর্ত্বমশ্রথ্নন্ দৃড়্হাব্রদন্ত বীলিতা।
উদগা আজদভিনদ্ব্রহ্মণা বলমগূহত্তমো ব্যচক্ষয়ৎস্বঃ ॥ ৩

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণৎ।
তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্ ॥ ৪
সনা তা কা চিদ্ভুবনা ভবীত্বা মাদ্ভিঃ শরদ্ভিদুরো বরন্ত বঃ।
অয়তন্তা চরতো অন্যদন্যদিদ্যা চকার বয়ুনা ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৫
অভিনক্ষন্তো অভি যে তমানশুর্নিধিং পণীনাং পরমং গুহা হিতম্।
তে বিদ্বাংসঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনর্যত উ আয়ন্তদুদীয়ুরাবিশম্ ॥ ৬
ঋতাবানঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনরাত আ তস্থুঃ কবয়ো মহস্পথঃ।
তে বাহুভ্যাং ধমিতমগ্নিমশ্মনি নকিঃ ষো অস্ত্যরণো জহুর্হি তম্ ॥ ৭
ঋতজ্যেন ক্ষিপ্রেণ ব্রহ্মণস্পতির্যত্র বষ্টি প্র তদশ্নোতি ধন্বনা।
তস্য সাধ্বীরিষবো যাভিরস্যতি নৃচক্ষসো দৃশয়ে কর্ণয়োনয়ঃ ॥ ৮
স সন্নয়ঃ স বিনয়ঃ পুরোহিতঃ স সুষ্টুতঃ স যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
চাক্ষ্মো যদ্বাজং ভরতে মতী ধনাদিৎসূর্যস্তপতি তপ্যতুর্বথা ॥ ৯
বিভু প্রভু প্রথমং মেহনাবতো বৃহস্পতেঃ সুবিদত্রাণি রাধ্যা।
ইমা সাতানি বেন্যস্য বাজিনো যেনা জনা উভয়ে ভুঞ্জতে বিশঃ ॥ ১০
যোঽবরে বৃজনে বিশ্বথা বিভুর্মহামু রণ্বঃ শবসা ববক্ষিথ।
স দেবো দেবান্ প্রতি পপ্রথে পৃথু বিশ্বেদু তা পরিভূর্ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১১
বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চন প্র মিনন্তি ব্রতং বাম্।
অচ্ছেন্দ্রাব্রহ্মণস্পতী হবির্নোঽন্নং যুজেব বাজিনা জিগাতম্ ॥ ১২
উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বন্তি বহ্নয়ঃ সভেয়ো বিপ্রো ভরতে মতী ধনা।
বীলুদ্বেষা অনু বশ ঋণমাদদিঃ স হ বাজী সমিথে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১৩
ব্রহ্মণস্পতেরভবদ্যথাবশং সত্যো মন্যুর্মহি কর্মা করিষ্যতঃ।
যো গা উদাজৎস দিবে বি চাভজন্মহীব রীতিঃ শবসাসরৎপৃথক্ ॥ ১৪
ব্রহ্মণস্পতে সুযমস্য বিশ্বহা রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
বীরেষু বীরাঁ উপ পৃঙ্ধি নস্ত্বং যদীশানো ব্রহ্মণা বেষি মে হবম্ ॥ ১৫
ব্রহ্মণস্পতে ত্বমস্য যন্তা সূক্তস্য বোধি তনয়ং চ জিন্ব।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে ব্রহ্মণস্পতি ! তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি আমাদের উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত এ স্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাকে এ নূতন মহতী স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করছি। তুমি আমাদের অভিমত ফল প্রদান কর, যেহেতু, হে বৃহস্পতি ! তোমার বন্ধু আমাদের এ স্তুতিকারী, তোমার স্তব করছি। ২। যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমানযোগ্যগণকে অবমানিত করেছিলেন, যিনি ক্রোধপরবশ হয়ে শম্বরকে বিদারিত করেছিলেন, নিশ্চল জলকে চালিত করেছিলেন এবং গোধন-পূর্ণ পর্বতে প্রবেশ করেছিলেন। ৩। দেবগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দেবতা সে ব্রহ্মণস্পতির কার্যদ্বারা দৃঢ় পর্বত শ্লথিত হয়েছিল ও সংস্তম্ভিত বৃক্ষাদি ভগ্ন হয়েছিল, তিনি গোসকলকে উদ্ধার করেছিলেন, মন্ত্রের দ্বারা বলকে ভেদ করেছিলেন, অন্ধকারকে অদৃশ্য করেছিলেন, এবং আদিত্যকে প্রকাশ করেছিলেন। ৪। যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখ বিশিষ্ট, মধুর জলপূর্ণ, নিম্নাবলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগদ্বারা বধ করেছিলেন, আদিত্যরশ্মি সকল তা পান করেছে এবং তারাই আবার জল-ধারাময় বৃষ্টিসেক করেছেন। ৫। ঋত্বিকগণ ! তোমাদের জন্য ব্রহ্মণস্পতির সনাতন ও বিচিত্র প্রজ্ঞান, মাসে মাসে ও বৎসরে বৎসরে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির দ্বারা উদঘাটিত করেছে। ব্রহ্মণস্পতি এ সকল প্রজ্ঞান মন্ত্রবিষয়ক করেছেন। দ্যাবাপৃথিবী যত্ন

ব্যতিরেকে পরস্পরের সুখ বর্ধন করেন। ৬। বিদ্বান অঙ্গিরাগণ চারদিকে অন্বেষণ করে পণিদের দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত পরম ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা মায়া দর্শন করে যে স্থান হতে গিয়েছিলেন, পুনর্বার সে স্থানে গমন করলেন। ৭। সত্যবাদী, সর্বজ্ঞ, অঙ্গিরাগণ মায়া দর্শন করে পুনরায় প্রধান পথ দিয়ে সেদিকে গেলেন। তাঁরা হস্তদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি পর্বতে নিক্ষেপ করলেন, পূর্বে সে ধ্বংসকারী অগ্নি সেখানে ছিল না। ৮। ব্রহ্মণস্পতি বাণক্ষেপী, সত্যরূপ জ্যা-বিশিষ্ট ধনুদ্বারা যা কিছু কামনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাণ নিক্ষেপ কারন, তা কার্য সাধন কুশল। সে বাণগুলি দর্শনার্থে উৎপন্ন এবং কর্ণই তাদের উৎপত্তি স্থান (১)। ৯। ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত, তিনি পদার্থ সকল একত্রিত ও পৃথককৃত করেন, তাঁকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হন। সর্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন তখনই সূর্য অনায়াসে দীপ্ত হন। ১০। বৃষ্টিপ্রদ বৃহস্পতির ধন চারদিকে ব্যাপ্ত, প্রাপ্তিযোগ্য, প্রভূত এবং উৎকৃষ্ট। কমনীয়, অন্নবান ব্রহ্মণস্পতি ঐ সকল ধন দান করেছেন। উভয় প্রকার লোকেই (২) এ ধন নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করে। ১১। সর্বতোব্যাপ্ত, স্তোতব্য ব্রহ্মণস্পতি অতি দুর্বল এবং মহাবল (উভয় প্রকার স্তোতাকেই) নিজবলে রক্ষা করে থাকেন। দানাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবতাগণের প্রতিনিধি বলে সর্বত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছেন এবং এ জন্য সমস্ত প্রাণিসমূহের অধিপতি হয়েছেন। ১২। হে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি! তোমরা ধনবান। সমস্ত সত্যই তোমাদের। জল তোমাদের ব্রত হিংসা করতে পারে না। রথে যোজিত অশ্বদ্বয় যেরূপ খাদ্যাভিমুখে ধাবিত হয়, তোমরা সেরূপ আমাদের হব্যাভিমুখে ধাবিত হও। ১৩। ব্রহ্মণস্পতির দ্রুতগামী অশ্বগণ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করছেন। মেধাবী সভ্য অধ্বর্যু মনোহর স্তোত্রদ্বারা তাঁকে হব্য প্রদান করছেন। পরাক্রান্তদের দমনকারী ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট অভিলাষানুসারে ঋণ স্বীকার করুন। অন্নবান ব্রহ্মণস্পতি যুদ্ধে হব্য গ্রহণ করুন। ১৪। ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর মন্ত্র তাঁর অভিলাষানু-সারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বার করে দিয়েছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য ওদের ভাগ করে দিয়েছিলেন ; গোসমূহ মহা স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক পৃথক গমন করেছিলেন। ১৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! আমরা যেন সকল সময়েই উত্তম নিয়মবিশিষ্ট অন্নযুক্ত ধনের অধিপতি হই। তুমি আমাদের বীরপুত্রের পুত্র উৎপাদন কর, যেহেতু তুমি সকলের ঈশ্বর এবং আমাদের স্তুতি ও অন্ন কামনা কর। ১৬। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এ জগতের নিয়ন্তা, তুমি এ সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর। দেবগণ যা রক্ষা করেন তা মঙ্গলময়। পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা ঃ ১। অভিষব এবং মন্ত্রই ব্রহ্মণস্পতির বাণ, অভিষব দর্শনীয় এবং শ্রবণীয়। ২। যজমান ও স্তোত্রা অথবা দেবগণ ও মনুষ্যগণ।

২৫ ॥ সূক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ইন্ধানো অগ্নিং বনবদ্বনুষ্যতঃ কৃতব্রহ্মা শূশুবদ্রাতহব্যইত।
জাতেন জাতমতি স প্র সসৃর্তে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ১
বীরেভি বীর্ঁরান্বনবদ্বনুষ্যতো গোভী রয়িং পপ্রথদ্বোধতি ত্মনা।
তোকং চ তস্য তনয়ং চ বর্ধতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ২

সিন্ধুর্ন ক্ষোদঃ শিমীবাঁ ঋঘায়তো বৃষেব বধ্রীঁরভি বষ্ট্যোজসা।
আগ্নেরিব প্রসিতির্নাহ বর্তবে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩
তস্মা অর্ষন্তি দিব্যা অসশ্চতঃ স সত্বভিঃ প্রথমো গোষু গচ্ছতি।
অনিভৃষ্টতবিষির্হন্ত্যোজসা যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৪
তস্মা ইদ্বিশ্বে ধুনয়ন্ত সিন্ধবোঽচ্ছিদ্রা শর্ম দধিরে পুরূণি।
দেবানাং সুম্নে সুভগঃ স এধতে যং যং যুজং কৃণুতে ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যজমান ব্রহ্মণস্পতির জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত করে যেন শত্রুদের হিংসা করতে পারেন। স্তোত্র উচ্চারণ ও হব্য দান করে তিনি যেন সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলে গ্রহণ করেন, তিনি পুত্রের ও পুত্রকে অতিক্রম করে জীবিত থাকেন। ২। যজমান যেন বীরদ্বারা শত্রু বীরগণকে হিংসা করতে পারেন। তিনি গোধনের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন এবং নিজেই সমস্ত বুঝতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলে গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র এবং পুত্রের পুত্রও সমৃদ্ধি লাভ করে। ৩। নদী যেরূপ কূল ভেদ করে, বৃষ যেরূপ বলীবর্দকে পরাভূত করে, সেরূপ ব্রহ্মণস্পতির পরিচর্যাপরায়ণ যজমান নিজ সামর্থে শত্রুগণকে পরাভব করেন। অগ্নিশিখাকে যেরূপ নিবারণ করা যায় না, সেরূপ ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলে গ্রহণ করেন, তাকেও নিবারণ করা যায় না। ৪। যে যজমানকে ব্রহ্মণস্পতি সখা বলে গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় জল অপ্রতিহত-প্রসর হয়ে তাঁর নিকট আসে, পরিচর্যাকারীদের মধ্যে সকলের পূর্বে তিনিই গোধন লাভ করেন, তাঁর বল অনিবার্য, তিনি বলদ্বারা শত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৫। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলে গ্রহণ করেন, সমস্ত নদী সে দিকে প্রবাহিত হয়, তিনি অনবরত নানা সুখ উপভোগ করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও দেবদত্ত-সুখ লাভ করে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

২৬ সূক্ত ॥ ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ঋজুরিচ্ছংসো বনবদ্বনুষ্যতো দেবযন্নিদদেবয়ন্তমভ্যসৎ।
সুপ্রবীরিদ্বনবৎপৃৎসু দুস্টরং যজেদয়জ্যোর্বি ভজাতি ভোজনম্ ॥ ১
যজস্ব বীর প্র বিহি মনায়তো ভদ্রং মনঃ কৃণুস্ব বৃত্রতূর্যে।
হবিষ্কৃণুষ্ব সুভগো যথাসসি ব্রহ্মণস্পতেরব আ বৃণীমহে ॥ ২
স ইজ্জনেন স বিশা স জন্মনা স পুত্রৈর্বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ।
দেবানাং যঃ পিতরমাবিবাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষা ব্রহ্মণস্পতিম্ ॥ ৩
যো অস্মৈ হব্যৈর্ঘৃতবদ্ভিরবিধৎ প্র তং প্রাচা নয়তি ব্রহ্মণস্পতিঃ।
উরুষ্যতীমংহসো রক্ষতী রিষোংহোশ্চিদস্মা উরুচক্রিরদ্ভুতঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। ব্রহ্মণস্পতির ঋজু স্তোতা যেন শত্রুগণকে বিনাশ করতে পারে। দেবাকাঙ্ক্ষী যেন অদেবাকাঙ্ক্ষীকে পরাভব করতে পারে। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে উত্তমরূপে তৃপ্ত করেন, তিনি যেন যুদ্ধে দুধর্ষ শত্রুদের বিনাশ করতে পারেন। যজ্ঞপরায়ণ যেন অযজ্বার ধন উপভোগ করে। ২। হে বীর! তুমি ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি কর, অভিমানী শত্রুদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, শত্রুদের সাথে সংগ্রামে মনকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মণস্পতির জন্য হব্য সম্পাদন কর, তা হলে তুমি উত্তম ধন পাবে। আমরা ব্রহ্মণস্পতির নিকট রক্ষা ইচ্ছা করি। ৩। যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা করেন, তিনি আপনার লোক

ও আত্মীয়, আপনার পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারকের সাথে অন্ন ও ধন লাভ করেন।
৪। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতবিশিষ্ট হব্যদ্বারা পরিচর্যা করেন, ব্রহ্মণস্পতি তাঁকে প্রাচীন পথে নিয়ে যান, তাঁকে পাপ হতে রক্ষা করেন, শত্রু হতে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য হতে রক্ষা করেন। আচার্যরূপ ব্রহ্মণস্পতি তাঁর মহোপকার সাধন করেন।

২৭ সূক্ত ॥ আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥ ১
ইমং স্তোমং সক্রতবো মে অদ্য মিত্রো অর্যমা বরুণো জুষন্ত।
আদিত্যাসঃ শুচয়ো ধারপূতা অবৃজিনা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥ ২
ত আদিত্যাস উরবো গভীরা অদব্ধাসো দিপ্সন্তো ভূর্যক্ষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু সর্বং রাজভ্যঃ পরমা চিদন্তিঃ ॥ ৩
ধারয়ন্ত আদিত্যাসো জগৎস্থা দেবা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ।
দীর্ঘাধিয়ো রক্ষমাণা অসুর্যমৃতাবানশ্চয়মানা ঋণানি ॥ ৪
বিদ্যামাদিত্যা অবসো বো অস্য যদর্যমন্ ভয় আ চিন্ময়োভু।
যুষ্মাকং মিত্রাবরুণা প্রণীতৌ পরি শ্বভ্রেব দুরিতানি বৃজ্যাম্ ॥ ৫
সুগো হি বো অর্যমন্মিত্র পন্থা অনৃক্ষরো বরুণ সাধুরস্তি।
তেনাদিত্যা অধি বোচতা নো যচ্ছতা নো দুষ্পরিহন্তু শর্ম ॥ ৬
পিপর্তু অদিতী রাজপুত্রাতি দ্বেষাংস্যর্যমা সুগেভিঃ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য শর্মোপ স্যাম পুরুবীরা অরিষ্টাঃ ॥ ৭
তিস্রো ভূমীর্ধারয়ন্ ত্রীঁরুত দ্যূন্ত্রীণি ব্রতা বিদথে অন্তরেষাম্।
ঋতেনাদিত্যা মহি বো মহিত্বং তদর্যমন্বরুণ মিত্র চারু ॥ ৮
ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত হিরণ্যয়াঃ শুচয়ো ধারপূতাঃ।
অস্বপ্নজো অনিমিষা অদব্ধা উরুশংসা ঋজবে মর্ত্যায় ॥ ৯
ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।
শতং নো রাস্ব শরদো বিচক্ষেঽশ্যামায়ূংষি সুধিতানি পূর্বাঃ ॥ ১০
ন দক্ষিণ বি চিকিতে ন সব্যা ন প্রাচীনমাদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যা চিদ্বসবো ধীর্যা চিদ্যুসানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ ॥ ১১
যো রাজভ্য ঋতনিভ্যো দদাশ যং বর্ধয়ন্তি পুষ্টয়শ্চ নিত্যাঃ।
স রেবান্যাতি প্রথমো রথেন বসুদাবা বিদথেষু প্রশস্তঃ ॥ ১২
শুচিরপঃ সূয়বসা অদব্ধ উপ ক্ষেতি বৃদ্ধবয়াঃ সুবীরঃ।
নকিষ্টং ঘ্নন্ত্যন্তিতো ন দূরাদ্য আদিত্যানাং ভবতি প্রণীতৌ ॥ ১৩
অদিতে মিত্রবরুণোত মূল যদ্বো বয়ং চকৃমা কচ্চিদাগঃ।
উর্বশ্যামভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র মানো দীর্ঘা অভি নশন্তমিস্রাঃ ॥ ১৪
উভে অস্মৈ পপীয়তঃ সমীচী দিবো বৃষ্টিং সুভগো নাম পুষ্যন্।
উভা ক্ষয়াবাজয়ন্যাতি পৃৎসুভাবর্ধৌ ভবতং সাধু অস্মৈ ॥ ১৫
যো বো মায়া অভিদ্রুহে যজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপবে বিচৃত্তাঃ।
অশ্বীব তাঁ অতি যেষং রথেনারিষ্টা উরাবা শর্মন্ত্স্যাম ॥ ১৬
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুয়মাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৭

অনুবাদঃ ১ আমি জুহূদ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃতস্রাবী

স্তুতি অর্পণ করছি। মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শুনুন (১)। ২। দীপ্তিমান, বৃষ্টিপূত, অনুগ্রহপরায়ণ, অনিন্দনীয়, হিংসা-রহিত ও একবিধ কর্মচারী মিত্র অর্যমা ও বরুণ নামক আদিত্যগণ অদ্য আমার এ স্তোত্র উপভোগ করুন। ৩। মহান, গাম্ভীর্যবিশিষ্ট, দুর্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিযুক্ত আদিত্যগণ প্রাণিগণের অন্তঃকরণ দেখতে পান। দূরদেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট। ৪। আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন, সমস্ত ভুবনকে রক্ষা করেন। তাঁরা বহু যজ্ঞবিশিষ্ট ও অসুর্যকে (২) রক্ষা করেন, তাঁরা সত্যবান এবং ঋণ পরিশোধ করেন। ৫। হে আদিত্যগণ! আমরা যেন তোমাদের আশ্রয় লাভ করতে পারি। ভয় উপস্থিত হলে তোমাদের আশ্রয় সুখ প্রদান কর। হে অর্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের অনুসরণ করে আমি যেন গর্তের ন্যায় পাপ সকল পরিহার করতে পারি। ৬। হে অর্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের পথ সুগম, কণ্টক রহিত এবং সুন্দর, হে আদিত্য-গণ! সে পথে তোমরা আমাদের নিয়ে যাও, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কর এবং বিনাশ-রহিত সুখ প্রদান কর। ৭। রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করে আমাদের অন্য দেশে নিয়ে যান, অর্যমা সুগমপথে আমাদের নিয়ে যান। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হয়ে মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করব। ৮। এরা তিন ভূমি (৩) এবং তিন দ্যুলোক (৪) ধারণ করেন তাঁদের যজ্ঞের মধ্যে তিন ব্রত আছে (৫)। হে আদিত্যগণ! যজ্ঞদ্বারা তোমাদের মহিমা উৎকৃষ্ট হয়েছে। হে অর্যমা, মিত্র ও বরুণ! সে মহত্ত্ব অতিচারু। ৯। স্বর্ণালংকারভূষিত, দীপ্তিমান, বৃষ্টিপূত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন প্রকার স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন (৬)। ১০। হে অসুর বরুণ! তুমি, দেবতাই হও বা মানুষই হও, তুমি সকলের রাজা। আমাদের শতবর্ষ অবলোকন করতে দাও যেন আমরা প্রাচীনদের উপভুক্ত আয়ু লাভ করতে পারি (৭)। ১১। হে বাসপ্রদ আদিত্যগণ! আমরা দক্ষিণদিকও জানি না, বামদিকও জানি না, সম্মুখও জানি না পশ্চাৎও জানি না। আমি অপরিপক্ক বুদ্ধি ও অতিশয় কাতর। তোমরা আমাকে নিয়ে গেলে আমি ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করতে পারব। ১২। যজ্ঞের নায়ক ও রাজা আদিত্যগণকে যিনি হব্য প্রদান করেন, নিত্য অনুগ্রহ যাঁর পুষ্টি বর্ধন করে, সে ব্যক্তি ধনবান, বিখ্যাত, বদান্য ও প্রশংসিত হয়ে রথে আরোহণ করে যজ্ঞস্থলে যান। ১৩। তিনি দীপ্তিমান হিংসা-রহিত, প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, সুপুত্রযুক্ত হয়ে উত্তম শস্যপ্রদ জলসমীপে বাস করেন। যিনি আদিত্যগণকে অনুসরণ করেন, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী শত্রু তাঁকে বধ করতে পারে না। ১৪। হে অদিতি! হে মিত্র! হে বরুণ! আমরা যদি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করে থাকি, সদয় হয়ে মার্জনা কর। হে ইন্দ্র! আমরা যেন বিস্তীর্ণ, ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করতে পারি, দীর্ঘ তমিস্রা যেন আমাদের আচ্ছন্ন করতে না পারে। ১৫। যিনি আদিত্যগণের অনুসরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে একত্রিত হয়ে তাঁর পুষ্টি বর্ধন করে। তিনি সৌভাগ্যবান এবং স্বর্গীয় জল প্রাপ্ত হয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি যুদ্ধকালে শত্রুদের পরাভূত করে উভয়নিবাসস্থানে গমন করেন। জগতের উভয়ার্ধই তাঁর মঙ্গলকর হয়। ১৬। হে যজনীয় আদিত্যগণ! তোমাদের যে মায়া দ্রোহকারীর জন্য নির্মিত হয়েছে এবং যে পাপ শত্রুর জন্য গ্রথিত হয়েছে, আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের ন্যায় তা অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারি। আমরা যেন হিংসারহিত হয়ে পরম সুখে বাস করতে পারি। ১৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির

নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

টীকা : ১। এ ঋকে ছয় জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে দেখা যায় যে আদিত্য সাত জন মাত্র এবং ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে দেখা যায় যে অদিতির আট সন্তান। পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এবং পুরাণ ও মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে। ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন। ২। সায়ণ এস্থানে 'অসুর' অর্থে অসু অর্থাৎ প্রাণের হেতুভূত জয় করেছেন। ১।১৩৪।৫ এবং ২।২৩।২ দেখুন। ৩। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। সায়ণ। ৪। দ্যুলোকের উপরিস্থ মহোর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক। অথবা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। সায়ণ। ৫। অর্থাৎ যজ্ঞের সবনত্রয়। অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষণ রূপ তিনটি কার্য। সায়ণ। ৬। অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজ। সায়ণ। 'The three brighr heavenly regions for the sake upright man'—Wilson. ৭। ঋগ্বেদের ঋষিগণ এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে এক শত বৎসরই মনুষ্য পরমায়ুর সীমা বলে নির্দেশ করেছেন। সহস্র বৎসর জীবী ঋষি ও রাজাদের পৌরাণিক উপন্যাসগুলি তখনও সৃষ্ট হয় নি। এ ঋকে ও এর পরের সূক্তের ৮ ঋকে বরুণকে 'অসুর' বলে আহ্বান করা হয়েছে। ২।১।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

২৮ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইদং কবেরাদিত্যস্য স্বরাজো বিশ্বাজো বিশ্বানি সান্ত্যভ্যস্তু মহ্না।
অতি যো মন্দ্রো যজথায় দেবঃ সুকীর্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ১
তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্ ॥ ২
তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্য বরুণ প্রণেতঃ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ ॥ ৩
প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তাঁ ঋতং সিন্ধবো বরুণস্য যন্তি।
ন শ্রাম্যন্তি ন বি মুচন্ত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্ ॥ ৪
বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ খামৃতস্য।
মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ ॥ ৫
অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালৃতাবোহনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্ব মামুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে ॥ ৬
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বন্তমসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ৭
নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
তে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্যপ্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥ ৮
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজম্।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি ॥ ৯
যো মে রাজন্যুজ্যো বা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্বরুণ পাহ্যস্মান্ ॥ ১০
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুয়মাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। কবি এবং স্বয়ং শোভমান আদিত্য বরুণের জন্য এ হব্য। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান স্বামী বরুণ। যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন, আমি তাঁর স্তুতি যাচ্ঞা করি। ২। হে বরুণ! আমরা যেন উত্তমরূপে তোমার ধ্যান, স্তুতি এবং পরিচর্যা করে সৌভাগ্যশালী হতে পারি। কিরণবিশিষ্ট উষা এলে অগ্নির ন্যায় আমরা যেন প্রতিদিন তোমার স্তুতি করে দীপ্তিমান হই। ৩। হে জগতের নায়ক বরুণ! তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহুলোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান অদিতি পুত্রগণ! তোমরা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা কর। ৪। জগতের ধারক অদিতির পুত্র বরুণ প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করেছেন। বরুণের মহিমায় নদী সকল প্রবাহিত হয়, এরা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। এরা পাখীদের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে। ৫। হে বরুণ! আমার পাপ রজ্জুর ন্যায় আমাকে বেঁধেছে। তা মোচন কর। আমরা যেন তোমার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। (যজ্ঞ) বয়ন কালে আমাদের তন্তু যেন ছিন্ন না হয়; যজ্ঞের মাত্রা আমার যেন বিকল না হয়। ৬। হে বরুণ! আমার নিকট হতে ভয় দূর করে দাও। হে সম্রাট ও সত্যবান! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হতে পাপ মোচন কর, কারণ তোমার থেকে পৃথক হয়ে কেউ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করতে পারে না। ৭। হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যারা অপরাধ করে, তাদের যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদের যেন সে আয়ুধ হিংসা না করে। আমরা যেন আলোক হতে নির্বাসিত না হই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসককে বিশ্লিষ্ট কর। ৮। হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ! আমরা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তোমার উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করব, যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ! পর্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্ম সকল আশ্রয় করে থাকে। ৯। হে বরুণ! পূর্ব পুরুষেরা যে ঋণ করেছিলেন তা পরিশোধ কর এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করছি, তাও পরিশোধ কর। হে বরুণ! আমাকে যেন অন্যের উপার্জিত ধন ভোগ করতে না হয়। অনেক উষা যেন উদিতই হয় নি। হে বরুণ! আমরা যেন সে সকল উষায় জীবিত থাকতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর (১)। ১০। হে রাজা বরুণ! আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ঙ্কর কথা বলে তা হতে রক্ষা কর। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করতে চায় তাদের থেকে আমাকে রক্ষা কর। ১১। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী ও প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব (২)।

টীকা ঃ ১। ঋণ থাকলে তার পক্ষে উষা উদয় ও অনুদয় প্রায়ই এক, অতএব ঋষি বলেছেন অনেক উষাই উদিত হয় নি। সায়ণ। ২। ২৭ ও ২৮ ও ২৯ সূক্তের অনেকগুলি পবিত্র চিন্তা এবং পাপক্ষয়ের জন্য অনেক হৃদয়গ্রাহী স্তুতি লক্ষিত হয়। বরুণকে অনেক স্তুতি লক্ষিত হয়। ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে এবং ২৭ সূক্তের ১০ ঋকের বরুণকে অসুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন।

২৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঘৃতব্রতা আদিত্য ইশিরা আরে মৎকর্ত রহসূরিবাগঃ।
শৃণ্বতো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রস্য বিদ্বাঁ অবসে হুবে বঃ ॥ ১

যূয়ং দেবাঃ প্রমতি যূর্যমোজো যূয়ং দ্বেষাংসি সনুত যুযোত।
অভিক্ষত্তারো অভি চ ক্ষমধ্বমদ্যা চনো মৃলয়তাপরং চ ॥ ২
কিমূনু বঃ কৃণবামাপরেণ কি সনেন বসব আপ্যেন।
যূয়ং নো মিত্রাবরুণাদিতে চ স্বস্তিমিন্দ্রামরুতো দধাত ॥ ৩
হয়ে দেবা যূয়মিদাপয়ঃ স্থ তে মৃলত নাধমানায় মহ্যম্।
মা বো রথো মধ্যমবাল্‌তে ভূম্মায়ুস্মাবৎস্বাপিষু শ্রমিষ্ম ॥ ৪
প্র ব একো মিমিয় ভূর্যাগো যন্মা পিতেব কিতবং শশাস।
আরে পাশা আরে অঘানি দেবা মা মাধি পুত্রে বিমিব গ্রভীষ্ট ॥ ৫
অর্বাঞ্চো অদ্যা ভবতা যজত্রা আ বো হার্দি ভয়মানো ব্যয়েয়ম্।
ত্রাধ্বং নো দেবা নিজুরো বৃকস্য ত্রাধ্বং কর্তাদবপদো যজত্রাঃ ॥ ৬
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্ত্সুয়মাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে ব্রতকারী, শীঘ্রগমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ! গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভের ন্যায় আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের মঙ্গলকার্য আমি অবগত হয়ে রক্ষার্থে তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা আমাদের স্তুতি শোন। ২। হে দেবগণ! তোমরা অনুগ্রহকারী ও তোমরাই বল, তোমরা দ্বেষকারিদের আমাদের নিকট হতে পৃথক কর, তোমরা শত্রুহিংসক শত্রুদের পরাভব কর। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে আমাদের সুখী কর। ৩। হে দেবগণ! এক্ষণে অথবা পরে আমরা তোমাদের কি কার্যসাধন করতে পারি। হে বসুগণ! সনাতন প্রাপ্তব্য কার্যদ্বারা আমরা তোমাদের কি কার্যসাধন করতে পারি। হে মিত্রাবরুণ! হে অদিতি! হে ইন্দ্র ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর। ৪। হে দেবগণ! তোমরাই আমাদের বন্ধু, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি সদয় হও। তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞে আসতে যেন মন্দগতি না হয়। তোমাদের ন্যায় বন্ধু পেয়ে আমরা যেন শ্রান্ত না হই। ৫। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে একজন হয়ে আমি অনেক পাপ নষ্ট করেছি। পিতা যেরূপ বিপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন, সেরূপ তোমরা আমাকে উপদেশ দান করেছ। হে দেবগণ! তোমাদের পাশ সকল ও পাপ সকল দূরে অবস্থিত হোক। ব্যাধ যেরূপ শাবকের সম্মুখে পক্ষীকে হিংসা করে সেরূপ আমাকে হিংসা করো না। ৬। হে পূজনীয় দেবগণ! অদ্য আমাদের অভিমুখে এস। আমি ভীত হয়ে তোমাদের হৃদয়াবস্থিত আশ্রয় লাভ করব। হে দেবগণ! বৃকের হস্তে বধ হতে আমাদের রক্ষা কর। হে পূজনীয়গণ! যে আমাদের আপদে ফেলে দেয়; তার হস্ত হতে আমাদের রক্ষা কর। ৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূতদানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজন্ আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

৩০ সূক্ত ॥ দেবতা (১) ঋক্ হতে ৫, ৭, ৮, ১০ ইন্দ্র। (৬) সোম ও ইন্দ্র। (৮) সরস্বতী। (৯) বৃহস্পতি। (১১) মরুৎগণ। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ঋতং দেবায় কৃণ্বতে সবিত্র ইন্দ্রায়াহিঘ্নে ন রমন্ত আপঃ।
অহরহ র্যাত্যক্তুরপাং কিয়াত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাম্ ॥ ১

যো বৃত্রায় সিনমত্রাভরিষ্যৎ প্র তং জনিত্রী বিদুষ উবাচ।
পথো রদন্তীরনু জোষমস্মৈ দিবে দিবে ধুনয়ো যন্ত্যর্থম্ ॥ ২
ঊর্ধ্বো হ্যস্থাদধ্যন্তরিক্ষেঽধা বৃত্রায় প্র বধং জভার।
মিহং বসান উপ হীমদুদ্রোত্তিগ্মায়ুধো অজয়চ্ছত্রুমিন্দ্রঃ ॥ ৩
বৃহস্পতে তপুষাশ্মেব বিধ্য বৃকদ্বরসো অসুরস্য বীরান্।
যথা জঘন্থ ধৃষতা পুরা চিদেবা জহি শত্রুমস্মাকমিন্দ্রঃ ॥ ৪
অবক্ষিপ দিবো অশ্মানমুচ্চা যেন শত্রুং মন্দসানো নিজূর্বাঃ।
তোকস্য সাতৌ তনয়স্য ভূরেরস্মাঁ অর্ধং কৃণুতাদিন্দ্র গোনাম্ ॥ ৫
প্র হি ক্রতুং বৃহথো যং বনুথো রধ্রস্য স্থো যজমানস্য চোদৌ।
ইন্দ্রাসোমা যুবমস্মাঁ অবিষ্টমস্মিন্ ভয়স্থে কৃণুতমু লোকম্ ॥ ৬
ন মা তমন্ন শ্রমন্নোত তন্দ্রন্ন বোচাম মা সুনোতেতি সোমম্।
যো মে পৃণাদ্যো দদদ্যো নিবোধাদ্যো মা সুন্বন্তমুপ গোভিরায়ৎ ॥ ৭
সরস্বতী ত্বমস্মাঁ অবিড্ঢি মরুত্বতী ধৃষতী জেষি শত্রূন্।
ত্যং চিচ্ছর্ধন্তং তবিষীয়মাণমিন্দ্রো হন্তি বৃষভং শণ্ডিকানাম্ ॥ ৮
যো নঃ সনুত্য উত বা জিঘত্নুরভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য।
বৃহস্পত আয়ুধৈর্জেষি শত্রূন্দ্রুহে রীষন্তং পরি ধেহি রাজন্ ॥ ৯
অস্মাকেভিঃ সত্বভিঃ শূর শূরৈর্বীর্যা কৃধি যানি তে কর্ত্বানি।
জ্যোগভূবন্ননুধূপিতাসো হত্বী তেষামা ভরা নো বসূনি ॥ ১০
তং বঃ শর্ধং মারুতং সুম্নয়ুর্গিরোপ ব্রুবে নমসা দৈব্যং জনম্।
যথা রয়িং সর্ববীরং নশামহা অপত্যসাচং শ্রুত্যং দিবেদিবে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান সকলের প্রেরক, অহিবিনাশক ইন্দ্রের যাগার্থে জল কখনও বিরত হয় না, তাদের স্রোত প্রবাহ চলছে। কোন সময় তাদের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল? ২। জননী অদিতি অভিজ্ঞ ইন্দ্রকে যে ব্যক্তি বৃত্রের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করেছিল, তার কথা বলে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে নদীসমূহ তাদের পথ খনন করতে করতে প্রতিদিন সমুদ্রের অভিমুখে যায়। ৩। যেহেতু বৃত্র অন্তরীক্ষে উন্নত হয়ে সমুদয় পদার্থকে ব্যাপ্ত করেছিল, অতএব ইন্দ্র তার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বৃত্র বৃষ্টিপ্রদ মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে ইন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হল তীক্ষ্মায়ুধধারী ইন্দ্র শত্রুকে জয় করলেন। ৪। হে বৃহস্পতি! বজ্রের ন্যায় দীপ্ত অস্ত্রদ্বারা বলবান বৃকদ্বয়ের পুত্রদের বিদ্ধ কর। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে তুমি যেমন বলদ্বারা শত্রুদের জয় করেছিলে, এক্ষণে সেরূপ আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, স্তোতাগণ তোমার স্তব করলে তুমি যা দিয়ে শত্রুদের বিনাশ করেছিলে, সে প্রস্তরবৎ কঠিন বজ্র দ্যুলোক হতে নিম্নাভিমুখে ক্ষেপ কর। আমরা যাতে প্রভূত পুত্র, পৌত্র ও গোধন লাভ করতে পারি, তুমি সেরূপ আমাদের সমৃদ্ধি সম্পাদন কর। ৬। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা যাকে হিংসা কর, সে দ্বেষকারীকে উন্মূলিত কর; তোমরা যজমানদের শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা আমাকে রক্ষা কর, এ ভয়স্থানে ভয়শূন্য স্থান নির্মাণ কর। ৭। ইন্দ্র যেন আমাকে ক্লেশ দান না করেন, শ্রান্ত না করেন, আলস্যযুক্ত না করেন। আমরা যেন কখন বলি না যে, সোমাভিষব করব না। ইন্দ্র আমার অভিলাষ পূরণ করেন, অভীষ্ট দান করেন, যজ্ঞ অবগত হন, তিনি গোসমূহ নিয়ে অভিষবকারীর নিকট উপস্থিত হন। ৮। হে সরস্বতী। তুমি আমাদের রক্ষা কর, মরুৎগণের সাথে একত্রিত হয়ে দৃঢ়তা সহকারে

শত্রুদের ক্ষয় কর। ইন্দ্র শূরাভিমানী স্পর্ধাবান শণ্ডিকদের (১) প্রধানকে হনন করেছিলেন। ৯। হে বৃহস্পতি! যে অন্তর্হিত দেশে লুক্কায়িত হয়ে আমাদের প্রাণনাশ করতে অভিলাষী, তাকে অন্বেষণ করে তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ কর, আয়ুধদ্বারা আমাদের শত্রুদের জয় কর। হে রাজা বৃহস্পতি! দ্রোহকারীর বিরুদ্ধে প্রাণনাশক বজ্র চারিদিকে নিক্ষেপ কর। ১০। হে শূর ইন্দ্র। আমাদের শত্রুনাশক শূরগণের সাথে তোমার সম্পাদ্য বীরকার্য সকল সম্পন্ন কর। আমাদের শত্রুরা বহুদিন গর্বপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের বিনাশ করে তাদের ধন আমাদের দাও। ১১। হে মরুৎগণ! আমরা সুখাভিলাষে স্তুতি ও নমস্কার দ্বারা তোমাদের দৈব ও প্রাদুর্ভূত ও একীকৃত বলের স্তুতি করি। যেন আমরা তা দিয়ে প্রত্যহ বীরবিশিষ্ট অপত্য সমন্বিত প্রশংসনীয় ধন উপভোগ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। শণ্ডিকগণ কারা? বোধ হয় আর্যগণের কোন শত্রু জাতি হবে। এবং পরের দুটো ঋকেও সে অনার্য শত্রুদের কথা বলা হয়েছে। সায়ণ লিখেছেন 'শণ্ডামর্কৌ অসুরপুরহিতো।' কিন্তু অসুর পুরোহিত শণ্ডামর্কের পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয়নি এবং শন্ডামর্কের নাম সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে কোনও স্থানেই নেই।

৩১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্মাকং মিত্রাবরুণাবতং রথমাদিত্যৈ রুদ্রৈ র্বসুভিঃ সচাভুবা।
প্র যদ্বয়ো ন পপ্তন্বস্মনস্পরি শ্রবস্যবো হৃষীবন্তো বনর্ষদঃ ॥ ১
অধ স্মা ন উদবতা সজোষসো রথং দেবাসো অভি বিক্ষু বাজয়ুম্।
যদাশবঃ পদ্যাভিস্তিত্রতো রজঃ পৃথিব্যাঃ সানৌ জঙ্ঘনন্ত পাণিভিঃ ॥ ২
উত স্য ন ইন্দ্রো বিশ্বচর্ষণির্দিবঃ শর্ধেন মারুতেন সুক্রতুঃ।
অনু নু স্থাত্যবৃকাভিরূতিভী রথং মহে সনয়ে বাজসাতয়ে ॥ ৩
উত স্য দেবো ভুবনস্য সক্ষণিস্ত্বষ্টা গ্নাভিঃ সজোষা জুজুবদ্রথম্।
ইলা ভগো বৃহদ্দিবোত রোদসী পূষা পুরন্ধিরশ্বিনাবধা পতী ॥ ৪
উত ত্যে দেবী সুভগে মিথূদৃশোষাসানক্তা জগতামপীজুবা।
স্তুষে যদ্বাং পৃথিবি নব্যসা বচঃ স্থাতুশ্চ বয়স্ত্রিবয়া উপস্তিরে ॥ ৫
উত্ব বঃ শংসমুশিজামিব শ্মস্যাহির্বুধ্ন্যোজ একপাদুত।
ত্রিত ঋভুক্ষাঃ সবিতা চনো দধেঽপাং নপাদাশুহেমা ধিয়া শমি ॥ ৬
এতা বো বশ্ম্যুদ্যতা যজত্রা অতক্ষন্নায়বো নব্যসে সম্।
শ্রবস্যবো বাজং চকানাঃ সপ্তি র্ন রথ্যো অহ ধীতিমশ্যাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যখন আমাদের রথ অন্নাভিলাষী, মদমত্ত বনানিষণ্ণ পক্ষিগণের ন্যায় নিবাসস্থান হতে অন্য স্থানে যায়, তখন হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তা রক্ষা কর। ২। হে সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ! এক্ষণে আমাদের রথ রক্ষা কর, তা অন্ন অন্বেষণে জনপদে গিয়েছে। ঐ রথে যোজিত অশ্বসকল পাদক্ষেপ দ্বারা পথ অতিক্রম করছে এবং বিস্তীর্ণ ভূমির উন্নত প্রদেশে আঘাত করছে। ৩। অথবা সর্বদর্শী ইন্দ্র মরুৎগণের পরাক্রমে উক্ত কর্ম সম্পন্ন করে স্বর্গলোক হতে আগমন করে হিংসারহিত আশ্রয় দান দ্বারা মহাধন ও অন্নলাভের জন্য আমাদের রথের অনুকূল হোন। ৪। অথবা ভুবনের সেবনীয় সে

ত্বষ্টাদেব দেবপত্নীগণের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের রথ চালিত করুন। ইলা, মহাদীপ্ত ভগ, দ্যাবাপৃথিবী, বহুধী পূষা ও সূর্যের দুই স্বামী, অশ্বিদ্বয় (১) আমাদের এ রথ চালিত করুন। ৫। অথবা প্রসিন্ধা, দ্যুতিমতী, সুভগা পরস্পর দর্শিনী ও জীবগণের প্রেরণকর্ত্রী উষা ও নক্ত আমাদের রথ চালিত করুন। হে আকাশ ও পৃথিবী! তোমাদের দুজনকে নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করছি, স্থাবর অন্ন প্রদান করছি, আমার তিন প্রকার অন্ন আছে (২)। ৬। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের স্তুতিকামনা কর আমরা তোমাদের স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। অহিবুর্ধ্ন্যা, অজ একপাৎ, ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা (৩) আমাদের অন্ন দিন। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা আমাদের স্তুতি দ্বারা প্রীত হোন। ৭। হে যজনীয় বিশ্বদেবগণ! আমি তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করতে বাসনা করি। তোমরা সর্বাপেক্ষা স্তুতিযোগ্য। অন্ন ও বলাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাদের জন্য স্তুতি রচনা করছে। রথে অশ্বের ন্যায়, তোমাদের দল আমাদের জন্য আগমন করুক।

টীকা : ১। সূর্যের সাথে অশ্বিদ্বয়ের বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৪ দেখুন। ২। ওষধি, পশু ও সোম এ তিন প্রকার; সায়ণ। স্থাবর অন্ন অর্থাৎ 'ব্রীহ্যাদেঃ সম্বন্ধি বয়ঃ অন্নং।' সায়ণ। 'Standing Corn.'—Wilson. ৩। সায়ণাচার্যের মতে 'বুধ্ন্য' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষে জাত, 'অহিবুর্ধ্ন্যা' শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত অহিনামক দেবতা। তিনি বলেন অজ একপাৎ অর্থে সূর্য। পণ্ডিতবর রোথ ও বোটলিং তাঁদের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন 'অহিবুর্ধ্ন্যা' অন্তরীক্ষবাসী অহি এবং 'অজ একপাত' এক পদ বিশিষ্ট বাত্যা দেব। ত্রিত সম্বন্ধে ১।৫২।৫ ঋকের টীকা দেখুন। সায়ণ ত্রিত শব্দটি বিশেষণ বিবেচনা করেছেন এবং ঋভুক্ষা অর্থে উরু-নিবাস ইন্দ্র করেছেন।

৩২ সূক্ত ॥ দেবতা। (১) ঋকের দ্যাবাপৃথিবী। (২ ও ৩) ইন্দ্র (৪ ও ৫) রাকা। (৬ ও ৭) সিনীবালী। (৮) ছয় জন দেবী। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিষাসতঃ।
যয়োরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে বসূয়ুর্বাং মহো দধে ॥ ১
মা নো গুহ্যা রিপ আয়োরহন্দভন্মা ন আভ্যো রীরধো দুচ্ছুনাভ্যঃ।
মা নো বি যৌঃ সখ্যা বিদ্ধি তস্য নঃ সুম্নায়তা মনসা তত্ত্বেমহে ॥ ২
অহেলতা মনসা শ্রুষ্টিমা বহ দুহানাং ধেনুং পিপ্যুষীমসশ্চতম্।
পদ্যাভিরাশুং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহূত বিশ্বহা ॥ ৩
রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যম্ ॥ ৪
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভি র্দদাসি দাশুষে বসূনি।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা ॥ ৫
সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ৬
যা সুবাহুঃ স্বঙ্গুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী।
তস্যৈ বিশ্পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন ॥ ৭
যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রাণীমহ্ব ঊতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে দ্যাবাপৃথিবী! যে স্তোতা যজ্ঞ করতে ও তোমাদের প্রীত

করতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাদের আশ্রয়স্বরূপ হও। তোমাদের অন্ন সর্বাপেক্ষা
উৎকৃষ্ট। দ্যাবাপৃথিবীকে সকলে স্তব করে, আমি অন্নকাম হয়ে মহা স্তোত্রদ্বারা
তোমাদের স্তব করব। ২। হে ইন্দ্র! শত্রুর গুপ্ত মায়া আমাদের যেন দিবসে
অথবা রাত্রিতে হিংসা করতে না পারে, আমাদের কষ্টদায়ক শত্রুসেনার বশীভূত
করো না, আমাদের বন্ধুতা বিযুক্ত করো না, মনে মনে আমাদের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে
আমাদের সখ্যের কথা মনে করো, আমরা তোমার নিকট এ যাচঞা করি। ৩। হে
ইন্দ্র! ক্রোধরহিত মনে সুখকরী, দুগ্ধবতী, স্থূলকলেবরা দুগ্ধদাত্রী ধেনুকে নিয়ে
এস। হে ইন্দ্র! তোমাকে সকলে আহবান করে, তুমি পদব্রজে দ্রুতগামী এবং
দ্রুতভাষী। আমি রাত্রিদিন তোমার স্তব করি। ৪। আমি উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা
আহবান যোগ্য রাকা (১) দেবীকে আহবান করি। তিনি সুভগা, আমাদের আহবান
শুনুন এবং নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে অচ্ছিদ্যমান সূচিদ্বারা আমাদের
কর্ম বয়ন করুন এবং বিক্রান্ত, বহুধনবিশিষ্ট ও বীর্যমান পুত্র দান করুন (২)।
৫। হে রাকা দেবি। তোমার যে সুন্দর অনুগ্রহদ্বারা তুমি হব্য দাতাকে ধন দান
কর, অদ্য প্রসন্নমনে সে অনুগ্রহের সাথে এস। হে শোভনভাগ্যবতি! তুমি সহস্র
প্রকারে আমাদের পুষ্টি বর্ধন করে থাক। ৬। হে পৃথুজঘনা সিনীবালী (৩)। তুমি
দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর এবং আমাদের অপত্য উপচিত কর।
৭। সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর, অঙ্গুলিবিশিষ্ট, সুপ্রসবিনী এবং বহু প্রসবিত্রী, সে
লোকপালিকা সিনীবালীর উদ্দেশে হব্য প্রদান কর। ৮। যিনি গুঙ্গু (৪) যিনি
সিনীবালী, যিনি রাকা এবং যিনি সরস্বতী, তাঁদের আহবান করি। আমি আশ্রয়ের
জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণানীকে আহবান করি।

টীকা ঃ ১। 'সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা।' সায়ণ। পূর্ণিমা রাতের নাম রাকা।
২। 'She is however, closely connected with parturition; as she is
asked to 'sew the work' (apparently the formation of the embryo)
with an unfailing needle,' and to bestow a son with abundant
wealth.—Muir's Sanskrit Text vol. V (1884). P. 346. ৩।
'দৃষ্টচন্দ্রামাবস্যা সিনীবালী।' সায়ণ। নৈরুক্তগণ বলেন সিনীবালী ও কুহূ দুজন
দেবপত্নী। যাজ্ঞিকগণ বলেন তারা দুটি অমাবস্যা। নিরুক্ত ১১।৩১। "Sinivali
is, however, also connected with parturition."—Muir's Sanskrit
Text. vol. V (1884), P. 346. ৪। এখানে গুঙ্গু শব্দদ্বারা রাকা ও
সিনীবালীর সহচরী কুহূ বুঝাচ্ছে। সায়ণ। কুহূ সম্বন্ধে উপরের টীকা দেখুন।
কুহূর নাম ঋগ্বেদে কোনও স্থানে নেই।

৩৩ সূক্ত ॥ রুদ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ।
অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্র জায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ ॥ ১
ত্বাদত্তেভি রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ।
ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহো ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ ॥ ২
শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো।
পর্ষি ণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বা অভীতী রপসো যুযোধি ॥ ৩
মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভি মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতী।
উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভি র্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি ॥ ৪
হবীমভি র্হবতে যো হবিভি রব স্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়।
ঋদূদরঃ সুহবো মা নো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ ॥ ৫

উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বান্ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্ ।
ঘৃণীব ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্ ॥ ৬
ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ ।
অপভর্তা রপসো দৈব্যস্যাভী নু মা বৃষভা চক্ষমীথাঃ ॥ ৭
প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি ।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভি গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম ॥ ৮
স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভুরে র্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্যম্ ॥ ৯
অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্ ।
অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি ॥ ১০
স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্ ।
মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোঽন্যং তে অস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ ॥ ১১
কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ন্তম্ ।
ভূরে র্দাতারং সৎপতি গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে ॥ ১২
যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু ।
যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি ॥ ১৩
পরি ণো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরি ত্বেষস্য দুর্মতি র্মহী গাৎ ।
অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ়্বস্তোকায় তনয়ায় মৃল ॥ ১৪
এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি ।
হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র) ! তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আসুক; তুমি সূর্য দর্শন হতে আমাদের পৃথক করো না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদের অভিভূত করুক। হে রুদ্র ! আমরা যেন পুত্র পৌত্রাদিতে অনেক হয়ে উঠি। ২। হে রুদ্র ! আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর এবং সর্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকে বিদূরিত কর। ৩। হে রুদ্র ! তুমি ঐশ্বর্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু ! প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি অতিশয় প্রবৃদ্ধ ; তুমি আমাদের পাপের পরতীরে নিয়ে যাও, পাপ যেন আমাদের নিকট না যায়। ৪। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র ! আমরা যেন অন্যায় নমস্কারদ্বারা অথবা অন্যায় স্তুতিদ্বারা অথবা বিসদৃশ দেবগণের সাথে আহ্বানদ্বারা তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধিদ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনেছি তুমি ভিষকদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৫। যে রুদ্র হব্য সম্বলিত আহ্বানদ্বারা আহূত হন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁকে অপগত-ক্রোধ করব। কোমলোদর, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ ও সুনাসিক রুদ্র আমাদের যেন তাঁর জিঘাংসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন। ৬। আমি প্রার্থনা করছি, অভীষ্টবর্ষী মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নদ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়া লাভ করে, আমি সেরূপ পাপশূন্য হয়ে রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করব এবং রুদ্রের পরিচর্যা করব। ৭। হে রুদ্র ! তোমার সে সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করে সকলকে সুখী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র ! তুমি দৈবপাপের বিনাশক হয়ে আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা কর। ৮। বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎস্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা ! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁর উজ্জ্বনাম সংকীর্তন

করি। ৯। দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হচ্ছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্তা, তাঁর বল পৃথককৃত হয় না। ১০। হে অর্চনার্হ! তুমি ধনুর্বাণধারী; হে অর্চনার্হ! তুমি নানারূপবিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করেছ; হে অর্চনার্হ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান আর কেউ নেই। ১১। হে স্তোতা! প্রখ্যাত রথস্থিত, যুবা, পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। হে রুদ্র! আমরা স্তব করলে তুমি আমাদের সুখী কর, তোমার সেনা শত্রুকে বিনাশ করুক। ১২। পিতা আশীর্বাদ করবার সময় পুত্র যেরূপ তাঁকে নমস্কার করে, সেরূপ হে রুদ্র! তুমি আসবার সময় আমরা তোমাকে নমস্কার করছি। হে রুদ্র! তুমি বহুধনদাতা এবং সাধুলোকের পালক, আমরা স্তব করলে আমাদের ঔষধ প্রদান কর। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সে সুখকর ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি। ১৪। রুদ্রের হেতি আমাদের পরিত্যাগ করে যাক। দীপ্তরুদ্রের মহতী দুর্মতিও আমাদের পরিত্যাগ করে যাক। হে সেচনসমর্থ রুদ্র! ধনবান যজমানগণের প্রতি তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর এবং আমাদের পুত্র ও পৌত্রদের সুখী কর। ১৫। হে অভীষ্টবর্ষী, বভ্রুবর্ণ, দীপ্তিমান, সবজ্ঞ ও আমাদের আহবান শ্রবণকারী রুদ্র তুমি আমাদের সম্বন্ধে এস্থলে এরূপ বিবেচনা করো যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও এবং আমাদের বিনাশ না কর, আমরা পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করব।

৩৪ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

ধারাবরা মরুতো ধৃষ্ণ্বোজসো মৃগা ন ভীমাস্তবিষীভিরর্চিনঃ।
অগ্নয়ো ন শুশুচানা ঋজীষিণো ভৃমিং ধমন্তো অপ গা অবৃণ্বত ॥ ১
দ্যাবো ন স্তৃভিশ্চিতয়ন্ত খাদিনো ব্যভ্রিয়া ন দ্যুতয়ন্ত বৃষ্টয়ঃ।
রুদ্রো যদ্বো মরুতো রুক্মবক্ষসো বৃষাজনি পৃশ্ন্যাঃ শুক্র ঊধনি ॥ ২
উক্ষন্তে অশ্বাঁ অত্যাঁ ইবাজিষু নদস্য কর্ণৈস্তুরয়ন্ত আশুভিঃ।
হিরণ্যশিপ্রা মরুতো দবিধ্বতঃ পৃক্ষং যাথ পৃষতীভিঃ সমন্যবঃ ॥ ৩
পৃক্ষে তা বিশ্বা ভুবনা ববক্ষিরে মিত্রায় বা সদমা জীরদানবঃ।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধস ঋজিপ্যাসো ন বয়নেষু ধূর্ষদঃ ॥ ৪
ইন্ধন্বভির্ধেনুভী রপ্শদূধভিরধ্বস্মভিঃ পথিভি র্ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।
আ হংসাসো ন স্বসরাণি গন্তন মধোর্মদায় মরুতঃ সমন্যবঃ ॥ ৫
আ নো ব্রহ্মাণি মরুতঃ সমন্যবো নরাং ন শংস সবনানি গন্তন।
অশ্বামিব পিপ্যত ধেনুমূধনি কর্তা ধিয়ং জরিত্রে রাজপেশসম্ ॥ ৬
তং নো দাত মরুতো বাজিনং রথ আপানং ব্রহ্ম চিতয়দ্দিবেদিবে।
ইষং স্তোতৃভ্যো বৃজনেষু কারবে সনিং মেধামরিষ্টং দুষ্টরং সহঃ ॥ ৭
যদ্যুঞ্জতে মরুতো রুক্মবক্ষসোঽশ্বান্রথেষু ভগ আ সুদানবঃ।
ধেনুর্ন শিশ্বে স্বসরেষু পিন্বতে জনায় রাতহবিষে মহীমিষম্ ॥ ৮
যো নো মরুতো বৃকতাতি মর্ত্যো রিপুর্দধে বসবো রক্ষতা রিষঃ।
বর্তয়ত তপুষা চক্রিয়াভি তমব রুদ্রা অশসো হন্তনা বধঃ ॥ ৯
চিত্রং তদ্বো মরুতো যাম চেকিতে পৃশ্ন্যা যদূধরপ্যাপয়ো দুহুঃ।
যদ্বা নিদে নবমানস্য রুদ্রিয়াস্ত্রিতং জরায় জুরতামদাভ্যাঃ ॥ ১০

তান্বোমহো মরুত এবয়ারো বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে।
হিরণ্যবর্ণান্ ককুহান্যতস্রুচো ব্রহ্মণ্যন্তঃ শংস্যং রাধ ইমহে ॥ ১১
তে দশগ্বাঃ প্রথমা যজ্ঞমূহিরে তে নো হিন্বন্তূষসো ব্যুষ্টিষু।
উষা ন রামীররুণৈরপোর্ণুতে মহো জ্যোতিষা শুচতা গো অর্ণসা ॥ ১২
তে ক্ষোণীভিররুণেভি র্নাঞ্জিভী রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ।
নিমেঘমানা অত্যেন পাজসা সুশ্চন্দ্রং বর্ণং দধিরে সুপেশসম্ ॥ ১৩
তাঁ ইয়ানো মহি বরূথমূতয় উপ মেদেনা নমসা গৃণীমসি।
ত্রিতো ন যান্ পঞ্চ হোতৃনভিষ্টয় আববর্তদবরাঞ্চক্রিয়াবসে ॥ ১৪
যয়া রধ্রং পারয়থাত্যংহো যয়া নিদো মুঞ্চথ বন্দিতারম্।
অর্বাচী সা মরুতো যা ব উতিরো ষু বাশ্রেব সুমতির্জিগাতু ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণ জল ধারায় অন্তরীক্ষ আবৃত করেন। তাঁদের বল অন্যকে পরাজিত করে, তাঁরা পশুর ন্যায় ভয়ংকর ও বলদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তাঁরা বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমান এবং জলে পরিপূর্ণ, তাঁরা ভ্রমণকারী মেঘকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করে জল অপাবৃত করেন। ২। হে সুবর্ণবক্ষ মরুৎগণ। যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃশ্নির নির্মল উদরে তোমাদের উৎপন্ন করেছেন (১) ; অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমরা সেরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শত্রুভক্ষক ও জলপ্রেরক, তোমরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও। ৩। যুদ্ধে তুরঙ্গের ন্যায় মরুৎগণ বিশাল ভুবনকে সিক্ত করছেন। তাঁরা অশ্বে আরোহণ করে শব্দায়মান (মেঘের) কর্ণের নিকট দিয়ে দ্রুতবেগে যান। হে মরুৎগণ। তোমরা হিরণ্য সিপ্র (২) ও সমান ক্রোধযুক্ত ; তোমরা বৃক্ষাদি কম্পিত করছ, তোমরা পৃষতি মৃগ (৩) আরোহন করে অন্নার্থে যাও। ৪। মরুৎগণ মিত্রের ন্যায় হব্যযুক্ত যজমানের জন্য সর্বদা সমস্ত জল বহন করছেন। তাঁরা দান-শীল, পৃষতীযুক্ত, অক্ষয়, অন্নযুক্ত এবং অকুটিলগামী অশ্বের ন্যায় পথবাহীদের অগ্রে যান। ৫। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট, দীপ্তিমান আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ। হংস যেরূপ নিজ নিবাসস্থানে যায়, সেরূপ তোমরা দীপ্তিমান মহোধঃবিশিষ্ট ধেনুযুক্ত হয়ে (৪) নির্বিঘ্ন পথে মধুর হর্ষলাভের জন্য এস। ৬। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট মরুৎগণ। তোমরা স্তোত্রে যেরূপ আস, সেরূপ আমাদের অভিষুত অন্নের নিকট এস, অশ্বীর ন্যায় ধেনুর উধঃ পুষ্ট কর এবং যজমানের যজ্ঞ অন্নযুক্ত কর। ৭। হে মরুৎগণ। তোমরা আমাদের অন্নবিশিষ্ট পুত্র প্রদান কর ; সে তোমাদের আগমন সময়ে প্রত্যহ তোমাদের গুণকীর্তন করবে। তোমরা স্তোতৃগণকে অন্নপ্রদান কর এবং যুদ্ধকালে স্তোত্রকারীকে দানশীলতা, যুদ্ধকৌশল, জ্ঞান এবং অক্ষয় ও অতুল বল প্রদান কর। ৮। মরুৎগণের বক্ষস্থলে দীপ্ত আবরণ আছে এবং তাদের দান সকলের সুখকর। তাঁরা যখনই রথের অগ্রভাগে অশ্ব যোজিত করেন, তখনই ধেনু যেরূপ বৎসের জন্য দুগ্ধ দান করে, সেরূপ তারা হব্যদায়ী যজমানের জন্য তার গৃহে প্রচুর অন্ন দান করে। ৯। হে মরুৎগণ। যে মানুষ বৃকের ন্যায় আমাদের শত্রুতাচারণ করে, হে বসুগণ। সে হিংসকের হস্ত হতে আমাদের রক্ষা কর ; তাকে তাপপ্রদ চক্র দ্বারা চারিদিকে প্রতিনিবর্তিত কর। হে রুদ্রগণ ! তোমরা তার অস্ত্রসকল দূরে নিক্ষেপ করে বিনাশ কর। ১০। হে মরুৎগণ ; তোমরা যখন পৃশ্নির উধঃ দোহন করেছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করেছিলে এবং ত্রিতের শত্রুদের বধ করেছিলে; হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ। সে সময়ে তোমাদের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জেনেছিল। ১১। হে মহানুভব মরুৎগণ।

তোমরা সর্বদা যজ্ঞস্থলে গমন কর। আমরা প্রভূত ও প্রার্থনীয় সোম সম্পাদিত হলে তোমাদের আহ্বান করি এবং স্তব করে ও স্রুক উত্তোলন করে স্বর্ণবর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মরুৎগণের নিকট প্রশংসনীয় ধন যাচঞা করি। ১২। সে দশগ্বগণ (৫) প্রথমে যজ্ঞ বহন করেছিলেন। উষা প্রভাত হলে মরুৎগণ আমাদের প্রবর্তিত করুন। উষা যেরূপ অরুণবর্ণ কিরণ জালে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে অপসারিত করেন, সেরূপ মরুৎগণ বৃহৎ দীপ্তিমান, জলস্রাবী জ্যোতি দ্বারা অন্ধকার অপসারিত করেন। ১৩। রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ক্ষোণী (৬) এবং অরুণবর্ণা অলংকার সমন্বিত হয়ে জলের নিবাসভূত মেঘে বর্ধিত হয়েছেন। সর্বত্র প্রভাববিশিষ্ট বলদ্বারা মেঘ হতে জলকর্ষণ করে মরুৎগণ প্রীতিকর এবং মনোহর লাবণ্য ধারণ করছেন। ১৪। আমরা রক্ষার্থে মরুৎগণের নিকট মহৎ বরণীয় ধন যাচঞা করে এ স্তোত্রদ্বারা তাঁদের স্তব করছি। ত্রিত অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য চক্র দ্বারা সে মুখ্য পঞ্চ হোতৃগণকে আবর্তিত করেছেন (৭)। ১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা যে আশ্রয়দান দ্বারা আরাধনাকারী যজমানকে পাপ হতে রক্ষা কর, যা দিয়ে স্তোতাকে শত্রুর হস্ত হতে মুক্ত কর, হে মরুৎগণ! তোমাদের সে আশ্রয় আমাদের অভিমুখে আসুক। তোমাদের অনুগ্রহ হাম্বারবকারিণী ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।

টীকা : ১। পৃশ্নি সম্বন্ধে ১।২৩।১০ দেখুন। ২। 'সিপ্র' অর্থে সায়ণ অন্যান্য স্থানে নাসিকা বা হনু করেছেন; কিন্তু এস্থানে শিরস্ত্রাণ অর্থ করেছেন। ৫।৫৪।১১ এবং ৮।৭।২৫ ঋক পড়লে স্পষ্টই দেখা যায় যে শিরস্ত্রাণ অর্থে 'সিপ্র' শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। পণ্ডিত আউফ্রেক্‌ট বলেন, 'Visor' নামক শিরস্ত্রাণ হনুদ্বয়ের ন্যায় খোলা যায় এবং বন্ধ করা যায়, সেজন্য সিপ্র শব্দ এরূপ শিরস্ত্রাণও বুঝায়। ৩। পৃষতী মরুৎগণের বাহন। পৃষতী অর্থে সায়ণ কখন বিন্দুচিহ্নিত মৃগ এবং কখন বিন্দুচিহ্নিত অশ্ব করেছেন। আচার্য রোথ এবং মক্ষমূলর উভয়েই ঋষিগণ মৃগ ও অশ্ব উভয় অর্থেই এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। ৪। অর্থাৎ মহাজলস্রোত বিশিষ্ট মেঘগণের সঙ্গে। সায়ণ। ৫। দশগ্ব সম্বন্ধে ১।৩২।৬২ ঋকের টীকা দেখুন। সায়ণ বলেন পূর্বকালে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরাগণ সর্বপ্রথমে কে স্বর্গে যাবেন এ বিষয় নিয়ে বিবাদ করায় অঙ্গিরাগণ জয়লাভ করেন। এ ঋকের দশগ্ব সে অঙ্গিরারূপী মরুৎগণ। ৬। 'বীণাবিশেষৈঃ।' সায়ণ। ৭। সায়ণের মতে পঞ্চ মরুৎ শব্দে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান বুঝায়।

৩৫ সূক্ত॥ অপাং নপাৎ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উপেমসৃক্ষি বাজয়ুর্বচস্যাং চনো দধীত নাদ্যো গিরো মে।
অপাং নপাদাশুহেমা কুবিৎস সুপেশসস্করতি জোষিষদ্ধি॥ ১
ইমং স্বস্মৈ হৃদ আ সুতষ্টং মন্ত্রং বোচেম কুবিদস্য বেদৎ।
অপাং নপাদসুর্যস্য মহ্না বিশ্বান্যর্যো ভুবনা জজান॥ ২
সমন্যা যন্ত্যুপ যন্ত্যন্যাঃ সমানমূর্বং নদ্য পৃণন্তি।
তমু শুচিং শুচয়ো দীদিবাংসমপাং নপাতং পরি তস্থুরাপঃ॥ ৩
তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানাং মর্মৃজ্যমানাঃ পরি যন্ত্যাপঃ।
স শুক্রেভিঃ শিক্কভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু॥ ৪
অস্মৈ তিস্রো অব্যথ্যায় নারীর্দেবায় দেবী র্দিধিষন্ত্যন্নম্।
কৃতা ইবোপ হি প্রসস্রে অপ্সু স পীযূষং ধয়তি পূর্বসূনাম্॥ ৫

অশ্বস্যাত্র জনিমাস্য চ স্বর্দ্রুহো রিষঃ সম্পৃচঃ পাহি সূরীন্ ।
আমাসু পূর্ষু পরো অপ্রমৃষ্যং নারাতয়ো বি নশন্নানৃতানি ॥ ৬
স্ব আ দমে সুদুঘা যস্য ধেনুঃ স্বধাং পীপায় সুভ্বন্নমত্তি ।
সো অপাং নপাদূর্জয়ন্নপ্স্বন্তর্বসুদেয়ায় বিধতে বি ভাতি ॥ ৭
যো অপ্স্বা শুচিনা দৈব্যেন ঋতাবাজস্র উর্বিয়া বিভাতি ।
বয়া ইদন্যা ভুবনান্যস্য প্র জায়ন্তে বীরুধশ্চ প্রজাভিঃ ॥ ৮
অপাং নপাদা হ্যস্থাদুপস্থং জিহ্মানামূর্ধ্বো বিদ্যুতং বসানঃ ।
তস্য জ্যেষ্ঠং মহিমানং বহন্তী হিরণ্যবর্ণাঃ পরি যন্তি যহ্বীঃ ॥ ৯
হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ ।
হিরণ্যয়াৎ পরি যোনে র্নিষদ্যা হিরণ্যদা দদত্যন্নমস্মৈ ॥ ১০
তদস্যানীকমুত চারু নামাপীচ্যং বর্ধতে নপ্তুরপাম্ ।
যমিন্ধতে যুবতয়ঃ সমিত্থা হিরণ্যবর্ণং ঘৃতমন্নমস্য ॥ ১১
অস্মৈ বহূনামবমায় সখ্যে যজ্ঞৈর্বিধেম নমসা হবির্ভিঃ ।
সং সানু মার্জ্মি দিধিষামি বিল্মৈর্দধাম্যন্নৈঃ পরি বন্দ ঋগ্ভিঃ ॥ ১২
স ঈং বৃষাজনয়ত্তাসু গর্ভং স ঈং শিশুর্ধয়তি তং রিহন্তি ।
সো অপাং নপাদনভিম্লাতবর্ণোঽন্যস্যেবেহ তন্বা বিবেষ ॥ ১৩
অস্মিন্ পদে পরমে তস্থিবাংসমধ্বস্মভি র্বিশ্বহা দীদিবাংসম্ ।
আপো নপ্ত্রে ঘৃতমন্নং বহন্তীঃ স্বয়মৎকৈঃ পরি দীয়ন্তি যহ্বীঃ ॥ ১৪
অয়াংসমগ্নে সুক্ষিতিং জনায়ায়াংসমু মঘবদ্ভ্যঃ সুবৃক্তিম্ ।
বিশ্বং তদ্ভদ্রং যদবন্তি দেবাহ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি অন্নাভিলাষে এ স্তুতি উচ্চারণ করছি। শব্দকারী শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ নামক দেবতা (১) আমাদের প্রচুর অন্ন দান করুন ও সুন্দররূপবিশিষ্ট করুন, আমি তাঁর স্তুতি করছি, তিনি স্তুতি ভালবাসেন। ২। আমরা তাঁর জন্য হৃদয় হতে সুরচিত এ মন্ত্র উত্তমরূপে উচ্চারণ করব, তিনি তা বারবার অবগত হোন। স্বামী অপাং নপাৎ নিজবল মহিমায় সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন করেছেন। ৩। কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, অন্য জল তাদের সাথে মিলিত হয় ; ওরা সকালে নদী হয়ে অনলকে প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্মল দীপ্তিমান অপাং নপাৎ নামক দেবতার চারদিকে বেষ্টন করে থাকে। ৪। দর্পরহিতা যুবতী জলসংহতি যুবার ন্যায় অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে অলংকৃত ও পরিবেষ্টিত করেন। ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূত অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্মল তেজবলে দীপ্ত আছেন। ৫। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামক দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। তাঁরা জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় প্রসারিত হন। সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন। ৬। এ স্থানে অশ্বের জন্ম এবং বরণীয়ের জন্ম। হে অপাং নপাৎ নামক দেব! তুমি অপহর্তা ও হিংসকের সম্পর্ক হতে স্তোতৃগণকে রক্ষা কর। দানশূন্য ও অসত্যাচারীলোকে অপরিপক্ক অথবা পরিপাকযোগ্য জলে বর্তমান থেকে ও এ অহিংসনীয় দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না। ৭। যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন এবং যাঁর ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলমধ্যে প্রবল হয়ে যজমানকে ধনদানার্থে বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত হন। ৮। হে অপাং নপাৎ সত্যবান সর্বদা

একরূপে বর্তমান এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, যিনি জলমধ্যে পবিত্র দেব তেজধ্বারা প্রকাশ পান, সমস্ত ভূতজাত তাঁর শাখা মাত্র। পুষ্পফলাদির সাথে ওষধি সকল হতেই উৎপন্ন হয়। ৯। অপাং নপাৎ কুটিলগতি মেঘের মধ্যে স্বয়ং উর্ধ্বভাবে অবস্থিত হয়েও বিদ্যুৎ পরিধান করে অন্তরীক্ষে আরোহণ করেছেন। তাঁর উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্বত্র কীর্তন করে মহতী হিরণ্যবর্ণা নদী সকল প্রবাহিত হচ্ছে। ১০। সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি ও হিরণ্যবর্ণ; তিনি হিরণ্ময় স্থানের উপর উপবেশন করে শোভা পান; হিরণ্যদাতাগণ তাঁকে অন্ন প্রদান করেন। ১১। অপাং নপাতের রশ্মিসমূহরূপ শরীর সুন্দর এবং নামও সুন্দর এবং উভয়ই গূঢ় হলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যুবতী জলসংহতি, সে হিরণ্যবর্ণকে অন্তরীক্ষে সম্যকরূপে দীপ্তিযুক্ত করে, কেন না জলই তাঁর অন্ন। ১২। আমরা, যজ্ঞ, হব্য ও নমস্কার দ্বারা বহুদেবতার আদি, আমাদের মিত্র এই অপাং নপাৎকে পরিচর্যা করব। আমি তাঁর উন্নতপ্রদেশকে সম্যকরূপে অলংকৃত করব। আমি কাষ্ঠদ্বারা তাকে ধারণ করি, অন্নদ্বারা তাঁকে ধারণ করি এবং মন্ত্রদ্বারা তাঁর স্তব করি। ১৩। সেচনসমর্থ সে অপাং নপাৎ ঐ সমস্ত জলমধ্যে গর্ভ উৎপন্ন করেছেন। তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ হয়ে জল পান করেন, জলসমূহ তাঁকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সে অপাং নপাৎ এ পৃথিবীতে অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছেন (২)। ১৪। অপাং নপাৎ দেবতা উৎকৃষ্টস্থানে অবস্থিত। তিনি তেজদ্বারা প্রতিদিন দীপ্তিযুক্ত। মহৎ জলসমূহ তাঁর জন্য অন্নবহন করে সতত গতি দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। ১৫। হে অগ্নি! তুমি শোভনীয় নিবাস। আমি পুত্র-লাভের জন্য তোমার নিকট এসেছি। যজমানের হিতার্থে সুরচিত স্তুতি নিয়ে এসেছি। সমুদয় দেবগণ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন করেন সে সমুদয় আমাদের হোক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি।

টীকা : ১। অর্থাৎ জলের পৌত্র অগ্নি। জল হতে শস্য বৃক্ষাদি জন্মায় এবং তা হতে অগ্নি জন্মায়, এজন্য অগ্নি জলের পৌত্র। সায়ণ। ১।২২।৬ ঋকে সায়ণ এ শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং তদনুসারে সে স্থানে 'অপাং নপাৎ' অর্থে 'জল শোষক সবিতা' এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। ২। অর্থাৎ স্বর্গীয় অগ্নি পার্থিব অগ্নিরূপে যজ্ঞাদি নির্বাহার্থে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছেন।

৩৬ সূক্ত ॥ দেবতা (১ ঋকের) ইন্দ্র ও মধু। (২) মরুৎগণ ও মাধব। (৩) ত্বষ্টা ও শুক্র। (৪) অগ্নি ও শুচি। (৫) ইন্দ্র ও নভঃ। (৬) মিত্রাবরুণ ও নভস্য (১)।
গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

তুভ্যং হিন্বানো বসিষ্ট গা অপোঽধুক্ষন্ত্সীমবিভিরদ্রিভি র্নরঃ।
পিবেন্দ্র স্বাহা প্রহুতং বষট্কৃতং হোত্রাদা সোমং প্রথমো য ঈশিষে ॥ ১
যজ্ঞৈঃ সংমিশ্লাঃ পৃষতীভিঋর্ষ্টিভি র্যামঞ্ছুভ্রাসো অঞ্জিষু প্রিয়া উত।
আসদ্যা বর্হির্ভরতস্য সূনবঃ পোত্রাদা সোমং পিবতা দিবো নরঃ ॥ ২
অমেব নঃ সুহবা আ হি গন্তন নি বর্হিষি সদতনা রণিষ্টন।
অথা মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসস্ত্বষ্ট র্দেবেভি র্জনিভিঃ সুমদ্গণঃ ॥ ৩
আ বক্ষি দেবাঁ ইহ বিপ্র যক্ষি চোশন্ হোত র্নিষদা যোনিষু ত্রিষু।
প্রতি বীহি প্রস্থিতং সোম্যং মধু পিবাগ্নীধ্রাত্তব ভাগস্য তৃপ্ণুহি ॥ ৪
এষ স্য তে তম্বো নৃম্ণবর্ধনঃ সহ ওজঃ প্রদিবি বাহ্বোর্হিতঃ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্ তুভ্যমাভৃতস্ত্বমস্য ব্রাহ্মণাদা তৃপৎপিব ॥ ৫

জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু ।
অচ্ছা রাজানা নম এত্যাবৃতং প্রশাস্ত্রাদা পিবতং সোম্যং মধু ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে প্রেরিত এ সোম গব্য ও জলসংযুক্ত। যজ্ঞের নেতাগণ, ঐ সোমকে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা অভিষুত করে মেষলোমময় দশাপবিত্র দ্বারা সংস্কৃত করছেন (২)। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি সমস্ত দেবগণের প্রথমে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ও বষট্‌কার দ্বারা ত্যক্ত সোম, হোতার নিকট হতে পান কর। ২। যজ্ঞের সাথে সংযুক্ত, পৃষতীযোজিত রথে অবস্থিত; স্বকীয় আয়ুধ দ্বারা শোভিত এবং আভরণপ্রিয় ভরতের পুত্র। হে অন্তরীক্ষের নেতা মরুৎগণ ! তোমরা কুশে উপবেশন করে পোতার নিকট হতে সোম পান কর। ৩। হে শোভনাহ্বানযুক্ত দেবগণ ! তোমরা আমাদের সঙ্গে এস, কুশে উপবেশন কর এবং বিহার কর। অনন্তর হে ত্বষ্টা ! তুমি দেব ও দেবপত্নীগণের শোভনীয় দলের সাথে অন্ন সেবা করে তৃপ্তি লাভ কর। ৪। হে মেধাবী অগ্নি। তুমি এ যজ্ঞে দেবতাগণকে আহ্বান কর ও তাঁদের যজ্ঞ কর। হে দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি তুমি আমাদের হব্য অভিলাষী হয়ে স্থানত্রয়ে উপবেশন কর, সোমাত্মক মধু স্বীকার কর; অগ্নীধ্রের নিকট হতে সোমপান কর এবং স্বীয় অংশে তৃপ্ত হও। ৫। হে ধনবান ইন্দ্র তুমি পুরাণ। যে সোমদ্বারা তোমার হস্তে শত্রুর অভিভবক্ষম সামর্থ ও বল নিহিত হয়, তা তোমার জন্য অভিষুত ও আহুত হয়েছে। তুমি তৃপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণনামক ঋত্বিকের নিকট হতে এ সোম পান কর। ৬। হে মিত্রাবরুণ ! তোমরা আমার যজ্ঞ সেবা কর। হোতা উপবিষ্ট হয়ে চিরন্তনী স্তুতি উচ্চারণ করছে; তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা শোভমান। ঋত্বিক পরিবেষ্টিত অন্ন তোমাদের অভিমুখে রয়েছে, তোমরা ঐ মধুর সোমরস প্রশাস্তার নিকট হতে পান কর (৩)।

টীকা ঃ ১। 'Each (god) is associated with a deified mouth after the nomenclature of the old kalendar, or Indra with Madhu, the marut with Madhabu, Twashtri with Sukra, Agni with Suchi, Indra with Nabha, and Mitra and Varuna with Nabasya.'—Wilson. ২। ১।১৩৫।৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। এ সূক্তের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬ ঋকে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন

৩৭ সূক্ত ॥ ১ হতে ৪ ঋক পর্যন্ত দ্রবিণোকা দেবতা। (৫) অশ্বিদ্বয়।
(৬) অগ্নি। গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

মন্দস্ব হোত্রাদনু জোষমন্ধসোঽধ্বর্যবঃ স পূর্ণাং বষ্ট্যাসিচম্ ।
তস্মা এতং ভরত তদ্বশো দদির্হোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ১
যমু পূর্বমহুবে তমিদং হুবে সেদু হব্যো দদির্যো নাম পত্যতে ।
অধ্বর্যুভিঃ প্রস্থিতং সোম্যং মধু পোত্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ২
মেদ্যন্তু তে বহ্নয়ো যেভিরীয়সেঽরিষণ্যন্বীলয়স্বা বনস্পতে ।
আয়ূযা ধৃষ্ণো অভিগূর্যা ত্বং নেষ্ট্রাৎ সোমং দ্রবিণোদঃ পিব ঋতুভিঃ ॥ ৩
অপাদ্ধোত্রাদুত পোত্রাদমত্তোত নেষ্টাদজুষত প্রয়ো হিতম্ ।
তুরীয়ং পাত্রমমৃক্তমমর্ত্যং দ্রবিণোদাঃ পিবতু দ্রবিণোদসঃ ॥ ৪
অর্বাঞ্চমদ্য যয্যং নৃবাহণং রথং যুঞ্জাথামিহ বাং বিমোচনম্ ।
পৃঙ্ক্তং হবীংষি মধুনা হি কং গতমথা সোমং পিবতং বাজিনীবসূ ॥ ৫

জোষ্যগ্নে সমিধং জোষ্যাহুতিং জোষি ব্রহ্ম জন্যং জোষি সুষ্টুতিম্ ।
বিশ্বভি বিশ্বাঁ ঋতুনা বনো মহ উশন্দেবাঁ উশতঃ পায়য়া হবিঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্রবিণোদা (১)! তুমি হোতৃকৃত যাগে অন্ন গ্রহণ করে প্রীত ও হৃষ্ট হও। হে অধ্বর্যুগণ! দ্রবিণোদা পূর্ণাহুতি কামনা করছেন অতএব তাঁর জন্য এ সোম প্রদান কর। সোমাভিলাষী দ্রবিণোদা অভীষ্ট ফলদাতা। হে দ্রবিণোদা! হোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সাথে সোম পান কর। ২। আমরা পূর্বে যাঁকে আহ্বান করেছি, সম্প্রতি তাঁহাকেই আহ্বান করছি। তিনিই আহ্বানযোগ্য কারণ তিনি দাতা ও সকলের অধিপতি! তাঁর জন্য সোমাত্মক মধু অধ্বর্যুগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়েছে। হে দ্রবিণোদা! পোতার যজ্ঞে ঋতুগণের সাথে সোমপান কর। ৩। হে দ্রোবিণোদা! তুমি যে অশ্বে যাও তারা তৃপ্ত হোক ; হে বনস্পতি! কারও হিংসা না করে দৃঢ় হও। হে ধর্ষণকারী! তুমি এসে নেষ্টার যজ্ঞে ঋতুগণের সাথে সোম পান কর। ৪। হে দ্রোবিণোদা! যিনি! হোতার যজ্ঞে সোম পান করেছেন, যিনি পোতার যজ্ঞে হৃষ্ট হয়েছেন, যিনি নেষ্টার যজ্ঞে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করেছেন সে দ্রোবিণোদা সুবর্ণদাতা ঋত্বিকের অশোধিত ও মৃত্যুনিবারক চতুর্থসোমপাত্র পান করুন। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ শীঘ্রগামী, তোমাদের বাহনস্বরূপ এবং তোমাদের যথাস্থানে নামিয়ে দেয়, অদ্য সে রথ এ যজ্ঞে আমাদের অভিমুখে যোজিত কর। আমাদের হব্য সুস্বাদু কর ও এস, হে অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমাদের সোম পান কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি সমিধে তুষ্ট হও, লোকের হিতকর স্তোত্রে তুষ্ট হও এবং সুন্দর স্তুতিতে তুমি সকলের আবাসপ্রদ ও আমাদের হব্য অভিলাষী। তুমি আমাদের হব্য অভিলাষী সমস্ত মহানুভব দেবগণকে ঋতু ও বিশ্বদেবগণের সাথে সোম পান করাও।

টীকা ঃ ১। ১।১৬।৭ ঋকের টীকার সায়ণ 'দ্রবিণোদ' শব্দের অর্থ 'ধনপ্রদঃ অগ্নিঃ' করেছেন।

৩৮ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা সবায় শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ ।
নূনং দেবেভ্যো বি হি ধাতি রত্নমথাভজদ্বীতিহোত্রং স্বস্তৌ ॥ ১
বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব ঊর্ধ্বঃ প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্তি ।
আপশ্চিদস্য ব্রত আ নিমৃগ্রা অয়ং চিদ্বাতো রমতে পরিজ্মন্ ॥ ২
আশুভিশ্চিদ্যান্বি মুচাতি নূনমরীরমদতমানং চিদেতোঃ ।
অহ্যর্ষূণাং চিন্ন্যয়াঁ অবিষ্যামনু ব্রতং সবিতুর্মোক্যাগাৎ ॥ ৩
পুনঃ সমব্যদ্বিততং বয়ন্তী মধ্যা কর্তোর্ন্যধাচ্ছক্ম ধীরঃ ।
উৎসংহায়াস্থাদ্ব্যৃতূঁরদর্ধররমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ ॥ ৪
নানৌকাংসি দুর্যো বিশ্বমায়ুর্বি তিষ্ঠতে প্রভবঃ শোকো অগ্নেঃ ।
জ্যেষ্ঠং মাতা সূনবে ভাগমাধাদন্বস্য কেতমিষিতং সবিত্রা ॥ ৫
সমাববর্তি বিষ্ঠিতো জিগীষুর্বিশ্বেষাং কামশ্চরতামমাভূৎ ।
শশ্বাঁ অপো বিকৃতং হিৎব্যাগাদনু ব্রতং সবিতুর্দৈব্যস্য ॥ ৬
ত্বয়া হিতমপ্যমপ্সু ভাগং ধন্বান্বা মৃগয়সো বি তস্থুঃ ।
বনানি বিভ্যো নকিরস্য তানি ব্রতা দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি ॥ ৭
যাদ্রধ্যং বরুণো যোনিমপ্যমনিশিতং নিমিষি জর্ভুরাণঃ ।
বিশ্বো মার্তাণ্ডো ব্রজমা পশুর্গাৎস্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ ॥ ৮

ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমর্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ।
নারাতয়স্তমিদং স্বস্তি হুবে দেবং সবিতারং নমোভিঃ ॥ ৯
ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিং নরাশংসো গ্নাস্পতির্নো অব্যাঃ।
আয়ে বামস্য সংগথে রয়ীণাং প্রিয়া দেবস্য সবিতুঃ স্যাম ॥ ১০
অস্মভ্যং তদ্দিবো অদ্ভ্যঃ পৃথিব্যাস্ত্বয়া দত্তং কাম্যং রাধ আ গাৎ।
শং যৎস্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাত্যুরুশংসায় সবিতর্জরিত্রে ॥ ১১

অনুবাদ : ১। দ্যুতিমান জগৎবাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হন; এটাই তাঁর কর্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন এবং সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন। ২। বিস্তীর্ণ হস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান সবিতা জগতের আনন্দের জন্য উদিত হয়ে বাহু প্রসারিত করেন। তাঁর কর্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলসমূহ প্রবাহিত হয় এবং এ বায়ুও সর্বতোব্যাপী অন্তরীক্ষে বিহার করে। ৩। গমন করতে করতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্তৃক বিমুক্ত হন, তখন তিনি নিরন্তর পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হতে বিরত করেন। যারা শত্রুর বিরুদ্ধে যায় তাদেরও গমনেচ্ছা নিবৃত্ত করেন। সবিতার কর্মের পর রাত্রি আসেন। ৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় (১) রাত্রি পুনর্বার আলোককে সম্যকরূপে বেষ্টন করছেন, প্রজ্ঞাবান লোক যে কর্ম করছিল, তা করতে সক্ষম হলেও মধ্যস্থলে রেখে দিচ্ছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগকর্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হন, তখন লোক শয্যা ত্যাগ করে ওঠে। ৫। অগ্নির গৃহস্থিত এবং প্রভূত তেজ যজমানদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও সমস্ত অন্নে অধিষ্ঠিত আছে। মাতা উষা সবিতাকর্তৃক প্রেরিত প্রজ্ঞাপক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতম পুত্র অগ্নিকে দান করেছেন। ৬। স্বর্গীয় সবিতার ব্রত সমাপ্ত হলে জয়াভিলাষী রাজা যুদ্ধযাত্রা করলেও প্রত্যাবৃত্ত হন। সমস্ত জঙ্গম পদার্থ গৃহের প্রতি অভিলাষ করে; সর্বদা কর্মরত ব্যক্তি অর্ধকৃত কর্ম ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাগত হয়। ৭। হে সবিতা! তুমি অন্তরীক্ষে যে জলভাগ নিহিত করেছ, জলান্বেষণকারীগণ চতুর্দিকে তা প্রাপ্ত হয়। তুমি পক্ষিদের বৃক্ষসমূহ বিভাগ করে দিয়েছ, কেউ সবিতার কর্ম হিংসা করতে পারে না। ৮। সবিতা অস্তগত হলে, সর্বদা গমনশীল বরুণ জঙ্গম পদার্থ সকলকে সুখকর, বাঞ্ছনীয় এবং সুগম বাসস্থান প্রদান করেন। সবিতা যখন ভূতজাতকে স্থানে স্থানে পৃথক করে দেন, তখন পশুপক্ষিগণ আপন আপন স্থানে যায়। ৯। যাঁর ব্রত ইন্দ্র হিংসা করেন না, বরুণ মিত্র, অর্যমা বা রুদ্র হিংসা করেন না, শত্রুরাও হিংসা করে না, সে দ্যুতিমান সবিতাকে কল্যাণের জন্য এ প্রকারে নমস্কার দ্বারা আহ্বান করছি। ১০। যাঁকে মনুষ্যসকলে স্তুতি করে, যিনি দেবপত্নীগণের রক্ষক, সে সবিতা আমাদের রক্ষা করুন। আমরা ভজনীয় বহুপ্রজ্ঞ ধ্যানযোগ্য সবিতাকে বলবান করি। আমরা যেন ধন ও পশু উপার্জনে ও সঞ্চয় বিষয়ে সবিতার প্রিয় হতে পারি। ১১। হে সবিতা! তুমি আমাদের যে প্রসিদ্ধ কমনীয় ধন প্রদান করেছ, তা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক হয়ে আমাদের নিকটে আসুক। যে ধন স্তোতৃবংশীয়দের পক্ষে শুভকর, আমি অনেক স্তুতি করছি, আমাকে সে ধন প্রদান করুন।

টীকা : ১। এখানে ও বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীদের উল্লেখ আছে।

৩৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

গ্রাবাণেব তদিদর্থং জরেথে গৃধ্রেব বৃক্ষং নিধিমন্তমচ্ছ।
ব্রহ্মাণেব বিদথ উক্থশাসা দূতেব হব্যা জন্যা পুরুত্রা ॥ ১

যমা বরম সচেথে ।
প্রাতর্যাবাণা রথ্যেব বীরাজেব যমা বরম সচেথে ।
মেনে ইব তন্বা শুম্ভমানে দম্পতীব ক্রতুবিদা জনেষু ॥ ২
শৃঙ্গেব নঃ প্রথমা গন্তমর্বাক্ শফাবিব জর্ভুরাণ্য তরোভিঃ ।
চক্রবাকেব প্রতি বস্তোরুস্রার্বাঞ্চা যাতং রথ্যেব শক্রা ॥ ৩
নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব নভ্যেব ন উপধীব প্রধীব ।
শ্বানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খৃগলেব বিস্রসঃ পাতমস্মান্ ॥ ৪
বাতেবাজুর্যা নদ্যেব রীতিরক্ষী ইব চক্ষুষা যাতমর্বাক্ ।
হস্তাবিব তন্বেশম্ভবিষ্ঠা পাদেব নো নয়তং বস্যো অচ্ছ ॥ ৫
ওষ্ঠাবিব মধ্বাস্নে বদন্তা স্তনাবিব পিপ্যতং জীবসে নঃ ।
নাসেব নস্তন্বো রক্ষিতারা কর্ণাবিবসুশ্রুতা ভূতমস্মে ॥ ৬
হস্তেব শক্তিমভি সন্দদী নঃ ক্ষামেব নঃ সমজতং রজাংসি ।
ইমা গিরো অশ্বিনা যুষ্ময়ন্তীঃ ক্ষ্ণোত্রেণেব স্বধিতিম্ সং শিশীতম্ ॥ ৭
এতানি বামশ্বিনা বর্ধনানি ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্ ।
তানি নরা জুজুষাণোপ যাতং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা শত্রুর প্রতি প্রেরিত পাষাণ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় বাধা দাও, পক্ষিদ্বয় যেরূপ বৃক্ষে আসে সেরূপ তোমরা যজমানের নিকট এস। উকথ উচ্চারণকারী ব্রহ্মনামক ঋত্বিকদ্বয়ের ন্যায় ও জনপদে দূতদ্বয়ের ন্যায় তোমরা বহু পুরুষের আহ্বান যোগ্য । ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারী রথিদ্বয়ের ন্যায়, বীর ছাগদ্বয়ের ন্যায়, যমজ নারীদ্বয়ের ন্যায়, সুন্দর শরীরবিশিষ্ট দম্পতির ন্যায় সংগত এবং জন সকলের কর্মবেত্তা । তোমরা দুজনে ভক্তের নিকট এস । ৩। দেবগণের প্রথম অশ্বিদ্বয় ! তোমরা পশুর শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বা অশ্বাদির খুরদ্বয়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হয়ে আমাদের অভিমুখে এস। হে শত্রুচ্ছেদকারী স্বকর্মক্ষম অশ্বিদ্বয় ! চক্রবাকদ্বয় (১) যেরূপ দিবসে আসে অথবা রথিদ্বয় যেরূপ আসে, সেরূপ তোমরা আমাদের অভিমুখে এস । ৪। হে অশ্বিদ্বয় ! নৌকার ন্যায়, রথচক্রের নাভিফলকের ন্যায়, তৎপার্শ্বস্থ ফলকের ন্যায় চক্রের বাহ্য দেশের বলয়ের ন্যায় আমাদের পার কর । দুটি কুকুরের ন্যায় তোমরা আমাদের শরীরকে হিংসা হতে রক্ষা কর । দুটি বর্মের ন্যায় তোমরা আমাদের জরা হতে রক্ষা কর। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা বায়ুদ্বয়ের ন্যায় অক্ষয়, নদীদ্বয়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় দর্শনশক্তিমান । তোমরা আমাদের দিকে এস । তোমরা হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের ন্যায় শরীরের সুখকর । তোমরা আমাদের শ্রেষ্ঠধনের অভিমুখে নিয়ে যাও । ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় মধুরবাক্য উচ্চারণ কর, স্তনদ্বয়ের ন্যায় আমাদের জীবন ধারণের জন্য পান করাও, নাসিকাদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শরীরের রক্ষক হও, কর্ণদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শ্রোতা হও । ৭। হে অশ্বিদ্বয় ! হস্তদ্বয়ের ন্যায় সামর্থ্য প্রদান কর, দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় আমাদের উদক প্রেরণ কর। হে অশ্বিদ্বয় ! এ সকল স্তুতি তোমাদের কামনা করছে, তোমরা শাণযন্ত্রদ্বারা অসির ন্যায় ওদের তীক্ষ্ণ কর । ৮। হে অশ্বিদ্বয় ! গৃৎসমদ ঋষি, তোমাদের বৃদ্ধিসাধনার্থে এ সকল মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করেছেন । তোমরা নেতা ও অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত । তোমাদের নিকট এ সকল স্তুতি আসুক । আমরা যেন পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ।

টীকা ঃ ১। চক্রবাক মিথুন নিয়ে আধুনিক সংস্কৃত কবিগণের এত উপমান ঘটা, বেদে তার এই প্রথম উল্লেখ ।

৪০ সূক্ত ॥ সোম ও পূষা দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ ।
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবা অকৃন্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ॥ ১
ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা ।
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্বমামাস্বন্ত সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু ॥ ২
সোমাপূষণা রজসো বিমানং সপ্তচক্রং রথম বিশ্বমিন্বম্ ।
বিষূবৃতং মনসা যুজ্যমানং তং জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরশ্মিম্ ॥ ৩
দিব্যন্যঃ সদনং চক্র উচ্চা পৃথিব্যামন্যো অধ্যন্তরিক্ষে ।
তাবস্মভ্যং পুরুবারং পুরুক্ষুং রায়স্পোষং বি ষ্যতাং নাভিমস্মে ॥ ৪
বিশ্বান্যন্যো ভুবনা জজান বিশ্বমন্যো অভিচক্ষাণ এতি ।
সোমাপূষণাববতং ধিয়ং মে যুবাভ্যাং বিশ্বাঃ পৃতনা জয়েম ॥ ৫
ধিয়ং পূষা জিন্বতু বিশ্বমিন্বো রয়িং সোমো রয়িপতির্দধাতু ।
অবতু দেব্যদিতিরনর্বা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে সোম ও পূষা ! তোমরা ধনের জনক, দ্যুলোকের জনক ও পৃথিবীর জনক । তোমরা জন্মেই সমুদয় জগতের রক্ষক হয়েছ, দেবগণ তোমাদের অমরত্বের হেতুভূত করেছেন । ২ । দ্যুতিমান এ সোম ও পূষা জন্মালেই দেবগণ এঁদের সেবা করেছিলেন । এরা অপ্রিয় তমঃ নাশ করেন এবং এঁদের সাথে ইন্দ্র তরুণী ধেনু সকলের উধঃ প্রদেশে পক্ব পয়ঃ উৎপাদন করেন । ৩ । হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা । তোমরা জগতের পরিচ্ছেদক, সপ্ত চক্রবিশিষ্ট (১), বিশ্বকর্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্বত্র বর্তমান, পঞ্চরশ্মিবিশিষ্ট (২) এবং ইচ্ছা মাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর । ৪ । তোমাদের মধ্যে একজন পূষা উন্নত দ্যুলোকে বাস করেন । অন্য সোম পৃথিবীতে ও অন্তরিক্ষে বাস করেন (৩) । তোমরা দুজনে আমাদের বহুলোকের বরণীয়, বহুকীর্তিসম্পন্ন ও আমাদের ভাগের হেতুভূত পশুরূপ ধন প্রদান কর । ৫ । হে সোম ও পূষা ! তোমাদের মধ্যে একজন সোম সমস্ত ভূত জাত উৎপন্ন করেছেন, অন্য পূষা সমস্ত জগৎ পর্যবেক্ষণ করে যান । হে সোম ও পূষা ! তোমরা আমাদের কর্ম রক্ষা কর, আমরা যেন তোমাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুসেনা জয় করতে পারি । ৬ । জগতের প্রীতিদায়ক পূষা আমাদের কর্মে তৃপ্তিলাভ করুন । ধনপতি সোম আমাদের ধনদান করুন । দ্যুতিমতী, শত্রুরহিতা অদিতি আমাদের রক্ষা করুন । আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি ।

টীকা ঃ ১ । সপ্তঋতুরূপ সপ্তচক্র । ত্রয়োদশ মাসকে সপ্তম ঋতু বলে । সায়ণ ।
২ । পঞ্চঋতুরূপ পঞ্চরশ্মি । হেমন্ত ও শীত ঋতু একত্রিত হয়ে পাঁচঋতু । সায়ণ ।
৩ । অর্থাৎ ওষধিরূপে ও চন্দ্ররূপে । সায়ণ ।

৪১ সূক্ত ॥ (১, ২) ঋকের দেবতা বায়ু । (৩) ইন্দ্র ও বায়ুর । (৪,৫, ৬) মিত্রাবরুণ । (৭ ৮, ৯) অশ্বিদ্বয় । (১০, ১১, ১২) ইন্দ্র । (১৩, ১৪, ১৫) বিশ্বদেবগণ । । (১৬, ১৭ ১৮) সরস্বতী । (১৯, ২০, ২১) দ্যাবাপৃথিবী । গৃৎসমদ ঋষি । গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ বৃহতী ছন্দ ।

বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাসস্তেভিরা গহি । নিযুত্বান্ত্সোমপীতয়ে ॥ ১
নিযুত্বান্বায়বা গহ্যয়ং শুক্রো অয়ামি তে । গন্তাসি সুন্বতো গৃহম্ ॥ ২
শুক্রস্যাদ্য গবাশির ইন্দ্রবায়ূ নিযুত্বতঃ । আ যাতং পিবতং নরা ॥ ৩

অয়ং বাং মিত্রাবরুণা সুতঃ সোম ঋতাবৃধা । মমেদিহ শ্রুতং হবম্ ॥ ৪
রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে । সহস্রস্থূণ আসাতে ॥ ৫
তা সম্রাজা ঘৃতাসুতী আদিত্যা দানুনস্পতী । সচেতে অনবহ্বরম্ ॥ ৬
গোমদু ষু নাসত্যাশ্বাবদ্যাতমশ্বিনা । বর্তী রুদ্রা নৃপায্যম্ ॥ ৭
ন যৎপরো নান্তর আদধর্ষদ্বৃষণ্বসূ । দুঃশংসো মর্ত্যো রিপুঃ ॥ ৮
তা ন আ বোড়্হমশ্বিনা রয়িং পিশঙ্গসন্দৃশম্ । ধিষ্ণ্যা বরিবোবিদম্ ॥ ৯
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভী যদপ চুচ্যবৎ । স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ ॥ ১০
ইন্দ্রশ্চ মৃলয়াতি নো নঃ পশ্চাদঘং নশৎ । ভদ্রং ভবাতি নঃ পুরঃ ॥ ১১
ইন্দ্র আশাভ্যস্পরি সর্বাভ্যো অভয়ং করৎ । জেতা শত্রূন্বিচর্ষণিঃ ॥ ১২
বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্ । এদং বর্হির্নি ষীদত ॥ ১৩
তীব্রো বো মধুমাঁ অয়ং শুনহোত্রেষু মৎসরঃ । এতং পিবত কাম্যম্ ॥ ১৪
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ । বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্ ॥ ১৫
অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি ।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি ॥ ১৬
ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্ ।
শুনহোত্রেষু মৎস্ব প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ১৭
ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি ।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি ॥ ১৮
প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা যুবামিদা বৃণীমহে । অগ্নিং চ হব্যবাহনম্ ॥ ১৯
দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্ । যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্ ॥ ২০
আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবাঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ । ইহাদ্য সোমপীতয়ে ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু ! তোমার যে সহস্রসংখ্যক রথ আছে তা দিয়ে তুমি নিযুৎগণে যুক্ত হয়ে সোমপানের জন্য এস। ২। হে বায়ু ! নিযুৎগণে যুক্ত হয়ে তুমি এস। তুমি দীপ্তিমান সোম গ্রহণ করেছ, সোমাভিষবকারী যজমানের গৃহে তুমি গমন করে থাক। ৩। হে নেতা ইন্দ্র ও বায়ু ! তোমরা অদ্য নিযুৎগণে যুক্ত হয়ে সোমার্থে আগমন করে গব্য মিশ্রিত সোম পান কর। ৪। হে মিত্রাবরুণ ! তোমাদের জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে, হে সত্যবর্ধক ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৫। শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট এ স্থানে উপবেশন করুন (১)। ৬। সম্রাট ঘৃতান্নভোজী, অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন। ৭। হে অশ্বিদ্বয় ! হে নাসত্যদ্বয় ! হে রুদ্রদ্বয় ! যজ্ঞের নেতারা যে সোম পান করবে, সে সোম ধেনুযুক্ত ও অশ্বযুক্ত করে তোমরা রথে এস। ৮। হে ধনবর্ষী অশ্বিদ্বয় ! দূরস্থিত বা সমীপবর্তী মন্দভাষী মর্ত্য রিপু যে ধন অপহরণ করতে পারে না, সে ধন আমাদের দাও। ৯। হে ধিষণার্হ অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমাদের নিকট পিশঙ্গ সদৃশ ধনপ্রাপক ধন আন। ১০। ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন, তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান। ১১। যদি ইন্দ্র আমাদের সুখী করেন, পাপ আমাদের পশ্চাতে আসবে না, কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে। ১২। প্রজ্ঞাবান শত্রুজেতা ইন্দ্র সকল দিক হতে আমাদের ভয় রহিত করুন। ১৩। হে বিশ্বদেবগণ ! এ স্থলে এস, আমার আহ্বান শোন, এ কুশোপরি উপবেশন কর। ১৪। হে বিশ্বদেবগণ ! তীব্রমদযুক্ত, রসবান হর্ষকর এ সোম তোমাদের জন্য শুনহোত্রগণের (২) নিকট রয়েছে, তোমরা এ কমনীয় সোম পান কর। ১৫। ইন্দ্র যে মরুৎগণের শ্রেষ্ঠ, পূষা যাদের দাতা, সে দেবগণ আমার

আহ্বান শুনুন। ১৬। মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতি! আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধিশালী কর। ১৭। হে সরস্বতি! তুমি দ্যুতিমতী, অন্ন তোমায় আশ্রয় করেছে। তুমি শুনহোত্রগণের সোমপান করে তৃপ্ত হও। হে দেবি! তুমি আমাদের পুত্র দান কর। ১৮। হে অন্নবতি ও উদকবতী সরস্বতি! তুমি এ হব্য স্বীকার কর। এ মননীয় ও দেবতাগণের প্রিয়। গৃৎসমদগণ তোমাকে এ অর্পণ করছে। ১৯। হে যজ্ঞের সুখসম্পাদক (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমরা এস, আমরা তোমাদের প্রার্থনা করছি। আমরা হব্যবাহন (অগ্নিকেও) প্রার্থনা করছি। ২০। দ্যাবাপৃথিবী স্বর্গাদির সাধকরূপে ও দেবগণের অভিমুখে গমনশীল আমাদের এ যজ্ঞ দেবতাগণের নিকট বহন করুন। ২১। হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবি! যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন।

টীকা ঃ ১। স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ। ২। 'শুনহোত্রেষু গৃৎসমদেষু।' সায়ণ। এ মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখুন।

৪২ সূক্ত ॥ কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কনিক্রদজ্জনুষং প্রব্রুবাণ ইয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।
সুমঙ্গলশ্চ শকুনে ভবাসি মা ত্বাকা চিদভিভা বিশ্ব্যা বিদৎ ॥ ১
মা ত্বা শ্যেন উদ্বধীন্মা সুপর্ণো মা ত্বা কা বিদদিযুমান্বীরো অস্তা।
পিত্র্যামনু প্রদিশং কনিক্রদৎসুমঙ্গলো ভদ্রবাদী বদেহ ॥ ২
অব ক্রন্দ দক্ষিণতো গৃহাণাং সুমঙ্গলো ভদ্রবাদী শকুন্তে।
মা নঃ স্তেন ঈশত মাঘশংসো বৃহদ্বদেম বিদথেসুবীরাঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বারবার শব্দায়মান, ভবিষ্যৎ বিষয়ে বক্তা (কপিঞ্জল), কর্ণধার যেরূপ নৌকাকে পরিচালিত করে, সেরূপ বাক্যকে প্রেরণ করছেন। হে শকুনি। তুমি কল্যাণসূচক হও, কোন দিক হতে যেন কোন অভিভব তোমার উপস্থিত না হয়। ২। হে শকুনি। তোমাকে যেন শ্যেনপক্ষী বধ না করে, যেন সুপর্ণ পক্ষীও বধ না করে এবং বলবান বীর ধনুর্ধারী হয়ে যেন তোমাকে না প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ দিকে বারবার শব্দ করে সুমঙ্গলশংসী হয়ে তুমি আমাদের প্রিয়বাদী হও। ৩। হে শকুন্ত! তুমি সুমঙ্গলসূচক ও প্রিয়বাদী হয়ে গৃহের দক্ষিণ দিকে শব্দ কর। তস্কর যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে, দুষ্ট ব্যক্তিও যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি।

৪৩ সূক্ত ॥ কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।
জগতী, অতিশক্করী ও অষ্টি ছন্দ।

প্রদক্ষিণিদভি গৃণন্তি কারবো বয়ো বদন্ত ঋতুথা শকুন্তয়ঃ।
উভে বাচৌ বদতি সামাগা ইব গায়ত্রং চ ত্রৈষ্টুভং চানু রাজতি ॥ ১
উদ্গাতেব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি।
বৃষেব বাজী শিশুমতীরপীত্যা সর্বতো নঃ শকুনে ভদ্রমা বদ বিশ্বতো নঃ
শকুনে পুণ্যমা বদ ॥ ২

আবদংস্ত্বং শকুনে ভদ্রমা বদ তূষ্ণীমাসীনঃ সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ।
যদুৎপতন্বদসি কর্করির্যথা বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। শকুনিগণ কালে কালে অন্নান্বেষণ করে স্তোতাদের ন্যায়

প্রদক্ষিণ করে শব্দ করুক। সামগানকারী যেরূপ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ উভয় সামই উচ্চারণ করে, সেরূপ (কপিঞ্জল) উভয় বাক্যই উচ্চারণ করে ও স্তোতাদের অনুরক্ত করে। ২। হে শকুনি! উদগাতা যেরূপ সামগান করে, সেরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের (১) ন্যায় তুমি শব্দ কর। সেচনসমর্থ অশ্ব যেরূপ অশ্বীর নিকট গিয়ে শব্দ করে, তুমি সেরূপ শব্দ কর। হে শকুনি! তুমি সর্বত্র আমাদের মঙ্গলসূচক শব্দ কর, সর্বত্র আমাদের পুণ্যজনক শব্দ কর। ৩। হে শকুনি! যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। যখন তুষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করে থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির (২) ন্যায় শব্দ করে থাক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি (৩)।

টীকা ঃ ১। ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে 'ব্রহ্মণাৎশংসী' নামক যজ্ঞের একজন ঋত্বিক। সায়ণ। ২। বাদ্যবিশেষ। সায়ণ। ৩। অনুক্রমণিকা অনুসারে ইন্দ্ররূপী কপিঞ্জল এই ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা, কিন্তু এ সূক্তদ্বয়ে ইন্দ্র বা কপিঞ্জলের কোনও উল্লেখ নেই। কেবল 'শকুনির' উল্লেখ আছে। শকুনি অর্থে পক্ষী বিশেষ, Francoline partridge—wilson, পক্ষীদের অমঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করলে এ দুটি সূক্ত জপ করতে হয়। সায়ণ।

তৃতীয় মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। (১) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সোমস্য মা তবসং বক্ষ্যগ্নে বহ্নিং চকর্থ বিদথে যজধ্যৈ।
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যদ্যুঞ্জে অদ্রিং শমায়ে অগ্নে তন্বং জুষস্ব ॥ ১
প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতাং গীঃ সমিদ্ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসুর্বিদথা কবীনাং গৃৎসায় চিত্তবসে গাতুমীষুঃ ॥ ২
ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো দিবঃ সুবন্ধুর্জনুষা পৃথিব্যাঃ।
অবিন্দন্নু দর্শতমপ্স্বন্তর্দেবাসো অগ্নিমপসি স্বসৄণাম্ ॥ ৩
অবর্ধয়ন্ৎসুভগং সপ্ত যহ্বীঃ শ্বেতং জজ্ঞানমরুষং মহিত্বা।
শিশুং ন জাতমভ্যারুরশ্বা দেবাসো অগ্নিং জনিমন্বপুষ্যন্ ॥ ৪
শুক্রেভিরঙ্গৈ রজ আততন্বান্ ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ।
শোচির্বসানঃ পর্যায়ুরপাং শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীরনূনাঃ ॥ ৫
বব্রাজা সীমনদতীরদব্ধা দিবো যহ্বীরবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ ॥ ৬
স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্।
অস্থুরত্র ধেনবঃ পিন্বমানা মহী দস্মস্য মাতরা সমীচী ॥ ৭
বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদ্যৌদ্দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন ॥ ৮
পিতুশ্চিদূধর্জনুষা বিবেদ ব্যস্য ধারা অসৃজদ্বি ধেনাঃ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্দিবো যহ্বীভির্ন গুহা বভূব ॥ ৯
পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে পূর্বীরেকো অধয়ৎপীপ্যানাঃ।
বৃষ্ণে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধূ উভে অস্মৈ মনুষ্যেনি পাহি ॥ ১০
উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধাপো অগ্নিং যশসঃ সং হি পূর্বীঃ।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্দমূনা জামীনামগ্নিরপসি স্বসৄণাম্ ॥ ১১
অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাং দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে ভাঋজীকঃ।
উদুস্রিয়া জনিতা যো জজানাপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥ ১২
অপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং বনা জজান সুভগা বিরূপম্।
দেবাসশ্চিন্মনসা সং হি জগ্মুঃ পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্ ॥ ১৩
বৃহন্ত ইদ্ভানবো ভাঋজীকমগ্নিং সচন্ত বিদ্যুতো ন শুক্রাঃ।
গুহেব বৃদ্ধং সদসি স্বে অন্তরপার ঊর্ধ্বে অমৃতং দুহানাঃ ॥ ১৪
ঈলে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈরবো মিমীহি সংজরিত্রে রক্ষা চ নো দম্যেভিরনীকৈঃ ॥ ১৫
উপক্ষেতারস্তব সুপ্রণীতেঽগ্নে বিশ্বানি ধন্যা দধানাঃ।
সুরেতসা শ্রবসা তুঞ্জমানা অভি ষ্যাম পৃতনায়ূঁরদেবান্ ॥ ১৬
আ দেবানামভবঃ কেতুরগ্নে মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।
প্রতি মর্তাঁ অবাসয়ো দমূনা অনু দেবান্রথিরো যাসি সাধন্ ॥ ১৭

নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্ ।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদগ্নি র্বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্ ॥ ১৮
আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্ ।
অস্মে রয়িং বহুলং সন্তরুত্রং সুবাচং ভাগং যশসং কৃধী নঃ ॥ ১৯
এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্ ।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা জন্মঞ্জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ॥ ২০
জন্মং জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা বিশ্বামিত্রেভিরিধ্যতে অজস্রঃ ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ২১
ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো দেবত্রা ধেহি সুক্রতো ররাণঃ ।
প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নোঽগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥ ২২
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! তুমি যজ্ঞ করবার নিমিত্ত আমাকে সোমের বাহক করেছ, অতএব আমাকে বলবান কর। হে অগ্নি ! আমি দীপ্যমান হয়ে দেবতাগণের উদ্দেশে অভিষবণের জন্য প্রস্তর খণ্ড গ্রহণ করছি ও স্তব করছি। হে অগ্নি। তুমি আমার শরীর রক্ষা কর। ২। হে অগ্নি ! আমরা সম্যকরূপে যজ্ঞ করছি, আমাদের স্তুতি বর্ধিত হোক। সমিধ ও হব্যদ্বারা অগ্নিকে লোকে পরিচর্যা করুক। (দেবগণ) দ্যুলোক হতে এসে স্তোতাদের স্তোত্র শিখিয়েছেন। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য ও প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে স্তব করতে অভিলাষ করে। ৩। যিনি মেধাবী, বিশুদ্ধ বলশালী জন্মিবামাত্রেই উৎকৃষ্ট বন্ধু, যিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সুখবিধান করেন, সে দর্শনীয় অগ্নিকে দেবগণ যজ্ঞ কার্যের জন্য ভগিনীরূপ (নদী সকলের) জলের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছেন। ৪। শোভনধনযুক্ত, শুভ্র ও নিজ মাহাত্ম্যে দীপ্তি-শালী অগ্নি উৎপন্ন হলেই সপ্ত মহতী নদী তাঁকে বর্ধিত করেছিলেন। অশ্বী যেরূপ নবজাত শিশুর নিকট যায়, সেরূপ নদীসকল নবজাত অগ্নির নিকট গমন করেছিলেন। অগ্নি উৎপন্ন হলেই তাঁকে দেবগণ দীপ্তিমান করেছেন। ৫। অগ্নির শুভ্রবর্ণ তেজদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে যজমানকে স্তবনীয় ও পবিত্র তেজদ্বারা পরিশোধিত করেন এবং দীপ্তি পরিধান করে যজমানকে অন্ন এবং প্রভূত ও সম্পূর্ণ সম্পত্তি দান করেন। ৬। অগ্নি জলের চতুর্দিকে গমন করছেন, সে জল অগ্নিকে নির্বাণ করছে না, অথবা অগ্নিদ্বারা শোষিত হচ্ছে না। অন্তরীক্ষের অপত্যভূত অগ্নি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত নন অথচ জলবেষ্টিত হওয়ায় উলঙ্গও নন। সনাতনী নিত্যতরুণা ও একস্থান হতে উৎপন্না সপ্তনদী এক অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করেন। ৭। জলবর্ষণ হলে উদকের গর্ভস্বরূপ ও অন্তরীক্ষে পুঞ্জীভূত নানাবর্ণ অগ্নির রশ্মি সকল বিদ্যমান থাকে। এ অগ্নিতে জলরূপ পীনা ধেনুসকল সকলের প্রীতিদায়িনী হয়। সুন্দর মহৎ দ্যাবাপৃথিবী দর্শনীয় অগ্নির পিতামাতা। ৮। হে বলের পুত্র ! সকলে তোমাকে ধারণ করলে তুমি উজ্জ্বল ও বেগবান রশ্মি ধারণ করে দ্যোতিত হও। যখন অগ্নি যজমানের স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন মধুর জলধারা পতিত হয়। ৯। অগ্নি জন্মিবামাত্রেই পিতা অন্তরীক্ষের উধ, উধঃস্বরূপ জল প্রদেশ জেনেছেন এবং ঐ উধঃ সম্বন্ধিনী ধারা বৃষ্টি ও অন্তরীক্ষচারী শব্দ বজ্র পাতিত করেছিলেন। অগ্নি শুভকারী বন্ধু (বায়ু প্রভৃতির) সাথে অবস্থান করেন ও অন্তরীক্ষের অপত্যভূত জলের সাথে গুহাতে বর্তমান থাকেন, এ অগ্নিকে কেউই প্রাপ্ত হয় না। ১০। অগ্নি পিতার অন্তরীক্ষের ও জনয়িতার গর্ভধারণ করেন,

এক অগ্নি বহুতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত ওষধি ভক্ষণ করেন। সপত্নী (২) ও মনুষ্যদের হিতকারিণী দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির বন্ধু। হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষরূপে রক্ষা কর। ১১। মহান অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে বর্ধিত হন. কারণ বহু অন্নবান জল তাঁকে সম্যকরূপে বর্ধিত করে। জলের জন্মস্থানে অন্তরীক্ষে, স্থির অগ্নি ভগিনী স্থানীয়া স্রোতস্বিনীগণের জলে প্রশান্ত মনে শয়ন করেন। ১২। যে অগ্নি সমস্ত লোকের জনক, উদকের গর্ভভূত, মনুষ্যদের বিশেষরূপে রক্ষক, মহৎশত্রুর আক্রমণকারী, সংগ্রামে মহৎ স্বীয় সেনাগণের রক্ষক সকলের দর্শনীয় এবং স্বীয় দীপ্তিদ্বারা প্রকাশমান, তিনি যজমানের জন্য জল উৎপন্ন করেছেন। ১৩। সৌভাগ্যযুক্ত অরণি, দর্শনীয়, নানারূপবিশিষ্ট এবং জল ও ওষধি সকলের গর্ভভূত অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। সমুদয় দেবগণও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন ও তাঁর পরিচর্যা করেছিলেন। ১৪। দীপ্তিমান বিদ্যুৎ সদৃশ মহৎ সূর্যগণ অগাধ সমুদ্র মধ্যে অমৃত দোহন করে গুহার ন্যায় স্বকীয় সদনে অন্তরীক্ষে প্রবৃদ্ধ এবং প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান অগ্নিকে আশ্রয় করেন। ১৫। যজমান আমি হব্যদ্বারা তোমার স্তুতি করছি, ধর্মবিষয়ে বুদ্ধি লাভ করবার অভিলাষে তোমার সাথে বন্ধুত্ব প্রার্থনা করছি। তুমি দেবতাগণের সাথে স্তুতিকারী আমার পশু প্রভৃতি রক্ষা কর ও দুর্দমনীয় তেজদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ১৬। হে সুনেতা অগ্নি! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি, সমস্ত ধন প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম করি ও হব্য প্রদান করি। আমরা যেন তোমাকে সুবীর্যকর অন্ন প্রদান করে অদেবগণকে ও অনিষ্টকারী শত্রুদের জয় করতে পারি। ১৭। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের স্তবনীয় দূত, তুমি সমস্ত স্তোত্র জান, তুমি মর্ত্যগণকে নিজ নিজ গৃহে বাস করাও, তুমি রথী, তুমি দেবতাগণের কার্যসাধন করে তাদের পিছনে যাও। ১৮। নিত্য রাজা অগ্নি যজ্ঞ সাধন করে মর্ত্যগণের গৃহে উপবেশন করেন। অগ্নি সমস্ত স্তোত্র জানেন, অগ্নির অবয়ব ঘৃতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। বিস্তীর্ণ অগ্নি বিদ্যোতিত হচ্ছেন। ১৯। হে গমনেচ্ছু মহান অগ্নি! তুমি মঙ্গলকর সখ্য ও মহৎ রক্ষার সাথে আমাদের নিকট এস এবং আমাদের বহুল, উপদ্রবশূন্য, শোভনস্তুতিযুক্ত ও কীর্তিযুক্ত ধন প্রদান কর। ২০। হে অগ্নি! তুমি পুরাতন, তোমার উদ্দেশে আমি এ সকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করছি। সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছেন। সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে আমরা এ সকল সবন করেছি! ২১। সমস্ত মনুষ্যে নিহিত সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি বিশ্বামিত্র কর্তৃক অনবরত প্রদীপ্ত হন। আমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞার্হ অগ্নির অভিলষণীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। ২২। হে বলবান শোভনকর্মবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি সর্বদা বিহার করতে করতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী! তুমি আমাদের অন্ন দান কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদের মহৎধন দান কর। ২৩। হে অগ্নি! তমি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

টীকা : ১। বিশ্বামিত্র ঋষি অথবা তদ্বংশীয়গণ তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি। বিশ্বামিত্র বোধ হয় তৎকালের অনেক ঋষিগণের ন্যায় যুদ্ধকালে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যখন বহুকাল পরে ভারতবর্ষে জাতিবিভাগ স্থিরীকৃত হল তখন একটি উপাখ্যান কল্পিত হল যে, বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হলেন। ঋগ্বেদে এ

উপাখ্যানের কোনও উল্লেখ নেই এবং ঋগ্বেদের সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিও সৃষ্টি হয় নি। ২। সূর্যদেব, স্বর্গ ও পৃথিবীর পতি, এ জন্য স্বর্গ ও পৃথিবী সপত্নী; সায়ণ।

২ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

বৈশ্বানরায় ধিষণামৃতাবৃধে ঘৃতং ন পূতমগ্নয়ে জনামসি।
দ্বিতা হোতারং মনুষশ্চ বাঘতো ধিয়া রথং ন কুলিশঃ সমৃণ্বতি ॥ ১
স রোচয়জ্জনুষা রোদসী উভে স মাত্রোরভবৎপুত্র ঈড্যঃ।
হব্যবালগ্নিরজরশ্চনোহিতো দূলভো বিশামতিথি র্বিভাবসুঃ ॥ ২
ক্রত্বা দক্ষস্য তরুষো বিধর্মণি দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
রুরুচানং ভানুনা জ্যোতিষা মহামত্যং ন বাজং সনিষ্যন্নুপ ব্রুবে ॥ ৩
আ মন্দ্রস্য সনিষ্যন্তো বরেণ্যং বৃণীমহে অহ্রয়ং বাজমৃগ্মিয়ম্।
রাতিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুমগ্নিং রাজন্তং দিব্যেন শোচিষা ॥ ৪
অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনা বাজশ্রবসমিহ বৃক্তবর্হিষঃ।
যতস্রুচঃ সুরুচং বিশ্বদেব্যং রুদ্রং যজ্ঞানাং সাধদিষ্টিমপসাম্ ॥ ৫
পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি হোত র্যজ্ঞেষু বৃক্তবর্হিষো নরঃ।
অগ্নে দুব ইচ্ছমানাস আপ্যমুপাসতে দ্রবিণং ধেহি তেভ্যঃ ॥ ৬
আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্।
সো অধ্বরায় পরি ণীয়তে কবিরত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ ॥ ৭
নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং দুবস্যত দম্যং জাতবেদসম্।
রথী র্ঋতস্য বৃহতো বিচর্ষণিরগ্নি র্দেবানামভবৎ পুরোহিতঃ ॥ ৮
তিস্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনোঽগ্নেরপুনন্নুশিজো অমৃত্যবঃ।
তাসামেকামদধু র্মর্ত্যে ভুজমু লোকমু দ্বে উপ জামিমীয়তু ॥ ৯
বিশাং কবিং বিশ্পতিং মানুষীরিষঃ সং সীমকৃণ্বন্ত্স্বধিতিং ন তেজসে।
স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ স গর্ভমেষু ভুবনেষু দীধরৎ ॥ ১০
স জিন্বতে জঠরেষু প্রজজ্ঞিবান্ বৃষা চিত্রেষু নানদন্ন সিংহঃ।
বৈশ্বানরঃ পৃথুপাজা অমর্ত্যো বসু রত্না দয়মানো বি দাশুষে ॥ ১১
বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাকমারুহদ্দিবস্পৃষ্ঠং ভন্দমানঃ সুমন্মভিঃ।
স পূর্ববজ্জনয়ঞ্জন্তবে ধনং সমানমজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ ॥ ১২
ঋতাবানং যজ্ঞিয়ং বিপ্রমুক্থ্যমা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্।
তং চিত্রযামং হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে ॥ ১৩
শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধম্।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতন্তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ ॥ ১৪
মন্দ্রং হোতারং শুচিমদ্বয়াবিনং দমূনসমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিম্।
রথং ন চিত্রং বপুষায় দর্শতং মনুর্হিতং সদমিদ্রায় ঈমহে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমরা যজ্ঞবর্ধক বৈশ্বানরের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় প্রীতি-জনক স্তুতি করব। কুঠার যেরূপ রথকে সংস্কার করে, সেরূপ মনুষ্য ও ঋত্বিকগণ দেবতাগণের আহ্বানকারী গার্হপত্য ও আহবনীয় দু প্রকার রূপবিশিষ্ট অগ্নিকে সংস্কার করে। ২। তিনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে প্রকাশিত করেন। তিনি পিতামাতার প্রশংসার যোগ্য পুত্র হয়েছিলেন। হব্যবাহী, জরারহিত,

অন্নদাতা, অহিংসিত ও প্রভাধন অগ্নি মনুষ্যদের অতিথির ন্যায় পূজ্য হন। ৩। জ্ঞানবান দেবগণ বিপদ হতে উদ্ধারক বল দ্বারা যজ্ঞে অগ্নিকে উৎপাদনক করেন। ভারসহ অশ্বের যেরূপ স্তুতি করি, সেরূপ আমি অন্নাভিলাষী হয়ে দীপ্তিমান তেজদ্বারা প্রকাশমান মহান অগ্নিকে স্তুতি করছি। ৪। আমরা স্তুতিযোগ্য বৈশ্বানরের শ্রেষ্ঠ, অলজ্জাবহ, প্রশংসনীয় অন্নের অভিলাষী হয়ে ভৃগু ঋষিগণের অভিলাষপ্রদ, অভিলষণীয়, প্রজ্ঞাবান এবং স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা শোভমান অগ্নিকে ভজনা করছি। ৫। ঋত্বিকগণ সুখলাভের জন্য কুশ বিস্তার করে ও স্রুক উত্তোলন করে অন্নদাতা, অত্যন্ত দীপ্তিমান, সমস্ত দেবগণের হিতকারী, দুঃখনাশক এবং যজমানগণের যজ্ঞসাধক অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করে। ৬। হে পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তোমার পরিচর্যাভিলাষী যজমানগণ যজ্ঞে কুশবিস্তার করে তোমার যোগ্য যাগগৃহ সেবা করে। তাদের ধন দান কর। ৭। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও পরিপূর্ণ করেছিলেন। যজমানগণ নবজাত এ অগ্নি ধারণ করেছিলেন ; সর্বত্র ব্যাপ্ত অন্নদাতা এ অগ্নি অশ্বের ন্যায় অন্নলাভের জন্য আনীত হন। ৮। নেতা ও মহৎ যজ্ঞের দর্শক যে অগ্নি দেবতাগণের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছিলেন, সে হব্যদাতা, শোভনযজ্ঞ-বিশিষ্ট, গৃহের হিতকর, সর্বভূত অগ্নিকে পূজা কর তাঁর পরিচর্যা কর। ৯। মৃত্যুরহিত দেবগণ অগ্নিকে অভিলাষ করে মহান জগৎব্যাপক অগ্নির পার্থিব, বৈদ্যুত ও সূর্যরূপ তিনটি মূর্তিকে শোধিত করেছেন। তাঁরা ওদের মধ্যে জগৎ-পালিকা পার্থিব মূর্তিকে মর্ত্যলোকে রেখে অন্য দুটি অন্তরীক্ষে গমন করেছে। ১০। ধনাভিলাষী প্রজাগণ প্রজাগণের প্রভু মেধাবী অগ্নিকে অসির ন্যায় তীক্ষ্ম করবার জন্য সংস্কৃত করেছিলেন। তিনি উন্নত ও নিম্নপ্রদেশ সকল ব্যাপ্ত করে গমন করেন, তিনি সমস্ত ভুবনে গর্ভ ধারণ করেন। ১১। নবজাত অভীষ্টবর্ষী বৈশ্বানর নানাস্থানে সিংহের ন্যায় শব্দ করে নানা জঠরে বর্ধিত হন। তিনি অত্যন্ত তেজবিশিষ্ট ও মরণরহিত। তিনি যজমানকে রমণীয় বস্তু প্রদান করেন। ১২। স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর চিরন্তনের ন্যায় অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠভূত স্বর্গে আরোহণ করেন। তিনি পুরাতন ঋষিগণের ন্যায় যজমাণগণকেও ধন দান করে জাগ্রত হয়ে দেবগণের সাধারণ পথে সূর্যরূপে ভ্রমণ করেন। ১৩। বলবান যজ্ঞার্হ মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা দ্যুলোক হতে এনে পৃথিবীতে সংস্থাপিত করেছেন (১) আমরা সে নানাবিধ গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ কিরণযুক্ত, দীপ্তিমান, অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচঞা করি। ১৪। দীপ্ত, যজ্ঞে গমনকারী, সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকের কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত উষাকালে জাগরূক, অন্নবান, মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচঞা করি। ১৫। স্তুতিযোগ্য দেবতাগণের আহ্বানকারী সর্বদা শুদ্ধ, কুটিলতারহিত, দানশীল, শ্রেষ্ঠ, বিশ্বদর্শী, রথের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট, দর্শনীয়াকৃতিসম্পন্ন ও সর্বদা মনুষ্যগণের কল্যাণকারী সে অগ্নির নিকট আমরা ধন যাচঞা করছি।

টীকা ঃ ১ ॥ ১।৬০।১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখুন।

৩ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপো রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে
অগ্নি হি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যত্যথা ধর্মাণি সনতা ন দূদুষৎ ॥ ১
অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং পরি ভূষতি দ্যুভি র্দেবেভিরগ্নিরিষিতো ধিয়াবসুঃ ॥ ২

কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত চিত্তিভিঃ ।
অপাংসি যস্মিন্নধি সন্দধুর্গিরস্তস্মিন্ত্সুম্নানি যজমান আ চকে ॥ ৩
পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নির্বয়ুনং চ বাঘতাম্ ।
আ বিবেশ রোদসী ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ ॥ ৪
চন্দ্রমগ্নিং চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরমপ্সুষদং স্বর্বিদম্ ।
বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভিরাবৃতং ভূর্ণিং দেবাস ইহ সুশ্রিয়ং দধুঃ ॥ ৫
অগ্নির্দেবেভির্মনুষশ্চ জন্তুভিস্তন্বানো যজ্ঞং পুরুপেশসং ধিয়া ।
রথীরন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভির্জীরো দমূনা অভিশস্তিচাতনঃ ॥ ৬
অগ্নে জরস্ব স্বপত্য আয়ুন্যূর্জা পিন্বস্ব সমিষো দিদীহি নঃ
বয়াংসি জিন্ব বৃহতশ্চ জাগৃব উশিগ্দেবানামসি সুক্রতুর্বিপাম্ ॥ ৭
বিশ্পতিং যহ্বমতিথিং নরঃ সদা যন্তারং ধীনামুশিজং চ বাঘতাম্ ।
অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং প্রশংসন্তি নমসা জূতিভির্বৃধে ॥ ৮
বিভাবা দেবঃ সুরণঃ পরি ক্ষিতীরগ্নির্বভূব শবসা সুমদ্রথঃ ।
তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো বয়মুপ ভূষেম দম আ সুবৃক্তিভিঃ ॥ ৯
বৈশ্বানর তব ধামান্যা চকে যেভিঃ স্বর্বিদভবো বিচক্ষণ ।
জাত আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ॥ ১০
বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদরিণাদেকঃ স্বপস্যয়া কবিঃ ।
উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা ॥ ১১

অনুবাদ : ১। মেধাবী স্তোতাগণ সৎপথলাভের জন্য বহুবলশালী বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে রমণীয় স্তোত্র সকল পাঠ করে। মরণরহিত অগ্নি হব্যপ্রদান দ্বারা দেবতাগণের পরিচর্যা করেন, অতএব কেউ সনাতন যজ্ঞকে দূষিত করতে পারে না। ২। দর্শনীয় হোতা অগ্নি দেবগণের দূত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যান। দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত ধীমান অগ্নি যজমানের সম্মুখে স্থাপিত ও উপবিষ্ট হয়ে মহৎ যজ্ঞগৃহকে অলংকৃত করেন। ৩। মেধাবীগণ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ ও যজ্ঞের সাধনভূত অগ্নিকে স্বীয় স্বীয় কর্মদ্বারা পূজা করেন। স্তোতাগণ যে অগ্নিতে স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম সকল অর্পণ করে, যজমান সে অগ্নিতে সুখের আশা করে। ৪। যজ্ঞের পিতা, স্তোতৃগণের অসুর (১), ঋত্বিকগণের জ্ঞান হেতু যজ্ঞাদি কর্মের সাধনভূত অগ্নি পার্থিব ও বৈদ্যুতাদি রূপদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত প্রিয় তেজবিশিষ্ট অগ্নি যজমান কর্তৃক স্তুত হচ্ছেন। ৫। আহ্লাদকর, ও অহ্লাদজনক রথবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ জলমধ্যে নিবাসী, সর্বজ্ঞ সর্বত্র ব্যাপ্ত, শীঘ্রগামী, বলোপেত ভর্তা, দীপ্তিমান বৈশ্বানরকে দেবগণ ইহলোকে স্থাপিত করেছেন। ৬। যিনি যজ্ঞসাধক দেবগণ ও ঋত্বিকগণের সাথে কর্মদ্বারা যজমানের নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যিনি নেতা, শীঘ্রগামী, দানশীল এবং শত্রুগণের নাশক সে অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। ৭। হে অগ্নি! আমরা সুপুত্র ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করতে পারব বলে তুমি দেবগণকে স্তব কর, অন্নদ্বারা তাঁদের প্রীত কর, আমাদের শস্যের জন্য বৃষ্টিকে সম্যকরূপে দীপ্ত কর ও অন্ন দান কর। হে সর্বদা জাগরণশীল অগ্নি! তুমি মহান্ যজমানকে অন্নদান কর, কারণ তুমি সুকর্মা ও দেবগণের প্রিয়। ৮। মনুষ্যগণের পতি, মহান, অতিথিভূত বুদ্ধির নিয়ন্তা, ঋত্বিকগণের প্রিয়, যজ্ঞের জ্ঞাপক, বেগযুক্ত, সর্বভূত, অগ্নিকে নেতাগণ সমৃদ্ধির জন্য নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করছে। ৯। দীপ্তিমান, স্তূয়মান, কমনীয়, সুন্দর রথবিশিষ্ট অগ্নি বলদ্বারা সমস্ত প্রজাদের ব্যাপ্ত করেন। আমরা অনেকের পালয়িতা

ও যজ্ঞগৃহে বাসকারী অগ্নির কর্মসকল সুন্দর স্তোত্রদ্বারা প্রকাশ করব। ১০ হে বিজ্ঞ বৈশ্বানর! তুমি যে তেজদ্বারা সর্ববেত্তা হয়েছ, আমি তোমার সে তেজকে স্তব করি। তুমি জন্মানমাত্রই সমস্ত ভূতসমূহে ও দ্যাবাপৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে থাক। হে অগ্নি! তুমি স্বয়ং সমস্ত ভূতজাতকে ব্যাপ্ত করে থাক। ১১। বৈশ্বানরের সন্তোষজনক কর্ম হতে মহৎ ধন হয়। কারণ তিনি সুন্দর যজ্ঞাদি কর্মের ইচ্ছায় যজমানগণকে ধন দান করেন। তিনি প্রভূত রেতোবিশিষ্ট, পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পূজা করে উৎপন্ন হয়েছেন।

টীকা ঃ ১। তৃতীয় মণ্ডলে "আসুর" শব্দ ছয় বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ ৩ সূক্তের ৪ ঋকে অগ্নি সম্বন্ধে। ২৯ সূক্তের ১৪ ঋকে অরণিকাষ্ঠ সম্বন্ধে। ৩৮ সূক্তের ৪ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে। ৫৩ সূক্তের ৭ ঋকে আকাশ সম্বন্ধে। ৫৫ সূক্তের সকল ঋকে বল বা ক্ষমতা সম্বন্ধে। ৫৬ সূক্তের ৯ ঋকে সম্বৎসর সম্বন্ধে। দেবশত্রু অর্থে 'অসুর' শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয় নি। ১।৫৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন!

৪ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। (১)। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিৎসমিৎসুমনা বোধ্যস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ ।
আ দেব দেবান্যজথায় বক্ষি সখা সখীন্ত্সুমনা যক্ষ্যগ্নে ॥ ১
যং দেবাসস্ত্রিরহন্নায়জন্তে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।
সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধন্তম্ ॥ ২
প্র দীধিতি বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজধ্যৈ ।
আচ্ছা নমোভি বৃষভং বন্দধ্যৈ স দেবান্ যক্ষদিষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩
ঊর্ধ্বো বাং গাতুরধ্বরে অকার্যূর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি ।
দিবো বা নাভা ন্যসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ॥ ৪
সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন ।
নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ ॥ ৫
আ ভন্দমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে ।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ ॥ ৬
দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি ।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত্ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৭
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু ॥ ৮
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব ।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি ।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে সমিদ্ধ অগ্নি! অনুকূলমনে জাগরিত, হও, তুমি অত্যন্ত প্রসর্পক তেজযুক্ত হয়ে আমাদের ধন বিষয়ে অনুগ্রহ কর। হে দ্যোতমান অগ্নি!

তুমি দেবতাগণকে যজ্ঞে আন। হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের সখা, তুমি অনুকূলমনে সখা (দেবতাগণের) যজ্ঞ কর। ২। বরুণ মিত্র ও অগ্নি যে তনূনপাৎ নামক অগ্নিকে প্রতিদিবস দিনে তিনবার করে যজ্ঞ করেন, সে তনূনপাৎ উদকের কারণভূত আমাদের এ যজ্ঞে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলযুক্ত করুন। ৩। সর্বজনপ্রিয় স্তুতি দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নির নিকট গমন করুক। অগ্নিরূপ ইলা প্রীতি উৎপাদন করবার জন্য প্রধান, অতএব অভীষ্টবর্ষী, বন্দনাযোগ্য অগ্নির নিকট যান। যজ্ঞকর্মে কুশল অগ্নি আমাদের কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যজ্ঞ করুন। ৪ অগ্নি ও বর্হিরূপ অগ্নির জন্য যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হয়েছে। দীপ্তিযুত হব্য উর্ধ্বে প্রস্থিত হচ্ছে। হোতা দীপ্তিমান যাগ গৃহের নাভিদেশে উপবিষ্ট আছেন। আমরা দেবগণ কর্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করব। ৫। জলদ্বারা বিশ্বের প্রীতিপ্রদ দেবগণ সপ্ত যজ্ঞে গমন করেন ; অকপট মনে যাচিত হয়ে অগ্নিরূপ যজ্ঞদ্বারদ্বয় প্রত্যক্ষ হয়ে আমাদের এ যজ্ঞে আসুন। ৬। অগ্নিরূপ রাত্রি ও দিবা পরস্পর সঙ্গত হয়ে অথবা পৃথকরূপে সশরীরে প্রকাশিত হয়ে আসুন। মিত্র বরুণ অথবা মরুৎযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যেরূপে অনুগৃহীত করেন, এরাও তেজদীপ্ত হয়ে সেরূপ করুন। ৭। দিব্য ও প্রধান, অগ্নিরূপ দেব হোতাদ্বয়কে আমি প্রসন্ন করি। যজ্ঞাভিলাষী, সপ্ত, অন্নবান ঋত্বিকগণ অগ্নিকে হব্যদ্বারা প্রমত্ত করেন। ব্রতের রক্ষক, দীপ্তিমান ঋত্বিকগণ প্রত্যেক ব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে এ কথা বলেন। ৮। ভারতীগণের (২) সাথে সংগতা অগ্নিরূপ ভারতী আসুন। দেবতা ও মানুষের সাথে অগ্নিরূপ ইলা আসুন, সরস্বতগণের (৩) সাথে অগ্নিরূপ সরস্বতীও আসুন। দেবীত্রয় আগমন করে সম্মুখে স্থিত এ কুশে উপবেশন করুন। ৯। হে দেব অগ্নিরূপ ত্বষ্টা! যা দিয়ে বীর কর্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য দাও। ১০। হে অগ্নিরূপ বনস্পতি! তুমি দেবতাগণকে নিকটে আন। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি! দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সে যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে একরথে আমাদের অভিমুখে এস। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন ; নিত্য দেবগণ অগ্নিরূপ স্বাহাকারযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন।

টীকা ঃ ১। ১৩ সূক্তের টীকা দেখুন। এ আপ্রী সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, সুতরাং এতে নরাশংসের উল্লেখ নেই, তনূনপাতের উল্লেখ আছে। ২। ভারতীভিঃ ভারতস্য সূর্যস্য সম্বন্ধিনীভিঃ।' সায়ণ। ৩। 'সরস্বতীসম্বন্ধিভিঃ মধ্যস্থানৈঃ' সায়ণ। সায়ণ অনেক স্থানে ভারতী অর্থে স্বর্গীয় দেবী বা বাক্ সরস্বতী অর্থে মধ্যস্থানীয় অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবী বা বাক এবং ইলা অর্থে পার্থিব দেবী বা বাক করেছেন। ১।১৪২।৯ ঋকের টীকা দেখুন।

৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রত্যগ্নিরুষসশ্চেকিতানোঽবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্।
পৃথুপাজা দেবয়দ্ভিঃ সমিদ্ধোঽপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ ॥ ১
প্রেদ্বগ্নির্বাবৃধে স্তোমেভি গীর্ভিঃ স্তোতৃণাং নমস্য উক্থৈঃ।
পূর্বী ঋতস্য সংদৃশশ্চকানঃ সংদূতো অদ্যোদুষসো বিরোকে ॥ ২

অধ্যর্যাগ্নি র্মানুষীষু বিক্ষ্বপাং গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্ ।
আ হর্যতো যজতঃ সান্বস্থাদভূদু বিপ্রো হব্যো মতীনাম্ ॥ ৩
মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ ।
মিত্রো অধ্বর্যুরিষিরো দমূনা মিত্রঃ সিন্ধূনামুত পর্বতানাম্ ॥ ৪
পাতি প্রিয়ং রিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যহ্বশ্চরণং সূর্যস্য ।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষ্বঃ ॥ ৫
ঋভুশ্চক্র ঈড্যং চারু নাম বিশ্বানি দেবো বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
সসস্য চর্ম ঘৃতবৎপদং বেস্তদিদগ্নী রক্ষত্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৬
আ যোনিমগ্নি ঘৃতবন্তমস্থাৎ পৃথুপ্রগাণমুশন্তমুশানঃ ।
দীদ্যানঃ শুচি ঋষ্বঃ পাবকঃ পুনঃ পুনর্মাতরা নব্যসী কঃ ॥ ৭
সদ্যো জাত ওষধীভির্বক্ষে যদী বর্ধন্তি প্রস্বো ঘৃতেন ।
আপ ইব প্রবতা শুম্ভমানা উরুষ্যদগ্নিঃ পিত্রোরুপস্থে ॥ ৮
উদু ষ্টুতঃ সমিধা যহ্বো অদ্যৌদ্বর্ষ্মন্দিবো অধি নাভা পৃথিব্যাঃ ।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা দূতো বক্ষদ্যজথায় দেবান্ ॥ ৯
উদস্তম্ভীৎসমিধা নাকমৃষ্বোগ্নি র্ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্ ।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে ॥ ১০
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি ভূত্বস্মে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি ঊষাকে জানেন, মেধাবী অগ্নি প্রজ্ঞাবানগণের পথে যাবার জন্য জাগরিত হচ্ছেন। অত্যন্ত তেজবিশিষ্ট অগ্নি দেবাভিলাষী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে অজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করছেন। ২। পূজ্য অগ্নি স্তোত্র, বাক্য ও উকথ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। দেবতাগণের দূত অগ্নি বহুযজ্ঞের দীপ্তি লাভ করবার ইচ্ছায় প্রাতঃকালে দ্যোতিত হন। ৩। যজমানদের মিত্র, যজ্ঞদ্বারা অভিলাষ পূরক এবং জলের পুত্র অগ্নি মনুষ্য লোকের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছেন। অগ্নি স্পৃহণীয় ও যজনীয়, তিনি উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; প্রজ্ঞাবান অগ্নি স্তোতাদের স্তুতির যোগ্য হয়েছেন। ৪। অগ্নি যখন সমিদ্ধ হন, তখন মিত্র হন। সে মিত্রই হোতা এবং সর্বভূতজ্ঞ বরুণ। সে মিত্রই অধ্বর্যু ও দানশীল প্রেরক বায়ু (১); তিনি নদী ও পর্বতসমূহের মিত্র। ৫। সুন্দর অগ্নি সর্বব্যাপ্ত পৃথিবীর প্রিয় স্থান রক্ষা করেন। মহান অগ্নি সূর্যের বিচরণস্থল অন্তরীক্ষ রক্ষা করেন ও তার মরুৎগণকে রক্ষা করেন, তিনি দেবতাগণের হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন। ৬। মহান ও সমস্ত জ্ঞাতব্যের বেত্তা অগ্নি প্রশংসনীয় ও চারু জল উৎপাদন করেন। অগ্নি নিদ্রিত হলেও তাঁর রূপ দীপ্তিমান থাকে ; সে অগ্নি অপ্রমত্ত হয়ে তা রক্ষা করেন। ৭। দীপ্তিমান বিশেষরূপে স্তুত ও স্বস্থানপ্রিয়, অগ্নি অধিরূঢ় হয়েছেন। দীপ্তিশালী, শুদ্ধ মহান ও পাবক অগ্নি পিতামাতাকে দ্যাবাপৃথিবীকে বার বার নূতনতর করেছেন। ৮। অগ্নি জন্মানমাত্রেই ওষধি সকল কর্তৃক ধৃত হন, তখন পথপ্রবাহিত জলের ন্যায় শোভমান ওষধি সকল জলদ্বারা বর্ধিত হয়ে ফল প্রসব করে। অগ্নি পিতামাতার দ্যাবাপৃথিবীর উৎসঙ্গে বর্ধিত হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। ৯। আমাদের দ্বারা স্তুত ও দীপ্তিদ্বারা মহান অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে অর্থাৎ বেদিতে অবস্থান করে অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করেছেন। সকলের মিত্র, স্তুতিযোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হয়ে যজ্ঞে দেবগণকে আনুন। ১০। যখন মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন (২), তখন তেজপদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম

মহান অগ্নি স্বর্গকে তেজদ্বারা স্তম্ভিত করেছিলেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

টীকা ঃ ১। মূলে 'মিত্রঃ অধ্বর্যুঃ ইষিরঃ দমূনা' আছে। সায়ণ দমূনা অর্থে 'দানমনা দান্তমনা বা' করে ঐটি অধ্বর্যুর বিশেষণ করেছেন। 'ইষিরঃ' অর্থে 'প্ররকো বায়ুঃ' করেছেন। তিনি বলেন এ ঋকে অগ্নির সর্বাত্মকত্বের স্তুতি করা হয়েছে। The purport of the stanza is the identity of Agni with Mitra the sun, and of both with Varuna and Vayu'—Wilson. ২। সায়ণ ৯ ঋকে মাতরিশ্বা শব্দের অর্থ সূর্যরূপ বা অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি করেছেন এবং ১০ ঋকে ঐ শব্দের অর্থ বায়ু করেছেন 'ভৃগুভ্যঃ' অর্থ করেছেন 'আদিত্যস্য রশ্মিভ্যঃ।' কিন্তু ১০ ঋকের সহজ অর্থ গ্রহণ করেছি, যে মাতরিশ্বা ভৃগুদের জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত করেছিলেন। ১।৬০।১ ঋকে দেখুন।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র কারবো মননা বচ্যমানা দেবদ্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ।
দক্ষিণাবাড্বাজিনী প্রাচ্যেতি হবির্ভরন্ত্যগ্নয়ে ঘৃতাচী ॥ ১
আ রোদসী অপৃণা জায়মান উত প্র রিক্থা অধ নু প্রযজ্যো।
দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ২
দ্যৌশ্চ ত্বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো নি হোতারং সাদয়ন্তে দমায়।
যদী বিশো মানুষী র্দেবয়ন্তীঃ প্রয়স্বতীরীলতে শুক্রমর্চিঃ ॥ ৩
মহান্ত্ সধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তোঽন্ত র্দ্যাবা মাহিনে হর্যমাণঃ।
আস্ক্রে সপত্নী অজরে অমৃক্তে সবর্দুঘে উরুগায়স্য ধেনূ ॥ ৪
ব্রতা তে অগ্নে মহতো মহানি তব ক্রত্বা রোদসী আ ততন্থ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মানস্ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ॥ ৫
ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভি র্ঘৃতস্নুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব।
অথা বহ দেবান্দেব বিশ্বান্ৎস্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ ॥ ৬
দিবশ্চিদা তে রুচয়ন্ত রোকা উষো বিভাতীরনু ভাসি পূর্বীঃ।
অপো যদগ্ন উশধগ্বনেষু হোতু র্মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৭
উরৌ বা য অন্তরীক্ষে মদন্তি দিবো বা যে রোচনে সন্তি দেবাঃ।
উমা বা যে সুহবাসো যজত্রা আযেমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ ॥ ৮
ঐভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুষ্বধমা বহ মাদয়স্ব ॥ ৯
স হোতা যস্য রোদসী চিদুর্বী যজ্ঞংযজ্ঞমভি বৃধে গৃণীতঃ।
প্রাচী অধ্বরেব তস্থতুঃ সুমেকে ঋতাবরী ঋতজাতস্য সত্যে ॥ ১০
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে যজ্ঞ কর্তাগণ! তোমরা দেবাভিলাষী, তোমরা মন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হয়ে দেবার্চনা সাধক স্রুক আন! আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণদিকে যাকে বহন করা হচ্ছে,

যাতে অন্ন আছে, যার অগ্রভাগ পূর্বদিকে রয়েছে, যা অগ্নির জন্য হব্য ধারণ করছে, সে ঘৃতযুক্ত স্রুক গমন করছে। ২। হে অগ্নি! তুমি জন্মমানমাত্রেই দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। হে যাগযোগ্য! তুমি মহিমা দ্বারা অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী হতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্ত জিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হোক। ৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা, যখন দেবাভিলাষী হব্যযুক্ত মনুষ্য-লোক তোমার দীপ্ত তেজের স্তব করে, তখন অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও যজ্ঞার্হ দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তোমার স্তব করেন। ৪। মহান ও যজমানদের প্রিয় অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে মহিমাযুক্ত স্বকীয় স্থানে অচলভাবে উপবিষ্ট আছেন। আক্রমণ-শীলা, স্বপত্নীভূতা, জরারহিতা, অহিংসিতা ক্ষীরপ্রসবিনী দ্যাবাপৃথিবী অত্যন্ত গমনশীল অগ্নির ধেনু। ৫। হে অগ্নি! তুমি সর্বোৎকৃষ্ট, তোমার কর্ম মহৎ, তুমি ক্রতুদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তৃত করেছ, তুমি দূত। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি জন্মমানমাত্রেই যজমানের নেতা হও। ৬। হে দ্যুতিমান অগ্নি! প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট, রশ্মিযুক্ত, ঘৃতস্রাবী, রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞের সম্মুখে যোজিত কর। অনন্তর তুমি সমস্ত দেবগণকে আনয়ন কর। হে সর্বভূতজ্ঞ! তুমি তাদের সুন্দর যজ্ঞযুক্ত কর। ৭। হে অগ্নি! তুমি যখন বনে জল শোষণ কর, তখন তোমার দীপ্তি সূর্যের হতেও অধিক হয়। তুমি বিশেষরূপে প্রকাশমান পুরাতন উষার পশ্চাতে শোভিত হও। স্তোতগণ স্তুতিযোগ্য হোতা অগ্নির স্তব করে। ৮। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যে দেবগণ হৃষ্ট রয়েছেন, আকাশের দীপ্তিতে যে সকল দেবতা আছেন, উম নামক যে যজনীয় পিতৃগণ উত্তমরূপে আহূত হয়ে আগমন করেন, রথী অগ্নির যে সকল অশ্ব আছে। ৯। হে অগ্নি! তুমি এ সকল দেবগণের সাথে একরথে অথবা নানা রথে আরোহণ করে আমাদের অভিমুখে এস, যেহেতু তোমার অশ্বগণ সমর্থ। ৩৩ জন দেবতাকে (১) পত্নীগণের সাথে অন্নের জন্য আন ও হৃষ্ট কর। ১০। বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী প্রত্যেক যজ্ঞে সমৃদ্ধির জন্য যে অগ্নির প্রশংসা করে, তিনিই দেবগণের হোতা। সুরূপা উদকবতী সত্যস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞের ন্যায়, সত্য হতে জাত হোতা অগ্নির অনুকূল হয়ে থাকেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনু প্রদাত্রী ভূমি চিরকাল দান কর। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

টীকা ঃ　১। ৩৩ জন দেব সম্বন্ধে ১।৩৪।১১ ঋক এবং ১।৫৫।২ ঋক দেখুন।

৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে সর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে ॥ ১
দিবক্ষসো ধেনবো বৃষ্ণো অশ্বা দেবীরা তস্থৌ মধুমদ্বহন্তীঃ।
ঋতস্য ত্বা সদসি ক্ষেময়ন্তং পর্যেকা চরতি বর্তনিং গোঃ ॥ ২
আ সীমরোহৎ সুযমা ভবন্তীঃ পতিশ্চিকিত্বান্ রয়িবিদ্ রয়ীণাম্
প্র নীলপৃষ্ঠো অতসস্য ধাসেস্তা অবাসয়ৎ পুরুধপ্রতীকঃ ॥ ৩
মহি ত্বাষ্ট্রমূর্জয়ন্তীরজুর্যং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি।
ব্যঙ্গেভি র্দিদ্যুতানং সধস্থ একামিব রোদসী আ বিবেশ ॥ ৪
জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবমূত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।
দিবোরুচঃ সুরুচো রোচমানা ইলা যেষাং গণ্যা মহিনা গীঃ।

উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং মহো মহদ্ভ্যামনয়ন্ত শূষম্‌ ।
উক্ষা হ যত্র পরি ধানমক্তোরনু স্বং ধাম জরিতু র্ববক্ষ ॥ ৬
অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রাঃ প্রিয়ং রক্ষন্তে নিহিতং পদং বেঃ ।
প্রাঞ্চো মদন্ত্যুক্ষণো অজুর্যা দেবা দেবানামনু হি ব্রতা গুঃ ॥ ৭
দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি ।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত্ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥ ৮
বৃষায়ন্তে মহে অত্যায় পূর্বী র্বৃষ্ণে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ ।
দেব হোতর্মন্দ্রতর শ্চিকিত্বান্মহো দেবানে্রাদসী এহ বক্ষি ॥ ৯
পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদূষুঃ ।
উতো চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সং মহে দশস্য ॥ ১০
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোট শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতি র্ভূত্বস্মে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। শ্বেত পৃষ্ঠবিশিষ্ট সকলের ধারক অগ্নির যে রশ্মি সকল প্রকর্ষরূপে উদ্গমন করে তারা পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবীতে চতুর্দিকে প্রবিষ্ট হয়; সপ্ত নদীতেও প্রবিষ্ট হয়। চতুর্দিকে বর্তমান, পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী সম্যক্‌রূপে প্রসৃত হন এবং প্রকর্ষরূপে যজ্ঞ করবার জন্য অগ্নির দীর্ঘ আয়ু সম্পাদন করেন। ২। দ্যুলোকবাসী ধেনুই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির অশ্ব! অগ্নি মধুর জল বাহিনী দ্যুতিমতি নদী সকলে অধিষ্ঠান করেন। তুমি ঋতের সদনে আবাস ইচ্ছা কর এবং জবালা প্রেরণ কর, একটি গো তোমাকে সেবা করছে। ৩। ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী, জ্ঞানবান, অধিপতি অগ্নি সুখে সংযমনীয় বড়বা আরোহণ করলেন। নীল পৃষ্ঠবিশিষ্ট ও চতুর্দিকে প্রসৃত অগ্নি তাদের সতত গমন করবার জন্য ছেড়ে দিলেন। ৪। বলকারিণী, বহনশীলা নদীগণ অগ্নিকে ধারণ করে। তিনি মহান ত্বষ্টার পুত্র জরারহিত, ও লোক সকলকে ধারণ করতে অভিলাষী। (পুরুষ যেরূপ) একটি স্ত্রীর নিকট গমন করে, সেরূপ তিনি জলের সমীপে দীপ্তাঙ্গ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন। ৫। লোকে অভীষ্টবর্ষী হিংসা রহিত অগ্নির আশ্রয় জনিত সুখ জানে এবং মহৎ অগ্নির আজ্ঞায় রত হয়। যে সকল মনুষ্যের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গণনীয় হয়, তাঁরা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট ও দেদীপ্যমান হন। ৬। মহান হতে ও মহত্তর পিতৃমাতৃস্থানীয় দ্যাবাপৃথিবীর অবগতির পর উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি জনিত সুখ অগ্নির নিকট নীত হয়। জলসেককারী অগ্নি রজনীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত স্বকীয় তেজ স্তোতার নিকটে বহন করেন। ৭। পাঁচজন অধ্বর্যুর সাথে সাতজন হোতা গমনশীল অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করছেন। সোমপানের জন্য পূর্বমুখে গমনকারী, জরারহিত সোমরসবর্ষী স্তোতাগণ হৃষ্ট হচ্ছেন। কারণ দেবগণ, দেবতুল্য স্তোতার যজ্ঞে গিয়েছিলেন। ৮। দৈব্য হোতাদ্বয়স্বরূপ মুখ্য অগ্নিদ্বয়কে আমি অলংকৃত করছি। সাতজন হোতা সোমদ্বারা হৃষ্ট হচ্ছেন। স্তোত্রকারী, যজ্ঞরক্ষক, দীপ্তিযুক্ত হোতাগণ যজ্ঞে 'অগ্নিই সত্য' এ কথা বলেন। ৯। হে দেদীপ্যমান ও দেবতাগণের আহ্বানকারী, অগ্নি! তুমি মহৎ, সকলকে অতিক্রম করে বর্তমান, নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার জন্য প্রভূত, অত্যন্ত বিস্তৃত ও সর্বত্র ব্যাপ্ত জবালা সকল বৃষের ন্যায় আচরণ করেছে। তুমি মাদয়িতা ও জ্ঞানী, তুমি পূজ্য দেবগণকে ও দ্যাবাপৃথিবীকে এ কর্মে আবাহন কর। ১০। হে সততগমনশীল অগ্নি! যে উষাকালে প্রকর্ষরূপে অন্নদ্বারা যাগ করতে আরম্ভ করা হয়, যে উষাকালে শোভন বাক্যবিশিষ্ট ও পক্ষী মানবগণের শব্দদ্বারা সুচিহ্নিত

সে উষাকাল সকল তোমাদের জন্য ধনযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ মহিমাদ্বারা যজমানের কত পাপ নাশ কর। ১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা এক পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

৮ সূক্ত ॥ সমস্ত সূক্তের যূপ দেবতা। ১১ ঋকের ছিন্নযূপের মূলভূত স্থাণু দেবতা। ৮ম ঋকের বিশ্বদেব বা যূপ দেবতা। ষষ্ঠ হতে সমস্ত ঋকগুলির বহু যূপ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অঞ্জন্তি ত্বামধ্বরে দেবয়ন্তো বনস্পতে মধুনা দৈব্যেন।
যদূর্ধ্বস্তিষ্ঠা দ্রবিণেহ ধত্তাদ্যদ্বা ক্ষয়ো মাতুরস্যা উপস্থে ॥ ১
সমিদ্ধস্য শ্রয়মাণঃ পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম বন্বানো অজরং সুবীরম্।
আরে অস্মদমতিং বাধমানঃ উচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায় ॥ ২
উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতে বর্ষ্মন্ পৃথিব্যা অধি।
সুমিতী মীয়মানো বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে ॥ ৩
যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥ ৪
জাতো জায়তে সুদিনত্বে অহ্নাং সমর্য আ বিদথে বর্ধমানঃ।
পুনন্তি ধীরা অপসো মনীষা দেবয়া বিপ্র উদিয়র্তি বাচম্ ॥ ৫
যান্বো নরো দেবয়ন্তো নিমিম্যু র্বনস্পতে স্বধিতির্বা ততক্ষ।
তে দেবাসঃ স্বরবস্তস্থিবাংসঃ প্রজাবদস্মে দিধিষন্তু রত্নম্ ॥ ৬
যে বৃক্ণাসো অধি ক্ষমি নিমিতাসো যতস্রুচঃ।
তে নো ব্যন্তু বার্যং দেবত্রা ক্ষেত্রসাধসঃ ॥ ৭
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুনীথা দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
সজোষসো যজ্ঞমবন্তু দেবা ঊর্ধ্বং কৃণ্বন্ত্বধ্বরস্য কেতুম্ ॥ ৮
হংসা ইব শ্রেণিশো যতানাঃ শুক্রা বসানাঃ স্বরবো ন আগুঃ।
উন্নীয়মানাঃ কবিভিঃ পুরস্তাদ্দেবা দেবানামপি যন্তি পাথঃ ॥ ৯
শৃঙ্গাণীবেচ্ছৃঙ্গিণাং সং দদৃশ্রে চষালবন্তঃ স্বরবঃ পৃথিব্যাম্।
বাঘদ্ভির্বা বিহবে শ্রোষমাণা অস্মাঁ অবন্তু পৃতনাজ্যেষু ॥ ১০
বনস্পতে শতবল্শো বি রোহ সহস্রবল্শা বি বয়ং রুহেম।
যং ত্বাময়ং স্বধিতিস্তেজমানঃ প্রণিনায় মহতে সৌভগায় ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে বনস্পতি! যজ্ঞে দেবতাগণের অভিলাষী অধ্বর্যুগণ দেব সম্বন্ধীয় মধুদ্বারা তোমাকে সিক্ত করছে। তুমি উন্নতভাবেই থাক অথবা মাতৃভূত পৃথিবীর উৎসঙ্গেই শয়ন করে থাক, আমাদের ধন দান কর। ২। হে যূপ! তুমি সমিদ্ধ আহবনীয়াখ্য অগ্নির পূর্বদিকে বর্তমান হয়ে জরারহিত, সুন্দর ও অপত্যযুক্ত অন্নদান করে এবং আমাদের পাপ দূরে অপনোদন করে মহৎ সম্পত্তির জন্য উন্নত হও। ৩। হে বনস্পতি! তুমি পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞপ্রদেশে উন্নত হও। তুমি সুন্দর পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান, তুমি যজ্ঞ নির্বাহককে অন্ন দান কর। ৪। দৃঢ়াঙ্গ ও সুন্দর রসনাযুক্ত ও রসনাদ্বারা পরিবেষ্টিত যূপ আসছে। সে যূপই সমস্ত বনস্পতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে জাত হয়। প্রাজ্ঞ মেধাবীগণ মনে

মনে দেবতা অভিলাষ করে সুন্দর ধ্যানের সাথে একে উন্নত করেন। ৫। পৃথিবীতে বৃক্ষরূপে জাত যূপ মনুষ্যগণের সাথে যজ্ঞে শোভবান হয়ে দিবস সমূহকে সুদিন করে। কর্মবান প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অধ্বর্যুগণ যথাবুদ্ধি সে যূপকে প্রক্ষালন দ্বারাও বদ্ধ করেন। দেবগণের যাগকারী, মেধাবী হোতা বাক্য উচ্চারণ করেন। ৬। হে মরুদ্গণ! দেবাভিলাষী, কর্মের নেতা অধ্বর্যু প্রভৃতিরা তোমাদের গর্তমধ্যে প্রক্ষেপ করেছে, হে বনস্পতি! কুঠার তোমাদের ছেদন করেছে। তোমরা দীপ্তিমান ও কাষ্ঠখণ্ডবিশিষ্ট, আমাদের অপত্যের সাথে উত্তম ধন দান কর। ৭। যারা পশু দ্বারা ভূমিতে ছিন্ন হয়, যারা যত স্রুক ঋত্বিকগণ কর্তৃক গর্তমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং যারা যজ্ঞের সাধক সে যূপ সকল দেবতাগণের নিকট আমাদের হব্য নিয়ে যাক। ৮। সুনেতা আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, দ্যাবাপৃথিবী ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ সকলে মিলিত হয়ে যজ্ঞ রক্ষা করুন এবং যজ্ঞের ধ্বজভূত যূপকে উন্নত করুন। ৯। দীপ্ত বস্ত্রের দ্বারায় আচ্ছাদিত, হংসের ন্যায় শ্রেণীপূর্বক গমনকারীও খণ্ডবিশিষ্ট যূপসকল আমাদের নিকট আসুক। মেধাবী অধ্বর্যু প্রভৃতি কর্তৃক যজ্ঞের পূর্বভাগে উদীয়মান ও দীপ্তিমান যূপ সকল দেবগণের পথ প্রাপ্ত হয়। ১০। স্বরুবিশিষ্ট এবং মুক্ত কণ্টক যূপ সকল পৃথিবীতে শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গের ন্যায় সম্যকরূপে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞে ঋত্বিকগণের স্তুতি শ্রবণকারী যূপসকল যুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন। ১১। হে ছিন্নমূল স্থাণু! তোমাকে এই নিশিতধার পরশু মহৎ সৌভাগ্যলাভ করিয়েছে। তুমি শত শাখাবিশিষ্ট হয়ে বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হও। আমরাও যেন সহস্র শাখাবিশিষ্ট হয়ে বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হতে পারি।

৯ সূক্ত॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সখায়স্তা ববৃমহে দেবং মর্তাস ঊতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥ ১
কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্দূরে সন্নিহাভবঃ ॥ ২
অতি তৃষ্টং ববক্ষিথাথৈব সুমনা অসি।
প্রপ্রান্যে যন্তি পর্যন্য আসতে যেষাং সখ্যে অসি শ্রিতঃ ॥ ৩
ঈয়িবাংসমতি স্রিধঃ শশ্বতীরতি সশ্চতঃ
অন্বীমবিন্দন্নিচিরাসো অদ্রুহো অসু সিংহমিব শ্রিতম্ ॥ ৪
সসৃবাংসমিব ত্মনাগ্নিমিত্থা তিরোহিতম্।
ঐনং নয়ন্মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি ॥ ৫
তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত দেবেভ্যো হব্যবাহন।
বিশ্বান্যদ্যজ্ঞাঁ অভিপাসি মানুষ তব ক্রত্বা যবিষ্ঠ্য ॥ ৬
অদ্ভদ্রং তব দংসনা পাকায় চিচ্ছদয়তি।
ত্বাং যদগ্নে পশবঃ সমাসতে সমিদ্ধমপিশর্বরে ॥ ৭
আ জুহোতা স্বধ্বরং শীরং পাবকশোচিষম্।
আশুং দূতমজিরং প্রত্নমীড্যং শ্রুষ্টী দেবা সপর্যত ॥ ৮
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষণ্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি তুমি জলের নপ্তা, সুন্দর ধনযুক্ত, দীপ্তিমান ও উপদ্রব রহিত

এবং লোকের অধিগম্য। আমরা তোমার মিত্রভূত মর্ত্য, আমরা রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে বরণ করছি। ২। হে অগ্নি! তুমি বন সকলকে কামনা করে থাক, তুমি মাতৃভূত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শান্ত হও, তোমার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই জন্য তুমি দূরে থেকেও আমাদের কাষ্ঠ মধ্যে উৎপন্ন হও। ৩। হে অগ্নি! তুমি স্তোতার অভিলাষ অধিকরূপে বহন করতে ইচ্ছা করে থাক এবং তুমি সন্তুষ্ট মনে থাক। তুমি যে ঋত্বিক্‌গণের সাথে বন্ধুত্বভাবে অবস্থিত থাক, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষরূপে হোম করবার জন্য আসেন, অন্যেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট হয়ে থাকেন। ৪। গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় জল মধ্যে লুক্কায়িত এবং শত্রু ও বহু সেনার পরাভবকারী অগ্নিকে দ্রোহরহিত চিরন্তন বিশ্বদেবগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৫। পিতা যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে বলপূর্বক আনয়ন করেন, সেরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক তিরোহিত ও মন্থনদ্বারা নিষ্পাদিত এ অগ্নিকে দেবতাগণের জন্য আনয়ন করেছিলেন। ৬। হে মনুষ্যদের হিতকারী, সদাতরুণ অগ্নি! তুমি তোমার মাহাত্ম্য দ্বারা সমস্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে পালন কর। অতএব, হে হব্যবাহন! মানুষেরা তোমাকে দেবগণের জন্য গ্রহণ করেছেন। ৭। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি সায়ংকালে সমিদ্ধ হলে তোমার নিকট পশু সকল উপবিষ্ট হয় অতএব তোমার এ সুন্দর কর্ম বালকের ন্যায় অজ্ঞকেও ফল প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করে। ৮। পাবকদীপ্তিবিশিষ্ট, কাষ্ঠাদি মধ্যে শয়ান ও সুক্রতু অগ্নিকে হোম কর। বহু ব্যাপ্ত, দূতস্বরূপ, ক্ষিপ্রগামী, পুরাতন স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমান অগ্নিকে সত্বর পূজা কর। ৯। তিন সহস্র তিনশতত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ (১) অগ্নিকে পূজা করেছেন, ঘৃতদ্বারা শক্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য কুশ বিস্তৃত করেছেন। তৎসহ তাঁকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করিয়েছেন।

টীকা: ১। ৩৩৩৯ দেব সম্বন্ধে সায়ণ লিখেছেন, দেবতা কেবল ৩৩ জন; ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁদের মহিমা মাত্র। কিন্তু ১০।৫২।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। উষ্ণিক্‌ ছন্দ।

ত্বামগ্নে মনীষিণঃ সম্রাজং চর্ষণীনাম্‌। দেবং মর্তাস ইন্ধতে সমধ্বরে ॥ ১
ত্বাং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজমগ্নে হোতারমীলতে। গোপা ঋতস্য দীদিহি স্বে দমে ॥ ২
স ঘা যস্তে দদাশতি সমিধা জাতবেদসে। সো অগ্নে ধত্তে সুবীর্যং স পুষ্যতি ॥ ৩
স কেতুরধ্বরাণামগ্নি র্দেবেভিরা গমৎ। অঞ্জানঃ সপ্ত হোতৃভি র্হবিষ্মতে ॥ ৪
প্র হোত্রে পূর্ব্যং বচোহগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ। বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥ ৫
অগ্নিং বর্ধন্তু নো গিরো যতো জায়ত উক্‌থ্যঃ। মহে বাজায় দ্রবিণায় দর্শতঃ ॥ ৬
অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্‌ দেবয়তে যজ। হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥ ৭
স নঃ পাবক দীদিহি দ্যুমদস্মে সুবীর্যম্‌। ভরা স্তোতৃভ্যো অন্তমঃ স্বস্তয়ে ॥ ৮
তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। হব্যবাহমমর্ত্যং সহোবৃধম্‌ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে অগ্নি! তুমি প্রজাগণের অধিপতি ও দীপ্তিমান, তোমাকে ধীমান মানুষেরা যজ্ঞে উদ্দীপিত করেন। ২। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও ঋত্বিক্‌, তোমাকে অধ্বর্যুগণ যজ্ঞে স্তব করেন। তুমি যজ্ঞের রক্ষক হয়ে স্বকীয় গৃহ যজ্ঞশালায় দীপ্ত হও। ৩। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা, তোমাকে যে যজমান সমিন্ধনকারী হব্য দান করেন, তিনি সুবীর্য পুত্র ধারণ করেন ও পশু পুত্রাদিদ্বারা সমিদ্ধ হন। ৪। যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক সে অগ্নি সপ্ত হোতা কর্তৃক সিক্ত হয়ে যজমানের

জন্য দেবগণের সাথে আসুন। ৫। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা মেধাবী ব্যক্তিদের তেজ ধারণকারী জগতের বিধানকর্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ, পুরাতন বাক্য সম্পাদন কর। ৬। অগ্নি মহৎ অন্ন ও ধনের জন্য দর্শনীয়। তিনি যে বাক্যদ্বারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হন, আমাদের সে স্তুতিরূপ বাক্য তাঁকে বর্ধিত করুক। ৭। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে যজমানদের জন্য দেবতাগণকে যাগ কর। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও যজমানের হর্ষদাতা, তুমি শত্রুদের পরিভূত করে শোভা পাচ্ছ। ৮। হে পাবক! তুমি, আমাদের কান্তিযুক্ত ও শোভন সামর্থ্যযুক্ত ধন দান কর এবং স্তোতাগণের কল্যাণের জন্য তাদের অত্যন্ত সমীপবর্তী হও। ৯। হে অগ্নি! তুমি হব্যবাহক, মরণরহিত ও (মথনরূপ) বলদ্বারা বর্ধমান; প্রবুদ্ধ মেধাবী স্তোতাগণ তোমাকে সম্যকরূপে উদ্দীপিত করেন।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নির্হোতা পুরোহিতোঽধ্বরস্য বিচর্ষণিঃ। স বেদ যজ্ঞমানুষক্ ॥ ১
স হব্যবালমর্ত্য উশিগ্দূতশ্চনোহিতঃ। অগ্নির্ধিয়া সমৃণ্বতি ॥ ২
অগ্নির্ধিয়া স চেততি কেতুর্যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ। অর্থং হ্যস্য তরণি ॥ ৩
অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং সহসো জাতবেদসম্। বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত ॥ ৪
অদাভ্যঃ পুর এতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্। তূর্ণী রথং সদা নবঃ ॥ ৫
সাহ্বান্বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ। অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥ ৬
অভি প্রযাংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ। ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥ ৭
পরি বিশ্বানি সুধিতাগ্নেরশ্যাম মন্মভিঃ। বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৮
অগ্নে বিশ্বানি বার্য্যা বাজেষু সনিষামহে। ত্বে দেবাস এরিরে ॥ ৯

অনুবাদ: ১। অগ্নি, হোতা পুরোহিত ও যজ্ঞের বিশেষরূপে দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞকে আনুপূর্বিক জানেন। ২। হব্যবাহক, মরণরহিত ও হব্যাভিলাষী এবং দেবগণের দূত, অন্নপ্রিয় অগ্নি প্রজ্ঞাযুক্ত হচ্ছেন। ৩। যজ্ঞের কেতুস্বরূপ পুরাতন অগ্নি প্রজ্ঞাবলে সমস্ত জানেন। এ অগ্নির তেজ অন্ধকার বিনাশ করে। ৪। বলের পুত্র, সনাতন বলে প্রসিদ্ধ ও জাতবেদা অগ্নিকে দেবগণ হব্যের বাহক করেছেন। ৫। মানুষ লোকের নেতা, ত্বরাযুক্ত, রথসদৃশ ও সর্বদা নূতন, অগ্নিকে কেউ হিংসা করতে পারে না। ৬। সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী, শত্রুকর্তৃক অহিংসিত ও দেবগণের পোষাক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ অন্নযুক্ত আছেন। ৭। হব্যদাতা মানুষ হব্যবাহক অগ্নিকর্তৃক অন্ন সকল প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নির সকাশ হতে গৃহ প্রাপ্ত হয়। ৮। মেধাবীগণ অর্থাৎ আমরা যেন জাতবেদা অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তোত্রদ্বারা সমস্ত অভিলষিত ধন লাভ করতে পারি। ৯। হে অগ্নি! আমরা যেন সমস্ত অভিলষণীয় ধন লাভ করতে পারি। দেবগণ তোমাতেই প্রবিষ্ট হয়েছেন।

১২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রাগ্নী আ গতং সুতং গীর্ভির্নভো বরেণ্যম্। অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥ ১
ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ সচা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ। অয়া পাতমিমং সুতম্ ॥ ২

ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণা। তা সোমস্যেহ তৃম্পতাম্ ॥ ৩
তোশা বৃত্রহনা হুবে সজিত্বানাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী বাজসাতমা ॥ ৪
প্র বামর্চন্ত্যুক্থিনো নীথাবিদো জরিতারঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইষ আ বৃণে ॥ ৫
ইন্দ্রাগ্নী নবতিম্পুরো দাসপত্নীরধূনুতং। সাকমেকেন কর্মণা ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পর্যুপ প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যা অনু ॥ ৭
ইন্দ্রাগ্নী তবিষাণি বাং সধস্থানি প্রযাংসি চ। যুবোরপ্তুর্যং হিতম্ ॥ ৮
ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ পরি বাজেষু ভূষথঃ। তদ্বাং চেতি প্র বীর্যম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্তুতিদ্বারা আহূত হয়ে স্বর্গ হতে অভিষুত ও বরণীয় এ সোমের উদ্দেশে এস। আমাদের ভক্তি হেতু আগত হয়ে এ সোম পান কর। ২। হে ইন্দ্রাগ্নি। স্তোতার সহায়ভূত, যজ্ঞের সাধনভূত, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর সোম গমন করছে, তোমরা এ অভিষুত সোম পান কর। ৩। আমি যজ্ঞের সাধনভূত সোম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে স্তোতাগণের উপচ্ছন্দক ইন্দ্র ও অগ্নিকে ভজনা করছি, তাঁরা এ যজ্ঞে সোমপান দ্বারা তৃপ্ত হোন। ৪। আমি শত্রুনাশক বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রাগ্নিকে আহ্বান করছি। ৫। হে ইন্দ্রাগ্নি। উকথ বিশিষ্ট হোতাগণ তোমাদের অর্চনা করে। স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদের অর্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করছি। ৬। হে ইন্দ্রাগ্নি। তোমরা এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করেছিলে। ৭। হে ইন্দ্রাগ্নি। স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করে আমাদের কর্মের চতুর্দিকে উপাগত হচ্ছে। ৮। হে ইন্দ্রাগ্নি। তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুজনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে এবং বৃষ্টি প্রেরণস্বরূপ কার্য তোমাদের দুজনেতেই নিহিত আছে। ৯। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্বর্গের প্রকাশক, তোমরা সংগ্রামে সর্বত্র অলংকৃত হও। তোমাদের সামর্থ্য, সে সংগ্রাম বিজয়কে বিশেষরূপে জ্ঞাপন করছে।

১৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ।
গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ ॥ ১
ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচন্ত উতয়ঃ।
হবিষ্মন্তস্তমীলতে তং সনিষ্যন্তোঽবসে ॥ ২
স যন্তা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ষঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যো বনিতা মঘম্ ॥ ৩
স নঃ শর্মাণি বীতয়েঽগ্নির্যচ্ছতু শন্তমা।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা ॥ ৪
দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।
ঋক্কাণো অগ্নিমিন্ধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাম্ ॥ ৫
উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ।
শং নঃ শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ ॥ ৬
নূ নো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টিমদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অধ্বর্যুগণ। অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রভূত স্তুতি উচ্চারণ কর,

তিনি দেবগণের সাথে আমাদের নিকটে আসুন এবং যাজকশ্রেষ্ঠ অগ্নি কুশে উপবেশন করুন। ২। দ্যাবাপৃথিবী যাঁর অধীন, দেবগণ যাঁর বল সেবা করে, তাঁর সংকল্প ব্যর্থ হয় না। হব্যবিশিষ্ট যজমানগণ ধনলাভে অভিলাষী হয়ে রক্ষার জন্য তাঁকে স্তুতি করে। ৩। মেধাবী সে অগ্নি এ সকল যজমানের প্রবর্তক, তিনি যজ্ঞের প্রবর্তক এবং সকলের প্রবর্তক, অগ্নি কর্মফল দাতা ও ধনদাতা; তোমরা সে অগ্নির পরিচর্যা কর। ৪। সে অগ্নি আমাদের ভোগের জন্য অতিশয় সুখকর গৃহ প্রদান করুন। সমৃদ্ধিবিশিষ্ট, পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গলোকের ধন অগ্নির নিকট হতে আমাদের নিকট আসে। ৫। স্তোতাগণ দীপ্তিমান, প্রতিক্ষণে নূতন, দেবগণের আহ্বানকারী ও প্রজাগণের পালক অগ্নিকে প্রশস্ত স্তুতিদ্বারা উদ্দীপিত করছে। ৬। হে অগ্নি। স্তোত্রকালে আমাদের রক্ষা কর। তুমি দেবগণের প্রধান আহ্বানকারী, তুমি উকথ কালে আমাদের রক্ষা কর। তুমি সহস্র ধন দাতা, মরুৎগণ তোমাকে বর্ধিত করে, তুমি আমাদের সুখবৃদ্ধি কর। ৭। হে অগ্নি। তুমি আমাদের পুত্রবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, দীপ্তিমান, সামর্থ্যবিশিষ্ট, অতিপ্রভূত ও অক্ষম সহস্র সংখ্যক ধন দান কর।

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ হোতা মন্দ্রো বিদথানাস্থাৎসত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ।
বিদ্যুদ্রথঃ সহস্পুত্রো অগ্নিঃ শোচিষ্কেশঃ পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেৎ ॥ ১
অয়ামি তে নম উক্তিং জুষস্ব ঋতাবস্তুভ্যং চেততে সহস্বঃ।
বিদ্বাঁ আ বক্ষি বিদুষো নি ষৎসি মধ্য আ বর্হিরূতয়ে যজত্র ॥ ২
দ্রবতাং ত উষসা বাজয়ন্তী অগ্নে বাতস্য পথ্যাভিরচ্ছ।
যৎসীমঞ্জন্তি পূর্ব্যং হবির্ভিরা বন্ধুরেব তস্থতুর্দুরোণে ॥ ৩
মিত্রশ্চ তুভ্যং বরুণং সহস্বোহগ্নে বিশ্বে মরুতঃ সুম্নমর্চন্।
যচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র তিষ্ঠা অভি ক্ষিতীঃ প্রথয়ংৎসূর্যো নৄন্ ॥ ৪
বয়ং তে অদ্য ররিমা হি কামমুত্তানহস্তা নমসোপসদ্য।
যজিষ্ঠেন মনসা যক্ষি দেবানস্রেধতা মন্মনা বিপ্রো অগ্নে ॥ ৫
ত্বদ্ধি পুত্র সহসো বি পূর্বীর্দেবস্য যন্ত্যূতয়ো বি বাজাঃ।
ত্বং দেহি সহস্রিণং রয়িং নোহদ্রোঘেণ বচসা সত্যমগ্নে ॥ ৬
তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো যানীমা দেব মর্তাসো অধ্বরে অকর্ম।
ত্বং বি শ্বস্য সুরথস্য বোধি সর্বং তদগ্নে অমৃত স্বদেহ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। দেবগণের আহ্বানকারী, স্তোতৃগণের আনন্দবর্ধক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী, অত্যন্ত মেধাবী ও জগতের বিধাতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অবস্থিত করেন। তাঁর রথ দ্যুতিমান, শিখা তাঁর কেশ, তিনি বলের পুত্র, তিনি পৃথিবীতে প্রভা বিকাশ করেন। ২। হে যজ্ঞবান অগ্নি। তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করি, তুমি বলবান এবং কর্মপ্রজ্ঞাপক, তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, তুমি গ্রহণ কর। হে যজনীয়। তুমি বিদ্বান, বিদ্বানগণকে আন, আমাদের আশ্রয়দানের জন্য কুশমধ্যে উপবেশন কর। ৩। অন্নসম্পাদিকা উষাদ্বয় (১), তোমার উদ্দেশে অভিগমন করছে। হে অগ্নি। তুমি বায়ুর পথে তাদের অভিমুখে যাও, যেহেতু ঋত্বিকগণ পুরাতন অগ্নিকে হব্যদ্বারা সর্বতোভাবে সিক্ত করে যুগদ্বয়ের ন্যায় (পরস্পর সংসক্ত ঊষা ও নক্ত) আমাদের গৃহে ব্যরবার

এসে অবস্থিতি করুক। ৪। হে বলবান অগ্নি। মিত্র, বরুণ ও সমস্ত দেবগণ তোমার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করছে। যেহেতু হে বলের পুত্র অগ্নি। তুমিই সূর্য, তুমি মানুষদের পথপ্রদর্শকস্বরূপ আপন রশ্মিসকল বিস্তার করে দীপ্তিতে সমান হয়ে আছ। ৫। হে অগ্নি! আমরা হস্ত উত্তোলন করে অদ্য তোমায় কমনীয় হব্য প্রদান করব। তুমি মেধাবী, তুমি নমস্কারে প্রসন্ন হয়ে মনে মনে যাগাভিলাষে, প্রভূত স্তোত্রদ্বারা দেবগণের পূজা কর। ৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তোমার নিকট হতে প্রভূত রক্ষা যজমানের নিকট যাচ্ছে, অন্নও যাচ্ছে। তুমি আমাদের প্রিয় বচনদ্বারা অচল, সহস্র সংখ্যক ধন দান কর। ৭। হে সামর্থ্যবিশিষ্ট, সর্বজ্ঞ, দীপ্তিমান অগ্নি! আমরা মর্ত্য, আমরা তোমার উদ্দেশে যজ্ঞে এ যে হব্য ত্যাগ করছি, হে অমর! তুমি সমস্ত যজমানকে রক্ষা করবার জন্য জাগরিত হও এবং সমস্ত হব্য আস্বাদন কর।

টীকা　১। অর্থাৎ উষা ও নক্ত। সায়ণ।

১৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কতগোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ।
সুশর্মণো বৃহতঃ শর্মণি স্যামগ্নেরহং সুহবস্য প্রণীতৌ ॥ ১
ত্বং নো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ ত্বং সূর উদিতে বোধি গোপাঃ।
জন্মেব নিত্যং তনয়ং জুষস্ব স্তোমং মে অগ্নে তন্বা সুজাত ॥ ২
ত্বং নৃচক্ষা বৃষভানু পূর্বীঃ কৃষ্ণাস্বগ্নেঃ অরুষো বি ভাহি।
বসো নেষি চ পর্ষি চাত্যংহঃ কৃধী নো রায় উশিজো যবিষ্ঠ ॥ ৩
অষাল্হো অগ্নে বৃষভো দিদীহি পুরো বিশ্বাঃ সৌভগা সঞ্জিগীবান্।
যজ্ঞস্য নেতা প্রথমস্য পায়োর্জাতবেদো বৃহতঃ সুপ্রণীতে ॥ ৪
অচ্ছিদ্রা শর্ম জরিতঃ পুরূণি দেবাঁ দীদ্যানঃ সুমেধাঃ।
রথো ন সস্নিরভি বক্ষি বাজমগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুমেকে ॥ ৫
প্র পীপায় বৃষভ জিন্ব বাজানগ্নে ত্বং রোদসী নঃ সুদোঘে।
দেবেভির্দেব সুরুচা রুচানো মা নো মর্তস্য দুর্মতিঃ পরি ষ্ঠাৎ ॥ ৬
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ তেজদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শত্রুদের এবং রোগরহিত রাক্ষসদের বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁরই রক্ষণে থাকব। ২। হে অগ্নি! তুমি, এ উষা প্রকাশিত হলে এবং সূর্য উদিত হলে, আমাদের রক্ষকভাবে জাগরিত হও। শরীরের সাথে সুজাত হয়েছ; পিতা যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করে, সেরূপ তুমি আমাদের স্তোত্র গ্রহণ কর। ৩। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি মানুষদের দর্শনকারী, তুমি অন্ধকার রাত্রে অধিকতর দীপ্তিমান। তুমি বহুতর জ্বালা বিস্তার কর। হে নিরাসয়িতা! আমাদের কর্ম ফল প্রদান কর, আমাদের পাপ নিবারণ কর। হে যুবা অগ্নি! তুমি আমাদের ধনাভিলাষী কর। ৪। হে অগ্নি! শত্রুরা তোমাকে পরাজিত করতে পারে না, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি সমস্ত শত্রুপুরী ও ধন জয় করে প্রদীপ্ত হও। হে সুপ্রণীত, জাতবেদা অগ্নি! তুমি মহান আশ্রয়-প্রদ ও প্রথম যজ্ঞের নির্বাহক হও। ৫। হে জগৎ জীর্ণকারী অগ্নি! তুমি সুমেধা

ও দীপ্তিমান। তুমি দেবগণের জন্য সমস্ত কর্ম অচ্ছিদ্র কর। হে অগ্নি! তুমি এখানেই নিরন্ধ থেকে রথের ন্যায় দেবগণের উদ্দেশে আমাদের হব্য বহন কর। তুমি এ দ্যাবাপৃথিবীকে উত্তমরূপবিশিষ্ট কর। ৬। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদের বর্ধিত কর, আমাদের অন্ন প্রদান কর। হে দেব! সুন্দর দীপ্তি দ্বারা শোভমান হয়ে দেবগণের সঙ্গে আমাদের এ দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন যোগ্য কর। মর্ত্যগণের দুর্মতি যেন আমাদের নিকট আসতে না পারে। ৭ হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

১৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উৎকীল ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

অয়মগ্নিঃ সুবীর্যস্যেশে মহঃ সৌভগস্য।
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাম্ ॥ ১
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতা বৃধং যস্মিন্রায়ঃ শেবৃধাসঃ।
অভি যে সন্তি পৃতনাসু দূঢ্যো বিশ্বাহা শত্রুমাদভুঃ ॥ ২
স ত্বং নো রায়ঃ শিশীহি মীঢ্বো অগ্নে সুবীর্যস্য।
তুবিদ্যুম্ন বার্ষিষ্ঠস্য প্রজাবতোঽনমীবস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩
চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিশ্চক্রি র্দেবেষ্বা দুবঃ।
আ দেবেষু যতত আ সুবীর্য আ শংস উত নৃণাম্ ॥ ৪
মা নো অগ্নেঽমতয়ে মাবীরতায়ৈ রীরধঃ।
মাগোতায়ৈ সহসস্পুত্র মা নিদেঽপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥ ৫
শগ্ধি বাজস্য সুভগ প্রজাবতোঽগ্নে বৃহতো অধ্বরে।
সং রায়া ভূয়সা সৃজ ময়োভুনা তুবিদ্যুম্ন যশস্বতা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ অগ্নি উৎকৃষ্ট সামর্থ্যবিশিষ্ট; মহাসৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদিবিষ্টি ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর এবং বৃত্রহন্তাদের ঈশ্বর। ২। হে নেতা মরুৎগণ! তোমরা সৌভাগ্য বর্ধক অগ্নির সাথে মিলিত হও, অগ্নিতে সুখবর্ধক ধন আছে। মরুৎগণ সেনাবিশিষ্ট সংগ্রামে শত্রুদের অভিভব করেন ও সর্বদাই শত্রুদের হিংসা করেন। ৩। হে বহুধনযুক্ত অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদের প্রভূত, প্রজা-বিশিষ্ট, আরোগ্য বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত, ধন দান করে তীক্ষ্ন কর। ৪। যে অগ্নি জগতের কর্তা, তিনি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছেন। কর্তা অগ্নি ভার সহ্য করে দেবগণের নিকট হব্য আনছেন। অগ্নি স্তোতৃগণের অভিমুখে আসছেন, যজ্ঞনেতাগণের স্তোত্রে এবং মনুষ্যগণের যুদ্ধে আসছেন। ৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আমাদের শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার্হ করো না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ কর। ৬। হে সুভগ অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রভূত, অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন! তুমি আমাদের প্রভূত, সুখকর, যশস্কর ধন দান কর।

১৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিধ্যমানঃ প্রথমানু ধর্মা সমক্তুভিরজ্যতে বিশ্ববারঃ।
শোচিষ্কেশো ঘৃতনির্ণিক্পাবকঃ সুযজ্ঞো অগ্নি র্যজথায় দেবান্ ॥ ১

যথাযজো হোত্রমগ্নে পৃথিব্যা যথা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ।
এবানেন হবিষা যক্ষি দেবান্মনুষ্বদ্যজ্ঞং প্র তিরেমমদ্য ॥ ২
ত্রীণ্যায়ূংষি তব জাতবেদস্তিস্র আজানীরুষসস্তে অগ্নে ।
তাভি র্দেবানামবো যক্ষি বিদ্বানথা তব যজমানায় শং যোঃ ॥ ৩
অগ্নিং সুদীতিং সুদৃশং গৃণন্তো নমস্যামস্ত্বেড্যং জাতবেদঃ ।
তাং দূতমরতিং হব্যবাহং দেব্যা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্ ॥ ৪
যস্ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্দ্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শম্ভুঃ ।
তস্যা নু ধর্ম প্র যজা চিকিত্বোঽথা নো ধা অধ্বরং দেববীতৌ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি ধর্মধারক, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় দীপ্তিরূপ, পাবক ও সুক্রতু। তিনি যজ্ঞের আরম্ভে ক্রমে প্রজ্বলিত হয়ে দেবগণের যজ্ঞের জন্য ঘৃতাদিদ্বারা সিক্ত হচ্ছেন। ২। হে অগ্নি! তুমি পৃথিবীর হব্য যেমন প্রদান করেছিলে, হে জাতবেদা! তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি দ্যুলোকের হব্য যেমন প্রদান করেছিলে, সেরূপ আমাদের হব্যদ্বারা দেবগণকে যাগ কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় অদ্য আমাদের এ যজ্ঞ পূর্ণ কর। ৩। হে জাতবেদা! তোমার অন্ন তিন প্রকার। হে অগ্নি! তিন উষা (১) তোমার মাতা। তুমি তাঁদের সাথে দেবগণকে হব্য দান কর। তুমি বিদ্বান, তুমি যজমানের সুখহেতু ও কল্যাণহেতু হও। ৪। হে জাতবেদা! তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, সুদর্শন ও স্তুতিযোগ্য অগ্নি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। দেবগণ তোমাকে আসক্তিশূন্য হব্যবাহক দূত করেছেন, অমৃতের নাভি করেছেন, ৫। হে অগ্নি! তোমা হতেও পূর্বকালবর্তী ও অধিক যাগকারী যে হোতা মধ্যম ও উত্তম এ দুটি স্থানে স্বধার সাথে উপবিষ্ট হয়ে সুখকারী হয়েছিলেন; হে সর্বজ্ঞ অগ্নি! তাঁর ধর্মকে লক্ষ্য করে বিশেষরূপে যাগ কর। অনন্তর, হে অগ্নি! দেবগণের প্রীতির জন্য আমাদের এ যজ্ঞ ধারণ কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'তিস্রঃ আজানীঃ উষসঃ' আছে। একাহ, আহীন ও সত্রগত নামক তিন ঊষা দেবতা। অথবা একজন প্রজা রক্ষা করেন, একজন বল রক্ষা করেন ও আর একজন রাষ্ট্র রক্ষা করেন। সায়ণ।

১৮ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভবা নো অগ্নে সুমনা উপেতৌ সখেব সখ্যে পিতরেব সাধুঃ ।
পুরুদ্রুহো হি ক্ষিতয়ো জানানাং প্রতি প্রতীচী র্দহতাদরাতীঃ ॥ ১
তপো ষ্বগ্নে অন্তরাঁ অমিত্রাঁ তপা শংসমররুষঃ পরস্য ।
তপো বসো চিকিতানো অচিত্তান্বি তে তিষ্ঠন্তামজরা অযাসঃ ॥ ২
ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায় ।
যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্ ॥ ৩
উচ্ছোচিষা সহসস্পুত্র স্তুতো বৃহদ্বয়ঃ শশমানেষু ধেহি ।
রেবদগ্নে বিশ্বামিত্রেষু শং যো র্মর্মৃজ্মা তে তন্বভূরি কৃত্বঃ ॥ ৪
কৃধি রত্নং সুসনিতধনানাং স ঘেদগ্নে ভবসি যৎসমিদ্ধঃ ।
স্তোতু র্দুরোণে সুভগস্য রেবৎসৃপ্রা করস্না দধিষে বপূংষি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের অভিমুখে আগমন বিষয়ে অনুকূল হয়ে

সখা যেরূপ সখার প্রতি ও পিতামাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, সেরূপ হিতকারী হও। মনুষ্যগণ মনুষ্যের দ্রোহকারী, অতএব তুমি প্রতিকূলাচারী শত্রুদের ভস্মসাৎ কর। ২। হে অগ্নি! অভিভবকারী শত্রুদের উত্তমরূপে বাধা দাও, যে সকল শত্রু হব্য দান করে না তাদের অভিলাষ ব্যর্থ কর। হে নিবাস-প্রদ, সর্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি অস্থিরচিত্ত লোকদের সন্তপ্ত কর; অতএব তোমার রশ্মিসকল জরারহিত ও প্রতিবন্ধকর হত হোক। ৩। হে অগ্নি! আমি ধনাভিলাষী হয়ে তোমার বেগ ও বলের জন্য সমিধ ও ঘৃতের সাথে হব্য প্রদান করি। স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করে আমি যতক্ষণ বইতে পারি, ততক্ষণ ধন দাও। তুমি এ স্তুতিকে অপরিমিত ধন দানের জন্য দীপ্ত কর। ৪। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান হও, তুমি স্তুত হয়ে প্রশংসাকারী বিশ্বামিত্র বংশীয়গণকে ধনযুক্ত কর, প্রভূত অন্ন প্রদান কর এবং আরোগ্য ও অভয় প্রদান কর। হে কর্মকর্তা! তোমার শরীর আমরা বারবার মার্জনা করব। ৫। হে দাতা অগ্নি! তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর, তুমি যখন সমিদ্ধ হও তখনই সেরূপ ধন দাতা হও। তুমি ভাগ্যবান স্তোতার গৃহের দিকে তোমার রূপবৎ বাহুদ্বয় ধন প্রদানার্থে প্রসৃত কর।

১৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কুশিকের অপত্য গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিং হোতারং প্র বৃণে মিয়েধে গৃৎসং কবিং বিশ্ববিদমমূরম্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ানূরায়ে বাজায় বনতে মঘানি ॥ ১
প্র তে অগ্নে হবিষ্মতীমিয়র্ম্যচ্ছা সুদ্যুম্নাং ঘৃতাচীম্।
প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণং সং রাতিভি র্বসুভি র্যজ্ঞমশ্রেৎ ॥ ২
স তেজীয়সা মনসা ত্বোত উত শিক্ষ স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ।
অগ্নে রায়ো নৃতমস্য প্রভূতৌ ভূয়াম তে সুষ্টুতয়শ্চ বস্বঃ ॥ ৩
ভূরীণি হি ত্বে দধিরে অনীকাগ্নে দেবস্য যজ্যবো জনাসঃ।
অ আ বহ দেবতাতিং যবিষ্ঠ শর্ধো যদস্য দিব্যং যজাসি ॥ ৪
যত্বা হোতারমনজন্মিয়েধে নিষাদয়ন্তো যজথায় দেবাঃ।
স ত্বং নো অগ্নেঽবিতেহ বোধ্যধি শ্রবাংসি ধেহি নস্তনূষু ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। দেবগণের স্তুতিকারী, মেধাবী, সর্বজ্ঞ, অমূঢ় অগ্নিকে এ যজ্ঞে হোতারূপে বরণ করছি। সে অগ্নি সর্বাপেক্ষা অধিক যাগশীল হয়ে আমাদের জন্য দেবগণের যাগ করুন। তিনি ধন ও অন্নের জন্য আমাদের হব্য গ্রহণ করুন। ২। হে অগ্নি! আমি হব্যযুক্ত, তেজবিশিষ্ট, হব্যদায়ী, ঘৃতান্বিত জুহূ তোমার অভিমুখে প্রদান করছি। দেবগণের বহুমানকারী অগ্নি আমাদের দেয় ধনের সাথে প্রদক্ষিণ করে যজ্ঞে সঙ্গত হোন। ৩। হে অগ্নি! তুমি যাকে রক্ষা কর তার মন অত্যন্ত তেজস্বী হয়, তাকে উত্তম অপত্যবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। হে ফল-দানেচ্ছু অগ্নি! তুমি অত্যন্ত ধন দাতা, আমরা তোমার মহিমায় রক্ষিত হব এবং তোমার স্তুতি করে ধনের অধিপতি হব। ৪। হে দ্যুতিমান অগ্নি! যজ্ঞকারিগণ তোমাতে প্রভূত দীপ্তি বিধান করেছেন। হে যুবতম অগ্নি! যেহেতু এ যজ্ঞে স্বর্গীয় তেজের পূজা করছ, অতএব দেবগণকে আবাহন কর। ৫। হে অগ্নি! যেহেতু যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট, দীপ্তিশালী ঋত্বিকগণ যজ্ঞে তোমাকে হোতা বলে সিক্ত করছে, অতএব তুমি আমাদের পালনার্থে জাগরিত হও, আমাদের পুত্রগণকে অধিক পরিমাণে অন্নদান কর।

২০ সূক্ত ॥ বিশ্বেদেবা অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিমুষসমশ্বিনা দধিক্রাং ব্যুষ্টিষু হবতে বহ্নিরুক্থৈঃ।
সুজ্যোতিষো নঃ শৃণ্বন্তু দেবাঃ সজোষসো অধ্বরং বাবশানাঃ ॥ ১
অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী ষধস্থা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বীঃ।
তিস্র উ তে তন্বো দেববাতাস্তাভির্নঃ পাহি গিরো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ২
অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোঽমৃতস্য নাম।
যাশ্চ মায়া মায়িনাং বিশ্বমিন্ব তে পূর্বীঃ সন্দধুঃ পৃষ্টবন্ধো ॥ ৩
অগ্নি র্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা।
স বৃত্রহাসনয়ো বিশ্ববেদাঃ পর্ষদ্বিশ্বাতি দুরিতা গৃণন্তম্ ॥ ৪
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীং বৃহস্পতিং সবিতারং চ দেবম্।
অশ্বিনা মিত্রাবরুণা ভগং চ বসূন্রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ ইহ হুবে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হব্যবাহী ঊষা অন্ধকার অপসারিত হবার সময়ে অগ্নি ঊষা অশ্বিদ্বয় ও দধিক্রাকে (১) উকথ দ্বারা আহ্বান করছেন। সুন্দর দ্যুতিমান ও পরস্পর মিলিত দেবগণ আমাদের যজ্ঞকামনা করে তা শ্রবণ করুণ। ২। হে অগ্নি! তোমার অন্ন তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! তোমার দেবতাগণের উদর পূরক তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত ; তুমি প্রমাদরহিত হয়ে সে তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর। ৩। হে দ্যোতমান, জাতবেদা, মরণরহিত, অন্নবান অগ্নি! দেবতাগণ তোমাকে অনেক তেজ প্রদান করেছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিত ফলদায়ী অগ্নি! মায়াবীগণের যে সকল মায়া দেবতারা তোমাকে প্রদান করেছিলেন সে সমস্ত তোমাতেই আছে। ৪। ঋতুকারী সূর্যের ন্যায় যে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্বজ্ঞ ও দ্যুতিমান, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করিয়ে পারে নিয়ে যান। ৫। আমি দধিক্রা, অগ্নি, দেবী ঊষা, বৃহস্পতি, দ্যুতিমান সবিতা, অশ্বিদ্বয়, ভগ, বসু, রুদ্র ও আদিত্যদের এ যজ্ঞে আহ্বান করি।

টীকা ঃ ১। 'কশ্চিদ্দেবঃ।' সায়ণ। ৪ মণ্ডলের ৩৮ সূক্ত দেখুন। যুদ্ধ অশ্বকে প্রথমে দধিক্রা নামে স্তুতি করা হয়। পরে অশ্বরূপী অগ্নির বা সূর্যের নাম দধিক্রা হল।

২১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ বিরূপা সতোবৃহতী ছন্দ।

ইমং নো যজ্ঞমমৃতেষু ধেহীমা হব্যা জাতবেদো জুষস্ব।
স্তোকানামগ্নে মেদসো ঘৃতস্য হোতঃ প্রাশান প্রথমো নিষদ্য ॥ ১
ঘৃতবন্তঃ পাবক তে স্তোকাঃ শ্চোতন্তি মেদসঃ।
স্বধর্মন্দেববীতয়ে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যম্ ॥ ২
তুভ্যং স্তোকা ঘৃতশ্চুতোঽগ্নে বিপ্রায় সন্ত্য।
ঋষিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমিধ্যসে যজ্ঞস্য প্রাবিতা ভব ॥ ৩
তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীবঃ স্তোকাসো অগ্নে মেদসো ঘৃতস্য।
কবিশস্তো বৃহতা ভানুনাগা হব্যা জুষস্ব মেধির ॥ ৪

ওজিষ্ঠং তে মধ্যতো মেদ উদ্ভৃতং প্র তে বয়ং দদামহে ।
শ্চোতন্তি তে বসো স্তোকা অধি ত্বচি প্রতি তান্দেবশো বিহি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে জাতবেদা অগ্নি ! আমাদের এ যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর, আমাদের হব্য সেবা কর। হে হোতা ! উপবিষ্ট হয়ে সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ কর। ২। হে পাবক। এ সাঙ্গ যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদোবিন্দু সকল তোমার ও দেবগণের পানার্থে রক্ষিত হচ্ছে, অতএব আমাদের শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান কর। ৩। হে ভজনীয় অগ্নি ! তুমি মেধাবী, ঘৃতস্রাবী বিন্দু সকল তোমার জন্য ; তুমি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজ্বলিত হচ্ছ। তুমি যজ্ঞের পালক হও। ৪। হে সতত গমনশীল ও শক্তিমান ! তোমার জন্য মেদোরূপ হব্যের বিন্দুসকল ক্ষরিত হচ্ছে। কবিরা তোমার স্তব করে, মহত্তেজের সাথে আগমন কর, হে মেধাবী ! আমাদের হব্য সেবা কর। ৫। হে অগ্নি ! আমরা মধ্য হতে অতিশয় সারযুক্ত মেদ পশুর মধ্যভাগ হতে উত্তোলন করে তোমাকে প্রদান করব। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি ! চর্মের উপর যে বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হচ্ছে, তা দেবতাদের প্রত্যেককে বিভাগ করে দাও।

২২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ॥

অয়ং সো অগ্নি র্যস্মিন্ত্সোমমিন্দ্রঃ সুতং দধে জঠরে বাবশানঃ ।
সহস্রিণং বাজমত্যং ন সপ্তিং সসবান্ত্সন্ত্স্তূয়সে জাতবেদঃ ॥ ১
অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্বপ্স্বা যজত্র ।
যেনান্তরিক্ষামুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ ॥ ২
অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাস্যচ্ছা দেবাঁ ঊচিষে ধিষ্ণ্যা যে ।
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ ॥ ৩
পুরীষ্যাসো অগ্নয়ঃ প্রাবণেভিঃ সজোষসঃ ।
জযন্তাং যজ্ঞমদ্রুহোঽনমীবা ইষো মহীঃ ॥ ৪
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাগ্নে সা তে সুমতি ভূত্বস্মে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সোমাভিলাষী ইন্দ্র যে অগ্নিতে অভিষুত সোম আপন উদরে রেখেছিলেন, এ সে অগ্নি। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি ! হে হব্য নানারূপ অশ্বের ন্যায় বেগশালী, তুমি তা সেবা কর ; লোকে তোমার স্তব করে। ২। হে যজনীয় অগ্নি ! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ওষধিসমূহে ও জলে রয়েছে, যা দিয়ে তুমি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেছ, সে তেজ উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মনুষ্যগণের দর্শনকারী। ৩। হে অগ্নি ! তুমি দ্যুলোকের জলের অভিমুখে গমন করছ, ধিষ্ণ দেবগণকে একত্র করছ, সূর্যের উপস্থিত রোচন লোকে এবং সূর্যলোকের নীচে যে জল আছে তাদের উভয়কেই প্রেরণ করছ। ৪। পুরীষ্য অগ্নি অস্ত্রের সাথে মিলিত হয়ে এ যাগ সেবা করুন এবং দ্রোহ রহিত রোগাদি বর্জিত মহৎ অন্ন আমাদের দান করুন। ৫। হে অগ্নি ! তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি ! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

২৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরতের অপত্য দেবশ্রবা দেবরাত ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, সতোবৃহতী ছন্দ।

নির্মথিতঃ সুধিত আ সধস্থে যুবা কবিরধ্বরস্য প্রণেতা।
জূর্যৎস্বগ্নিরজরো বনেষ্বত্রা দধে অমৃতং জাতবেদাঃ ॥ ১
অমন্থিষ্টাং ভারতা রেবদগ্নিং দেবশ্রবা দেববাতঃ সুদক্ষম্।
অগ্নে বি পশ্য বৃহতাভি রায়েষাং নো নেতা ভরতাদনু দ্যূন্ ॥ ২
দশ ক্ষিপঃ পূর্ব্যং সীমজীজনন্ত্সুজাতং মাতৃষু প্রিয়ং।
অগ্নিং স্তুহি দৈববাতং দেবশ্রবো যো জনানামসদ্বশী ॥ ৩
নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥ ৪
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যে অগ্নি নির্মথিত ও যজমান গৃহে স্থাপিত, যিনি যুবা, সর্বজ্ঞ, যজ্ঞের প্রণেতা, জাতবেদা এবং মহারণ্য নাশ করেও স্বয়ং অজর, সে অগ্নি এ যজ্ঞে অমৃত ধারণ করেন। ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত সুদক্ষ ও ধনবান অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করছে। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত ধনের সাথে আমাদের দিকে দেখ এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আন। ৩। দশ অঙ্গুলি এ পুরাতন কমনীয় অগ্নিকে উৎপন্ন করেছে। হে দেবশ্রবা! অরণিরূপ মাতৃগণের মধ্যে সুজাত, প্রিয় ও দেবরাত কর্তৃক উৎপাদিত অগ্নিকে স্তুতি কর। সে অগ্নি লোকের বশবর্তী হন। ৪। হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করছি! হে অগ্নি। তুমি দৃষদ্বতী, আপষা ও সরস্বতী তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধন বিশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হও। ৫। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্মের হেতুভূত ও ধেনু প্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটি পুত্র হোক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হোক।

২৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিমাতীরপাস্য। দুষ্টরস্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে ॥ ১
অগ্ন ইলা সমিধ্যসে বীতিহোত্রা অমর্ত্যঃ। জুষস্ব সূ নো অধ্বরম্ ॥ ২
অগ্নি দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনবাহুত। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৩
অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভি র্দেবেভির্মহয়া গিরঃ। যজ্ঞেষু য উ চায়বঃ ॥ ৪
অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্। শিসীহি নঃ সূনুমতঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি শত্রুসেনাকে পরাভব কর, বিঘ্নকারীদের দূরে করে দাও। তোমাকে কেউ পরাজয় করতে পারে না, তুমি শত্রুদের জয় করে যজমানকে অন্ন দান কর। ২। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রীতিমান ও মরণরহিত, তোমাকে উত্তরবেদিতে প্রজ্বালিত করে। তুমি আমাদের যজ্ঞকে সুন্দররূপে সেবা কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি আপনার তেজে সর্বদা জাগরিত আছ, তুমি বলের পুত্র। আমি তোমাকে আহ্বান করছি, আমার এ কুশে উপবেশন কর। ৪। হে অগ্নি! যারা পূজক তাদের যজ্ঞে সমস্ত দ্যুতিমান অগ্নির সঙ্গে স্তুতির সম্মান রক্ষা

কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ীকে বীর্যযুক্ত প্রভৃত ধন দান কর। আমরা পুত্র পৌত্রবান, আমাদের তীক্ষ্ন কর।

২৫ সূক্ত॥ চতুর্থ ঋকের ইন্দ্রাগ্নি দেবতা অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা।
বিশ্বামিত্র ঋষি। বিরাট্ ছন্দ।

অগ্ন দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা।
উত বিশ্ববেদা ঋধগ্দেবাঁ ইহ যজা চিকিত্বঃ॥ ১
অগ্নিঃ সনোতি বীর্যাণি বিদ্বান্ত্সনোতি বাজমমৃতায় ভূষন্।
স নো দেবাঁ এহ বহা পুরুক্ষো॥ ২
অগ্নি র্দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে আ ভাতি দেবী অমৃতে অমূরঃ।
ক্ষয়ন্বাজৈঃ পুরুশ্চন্দ্রো নমোভিঃ॥ ৩
অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্।
অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা॥ ৪
অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ।
সধস্থানি মহয়মান ঊতী॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি সর্বজ্ঞ ও চিত্তবান, তুমি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃথিবীর তনয়। হে চেতনাবান অগ্নি! তুমি দেবগণের এ যজ্ঞে পৃথক পৃথক যাগ কর। ২। বিদ্বান অগ্নি সামর্থ্য প্রদান করেন। অগ্নি আপনাকে ভূষিত করে অমরগণকে অন্ন প্রদান করেন। হে বহুবিধ অন্নবিশিষ্ট অগ্নি। তুমি দেবগণকে আমাদের জন্য এ যজ্ঞে আন। ৩। সর্বজ্ঞ, জগৎপতি বহু দীপ্তিযুক্ত, বল ও অন্ন বিশিষ্ট অগ্নি জগতের জননী দ্যুতিমতি, মরণরহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশিত করছেন। ৪। হে অগ্নি। তুমি ও ইন্দ্র যজ্ঞ হিংসা না করে অভিষবপ্রদায়ীর এ গৃহে সোমপানের জন্য এস। ৫। হে বলের পুত্র, নিত্য সর্বজ্ঞ অগ্নি। তুমি আশ্রয় দান দ্বারা জীবলোক সকলকে অলংকৃত করে জলের স্থানভূত অন্তরীক্ষে শোভা পাচ্ছ।

২৬ সূক্ত॥ (১)—(৩) ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। (৯) ঋকের—
মরুৎগণ দেবতা। (৭)—(৮) ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম দেবতা।
(৯) ঋকের—বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায় দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।
কেবল সপ্তম ঋকের ঋষি অগ্নি বা ব্রহ্ম।
জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্যা হবিষ্মন্তো অনুষত্যং স্বর্বিদম্।
সুদানুং দেবং রথিরং বসূয়বো গীর্ভী রণ্বং কুশিকাসো হবামহে॥ ১
তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্।
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্॥ ২
অশ্বো ন ক্রন্দঞ্জনিভিঃ সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং স্বশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ॥ ৩
প্রযন্তু বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়ঃ শুভে সংমিশ্লাঃ পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ববেদসঃ প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যাঃ॥ ৪
অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হেষক্রতবঃ সুদানবঃ॥ ৫

ব্রাতংব্রাতং গণং গণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ ॥ ৬

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥ ৭

ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বর্ষিষ্ঠং রত্নমকৃত স্বধাভিরাদিদ্ দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ॥ ৮

শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাং।
মেলিং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। আমরা কুশিক গোত্রোৎপন্ন, আমরা ধনাভিলাষে হব্য সংগ্রহ করে মনে মনে বৈশ্বানর নামক অগ্নি অবগত হয়ে স্তুতিদ্বারা তাঁকে আহ্বান করছি। তিনি সত্য দ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় জানেন ও যজ্ঞের ফলদান করেন ; তাঁর রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আসছেন। ২। আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এবং যজমানের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা (১), উকথযোগ্য, যজ্ঞপতি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি। ৩। হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জননী কর্তৃক বর্ধিত হয়, সেরূপ বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকগণ কর্তৃক বর্ধিত হচ্ছেন। অমরগণের মধ্যে জাগরূক অগ্নি আমাদের উত্তম অশ্ব, উত্তম বীর্য ও উত্তম ধন প্রদান করুন। ৪। অগ্নিরূপ অশ্ব সকল গমন করুন, বলবান মরুৎগণের সাথে জলে মিলিত হয়ে পৃষতী নামক বাহনদের সংযুক্ত করুন। সর্বজ্ঞ, অহিংসনীয় মরুৎগণ, প্রভূত জলশালী পর্বত সদৃশ মেঘকে কম্পিত করছেন। ৫। মরুৎগণ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের আকর্ষক, সে মরুৎগণের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় আমরা সম্যকরূপে যাচ্ঞা করি। বর্ষণরূপধারী হ্রেষারবকারী, ও সিংহের ন্যায় শব্দকারী রুদ্রপুত্র মরুৎগণ বিশেষরূপে জল দান করেন। ৬। আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতিমন্ত্র দ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দুচিহ্নিত বাহনবিশিষ্ট (২), অক্ষয় ধনযুক্ত ধীর মরুৎগণ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করতেন। ৭। আমি অগ্নি, জন্ম হতেই জাতবেদা, ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে, আমার প্রাণ ত্রিবিধ, আমি অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, আমি অক্ষয় উত্তাপ, আমি হব্যস্বরূপ। ৮। অগ্নি অন্তঃকরণ দ্বারা মনোহর জ্যোতি বিশেষরূপে বিগত হয়ে তিন পবিত্র রূপদ্বারা (৩) অর্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করেছেন। অগ্নি স্বীয় রূপসমূহদ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করেছিলেন এবং পরক্ষণেই দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন করেছিলেন। ৯। শতধারা উৎসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিশিষ্ট এবং বিপশ্চিৎ পালক, ব্যক্যের মেলক ও পিতামাতার ক্রোড়ে হর্ষযুক্ত এবং সত্যবাদীকে, হে দ্যাবাপৃথিবী ! তোমরা পূর্ণ কর (৪)।

টীকা : ১। অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলে অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা। সায়ণ। ১। ৬০। ১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখুন। ২। মরুৎগণের বাহনের নামই পৃষতী তা পূর্বে বলা হয়েছে। ৩। 'পবিত্রৈস্ত্রিভিঃ' 'অগ্নিবায়ুসূর্যৈঃ।' সায়ণ। ৪॥ উৎসের ন্যায় প্রবাহ বিশিষ্ট, পিতা মাতার ক্রোড়স্থ, সত্যবাদী কে ? পাঠক, সূক্তের গোড়ায় দেখবেন বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায়ই এ ঋকের দেবতা। কিন্তু বেদার্থ যত্ন অগ্নিকে এ ঋকের দেবতা বলে স্থির করছেন।

২৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কেবল প্রথমে ঋকটির ঋতু দেবতা অথবা অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা। দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ুঃ ॥ ১
ঈলে অগ্নিং বিপশ্চিতং গিরা যজ্ঞস্য সাধনং। শ্রুষ্ঠীবানং ধিতাবানং ॥ ২
অগ্নে শকেম তে বয়ং যমং দেবস্য বাজিনঃ। অতি দ্বেষাংসি তরেম ॥ ৩
সমিধ্যমানো অধ্বরেঽগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ। শোচিষ্কেশস্তমীমহে ॥ ৪
পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্ স্বাহুতঃ। অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট্ ॥ ৫
তং সবাধো যতস্রুচ ইত্থা ধিয়া যজ্ঞবন্তঃ। আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে ॥ ৬
হোতা দেবো অমর্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া। বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥ ৭
বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্র ণীয়তে। বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ ॥ ৮
ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে। দক্ষস্য পিতরং তনা ॥ ৯
নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত। অগ্নে সুদীতিমুশিজম্ ॥ ১০
অগ্নিং যন্তুরমপ্তুরমৃতস্য যোগে বনুষঃ। বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে ॥ ১১
ঊর্জো নপাতমধ্বরে দীদিবাংসমুপ দ্যবি। অগ্নিমীলে কবিক্রতুম্ ॥ ১২
ঈলেন্যো নমস্যস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥ ১৩
বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ। তং হবিষ্মন্ত ইলতে ॥ ১৪
বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষন্ বৃষণঃ সমিধীমহি। অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। তোমার স্বর্গাভিমুখ হবিষ্মান ঘৃতস্পৃষ্ট শিখা স্বরূপ অশ্বগণ সুখ কামনায় দেবগণের নিকট যাচ্ছেন। ২। মেধাবী, যজ্ঞনির্বাহক, বেগবান, ধনবান অগ্নিকে স্তুতি বাক্যদ্বারা পূজা করি। ৩। হে দীপ্তিমান অগ্নি! আমরা হব্য প্রস্তুত করে তোমাকে এখানে রাখতে সমর্থ হব এবং পাপ হতে উত্তীর্ণ হব। ৪। যজ্ঞকালে প্রজ্বলিত, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট, পাবক ও পূজনীয় অগ্নির নিকট আমরা অভিলষিত ফল যাচঞা করি। ৫। প্রভূত তেজোবিশিষ্ট, মরণরহিত, ঘৃতশোধনকারী ও সম্যক পূজিত অগ্নি যজ্ঞের হব্য বহন করেন। ৬। যজ্ঞবিঘ্ননাশক বলযুক্ত ঋত্বিকগণ স্রুক সংযত করে আশ্রয় লাভের জন্য এ প্রকার স্তুতিদ্বারা সে অগ্নিকে আপনাদের অভিমুখ করেছিল। ৭। হোমনিষ্পাদক মরণরহিত, দ্যুতিমান অগ্নি যজ্ঞকার্যে লোককে উত্তেজিত করে যজ্ঞকার্যের অভিজ্ঞতা সহকারে অগ্রগামী হচ্ছেন। ৮। বলবান অগ্নি যুদ্ধে অগ্রভাগ স্থাপিত হন, যজ্ঞকালে যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি মেধাবী ও যজ্ঞ সম্পাদক। ৯। যে অগ্নি কর্মদ্বারা বরণীয়, ভূত সমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতাস্বরূপ, দক্ষের তনয়া সে অগ্নিকে ধারণ করেন। ১০। হে বল সম্পাদিত অগ্নি! তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের কন্যা ইলা ধারণ করছে (১)। ১১। মেধাবী ভক্তগণ জগতের নিয়ন্তা ও জলের প্রেরক অগ্নিকে যজ্ঞ সম্পাদনার্থে অন্ন দ্বারা সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত করছেন। ১২। অন্নের নপ্তা, অন্তরীক্ষের সমীপে দীপ্যমান ও সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করছি। ১৩। পূজনীয়, নমস্কারযোগ্য, দর্শনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নি অন্ধকার দূর করে প্রজ্বলিত হচ্ছেন। ১৪। অভীষ্টবর্ষী এবং অশ্বের ন্যায় দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছেন। হবিষ্মান অগ্নিকে পূজা করছেন। ১৫। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! আমরা ঘৃতাদি সেক করি, তুমি জলসেক কর, আমরা তোমাকে দীপ্ত করছি, তুমি দীপ্তিমান ও বৃহৎ।

টীকা ঃ ১। দক্ষের তনয়া অর্থে 'বেদিরূপ ভূমি' সায়ণ। ইলা অর্থে ভূমি।'

সায়ণ। সে ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। বেদের রূপে অগ্নির একটি রূপ তাও আমরা জানি। পুরাণে সে রুদ্রকে দক্ষের কন্যা উমা ধারণ করলেন অর্থাৎ হরগৌরীর বিবাহ হল।

২৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোলাশং জাতবেদঃ। প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো ॥ ১
পুরোলা অগ্নে পচতস্তুভ্যং বা ঘা পরিষ্কৃতঃ। তং জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ২
অগ্নে বীহি পুরোলাশমাহুতং তিরো অহ্ন্যম্। সহসঃ সূনুরস্যধ্বরে হিতঃ ॥ ৩
মাধ্যন্দিনে সবনে জাতবেদঃ পুরোলাশমিহ কবে জুষস্ব।
অগ্নে যহ্বস্য তব ভাগধেয়ং ন প্র মিনন্তি বিদথেষু ধীরাঃ ॥ ৪
অগ্নে তৃতীয়ে সবনে হি কানিষঃ পুরোলাশং সহসঃ সূনবাহুতম্।
অথা দেবেষ্বধ্বরং বিপন্যয়া ধা রত্নবন্তমমৃতেষু জাগৃবিম্ ॥ ৫
অগ্নে বৃধান আহুতিং পুরোলাশং জাতবেদঃ। জুষস্ব তিরোঅহ্ন্যম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার স্তোত্রই ধনপ্রদায়ক। তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ ও হব্য সেবা কর। ২। হে যুবতম অগ্নি! তোমার জন্য পুরোডাশ পাক করা হয়েছে ও সংস্কৃত করা হয়েছে, তুমি তা সেবা কর। ৩। হে অগ্নি! দিবসের শেষে সম্যক প্রদত্ত পুরোডাশ ভক্ষণ কর। তুমি বলের পুত্র ও তুমি যজ্ঞে নিহিত হও। ৪। হে জাতবেদা মেধাবী অগ্নি! এ মধ্যন্দিন সবনে পুরোডাশ সেবা কর। ধীর অধ্বর্যুগণ যজ্ঞে তোমার ভাগ নষ্ট করে না, তুমি মহান। ৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! তৃতীয় সবনে প্রদত্ত পুরোডাশ তুমি বাঞ্ছা কর। অনন্তর অবিনাশী ও রত্নবান জাগরণকারী সোমকে স্তুতির সাথে মরণরহিত দেবগণের নিকট স্থাপন কর। ৬। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি দিবসের শেষে পুরোডাশরূপ আহুতি সেবা কর।

২৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অস্তীদমধিমন্থনমস্তি প্রজননং কৃতম্।
এতাং বিশ্পত্নীমা ভরাগ্নিং মন্থাম পূর্বথা ॥ ১
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুধিতো গর্ভিণীষু।
দিবেদিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ॥ ২
উত্তানায়ামব ভরা চিকিত্বান্তসদ্যঃ প্রবীতা বৃষণং জজান।
অরুষস্তূপো রুশদস্য পাজ ইলায়াস্পুত্রো বয়ুনেঽজনিষ্ট ॥ ৩
ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতবেদো নি ধীমহ্যগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥ ৪
মন্থতা নরঃ কবিমদ্বয়ন্তং প্রচেতসমমৃতং সুপ্রতীকম্।
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পরস্তাদগ্নিং নরো জনয়তা সুশেবম্ ॥ ৫
যদী মন্থন্তি বাহুভির্বি রোচতেঽশ্বো ন বাজ্যরুষো বনেষ্বা।
চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ পরি বৃণক্ত্যশ্মনস্তৃণা দহন্ ॥ ৬
জাতো অগ্নী রোচতে চেকিতানো বাজী বিপ্রঃ কবিশস্তঃ সুদানুঃ।
যং দেবাস ঈড্যং বিশ্ববিদং হব্যবাহমদধুরধ্বরেষু ॥ ৭

সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিত্বান্‌ সাদয়া যজ্ঞং সুকৃতস্য যোনৌ।
দেবাবীর্দেবান্‌ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদ্‌ যজমানে বয়ো ধাঃ ॥ ৮
কৃণোত ধূমং বৃষণং সখায়োহস্রেধন্ত ইতন বাজমচ্ছ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্‌ সুবীরো যেন দেবাসো অসহন্ত দস্যূন্‌ ॥ ৯
অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আ সীদাথা নো বর্ধয়া গিরঃ ॥ ১০
তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো নরাশংসো ভবতি যদ্বিজায়তে।
মাতরিশ্বা যদমিমীত মাতরি বাতস্য সর্গো অভবৎসরীমণি ॥ ১১
সুনির্মথা নির্মথিতঃ সুনিধা নিহিতঃ কবিঃ।
অগ্নে স্বধ্বরা কৃণু দেবান্দেবয়তে যজ ॥ ১২
অজীজনন্নমৃতং মর্ত্যাসোঽস্রেমাণং তরণিং বীলুজম্ভম্‌।
দশ স্বসারো অগ্রুবঃ সমীচীঃ পুমাংসং জাতমভি সংরভন্তে ॥ ১৩
প্র সপ্তহোতা সনকাদরোচত মাতুরুপস্থে যদশোচদূধনি।
ন নি মিষতি সুরণো দিবেদিবে যদসুরস্য জঠরাদজায়ত ॥ ১৪
অমিত্রায়ুধো মরুতামিব প্রয়াঃ প্রথমজা ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্বিদুঃ।
দ্যুম্নবদ্‌ ব্রহ্ম কুশিকাস এরির একএকো দমে অগ্নিং সমীধিরে ॥ ১৫
যদদ্য ত্বা প্রয়তি যজ্ঞে অস্মিন্‌ হোতশ্চিকিত্বোঽবৃণীমহীহ।
ধ্রুবময়া ধ্রুবমুতাশমিষ্ঠাঃ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্‌ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। এ মন্থনের উপকরণ, এ অগ্নি উৎপত্তির উপকরণ, লোকের পালয়িত্রী অরণিকে আহরণ কর। আমরা পূর্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করব। ২। গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে নিহিত আছেন। অগ্নি স্বকর্মে জাগরূক হবির্যুক্ত মানুষদের প্রতিদিন পূজনীয়। ৩। হে জ্ঞানবান অধ্বর্যু! তুমি উর্ধ্বমুখ অরণিতে অধোমুখ অরণি ধারণ কর। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি অভীষ্টবর্ষী অগ্নিকে উৎপন্ন করল। অগ্নির দাহক তাতে ছিল। উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হলেন। ৪। হে জাতবেদা অগ্নি! আমরা তোমাকে পৃথিবীর উপরে উত্তর বেদির নাভিস্থলে হব্য বহন করবার জন্য স্থাপন করছি। ৫। হে নেতা অধ্বর্যুগণ! কবি, দ্বিধারহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান মরণরহিত ও সুন্দর শরীর বিশিষ্ট অগ্নিকে মন্থনদ্বারা উৎপন্ন কর। হে নেতা অধ্বর্যুগণ! যজ্ঞের সূচক, প্রথম ও সুখকর অগ্নিকে কর্মের প্রারম্ভে উৎপন্ন কর। ৬। যখন হস্তদ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠ হতে অগ্নি অশ্বের ন্যায় শোভমান হয়ে ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র রথের ন্যায় শীঘ্র গমনশীল হয়ে শোভা পান। কেউ তার গমনরোধ করতে পারে না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ করে সে স্থান পরিত্যাগ করেন। ৭। জাত অগ্নিও সর্বজ্ঞ, অপ্রতিহতগমন, কর্মকুশল, অতএব মেধাবীরা তাঁর স্তব করে। তিনি কর্মফল প্রদান করে শোভা পাচ্ছেন। দেবগণ পূজনীয়, সর্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে হব্যবাহক করেছেন। ৮। হে হোমনিষ্পাদক অগ্নি! তুমি স্বস্থানে উপবেশন কর। তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি যজমানকে পুণ্যলোকে স্থাপন কর। তুমি দেবগণের রক্ষক, হব্যদ্বারা দেবগণের পূজা কর। আমি যজ্ঞ করছি; আমাকে প্রভূত অন্ন প্রদান কর। ৯। হে অধ্বর্যুগণ! তোমরা অভীষ্টবর্ষী ধূম উৎপন্ন কর, তোমরা ক্ষীণ না হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে যাও। এ অগ্নি বীরপ্রধান ও সেনাবিজয়ী, এঁর সাহায্যেই দেবগণ দস্যুদের পরাজয় করেছেন। ১০। হে অগ্নি! ঋতু কাষ্ঠ সম্পন্ন এ অরণি তোমার উৎপত্তির স্থান! তা হতে

উৎপন্ন হয়ে তুমি শোভা পাও। তুমি তা জেনে উপবেশন কর; আমাদের স্তুতি বর্ধিত কর। ১১। গর্ভস্থ অগ্নিকে তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হন তখন তিনি আসুর (১) নরাশংস হন। যখন অন্তরীক্ষে তেজবিকাশ করেন তখন মাতরিশ্বা হন (২)। অগ্নি প্রসৃত হলে বায়ুর উৎপত্তি হয়। ১২। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী ও মন্থন দ্বারা উৎপন্ন, তোমাকে অতি উত্তম স্থানে স্থাপন করেছে। তুমি আমাদের যজ্ঞ দ্বারা নির্বিঘ্ন কর এবং দেবাভিলাষীর জন্য দেবগণকে পূজা কর। ১৩। মর্ত্য ঋত্বিকগণ মরণরহিত, ক্ষয়রহিত, দৃঢ় দন্তবিশিষ্ট পাপতারক অগ্নিকে উৎপন্ন করেছে। পুত্রসন্তানের ন্যায় উৎপন্ন অগ্নির উদ্দেশে দশ ভগিনীরূপ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দসূচক শব্দ করছে। ১৪। অগ্নি সনাতন, যখন সাতজনে তাঁর হোম করে; তখন তিনি শোভা পান। যখন তিনি মাতার স্তনে ও ক্রোড়ে শোভা পান, তখন তিনি দেখতে সুন্দর হন। তিনি প্রতিদিন উন্মেষিত থাকেন, যেহেতু তিনি অসুরের জঠর হতে উৎপন্ন হয়েছেন। ১৫। মরুৎগণের ন্যায় শত্রুর সাথে যুদ্ধকারী ও মন্ত্র হতে প্রথম উৎপন্ন, কুশিক গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ নিশ্চয়ই সমস্ত জগৎ জানেন। তাঁরা অগ্নির উদ্দেশে হব্যযুক্ত স্তোত্র পাঠ করছেন এবং প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে অগ্নিকে দীপ্ত করছেন। ১৬। হে হোমনিষ্পাদক বিদ্বান সর্বজ্ঞ অগ্নি! প্রবর্তিত যজ্ঞে তোমাকে বরণ করছি। অতএব তুমি এ যজ্ঞে দেবগণের হব্য প্রদান কর এবং নিত্য স্তব কর, সোমের বিষয় অবগত হয়ে তার নিকট এস।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এখানে 'আসুর' অর্থে অসুরহন্তা করেছেন। কিন্তু এ সূক্তের ১৪ ঋকে 'অসুর, শব্দের অর্থ সায়ণ অরণিরূপ কাষ্ঠ করেছেন। এখানেও সে অর্থ খাটে। আসুর অর্থে অসুর পুত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ হতে উৎপন্ন। অথবা 'আসুর' অর্থে কেবল বলবান বা বলের পুত্র হতে পারে। ২। অতএব মাতরিশ্বা অগ্নির নাম ৩।২৬।২ দেখুন।

৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ সুন্বন্তি সোমং দধতি প্রয়াংসি।
তিতিক্ষন্তে অভিশস্তিং জনানামিন্দ্র ত্বদা কশ্চন হি প্রকেতঃ ॥ ১
ন তে দরে পরমা চিদ্রজাংস্যা তু প্র যাহি হরিবো হরিভ্যাম্।
স্থিরায় বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা যুক্তা গ্রাবাণঃ সমিধানে অগ্নৌ ॥ ২
ইন্দ্রঃ সুশিপ্রো মঘবা তরুত্রো মহাব্রাতস্তুবিকূর্মিঋঘাবান্।
যদুগ্রো ধা বাধিতো মর্ত্যেষু ক্বত্যা তে বৃষভ বীর্যাণি ॥ ৩
ত্বং হি ষ্মা চ্যাবয়ন্নচ্যুতান্যেকো বৃত্রা চরসি জিঘ্নমানঃ।
তব দ্যাবাপৃথিবী পর্বতাসোঽনু ব্রতায় নিমিতেব তস্থুঃ ॥ ৪
উতাভয়ে পুরুহূত শ্রবোভিরেকো দৃড়্হমবদো বৃত্রহা সন্।
ইমে চিদিন্দ্র রোদসী অপারে যৎসংগৃভ্ণা মঘবন্ কাশিরিত্তে ॥ ৫
প্র সূ ত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্।
জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিশ্বং সত্যং কৃণুহি বিষ্টমস্তু ॥ ৬
যস্মৈ ধায়ুরদধা মর্ত্যায়াভক্তং চিদ্ভজতে গেহ্যংসঃ।
ভদ্রা ত ইন্দ্র সুমতিঘৃতাচী সহস্রদানা পুরুহূত রাতিঃ ॥ ৭
সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তমহস্তমিন্দ্র সং পিণক্কুণারুম্।
অভি বৃত্রং বর্ধমানং পিয়ারুমপাদমিন্দ্র তবসা জঘন্থ ॥ ৮

নি সামনামিষিরামিন্দ্র ভূমিং মহীমপারাং সদনে সসত্থ।
অস্তভ্নাদ্যাং বৃষভো অন্তরিক্ষমর্ষন্ত্বাপস্ত্বয়েহ প্রসূতাঃ ॥ ৯
অলাতৃণো বল ইন্দ্র ব্রজো গোঃ পুরা হন্তোর্ভয়মানো ব্যার।
সুগান্ পথো অকৃণোন্নিরজে গাঃ প্রাবন্বাণীঃ পুরুহূতং ধমন্তীঃ ॥ ১০
একো দ্বে বসুমতী সমীচী ইন্দ্র আ পপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্।
উতান্তরিক্ষাদভি নঃ সমীক ইষো রথীঃ সযুজঃ শূর বাজান্ ॥ ১১
দিশঃ সূর্যো ন মিনাতি প্রদিষ্টা দিবেদিবে হর্যশ্বপ্রসূতাঃ।
সং যদানলধ্বন আদিদশ্বৈর্বিমোচনং কৃণুতে তত্ত্বস্য ॥ ১২
দিদৃক্ষন্ত উষসো যামন্নক্তোর্বিবস্বত্যা মহি চিত্রমনীকম্।
বিশ্বে জানন্তি মহিনা যদাগাদিন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরুণি ॥ ১৩
মহি জ্যোতির্নিহিতং বক্ষণাস্বামা পক্বং চরতি বিভ্রতী গৌঃ।
বিশ্বং স্বাদ্ম সংভৃতমুস্রিয়ায়াং যৎসীমিন্দ্রো অদধাদ্ভোজনায় ॥ ১৪
ইন্দ্র দৃহ্য যামকোশা অভুবন্ যজ্ঞায় শিক্ষ গৃণতে সখিভ্যঃ।
দুর্মাযবো দুরেবা মর্ত্যাসো নিষঙ্গিণো রিপবো হন্ত্বাসঃ ॥ ১৫
সং ঘোষঃ শৃণ্বেঽবমৈরমিত্রৈর্জহী নোষ্বশনিং তপিষ্ঠাম্।
বৃশ্চেমধস্তাদ্বি রুজা সহস্ব জহি রক্ষো মঘবন্ রন্ধয়স্ব ॥ ১৬
উদ্বৃহ রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র বৃশ্চা মধ্যং প্রত্যগ্রং শৃণীহি।
আ কীবতঃ সললূকং চকর্থ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য ॥ ১৭
স্বস্তয়ে বাজিভিশ্চ প্রণেতঃ সং যন্মহীরিষ আসৎসি পূর্বীঃ।
রায়ো বন্তারো বৃহতঃ স্যামাস্মে অস্তু ভগ ইন্দ্র প্রজাবান্ ॥ ১৮
আ নো ভরভ গমিন্দ্র দ্যুমন্তং নি তে দেষ্ণস্য ধীমহি প্ররেকে।
ঊর্ব ইব পপ্রথে কামো অস্মে তমা পৃণ বসুপতে বসুনাম্ ॥ ১৯
ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ॥ ২০
আ নো গোত্রা দর্দৃহি গোপতে গাঃ সমস্মভ্যং সনয়ো যন্তু বাজাঃ
দিবক্ষা অসি বৃষভ সত্যশুষ্মোঽস্মভ্যং সু মঘবন্বোধি গোদাঃ ॥ ২১
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সামৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! সোমার্হ ঋত্বিকগণ তোমাকে স্তব করতে ইচ্ছা করছেন। সখাগণ তোমার জন্য সোম অভিষবণ করছেন, অন্যান্য হব্য ধারণ করছেন, শত্রু লোকদের হিংসা সহ্য করছেন। কে তোমার চেয়ে জগতে অধিক প্রখ্যাত? ২। হে হরিবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! দূরবর্তী স্থান সকলও তোমার পক্ষে দূরে নয়, তুমি হরিবর্ণ অশ্ব যুক্ত হয়ে শীঘ্র এস। তুমি দৃঢ়চিত্ত ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার উদ্দেশে এ সকল সবন করা হয়েছে, অগ্নি সমিদ্ধ হলে সোমাভিষবের জন্য প্রস্তর খণ্ডসকল প্রযুক্ত হয়েছে। ৩। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি পরমৈশ্বর্য সম্পন্ন, তোমার শিপ্র সুন্দর, তুমি ধনবান, জেতা, মহান মরুৎগণ সম্পন্ন ও সংগ্রামে নানাবিধ কর্মকারী এবং শত্রুহিংসক ও ভয়ংকর। তুমি সংগ্রামে বাধা পেয়ে মর্ত্যদের প্রতি যে বীর্য ধারণ করেছিলে, তোমার সে বীর্য কোথায়! ৪। হে ইন্দ্র! তুমি একাকীই, দৃঢ়মূল রাক্ষসগণকে স্বস্থান হতে পতিত করেছ, বৃত্র সকলকে হিংসা করেছ। তোমার আজ্ঞায় দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্বত সকল নিশ্চলের ন্যায় রয়েছে। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি বহুলোকের আহূত ও বীর্যযুক্ত

তুমি একাকী বৃত্রকে বধ করে দেবতাগণকে যে অভয় বাক্য দান করেছিলে, তা সত্য। হে মঘবন! তুমি অপার দ্যাবাপৃথিবীকে সংযোজিত করছ। তোমার এ মহিমা প্রসিদ্ধ আছে। ৬। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বযুক্ত রথ শত্রুকে লক্ষ্য করে নিম্নপথে শীঘ্র আসুক, তোমার বজ্র শত্রুকে বধ করতে করতে আসুক। তোমার সম্মুখে আগমনকারী শত্রুদের, অনুগমনকারী শত্রুদের, পলায়ন পর শত্রুদের বধ কর, জগৎকে সত্যভূত যজ্ঞ-বিশিষ্ট কর। এই প্রকার সামর্থ্য তোমাতে বিনষ্ট হোক। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি নিরন্তর ঐশ্বর্য ধারণ করছ. তুমি যে মানুষকে দান কর, সে পূর্বে অলব্ধ গৃহসম্বন্ধীয় পশু সুবর্ণ প্রভৃতি ধন প্রাপ্ত হয়। হে বহুলোকের আহূত। তোমার অনুগ্রহ ঘৃতাদি হব্যযুক্ত হয়ে কল্যাণকর হয়, তোমার ধনদান শক্তি অপরিমিত। ৮। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! তুমি দানবীর সাথে বর্তমান, বাধা জনক গর্জনশীল বৃত্রকে হস্তহীন করে বিচূর্ণিত করে ফেল। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ধমান, হিংস্র বৃত্রকে পাদহীন করে বজ্র দ্বারা বিনাশ করেছিলে। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি মহতী, অনন্ত, চলা পৃথিবীকে সমভাবাপন্ন করে স্বস্থানে নিবেশিত করেছিলে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাতে পতিত না হয় এরূপে ধারণ করেছেন। হে ইন্দ্র! তোমার প্রেরিত জল পৃথিবীতে আসুক। ১০। হে ইন্দ্র! বল নামক গোব্রজ বজ্রপ্রহারের পূর্বেই ভীত হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়েছিল। ইন্দ্র গভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করেছেন, রমণীয় শব্দায়মান জল সকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের অভিমুখে আগমন করেছিল। ১১। এক ইন্দ্রই পৃথিবী ও দ্যুলোক এ দুটিকে পরস্পর সঙ্গত ও ধনযুক্ত করে পরিপূর্ণ করেছেন। হে শূর! তুমি রথবান, তুমি আমাদের সমীপে অবস্থান করতে অভিলাষী হয়ে যোজিত অশ্বগণকে অন্তরীক্ষ হতে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। ১২। সূর্য, ইন্দ্র প্রেরিত এবং তাঁর গমনার্থে প্রকাশিত দিক সকলকে প্রতিদিবস অনুসরণ করেন। যখন তিনি অশ্বদ্বারা পথ গমন শেষ করেন, তখন অশ্বদের ছেড়ে দেন, এও ইন্দ্রের জন্য। ১৩। গমনশীল রাত্রির পর উষা গত হলে সকলে মহৎ, চিত্র, সৌর, তেজ দর্শন করতে ইচ্ছা করে। যখন উষাকাল বিগত হয়, সকলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কর্তব্য বলে বোধ করে। ইন্দ্রের সৎকার্য অনেক। ১৪। ইন্দ্র নদী সকলে মহৎ তেজযুক্ত জল স্থাপিত করেছিলেন। ইন্দ্র জল অপেক্ষা স্বাদুতর দধিঘৃত ক্ষীরাদি ভোজনের জন্য গাভীতে স্থাপন করেছেন। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধ ধারণ করে বিচরণ করে। ১৫। হে ইন্দ্র। তুমি দৃঢ় হও, শত্রুগণ পথ রোধ করেছে। তুমি, যজ্ঞকারী স্তুতিকারী ও সখাদের অভীষ্ট ফল দান কর। রিপুগণকে বধ করা উচিত। তারা মন্দভাবে অস্ত্র প্রক্ষেপ করে, মন্দভাবে গমন করে, তারা হত্যাকারী ও তূণীর বিশিষ্ট। ১৬। হে ইন্দ্র! আমরা সমীপস্থ শত্রুগণ কর্তৃক উৎসৃষ্ট অশনিশব্দ শুনতে পাচ্ছি। অত্যন্ত সন্তাপকর ঐ সকল অশনিকে এ সকল শত্রুদের অভিমুখেই স্থাপন করে এদের বধ কর, সমূলে ছেদন কর, বিশেষরূপে বাধা দাও ও অভিভূত কর। হে মঘবন, রাক্ষসদের বধ কর, তারপর যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ১৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটন কর, মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল রাক্ষসকে দূর কর, যজ্ঞ বিদ্বেষীর প্রতি সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ কর। ১৮। হে জগতের নির্বাহক! আমাদের অশ্বযুক্ত কর ও অবিনাশী কর। তুমি যখন আমাদের নিকট থাক আমরা মহৎ অন্ন ও প্রভূত ধন ভোগ করে বড় হতে পারব। আমাদের পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত ধন হোক। ১৯। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য দীপ্তিযুক্ত ধন আন। তুমি দানশীল, আমরা তোমার দানের পাত্র, আমাদের অভিলাষ বড়বানলের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। হে ধনপতি! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। ২০। আমাদের এ অভিলাষ, গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধন

দ্বারা পূর্ণ কর এবং তা দিয়ে আমাদের বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদি-সুখাভিলাষী কর্মকুশল কুশিকনন্দনগণ মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তোত্র করেছেন। ২১। হে স্বর্গাধিপতি! মেঘ বিদীর্ণ করে আমাদের জল দান কর, উপভোগযোগ্য অন্ন আমাদের নিকট আসুক। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে আছ। হে সত্যবল মঘবন! তুমি আমাদের গো দান কর। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভৃত ঐশ্বর্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু বিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইষীরথের অপত্য কুশিক অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্যন্।
পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ত সং শগ্ম্যেন মনসা দধন্বে ॥ ১
না জাময়ে তান্বো রিক্থমারৈক্ চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্।
যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন্ ॥ ২
অগ্নির্জজ্ঞে জুহ্বারেজমানো মহস্পুত্রঃ অরুষস্য প্রযক্ষে।
মহান্ গর্ভো মহ্যা জাতমেষাং মহী প্রবৃদ্ধর্যশ্বস্য যজ্ঞৈঃ ॥ ৩
অভি জৈত্রীরসচন্ত স্পৃধানং মহি জ্যোতিস্তমসো নিরজানন্।
তং জানতীঃ প্রত্যুদায়ন্নুষাসঃ পতির্গবামভবদেক ইন্দ্রঃ ॥ ৪
বীলৌ সতীরভি ধীরা অতৃন্দন্ প্রাচাহিন্বন্মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ।
বিশ্বামবিন্দন্ পথ্যামৃতস্য প্রজানন্নিত্তা নমসা বিবেশ ॥ ৫
বিদদ্যদী সরমা রুগ্ণমদ্রের্মহি পাথঃ পূর্ব্যং সাধ্র্যক্কঃ।
অগ্রং নয়ৎসুপদ্যক্ষরাণামচ্ছা রবং প্রথমা জানতী গাৎ ॥ ৬
অগচ্ছদু বিপ্রতমঃ সখীয়ন্নসূদয়ৎ সুকৃতে গর্ভমদ্রিঃ।
সসান মর্যো যুবভির্মখস্যন্নথাভবদঙ্গিরাঃ সদ্যোঃ অর্চন্ ॥ ৭
সতঃসতঃ প্রতিমানং পুরোভূর্বিশ্বা বেদ জনিমা হন্তি শুষ্ণম্।
প্র ণো দিবঃ পদবীর্গব্যুরর্চন্তসখা সখীঁরমুঞ্চন্নিরবদ্যাৎ ॥ ৮
নি গব্যতা মনসা সেদুরর্কৈঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
ইদং চিন্নু সদনং ভূর্যেষাং যেন মাসাঁ অসিষাসন্নৃতেন ॥ ৯
সম্পশ্যমানা অমদন্নভি স্বং পয়ঃ প্রত্নস্য রেতসো দুঘানাঃ।
বি রোদসী অতপদ্ঘোষ এষাং জাতে নিঃষ্ঠামদধুর্গোষু বীরান্ ॥ ১০
স জাতেভির্বৃত্রহা সেদু হব্যৈরুস্রিয়া অসৃজদিন্দ্রো অর্কৈঃ।
উরূচ্যস্মৈ ঘৃতবদ্ভরন্তী মধু স্বাদ্ম দুদুহে জেন্যা গোঃ ॥ ১১
পিত্রে চিচ্চক্রুঃ সদনং সমস্মৈ মহি ত্বিষীমৎসু কৃতো বি হি খ্যন্।
বিষ্কম্ভন্তঃ স্কম্ভনেনা জনিত্রী আসীনা ঊর্ধ্বং রভসং বি মিন্বন্ ॥ ১২
মহী যদি ধিষণা শিশ্নথে ধাৎ সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ।
গিরো যস্মিন্নবদ্যাঃ সমীচীর্বিশ্বা ইন্দ্রায় তবিষীরনুত্তাঃ ॥ ১৩
মহ্যা তে সখ্যং বশ্মি শক্তীরা বৃত্রঘ্নে নিযুতো যন্তি পূর্বীঃ।
মহি স্তোত্রমব আগন্ম সূরেরস্মাকং সু মঘবন্বোধি গোপাঃ ॥ ১৪
মহি ক্ষেত্রং পুরুশ্চন্দ্রং বিবিদ্বানাদিৎ সখিভ্যশ্চরথং সমৈরৎ।
ইন্দ্রো নৃভিরজনদ্ দীদ্যানঃ সাকং সূর্যমুষসং গাতুমগ্নিম ॥ ১৫
অপশ্চিদেষ বিভ্বোদমূনাঃ প্র সধ্রীচীরসৃজদ্বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ।
মধ্বঃ পুনানাঃ কবিভিঃ পবিত্রৈর্দ্যুভির্হিন্বন্ত্যক্তুভির্ধনুত্রীঃ ॥ ১৬

অনু কৃষ্ণে বসুধিতী জিহাতে উভে সূর্যস্য মংহনা যজত্রে।
পরি যত্তে মহিমানং বৃজধ্যৈ সখায় ইন্দ্র কাম্যাঃ ঋজিপ্যাঃ ॥ ১৭
পতির্ভব বৃত্রহন্ত্সূনৃতানাং গিরাং বিশ্বায়ুর্বৃষভো বয়োধাঃ।
আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্ ॥ ১৮
তমঙ্গিরস্বন্নমসা সপর্যন্নব্যং কৃণোমি সন্যসে পুরাজাম্।
দ্রুহো বিষাহি বহুলা অদেবীঃ স্বশ্চ নো মঘবন্ত্সাতয়ে ধাঃ ॥ ১৯
মিহঃ পাবকাঃ প্রততা অভূবন্ত্স্বস্তি নঃ পিপৃহি পারমাসাম্।
ইন্দ্র ত্বং রথিরঃ পাহি নো রিষো মক্ষূমক্ষূ কৃণুহি গোজিতো নঃ ॥ ২০
অদেদিষ্ট বৃত্রহা গোপতির্গা অন্তঃ কৃষ্ণাঁ অরুষৈর্ধামভির্গাৎ।
প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ ॥ ২১
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃন্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ২২

অনুবাদ : ১। পুত্রহীন পিতা সমর্থ জামাতাকে সম্মানিত করে শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহিতা জাত পৌত্র প্রাপ্ত হন। অপুত্র পিতা দুহিতার গর্ভ হতে বিশ্বাস করে প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করেন (১)। ২। ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেন না। তিনি তাকে ভর্তার প্রণয়ের আধার করেন। যদি পিতামাতা পুত্র কন্যা উভয়েই উৎপাদন করেন তা হলে তাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম করেন, এর অন্যজন সম্মানিত হন (২)। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিযুক্ত তোমার যজ্ঞের জন্য জ্বালাদ্বারা কম্পমান অগ্নি প্রভূত পুত্ররূপ (রশ্মি সকলকে) উৎপাদন করেছে। এ সকল রশ্মির জলরূপ গর্ভ মহান ওষধিরূপ জন্ম মহান। হে হর্যশ্ব। তোমার সোমাহুতি প্রযুক্ত এ সকল রশ্মির প্রবৃত্তি মহতী। ৪। জয়শীল মরুৎগণ বৃত্রের সাথে যুদ্ধকারী ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হয়েছিলেন। সূর্যাখ্য মহৎ তেজ তমোরূপ বৃত্র হতে নির্গত হচ্ছে, মরুৎগণ তা জানতে পেরেছিলেন। উষাগণ, ইন্দ্রকে সূর্য বলে জেনে তার দিকে গিয়েছিল। এক ইন্দ্র রশ্মি সকলের পতি হয়েছিলেন। ৫। ধীমান, মেধাবী সপ্তসংখ্যক অঙ্গিরাগণ দস্যু পর্বতে নিরুদ্ধ গাভী সকলকে অন্বেষণ করে অপাবৃত করেছিলেন। তাঁরা মনে মনে নিশ্চয় করে যে পথ দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন সে পথে ফিরে এসেছিলেন। তাঁরা যজ্ঞপথে সমস্ত গাভীগণকে লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র এ সকল জেনে নমস্কার দ্বারা অঙ্গিরাগণকে সম্ভাষণ করে পর্বত মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। ৬। যখন সরমা, পর্বতের ভগ্ন দ্বার প্রাপ্ত হল, তখন ইন্দ্র পূর্বে প্রতিজ্ঞাত প্রচুর অন্যান্য সামগ্রীর সাথে তাকে দিলেন। উত্তম পাদযুক্ত সরমা শব্দ চিনতে পেরে সেদিকে গিয়ে অক্ষয় গোসমূহের নিকটে উপস্থিত হলেন (৩)। ৭। অতিশয় মেধাবী ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সখ্যাভিলাষে গেলেন। পর্বতমহাযোদ্ধার জন্য গর্ভস্থিত গোধন বার করে দিল। শত্রুহন্তা তরুণবয়স্ক মরুৎগণের সাথে তাদের প্রাপ্ত হলেন। অঙ্গিরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে পূজা করলেন। ৮। যে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি, যিনি যুদ্ধে অগ্রগামী, যিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, যিনি শুষ্ণকে বধ করেছেন, সেই দূরদর্শী গোধন অভিলাষী ইন্দ্র দ্যুলোক হতে সম্মান করে আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ৯। অঙ্গিরাগণ মনে মনে গোধন লাভের ইচ্ছা করে স্তোত্রদ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় করে যজ্ঞকার্যে সমাসীন হয়েছিলেন। এদের এ যজ্ঞে উপবেশন প্রভূত, এরা সভ্যভূত এ যজ্ঞের দ্বারা মাস সকল সংভক্ত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। ১০। অঙ্গিরাগণ স্বকীয় গোধন লক্ষ্য করে সন্দর্শন করে পুরাজাত পুত্রের ধারণার্থে দুগ্ধ দোহন করে হৃষ্ট

হয়েছিলেন। তাঁদের আনন্দধ্বনি দ্যাবা পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেছিল। তাঁরা জগতে পূর্বের ন্যায় অবস্থিতি করেছিলেন, গাভীগণের রক্ষার্থে বীরপুরুষদের নিযুক্ত করেছিলেন। ১১। ইন্দ্র সাহায্যার্থে জাত মরুৎগণের সাথে বৃত্রকে বধ করেন। তিনিই অর্চনীয় হোমার্হ, মরুৎগণের সাথে গো সকল যজ্ঞের জন্য দান করেছিলেন। ঘৃতযুক্ত মনোহারিণী, প্রভৃত হব্যদায়িনী, প্রশস্তা গাভী এর জন্য স্বাদুতর ক্ষীরাদি দোহন করেছিলেন। ১২। অঙ্গিরাগণ পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ, দীপ্তিমান স্থান-সংস্কার করেছিলেন। সুকর্মশালী অঙ্গিরাগণ ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটিকে বিশেষরূপে দেখিয়েছিলেন। তাঁরা যজ্ঞে উপবেশন করে জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভরূপ অন্তরিক্ষদ্বারা স্তম্ভন করে বেগবান ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করেছিলেন। ১৩। দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর বিশিষ্ট হলে যদি মহতী স্তুতি ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ধারণক্ষম করে, তবে ইন্দ্রের প্রতি শুদ্ধস্তুতি সঙ্গত করা হয়। সুতরাং ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বভাবসিদ্ধ। ১৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার মহৎসখ্য প্রার্থনা করছি, তোমার শক্তি প্রার্থনা করছি। তুমি বৃত্রহন্তা, তোমার নিকট অনেক অশ্ব বহন করবার জন্য আসে। তুমি বিদ্বান, আমরা তোমাকে মহৎসখ্য স্তোত্র ও হব্য প্রদান করি। হে মঘবন! তুমি আমাদের পালক, এ জেনে। ১৫। ইন্দ্র বিশেষরূপে অবগত থেকে মহৎ ক্ষেত্র ও প্রভৃত হিরণ্য সখাদের দান করেছেন, অনন্তর তাদের গবাদিও দান করেছেন। তিনি দীপ্তিমান, নেতা মরুৎগণের সাথে তিনিঃ সূর্য ঊষা, পৃথিবী ও অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। ১৬। অনন্তমনা এ ইন্দ্র বিস্তীর্ণ পরস্পর সঙ্গত ও বিশ্বের আনন্দকর, জল সমূহকে সৃষ্টি করেছেন। ওরা মাধুর্যযুক্ত সোমসমূহকে পবিত্রদ্বারা (৪) শোধিত করে ও সমস্ত জগৎকে প্রীত করে, রাত দিন জগৎকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরণ করছে। ১৭। সূর্যের মহিমায় সর্বপদার্থ ধারণকারী ও যজ্ঞার্হ অহোরাত্রি উভয়ে ক্রমান্বয়ে আবর্তন করছে। ঋজুগতি, মিত্রভৃত, কমনীয় মরুৎগণ, শত্রুর পরাভবের জন্য তোমার সামর্থ্য অনুসরণ করতে সক্ষম। ১৮। হে বৃত্রহন! তুমি অবিনাশী, অভিষ্টবর্ষী ও অন্নদাতা; তুমি আমাদের প্রিয়তম স্তুতির স্বামী হও। তুমি মহান, তুমি যজ্ঞে গমন করতে অভিলাষী। তুমি মহৎ আশ্রয় ও কল্যাণকর সখ্যের সাথে আমাদের অভিমুখে এস। ১৯। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন, অঙ্গিরাগণের ন্যায় আমি তোমাকে পূজা করছি, আমি তোমাকে ভজনা করবার জন্য নূতন করছি। তুমি, দেবশূন্য বহু দ্রোহকারিদের (৫) মেরে ফেল। হে মঘবন! আমাদের উপভোগ্য ধন দান কর। ২০। হে ইন্দ্র! পাবক জলসমূহ সর্বত্র প্রসৃত হয়েছে, আমাদের জন্য এ অবিনাশী জল সমূহের তীর জলদ্বারা পূর্ণ কর। তুমি রথবান, আমাদের শত্রু হতে রক্ষা কর, আমাদের অতিশীঘ্র গাভীসমূহের জেতা কর। ২১। বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী ইন্দ্র আমাদের গাভী দান করুন, কৃষ্ণদের (৬) দীপ্তিযুক্ত তেজদ্বারা বিনাশ করুন। তিনি সত্যবাক্যে অঙ্গিরাগণকে প্রিয়তম গাভী সকল দান করে সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভৃত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র সংগ্রামে শত্রু বিনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা: ১। পূর্বকালে পুত্র না হলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সাথে এরূপ বন্দোবস্ত করা হত যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হবে এবং দৌহিত্র হয়েও পৌত্রের কার্য করবে। ২। মূলে 'বহ্নি' শব্দ উভয় পুত্র ও কন্যা বুঝাচ্ছে। পুত্র থাকলে কন্যা সম্পত্তি পান না। পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা সম্মানিতা হন।

৩। ১।৬।৫ ঋকের টীকার দেখুন। ৪। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য দ্বারা। সায়ণ। 'পবিত্র' অর্থে জলপরিষ্কারক (filter), তা আমরা পূর্বে বলেছি। ৫। সায়ণ 'অদেবীঃ দ্রুহঃ' অর্থে দীপ্তিশূন্য দ্রোহকারী রাক্ষসগণ করেছেন। দেবপূজারহিত অনার্যগণই প্রকৃত অর্থ। ৬। অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি। সায়ণ 'কৃষ্ণান্' অর্থে কর্মবিঘ্নকারী অসুরদের করেছেন।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যত্তে।
প্রপ্রুথ্যা শিপ্রে মঘবন্নৃজীষিন্বিমুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব ॥ ১
গবাশিরং মন্থিনমিন্দ্র শুক্রং পিবা সোমং ররিমা তে মদায়।
ব্রহ্মকৃতা মারুতেনা গণেন সজোষা রুদ্রৈস্তৃপদা বৃষস্ব ॥ ২
যে তে শুষ্মং যে তবিষীমবর্ধন্নর্চন্ত ইন্দ্র মরুতস্ত ওজঃ।
মাধ্যন্দিনে সবনে বজ্রহস্ত পিবা রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্র ॥ ৩
ত ইন্নস্য মধুমদ্বিবিপ্র ইন্দ্রস্য শর্ধো মরুতো য আসন্।
যেভির্বৃত্রস্যেষিতো বিবেদামর্মণো মন্যমানস্য মর্ম ॥ ৪
মনুষ্বদিন্দ্র সবনং জুষাণঃ পিবা সোমং শশ্বতে বীর্যায়।
স আ ববৃৎস্ব হর্যশ্ব যজ্ঞৈঃ সরণ্যুভিরপো অর্ণা সিসর্ষি ॥ ৫
ত্বমপো যদ্ধ বৃত্রং জঘন্বাঁ অত্যাঁ ইব প্রাসৃজঃ সর্তবাজৌ।
শয়ানমিন্দ্র চরতা বধেন বব্রিবাংসং পরি দেবীরদেবম্ ॥ ৬
যজাম ইন্নমসা বৃদ্ধমিন্দ্রং বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্।
যস্য প্রিয়ে মমতুর্যজ্ঞিয়স্য ন রোদসী মহিমানং মমাতে ॥ ৭
ইন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি ব্রতানি দেবা ন মিনন্তি বিশ্বে।
দাধার যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমাং জজান সূর্যমুষসং সুদংসাঃ ॥ ৮
অদ্রোঘ সত্যং তব তন্মহিত্বং সদ্যো যজ্জাতো অপিবো হ সোমম্।
ন দ্যাব ইন্দ্র তবসস্তু ওজো নাহা ন মাসাঃ শরদো বরন্ত ॥ ৯
ত্বং সদ্যো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ব্যোমন্।
যদ্ধ দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশীরথাভবঃ পূর্ব্যঃ কারুধায়াঃ ॥ ১০
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণ ওজায়মানং তুবিজাত তব্যান্।
ন তে মহিত্বমনু ভূদধ দৌর্যদন্যয়া স্ফিগ্যাক্ষামবস্থাঃ ॥ ১১
যজ্ঞো হি ত ইন্দ্র বর্ধনো ভূদুত প্রিয়ঃ সুতসোমো মিয়েধঃ।
যজ্ঞেন যজ্ঞমব যজ্ঞিয়ঃ সন্যজ্ঞস্তে বজ্রমহিহত্য আবৎ ॥ ১২
যজ্ঞেনেন্দ্রমবসা চক্রে অর্বাগৈনং সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাম্।
যঃ স্তোমেভির্বাবৃধে পূর্ব্যেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ ॥ ১৩
বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান স্তবৈ পুরা পার্যাদিন্দ্রমহ্নঃ।
অংহসো যত্র পীপরদ্যথা নো নাবেব যান্তমুভয়ে হবন্তে ॥ ১৪
আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা সেক্তেব কোশং সিসিচে পিবধ্যৈ।
সমু প্রিয়া আববৃত্রন্মদায় প্রদক্ষিণিদভি সোমাস ইন্দ্রম্ ॥ ১৫
ন ত্বা গভীরঃ পুরুহূত সিন্ধুর্নাদ্রয়ঃ পরি ষন্তো বরন্ত।
ইত্থা সখিভ্য ইষিতো যদিন্দ্রা দৃড়্‌হং চিদরুজো গব্যমূর্বম্ ॥ ১৬
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১৭

অনুবাদঃ ১। হে সোমপতি ইন্দ্র! এ মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর, যেহেতু

এ তোমার প্রিয়। হে ধনবান, ঋজীষসোমপায়ী ইন্দ্র। অশ্বদ্বয়কে রথ হতে খুলে দিয়ে, তাদের হনুদ্বয়কে খাদ্যে পূর্ণ করে এ যজ্ঞে তাদের হৃষ্ট কর। ২। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত, মদসংযুক্ত, অভিনব সোম পান কর, তোমার হর্ষের জন্য আমরা দান করছি। তুমি, স্তোত্রকারী মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সাথে তৃপ্তি পর্যন্ত পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ তোমার শত্রুশোষক তেজ বর্ধিত করে, যে মরুৎগণ তোমার বল বর্ধিত করে, সে মরুৎগণ স্তব করে তোমার যুদ্ধ সামর্থ্য বর্ধিত করে। হে বজ্রহস্ত, শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র! রুদ্রগণের সাথে মাধ্যান্দিন সবনে সোমপান কর। ৪। মরুৎগণ ইন্দ্রের বলভূত হয়েছিলেন। আমার মর্মস্থান কেউ জানে না, বৃত্র এরূপ অভিমান করাতে, ইন্দ্র মরুৎগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বৃত্রের মর্মস্থান জেনেছিলেন। সে মরুৎগণ তোমাকে শীঘ্র মাধুর্যযুক্ত উৎসাহ বাক্য বলেছিলেন। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমার এ যজ্ঞ সেবা করে শাশ্বত বলের জন্য সোম পান কর। হে হর্যশ্ব! তুমি যজ্ঞার্হ মরুৎগণের সাথে এস। গমনশীল মরুৎগণের সাথে অন্তরিক্ষ হতে জল প্রেরণ কর। ৬। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দীপ্তিমান জলের আবরণকারী, দীপ্তিরহিত ও শয়ান বৃত্রকে যুদ্ধে নিহত করেছ অতএব তুমি যুদ্ধকালে অশ্বের ন্যায় জল ছেড়ে দিয়েছ। ৭। অতএব আমরা হব্যদ্বারা প্রবৃদ্ধ ও মহান জরারহিত ও নিত্যতরুণ, স্তোতব্য ইন্দ্রের পূজা করি। পরিমাণরহিতা দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞার্হ ইন্দ্রের মহিমা পরিচ্ছেদ করতে পারে না। ৮। সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের কর্ম সুকৃত ও বহুতর যজ্ঞাদি হিংসা করতে পারে না। এ ইন্দ্র ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ লোক ধারণ করে আছেন। তাঁর কর্ম রমণীয়, তিনি সূর্য ও ঊষাকে উৎপন্ন করেছেন। ৯। হে দৌরাত্মরহিত ইন্দ্র! তোমার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যেহেতু তুমি উৎপন্ন হয়েই সোম পান কর। তুমি বলবান, স্বর্গাদিলোক তোমার তেজ নিবারণ করতে পারে না। দিন, মাস ও বৎসরও নিবারণ করতে পারে না। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্র সর্বোচ্চ স্বর্গ প্রদেশে থেকেই সদ্য আনন্দের জন্য সোম পান করেছ, যখন তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছ তখনই তুমি পুরাতন সৃষ্টি বিধাতা হয়েছ। ১১। হে ইন্দ্র! অনেকে তোমা হইতে উৎপন্ন হয়েছে। যে অহি আপনাকে বলবান মনে করে জল পরিবেষ্টন করে অবস্থিত করেছিল, সে অহিকে তুমি প্রবৃদ্ধ হয়ে বিনাশ করেছ। কিন্তু যখন তুমি এক কটিতে পৃথিবীকে লুকিয়ে অবস্থান কর, তখন স্বর্গ তোমার মহিমার ইয়ত্তা করতে পারে না। ১২। হে ইন্দ্র! আমাদের যজ্ঞ তোমার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে কার্যে সোম অভিষুত হয় তা তোমার প্রিয়। হে যজ্ঞযোগ্য! তুমি যজ্ঞ হেতু তোমার যজমানকে রক্ষা কর। এ যজ্ঞ অহিকে বিনাশ করবার জন্য তোমার বজ্রকে দৃঢ় করুক। ১৩। পুরাতন, মধ্যতন ও অধুনাতন স্তোমদ্বারা যে ইন্দ্র বর্ধিত হন, যজমান রক্ষাকর যজ্ঞ দ্বারা সে ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনছে, নূতন ধনের জন্য তাঁকে আবর্তিত করছে। ১৪। যখনই আমি মনে মনে ইন্দ্রকে স্তব করবার ইচ্ছা করি, তখনই আমি স্তুতি করি। আমি দূরবর্তী অশুভ দিবসের পূর্বেই ইন্দ্রকে স্তব করি, তিনি যেন আমাদের দুঃখের পারে নিয়ে যান। এ জন্য উভয় কূলবর্তী লোক সকল নৌকারোহীকে যেরূপ আহ্বান করে, সেরূপ আমার উভয় কূলবর্তী লোক সকল ইন্দ্রকে আহ্বান করছে। ১৫। ইন্দ্রের কলস পূর্ণ হয়েছে, পানার্থে স্বাহাশব্দ উচ্চারিত হয়েছে। সেক্তা যেমন জলপাত্রে জলসেক করে আমি সেরূপ সোম সেচন করছি। সুস্বাদু সোম ইন্দ্রের অভিমুখে প্রদক্ষিণ করে তাঁর হর্ষের জন্য যাচ্ছে। ১৬। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! গভীর সিন্ধু তোমাকে নিবারণ করতে পারে

না; তার চতুর্দিকে বর্তমান অদ্রিসকল তোমাকে নিবারণ করতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্মগণ কর্তৃক এ প্রকারে প্রার্থিত হয়ে অতি প্রবল, গব্য উর্বকে নিবারণ করেছ। ১৭। হে ইন্দ্র ! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান প্রভৃত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধর্মজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

৩৩ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ৪,৬,৮ ও ১০ ঋকের নদী ঋষি। অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র পর্বতানামুশতী উপস্থাদশ্বে ইব বিষিতে হাসমানে।
গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ।। ১
ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যা বামন্যামপ্যেতি শুভ্রে ।। ২
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী ।। ৩
এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি ;। ৪
রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ ।। ৫
ইন্দ্রো অস্মাঁ অরদদ্বজ্রবাহুরপাহন্বৃত্রং পরিধিং নদীনাম্।
দেবোহনয়ৎ সবিতা সুপাণিস্তস্য বয়ং প্রসবে যাম উর্বীঃ ।। ৬
প্রবাচ্যং শশ্বধা বীর্যং তদিন্দ্রস্য কর্ম যদহিং বিবৃশ্চত্।
বি বজ্রেণ পরিষদো জঘানায়ন্নাপোহয়নমিচ্ছমানাঃ ।। ৭
এতদ্বচো জরিতর্মাপি মৃষ্ঠা আ যত্তে ঘোষানুত্তরা যুগানি।
উক্থেষু কারো প্রতি নো জুষস্ব মানো নি কঃ পুরুষত্রা নমস্তে ।। ৮
ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি ষু নমধ্বং ভবতা সুপারা অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ ।। ৯
আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি যযাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে ।। ১০
যদঙ্গ ত্বা ভরতাঃ সন্তরেযুর্গব্যন্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ।
অর্ষাদহ প্রসবঃ সর্গতক্ত আ বো বৃণে সুমতিং যজ্ঞিয়ানাম্ ।। ১১
অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্র পিন্বধ্বমিষয়ন্তীঃ সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্ ।। ১২
উদ্ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বাপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাঘ্ন্যৌ শূনমারতাং ।। ১৩

অনুবাদ : ১। জলপ্রবাহবতী বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীদ্বয় পর্বতের উৎসঙ্গ-প্রদেশ হতে সাগর সঙ্গমাভিলাষিণী হয়ে মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্ধা করে গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমানা হয়ে বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করছে (১)। ২। হে নদীদ্বয় ! ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করছেন; তোমরা তাঁর প্রার্থনা রক্ষা করছ ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে যাচ্ছ। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হয়ে তরঙ্গদ্বারা বর্ধিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট গিয়ে

শোভা পাচ্ছ। ৩। মাতৃসদৃশী শতুদ্রী নদীর নিকট উপস্থিত হয়েছি। মহতী
সৌভাগ্যবতী বিপাশ নদীর নিকট উপস্থিত হয়েছি। এঁরা উভয়ে বৎসলেহনা-
ভিলাষিণী ধেনুর ন্যায় এক স্থানাভিমুখে যাচ্ছে। ৪। নদীদ্বয় ঃ আমরা এ জল
দ্বারা স্ফীত হয়ে দেবকৃত স্থানের অভিমুখে যাচ্ছি। আমাদের গমনের উদ্যোগ
নিবৃত্ত হবার নয়। কি জন্য এ বিপ্র বার বার নদীগণকে আহবান করছে?
৫। বিশ্বামিত্র ঃ হে জলবতী নদীদ্বয়! আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের
জন্য গমন হতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী
স্তুতি দ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহবান করছি। ৬। নদীদ্বয় ঃ নদীগণের
পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদের খনন করেছেন। জগৎপ্রেরক
সুহস্ত, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদের প্রেরণ করেছেন, তাঁর আজ্ঞায় আমরা প্রভূত
হয়ে গমন করছি। ৭। বিশ্বামিত্র ঃ ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করেছিলেন,
তাঁর সে বীর কর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন অর্থাৎ
অবরোধকারীদের বজ্রদ্বারা বধ করছিলেন। গমনাভিলাষী জলসমূহ এসেছিল।
৮। নদীদ্বয় ঃ হে স্তোতা! তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করছ, তা বিস্মৃত হয়ো না,
ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে তুমি উকথ রচনা করে আমাদের সেবা করো। আমরা তোমাকে
নমস্কার করছি, আমাদের পুরুষের ন্যায় প্রগলভ করো না। ৯। বিশ্বামিত্র ঃ হে
ভগিনীভূত নদীদ্বয় আমি স্তব করছি। আমাকে শ্রবণ কর। আমি দূরদেশ
হতে রথ ও অশ্ব নিয়ে এসেছি! তোমরা অবনত হও, যাতে সুখে পার হওয়া
যাবে। হে নদীদ্বয়! তোমরা স্রোতের জল নিয়ে রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে যাও।
১০। নদীদ্বয় ঃ হে স্তোতা! আমরা তোমার এ সকল বাক্য শুনলাম তুমি দূর হতে
এসেছ, অতএব রথ ও শকটের সাথে যাও। মাতা যেমন পুত্রকে স্তন পান করাবার
জন্য এবং যুবতী যেরূপ মানুষকে আলিঙ্গন করবার জন্য অবনত হয়, সেরূপ
আমরা তোমার জন্য অবনত হচ্ছি। ১১। বিশ্বামিত্র ঃ হে নদীদ্বয়! যেহেতু
ভারতগণ (২) তোমাদের পার হবে; যেহেতু পার হতে অভিলাষী ভরত বংশীয়েরা ইন্দ্র
কর্তৃক প্রেরিত ও তোমাদের কর্তৃক অনুজ্ঞাত হয়ে পার হবে, ও পার হবার উদ্যোগ
করছে ও অনুমতি পেয়েছে, অতএব আমি সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করব; তোমরা
যজ্ঞার্হ। ১২। গোধন অভিলাষী ভারতগণ পার হয়ে গেলেন, বিপ্র নদীগণের
সুন্দর স্তুতি করছেন। তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী
সকলকে তৃপ্ত কর ও পূর্ণ কর এবং শীঘ্র যাও। ১৩। হে নদীদ্বয়! তোমাদের
তরঙ্গ এরূপভাবে প্রবাহিত হোক, যে যুগকীল (৩) তার উপরে থাকুক তোমরা
রজ্জু স্পর্শ করো না। পাপরহিতা, কল্যাণকারিণী, অনিন্দ্যনীয়া বিপাশ ও শুতুদ্রু
যেন এক্ষণে বর্ধিতা না হয়।

টীকা ঃ ১। ভারত প্রভৃতি দশ জাতি যখন সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে গমন করছিল,
সৈন্যদল নদী পার হবার সময় ভারতদের পুরোহিত বিশ্বামিত্র নদীদ্বয়কে এই
সূক্ত দ্বারা স্তব করেন। ১।৪৭।৬ ঋকের টীকা দেখুন। "The Bharatas,
Matsyas; Anus and Druhyees must have crossed the Vipasa and the
Satadru in order to attack the Tritus. The Rig Veda mentions a
prayer address by Vissamitra to these to streams. * * After the
two rivers were crossed, a battle took," Max Duncker's India,
translated bv Abbot. Chap. 111. ঐ যুদ্ধে সুদাস জয়লাভ করেন, ভারত
প্রভৃতি জাতি পরাজিত হয়। তখন সুদাসের পুরোহিত বশিষ্ঠ যে জয় গীত রচনা
করেছিলেন, তা ৭ মণ্ডলের ১৮ এবং ৮৩ সূক্তে দ্রষ্টব্য। ২। বিশ্বামিত্র ভারতদের

পুরোহিত। বশিষ্ঠ সুদাস রাজার পুরোহিত।
৩। "The pin of the yoke."—Wilson. ১।৪৭।৬ এবং ৭।৮৩।৮ দেখুন।

৩৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈর্বিদদ্বসুর্দয়মানো বিশত্রূন্।
ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে ॥ ১
মখস্য তে তবিষস্য প্র জূতিমিয়র্মি বাচমমৃতায় ভূষন্।
ইন্দ্র ক্ষিতীনামসি মানুষীণাং বিশাং দৈবীনামুত পূর্বযাবা ॥ ২
ইন্দ্রো বৃত্রমবৃণোচ্ছর্ধনীতিঃ প্র মায়িনামমিনাদ্বর্পণীতিঃ।
অহন্ব্যংসমুশধগ্বনেষ্বাবির্ধেনা অকৃণোদ্রাম্যাণাম্ ॥ ৩
ইন্দ্রঃ স্বর্ষা জনয়ন্নহানি জিগায়োশিগ্ভিঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ।
প্রারোচয়ন্মনবে কেতুমহ্নামবিন্দজ্জ্যোতির্বৃহতে রণায় ॥ ৪
ইন্দ্রস্তুজো বর্হণা আ বিবেশ নৃবদ্দধানো নর্যা পুরূণি।
অচেতয়দ্ধিয় ইমা জরিত্রে প্রেমং বর্ণমতিরচ্ছুক্রমাসাম্ ॥ ৫
মহো মহানি পনয়ন্ত্যস্যেন্দ্রস্য কর্ম সুকৃতা পুরূণি।
বৃজনেন বৃজিনান্ত্সং পিপেষ মায়াভির্দস্যূঁরভিভূত্যোজাঃ ॥ ৬
যুধেন্দ্রো মহ্না বরিবশ্চকার দেবেভ্যঃ সৎপতিশ্চর্ষণিপ্রাঃ।
বিবস্বতঃ সদনে অস্য তানি বিপ্রা উক্থেভিঃ কবয়ো গৃণন্তি ॥ ৭
সত্রাসাহং বরেণ্যং সহোদাং সসবাংসং স্বরপশ্চ দেবীঃ।
সসান যঃ পৃথিবীং দ্যামুতেমামিন্দ্রং মদন্ত্যনু ধীরণাসঃ ॥ ৮
সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান পুরুভোজসং গাম্।
হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্প্রার্যং বর্ণমাবৎ ॥ ৯
ইন্দ্র ওষধীরসনোদহানি বনস্পতীঁরসনোদন্তরিক্ষম্।
বিভেদ বলং নুনুদে বিবাচোঽথাভবদ্দমিতাভিক্রতূনাম্ ॥ ১০
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদের হিংসা করে তেজ দ্বারা দাসকে জয় করেছেন! স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট, বর্ধিত শরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি পূজনীয় ও বলবান, তোমাকে অলংকৃত করে অন্নের জন্য তোমার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করছি। তুমি মানুষ এবং দেবগণের অগ্রগামী। ৩। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম প্রসিদ্ধ, তুমি বৃত্রকে অবরোধ করেছিলে। শত্রুদের আক্রমণ নিবারক ইন্দ্র মায়াবিদের বিশেষরূপে বধ করেছেন। শত্রুবধাভিলাষী ইন্দ্র বনে লুক্কায়িত স্কন্ধহীন শত্রুকে বিনাশ করেছেন, রামাদের গাভী সকল আবিষ্কৃত করেছেন। ৪। স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র দিবস উৎপন্ন করে যুদ্ধাভিলাষী অঙ্গিরাগণের সাথে পরকীয় সেনা অভিভব করে জয় করলেন। মানুষের জন্য দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে প্রদীপ্ত করেছিলেন, মহাযুদ্ধের জন্য জ্যোতি প্রকাশ প্রাপ্ত হল। ৫। ইন্দ্র বহু ধন গ্রহণ করে বাধাদায়িনী ও বর্ধমানা শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি স্তোতার জন্য উষাকে চৈতন্য প্রদান করেছেন এবং ওদের শুভ্র বর্ণ তেজ বর্ধিত করেছেন। ৬। ইন্দ্র মহান, উপাসকেরা তাঁর প্রভূত সৎকার্যের প্রশংসা করছে। তিনি বলদ্বারা বলবানদের চূর্ণ করেছেন।

পরাভবকারীতে জ্যাযুক্ত ইন্দ্র দস্যুদের মায়াদ্বারা চূর্ণ করেছেন। ৭। দেবপতি ও মনুষ্যদের বরপ্রদ ইন্দ্র মহাযুদ্ধে ধনলাভ করে স্তোতাগণকে দান করলেন। মেধাবী স্তোতাগণ যজমানের গৃহে উকথদ্বারা ইন্দ্রের কীর্তি সকল স্তব করছেন। ৮। স্তোতাগণ সকলের জেতা, বরণীয়, বলপ্রদ, স্বর্গ এবং স্বর্গীয় জলের স্বামী ইন্দ্রের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছেন। ইন্দ্র পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গ দান করেছেন। ৯। ইন্দ্র অশ্বদান করেছেন, সূর্য দান করেছেন, বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করেছেন, সুবর্ণময় ধন দান করেছেন, দস্যুদের বধ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন (১)। ১০। ইন্দ্র, ওষধি প্রদান করেছেন, দিবস প্রদান করেছেন বনস্পতি ও অন্তরীক্ষদের প্রদান করেছেন। তিনি মেঘ ভেদ করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের বধ করেছেন, যারা অভিমুখে যুদ্ধ করতে আসে তাদের বধ করেছেন। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র সংগ্রামী শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা ঃ ১। 'বর্ণ' অর্থে জাতি ঋগ্বেদের রচনার সময় কেবল দু'জাতি ছিল আর্য ও দস্যু, তা এ ঋকেই প্রতীয়মান হয়।

৩৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ;

তিষ্ঠ হরী রথ আ যুজ্যমানা যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছ।
পিবাস্যন্ধো অভিসৃষ্টো অস্মে ইন্দ্র স্বাহা ররিমা তে মদায় ॥ ১
উপাজিরা পুরুহূতায় সপ্তী হরী রথস্য ধূর্ষ্বা যুনজ্মি।
দ্রবদ্যথা সম্ভৃতং বিশ্বতশ্চিদুপেমং যজ্ঞমা বহাত ইন্দ্রম্ ॥ ২
উপো নয়স্ব বৃষণা তপুষ্পোতেমব ত্বং বৃষভ স্বধাবঃ।
গ্রসেতামশ্বা বি মুচেহ শোণা দিবেদিবে সদৃশীরদ্ধি ধানাঃ ॥ ৩
ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়া সধমাদ আশূ।
স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপ যাহি সোমম্ ॥ ৪
মা তে হরী বৃষণা বীতপৃষ্ঠা নি রীরমন্যজমানাসো অন্যে।
অত্যায়াহি শশ্বতো বয়ং তেঽরং সুতেভিঃ কৃণবাম সোমৈঃ ॥ ৫
তবায়ং সোমস্ত্বমেহ্যর্বাঙ্ শশ্বত্তমং সুমনা অস্য পাহি।
অস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্যা দধিষ্বেমং জঠর ইন্দুমিন্দ্র ॥ ৬
স্তীর্ণং তে বর্হিঃ সুত ইন্দ্র সোমঃ কৃতা ধানা অত্তবে তে হরিভ্যাং।
তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে মরুত্বতে তুভ্যং রাতা হবীংষি ॥ ৭
ইমং নরঃ পর্বতাস্তুভ্যমাপঃ সমিন্দ্র গোভির্মধুমন্তমক্রন্।
তস্যাগত্যা সুমনা ঋষ্ব পাহি প্রজানন্বিদ্বান্পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ৮
যাঁ আভজো মরুত ইন্দ্র সোমে যে ত্বামবর্ধন্নভবন্ গণস্তে।
তেভিরেতং সজোষা বাবশানোঽগ্নেঃ পিব জিহ্বয়া সোমমিন্দ্র ॥ ৯
ইন্দ্র পিব স্বধয়া চিৎসুতস্যাগ্নের্বা পাহি জিহ্বয়া যজত্র।
অধ্বর্যোর্বা প্রযতং শক্রহস্তাদ্ধোতুর্বা যজ্ঞং হবিষো জুষস্ব ॥ ১০
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজিত হচ্ছে। তুমি তাদের

জন্য বায়ু যেরূপ নিযুতের জন্য অপেক্ষা করে, সেরূপ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করে আমাদের অভিমুখে এস। আমাদের প্রদত্ত সোম পান কর, আমরা স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করে তোমার আনন্দের জন্য সোমপান করছি। ২। বহু লোকের আহূত ইন্দ্রের শীঘ্র গমনার্থে রথের অগ্রভাগে দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সংযোজিত করছি। অশ্বদ্বয় সর্বতোভাবে অনুষ্ঠিত এ যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকে শীঘ্র আনুক। ৩। হে অভীষ্টবর্ষী অন্নবান ইন্দ্র! তোমার বীর্যবান শত্রুভয়ত্রাতা অশ্বদ্বয়কে আমাদের নিকট আন, তুমি এ যজমানকে রক্ষা কর। রক্তবর্ণ অশ্বদ্বয়কে এ দেবযজনে ছেড়ে দাও, তারা ভক্ষণ করুক। তুমি সমান রূপবিশিষ্ট উপযুক্ত ধান্য ভক্ষণ কর (১)। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার যে অশ্বদ্বয় মন্ত্রদ্বারা যোজিত হয় এবং যুদ্ধে যাদের সমান প্রসিদ্ধি, মন্ত্রবলে সে অশ্বদ্বয়কে যোজিত করছি। হে ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান, তুমি জেনে সুদৃঢ় এবং সুখকর রথে আরোহণ করে সোমের নিকট এস। ৫। হে ইন্দ্র! অন্য যজমানগণ যেন তোমার বীর্যবান ও কমনীয় পৃষ্ঠ বিশিষ্ট হরিদ্বয়কে আনন্দিত না করে। আমরা অভিষুত সোমদ্বারা পর্যাপ্তরূপে তোমার তৃপ্তিসাধন করব, তুমি বহুতর যজমানকে অতিক্রম করে শীঘ্র এস। ৬। এ সোম তোমার, তুমি এর অভিমুখে এস। প্রীতমনে এ প্রভূত সোম পান কর। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞে কুশোপরি উপবেশন করে এ সোমকে জঠরে স্থাপন কর। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য কুশ বিস্তৃত করা হয়েছে, সোম অভিষুত হয়েছে, তোমার অশ্বদ্বয়ের ভোজনের জন্য ধান্য প্রস্তুত হয়েছে। কুশ তোমার আসন, অনেকে তোমার স্তব করে, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মরুৎ সেনা আছে, তোমার জন্য হব্য সকল বিস্তৃত হয়েছে। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য অধ্বর্যুগণ প্রস্তর ও জল এ সোম দুগ্ধকে মধুর রস-বিশিষ্ট করেছে। হে দর্শনীয় ও বিদ্বান ইন্দ্র! তুমি প্রসন্ন মনে আপন হিতকর স্তুতি অবগত হয়ে সোম পান কর। ৯। হে ইন্দ্র! সোমপান কালে যে মরুৎগণকে সম্ভাবিত কর, যারা যুদ্ধে তোমাকে বর্ধিত করে ও তোমার সহায় হয়, সে সকল মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়ে সোমপানাভিলাষী হয়ে অগ্নির জিহ্বা দ্বারা পান কর। ১০। হে যজনীয় ইন্দ্র! স্বধাদ্বারা অথবা অগ্নির জিহ্বাদ্বারা অভিষুত সোম পান কর। হে শক্র! অধ্বর্যুর হস্ত দ্বারা প্রদত্ত সোম অথবা হোতার যজনীয় হব্য সেবা কর। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ; তুমি ধনবান প্রভুত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু-বিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা : ১। সায়ণ অর্থ করেছেন 'ভৃষ্টযবান্।' ধান শব্দ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, আমরা তার শব্দার্থ ধান্য করেছি, কিন্তু তার অর্থ চাল নহে। অর্থ ভাজা যব। 'ব্রীহি' অর্থে চাল, কিন্তু ঋগ্বেদে এ শব্দের ব্যবহার নেই।

৩৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল ১০ ঋকটির অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

ইমামূ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ শশ্বচ্ছশ্বদূতিভির্যাদমানঃ।
সুতেসুতে বাবৃধে বর্ধনেভির্যঃ কর্মভির্মহদ্ভিঃ সুশ্রুতো ভূৎ ॥ ১
ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানা ঋভুর্যেভির্বৃষপর্বা বিহায়াঃ।
প্রযম্যমানান্ প্রতি ষূ গৃভায়েন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণঃ ॥ ২

পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাস ইন্দ্র সোমাসঃ প্রথমা উতেমে ।
যথাপিবঃ পূর্ব্যা ইন্দ্র সোমাঁ এবা পাহি পন্যো অদ্যা নবীয়ান্ ॥ ৩
মহাঁ অমত্রো বৃজনে বিরপ্শ্যুগ্রং শবঃ পত্যতে ধৃষ্ণ্বোজঃ ।
নাহ বিব্যাচ পৃথিবী চনৈনং যৎসোমাসো হর্যশ্বমমন্দন্ ॥ ৪
মহাঁ উগ্রো বাবৃধে বীর্যায় সমাচক্রে বৃষভঃ কাব্যেন ;
ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্য গাবঃ প্র জায়ন্তে দক্ষিণা অস্য পূর্বীঃ ॥ ৫
প্র যৎসিন্ধবঃ প্রসবং যথায়ন্নাপঃ সমুদ্রং রথ্যেব জগ্মুঃ ।
অতশ্চিদিন্দ্রঃ সদসো বরীয়ান্যদীং সোমঃ পৃণতি দুগ্ধো অংশুঃ ॥ ৬
সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তঃ ।
অংশুং দুহন্তি হস্তিনো ভরিত্রৈর্মধ্বঃ পুনন্তি ধারয়া পবিত্রৈঃ ॥ ৭
হ্রদা ইব কুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ সমীং বিব্যাচ সবনা পুরূণি ।
অন্না যদিন্দ্রঃ প্রথমা ব্যাশ বৃত্রং জঘন্বাঁ অবৃণীত সোমম্ ॥ ৮
আ তু ভর মাকিরেতৎ পরি ষ্ঠাদ্বিদ্মা হি ত্বা বসুপতিং বসূনাম্ ।
ইন্দ্রো যত্তে মাহিনং দত্রমস্ত্যস্মভ্যং তদ্ধর্যশ্ব প্র যন্ধি ॥ ৯
অস্মে প্র যন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ ।
অস্মে শতং শরদো জীবসে ধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্ ॥ ১০
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সঙ্গে সর্বদা এসে বিশেষরূপে প্রস্তুত সোম ধন দানের জন্য ধারণ কর। যে ইন্দ্র বৃহৎ কর্মদ্বারা প্রখ্যাত হয়েছে তিনি প্রত্যেক সোমাভিষবে পুষ্টিসাধক হব্য দ্বারা বর্ধিত হয়েছেন। ২। পূর্বকালে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদত্ত হয়েছে; যা দিয়ে তিনি কালাত্মক, দীপ্ত ও মহান হয়েছেন। হে ইন্দ্র! তুমি এ প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর এবং স্বর্গাদি ফলপ্রদ প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! পান কর ও পরিপুষ্ট হও। তোমার জন্য প্রাচীন ও নূতন সোম অভিষুত হয়েছে। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য তুমি পুরাতন সোম যেরূপ পান করেছিলে সেরূপ এক্ষণে নূতন সোম পান কর। ৪। যে ইন্দ্র অতিশয় সামর্থ্যবান, যুদ্ধে শত্রুদের অভিভবিতা এবং শত্রুদের আহ্বানকারী, সে ইন্দ্রের উগ্রবল ও দুর্ধর্ষতেজ সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে ; যখন সোমরস হর্যশ্ব ইন্দ্রকে হৃষ্ট করে তখন পৃথিবী এবং স্বর্গও তাঁকে ধারণ করতে পারে না। ৫। বলবান, উগ্র, অভীষ্টবর্ষী ও দাতা ইন্দ্র, বীরকীর্তির জন্য প্রবৃদ্ধ হয়েছেন, স্তোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইন্দ্রের গো সকল ক্ষীরপ্রদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, ইন্দ্রের দান প্রভূত। ৬। নদীগণ যখন প্রসব অনুসরণ করে দূরবর্তী সমুদ্রে যায় তখন জল রথীর ন্যায় গমন করে। সেরূপ বরীয়ান ইন্দ্র এ অন্তরীক্ষ হতে অভিষুত লতাখণ্ডরূপে অল্প সোমের দিকে ধাবিত হন। ৭। সমুদ্র সঙ্গমাভিলাষী নদীগণ যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেরূপ অধ্বর্যুগণ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম সম্পাদন করে হস্তদ্বারা লতা দোহন করে ও পবিত্রদ্বারা ধারারূপ মধুর সোমরস শোধন করে। ৮। ইন্দ্রের উদর হ্রদের ন্যায় সোমের আধার। তিনি বহু যজ্ঞ একবারে ব্যাপ্ত করেন। যেহেতু ইন্দ্র প্রথম ভক্ষণীয় সোমাদি ভক্ষণ করেছেন, পরে বৃত্রকে নিহত করে দেবগণকে ভাগ করে দিয়েছেন (৯। হে ইন্দ্র! শীঘ্র ধন প্রদান কর। তোমার এ ধন কে বন্ধ করতে পারে? আমরা তোমাকে ধনের স্বামী বলে জানি। তোমার যে মহনীয় ধন আছে; হে ইন্দ্র! তা আমাদের প্রদান কর।

১০। হে মঘবন ! হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র ! তুমি সকলের বরণীয় প্রভূত ধন দান কর আমাদের জীবনের জন্য শত বৎসর প্রদান কর (১)। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমাদের বহু বীর পুত্র প্রদান কর। ১১। হে ইন্দ্র ! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ; তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহবান করছি।

টীকা : ১। এখানে ও ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক স্থানে একশত বৎসরই মানুষের আয়ুর পরিমাণ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঋষিগণের সহস্রাধিক বৎসর দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পকথা ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নি।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বার্ত্রহত্যায় শবসে পৃতনাষাহ্যায় চ। ইন্দ্র ত্বা বর্তয়ামসি ॥ ১
অর্বাচীনং সু তে মন উত চক্ষুঃ শতক্রতো। ইন্দ্র কৃণ্বন্তু বাঘতঃ ॥ ২
নামানি তে শতক্রতো বিশ্বাভির্গীর্ভিরীমহে। ইন্দ্রাভিমাতিষাহ্যে ॥ ৩
পুরুষ্টুতস্য ধামভিঃ শতেন মহয়ামসি। ইন্দ্রস্য চর্ষণীধৃত ॥ ৪
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে পুরুহূতমুপ ব্রুবে। ভরেষু বাজসাতয়ে ॥ ৫
বাজেষু সাসহির্ভব ত্বামীমহে শতক্রতো। ইন্দ্র বৃত্রায় হন্তবে ॥ ৬
দ্যুম্নেষু পৃতনাজ্যে পৃৎসুতূর্ষু শ্রবঃসু চ। ইন্দ্র সাক্ষ্বাভিমাতিষু ॥ ৭
শুষ্মিন্তমং ন উতয়ে দ্যুম্নিনং পাহি জাগৃবিম্। ইন্দ্র সোমং শতক্রতো ॥ ৮
ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আ বৃণে ॥ ৯
অগন্নিন্দ্র শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং দধিষ্ব দুষ্টরম্। উত্তে শুষ্মং তিরামসি ॥ ১০
অর্বাবতো ন আ গহ্যথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিব ইন্দ্রেহ তত আ গহি ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! বৃত্র বিনাশ কর বল লাভের জন্য ও শত্রু সেনার অভিভবের জন্য তোমাকে প্রবর্তিত করছি। ২। হে শতক্রতু ! স্তোতাগণ তোমার মন চক্ষু প্রীত করে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুক। ৩। হে শতক্রতু ! আমরা গর্বিত শত্রুদের অভিভবকর যুদ্ধে সমস্ত স্তুতিদ্বারা তোমার নাম কীর্তন করব। ৪। ইন্দ্র সকলের স্তুতি যোগ্য, অপরিমিত তেজবিশিষ্ট এবং মনুষ্যদের স্বামী, আমরা তার স্তুতি করছি। ৫। হে ইন্দ্র ! বৃত্রকে বিনাশ করবার জন্য এবং যুদ্ধে ধন লাভের জন্য বহু লোকের আহূত ইন্দ্রকে আহবান করছি। ৬। হে শতক্রতু ! তুমি যুদ্ধে শত্রুদের অভিভবকারী হও, বৃত্রকে বিনাশ করবার জন্য আমরা তোমাকে প্রার্থনা করছি। ৭। হে ইন্দ্র ! যারা ধনে; যুদ্ধে; বীরসমূহে ও বলে আমাদের অভিমানী শত্রু তাদের পরাজয় কর। ৮। হে শতক্রতু ! আমাদের আশ্রয় দানের জন্য অতিশয় বলবান, দীপ্তিযুক্ত, স্বপ্ননিবারক সোম পান কর। ৯। হে শতক্রতু, পঞ্চজনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, আমি সেগুলি তোমারই বলে জানি। ১০। হে ইন্দ্র ! প্রভূত অন্ন তোমার নিকট গমন করুক; শত্রুদের দুর্ধর্ষ ধন আমাদের প্রদান কর। আমরা তোমার উৎকৃষ্ট বল বর্ধিত করব। ১১। হে শক্র ! নিকট অথবা দূরদেশ হতে আমাদের অভিমুখে এস। হে বজ্রবান ইন্দ্র ! তোমার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে সেখান হতে এ যজ্ঞে এস।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাবরুণ দেবতা। বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি বা বাচের পুত্র প্রজাপতি অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি ঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষামত্যো ন বাজী সুধুরো জিহানঃ।
অভি প্রিয়াণি মর্মৃশৎ পরাণি কবীঁরিচ্ছামি সংদৃশে সুমেধাঃ ॥ ১
ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং মনোধৃতঃ সুকৃতস্তক্ষত দ্যাম্।
ইমা উ তে প্রণ্যোঽবর্ধমানা মনোবাতা অধ নু ধর্মণি গ্মন্ ॥ ২
নি যীমিদত্র গুহ্যা দধানা উত ক্ষত্রায় রোদসী সমঞ্জন্।
সং মাত্রাভির্মমিরে যেমুরুর্বী অন্তর্মহী সমৃতে ধায়সে ধুঃ ॥ ৩
আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ো বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ ॥
মহত্তদ্বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ ॥ ৪
অসূত পূর্বো বৃষভো জ্যায়ানিমা অস্য শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ।
দিবো নপাতা বিদথস্য ধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানা প্রদিবো দধাতে ॥ ৫
ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।
অপশ্যমত্র মনসা জগন্বান্ ব্রতে গন্ধর্বাঁ অপি বায়ুকেশান্। ৬
তদিন্ন্বস্য বৃষভস্য ধেনোরা নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসূর্যং বসানা নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্ ॥ ৭
তদিন্নস্য সবিতুর্নকির্মে হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
আ সুষ্টুতী রোদসী বিশ্বমিন্বে অপীব যোষা জনিমানি বব্রে ॥ ৮
যুবং প্রত্নস্য সাধথো মহো যদ্দৈবী স্বস্তিঃ পরি ণঃ স্যাতম্।
গোপাজিহ্বস্য তস্থুষো বিরূপা বিশ্বে পশ্যন্তি মায়িনঃ কৃতানি ॥ ৯
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতা! ত্বষ্টার ন্যায় ইন্দ্রের স্তুতি প্রদীপ্ত কর। উৎকৃষ্ট ভারবাহী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে ইন্দ্রের প্রিয়কর্ম বিষয়ে চিন্তা করে আমি মেধাবান হয়ে স্বর্গগত কবিগণকে দেখবার ইচ্ছা করছি। ২। হে ইন্দ্র! কবিগণের জন্মবিষয়ে গুরুগণকে জিজ্ঞাসা কর, যাঁরা মনঃসংযম ও পুণ্য কার্য দ্বারা স্বর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে এ যজ্ঞে তোমার জন্য প্রণীত স্তুতিসমূহ বর্ধমান হয়ে মনের ন্যায় বেগে যেন যায়। ৩। কবিগণ এ ভূলোকের সর্বত্র গূঢ় কর্ম নিধান করে পৃথিবী ও স্বর্গকে বল লাভের জন্য অলংকৃত করেছেন। ওরা মাত্রাদ্বারা (১) পৃথিবী ও স্বর্গের পরিমাণ করেছেন। পরস্পর সঙ্গতা বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবা-পৃথিবীকে মিলিত করেছেন এবং তাদের মধ্যে ধারণার্থে অন্তরীক্ষকে স্থাপন করেছেন। ৪। সমস্ত কবিগণ, রথস্থিত ইন্দ্রকে পরিভূষিত করেছিলেন। স্বভাবতঃ দীপ্তিমান ইন্দ্র দীপ্তিতে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছেন। অভীষ্টবর্ষী ও অসুর ইন্দ্রের কীর্তি অদ্ভুত। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করে অমৃতে অধিষ্ঠান করছেন। ৫। অভীষ্টবর্ষী সনাতন সর্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র জল সৃষ্টি করলেন। এ প্রভূত জল তাঁর পিপাসা রোধ করল। স্বর্গের পৌত্র স্বরূপ শোভমান ইন্দ্র ও বরুণ দ্যোতমান যজ্ঞকারীর স্তুতিদ্বারা লাভযোগ্য ধন আমাদের জন্য ধারণ করেছেন। ৬। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ সবনত্রয়কে এ যজ্ঞে অলংকৃত কর। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞে গমন করেছ, যেহেতু আমি এ যজ্ঞে বায়ুবৎ কেশবিশিষ্ট গন্ধর্বগণকে মনে মনে দেখছি। (২) ৭। যে যজমানগণ অভিমত ফলপ্রদ ইন্দ্রের জন্য গোসমূহের ভোগার্থে হব্য শীঘ্র

দোহন করে যাদের অনেক নাম আছে, তারা নূতন অসূর্য (৩) বল ধারণ করে ও মায়া বিকাশ করে আপন আপন রূপ ইন্দ্রের সমর্পণ করেছিল। ৮। অতএব সবিতার স্বর্ণময়ী দীপ্তিকে কেউই ইয়ত্তা করতে পারে না। এ দীপ্তিকে যিনি আশ্রয় করেন তিনি উত্তম স্তুতিদ্বারা স্তুত হয়ে মাতা যেরূপ সন্তানকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ সর্বব্যাপক দ্যাবাপৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন। ৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা দু জনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর অর্থাৎ তাকে স্বর্গীয় মঙ্গলরূপ শ্রেয়ঃ প্রদান কর। আমাদের চার দিক হতে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জিহ্বা সকলকে অভয়দান করে এবং ইন্দ্র স্থিরতর! সমস্ত মায়াবিগণ তাঁর নানাবিধ কীর্তি দর্শন করছে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভুত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা: ১। 'মাত্রা শিলোচ্চয়া।' সায়ণ। Elements—wilson. ২। মূলে 'গন্ধর্বান্ বায়ুকেশান্' আছে। ঋগ্বেদের গন্ধর্বগণ কে? ৯।১১৩।৩ ঋকে আছে। যে গন্ধর্বগণ সোমরস প্রস্তুত করেছিল। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বলগা-ধারণ করলেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্বগণের নিবাস স্থান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। গন্ধর্বগণ অন্তরিক্ষবাসী সোমপায়ী কাল্পনিক জীব। ৮।১।১১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সায়ণ 'অসূর্য' অর্থে অসুরগণের বল করেছেন!

৩৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং মতির্হৃদ আ বচ্যমানাচ্ছা পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি।
যা জাগৃবির্বিদথে শস্যমানেন্দ্র যত্তে জায়তে বিদ্ধি তস্য ॥ ১
দিবিশ্চদা পূর্ব্যা জায়মানা বি জাগৃবির্বিদথে শস্যমানা।
ভদ্রা বস্ত্রাণ্যর্জুনা বসানা সেয়মস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ ॥ ২
যমা চিদত্র যমসূরসূত জিহ্বায়া অগ্রং পতদা হ্যস্থাৎ।
বপূংষি জাতা মিথুনা সচেতে তমোহনা তপুষো বুধ্ন এতা ॥ ৩
নকিরেষাং নিন্দতা মর্ত্যেষু যে অস্মাকং পিতরো গোষু যোধাঃ।
ইন্দ্র এষাং দৃংহিতা মাহিনাবানুদ্ গোত্রাণি সসৃজে দংসনাবান্ ॥ ৪
সখা হ যত্র সখিভির্নবগ্বৈরভিজ্ঞ্বা সত্বভির্গা অনুগ্মন্।
সত্যং তদিন্দ্রো দশভির্দশগ্বৈঃ সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্ ॥ ৫
ইন্দ্রো মধু সম্ভৃতমুস্রিয়ায়াং পদ্বদ্বিবেদ শফবন্নমে গোঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়হমপ্সু হস্তে দধে দক্ষিণে দক্ষিণাবান্ ॥ ৬
জ্যোতির্বৃণীত তমসো বিজানন্নারে স্যাম দুরিতাদভীকে।
ইমা গিরঃ সোমপাঃ সোমবৃদ্ধ জুষস্বেন্দ্র পুরুতমস্য কারোঃ ॥ ৭
জ্যোতির্যজ্ঞায় রোদসী অনু ষ্যাদারে স্যাম দুরিতস্য ভুরেঃ।
ভূরি চিদ্ধি তুজতো মর্ত্যস্য সপারাসো বসবো বর্হণাবৎ ॥ ৮
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র! তুমি জগৎপতি, হৃদয় হতে উচ্চারিত ও স্তোতৃসম্পাদিত স্তোত্র তোমার অভিমুখে যাচ্ছে। যে স্তুতি তোমাকে জাগরিত করে যজ্ঞ উচ্চারিত

২। হে ইন্দ্র! সূর্য
হচ্ছে এবং আমা হতেই উৎপন্ন হচ্ছে, তুমি তা জান। জাগরিত করে
হতেও পূর্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হয়ে তোমাকে নিকট হতে
সে স্তুতি কল্যাণকর শুক্ল বস্ত্র পরিধান করে আমাদেরই পিতৃগণের প্রসব করল(১)
আগত ও পুরাতন। ৩। যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রদ্বয় অশ্বিদ্বয়কে অন্ধকারনাশক
তাদের প্রশংসা করবার জন্য আমার জিহ্বার অগ্রভাগ চঞ্চল হয়েছে। ৪। হে ইন্দ্র!
দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হচ্ছে। কেউ তাদের
আমাদের যে পিতৃগণ গোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করেছিলেন, পৃথিবীতে দিয়েছিলেন।
নিন্দুক নেই। মহিমান্বিত কীর্তিমান ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সমিদ্ধ গোবৃন্দ গোধনাভিমুখে
৫। নবগ্ব অঙ্গিরাগণের সখা ইন্দ্র যখন জানুর উপরে ভর করে সূর্যকে দেখতে
গিয়েছিলেন, তখন দশগ্ব অঙ্গিরাগণের সাথে অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত করেছেন, পরে
পেয়েছিলেন। ৬। ইন্দ্র ক্ষীরপ্রসবিনী গাভীতে মধু সঞ্চিত স্থিত, প্রসন্ন,
পাদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন আনলেন। ঔদার্যবান ইন্দ্র গুহামধ্যে রাত্রি হতে
অন্তরীক্ষে লুক্কায়িত মায়াবীকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করলেন। ৭। ইন্দ্র ভয়রহিত স্থানে
প্রাদুর্ভূত হয়ে জ্যোতি ধারণ করলেন। আমরা পাপ হতে দূরে এ স্তুতি
থাকব। হে সোমপা ও সোমপুষ্ট ইন্দ্র! বহু শত্রুবিনাশক স্তোত্রকারীর প্রভূত
সেবা কর। ৮। সূর্য যজ্ঞের জন্য দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশিত করুক, আমরা করতে
পাপ হতে দূরে অবস্থান করব। হে বসুগণ! স্তুতিদ্বারা তোমাদের অভিমুখ প্রদান কর।
পারা যায়, তোমরা অতি প্রভূত ও সমৃদ্ধ ধন প্রভূত দানশীল মর্ত্যকে প্রভূত
৯। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, ধনজেতা।
ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে, শত্রুবিনাশী এবং
আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা ঃ ১॥ ১।৩।১ ঋকের টীকা দেখুন।

৪০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং সুতে সোমে হবামহে। স পাহি মধ্বো অন্ধসঃ ॥ ১
ইন্দ্র ক্রতুবিদং সুতং সোমং হর্য পুরুষ্টুত। পিবা বৃষস্ব তাতৃপিম্ ॥ ২
ইন্দ্র প্র ণো ধিতাবানং যজ্ঞঃ বিশ্বেভির্দেবেভিঃ। তিরঃ স্তবান বিশ্পতে ॥ ৩
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তব প্রয়ন্তি সৎপতে। ক্ষয়ং চন্দ্রাস ইন্দবঃ ॥ ৪
দধিষ্বা জঠরে সুতং সোমমিন্দ্র বরেণ্যম্। তব দ্যুক্ষাস ইন্দবঃ ॥ ৫
গির্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধো র্ধারাভিরজ্যসে। ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ ॥ ৬
অভি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা। পীত্বী সোমস্য বাবৃধে ॥ ৭
অর্বাবতো ন আ গহি পরাবতশ্চ বৃত্রহন্। ইমা জুষস্ব নো গিরঃ ॥ ৮
যদন্তরা পরাবতমর্বাবতং চ হূয়সে। ইন্দেহ তত আ গহি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমরা তোমাকে অভিষুত সোম
পানের জন্য আহ্বান করছি। তুমি হর্ষকর সোম পান কর। ২। হে ইন্দ্র!
প্রজ্ঞাপ্রদ অভিষুত সোম পান করতে অভিলাষী হও। হে বহুজন স্তুত! তৃপ্তিকর
সোম পান কর, জঠরে সেক কর। ৩। হে স্তূয়মান, মরুৎগণপতি ইন্দ্র! তুমি
সমস্ত দেবগণের সঙ্গে আমাদের হব্যযুক্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে বর্ধিত কর।
৪। হে সৎপতি ইন্দ্র! আহ্লাদক, দীপ্ত, অভিষুত এ সকল সোমরস তোমার
জঠরে যাচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! বরণীয়, অভিষুত সোম জঠরে ধারণ কর।

দীপ্ত এ সকল সোমরস তোমার সঙ্গে দ্যুলোকে বাস করে। ৬। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! তুমি আমাদের অভিষুত সোম পান কর, যেহেতু তুমি মদকর সোমের ধারাদ্বারা সিক্ত হয়ে থাক। হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা অন্ন শোধিত হয়। ৭। যজমানের দ্যুতিমান, ক্ষয়রহিত সোম প্রভৃতি হব্য ইন্দ্রের অভিমুখে যায়, ইন্দ্র সোম পান করে বর্ধিত হন। ৮। হে বৃত্রহন! সমীপদেশ অথবা দূরদেশ হতে আমাদের অভিমুখে এস, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি যদিও দূরদেশে, সমীপবর্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হয়ে থাক, তথাপি ঐ স্থান হতে এ যজ্ঞে এস।

৪১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ তূ ইন্দ্র মদ্র্যগ্ধুবানঃ সোমপীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যদ্রিবঃ ॥ ১
সত্তো হোতা ন ঋত্বিয়স্তিস্তিরে বর্হিরানুষক্। অযুজ্রৎপ্রাতরদ্রয়ঃ ॥ ২
ইমা ব্রহ্ম ব্রহ্মবাহঃ ক্রিয়ন্ত আ বর্হিঃ সীদ। বীহি শূর পুরোলাশম্ ॥ ৩
রারন্ধি সবনেষু ণ এষু স্তোমেষু বৃত্রহন্। উকথেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ৪
মতয়ঃ সোমপামুরুং রিহন্তি শবসম্পতিম্। ইন্দ্রং বৎসং ন মাতরঃ ॥ ৫
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে। ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥ ৬
বয়মিন্দ্র ত্বায়বো হবিষ্মন্তো জরামহে। উত ত্বমস্ময়ুর্বসো ॥ ৭
মারে অস্মদ্বি মুমুচো হরিপ্রিয়ার্বাঙ্ যাহি। ইন্দ্র স্বধাবো মৎস্বেহ ॥ ৮
অর্বাঞ্চং ত্বা সুখে রথে বহতামিন্দ্র কেশিনা। ঘৃতস্নূ বর্হিরাসদে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি আহূত হচ্ছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের যজ্ঞে সোমপানের জন্য শীঘ্র এস। ২। আমাদের যজ্ঞে হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হয়েছেন, কুশ সকল পরস্পর সংসক্ত করে বিস্তীর্ণ করা হয়েছে, প্রাতঃসবনে সোমাভিষবের জন্য প্রস্তর সকল পরস্পর সংসক্ত করা হয়েছে। ৩। হে স্তোত্রবাহক! তোমাকে আমরা এ সকল স্তুতি করছি, কুশোপরি উপবেশন কর। হে শূর! পুরোডাশ ভক্ষণ কর। ৪। হে স্তুতিভাজন বৃত্রহা ইন্দ্র! তুমি আমাদের সবনত্রয়ে উচ্চার্যমান স্তোম ও উকথ সকলে অনুরক্ত হও। ৫। ধেনুগণ যেরূপ বৎসকে লেহন করে, সেরূপ স্তুতি সকল মহান, সোমপা, বলপতি ইন্দ্রকে লেহন করছে। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভূত ধনদানের জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে নিন্দার পাত্র করো না। ৭। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে কামনা করে হব্যযুক্ত হয়ে স্তুতি করছি। হে নিরাসয়িতা! তুমিও আমাদের হবি স্বীকারের জন্য অভিলাষী হও। ৮। হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদের নিকট হতে দূরে অশ্ব মোচন করো না, আমাদের অভিমুখে এস। হে সোমবান ইন্দ্র! এ যজ্ঞে হৃষ্ট হও। ৯। হে ইন্দ্র! শ্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশনযোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করে আমাদের নিকট আনুক।

৪২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উপ নঃ সুতমা গহি সোমমিন্দ্র গবাশিরং। হরিভ্যাং যস্তে অস্ময়ুঃ ॥ ১
তমিন্দ্র মদমা গহি বর্হিষ্ঠাং গ্রাবভিঃ সুতম্। কুবিন্নবস্য তৃপ্নবঃ ॥ ২
ইন্দ্রমিত্থা গিরো মমাচ্ছাগুরিষিতা হতঃ। আবৃতে সোমপীতয়ে ॥ ৩

ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে স্তোমৈরিহ হবামহে। উকথেভিঃ কুবিদাগমৎ ॥ ৪
ইন্দ্র সোমাঃ সুতা ইমে তান্দধিষ্ব শতক্রতো। জঠরে বাজিনীবসো ॥ ৫
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়ং বাজেষু দধৃষং কবে। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ৬
ইমমিন্দ্র গবাশিরং যবাশিরং চ নঃ পিব। আগত্যা বৃষভিঃ সুতম্ ॥ ৭
তুভ্যেদিন্দ্র স্ব ওক্যেসোমং চোদামি পীতয়ে। এষ রারন্তু তে হৃদি॥ ৮
ত্বাং সুতস্য পীতয়ে প্রত্নমিন্দ্র হবামহে। কুশিকাসো অবস্যবঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে এস। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদের কামনা করছে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কুশোপরি স্থিত সোমের নিকট এস, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করে শীঘ্র তৃপ্ত হও। ৩। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এ স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানার্থে আনার জন্য এ যজ্ঞ প্রদেশ হতে ইন্দ্রের নিকট যাক। ৪। আমরা এ যজ্ঞে স্তোম এবং উকথ দ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থে আহ্বান করছি। বহুবার আহূত ইন্দ্র আসুন। ৫। হে শতক্রতু ইন্দ্র! এ সোম অভিষুত হয়েছে, হে অন্নধন! এ জঠরে ধারণ কর। ৬। হে কবি! আমরা তোমাকে যুদ্ধে অভিভবিতা ও ধনজেতা বলে জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করছি। ৭। হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, যবমিশ্রিত; গ্রীবাদ্বারা অভিষুত এ সোম এসে পান কর। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার পানার্থেই, আমি এ অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করছি। এ তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হোক। ৯। হে পুরাতন ইন্দ্র! আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে সোম পানে আহ্বান করছি।

৪৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ যাহ্যর্বাঙুপ বন্ধুরেষ্ঠাস্তবেদনু প্রদিবঃ সোমপেয়ম্।
প্রিয়া সখায়া বি মুচোপ বর্হিস্ত্বামিমে হব্যবাহো হবন্তে ॥ ১
আ যাহি পূর্বীরতি চর্ষনীরা অর্য আশিষ উপ নো হরিভ্যাম্।
ইমা হি ত্বা মতয়ঃ স্তোমতষ্টা ইন্দ্র হবন্তে সখ্যং জুষাণাঃ ॥ ২
আ নো যজ্ঞং নমোবৃধং সজোষা ইন্দ্র দেব হরিভির্যাহি তূয়ম্।
অহং হি ত্বা মতিভির্জোহবীমি ঘৃতপ্রয়াঃ সধমাদে মধুনাম্ ॥ ৩
আ চ ত্বামেতা বৃষণা বহাতো হরী সখায়া সুধুরা স্বঙ্গা।
ধানাবদিন্দ্রঃ সবনং জুষাণঃ সখা সখ্যুঃ শৃণবদ্বন্দনানি ॥ ৪
কুবিন্মা গোপং করসে জনস্য কুবিদ্রাজানং মঘবন্নৃজীষিন্।
কুবিন্ম ঋষিং পপিবাংসং সুতস্য কুবিন্মে বস্বো অমৃতস্য শিক্ষাঃ ॥ ৫
আ ত্বা বৃহন্তো হরয়ো যুজানা অর্বাগিন্দ্র সধমাদো বহন্তু।
প্র যে দ্বিতা দিব ঋঞ্জন্ত্যাতাঃ সুসংমৃষ্টাসো বৃষভস্য মূরাঃ ॥ ৬
ইন্দ্র পিব বৃষধূতস্য বৃষ্ণ আ যং তে শ্যেন উশতে জভার।
যস্য মদে চ্যাবয়সি প্র কৃষ্টীর্যস্য মদে অপ গোত্রা ববর্থ ॥ ৭
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি রথে করে আমাদের অভিমুখে এস, সোমপান

প্রাচীন কাল হতে তোমারই। তোমার প্রিয়তম সখিভূত অশ্বদ্বয়কে কুশের সমীপে বিমোচন কর; এ সকল ঋত্বিকগণ তোমাকে আহ্বান করছে। ২। হে স্বামী ইন্দ্র! তুমি সমস্ত লোককে অতিক্রম করে এস, আমরা প্রার্থনা করছি অশ্বযুক্ত হয়ে এস। যেহেতু স্তোতৃগণকৃত এ স্তুতিসমূহ সখাভিলাষী হয়ে তোমাকে আহ্বান করছে। ৩। হে দ্যুতিমান ইন্দ্র! অশ্বগণের ন্যায় আনন্দিত হয়ে আমাদের এ অন্নবর্ধক যজ্ঞে শীঘ্র এস, আমি ঘৃত বিশিষ্ট অন্নযুক্ত হয়ে সোমগৃহে স্তুতিদ্বারা তোমাকে বারবার আহ্বান করছি। ৪। হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী সুন্দর মধুবিশিষ্ট, সুন্দর শরীরযুক্ত; সখিভূত অশ্বদ্বয় তোমাকে যজ্ঞস্থলে আনুক। ভৃষ্টযবযুক্ত যজ্ঞসেবাকারী সখা ইন্দ্র স্তোতার বন্দনা শুনুন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমাকে লোকের রক্ষক কর। হে মঘবা সোমবান ইন্দ্র। আমাকে সকলের স্বামী কর। ঋষি কর, অভিষুত সোমের পানকর্তাও কর এবং ক্ষয় রহিত ধন প্রদান কর। ৬। হে ইন্দ্র! মহান ও রথে যোজিত অশ্বগণ একযোগে প্রমত্ত হয়ে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনুক। ওরা অভীষ্টবর্ষী, ইন্দ্রের শত্রুগণের বিনাশক, ইন্দ্র ওদের পৃষ্ঠদেশ সংসৃষ্ট করলে, ওরা নভোদেশ হতে এসে দিক সকলকে দ্বিধা করে গমন করে। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত অভিমত ফলসেচক সোম রস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য এ আহরণ করেছে (১)। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে তুমি শত্রুভূত মনুষদের পাতিত কর এবং সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে তুমি মেঘ সকল অপাবৃত কর। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

টীকা : ১। ১।৮০।২ ঋকের টীকা দেখুন।

সূক্ত ৪৪। ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী ছন্দ।

অয়ং তে অস্তু হর্যতঃ সোম আ হরিভিঃ সুতঃ।
জুষাণ ইন্দ্র হরিভির্ন আ গহ্যা তিষ্ঠ হরিতং রথম্ ॥ ১
হর্যন্নুষসমর্চয়ঃ সূর্যং হর্যন্নরোচয়ঃ।
বিদ্বাংশ্চিকিত্বান্ হর্যশ্ব বর্ধস ইন্দ্র বিশ্বা অভি শ্রিয়ঃ ॥ ২
দ্যামিন্দ্রো হরিধায়সং পৃথিবীং হরিবর্পসম্।
অধারয়দ্ধরিতোর্ভূরি ভোজনং যযোরন্তর্হরিশ্চরৎ ॥ ৩
জজ্ঞানো হরিতো বৃষা বিশ্বমা ভাতি রোচনম্।
হর্যশ্বো হরিতং ধত্ত আয়ুধমা বজ্রং বাহ্বোর্হরিম্ ॥ ৪
ইন্দ্রো হর্যন্তমর্জুনং বজ্রং শুক্রৈরভীবৃতম্।
অপাবৃণোদ্ধরিভিরদ্রিভিঃ সুতমুদ্গা হরিভিরাজত ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! প্রস্তর দ্বারা অভিষুত কমনীয়, প্রীতিকর এ সোম তোমার হোক। তুমি অশ্বযুক্ত হরিৎবর্ণ রথে আরোহণ কর, আমাদের অভিমুখে এস। ২। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষে ঊষাকে পূজা করে থাক, তুমি সোমাভিলাষে সূর্যকে প্রদীপ্ত করে থাক। হে হর্যশ্ব! তুমি বিদ্বান ও জ্ঞানবান; তুমি আমাদের সমস্ত সম্পদ বর্ধিত করছ। ৩। ইন্দ্র হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিশিষ্ট দ্যুলোককে ধারণ করেছেন, ওষধিদ্বার, হরিৎবর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করেছেন॥ হরিৎবর্ণা দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের প্রভূত খাদ্য আছে, ইন্দ্র ঐ দ্যাবাপৃথিবীর

মধ্যে বিচরণ করেন। ৪। অভীষ্টবর্ষী, হরিৎবর্ণোপেত ইন্দ্র জন্মানমাত্রেই সমস্ত দীপ্তিমান লোককে প্রকাশিত করেন। হর্যশ্ব বাহুদ্বয়ে হরিদ্বর্ণোপেত অস্ত্র ধারণ করেন, শত্রুদের প্রাণনাশক বজ্র ধারণ করেন। ৫। ইন্দ্র কমনীয়, শুভ, শুভ্রক্ষীরাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, বেগবান ও প্রস্তরধারা অভিষুত সোম অপাবৃত করেছেন তিনি পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভী সকল বার করেছেন।

৪৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। বৃহতী ছন্দ।

আ মন্দ্রৈরিন্দ্র হরিভির্যাহি ময়ূররোমভিঃ।
মা ত্বা কে চিন্নি যমন্বিং ন পাশিনোঽতি ধন্বেব তাঁ ইহি ॥ ১
বৃত্রখাদো বলংরুজঃ পুরাং দর্মো অপামজঃ।
স্থাতা রথস্য হর্যোরভিস্বর ইন্দ্রো দৃড়্হা চিদারুজঃ ॥ ২
গম্ভীরাঁ উদধীঁরিব ক্রতুং পুষ্যসি গা ইব।
প্র সুগোপা যবসং ধেনবো যথা হ্রদং কুল্যা ইবাশত ॥ ৩
আ নস্তুজং রয়িং ভরাংশং ন প্রতিজানতে।
বৃক্ষঃ পক্বং ফলমংকীব ধূনুহীন্দ্র সংপারণং বসু ॥ ৪
স্বযুরিন্দ্র স্বরালসি স্মদ্দিষ্টিঃ স্বয়শস্তরঃ।
স বাবৃধান ওজসা পুরুষ্টুত ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সাথে এস। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেরূপ তোমাকে যেন কেউ বাধা না দেয়। পথিক যেরূপ মরুদেশ অতিক্রম করে, সেরূপ তুমি শীঘ্র ঐ সকল বাধা অতিক্রম করে এস। ২। ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান শত্রুদেরও ভগ্ন করেন॥ ৩। হে ইন্দ্র! সাধু গো-পালক যেরূপ গাভী সকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেরূপ সমুদ্রকে নদীদ্বারা পরিপুষ্ট কর, সেরূপ তুমি যজ্ঞকর্তাকে পুষ্ট করে থাক। ধেনুগণ যেরূপ তৃণাদি প্রাপ্ত হয়, সেরূপ তুমি সোমরস প্রাপ্ত হয়ে থাক, সরিৎ যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে; ৪। হে ইন্দ্র! পিতা যেরূপ ব্যবহারজ্ঞ পুত্রকে ধনের অংশ দান করেন, সেরূপ তুমি আমাদের শত্রুর বাধাকারী ধনরূপ পুত্র দান কর। আঁকুষী যেরূপ পক্ব ফলের জন্য বৃক্ষকে চালিত করে, সেরূপ তুমি আমাদের অভিলাষ পূরক ধন চালিত কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনবান, তুমি স্বর্গের রাজা, তোমার বাক্য সাধু, তোমার কীর্তি প্রভূত। হে বহুজনস্তুত ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা বর্ধিত হয়ে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় অন্নদাতা হও।

৪৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ;

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ।
অজূর্যতো বজ্রিণো বীর্যাণীন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি ॥ ১
মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্ ॥ ২

প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরীক্ষাদৃজীষী ॥ ৩
উরুং গভীরং জনুষাভ্যুগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম্।
ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্রবত আ বিশন্তি ॥ ৪
যং সোমমিন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা গর্ভং ন মাতা বিভৃতস্ত্বায়া।
তন্তে হিন্বন্তি তমু তে মৃজন্ত্যধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ　১। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধশীল, অভীষ্টবর্ষী, ধনাধিপতি, উগ্র, নিত্য-তরুণ, চিরন্তন, শত্রুধর্ষক, জরারহিত, বজ্রধারী, প্রসিদ্ধ ও মহান। তোমার বীর্য মহৎ। ২। হে পূজনীয় উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান, তুমি ধনকে পারে নিয়ে যাও, তুমি বীর্য দ্বারা শত্রুদের অভিভূত করে থাক। তুমি সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা, তুমি শত্রুদের প্রহার কর ও সাধুব্যক্তিদের স্বস্থানে স্থাপিত কর। ৩। দ্যুতিমান ও সর্বপ্রকারে অপরিমিত ইন্দ্র সোমপান করে পর্বত হতেও শ্রেষ্ঠ হন, বলে দেবতা-গণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হন, দ্যাবাপৃথিবী হতেও শ্রেষ্ঠ হন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হতেও শ্রেষ্ঠ হন। ৪। ইন্দ্র মহান, গম্ভীর স্বভাবতঃ উগ্র, বিশ্বব্যাপ্ত ও স্তোতাগণের রক্ষক। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের অভিমুখে যায়, সেরূপ পূর্বকাল হতে অভিষুত সোম ইন্দ্রের অভিমুখে যায়। ৫। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, সেরূপ দ্যাবাপৃথিবী তোমার জন্য, সোম ধারণ করে। হে অভীষ্টবর্ষী! অধ্বর্যুগণ সে সোমকে তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করছে ও তোমার পানের জন্য শোধিত করছে।

৪৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধং মদায়।
আ সিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব ঊর্মিং ত্বং রাজাসি প্রদিবঃ সুতানাম্ ॥ ১
সজোষা ইন্দ্র সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্।
জহি শত্রূঁরপ মৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ ॥ ২
উত ঋতুভির্ঋতুপাঃ পাহি সোমমিন্দ্র দেবেভিঃ সখিভিঃ সুতং নঃ।
যাঁ আভজো মরুতো যে ত্বান্বহন্বৃত্র মদধুস্তুভ্যমোজঃ ॥ ৩
যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্ধন্যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ।
যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ ॥ ৪
মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম ॥ ৫

অনুবাদ ঃ　১। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণযুক্ত। তুমি রণে হর্ষের জন্য রীতি অনুসারে সোম পান কর, হর্ষকর বহু সোমরস জঠরে বিশেষরূপে সেক কর। যেহেতু তুমি পুরাকাল হতে অভিষুত সোমের রাজা। ২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি দেবগণদ্বারা সঙ্গত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদের দূর করে দাও। অনন্তর আমাদের সর্বপ্রকারে অভয় দান কর। ৩। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সাথে আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাদের যুদ্ধে সাহায্যার্থে গ্রহণ করেছিলে যাঁরা তোমাকে আনুকূল্য করায় তুমি বৃত্রকে বধ করেছিলে, সে মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করেছিলেন। ৪। হে মঘবন ইন্দ্র! যাঁরা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত

করেছিলেন, হে অশ্ববান! যাঁরা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন যাঁরা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন, যাঁরা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সে মরুৎগণের সাথে সোম পান কর। ৫। আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভূত শত্রুবিশিষ্ট, দিব্য, শাসনকর্তা বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এ যজ্ঞে আহ্বান করছি।

৪৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ প্রভর্তুমাবদন্ধসঃ সুতস্য।
সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে রসাশিরঃ প্রথমং সোম্যস্য ॥ ১
যজ্জায়থাস্তদহরস্য কামেংশোঃ পীয়ূষমপিবো গিরিষ্ঠাম্।
তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্দম আসিঞ্চদগ্রে ॥ ২
উপস্থায় মাতরমন্নমৈট্ট তিগ্মমপশ্যদভি সোমমূধঃ।
প্রয়াবয়ন্নচরদ্গৃৎসো অন্যান্মহানি চক্রে পুরুধপ্রতীকঃ ॥ ৩
উপস্তুরাষালভিভূত্যোজো যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
ত্বষ্টারমিন্দ্রো জনুষাভিভূয়ামুষ্যা সোমমপিবচ্চমূষু ॥ ৪
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় ইন্দ্র অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! তুমি ইচ্ছা হলেই সাধু গব্যমিশ্রিত সোমরস পান কর। ২। যে দিন তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সে দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হলে তুমি পর্বতস্থ সোমলতার রস পান করেছিলে! যেহেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে স্তন্যদানের পূর্বে তোমায় সোম দান করেছিলেন। ৩। ইন্দ্র মাতার নিকট এসে অন্ন যাচ্ঞা করেছিলেন, ও তাঁর স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করেছিলেন। তিনি শত্রুদের চালিত করে বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গ বিক্ষেপ করে মহৎ কার্য সকল সম্পাদন করেছেন। ৪। তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হয়ে শরীরকে নানাবিধ রূপবিশিষ্ট করেছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করে তাঁর চমসস্থিত সোম পান করেছিলেন। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

৪৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শংসা মহামিন্দ্রং যস্মিন্বিশ্বা আ কৃষ্টয়ঃ সোমপাঃ কামমব্যন্।
যং সুক্রতুং ধিষণে বিভ্বতষ্টং ধনং বৃত্রানাং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১
যং নু নকিঃ পৃতনাসু স্বরাজং দ্বিতা তরতি নৃতমং হরিষ্ঠাম্।
ইনতমঃ সত্বভির্যো হ শূষৈঃ পৃথুজ্রয়া অমিনাদায়ুর্দস্যোঃ ॥ ২
সহাবা পৃৎসু তরণির্নার্বা ব্যানশী রোদসী মেহনাবান্।
ভগো ন কারে হব্যো মতীনাং পিতেব চারুঃ সুহবো বয়োধাঃ ॥ ৩
ধর্তা দিবো রজসস্পৃষ্ট ঊর্ধ্বো রথো ন বায়ুর্বসুভির্নিযুত্বান্।
ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য বিভক্তা ভাগং ধীষণেব বাজম ॥ ৪

শূনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। মহান ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি রক্ষক হলে সমস্ত মনুষ্য সোম পান করে অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেবগণ সে সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদের পক্ষে বিভু নির্মিত মুদ্গররূপে জন্ম দিয়েছেন। ২। যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত ও নেতৃতম; যিনি সেনাকে দ্বিধা ভেদ করলে কেহ তাকে অতিক্রম করতে পারে না, সে উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সাথে গিয়ে বলদ্বারা তীব্রবেগে শত্রুর আয়ু নাশ করেন। ৩। ইন্দ্র বলবান অশ্বের ন্যায় সংগ্রামী বিজয়ী ও ধনবান, ইন্দ্রকে যজ্ঞে ভাগের ন্যায় হোম করা উচিত। তিনি স্তোতাগণের পিতা স্বরূপ, তিনি কমনীয়, আহ্বানযুক্ত ও অন্নদাতা। ৪। তিনি দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষের ধারক, তিনি ঊর্ধ্বগামী রথের ন্যায় এবং বসুগণের দ্বারা যুক্ত হয়ে নিযুক্ত যুক্ত বায়ুর ন্যায়। তিনি রাত্রির আচ্ছাদক, সূর্যের জনয়িতা। ধনীর বাক্য যেমন ধন বিভাগ করে; তিনিও সেরূপ অন্নের বিভাগ কর্তা। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

৫০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রঃ স্বাহা পিবতু যস্য সোম আগত্যা তুম্রো বৃষভো মরুত্বান্।
ওরুব্যচাঃ পৃণতামেভিরন্নৈরাস্য হবিস্তন্বঃ কামমৃধ্যাঃ ॥ ১
আ তে সপর্যূ জবসে যুনজ্মি যয়োরনু প্রদিবঃ শ্রুষ্টিমাবঃ।
ইহ ত্বা ধেয়ুর্হরয়ঃ সুশিপ্র পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোঃ ॥ ২
গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যৈষ্ঠ্যায় ধায়সে গৃণানাঃ।
মন্দানঃ সোমং পপিবাঁ ঋজীষিন্ত্সমস্মভ্যং পুরুধা গা ইষণ্য ॥ ৩
ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চন্দ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।
স্বর্যবো মতিভিস্তুভ্যং বিপ্রা ইন্দ্রায় বাহঃ কুশিকাসো অক্রন্ ॥ ৪
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র স্বাহাকৃত এ সোম পান করুন। এ সোম তাঁরই : তিনি শত্রুহিংসক অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণে যুক্ত এবং প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়ে এ অন্ন দ্বারা প্রীত হোন হব্য তাঁর শরীরের অভিলাষ পূর্ণ করুক। ২। হে ইন্দ্র! তোমার আগমনের জন্য পরিচারক অশ্বদ্বয়কে যোজিত করছি। তুমি পুরাতন, তুমি এদের বেগ অনুগমন করে থাক। হে শোভনহনু! অশ্বগণ তোমাকে এ যজ্ঞে ধারণ করুক, তুমি সুন্দররূপে অভিষুত কমনীয় এ সোম শীঘ্র পান কর। ৩। ঋত্বিকগণ ফলদানেচ্ছু ও স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্ব ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য গোসমূহ দ্বারা ধারণ করেন। হে সোমবান! তুমি সোম পান করে হৃষ্ট হয়ে স্তোতাগণকে বহুবিধ গাভী প্রেরণ কর। ৪। আমাদের অভিলাষ গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনদ্বারা পূর্ণ কর এবং তা দিয়ে আমাদের বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদি সুখাভিলাষী কর্মকুশল কুশিকনন্দন মন্ত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করেছে। ৫। হে

ইন্দ্র। তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি।

৫১ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী ছন্দ।

চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্যামিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিরমর্ত্যং জরমাণং দিবেদিবে॥ ১
শতক্রতুমর্ণবং শাকিনং নরং গিরো ম ইন্দ্রমুপ যন্তি বিশ্বতঃ।
বাজসনিং পূর্ভিদং তূর্ণিমপ্তুরং ধামসাচমভিষাচং স্বর্বিদম্॥ ২
আকরে বসোর্জরিতা পনস্যতেঽনেহসঃ স্তুভ ইন্দ্রো দুবস্যতি।
বিবস্বতঃ সদন আ হি পিপ্রিয়ে সত্রাসাহমভিমাতিহনং স্তুহি॥ ৩
নৃণামু ত্বা নৃতমং গীর্ভিরুক্থৈরভি প্র বীরমর্চতা সবাধঃ।
সং সহসে পুরুমায়ো জিহীতে নমো অস্য প্রদিব এক ঈশে॥ ৪
পূর্বীরস্য নিষ্‌ষিধো মর্ত্যেষু পুরূ বসূনি পৃথিবী বিভর্তি।
ইন্দ্রায় দ্যাব ওষধীরুতাপো রয়িং রক্ষন্তি জীরয়ো বনানি॥ ৫
তুভ্যং ব্রহ্মাণি গির ইন্দ্র তুভ্যং সত্রা দধিরে হরিবো জুষস্ব।
বোধ্যাপিরবসো নূতনস্য সখে বসো জরিতৃভ্যো বয়ো ধাঃ॥ ৬
ইন্দ্র মরুত্ব ইহ পাহি সোমং যথা শার্যাতে অপিবঃ সুতস্য।
তব প্রণীতি তব শূর শর্মন্না বিবাসন্তি কবয়ঃ সুযজ্ঞাঃ॥ ৭
স বাবশান ইহ পাহি সোমং মরুদ্ভিরিন্দ্র সখিভিঃ সুতং নঃ।
জাতং যত্বা পরি দেবা অভূষনমহে ভরায় পুরুহূত বিশ্বে॥ ৮
অপ্তূর্যে মরুত আপিরেষোঽমন্দন্নিন্দ্রমনু দাতিবারাঃ।
তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সুতং সোমং দাশুষঃ স্বে সধস্থে॥ ৯
ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাং পতে পিবা ত্ব স্য গির্বণঃ॥১০
যস্তে অনু স্বধামসৎসুতে নি যচ্ছ তন্বং স ত্বা মমত্তু সোম্যম্॥ ১১
প্র তে অশ্নোতু কুক্ষ্যোঃ পেন্দ্র ব্রহ্মণা শিরঃ প্র বাহূ শূর রাধসে॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র মানুষের পোষক, ধনবান, উকথদ্বারা প্রশংসনীয়, বর্ধমান, বহুবার আহূত, মরণরহিত ও সুন্দর স্তুতিদ্বারা প্রত্যহ স্তূয়মান। ইন্দ্রকে প্রভূত স্তুতিবাক্যে সর্বতোভাবে স্তব করুক। ২। ইন্দ্র শত যজ্ঞবিশিষ্ট, জলবান মরুৎগণযুক্ত, নেতা, অন্নদাতা, শত্রুগণের পুরীভেদক, যুদ্ধে শীঘ্রগামী, জলপ্রেরক, ধনদাতা অভিভবিতা ও স্বর্গদাতা; ইন্দ্রের নিকট আমার স্তুতিবাক্য সর্বতোভাবে গমন করুক। ৩। শত্রুগণের বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধে স্তুত হন, তিনি পাপরহিত স্তুতি সকলকে সম্মানিত করেন, তিনি যজমানের গৃহে প্রীত হন। হে বিশ্বামিত্র! মরুৎগণের সাথে অভিভবিতা শত্রুহন্তা ইন্দ্রকে স্তব কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যগণের নেতা ও বীর, বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিকগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা ও উকথদ্বারা বিশেষরূপে অর্চনা করে। বহু কর্মবিশিষ্ট ইন্দ্র বলের জন্য গমনোদ্যম করেন, পুরাতন এক মাত্র ইন্দ্র এ অন্নের ঈশ্বর, তাঁকে নমস্কার। ৫। মানুষগণের মধ্যে ইন্দ্রের অনুশাসন নানা প্রকার। ইন্দ্রের অনুশাসনক্রমে পৃথিবী বহু ধন ধারণ করে, দ্যুলোক, ওষধি, জল, মনুষ্য, বন ও বৃক্ষ ধন রক্ষা করে। ৬। হে অশ্ববান ইন্দ্র! ঋত্বিকগণ তোমার জন্য স্তোত্র, তোমার জন্য শস্ত্র যথার্থই ধারণ করছেন, তা গ্রহণ কর।

হে নিরাসয়িতা সখিভূত ইন্দ্র ! তুমি ব্যাপ্ত, তুমি নূতন অন্ন গ্রহণ কর, স্তোতাকে অন্ন দান কর। হে মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র ! তুমি যেরূপ শর্যাতির পুত্রের অভিষুত্ত সোম পান করেছিলেন, সেরূপ এ যজ্ঞে সোম পান কর। হে শূর ! তৈয়ার নির্বাধ-স্থানে স্থিত সুন্দর যজ্ঞ বিশিষ্ট কবিগণ হব্যদ্বারা পরিচর্যা করে। ৮। হে ইন্দ্র ! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি সখিভূত মরুৎগণের সাথে আমাদের এ যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। হে পুরুহূত ! তুমি জন্মগ্রহণ করলেই তোমাকে সমস্ত দেবগণ মহৎ যুদ্ধের জন্য অলংকৃত করেছিলেল। ৮। হে মরুৎগণ ! ইনি জল প্রেরণ বিষয়ে তোমাদের সখা। বলদাতা মরুৎগণ ইন্দ্রকে হৃষ্ট করেছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁদের সাথে যজমানের গৃহে অভিষুত সোম পান করুন। ১০। হে ধনপতি স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র ! তুমি এ উদ্দেশানুক্রমে বল দ্বারা অভিষুত সোম শীঘ্র পান কর। ১১। হে ইন্দ্র ! তোমার অন্নের জন্য যে সোম অভিষুত হয়েছে, সে অভিষুত সোমে শরীর নিমগ্ন কর। তুমি সোমার্হ, সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক। ১২। হে ইন্দ্র ! এ তোমার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক, এ স্তোত্রের সাথে তোমার শরীর ব্যাপ্ত হোক ; হে শূর ! ধনদানের জন্য এ তোমার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হোক।

৫২ ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥ ১
পুরোলাশং পচত্যং জুষস্বেন্দ্রা গুরস্ব চ। তুভ্যং হব্যানি সিস্রতে ॥ ২
পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ। বধূযুরিব যোষণাম্ ॥ ৩
পুরোলাশং সনশ্রুত প্রাতঃসাবে জুষস্ব নঃ। ইন্দ্র ক্রতুর্হি তে বৃহন্ ॥ ৪
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ পুরোলাশমিন্দ্র কৃষ্বেহ চারুম্।
প্র যৎ স্তোতা জরিতা তূর্ণ্যর্থো বৃষায়মাণ উপ গীর্ভিরীট্টে ॥ ৫
তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুত পুরোলাশমাহুতং মামহস্ব নঃ।
ঋভুমন্তং বাজবন্তং ত্বা কবে প্রয়স্বন্ত উপ শিক্ষেম ধীতিভিঃ ॥ ৬
পূষণ্বতে তে চকৃমা করম্ভং হরিবতে হর্যশ্বায় ধানাঃ।
অপূপমদ্ধি সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহা শূর বিদ্বান্ ॥ ৭
প্রতি ধানা ভরত তূয়মস্মৈ পুরোলাশং বীরতমায় নৃণাম্।
দিবেদিবে সদৃশীরিন্দ্র তুভ্যং বর্ধন্তু ত্বা সোমপেয়ায় ধৃষ্ণো ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! ভৃষ্ট যবযুক্ত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উকথবিশিষ্ট আমাদের সোম প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর। ২। হে ইন্দ্র ! পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর, ভক্ষণে উদ্যম কর, তোমার উদ্দেশে হব্য সকল যাচ্ছে। ৩। তুমি আমাদের পুরোডাশ ভক্ষণ কর এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ যুবতীকে সেবা করে, সেরূপ তুমি আমাদের স্তুতি সেবা কর। ৪। হে প্রাচীন কাল হতে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ! তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ গ্রহণ কর, কারণ তোমার কর্ম মহৎ। ৫। হে ইন্দ্র ! সে সময়ে পরিচর্যাকারী চঞ্চলগতি, অতএব বৃষের ন্যায় আচরণকারী স্তোতা মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রকর্ষরূপে স্তুতি করে, সে মাধ্যন্দিন সবনের ভৃষ্ট যব ও কমনীয় পুরোডাশ এ যজ্ঞে ভক্ষণ দ্বারা সংস্কৃত কর। ৬। হে বহুস্তোতৃগণস্তুত ইন্দ্র ! তৃতীয় সবনে আমাদের হুত ভৃষ্টযব ও পুরোডাশ ভক্ষণদ্বারা সম্মানিত কর। আমরা হব্য বিশিষ্ট হয়ে ঋভুযুক্ত ও বাজযুক্ত হয়ে কবি ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ৭। আমরা পূষার সাথে যুক্ত হয়ে ইন্দ্রের জন্য দধিমিশ্রিত সক্তু প্রস্তুত

করেছি। আমরা অশ্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য ভৃষ্ট যব প্রস্তুত করেছি। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পিষ্টক ভক্ষণ কর। হে শূর বৃত্রহন্তা বিদ্বান ইন্দ্র! তুমি সোম পান কর। ৮। এঁকে শীঘ্র ভৃষ্ট যব প্রদান কর। ইনি নেতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবীর, এঁকে পুরোডাশ প্রদান কর। হে অভিভবিতা ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ একবিধ স্তুতি করা হয়ে থাকে, এ সোম পানের জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করুক।

৫৩ সূক্ত॥ ১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্বত দেবতা। ১৫ ও ১৬ ঋকের বাগ্দেবতা। ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ঋকের থরাঙ্গ দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ গায়ত্রী, বৃহতী ছন্দ।

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আ বহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিলয়া মদন্তা॥ ১
তিষ্ঠা সু কং মঘবন্মা পরা গাঃ সোমস্য নু ত্বা সুষুতস্য যক্ষি।
পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ॥ ২
শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্।
এদং বর্হি য জমানস্য সীদাথা চ ভূদুকৃথমিন্দ্রায় শস্তম্॥ ৩
জায়েদস্তং মঘবন্ত্সেদু যোনিস্তদিত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোমমগ্নিষ্টবা দূতো ধন্বাত্যচ্ছ॥ ৪
পরা যাহি মঘবন্না চ যাহীন্দ্র ভ্রাতরুভয়ত্রা তে অর্থম্।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য॥ ৫
অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ॥ ৬
ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ॥ ৭
রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাম্।
ত্রির্যদ্দিবঃ পরি মুহূর্তমাগাৎ স্বৈর্মন্ত্রৈরনৃতুপা ঋতাবা॥ ৮
মহা ঋষির্দেবজা দেবজূতোঽস্তভ্নাৎ সিন্ধুমর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ॥ ৯
হংসা ইব কৃণুথ শ্লোকমদ্রিভির্মদন্তো গীর্ভিরধ্বরে সুতে সচা।
দেবেভির্বিপ্রা ঋষয়ো নৃচক্ষসো বি পিবধ্বং কুশিকাঃ সোম্যং মধু॥ ১০
উপ প্রেত কুশিকাশ্চেতয়ধ্বমশ্বং রায়ে প্র মুঞ্চতা সুদাসঃ।
রাজা বৃত্রং জঙ্ঘনৎ প্রাগপাগুদগথা যজাতে বর আ পৃথিব্যাঃ॥ ১১
য ইমে রোদসী উভে অহমিন্দ্রমতুষ্টবম্।
বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্॥ ১২
কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্।
বিশ্বামিত্রা অরাসত ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। করদিন্নঃ সুরাধসঃ॥ ১৩
কিং তে কৃণ্বন্তি কীকাটসু গাবো নাশিরং দুহেন তপন্তি ধর্মম্
আ নো ভর প্রমগন্দস্য বেদো নৈচাশাখং মঘবন্রন্ধয়া নঃ॥ ১৪
সসর্পরীরমতিং বাধমানা বৃহন্মিমায় জমদগ্নিদত্তা।
আ সূর্যস্য দুহিতা ততান শ্রবো দেবেষ্বমৃতমজুর্যম্॥ ১৫
সসর্পরীরভরত্তুয়মেভ্যোঽধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু।
সা পক্ষ্যানব্যমায়ুর্দধানা যাং মে পলস্তিজমদগ্নয়ো দদুঃ॥ ১৬

স্থিরো গাবৌ ভবতাং বীলুরক্ষো মেষা বি বর্হি মা যুগং বি শারি।
ইন্দ্রঃ পাতল্যে দদতাং শরীতোররিষ্টনেমি অভি নঃ সচস্ব ॥ ১৭
বলং ধেহি তনূষু নো বলমিন্দ্রানলুৎসু নঃ।
বলং তোকায় তনয়ায় জীবসে ত্বং হি বলদা অসি ॥ ১৮
অভি ব্যয়স্ব খদিরস্য সারমোজো ধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াম্।
অক্ষ বীলো বীলিত বীলয়স্ব মা যামাদস্মাদব জীহিপো নঃ ॥ ১৯
অয়মস্মান্বনস্পতি র্মা চ হা মা চ রীরিষৎ।
স্বস্ত্যা গৃহেভ্য আবসা আ বিমোচনাৎ ॥ ২০
ইন্দ্রোতিভির্বহুলাভির্নো অদ্য যাচ্ছ্রেষ্ঠাভির্মঘবঞ্ছূর জিন্ব।
যো নো দ্বেষ্ট্যধরঃ সস্পদীষ্ট যমু দ্বিষ্মস্তমু প্রাণো জহাতু ॥ ২১
পরশুং চিদ্বি তপতি শিম্বলং চিদ্বি বৃশ্চতি।
উখা চিদিন্দ্র যেষন্তী প্রয়স্তা ফেনমস্যতি ॥ ২২
ন সায়কস্য চিকিতে জনাসো লোধং নয়ন্তি পশুমন্যমানাঃ।
নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ন গর্দভং পুরো অশ্বান্নয়ন্তি ॥ ২৩
ইম ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা অপপিত্বং চিকিতুর্ন প্রপিত্বম্।
হিন্বন্ত্যশ্বমরণং ন নিত্যং জ্যাবাজাং পরিণয়ন্ত্যাজৌ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও পর্জন্য ! তোমরা বৃহৎ রথে মনোহর সুন্দর পুত্রবিশিষ্ট অন্ন আনয়ন কর। হে দ্যোতমান ! তোমরা যজ্ঞে হব্য ভক্ষণ কর, হব্যদ্বারা হৃষ্ট স্তুতি দ্বারা বর্ধিত হও। ২। হে মঘবন ! এ যজ্ঞে কিছু কাল সুখে অবস্থান কর, চলে যেও না। যেহেতু সুন্দররূপে অভিষুত সোম দ্বারা আমি তোমার যাগ করছি। হে শক্তিমান ! পুত্র যেরূপ বাক্যে পিতার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করে, আমি সেরূপ সুমধুর স্তুতিদ্বারা তোমার বস্ত্রপ্রান্ত গ্রহণ করছি। ৩। হে অধ্বর্যু ! আমরা দুজনে স্তুতি করব, তুমি আমাকে উত্তর দান কর। আমরা দুজনে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত স্তোত্র করব। তুমি যজমানের কুশোপরি উপবেশন কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্থ প্রশস্ত হোক। ৪। হে মঘবন ! জায়াই গৃহ, জায়াই সন্তানোৎপাদয়িত্রী। যোজিত অশ্বিদ্বয় তোমাকে সেখানে নিয়ে যাক। আমরা যে কোন সময়ে সোম অভিষুত করব, সে সময়েই যেন দূত অগ্নি তোমার নিকট যায়। ৫। হে মঘবন ! স্বগৃহে চলে যাও অথবা এই যজ্ঞে এস। হে ভ্রাতা ! উভয় স্থলেই তোমার প্রয়োজন আছে (১)। গৃহে গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে বিমুক্ত করে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ৬। হে ইন্দ্র ! সোম পান কর, তারপরে গৃহে যাও, তোমার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি আছে, গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা অশ্বকে বিমুক্ত করে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ৭। এ ভোজগণ, বিরূপ অঙ্গিরাগণ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীর পুত্রগণ বিশ্বামিত্রকে সহস্রসু-যজ্ঞে ধন দান করে তাঁর জীবন বর্ধিত করুন। ৮। মঘবা স্বকীয় শরীর হতে মায়া করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান হলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি স্বকীয় স্তুতি দ্বারা আহূত হয়ে স্বর্গলোক হতে মুহূর্তমধ্যে সবনত্রয়ে যান। ৯। বিশ্বামিত্র মহান ও ঋষি, তিনি দেবের জনয়িতা ও দেবকর্তৃক আকৃষ্ট এবং নেতৃগণের উপদেশক ; তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করেছিলেন। তিনি সুদাস রাজাকে তাড়না করেছিলেন, (২) এবং ইন্দ্রকে কুশিকবংশীয়দের প্রিয় করেছিলেন। ১০। হে মেধাবী, নেতৃগণের উপদেশক কুশিকগণ ! প্রস্তর দ্বারা সোম অভিষুত হলে

পর তোমরা স্তুতিদ্বারা দেবগণকে হৃষ্ট করে শব্দায়মান হংসের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেবগণের সাথে মধুর সোমরস পান কর। ১১। হে কুশিকগণ! তোমরা অশ্বের সমীপে যাও, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে ছেড়ে দাও। রাজা ইন্দ্র বৃত্রকে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করেছেন, অতএব সুদাস রাজা পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করুন। ১২। আমি দ্যাবাপৃথিবীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়েছি, বিশ্বামিত্রের এ স্তোত্র ভারত-লোকদের রক্ষা করুক। (৩) ১৩। বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করেছে, তিনি আমাদের ধনাঢ্য করুন। ১৪। কীকট সমূহের মধ্যে গাভী সকল তোমার কি করবে? ওরা সোমের সাথে মিশ্রিত হবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। ওদের আমাদের নিকট আন, প্রমগন্দের ধন আন (৪)। হে মঘবন! নীচবংশীয়দের ধন আমাদের প্রদান কর। ১৫। জমদগ্নি দত্তা সসর্পরী (৫) অজ্ঞানকে বাধাদান করে আকাশে প্রভূত শব্দ করছেন। সূর্যের দুহিতা দেবগণের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করেছেন। ১৬। পঞ্চশ্রেণী লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সসর্পরী শীঘ্র তা আমাদের অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিগণ আমাদের যে পক্ষ্যা দান করেছেন, সে সূর্য দুহিতা নূতন অন্ন দান করুন। ১৭। গোদ্বয় স্থির হোক, দণ্ড যেন বিনষ্ট না হয়, যুগ যেন বিশীর্ণ না হয়। ইন্দ্র কীলদ্বয়কে বিশীর্ণ হবার পূর্বে ধারণ করুন, হে অহিংসিত নেমিবিশিষ্ট রথ! তুমি আমাদের অভিমুখে এস (৬)। ১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের শরীরে বল দান কর, আমাদের বলীবর্দ-গণকে বল দান কর। আমাদের পুত্রপৌত্রগণকে চিরজীবী হবার জন্য বল দান কর। কারণ তুমি বলপ্রদ। ১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর রথের শিংশপা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর (৭)। হে দৃঢ় ও আমাদের কর্তৃক দৃঢ়কৃত অক্ষ! দৃঢ় হও, এ রথ হতে আমাদের ফেলে দিও না। ২০। বনস্পতি এ রথ আমাদের যেন ফেলে না দেয়, যেন আঘাত না করে। আমাদের গৃহগমন পর্যন্ত মঙ্গল হোক। রথের বেগের অবসান পর্যন্ত মঙ্গল হোক, অশ্বগণের বিমোচন পর্যন্ত মঙ্গল হোক ২১। হে শূর ধনবান! আমরা শত্রুহিংসক। আমাদের প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দান দ্বারা প্রীত কর। যে আমাদের দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হয়ে পতিত হোক; আমরা যাকে দ্বেষ করি, প্রাণবায়ু তাকে পরিত্যাগ করুক। ২২। পরশুদ্বারা বৃক্ষ যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, সেরূপ শত্রু তাপ প্রাপ্ত হোক, শিমুল ফুল যেরূপ অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়, সেরূপ শত্রু বিচ্ছিন্ন শরীর হোক, প্রহৃত, জলস্রাবী পাকস্থলী যেরূপ ফেন উদ্গীরণ করে, সেরূপ শত্রু মুখ হতে ফেন উদ্গীরণ করুক। ২৩। হে জনগণ! তোমরা অবসানকারী বিশ্বামিত্রকে জান না; তপঃফল লুব্ধকে পশুবৎ মনে করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না (৮) অশ্বের সম্মুখে গর্দভকে নিয়ে যায় না। ২৪। হে ইন্দ্র! ভারতগণ বশিষ্ঠগণের সাথে পার্থক্যই জানে, একতা জানে না। সংগ্রামে তাদের প্রতি সহজ শত্রুর ন্যায় অশ্ব প্রেরণ করে ধনুক ধারণ করে (৯)।

টীকা ঃ ১। গৃহে তোমার জায়া আছে; যজ্ঞ সোম আছে। সায়ণ। ২। 'বিশ্বা-মিত্রো যৎ অবহৎ সুদাসম্'। সায়ণ অর্থ করেছেন যে বিশ্বামিত্র সুদাসের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু 'অবদৎ' শব্দের অর্থ সঙ্গত নয় এবং বিশ্বামিত্র সুদাসের শত্রুদের পুরোহিত, সুদাসের জন্য যজ্ঞ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ১।৪৭।৬ এবং ৩।৩৩।১ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সুদাস রাজা ও ভারত জাতি সম্বন্ধে

১।৪৭।৬ ঋকের টীকাসহ এ সূক্তের শেষ ঋক দেখুন। ৪। মূলে 'কীকটেষু' আছে। 'অনার্যনিবাসেষু জনপদেষু।' সায়ণ। 'Kikata is usually identified with South Behar.'—Wilson. 'In the Rik Samhita, where the Kikatas—the ancient of people of Magadh and their king Pramaganda are mentioned as hostile, we have probably to think of the aborigines of the country.,—Weber. ৫। জমদগ্নি অর্থে প্রজ্বালিতাগ্নি ঋষি। সসর্পরী অর্থে শব্দরূপ বাক্য সায়ণ। ৬। বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যাগমনকালে রথাঙ্গ সকলকে স্তব করছেন। সায়ণ। ৭। 'Khadira, Mimosa catechu; of which the scholiast says the bold of the axle is made, whilst the Sisampa, Dalbergin sisu furnishes wood for the floor : these are still timber trees in common use.'—Wilson. ৮। অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি যেরূপ মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদ করে না; সেরূপ বিশ্বামিত্রেরও বশিষ্ঠের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়। সায়ণ। ৯। অনুক্রমণিকায় আছে যে এ শেষ ঋক্‌গুলি বশিষ্ঠ বংশীয়গণের প্রতি অভিসম্পাত। নিরুক্তের টীকাকার বশিষ্ঠবংশীয়, সুতরাং তিনি এ ঋক সম্বন্ধে লিখেছেন, "সা বশিষ্ঠদ্বেষি ঋক অহগু কাপিস্থলো বাশিষ্ঠঃ অতঃ তা ন নির্ব্রবীমি।" আচার্য রোথ এবং মক্ষমূলর বলেন ঋগ্বেদের অনেক হস্তলিপিতে এ ঋক্ একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৫৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমং মহে বিদথ্যায় শূষং শশ্বৎকৃত্ব ঈড্যায় প্র জভ্রুঃ।
শৃণোতু নো দম্যেভিরনীকৈঃ শৃণোত্বগ্নির্দিব্যৈরজস্রঃ ॥ ১
মহি মহে দিবে অর্চা পৃথিব্যৈ কামো ম ইচ্ছঞ্চরতি প্রজানন্।
যযোর্হ স্তোমে বিদথেষু দেবাং সাপর্যবো মাদয়ন্তে সচায়োঃ ॥ ২
যুবোর্ঋতং রোদসী সত্যমস্তু মহে ষুণং সুবিতায় প্র ভূতম্।
ইদং দিবে নমো অগ্নে পৃথিব্যৈ সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ॥ ৩
উতো হি বাং পূর্ব্যা আবিবিদ্র ঋতাবরী রোদসী সত্যবাচঃ।
নরশ্চিদ্বাং সমিথে শূরসাতৌ ববন্দিরে পৃথিবি বেবিদানাঃ ॥ ৪
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচদ্দেবাঁ অচ্ছা পথ্যাকা সমেতি।
দদৃশ্র এষামবমা সদাংসি পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥ ৫
কবির্নৃচক্ষা অভি যীমচষ্ট ঋতস্য যোনা বিঘৃতে মদন্তী।
নানা চক্রাতে সদনং যথা বেঃ সমানেন ক্রতুনা সংবিদানে ॥ ৬
সমান্যা বিযুতে দূরে অন্তে ধ্রুবে পদে তস্থতুর্জাগরূকে।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী আদু ব্রুবাতে মিথুনানি নাম ॥ ৭
বিশ্বেদেতে জনিমা সং বিবিক্তো মহো দেবান্বিভ্রতী ন ব্যথেতে।
এতদ্ধ্রুবং পত্যতে বিশ্বমেকং চরৎপতত্রি বিষুণং বি জাতম্ ॥ ৮
সনা পুরাণমধ্যেম্যারান্মহঃ পিতুর্জনিতুর্জামি তন্নঃ
দেবাসো যত্র পনিতার এবৈরুরৌ পথি ব্যুতে তস্থুরন্তঃ ॥ ৯
ইমং স্তোমং রোদসী প্রব্রবীম্যৃদূদরাঃ শৃণবন্নগ্নিজিহ্বাঃ।
মিত্রঃ সম্রাজো বরুণো যুবান আদিত্যাসঃ কবয়ঃ পপ্রথানাঃ ॥ ১০
হিরণ্যপাণিঃ সবিতা সুজিহ্বস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানঃ।
দেবেষু চ সবিতঃ শ্লোকমশ্রেরাদস্মভ্যমা সুব সর্বতাতিম্ ॥ ১১
সুকৃৎসুপাণিঃ স্ববাঁ ঋতাবা দেবস্ত্বষ্টাবসে তানি নো ধাৎ।
পূষণ্বন্ত ঋভবো মাদয়ধ্বমূর্ধ্বগ্রাবাণো অধ্বরমতষ্ট ॥ ১২

বিদ্যুদ্রথা মরুত ঋষ্টিমন্তো দিবে মর্যা ঋতজাতা অয়াসঃ।
সরস্বতী শৃণবন্যজ্ঞিয়াসো ধাতা রয়িং সহবীরং তুরাসঃ॥ ১৩
বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্বীর্ন মর্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ॥ ১৪
ইন্দ্রো বিশ্বৈর্বীর্যৈঃ পত্যমান উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা।
পুরন্দরো বৃত্রহা ধৃষ্ণুষেণঃ সংগৃভ্যা ন আ ভরা ভূরিঃ পশ্বঃ॥ ১৫
নাসত্যা মে পিতরা বন্ধুপৃচ্ছা সজাত্যমশ্বিনোশ্চারু নাম।
যুবং হি স্থো রয়িদৌ নো রয়ীণাং দাত্রং রক্ষেথে অকবৈরদব্ধা॥ ১৬
মহত্তদ্বঃ কবয়শ্চারু নাম যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্ব ইন্দ্রে।
সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিরিমাং ধিয়ং সাতয়েতক্ষতা নঃ॥ ১৭
অর্যমা ণো অদিতির্যজ্ঞিয়াসোঽদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি।
যুয়োত নো অনপত্যানি গন্তোঃ প্রজাবান্নঃ পশুমাঁ অস্তু গাতুঃ॥ ১৮
দেবানাং দূতঃ পুরুধ প্রসূতোঽনাগান্নো বোচতু সর্বতাতা।
শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষম্॥ ১৯
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শৃণোতু যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রম্॥ ২০
সদা সুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থা মধ্বা দেবা ওষধীঃ সং পিপৃক্ত।
ভগো মে অগ্নে সখ্যে ন মৃধ্যা উদ্রায়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ॥ ২১
স্বদস্ব হব্যা সমিষো দিদীহ্যস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি।
বিশ্বাঁ অগ্নে পৃৎসু তাঞ্জেষি শত্রূনহা বিশ্বা সুমনা দীদিহী নঃ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। মহান, যজ্ঞে নিষ্পাদ্যমান ও স্তুতিযোগ্য অগ্নির উদ্দেশে সুখকর এ স্তোম বার বার উচ্চারণ করছে। অগ্নি দমনকুশল তেজযুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি শুনুন, নিরন্তর দিব্য তেজযুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি শুনুন। ২। মহতী দ্যাবাপৃথিবীর মাহাত্ম্য জেনে তাঁদের অর্চনা কর। আমার মনোরথ তাঁদের অভিলাষে বিচরণ করছে। পূজাভিলাষী দেবগণ সকল মানুষের যজ্ঞে দ্যাবাপৃথিবীর স্তোত্রে মত্ত হন। ৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের ঋত যথার্থ হোক। তোমরা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তি কার্যে সমর্থ হও। হে অগ্নি! দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। আমি হব্যদ্বারা পরিচর্যা করছি, আমি উত্তম ধন প্রার্থনা করছি। ৪। হে সত্যযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী! পুরাতন সত্যবাদী মহর্ষিগণ তোমাদের নিকট হতে অভিলষিত লাভ করেছিল। হে পৃথিবী! মনুষ্যগণ শূরপরিভবকর যুদ্ধে তোমাদের মাহাত্ম্য জেনে তোমাদের স্তব করে। ৫। কে সত্যকে জানে? কে তা বলে? কোন্ পথ দেবতাদের নিকট নিয়ে যায়? দেবগণের অধঃস্থান অর্থাৎ দ্যুলোক স্থিত নক্ষত্রাদি দেখা যায়, তা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে। ৬। কবি, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা সূর্য, এ দ্যাবাপৃথিবীকে সর্বতোভাবে দর্শন করেন। জলের উৎপত্তি স্থান অন্তরীক্ষে হর্ষকারিণী, রসবতী ও সমান কর্ম দ্বারা ঐক্য ভাবাপন্না দ্যাবাপৃথিবী পক্ষীর কুলায়ের ন্যায় নানা স্থান অধিকার করেছেন। ৭। সমান কর্ম বিশিষ্টা, বিযুক্তা দূর সীমাযুক্তা ও বিনাশরহিত দ্যাবাপৃথিবী জাগরণশীল হয়ে অবিনাশী পদে অন্তরীক্ষে নিত্যতরুণী ভগিনীদ্বয়ের ন্যায় আছেন। তাঁরা, দুজনে পরস্পরকে মিথুন নামে ডেকে থাকেন। ৮। তাঁরা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত করে রাখেন এবং মহৎ দেবগণকে ধারণ করেও ব্যথা পান না। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলেই এক আধারে অবস্থিতি করে সমস্ত পশুপক্ষী সেখানে আছে।

৯। আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সে সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি। তাঁর বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সাথে অবস্থান করেন। ১০। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি এ স্তোম উচ্চারণ করছি। কোমলোদর, অগ্নি জিহ্বাবিশিষ্ট, দীপ্তিমান, নিত্যতরুণ, কবি ও স্বকর্মকীর্তনকারী মিত্র, বরুণ প্রভৃতি অদিতি পুত্রগণ শুনুন। ১১। সুবর্ণপাণি, সুবাক সবিতা আকাশ হতে যজ্ঞে সবনত্রয়ে আসেন। হে সবিতা! তুমি স্তোতাগণের স্তোত্র গ্রহণ কর, তারপরে আমাদের সমস্ত অভিলষিত দান কর। ১২। সুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান, সত্যসংকল্প ত্বষ্টাদেব আশ্রয় দানের জন্য আমাদের সে সকল অভিলষিত দান করুন। হে ঋভুগণ! তোমরা পূষার সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের হৃষ্ট কর, যেহেতু ঋত্বিকগণ প্রস্তর উত্তোলন করে যজ্ঞ করছেন। ১৩। বিদ্যুৎ রথযুক্ত, আয়ুধবান, দীপ্তিমান, বিনাশক, যজ্ঞোৎপন্ন, সতত গমনশীল ও যজ্ঞার্হ মরুৎগণ ও সরস্বতী আমাদের স্তোত্র শুনুন। হে ত্বরান্বিত মরুৎগণ! তোমরা পুত্রবিশিষ্ট ধন দান কর। ১৪। ধনের হেতুভূত এ স্তোত্র এবং শস্ত্র সকল এ যজ্ঞের বহুকর্মা বিষ্ণুর নিকট যাক। তিনি উরু বিক্রমী। পূর্বকালীনা, যুবতী মাতাস্বরূপ দিকসকল তাঁকে লঙ্ঘন করে না। ১৫। সর্বসামর্থ্যসম্পন্ন ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী, উভয়কেই, মহিমা-দ্বারা পূর্ণ করেছেন। হে ইন্দ্র! তুমি পুরভেদী, বৃত্রহন্তা ও শত্রুজয়শীল সেনাযুক্ত; তুমি পশু সংগ্রহ করে আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান কর। ১৬। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বন্ধুদের অভিলষিত জিজ্ঞাসা করে থাক, তোমরা আমার পালক হও। অশ্বিদ্বয়ের মিলন কমনীয়। তোমরা আমাদের উত্তম ধন দান কর। তোমরা অতিরস্কৃত, তোমরা হব্যদাতাকে অনিন্দ্যনীয় কর্ম দ্বারা রক্ষা কর। ১৭। হে কবি দেবগণ! তোমাদের সে মহৎ কর্ম মনোহর, যে কর্ম দ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্রলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। হে পুরুহূত ইন্দ্র! তুমি ঋভুগণের সাথে সখ্য ভাবাপন্ন। তোমরা এ স্তুতি আমাদের ধন লাভের জন্য স্বীকার কর। ১৮। অর্যমা, অদিতি, যজ্ঞার্হ দেবগণ এবং অহিংসিতকর্মা বরুণ আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের মার্গ হতে পুত্রগণের অকল্যাণ দূর করুন। আমাদের গৃহ পশুযুক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হোক। ১৯। বহুস্থানে বিহিত ও দেবগণের দূত অগ্নি আমাদের সর্বত্র নিরপরাধী বলুন। পৃথিবী, দ্যুলোক, জল সমূহ সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদের স্তুতি শুনুন। ২০। অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণ এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হয়ে আমাদের স্তুতি শুনুন। আদিত্যগণের সাথে অদিতি আমাদের স্তুতি শুনুন। আমাদের কল্যাণকর সুখ দান করুন। ২১। আমাদের পথ সর্বদা সুগম ও অন্নযুক্ত হোক। হে দেবগণ? তোমরা জলদ্বারা ওষধিগণকে সংসিক্ত কর। হে অগ্নি! তুমি সখা হতে আমার ধন যেন বিনষ্ট না হয়, আমি যেন ধন ও বহুল অন্নযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। ২২। হে অগ্নি! হব্য আস্বাদন কর, অন্ন সম্যকরূপে প্রকাশ কর, অন্ন আমাদের অভিমুখীন কর, সংগ্রামে সে সমস্ত শত্রুগণকে জয় কর, প্রফুল্ল মনে আমাদের দিন সকল প্রকাশ কর।

৫৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ব্যূষুর্মহদ্বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১
মো ষূ ণো অত্র জুহুরন্ত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২

বি মে পুরুত্রা পতয়ন্তি কামাঃ শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি ।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৩
সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রাঃ শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু ।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্দেবানাসুরত্বমেকম্ ॥ ৪
আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনূরুৎসদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বন্তঃ ।
অন্তর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৫
শযুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাবন্ধনশ্চরতি বৎস একঃ ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৬
দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরন্তে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৭
শূরস্যেব যুধ্যতো অন্তমস্য প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ ।
অন্তর্মতিশ্চরতি নিষ্ষিধং গোর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৮
নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বন্তর্মহাংশ্চরতি রোচনেন ।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ৯
বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ ॥
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১০
নানা চক্রাতে যম্যাবপূংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ ॥
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১১
মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী ।
ঋতস্য তে সদসীলে অন্তর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১২
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৩
পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ চ্যবিং রোরিহাণা ।
ঋতস্য সদ্ম বি চরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৪
পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্তস্তয়োরণ্যদ্গুহ্যমাবিরন্যৎ ।
সধ্রীচীনা পথ্যাসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৫
আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৬
যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্যূথে নি দধাতি রেতঃ ।
স হি ক্ষপাবান্ৎস ভগঃ স রাজা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৭
বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ ।
ষোড়্হা যুক্তাঃ পঞ্চপঞ্চা বহন্তি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৮
দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান ।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ১৯
মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে ।
শৃণ্বে বীরো বিন্দমানো বসূনি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২০
ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধারা উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা ।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২১
নিষ্ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইন্দ্র পৃথিবী বিভর্তি ।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। উষা যখন পূর্বেই প্রকাশিত হন, তখন অবিনাশী, মহান সূর্য

জলের স্থানে উৎপন্ন হন, যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রত সকল উপস্থিত করেন। দেবগণের মহৎ বল একই (১)। ২। হে অগ্নি! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদের হিংসা না করে. দেবপদভাক পূর্বপুরুষগণ যেন আমাদের হিংসা না করে, কেতু সূর্য পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হচ্ছেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ৩। আমার বিবিধ অভিলাষ বিবিধ দিকে যাচ্ছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন স্তোত্র সকল প্রদীপ্ত করছি; অগ্নি সমিদ্ধ হওয়ার পর, আমরা কেবল সত্যই বলব। দেবগণের মহৎ বল একই। ৪। সর্বসাধারণের রাজা বহুপ্রদেশে স্থাপিত হন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনমধ্যে (২) বিভক্ত হন। অন্য দ্যুলোক বৎসভূত সোম বা অগ্নিকে বৃষ্টিদ্বারা পোষণ করেন; মাতা পৃথিবী ধারণ করেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ৫। অগ্নি অথবা সূর্য জীর্ণ ওষধি সকলের মধ্যে বর্তমান থেকে, নব্যা ওষধি সকলের মধ্যে অবস্থিতি করে; পরে তরুণী ওষধি সকলের মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভা ওষধিগণ গর্ভবতী হয়ে ফল প্রসব করে। দেবগণের মহৎ বল একই। ৬। দ্বিমাতা (৩) সূর্য পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু উদয় কালে সে বৎস সূর্য অপ্রতিবন্ধ গতিতে বিচরণ করেন। এ সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম। দেবগণের মহৎ বল একই। ৭। দ্বিমাতা যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট অগ্নি অগ্রে আকাশে সূর্যরূপে বিচরণ করেন। তিনি সকলের মূলভূত হয়ে ভূমিতে বাস করেন। রমণীয় বাকযুক্ত স্তোতাগণ রমণীয় স্তোত্র করছেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ৮। যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী শত্রুসৈন্যকে যেরূপ পরাঙ্মুখ হতে দেখা যায়; সেরূপ সমীপবর্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্মুখ হতে দেখা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেবগণের মহৎ বল একই। ৯। পালয়িতা দূত অগ্নি ঐ সকল ওষধি মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি মহান, তিনি সূর্যের সাথে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করে আমাদের দর্শন করেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ১০। রক্ষক বিষ্ণু (৪) প্রিয়তম অক্ষয় তেজ ধারণ করে পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ১১। মিথুনভূত অহঃ ও রাত্রি নানাবিধরূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণবর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁদের একজন দীপ্তিশালী ও অন্য জন কৃষ্ণবর্ণ। দেবগণের মহৎ বল একই। ১২। মাতা পৃথিবী ও দুহিতা দ্যুলোক স্বরূপ ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়, যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সঙ্গত হয়ে পরস্পরকে রস পান করাচ্ছেন, জলের স্থানভূত সে অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত দ্যাবাপৃথিবী আমি স্তব করছি। দেবগণের মহৎ বল একই। ১৩। দ্যুলোক পৃথিবীর বৎস অগ্নিকে লেহন করে ধ্বনি করে। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করে স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে, সে পৃথিবী আদিত্যের জল দ্বারা সিক্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই। ১৪। পৃথিবী নানাবিধ শরীর পরিধান করেন, তিনি উন্নত হয়ে সার্ধ সম্বৎসর বয়সের বৎসকে (৫) লেহন করে অবস্থান করেন। আমি সূর্যের স্থান জেনে পরিচর্যা করছি। দেবগণের মহৎ বল একই। ১৫। পদদ্বয়ের ন্যায় দর্শনীয় অহোরাত্রি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত আছে। তাদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। এদের পরস্পর মিলন পথ কাল পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই। ১৬। শিশুরহিতা নভঃপ্রদেশে শয়ানা; অক্ষীণরসা; ক্ষীরপ্রসবিনী যুবতী ও সর্বদা নূতনা মেঘসকল কম্পিত হোক। দেবগণের মহৎ বল একই। ১৭। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র; কোন কোন দিকে অত্যন্ত মেঘের শব্দ করেন; অন্যান্য দিক সমূহে জল বর্ষণ করেন। তিনি জল

ক্ষেপণবান, তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। দেবগণের মহৎ ফল একই। ১৮। হে জন সকল! আমরা শূরে ইন্দ্রের সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলছি। দেবগণ তা জানেন। তারা ছটি অথবা পাঁচটি করে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। (৬) দেবগণের মহৎ বল একই। ১৯। সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টা দেব বহু প্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এ সমস্ত ভুবন তাঁর। দেবগণের মহৎ বল একই। ২০। তিনি মহতী পরস্পর সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে পশুপক্ষী যুক্ত করেছেন। তারা উভয়ে ইন্দ্রের তেজঃ দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত, দেবগণের মহৎ বল একই। ২১। বিশ্বধাতা আমাদের রাজা ইন্দ্র এ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন। বীর মরুৎগণ ইন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁর গৃহে বাস করেন। দেবগণের মহৎ বল একই। ২২। হে ইন্দ্র! ওষধি সকল তোমা কর্তৃক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল তোমা হতে নির্গত হয়। পৃথিবী তোমার জন্য ধন ধারণ করেন। আমরা তোমার সখা। আমরা যেন তোমার ধনের ভাগী হতে পারি। দেবগণের মহৎ বল একই (৭)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের প্রত্যেক ঋকের শেষে এ কথা গুলি আছে, 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।' 'দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং * * * * প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।' সায়ণ। 'Great and unequalled is the might of the gods.'—Wilson, 'The great divinity of the gods is one.'—Max Muller. The divine power of the gods is unique.'—Muir. ২। সোম অথবা অগ্নি রাজা। অগ্নিপক্ষ অরণি সকলের মধ্যে এবং সোম পক্ষে চমস সকলের মধ্যে। সায়ণ। ৩। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার জননী, অথবা যিনি লোকদ্বয়কে নির্মাণ করেছেন। সায়ণ। ৪। সায়ণ এখানে বিষ্ণু শব্দকে অগ্নির বিশেষণ করে ব্যাপ্ত অর্থ করেছেন, কিন্তু মিয়র বিষ্ণু দেবতা অর্থই করেছেন। ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। মূলে 'ত্রবিং' আছে। দেড় বৎসরের বৎসকে ত্র্যবি বলে। অতএব দেড় বৎসরের সূর্য অথবা ত্রিলোককে ব্যাপ্তকারী সূর্য। সায়ণ। ৬। এখানে ইন্দ্র কালাত্মক ও অশ্বগণ ঋতু সকল। হেমন্ত, শীত এ দুই ঋতু এক হলে পাঁচ ঋতু। সায়ণ। ৭। এ সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য পরম্পরার মধ্যে ঐক্য বুঝতে পেরে, দেবগণের কার্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা প্রকাশ করেছেন। অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন (৪ ঋক); তিনি উত্তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন (৫ ঋক); সূর্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়ে পূর্বদিকে উদয় হন (৬ ঋক); আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন (৭ ঋক); দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে (১১ ঋক); আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করছে (১২ ঋক) এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, (১৭ ঋক); একই নির্মাণ কর্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্ট করেছেন (১৯, ২০ ঋক); তিনি শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন, (২২ ঋক)। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখে ঋষি বলছেন দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নহে, তাঁদের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। মনুষ্য হৃদয়ে এ রূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা এক ঈশ্বরের অনুভব উদয় হয়।

৫৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা । প্রজাপ্রতি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ন তা মিনন্তি মায়িনো ন ধীরা ব্রতা দেবানাং প্রথমা ধ্রুবাণি ।
ন রোদসী অদ্রুহা বেদ্যাভি ন পর্বতা নিনমে তস্থিবাংসঃ ॥ ১
ষড়্ভারাঁ একো অচরন্বিভর্ত্যৃতঃ বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ ।
তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা ॥ ২
ত্রিপাজস্যো বৃষভো বিশ্বরূপ উত ত্র্যুধা পুরুধ প্রজাবান্ ।
ত্র্যণীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্ত্স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ ॥ ৩
অভীক আসাং পদবীরবোধ্যাদিত্যানামহ্বে চারু নাম ।
আপশ্চিদস্মা অরমন্ত দেবীঃ পৃথগ্‌ব্রজন্তীঃ পরিষীমবৃঞ্জন্ ॥ ৪
ত্রী ষধস্থা সিন্ধবস্ত্রিঃ কবীনামুত ত্রিমাতা বিদথেষু সম্রাট্ ।
ঋতাবরীর্যোষণাস্তিস্রো অপ্যাস্ত্রিরা দিবো বিদথে পত্যমানাঃ ॥ ৫
ত্রিরা দিবঃ সবিতর্বার্যাণি দিবেদিব আ সুব ত্রি র্নো অহ্নঃ ।
ত্রিধাতু রায় আ সুবা বসূনি ভগ ত্রাতর্ধিষণে সাতয়ে ধাঃ ॥ ৬
ত্রিরা দিবঃ সবিতা সোষবীতি রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী ।
আপশ্চিদস্য রোদসী চিদুর্বী রত্নং বিভন্ত সবিতুঃ সবায় ॥ ৭
ত্রিরুত্তমা দূণশা রোচনানি ত্রয়ো রাজন্ত্যসুরস্য বীরাঃ ।
ঋতাবান ইষিরা দূলভাসস্ত্রিরা দিবো বিদথে সন্তু দেবাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। মায়াবীগণ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্ম সকলের বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না, ধীরগণও পারে না। দ্রোহরহিত দ্যাবাপৃথিবী প্রজাগণের সাথে তার বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না। অচল পর্বতগণকে অবনত করতে পারা যায় না। ২। একটি স্থায়ী বৎসর ছয়টি ভার ঋতু ধারণ করে। গাভী সকল রশ্মি সকল সত্য ও প্রবৃদ্ধ আদিত্যাত্মক সম্বৎসরে মিলিত হয়। চঞ্চল লোকত্রয় উপরি উপরি বর্তমান রয়েছে, দুটি স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ গুহায় নিহিত, একটি পৃথিবী দেখতে পারা যায়। ৩। তিন বক্ষবিশিষ্ট, তিন উধঃবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, বহু প্রকার ও প্রজাবান, এবং ত্রিগুণযুক্ত মহিমাবান বৃষভ আসছে। সে বৃষভ সকলের জন্য রস ধারণ করে (১)। ৪। সম্বৎসর এ সকল ওষধির সমীপে এদের পদবীস্বরূপ জাগরিত হয়েছে। আমি আদিত্যগণের মনোহর নাম উচ্চারণ করছি। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিত, দ্যুতিমান জলসমূহ ওকে প্রীত করে, আবার পরিত্যাগ করে (২)। ৫। হে নদীগণ! কবিগণের অর্থাৎ দেবগণের ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক স্থান আছে। ত্রিমাতা (৩) সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট। জলবতী অন্তরীক্ষচারিণী তিন যোষিত (৪) যজ্ঞে দিবসে তিন বার অর্থাৎ তিন সবনে আসেন। ৬। হে সবিতা দ্যুলোক হতে আগমন করে প্রত্যহ তিনবার করে আমাদের বরণীয় ধন প্রদান কর। হে ত্রাতা ভগ! আমাদের দিবসের মধ্যে তিনবার তিন ধাতুর (৫) ধন ও গোধন প্রদান কর। হে ধিষণা! আমাদের যাতে ধন লাভ হয় তা কর। ৭। সবিতা যে দিনে তিনবার ধন প্রদান করেন। কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এরা সকলে সবিতার বদান্যতা হতেই রত্নলাভের আশা করেন। ৮। উত্তম, বিনাশরহিত ও দীপ্তিমান স্থানের সংখ্যা তিন। অসুরের তিন পুত্র (৬) শোভা পাচ্ছেন। যজ্ঞবান, শীঘ্রগামী, অহিংসনীয় দেবগণ দিনে তিনবার যজ্ঞে আসেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন বৃষভ অর্থে বর্ষা সম্বৎসর। তিনটি বক্ষস্থল, গ্রীষ্ম, বর্ষা,

শীত। তিনটি উধঃ বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। প্রজা শব্দের অর্থ শস্য তিনগুণ উষ্ণ, বর্ষা, শীত। সকলের জন্য রস ধারণ করে, অর্থাৎ শস্যাদিকে জল দান করে। ২। সায়ণ আদিত্য শব্দের অর্থ করেন, বৎসরের মাস সমূহ। জল বর্ষার চার মাস সম্বৎসরের নিকট থাকে অবশিষ্ট আট মাস তার নিকট থাকে না। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ তিন লোকের নির্মাতা। সায়ণ। ৪। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। ৫। পশু, কনক, রত্ন। সায়ণ। ৬। অগ্নি বায়ু, সূর্য। সায়ণ। 'অসুর' সম্বন্ধে ৩।৩।৪ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র মে বিবিক্বাঁ অবিদন্মনীষাং ধেনুং চরন্তীং প্রযুতামগোপাম্।
সদ্যশ্চিদ্যা দুদুহে ভূরি ধাসেরিন্দ্রস্তদগ্নিঃ পনিতারো অস্যাঃ ॥ ১
ইন্দ্র সু পূষা বৃষণা সুহস্তা দিবো ন প্রীতাঃ শশয়ং দুদুহ্রে।
বিশ্বে যদস্যাং রণয়ন্ত দেবাঃ প্র বোঽত্র বসবঃ সুম্নমশ্যাম্ ॥ ২
যা জাময়ো বৃষ্ণ ইচ্ছন্তি শক্তিং নমস্যন্তীর্জানতে গর্ভমস্মিন্।
অচ্ছা পুত্রং ধেনবো বাবশানা মহশ্চরন্তি বিভ্রতং বপূংষি ॥ ৩
অচ্ছা বিবক্মি রোদসী সুমেকে গ্রাবৃণো যুজানো অধ্বরে মনীষা।
ইমা উতে তে মনবে ভূরিবারা ঊর্ধ্বা ভবন্ত দর্শতাঃ যজত্রা ॥ ৪
যা তে জিহ্বা মধুমতী সুমেধা অগ্নে দেবেষূচ্যত উরূচী।
তয়েহ বিশ্বাঁ অবসে যজত্রানা সাদয় পায়য়া চা মধূনি ॥ ৫
যা তে অগ্নে পর্বতস্যেব ধারাসশ্চন্তী পীয়য়দ্দেব চিত্রা।
তামস্মভ্যং প্রমতিং জাতবেদো বসো রাস্ব সুমতিং বিশ্বজন্যাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। বিবেকশালী (ইন্দ্র) গোপহীনা, একাকিনী, (গোষ্ঠে) বিহারিণী ধেনুর ন্যায় আমার এ স্তুতি অবগত হোন। ওকে (ইচ্ছা করলে) তৎক্ষণাৎ প্রভূত অন্ন দোহন করা যায়। অতএব ইন্দ্র ও অগ্নি ওর প্রশংসা করুন। ২। ইন্দ্র পূষা এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি মিত্রাবরুণ প্রীত হয়ে সম্প্রতি অন্তরীক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরীক্ষ হতেই দোহন করছেন। হে নিবাসপ্রদ বিশ্বদেবগণ! তোমরা এ বেদিতে বিহার কর, আমরা যেন তোমাদের প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হতে পারি। ৩। যে জামিগণ (১) জলবর্ষী ইন্দ্রের শক্তি বাঞ্ছা করে, তারা নম্র হয়ে ইন্দ্রের গর্ভাধান শক্তি অবগত হয়। ফলাভিলাষী ধেনুগণ অর্থাৎ ওষধি সকল, নানারূপধারী পুত্রের অর্থাৎ যবাদি শস্যের অভিমুখে বিচরণ করে। ৪। যজ্ঞে প্রস্তর ধারণ করে আমি সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি দ্বারা প্রীত করছি। হে অগ্নি! তোমার অতিশয় কমনীয়, বরণীয় দীপ্তি সকল মনুষ্যদের জন্য ঊর্ধ্বমুখ হচ্ছে। ৫। হে অগ্নি! তোমার যে মধুমতী প্রজ্ঞাশালিনী জিহ্বা অত্যন্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়ে দেবগণের প্রতি প্রেরিত হয়; তা দ্বারা তুমি সমস্ত যজনীয় দেবগণকে আমাদের রক্ষার জন্য এখানে উপবেশন করাও এবং তাদের হর্ষকর সোম পান করাও। ৬। হে দ্যুতিমান অগ্নি! তোমার যে অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদের ছেড়ে অন্যত্র যায় না সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি মেঘের ধারার ন্যায় আমাদের আপ্যায়িত করুক। হে নিবাসপ্রদ জাতবেদা। আমাদের সে অনুগ্রহ বুদ্ধি প্রদান কর; বিশ্বজনের হিতকর অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদের প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। ওষধি সকল। সায়ণ!

৫৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ধেনুঃ প্রত্নস্য কাম্যং দুহানাস্তঃ পুত্রশ্চরতি দক্ষিণায়াঃ।
আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রযামোষসঃ স্তোমো অশ্বিনাবজীগঃ ॥ ১
সুযুগ্ বহন্তি প্রতি বামৃতেনোর্ধ্বা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ।
জরেথামস্মদ্বি পণে মনীষাং যুবোরবশ্চকৃমা যাতমর্বাক্ ॥ ২
সুযুগ্ভিরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেন দস্রাবিমং শৃণুতং শ্লোকমদ্রেঃ।
কিমঙ্গ বাং প্রত্যবর্তিং গমিষ্ঠাহুর্বিপ্রাসো অশ্বিনা পুরাজাঃ ॥ ৩
আ মন্যেথামা গতং কচ্চিদেবৈর্বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে।
ইমা হি বাং গোঋজীকা মধূনি প্র মিত্রাসো ন দদুরুস্রো অগ্রে ॥ ৪
তিরঃ পুরূ চিদশ্বিনা রজাংস্যাঙ্গূষো বাং মঘবানা জনেষু।
এহ যাতং পথিভির্দেবযানৈর্দস্রাবিমে বাং নিধয়ো মধূনাম্ ॥ ৫
পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবো নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।
পুনঃ কৃণ্বানাঃ সখ্যা শিবানি মধ্বা মদেম সহ নূ সমানাঃ ॥ ৬
অশ্বিনা বায়ুনা যুবং সুদক্ষা নিযুদ্ভিশ্চ সজোষসা যুবানা।
নাসত্যা তিরো অহ্ন্যঃ জুষাণা সোমং পিবতমস্রিধা সুদানূ ॥ ৭
অশ্বিনা পরি বামিষঃ পুরূচীরীযুর্গীর্ভির্যতমানা অমৃধ্রাঃ।
রথো হ বামৃতজা অদ্রিজূতঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যাতি সদ্যঃ ॥ ৮
অশ্বিনা মধুষুত্তমো যুবাকুঃ সোমস্তং পাতমা গতং দুরোণে।
রথো হ বাং ভূরি বর্পঃ করিক্রৎসুতাবতো নিষ্কৃতমাগমিষ্ঠঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। ধেনু ঊষা পুরাতন অগ্নির জন্য কমনীয় দুগ্ধ দোহন করছেন। দক্ষিণার পুত্র সূর্য মধ্যে প্রবেশ করছেন; পরে শুভ্রদীপ্ত দিবস দ্যোতমান সূর্যকে বহন করে আনছে। অশ্বিদ্বয়ের স্তোতা ঊষার পূর্বে জাগরিত হচ্ছে। ২। হে অশ্বিদ্বয়! উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বয় সত্যরূপ রথে তোমাদের বহন করছে। পুত্র পিতার জন্য যেরূপ উন্মুখ হয়, যজ্ঞগণ সেরূপ তোমাদের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের নিকট হতে পণির বুদ্ধি বিশেষরূপে নাশ কর। আমরা তোমাদের জন্য হবি প্রস্তুত করছি, তোমরা এস। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ করে উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বারা বাহিত হয়ে তোমরা, স্তুতিকারীর এ শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন মেধাবীগণ কি বলেন নি, যে তোমরা বৃত্তিহানির বিরুদ্ধে যাও। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার স্তুতি অবগত হও এবং অশ্বগণের সাথে এস। সমস্ত লোক তোমাদের আহ্বান করছে; তারা বন্ধুর ন্যায় তোমাদের দুগ্ধমিশ্রিত হর্ষকর সোম প্রদান করছে। সূর্য অগ্রে উদয় হচ্ছেন। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! নানা দেশকে তিরস্কৃত করে দেবযান পথে এ স্থলে আগমন কর। তোমরা ধনবান, তোমাদের স্তোত্র উদ্ঘোষিত হচ্ছে, তোমাদের জন্য মধুর আধার সকল সজ্জিত হয়েছে। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলকর। হে নেতৃদ্বয়। জাহ্নবীতে (১) তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য বার বার প্রাপ্ত হয়ে আমরা তোমাদের সমান হয়েছি। আমরা হর্ষকর সোমদ্বারা তোমাদের শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করব। ৭। অক্ষীণ, সোমপায়ী, সুদক্ষ, নিত্যতরুণ অসত্যরহিত এবং সুদানশীল অশ্বিদ্বয় বায়ু ও নিযুতগণের সাথে মিলিত হয়ে দিবসের শেষে সোম পান করুন। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! প্রচুর হবি তোমাদের নিকট গমন করছে, দোষশূন্য কর্মকুশল

স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করছে। স্তোতৃগণ কর্তৃক আকৃষ্ট, জলপ্রদ রথ সদ্য দ্যাবাপৃথিবীর অভিমুখে যাচ্ছে। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! অত্যন্ত মধুর রস-বিশিষ্ট সোম মিশ্রিত হয়েছে, পান কর, ও যজ্ঞশালায় প্রবেশ কর। তোমাদের বারবার ধনদানকারী রথ সোমাভিষবকারীর সংস্কৃত গৃহে আসছে।

টীকা: ১। জহ্নুকুলজা সায়ণ। "It might imply the Ganges, Ja'hnav'i, if we had reason to suppose the legend of her origin from Jahnu was known to the Vedas."—Wilson.

৫৯ সূক্ত ॥ মিত্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

মিত্রো জনান্যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ১
প্র স মিত্র মর্তো অস্তু প্রয়স্বান্যস্ত আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন।
ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ ॥ ২
অনমীবাস ইলয়া মদন্তো মিতজ্ঞবো বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
আদিত্যস্য ব্রতমুপক্ষিয়ন্তো বয়ং মিত্রস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ৩
অয়ং মিত্রো নমস্যঃ সুশেবো রাজা সুক্ষত্রো অজনিষ্ট বেধাঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৪
মহাঁ আদিত্যো নমসোপসদ্যো যাতয়জ্জনো গৃণতে সুশেবঃ।
তস্মা এতৎ পন্যতমায় জুষ্টমগ্নৌ মিত্রায় হবিরা জুহোত ॥ ৫
মিত্রস্য চর্ষণীধৃতোঽবো দেবস্য সানসি। দ্যুম্নং চিত্রশ্রবস্তমম্ ॥ ৬
অভি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব সপ্রথাঃ। অভি শ্রবোভিঃ পৃথিবীম্ ॥ ৭
মিত্রায় পঞ্চ যেমিরে জনা অভিষ্টিশবসে। স দেবান্বিশ্বান্ বিভর্তি ॥ ৮
মিত্রো দেবেষ্বায়ুষু জনায় বৃক্তবর্হিষে। ইষ ইষ্টব্রতা অকঃ ॥ ৯

অনুবাদ: ১। মিত্র স্তুত হয়ে লোক সকলকে কার্যে প্রবর্তিত করছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করে আছেন; মিত্র অনিমেষনেত্রে লোক সকলের দিকে চেয়ে আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর। ২। হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান হোক। তুমি যাকে রক্ষা কর, তাকে কেউ বিনাশ করতে বা অভিভব করতে পারে না। পাপ দূর হতে অথবা নিকট হতে সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। ৩। আমরা রোগবর্জিত ও অন্নলাভে হৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পেতে সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। ৪। এ মিত্র প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখ বিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞার্হ; আমরা যেন এর অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য লাভ করতে পারি। ৫। আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্তক, নমস্কার দ্বারা তাঁর উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এ হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর। ৬। মনুষ্যগণের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত। ৭। যে মিত্র নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করছেন; তিনি কীর্তিযুক্ত হয়ে পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্টা করেছেন। ৮। পঞ্চজন, শত্রুজয়ক্ষম

বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণকে ধারণ করছেন। ৯। মিত্র, দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কুশচ্ছেদ করেছে, তাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন।

৬০ সূক্ত ॥ ঋভুগণ ও ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

ইহেহ বো মনসা বন্ধুতা নর উশিজো জগ্মুরভি তানি বেদসা।
যাভি র্মায়াভিঃ প্রতিজূতিবর্পসঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ ॥ ১
যাভিঃ শচীভিশ্চমসাঁ অপিংশত যয়া ধিয়া গামরিণীত চর্মণঃ।
যেন হরী মনসা নিরতক্ষত তেন দেবত্বমৃভবঃ সমানশ ॥ ২
ইন্দ্রস্য সখ্যমৃভবঃ সমানশুর্মনো র্নপাতো অপসো দধান্বিরে।
সৌধন্বনাসো অমৃতত্বমেরিরে বিষ্টবী শমীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া ॥ ৩
ইন্দ্রেণ যাথ সরথং সুতে সচাঁ অথো বশানাং ভবথা সহ শ্রিয়া।
ন বঃ প্রতিমৈ সুকৃতানি বাঘতঃ সৌধন্বনা ঋভবো বীর্যাণি চ ॥ ৪
ইন্দ্র ঋভুভি র্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতং সুতং সোমমা বৃষস্বা গভস্ত্যোঃ।
ধিয়েষিতো মঘবন্দাশুষো গৃহে সৌধন্বনেভিঃ সহ মৎস্বা নৃভিঃ ॥ ৫
ইন্দ্র ঋভুমান্বাজবান্মাৎস্বেহ নোঽস্মিন্ত্সবনে শচ্যা পুরুষ্টুত।
ইমানি তুভ্যং স্বসরাণি যেমিরে ব্রতা দেবানাং মনুষশ্চ ধর্মভিঃ ॥ ৬
ইন্দ্র ঋভুভি র্বাজিভি র্বাজয়ন্নিহ স্তোমং জরিতুরুপ যাহি যজ্ঞিয়ম্।
শতং কেতেভিরিষিরেভিরায়বে সহস্রণীথো অধ্বরস্য হোমনি ॥ ৭

অনুবাদ: ১। হে ঋভুগণ! তোমাদের কর্ম সকলেই জানে, হে মনুষ্যগণ? তোমরা সুধন্বার পুত্র, তোমরা যে সকল কর্মদ্বারা শত্রুপরাভবোপযুক্ত তেজবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হয়েছে, যজ্ঞভাগ কামনা কালে তোমরা সে সকল কর্ম জানতে পেরেছিলে। ২। হে ঋভুগণ! তোমরা যে শক্তি দ্বারা চমসকে বিভক্ত করেছিলে, যে প্রজ্ঞাবলে গোশরীরে চর্ম যোজনা করেছিলে, যে মনীষাদ্বারা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে নির্মাণ করেছিলে সে সকলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ৩। মনুষ্যের নপ্তা ঋভুগণ যাগাদিকর্ম করে ইন্দ্রের সখিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং প্রাণ ধারণ করেছিলেন। সুধন্বার পুণ্যকার্যকারী পুত্রগণ কর্মবলে ও যজ্ঞাদি বলে ব্যাপ্ত হয়ে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ৪। হে ঋভুগণ! তোমরা ইন্দ্রের সাথে একরথে সোমাভিষব স্থানে যাও। পরে মনুষ্যগণের স্তুতি গ্রহণ কর। হে ফলবাহক সুধন্বার পুত্রগণ! তোমাদের সুকৃত কেহ ইয়ত্তা করতে পারে না। হে ঋভুগণ! তোমাদের বীর্যও কেউ ইয়ত্তা করতে পারে না। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি বাজবিশিষ্ট ঋভুগণের সাথে সম্যকরূপে জলদ্বারা সিক্ত অভিষুত সোম দু হাতে গ্রহণ করে পান কর। হে মঘবন! তুমি স্তুতিদ্বারা প্রেরিত হয়ে যজমানের গৃহে সুধন্বার পুত্রগণের সঙ্গে উল্লসিত হও। ৬। হে বহুলোক স্তুত ইন্দ্র! তুমি ঋভু ও বাজের সমভিব্যাহারে আমাদের এ যজ্ঞে (১) আনন্দিত হও। হে ইন্দ্র! দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হয়েছে। দেবগণের ব্রত মনুষ্যগণের কর্মের সাথে দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হয়েছে। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতার অন্ন সম্পাদন করে বাজযুক্ত ঋভুগণের সাথে এ যজ্ঞে স্তোতার স্তোত্র অভিমুখে এস। মরুৎগণও শতসংখ্যক গমনকুশল অশ্বের সাথে যজমানের সহস্র প্রকারে প্রণীত অধ্বরের এস।

টীকা: ১। মূলে 'শচ্যা' আছে। 'ইন্দ্রাণ্যা কর্মণা বা।' সায়ণ। শেষ অর্থই

আমরা গ্রহণ করেছি। কেন না ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী তা ঋগ্বেদে কোথাও লক্ষিত হয় না। ইন্দ্র শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তা হতেই ইন্দ্রের ভার্যা শচী সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্পের উদ্ভব।

৬১ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষস্ব গৃণতো মঘোনি।
পুরাণী দেবি যুবতিঃ পুরন্ধিরনু ব্রতঃ চরসি বিশ্ববারে ॥ ১
উষো দেবামর্ত্যা বি ভাহি চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
আ ত্বা বহন্তু সুয়মাসো অশ্বা হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে ॥ ২
উষঃ প্রতীচী ভুবনানি বিশ্বোর্ধ্বা তিষ্ঠস্যমৃতস্য কেতুঃ।
সমানমর্থং চরণীয়মানা চক্রমিব নব্যস্যা ববৃৎস্ব ॥ ৩
অবস্যূমেব চিন্বতী মঘোন্যুষা যাতি স্বসরস্য পত্নী।
স্বর্জনন্তী সুভগা সুদংসা আন্তাদ্দিবঃ পপ্রথ আ পৃথিব্যাঃ ॥ ৪
অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্।
উর্ধ্বং মধুধা দিবি পাজো অশ্রেৎপ্র রোচনা রুরুচে রণ্বসংদৃক্ ॥ ৫
ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ।
আয়তীমগ্ন উষসং বিভাতীং বামমেষি দ্রবিণং ভিক্ষমাণঃ ॥ ৬
ঋতস্য বুধ্নঃ উষসামিষণ্যন্বৃষা মহী রোদসী আ বিবেশ।
মহীমিত্রস্য বরুণস্য মায়া চন্দ্রেব ভানুং বি দধে পুরুত্রা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অন্নবতী ধনবতী উষা! আমি স্তব করছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হয়ে আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের বরণীয়া পুরাতনী যুবতীর ন্যায় শোভমানা ও বহুস্তোত্রবতী উষা! তুমি যজ্ঞকর্মাভিমুখে এস। ২। হে মরণরহিতা চন্দ্ররথা (১) সূনৃতবাক্যোচ্চারণশীলা উষা! তুমি শোভমানা হও। যে সকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাদের সুখে রথে যোজিত করতে পারা যায়। তারা তোমাকে আবাহন করুক। ৩। হে উষা! তুমি মরণধর্ম রহিত সূর্যের কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে গমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হয়ে আছ। হে নবতরা উষা! তুমি একপথে বিচরণ করতে ইচ্ছা করে চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও। ৪। যে উষা বস্ত্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ অন্ধকার ক্ষয়িত করে সূর্যের পত্নী হয়ে যান, সে সৌভাগ্যবতী সৎকার্যশালিনী উষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্ত হতে প্রকাশিত হচ্ছেন। ৫। হে স্তোতৃগণ! উষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা পাচ্ছেন। তোমরা নমস্কার করে উত্তমরূপে তাঁর স্তুতি কর। মধুধা উষা আকাশে উর্ধ্বাভিমুখে তেজের আশ্রয় করছেন। দীপ্তিমতী রমণীয়-দর্শনা উষা অতিশয় দীপ্তি পাচ্ছেন। ৬। সত্যবতী যে উষার তেজপ্রভাবে সকলে তাঁকে জানতে পারে, ধনবতী যে উষা বিচিত্রভাবে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছেন; হে অগ্নি! যখন সে শোভমানা উষা তোমার অভিমুখে আসেন তখন প্রার্থনা করলে তুমি মনোহর ধন প্রাপ্ত হও। ৭। অভীষ্টবর্ষী আদিত্য সত্যভূত দিবসের মূলে উষাকে প্রেরণ করে বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরে বিস্তীর্ণা উষা মিত্র ও বরুণের প্রভাস্বরূপ হয়ে নানাস্থানে আপনার শোভা বিকীর্ণ করলেন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'চন্দ্ররথ' আছে। 'সুবর্ণময়রথোপেতা'। সায়ণ।

৬২ ॥ এ সূক্তের ১৮টি ঋক আছে। তন্মধ্যে ১ম তিনটি ঋকের ইন্দ্রাবরুণ দেবতা। তৎপরবর্তী তিনটি ঋকের বৃহস্পতি দেবতা। তৎপরবর্তী তিনটি ঋকের পূষা, তৎপরবর্তী তিনটি ঋকের সবিতা দেবতা। তৎপরবর্তী তিনটি ঋকের সোম দেবতা। শেষ তিনটি ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি, কেবল শেষ তিনটি ঋকের কারও মতে জমদগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
ক্বত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে ॥ ২
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ি মরুতঃ সর্ববীরঃ।
অস্মান্বরূত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩
বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য। রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥ ৪
শুচিমর্কৈ বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত। অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যম্। বৃহস্পতিং বরেণ্যম্ ॥ ৬
ইয়ন্তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতি র্দেব নব্যসী। অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ম্। বধূয়ুরিব যোষণাম্ ॥ ৮
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। সনঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০
দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা। ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ। নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২
সোমো জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতম্। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ১৩
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে। অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪
অস্মাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ। সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈ র্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সক্রতু ॥ ১৬
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ। দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতম্। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্রাবরুণ! অভিমন্যমান ও ভ্রমণশীল তোমাদের এ প্রজাগণ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্তৃক হিংসিত না হয়। তোমার যে যশোদ্বারা বন্ধুবর্গ আমাদের জন্য অন্ন সম্পাদন করেছে, তোমাদের জন্য অন্ন সম্পাদন করেছ, তোমাদের সেরূপ যশ কোথায় আছে? ২। হে ইন্দ্রাবরুণ! ধনলাভের অভিলাষে এ মহান যজমান আশ্রয় লাভের জন্য তোমাদের আহ্বান করছে। তোমরা দ্যুলোক পৃথিবী এবং মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের আহ্বান শোন। ৩। হে ইন্দ্রাবরুণ! সে ধন আমাদের হোক, হে মরুৎগণ! সর্বকর্ম সমর্থ ধন আমাদের হোক। সকলের ভজনীয়া দেবপত্নীগণ শরণ দ্বারা আমাদের পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণা দ্বারা আমাদের পালন করুন। ৪। হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদের হব্য গ্রহণ করি। হব্য প্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর। ৫। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা যজ্ঞ সমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্যা কর। আমি তাঁর অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি। ৬। মানুষগণের অভীষ্টবর্ষী বিশ্বরূপ বরণীয় বৃহস্পতির নিকট অভিমত ফল কামনা করি। ৭। হে দীপ্তিমান পূষা! এ নূতন স্তুতি তোমারই জন্য। এ স্তুতি আমরা

তোমার জন্য উচ্চারণ করছি। ৮। হে পূষা! আমার সে স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর অভিমুখে আসে সেরূপ তুমি হর্ষকারিণী এ স্তুতির অভিমুখে এস। ৯। যে পূষা বিশ্ব জগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সে পূষা আমাদের রক্ষক হোন। ১০। যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সে সবিতাদেবের সে বরণীয় তেজ ধ্যান করি (১)। ১১। আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে স্তুতি করে সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধন দান যাচ্ঞা করছি। ১২। কর্মনেতা মেধাবী অধ্বর্যুগণ বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হয়ে যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্রদ্বারা সবিতা দেবতাকে পূজা করেন। ১৩। পথজ্ঞ সোম গমন করছেন। উপবেশনকারী দেবগণের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করছেন। ১৪। সোম আমাদের জন্য এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদের জন্য রোগশূন্য অন্ন প্রদান করুন। ১৫। সোম আমাদের আয়ু বর্ধিত করে এবং শত্রুগণকে অভিভূত করে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। ১৬। হে শোভনকর্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ কর ; আমাদের আবাসস্থান মধুর রসপূর্ণ কর। ১৭। হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনাদ্বারা বর্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হয়ে বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর। ১৮। তোমরা জমদগ্নি কর্তৃক (২) স্তুত হয়ে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর। তোমরাই যজ্ঞ বর্ধয়িতা ; তোমরা সোম পান কর।

টীকা ঃ ১। এ ঋকটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী। মূলে এ আছে যথা 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।' সায়ণ সবিতা শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য এ দু প্রকার অর্থ করেছেন। 'আমরা সবিতৃদেবতার সে বরণীয় তেজ ধ্যান করি যার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ হই।' সত্যব্রত সামশ্রমী। 'সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২। মূলে 'জমদগ্নিনা' আছে। 'এতন্নামকেন মহর্ষিণা যদ্বা প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ'। ওজস্বী বিশ্বামিত্র গোত্রের সূক্তগুলি অর্থাৎ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডল, সমাপ্ত হল। বিশ্বামিত্রের অনেকগুলি সূক্ত গভীর চিন্তাপূর্ণ। তাঁর ৫৫ সূক্তটি জ্বলন্ত ভাষায় 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং' অর্থাৎ ঐশ্বরিক বল ও দৈবকার্যের একতা প্রকটিত করছে। এবং তাঁর ৬২ সূক্তের জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী সবিতার অথবা ঈশ্বরের 'বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থাৎ বরণীয় জ্যোতি মানব হৃদয়ে বিস্তার করছে।

চতুর্থ মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ঋকের অগ্নি অথবা বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি। (১)। অষ্ট, অতিজগতী, ধৃতি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বাং হ্যগ্নে সদমিৎ সমন্যবো দেবাসো দেবমরতিং ন্যেরির ইতি ক্রত্বা ন্যেরিরে।
অমর্ত্যং যজত মর্ত্যেষ্বা দেবমাদেবং জনত প্রচেতসং বিশ্বমাদেবং জনত প্রচেতসম্ ॥ ১

স ভ্রাতরং বরুণমগ্ন আ ববৃৎস্ব দেবাঁ অচ্ছা সুমতী যজ্ঞবনসং জ্যেষ্ঠং যজ্ঞবনসম্।
ঋতাবানমাদিত্যং চর্ষণীধৃতম্ রাজানং চর্ষণীধৃতম্ ॥ ২

সখে সখায়মভ্যা ববৃৎস্বাশুং ন চক্রং রথ্যেব রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।
অগ্নে মৃলীকং বরুণে সচা বিদো মরুত্সু বিশ্বভানুষু।
তোকায় তুজে শুশুচান শং কৃধ্যস্মভ্যং দস্ম শং কৃধি ॥ ৩

ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽব যাসিসীষ্ঠাঃ
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৪

স ত্বং নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃলীকং সুহবো ন এধি ॥ ৫

অস্য শ্রেষ্ঠা সুভগস্য সন্দৃগ্ দেবস্য চিত্রতমা মর্ত্যেষু।
শুচি ঘৃতং ন তপ্তমঘ্ন্যায়াঃ স্পার্হা দেবস্য মংহনেব ধেনোঃ ॥ ৬

ত্রিরস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পার্হা দেবস্য জনিমান্যগ্নেঃ।
অনন্তে অন্তঃ পরিবীত আগাচ্ছুচিঃ শুক্রো অর্যো রোরুচানঃ ॥ ৭

স দূতো বিশ্বেদভি বষ্টি সদ্মা হোতা হিরণ্যরথো রংসুজিহ্বঃ।
রোহিদশ্বো বপুষ্যো বিভাবা সদ রণ্বঃ পিতুমতীব সংসৎ ॥ ৮

স চেতয়ন্মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ প্রতং মহ্যা রশনয়া নয়ন্তি।
স ক্ষেত্যস্য দুর্যাসু সাধন্দেবো মর্তস্য সধনিত্বমাপ ॥ ৯

স তু নো অগ্নির্নয়তু প্রজানন্নচ্ছা রত্নং দেবভক্তং যদস্য।
ধিয়া যদ্বিশ্বে অমৃতা অকৃণ্বন্দ্যৌষ্পিতা জনিতা সত্যমুক্ষন ॥ ১০

স জায়ত প্রথমঃ পস্ত্যাসু মহো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ।
অপাদশীর্ষা গুহমানো অন্তায়োযুবানো বৃষভস্য নীলে ॥ ১১

প্র শর্ধ আর্ত প্রথমং বিপন্যাঁ ঋতস্য যোনা বৃষভস্য নীলে।
স্পার্হো যুবা বপুষ্যো বিভাবা সপ্ত প্রিয়াসোঽজনয়ন্ত বৃষ্ণে ॥ ১২

অস্মাকমত্র পিতরো মনুষ্যা অভি প্র সেদু ঋতমাশুষাণাঃ।
অশ্মব্রজাঃ সুদুঘা বব্রে অন্তরুদুস্রা আজন্নুষসো হুবানাঃ ॥ ১৩

তে মর্মৃজত দদৃবাংসো অদ্রিং তদেষমন্যে অভিতো বি বোচন্।
পশ্বয়ন্ত্রাসো অভি কারমর্চন্বিদন্ত জ্যোতিশ্চকৃপন্ত ধীভিঃ ॥ ১৪

তে গব্যতা মনসা দৃধ্রমুব্ধং গা যেমানং পরিষন্তমদ্রিম্।
দৃড়্হং নরো বচসা দৈব্যেন ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ১৫

তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্।
তজ্জানতীরভ্যনূষত ব্রা আবির্ভুবদরুণী র্যশসা গোঃ ॥ ১৬

নেশত্তমো দুধিতং রোচত দ্যৌরুদ্দেব্যা উষসো ভানুরর্ত ।
আ সূর্যো বৃহতস্তিষ্ঠদজ্রাঁ ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ॥ ১৭
আদিৎপশ্চা বুবুধানা ব্যখ্যন্নাদিদ্রত্নং ধারয়ন্ত দ্যুভক্তম্ ।
বিশ্বে বিশ্বাসু দুর্যাসু দেবা মিত্র ধিয়ে বরুণ সত্যমস্তু ॥ ১৮
অচ্ছা বোচেয় শুশুচানমগ্নিং হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠম্ ।
শুচ্যূধো অতৃণন্ন গবামন্ধো ন পূতং পরিষিক্তমংশোঃ ॥ ১৯
বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাং বিশ্বেষামতিথির্মানুষাণাম্ ।
অগ্নির্দেবানামব আবৃণানঃ সুমৃলীকো ভবতু জাতবেদাঃ ॥ ২০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! তুমি দ্যোতমান ও শীঘ্রগামী। স্পর্ধাবান দেবগণ তোমাকে সর্বদাই যুদ্ধে প্রেরণ করেন। অতএব যজমানগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে প্রেরণ করে। হে যজনীয় অগ্নি ! তুমি অমর দ্যুতিমান এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। মর্ত্যগণ যাগ করলে তাদের মধ্যে আগমনার্থে দেবগণ তোমাকে উৎপন্ন করেছেন। তুমি কর্মাভিজ্ঞ, তারা তোমাকে সমস্ত যজ্ঞে উপস্থিত থাকবার জন্য উৎপন্ন করেছেন। ২। হে অগ্নি ! তোমার ভ্রাতা বরুণ হব্যভাজন, যজ্ঞভোক্তা, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জলবান অদিতির পুত্র ও মানুষদের ধারক। সুবুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক সমাদৃত বরুণকে স্তোতৃগণের অভিমুখে আন। ৩। হে সখা দর্শনীয় অগ্নি ! গমনকুশল রথ যোজিত অশ্বদ্বয় যেমন শীঘ্রগামী চক্রকে লক্ষ্য দেশাভিমুখে নিয়ে যায়, সেরূপ তুমি তোমার সখা বরুণকে নিয়ে এস। হে অগ্নি ! তোমার সহায় বরুণের জন্য সুখকর হব্য লাভ করেছ। সর্বতঃ তেজঃশালী মরুৎগণের জন্যও লাভ করেছ। হে দীপ্তমান অগ্নি ! তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রের মঙ্গল কর। হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি আমাদেরও মঙ্গল কর। ৪। হে অগ্নি ! তুমি বিদ্বান, তুমি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, তুমি সর্বাপেক্ষা হবির্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান, তুমি আমাদের সর্বপ্রকার পাপ হতে বিশেষরূপে মুক্ত কর। ৫। হে অগ্নি ! তুমি আশ্রয়দানদ্বারা আমাদের প্রত্যাসন্ন হও। প্রাতঃকালে অন্ধকার নিবারিত হলে তুমি আমাদের নিকটস্থ হও। তুমি আমাদের জন্য বরুণকে অর্চিত কর। তুমি যজমানগণের অত্যন্ত ফলপ্রদ, তুমি এ সুখকর হব্য ভক্ষণ কর। আমরা তোমাকে উত্তমরূপে আহ্বান করছি, তুমি আমাদের নিকট এস। ৬। যেরূপ গাভীর তেজযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেরূপ পয়স্বিনী গাভী মানুষের ভজনীয় হয়, সেরূপ উত্তমরূপে ভজনীয় অগ্নি দেবতার প্রশংসনীয়, অনুগ্রাহ্য মানুষদের ভজনীয় ও স্পৃহণীয় হয়েছে। ৭। অগ্নিদেবতার তিন প্রসিদ্ধ, উত্তম ও সত্যভূত জন্ম (২) সকলের স্পৃহণীয় হয়েছে। অনন্ত আকাশ মধ্যে আপনার তেজদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকলের শোধক, দীপ্তিযুক্ত স্বামী অগ্নি যজ্ঞে আসুন। ৮। সে দূত, দেবগণের আহ্বানকারী, সুবর্ণময় রথোপেত, শিখারূপ রমণীয় জিহ্বাবিশিষ্ট, অগ্নি সমস্ত যজ্ঞগৃহ কামনা করেন। রোহিত তাঁর অশ্ব, তিনি রূপবান, কান্তিযুক্ত এবং অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ গৃহের ন্যায় রমণীয়। ৯। অগ্নি যজ্ঞে বিনিযুক্ত থাকেন, তিনি প্রবৃত্ত মানুষগণকে জানেন। অধ্বর্যুগণ স্তুতিরূপ মহতী রশনা দ্বারা তাঁকে প্রণয়ন করে। তিনি মানুষদের গৃহে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করে বাস করেন। তিনি ধনীর সঙ্গে একত্র বাস করেন। ১০। অগ্নির স্তোতাগণের ভজনীয় যে উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সর্বজ্ঞ অগ্নি, সে রত্নাভিমুখে আমাদের প্রেরণ করুন। সমস্ত অমর দেবগণ যজ্ঞের জন্য তাঁকে উৎপাদন করেছেন, দ্যুলোক তাঁর পালয়িত্রী ও জনয়িত্রী। সে সত্যভূত

অগ্নিকে সকলে সিঞ্চন করছে। ১১। তিনিই প্রথম; তিনি যজমান গৃহে ও মহান অন্তরীক্ষের মূল স্থানে উৎপন্ন হন। তিনি পাদরহিত; তিনি মস্তকবর্জিত; তিনি শরীরের অন্তর্ভাগ সকল গোপন করে জনবর্ষী মেঘের নীড়ে আপনাকে ধূমাকারে যোজিত করছেন। ১২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযুক্ত উদকের উৎপত্তি স্থানে মেঘের নীড়ে বর্তমান। তেজ তোমার নিকট সর্ব প্রথমে উপস্থিত হয়। যে অগ্নি স্পৃহণীয়, নিত্যতরুণ, কমনীয় ও দীপ্তিমান, সে অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে সপ্তহোতা স্তব করছেন। ১৩। এ লোকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞ করণার্থে অগ্নির অভিমুখে গমন ক'রছিলেন। তাঁরা উষা দেবীকে আহ্বান করে পর্বত-পরিবৃত অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত দোহবতী ধেনু সকলকে বার করে এনেছিলেন। ১৪। তাঁরা পর্বত বিদারণ সময়ে অগ্নির পরিচর্যা করেছিলেন। অন্য ঋষিগণ সর্বত্র তাঁদের সে কর্ম কীর্তন করেছিলেন। তাঁদের পশু নির্গমনার্থে উপায় ছিল। তারা অভিমত ফলপ্রদ অগ্নির স্তব করেছিলেন, পরে জ্যোতিলাভ করেছিলেন এবং বৃদ্ধিবলে যজ্ঞ করেছিলেন। ১৫। তাঁরা কর্মনেতা এবং অগ্নিকাম। তাঁরা মনে মনে গো লাভ ইচ্ছা করে দ্বার নিরোধক, দৃঢ়বন্ধ সুদৃঢ়, গাভীগণের অবরোধক এবং সর্বতোব্যাপ্ত গোপূর্ণ গোষ্ঠরূপ পর্বতকে অগ্নি বিষয়ক স্তুতিদ্বারা উদঘাটন করেছিলেন। ১৬। হে অগ্নি! তাঁরা প্রথমে ধেনুর নাম জানলেন। মাতার এক বিংশতি সংখ্যক উৎকৃষ্টরূপ জানলেন। অনন্তর যে উষা এ সকল অবগত ছিলেন, তাঁকে স্তব করলেন এবং অরুণবর্ণা উষা গোর মাহাত্ম্যের সাথে এলেন। ১৭। অন্ধকার প্রেরিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হল; অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হল। উষা দেবীর প্রভা উদ্গত হল। সূর্য মানুষের সৎ ও অসৎকর্ম অবলোকন করে অজর পর্বতের উপরে আরোহণ করলেন। ১৮। অনন্তর তাঁরা গো সমূহকে অবগত হয়ে পশ্চাৎভাগে তাদের দর্শন করলেন এবং দীপ্তিযুক্ত ধন ধারণ করলেন। এঁদের সমস্ত গৃহে বিশ্বদেবগণ এলেন। হে মিত্র! হে বরুণ! যে তোমাকে উপাসনা করে; তার সত্য ফল লাভ হোক। ১৯। অত্যন্ত দীপ্তিমান দেবগণের আহ্বাতা বিশ্বপোষক ও সর্বপেক্ষা যাগশীল, অগ্নির উদ্দেশে স্তব করি। যজমান গোসমূহের উধঃ হতে শুচি দুগ্ধ দোহন করেন নি। সোমলতা সম্বন্ধীয় শোধিত অন্ন গৃহে প্রক্ষেপ করেন নি। ২০। অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক হোন; সমস্ত মানুষের অতিথিস্বরূপ হোন। স্তোতৃগণের অন্নভোজী জাতবেদা অগ্নি স্তোতৃগণের সুখকর হোন।

টীকা ঃ ১। চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব, অথবা তদ্বংশীয়গণ। ২। অগ্নি, বায়ু, সূর্যাত্মক তিন জন্ম। সায়ণ।

২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা দেবো দেবেষ্বরতি র্নিধায়ি।
হোতা যজিষ্ঠো মহ্না শুচধ্যৈ হব্যৈরগ্নির্মনুষ ঈরয়ধ্যৈ ॥ ১
ইহ ত্বং সূনো সহসো নো অদ্য জাতো জাতাঁ উভয়াঁ অন্তরগ্নে।
দূত ঈয়সে যুযুজান ঋষ্ব ঋজুমুষ্কান্বৃষণঃ শুক্রাংশ্চ ॥ ২
অত্যা বৃধস্নূ রোহিতা ঘৃতস্নূ ঋতস্য মন্যে মনসা জবিষ্ঠা।
অন্তরীয়সে অরুষা যুজানো যুষ্মাংশ্চ দেবান্ বিশ আ চ মর্তান্ ॥ ৩
অর্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণু মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায় ॥ ৪

গোমাঁ অগ্নেঽবিমাঁ অশ্বী যজ্ঞো নৃবৎসখা সদমিদপ্রমৃষ্যঃ।
ইলাবাঁ এষো অসুর প্রজাবান্ দীর্ঘো রয়িঃ পৃথুবুধ্নঃ সভাবান্ ॥ ৫
যস্ত ইধ্মং জভরৎসিষ্বিদানো মূর্ধানং বা ততপতে ত্বায়া।
ভুবস্তস্য স্বতবাঁঃ পায়ুরগ্নে বিশ্বস্মাৎ সীমঘায়ত উরুষ্য ॥ ৬
যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং নিশিষন্মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।
আ দেবয়ুরিনধতে দুরোণে তস্মিন্রয়ির্ধ্রুবো অস্তু দাস্বান্ ॥ ৭
যস্ত্বা দোষা য উষসি প্রশংসাৎ প্রিয়ং বা ত্বা কৃণবতে হবিষ্মান্।
অশ্বো ন স্বে দম আ হেম্যাবান্তমংহসঃ পীপরো দাশ্বাংসম্ ॥ ৮
যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় দাশদ্দুবস্ত্বে কৃণবতে যতস্রুক্।
ন স রায়া শশমানো বিযোষন্নৈনমংহঃ পরি বরদঘায়োঃ ॥ ৯
যস্য ত্বমগ্নে অধ্বরং জুজোষো দেবো মর্তস্য সুধিতং ররাণঃ।
প্রীতেদসদ্ধোত্রা সা যবিষ্ঠাসাম যস্য বিধতো বৃধাসঃ ॥ ১০
চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্বি বিদ্বান্ পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চ মর্তান্।
রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য ॥ ১১
কবিং শশাসুঃ কবয়োঽদব্ধা নিধারয়ন্তো দুর্যাস্বায়োঃ।
অতস্ত্বং দৃশ্যাঁ অগ্ন এতান্ পড্ভিঃ পশ্যেরদ্ভুতাঁ অর্য এবৈঃ ॥ ১২
ত্বমগ্নে বাঘতে সুপ্রণীতিঃ সুতসোমায় বিধতে যবিষ্ঠ।
রত্নং ভর শশমানায় ঘৃষ্বে পৃথুশ্চন্দ্রমবসে চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ১৩
অধা হ যদ্বয়মগ্নে ত্বায়া পড্ভির্হস্তেভিশ্চকৃমা তনূভিঃ।
রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজো ঋতং যেমুঃ সুধ্য আশুষাণাঃ ॥ ১৪
অধা মাতুরুষসঃ সপ্ত বিপ্রা জায়েমহি প্রথমা বেধসো নৄন্।
দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসো ভবেমাদ্রিং রুজেম ধনিনং শুচন্তঃ ॥ ১৫
অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাশুষাণাঃ।
শুচীদয়ন্দীধিতিমুক্থশাসঃ ক্ষামা ভিন্দন্তো অরুণীরপ ব্রন্ ॥ ১৬
সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তোঽয়ো ন দেবা জনিমা ধমন্তঃ।
শুচন্তো অগ্নিং বধৃধন্ত ইন্দ্রমূর্বং গব্যং পরিষদন্তো অগ্মন্ ॥ ১৭
আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো অখ্যদ্দেবানাং যজ্জনিমান্ত্যুগ্র।
মর্তানাং চিদুর্বশীরকৃপ্রন্বৃধে চিদর্য উপরস্যায়োঃ ॥ ১৮
অকর্ম তে স্বপসো অভূম ঋতমবস্রন্নুষসো বিভাতীঃ।
অনূনমগ্নিং পুরুধা সুশ্চন্দ্রং দেবস্য মর্মৃজতশ্চারু চক্ষুঃ ॥ ১৯
এতা তে অগ্ন উচথানি বেধোঽবোচাম কবয়ে তা জুষস্ব।
উচ্ছোচস্ব কৃণুহি বস্যসো নো মহো রায়ঃ পুরুবার প্র যন্ধি ॥ ২০

অনুবাদ ঃ ১। যে অমর অগ্নি মর্ত্যগণ মধ্যে অমৃতবান বলে নীত হয়েছেন, যে দীপ্তিশীল অগ্নি দেবগণের মধ্যে শত্রুগণের পরাভবকারী, সে অগ্নি দেবগণের আহ্বাতা ও সর্বাপেক্ষা অধিক যজ্ঞকারী। তিনি নিজ মহিমায় প্রদীপ্ত হবার জন্য এবং হব্যদ্বারা যজমানকে স্বর্গে প্রেরণের জন্য উত্তর বেদিতে স্থাপিত হয়েছেন। ২। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি অদ্য আমাদের এ কর্মে সংস্কৃত হয়েছ। হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি ঋজু, মাংসল; দীপ্তিমান বলবান অশ্ব রথে যোজন করে দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে দূত হয়ে গমন করেছ। ৩। হে অগ্নি! তুমি সত্যভৃত, তোমার রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে স্তুতি করি। তারা মনের অপেক্ষা বেগবান এবং অন্ন ও জল ক্ষরণ করে। তুমি দীপ্তিমান অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করে দেবগণের

ও মানুষের মধ্যে প্রবেশ কর। ৪। হে অগ্নি! তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম এবং ধন উত্তম। তুমি এ মর্ত্যগণের মধ্যে যে যজমানের হব্য উত্তম, তার উদ্দেশে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্রবিষ্ণু, মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আন। ৫। হে অসুর অগ্নি! (১) আমার এ যজ্ঞ গোবিশিষ্ট, মেষবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট হোক। যে যজ্ঞে যজমানেরা অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিক বিশিষ্ট, সে যজ্ঞ সর্বদা অপ্রধৃষ্য হব্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হোক এবং অবিচ্ছিন্ন, ধনসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণ মূল বিশিষ্ট এবং সভাযুক্ত হোক। ৬। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার জন্য ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে ইন্ধনভার আহরণ করে, যে তোমাকে লাভ করবার ইচ্ছায় আপন মস্তক কাষ্ঠ ভার বয়ে উত্তপ্ত করে, তুমি তার ধনবিশিষ্ট রক্ষক হও। তুমি তাকে পালন কর। যে কেউ তার অনিষ্ট ইচ্ছা করে, তাদের সকলের হস্ত হতেই তাকে রক্ষা কর। ৭। হে অগ্নি! তুমি অন্ন ইচ্ছা করলে, যে তোমাকে দেবার জন্য ধারণ করে; যে তোমাকে হর্ষকর সোম প্রদান করে, যে অতিথি রূপে তোমাকে প্রণয়ন করে এবং যে ব্যক্তি দেবত্ব ইচ্ছা করে আপন গৃহে তোমাকে সমিদ্ধ করে, তার পুত্র নিশ্চল ও ঔদার্যবিশিষ্ট হোক। ৮। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ও যে ব্যক্তি ঊষাকালে তোমার স্তুতি করে, যে ব্যক্তি প্রিয় হব্যবিশিষ্ট হয়ে তোমাকে প্রীত করে, তুমি নিজগৃহে সুবর্ণনির্মিত সজ্জাবিশিষ্ট অশ্বের (২) ন্যায় বিচরণ করে সে যজমানকে পাপ হতে রক্ষা কর। ৯। হে অগ্নি! তুমি অমর, যে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্রুক সংযত করে তোমার পরিচর্যা করে, সে স্তোত্রকারী যেন ধনশূন্য না হয়; অনিষ্টেচ্ছু ব্যক্তির অনিষ্ট যেন তাকে পরিবৃত করতে না পারে। ১০। হে অগ্নি! তুমি আনন্দযুক্ত ও দীপ্তিমান; তুমি যে মানুষের সুসম্পাদিত, হিংসারহিত অন্ন ভক্ষণ কর, হে যুবতম! সে হোতা নিশ্চয়ই প্রীত হন। অগ্নির পরিচর্যাকারী যে যজমানের হোতাগণ যজ্ঞবর্ধক, আমরা তাঁরই। ১১। অশ্বপালক যেরূপ অশ্বগণের কান্ত এবং দুর্বহ পৃষ্ঠসমূহ পৃথক করতে পারে, বিদ্বান অগ্নি সেরূপ পাপ ও পুণ্যকে পৃথক করুন। যাতে আমাদের সুপুত্রবিশিষ্ট ধন হয় তা করুন। তুমি দিতি ও অদিতিকে ধন দান কর এবং রক্ষা কর। ১২। মানুষ গৃহে নিবাসকারী অতিরস্কৃত মেধাবীগণ মেধাবী অগ্নিকে হোতা হতে আদেশ করেছেন। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী, তুমি যজ্ঞস্বামী, অতএব তুমি দর্শনীয় অদ্ভুত দেবগণকে চঞ্চল তেজবলে অবলোকন কর। ১৩। হে যুবতম দীপ্তিমান অগ্নি! তুমি মানুষের অভিলাষ পূরক এবং প্রণয়নযোগ্য। যে যজমান সোম অভিষব করে, তোমার স্তুতি করে এবং তোমার পরিচর্যা করে, তার রক্ষার্থে প্রভূত আহ্লাদকর উত্তম ধনদান কর। ১৪। হে অগ্নি! যেহেতু আমরাও তোমার কামনায় হস্ত পদ ও শরীর দ্বারা কার্য করি, অতএব শিল্পীগণ যেরূপ রথ নির্মাণ করে (৩) সেরূপ যজ্ঞরত শোভনকর্মা লোকে বাহুদ্বারা কাষ্ঠ মন্থন করে তোমাকে উৎপন্ন করলেন। ১৫। আমরা সাতজন প্রথম মেধাবী মাতা ঊষা হতে বেধা অগ্নির নেতৃগণকে জন্ম দিয়েছি। আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা, আমরা দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে ধনবিশিষ্ট অদ্রিকে অর্থাৎ জলবিশিষ্ট মেঘকে ভেদ করব (৪)। ১৬। হে অগ্নি! আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিয়ত যজ্ঞ রত পিতৃপুরুষগণ বিশুদ্ধ তেজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা উকথ উচ্চারণ ও তমোবিনাশ করে অরুণবর্ণ গোসমূহকে অপাবৃত করেছিলেন। ১৭। যজ্ঞাদিকর্মরত দীপ্তিযুক্ত, দেবাভিলাষী স্তোতাগণ লৌহের ন্যায় আপনাদের জন্ম নির্মল করেছেন। তাঁরা অগ্নিকে দীপ্ত ও ইন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করে চারদিকে উপবেশন করে মহান গোসমূহকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৮। হে তেজস্বী অগ্নি! যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশুসমূহ থাকে, সেরূপ অঙ্গিরাগণ দেবগণকে গোসমূহ

সন্নিকটে আছে, তা বলে দিয়েছিলেন। মর্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হয়েছিলেন (৫), আর্য অপত্য বৃদ্ধি ও মানুষ পোষণে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯। হে অগ্নি! আমরা তোমার পরিচর্যা করেছি। তাতে আমরা শোভনকর্মা হয়েছি। তমোনিবারিকা উষা সকল তেজ ধারণ করছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ও বহুধা আহ্লাদকর অগ্নিকে ধারণ করছেন। তুমি দ্যোতমান, আমরা তোমার মনোহর তেজের পরিচর্যা করছি। ২০। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি মেধাবী, আমরা তোমার উদ্দেশে এ সকল উকথ উচ্চারণ করছি। তুমি এগুলি গ্রহণ কর, উদ্দীপ্ত হও; আমাদের বিশেষরূপে ধনবান কর। তুমি অনেকের বরণীয়, তুমি আমাদের অনেক ধন প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। চতুর্থ মণ্ডলের 'অসুর' শব্দ কেবল দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ২ সূক্তের ৫ ঋকে অগ্নি সম্বন্ধে এবং ৫৩ সূক্তের ১ ঋকে সবিতা সম্বন্ধে। ২। মূলে 'অশ্বঃ ন হেম্যাবান্' আছে 'সুবর্ণনির্মিতকক্ষ্যাবান্ অশ্বঃ' সায়ণ। 'A horse with golden caparisons.'—Wilson. ৩। এ স্থানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রথ নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। ৪। বামদেব ঋষি আর ছয় জন অঙ্গিরাগণের সাথে এ কথা বলছেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যপুত্র তাই এ দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। তার যে তেজ প্রথমে উদ্দীপিত হয়েছিল তাই আদিত্য হয়েছিল; পরে যা অঙ্গার হয়েছিল তা হতে অঙ্গিরাগণ হল। সায়ণ। এ ঋকেও অঙ্গিরা কর্তৃক অগ্নি পূজা প্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ৫। সায়ণ উর্বশী অর্থে প্রজা করছেন। এর পরের ঋকে উষাগণের কথা বলা হয়েছে; এ ঋকেও উর্বশী অর্থে উষা হওয়া সম্ভব। ১।২০।১ ঋকের টীকার শেষ অংশ দেখুন।

৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যয়জং রোদস্যোঃ।
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ॥ ১
অয়ং যোনিশ্চকৃমা যং বয়ং তে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।
অর্বাচীনঃ পরিবীতো নি ষীদেমা উ তে স্বপাক প্রতীচীঃ ॥ ২
আশৃণ্বতে অদৃপিতায় মন্ম নৃচক্ষসে সুমৃলীকায় বেধঃ।
দেবায় শস্তিমমৃতায় শংস গ্রাবেব সোতা মধুষুদ্যমীলে ॥ ৩
ত্বং চিন্নঃ শম্যা অগ্নে অস্যা ঋতস্য বোধ্যৃতচিৎস্বাধীঃ।
কদা ত উক্‌থা সধমাদ্যানি কদা ভবন্তি সখ্যা গৃহে তে ॥ ৪
কথা হ তদ্বরুণায় ত্বমগ্নে কথা দিবে গর্হসে কন্ন আগঃ।
কথা মিত্রায় মীড়্হুষে পৃথিব্যৈ ব্রবঃ কদর্যম্ণে কদ্ ভগায় ॥ ৫
কদ্ধিষ্ণ্যাসু বৃধসানো অগ্নে কদ্বাতায় প্রতবসে শুভংয়ে।
পরিজ্মনে নাসত্যায় ক্ষে ব্রবঃ কদগ্নে রুদ্রায় নৃঘ্নে ॥ ৬
কথা মহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে কদ্রুদায় সুমখায় হবির্দে।
কদ্বিষ্ণব উরুগায়ায় রেতো ব্রবঃ কদগ্নে শরবে বৃহত্যৈ ॥ ৭
কথা শর্ধায় মরুতামৃতায় কথা সূরে বৃহতে পৃচ্ছ্যমানঃ।
প্রতি ব্রবোঽদিতয়ে তুরায় সাধা দিবো জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ॥ ৮
ঋতেন ঋতং নিয়তমীল আ গোরামা সচা মধুমৎ পক্বমগ্নে।
কৃষ্ণা সতী রুশতী ধাসিনৈষা জামর্যেণ পয়সা পীপায় ॥ ৯
ঋতেন হি ষ্মা বৃষভশ্চিদক্তঃ পুমাঁ অগ্নিঃ পয়সা পৃষ্ঠ্যেন।
অস্পন্দমানো অচরদ্বয়োধা বৃষা শুক্রং দুদুহে পৃশ্নিরূধঃ ॥ ১০

ঋতেনাদ্রিং ব্যসন্‌ ভিদন্তঃ সমঙ্গিরসো নবন্ত গোভিঃ।
শুনং নরঃ পরি ষদন্নুষাসমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ ॥ ১১
ঋতেন দেবীরমৃতা অমৃক্তা অর্ণোভিরাপো মধুমদ্ভিরগ্নে।
বাজী ন সর্গেষু প্রস্তুভানঃ প্র সদমিৎ স্রবিতবে দধন্যুঃ ॥ ১২
মা কস্য যক্ষং সদমিদ্ধুরো গা মা বেশস্য প্রমিনতো মাপেঃ।
মা ভ্রাতুরগ্নে অনৃজোর্ঋণং বের্মা সখ্যুর্দক্ষং রিপোর্ভুজেম ॥ ১৩
রক্ষা ণো অগ্নে তব রক্ষণেভী রারক্ষাণঃ সুমখ প্রীণানঃ।
প্রতি ষ্ফুর বি রুজ বীড্বংহো জহি রক্ষো মহি চিদ্বাবৃধানম্‌ ॥ ১৪
এভি র্ভব সুমনা অগ্নে অর্কৈরিমান্ত্‌ স্পৃশ মন্মভিঃ শূর বাজান্‌।
উত ব্রহ্মাণ্যঙ্গিরো জুষস্ব সন্তে শস্তি র্দেববাতা জরেত ॥ ১৫
এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।
নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভি র্বিপ্র উকথৈঃ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। ঋত্বিকগণ! যজ্ঞের অধিপতি, দেবগণের আহ্বাতা দ্যাবাপৃথিবী অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমরা রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্বেই সেবা কর (১)। ২। হে অগ্নি! পতিকামা সুবস্ত্রাচ্ছাদিতা জায়া যেমন পতির জন্য স্থান প্রস্তুত করে, সেরূপ আমরা এই যে উত্তর বেদিরূপ স্থান করছি, এ তোমার স্থান। হে সুকর্মা অগ্নি! তুমি তেজদ্বারা পরিবৃত হয়ে আমাদের অভিমুখে উপবেশন কর, এ সকল স্তুতি তোমার অভিমুখে উপবেশন করুক। ৩। হে স্তোতা! স্তোত্রশ্রবণপরায়ণ, অপ্রমত্ত, মানুষদের দ্রষ্টা, সুখকর ও অমর অগ্নি দেবের উদ্দেশে স্তোত্র ও শাস্ত্র পাঠ কর। প্রস্তরের ন্যায় সোমাভিষবকারী যজমান অগ্নিকে স্তব করছে। ৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের এই কর্মের দেবতা হও। হে সত্যজ্ঞ অগ্নি! তুমি সুকর্মা, আমাদের স্তোত্র অবগত হও। তোমার উন্মাদকর স্তোত্র সকল কখন উচ্চারিত হবে? তোমার সঙ্গে আমাদের গৃহে কখন সখ্য জন্মাবে? ৫। হে অগ্নি! তুমি আমাদের পাপের জন্য কেন বরুণের নিকট নিন্দা করেছ? সূর্যের নিকটই বা কেন নিন্দা করেছ? আমাদের কি অপরাধ আছে? অভীষ্ট-বর্ষী মিত্র ও পৃথিবীকে কেন বলেছ? অর্যমাকে কেন বলেছ? ভগকে কেন বলেছ? ৬। যখন যজ্ঞে বর্ধমান হও, তখন কেন সে কথা বল? প্রকৃষ্ট বল-যুক্ত, শুভপ্রদ, সর্বত্রগামী, সত্যের নেতা, বায়ুকে কেন বল? পৃথিবীকে কেন বল? মানুষের বিনাশক রুদ্রকে (২) কেন বল? ৭। মহান পুষ্টিপ্রদ পূষাকে কেন বল? যজ্ঞভাজন হবিঃপ্রদ রুদ্রকে কেন বল? বহুস্তুতিভাজন বিষ্ণুকে পাপের কথা কেন বল? বৃহৎ শরুকে (৩) কেন সে কথা বল? ৮। হে অগ্নি! সত্যভৃত মরুৎগণকে কেন সে কথা বল? জিজ্ঞাসা করলে মহান সূর্যকে কেন সে কথা বল? অদিতিকে ও ত্বরিত গমন বায়ুকে কেন বল? হে সর্বজ্ঞ জাত-বেদা! তুমি দ্যুলোকের কার্য সাধন কর। ৯। হে অগ্নি! আমি যজ্ঞের সাথে নিত্য সম্বন্ধ দুগ্ধ গাভীর নিকট যাচঞা করি। তিনি অপক্ক হলেও মধুর পক্ক দুগ্ধ ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হলেও শুভ্র পুষ্টিকর প্রাণধারক দুগ্ধ দ্বারা মানুষগণকে পোষণ করেন। ১০। অভীষ্টবর্ষী পূমান অগ্নি, সত্যভৃত পুষ্টিকর দুগ্ধদ্বারা সিক্ত হচ্ছেন। অন্নদ অগ্নি একত্র অবস্থিত হয়ে সর্বত্র গমন করছেন, জলবর্ষক পৃশ্নি ঊধ হতে দুগ্ধ দোহন করছেন। ১১। অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা গোনিরোধক পর্বতকে বিদীর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করেছিলেন ও গোসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কর্মনেতৃগণ সুখে ঊষাকে প্রাপ্ত হলেন। পরে অগ্নি

সঞ্জাত হলে সূর্য আবির্ভূত হলেন। ১২। হে অগ্নি! মরণরহিতা; বিঘ্ন-শূন্যা মধুরজলযুক্তা নদী দেবীগণ যজ্ঞদ্বারা প্রেরিত হয়ে গমনার্থে প্রোৎসাহিত অশ্বের ন্যায় সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছেন। ১৩। হে অগ্নি, যে কেউ আমাদের হিংসা করে, তার যজ্ঞে কখন যেও না, কোন দুষ্টবুদ্ধি প্রতিবাসীর যজ্ঞে যেও না, অন্য বন্ধুর যজ্ঞে যেও না। তুমি কুটিলচিত্ত ভ্রাতার ঋণ গ্রহণ করো না। আমরা বন্ধুর শত্রুদত্ত ধন ভোগ করব না। ১৪। হে সুযজ্ঞ অগ্নি! তুমি আমাদের রক্ষাকারী। তুমি হব্যদ্বারা প্রীত হয়ে আশ্রয় দানদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। তুমি আমাদের প্রদীপ্ত কর। আমাদের দৃঢ় পাপ বিনাশ কর, মহান ও বর্ধমান রাক্ষসকে বিনাশ কর। ১৫। হে অগ্নি! আমার এ অর্চন মন্ত্রে তোমার মন প্রীত হোক, হে শূর! স্তোত্রের সাথে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। হে অঙ্গিরা অগ্নি! মন্ত্র গ্রহণ কর; দেবগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতি তোমাকে বর্ধিত করুক। ১৬। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি বিদ্বান ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বক্তব্য ও কবিগ্রথিত এ সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শাস্ত্রের সাথে উচ্চারণ করি।

টীকাঃ ১। রুদ্র শব্দের আদি অর্থ বজ্র। ১।৪৩।১ ঋকের টীকা দেখুন। ২। বজ্ররূপ রুদ্রের এক উপযুক্ত বিশেষণ। ৩। শরু অর্থে সায়ণ সম্বৎসর অথবা নির্ঋতি করেছেন।

৪ সূক্ত ॥ রক্ষোবিনাশক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিং ন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।
তৃষ্বীমনু প্রসিতিং দ্রূণানোঽস্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ ॥ ১
তব ভ্রমাস আশুয়া পতন্ত্যনু স্পৃশ ধৃষতা শোশুচানঃ।
তপূংষ্যগ্নে জুহ্বা পতঙ্গানসন্দিতো বি সৃজ বিষ্বগুল্কাঃ ॥ ২
প্রতি স্পশো বি সৃজ তূর্ণিতমো ভবা পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।
যো নো দূরে অঘশংসো যো অন্ত্যগ্নে মাকিষ্টে ব্যথিরা দধর্ষীৎ ॥ ৩
উদগ্নে তিষ্ঠ প্রত্যা তনুষ্ব ন্যমিত্রাঁ ওষতাত্তিগ্মহেতে।
যো নো অরাতিং সমিধান চক্রে নীচা তং ধক্ষ্যতসং ন শুষ্কম্ ॥ ৪
ঊর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে।
অব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাং জামিমজামিং প্র মৃণীহি শত্রূন্ ॥ ৫
স তে জানাতি সুমতিং যবিষ্ঠ য ঈবতে ব্রহ্মণে গাতুমৈরৎ।
বিশ্বান্যস্মৈ সুদিনানি রায়ো দ্যুম্নান্যর্যো বি দুরো অভি দ্যৌৎ ॥ ৬
সেদগ্নে অস্তু সুভগঃ সুদানুর্যস্ত্বা নিত্যেন হবিষা য উক্থৈঃ
পিপ্রীষতি স্ব আয়ুষি দুরোণে বিশ্বেদস্মৈ সুদিনা সাসদিষ্টিঃ ॥ ৭
অর্চামি তে সুমতিং ঘোষ্যর্বাক্সং তে বাবাতা জরতামিয়ং গীঃ।
স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জয়েমাস্মে ক্ষত্রাণি ধারয়েরনু দ্যূন ॥ ৮
ইহ ত্বা ভূর্যা চরেদুপ ত্মন্দোষাবস্ত দীদিবাংসমনু দ্যূন্।
ক্রীলন্তস্ত্বা সুমনসঃ সপেমাভি দ্যুম্না তস্থিবাংসো জনানাম্ ॥ ৯
যস্ত্বা স্বশ্বঃ সুহিরণ্যো অগ্ন উপযাতি বসুমতা রথেন।
তস্য ত্রাতা ভবসি তস্য সখা যস্ত আতিথ্যমানুষগ্জুজোষৎ ॥ ১০
মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্তন্মা পিতুর্গোতমাদন্বিয়ায়।
ত্বং নো অস্য বচসশ্চিকিদ্ধি হোত যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ ॥ ১১

অস্বপ্নজস্তরণয়ঃ সুশেবা অতন্দ্রাসোঽবৃকা অশ্রমিষ্ঠাঃ।
তে পায়বঃ সধ্র্যঞ্চো নিষদ্যাগ্নে তব নঃ পান্ত্বমূর ॥ ১২
যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্।
ররক্ষ তান্ত্সুকৃতো বিশ্ববেদা দিপ্সন্ত ইদ্রিপবো নাহ দেভুঃ ॥ ১৩
ত্বয়া বয়ং সধন্যস্ত্বোতাস্তব প্রণীত্যশ্যাম বাজান্।
উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেঽনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্রয়াণ ॥ ১৪
অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম প্রতিস্তোমং শস্যমান গৃভায়।
দহাশসো রক্ষসঃ পাহ্যস্মান্ দ্রুহো নিদো মিত্রমহো অবদ্যাৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! ব্যাধের বিস্তীর্ণ জালের ন্যায় তোমার তেজসমূহ প্রকাশ কর। রাজা যেরূপ অমাত্যের সঙ্গে হস্তীর উপর গমন করেন (১), সেরূপ তুমি ভয়শূন্য তেজ সমূহের সহিত গমন কর। তুমি ক্ষিপ্রগামী সেনার অনুগমন করে সৈন্য বিনাশ করার পর শত্রুদের বিনাশ কর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা রাক্ষসগণকে ভেদ কর। ২। হে অগ্নি ! তোমার ভ্রমণকারী শীঘ্রগামী রশ্মিসকল প্রসৃত হচ্ছে। তুমি দীপ্তিমান তুমি অভিভবকারী তেজরাশিদ্বারা শত্রুদের দগ্ধ কর। শত্রুরা তোমাকে নিরোধ করতে পারে না, তুমি জুহূদ্বারা তাপপ্রদ তেজ বিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কা বিকীর্ণ কর। ৩। হে অগ্নি ! তুমি অতিশয় ত্বরাবান, তুমি রশ্মিসমূহকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। কেউ তোমাকে হিংসা করতে পারে না। যে সকল লোক দূর হতে আমাদের অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করে অথবা যারা নিকটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করে তুমি তাদের নিকট হতে এ সকল প্রজাকে রক্ষা কর। আমরা তোমারি, কোন শত্রু যেন আমাদের পরিভব করতে না পারে। ৪। হে তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি ! প্রস্তুত হও, শিখা বিস্তার কর, শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ কর। হে সমিদ্ধ অগ্নি ! যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে তাদের শুষ্ক কাঠখণ্ডের ন্যায় দগ্ধ কর। ৫। হে অগ্নি ! তুমি প্রস্তুত হও. আমাদের অপেক্ষা বলবান শত্রুকে প্রত্যেককে দূর করে দাও, তোমার দৈব তেজ আবিষ্কার কর, যাতুজুনদের দৃঢ় ধনু জ্যাশূন্য কর এবং পূর্বে পরাজিত ও অপরাজিত শত্রুগণকে বিনাশ কর। ৬। হে যুবতম অগ্নি ! তোমার আগমন শুভকর এবং তুমি প্রধান। যে তোমাকে স্তুতি করে, সে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। তুমি যজ্ঞস্বামী, তুমি তার জন্য সমস্ত সুদিন, সমস্ত ধন, সমস্ত রত্নাদি দান কর এবং তার গৃহের অভিমুখে দ্যোতিত হও। ৭। যে ব্যক্তি নিত্য সংকল্পিত হব্যদ্বারা অথবা উকথ মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রীত করতে ইচ্ছা করে সে সৌভাগ্যবান ও সুদাতা হোক। আপনার কষ্ট লভ্য আয়ু প্রাপ্ত হোক। সমস্ত সুদিন তার জন্য হোক। সে যজ্ঞ ফলসাধনসমর্থ হোক। ৮। হে অগ্নি ! তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধির পূজা করি। তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্য প্রতিধ্বনিত হয়ে তোমার স্তুতি করুক। আমরা উত্তম রথ ও উত্তম অশ্ববিশিষ্ট হয়ে তোমার পরিচর্যা করব। তুমি প্রত্যহ আমাদেয় ধন ধারণ করবে। ৯। হে অগ্নি ! তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হচ্ছ। এখানে লোকে প্রত্যহ আপনি তোমার সমীপে তোমার প্রচুর পরিচর্যা করছে। আমরাও শত্রুগণের ধন আত্মসাৎ করে। প্রসন্নমনে তোমার পরিচর্যা করছি। ১০। হে অগ্নি ! সুন্দর অশ্ব ও হিরণ্য বিশিষ্ট, যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ রথের সাথে তোমার সমীপে গমন করে, তুমি তার রক্ষক হও ! যে ব্যক্তি তোমাকে যথাক্রমে অতিথি যোগ্য পূজা প্রদান করে, তুমি তার সখা হও। ১১। হে হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান অগ্নি ! স্তোত্রদ্বারা যে বন্ধুতা উৎপন্ন হয়েছে তা দিয়ে আমি মহান শত্রুদের ভঙ্গ করি। এ সকল বাক্য পিতা গোতমের নিকট

আমাদের এ বাক্য অবগত হও।
হতে আমার নিকট এসেছে। তুমি শত্রুবিনাশক, সর্বদা গমনস্বভাব,
১২। হে সর্বজ্ঞ অগ্নি! তোমার রশ্মি সকল সর্বদা জাগরূক, তারা এ স্থানে
সুখান্বিত, অনলস, শুভকর, অশ্রান্ত, পরস্পর সঙ্গত ও রক্ষণক্ষম। তোমার যে রক্ষণক্ষম
উপবিষ্ট হয়ে আমাদের রক্ষা করুক। ১৩। হে অগ্নি! শাপ হতে রক্ষা
রশ্মি সকল কৃপা করে মমতার পুত্র চক্ষুহীন দীর্ঘতমাকে বিশেষরূপে পালন
করেছিল, তুমি সর্বপ্রজ্ঞাবান, তুমি সে উত্তম হিতকর রশ্মি সকলকে বিনাশ করতে পারে নি।
করছ। তার শত্রুরা তাকে বিনাশ করতে ইচ্ছা করেও সমান ধনবিশিষ্ট
১৪। হে অগ্নি! তুমি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে হে সত্য
ও তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে তোমার অনুজ্ঞায় অন্ন লাভ করি। সমস্ত কার্য কর।
বিস্তারক পাপ নাশক! উভয়বিধ শত্রুকে বিনাশ কর, যথাক্রমে তুমি আমাদের
১৫। হে অগ্নি! এ প্রদীপ্ত স্তুতি দ্বারা তোমার পরিচর্যা করি। হে
কথা মান, এ স্তোত্র গ্রহণ কর, স্তুতিবিহীন রাক্ষসদের ভস্মসাৎ কর।
মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! শত্রু ও নিন্দকদের পরীবাদ হতে আমাদের রক্ষা কর (২)।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে গজস্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ পাওয়া গেল। ২। স্তুতিশূন্য নিন্দক রাক্ষসগণ কি অনার্য যজ্ঞ বিরোধী বর্বর জাতি নয়?

৫ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর নামক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৈশ্বানরায় মীড়্হুষে সজোষাঃ কথা দাশেমাগ্নয়ে বৃহদ্ভাঃ।
অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ স্তভায়দুপমিন্ন রোধঃ ॥ ১
মা নিন্দত য ইমাং মহ্যং রাতিং দেবো দদৌ মর্ত্যায় স্বধাবান্।
পাকায় গৃৎসো অমৃতো বিচেতা বৈশ্বানরো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥ ২
সাম দ্বিবর্হা মহি তিগ্মভৃষ্টিঃ সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান।
পদং ন গোরপগূড়্হং বিবিদ্বানগ্নির্মহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাম্ ॥ ৩
প্র তাঁ অগ্নি র্বভসত্তিগ্মজম্ভস্তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ সুরাধাঃ।
প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি ॥ ৪
অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যন্তঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজনতা গভীরম্ ॥ ৫
ইদং মে অগ্নে কিয়তে পাবকামিনতে গুরুং ভারং ন মন্ত্র।
বৃহদ্দধাথ ধৃষতা গভীরং যহ্বং পৃষ্ঠং প্রয়সা সপ্তধাতু ॥ ৬
তমিন্নেন্বেব সমনা সমানমভি ক্রত্বা পুনতী ধীতিরশ্যাঃ।
সসস্য চর্মন্নধি চারু পৃশ্নেরগ্রে রূপ আরুপিতং জবারু ॥ ৭
প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতমুপ নিণিগ্বদন্তি।
যদুস্রিয়াণামপ বারিব ব্রন্ পাতি প্রিয়ং রূপো অগ্রং পদং বেঃ ॥ ৮
ইদমু ত্যন্মহি মহামনীকং যদুস্রিয়া সচত পূর্ব্যং গোঃ।
ঋতস্য পদে অধি দীদ্যানং গুহা রঘুষ্যদ্রঘুয়দ্বিবেদ ॥ ৯
অধ দ্যুতানঃ পিত্রোঃ সচাসামনুত গুহ্যং চারু পৃশ্নেঃ।
মাতুষ্পদে পরমে অন্তি যদ্গোর্বৃষ্ণঃ শোচিষঃ প্রযতস্য জিহ্বা ॥ ১০
ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্।
ত্বমস্য ক্ষয়সি যদ্ধ বিশ্বং দিবি যদু দ্রবিণং যৎ পৃথিব্যাম্ ॥ ১১
কিং নো অস্য দ্রবিণং কদ্ধ রত্নং বি নো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্বান্।
গুহাধ্বনঃ পরমং যন্নো অস্য রেকু পদং ন নিদানা অগন্ম ॥ ১২

কা মর্যাদা বয়ুনা কদ্ধ বামমচ্ছা গমেম রঘবো ন বাজম্ ।
কদা নো দেবীরমৃতস্য পত্নীঃ সূরো বর্ণেন ততনন্নুষাসঃ ॥ ১৩
অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন প্রতীত্যেন কৃধুনাতৃপাসঃ ।
অধা তে অগ্নে কিমিহা বদন্ত্যনায়ুধাস আসতা সচন্তাম্ ॥ ১৪
অস্য শ্রিয়ে সমিধানস্য বৃষ্ণো বসোরনীকং দম আ রুরোচ ।
রুশদ্বসানঃ সুদৃশীকরূপঃ ক্ষিতির্ন রায়া পুরুবারো অদ্যোৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমরা কি প্রকারে সমান প্রীতযুক্ত হয়ে বৈশ্বানর নামক অভীষ্ট-বর্ষী, মহান দীপ্তিমান অগ্নিকে হব্য প্রদান করব ? স্তম্ভ যেরূপ ছাদকে ধারণ করে, সেরূপ তিনি সম্পূর্ণ এবং বৃহৎ শরীর দ্বারা দ্যুলোক ধারণ করেন। ২। যে অগ্নিদেব হব্যযুক্ত হয়ে পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্যকে এ ধন দান করেছেন, তাঁকে নিন্দা কোরো না। তিনি মেধাবী, অমর ও প্রজ্ঞাবান, তিনি বৈশ্বানর, নেতৃশ্রেষ্ঠ এবং মহান। ৩। মধ্যম ও উত্তম স্থান পরিব্যাপী, তীক্ষ্ম তেজর্বিশিষ্ট প্রভূত সার-বান, অভীষ্টবর্ষী, ধনবান অগ্নি গাভীর পদ চিহ্নের ন্যায় অত্যন্ত গূঢ়। তিনি জ্ঞাতব্য, মহৎ স্তোত্র বিশেষরূপে অবগত হয়ে আমাদের বলুন। ৪। বিদ্বান মিত্র ও বরুণের প্রিয় এবং ধ্রুব কর্মে যারা বাধা দেয়, সুন্দর ধনবিশিষ্ট ও তীক্ষ্মদন্ত অগ্নি অত্যন্ত সন্তাপকর তেজদ্বারা তাদের দগ্ধ করুন। ৫। ভ্রাতৃরহিতা বিপথ-গামিনী যোষিতের ন্যায়, পতিবিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্যার ন্যায়, পাপী অনৃত অসত্য লোকে এ গভীর পদ উৎপাদন করেছে (১)। ৬। হে পাবক অগ্নি ! আমি তোমার কর্ম পরিত্যাগ করি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গুরু ভারের ন্যায় তুমি আমাকে প্রভূত ধন দান কর। সে ধন শত্রুধর্ষক, অন্নযুক্ত, অন্যের অনবগাহনীয়, মহৎ, স্পর্শনযোগ্য এবং সপ্তপ্রকার (২)। ৭। এ সুযোগ্য এবং শোধয়িত্রী স্তুতি, উপযুক্ত পূজাবিধির সাথে সকলের প্রতি সমান সে বৈশ্বানরের নিকট শীঘ্র গমন করুক। সে বৈশ্বানরের আরোহণকারী দীপ্ত মণ্ডল, অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবীর নিকট হতে অচল দ্যুলোকের উপরে বিচরণ করবার জন্য পূর্বদিকে আরোপিত হয়েছে। ৮। লোকে বলে যে দোগ্ধাগণ জলের ন্যায় যে দুগ্ধ দোহন করে, সে দুগ্ধ বৈশ্বানর গুহাতে লুকিয়ে রাখেন এবং তিনি বিস্তীর্ণা পৃথিবীর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থান রক্ষা করেন। আমার এ বাক্যের পর আর কি বক্তব্য থাকতে পারে ? ৯। ক্ষীরপ্রসবিনী গাভী অগ্নিহোত্রাদি কর্মে যাঁকে সেবা করে, যিনি অন্তরীক্ষে অত্যন্ত দীপ্তি পান, যিনি গুহাতে নিহিত এবং যিনি শীঘ্র স্যন্দমান ও শীঘ্র গমনকারী, আমি সে পূজ্য মহান দেবসমূহকে জানতে পেরেছি (৩)। ১০। অনন্তর পিতা মাতাস্বরূপ দ্যাবা-পৃথিবী মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দীপ্তিমান বৈশ্বানর গাভীর উধোদেশে নিগূঢ় রমণীয় দুগ্ধ মুখের দ্বারা পান করবার জন্য প্রবোধিত হন। অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত এবং প্রযত্ত বৈশ্বানরের জিহ্বা মাতা গাভীর উধপ্রদেশরূপ উৎকৃষ্ট স্থান সমীপে বিদ্যমান আছে। ১১। আমি নমস্কার পূর্বক জিজ্ঞাসিত হয়ে সত্য বলছি। হে জাতবেদা ! তোমাকে স্তুতি করে যদি এ ধনলাভ করি তুমি এর স্বামী। তুমি সমস্ত ধনের স্বামী, পৃথি-বীতে যে ধন আছে এবং দ্যুলোকে যে ধন আছে তুমি সে সমুদয়ের স্বামী। ১২। এ ধরনের সাধনভূত ধন কি ? এর হিতকর ধন কি ? হে জাতবেদা ! তুমি অভিজ্ঞ, তুমি আমাদের বল। তুমি আমাদের এ ধন প্রাপ্তিমার্গের গূঢ় এবং উৎকৃষ্ট উপায় বল। আমরা যেন নিন্দকীয় হয়ে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হই। ১৩। পূর্ব প্রভৃতির সীমা কি ? পদার্থজ্ঞান কি ? অভিলষণীয় পদার্থ সমূহ বা কি ? শীঘ্রগামী অশ্ব যেরূপ সংগ্রামাভিমুখে

গমন করে, সেরূপ আমরা এ সকল অভিগত হব। দ্যুতিমতী, মরণরহিত আদিত্যের পত্নী, প্রসবিত্রী ঊষা, কোন সময়ে আমাদের জন্য প্রকাশিত হয়ে ব্যাপ্ত হবেন। ১৪। হে অগ্নি! লোকে অন্নরহিত উকথমন্ত্রে এবং আরোপণীয় অল্পাক্ষর বাক্যে তৃপ্ত না হয়ে এখানে তোমাকে কি বলছে (৪)? হবি প্রভৃতি সাধন রহিত ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রাপ্ত হোক। ১৫। সমিদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী এবং নিবাসপ্রদ অগ্নির তেজ সমূহ মঙ্গলের জন্য যজ্ঞগৃহে দীপ্তি পাচ্ছে। তিনি দীপ্ত তেজকে পরিধান করেন; অতএব তাঁর রূপ দর্শনীয়, তিনি অনেক যজমান কর্তৃক স্তুত হয়ে বনদ্বারা রাজার ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছেন।

টীকা: ১। এ ঋকে ভ্রাতৃরহিতা ও পতিবিদ্বেষিণী নারীর বিপথ গমনের উল্লেখ আছে। 'গভীর পদ' কি? সায়ণ বলেন নরক স্থান। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বর্গ ও পরকালের সুখের কথা আছে, নরকের কোন উল্লেখ নাই। ২। মূলে সপ্ত ধাতু আছে। সাত প্রকার গ্রাম্য পশু ও সাত প্রকার অরণ্যের পশু। সায়ণ। 'Consisting of seven elements'-wilson. ৩। অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলরূপ বৈশ্বানর। সায়ণ। ৪। অর্থাৎ হবির্বিহীন বাক্যদ্বারা কিছু লাভ করতে পারা যায় না। সায়ণ।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঊর্ধ্ব উ ষু ণো অধ্বরস্য হোতরগ্নে তিষ্ঠ দেবতাতা যজীয়ান্।
ত্বং হি বিশ্বমভ্যসি মন্ম প্র বেধসশ্চিত্তিরসি মনীষাম্ ॥ ১
অমূরো হোতা ন্যসাদি বিক্ষ্বগ্নির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ।
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমং স্তভায়দুপ দ্যাম্ ॥ ২
যতা সুজূর্ণী রাতিনী ঘৃতাচী প্রদক্ষিণিদ্দেবতাতিমুরাণঃ।
উদু স্বরুর্নবজা নাক্রঃ পশ্বো অনক্তি সুধিতঃ সুমেকঃ ॥ ৩
স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্না ঊর্ধ্বো অধ্বর্যুর্জুজুষানো অস্থাৎ।
পর্যগ্নিঃ পশুপা ন হোতা ত্রিবিষ্ট্যেতি প্রদিব উরাণঃ ॥ ৪
পরি ত্মনা মিতদ্রুরেতি হোতাগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা।
দ্রবন্ত্যস্য বাজিনো ন শোকা ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা যদভ্রাট্ ॥ ৫
ভদ্রা তে অগ্নে স্বনীক সংদৃগ্ঘোরস্য সতো বিষুণস্য চারুঃ।
ন যত্তে শোচিস্তমসা বরন্ত ন ধ্বস্মানস্তন্বীরেপ আ ধুঃ ॥ ৬
ন যস্য সাতুর্জনিতোরবারি ন মাতরাপিতরা নূ চিদিষ্টৌ।
অধা মিত্রো ন সুধিতঃ পাবকোগ্নি দীদায় মানুষীষু বিক্ষু ॥ ৭
দ্বির্যং পঞ্চ জীজনন্ত্সংবসানাঃ স্বসারো অগ্নিং মানুষীষু বিক্ষু।
উষর্বুধমথর্যোন দন্তং শুক্রং স্বাসং পরশুং ন তিগ্মম্ ॥ ৮
তব ত্যে অগ্নে হরিতো ঘৃতস্না রোহিতাস ঋজ্বঞ্চঃ স্বঞ্চঃ।
অরুষাসো বৃষণ ঋজুমুষ্কা আ দেবতাতিমহ্বন্ত দস্মাঃ ॥ ৯
যে হ ত্যে তে সহমানা অযাসস্ত্বেষাসো অগ্নে অর্চয়শ্চরন্তি।
শ্যেনাসো ন দুবসনাসো অর্থং তুবিষ্বণসো মারুতং ন শর্ধঃ ॥ ১০
অকারি ব্রহ্ম সমিধান তুভ্যং শংসাত্যুক্থং যজতে ব্যূ ধাঃ।
হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদু র্নমস্যন্ত উশিজং শংসমায়োঃ ॥ ১১

অনুবাদ: ১! হে যজ্ঞের হোতা অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে আমাদের

ঊর্ধ্বে অবস্থান কর। তুমি শত্রুগণের ধন জয় কর, তুমি স্তোতার স্তুতি প্রবর্ধিত কর। ২। বিজ্ঞ, হোতা, হর্ষয়িতা, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি, যজ্ঞে প্রজাগণের মধ্যে স্থাপিত হয়েছেন। অনন্তর তিনি ঊর্ধ্বে দীপ্তি আশ্রয় করেন এবং স্তম্ভের ন্যায় দ্যুলোকের উপরে ধূম ধারণ করেন। ৩। সংযত ও পুরাতন জুহূ ঘৃতে পূর্ণ হচ্ছে। যজ্ঞ বিস্তারকারী অধ্বর্যু প্রদক্ষিণ করছেন। নবজাত যূপ উন্নত হচ্ছেন, আক্রমণকারী সুদীপ্ত কুঠার পশুর নিকট গমন করছে। ৪। কুশ বিস্তৃত হলে এবং অগ্নি সমিদ্ধ হলে অধ্বর্যু দেবগণকে প্রীত করবার জন্য উত্থিত হন! হোতা পুরাতন অগ্নি অল্প হব্যকে বহু করে পশুপালকের ন্যায় পশুর চতুর্দিকে তিনবার গমন করেন। ৫। হোতা, হর্ষদাতা, মিষ্টভাষী এবং যজ্ঞবান অগ্নি পরিমিত গতি হয়ে পশুর চারদিকে গমন করেন, অগ্নির দীপ্তিসমূহ অশ্বের ন্যায় চারদিকে ধাবিত হয়, অগ্নি যখন প্রদীপ্ত হন, তখন সমস্ত ভূতজাত ভীত হয়। ৬। হে সুন্দর শিখাবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি ভীতিজনক এবং সর্বব্যাপ্ত। তোমার মনোহর এবং কল্যাণী মূর্তি সম্যকরূপে দৃষ্ট হয়। রাত্রি অন্ধকারের দ্বারা তোমার দীপ্তি নিবারণ করতে পারে না এবং ধ্বংসকগণ তোমার শরীরে পাপ জন্মাতে পারে না। ৭। যে জনয়িতা বৈশ্বানরের দান কেউ নিবারণ করতে পারে না এবং মাতাপিতা দ্যাবাপৃথিবী যাকে প্রেরণ করতে শীঘ্র সক্ষম হন না, সে সুতৃপ্ত এবং পাবক অগ্নি মনুষ্য লোকের মধ্যে সখার ন্যায় দীপ্তি পান। ৮। মনুষ্য লোকদের মধ্যে দশটি ভগিনী অর্থাৎ অঙ্গুলি নারীদের ন্যায় অগ্নিকে উৎপাদন করেছে। সে অগ্নি ঊষাকালে বুধ্যমান, হব্যভোজী দীপ্তিমান, সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের ন্যায় শত্রুহন্তা। ৯। হে অগ্নি! তোমার সে অশ্বগণ যজ্ঞাভিমুখে আহূত হচ্ছে। তাদের নাসা হতে ফেন নির্গত হয়, তারা রোহিত, ঋজুগামী, সুন্দরগামী দীপ্তিমান, যুবা, সুগঠিত এবং দর্শনীয়। ১০। হে অগ্নি! তোমার সে অভিভবকারী, গমনশীল দীপ্ত এবং পূজনীয় রশ্মি সমূহ মরুৎগণের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় গন্তব্য স্থানে গমন করে। ১১। হে সমিদ্ধ অগ্নি! তোমার জন্য স্তোত্র করা হয়েছে, হোতা উকথ উচ্চারণ করছে এবং যজমান যজ্ঞ করছে। অতএব তুমি আমাদের দান কর। মানুষ ধন অভিলাষ করে। মানুষের প্রশংসা যোগ্য হোতা অগ্নিকে পূজা করে উপবিষ্ট হয়েছে।

৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। জগতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভি র্হোতা যজিষ্ঠো অধ্বরেম্বীড্যঃ।
যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে ॥ ১
অগ্নে কদা ত আনুষগ্‌ভুবদ্দেবস্য চেতনম্।
অধা হি ত্বা জগৃভ্রিরে মর্তাসো বিক্ষ্বীড্যম্ ॥ ২
ঋতাবানং বিচেতসং পশ্যন্তো দ্যামিব স্তৃভিঃ।
বিশ্বেষামধ্বরাণাং হস্কর্তারং দমেদমে ॥ ৩
আশুং দূতং বিবস্বতো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি।
আ জভ্রুঃ কেতুমায়বো ভৃগবাণং বিশেবিশে ॥ ৪
তমীং হোতারমানুষক্ চিকিত্বাংসং নি ষেদিরে।
রণ্বং পাবকশোচিষং যজিষ্ঠং সপ্ত ধামভিঃ ॥ ৫
তং শশ্বতীষু মাতৃষু বন আ বীতং অশ্রিতম্।
চিত্রং সন্তং গুহা হিতং সুবেদং কূচিদর্থিনম্ ॥ ৬

সসস্য যদ্বিযুতা সস্মিন্নূধন্নৃতস্য ধামন্রণয়ন্ত দেবাঃ ।
মহাঁ অগ্নির্নমসা রাতহব্যো বেরধ্বরায় সদমিদৃতাবা ॥ ৭
বেরধ্বরস্য দূত্যানি বিদ্বানুভে অন্তা রোদসী সংচিকিত্বান্ ।
দূত ঈয়সে প্রদিব উরাণো বিদুষ্টরো দিব আরোধনানি ॥ ৮
কৃষ্ণং ত এম রুশতঃ পুরো ভাশ্চরিষ্ণ্বর্চির্বপুষামিদেকম্ ।
যদপ্রবীতা দধতে হ গর্ভং সদ্যশ্চিজ্জাতো ভবসীদু দূতঃ ॥ ৯
সদ্যো জাতস্য দদৃশানমোজো যদস্য বাতো অনুবাতি শোচিঃ ।
বৃণক্তি তিগ্মামতসেষু জিহ্বাং স্থিরা চিদন্না দয়তে বি জম্ভৈঃ ॥ ১০
তৃষু যদন্না তৃষুণা ববক্ষ তৃষুং দূতং কৃণুতে যহ্বো অগ্নিঃ ।
বাতস্য মেলিং সচতে নিজূর্বন্নাশুং ন বাজয়তে হিন্বে অর্বা ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। অপ্নবান আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছিলেন, সে হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারীগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়েছেন। ২। হে অগ্নি। তুমি দীপ্তিমান এবং মানুষের স্তুতিযোগ্য, তোমার দীপ্তি কখন প্রসৃত হবে? মর্ত্যগণ তোমাকে গ্রহণ করছে। ৩। মায়ারহিত, বিজ্ঞ, নক্ষত্র পরিবৃত দ্যুলোক-সদৃশ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারক অগ্নিকে মানুষেরা দর্শন করে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে গ্রহণ করে। ৪। যে অগ্নি সমস্ত প্রজাগণকে অভিভূত করেন, সে শীঘ্রগামী যজমানের দূত, কেতুস্বরূপ ও দীপ্তিমান অগ্নিকে মনুষ্যগণ সমস্ত প্রজাগণের জন্য এনেছেন। ৫। সে হোতা বিদ্বান অগ্নিকে মনুষ্যগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট করেছেন তিনি রমণীয়, পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ এবং সপ্ত তেজযুক্ত। ৬। মাতৃস্বরূপ জলসমূহে এবং বৃক্ষসমূহে বিদ্যমান, কমনীয়, অসেবিত, বিচিত্র, গুহানিহিত, বিজ্ঞ এবং সর্বত্র হব্যগ্রাহী সে অগ্নিকে উপবিষ্ট করিয়েছেন। ৭। দেবগণ নিদ্রা হতে বিযুক্ত হয়ে, যে অগ্নিকে জলের স্থানস্বরূপ সমস্ত যজ্ঞে প্রীত করেন, সে মহান, সত্যবান অগ্নি নমস্কার পূর্বক দত্ত হব্য গ্রহণ করে সর্বদাই যজ্ঞ অবগত হন। ৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান, তুমি যজ্ঞের দূতকার্য জান। তুমি দ্যাবাপৃথিবী এ উভয়ের মধ্যে স্থিত অন্তরীক্ষকে জান, তুমি পুরাতন, তুমি অল্প হব্যকে বহু করে থাক, তুমি বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের দূত। তুমি স্বর্গের আরোহণ যোগ্য স্থানে গমন করে থাক। ৯। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান। তোমার বর্ত্ম কৃষ্ণবর্ণ এবং তোমার দীপ্তি পুরোবর্তিনী। তোমার সঞ্চরণশীল তেজ সকল তেজ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে না পেয়ে যজমানগণ তোমার উৎপত্তির হেতুভূত কাষ্ঠদ্বয়রূপ গর্ভ ধারণ করে। তুমি উৎপন্ন হয়ে সদ্যই দূত হয়ে থাক। ১০। সদ্যোজাত অগ্নির তেজ দৃষ্ট হয়। যখন বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করে প্রবাহিত হয়, যখন অগ্নি বৃক্ষ সমূহে তীক্ষ্ন শিখা সংযুক্ত করেন এবং স্থির অন্নরূপ কাষ্ঠাদিকে তেজ দ্বারা বিখণ্ডিত করেন। ১১। অগ্নি অন্নভূত কাষ্ঠাদিকে ক্ষিপ্রগামী রশ্মি সমূহ দ্বারা শীঘ্র দগ্ধ করেন। মহান অগ্নি আপনাকে ক্ষিপ্রগামী দূত করেন, তিনি কাষ্ঠ সমূহকে বিশেষরূপে দগ্ধ করে বায়ুর বলের সাথে সঙ্গত হন, অশ্বসাদী যেরূপ অশ্বকে বলবান করে ও প্রেরণ করে, সেরূপ গমনশীল অগ্নি স্বীয় রশ্মিকে বলবান করেন ও প্রেরণ করেন।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥ ১
স হি বেদা বসুধিতিং মহাঁ আরোধনং দিবঃ। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২
স বেদ দেব আনমং দেবাঁ ঋতায়তে দমে। দাতি প্রিয়াণি চিদ্বসু ॥ ৩
স হোতা সেদু দূত্যং চিকিত্বাঁ অন্তরীয়তে। বিদ্বাঁ আরোধনং দিবঃ ॥ ৪
তে স্যাম যে অগ্নয়ে দদাশু হ‍ব্যদাতিভিঃ। য ঈং পুষ্যন্ত ইন্ধতে ॥ ৫
তে রায়া তে সুবীর্যৈঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে। যে অগ্না দধিরে দুবঃ ॥ ৬
অস্মে রায়ো দিবেদিবে সঙ্করন্তু পুরুস্পৃহঃ। অস্মে বাজাস ঈরতাম্ ॥ ৭
স বিপ্রশ্চর্ষণীনাং শবসা মানুষাণাম্। অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! আমি স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করি। তুমি দূত, সর্ববিৎ, হব্যবাহী, অমর এবং যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ। ২। তিনি ধন দান করতে জানেন, তিনি মহান্ তিনি দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান জানেন। তিনি দেবগণকে এ যজ্ঞে আনুন। ৩। তিনি দ্যুতিমান, তিনি যজমানগণকে দেবগণের নিকট নমস্কার করাতে জানেন। তিনি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ধন দান করেন। ৪। তিনি হোতা, তিনিই দূতকার্য অবগত হয়ে এবং দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য স্থান বিদিত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। ৫। যারা অগ্নিকে হব্যদান করে প্রীত করে, যারা তাঁকে পুষ্ট করে কাষ্ঠদ্বারা প্রদীপ্ত করে, আমরা যেন সেরূপ যজমান হতে পারি। ৬। যারা অগ্নির পরিচর্যা করে, তারা অগ্নিকে ভজনা করে ধনদ্বারা এবং পুত্রপৌত্রাদিদ্বারা বিখ্যাত হয়। ৭। অনেকের স্পৃহণীয় ধন আমাদের নিকট প্রতিদিন আসুক। অন্ন আমাদের কার্যে প্রবর্তিত করুক। ৮। তিনি মেধাবী, তিনি বলদ্বারা মানুষের বিনাশযোগ্য শত্রু বিশেষরূপে নাশ করুন।

৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নে মৃল মহাঁ অসি য ঈমা দেবয়ুং জনম্। ইয়েথ বর্হিরাসদম্ ॥ ১
স মানুষীষু দূলভো বিক্ষু প্রাবীরমর্ত্যঃ। দূতো বিশ্বেষাং ভুবৎ ॥ ২
স সদ্ম পরিণীয়তে হোতা মন্দ্রো দিবিষ্টিষু। উত পোতা নি ষীদতি ॥ ৩
উত গ্না অগ্নিরধ্বর উতো গৃহপতি র্দমে। উত ব্রহ্মা নি ষীদতি ॥ ৪
বেষি হ্যধ্বরীয়তামুপবক্তা জনানাম্। হব্যা চ মানুষাণাম্ ॥ ৫
বেষীদ্বস্য দূত্যং যস্য জুজোষা অধ্বরম্। হব্যং মর্ত্তস্য বোড়্হবে ॥ ৬
অস্মাকং জোষ্যধ্বরমস্মাকং যজ্ঞমঙ্গিরঃ। অস্মাকং শৃণুধী হবম্ ॥ ৭
পরি তে দূলভো রথোঽস্মাঁ অশ্নোতু বিশ্বতঃ। যেন রক্ষসি দাশুষঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি আমাদের সুখী কর। তুমি মহান, তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তির নিকট কুশে উপবেশন করবার জন্য এস। ২। অগ্নিকে কেহ হিংসা করতে পারে না। তিনি মনুষ্যলোকদের মধ্যে প্রকর্ষরূপে গমন করেন এবং অমর। তিনি সমস্ত দেবগণের দূত হন। ৩। তিনি যজ্ঞগৃহে নীত হন। তিনি যজ্ঞসমূহে স্তুতিযোগ্য হয়ে হোতা হন অথবা পোতা হয়ে উপবেশন করেন। ৪। অথবা অগ্নি যজ্ঞে গৃহিণী হন অথবা যজ্ঞগৃহে গৃহপতি হন অথবা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক

হয়ে উপবেশন করেন। ৫। তুমি যজ্ঞাভিলাষীগণের উপবক্তা। তুমি মানুষের হব্য কামনা করে থাক। ৬। তুমি হব্য বহন করবার জন্য যে মনুষ্যের যজ্ঞ সেবা কর, তার দৌত কার্য কামনা কর। ৭। হে অঙ্গিরা। তুমি আমাদের অধ্বর সেবা কর, আমাদের যজ্ঞ সেবা কর আহ্বান শোন। ৮। তুমি যে রথদ্বারা সমস্ত দিকে গমন করে হব্য প্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সে অহিংসনীয় রথ আমাদের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হোক।

১০ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। পদপংক্তি, উষ্ণিক্ ছন্দ।

অগ্নে তমদ্যাশ্বং ন স্তোমৈঃ ক্রতুং ন ভদ্রং হৃদিস্পৃশম্। ঋধ্যামা ত ওহৈঃ ॥ ১
অধা হ্যগ্নে ক্রতো র্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ। রথী ঋর্তস্য বৃহতো বভূথ ॥ ২
এভি র্নো অর্কৈর্ভবা নো অর্বাঙ্ স্বর্ণ জ্যোতিঃ।
অগ্নে বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ ॥ ৩
আভিষ্টে অদ্য গীর্ভি র্গৃণন্তোঽগ্নে দাশেম।
প্র তে দিবো ন স্তনয়ন্তি শুষ্মাঃ ॥ ৪
তব স্বাদিষ্ঠাগ্নে সংদৃষ্টিরিদা চিদহ্ন ইদা চিদক্তোঃ।
শ্রিয়ে রুক্মো ন রোচত উপাকে ॥ ৫
ঘৃতং ন পূতং তনূররেপাঃ শুচি হিরণ্যম্। তত্তে রুক্মো ন রোচত স্বধাবঃ ॥ ৬
কৃতং চিদ্ধি ষ্মা সনেমি দ্বেষোঽগ্ন ইনোষি মর্তাৎ। ইত্থা যজমানাদৃতাবঃ ॥ ৭
শিবা নঃ সখ্যা সন্তু ভ্রাত্রাগ্নে দেবেষু যুষ্মে
সা নো নাভিঃ সদনে সস্মিন্নূধন্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমরা অদ্য দেব প্রাপক স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করব। তুমি অশ্বের ন্যায় হব্য বাহক এবং ক্রতুর ন্যায় উপকারী। তুমি ভদ্র এবং হৃদয়গ্রাহী। ২। হে অগ্নি! তুমি এক্ষণেই ভজনীয়, প্রবৃদ্ধ, অভীষ্ট ফলসাধক সত্যভূত ও মহান যজ্ঞের নেতা হয়েছ। ৩। হে অগ্নি! তুমি জ্যোতির্মান সূর্যের ন্যায় সমস্ত তেজযুক্ত এবং প্রসন্নান্তঃকরণ তুমি আমাদের এ স্তোত্রদ্বারা নীত হয়ে আমাদের অভিমুখে এস। ৪। হে অগ্নি! অদ্য আমরা বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তুতি করে হব্য দান করব। আকাশের রশ্মি অদৃশ তোমার শোধক শিখাসমূহ শব্দ করছে। ৫। হে অগ্নি! তোমার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলংকারের ন্যায় পদার্থ সমূহকে শোভিত করবার জন্য তাদের সমীপে শোভা পাচ্ছে। ৬। হে অন্নবান অগ্নি! তোমার মূর্তি শোধিত ঘৃতের ন্যায় পাপরহিত। তোমার শুদ্ধ হিরণ্যরূপ তেজ অলংকারের ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছে। ৭। হে সত্যবান অগ্নি! তুমি যজমানকৃত চিরন্তন পাপ মর্ত্য যজমান হতে নিশ্চয়ই দূর করে থাক। ৮। হে অগ্নি! তোমরা দ্যুতিমান, তোমাদের প্রতি আমাদের সখ্য এবং ভ্রাতৃভাব মঙ্গলজনক হোক। দেবগণের স্থানে সমস্ত যজ্ঞে তা আমাদের নাভি স্বরূপ।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্ননীকমুপাক আ রোচতে সূর্যস্য।
রুশদ্দৃশে দদৃশে নক্তয়া চিদরূক্ষিতং দৃশ আ রূপে অন্নম্ ॥ ১

বি যাহ্যগ্নে গৃণতে মনীষাং খং বেপসা তুবিজাত স্তবানঃ।
বিশ্বেভি র্যদ্বাবনঃ শুক্র দেবৈস্তন্নো রাস্ব সুমহো ভূরি মন্ম ॥ ২
ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্মনীষাস্ত্বদুক্থা জায়ন্তে রাধ্যানি।
ত্বদেতি দ্রবিণং বীরপেশা ইত্থাধিয়ে দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ৩
ত্বদ্বাজী বাজম্ভরো বিহায়া অভিষ্টিকৃজ্জায়তে সত্যশুষ্মঃ।
ত্বদ্রয়ি র্দেবজূতো ময়োভুস্ত্বদাশু র্জূজুবাঁ অগ্নে অর্বা ॥ ৪
ত্বামগ্নে প্রথমং দেবয়ন্তো দেবং মর্তা অমৃত মন্দ্রজিহ্বম্।
দ্বেষোযুতমা বিবাসন্তি ধীভি র্দমূনসং গৃহপতিমমূরম্ ॥ ৫
আরে অস্মদমতিমারে অংহ আরে বিশ্বাং দুর্মতিং যন্নিপাসি।
দোষা শিবঃ সহসঃ সূনো অগ্নে যং দেব আ চিৎসচসে স্বস্তি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বলবান অগ্নি! তোমার মঙ্গলকর তেজ সূর্যের সমীপভূত দিনে দীপ্তি পায়। তোমার দীপ্তিশালী এবং দর্শনীয় তেজ রাতেও দৃষ্ট হয়। তুমি রূপবান তোমার উদ্দেশে স্নিগ্ধ এবং দর্শনীয় অন্ন হুত হয়। ২। হে বহুজন্মা অগ্নি! তুমি যজ্ঞে স্তুত হয়ে স্তুতিকারীর জন্য স্বর্গদ্বার বিমুক্ত কর। হে সুন্দর তেজবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি দেবগণের সঙ্গে যজমানকে যে ধন দান করে থাক, আমাদের সে প্রভূত এবং অভিলষণীয় ধন দান কর। ৩। হে অগ্নি! কর্ম তোমা হতে উৎপন্ন হয়, স্তুতি সমুদয় তোমা হতে উৎপন্ন হয় এবং আরাধনযোগ্য উকথ সমুদয় তোমা হতে উৎপন্ন হয়। সত্য কর্মা ও হব্যদাতা মানুষের জন্য বীর্যযুক্ত রূপ এবং ধন তোমা হতে উৎপন্ন হয়। ৪। হে অগ্নি! বলবান হব্যবাহক, মহান যজ্ঞকারী ও সত্যবলবিশিষ্ট পুত্র তোমা হতে উৎপন্ন হয়; দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত সুখপ্রদ ধন তোমা হতে উৎপন্ন হয়; অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট বেগগামী অশ্ব তোমা হতে উৎপন্ন হয়। ৫। হে অমর অগ্নি! দেবাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে। তুমি দেবগণের প্রথম এবং দীপ্তিমান; তোমার জিহ্বা দেবগণকে হৃষ্ট করে। তুমি পাপ সকল পৃথক করে থাক এবং রাক্ষস সকলকে দমন করতে মানস করে থাকে। তুমি গৃহপতি এবং অমূঢ়। ৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি রাতে মঙ্গলজনক এবং দ্যুতিমান হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য সেবা করে থাক। যেহেতু তুমি যজমানগণকে বিশেষরূপে পালন করে থাক, অতএব তুমি আমাদের নিকট হতে অমতি দূর কর, আমাদের নিকট হতে পাপ দূর কর এবং আমাদের নিকট হতে সমস্ত দুর্মতি দূর কর।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্ত্বামগ্ন ইনধতে যতস্রুক্ত্রিস্তে অন্নং কৃণবৎসস্মিন্নহন্।
স সু দ্যুম্নৈরভ্যস্তু প্রসক্ষত্তব ক্রত্বা জাতবেদশ্চিকিত্বান্ ॥ ১
ইধ্মং যস্তে জভরচ্ছশ্রমাণো মহো অগ্নে অনীকমা সপর্যন্।
স ইধানঃ প্রতি দোষামুষাসং পুষ্যন্রয়িং সচতে ঘ্নন্নমিত্রান্ ॥ ২
অগ্নিরীশে বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্যাগ্নি র্বাজস্য পরমস্য রায়ঃ।
দধাতি রত্নং বিধতে যবিষ্ঠো ব্যানুষঙ্ মর্ত্যায় স্বধাবান্ ॥ ৩
যচ্চিদ্ধি তে পুরুষত্রা যবিষ্ঠাচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ।
কৃধী ষ্বস্মাঁ অদিতেরনাগান্ব্যেনাংসি শিশ্রথো বিষ্বগগ্নে ॥ ৪
মহশ্চিদগ্ন এনসো অভীক ঊর্বাদ্দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
মা তে সখায়ঃ সদমিদ্রিষাম যচ্ছা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥ ৫

যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্বস্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি স্রুক সংযত করে তোমাকে প্রদীপ্ত করে, যে ব্যক্তি তোমাকে প্রতিদিবস তিনবার করে হব্য দান করে, হে জাতবেদা! সে ব্যক্তি তোমার তৃপ্তিকর কার্যদ্বারা তোমার প্রসহমান তেজ অবগত হয়ে ধনদ্বারা শত্রুদের পরাভব করে। ২। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, হে মহান অগ্নি! যে ব্যক্তি কাষ্ঠ অন্বেষণে শ্রান্ত হয়ে তোমার তেজের পরিচর্যা করে রাত্রিকালে এবং দিবাকালে তোমাকে প্রদীপ্ত করে, সে ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করে এবং শত্রুগণকে বিনাশ করে ধন লাভ করে। ৩। অগ্নি মহৎ বলের স্বামী, অগ্নি উৎকৃষ্ট অন্নের এবং ধনের স্বামী। যুবতম, অন্নবান অগ্নি পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন যুক্ত করেন। ৪। হে যুবতম অগ্নি! যদ্যপি তোমার পরিচারকগণের মধ্যে আমরা অজ্ঞান বশতঃ কোন পাপ করে থাকি, তা হলে তুমি আমাদের পৃথিবীর নিকট সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করে দাও। হে অগ্নি! আমাদের সর্বত্র বিদ্যমান পাপ সব শ্লথ করে দাও। ৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার সখা, আমরা দেবগণের এবং মনুষ্যগণের নিকট যে পাপ করেছি, সে মহৎ এবং বিস্তৃত পাপ হতে যেন আমরা সর্বদা বিঘ্ন না পাই। তুমি আমাদের পুত্র এবং পৌত্রকে পাপের শান্তি ও পুণ্যজনিত সুখ দান কর। ৬। হে পূজার্হ বসুসমূহ! তুমি যেরূপে সে বসুপদ গৌরী গাভীকে বিমুক্ত করেছিলে সেরূপ আমাদের পাপ হতে বিমুক্ত কর। হে অগ্নি! তোমা কর্তৃক প্রবৃদ্ধ আমাদের আয়ুকে প্রবৃদ্ধ কর।

১৩ ॥ অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সে মন্ত্রের সে দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রত্যগ্নিরুষসামগ্রমখ্যদ্বিভাতীনাং সুমনা রত্নধেয়ম্।
যাতমশ্বিনা সুকৃতো দুরোণমুৎসূর্যো জ্যোতিষা দেব এতি ॥ ১
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্দ্রপ্সং দবিধ্বদ্গবিষো ন সত্বা।
অনু ব্রতং বরুণো যন্তি মিত্রো যৎ সূর্যং দিব্যারোহয়ন্তি ॥ ২
যৎসীমকৃণ্বস্তমসে বিপৃচে ধ্রুবক্ষেমা অনবস্যন্তো অর্থম্।
তং সূর্যং হরিতঃ সপ্ত যহ্বীঃ স্পশং বিশ্বস্য জগতো বহন্তি ॥ ৩
বহিষ্ঠেভি র্বিহরন্যাসি তন্তুমবব্যয়ন্নসিতং দেব বস্ম।
দবিধ্বতো রশ্ময়ঃ সূর্যস্য চর্মেবাবাধুস্তমো অপ্স্বন্তঃ ॥ ৪
অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং ন্যঙ্ঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতি নাকম্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। শোভনান্তঃকরণ অগ্নি তমোনিবারিণী ঊষার পূর্ববর্তী রত্ন প্রকাশক কালে প্রবৃদ্ধ হচ্ছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যজমানের গৃহে গমন কর। সূর্যদেব জ্যোতির সাথে উদিত হচ্ছেন। ২। সবিতাদেব উন্মুখ কিরণ বিকাশ করছেন। যখন রশ্মিসমূহ সূর্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, বলবান বৃষভ যেরূপ গাভীকে কামনা করে ধূলি বিকীর্ণ করে তার অনুগমন করে, সেরূপ তখন বরুণ মিত্র এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ কর্মের অনুগমন করেন। ৩। স্থিরনিবাস দেবগণ কার্য পরিত্যাগ না করে সর্বতোভাবে অন্ধকার দূর করবার জন্য যে সূর্যকে সৃষ্টি

করেছেন মহান সপ্ত সংখ্যক অশ্বগণ সমস্ত প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা সে সূর্যকে বহন করে। ৪। হে দ্যুতিমান সূর্য ! তুমি তন্তুরূপ রশ্মি সমূহ বিস্তার করে কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে তিরোহিত করে অত্যন্ত বহন সমর্থ অশ্বে আরোহণ পূর্বক গমন করছ। কম্পনযুক্ত সূর্যরশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষ মধ্যে চর্মের ন্যায় স্থিত অন্ধকার দূর করে। ৫। কেউ এ অদূরবর্তী সূর্যকে বন্ধ করতে পারে না, ইনি যখন অধোমুখে থাকেন কেউ একে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন বলে উর্ধ্বমুখে ভ্রমণ করেন ? কে জানে, যে দ্যুলোকে সমবেত স্তম্ভস্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন ?

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সে মন্ত্রের সে দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রত্যগ্নিরুষসো জাতবেদা অখ্যদ্দেবো রোচমানা মহোভিঃ।
আ নাসত্যোরুগায়া রথেনেমং যজ্ঞমুপ নো যাতমচ্ছ ॥ ১
উর্ধ্বং কেতুং সবিতা দেবো অশ্রেজ্জ্যোতি র্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বন্।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং বি সূর্যো রশ্মিভিশ্চেকিতানঃ ॥ ২
আবহন্ত্যরুণী র্জ্যোতিষাগান্মহী চিত্রা রশ্মিভিশ্চেকিতানা।
প্রবোধয়ন্তী সুবিতায় দেব্যুষা ঈয়তে সুযুজা রথেন ॥ ৩
আ বাং বহিষ্ঠা ইহ তে বহন্তু রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টৌ।
ইমে হি বাং মধুপেয়ায় সোমা অস্মিন্ যজ্ঞে বৃষণা মাদয়েথাম্ ॥ ৪
অনায়তো অনিবন্ধঃ কথায়ং ন্যঙ্ঙুত্তানোঽব পদ্যতে ন।
কয়া যাতি স্বধয়া কো দদর্শ দিবঃ স্কম্ভঃ সমৃতঃ পাতিনাকম্ ৫

অনুবাদ ঃ ১। জাতবেদা অগ্নিদেব তেজে দীপ্যমান ঊষা সময়ে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। হে প্রভূত গমনশালী অশ্বিদ্বয় ! তোমরা রথযোগে আমাদের যজ্ঞাভিমুখে এস। ২। সবিতাদেব সমস্ত ভুবনকে আলোকযুক্ত করে উন্মুখ কিরণ আশ্রয় করেছেন। সর্বদর্শী সূর্য স্বকীয় কিরণে দ্যাব্যাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে পরিপূর্ণ করছেন। ৩। ধনধারিণী অরুণবর্ণা, জ্যোতিঃশালিনী, মহতী, রশ্মিবিচিত্রিতা, বিদুষী ঊষা আসছেন। ঊষাদেবী প্রাণীগণকে জাগরিত করে সুখদানের জন্য সুযোজিত রথে যান। ৪। হে অশ্বিদ্বয় ! ঊষা প্রকাশিত হলে অত্যন্ত বহনক্ষম গমনশীল সে অশ্বগণ তোমাদের এ যজ্ঞে আনুক। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয় ! এ সোম তোমাদের এ যজ্ঞ সোম পানে হৃষ্ট করুক। ৫। কেউ এ অদূরবর্তী সূর্যকে বন্ধ করতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে থাকেন কেউ একে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন বলে উর্ধ্বমুখে ভ্রমণ করেন ? কে জানে, যে দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভ স্বরূপ সূর্য স্বর্গকে ধারণ করেন।

১৫ সূক্ত ॥ প্রথম ছয়টি ঋকের অগ্নি দেবতা। সপ্তম ও অষ্টম ঋকের সোমক রাজা দেবতা। নবম ও দশম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নি র্হোতা নো অধ্বরে বাজী সৎপরি ণীয়তে। দেবো দেবেষু যজ্ঞিয়ঃ ॥ ১
পরি ত্রিবিষ্ট্যধ্বরং যাত্যগ্নী রথীরিব। আ দেবেষু প্রয়ো দধৎ ॥ ২
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নি র্হব্যান্যক্রমীৎ। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ৩
অয়ং যঃ সৃঞ্জয়ে পুরো দৈববাতে সমিধ্যতে। দ্যুমাঁ অমিত্রদম্ভনঃ ॥ ৪

অস্য ঘা বীর ঈবতোঽগ্নেরীশীত মর্ত্যঃ। তিগ্মজম্ভস্য মীড়্হুষঃ ॥ ৫
তমর্বন্তং ন সানসিমরুষং নদিবঃ শিশুম্। মর্মৃজ্যন্তে দিবেদিবে ॥ ৬
বোধদ্যস্মা হরিভ্যাং কুমারঃ সাহদেব্যঃ। অচ্ছা ন হূত উদরম্ ॥ ৭
উত ত্যা যজতা হরী কুমারাৎ সাহদেব্যাৎ। প্রযতা সদ্য আ দদে ॥ ৮
এষ বাং দেবাবশ্বিনা কুমারঃ সাহদেব্যঃ। দীর্ঘায়ুরস্তু সোমকঃ ॥ ৯
তং যুবং দেবাবশ্বিনা কুমারং সাহদেব্যম্। দীর্ঘায়ুষং কৃণোতন ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হোতা এবং দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান এবং যজ্ঞার্হ অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অশ্বের ন্যায় পরিণীত হন। ২। অগ্নি দেবগণের জন্য অন্ন ধারণ করে যজ্ঞে প্রতিদিবস তিনবার রথীর ন্যায় পরিগমন করেন। ৩। রত্ন দানকারী অগ্নি অন্নপতি, কবি এবং হব্যদাতাকে হব্যের চারদিকে ব্যাপ্ত করেন। ৪। যে অগ্নি দেবরাজের পুত্র সৃঞ্জয়ের জন্য পূর্বদিকে স্থিত উত্তর বেদিতে সমিদ্ধ হন, শত্রুনাশকারী সে অগ্নি দীপ্তযুক্ত হন। ৫। বীর মনুষ্য তীক্ষ্ণতেজাঃ অভিষ্টবর্ষী এবং গমনশীল অগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ৬। অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী এবং দ্যুলোকের পুত্রভূত সূর্যের ন্যায় দীপ্তমান সে সংভজনীয় অগ্নিকে প্রতিদিন বার বার পরিচর্যা করেন। ৭। সহদেবের পুত্র কুমার সোমকরাজা যখন আমাকে দুটি অশ্ব দেবেন বলেছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আহূত হয়ে অশ্ব না নিয়ে ফিরে আসি নি। ৮। সহদেবের পুত্র কুমার সোমকরাজার নিকট হতে তৎক্ষণাৎ সে পূজনীয় এবং প্রযত অশ্ব দুটি গ্রহণ করেছিলাম। ৯। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমাদের তৃপ্তিকারক সহদেব পুত্র কুমার সোমক দীর্ঘায়ু হোন। ১০। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা সহদেব পুত্র কুমার সোমককে দীর্ঘায়ু করুন।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী দ্রবন্ত্বস্য হরয় উপ নঃ।

তস্মা ইদন্ধঃ সুষুমা সুদক্ষমিহাভিপিত্বং করতে গৃণানঃ ॥ ১
অব স্য শূরাধ্বনো নান্তেঽস্মিন্নো অদ্য সবনে মন্দধ্যৈ।
শংসাত্যুক্থমুশনেব বেধাশ্চিকিতুষে অসুর্যায় মন্ম ॥ ২
কবি র্ন নিণ্যং বিদথানি সাধন্বৃষা যৎ সেকং বিপিপানো অর্চাৎ।
দিব ইত্থা জীজনৎসপ্ত কারূনহা চিচ্চক্রু র্বয়ুনা গৃনন্তঃ ॥ ৩
স্বর্যদ্বেদি সুদৃশীকমর্কৈর্মহি জ্যোতী রুরুচু র্যদ্ধ বস্তোঃ।
অন্ধা তমাংসি দুধিতা বিচক্ষে নৃভ্যশ্চকার নৃতমো অভিষ্টৌ ॥ ৪
ববক্ষ ইন্দ্রো অমিতমৃজীষ্যুভে আ পপ্রৌরোদসী মহিত্বা।
অতশ্চিদস্য মহিমা বি রেচ্যভি যো বিশ্বা ভুবনা বভূব ॥ ৫
বিশ্বানি শক্রো নর্যাণি বিদ্বানপো রিরেচ সখিভি র্নিকামৈঃ।
অশ্মানং চিদ্যে বিভিদু র্বচোভি র্বজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ৬
অপো বৃত্রং বব্রিবাংসং পরাহন্ প্রাবত্তে বজ্রং পৃথিবী সচেতাঃ।
প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়াণ্যৈনোঃ পতিভর্বঞ্ছবসা শূর ধৃষ্ণো ॥ ৭
অপো যদদ্রিং পুরুহূত দর্দরাবির্ভুবৎসরমা পূর্ব্যং তে।
স নো নেতা বাজমা দর্ষি ভূরিঃ গোত্রা রুজন্নঙ্গিরোভি গৃণানঃ ॥ ৮
অচ্ছা কবিং নৃমণো গা অভিষ্টৌ স্বর্ষাতা মঘবন্নাধমানম্।
ঊতিভিস্তমিষণো দ্যুম্নহূতৌ নি মায়াবানব্রহ্মা দস্যুরর্ত ॥ ৯

আ দস্যুঘ্না মনসা যাহ্যস্তং ভুবত্তে কুৎসঃ সখ্যে নিকামঃ।
স্বে যোনৌ নি ষদতং সরূপা বি বাং চিকিৎসদৃতচিদ্ধ নারী ॥ ১০
যাসি কুৎসেন সরথমবস্যুস্তোদো বাতস্য হর্যোরীশানঃ।
ঋজ্রা বাজং ন গধ্যং যুযূষন্ কবি র্যদহন্ পার্যায় ভুষাৎ ॥ ১১
কুৎসায় শুষ্ণমশুষং নি বর্হীঃ প্রপিত্বে অহ্নঃ কুয়বং সহস্রা।
সদ্যো দস্যূন্প্র মৃণ কুৎস্যেন প্র সূরশ্চক্রং বৃহতাদভীকে ॥ ১২
ত্বং পিপ্রুং মৃগয়ং শূশুবাংসমৃজিশ্বনে বৈদথিনায় রন্ধীঃ।
পঞ্চাশৎকৃষ্ণা নি বপঃ সহস্রাৎকং ন পুরো জরিমা বি দর্দঃ ॥ ১৩
সূর উপাকে তন্বংদধানো বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ সিংহো ন ভীম আয়ুধানি বিভ্রৎ ॥ ১৪
ইন্দ্রং কামা বসূয়ন্তো অগ্মন্ত্স্বমীড়্হে ন সবনে চকানাঃ।
শ্রবস্যবঃ শশমানাস উক্‌থৈরোকো ন রণ্বা সুদৃশীব পুষ্টিঃ ॥ ১৫
তমিদ্ব ইন্দ্রং সুহবং হুবেম যস্তা চকার নর্যা পুরূণি।
যো মাবতে জরিত্রে গধ্যং চিন্মক্ষূ বাজং ভরতি স্পার্হরাধাঃ ॥ ১৬
তিগ্মা যদন্তরশনিঃ পতাতি কস্মিঞ্চিচ্ছূর মুহুকে জনানাম্।
ঘোরা যদর্য সমৃতির্ভবাত্যধ স্মা নস্তন্বো বোধি গোপাঃ ॥ ১৭
ভুবোঽবিতা বামদেবস্য ধীনাং ভুবঃ সখাবৃকো বাজসাতৌ।
ত্বামনু প্রমতিমা জগন্মোরুশংসো জরিত্রে বিশ্বধ স্যাঃ ॥ ১৮
এভি র্নৃভিরিন্দ্র ত্বায়ুভিষ্টবা মঘবদ্ভির্মঘবন্বিশ্ব আজৌ।
দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তো অর্যঃ ক্ষপো মদেম শরদশ্চ পূর্বীঃ ॥ ১৯
এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণে ব্রহ্মাকর্ম ভৃগবো ন রথম্।
নূ চিদ্যথা নঃ সখ্যা বিয়োষদসন্ন উগ্রোঽবিতা তনূপাঃ ॥ ২০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। ঋজীষী সোমপায়ী এবং সত্যবান মঘবা আমাদের নিকট আসুন। এর অশ্বগণ আমাদের নিকট আসুক! আমরা এ যজ্ঞে তাঁর উদ্দেশে এ সারবিশিষ্ট অন্নরূপ সোম অভিষব করব। তিনি স্তুত হয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন। ২। হে শূর! লোকে যেরূপ অশ্বগণকে পদ প্রান্তে ছেড়ে দেয়, সেরূপ তুমি আমাদের বিমুক্ত কর, যেন এ সবনে তোমাকে হৃষ্ট করতে পারি। তুমি সর্ববিৎ এবং অসুর্য (১), যজমান উশনার ন্যায় তোমার উদ্দেশে মনোহর উক্‌থ উচ্চারণ করছে। ৩। কবি যেরূপ গূঢ় অর্থ সম্পাদন করে, সেরূপ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র কার্যসমূহ সম্পাদন করে। যখন সেচনযোগ্য সোম অধিক পরিমাণে পান করে হৃষ্ট হন তখন দ্যুলোক হতে যথার্থই সপ্ত সংখ্যক রশ্মি উৎপাদিত হয়। স্তূয়মান রশ্মিসমূহ দিবাভাগেও মনুষ্যের জ্ঞান সম্পাদন করে। ৪। যখন প্রভূত জ্যোতিঃ স্বরূপ দ্যুলোক রশ্মিসমূহদ্বারা সুদর্শনীয়রূপে দৃষ্ট হন তখন দেবগণ স্বর্গে বাস করেন বলে দীপ্তিযুক্ত হন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সূর্য এসে মনুষ্যগণ জগৎ সন্দর্শন করতে সক্ষম হবেন বলে নিবিড় অন্ধকার নাশ করেন। ৫। ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র অমিত মহিমা ধারণ করেন; তিনি স্বীয় মহিমাবলে দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পরিপূর্ণ করেছেন। যিনি সমস্ত ভুবন অভিভূত করেছেন, তাঁর মহিমা এ সমস্ত ভুবন হতেও অধিক হয়েছিল। ৬। ইন্দ্র মনুষ্যগণের হিতকর কার্যসমূহ জানেন, তিনি অভিলাষকারী ও মিত্রভূত মরুৎগণের জন্য জল বর্ষণ করেছিলেন। যাঁরা

বাকরূপ ধ্বনি দ্বারা পর্বতকেও বিদীর্ণ করেছিলেন; সে মরুৎগণ ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে গাভীপূর্ণ গোশালা উদ্ঘাটন করেছিলেন। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার লোকপালক বজ্র জলাবরক বৃত্রকে হত করেছে। চেতনাবতী ভূমি তোমার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে। হে শূর এবং ধৃষ্ণু ইন্দ্র! তুমি আপন বিক্রমে লোকপালক হয়ে নভস্থিত জল প্রেরণ করে থাক। ৮। হে বহুলোক কর্তৃক আহূত! তুমি যখন অদ্রিকে বিদীর্ণ করেছিলে, তোমার পূর্বে সরমা গোধন আবিষ্কার করেছিল। অঙ্গিরাগণ তোমার স্তব করলে, তুমি অভ্রভেদ করে আমাদের প্রভূত অন্ন দান করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছ। ৯। হে ধনবান ইন্দ্র! মনুষ্যগণ তোমাকে সম্মানিত করে। তুমি ধন প্রদানের জন্য কবি কুৎসের অভিমুখে গিয়েছিলে এবং তিনি প্রার্থনা করলে তাঁকে আশ্রয় দান দ্বারা রক্ষা করেছিলে। মায়াবান ঋত্বিকশূন্য দস্যু ধনলাভার্থে যুদ্ধে বিনষ্ট হয়েছিল। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হয়ে কুৎসের গৃহে এসেছিলে, কুৎসও তোমার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিল। তোমরা দুজনে আপন স্থানে উপবেশন করেছিলে এবং তোমার সত্যদর্শনী স্ত্রী তোমাদের দুজনের সমানরূপ দেখে সংশয়ান্বিতা হয়েছিলেন (২)। ১১। যে দিবস কবি কুৎস গ্রহণীয় অন্নের ন্যায় ঋজুগামী অশ্বদ্বয়কে আপন রথে যোজিত করে আপদ হতে মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছিলেন, সে দিবসে, হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসকে রক্ষা করবার ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে এক রথে গিয়েছিলে। তুমি শত্রুনাশক এবং বায়ু সদৃশ অশ্বের অধিপতি। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করেছিলে, দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে বিনাশ করেছিলে এবং বহুজন পরিবৃত হয়ে সে সময়েই বজ্রদ্বারা দস্যুদের বিনাশ করেছিলে। তুমি সংগ্রামে সূর্যের চক্র ছিন্ন করেছিলে। ১৩। তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করেছিলে, তুমি সকলকে বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করেছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে (৩) বিনাশ করেছিলে। জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করেছিলে। ১৪। তুমি মরণরহিত, তুমি যখন সূর্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ কর, তখন তোমার রূপ প্রকাশিত হয়। তুমি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত, তুমি শত্রুগণের বল দগ্ধ করে এবং আয়ুধারণ করে সিংহের ন্যায় ভয়ংকর হয়ে থাক। ১৫। ইন্দ্রাভিলাষী ধনলাভেচ্ছু স্তোতাগণ যুদ্ধের ন্যায় যজ্ঞে তাঁকে প্রার্থনা করে এবং অন্নাভিলাষে উকথদ্বারা তাঁকে স্তুতি করতে তাঁর নিকট যান। ইন্দ্র তাঁদের আবাসস্থান সদৃশ এবং রমণীয় ও দর্শনীয় পুষ্টিস্বরূপ। ১৬। যিনি মানুষের হিতকর বহুতর প্রসিদ্ধ কর্ম করেছেন; যিনি স্পৃহণীয় ধনবিশিষ্ট, যিনি মৎসদৃশ স্তোতার জন্য শীঘ্র গ্রহণীয় অন্ন আহরণ করেন, হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য আমরা সে ইন্দ্রকে সুন্দররূপে আহ্বান করব। ১৭। হে শূর! যখন মনুষ্যগণের কোন যুদ্ধে তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ অশনিপাত হয় হে স্বামিন! যখন শত্রুদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তখন তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক বলে বিদিত হও। ১৮। তুমি বামদেবের যজ্ঞকার্যের রক্ষক হও। তুমি হিংসারহিত, তুমি যুদ্ধে আমাদের সুহৃৎ হও। তুমি মতিমান, আমরা তোমার নিকট গমন করি তুমি সর্বদা স্তোত্রকারীর প্রভূত প্রশংসাকারী হয়। ১৯। হে ইন্দ্র! আমরা সমস্ত যুদ্ধে তোমাকে অভিলাষ করি; ধনী যেরূপ ধনদ্বারা দীপ্তিমান হয়, আমরা সেরূপ হব্যযুক্ত এ মনুষ্যগণের সাথে দীপ্তমান হয়ে শত্রুগণকে অভিভূত করে সমস্ত রাত্রি ও বহু সম্বৎসর তোমাকে স্তুতি করব। ২০। যাতে আমাদের সখ্য বিযুক্ত না হয়; যাতে উগ্র এবং শরীর রক্ষক ইন্দ্র আমাদের রক্ষক হন, আমারা সে প্রকার; আচরণ করব। ভৃগুগণ যেরূপ রথ নির্মাণ করে, সেরূপ অভীষ্টবর্ষী এবং নিত্য

তরুণ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তোত্র রচনা করব। ২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরি-বিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

টীকাঃ ১। সায়ণ অসূর্য অর্থ এখানে অসুর বিনাশক করেছেন। ২। রুরুর পুত্র কুৎস রাজর্ষি শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অসমর্থ হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন এবং ইন্দ্র সে শত্রুদের বিনাশ করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হলে ইন্দ্র কুৎসকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়ের সমান রূপ দেখে কে ইন্দ্র কে কুৎস, এ বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন। সায়ণ। কুৎস সম্বন্ধে ১।৩৩।১৪ ও ১।৬৩।৩ ও ১।১০৬।৬ ঋকের টীকা দেখুন। ১।১১২।২৩ ঋকে কুৎসকে অর্জুনের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩। ১।১০১।১ ঋকের টীকা দেখুন। এ সূক্তে ৯, ১০, ১২ ১৩, ১৪, ও ১৭ হইতে ২০ ঋকে অনার্য বর্বরদের সাথে যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

১৭ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, একপদা ছন্দ।

ত্বং মহাঁ ইন্দ্র তুভ্যং হ ক্ষা অনু ক্ষত্রং মংহনা মন্যত দ্যৌঃ।
ত্বং বৃত্রং শবসা জঘন্বান্ত্সৃজঃ সিন্ধূঁরহিনা জগ্রসানান্ ॥ ১
তব ত্বিষো জনিমন্রেজত দ্যৌ রেজদ্ভূমি র্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
ঋঘায়ন্ত সুভ্বঃ পর্বতাস আর্দন্ধন্বানি সরয়ন্ত আপঃ ॥ ২
ভিনদ্গিরিং শবসা বজ্রমিষ্ণন্নাবিষ্কৃণ্বানঃ সহসান ওজঃ।
বধীদ্বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ সরন্নাপো জবসা হতবৃষ্ণীঃ ॥ ৩
সুবীরস্তে জনিতা মন্যত দ্যৌরিন্দ্রস্য কর্তা স্বপস্তমো ভূৎ।
য ঈং জজান স্বর্যং সুবজ্রমনপচ্যুতং সদসো ন ভূম ॥ ৪
য এক ইচ্চ্যাবয়তি প্র ভূমা রাজা কৃষ্টীনাং পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
সত্যমেনমনু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ ॥ ৫
সত্রা সোমা অভবন্নস্য বিশ্বে সত্রা মদাসো বৃহতো মদিষ্ঠাঃ।
সত্রাভবো বসুপতির্বসূনাং দত্রে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ ॥ ৬
ত্বমধ প্রথমং জায়মানোঽমে বিশ্বা অধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
ত্বং প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ মঘবন্বি বৃশ্চঃ ॥ ৭
সত্রাহণং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং মহামপারং বৃষভং সুবজ্রম্।
হন্তা যো বৃত্রং সনিতোত বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধাঃ ॥ ৮
অয়ং বৃতশ্চাতয়তে সমীচীর্য আজিষু মঘবা শৃণ্ব একঃ।
অয়ং বাজং ভরতি যং সনোত্যস্য প্রিয়াসঃ সখ্যে স্যাম ॥ ৯
অয়ং শৃণ্বে অধ জয়ন্নুত ঘ্নন্নয়মুত প্র কৃণুতে যুধা গাঃ।
যদা সত্যং কৃণুতে মন্যুমিন্দ্রো বিশ্বং দৃড়্হং ভয়ত এজদস্মাৎ ॥ ১০
সমিন্দ্রো গা অজয়ৎ সং হিরণ্যা সমশ্বিয়া মঘবা যো হ পূর্বীঃ।
এভি র্নৃভি র্নৃতমো অস্য শাকৈ রায়ো বিভক্তা সম্ভরশ্চ বস্বঃ ॥ ১১
কিয়ৎ স্বিদিন্দ্রো অধ্যেতি মাতুঃ কিয়ৎ পিতু র্জনিতু র্যো জজান।
যো অস্য শুষ্মং মুহুকৈরিয়র্তি বাতো ন জূতঃ স্তনয়দ্ভিরভ্রৈঃ ॥ ১২
ক্ষিয়ন্তং ত্বমক্ষিয়ন্তং কৃণোতীয়র্তি রেণুং মঘবা সমোহম্।
বিভঞ্জনুরশনি মাঁ ইব দ্যৌরুত স্তোতারং মঘবা বসৌ ধাৎ ॥ ১৩

অয়ং চক্রমিষণৎ সূর্যস্য ন্যেতশং রীরমৎ সসৃমাণম্ ।
আ কৃষ্ণ ঈং জুহুরাণো জিঘর্তি ত্বচো বুধ্নে রজসো অস্য যোনৌ ১৪
অসিক্ন্যাং যজমানো ন হোতা ॥১৫
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ।
জনীয়ন্তো জনিদামক্ষিতোতিমা চ্যাবয়ামোঽবতে ন কোশম্ ॥ ১৬
ত্রাতা নো বোধি দদৃশান আপিরভিখ্যাতা মর্ডিতা সোম্যানাম্ ।
সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাং কর্তেমু লোকমুশতে বয়োধাঃ ॥ ১৭
সখীয়তামবিতা বোধি সখা গৃণান ইন্দ্র স্তুবতে বয়ো ধাঃ ।
বয়ং হ্যা তে চকৃমা সবাধ আভিঃ শমীভি র্মহয়ন্ত ইন্দ্র ॥ ১৮
স্তুত ইন্দ্রো মঘবা যদ্ধ বৃত্রা ভূরীণ্যেকো অপ্রতীনি হন্তি ।
অস্য প্রিয়ো জরিতা যস্য শর্মন্নকির্দেবা বারয়ন্তে ন মর্তাঃ ॥ ১৯
এবা ন ইন্দ্রো মঘবা বিরপ্শী করৎসত্যা চর্ষণীধৃদনর্বা ।
ত্বং রাজা জনুষাং ধেহ্যস্মে অধি শ্রবো মাহিনং যজ্জরিত্রে ॥ ২০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি মহান। পৃথিবী মহত্ত্বযুক্ত হয়ে তোমার বল অনুমোদন করেছেন; দ্যুলোকও তোমার বল অনুমোদন করেছেন। তুমি বলদ্বারা বৃত্রকে বধ করেছ! অহি যে সকল নদীকে গ্রাস করেছিল, তুমি তাদের মুক্ত করেছ। ২। তুমি দীপ্তিমান; তোমার জন্মের পর দ্যুলোক তোমার কোপভয়ে কম্পিত হয়েছিল, পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, ঐ বৃহৎ মেঘসমূহ আবদ্ধ হয়েছিল। ঐ মেঘসমূহ প্রাণিগণের পিপাসা বিনাশ করেছিল এবং মরুপ্রদেশে জল প্রেরণ করেছিল। ৩। শত্রুদের অভিভবকর ইন্দ্র তেজ ও বজ্র প্রেরণ করে বলদ্বারা পর্বত সমূহকে বিদীর্ণ করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট হয়ে বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন এবং বৃত্র হত হলে জল বেগে গমন করতে লাগল। ৪। অতিশয় স্তুত্য উত্তম বজ্রবিশিষ্ট, স্বর্গ হতে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করেছেন, সে ইন্দ্রের জনয়িতা দ্যৌ আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলে মনে করেছিলেন এবং অত্যন্ত শোভনকর্মা হয়েছিলেন। ৫। সমস্ত প্রজাগণের রাজা, অনেকের স্তুত, একমাত্র ইন্দ্রই শত্রু হতে উৎপন্ন ভয় বিনাশ করেন। সমস্ত যজমানগণ ধনবান, দ্যোতমান ও স্তুতিকারীর বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যই স্তুতি করে। ৬। সমস্ত সোম সত্যই ইন্দ্রের। সত্যই হর্ষকর সোম মহাবল ইন্দ্রের অত্যন্ত হর্ষজনক। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপতি, তুমি সত্যই সমস্ত ধনের পতি। তুমি ধনের নিমিত্ত সত্যই প্রজা ধারণ করেছ। ৭। তুমি প্রথমেই উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করেছ। হে ধনবান ইন্দ্র! তুমি জলবিশিষ্ট দেশ সমূহকে লক্ষ্য করে, যে অহি শয়ন করেছিল, তাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করেছ। ৮। বহুলোকের বিনাশক, অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, শত্রুদের প্রেরক, মহান, পরিমাণরহিত, অভীষ্টবর্ষী, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আমরা স্তব করি। যে ইন্দ্র বৃত্রকে বিনাশ করেছিলেন, যিনি অন্নদাতা এবং শোভনধনযুক্ত যিনি ধন দান করেন, আমরা তাঁকে স্তব করি। ৯। যে ধনবান ইন্দ্র যুদ্ধে অদ্বিতীয় বলে প্রথিত আছেন, তিনি মিলিত ও বিস্তৃত শত্রুসেনা বিনাশ করেন। তিনি যে অন্ন দান করেন, সে অন্ন ধারণ করেন। আমরা ইন্দ্রের সাথে বন্ধুতায় তাঁর প্রিয় হব। ১০। তিনি শত্রুবিজয়ী ও শত্রুঘাতী বলে সর্বত্র প্রথিত আছেন। তিনি যুদ্ধদ্বারা পশু আহরণ করেন। ইন্দ্র যখন সত্যই কোপ

করেন, তখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ভীত হয়। ১১। যে ধনবান ইন্দ্র গাভী জয় করেছিলেন, হিরণ্য জয় করেছিলেন, অশ্ব সমুদয় জয় করেছিলেন; বহুতর শত্রুসেনা জয় করেছিলেন ; সামর্থ্য দ্বারা সকলের সে প্রধান নেতা এ স্তোতৃগণ কর্তৃকগণ স্তুত হয়ে ঐ ধনের বিভক্তা এবং বসুর সংভক্তা হোন। ১২। ইন্দ্র জননীর নিকট কিয়ৎ পরিমাণে বল প্রাপ্ত হয়েছেন পিতার নিকট কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছেন। যিনি আপন জনয়িতা হতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করেছেন এবং তা হতেই মুহুর্মুহু জগতে বল প্রেরণ করছেন গর্জনশীল মেঘ কর্তৃক প্রেরিত বায়ুর ন্যায় সে ইন্দ্র আহূত হচ্ছেন। ১৩। ধনবান ইন্দ্র একজন ক্ষুণ্ন ব্যক্তিকে অক্ষুণ্ন করেছেন। বজ্রযুক্ত অন্তরিক্ষের ন্যায় শত্রুবিনাশক ইন্দ্র সঞ্জাত পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাকে ধন প্রদান করেন! ১৪। এ ইন্দ্র সূর্যের চক্র নিক্ষেপ করেছেন এবং যুদ্ধগামী এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন। কুটিলগতি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনিস্বরূপ অন্তরিক্ষে অবস্থিত ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছেন। ১৫। যেমন যজমান রাত্রিকালে অগ্নিকে সোমের দ্বারা অভিষিক্ত করেন। ১৬। আমরা স্তোতা; আমরা গবাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী, অন্নাভিলাষী এবং স্ত্রী অভিলাষী হয়ে সখ্যের জন্য অভীষ্টবর্ষী ভার্যাপ্রদ ও রক্ষাকার্যে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রকে, কূপে যেরূপ জল পাত্র অবনমিত করে, সেরূপ অবনমিত করব। ১৭। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের আপ্ত, তুমি সকলকে রক্ষকরূপে দর্শন করে থাক; তুমি আমাদের রক্ষক হও। তুমি অভিদ্রষ্টা সুখয়িতা, সোমার্হ ও সখা, তুমি পালক, পালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালক এবং স্রষ্টা। তুমি স্বর্গাভিলাষী স্তোতার প্রতি অন্নপ্রদ হও। ১৮। হে ইন্দ্র। আমরা তোমার সখ্যাভিলাষী, তুমি আমাদের রক্ষক হও। তুমি স্তুত হচ্ছ, তুমি আমাদের সখা হও। তুমি স্তুতিকারীকে অন্নদান কর। হে ইন্দ্র! আমরা বাধাযুক্ত হয়েও এ স্তুতিরূপ কর্মের দ্বারা পূজা করে তোমাকে আহবান করছি। ১৯। যখন ধনবান ইন্দ্র স্তুত হন তখন তিনি একা বহু অভিগন্তা শত্রু নাশ করেন। যাঁর আশ্রিত স্তোতাকে দেবগণ বারণ করেন না; মনুষ্যগণ বারণ করেন না, স্তুতিকারী ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয়। ২০। বিবিধ শব্দবান সমস্ত প্রজাগণের ধারক, শত্রুরহিত ও ধনবান ইন্দ্র এ প্রকারে স্তুত হয়ে আমাদের সত্যরূপ অভিলষিত সম্প্রদান করুন। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত জন্মবানদের রাজা। স্তোতা যে মহিমাযুক্ত যশ প্রাপ্ত হয়, তুমি সে যশ আমাদের অধিক পরিমাণে দান কর। ২১। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

১৮ সূক্ত ॥ এ সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব এদের তিন জনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় এরা তিনজনে এ সূক্তের ঋষি ও দেবতা (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো মা মাতরমমুয়া পত্তবে কঃ ॥ ১
নাহমতো নিরয়া দুর্গহৈতত্তিরশ্চতা পার্শ্বান্নির্গমাণি।
বহূনি মে অকৃতা কর্ত্বানি যুধ্যৈ ত্বেন সং ত্বেন পৃচ্ছৈ ॥ ২
পরায়তীং মাতরমন্বচষ্ট ন নানু গান্যনু নু গমানি।
ত্বষ্টু গৃহে অপিবৎ সোমমিন্দ্রঃ শতধন্যং চম্বোঃ সুতস্য ॥ ৩

কিং স ঋধক্কৃণবদ্যং সহস্রং মাসো জভার শরদশ্চ পূর্বীঃ ।
নহী ন্বস্য প্রতিমানমস্ত্যন্তর্জাতেষূত যে জনিত্বাঃ ॥ ৪
অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকরিন্দ্রং মাতা বীর্যেণা ন্যৃষ্টম্ ।
অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ ॥ ৫
এতা অর্ষন্ত্যল লাভবন্তী ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি ॥ ৬
কিমু ষ্বিদস্মৈ নিবিদো ভনন্তেন্দ্রস্যাবদ্যং দিধিষন্ত আপঃ
মমৈতান্ পুত্রো মহতা বধেন বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্ ॥ ৭
মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্বা কুষবা জগার ।
মমচ্চিদাপঃ শিশবে মমৃড্যুর্মমচ্চিদিন্দ্রঃ সহসোদতিষ্ঠৎ ॥ ৮
মমচ্চন তে মঘবন্ব্যংসো নিবিবিধ্বাঁ অপ হনূ জঘান ।
অধা নিবিদ্ধ উত্তরো বভূবাঞ্ছিরো দাসস্য সং পিণগ্বধেন ॥ ৯
গৃষ্টিঃ সসূব স্থবিরং তবাগামনাধৃষ্যং বৃষভং তুম্রমিন্দ্রম্ ।
অরীড়্হং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানম্ ॥ ১০
উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ ।
অথাব্রবীদ্বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ত্ সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব ॥ ১১
কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্তামজিঘাং সচ্চরন্তম্ ।
কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদ্যৎপ্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য ॥ ১২
অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্
অপশ্যং জায়ামমহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। এ পথ অনাদি এবং পূর্বাপর লব্ধ, সমস্ত দেবগণ এ পথে উৎপন্ন হয়েছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হয়ে এ পথ দিয়ে জাত হও, তোমার মাতার পতন সাধন করো না। ২। বামদেব বলছেন ঃ আমি এ পথ দিয়ে বহির্গত হব না, এ অতি দুর্গম, আমি পার্শ্ব ভেদ করে নির্গত হই। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম করতে হবে, আমাকে একের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, একের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করতে হবে। ৩। ইন্দ্র বলেছেন, যে আমার মাতা মৃত হবেন ; তথাপি পুরাতন পথ অনুগমন করব না, শীঘ্র বহির্গত হব। ইন্দ্র অভিষবকারী ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্বক সোমাভিষব ফলদ্বয়ে অভিষুত সোম পান করেছিলেন। সে সোম শত ধনের দ্বারা ক্রীত (২)। ৪। অদিতি যে ইন্দ্রকে সহস্র মাস ও বহুতর সংবৎসর ধারণ করেছিলেন, সে ইন্দ্র কেন বিরুদ্ধ কার্য করেছেন? অদিতি বলছেন ঃ যারা উৎপন্ন হয়েছে ও হবে, তাদের সাথে ইন্দ্রের তুলনা নেই। ৫। গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করে মাতা তাকে বীর্যে পূর্ণ করেছিলেন। অনন্তর উৎপাদ্যমান ইন্দ্র তেজধারণ করে উত্থিত হলেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করলেন। ৬। "অল-লা" এরূপ শব্দ করতে করতে এ জলবতী নদীগণ হর্ষসূচক শব্দ করে গমন করছে। হে ঋষি! তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর, যে ওরা কি বলছে। জলসমূহ কিরূপে আবরক মেঘকে ভেদ করে? ৭। নিবিৎরূপ মন্ত্রসমূহ একে কি বলে? জলসমূহ ইন্দ্রের কি স্তুতি করে? আমার পুত্র মহৎ বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন, অনন্তর এ নদীগণকে বিসৃষ্ট করেছিল। ৮। বামদেব বলছেন ঃ হে ইন্দ্র! যুবতি অদিতি প্রমত্তা হয়ে তোমাকে প্রসব করেছিলেন। কুযবা প্রমত্তা হয়ে তোমাকে গ্রাস করেছিল। জলসমূহ প্রমত্ত হয়ে, শিশু তোমাকে সুখ প্রদান করেছিল। ইন্দ্র

প্রমত্ত হয়ে স্বীয়বীর্য প্রভাবে উত্থান করেছিলেন। ৯। হে ধনবান ইন্দ্র! ব্যংস প্রমত্ত হয়ে তোমার হনুদ্বয় বিদ্ধ করে অপহত করেছিল। অনন্তর, তুমি অধিক বলশালী হয়েছিলে এবং সে দাসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করেছিলে। ১০। সকৃৎসূতা গাভী যেরূপ বৎস প্রসব করে, সেরূপ ইন্দ্রের মাতা স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চরণ করবার জন্য স্থবির, প্রভূত বলশালী, অনভিভবনীয়, অভিষ্টবর্ষী; প্রেরক, অনভিভূত, স্বয়ং গমনক্ষম ও শরীরাভিলাষী ইন্দ্রকে প্রসব করেছিলেন। ১১। ইন্দ্রের মাতা মহান ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুত্র! দেবগণ তোমাকে ত্যাগ করেছে? ইন্দ্র বললেন, হে সখা বিষ্ণু! (৩) তুমি বৃত্রকে বধ করতে যদি অভিলাষী তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন কে আপন মাতাকে বিধবা করেছে? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করতে ইচ্ছা করেছে? কোন দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমার থেকে বড়? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পদদ্বয় গ্রহণ করে পিতাকে বধ করেছ (৪)। ১৩। আমি জীবনোপায় অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র সমূহ পাক করেছিলাম (৫)। আমি দেবগণের ইন্দ্র ব্যতিরিক্ত সুখয়িতা পাই নি। আমি আমার ভার্যাকে অসম্মানতা হতে দেখেছি (৬) অনন্তর শ্যেন ইন্দ্র আমার জন্য মধুর জল আহরণ করেছিলেন।

টীকা ঃ ১। গর্ভস্থ বামদেব মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করে উৎপন্ন হবেন মনে করেছিলেন। তাঁর জননী এ বিদিত হয়ে ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করলেন অদিতি ইন্দ্রের সঙ্গে এলেন। সায়ণ। "The interesting part of this absurd story is its accordance with the birth of Sakya, according to the Buddhists, who may possibly have borrowed the notion fromthe Veda,—Wilson. ২ । অর্থাৎ ইন্দ্র যথেচ্ছ কর্ম করেছিলেন, আমি কেন যথেচ্ছ নির্গত হব না। ৩। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র সূর্যরূপ বিষ্ণুকে 'সখা' বলে সম্বোধন করছেন, ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। ইন্দ্র দ্বারা তাঁর পিতার হত্যা সম্বন্ধে সায়ণ কোন বিবরণ দেন নি, সে বিবরণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। ৬।১।৩।৬। ৫। বামদেব কুক্কুর মাংস খেয়েছিলেন তার উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে। ১০।১০৬। ৬। মাতৃগর্ভস্থ বামদেব এসকল কথা কিরূপে বলবে?

১৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র বিশ্বে দেবাসঃ সুহবাস ঊমাঃ।
মহামুভে রোদসী বৃদ্ধমৃষ্বং নিরেকমিদ্বৃণতে বৃত্রহত্যে ॥ ১
অবাসৃজন্ত জিব্রয়ো ন দেবা ভুবঃ সম্রালিন্দ্র সত্যযোনিঃ।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণঃ প্র বর্তনীররদো বিশ্বধেনাঃ ॥ ২
অতৃপ্ণুবন্তং বিয়তমবুধ্যমবুধ্যমানং সুষুপাণমিন্দ্র।
সপ্ত প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ বি রিণা অপর্বন্ ॥ ৩
অক্ষোদয়চ্ছবসা ক্ষামং বুধ্নং বার্ণ বাতস্তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
দৃড়্হা ন্যৌভ্নাদুশমান ওজোঽবাভিনৎককুভঃ পর্বতানাম্ ॥ ৪
অভি প্র দদ্রুর্জনয়ো ন গর্ভং রথা ইব প্র যযুঃ সাকমদ্রয়ঃ।
অতর্পয়ো বিসৃত উব্জ ঊর্মীন্ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্ ॥ ৫
ত্বং মহীমবনিং বিশ্বধেনাং তুর্বীতয়ে বয্যায় ক্ষরন্তীম্।
অরময়ো নমসৈজদর্ণঃ সুতরণাঁ অকৃণোরিন্দ্র সিন্ধূন্ ॥ ৬

প্রাগ্রুবো নভন্বোন বক্বা ধ্বস্রা অপিন্বদ্ যুবতীর্ঋতজ্ঞাঃ
ধন্বান্যজ্রাঁ অপৃণক্তৃষাণাঁ অধোগিন্দ্রঃ স্তর্যো দংসুপত্নীঃ ॥ ৭
পূর্বীরুষসঃ শরদশ্চ গূর্তা ইন্দ্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্বি সিন্ধূন্ ।
পরিষ্ঠিতা অতৃণদ্বধানাঃ সীরা ইন্দ্রঃ স্রবিতবে পৃথিব্যা ॥ ৮
বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো অদানং নিবেশনাদ্ধরিব আ জভর্থ ।
ব্যংধো অখ্যদহিমাদদানো নির্ভূদুখচ্ছিৎ সমরন্ত পর্ব ॥ ৯
প্র তে পূর্বাণি করণানি বিপ্রাবিদ্বাঁ আহ বিদুষে করাংসি ।
যথাযথা বৃষ্ণ্যানি স্বগূর্তাপাংসি রাজন্নর্যাবিবেষীঃ ॥ ১০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে বজ্রবান ইন্দ্র! সুন্দর আহ্বানযুক্ত রক্ষক বিশ্বদেবগণ এবং দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে এ যজ্ঞে একমাত্র তোমাকেই বৃত্র বধের জন্য প্রেরণ করে। তুমি মহান প্রবৃদ্ধ এবং দর্শনীয়। ২। হে ইন্দ্র! বৃদ্ধেরা যেরূপ যুবা পুত্রগণকে প্রেরণ করে সেরূপ দেবগণ তোমাকে শত্রু বধের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তদবধি তুমি সমস্ত লোকের অধীশ্বর হয়েছ। তুমি সত্যের নিবাসস্বরূপ, তুমি জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করেছ, সকলের প্রীতিদায়িকা নদী সকল খনন করেছ। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি অতৃপ্ত, শিথিলাঙ্গ, অজ্ঞান, অজ্ঞানভাবাপন্ন, সুপ্ত ও গমনশীল জলকে আচ্ছাদন করে শয়ান বৃত্রকে পৌর্ণমাসীর দিবসে বজ্রদ্বারা বধ করেছ। ৪। বায়ু যেরূপ বলদ্বারা জল ক্ষোভিত করে, সেরূপ ইন্দ্র বলদ্বারা অন্তরিক্ষকে ক্ষীণজল করে পেষণ করেছিলেন। বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় মেঘসকল ভগ্ন করেছিলেন, পর্বত সকলের কুকুভ ভেদ করেছিলেন। ৫। ইন্দ্র। জননীগণ যেরূপে পুত্রের নিকট গমন করে সেরূপ মরুদগণ তোমার নিকট গিয়েছিল। তারা রথের ন্যায় তোমার সাথে বৃত্রবধে গিয়েছিল। তুমি নদীগণকে পরিপূর্ণ করেছ, মেঘকে ভগ্ন করেছ, বৃত্রকর্তৃক আবৃত জলকে প্রেরণ করেছ। ৬। তুমি মহতী, সকলের প্রীতিদায়িকা, তুবীতি ও বয্যের অভীষ্টপ্রদা পৃথিবীকে অন্ন ও জলদ্বারা প্রীত করেছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি জলকে সুখে পারের যোগ্য করেছ। ৭। ইন্দ্র শত্রুহিংসক সৈন্যের ন্যায় কুলসমূহের ধ্বংসকারিণী, যুবতী অন্নজনয়িত্রী নদী সকল পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি নির্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করেছেন, পিপাসাতুর পথিকদের পরিপূর্ণ করেছেন। তিনি দস্যুদের অধিকৃতা প্রসবনিবৃত্তা গাভী সকলকে দোহন করেছেন। ৮। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করে তমিস্রাদ্বারা আচ্ছাদিত বহু ঊষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করেছেন এবং জল মুক্ত করেছেন। তিনি পরিব্যাপ্ত বর্ধিত নদীগণকে বিমুক্ত করেছেন। ৯। হে হরিবান! তুমি বম্রী কর্তৃক ভক্ষিত অগ্রুর পুত্রকে গৃহ হতে বাইরে এনেছিলে। বাইরে আনবার সময় সে অন্ধ হলেও অহিকে দেখতে পেয়েছিল। সে নির্গত হবার পর তার বম্রী কর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থীদেশ সকল সংযুক্ত হয়েছিল। ১০। হে রাজা প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সর্ববেত্তা। বর্ষণস্বরূপ ও স্বয়ং সম্পন্ন মনুষ্যের হিতকর কর্ম সকল যে যে প্রকারে সম্পাদন করেছে, বামদেব সে সকল পুরাতন কর্ম জেনে কীর্তন করছে। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত স্তূয়মান হয়ে জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ন ইন্দ্রো দূরাদা ন আসাদভিষ্টিকৃদবসে যাসদুগ্রঃ।
ওজিষ্ঠেভির্নৃপতির্বজ্রবাহুঃ সঙ্গে সমৎসু তুর্বণিঃ পৃতন্যূন্ ॥ ১
আ ন ইন্দ্রো হরিভির্যাত্বচ্ছার্বাচীনোঽবসে রাধসে চ।
তিষ্ঠাতি বজ্রী মঘবা বিরপ্শীমং যজ্ঞমনু নো বাজসাতৌ ॥ ২
ইমং যজ্ঞং ত্বমস্মাকমিন্দ্র পুরো দধৎ সনিষ্যসি ক্রতুং নঃ।
শ্বঘ্নীব বজ্রিন্ত্সনয়ে ধনানাং ত্বয়া বয়মর্য আজিং জয়েম ॥ ৩
উশন্নু ষু ণঃ সুমনা উপাকে সোমস্য নু সুষুতস্য স্বধাবঃ।
পা ইন্দ্র প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ সমন্ধসা মমদঃ পৃষ্ঠ্যেন ॥ ৪
বি যো ররপ্শ ঋষিভির্নবেভির্বৃক্ষো ন পক্কঃ সৃণ্যো ন জেতা।
মর্যো ন যোষামভি মন্যমনোঽচ্ছা বিবক্মি পুরুহূতমিন্দ্রম্ ॥ ৫
গিরির্ন যঃ স্বতবাঁ ঋষ্ব ইন্দ্রঃ সনাদেব সহসে জাত উগ্রঃ।
আদর্তা বজ্রং স্থবিরং ন ভীম উদ্নেব কোশং বসুনা ন্যৃষ্টম্ ॥ ৬
ন যস্য বর্তা জনুষা ন্বস্তি ন রাধস আমরীতা মঘস্য।
উদ্বাবৃষাণস্তবিষীব উগ্রাস্মভ্যং দদ্ধি পুরুহূত রায়ঃ ॥ ৭
ঈক্ষে রায়ঃ ক্ষয়স্য চর্ষণীনামুত ব্রজমপবর্তাসি গোনাম্।
শিক্ষানরঃ সমিথেষু প্রহাবান্বস্বো রাশিমভিনেতাসি ভূরিম্ ॥ ৮
কয়া তচ্ছৃণ্বে শচ্যা শচিষ্ঠো যয়া কৃণোতি মুহু কা চিদৃষ্বঃ।
পুরু দাশুষে বিচয়িষ্ঠো অংহোঽথা দধাতি দ্রবিণং জরিত্রে ॥ ৯
মা নো মর্ধীরা ভরা দদ্ধি তন্নঃ প্র দাশুষে দাতবে ভূরি যত্তে।
নব্যে দেষ্ণে শস্তে অস্মিন্ত উক্থে প্র ব্রবাম বয়মিন্দ্র স্তুবন্তঃ ॥ ১০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। অভীষ্টপ্রদ তেজস্বী ইন্দ্র, আমাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য দূর হতে আসুন। আমাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য নিকট হতে আসুন। তিনি সংগ্রাম সঙ্গত হলে শত্রুগণকে বধ করেন। তিনি বজ্রবাহু, মনুষ্যগণের পালক এবং তেজস্বী মরুদ গণযুক্ত। ২। অভিমুখবর্তী ইন্দ্র, আমাদের আশ্রয় ও ধনদানের জন্য আমাদের নিকট অশ্বে আরোহণ করে আসুন। বজ্রী, ধনবান, মহান ইন্দ্র যুদ্ধে উপস্থিত হলে আমাদের এ যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পুরঃসর করে, আমাদের এ ক্রিয়মান যজ্ঞ ভজনা কর। হে বজ্রী! আমরা তোমার স্তোতা। ব্যাধ যেরূপ মৃগ শিকার করে সেরূপ আমরা তোমার দ্বারা ধনলাভের জন্য যুদ্ধে যেন জয় লাভ করতে পারি। ৪। হে অন্নবান ইন্দ্র! তুমি প্রসন্ন মনে আমাদের সমীপে এসে আমাদের কামনা করে উত্তমরূপে অভিষুত সম্ভৃত, মাদক, সোমরস শীঘ্র পান কর এবং পৃষ্ঠ্য সোমদ্বারা হৃষ্ট হও। ৫। যিনি পক্ক ফল বৃক্ষের ন্যায় এবং আয়ুধকুশল বিজয়ী ব্যক্তির ন্যায় নূতন ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ প্রকারে স্তুত হন, আমি সে পুরুহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে, স্ত্রীর অভিমানী মনুষ্য যেরূপ স্ত্রীর প্রশংসা করে, সেরূপ স্তুতি করছি। ৬। যিনি পর্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর অভিভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হয়েছেন, সে ইন্দ্র জলদ্বারা পূর্ণ জল পাত্রের ন্যায় তেজদ্বারা পূর্ণ বৃহৎ বজ্রকে আদৃত করেছিলেন। ৭। ইন্দ্রের

জন্ম হতেই নিবারক নেই, তাঁর যজ্ঞাদি কর্ম সাধক ধনের বিনাশক নেই। হে বলশালী, তেজস্বী পুরুহূত। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি আমাদের ধন দান কর। ৮। তুমি প্রজাগণের ধন ও গৃহ পর্যবেক্ষণ করে থাক, গো সমূহকে মোচন করে থাক। তুমি শিক্ষা বিষয়ে নেতা ও যুদ্ধে আয়ুধবান, তুমি প্রভূত ধনরাশি দান করে থাক। ৯। অতিশয় প্রাজ্ঞ ইন্দ্র কোন প্রজ্ঞাবলে বিশ্রুত হয়েছেন? মহান ইন্দ্র যে প্রজ্ঞাবলে কর্মসমূহ সম্পাদন করেন তা দিয়ে বিশ্রুত আছেন। তিনি যজমানের বহুল পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাগণকে ধন দান করেন। ১০। হে ইন্দ্র! আমাদের হিংসা করো না, আমাদের পোষণ কর। তোমার যে ধন হব্যদাতাকে দান করবার জন্য আছে, তা আমাদের দান কর। আমরা তোমার স্তুতি করে এ নূতন দানযোগ্য প্রশস্ত উকথে তোমার মহিমা বিশেষরূপে কীর্তন করছি। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজন করতে পারি।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ যাত্বিন্দ্রোঽবস উপ ন ইহ স্তুতঃ সধমাদস্তু শূরঃ।
বাবৃধানস্তবিষীর্যস্য পূর্বীর্দ্যৌর্ন ক্ষত্রমভিভূতি পুষ্যাৎ ॥ ১
তস্যেদিহ স্তবথ বৃষ্ণ্যানি তুবিদ্যুম্নস্য তুবিরাধসো নৄন্।
যস্য ক্রতুর্বিদথ্যো ন সম্রাট্ সাহ্বান্ তরুত্রো অভ্যস্তি কৃষ্টীঃ ॥ ২
আ যাত্বিন্দ্রো দিব আ পৃথিব্যা মক্ষূ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ।
স্বর্ণরাদবসে নো মরুত্বাৎ পরাবতো বা সদনাদৃতস্য ॥ ৩
স্থূরস্য রায়ো বৃহতো য ঈশে তমু ষ্টবাম বিদথেষ্বিন্দ্রম্।
যো বায়ুনা জয়তি গোমতীষু প্র ধৃষ্ণুয়া নয়তি বস্যো অচ্ছ ॥ ৪
উপ যো নমো নমসি স্তভায়ন্নিয়র্তি বাচং জনয়ন্যজধ্যৈ।
ঋঞ্জসানঃ পুরুবার উক্থৈরেন্দ্রং কৃণ্বীত সদনেষু হোতা ॥ ৫
ধিষা যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ত্সদন্তো অদ্রিমৌশিজস্য গোহে।
আ দুরোষাঃ পাস্ত্যস্য হোতা যো নো মহান্ত্সংবরণেষু বহ্নিঃ ॥ ৬
সত্রা যদীং ভার্বরস্য বৃষ্ণঃ সিষক্তি শুষ্মঃ স্তুবতে ভরায়।
গুহা যদীমৌশিজস্য গোহে প্র যদ্ধিয়ে প্রায়সে মদায় ॥ ৭
বি যদ্বরাংসি পর্বতস্য বৃণ্বে পয়োভির্জিন্বে অপাং জবাংসি।
বিদদ্গৌরস্য গবয়স্য গোহে যদী বাজায় সুধ্যো বহন্তি ॥ ৮
ভদ্রা তে হস্তা সুকৃতোত পাণী প্রযন্তারা স্তুবতে রাধ ইন্দ্র।
কা তে নিষত্তিঃ কিমু নো মমৎসি কিং নোদুদু হর্ষসে দাতবা উ ॥ ৯
এবা বস্ব ইন্দ্রঃ সত্যঃ সম্রাড্ঢন্তা বৃত্রং বরিবঃ পূরবে কঃ।
পুরুষ্টুত ক্রত্বা নঃ শগ্ধি রায়ো ভক্ষীয় তেঽবসো দৈব্যস্য ॥ ১০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যাঁর বল প্রভূত, যিনি আকাশের ন্যায় অভিভব সমর্থ বল পোষণ করেন, সে ইন্দ্র আশ্রয়দানের জন্য আমাদের নিকট আসুন। শূর প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র

আমাদের সাথে হৃষ্ট হোন। ২। হে স্তোতাগণ! যাঁর অভিভবকর ও ত্রাণকর কর্ম যজ্ঞই সম্রাটের ন্যায় লোকদের অভিভূত করে, সে প্রভূতযশা ও বহুধনশালী ইন্দ্রের বলভূত নেতা মরুৎগণকে তোমরা এ যজ্ঞে স্তুতি কর। ৩। ইন্দ্র আমাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য মরুৎগণের সঙ্গে স্বর্গলোক হতে, ভূলোক হতে, অন্তরিক্ষ হতে, জল হতে, আদিত্যলোক হতে, দূর দেশ হতে এবং জলের স্থান হতে আসুন! ৪। যিনি স্থূল এবং মহৎ ধনের অধিপতি, যিনি প্রাণরূপ বলদ্বারা শত্রুসেনা জয় করেন, যিনি প্রগলভ, যিনি স্তোতৃগণকে শ্রেষ্ঠ দন দান করেন, আমরা যজ্ঞস্থলে সে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করব। ৫। যিনি লোক সকল স্তম্ভন করে যজ্ঞার্থে বজ্ররূপবাক্য উৎপাদন করেন এবং হব্য প্রাপ্ত হলে বৃষ্টিরূপ অন্ন দান করেন, যিনি প্রসাধনের যোগ্য এবং উকথদ্বারা স্তুতিযোগ্য, সে ইন্দ্রকে হোতা যজ্ঞগৃহে আহ্বান করুন। ৬। যখন ইন্দ্রের স্তুতি অভিলাষী যজমানের গৃহে নিবাসকারী স্তোতাগণ স্তুতির সঙ্গে ইন্দ্রের নিকট উপাগত হন তখন ইন্দ্র আসুন। তিনি যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেন, তিনি যজমানের হোতা তাঁর ক্রোধ দুস্তর। ৭। ভার্বরের পুত্র অভীষ্ট-বর্ষী ইন্দ্রের এ বল সত্যই যজমানকে সেবা করে। এ সত্যই যজমানের ভরণার্থে গুহাতে, গৃহে ও কর্মে অবস্থান করে, যজমানের অভীষ্ট লাভ ও হর্ষ উৎপন্ন করে। ৮। যেহেতু ইন্দ্র মেঘের দ্বার অপাবৃত করেছেন এবং জলের বেগ জলসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, অতএব যখন সুকর্মা যজমান ইন্দ্রকে অন্নদান করেন, তখন তিনি গৌর গৃহে ও গবয় লাভ করেন। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার কল্যাণকর হস্তদ্বয় সৎকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তোমার হস্তদ্বয় যজমানকে ধন দান করে। কেন তোমার বিলম্ব হচ্ছে? কেন তুমি আমাদের হৃষ্ট করছ না? কেন তুমি আমাদের ধন দান করতে হৃষ্ট হচ্ছ না? ১০। এ প্রকারের স্তুত হয়ে সত্যবান ধনেশ্বর, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মানুষকে ধন দান করেন। হে বহুস্তুত! তুমি আমাদের স্তুতির জন্য ধন দান কর, আমি যেন দিব্য অন্ন ভক্ষণ করতে পাই। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তুয়মান হয়ে জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি তন্নো মহান্ করতি শুষ্ম্যা চিৎ।
ব্রহ্ম স্তোমং মঘবা সোমমুক্থা যো অশ্মানং শবসা বিভ্রদেতি ॥ ১
বৃষা বৃষন্ধিং চতুরশ্রিমস্যন্নুগ্রো বাহুভ্যাং নৃতমঃ শচীবান্।
শ্রিয়ে পরুষ্ণীমুষমাণ ঊর্ণাং যস্যাঃ পর্বাণি সখ্যায় বিব্যে ॥ ২
যো দেবো দেবতমো জায়মানো মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ।
দধানো বজ্রং বাহ্বোরুশন্তং দ্যামমেন রেজয়ৎ প্র ভূম ॥ ৩
বিশ্বা রোধাংসি প্রবতশ্চ পূর্বীর্দ্যৌর্ঋষ্বাজ্জনিমন্রেজত ক্ষাঃ।
আ মাতরা ভরতি শুষ্ম্যা গোর্নৃবৎপরিজন্মোনুবন্ত বাতাঃ ॥ ৪
তা তু ত ইন্দ্র মহতো মহানি বিশ্বেষ্বিৎ সবনেষু প্রবাচ্যা।
যচ্ছূর ধৃষ্ণো ধৃষতা দধৃষ্বানহিং বজ্রেণ শবসাবিবেষীঃ ॥ ৫
তা তূ তে সত্যা তুবিনৃম্ণ বিশ্বা প্র ধেনবঃ সিস্রতে বৃষ্ণ ঊধ্নঃ।
অধা হ ত্বদ্বৃষমণো ভিয়ানাঃ প্র সিন্ধবো জবসা চক্রমন্ত ॥ ৬
অত্রাহ তে হরিবস্তা উ দেবীরবোভিরিন্দ্র স্তবন্ত স্বসারঃ।
যৎসীমনু প্র মুচো বদ্বধানা দীর্ঘামনু প্রসিতিং স্যন্দয়ধ্যৈ ॥ ৭

পিপীলে অংশুর্মদ্যো ন সিন্ধুরা ত্বা শমী শশমানস্য শক্তিঃ ।
অস্মদ্র্যক্ শুশুচানস্য যম্যা আশুর্ন রশ্মিং তুব্যোজসং গোঃ ॥ ৮
অস্মে বর্ষিষ্ঠা কৃণুহি জ্যেষ্ঠা নৃম্ণানি সত্রা সহুরে সহাংসি ।
অস্মভ্যং বৃত্রা সুহনানি রন্ধি জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্য ॥ ৯
অস্মাকমিৎসু শৃণুহি ত্বমিন্দ্রাস্মভ্যং চিত্রাঁ উপ মাহি বাজান্ ।
অস্মভ্যং বিশ্বা ইষণঃ পুরন্ধীরস্মাকং সু মঘবন্বোধি গোদাঃ ॥ ১০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যেহেতু মহান বলবান ইন্দ্র, আমাদের হব্য সেবা করেন এবং অভিলাষ করেন, অতএব যিনি ধনবান, এবং যিনি বলদ্বারা বজ্র ধারণ করে আসেন সে ইন্দ্র হব্য, স্তোম, সোম ও উক্‌থ স্বীকার করুন। ২। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে বৃষ্টিকারী চতুর্ধারা বিশিষ্ট বজ্র ক্ষেপণ করে উগ্র, নেতৃশ্রেষ্ঠ ও কর্মবান হয়ে আচ্ছাদনকারিণী পরুষ্ণী নদীকে আশ্রয় দানার্থ সেবা করছেন। ওরা ভিন্ন ভিন্ন পরিসর প্রদেশকে আপনার সখ্য ভাবহেতু সংবৃত করছেন। ৩। যিনি দীপ্তিমান, যিনি দাতাশ্রেষ্ঠ, যিনি জাত মাত্রেই প্রভূত অন্ন ও মহৎ বলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সে ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে কাময়মান বজ্র ধারণ করে বলদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত করেছিলেন। ৪। মহান ইন্দ্রের জন্ম হলে পর সমস্ত পর্বত, অনেক সমুদ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁর ভয়ে কম্পিত হয়েছিল। বলবান ইন্দ্র গতিশীল সূর্যের মাতা পিতা দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন। বায়ু অন্তরিক্ষে মনুষ্যগণের ন্যায় শব্দ করে। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি মহান, তোমার কর্ম মহৎ এবং সমস্ত সবনে স্তুতিযোগ্য। হে প্রগলভ শূর ! তুমি লোক সকলকে ধারণ করে ধর্ষণশীল বজ্রদ্বারা বলপূর্বক অহিকে বিনাশ করেছ। ৬। হে বলশালী ইন্দ্র ! তোমার এ সকল কর্ম নিশ্চয়ই সত্য। হে ইন্দ্র ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার প্রভাবে ধেনুগণ উধ হতে ক্ষীর ক্ষরণ করে। হে বর্ষণশীল ! নদীগণ তোমার ভয়ে বেগে প্রবাহিত হয়। ৭। হে হরিবান ইন্দ্র ! যখন তুমি বদ্ধ এ নদীগণকে বহুকাল অবরোধের পর প্রবাহিত হবার জন্য মোচন করেছিলে, সে সময়ে প্রসিদ্ধ দ্যুতিমতী ভগিনীগণ তোমার আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে স্তুতি করলেন। ৮। হর্ষজনক সোম নিষ্পীড়িত হয়েছে, স্যন্দমান হয়ে তোমার নিকট আসুক। শীঘ্রগামী আরোহী গমনশীল অশ্বের দৃঢ়বল্গা ধারণ করে যেরূপ অশ্বকে প্রেরণ করে, সেরূপ তুমি দীপ্তিমান স্তোতার স্তুতি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। ৯। হে সহনশীল ইন্দ্র ! তুমি সর্বদা আমাদের অভিভবকর, প্রবৃদ্ধ প্রশস্ত বল দান কর, বধযোগ্য শত্রুদের আমাদের বশীভূত কর, হিংসক মনুষ্যের অস্ত্র নষ্ট কর। ১০। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর, আমাদের বিবিধ প্রকার অন্ন দান কর এবং আমাদের সমস্ত বুদ্ধি প্রেরণ কর। হে মঘবা ! আমাদের গাভীদাতা হও। ১১। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র ! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে, স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

২৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অষ্টম, নবম ও দশম ঋকের ইন্দ্র অথবা ঋত দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কথা মহামবৃধৎকস্য হোতুর্যজ্ঞং জুষাণো অভি সোমমূধঃ।
পিবন্নুশানো জুষমাণো অন্ধো ববক্ষ ঋষ্বঃ শুচতে ধনায় ॥ ১
কো অস্য বীরঃ সধমাদমাপ সমানংশ সুমতিভিঃ কো অস্য।
কদস্য চিত্রং চিকিতে কদূতী বৃধে ভুবচ্ছশমানস্য যজ্যোঃ ॥ ২
কথা শৃণোতি হূয়মানমিন্দ্রঃ কথা শৃণ্বন্নবসামস্য বেদ।
কা অস্য পূর্বীরুপমাতয়ো হ কথৈনমাহুঃ পপুরিং জরিত্রে ॥ ৩
কথা সবাধঃ শশমানো অস্য নশদভি দ্রবিণং দীধ্যানঃ।
দেবো ভুবন্নবেদা ম ঋতানাং নমো জগৃভ্বাঁ অভি যজ্জুজোষৎ ॥ ৪
কথা কদস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ দেবো মর্তস্য সখ্যং জুজোষ।
কথা কদস্য সখ্যং সখিভ্যো যে অস্মিন্ কামং সুযুজং ততস্রে ॥ ৫
কিমাদমত্রং সখ্যং সখিভ্যঃ কদা নু তে ভ্রাত্রং প্র ব্রবাম।
শ্রিয়ে সুদৃশো বপুরস্য সর্গাঃ স্বর্ণ চিত্রতমমিষ আ গোঃ ॥ ৬
দ্রুহং জিঘাংসন্ ধ্বরসমনিন্দ্রাং তেতিক্তে তিগ্মা তুজসে অনীকা।
ঋণা চিদ্যত্র ঋণয়া ন উগ্রো দূরে অজ্ঞাতা উষসো ববাধে ॥ ৭
ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঋতস্য ধীতির্বৃজিনানি হন্তি।
ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ ॥ ৮
ঋতস্য দৃড়্হা ধরুণানি সন্তি পুরূণি চন্দ্রা বপুষে বপূংষি।
ঋতেন দীর্ঘমিষণন্ত পৃক্ষ ঋতেন গাব ঋতমা বিবেশুঃ ॥ ৯
ঋতং যেমান ঋতমিদ্বনোত্যৃতস্য শুষ্মস্তুরয়া উ গব্যুঃ।
ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনূ পরমে দুহাতে ॥ ১০
নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের স্তুতি মহান ইন্দ্রকে কি প্রকারে বর্ধিত করিবে? তিনি কোন হোতার যজ্ঞে প্রীত হয়ে আসেন? মহান ইন্দ্র সোমরস ও অন্ন আস্বাদন কামনা ও সেবা করে কাকে দেবার জন্য প্রদীপ্ত ধন বহন করেন? ২। কোন বীর ইন্দ্রের সাথে সোম পান করতে পায়? কোন ব্যক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে? কখন এঁর বিচিত্র ধন বিতরিত হয়? কখন তিনি স্তোতা যজমানকে বর্ধিত করবার জন্য রক্ষাযুক্ত হন? ৩। ইন্দ্র হোতাকে কি প্রকারে শ্রবণ করেন? শুনে তার প্রয়োজন কি প্রকারে জানতে পারেন? ইন্দ্রের পুরাতন দান কি কি? ঐ সকল দান ইন্দ্রকে স্তোতার অভীষ্ট পূরক বলে কেন? ৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে স্তুতি করেন ও যজ্ঞদ্বারা দীপ্তিযুক্ত হন, তিনি কি প্রকারে বাধা পেয়েও ইন্দ্রের ধন প্রাপ্ত হন? যখন দ্যুতিমান ইন্দ্র হব্য গ্রহণ করে আমার প্রতি প্রসন্ন হন তখন তিনি আমার স্তোত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হন। ৫। কোন সময়ে এবং কি প্রকারে দ্যুতিমান ইন্দ্র উষার প্রারম্ভে মনুষ্যের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন? যাঁরা এর উদ্দেশে সুযোগ্য ও কমনীয় হব্য বিস্তার করেন, কোন সময়ে এবং কি প্রকারে সে বন্ধুগণের প্রতি এর বন্ধুত্ব প্রদর্শিত হবে? ৬। আমরা কি তোমার অভিভবকর সখ্য সখাদের নিকট প্রচার করব? কখন আমরা তোমার ভ্রাতৃত্ব প্রচার করব? সুদর্শন ইন্দ্রের উদ্যোগ-সমূহ কল্যাণকর। সূর্যের ন্যায় গতিশীল ইন্দ্রের দর্শনীয় শরীর সকলে অভিলাষ

করে। ৭। দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী এবং ইন্দ্রবিহীনাকে বিনাশ করবার ইচ্ছা করে, ইন্দ্র তীক্ষ্ম আয়ুধ সকলকে বধার্থে তীক্ষ্ম করছেন। যে সকল ঋণ উষাকালে আমাদের ক্লেশ দেয়, ঋণবিনাশক উগ্র ইন্দ্র সে সকল উষাকে দূরে অজ্ঞাত ভাবে পীড়া প্রদান করে রেখেছিলেন। (১) ৮। ঋতদেবের (২) অনেক জল আছে। ঋতদেবের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋতদেবের বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান স্তুতিবাক্য মনুষ্যের বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে। ৯। বপুষ্মান ঋতদেবের অনেক দৃঢ়, ধারক, আহ্লাদকর রূপ আছে। স্তোতাগণ ঋতদেবের নিকট প্রভূত অন্ন ইচ্ছা করে। ধেনুগণ ঋতদেবের দ্বারা দক্ষিণারূপে যজ্ঞে প্রবেশ করে। ১০। স্তোতাগণ ঋতদেবকে বশীভূত করবার জন্য ভজনা করে। ঋতদেবের বল শীঘ্র জল কামনা করে। বিস্তীর্ণা, দূরবগাহা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের। প্রীতিদায়িকা উৎকৃষ্টা দ্যাবা-পৃথিবী ঋতদেবের জন্য দুগ্ধ দোহন করেন। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে স্তুতিদ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

টীকা ঃ ১। হিংসাকারিণী ইন্দ্রবিহীনা কে, তা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন রাক্ষসী। 'Dcath; the debt of Nature; the payment of what Indra's favour delays by prolonging life.' Wilson. ২। ঋত শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সায়ণ। ১।২৪।৯ ঋকের টীকা দেখুন।

২৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

কা সুষ্টুতিঃ শবসঃ সূনুমিন্দ্রমর্বাচীনং রাধস আ ববর্তৎ।
দদির্হি বীরো গৃণতে বসূনি স গোপতির্নিষ্ষিধাং নো জনাসঃ ॥ ১
স বৃত্রহত্যে হব্যঃ স ঈড্যঃ স সুষ্টুত ইন্দ্রঃ সত্যরাধাঃ।
স যামন্না মঘবা মর্ত্যায় ব্রহ্মণ্যতে সুষ্বয়ে বরিবো ধাৎ ॥ ২
তমিন্নরো বি হ্বয়ন্তে সমীকে রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত ত্রাম্।
মিথো যৎ ত্যাগমুভয়াসো অগ্মন্নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতৌ ॥ ৩
ক্রতূয়ন্তি ক্ষিতয়ো যোগ উগ্রাশুষাণাসো মিথো অর্ণসাতৌ।
সং যদ্বিশোঽববৃত্রন্ত যুধ্মা আদিন্নেম ইন্দ্রয়ন্তে অভীকে ॥ ৪
আদিদ্ধ নেম ইন্দ্রিয়ং যজন্ত আদিৎ পক্তিঃ পুরোলাশং রিরিচ্যাৎ।
আদিৎসোমো বি পপৃচ্যাদসুষ্বীনাদিজ্জুজোষ বৃষভং যজধ্যৈ ॥ ৫
কৃণোত্যস্মৈ বরিবো য ইত্থেন্দ্রায় সোমমুশতে সুনোতি।
সধ্রীচীনেন মনসাবিবেনন্তমিৎ সখায়ং কৃণুতে সমৎসু ॥ ৬
য ইন্দ্রায় সুনবৎ সোমমদ্য পশ্চাৎপক্তীরুত ভৃজ্জাতি ধানাঃ।
প্রতি মনায়োরুচথানি হর্যন্তস্মিন্ দধদ্বৃষণং শুষ্মমিন্দ্রঃ ॥ ৭
যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্যঃ।
অচিক্রদদ্বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আ নিশিতং সোমসুদ্ভিঃ ॥ ৮
ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্ ॥৯
ক ইমং দশভির্মমেন্দ্রং ক্রীণাতি ধেনুভিঃ।
যদা বৃত্রাণি জংঘনদথৈনং মে পুনর্দদৎ ॥ ১০

নূ ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যোন পীপেঃ।
অকারি তে হরিবো ব্রহ্ম নব্যং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ। ১১

অনুবাদ ঃ ১। কিরূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে ধনদানার্থে আমাদের অভিমুখে আনবে? হে যজমানগণ! বীর গোপতি ইন্দ্র আমাদের শত্রুগণের ধন দান করেন, আমরা তাঁর স্তব করি। ২। বৃত্র বধের জন্য যুদ্ধে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি স্তুতির যোগ্য। তিনি সুন্দর রূপে স্তুত হয়ে যজমানগণকে দান করার জন্য সত্য ধনবিশিষ্ট হয়। ধনবান সে ইন্দ্র স্তোত্রাভিলাষী সোমাভিষবকারী মনুষ্যকে ধন দান করেন। ৩। মনুষ্যেরা যুদ্ধে তাঁকেই আহ্বান করে। শরীর রিক্ত করে তাঁকেই ত্রাণ কর্তা করেন। মনুষ্যগণ উভয়ে অর্থাৎ যজমানগণ ও স্তোতা পরস্পর সঙ্গত হয়ে পুত্র ও পৌত্রলাভের জন্য দানশীল ইন্দ্রের নিকট গমন করে। ৪। হে উগ্র ইন্দ্র! চতুর্দিকে ব্যাপ্ত মনুষ্যগণ জল লাভের জন্য একত্রিত হয়ে যজ্ঞ করে। যখন যুদ্ধকারী লোক সকল যুদ্ধে একত্রিত হয় তখন কেউ কেউ ইন্দ্রকে অভিলাষ করে। ৫। তখন কেউ কেউ বলবান ইন্দ্রকে পূজা করে। তখন কেহ পুরোডাশ প্রস্তুত করে তাঁকে দান করে। তখন তিনি, যে সোম অভিষুত করে এবং যে সোম অভিষুত করে না, তাঁদের পৃথক করেন। তখন কেউ কেউ অভীষ্ট-বর্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করতে অভিলাষ করে। ৬। যিনি সোমাভিলাষী স্বর্গলোকস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করেন, ইন্দ্র তাঁকে ধন দান করেন। ইন্দ্র একান্তচিত্তে ইন্দ্রাভিলাষী সোমাভিষবকারীকে সংগ্রামে তাঁর সখা করেন। ৭। যিনি অদ্য ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব করছেন, যিনি পুরোডাশ প্রস্তুত করছেন, যিনি যব ভাজছেন, ইন্দ্র স্তুতিকারীর স্তোত্র স্বীকার করে সে যজমানের অভিলাষ পূরক বল ধারণ করেন। ৮। যখন শত্রুগণের হিংসক আর্য শত্রুগণকে জানতে পারেন এবং দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকেন, তখন পত্নী সোমাভিষবকারীগণের কর্তৃক তীক্ষ্ণীকৃত অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন। ৯। কেহ অনেক পণ্যের দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রেতার নিকট গমন করে আমি বিক্রয় করি নি বলে অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা অনেক দিয়েছি বলে অল্প মূল্য অতিক্রম করতে পারে না। সমর্থ হোক বা অসমর্থ হোক, বিক্রয় কালে যে কথা বলে তাই থেকে যায় (১)। ১০। কে আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনু দ্বারা ক্রয় করবে? যখন ইন্দ্র শত্রুদের বধ করবেন, তখন তাঁকে পুনর্বার আমায় প্রদান করবে (২)। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হয়ে, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করছি, আমরা যেন রথবান হয়ে, স্তুতি দ্বারা সর্বদা তোমার ভজনা করতে পারি।

টীকা ঃ ১। ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে চুক্তি হয় তাই বলবৎ থাকে, এ ঋকের মর্ম। ২। এ চুক্তিটি করবার জন্য ঋষি পূর্ব ঋকে চুক্তির সাধারণ নিয়ম বলেছেন। কিন্তু এ চুক্তিটি কি তা বোঝা যায় না। আমার ইন্দ্রকে দশটি ধেনু দিয়ে ক্রয় করবে, এরই বা অর্থ কি?

২৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কো অদ্য নর্যো দেবকাম উশন্নিন্দ্রস্য সংখ্যং জুজোষ।
কো বা মহেহবসে পার্যায় সমিদ্ধে অগ্নৌ সুতসোম ঈট্টে ॥ ১

কো নানাম বচসা সোম্যায় মনায়ুর্বা ভুবতি বস্ত উস্রাঃ ।
ক ইন্দ্রস্য যুজ্যং কঃ সখিত্বং কো ভ্রাত্রং বষ্টি কবয়ে উতী ॥ ২
কো দেবানামবো অদ্যা বৃণীতে ক আদিত্যাঁ অদিতিং জ্যোতিরীট্টে ।
কস্যাশ্বিনাবিন্দ্রো অগ্নিঃ সুতস্যাংশোঃ পিবন্তি মনসাবিবেনম্ ॥ ৩
তস্মা অগ্নির্ভারতঃ শর্ম যংসজ্জ্যোক্ পশ্যাৎ সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।
য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ নরে নর্যায় নৃতমায় নৃণাম্ ॥ ৪
ন তং জিনন্তি বহবো ন দভ্রা উর্বস্মা অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ।
প্রিয়ঃ সুকৃৎপ্রিয় ইন্দ্রে মনায়ুঃ প্রিয়ঃ সুপ্রাবীঃ প্রিয়ো অস্য সোমী ॥ ৫
সুপ্রাব্যঃ প্রাশুষালেষ বীরঃ সুষ্বেঃ পক্তিং কৃণুতে কেবলেন্দ্রঃ ।
নাসুষ্বেরাপি র্ন সখা ন জামির্দুষ্প্রাব্যোঽহবহন্তেদবাচঃ ॥ ৬
ন রেবতা পণিনা সখ্যমিন্দ্রোঽসুন্বতা সুতপাঃ সং গৃণীতে ।
আস্য বেদঃ খিদতি হন্তি নগ্নং বি সুষ্বয়ে কেবলো ভূৎ ॥ ৭
ইন্দ্রং পরেঽবের মধ্যমাস ইন্দ্রং যান্তোঽবসিতাস ইন্দ্রম্ ।
ইন্দ্রং ক্ষিয়ন্তে উত যুধ্যমানা ইন্দ্রং নরো বাজয়ন্তো হবন্তে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অদ্য কোন মনুষ্যহিতকর দেবতাভিলাষী কাময়মান ব্যক্তি ইন্দ্রের সখ্য প্রাপ্ত হয়েছে? সোমাভিষবকারী কোন ব্যক্তি সমিদ্ধ অগ্নিতে মহৎ ও পারগামী আশ্রয় লাভের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছে? ২। কে স্তুতি বাক্য দ্বারা সোমার্হ ইন্দ্রের নিকট অবনত হচ্ছে? কে ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করছে? কে ইন্দ্রের দত্ত গাভী ধারণ করছে? কে ইন্দ্রের সাহায্য ইচ্ছা করছে? কে ইন্দ্রের সখ্য ইচ্ছা করছে? কে ইন্দ্রের ভ্রাতৃভাব ইচ্ছা করছে? কে কবি ইন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করছে? ৩। কে অদ্য দেবগণের আশ্রয় প্রার্থনা করছে? কে আদিত্য অদিতি ও জ্যোতিকে স্তব করছে? অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নিস্তুতিতে প্রীত হয়ে কোন যজমানের অভিষুত সোম যথেচ্ছা পান করেন? ৪। যে যজমান বলেন, নেতা মনুষ্যের বন্ধু এবং নেতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য অভিষব করব হব্যবাহক অগ্নি তাঁকে সুখ দান করুন এবং চিরকাল নবোদিত সূর্য দর্শন করুন (১)। ৫। অল্প অথবা বহু শত্রুগণ সে যজমানকে যেন হিংসা না করে। অদিতি তাঁকে প্রভূত সুখ দান করুন। সুকর্মা ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয় হন। যিনি ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হন। যিনি ইন্দ্রের নিকট সাধুভাবে গমন করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হন। সোমাভিষবকারী ইন্দ্রের প্রিয় হন। ৬। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট, গমন করে ও সোমাভিষব করে, শীঘ্র অভিভবকারী বীর ইন্দ্র তার পাককার্য স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সোমাভিষব করে না ইন্দ্র তার আপ্ত ব্যক্তি নন, সখ্য নন এবং জামি নন। যে ব্যক্তি তার নিকট গমন করে না ও স্তুতি করে না, তিনি তাকে হিংসা করেন। ৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র সোমাভিষব-কর্ম রহিত, ধনবান পণির (২) সাথে সখ্য সংস্থাপন করেন না। তিনি তার বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন। তিনি সোমাভিষকারী ও হব্যপাককারীর অনন্যসাধারণ বন্ধু হন। ৮। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, মধ্যবিধ লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, গমনকারী লোকে ইন্দ্রকে আহ্বান করে, উপবিষ্ট লোক ইন্দ্রকে আহ্বান করে, গৃহে নিবাসীগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, যোদ্ধাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, অন্নেচ্ছু মনুষ্যগণও ইন্দ্রকে আহ্বান করে।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ সূর্যের উদয়কালে সে যজমানের গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হোক। ২। সায়ণ পণি অর্থে বণিক করেছেন। এ অর্থ প্রকৃত হলে এখানে ধনবান যজ্ঞবিরত বণিকগণের উল্লেখ পাওয়া গেল।

২৬ সূক্ত ॥ প্রথম তিনটি ঋক্‌দ্বারা ইন্দ্র আপনার কীর্তি বর্ণনা করছেন। অবশিষ্ট ঋকে বামদেব শ্যেন পক্ষীদ্বারা সোম আনার কথা বলেছেন। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃংজেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা ॥ ১
অহং ভূমিমদদামার্যায়াহাং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবাসো অনু কেতমায়ন্‌ ॥ ২
অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শমতমং বেশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবম্‌ ॥ ৩
প্র সু ষ বিভ্যো মরুতো বিরস্তু প্র শ্যেনঃ শ্যেনেভ্য আশুপত্বা।
অচক্রয়া যৎ স্বধয়া সুপর্ণো হব্যং ভরন্মনবে দেবজুষ্টম্‌ ॥ ৪
ভরদ্যদি বিরতো বেবিজানঃ পথোরুণা মনোজবা অসর্জি।
তূয়ং যযৌ মধুনা সোম্যেনোত শ্রবো বিবিদে শ্যেনো অত্র ॥ ৫
ঋজীপী শ্যেনো দদমানো অংশুং পরাবতঃ শকুনো মন্দ্রম্‌ মদম্‌।
সোমং ভরদ্দাদৃহাণো দেবাবান্দিবো অমুষ্মাদুত্তরাদাদায় ॥ ৬
আদায় শ্যেনো অভরৎ সোমং সহস্রং সবাঁ অযুতং চ সাকম্‌।
অত্রা পুরংধিরজহাদরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি মনু, আমি সূর্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলংকৃত করেছি, অমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর। ২। আমি আর্যকে পৃথিবী দান করেছি। অমি হব্যদাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি দান করেছি। আমি শব্দায়মান জল এনেছি। দেবগণ আমার সংকল্প অনুগমন করেন। ৩। আমি সোমপানে মত্ত হয়ে শম্বরের নবনবতি সংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করেছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করেছিলাম তখন তাঁকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়েছিলাম। ৪। হে মরুদগণ! শ্যেন পক্ষী পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান হোক, অন্য শ্যেনদের অপেক্ষা শীঘ্রগামী শ্যেন প্রধান হোক। যেহেতু সে চক্ররহিত রথদ্বারা দেবগণকর্তৃক সেবিত সোমরূপ হব্য মনুর জন্য এনেছে। ৫। যখন পক্ষী তথা হতে ভীতি প্রদর্শন করে সোম এনেছিল, তখন সে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ মার্গে মনের ন্যায় বেগে উড্ডীন হয়েছিল এবং সোমাত্মক মধুর সাথে এসেছিল। এ জগতে শ্যেন যশোলাভ করেছে। ৬। ঋজুগামী শ্যেনপক্ষী দূর হতে সোম ধারণ করে, দেবগণের সাথে স্তুতিযোগ্য মদকর সোমকে ঐ উন্নত দ্যুলোক হতে গ্রহণ দৃঢ়ভাবে এনেছিল। ৭। শ্যেন সহস্র ও অযুত যজ্ঞের সাথে সোমকে গ্রহণ করে এনেছিল। তা আনীত হলে বহু কর্মবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ, ইন্দ্র সোমের মত্ততায় মূঢ় শত্রুদের বধ করেছেন।

২৭ সূক্ত ॥ শ্যেন দেবতা। শ্যেন ঋক্‌দের শ্যেন অথবা ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ, শক্বরী ছন্দ।

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্‌ ॥ ১

ন ঘা স মামপ জোষং জভারাভীমাস ত্বক্ষসা বীর্যেণ।
ঈর্মা পুরংধিরজহাদরাতীরুত বাতাঁ অতরচ্ছূশুবানঃ ॥ ২
অব যচ্ছ্যেনো অস্বনীদধ দ্যোর্বি যদ্যদি বাত ঊহুঃ পুরংধিম্।
সৃজদ্যদস্মা অব হ ক্ষিপজ্জ্যাং কৃশানুরস্তা মনসা ভুরণ্যন্ ॥ ৩
ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং শ্যেনো জভার বৃহতো অধি ষ্ণোঃ।
অন্তঃ পতৎপতত্র্যস্য পর্ণমধ যামনি প্রসিতস্য তদ্বেঃ ॥ ৪
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তমাপিপ্যানং মঘবা শুক্রমন্ধঃ।
অধ্বর্যুভি প্রয়তং মধ্বো অগ্রমিন্দ্রো মদায় প্রতি ধৎপিবধ্যৈ শূরো মদায় প্রতি ধৎপিবধ্যৈ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি গর্ভমধ্যে থেকেই এ সকল দেবগণের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হয়েছি। শত লৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করেছিল, অধুনা আমি শ্যেন, বেগে নির্গত হয়েছি। ২। সে গর্ভ আমাকে পর্যাপ্ত রূপে অপহরণ করতে পারে নি; আমি তাকে তীক্ষ্ম বীর্যদ্বারা পরাভব করেছি। সোম শত্রুদের বধ করেছেন এবং বর্ধমান হয়ে বায়ুগণকেও অতিক্রম করেছেন। ৩। যখন শ্যেন দ্যুলোক হতে অধোমুখ হয়ে শব্দ করিছিল, যখন তারা এর নিকট হতে সোম নিয়ে বহন করেছিল, যখন শরনিক্ষেপক কৃশানু মনের ন্যায় বেগে গমন করতে ইচ্ছা করে জ্যাক্ষেপ করেছিলেন এবং তার প্রতি শরক্ষেপণ করেছিলেন। ৪। অশ্বিদ্বয় যেরূপ ইন্দ্রবান দেশ হতে ভুজ্যুকে বহন করেছিল সেরূপ ঋজুগামী শ্যেন, বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হতে সোম হরণ করেছিল। তখন যুদ্ধে প্রহৃত এ পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পতনশীল পক্ষ্ম পড়ে গিয়েছিল। ৫। এক্ষণে শুভ্র, পাত্রস্থিত গব্যমিশ্রত, তৃপ্তিকর সারোপেত এবং অধ্বর্যুগণ কর্তৃক দত্ত সোমশূর ধনবান ইন্দ্র হর্ষের জন্য পান করুন। মধুর সোমরস অগ্রে হর্ষের জন্য পান করুন (১)।

টীকা ঃ ১। এ ২৬ এবং ২৭ সূক্তের সায়ণাচার্য অন্য এক প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থও করেছেন।

২৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও সোম দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বা যুজা তব তৎসোম সখ্য ইন্দ্রো অপো মনবে সস্রুতস্কঃ।
অহন্নহিমরিণাৎসপ্ত সিন্ধূনপাবৃণোদপিহিতেব খানি ॥ ১
ত্বা যুজা নি খিদৎ সূর্যস্যেন্দ্রশ্চক্রং সহসা সদ্য ইন্দো।
অধি ষ্ণুনা বৃহতা বর্তমানং মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি ॥ ২
অহন্নিন্দ্রো অদহদগ্নিরিন্দো পুরা দস্যূন্ মধ্যন্দিনাদভীকে।
দুর্গে দুরোণে ক্রত্বা ন যাতাং পুরু সহস্রা শর্বা নি বর্হীত ॥ ৩
বিশ্বস্মাৎসীমধমাঁ ইন্দ্র দস্যূন্বিশো দাসীরকৃণোরপ্রশাস্তাঃ।
অবাধেথামমৃণতং নি শত্রূনবিন্দেথামপচিতিং বধত্রৈঃ ॥ ৪
এবা সত্যং মঘবানা যুবং তদিন্দ্রশ্চ সোমোর্বমশ্ব্যং গোঃ।
আদর্দৃতমপিহিতান্যশ্না রিরিচথুঃ ক্ষাশ্চিত্ততৃদানা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! ইন্দ্রের সাথে তোমার বন্ধুত্ব হবার পর, ইন্দ্র তোমার

সাহায্যে মনুষ্যদের জন্য জল প্রবাহিত করেছেন, বৃত্রকে বধ করেছেন, সপ্ত সিন্ধুকে প্রেরণ করেছেন, এবং বদ্ধদ্বার উদঘাটিত করেছেন। ২। হে সোম! ইন্দ্র তোমার সাহায্যে ক্ষণমধ্যে সূর্যের রথের উপরিস্থিত বৃহৎ অন্তরীক্ষে বর্তমান চক্র বলপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন। প্রভূত দ্রোহকারী সূর্যের সর্বতোগামী চক্র অপহৃত হয়েছিল। ৩। হে সোম! ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্বে সংগ্রামে দস্যুদের বধ করেছেন এবং অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করেছেন। চোর যেরূপ কার্যবশত রক্ষাশূন্য দুর্গমস্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে বধ করে, সেরূপ ইন্দ্র বহু সহস্র দস্যুদের সকলকে বধ করেছিলেন। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি এ সকল দস্যুদের সমস্ত সদগুণ হতে বঞ্চিত করেছ। তুমি দাস মনুষ্যদের নিন্দনীয় করেছ। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা শত্রুদের বাধা দান কর ও বধ কর। তাদের বধের জন্য লোকের নিকট পূজা গ্রহণ কর। ৫। হে সোম ও ইন্দ্র! তোমরা মহান অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করেছ, লুক্কায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলদ্বারা বিমুক্ত করেছ। হে ধনযুক্ত ইন্দ্র ও সোম! তোমরা শত্রুগণের হিংসক, তোমাদের এ সকল কার্য সত্য।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নঃ স্তুত উপ বাজেভিরূতী ইন্দ্র যাহি হরিভির্মন্দসানঃ।
তিরশ্চিদর্যঃ সবনা পুরূণ্যাঙ্গূষেভির্গৃণানঃ সত্যরাধাঃ ॥ ১
আ হি ষ্মা যাতি নর্যশ্চিকিত্বান্ হূয়মানঃ সোতৃভিরুপ যজ্ঞম্।
স্বশ্বো যো অভীরুর্মন্যমানঃ সুষ্বাণেভির্মদতি সং হ বীরৈঃ ॥ ২
শ্রাবয়েদস্য কর্ণা বাজয়ধ্যৈ জুষ্টামনু প্র দিশং মন্দয়ধ্যৈ।
উদ্বাবৃষাণো রাধসে তুবিষ্মান্ করন্ন ইন্দ্রঃ সুতীর্থাভয়ং চ ॥ ৩
অচ্ছা যো গন্তা নাধমানমূতী ইত্থা বিপ্রং হবমানং গৃণন্তম্।
উপ ত্মনি দধানো ধুর্যাশূন্তসহস্রাণি শতানি বজ্রবাহুঃ ॥ ৪
ত্বোতাসো মঘবন্নিন্দ্র বিপ্রা বয়ং তে স্যাম সূরয়ো গৃণন্তঃ।
ভেজানাসো বৃহদ্দিবস্য রায় আকায্যস্য দাবনে পুরুক্ষোঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হয়ে আমাদের আশ্রয় দান করবার জন্য আমাদের অন্নযুক্ত অনেক যজ্ঞে অশ্বগণের সাথে এস। তুমি হর্ষযুক্ত ও আর্য, তুমি স্তোত্র দ্বারা স্তূয়মান ও সত্য ধন। ২। মনুষ্যগণের হিতকারী, সর্ববেত্তা ইন্দ্র সোমাভিষবকারিগণ কর্তৃক আহূত হয়ে যজ্ঞের উদ্দেশে আসুন। তিনি সুন্দর অশ্বযুক্ত, তিনি নির্ভয়, তিনি সোমাভিষবকারী কর্তৃক স্তুত হন এবং বীর মরুদগণের সঙ্গে হৃষ্ট হন। ৩। হে স্তোতা! তুমি, ইন্দ্রের কর্ণদ্বয় তাঁকে বলশালী করবার জন্য ও সর্বস্থানে হৃষ্ট করবার জন্য স্তোত্র শ্রবণ করাও। সোমরসে সিক্ত, বলবান ইন্দ্র আমাদের ধনের জন্য সুতীর্থ সকল ভয়শূন্যও করুন। ৪। বজ্রবাহু ইন্দ্র তাঁর বশীভূত সহস্র সংখ্যক ও শতসংখ্যক শীঘ্রগামী অশ্বিগণকে রথ বহন প্রদেশে সংস্থাপন করে যাচক, মেধাবী, আহ্বানকারী এবং স্তবকারী যজমানের অভিমুখে আশ্রয় প্রদানের জন্য গমন করেন। ৫। হে ধনবান ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা আমরা তোমা কর্তৃক রক্ষিত, মেধাবী ও স্তুতিকারী। তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, স্তুতিযোগ্য ও অন্নবিশিষ্ট ধনের দানকালে আমরা যেন তোমাকে ভজনা করতে পারি।

৩০ সূক্ত। ইন্দ্র দেবতা। নবম ঋকের ঊষা ও ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

নকিরিন্দ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যায়াঁ অস্তি বৃত্রহন্। নকিরেবা যথা ত্বম্॥ ১
সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ। সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ॥ ২
বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ। যদহা নক্তমাতিরঃ॥ ৩
যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে। মুষায় ইন্দ্র সূর্যম্॥ ৪
যত্র দেবাঁ ঋঘায়তো বিশ্বা অযুধ্য এক ইৎ। ত্বমিন্দ্র বনূঁরহন্॥ ৫
যত্রোত মর্ত্যায় কমরিণা ইন্দ্র সূর্যম্। প্রাবঃ শচীভিরেতশম্॥ ৬
কিমাদুতাসি বৃত্রহন্মঘবন্মন্যুমত্তমঃ। অত্রাহ দানুমাতিরঃ॥ ৭
এতদ্ঘেদুত বীর্যমিন্দ্র চকর্থ পৌংস্যম্।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং বধীর্দুহিতরং দিবঃ॥ ৮
দিবশ্চিদঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাম্। উষাসমিন্দ্র সং পিণক্॥ ৯
অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী। নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা॥ ১০
এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা। সসার সীং পরাবতঃ॥ ১১
উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি। পরিষ্ঠা ইন্দ্র মায়য়া॥ ১২
উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্র মৃক্ষো অভি বেদনম্। পুরো যদস্য সংপিণক্॥ ১৩
উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি। অবাহন্নিন্দ্র শম্বরম্॥ ১৪
উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ। অধি পঞ্চ প্রধীঁরিব॥ ১৫
উত ত্যং পুত্রমগ্রুবঃ পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ। উক্থেষ্বিন্দ্র আভজৎ॥ ১৬
উত ত্যা তুর্বশায়দূ অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অপারয়ৎ॥ ১৭
উত ত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ। অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ॥ ১৮
অনু দ্বা জহিতা নয়োঽন্ধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্। ন তত্তে সুম্নমষ্টবে॥ ১৯
শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ। দিবোদাসায় দাশুষে॥ ২০
অস্বাপয়দ্দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ। দাসানামিন্দ্রো মায়য়া॥ ২১
স ঘেদুতাসি বৃত্রহন্সমান ইন্দ্র গোপতিঃ। যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে॥ ২২
উত নূনং যদিন্দ্রিয়ং করিষ্যা ইন্দ্র পৌংস্যং। অদ্য নকিষ্টদা মিনৎ॥ ২৩
বামং বামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা।
বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কেউ নাই, তোমার অপেক্ষা প্রশস্যতর কেউ নাই, তুমি যেরূপ সেরূপ কেউই নহে। ২। হে ইন্দ্র! সমস্ত চক্র যেরূপ শকটকে অনুবর্তন করে, সেরূপ লোকে তোমাকে অনুবর্তন করে। তুমি সত্যই মহান ও প্রখ্যাত। ৩। হে ইন্দ্র! সমস্ত দেবগণ তোমাকে বলস্বরূপে গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছিল। যেহেতু তুমি দিবারাত্রি শত্রুগণকে বধ করছিলে। ৪। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তার সহকারিগণের জন্য সূর্যের রথচক্র অপহরণ করেছিলে। ৫। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সাথে যুদ্ধ করেছিলে এবং হিংসকদের বধ করেছিলে। ৬। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্যকে হিংসা করেছিলে এবং যুদ্ধ কর্ম দ্বারা এতশকে রক্ষা করেছিলে। ৭। হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তৎপরে তুমি কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলে? তুমি এ অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করেছিলে। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি এ প্রকার বীর্যশালী বল প্রদর্শন করেছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করেছিলে। (১)। ৯। হে মহান ইন্দ্র! তুমি

দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া ঊষাকে সংপিষ্ট করেছিলে। ১০। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যখন ঊষার শকট ভগ্ন করেছিলেন তখন ঊষা ভীতা হয়ে ভগ্ন শকট হতে অবতরণ করেছিলেন। ১১। ঊষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ নদীর তীরে পড়ে থাকল তিনি দূরদেশে অপসৃত হলেন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি সম্পূর্ণজলা তিষ্টমনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞা দ্বারা সংস্থাপিত করেছিলে। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী। যখন তুমি শুষ্ণের নগর সকল সংপিষ্ট করেছিলে, তখন তুমি তার ধন লুণ্ঠন করেছিলে। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিম্নে-মুখ করে বধ করেছিলে। ১৫। হে ইন্দ্র! চক্রের চতুর্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অনুচরদের তুমি বিশেষ রূপে বধ করেছিলে। ১৬। শতক্রতু ইন্দ্র সে অগ্রুর পুত্র পরাবৃক্তকে স্তোত্রভাগী করেছিলেন। ১৭। যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত সে তুর্বশ ও যদুকে অভি-ষেকের যোগ্য করেছিলেন। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযু নদীর পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করেছিলে (২)। ১৯। হে বৃত্রহন্তা! তুমি বন্ধুগণ কর্তৃক ত্যক্ত অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করেছিলে; তোমার দত্ত সুখ কেউ অতিক্রম করতে সমর্থন নয়। ২০। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণ নির্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করেছিলেন (৩)। ২১। ইন্দ্র, দভীতিতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন করে প্রসুপ্ত করেছিলেন। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি এ সমস্ত শত্রুদের প্রচ্যুত করেছ। হে বৃত্রহন্তা! তুমি গাভী সকলের পালক, তুমি সকল যজমানের নিকট সমান। ২৩। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি তোমার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করেছিলে, অতএব অধুনাতন কোনও ব্যক্তি একে হিংসা করতে পারে না। ২৪। হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! অর্যমাদেব তোমার সে মনোহর ধন দান করুন, পূষা সে মনোহর ধন দান করুন, ভগ সে মনোহর ধন দান করুন। করুলতী দেব সে মনোহর ধন দান করুন।

টীকা ঃ ১। দিবা বা সূর্যরূপ ইন্দ্র উদয় হলে ঊষা বিনষ্ট হয়, এ বোধ হয় ঋকের মর্ম। পরের তিনটি ঋক দেখুন। ২। সরযু নদী পাঞ্জাবের এক নদী, আধুনিক সরযূ নহে। ৩। মূলে অশ্মন্ময়ীনাং পুরাং আছে। প্রস্তর নির্মিত নগরের পরিচয় এখানে পেলাম। এ সূক্তে অনার্যদের সাথে যুদ্ধের অনেক উল্লেখ আছে।

৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। পাদনিচৃৎ ছন্দ।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়হা চিদারুজে বসু ॥ ২
অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাস্যূতিভিঃ ॥ ৩
অভী ন আ ববৃৎস্ব চক্রং ন বৃত্তমর্বতঃ। নিযুদ্ভিশ্চর্ষণীনাম্ ॥ ৪
প্রবতা হি ক্রতূনামা হা পদেব গচ্ছসি। অভক্ষি সূর্যে সচা ॥ ৫
সং যত্ত ইন্দ্র মন্যবঃ সং চক্রাণি দধন্বিরে। অধ ত্বে অধ সূর্যে ॥ ৬
উত স্মা হি ত্বামাহুরিন্মঘবানং শচীপতে। দাতারমবিদীধয়ুম্ ॥ ৭
উত স্মা সদ্য ইৎপরি শশমানায় সুন্বতে। পুরু চিন্মংহসে বসু ॥ ৮
নহি ষ্মা তে শতং চন রাধো বরন্ত আমুরঃ। ন চ্যৌত্নানি করিষ্যতঃ ॥ ৯
অস্মাঁ অবন্তু তে শতমস্মান্ত্সহস্রমূতয়ঃ। অস্মান্বিশ্বা অভিষ্টয়ঃ ॥ ১০
অস্মাঁ ইহা বৃণীষ্ব সখ্যায় স্বস্তয়ে। মহো রায়ে দিবিত্মতে ॥ ১১

অস্মাঁ অবিড্‌ঢি বিশ্বহেন্দ্র রায়া পরীণসা। অস্মান্বিশ্বাভিরূতিভিঃ ॥ ১২
অস্মভ্যং তাঁ অপা বৃধি ব্রজাঁ অস্তেব গোমতঃ। নবাভিরিন্দ্রোতিভিঃ ॥ ১৩
অস্মাকং ধৃষ্ণুয়া রথো দ্যুমাঁ ইন্দ্রানপচ্যুতঃ। গব্যুরশ্বয়ূরীয়তে ॥ ১৪
অস্মাকমুত্তমং কৃধি শ্রবো দেবেষু সূর্য। বর্ষিষ্ঠং দ্যামিবোপরি ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। সর্বদা বর্ধমান, পূজনীয় ও মিত্রভূত ইন্দ্র কোন তর্পণ দ্বারা আমাদের অভিমুখে আসবেন? কোন প্রজ্ঞাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কর্মদ্বারা আমাদের অভিমুখে আসবেন? ২। হে ইন্দ্র! পূজনীয়, সত্যভূত, হর্ষ কর সোমরসের মধ্যে কোন সোমরস শত্রুগণের ধন নষ্ট করবার জন্য তোমাকে হৃষ্ট করবে? ৩। তুমি সখা স্তোতাগণের রক্ষক, তুমি শত রক্ষার সাথে আমাদের নিকট এস। ৪। আমরা তোমার উপগন্তা। তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিতে প্রীত হয়ে আমাদের নিকট বৃত্তকার চক্রের ন্যায় প্রত্যাগত হও। ৫। তুমি যজ্ঞের প্রবণ প্রদেশ নিজের স্থান মনে করে আগমন করে থাক। আমি সূর্যের সঙ্গে তোমাকে ভজনা করি। ৬। হে ইন্দ্র! যখন স্তুতি ও কর্ম সকল তোমার অনুমত হয়, তখন ওরা প্রথমে তোমার হয়, তৎপরে সূর্যের হয়। ৭। হে কর্মপালক ইন্দ্র! তোমাকে মঘবা, দাতা ও দীপ্তিবিশিষ্ট বলে। ৮। তুমি ক্ষণমাত্রেই স্তুতিকারী সোমাভিষবকারীকে বহু ধন দান কর। ৯। বাধাকারিগণ তোমার শত পরিমিত ধন বারণ করতে পারে না। তুমি শত্রুগণকে হিংসা কর, তারা তোমার বল ধারণ করতে পারে না। ১০। তোমার শত সংখ্যক রক্ষা আমাদের রক্ষা করুক। তোমার সহস্র সংখ্যক রক্ষা আমাদের রক্ষা করুক। তোমার সমস্ত অভিলষিত আমাদের রক্ষা করুক। ১১। তুমি এই যজ্ঞে আমাদেরকে তোমার সখ্যের, স্বস্তির ও মহান দীপ্তিযুক্ত ধনের ভাগী কর। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি প্রত্যহ আমাদের মহৎ ধন দ্বারা রক্ষা কর; সমস্ত রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূরের ন্যায় নূতন রক্ষা দ্বারা আমাদের জন্য গাভী বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গোনিবাস সকল উদঘাটন কর। ১৪। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুধর্ষক, দীপ্তিমান, বিনাশরহিত, গাভীযুক্ত ও অশ্বযুক্ত রথ সর্বত্র গমন করুক। ১৫। হে সূর্য! তুমি যেরূপ সেচনসমর্থ দ্যুলোককে উপরে স্থাপন করেছ, সেরূপ দেবগণের মধ্যে আমাদের যশ উৎকৃষ্ট কর।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্ধমা গহি। মহান্মহীভিরূতিভিঃ। ১
ভৃমিশ্চিদ্ঘাসি তূতুজিরা চিত্র চিত্রিণীষ্বা। চিত্রং কৃণোষ্যূতয়ে ॥ ২
দভ্রেভিশ্চিচ্ছশীয়াংসং হংসি ব্রাধন্তমোজসা। সখিভির্যে ত্বে সচা ॥ ৩
বয়মিন্দ্র ত্বে সচা বয়ং ত্বাভি নোনুমঃ। অস্মাঁ অস্মাঁ ইদুদব ॥ ৪
স নশ্চিত্রাভিরদ্রিবোহনবদ্যাভি রূতিভিঃ। অনাধৃষ্টাভিরা গহি ॥ ৫
ভূয়ামো ষু ত্বাবতঃ সখায় ইন্দ্র গোমতঃ। যুজো বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥ ৬
ত্বং হ্যেক ঈশিষ ইন্দ্র বাজস্য গোমতঃ। স নো যন্ধি মহীমিষম্ ॥ ৭
ন ত্বা বরন্তে অন্যথা যদ্দিৎসসি স্তুতো মঘং। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র গির্বণঃ ॥ ৮
অভি ত্বা গোতমা গিরানূষত প্র দাবনে। ইন্দ্র বাজায় ঘৃষ্বয়ে ॥ ৯
প্র তে বোচাম বীর্যা যা মন্দসান আরুজঃ। পুরো দাসীরভীত্য ॥ ১০
তা তে গৃণন্তি বেধসো যানি চকর্থ পৌংস্যা। সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ১১
অবীবৃধন্ত গোতমা ইন্দ্র ত্বে স্তোমবাহসঃ। ঐষু ধা বীরবদ্যশঃ ॥ ১২

যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বং। তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥ ১৩
অর্বাচীনো বসো ভবাস্মে সু মৎস্বান্ধসঃ। সোমানামিন্দ্র সোমপাঃ ॥ ১৪
অস্মাকং ত্বা মতীনামা স্তোম ইন্দ্র যচ্ছতু। অর্বাগা বর্তয়া হরী ॥ ১৫
পুরোলাশং চ নো ঘসো জোষয়াসে গিরশ্চ নঃ। বধূয়ুরিব যোষণাম্ ॥ ১৬
সহস্রং ব্যতীনাং যুক্তানামিন্দ্রমীমহে। শতং সোমস্য খার্যঃ ॥ ১৭
সহস্রা তে শতা বয়ং গবামা চ্যাবয়ামসি। অস্মত্রা রাধ এতু তে ॥ ১৮
দশ তে কলশানাং হিরণ্যানামধীমহি। ভূরিদা অসি বৃত্রহন্ ॥ ১৯
ভূরিদা ভূরি দেহি নো মা দভ্রং ভূর্য ভর। ভূরি ঘেদিন্দ্র দিৎসসি ॥ ২০
ভূরিদা হ্যসি শ্রুতঃ পুরুত্রা শূর বৃত্রহন্। আ নো ভজস্ব রাধসি ॥ ২১
প্র তে বভ্রূ বিচক্ষণ শংসামি গোষণো নপাৎ। মাভ্যাং গা অনু শিশ্রথঃ ॥ ২২
কনীনকেব বিদ্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে। বভ্রূ যামেষু শোভেতে ॥ ২৩
অরং ম উস্রয়াম্ণেহরমনুস্রয়াম্ণে। বভ্রূ যামেস্বস্রিধা ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদের নিকট এস। তুমি মহান তুমি মহতী রক্ষার সাথে আমাদের সমীপে এস। ২। হে পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি ভ্রমণশীল এবং আমাদের অভীষ্টদাতা। তুমি চিত্রকর্মযুক্ত লোককে রক্ষার্থে ধন দান কর। ৩। যারা তোমার সাথে সঙ্গত হয়, তারা সামান্য হলেও তুমি সে সখাগণের সাথে মিলিত হয়ে উৎপ্লবমান মহান শত্রুদের বল দ্বারা বিনাশ কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সাথে সঙ্গত, আমরা তোমাকে অধিক পরিমাণে স্তুতি করছি; তুমি আমাদের সকলকে বিশেষরূপে রক্ষা কর। ৫। হে বজ্রধারী। তুমি মনোহর অনিন্দিত ও অনক্রমণীয় রক্ষাসমূহের সাথে আমাদের নিকট এস। ৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার মত গোযুক্ত দেবতার সখা। আমরা প্রভূত অন্নের জন্য তোমার সাথে সংযুক্ত হচ্ছি। ৭। হে ইন্দ্র! তুমিই গোযুক্ত অন্নের স্বামী, অতএব তুমি আমাদের প্রভূত অন্নদান কর। ৮। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! যখন তুমি স্তুত হয়ে স্তোতাগণকে ধন দান করতে ইচ্ছা কর, তখন কেউ অন্যথা করতে পারে না। ৯। হে ইন্দ্র! গোতমগণ ধন ও প্রভূত অন্নের জন্য তোমার উদ্দেশে স্তুতি বাক্য দ্বারা স্তুতি করছে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানে হৃষ্ট হয়ে দাসগণের নগর সকলের বিরুদ্ধে গমন করে ওদের ভগ্ন করেছিলে। আমরা তোমার সে বীর্য কীর্তন করি। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি যে সকল বীর্য প্রদর্শন করেছ, সোম অভিষুত হলে প্রাজ্ঞগণ তোমার সে সকল বীর্য কীর্তন করে। ১২। হে ইন্দ্র! স্তোত্রবাহক গোতমগণ, তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করছে, তুমি এদের পুত্রপৌত্র যুক্ত অন্ন দান কর। ১৩। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি সকলের সাধারণ দেবতা, তথাপি আমরা তোমাকেই আহ্বান করছি। ১৪। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি আমাদের অভিমুখে এস। হে সোমপা! তুমি সোমরূপ অন্ন দ্বারা হৃষ্ট হও। ১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমাদের স্তোত্র তোমাকে আমাদের নিকট আনুক। তুমি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে পরিবর্তিত কর। ১৬। তুমি আমাদের পুরোডাশ রূপ অন্ন ভক্ষণ কর। স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর বাক্য সেবা করে, সেরূপ তুমি আমাদের স্তুতি বাক্য সেবা কর। ১৭। আমরা ইন্দ্রের নিকট শিক্ষিত, শীঘ্রগামী সহস্র সংখ্যক অশ্ব যাচঞা করছি, শত সংখ্যক সোমের কলশ যাচঞা করছি। ১৮। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক গাভী গ্রহণ করব, আমাদের ধন তোমার নিকট হতে আসুক। ১৯। আমরা যেন তোমার নিকট হতে দশটি হিরণ্যপূর্ণ কলশ লাভ করতে পারি!

হে বৃত্রবিনাশক! তুমি বহুপ্রদ। ২০। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপ্রদ, তুমি আমাদের বহু ধন দান কর, অল্প ধন দান করো না। তুমি প্রভূত ধন আন, কারণ তুমি প্রভূত ধন দান করতে ইচ্ছা করে থাক। ২১। হে বৃত্রবিনাশক শূর! তুমি বহুপ্রদ বহু যজমানগণের নিকট বিখ্যাত আছ। তুমি আমাদের ধনের ভাগী কর। ২২। হে প্রাজ্ঞ! আমি তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয়ের প্রশংসা করছি। হে গাভীপ্রদ! তুমি স্তোতাগণকে বিনাশ করো না, তুমি এ অশ্বদ্বয়ের দ্বারা আমাদের গাভীগণকে বিনাশ করো না। ২৩। দৃঢ়, নব ও ক্ষুদ্র দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকাদ্বয়ের ন্যায় তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় যজ্ঞে শোভা পায়। ২৪। আমি যখন বৃষভযুক্ত রথে গমন করি, অথবা যখন পদ দ্বারা গমন করি, তখন তোমার অহিংসক পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় আমার পর্যাপ্তকারী হোক।

৩৩ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ঋভুভ্যো দূতমিব বাচমিষ্য উপস্তিরে শ্বৈতরীং ধেনুমীলে।
যে বাতজূতাস্তরণিভিরেবৈঃ পরি দ্যাং সদ্যো অপসো বভুবুঃ ॥ ১
যদারমক্রন্নৃভবঃ পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।
আদিদ্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ধীরাসঃ পুষ্টিমবহন্মনায়ৈ ॥ ২
পুনর্যে চক্রুঃ পিতরা যুবানা সনা যূপেব জরণা শয়না।
তে বাজো বিভ্বাঁ ঋভুরিন্দ্রবন্তো মধুপ্সরসো নোঽবন্তু-যজ্ঞম্ ॥ ৩
যৎ সংবৎসমৃভবো গামরক্ষন্ যৎ সংবৎসমৃভবো মা অপিশন্।
যৎসংবৎসমভরন্ ভাসো অস্যাস্তাভিঃ শমীভিরমৃতত্বমাশুঃ ॥ ৪
জ্যেষ্ঠ আহ চমসা দ্বা করেতি কনীয়ান্ত্রীন্ কৃণবামেত্যাহ।
কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করেতি ত্বষ্ট ঋভবস্তৎপনয়দ্বচো বঃ ॥ ৫
সত্যমূচু নর এবা হি চক্রুরনু স্বধামৃভবো জগ্মুরেতাম্।
বিভ্রাজমানাংশ্চমসাঁ অহেবাবেনত্ত্বষ্টা চতুরো দদৃশ্বান্ ॥ ৬
দ্বাদশ দ্যূন্যদগোহ্যস্যাতিথ্যে রণন্নৃভবঃ সসন্তঃ।
সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্নয়ন্ত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধী নির্ম্নমাপঃ ॥ ৭
রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং নরেষ্ঠাং যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাম্।
ত আ তক্ষন্ত্বৃভবো রয়িং নঃ স্ববসঃ স্বপসঃ সুহস্তাঃ ॥ ৮
অপো হ্যেষামজুষন্ত দেবা অভি ক্রত্বা মনসা দীধ্যানাঃ।
বাজো দেবানামভবৎ সুকর্মেন্দ্রস্য ঋভুক্ষা বরুণস্য বিভ্বা ॥ ৯
যে হরী মেধয়োকথা মদন্ত ইন্দ্রায় চক্রুঃ সুযুজা যে অশ্বা।
তে রায়স্পোষং দ্রবিণান্যস্মে ধত্ত ঋভবঃ ক্ষেময়ন্তো ন মিত্রম্ ॥ ১০
ইদাহ্নঃ পীতিমুত বো মদং ধুর্ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।
তে নূনমস্মে ঋভবো বসূনি তৃতীয়ে অস্মিন্ত্সবনে দধাত ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। আমি ঋভুগণের নিকট দূতের ন্যায় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছি। আমি তাঁদের নিকট সোম উপস্থাপনের জন্য পয়োযুক্তা ধেনু যাচ্ঞা করছি। ঋভুগণ বায়ুগতি এবং জগতের উপকারজনক কর্মকারী। তাঁরা বেগগামী অশ্ব-দ্বারা ক্ষণমাত্রে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করেন। ২। যখন ঋভুগণ মাতা পিতাকে পরিচর্যা ও যুবা করে এবং চমস নির্মাণাদি অন্য কার্য করে অলংকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা সে সময়েই দেবগণের সখ্য লাভ করেছিলেন। ধীর ঋভুগণ প্রকৃষ্টমনস্ক

যজমানের জন্য পুষ্টিধারণ করেন। ৩। ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতা পিতাকে নিত্য তরুণ করেছিলেন। বাজ, বিভ্বা এবং ঋভু, ইন্দ্রের সাথে সোমরস পান করে আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন। ৪। ঋভুগণ মৃতা গাভীকে সম্বৎসর পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। ঋভুগণ উপ্ত গাভীর মাংসকে সম্বৎসর পর্যন্ত অবয়বযুক্ত করেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য সম্বৎসর পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা এ সকল কার্যদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৫। জ্যেষ্ঠ ঋভু বললেন; এক চমস দুই করব। তাঁহার অবরজ বিভ্বা বললেন, তিন করব। কনিষ্ঠ বাজ বললেন, চতুর্ধা করব। হে ঋভুগণ! ত্বষ্টা ও চতুষ্করণের প্রশংসা করেছিলেন। ৬। মনুষ্যরূপ ঋভুগণ সত্য বলেছিলেন। কারণ তাঁরা তা করেছিলেন। তৎপরে ঋভুগণ এ স্বধার ভাগী হয়েছিলেন ত্বষ্টা, দিবসের ন্যায় দীপ্তমান চমস চার দেখে কামনা করেছিলেন। ৭। যখন ঋভুগণ (১) অগোপনীয় সূর্যের আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস (২) সুখে অবস্থান করে বিহার করেন, তখন তাঁরা ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন করেন, নদী সকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জল ব্যাপ্ত হয়। ৮। যাঁরা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করেছিলেন, সে সুকর্মা সুন্দর অন্নযুক্ত সুহস্ত ঋভুগণ আমাদের ধন নিষ্পাদন করুন। ৯। দেবগণ কর্মদ্বারা এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণদ্বারা দীপ্তিমান হয়ে এদের কর্ম স্বীকার করেছিলেন। সুকর্মা বাজ সমস্ত দেবতাগণের হয়েছিলেন, ঋভু ইন্দ্রের হয়েছিলেন। বিভ্বা বরুণের হয়েছিলেন। ১০। যাঁরা অশ্বদ্বয়কে প্রজ্ঞা ও স্তুতিদ্বারা হৃষ্ট করেছিলেন, যাঁরা ইন্দ্রের জন্য সুখে যোজিত অশ্বদ্বয় সম্পাদন করেছিলেন, সে ঋভুগণ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায় ধনপুষ্টি ও দ্রবিণ দান করুন। ১১। অনন্তর দেবগণ তৃতীয় সবনে তোমাদের সোম পান ও তজ্জনিত হর্ষ প্রদান করেছিলেন, তাঁরা শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সখা হন না। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদের তৃতীয় সবনে নিশ্চয় ধন দান কর।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে ঋভুগণকে সূর্যরশ্মিরূপে স্তব করা হয়েছে। সায়ণ। ২। মূলে 'দ্বাদশ দ্যূন' আছে। আর্দ্রা আদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র। সায়ণ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এখানে মলমাসের দ্বাদশ দিনের উল্লেখ আছে। ১।২৫।৮ ঋকের টীকা দেখুন।

৩৪ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইন্দ্রো নো অচ্ছেমং যজ্ঞং রত্নধেয়োপ যাত।
ইহা হি বো ধিষণা দেব্যহ্নামধাৎ পীতিং সং মদা অগ্মতা বঃ ॥ ১
বিদানাসো জন্মনো বাজরত্না উত ঋতুভি র্ঋভবো মাদয়ধ্বম্।
সং বো মদা অগ্মত সং পুরন্ধিঃ সুবীরামস্মে রয়িমেরয়ধ্বম্ ॥ ২
অয়ং বো যজ্ঞ ঋভবোঽকারি যমা মনুষ্বৎ প্রদিবো দধিধ্বে।
প্র বোঽচ্ছা জুজুষাণাসো অস্থুরভূত বিশ্বে অগ্রিয়োত বাজাঃ ॥ ৩
অভূদু বো বিধতে রত্নধেয়মিদা নরো দাশুষে মর্ত্যায়।
পিবতা বাজা ঋভবো দদে বো মহি তৃতীয়ং সবনং মদায় ॥ ৪
আ বাজা যাতোপ ন ঋভুক্ষা মহো নরো দ্রবিণসো গৃণানাঃ।
আ বঃ পীতয়োঽভিপিত্বে অহ্নামিমা অস্তং নবস্ব ইব গ্মন্ ॥ ৫

আ নপাতং শবসো যাতনোপেমং যজ্ঞং নমসা হূয়মানঃ।
সজোষসঃ সূরয়ো যস্য চ স্থ মধ্বঃ পাত রত্নধা ইন্দ্রবন্তঃ ॥ ৬
সজোষা ইন্দ্র বরুণেন সোমং সজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ।
অগ্রেপাভি ঋর্তুপাভিঃ সজোষা গ্নাস্পত্নীভীঃ রত্নধাভিঃ সজোষাঃ ॥ ৭
সজোষসো দৈব্যেনা সবিত্রা সজোষসঃ সিন্ধুভি রত্নধেভিঃ ॥ ৮
যে অশ্বিনা যে পিতরা য উতী ধেনুং ততক্ষু ঋভবো যে অশ্বা।
যে অংসত্রা য ঋধগ্রোদসী যে বিভ্বো নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥ ৯
যে গোমন্তং বাজবন্তং সুবীরং রয়িং ধত্থ বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
তে অগ্রেপা ঋভবো মন্দসানা অস্মে ধত্ত যে চ রাতিং গৃণন্তি ॥ ১০
নাপাভূত ন বোহতীতৃষামানিঃশস্তা ঋভবো যজ্ঞে অস্মিন্।
সমিন্দ্রেণ মদথ সং মরুদ্ভিঃ সং রাজভী রত্নধেয়ায় দেবাঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে ঋভু, বিভ্ব, বাজ এবং ইন্দ্র ! তোমরা রত্নদানের জন্য আমাদের এ যজ্ঞে এস। কারণ ধিষণা দেবী এইমাত্র তোমাদের দিবসের সোমজনিত প্রীতি দান করেছেন। অতএব সোমজনিত হর্ষ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গত হোক। ২। হে অন্নদ্বারা শোভমান ঋভুগণ! তোমরা দেবজন্ম বিদিত হয়ে ঋভুগণের সাথে হৃষ্ট হও। হর্ষকর সোম ও স্তুতি তোমাদের জন্য একত্রিত হয়েছে, তোমরা আমাদের পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন প্রেরণ কর। ৩। হে ঋভুগণ! তোমাদের জন্য এ যজ্ঞ করা হয়েছে, তোমরা মনুষ্যবৎ দীপ্তিশালী হয়ে এ ধারণ কর। সেবমান সোম তোমাদের নিকট রয়েছে। হে বাজগণ! তোমরা প্রথমে উপাস্য। ৪। হে নেতৃগণ! এক্ষণে তোমাদের অনুগ্রহে দানযোগ্য রত্ন পরিচর্যাকারী হব্যদাতা মনুষ্যের হোক। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা পান কর, আমি হর্ষের জন্য তৃতীয় সবনের প্রভূত সোম তোমাদের দান করছি। ৫। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষা-গণ! তোমরা নেতা। তোমরা মহৎ ধনকে স্তুতি করে আমাদের নিকট এস। দিবসের সমাপ্তিতে নবপ্রসবা গাভীগণ যেরূপ গৃহে আসে, সেরূপ এ সোমরসের পান তোমাদের নিকট আসছে। ৬। হে বলের পুত্রগণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা আহূত হয়ে এ যজ্ঞে এস। তোমরা ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গত এবং মেধাবী, কারণ তোমরা ইন্দ্রের। তোমরা ইন্দ্রের সাথে রত্ন দান করে মধুর সোম পান কর। ৭। হে ইন্দ্র। তুমি বরুণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে সোম পান কর। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র। তুমি মরুদগণের সাথে সঙ্গত হয়ে সোম পান কর। তুমি, প্রথম পানকারী ঋতুপাগণের সাথে এবং রত্নদাত্রী দেবপত্নীগণের সঙ্গে সোম পান কর। ৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হও, পর্বতগণের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হও, দেবগণের হিতকর সবিতাদেবের সাথে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হও, রত্নদাতা নদী দেবগণের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে হৃষ্ট হও। ৯। যাঁরা অশ্বিদ্বয়কে রথ নির্মাণাদি কার্যদ্বারা প্রীত করেছিলেন যাঁরা জীর্ণ পিতা মাতাকে যুবা করেছিলেন, যাঁরা ধেনু ও অশ্ব নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা দেবগণের জন্য অংসত্রা কবচ নির্মাণ করেছিলেন, যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে পৃথক করেছিলেন, যাঁরা ব্যাপ্ত এবং নেতা; যাঁরা সুন্দর অপত্য বিশিষ্ট কর্ম করেছিলেন। ১০। যাঁরা গোবিশিষ্ট, অন্নবিশিষ্ট, পুত্রপৌত্রাদি-বিশিষ্ট, গৃহযুক্ত, বহু ও অন্নযুক্ত ধন ধারণ করেন এবং যাঁরা ধনের প্রশংসা করেন, সে অগ্রে পানকারী ঋভুগণ হৃষ্ট হয়ে আমাদের ধন দান করেন। ১১। হে ঋভুগণ! তোমরা চলে যেও না, আমরাও তোমাদের তৃষ্ণার্ত করব

না। হে দেবগণ! তোমরা অনিন্দিত হয়ে রমণীয় ধন দানের জন্য এ যজ্ঞে ইন্দ্রের সাথে হৃষ্ট হও, মরুদগণের সাথে হৃষ্ট হও, দীপ্তিমান অন্যান্য দেবগণের সাথে হৃষ্ট হও।

টীকা : ১। পর্বদিবসে অর্চমান দেববিশেষ। সায়ণ। পূর্বে সায়ণ পর্বত অর্থে পর্জন্য দেব করেছেন।

৩৫ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইহোপ যাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা ঋভবো মাপ ভূত।
অস্মিন্ হি বঃ সবনে রত্নধেয়ং গমন্ত্বিন্দ্রমনু বো মদাসঃ ॥ ১
আগন্নৃভূণামিহ রত্নধেয়মভূৎ সোমস্য সুষুতস্য পীতিঃ।
সুকৃত্যয়া যৎ স্বপস্যয়া চ একং বিচক্র চমসং চতুর্ধা ॥ ২
ব্যকৃণোত চমসং চতুর্ধা সখে বি শিক্ষেত্যব্রবীত।
অথৈত বাজা অমৃতস্য পন্থাং গণং দেবানামৃভবঃ সুহস্তাঃ ॥ ৩
কিম্ময়ঃ স্বিচ্চমস এস আস যং কাব্যেন চতুরো বিচক্র।
অথা সুনুধ্বং সবনং মদায় পাত ঋভবো মধুনঃ সোমস্য ॥ ৪
শচ্যাকর্ত পিতরা যুবানা শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানম্।
শচ্যা হরী ধনুতরাবতষ্টেন্দ্রবাহাবৃভবো বাজরত্নাঃ ॥ ৫
যো বঃ সুনোত্যভিপিত্বে অহ্নাং তীব্রং বাজাসঃ সবনং মদায়।
তস্মৈ রয়িমৃভবঃ সর্ববীরমা তক্ষত বৃষণো মন্দসানাঃ ॥ ৬
প্রাতঃ সুতমপিবো হর্যশ্ব মাধ্যন্দিনং সবনং কেবলং তে।
সমৃভুভিঃ পিবস্ব রত্নধেভিঃ সখীঁ যাঁ ইন্দ্র চকৃষে সুকৃত্যা ॥ ৭
যে দেবাসো অভবতা সুকৃত্যা শ্যেনা ইবেদধি দিবি নিষেদ।
তে রত্নং ধাত শবসো নপাতঃ সৌধন্বনা অভবতামৃতাসঃ ॥ ৮
যত্তৃতীয়ং সবনং রত্নধেয়মকৃণুধ্বং স্বপস্যা সুহস্তাঃ।
যদৃভবঃ পরিষিক্তং ব এতৎ সং মদেভিরিন্দ্রিয়েভিঃ পিবধ্বম্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ! তোমরা এখানে এস, তোমরা অপগত হয়ো না। এ সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরে তোমাদের নিকট গমন করুক। ২। ঋভুগণের রত্নদান আমাদের নিকট এ যজ্ঞে আসুক। যেহেতু তাঁরা শোভন হস্ত ব্যাপারদ্বারা ও কর্মের ইচ্ছাদ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করেছিলেন এবং অভিষুত সোম পান করেছিলেন। ৩। তোমরা চমসকে চতুর্ধা করেছিলে এবং বলেছিলে, হে সখা অগ্নি! অনুগ্রহ কর। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা কুশল হস্ত, তোমরা অমরত্ব পথে (১) গমন কর। ৪। যাকে কৌশল পূর্বক চারটি করা হয়েছিল, সে চমস কি প্রকারের? হে ঋত্বিকগণ! তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর। হে ঋভুগণ! তোমরা মধুর সোমরস পান কর। ৫। হে রমণীয় সোমান্নযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা কর্মদ্বারা মাতাপিতাকে যুবা করেছিলে, কর্মদ্বারা চমস দেবপানের যোগ্য করেছিলে, কর্মদ্বারা শীঘ্রগামী ইন্দ্রের বাহক অশ্বদ্বয় সম্পাদন করেছিলে। ৬। হে ঋভুগণ! তোমরা অন্নবান। যে তোমাদের উদ্দেশে হর্ষের জন্য দিবাবসানে তীব্র সোম অভিষবণ করে, হে ফলবর্ষী ঋভুগণ! তোমরা হৃষ্ট হয়ে তার জন্য বহু পুত্রযুক্ত ধন সম্পাদন কর। ৭। হে

হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র ! তুমি প্রাতঃ সবনে অভিষুত সোম পান কর, মাধ্যন্দিন সবন কেবল তোমারই। হে ইন্দ্র, তুমি সুকর্মদ্বারা যাদের সখা করেছ, সে রত্নদাতা ঋভুগণের সাথে তৃতীয় সোম পান কর। ৮। তোমরা সুকর্মদ্বারা দেবতা হয়েছিলে। হে বলের পুত্রগণ ! তোমরা শ্যেনের ন্যায় দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর। হে সুধন্বার পুত্রগণ ! তোমরা অমর হয়েছ। ৯। হে সুহস্ত ঋভুগণ ! যে হেতু তোমরা রমণীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসাধিত করেছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাথে অভিষুত সোম পান কর।

টীকা : ১। এ ঋকের শেষার্ধটি অগ্নির উক্তি। সায়ণ।

৩৬ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরি বর্ততে রজঃ।
মহত্তদ্বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ ॥ ১
রথং যে চক্রুঃ সুবৃতং সুচেতসোঽবিহ্বরন্তং মনসস্পরি ধ্যয়া।
তাঁ ঊ ন্বস্য সবনস্য পীতয় আ বো বাজা ঋভবো বেদয়ামসি ॥ ২
তদ্বো বাজা ঋভবঃ সুপ্রবাচনং দেবেষু বিভ্বো অভবন্মহিত্বনম্।
জিব্রী যৎ সন্তা পিতরা সনাজুরা পুন র্যুবানা চরথায় তক্ষথ ॥ ৩
একং বি চক্র চমসং চতুর্বয়ং নিশ্চর্মণো গামরিণীত ধীতিভিঃ।
অথা দেবেষ্বমৃতত্বমানশ শ্রুষ্টী বাজা ঋভবস্তদ্ব উক্থ্যম্ ॥ ৪
ঋভুতো রয়িঃ প্রথম শ্রবস্তমো বাজশ্রুতাসো যমজীজনন্নরঃ।
বিভ্বতষ্টো বিদথেষু প্রবাচ্যো যং দেবাসোঽবথা স বিচর্ষণিঃ ॥ ৫
স বাজ্যর্বা স ঋষি র্বচস্যয়া স শূরো অস্তা পৃতনাসু দুষ্টরঃ।
স রায়স্পোষং স সুবীর্যং দধে যং বাজো বিভ্বাঁ ঋষভো যমাবিষুঃ ॥ ৬
শ্রেষ্ঠং বঃ পেশো অধি ধায়ি দর্শতং স্তোমো বাজা ঋভবস্তং জুজুষ্টন।
ধীরাসো হি ষ্ঠা কবয়ো বিপশ্চতস্তান্ব এনা ব্রহ্মণা বেদয়ামসি ॥ ৭
যূয়মস্মভ্যং ধিষণাভ্যস্পরি বিদ্বাংসো বিশ্বা নর্যাণি ভোজনা।
দ্যুমন্তং বাজং বৃষশুষ্মমুত্তমমা নো রয়িমৃভবস্তক্ষতা বয়ঃ ॥ ৮
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণা ইহ শ্রবো বীরবত্তক্ষতা নঃ।
যেন বয়ং চিতয়েমাত্যন্যাস্তং বাজং চিত্রমৃভবো দদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে ঋভুগণ ! তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্র রথ অশ্ব ব্যতিরেকে ও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করছে। যা দিয়ে তোমরা দ্যাবাপৃথিবী পোষণ করছ, সে রথনির্মাণরূপ মহৎ কর্ম তোমাদের দেবত্ব প্রখ্যাত করছে। ২। হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ ! তোমরা মানসিক ধ্যানদ্বারা সুবৃত ও অকুটিলগামী রথ নির্মাণ করেছিলে। হে বাজগণ ! হে ঋভুগণ ! আমরা তোমাদের সোম পানের জন্য আবেদন করছি। ৩। হে বাজগণ ! হে ঋভুগণ ! হে বিভুগণ ! তোমরা যে বৃদ্ধ ও জীর্ণ পিতামাতাকে নিত্য তরুণ ও সর্বদা বিচরণক্ষম করেছ, তোমাদের সে মাহাত্ম্য দেবগণের মধ্যে প্রখ্যাত আছে। ৪। হে ঋভুগণ ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করেছ, কর্মদ্বারা গাভীকে চর্মে পরিবৃত করেছ, অতএব তোমরা দেবগণের মধ্যে অমরত্ব লাভ করেছ। হে বাজগণ ! হে ঋভুগণ ! তোমাদের এ কর্ম প্রশংসাযোগ্য। ৫। বাজগণের সাথে বিখ্যাত নেতা ঋভুগণ যে ধন উৎপাদন করেছেন, প্রধান প্রভূত অন্নবিশিষ্ট সে ধন ঋভুগণের নিকট হতে আমাদের নিকট

আস্থন। যজ্ঞে ঋভুগণ কর্তৃক সম্পন্ন রথ বিশেষরূপে প্রশংসার্হ। হে দীপ্তিবিশিষ্ট ঋভুগণ! তোমরা যা রক্ষা কর তা দর্শনযোগ্য। ৬। বাজ, বিভক্ত ঋভুগণ যাকে রক্ষা করেন, তিনি বলবান হয়ে রণকুশল হন, তিনি ঋষি হয়ে স্তুতিযুক্ত হন; তিনি শূর হয়ে শত্রুগণের প্রক্ষেপক হন, তিনি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ হন, তিনি ধনপুষ্টি ধারণ করেন ও পুত্রপৌত্রাদি ধারণ করেন। ৭। তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করেছ। হে বাজগণ ও ঋভুগণ! এ স্তোম তোমাদের, তোমরা তা সেবা কর। তোমরা ধীমান, কবি ও জ্ঞানবান, আমরা তোমাদের এ স্তোত্র দ্বারা আবেদন করছি। ৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদের স্তুতির জন্য মনুষ্যগণের হিতকর সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিদিত হয়ে তা সম্পাদন কর এবং আমাদের জন্য দীপ্তিমান বলকারক ও বলবান শত্রুর শোষণ ধন ও অন্ন সম্পাদন কর। ৯। আমাদের এ যজ্ঞে প্রীত হয়ে পুত্রপৌত্রাদি সম্পাদন কর, এ যজ্ঞে ধন সম্পাদন কর, এ যজ্ঞে ভৃত্যাদিযুক্ত যশ সম্পাদন কর, ঋভুগণ! আমরা যা দিয়ে অন্নকে অতিক্রম করতে পারব, আমাদের সেরূপ রমণীয় অন্ন দান কর।

৩৭ সূক্ত ॥ ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উপ নো বাজা অধ্বরমৃভুক্ষা দেবা যাত পথিভি র্দেবযানৈঃ।
যথা যজ্ঞং মনুষো বিক্ষ্বাস্থ দধিধ্বে রণ্বাঃ সুদিনেষ্বহ্নাম্ ॥ ১
তে বো হৃদে মনসে সন্তু যজ্ঞা জুষ্টাসো অদ্য ঘৃতনির্ণিজো গুঃ।
প্র বঃ সুতাসো হরয়ন্ত পূর্ণাঃ ক্রত্বে দক্ষায় হর্ষয়ন্ত পীতাঃ ॥ ২
ত্র্যুদায়ং দেবহিতং যথা বঃ স্তোমো বাজা ঋভুক্ষণো দদে বঃ।
জুহ্বে মনুষ্বদুপরাসু বিক্ষু যুষ্মে সচা বৃহদ্দিবেষু সোমম্ ॥ ৩
পীবো অশ্বাঃ শুচদ্রথা হি ভূতায়ঃ শিপ্রা বাজিনঃ সুনিষ্কাঃ।
ইন্দ্রস্য সূনো শবসো নপাতোঽনু বশ্চেত্যগ্রিয়ং মদায় ॥ ৪
ঋভুমৃভুক্ষণো রয়িং বাজে বাজিন্তমং যুজম্।
ইন্দ্রস্বন্তং হবামহে সদাসাতমমশ্বিনম্। ৫
সেদৃভবো যমবথ যূয়মিন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্।
স ধীভিরস্তু সনিতা মেধসাতা সো অর্বতা ॥ ৬
বি নো বাজা ঋভুক্ষণঃ পথশ্চিতন যষ্টবে।
অস্মভ্যং সূরয়ঃ স্তুতা বিশ্বা আশাস্তরীষণি ॥ ৭
তং নো বাজা ঋভুক্ষণ ইন্দ্র নাসত্যা রয়িম্।
সমশ্বং চর্ষণিভ্য আ পুরু শস্ত মঘত্তয়ে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে রমণীয় ঋভুগণ! তোমরা যেরূপে দিবাসমূহকে সুদিন করবার জন্য মনুষ্যলোকের যজ্ঞ ধারণ করে থাক, হে বাজগণ! হে ঋভু দেবগণ! তোমরা সেরূপ আমাদের যজ্ঞে এস। ২। অদ্য এ যজ্ঞ সকল তোমার হৃদয় ও মনের প্রীতিদায়ক হোক। ঘৃত মিশ্রিত পর্যাপ্ত সোমরস তোমাতে গমন করুক। চমসপূর্ণ সোমরস তোমাকে কামনা করছে, তা উৎসাহার্থে পীত হয়ে তোমাকে সুকর্মের জন্য হৃষ্ট করুক। ৩। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ (১)! যে সকল লোক, সবন-ত্রয়োপেত দেবগণের হিতকর সোম তোমাদের উদ্দেশে ধারণ করছে, অথবা তোমাদের উদ্দেশে স্তোম ধারণ করছে, সে সমবেত প্রজাগণের মধ্যে আমি মনুর ন্যায় প্রভূত দীপ্তিযুক্ত। আমি তোমাদের উদ্দেশে সোম প্রদান করি। ৪। তোমাদের অশ্ব

সকল পীন, তোমাদের রথ দীপ্তিশালী, তোমাদের হনুদ্বয় লোহের ন্যায় সারবান, তোমরা অন্নবান ও শোভননিষ্কসম্পন্ন (২)। হে ইন্দ্রপুত্রগণ! বলের পৌত্রগণ! তোমাদের হর্ষের জন্য এ প্রথম সবন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫। হে ঋভুক্ষাগণ! আমরা ঋভুস্বরূপ ধন প্রার্থনা করি, সংগ্রামে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ সহায়কে আহ্বান করি, সর্বদা দানশীল ইন্দ্রবান অশ্বীকে আহ্বান করি। ৬। হে ঋভুগণ! তোমরা এবং ইন্দ্র যে মর্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি কর্ম দ্বারা ধনভাগী হোন এবং যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হোন। ৭। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! আমাদের যজ্ঞপথ প্রজ্ঞাপিত কর; কারণ হে মেধাবীগণ! তোমরা স্তুত হলে সমস্ত দিক উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হও। ৮। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! হে ইন্দ্র! হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা ধন দানার্থে মনুষ্যগণের জন্য প্রভূত ধন ও অশ্বদানের আজ্ঞা কর।

টীকা ঃ ১। সায়ণ ১।১৬২।১ এবং ২।১৮৬।১০ ঋকে ঋভুক্ষা অর্থে ইন্দ্র করেছেন, কিন্তু এ স্থলে ঋভুক্ষা অর্থে ঋভুগণ করেছেন। এখানেও এ মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকে ও অন্যান্য স্থানে ঋভুক্ষা অর্থে স্পষ্টই ঋভুগণ। ২। ঋগ্বেদে এ স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে নিষ্ক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিষ্ক শব্দের অর্থ সুবর্ণমুদ্রা বিশেষ। কণ্ঠের অলংকার রূপেও ব্যবহৃত হত।

৩৮ সূক্ত ॥ প্রথম ঋকের দ্যাবাপৃথিবী দেবতা, অবশিষ্ট ঋকের দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উত হি বাং দাত্রা সন্তি পূর্বা যা পূরুভ্যস্ত্রসদস্যু র্নিতোশে।
ক্ষেত্রাসাং দদথুরুর্বরাসাং ঘনং দস্যুভ্যো অভিভূতিমুগ্রম্ ॥ ১
উত বাজিনং পুরুনিষ্‌ষিধ্বানং দধিক্রামু দদথু র্বিশ্বকৃষ্টিম্।
ঋজিপ্যং শ্যেনং প্রুষিতপ্সুমাশুং চর্কৃত্যমর্যো নৃপতিং ন শূরম্ ॥ ২
যং সীমনু প্রবতেব দ্রবন্তং বিশ্বঃ পূরুর্মদতি হর্ষমাণঃ।
পড়্ভি র্গৃধ্যন্তং মেধয়ুং ন শূরং রথতুরং বাতমিব ধ্রজন্তম্ ॥ ৩
যঃ স্মারুন্ধানো গধ্যা সমৎসু সনুতরশ্চরতি গোষু গচ্ছন্।
আবিঋজীকো বিদথা নিচিক্যত্তিরো অরতিং পর্যাপ আয়োঃ ॥ ৪
উত স্মৈনং বস্ত্রমথিং ন তায়ুমনু ক্রোশন্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু।
নীচায়মানং জসুরিং ন শ্যেনং শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্ ॥ ৫
উত স্মাসু প্রথমঃ সরিষ্যন্নি বেবেতি শ্রেণিভী রথানাম্।
স্রজং কৃণ্বানো জন্যো ন শুভ্বা রেণুং রেরিহৎ কিরণং দদশ্বান্ ॥ ৬
উত স্য বাজী সহুরি ঋর্তাবা শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
তুরং যতীষু তুরয়ন্নৃজিপ্যোঽধি ভ্রুবোঃ কিরতে রেণুমৃঞ্জন্ ॥ ৭
উত স্মাস্য তন্যতোরিব দ্যো ঋঘায়তো অভিযুজো ভয়ন্তে।
যদা সহস্রমভি ষীময়োধীদ্দুর্বর্তুঃ স্মা ভবতি ভীম ঋঞ্জন্ ॥ ৮
উত স্মাস্য পনয়ন্তি জনা জূতিং কৃষ্টিপ্রো অভিভূতিমাশোঃ।
উতৈনমাহুঃ সমিথে বিয়ন্তঃ পরা দধিক্রা অসরৎ সহস্রৈঃ ॥ ৯
আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তুমধ্বা সমিমা বচাংসি ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যাবাপৃথিবী! দাতা ত্রসদস্যু রাজা তোমাদের নিকট হতে

অনেক ধন পেয়ে প্রার্থীদের দান করেছেন। তোমরা উর্বরা ক্ষেত্রযুক্ত ধন (১) দান করেছ এবং দস্যুদের বধার্থে অভিভবকর ও উগ্র অস্ত্র দান করেছ। ২। গমনশীল অনেক শত্রুগণের নিষেধক, সমস্ত লোকের রক্ষক, সরলগতি, সুন্দর-গমন, দীপ্তিবিশিষ্ট, শীঘ্রগামী এবং বলবান রাজার ন্যায় শত্রু বিনাশক দধিক্রা দেবকে (২) তোমরা দু জনে দান করেছ। ৩। নিম্নগামী জলের ন্যায় গমনশীল, সংগ্রামা-ভিলাষী শূরের ন্যায় পদ দ্বারা দিকলঙ্ঘনাভিলাষী এবং রথগামী ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী সে দধিক্রা দেবকে সকলে হৃষ্ট হয়ে স্তুতি করে। ৪। যিনি সংগ্রামে একত্রীভূত পদার্থসমূহকে নিরোধ করে অত্যন্ত ভোগ বাসনায় সমস্ত দিকে গমন করে বেগে বিচরণ করেন, যাঁর শক্তি আবির্ভূত রয়েছে, যিনি জ্ঞাতব্য সমূহ অবগত হয়ে স্তুতিকারী যজমানের শত্রুগণকে তিরস্কার করেন। ৫। লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখে চীৎকার করে, সেরূপ সংগ্রামে শত্রুগণ একে দেখে চীৎকার করে। পক্ষিগণ যেরূপ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত শ্যেন পক্ষিকে দেখে পলায়ন করে, সেরূপ লোকে অন্ন ও পশুযূথের উদ্দেশে গমনকারী এ দধিক্রাকে দেখে চীৎকার করে। ৬। তিনি যুদ্ধগমনে অভিলাষ করে রথশ্রেণীতে যুক্ত হয়ে গমন করেন। তিনি অলঙ্কৃত এবং লোকের হিতকর অশ্বের ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন (৩)। ৭। সে অশ্ব সহনশীল, অন্নবান এবং সময়ে স্বশরীর দ্বারা কার্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। শত্রুসেনামধ্যে বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি উত্থিত করে ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন। ৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্তিমান অশনির ন্যায় হিংসাকারী এ দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ভীম ও দুর্বার হয়ে উঠেন। ৯। লোকে মনুষ্যগণের অভিলাষ পূরক এবং বেগমান এ দধিক্রা দেবের অভিভবকর বেগের স্তুতি করে এবং বলে যে শত্রু সকল পরাভূত হবে, দধিক্রা সহস্র সৈন্যের সাথে গমন করছেন (৪)। ১০। সূর্য যেরূপ তেজ দ্বারা জল দান করেন, সেরূপ দধিক্রা দেব বল দ্বারা পঞ্চকৃষ্টিকে (৫) বিস্তৃত করেছেন। শত সহস্রদাতা, বেগবান অশ্ব আমাদের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন।

টীকা ঃ ১। আর্যগণকে উর্বরা ক্ষেত্র দিয়েছ এবং অনার্য দস্যু হনন করবার জন্য অস্ত্রও দিয়েছ। ঋকের এ মর্ম। ২। অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ণ ; "The sun under the type of a horse"—Wilson. ৩। Raising the dust champing his hit.'--Wilson. ৪। আর্যগণ যুদ্ধে অশ্ব ও অশ্বারোহীগণের ব্যবহার বুঝতেন, তা এ সূক্ত হতে প্রতীয়মান হয়। এর পরের দুটি সূক্ত দেখুন। ৫। সায়ণ এখানে 'পঞ্চ কৃষ্টি' শব্দের একটি অর্থ করেছেন দেব, মনুষ্য, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণ। ২।২।১০ ঋকের টীকা দেখুন।

৩৯ সূক্ত ॥ দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উতচর্কিরাম।
উচ্ছন্তী মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্ ॥ ১
মহশ্চর্কর্ম্যর্বতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাবৃণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পূরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিম্ ॥ ২
যো অশ্বস্য দধিক্রাবৃণো অকারীৎসমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ ॥ ৩

দধিক্রাবণ ইষ উর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রম্‌ ।
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইন্দ্রং বজ্রবাহুম্‌ ॥ ৪
ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ ।
দধিক্রাবণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রাণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। আমরা শীঘ্রগামী সে দধিক্রাকে স্তুতি করব, দ্যাবাপৃথিবী হতে তাঁর সম্মুখে ঘাস বিক্ষেপ করব। তমোনিবারণী ঊষা দেবী আমার জন্য সুফল রক্ষা করুন এবং আমাকে সমস্ত দুরিত হতে পার করুন। ২। আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সে মহান, অনেকের সম্মানযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করব। ৩। যিনি ঊষাপ্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি মিত্র ও বরুণের সাথে তাঁকে নিষ্পাপ করুন। ৪। আমরা, অন্নসাধক, বলসাধক, মহান ও স্তোতাগণের কল্যাণকর দধিক্রার নাম স্তুতি করি। আমরা মঙ্গলের জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও বজ্রবাহু ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৫। যাঁরা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁরা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁরা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন। হে মিত্রাবরুণ! তোমরা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর। ৬। আমি জয়শীল ও বেগবান অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন।

৪০ সূক্ত ॥ দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌, জগতী ছন্দ।

দধিক্রাবণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ সূদয়ন্তু ।
অপামগ্নেরুষসঃ সূর্যস্য বৃহস্পতেরাঙ্গিরসস্য জিষ্ণোঃ ॥ ১
সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষসস্তুরণ্যসৎ ।
সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতঙ্গরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥ ২
উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ ।
শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অঙ্কসং পরি দধিক্রাবণঃ সহোর্জা তরিত্রতঃ ॥ ৩
উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি ।
ক্রতুং দধিক্রা অনু সন্তবীত্বৎ পথামঙ্কাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥ ৪
হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্‌ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। আমরা বারবার দধিক্রাবার স্তুতি করব। ঊষাসমূহ আমাকে কর্মে প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, ঊষা, সূর্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর স্তুতি করব। ২। গমনশীল, পোষাক, গাভীপ্রেরক, এবং পরিচারকগণের সাথে নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় ঊষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগমান এবং লম্ফদ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন। ৩। পক্ষিগণ যেরূপ পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেরূপ সকলে গমনশীল ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করছে। শ্যেন পক্ষীর

ন্যায় দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী দধিক্রাবার বক্ষ প্রদেশের চতুর্দিকে সকলে একত্র হয়ে গমন করে। ৪। সে অশ্ব, গ্রীবাদেশে, কক্ষপ্রদেশে ও মুখপ্রদেশে বন্ধ হয়ে, পাদ-বিক্ষেপানুসারে ত্বরাপূর্বক গমন করছেন। দধিক্রা অধিকতর বলশালী হয়ে যজ্ঞাভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ করে সর্বদা গমন করেন। ৫। হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করে। বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করে। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে। অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে, অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে। বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, যজ্ঞ স্থলে অবস্থান করে, অন্তরীক্ষ স্থলে অবস্থান করে, জলে জন্মেছে, কিরণে জন্মেছে, সত্যে জন্মেছে এবং পর্বতে জন্মেছে (১)।

টীকা ঃ ১। এ প্রসিদ্ধ ঋকটিকে হংসবতী ঋক বলে। শব্দের অর্থ অনুসারে আমরা অনুবাদ করেছি এবং যতদূর বোঝা যায়, এর মর্ম এই, যে, হংস, বসু ও হোতা ও অতিথি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে, কিন্তু ঋত সর্বত্র বিদ্যমান। ঋত সম্বন্ধে ১।১।৮ ঋকের টীকা দেখুন। সায়ণ বলেন, আদিত্য মধ্যে হিরণ্ময় পুরুষ স্বরূপ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্ব প্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মা আছেন এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম আছেন, তাঁদের তিন জনের একতা এই সৌরী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে এ ঋকটি দু জায়গায় আছে। (যজুর্বেদ ১০।২৪ ও ১২।১৪) এবং ঐ বেদের টীকাকার মহীধরও বলেন এ ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে।

৪১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রা কো বাং বরুণা সুম্নমাপ স্তোমো হবিষ্মাঁ অমৃতো ন হোতা।
যো বাং হৃদি ক্রতুমাঁ অস্মদুক্তঃ পস্পর্শদিন্দ্রাবরুণা নমস্বান্ ॥ ১
ইন্দ্রা হ যো বরুণা চক্র আপী দেবৌ মর্তঃ সখ্যায় প্রযস্বান্।
স হন্তি বৃত্রা সমিথেষু শত্রূনবোভির্বা মহদ্ভিঃ স প্র শৃণ্বে ॥ ২
ইন্দ্রা হ রত্নং বরুণা ধেষ্ঠেত্থা নৃভ্যঃ শশমানেভ্যস্তা।
যদী সখায়া সখ্যায় সোমৈঃ সুতেভিঃ সুপ্রয়সা মাদয়ৈতে ॥ ৩
ইন্দ্রা যুবং বরুণা দিদ্যুমস্মিন্নোজিষ্ঠমুগ্রা নি বধিষ্টং বজ্রম্।
যো নো দুরেবো বৃকতি র্দভীতিস্মিন্মিমাথামভিভূত্যোজঃ ॥ ৪
ইন্দ্রা যুবং বরুণা ভূতমস্যা ধিয়ঃ প্রেতারা বৃষভেব ধেনোঃ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৫
তোকে হিতে তনয় উর্বরাসু সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে।
ইন্দ্রা নো অত্র বরুণ স্যাতামবোভির্দস্মা পরিতক্ম্যায়াম্ ॥ ৬
যুবামিদ্ধ্যবসে পূর্ব্যায় পরি প্রভূতী গবিষঃ স্বাপী।
বৃণীমহে সখ্যায় প্রিয়ায় শূরা মংহিষ্ঠা পিতরেব শম্ভু ॥ ৭
তা বাং ধিয়োঽবসে বাজয়ন্তীরাজিং ন জগ্মুর্যুবয়ূঃ সুদানূ।
শ্রিয়ে ন গাব উপ সোমমস্থুরিন্দ্রং গিরো বরুণং মে মনীষাঃ ॥ ৮
ইমা ইন্দ্রং বরুণং মে মনীষা অগ্মন্নুপ দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
উপেমস্থুর্জোষ্টার ইব বস্বো রঘ্বীরিব শ্রবসো ভিক্ষমাণাঃ ॥ ৯
অশ্ব্যস্য ত্মনা রথ্যস্য পুষ্টের্নিত্যস্য রায় পতয়ঃ স্যাম।
তা চক্রাণা ঊতিভি র্নব্যসীভিরস্মত্রা রায়ো নিযুতঃ সচন্তাম্ ॥ ১০

আ নো বৃহন্তা বৃহতীভিরূতী ইন্দ্র যাতং বরুণ বাজসাতৌ।
যদ্দিদ্যবঃ পৃতনাসু প্রক্রীলান্তস্য বাং স্যাম সনিতার আজেঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! অমর হোতা অগ্নির ন্যায় হব্যযুক্ত কোন স্তোত্র তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে? হে ইন্দ্র ও বরুণ! এ তোমাদের দ্বারা উক্ত হয়ে এবং ক্রতু ও হব্যযুক্ত হয়ে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী হোক। ২। হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! যে মানুষ অন্নবান হয়ে সখ্যের জন্য তোমাদের বন্ধু করেন, তিনি পাপ নাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষা দ্বারা বিখ্যাত হন। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যদি পরস্পর সখিভূত; তোমরা দুজনে সখ্য প্রযুক্ত অভিষুত সোমদ্বারা অন্নশালী হয়ে হৃষ্ট হও, তা হলে তোমরা এ প্রকারে স্তুতিকারী মনুষ্যগণকে রত্ন দান কর। ৪। হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা এ শত্রুর প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ কর। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয় অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ কর। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! বৃষভ যেরূপ ধেনুকে প্রীত করে, সেরূপ তোমরা এই স্তুতিকে প্রীত কর। তৃণাদি ভক্ষণ করে সহস্রধারা মহতী গাভী যেরূপ দুগ্ধ দোহন করে; সেরূপ স্তুতিরূপ ধেনু আমাদের অভিলাষ দোহন করুন। ৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা রাতে রক্ষাযুক্ত হয়ে শত্রুগণকে হিংসা করে অবস্থান কর। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্বরা ভূমি লাভ করতে পারি এবং বহুকাল সূর্য দেখতে পাই (১) ও সন্তানোৎপাদন শক্তি প্রাপ্ত হই। ৭। আমরা ধেনু লাভের অভিলাষে তোমাদের নিকট পুরাতন রক্ষা প্রার্থনা করছি! তোমরা ক্ষমতাশালী, বন্ধুস্বরূপ; শূর এবং অতিশয় পূজ্য। আমরা তোমাদের নিকট সুখদায়ক পিতার ন্যায় সখ্য ও স্নেহ প্রার্থনা করছি। ৮। হে সুফল দাতৃদ্বয়। সেনাগণ যেরূপ সংগ্রাম কামনা করে; সেরূপ আমাদের রত্নাভিলাষী স্তুতিসমূহ তোমাদের কামনা করে রক্ষা লাভের জন্য তোমাদের নিকট গমন করছে। দধি প্রভৃতিদ্বারা শোধন করবার জন্য গাভীসকল যেরূপ সোমের নিকট থাকে; সেরূপ আমাদের আন্তরিক স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ৯। সেবকগণ যেরূপ ধন লাভের জন্য ধনীর নিকট গমন করে; সেরূপ আমার স্তুতিসমূহ দ্রবিণ লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ভিক্ষুক স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ন ভিক্ষা করে ইন্দ্রের নিকট গমন করে। ১০। আমরা প্রযত্ন ব্যতিরেকে অশ্বসমূহ, রথসমূহ, পুষ্টি এবং নিত্য ধনের স্বামী হব। তাঁরা আসুন এবং নূতন রক্ষার সঙ্গে আমাদের অভিমুখে অশ্ব ও ধন নিযুক্ত করুন। ১১। হে মহান ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহতী রক্ষার সাথে এস। যে যুদ্ধে শত্রু সেনার আয়ুধ সকল ক্রীড়া করে, আমরা যেন সে যুদ্ধে তোমাদের অনুগ্রহে জয়লাভ করতে পারি।

টীকা : ১। অর্থাৎ যেন আমরা দীর্ঘজীবী হই। সায়ণ।

৪২ সূক্ত ॥ প্রথম ছয়টি ঋকের পুরুকুৎস তনয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ত্রসদস্যু ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥ ১
অহং রাজা বরুণো মহ্যং তান্যসুর্যাণি প্রথমা ধারয়ন্ত।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ ॥ ২

অহমিন্দ্রো বরুণস্তে মহিত্বোর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ত্সমৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥ ৩
অহমপো অপিন্বমুক্ষমাণা ধারয়ং দিবং সদন ঋতস্য।
ঋতেন পুত্রো অদিতে ঋর্তাবোত ত্রিধাতু প্রথয়দ্বি ভূম ॥ ৪
মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়ন্তো মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে।
কৃণোম্যাজিং মঘবাহমিন্দ্র ইয়র্মি রেণুমভিভূত্যোজাঃ ॥ ৫
অহং তা বিশ্বা চকরং নকির্মা দৈব্যং সহো বরতে অপ্রতীতম্।
যন্মা সোমাসো মমদন্যদুক্থোভে ভয়েতে রজসী অপারে ॥ ৬
বিদুষ্টে বিশ্বা ভুবনানি তস্য তা প্র ব্রবীষি বরুণায় বেধঃ।
ত্বং বৃত্রাণি শৃণ্বিষে জঘন্বান্ত্বং বৃতাঁ অরিণা ইন্দ্র সিন্ধূন্ ॥ ৭
অস্মাকমত্র পিতরস্ত আসন্ত্সপ্ত ঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানে।
ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রনং ন বৃত্রতুরমর্ধদেবম্ ॥ ৮
পুরুকুৎসানী হি বামদাশদ্ধব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
অথা রাজানং ত্রসদস্যুমস্যা বৃত্রহণং দদথুরর্ধদেবম্ ॥ ৯
রায়া বয়ং সসবাংসো মদেম হব্যেন দেবা যবসেন গাবঃ।
তাং ধেনুমিন্দ্রাবরুণা যুবং নো বিশ্বাহা ধত্তমনপস্ফুরন্তীম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। আমি বলবান ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার। আমি রূপবান ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ আমার যজ্ঞসেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা। ২। আমি, রাজা বরুণ! দেবগণ আমার জন্যই অসুর্য শ্রেষ্ঠ বল ধারণ করেছেন। আমি রূপবান ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা। ৩। আমি ইন্দ্র ও বরুণ! আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা, স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবী। আমি বিদ্বান। আমি ত্বষ্টার ন্যায় সমস্ত ভূতজাতকে চৈতন্য দান করি এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করি। ৪। আমি সেচক, জলকে সেচন করেছি। জলের স্থানে দ্যুলোককে ধারণ করেছি। আমি ত্রিপ্রকার আকাশকে বিশেষরূপে প্রথিত করে জলদ্বারা অদিতির পুত্র ঋতাবা হয়েছি। ৫। সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাগণ আমাকে অনুগমন করে। তারা বৃত হয়ে সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান ইন্দ্র হয়ে যুদ্ধ করি। আমি অভিভবকর বলশালী, আমি সংগ্রামে ধূলি উত্থিত করি। ৬। আমি এ সমস্ত কর্ম করেছি। আমি অপ্রতিহত, দৈব বলযুক্ত, কেউ আমাকে নিবারণ করতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উকথ সমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই চলিত হয়। ৭। হে বরুণ! (২) সমস্ত ভূতজাত তোমাকে জানে। হে স্তোতা! বরুণকে স্তব কর। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণকে বধ করেছ বলে বিখ্যাত আছ। তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করেছ। ৮। দুর্গহের পুত্র বন্দী হলে পর সপ্ত ঋষিগণ এ দেশে পিতা হয়েছিলেন। তাঁরা এ পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করে লাভ করেছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্ধদেব (৩)। ৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎসপত্নী তোমাদের হব্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করেছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁকে শত্রুনাশক অর্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করেছিলে। ১০। আমরা তোমাদের স্তুতি করে ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত হব। দেবগণ হব্যে তৃপ্ত হোন, গাভীগণ তৃণাদিতে পরিতৃপ্ত হোন। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বিশ্বের হন্তা, তোমরা সর্বদা আমাদের সে অহিংসিত ধন দান কর।

টীকা ঃ ১। অনুক্রমণিকা অনুসারে এ সূক্তের প্রথম ছয়টি ঋকের দেবতা রাজা ত্রসদস্যু এবং ঋষি ও রাজা ত্রসদস্যু। কিন্তু ঋকগুলি পাঠ করে দেখলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এ ঋকগুলি মনুষ্যের উক্তি নহে, দেব সম্রাট বরুণের উক্তি। তিনিই এ ঋকগুলির দেবতা ও ঋষি। প্রথম ঋকে 'আমি ক্ষত্রিয়' এ শব্দ আছে বলে বোধ হয় অনুক্রমণিকা রচয়িতা এটি রাজার উক্তি মনে করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সময় 'ক্ষত্রিয়' অর্থে 'বিপদনাশক' বা 'যোদ্ধা' বা 'বলবান'। 'ক্ষত্রিয়' বলে একটি জাতি হয় নি। ২। এ ঋক হতে সূক্তের অবশিষ্ট অংশে রাজা ত্রসদস্যু বক্তা। ৩। দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হলে তাঁর মহিষী রাজা অরাজক দেখে পুত্র লাভের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাপূর্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করেছিলেন। তাঁরা প্রীত হয়ে রাজ্ঞীকে এ কথা বললেন যে, ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষ রূপে যজ্ঞ কর। অনন্তর রাজ্ঞী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করে ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হলেন। সায়ণ। 'অর্ধদেবং' অর্থে সায়ণ করেছেন 'দেবানাং সমীপে বর্তমানম্'।

৪৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের অপত্যদ্বয় পুরুমীলহ ও অজমীলহ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ক উ শ্রবৎকতমো যজ্ঞিয়ানাং বন্দারু দেবঃ কতমো জুষাতে।
কস্যেমাং দেবীমমৃতেষু প্রেষ্ঠ্যাং হৃদি শ্রেষাম সুষ্টুতিং সুহব্যাম্ ॥ ১
কো মৃলাতি কতম আগমিষ্ঠো দেবানামু কতমঃ শম্ভবিষ্ঠঃ।
রথং কমাহু দ্রবদশ্বমাশুং যং সূর্যস্য দুহিতাবৃণীত ॥ ২
মক্ষ হি স্মা গচ্ছথ ঈবতো দ্যূনিন্দ্রো ন শক্তিং ক্ষরিতক্ম্যায়াম্।
দিব আজাতা দিব্যা সুপর্ণা কয়া শচীনাং ভবথঃ শচিষ্ঠা ॥ ৩
কা বাং ভূদুপমাতিঃ কয়া ন অশ্বিনা গমথো হূয়মানা।
কো বাং মহশ্চিত্ত্যজসো অভীক উরুষ্যতং মাধ্বী দস্রা ন ঊতী ॥ ৪
উরু বাং রথঃ পরি নক্ষতি দ্যামা যৎসমুদ্রাদভি বর্তেতে ঘ্রাম্।
মধ্বা মাধ্বী মধু বাং প্রুষায়ন্যৎসীং বাং পৃক্ষো ভুরজন্ত পক্কাঃ ॥ ৫
সিন্ধুর্হ বাং রসয়া সিঞ্চদশ্বান্ ঘৃণা বয়োহরুষাসঃ পরি গ্মন্।
তদূ ষু বামজিরং চেতি যানং যেন পতী ভবথঃ সূর্যায়াঃ ॥ ৬
ইহেহ যদ্বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতি বাজরত্না।
উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। দেবগণের মধ্যে কে শ্রবণ করবেন? কোন দেবতা স্তোত্র সেবা করবেন? দেবগণের মধ্যে কার হৃদয়ে এ প্রিয়তমা দ্যুতিমতী হব্যযুক্তা সুস্তুতি সংশ্লিষ্ট করব? ২। কোন দেবতা আমাদের সুখী করবেন? কোন দেবতা আমাদের যজ্ঞে সর্বাপেক্ষা বেশী আসেন? দেবগণের মধ্যে কোন দেবতা আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী করবেন? কোন রথ বেগবান, অশ্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী? সূর্যের দুহিতা যে রথ বরণ করেছিলেন। ৩। রাত্রি অতীত হলে, ইন্দ্র যেরূপ শক্তি প্রদর্শন করেন, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা সেরূপ অভিষবণ কালে গমন কর। তোমরা দ্যুলোক হতে আগমন করেছ, তোমরা দিব্য ও সুন্দর গতিবিশিষ্ট, তোমাদের কর্মসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ৪। কোন স্তুতি তোমাদে সমতুল্য হতে পারে? কোন স্তুতি দ্বারা আহূত হয়ে তোমরা আমাদের নিকট এস? কে তোমাদের মহান ক্রোধ সহ্য করতে পারে? হে মধুর

জলের সৃষ্টি কর্তা দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদের আশ্রয় দ্বারা রক্ষা কর। ৫। তোমাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভাবে গমন করছে, তা সমুদ্র হতে তোমাদের অভিমুখে গমন করছে। তোমাদের সোমরসসমূহ পক্ক যবের সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছে! হে মধুর জলের সৃষ্টিকর্তৃদ্বয়! অধ্বর্যুগণ দুগ্ধের সাথে সোমরস মিশ্রিত করছে। ৬। সিন্ধুরস দ্বারা তোমাদের অশ্বগণকে সেক করেছে। পক্ষিসদৃশ অশ্বগণ দীপ্তি দ্বারা দীপ্যমান হয়ে গমন করছে। যে রথ দ্বারা তোমরা সূর্যের পতি হয়েছিলে, তোমাদের সে ক্ষিপ্রগামী রথ বিখ্যাত। ৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এ স্তুতি দ্বারা তোমাদের এ যজ্ঞে সংযোজিত করছি, সে স্তুতি আমাদের ফল প্রদান করে। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের অভিলাষ তোমাদের অভিমুখে গমন করে পূর্ণ হয়েছে।

৪৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। পুরুমীলহ ও অজমীলহ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তং বাং রথং বয়মদ্যা হুবেম পৃথুজ্রয়মশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ।
যঃ সূর্যাং বহতি বন্ধুরায়ুর্গির্বাহসং পুরুতমং বসূয়ুম্ ॥ ১
যুবং শ্রিয়মশ্বিনা দেবতা তাং দিবো নপাতা বনথঃ শচীভিঃ।
যুবো বর্পুরভি পৃক্ষঃ সচন্তে বহন্তি যৎ ককুহাসো রথে বাম ॥ ২
কো বামদ্যা করতে রাতহব্য উতয়ে বা সুতপেয়ায় বার্কৈঃ।
ঋতস্য বনুষে পূর্বায় নমো যেমানো অশ্বিনা ববর্তৎ ॥ ৩
হিরণ্যয়েন পুরুভূ রথেনেমং যজ্ঞং নাসত্যোপ যাতম্।
পিবাথ ইন্মধুনঃ সোমস্য দধথো রত্নং বিধতে জনায় ॥ ৪
আ নো যাতং দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিরণ্যয়েন সুবৃতা রথেন।
মা বামন্যে নি যমন্দেবয়ন্তঃ সং যদ্দদে নাভিঃ পূর্ব্যা বাম্ ॥ ৫
নূ নো রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং দস্রা মিমাথামুভয়েষ্বস্মে।
নরো যদ্বামশ্বিনা স্তোমমাবন্ত্ সধস্তুতিমাজমীড়হাসো অগ্মন্ ॥ ৬
ইহেহ যদ্বাং সমনা পপৃক্ষে সেয়মস্মে সুমতি র্বাজরত্না।
উরুষ্যতং জরিতারং যুবং হ শ্রিতঃ কামো নাসত্যা যুবদ্রিক্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা আজ তোমাদের বেগবান এবং গোপ্রদ রথ আহ্বান করছি। এ সূর্যকে বহন করে, এ বন্ধুর বিশিষ্ট, স্তুতিবাহক, প্রভূত ও ধনবান। ২। হে দ্যুলোকের নপ্তা অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা কর্ম দ্বারা প্রসিদ্ধ শোভা সম্ভোগ করছ। সোমরস তোমাদের শরীরকে অভিসিক্ত করছে এবং মহান অশ্ব সমূহ তোমাদের রথে বহন করে ॥ ৩। কোন্ হব্যদাতা অদ্য রক্ষা, সোমপান, অথবা পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মন্ত্র দ্বারা তোমাদের স্তুতি করছে? হে অশ্বিদ্বয়! কোন নমস্কারী যজ্ঞাভিমুখে আবর্তন করছে? ৪। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অনেক হয়ে থাক। তোমরা হিরণ্ময় রথে করে এ যজ্ঞে এস; মধুর সোমরস পান কর এবং পরিচর্যাকারীকে রত্ন দান কর। ৫। তোমরা দ্যুলোক হতে অথবা পৃথিবী হতে হিরণ্ময় সুবৃত রথে আমাদের অভিমুখে এস। অন্য দেবাভিলাষীগণ যেন তোমাদের না রাখে, যেহেতু আমরা পূর্বেই স্তুতি অর্পণ করেছি। ৬। হে দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদের উভয়কে শীঘ্র বহুপুত্রযুক্ত ও প্রভূত ধন দান কর। হে অশ্বিদ্বয়! ঋত্বিক (পুরুমীলহ) গণ তোমাদের স্তোত্র

করেছ এবং অজমীলহ গণের স্তুতি তার সাথে সঙ্গত হয়েছে। ৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এ স্তুতি দ্বারা তোমাদেরকে এ যজ্ঞে সংযোজিত করছি সে স্তুতি আমাদের ফল প্রদান করুক। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদের অভিলাষ তোমাদের অভিমুখে গমন করে পূর্ণ হয়েছে।

৪৫ সূক্ত॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এষ স্য ভানুরুদিয়র্তি যুজ্যতে রথঃ পরিজ্মা দিবো অস্য সানবি।
পৃক্ষাসো অস্মিন্মিথুনা অধি ত্রয়ো দৃতিস্তুরীয়ো মধুনো বি রপশতে॥ ১
উদ্বাং পৃক্ষাসো মধুমন্ত ঈরতে রথা অশ্বাস উষসো ব্যুষ্টিষু।
অপোর্ণুবন্তস্তম আ পরীবৃতং স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আ রজঃ॥ ২
মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিরুত প্রিয়ং মধুনে যুঞ্জাথাং রথম্।
আ বর্তনিং মধুনা জিন্বথস্পথ দৃতিং বহেথে মধুমন্তমশ্বিনা॥ ৩
হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহুব উষর্বুধঃ।
উদপ্রুতো মন্দিনো মন্দিনিস্পৃশো মধ্বো ন মক্ষঃ সবনানি গচ্ছথঃ॥ ৪
স্বধ্বরাসো মধুমন্তো অগ্নয় উস্রা জরন্তে প্রতি বস্তোরশ্বিনা।
যন্নিক্তহস্তস্তরণি বিচক্ষণঃ সোমং সুষাব মধুমন্তমদ্রিভিঃ॥ ৫
আকেনিপাসো অহভির্দবিধ্বতঃ স্বর্ণ শুক্রং তন্বন্ত আঃ রজঃ।
সুরশ্চিদশ্বান্যুযুজান ঈয়তে বিশ্বাঁ অনু স্বধয়া চেতথস্পথঃ॥ ৬
প্র বামবোচমশ্বিনা ধিয়ন্ধ্যা রথঃ স্বশ্বো অজরো যো অস্তি।
যেন সদ্যঃ পরি রজাংসি যাথো হবিষ্মন্তং তরণিং ভোজমচ্ছ॥ ৭

অনুবাদ: ১। এ ভানু উদিত হচ্ছে। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ চারদিকে গমন করে দ্যুতিমান আদিত্যের সাথে সানুপ্রদেশে মিলিত হচ্ছে। এ রথের উপরিভাগে মিথুনীভূত ত্রিবিধ অন্ন আছে এবং সোমরস পূর্ণ চর্মময় পাত্র চতুর্থরূপে শোভা পাচ্ছে। ২। তোমাদের অন্নবান, সোমরসোপেত ও অশ্বযুক্ত রথ ঊষার আরম্ভে চারদিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার দূর করে ও সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তেজ বিস্তার করে ঊর্ধ্বে গমন করে। ৩। তোমরা সোমপানার্হ মুখ দ্বারা সোমরস পান কর, সোম লাভের জন্য প্রিয় রথ যোজনা কর এবং যজমানের গৃহে এস। তোমরা পথসমূহ সোম দ্বারা প্রীত কর। তোমরা সোমপূর্ণ চর্মময়পাত্র ধারণ কর। ৪। তোমাদের শীঘ্রগামী, মাধুর্যযুক্ত, দ্রোহরহিত, হিরণ্ময় পক্ষবিশিষ্ট, বহনশীল, ঊষাকালে জাগরণকারী এবং জলপ্রেরক, হর্ষযুক্ত সোমস্পর্শী যে অশ্ব আছে, তোমরা তাদের সাথে মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুর নিকট যায় সেরূপ আমাদের সবনে এস। ৫। যখন যজ্ঞ সম্পাদক বিচক্ষণা অধ্বর্যু হস্ত প্রক্ষালন করে প্রস্তরখণ্ড-দ্বারা মধুযুক্ত সোম অভিষুত করেন তখন যজ্ঞের সাধনভূত সোমবান অগ্নিসমূহ একত্র নিবাসকারী অশ্বিদ্বয়কে প্রত্যহ স্তুতি করে। ৬। অস্তিকে অগ্রসর অশ্মি-সমূহ দিবস দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করে সূর্যের ন্যায় দীপ্ত তেজ বিস্তার করছেন। সূর্য অশ্ব যোজনা ক'রে উদিত হচ্ছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সোমরসের সাথে তাঁকে অনুগমন করে সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ করে তোমাদের স্তুতি করি। তোমাদের সুন্দর অশ্বযুক্ত, নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথদ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সে রথে করে হব্যযুক্ত, শীঘ্র অতিবাহী এবং ভোগ পথ এ যজ্ঞে আগমন কর।

৪৬ সূক্ত ॥ প্রথম ঋকের বায়ু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্রং পিবা মধূনাং সুতং বায়ো দিবিষ্টিষু। ত্বং হি পূর্বপা অসি ॥ ১
শতেনা নো অভিষ্টিভি নিযুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ। বায়ো সুতস্য তৃম্পতম্ ॥ ২
আ বাং সহস্রং হরয় ইন্দ্রবায়ূ অভি প্রয়ঃ। বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ৩
রথং হিরণ্যবন্ধুরমিন্দ্রবায়ূ স্বধ্বরং আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্ ॥ ৪
রথেন পৃথুপাজসা দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্। ইন্দ্রবায়ূ ইহা গতম্ ॥ ৫
ইন্দ্রবায়ূ অয়ং সুতস্তং দেবেভিঃ সজোষসা। পিবতং দাশুষো গৃহে ॥ ৬
ইহ প্রয়াণমস্তু বামিন্দ্রবায়ূ বিমোচনম্। ইহ বাং সোমপীতয়ে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু! তুমি স্বর্গলাভকর যজ্ঞে অগ্রে অভিষুত সোমরস পান কর। যেহেতু তুমি পূর্বপা। ২। হে বায়ু! তুমি নিযুৎযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি অপরিমিত অভিলাষ পূরণের জন্য এস। তুমি অভিষুত সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমাদের সহস্র অশ্বগণ অন্নের জন্য সত্বর হয়ে তোমাদের সোমপানার্থে আনুক। ৪। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা হিরন্ময়বন্ধুর-যুক্ত, দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞশালী রথে আরোহণ কর। ৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা প্রভূত বলসম্পন্ন রথে হব্যদাতার নিকট এস, এ যজ্ঞে এস। ৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এ সোম অভিষুত হয়েছে। তুমি দেবগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে হব্যদাতার যজ্ঞশালায় তা পান কর। ৭। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এ যজ্ঞে তোমাদের আগমন হোক, এ যজ্ঞে তোমাদের সোমপানের জন্য অশ্বগণ বিমুক্ত হোক।

৪৭ সূক্ত ॥ অগ্নি ও বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বায়ো শুক্রো অয়ামি তে মধ্বো অগ্রং দিবিষ্টিষু।
আ যাহি সোমপীতয়ে স্পার্হো দেব নিযুত্বতা ॥ ১
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সোমানাং পীতিমর্হথঃ।
যুবাং হি যন্তীন্দবো নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥ ২
বায়বিন্দ্রশ্চ শুষ্মিণা সরথং শবসস্পতী।
নিযুত্বন্তা ন উতয় আ যাতং সোমপীতয়ে ॥ ৩
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা।
অস্মে তা যজ্ঞবাহনেন্দ্রবায়ূ নি যচ্ছতম্ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু! আমি পবিত্র হয়ে স্বর্গাভিলাষে (১) তোমার নিকট প্রথমে সোমরস এনেছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুৎ অশ্বে এস। ২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা সোম পান করবার যোগ্য। কারণ জলসমূহ যেরূপ নিম্নদিকে যায় সেরূপ সোমরস তোমাদের অভিমুখে গমন করে। ৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা বলের স্বামী, তোমরা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণ-যুক্ত। তোমরা এক রথে করে আমাদের আশ্রয় প্রদান করবার জন্য সোম পানার্থে এস। ৪। হে নেতা যজ্ঞবাহক ইন্দ্র ও বায়ু! আমরা তোমাদের হব্য দান করি, তোমাদের যে বহুলোকের স্পৃহণীয় নিযুৎগণ আছে তা আমাদের দান কর।

টীকা ঃ ১। এস্থানে ও এর পূর্ব সূক্তের প্রথম ঋকে ও অন্যান্য স্থানে 'দিবিষ্টিষু' শব্দ আছে। 'স্বর্গস্য প্রাপকেষু যজ্ঞেষু।' 'দ্যুলোকসৌঘেষু সৎসু।' সায়ণ। এ অর্থ ঠিক হলে যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভের বিবরণ প্রতীয়মান হচ্ছে।

৪৮ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বি হি হোত্রা অবীতা বিপো ন রায়ো অর্যঃ।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥ ১
নিযুর্বাণো অশস্তী নির্যুত্বাঁ ইন্দ্রসারথিঃ।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥ ২
অনু কৃষ্ণে বসুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥ ৩
বহন্তু ত্বা মনোযুজো যুক্তাসো নবতি নব।
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে ॥ ৪
বায়ো শতং হরীণাং যুবস্ব পোষ্যাণাম্।
উত বা তে সহস্রিণো রথ আ যাতু পাজসা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে বায়ু! শত্রুগণের প্রকম্পক রাজার ন্যায় তুমি পূর্বে অন্য দ্বারা অপীত সোম পান কর এবং স্তোতার ধন সম্পাদন কর; তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে এস। ২। হে বায়ু! তুমি অশস্তি নিয়োগ কর। তুমি নিযুৎ-গণযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে এস। ৩। হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা, বসুসমূহের ধাত্রী, বিশ্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী তোমার অনুগমন করে। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে এস। ৪। হে বায়ু! মনের ন্যায় বেগমান, পরস্পর সংযুক্ত, নব নবতি সংখ্যক অশ্ব তোমাকে আনুক। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে এস। ৫। হে বায়ু! তুমি পোষ্য শত অশ্ব অথবা সহস্র সংখ্যক অশ্ব যোজনা কর। তোমার রথ বেগে আগমন করুক।

৪৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইদং বামাস্যে হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী। উক্থং মদশ্চ শস্যতে ॥ ১
অয়ং বাং পরি ষিচ্যতে সোম ইন্দ্রাবৃহস্পতী। চারুর্মদায় পীতয়ে ॥ ২
আ ন ইন্দ্রাবৃহস্পতী গৃহমিন্দ্রশ্চ গচ্ছতম্। সোমপা সোমপীতয়ে ॥ ৩
অস্মে ইন্দ্রাবৃহস্পতী রয়িং ধত্তং শতগ্বিনম্। অশ্বাবন্তং সহস্রিনম্ ॥ ৪
ইন্দ্রাবৃহস্পতী বয়ং সুতে গীর্ভির্হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৫
সোমমিন্দ্রাবৃহস্পতী পিবতং দাশুষো গৃহে। মাদয়েথাং তদোকসা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আমি তোমাদের মুখে এ প্রিয় সোম প্রক্ষেপ করি, আমি তোমাদের উক্থ ও মদজনক সোমরস প্রদান করি। ২। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমাদের মুখে পানের জন্য ও হর্ষের জন্য মনোহর সোমপ্রদত্ত হয়। ৩। হে সোমপা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা আমাদের গৃহে এস। ৪। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা আমাদের শত গাভীযুক্ত ও সহস্র সংখ্যক অশ্বযুক্ত ধন দান কর। ৫। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! সোম অভিষুত হলে আমরা

তোমাদের এ সোম পানার্থে আহ্বান করছি। ৬। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা হব্যদাতার গৃহে সোম পান কর এবং তাঁর গৃহে নিবাস করে হৃষ্ট হও।

৫০ সূক্ত ॥ প্রথম হতে নবম ঋক পর্যন্ত বৃহস্পতি দেবতা। দশম ও একাদশের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ, জগতী ছন্দ।

যস্তুস্তম্ভ সহসা বি জ্মো অন্তান্বৃহস্পতিস্ত্রিষধস্থো রবেণ।
তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্ ॥ ১
ধুনেতয়ঃ সুপ্রকেতং মধন্তো বৃহস্পতে অভি যে নস্ততস্রে।
পৃষন্তং সৃপ্রমদব্ধমূর্বং বৃহস্পতে রক্ষতাদস্য যোনিম্ ॥ ২
বৃহস্পতে যা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নি ষেদুঃ।
তুভ্যং খাতা অবতা অদ্রিদুগ্ধা মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥ ৩
বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি ॥ ৪
স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতিরুস্রিয়া হব্যসূদঃ কনিক্রদদ্বাবশতীরুদাজৎ ॥ ৫
এবা পিত্রে বিশ্বদেবায় বৃষ্ণে যজ্ঞৈ বিধেম নমসা হবির্ভিঃ।
বৃহস্পতে সুপ্রজা বীরবন্তো বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬
স ইদ্রাজা প্রতিজন্যানি বিশ্বা শুষ্মেণ তস্থাবভি বীর্যেণ।
বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্তি বল্গূয়তি বন্দতে পূর্বভাজম্ ॥ ৭
স ইৎক্ষেতি সুধিত ওকসি স্বে তস্মা ইলা পিন্বতে বিশ্বদানীম্।
তস্মৈ বিশঃ স্বয়মেবা নমন্তে যস্মিন্ ব্রহ্মা রাজনি পূর্ব এতি ॥ ৮
অপ্রতীতো জয়তি সং ধনানি প্রতিজন্যান্যুত যা সজন্যা।
অবস্যবে যো বরিবঃ কৃণোতি ব্রহ্মণে রাজা তমবন্তি দেবাঃ ॥ ৯
ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতেঽস্মিন্যজ্ঞে মন্দসানা বৃষণ্বসূ।
আ বাং বিশন্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবোঽস্মে রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছতম্ ॥ ১০
বৃহস্পত ইন্দ্র বর্ধতং নঃ সচা সা বাং সুমতি ভূত্বস্মে।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধী র্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। যিনি বলপূর্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করেছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্তমান আছেন; সে আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতি দেবকে পুরাতন দ্যুতিমান মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন। ২। হে প্রভূত প্রজ্ঞাবান বৃহস্পতি! যাঁদের গতি শত্রুগণকে কম্পিত করে যাঁরা তোমাকে হৃষ্ট করে এবং যাঁরা তোমাকে স্তুতি করে, তুমি তাঁদের ফলপ্রদ, বর্ধনশীল, অহিংসিত ও বিস্তীর্ণ যজ্ঞ রক্ষা কর। ৩। হে বৃহস্পতি! যে অত্যন্ত দূরবর্তী স্বর্গনামক পরম স্থান আছে, ঐ স্থান হতে তোমার সে অশ্বগণ যজ্ঞে এসে নিষণ্ণ আছে। খাত কূপের চারদিকে যেরূপে জলস্রাব হয়; সেরূপ তোমার চারদিকে স্তুতির সাথে প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম মধু ক্ষরণ করছে। ৪। বৃহস্পতি যখন মহান আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হয়েছিলেন তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহু প্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজবিশিষ্ট হয়ে অন্ধকার নাশ করেছিলেন। ৫। বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী অঙ্গিরাগণের সাথে শব্দদ্বারা বলকে নাশ করেছিলেন। তিনি শব্দ করে ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বার করেছিলেন। ৬। আমরা এ

প্রকারে পিতা, সর্বদেবতা স্বরূপ, অভীষ্টবর্ষী বৃহস্পতিকে যজ্ঞদ্বারা, হব্যদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। হে বৃহস্পতি! আমরা যেন সুপুত্রবান বীর্যশালী ও ধনের স্বামী হতে পারি। ৭। যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দররূপে পোষণ করেন এবং তাঁকে প্রথম হব্যগ্রাহী বলে স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সে রাজা স্বীয় বীর্য দ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করে অবস্থিত করেন। ৮। যে রাজার নিকট ব্রহ্মণস্পতি প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হয়ে স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁর জন্য সর্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজাগণ আপনারাই তাঁর নিকট প্রণত থাকে। ৯। যে রাজা রক্ষণকুশল ব্রহ্মণস্পতিকে ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহত রূপে শত্রুর ও প্রজাসমূহের ধন জয় করেন। দেবগণ তাঁকে রক্ষা করেন। ১০। হে বৃহস্পতি! তুমি এবং ইন্দ্র এ যজ্ঞে হৃষ্ট হয়ে যজমানকে ধন দান করে সোম পান কর। সর্বব্যাপক সোম তোমাদের শরীরে প্রবেশ করুক! তোমরা আমাদের সমস্ত পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর। ১১। হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! তোমরা আমাদের বর্ধিত কর আমাদের প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ যুগপৎ প্রযুক্ত হোক। আমাদের যজ্ঞ রক্ষা কর, আমাদের স্তুতিতে জাগরিত হও। তোমরা স্তোতাগণের শত্রুর সাথে যুদ্ধ কর।

৫১ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইদমু ত্যৎ পুরুতমং পুরস্তাজ্জ্যোতিস্তমসো বয়ুনাবদস্থাৎ।
নূনং দিবো দুহিতরো বিভাতীর্গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায় ॥ ১
অস্থুরু চিত্রা উষসঃ পুরস্তান্মিতা ইব স্বরবোঽধ্বরেষু।
ব্যূ ব্রজস্য তমসো দ্বারোচ্ছন্তীরব্রঞ্ছুচয়ঃ পাবকাঃ ॥ ২
উচ্ছন্তীরদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্রাধোদেয়ায়োষসো মঘোনীঃ।
অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত্ববুধ্যমানাস্তমসো বিমধ্যে ॥ ৩
কুবিৎস দেবীঃ সনয়ো নবো বা যামো বভূয়াদুষসো বো অদ্য।
যেনা নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে রেবতী রেবদূষ ॥ ৪
যূয়ং হি দেবীর্ঋতয়ুগ্ভিরশ্বৈঃ পরিপ্রয়াথ ভুবনানি সদ্যঃ।
প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্ ॥ ৫
ক স্বিদাসাং কতমা পুরাণী যয়া বিধানা বিদধুর্ঋভূণাম্।
শুভং যচ্ছুভ্রা উষসশ্চরন্তি ন বি জ্ঞায়ন্তে সদৃশীরজুর্যাঃ ॥ ৬
তা ঘা তা ভদ্রা উষসঃ পুরাসুরভিষ্টিদ্যুম্না ঋতজাতসত্যাঃ।
যাস্বীজানঃ শশমান উক্থৈঃ স্তুবঞ্ছংসন্দ্রবিণং সদ্য আপ ॥ ৭
তা আ চরন্তি সমনা পুরস্তাৎ সমানতঃ সমনা পপ্রথানাঃ।
ঋতস্য দেবীঃ সদসো বুধানা গবাং ন সর্গা উষসো জরন্তে ॥ ৮
তা ইন্বেব সমনা সমনা সমানীরমীতবর্ণা উষসশ্চরন্তি।
গূহন্তীরভ্বমসিতং রুশদ্ভিঃ শুক্রাস্তনূভিঃ শুচয়ো রুচানাঃ ॥ ৯
রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ।
স্যোনাদা বঃ প্রতিবুধ্যমানাঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১০
তদ্বো দিবো দুহিতরো বিভাতীরুপ ব্রুব উষসো যজ্ঞকেতুঃ।
বয়ং স্যাম যশসো জনেষু তদ্দ্যৌশ্চ ধত্তাং পৃথিবী চ দেবী ॥ ১১

অনুবাদ : ১। এ প্রসিদ্ধ, অত্যন্ত প্রভূত, কান্তিশালী জ্যোতি পূর্বদিকে অন্ধকার

হতে উত্থিত হচ্ছে। আদিত্যদুহিতা দীপ্তিমতী উষাসমূহ সত্যই লোককে গমন-কার্যে সক্ষম করেন। ২। বিচিত্র উষা, যজ্ঞে খাত যূপ কাষ্ঠের ন্যায় শোভ-মান হয়ে পূর্বদিকে রয়েছেন। তাঁরা বাধাজনক অন্ধকারের দ্বার উদঘাটন করে দীপ্ত ও পবিত্র হয়ে প্রকাশিত হচ্ছেন। ৩। অদ্য তমোনিবারিকা ধনবতী উষা ভোজ্য-দাতাকে ধনপ্রদানের জন্য প্রোৎসাহিত করছেন। পণিগণ অপ্রীতিকর অন্ধকার মধ্যে অপ্রবুদ্ধভাবে নিদ্রা যাক। ৪। হে ধনবতী উষাসমূহ! যে রথদ্বারা তোমরা সপ্তমুখ নবগ্ব ও দশগ্ব (১) অঙ্গিরাগণকে ধনশালীরূপে প্রদীপ্ত করেছ; হে দ্যুতি-মতী উষাসমূহ! তোমাদের সে পুরাতন অথবা নূতন রথ অদ্য বহুবার আসুক। ৫। হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমরা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পদদের স্ব স্ব কার্যে প্রবোধিত করে যজ্ঞে গমনশীল অশ্বগণের সাথে ভুবনসমূহ ক্ষণমাত্রে পরিভ্রমণ কর। ৬। যে উষায় ঋভুগণ চমসাদি নির্মাণ করেছিলেন, সে পুরাতনী উষা কোথায় আছেন? দীপ্ত নিত্য নূতন সমান রূপবিশিষ্ট উষাসমূহ যখন দীপ্তি প্রকাশ করেন তখন তাঁদের চিনতে পারা যায় না (২)। ৭। যে উষায় যজ্ঞকারিগণ উক্থ-দ্বারা স্তুতি করে, স্তোত্র ও শাস্ত্র উচ্চারণ করে শীঘ্র ধনলাভ করেন, সে কল্যাণকারী উষাসমূহ পুরাকাল হতে অভিগমন করেই ধন দান করেন। তাঁরা যজ্ঞের জন্য জাত হয়েছেন এবং সত্য ফল প্রদান করেন। ৮। একরূপবিশিষ্ট ও সমান বিখ্যাত উষাসমূহ পূর্বদিকে একমাত্র দেশ হতে বিচরণ করেন। দ্যুতিমতী উষাসমূহ যজ্ঞগৃহকে প্রবোধিত করে জল সৃষ্টিকারী রশ্মি সমূহের ন্যায় স্তুত হন। ৯। উষাসমূহ সমান, এক রূপবিশিষ্ট ও অপরিমিত বর্ণযুক্ত, দীপ্ত, শুদ্ধ এবং কান্তিপূর্ণ শরীরের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। তাঁরা অতিমহান অন্ধকারকে গোপন করে বিচরণ করেন। ১০। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ! তোমরা আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর। হে দেবীগণ! আমরা সুখলাভের জন্য তোমাদের প্রতিবোধিত করছি, আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধনের পতি হতে পারি। ১১। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ। আমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক; আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করছি; আমরা যেন লোকমধ্যে কীর্তি ও অন্নের স্বামী হতে পারি। দ্যুলোক এবং দ্যুতিমতী পৃথিবী উক্ত যশ ধারণ করুন।

টীকা: ১। নবগ্ব ও দশগ্ব সম্বন্ধে ১।৬২।৪ ঋকের টীকা দেখুন। ২। অর্থাৎ সকলের একপ্রকার রূপ বলে ইনি নূতন উষা, ইনি পুরাতন উষা, এরূপ জানতে পারা যায় না। সায়ণ

৫২ সূক্ত। উষা দেবতা। বামদেব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ। দিবো অদর্শি দুহিতা ॥ ১
অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী। সখাভূদশ্বিনোরুষাঃ ॥ ২
উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি। উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥ ৩
যাবয়দ্দ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি। প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি ॥ ৪
প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ। ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ ॥ ৫
আপপ্রুষী বিভাবরি ব্যাবর্জ্যোতিষা তমঃ। উষো অনু স্বধামব ॥ ৬
আ দ্যাং তনোষি রশ্মিভিরান্তরিক্ষমুরু প্রিয়ম্। উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ৭

অনুবাদ: ১। সে আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি প্রাণিগণের নেত্রী

সুফলের উৎপাদয়িত্রী। তিনি ভগিনী রাতের পর্যবসানকালে অন্ধকার বিনাশ করেন। ২। অশ্বিনীর ন্যায় মনোহরা দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী ঊষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হন। ৩। তুমি অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে ঊষা! তুমি ধনের ঈশ্বরী। ৪। হে সুনৃতা ঊষা! তুমি শত্রুগণকে দূর করে দিয়ে থাক, তুমি সংজ্ঞা দান করে থাক, আমরা তোমাকে স্তুতি দ্বারা প্রবোধিত করছি। ৫। স্তুতিযোগ্য রশ্মিসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে। ঊষা বর্ষার ধারার ন্যায় জগৎকে মহৎ তেজে পরিপূর্ণ করেছেন। হে কান্তিমতী ঊষা! তুমি তেজদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ কর; তেজদ্বারা অন্ধকার দূর কর, তার পরে নিয়মানুসারে রক্ষা কর। ৭। হে ঊষা! তুমি দীপ্ত তেজযুক্ত হয়ে রশ্মিদ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত কর।

৫৩ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি। জগতী ছন্দ।

তদ্দেবস্য সবিতুর্বার্যং মহদ্বৃণীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ।
ছর্দির্যেন দাশুষে যচ্ছতি ত্মনা তন্নো মহাঁ উদয়ান্দেবো অক্তুভিঃ ॥ ১
দিবো ধর্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ পিশঙ্গং দ্রাপিং প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ।
বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপৃণন্নুর্বজীজনৎ সবিতা সুম্নমুক্থ্যম্ ॥ ২
আপ্রা রজাংসি দিব্যানি পার্থিবা শ্লোকং দেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্মণে।
প্র বাহূ অস্রাক্সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্ প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ ॥ ৩
অদাভ্যো ভুবনানি প্রচাকশদ্ব্রতানি দেবঃ সবিতাভি রক্ষতে।
প্রাস্রাগ্বাহূ ভুবনস্য প্রজাভ্যো ধৃতব্রতো মহো অজ্মস্য রাজতি ॥ ৪
ত্রিরন্তরিক্ষং সবিতা মহিত্বনা ত্রী রজাংসি পরিভূস্ত্রীণি রোচনা।
তিস্রো দিবঃ পৃথিবীস্তিস্র ইন্বতি ত্রিভির্ব্রতৈরভি নো রক্ষতি ত্মনা ॥ ৫
বৃহৎসুম্নঃ প্রসবীতা নিবেশনো জগতঃ স্থাতুরুভয়স্য যো বশী।
স নো দেবঃ সবিতা শর্ম যচ্ছত্বস্মে ক্ষয়ায় ত্রিবরূথমংহসঃ ॥ ৬
আগন্দেব ঋতুভির্বর্ধতু ক্ষয়ং দধাতু নঃ সবিতা সুপ্রজামিষম্।
স নঃ ক্ষপাভিরহভিশ্চ জিন্বতু প্রজাবন্তং রয়িমস্মে সমিন্বতু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমরা অসুর ও বুদ্ধিমান সবিতাদেবের সে বরণীয় এবং মহৎ ধন প্রার্থনা করি। তিনি হব্যদাতাকে স্বেচ্ছাপূর্বক যা দান করেন; মহান সবিতাদেব আমাদের সে ধন প্রতিদিবস দান করুন। ২। দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক, প্রজাপতি কবি সবিতাদেব পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। বিচক্ষণ সবিতা প্রখ্যাত হয়েও জগৎ তেজে পরিপূর্ণ করে প্রভূত স্তুতিযোগ্য সুখ উৎপাদন করেছেন। ৩। সবিতাদেব তেজদ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবী লোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে স্ব স্ব কার্যে স্থাপন ও প্রেরণ করে সৃজনকার্যে বাহু প্রসারিত করেন। ৪। সবিতাদেব অহিংসিত হয়ে ভুবনকে প্রদীপ্ত করে ব্রতসমূহ রক্ষা করেন। তিনি ভুবনস্থ প্রজাগণের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। ধৃতব্রত সবিতাদেব মহৎ জগতের ঈশ্বর। ৫। সবিতাদেব মহিমাদ্বারা পরিভব করে অন্তরীক্ষত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান এ তিন জনকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতদ্বারা (১) অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে পরিপালন করেন। ৬। যাঁর প্রভূত ধন

স্থাবর; যিনি কর্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি সকলের গন্তব্য এবং যিনি স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন, সে সবিতাদেব আমাদের পাপক্ষয়ের জন্য আমাদের লোক-ত্রয়স্থিত সুখ দান করুন। ৭। সবিতাদেব ঋতুগণের সাথে আসুন, আমাদের গৃহ বর্ধিত করুন, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্নদান করুন। তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদের প্রতি প্রীত হোন। তিনি আমাদের অপত্যযুক্ত ধন দান করুন।

টীকা : ১। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হিম এ তিন কর্ম। সায়ণ।

৫৪ সূক্ত। সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অভূদ্দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু ন ইদানীমহ্ন উপবাচ্যো নৃভিঃ।
বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ ॥ ১
দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েভ্যোঽমৃতত্বং সুবসি ভাগমুত্তমম্‌।
আদিদ্দামানং সবিতর্ব্যূর্ণুষেঽনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ ॥ ২
অচিত্তী যচ্চকৃমা দৈব্যে জনে দীনৈর্দক্ষৈঃ প্রভূতী পূরুষত্বতা।
দেবেষু চ সবিতর্মানুষেষু চ ত্বং নো অত্র সুবতাদনাগসঃ ॥ ৩
ন প্রমিয়ে সবিতুর্দৈব্যস্য তদ্যথা বিশ্বং ভুবনং ধারয়িষ্যতি।
যৎপৃথিব্যা বরিমন্না স্বঙ্গুরির্বর্ষ্মন্দিবঃ সুবতি সত্যমস্য তৎ ॥ ৪
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠান্‌বৃহদ্ভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ ক্ষয়াঁ এভ্যঃ সুবসি পস্ত্যাবতঃ।
যথাযথা পতয়ন্তো বিয়েমির এবৈব তস্থুঃ সবিতঃ সবায় তে ॥ ৫
যে তে ত্রিরহন্ত্সবিতঃ সবাসো দিবেদিবে সৌভগমাসুবন্তি।
ইন্দ্রো দ্যাবাপৃথিবী সিন্ধুরদ্ভিরাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যংসৎ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। সবিতাদেব প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। আমরা তাঁকে শীঘ্রই বন্দনা করব। তিনি এক্ষণে এবং তৃতীয় সবনে হোতাগণ কর্তৃক স্তুত হন। যিনি মানবগণকে রত্ন দান করেন, সে সবিতাদেব আমাদের এ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন। ২। তুমি প্রথমে যজ্ঞার্হ দেবগণের জন্য অমরত্বের সাধনভূত সোম রূপ উৎকৃষ্টতম ভাগ উৎপাদন করে থাক। তারপরে, হে সবিতা! তুমি হব্যদাতাকে প্রকাশিত করে থাক এবং পিতা, পুত্র ও পৌত্রাদি ক্রমে জীবন দান করে থাক। ৩। হে সবিতাদেব! আমরা অজ্ঞানতাবশত, অথবা দুর্বল বা বলশালী লোকদের প্রমাদ বশত, অথবা ঐশ্বর্যের গর্ব বা পরিজনের গর্ববশত, তোমার প্রতি; দেব ও মনুষ্যগণের প্রতি যে অপরাধ করেছি, তুমি তা হতে এ যজ্ঞে আমাদের নিষ্পাপ কর। ৪। সবিতাদেবের কর্ম হিংসা করা উচিত নয়, তিনি বিশ্ব ভুবন ধারণ করেন। তিনি সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট হয়ে পৃথিবীকে বিস্তীর্ণা হতে আজ্ঞা করেন এবং দ্যুলোককেও বিস্তীর্ণ হতে আজ্ঞা করেন। তাঁর এ কর্ম সত্য। ৫। হে সবিতা! ইন্দ্র আমাদের মধ্যে পূজ্য। তুমি আমাদের বৃহৎ পর্বতগণের অপেক্ষাও উন্নত কর, এ সকল যজমানগণকে গৃহবিশিষ্ট নিবাস প্রদান কর। তারা গমনকালে যেরূপ তোমাকর্তৃক নিয়ত হয়; সেরূপ তোমার আজ্ঞানুসারেই অবস্থিত করে। ৬। হে সবিতা! আমরা তোমার উদ্দেশে প্রতি দিবস তিনবার করে সৌভাগ্যজনক সোম অভিষব করি; ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী, জলবিশিষ্টা সিন্ধুদেবতা এবং আদিত্য-গণের সাথে অদিতি আমাদের সুখ দান করুন।

৫৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।
কো বস্ত্রাতা বসবঃ কো বরূতা দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নঃ।
সহীয়সো বরুণ মিত্র মর্তাৎকো বোঽধ্বরে বরিবো ধাতি দেবাঃ ॥ ১
প্র যে ধামানি পূর্ব্যাণ্যর্চান্বি যদুচ্ছান্বিয়োতারো অমূরাঃ।
বিধাতারো বি তে দধুরজস্রা ঋতধীতয়ো রুরুচন্ত দস্মাঃ ॥ ২
প্র পস্ত্যামদিতিং সিন্ধুমর্কৈঃ স্বস্তিমীলে সখ্যায় দেবীম্।
উভে যথা নো অহনী নিপাত উষাসানক্তা করতামদব্ধে ॥ ৩
ব্যর্যমা বরুণশ্চেতি পন্থামিষস্পতিঃ সুবিতং গাতুমগ্নিঃ।
ইন্দ্রাবিষ্ণূ নৃবদু ষু স্তবানা শর্ম নো যন্তমমবদ্বরূথম্ ॥ ৪
আ পর্বতস্য মরুতামবাংসি দেবস্য ত্রাতুরব্রি ভগস্য।
পাৎপতির্জন্যাদংহসো নো মিত্রো মিত্রিয়াদুত ন উরুষ্যেৎ ॥ ৫
নূ রোদসী অহিনা বুধ্ন্যেন স্তুবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবো ঘর্মস্বরসো নদ্যো অপ ব্রন্ ॥ ৬
দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নি পাতু দেবস্ত্রাতা ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্।
নহি মিত্রস্য বরুণস্য ধাসিমর্হামসি প্রমিয়ং সান্বগ্নেঃ ॥ ৭
অগ্নিরীশে বসব্যস্যাগ্নির্মহঃ সৌভগস্য। তান্যস্মভ্যং রাসতে ॥ ৮
উষো মঘোন্যা বহ সূনৃতে বার্যা পুরু। অস্মভ্যং বাজিনীবতি ॥ ৯
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা। ইন্দ্রো নো রাধসা গমৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে বসুগণ। তোমাদের মধ্যে কে ত্রাণকর্তা? কে দুঃখের নিবারক? হে অখণ্ডনীয়া দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের রক্ষা কর। হে বরুণ! হে মিত্র! তোমরা অভিভবকর মনুষ্য হতে আমাদের ত্রাণ কর। হে দেবগণ! যজ্ঞে তোমাদের মধ্যে কে ধন দান করে? ২। যাঁরা স্তোতাগণকে পুরাতন স্থান প্রদান করেন, যাঁরা দুঃখের অমিশ্রয়িতা এবং অমূঢ়, যাঁরা অন্ধকার বিনাশ করে, সে বিধাতা নিত্য দেবগণে অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁরা সত্যকর্মবিশিষ্ট ও দর্শনীয় হয়ে শোভা পান। ৩। আমি সকলের গন্তব্য অদিতি, সিন্ধু ও স্বস্তি দেবকে সখ্যের জন্য মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করি। যাতে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের বিশেষরূপে পালন করেন, সেজন্য আমি স্তুতি করি। উষা ও নক্ত অভিমত সম্পাদন করুন! ৪। অর্যমা ও বরুণ পথ দেখিয়ে দিন। অন্নের পতি অগ্নি সুখকর পথ দেখিয়ে দিন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সুন্দররূপে স্তুত হয়ে আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখ দান করুন। ৫। আমি পর্জন্য মরুৎগণ ও রক্ষক ভগদেবের আশ্রয় যাচঞা করি। পতি বরুণ আমাদের জন সম্বন্ধীয় পাপ হতে রক্ষা করুন, মিত্র মিত্রভাবে আমাদের রক্ষা করুন। ৬। হে দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়! যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্র-মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে (১) সেরূপ অভিলষিত কার্য লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সাথে তোমাদের স্তুতি করি। সে দেবগণ দীপ্তধ্বনিযুক্ত নদী সকলকে অপাবৃত করুক। ৭। অদিতি দেবী দেবগণের সাথে আমাদের পালন করুন, ত্রাতা ইন্দ্র অপ্রমত্ত হয়ে আমাদের পালন করুন। আমরা মিত্র বরুণ ও অগ্নির সমুচ্ছ্রিত অন্ন হিংসা করতে পারি না। ৮। অগ্নি ধনের ঈশ্বর এবং মহৎ সৌভাগ্যের ঈশ্বর। অতএব তিনি আমাদের ঐ সকল দান করুন। ৯। হে ধনবতী, সূনৃতা, অন্নবতী উষা! আমাদের বহু বরণীয় ধন দান কর। ১০। যে ধনের সাথে সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ইন্দ্র আসেন, তাঁরা সে ধন আমাদের প্রদান করুন।

টীকা ঃ ১। এ স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে ধনলাভার্থে অর্থাৎ বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অহিবুধ্ন্য সম্বন্ধে ২।৩১।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৬ সূক্ত ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌; গায়ত্রী ছন্দ।

মহী দাবাপৃথিবী ইহ জ্যেষ্ঠে রুচা ভবতাং শুচয়দ্ভিরর্কৈঃ।
যৎসীং বরিষ্ঠে বৃহতী বিমিন্বন্রুবদ্ধোক্ষা পপ্রথানেভিরেবৈঃ ॥ ১
দেবী দেবেভির্যজতে যজত্রৈরমিনতী তস্থতুরুক্ষমাণে।
ঋতাবরী অদ্রুহা দেবপুত্রে যজ্ঞস্য নেত্রী শুচয়দ্ভিরর্কৈঃ ॥ ২
স ইৎস্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ ॥ ৩
নূ রোদসী বৃহদ্ভির্নো বরূথৈঃ পত্নীবদ্ভিরিষয়ন্তী সজোসাঃ।
উরূচী বিশ্বে যজতে নি পাতং ধিয়া স্যাম রথ্যঃ সদাসাঃ ॥ ৪
প্র বাং মহি দ্যবী অভ্যুপস্তুতিং ভরামহে। শুচী উপ প্রশস্তয়ে ॥ ৫
পুনানে তন্বা মিথঃ স্বেন দক্ষেণ রাজথঃ। উহ্যাথে সনাদৃতম্‌ ॥ ৬
মহী মিত্রস্য সাধথস্তরন্তী পিপ্রতী ঋতম্‌। পরি যজ্ঞং নি যেদথুঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। মহতী শ্রেষ্ঠা দ্যাবাপৃথিবী এ যজ্ঞে দীপ্তিকর মন্ত্রবিশিষ্ট হয়ে দীপ্তিযুক্ত হোন। যেহেতু সেচনকারী পর্জন্য বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করে প্রথমান ও গমনশীল মরুৎগণের সঙ্গে সর্বত্র শব্দ করছে। ২। যাগযোগ্য, অহিংসক, অভীষ্টবর্ষী, সত্যশীল, দ্রোহরহিত এবং দেবগণের উৎপাদক ও যজ্ঞের নির্বাহক দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় দেবগণের সাথে দীপ্তিকর মন্ত্রযুক্ত হোক। ৩। যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করেছেন, যে ধীমান বিস্তীর্ণা অবিচল, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে কর্মবলে সম্যকরূপে পরিচালিত করেছেন, তিনি ভুবনসমূহের মধ্যে সুন্দর কর্মবিশিষ্ট। ৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা আমাদের অন্নদানে অভিলাষিণী পরস্পর সঙ্গতা, বিস্তীর্ণা, ব্যাপ্তা এবং যাগযোগ্যা হয়ে আমাদের পত্নীযুক্ত বৃহৎ গৃহসমূহে আমাদের সম্যকরূপে রক্ষা কর। আমরা কর্ম বলে রথ ও দাস লাভ করব। ৫। হে দ্যুতিমতী দ্যাবাপৃথিবী! আমরা তোমাদের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করব। তোমরা বিশুদ্ধা, আমরা প্রশংশা করবার জন্য তোমাদিগের নিকট যাই। ৬। তোমরা স্বীয় মূর্তি ও বলদ্বারা পরস্পরকে শোধিত করে শোভা পাও এবং সর্বদা যজ্ঞ কর। ৭। হে মহতী দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের মিত্রের স্তোতার অভীষ্ট সাধন কর এবং অন্ন বিভাগ ও পূর্ণ করে যজ্ঞোপরি উপবেশন কর।

৫৭ সূক্ত ॥ প্রথম তিনটি ঋকের ক্ষেত্রপতি দেবতা, চতুর্থের শুন দেবতা, পঞ্চম ও অষ্টমের শুনাসীর দেবতা, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সীতা দেবতা। বামদেব ঋষি।
অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্‌, পুরউষ্ণিক্‌ ছন্দ।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনের জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃলাতীদৃসে ॥ ১
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু ॥ ২
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্‌।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্তবরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেষ ॥৩

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্ ।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুন মষ্ট্রামুদিঙ্গয় ॥ ৪
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতম্ ॥ ৫
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা ।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নং সুফলাসসি ॥ ৬
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু ।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৭
শুনং নর ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির (১) সাথে ক্ষেত্র জয় করব, তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করে আমাদের সুখী করেন। ২। হে ক্ষেত্রপতি ! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃততুল্য, মাধুর্যোপেত ও প্রভূত জল দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদের সুখী করুন। ৩। ওষধীসমূহ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক, দ্যুলোকসমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন। আমরা শত্রুকর্তৃক অহিংসিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করব। ৪। বলীবর্দসমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বন্ধ হোক এবং প্রতোদ (২) সুখে প্রেরণ কর। ৫। হে শুন। হে সীর (৩)! তোমরা আমাদের এ স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল প্রাপ্ত হয়েছ, তা দিয়ে এ পৃথিবীকে সিক্ত কর। ৬। হে সৌভাগ্যবতী সীতা ! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করছি, তুমি আমাদের সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর। ৭। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন (৪)। ৮। ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সাথে সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুন সীর ! আমাদের সুখ প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেব। এ সুক্তটি সমুদয় কৃষিকার্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে যে লাঙ্গল দিয়ে চাষ আরম্ভ করবার পূর্বে এর প্রত্যেক ঋক উচ্চারণ করা কর্তব্য। ২। 'May the braces bind happily ; wield the good happily'—Wilson. ৩। শৌনক বলেন শুন দ্যু দেবতা, অতএব তাঁর মতে শুন ইন্দ্র। সুতরাং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু আর সীর আদিত্য। 'সীর' শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল, 'সীরাণি হলানি' মহীধর। (শুক্লযজুঃ ১২।৬৮) শুনাসীর অর্থে কৃষি কার্যের উপকরণদ্বয় লাঙ্গল ও লাঙ্গলের ফলা। ৪। সীতা অর্থে লাঙ্গলে দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা। ঋষি স্তুতি করেছেন যে, সে লাঙ্গল কর্ষিত রেখা বৎসর বৎসর শস্য দোহন করুক। রামায়ণ রচনাকালে যখন সীতা সে মহাকাব্যে নায়িকা হলেন তখনও তাঁর জন্মকথায় তাঁর নামের আদি অর্থ নিহিত ছিল।

৫৮ সূক্ত। অগ্নি, সূর্য, জল, গো অথবা ঘৃত দেবতা। বামদেব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ॥ ১
বয়ং নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্যাস্মিন্যজ্ঞে ধারয়মা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গোহবমীদ্গৌর এতৎ॥ ২
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ॥ ৩
ত্রিধা হিতং পণিভির্গুহ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্।
ইন্দ্র একং সূর্য একং জজান বেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ॥ ৪
এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাচ্ছতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে।
ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি হিরণ্যয়ো বেতসো মাধ্য আসাম্॥ ৫
সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ।
এতে অর্ষন্ত্যূর্ময়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ॥ ৬
সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ৭
অভি প্রবন্ত সমনেব যোষাঃ কল্যাণ্যঃ স্ময়মানাসো অগ্নিম্।
ঘৃতস্য ধারাঃ সমিধো নসন্ত তা জুষাণো হর্যতি জাতবেদাঃ॥ ৮
কন্যা ইব বহতুমেতবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভি চাকশীমি।
যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভি তৎপবন্তে॥ ৯
অভ্যর্ষত সুষ্টুতিং গব্যমাজিমস্মাসু ভদ্রা দ্রবিণানি ধত্ত।
ইমং যজ্ঞং নয়ত দেবতা নো ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তে॥ ১০
ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধি শ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যং তরায়ুষি।
অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্॥ ১১

অনুবাদ : ১। সমুদ্র হতে মধুমান ঊর্মি উদ্ভূত হয়। মনুষ্য কিরণদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, তা দেবগণের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি। ২। আমরা ঘৃতের নাম স্তব করব, এ যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা তা ধারণ করব। ব্রহ্মণস্পতি (১) এ স্তব শুনুন। শৃঙ্গ চতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এ জগৎ নির্বাহ করছেন। ৩। এঁর চারটি শৃঙ্গ, এঁর তিনটি পাদ, দুটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন (২)। ৪। পণিগণ, গোসমূহে তিনপ্রকার দীপ্ত পদার্থ গোপনে নিহিত করেছিল। দেবগণ তা লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করেছিলেন, সূর্য একটি উৎপন্ন করেছিলেন। দেবগণ বেণ হতে (৩) অন্নদ্বারা আর একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করেছিলেন। ৫। অপরিমিত গতিবিশিষ্ট এ জল হৃদয় প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হতে অধোদেশে পতিত হচ্ছে। রিপু তাকে দেখতে পাচ্ছে না, সে সকল ঘৃতধারা আমি দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে অর্থাৎ অগ্নিকে দেখতে পাচ্ছি। ৬। ঘৃতের ধারা প্রীতিপ্রদ নদীর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছে। এ সকল জল হৃদয় মধ্যগত মানসের দ্বারা পূত হয়েছে। ঘৃতের ঊর্মি প্রবাহিত হচ্ছে, যেন ব্যাধের নিকট হতে মৃগ পালাচ্ছে। ৭। নদীর জল যেরূপ নিম্নদেশাভিমুখে শীঘ্র যায়, সেরূপ বায়ুবৎ বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত যাচ্ছে। এ

ঘৃতরাশি পরিধি ভেদ করে ঊর্মি দ্বারা বর্ধিত হয়ে মদভরে অশ্বের ন্যায় যাচ্ছে। ৮। কল্যাণী ও হাস্যবদনা যোষিৎগণ যেমন সকলে একচিত্তে পতির প্রতি আসক্ত হয়, সেরূপ ঘৃত ধারা অগ্নির প্রতি যায়। ওরা সম্যক দীপ্তিপ্রদ হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে। জাতবেদা প্রীত হয়ে এ ধারা সকল কামনা করছেন। ৯। কন্যা যেমন পতির নিকট গমনার্থে বেশ বিন্যাস করে, আমি দেখছি এ ঘৃত ধারা সকল সেরূপ করছে। যে স্থলে সোম অভিষুত হয়, অথবা যে স্থলে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, ওরা সে দিকে যাচ্ছে (৪)। ১০। গো সমূহের নিকট যাও, ওদের স্তুতি কর। আমাদের স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর। আমাদের এ যজ্ঞকে দেবগণের নিকট নিয়ে যাও। ঘৃতের ধারা মধুরভাবে গমন করছে। ১১। তোমার তেজ সমুদ্র মধ্যেই থাকুক, হৃদয় মধ্যেই থাকুক; আয়ুতেই থাকুক, জলসমূহেই থাকুক, আর সংগ্রামেই থাকুক; সমস্ত বিশ্ব তাকে আশ্রয় করে আছে। তাতে যে রস স্থাপিত হয়েছে সে মধুর রস আমরা ব্যাপ্ত করব।

টীকা : ১। মূলে বৃহ্ম শব্দ আছে। সায়ন অর্থ করেন 'পরিবৃঢ়ধঃ দেবঃ'। ২। ইনি কে? সায়ণ বলেন ইনি যজ্ঞীয় অগ্নি হতে পারেন অথবা আদিত্য হতে পারেন। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চার বেদ শৃঙ্গ। সবনত্রয় পাদ। ব্রহ্মোদন এবং প্রবর্গ মস্তকদ্বয়। সপ্তছন্দ হস্ত। মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ এ তিন প্রকার বন্ধন। আদিত্য পক্ষে দিক চতুষ্টয় শৃঙ্গ। বেদত্রয় পাদ। অহোরাত্রি মস্তক। সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত এ তিন বন্ধন। ৩। মূলে 'বেণাৎ' আছে। সায়ণ তার অর্থ করেছেন কান্তি মান অগ্নি, অথবা গমনবান বায়ু। ইন্দ্র দুগ্ধ উৎপন্ন করেন, সূর্য ঘৃত উৎপন্ন করেন এবং দেবগণ দধি উৎপন্ন করেন। সায়ণ। ৪। এ সূক্তে ঘৃতের স্তব করা হয়েছে। ঋষি কল্পনা বলে বহমান ঘৃতকে নদীর সাথে, পলায়ন মৃগের সাথে, ধাবমান অশ্বের সাথে, হাস্যবদনা নারীর সাথে ও পতি প্রণয়িনী পত্নীর সাথে তুলনা করেছেন।

পঞ্চম মণ্ডল

১। সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বুধ ও গাবিষ্ঠির ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ১
অবোধি হোতা যজথায় দেবানূধ্বো অগ্নিঃ সুমনাঃ প্রাতরস্থাৎ।
সমিদ্ধস্য রুশদদর্শি পাজো মহান্দেবস্তমসো নিরমোচি ॥ ২
যদীং গণস্য রশনামজীগঃ শুচিরংক্তে শুচিভির্গোভিরগ্নিঃ।
আদ্দক্ষিণা যুজ্যতে বাজয়ন্ত্যুত্তানামূর্ধ্বো অধয়জ্জুহূভিঃ ॥ ৩
অগ্নিমচ্ছা দেবয়তাং মনাংসি চক্ষূংষীব সূর্যে সঞ্চরন্তি।
যদীং সুবাতে উষসা বিরূপে শ্বেতো বাজী জায়তে অগ্রে অহ্নাম ॥ ৪
জনিষ্ট হি জেন্যো অগ্রে অহ্নাং হিতো হিতেষ্বরুষো বনেষু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানোহগ্নির্হোতা নি ষসাদা যজীয়ান্ ॥ ৫
অগ্নির্হোতা ন্যসীদদ্যজীয়ানুপস্থে মাতুঃ সুরভা উ লোকে।
যুবা কবিঃ পুরুনিষ্ঠ ঋতাবা ধর্তা কৃষ্টীনামুত মধ্য ইদ্ধঃ ॥ ৬
প্র ণু ত্যং বিপ্রমধ্বরেষু সাধুমগ্নিং হোতারমীলতে নমোভিঃ।
আ যস্ততান রোদসী ঋতেন নিত্যং মৃজন্তি বাজিনং ঘৃতেন ॥ ৭
মার্জাল্যো মৃজ্যতে স্বে দমূনাঃ কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবো নঃ।
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভস্তদোজা বিশ্বাঁ অগ্নে সহসা প্রাস্যন্যান্ ॥ ৮
প্র সদ্যো অগ্নে অত্যেষ্যন্যাবির্যস্মৈ চারুতমো বভূথ।
ঈলেন্যো বপুষ্যো বিভাবা প্রিয়ো বিশামতিথির্মানুষীণাম্ ॥ ৯
তুভ্যং ভরন্তি ক্ষিতয়ো যবিষ্ঠ বলিমগ্নে অন্তিত ওত দূরাৎ
আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি বৃহত্তে অগ্নে মহি শর্ম ভদ্রম্ ॥ ১০
আদ্য রথং ভানুমো ভানুমন্তমগ্নে তিষ্ঠ যজতেভিঃ সমন্তম্।
বিদ্বান্ পথীনামুর্বন্তরিক্ষমেহ দেবান্ হবিরদ্যায় বক্ষি ॥ ১১
অবোচাম কবয়ে মেধ্যায় বচো বন্দারু বৃষভায় বৃষ্ণে।
গবিষ্ঠিরো নমসা স্তোমমগ্নৌ দিবীব রুক্মমুরুব্যঞ্চমশ্রেৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী উষা উপস্থিত হলে অগ্নি অধ্বর্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর শিখাসমূহ মহান এবং শাখাবিস্তারকারী বৃক্ষের ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হচ্ছে। ২। হোতা অগ্নি দেবগণের যাগ করবার জন্য প্রবুদ্ধ হয়েছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে ঊর্ধ্বে উত্থিত হন। সমিদ্ধ অগ্নির দীপ্তিমান বল দৃষ্ট হচ্ছে। মহান দেব অন্ধকার হতে মুক্ত হয়েছেন! ৩। যখন অগ্নি একত্রিত জগতের রজ্জুরূপ অন্ধকার গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রদীপ্ত হয়ে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী ঘৃতধারার সাথে যুক্ত হন এবং উন্নত হয়ে উপরে বিস্তৃত সে ধারাকে জুহূদ্বারা পান করেন। ৪। প্রাণিগণের চক্ষু যেরূপ সূর্যের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেরূপ যজমানগণের মানস অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করে। যখন বিরূপা

দ্যাবাপৃথিবী উষার সাথে অগ্নিকে উৎপাদন করেন তখন তিনি অগ্রে শ্বেত বাজী-রূপে উৎপন্ন হন। ৫। উৎপাদনীয় অগ্নি উদয় কালে প্রাদুর্ভূত হন এবং দীপ্তি-যুক্ত হয়ে বন্ধুভূত বনসমূহে স্থাপিত হন। পরে তিনি সপ্ত রমণীয় শিক্ষা ধারণ করে হোতা ও যাগযোগ্য হয়ে প্রত্যেক গৃহে উপবেশন করেন। ৬। অগ্নি হোতা ও যাগযোগ্য হয়ে মাতার পৃথিবীর ক্রোড়োপরি সুগন্ধযুক্ত বেদিরূপ স্থানে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি যুবা, কবি, বহুস্থানবিশিষ্ট, যজ্ঞবান ও সকলের ধারক। তিনি যজমানগণ মধ্যে সমিদ্ধ হয়ে থাকেন। ৭। যিনি দ্যাবাপৃথিবীকে জলদ্বারা ব্যাপ্ত করেন, যজমানগণ সে মেধাবী ও যজ্ঞে ফলসাধক হোতা অগ্নিকে শীঘ্র স্তুতিদ্বারা পূজা করেন। অগ্নি অন্নবান, যজমানগণ ঘৃতদ্বারা নিত্য তাঁর পরিচর্যা করেন। ৮। অর্চনীয় অগ্নি স্বকীয় স্থানে পূজিত হন। তিনি প্রশান্তমনা, কবিগণ তাঁর স্তুতি করে, তিনি আমাদের অতিথি ও সুখকর। তাঁর অপরিমিত শিখা আছে, তিনি অভীষ্টবর্ষী ও প্রসিদ্ধ বলশালী। হে অগ্নি! তুমি নিজ ভিন্ন অন্য সমস্তকে বলদ্বারা পরিভূত করে থাক। ৯। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞভূমিতে যার নিকট চারুতমরূপে আবির্ভূত হও, শীঘ্রই তার নিকট হতে অন্য সকলকে অতিক্রম করে গমন করে থাক। তুমি স্তুতিযোগ্য, দীপ্তিকর এবং বিশিষ্ট দীপ্তিমান। তুমি প্রাণীগণের প্রিয় ও মনুষ্যগণের অতিথি। ১০। হে যুবতম অগ্নি! মানুষ নিকট ও দূর হতে তোমার পূজা করে। যে তোমাকে অধিক স্তুতি করে, তাঁর স্তুতি গ্রহণ কর। হে অগ্নি! তোমার প্রদত্ত সুখ বৃহৎ, মহৎ ও স্তুতিযোগ্য। ১১। হে দীপ্তিমান অগ্নি! তুমি অদ্য দীপ্তিমান ও সমীচীন প্রান্তযুক্ত রথে দেবগণের সাথে আরোহণ কর। তুমি পথ অবগত আছ, তুমি প্রভূত অন্তরীক্ষ প্রদেশ দিয়ে দেব-গণকে হব্য ভক্ষণের জন্য এখানে আবাহন কর। ১২। আমরা কবি, পবিত্র অভীষ্টবর্ষী ও যুবা অগ্নি উদ্দেশে বন্দনাযোগ্য স্তোত্র উচ্চারণ করেছি। গবিষ্ঠির ঋষি আকাশে দীপ্যমান, বিস্তীর্ণগতি বিশিষ্ট আদিত্যের সদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কারযুক্ত স্তোত্র উচ্চারণ করছেন।

টীকা : ১। অত্রি ঋষি বা তদ্বংশীয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। আমরা এর পূর্বে বার বার অত্রির নাম পেয়েছি এবং অশ্বিদ্বয় তাঁকে অনল বেষ্টিত শস্ত্রগৃহ হতে উদ্ধার করেছিলেন এরূপ একটি উপাখ্যানও দেখেছি। যাস্ক অত্রি অর্থে অগ্নি এবং অত্রির উদ্ধারের গল্পটা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সম্বন্ধীয় একটা উপমামাত্র বিবেচনা করেন। ১।১১২।৭ ঋকের টীকা এবং ১ ১১৬।৮ ঋকের টীকা দেখুন। এরূপ উপমা অত্রি সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলির মূল হতে পারে, কিন্তু অত্রি নামে প্রাচীন ঋষিবংশ ছিল এবং সে বংশই পঞ্চম মণ্ডলের সূক্ত সমূহের ঋষি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র কুমার ঋষি। অথবা জারের পুত্র বৃশ ঋষি, অথবা এ সূক্তে এঁরা দু'জনই ঋষি। ত্রিষ্টুপ, শকরী ছন্দ।

কুমারং মাতা যুবতি সমুব্ধং গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।
অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ ॥ ১
কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান।
পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধাপশ্যং জাতং যদসূত মাতা ॥ ২
হিরণ্যদন্তং শুচিবর্ণমারাৎ ক্ষেত্রাদপশ্যমায়ুধা মিমানম্।
দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্বৎকিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ননুক্থাঃ ॥ ৩

ক্ষেত্রাদপশ্যং সনুতশ্চরন্তং সুমদ্যূথং ন পুরু শোভমানম্ ।
ন তা অগৃভ্রন্নজনিষ্ট হি ষঃ পলিক্নীরিদ্যুবতয়ো ভবন্তি ॥ ৪
কে মে মর্যকং বি যবন্ত গোভির্ন যেষাং গোপা অরণশ্চিদাস ।
য ঈং জগৃভুরব তে সৃজন্ত্বাজাতি পশ্ব উপ নশ্চিকিত্বান্ ॥ ৫
বসাং রাজানং বসতিং জনানামরাতয়ো নি দধুর্মর্তেষু ।
ব্রহ্মাণ্যত্রেরব তং সৃজন্তু নিন্দিতারো নিন্দ্যাসো ভবন্তু ॥ ৬
শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাদ্যূপাদমুঞ্চো অশমিষ্ট হি ষঃ ।
এবাস্মদগ্নে বি মুমুগ্ধি পাশান্ হোতশ্চিকিত্ব ইহ তূ নিষদ্য ॥ ৭
হৃণীয়মানো অপ হি মদৈয়েঃ প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্ ॥ ৮
বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাত্যগ্নিরাবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা ।
প্রাদেবীর্মায়াং সহতে দুরেবাঃ শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে ॥ ৯
উত স্বানাসো দিবি ষন্ত্বগ্নেস্তিগ্মায়ুধা রক্ষসে হন্তবা উ ।
মদে চিদস্য প্র রুজন্তি ভামা ন বরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ ॥ ১০
এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্ ।
যদীদগ্নে প্রতি ত্বং দেব হর্যাঃ স্বর্বতীরপ এনা জয়েম ॥ ১১
তুবিগ্রীবো বৃষভো বাবৃধানোঽশত্র্বর্যঃ সমজাতি বেদঃ ।
ইতীমমগ্নিমমৃতা অবোচন্বর্হিষ্মতে মনবে শর্ম যংসদ্ধবিষ্মতে
মনবে শর্ম যংসৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দেখে গুহা মধ্যে ধারণ করলেন, পিতার নিকট প্রদান করলেন না। জনগণ তার হিংসিত রূপ দেখতে পেল না (১) কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হলে তা দেখতে পেলেন। ২। হে যুবতি! তুমি পিশাচী হয়ে কোন কুমারকে ধারণ করছ? মহতী অরণি একে উৎপন্ন করেছেন। গর্ভ অনেক বৎসর ধরে বর্ধিত হয়েছে, তারপর মাতা অরণি যে পুত্রকে প্রসব করেছিলেন তা দেখলাম। ৩। আমি সমীপবর্তী প্রদেশ হতে হিরণ্যদন্ত প্রদীপ্ত বর্ণ ও আয়ুধ তুল্য জালা নির্মাণকারী অগ্নিকে দেখেছি। আমি তাঁকে সর্বতোব্যাপ্ত অমৃত দান করি, যারা ইন্দ্র মানে না এবং তার স্তুতি করে না, তারা আমার কি করবে? ৪। আমি গোসমূহের ন্যায় ক্ষেত্রে নিগূঢভাবে সঞ্চরণকারী এবং স্বয়ং বহু প্রকারে শোভমান অগ্নিকে দেখেছি। লোক পূর্বকালের সে জালা গ্রহণ করেন নি, তিনি পুনর্বার উৎপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর বৃদ্ধা জালা যুবতী হয়েছে। ৫। কে আমাদের লোকসমূহকে গাভীগণের সাথে বিযুক্ত করেছে? তাদের কি রক্ষক ছিল না? যারা আমাদের লোকসমূহকে আক্রমণ করেছে, তারা বিনষ্ট হোক। অগ্নি আমাদের অভিলাষ জানেন, তিনি আমাদের পশুর নিকট যাচ্ছেন। ৬। প্রাণিগণের স্বামী ও ও জনগণের আবাসভূত অগ্নিকে শত্রুগণ লোকসমূহের মধ্যে গোপন করেছে। অত্রির স্তোত্র তাঁকে মুক্ত করুক, নিন্দুকগণ নিন্দনীয় হোক। ৭। হে অগ্নি! তুমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষিকে সহস্র যূপ হতে মুক্ত করেছ, কারণ তিনি স্তব করেছিলেন। হে হোতা বিদ্বান অগ্নি! তুমি এ বেদিতে উপবেশন করে এ প্রকারে আমাদের পাশ সকল মুক্ত কর। ৮। হে অগ্নি! তুমি যখন ক্রুদ্ধ হও তখন আমাদের নিকট হতে অপগত হও। দেবগণের ব্রতপালক ইন্দ্র আমাদের বলেছেন। তিনি বিদ্বান, তিনি তোমাকে দর্শন করেছেন। আমি তৎকর্তৃক অনুশিষ্ট হয়ে তোমার নিকট এসেছি। ৯। অগ্নি মহৎ তেজ দ্বারা দীপ্তি পাচ্ছেন। তিনি

মহিমাবলে পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করেন। তিনি দুঃখজনক অদেবী মায়া পরিভব করেন এবং রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করেন। ১০। অগ্নির শব্দকারী শিখা তীক্ষ্ণ আয়ুধের ন্যায় রাক্ষস বিনাশের জন্য দ্যুলোকে প্রাদুর্ভূত হোক। হর্ষ উৎপন্ন হলে পর, অগ্নির দীপ্তিসমূহ রাক্ষসগণকে পীড়া দেয়। বাধাদায়িকা অদেবী সেনা তাঁকে বাধা দেয় না। ১১। হে বহুভাব প্রাপ্ত অগ্নি! আমি তোমার স্তোতা। ধীর কর্মকুশল ব্যক্তি যেরূপ রথ নির্মাণ করে, সেরূপ আমি তোমার জন্য এ স্তোত্র নির্মাণ করেছি। হে অগ্নিদেব! যদি তুমি এ গ্রহণ কর তা হলে আমরা বহুব্যাপ্ত জল লাভ করব। ১২। বহুশিখাবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বর্ধমান অগ্নি নিষ্কণ্টকে শত্রুর ধন সংগ্রহ করছেন। দেবগণ অগ্নিকে এ কথা বলেছেন যে, তিনি যজ্ঞকারী মনুষ্যগণকে সুখ দান করুন এবং হব্যদায়ী মনুষ্যকে সুখ দান করুন।

টীকা ঃ ১। সায়ণাচার্য এ ঋকের দুটি অর্থ দিয়েছেন! তাঁর দ্বিতীয় অর্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কাইত ভাবে অগ্নিকে ধার করেন, যজমানরূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখতে পায় না, কিন্তু প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখতে পায়।

৩ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্ত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ১
ত্বমর্যমা ভবসি যৎকনীনাং নাম স্বধাবন্‌গুহ্যং বিভর্ষি।
অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি ॥ ২
তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জয়ন্ত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩
তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব দেবাঃ পুরু দধানা অমৃতং সপন্ত।
হোতারমগ্নিং মনুষো নি ষেদুর্দশস্যন্ত উশিজঃ শংসমায়োঃ ॥ ৪
ন ত্বদ্ধোতা পূর্বো অগ্নে যজীয়ান্ন কাব্যৈঃ পরো অস্তি স্বধাবঃ।
বিশশ্চ যস্যা অতিথির্ভবাসি স যজ্ঞেন বনবদ্দেব মর্তান্ ॥ ৫
বয়মগ্নে বনুয়াম ত্বোতা বসূযবো হবিষা বুধ্যমানাঃ।
বয়ং সমর্যে বিদথেষ্বাহাং রায়া সহসস্পুত্র মর্তান্ ॥ ৬
যো ন আগো অভ্যেনো ভরাত্যধীদঘমঘশংসে দধাত।
জহী চিকিত্বো অভিশস্তিমেতামগ্নে যো নো মর্চয়তি দ্বয়েন ॥ ৭
ত্বামস্যা ব্যুষি দেব পূর্বে দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত হব্যৈঃ।
সংস্থে যদগ্ন ঈয়সে রয়ীণাং দেবো মর্তৈর্বসুভিরিধ্যমানঃ ॥ ৮
অব স্পৃধি পিতরং যোধি বিদ্বান্‌পুত্রো যস্তে সহসঃ সূন ঊহে।
কদা চিকিত্বো অভি চক্ষসে নোহগ্নে কদা ঋতচিদ্যাতয়াসে ॥ ৯
ভূরি নাম বন্দমানো দধাতি পিতা বসো যদি তজ্জোষয়াসে।
কুবিদ্দেবস্য সহসা চকানঃ সুম্নমগ্নির্বনতে বাবৃধানঃ ॥ ১০
ত্বমঙ্গ জরিতারং যবিষ্ঠ বিশ্বান্যগ্নে দুরিতাতি পর্ষি।
স্তেনা অদৃশ্রন্‌রিপবো জনাসোহজ্ঞাতকেতা বৃজিনা অভূবন্ ॥ ১১
ইমে যামাসস্ত্বদ্রিগভূবন্বসবে বা তদিদাগো অবাচি।
নাহায়মগ্নিরভিশস্তয়ে নো ন রীষতে বাবৃধানঃ পরা দাৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি জাত হয়ে বরুণ হয়ে থাক, তুমি সমিদ্ধ হয়ে মিত্র হয়ে থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে অবস্থিত থাকেন। হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র। ২। তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্যমা হও। হে হব্যবান অগ্নি! তুমি গোপনীয় নাম ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতিকে একান্ত করণ করে দাও, তখন তারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে। ৩। হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থে মরুৎগণ অন্তরীক্ষকে মার্জন করছেন। হে রুদ্র। তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ স্থাপিত হয়েছে, তা দিয়ে তুমি উদকের গুহ্য নাম পালন কর। ৪। হে দেব! দেবগণ তোমার সমৃদ্ধিদ্বারা দর্শনীয় হয়েছেন; তারা তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ধারণ করে অমৃত স্পর্শ করে না। ঋত্বিকগণ ফলাভিলাষী যজমানের জন্য হব্যবিতরণ করে হোতা অগ্নির পরিচর্যা করেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি ভিন্ন অন্য হোতা নেই, যজ্ঞকারী নেই এবং পুরাতন কেউ নেই। হে অন্নবান! ভবিষ্যৎ কালেও তোমা অপেক্ষা কেহ স্তুতিযোগ্য হবে না। হে দেব! তুমি যে লোকের অতিথি হও তিনি যজ্ঞদ্বারা শত্রু মনুষ্যগণকে বিনাশ করেন। ৬। হে অগ্নি! আমরা তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে শত্রুগণকে পীড়া দান করব। আমরা ধনাভিলাষী, আমরা তোমাকে হব্য দ্বারা প্রবৃদ্ধ করছি। আমরা যেন যুদ্ধে জয়লাভ করি এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে বল প্রাপ্ত হই। হে বলের পুত্র! আমরা যেন ধনের সাথে পুত্র লাভ করি। ৭। যে আমাদের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সে পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান অগ্নি! যে আমাদের অপরাধ ও পাপ এ দুয়ের দ্বারা বাধা দেয় সে পাপকারীকে বিনাশ কর। ৮। হে দেব! পুরাতন যজমানগণ তোমাকে দেবগণের দূত করে উষাকালে হব্যদ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি! হব্য সংগ্রহ হলে পর, তুমি দ্যুতিমান হয়েও নিবাসপ্রদ মনুষ্যগণ কর্তৃক সমিদ্ধ হয়ে গমন কর। ৯। হে বলের পুত্র! তুমি পিতা; যে বিদ্বান পুত্র তোমাদের জন্য হব্য বহন করে তাকে তুমি পার কর ও পাপ হতে পৃথক কর। হে বিদ্বান অগ্নি! কখন তুমি আমাদের দর্শন কর? হে যজ্ঞের প্রেরক! কখন তুমি সন্মার্গে প্রেরণ কর? ১০। হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি! যদি তুমি সে হবি সেবা কর, তা হলে পুত্র তোমার বন্দনা করে প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহুহব্য অভিলাষী ও প্রবর্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হয়ে সুখ দান করেন। ১১। হে স্বামী, যুবতম অগ্নি! তুমি স্তোতাকে সমস্ত দুরিত হতে পার করে থাক। তস্করগণ দৃষ্ট হয়েছে, অজ্ঞাত দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট শত্রুলোকেরা আমাদের কর্তৃক বর্জিত হয়েছে। ১২। এ স্তোম সকল তোমার অভিমুখে প্রেরিত হচ্ছে। অথবা আমি নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সে যাচঞারূপ অপরাধ উচ্চারণ করেছি। অগ্নি আমাদের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হয়ে যেন আমাদের নিন্দকের অথবা হিংসকের হস্তে প্রদান না করেন।

৪ সূক্ত। অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বামগ্নে বসুপতিং বসুনামভি প্র মন্দে অধ্বরেষু রাজন্।
ত্বয়া বাজং বাজয়ন্তো জয়েমাভি ষ্যাম পৃৎসুতীর্মর্ত্যানাম্ ॥ ১
হব্যবালগ্নিরজরঃ পিতা নো বিভুর্বিভাবা সুদৃশীকো অস্মে।
সুগার্হপত্যাঃ সমিষো দিদীহ্যস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি ॥ ২
বিশাং কবিং বিশ্পতিং মানুষীণাং শুচিং পাবকং ঘৃতপৃষ্ঠমগ্নিম্।
নি হোতারং বিশ্ববিদং দধিধ্বে স দেবেষু বনতে বার্যাণি ॥ ৩

জুষস্বাগ্ন ইলয়া সজোষা যতমানো রশ্মিভিঃ সূর্যস্য।
জুষস্ব নঃ সমিধং জাতবেদ আ চ দেবান্ হবিরদ্যায় বক্ষি ॥ ৪
জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপ যাহি বিদ্বান্।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তামা ভরা ভোজনানি ॥ ৫
বধেন দস্যুং প্র হি চাতয়স্ব বয়ঃ কৃণ্বানস্তন্বে স্বায়ৈ।
পিপর্ষি যৎসহসস্পুত্র দেবান্ত্সো অগ্নে পাহি নৃতম বাজে অস্মান্ ॥ ৬
বয়ন্তে অগ্ন উক্থৈর্বিধেম বয়ং হব্যৈঃ পাবক পাবক ভদ্রশোচে।
অস্মে রয়িং বিশ্ববারং সমিন্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি ॥ ৭
অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ হব্যম্।
বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি ॥ ৮
বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি।
অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম ॥ ৯
যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোহমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি।
জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্ ॥ ১০
যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্।
অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে রাজা এবং ধনসমূহের স্বামী অগ্নি! আমরা যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে স্তুতি করি। আমরা অন্নাভিলাষী, আমরা তোমাদ্বারা অন্ন লাভকরব এবং মনুষ্য সেনা অভিভব করব। ২। হব্যবাহক অগ্নি জরারহিত হয়ে আমাদের পিতা হোন। তিনি আমাদের নিকট সর্বব্যাপ্ত দীপ্তিমান ও দর্শনীয় হোন। হে অগ্নি! তুমি সুন্দর গার্হপত্যযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর, তুমি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অন্ন দান কর। ৩। হে ঋত্বিকগণ। তোমরা মনুষ্যগণের স্বামী, কবি, শুচি, পাবক, ঘৃতপৃষ্ট, হোতা এবং সর্ববিৎ অগ্নিকে ধারণ কর। তিনি দেবগণের মধ্যে বরণীয় ধন সংভক্ত করেন। ৪। হে অগ্নি। ইলার সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে এবং সূর্যের রশ্মি সমূহদ্বারা যতমান হয়ে স্তুতি সেবা কর। হে জাতবেদা! আমাদের সমিধ সেবা কর, হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আবাহন কর এবং হব্য বহন কর। ৫। তুমি পর্যাপ্ত, দানমনা ও গৃহাগত অতিথির ন্যায় পূজ্য হয়ে আমাদের এ যজ্ঞে এস। হে বিদ্বান অগ্নি! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ করে শত্রুতাচরণকারীগণের ধন আহরণ কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি আর্যরূপ স্বীয় পুত্রকে অন্ন দান করে অস্ত্রদ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর। হে বলের পুত্র। যেহেতু তুমি দেবগণকে তৃপ্ত কর; অতএব হে নেতৃশ্রেষ্ঠ অগ্নি! তুমি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা কর। ৭। হে অগ্নি! আমরা শাস্ত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব, আমরা হব্যদারা তোমার পরিচর্যা করব। হে পাবক এবং কল্যাণকর দীপ্তিবিশিষ্ট, অগ্নি! তুমি আমাদের সকলের বরণীয় ধন দান কর, আমাদের সমস্ত ধন দান কর। ৮। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞ সেবা কর। হে বলের পুত্র, ত্রিলোকস্থিত অগ্নি! হব্য সেবা কর। আমরা দেবগণের মধ্যে সুকর্মকারী হব। তুমি আমাদের তিন প্রকারে রক্ষিত সুখদ্বারা রক্ষা কর। ৯। হে জাতবেদা! নাবিক নৌকাদ্বারা যেরূপ নদী পার করে সেরূপ তুমি আমাদের সমস্ত দুঃসহ দুরিত পার কর। হে অগ্নি! অত্রির ন্যায় আমাদের স্তোত্রদ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের শরীরের রক্ষক বলে অবগত হও। ১০। হে অগ্নি! আমি মর্ত্য, তুমি অমর্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত হৃদয়ে স্তব করে তোমাকে বার বার আহ্বান করছি। হে জাতবেদা! আমাদের সন্তান দান কর।

হে অগ্নি! আমি যেন সন্তানসমূহদ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারি। ১১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি যে সৎকর্মকৃত ব্যক্তির প্রতি কৃপাবলোকন কর, সে যজমান অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্যযুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে।

৫ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন। অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ১
নরাশংসঃ সুষূদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ। কবির্হি মধুহস্ত্যঃ ॥ ২
ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ং। সুখৈ রথেভিরূতয়ে ॥ ৩
উর্ণম্রদা বি প্রথস্বাভ্যর্কা অনূষত। ভবা নঃ শুভ্র সাতয়ে ॥ ৪
দেবীর্দ্বারো বি শ্রয়ধ্বং সুপ্রায়ণা ন উতয়ে। প্রপ্র যজ্ঞং পৃণীতন ॥ ৫
সুপ্রতীকে বয়োবৃধা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। দোষামুষাসমীমহে ॥ ৬
বাতস্য পত্মন্নীলিতা দৈব্যা হোতারা মনুষঃ। ইমং নো যজ্ঞমা গতম্ ॥ ৭
ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥ ৮
শিবস্তষ্টরিহা গহি বিভুঃ পোষ উত ত্মনা। যজ্ঞে যজ্ঞে ন উদব ॥ ৯
যত্র বেত্থ বনস্পতে দেবানাং গুহ্যা নামানি। তত্র হব্যানি গাময় ॥ ১০
স্বাহাগ্নয়ে বরুণায় স্বাহেন্দ্রায় মরুদ্ভ্যঃ। স্বাহা দেবেভ্যো হবিঃ ॥ ১১

অনুবাদ: ১। অগ্নি, জাতবেদা এবং দীপ্তিমান সুসমিদ্ধ নামক অগ্নিকে প্রভূত ঘৃত হোম কর। ২। নরাশংস নামক অগ্নি (১) এ যজ্ঞ প্রদীপ্ত করুন। তিনি অহিংসনীয়, কবি এবং মধুর হস্তবিশিষ্ট। ৩। হে ঈলিত অগ্নি! আমাদের রক্ষার জন্য বিচিত্র এবং প্রিয় ইন্দ্রকে সুখকর রথে করে এ যজ্ঞে আন। ৪। হে অগ্নিরূপ বর্হিঃ! তুমি উষার ন্যায় মৃদুভাবে বিস্তৃত হও। স্তোতাগণ স্তুতি করছে। হে দীপ্ত বর্হিঃ! তুমি আমাদের ধনপ্রদ হও। ৫। হে সুগমন সাধক অগ্নিরূপ দেবীদ্বার! তোমরা উদ্ঘাটিত হও, আমাদের রক্ষার জন্য যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। ৬। আমরা সুরূপা, অন্নবর্ধয়িত্রী, মহতী ও যজ্ঞের মাতৃস্বরূপা অগ্নিরূপ উষা ও নক্তকে স্তুতি করি। ৭। হে অগ্নিরূপ দৈব হোতৃদ্বয়! তোমরা স্তুত হয়ে বায়ুপথে আমাদের যজমানের এ যজ্ঞে এস। ৮। অগ্নিরূপ ইলা, সরস্বতী ও মহী দেবীত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন। তাঁরা হিংসাশূন্য হয়ে কুশোপরি উপবেশন করুন। ৯। হে অগ্নিরূপ ত্বষ্টাদেব! তুমি পুষ্টিকরণে ব্যাপ্ত। তুমি সুখকর হয়ে এ যজ্ঞে এস। অনন্তর তুমি নিজে প্রত্যেক যজ্ঞে আমাদের উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা কর। ১০। হে অগ্নিরূপ বনস্পতি! তুমি যেখানে দেবগণের গুহ্যরূপ আছে বলে জান, সেখানে হব্য প্রেরণ কর। ১১। এ হব্য অগ্নিকে ও বরুণকে স্বাহা প্রদত্ত; ইন্দ্র ও মরুৎগণকে স্বাহা প্রদত্ত; দেবগণকে স্বাহা প্রদত্ত।

টীকা: ১। এ সূক্তটি অত্রিয়বংশীয়গণের আপ্রী সূক্ত; সুতরাং এতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নেই। ১।১৩ সূক্তের প্রথম টীকা দেখুন।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোহস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১

সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ২
অগ্নির্হি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৩
আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪
আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য শোচিষস্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর। ৫
প্রো ত্যে অগ্নয়োঽগ্নিষু বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্।
তে হিন্বিরে ত ইন্বিরে ত ইষণ্যন্ত্যানুষগিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৬
তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো মহি ব্রাধন্ত বাজিনঃ।
যে পত্বভিঃ শফানাং ব্রজা ভুরন্ত গোনামিষং স্তোতৃভ্য আ ভর। ৭
নবা নো অগ্ন আ ভর স্তোতৃভ্যঃ সুক্ষিতীরিষঃ।
তে স্যাম য আনৃচুস্ত্বাদূতাসো দমেদম ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৮
উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎপুপূর্যা উক্থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৯
এবাঁ অগ্নিমজুর্যমুর্গীর্ভির্যজ্ঞেভিরানুষক্।
দধদস্মে সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। যিনি নিবাসপ্রদ এবং যাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্য প্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সে অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ২। যিনি নিবাসপ্রদ বলে স্তুত হন, যাঁর নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবীগণ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৩। সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত পুত্র দান করেন। অগ্নি প্রীত হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন দানের জন্য গমন করেন। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৪। হে দেব অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান ও জরারহিত। তুমি আমার, তোমাকে সর্বতোভাবে প্রদীপ্ত করি। তোমার সে মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৫। হে দীপ্তিসমূহের স্বামী; আহ্লাদক ও শত্রুগণের বিনাশক, প্রজাপালক এবং হব্যবাহক অগ্নি! তুমি দীপ্ত, তোমার উদ্দেশে মন্ত্রের সাথে হব্য প্রদত্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৬। এ সকল অগ্নি গার্হপত্যাদি অগ্নিতে সমস্ত বরণীয় ধন পোষণ করে। এরা প্রীতি দান করে, চারদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং অনবরত অন্ন ইচ্ছা করে। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৭। হে অগ্নি। তোমার সে রশ্মিসমূহ অত্যন্ত অধিক অন্নযুক্ত হয়ে বর্ধিত হোক, তারা পতনের দ্বারা ক্ষুর-যুক্ত গোযূথসমূহ ইচ্ছা করে। ৮। হে অগ্নি। আমরা তোমার স্তোতা। তুমি আমাদের নূতন গৃহযুক্ত অন্ন দান কর। আমরা যেন তোমাকে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে অর্চনা করে তোমাকে দূতরূপে লাভ করতে পারি। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ৯। হে প্রীতিদায়ক অগ্নি! তুমি ঘৃতপূর্ণ দর্বীদ্বয় মুখে গ্রহণ করছ। হে বলের পতি! তুমি যজ্ঞে আমাদের ফলদ্বারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর। ১০। এ প্রকারে লোকে ক্রমান্বয়ে স্তুতি ও যজ্ঞের সাথে অগ্নির

নিকট গমন করে এবং তাকে স্থাপন করে। তিনি আমাদের পুত্র পৌত্রাদি এবং দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন। হে অগ্নি। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে।
বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপেত্রে সহস্বতে ॥ ১
কুত্রা চিদ্যস্য সমৃতৌ রণ্বা নরো নৃষদনে।
অর্হন্তশ্চিদ্যমিন্ধতে সঞ্জনয়ন্তি জন্তবঃ ॥ ২
সং যদিষো বনামহে সং হব্যা মানষাণাম্।
উত দ্যুম্নস্য শবস ঋতস্য রশ্মিমা দদে ॥ ৩
স স্মা কৃণোতি কেতুমা নক্তং চিদ্দূর আ সতে।
পাবকো যদ্বনস্পতীন্প্র স্মা মিনাত্যজরঃ ॥ ৪
অব স্ম যস্য বেষণে স্বেদং পথিষু জহ্বতি।
অভীমহ স্বজেন্যং ভূমা পৃষ্ঠেব রুরুহুঃ ॥ ৫
যং মর্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদদ্বিশ্বস্য ধায়সে।
প্র স্বাদনং পিতূনামস্ততাতিং চিদায়বে ॥ ৬
স হি ষ্মা ধন্বাক্ষিতং দাতা ন দাত্যা পশুঃ।
হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতবিষিঃ ॥ ৭
শুচিঃ ষ্মা যস্মা অত্রিবৎপ্র স্বধিতীব রীয়তে।
সুষূরসূত মাতা ক্রাণা যদানশে ভগম্ ॥ ৮
আ যস্তে সর্পিরাসুতেহগ্নে শমস্তি ধায়সে।
ঐষু দ্যুম্নমুত শ্রব আ চিত্তং মর্ত্যেষু ধাঃ ॥ ৯
ইতি চিন্মন্যুমধ্রিজস্ত্বাদাতমা পশুং দদে।
আদগ্নে অপৃণতোহত্রিঃ সাসহ্যাদ্দস্যূনিষঃ সাসহ্যান্নৄন্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে সখা ঋত্বিকগণ! তোমরা যজমানগণের জন্য অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, বলের পুত্র এবং বলশালী অগ্নির উদ্দেশে অর্চনাযোগ্য অন্ন ও স্তুতি প্রদান কর। ২। ঋত্বিকগণ যাঁকে লাভ করে প্রীত হন; যজ্ঞগৃহে যাঁকে পূজা করে প্রদীপ্ত করেন এবং যাঁর জন্য জন্তু সকল উৎপাদন করেন, সে অগ্নি কোথায়? ৩। যখন আমরা অগ্নিকে অন্ন প্রদান করি এবং যখন তিনি হব্য সেবা করেন তখন তিনি দীপ্তিমান বলে যজ্ঞের রশ্মি গ্রহণ করেন। ৪। যখন পাবক, জরারহিত অগ্নি বনস্পতি সমূহকে দগ্ধ করেন তখন তিনি রাত্রিকালেও দূরস্থিত ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাপিত করেন। ৫। অগ্নির পরিচর্যা কার্যে লোকে ক্ষরিত ঘৃতসকল শিখাসমূহ প্রক্ষেপ করে এবং পুত্র যেরূপ পিতার অঙ্কে আরোহণ করে, সেরূপ ঘৃতধারা এর উপর আরোহণ করে। ৬। যজমান অগ্নিকে অনেকের স্পৃহণীয় ও সকলের ধারক, অন্নের আস্বাদক ও যজমানের নিবাসপ্রদ বলে জানেন। ৭। তিনি তৃণচ্ছেদক পশুর ন্যায় নির্জল এবং তৃণপূর্ণ প্রদেশ ছেদন করেন। তিনি সুবর্ণশ্মশ্রু বিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্ত; মহান এবং অপ্রতিহত বল সম্পন্ন। ৮। যাঁর নিকট লোকে অত্রির ন্যায় গমন করে, যিনি কুঠারের ন্যায় বৃক্ষাদি নাশ করেন, সে অগ্নি দীপ্ত। যিনি অন্ন গ্রহণ করেন এবং যিনি জগতের উপকারক, মাতা অরণি সে অগ্নিকে প্রসব করেছেন। ৯। হে হব্যভোজী অগ্নি। তুমি সকলের ধারক। আমাদের স্তুতি

হতে তোমার সুখ হয়। তুমি স্তোতাগণকে ধন দান কর, অন্ন দান কর এবং অন্তঃকরণ দান কর। ১০। হে অগ্নি! এ প্রকারে অন্যের অকৃত স্তোত্র উচ্চারণকারী ঋষি তোমার দত্ত পশু গ্রহণ করে। যারা অগ্নিকে হব্য দান করে না, সে দস্যুদের অত্রি বার বার অভিভূত করুন, বিরোধীদের বার বার অভিভূত করুন।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ত্বামগ্ন ঋতায়বঃ সমীধিরে প্রত্নং প্রত্নাস উতয়ে সহস্কৃত।
পুরুশ্চন্দ্রং যজতং বিশ্বধায়সং দমূনসং গৃহপতিং বরেণ্যম্ ॥ ১
ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্যং বিশঃ শোচিষ্কেশং গৃহপতিং নিষেদিরে।
বৃহৎকেতুং পুরুরূপং ধনস্পৃতং সুশর্মাণং স্ববসং জরদ্বিষং ॥ ২
ত্বামগ্নে মানুষীরীলতে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিং রত্নধাতমম্।
গুহ সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতং তুবিষ্বণং সুয়জং ঘৃতশ্রিয়ম্ ॥ ৩
ত্বামগ্নে ধর্ণসিং বিশ্বধা বয়ং গীর্ভির্গৃণন্তো নমসোপ সেদিম।
স নো জুষস্ব সমিধানো অঙ্গিরো দেবো মর্তস্য যশসা সুদীতিভিঃ ॥ ৪
ত্বমগ্নে পুরুরূপো বিশেবিশে বয়ো দধাসি প্রত্নথা পুরুষ্টুত!
পুরূণ্যন্না সহসা বি রাজসি ত্বিষিঃ সা তে তিত্বিষাণস্য নাধৃষে ॥ ৫
ত্বামগ্নে সমিধানং যবিষ্ঠ্য দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্।
উরুজ্রয়সং ঘৃতযোনিমাহুতং ত্বেষং চক্ষুর্দধিরে চোদয়ন্মতি ॥ ৬
ত্বামগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতৈঃ সুম্নায়বঃ সুষমিধা সমীধিরে।
স বাবৃধান ওষধীভিরুক্ষিতোভি জ্রয়াংসি পার্থিবা বি তিষ্ঠসে ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে বলকর্তা অগ্নি! তুমি পুরাতন। পুরাতন যজ্ঞকারীগণ আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত করে। তুমি অত্যন্ত প্রীতিদায়ক, যাগযোগ্য, বহু অন্নবিশিষ্ট, দানমনা, গৃহপতি এবং বরণীয়। ২। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে গৃহস্বামী রূপে স্থাপিত করেন। তুমি অতিথির ন্যায় পূজ্য; পুরাতন, দীপ্তশিখাবিশিষ্ট, প্রভূতকেতুবিশিষ্ট; বহুরূপ, ধনদাতা, সুখপ্রদ; সুরক্ষক এবং জীর্ণ বৃক্ষ সমূহের ধ্বংসকারী। ৩। হে সুন্দর ধনবিশিষ্ট অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতি করে। তুমি হোমবিৎ; বিবেচক, রত্নদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; গুহাস্থিত, সকলের দর্শনযোগ্য, প্রভূতধ্বনিযুক্ত, যজ্ঞকারী এবং ঘৃতগ্রাহক। ৪। হে অগ্নি! তুমি সকলের ধারক। আমরা বহু প্রকার স্তোত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুতি করে তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছি। তুমি আমাদের ধন প্রদান করে প্রীত কর। হে অঙ্গিরার পুত্র অগ্নিদেব! তুমি সম্যকরূপে প্রদীপ্ত হয়ে শিখার সাথে যজমানের অন্নের দ্বারা প্রীত হও। ৫। হে অগ্নি! তুমি বহুরূপযুক্ত হয়ে সমস্ত যজমানকে পুরাকালের ন্যায় অন্ন দান করছ। হে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য! তুমি স্বীয়বলে প্রভূত অন্নের স্বামী। তুমি দীপ্তিমান, তোমার দীপ্তি অন্যের অধৃষ্য। ৬। হে যুবতম অগ্নি! তুমি সম্যকরূপে প্রদীপ্ত হলে দেবগণ তোমাকে হব্যবাহক দূত করেছিলেন। দেবগণ ও মনুষ্যগণ প্রভূত বেগশালী; ঘৃতযোনি; আহুত অগ্নিকে বুদ্ধিপ্রেরক, দীপ্ত চক্ষু স্বরূপ ধারণ করেছিলেন। ৭। হে অগ্নি! তুমি আহুত হলে পুরাতন সদাভিলাষী ব্যক্তিগণ তোমাকে সুন্দর কাষ্ঠ দ্বারা প্রদীপ্ত করে। তুমি বর্ধিত ও ওষধিসমূহে সিক্ত হয়ে পার্থিব অন্ন ব্যক্ত করে অবস্থান কর।

৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

ত্বামগ্নে হবিষ্মন্তো দেবং মর্তাস ঈলতে।
মন্যে ত্বা জাতবেদসং স হব্যা বক্ষ্যানুষক্ ॥ ১
অগ্নির্হোতা দাস্বতঃ ক্ষয়স্য বৃক্তবর্হিষঃ।
সং যজ্ঞাসশ্চরন্তি যং সং বাজাসঃ শ্রবস্যবঃ ॥ ২
উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী।
ধর্তারং মানুষীণাং বিশামগ্নিং স্বধ্বরং ॥ ৩
উত স্ম দুর্গৃভীয়সে পুত্রো ন হ্বার্যাণাম্।
পুরূ যো দগ্ধাসি বনাগ্নে পশুর্ন যবসে ॥ ৪
অধ স্ম যস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংয়ন্তি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো দিব্যুপ ধ্মাতেব ধমতি শিশীতে ধ্মাতরী যথা ॥ ৫
তবাহমগ্ন ঊতিভির্মিত্রস্য চ প্রশস্তিভিঃ।
দ্বেষোযুতো ন দুরিতা তুর্যাম মর্ত্যানাম্ ॥ ৬
তং নো অগ্নে অভী নরো রয়িং সহস্ব আ ভর।
ন ক্ষেপয়ৎস পোষয়দ্ভুবদ্বাজস্য সাতয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান, মর্ত্যগণ হোমসাধন দ্রব্য নিয়ে তোমার স্তব করে। তুমি সর্বভূতজ্ঞ, আমিও তোমার স্তব করছি, তুমি নিরন্তর হোমসাধন হব্য বহন কর। ২। যজ্ঞ সকল যে অগ্নির সাথে অবস্থান করে, যজমানের কীর্তি-বিধায়ক হব্য সকল যে অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, সে অগ্নি হব্যদাতা কুশচ্ছেদক যজমানের যাগার্থে দেবগণকে আহ্বান করেন। ৩। মনুষ্য লোকের পোষণকারী ও যজ্ঞশোভা বিধানকারী যে অগ্নিকে নব শিশুর ন্যায় অরণিদ্বয় উৎপাদন করেছে। ৪। হে অগ্নি! বক্রগতি অশ্বশাবকের ন্যায় তোমাকে কষ্টে ধারণ করা যায়; তৃণমধ্যে পরিত্যক্ত পশু যেরূপ তৃণ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সমগ্র বন সকল দগ্ধ কর। ৫। ধূমবান অগ্নি শিখা সকল সর্বত্র সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়। কর্মকার অস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিকে যেরূপ সম্বর্ধিত করে সেরূপ ত্রিত (১) যখন অন্তরীক্ষে অগ্নিকে বর্ধিত করে তখন অগ্নি কর্মকারদ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্নতা প্রাপ্ত হয়। ৬। হে অগ্নি! তুমি সকলের মিত্র স্বরূপ, তোমার রক্ষাদ্বারা এবং তোমাকে স্তব করে মর্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপ সকল হতে উত্তীর্ণ হব। ৭। হে অগ্নি! তুমি বলবান এবং হব্যবাহক, আমাদের নিকটে প্রসিদ্ধ ধন আহরণ কর ; আমাদের শত্রুগণকে পরাভূত করে আমাদের পোষণ কর ও অন্ন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর।

টীকা ঃ ১। সায়ণ 'ত্রিত' শব্দের অর্থ করেছেন তিন স্থানে ব্যাপ্ত অগ্নি। এ ঋকে কর্মকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। গয় ঋষি। অনুষ্টুপ্ পংক্তি ছন্দ।

অগ্ন ওজিষ্টমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো।
প্র নো রায়া পরীণসা রৎসি বাজায় পন্থাম্ ॥ ১
ত্বং নো অগ্নে অদ্ভুত ক্রত্বা দক্ষস্য মংহনা।
ত্বে অসুর্যমারুহৎ ক্রাণা মিত্রো ন যজ্ঞিয়ঃ ॥ ২

তং নো অগ্ন এষাং গয়ং পুষ্টিং চ বর্ধয় ।
যে স্তোমেভিঃ প্র সূরয়ো নরো মঘান্যানশুঃ ॥ ৩
যে অগ্নে চন্দ্রতে গিরঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ ।
শুষ্মেভিঃ শুষ্মিণো নরো দিবশ্চিদ্যেষাং বৃহৎসুকীর্তির্বোধতি ত্মনা ॥ ৪
তব ত্যে অগ্নে অর্চয়ো ভ্রাজন্তো যন্তি ধৃষ্ণুয়া ।
পরিজ্মানো ন বিদ্যুতঃ স্বানো রথো ন বাজয়ুঃ ॥ ৫
নূ নো অগ্ন উতয়ে সবাধসশ্চ রাতয়ে ।
অস্মাকাসশ্চ সূরয়ো বিশ্বা আশাস্তরীষণি ॥ ৬
ত্বং নো অগ্নে অঙ্গিরঃ স্তুতঃ স্তবান আ ভর ।
হোতর্বিভ্বাসহং রয়িং স্তোতৃভ্যঃ স্তবসে চন উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর; তুমি অপ্রতিহত গতি, তুমি আমাদের দিগন্তব্যাপ্ত ধন প্রধান কর এবং অন্নলাভের নিমিত্ত আমাদের পথ পরিষ্কার কর ২। হে অগ্নি! তোমার শক্তি অতি আশ্চর্য; তুমি আমাদের যাগাদি ক্রিয়ায় প্রীত হয়ে আমাদের দক্ষের বল প্রদান কর; তোমার অসুর্য বল আছে, তুমি মিত্রের ন্যায় যজ্ঞকার্য সম্পাদন কর। ৩। হে অগ্নি! প্রসিদ্ধ স্তবকারী মনুষ্যগণ তোমার স্তব করে উৎকৃষ্ট ধনলাভ করেছেন; আমরাও তোমার স্তব করছি, আমাদের ধন ও পুষ্টি বর্ধিত কর। ৪। হে আনন্দদায়ক অগ্নি! যে সকল লোক সুন্দররূপে তোমার স্তব করেন,. তাঁরা অশ্বধন লাভ করেন, বলশালী হয়ে স্বকীয় বল দ্বারা শত্রু বিনাশ করেন এবং স্বর্গ হতেও মহতী সুকীর্তি লাভ করেন; গয় ঋষি স্বয়ং তোমাকে জাগরিত করছে। ৫। হে অগ্নি! তোমার উদ্ধত দীপ্তিমান শিখা সকল দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দায়মান রথের ন্যায় এবং অন্নার্থীর ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে। ৬। হে অগ্নি! শীঘ্র আমাদের রক্ষা কর, ধন দান করে দারিদ্র্য দুঃখ দূর কর; আমাদের পুত্র মিত্রাদিগণ তোমার স্তব করে পূর্ণকাম হোন। ৭। হে অঙ্গিরা! লোকে পূর্বকালে তোমার স্তব করেছে এবং এক্ষণে স্তব করছে, লোকে যে ধন বশতঃ মহদ্ব্যক্তিগণকেও পরিভূত করে, আমাদের জন্য সে ধন আহরণ কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী! আমরা তোমার স্তব করছি, তুমি আমাদের স্তব সামর্থ প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সুতম্ভর ঋষি। জগতী ছন্দ।

জনস্য গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষ সুবিতায় নব্যসে।
ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশাদ্যুমদ্বিভাতি ভরতেভ্যঃ শুচিঃ ॥ ১
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতমগ্নিং নরস্ত্রিষধস্থে সমীধিরে।
ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং স বর্হিষি সীদন্নি হোতা যজথায় সুক্রতুঃ ॥ ২
অসম্মৃষ্টো জায়সে মাত্রোঃ শুচির্মন্দ্রঃ কবিরুদতিষ্ঠো বিবস্বতঃ।
ঘৃতেন ত্বাবর্ধয়ন্নগ্ন আহুত ধূমস্তে কেতুরভবদ্দিবি শ্রিতঃ ॥ ৩
অগ্নির্নো যজ্ঞমুপ বেতু সাধুয়াগ্নিং নরো বি ভরন্তে গৃহে গৃহে।
অগ্নির্দূতো অভবদ্ধব্যবাহনোঽগ্নিং বৃণানা বৃণতে কবিক্রতুম্ ॥ ৪
তুভ্যেদমগ্নে মধুমত্তমং বচস্তুভ্যং মনীষা ইয়মস্তু শং হৃদে।
ত্বাং গিরঃ সিন্ধুমিবাবনীর্মহীরা পৃণন্তি শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৫
ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। লোকরক্ষক সদাপ্রবৃদ্ধ সর্মাধিক বলশালী অগ্নি, লোকদের নূতনতর মঙ্গল বিধানার্থে জন্মগ্রহণ করেছেন, আহুতি প্রদান করলে পবিত্র অগ্নি অভ্রভেদী শিখাদ্বারা চারদিক প্রদীপ্ত করে ঋত্বিগগণের জন্য প্রকাশিত হন। ২। অগ্নি যজ্ঞের কেতুস্বরূপ; যজমানগণ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের সমকক্ষ ; ঋত্বিগগণ সর্বাগ্রে তিন স্থানে অগ্নিতে হোম করেছিলেন। শোভনকর্মা দেবগণের আহ্বানকারী সে অগ্নি কুশযুক্ত সে স্থানে যজ্ঞার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ৩। হে অগ্নি ! তুমি নির্বিঘ্নে জননী স্বরূপ অরণিদ্বয় হতে জন্মগ্রহণ কর ; তুমি পবিত্র, স্তুতা ও মেধাবী। তুমি যজমান হতে উদিত হয়েছ ; পূর্বে মহর্ষিগণ ঘৃতদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করেছিলেন। হে হব্যবাহক ! গগনব্যাপী ধূম তোমার কেতুস্বরূপ। ৪। সাধক অগ্নি আমাদের যজ্ঞে আসুন; মানবগণ প্রতিগৃহে অগ্নি সংস্থাপন করেন; হব্যবাহক অগ্নি দেবগণের দূতস্বরূপ; তিনি যজ্ঞ সম্পাদন বলে লোকে অগ্নির পূজা করে থাকেন। ৫। হে অগ্নি ! তোমার উদ্দেশে এ সুমধুর বাক্য প্রযুক্ত হচ্ছে; এ স্তব তোমার হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক ; মহানদী সকল যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ সবল করে, সেরূপ স্তুতিসকল তোমাকে পূর্ণ ও সবল করছে। ৬। হে অগ্নি ! তুমি গুহামধ্যে নিগূঢ় হয়ে এবং বনে আশ্রয় গ্রহণ করে অবস্থান করছিলে, অঙ্গিরাগণ তোমাকে আবিস্কৃত করেছেন। হে অঙ্গিরা ! তুমি বিশেষ বলের সাথে মথিত হয়ে উৎপন্ন হও বলে লোকে বলের পুত্র বলে।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সুতম্ভর ঋষি ॥ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।
ঘৃতং ন যজ্ঞ আস্যেহসুপূতং গিরিং ভরে বৃষভায় প্রতীচীম্ ॥ ১
ঋতং চিকিত্ব ঋতমিচ্চিকিদ্‌ঘৃতস্য ধারা অনু তৃন্ধি পূর্বীঃ।
নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সমাপ্যরুষস্য বৃষ্ণ। ২
কয়া নো অগ্ন ঋতয়ন্নৃতেন ভুবো নবেদা উচথস্য নব্যঃ'
বেদা মে দেব ঋতুপা ঋতুনাং নাহং পতিং শনিতুরস্য রায়ঃ ॥ ৩
কে তে অগ্নে রিপবে বন্ধনাসঃ কে পায়বঃ সনিষন্ত দ্যুমন্তঃ।
কে ধাসি মগ্নে অনৃতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ ॥ ৪
সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে শিবাসঃ সন্তো অশিরা অভূবন্।
অধূর্ষত স্বয়মেতে বচোভি ঋর্জুয়তে বৃজিনানি ব্রুবন্তঃ ॥ ৫
যস্তে অগ্নে নমসা যজ্ঞমীট্ট ঋতং স পত্যরুষস্য বৃষ্ণঃ।
তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুরা সাধুরেতু প্রসর্স্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ ৬ ॥

অনুবাদ : ১। অগ্নি সুমহান, পূজনীয় জলবর্ষণকারী অসুর (১) এবং পুরুষার্থ প্রদায়ক ; যজ্ঞস্থল অভিমুখে হুত পরম পবিত্র ঘৃতের ন্যায় আমাকর্তৃক প্রযুক্ত এ স্তব অগ্নির প্রীতিকর হোক। ২। হে অগ্নি ! আমি এ স্তব করছি; তুমি এ অবগত হও এবং এর অনুমোদন কর। প্রচুর বারিবর্ষণার্থে অনুকূল হও, আমি বলপূর্বক যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করতে অথবা অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হচ্ছি না ; তুমি দীপ্তিমান কামনাপূরক, তোমারই স্তব করছি। ৩। হে জলবর্ষণকারী অগ্নি ! তুমি স্তুতিযোগ্য আমাদের কোন সত্য কার্যদ্বারা তুমি আমাদের স্তব অবগত হবে ? ঋভুগণের রক্ষাকারী দীপ্তিমান অগ্নি আমাকে অবগত হোন, ধনপতি অগ্নির দানপ্রাপ্ত হই নি। ৪। হে অগ্নি ! কারা শত্রুবন্ধনকারী ? কারা লোকরক্ষক দীপ্তিমান ও দানশীল ? কারা অসত্যপালকদিগের আশ্রয়দাতা ? কারাই বা

অভিসম্পাতাদি দুষ্ট বাক্যের উৎসাহদাতা ? ৫ । হে অগ্নি ! সর্বত্র ব্যাপ্ত তোমার এ বন্ধু সকল পূর্বে তোমার উপাসনা ত্যাগ করে অসুখী হয়েছিল, পশ্চাৎ তোমার আরাধনা করে আবার সৌভাগ্যশালী হয় । আমি সরলাচরণ করলেও যারা অসাধুভাবে আমাকে কুটিলাচারী বলে তারা যেন আপনারাই আপনাদের অনিষ্ট উৎপাদন করে । ৬ । হে অগ্নি ! তুমি দীপ্তিমান ও অভীষ্টপূরক, যিনি হৃদয়ের সাথে তোমার স্তব করেন ও তোমার জন্য যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাঁর গৃহ বিস্তীর্ণ হোক । এবং যিনি যত্নপূর্বক তোমার পূজা করেন তাঁর সাধু পুত্র হোক ।

টীকা ঃ ১ । পঞ্চম মণ্ডলে অসুর শব্দ একাদশবার ব্যবহৃত হয়েছে । যথা,— ১২ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ১৫ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ২৭ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ ত্রাণুর নামক রাজপুত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৪১ সূক্ত ৩ ঋকে অসুর শব্দ রুদ্র বা সূর্য বা বায়ু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৪২ সূক্ত ১ ঋকে অসুর শব্দ বায়ু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৪১ সূক্ত ১১ ঋকে অসুর শব্দ রুদ্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৪৯ সূক্ত ২ ঋকে অসুর শব্দ সবিতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৫১ সূক্ত ১১ ঋকে অসুর শব্দ পূষা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৬৩ সূক্ত ৩ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৬৩ সূক্ত ৭ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । ৮৩ সূক্ত ৬ ঋকে অসুর শব্দ পর্জন্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে । অতএব পুরাণে যে অর্থে 'অসুর" শব্দ ব্যবহৃত হয় ; সে অর্থে ঐ শব্দ এ মণ্ডলে একবারও ব্যবহৃত হয় নি ।

১৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা । সুতম্ভর ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

অর্চন্তস্ত্বা হবামহেঽর্চন্তঃ সমিধীমহি । অগ্নে অর্চন্ত ঊতয়ে ॥ ১
অগ্নেঃ স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ । দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥ ২
অগ্নির্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষ্বা । সযক্ষদ্দৈব্যং জনম্ ॥ ৩
ত্বমগ্নে সপ্রথা অ'স জুষ্টো হোতা বরেণ্য । ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে ॥ ৪
ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্ধন্তি সুষ্টুতম্ । স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥৫
অগ্নে নেমিররাঁ ইব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি । আ রাধশ্চিত্র মৃঞ্জসে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে অগ্নি ! আমরা তোমাকে পূজা করে আহ্বান করছি এবং আমাদের রক্ষা করার জন্য প্রজ্বলিত করছি । ২ । অদ্য আমরা ধনার্থী হয়ে দীপ্তিমান, আকাশস্পর্শী অগ্নির সে সকল স্তব পাঠ করছি, যা দিয়ে মনুষ্যগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় । ৩ । যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে দেবগণের আহ্বান করেন, সে অগ্নি আমাদের স্তব সকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেবগণের সমক্ষে বহন করুন । ৪ । হে অগ্নি ! তুমি সর্বদা প্রীতচিত্ত, হোমকারী এবং লোকের বরণীয় হয়ে স্থূলভাবে অবস্থান কর, যজমানগণ তোমাকে লাভ করে যজ্ঞ সম্পাদন করেন । ৫ । হে অগ্নি ! তুমি অন্নদাতা ও স্তুতিযোগ্য, জ্ঞানী উপাসকগণ তোমার সমুচিত স্তব করেন, তুমি আমাদের উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর । ৬ । হে অগ্নি ! নেমি যেরূপ চক্রের অর সকলকে বেষ্টন করে, সেরূপ তুমি দেবগণকে ব্যপ্ত করে আছ, তুমি আমাদের নানাবিধ ধন প্রদান কর ।

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা । সুতম্ভর ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্ । হব্যা দেবেষু নো দধৎ ॥ ১
তমধ্বরেষ্বীলতে দেবং মর্তা অমর্ত্যম্ । যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ২

তং হি শশ্বন্ত ঈলতে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা। অগ্নিং হব্যায় বোঢ়বে ॥ ৩
অগ্নির্জাতো অরোচত ঘ্নন্দস্যূঞ্জ্যোতিষা তমঃ। অবিন্দদ্গা অপঃ স্বঃ ॥ ৪
অগ্নিমীলেন্যং কবিং ঘৃতপৃষ্ঠং সপর্যত। বেতু মে শৃণবদ্ধবম্ ॥ ৫
অগ্নিং ঘৃতেন বাবৃধুঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণিম্। স্বাধীভির্বচস্যুভিঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে যজমান! তুমি অবিনশ্বর অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা প্রবোধিত কর, অগ্নি প্রদীপ্ত হলে, তিনি দেবগণের সমক্ষে আমাদের হব্য বহন করবেন। ২। মনুষ্যগণ মর্ত্যলোকের পরমারাধ্য দীপ্তিমান সে অবিনশ্বর অগ্নিকে যজ্ঞস্থলে পূজা করে থাকেন। ৩। অসংখ্য উপাসক যজ্ঞস্থলে দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থে ঘৃতপ্রক্ষেপ পাত্র হতে ঘৃতসেচন করে দীপ্তিমান অগ্নির উপাসনা করে থাকেন। ৪। অগ্নি জন্মগ্রহণ মাত্র নিজ তেজ প্রভাবে অন্ধকার এবং যজ্ঞবিঘাতক দস্যুগণকে নষ্ট করে প্রদীপ্ত হন, গাভী, জল ও সূর্য, অগ্নি হতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। ৫। হে মনুষ্যগণ! তোমরা সে জ্ঞানী এবং আরাধ্য অগ্নির পূজা কর, যে অগ্নির ঊর্ধ্ব ভাগ ঘৃতাহুতির দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে থাকে; অগ্নি যেন আমার এ আহ্বান শোনেন এবং জানেন। ৬। ঋত্বিগগণ স্তোত্রপ্রিয় ও ধ্যানগম্য অমরবর্গের সাথে আজ্য ও স্তোত্র-দ্বারা সর্বদর্শী অগ্নির সম্বর্ধনা করেছেন।

১৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য ধরুণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বেধসে কবয়ে বেদ্যায় গিরং ভরে যশসে পূর্ব্যায়।
ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবো রায়ো ধর্তা ধরুণো বস্বো অগ্নিঃ ॥ ১
ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্।
দিবো ধর্মন্ধরুণে সেদুষো নৄঞ্জাতৈরজাতাঁ অভি যে ননক্ষুঃ ॥ ২
অংহোযুবস্তন্বস্তন্বতে বি বয়ো মহদ্দুষ্টরং পূর্ব্যায়।
স সম্বতো নবজাতস্তুতুর্যাৎ সিংহং ন ক্রুদ্ধমভিতঃ পরি ষ্টুঃ ॥ ৩
মাতেব যদ্ভরসে পপ্রথানো জনংজনং ধায়সে চক্ষসে চ।
বয়োবয়ো জরসে যদ্দধানঃ পরি ত্মনা বিষুরূপো জিগাসি ॥ ৪
বাজো নু তে শবসস্পাত্বন্তমুরুং দোঘং ধরুণং দেব রায়ঃ।
পদং ন তায়ুর্গুহা দধানো মহো রায়ে চিতয়ন্নত্রিমস্পঃ ॥৫

অনুবাদ : ১। অগ্নি, হব্য প্রদান করলে তৃপ্তিলাভ করেন। তিনি অসুর, সুখদাতা, ধনাধিপতি, হব্যবাহক, গৃহদাতা, সৃষ্টিকর্তা, দূরদর্শী, আরাধ্য, যশস্বী এবং শ্রেষ্ঠ; আমি তাঁর স্তব করছি। ২। যে সকল যজমান স্বর্গের আশ্রয়ভূত যজ্ঞস্থলে আসীন, নেতা ও অজাত দেবগণকে জাত মনুষ্যগণের দ্বারা সমবেত করেন, তাঁরা হব্যবাহক, সত্যস্বরূপ অগ্নিকে যাগার্থে উৎকৃষ্ট বেদির উপর স্থাপন করেন। ৩। যাঁরা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দুস্তর হব্যরূপ মহাখাদ্য প্রদান করেন, তাঁরা নিষ্পাপ দেহ ধারণ করেন; নবজাত সে অগ্নি সমবেত শত্রুগণকে দূরীভূত করুন, মৃগগণ কুপিত সিংহ হতে যেরূপ দূরে অবস্থান করে, সেরূপ আমার চতুষ্পার্শ্ববর্তী শত্রুগণ আমার থেকে দূরে অবস্থান করুক। ৪। যে কালে তুমি সর্বত্র প্রবল হও সে কালে তুমি জননীর ন্যায় সকল লোককে পালন কর এবং তারা দর্শনার্থে ও রক্ষণার্থে তোমাকে প্রার্থনা করে থাকে। যখন তুমি ধৃত হও তখন সর্বপ্রকার অন্ন জীর্ণ কর, অতএব হে বিশ্বরূপ অগ্নি! সমস্ত বিশ্ব তোমারই অন্তর্ভূত। ৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি!

সুমহৎ কামনাপূরক অর্থোৎপাদক হব্য তোমার প্রকৃষ্ট বল বিধান করুক। তস্কর যেরূপ গৃহামধ্যে অপহৃত দ্রব্য গোপনে রক্ষা করে তদ্রূপে তুমি প্রচুর ধন ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত করে অত্রি মুনির প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

১৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য পুরু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

বৃহদ্বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে।
যং মিত্রং ন প্রশস্তিভির্মর্তাসো দধিরে পুরঃ ॥ ১
স হি দ্যুভির্জনানাং হোতা দক্ষস্য বাহ্বোঃ।
বিহব্যমগ্নিরানুষগ্ভগো ন বারমৃণ্বতি ॥ ২
অস্য স্তোমে মঘোনঃ সখ্যে বৃদ্ধশোচিষঃ।
বিশ্বা যস্মিন্তুবিষ্বণি সমর্যে শুষ্মমাদধুঃ ॥ ৩
অধাহ্যগ্ন এষাং সুবীর্যস্য মংহনা।
তমিদ্যহ্বং ন রোদসী পরিশ্রবো বভূবতুঃ ॥ ৪
নূ ন এহি বার্যমগ্নে গৃণান আ ভর।
যে বয়ং যে চ সূরয়ঃ স্বস্তি ধামহে সচোতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। মনুষ্যগণ প্রকৃষ্ট স্তব করে বন্ধুর ন্যায় যে অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করে; দীপ্তিমান সে অগ্নিকে প্রচুর হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর। ২। যে অগ্নি দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন, বাহুবলের দীপ্তিদ্বারা মণ্ডিত সে অগ্নি যজমান-গণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন এবং সূর্যের ন্যায় বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন। ৩। সমস্ত যজমানগণের হব্য ও স্তোত্রদ্বারা যে সাকর্থযুক্ত এবং শব্দায়মান অগ্নির বলাধান করে থাকে; আমরা অতি তেজস্বী ধনাধিপতি সে অগ্নির স্তব করব ও তাঁর সাথে মিত্রতা করব। ৪। হে অগ্নি! তোমরা এ সকল উপাসকগণকে সর্বোৎকৃষ্ট বল প্রদান কর; স্বর্গ এবং পৃথিবী সূর্যের ন্যায় সে অগ্নিকে জ্যোতি পূর্ণ করেছেন। ৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার পূজা এবং স্তব করছি, হব্য প্রদান করে তোমার সম্বর্ধনা করছি, তুমি শীঘ্র এসে আমাদের অভিলষিত ধন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর।

১৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। পুরু ঋষি। অনুষ্টুপ্ পংক্তি ছন্দ!

আ যজ্ঞৈর্দেব মর্ত্য ইত্থা তব্যাংসমূতয়ে।
অগ্নিং কৃতে স্বধ্বরে পূরুরীলীতাবসে ॥ ১
অস্য হি স্বয়শস্তরঃ আসা বিধর্মন্মন্যসে।
তং নাকং চিত্রশোচিষং মন্দ্রং পরো মনীষয়া ॥ ২
অস্য বাসা উ অর্চিষা য আয়ুক্ত তুজা গিরা।
দিবো ন যস্য রেতসা বৃহচ্ছোচন্ত্যর্চয়ঃ ॥ ৩
অস্য ক্রত্বা বিচেতসো দস্মস্য বসু রথ আ।
অধা বিশ্বাসু হব্যোঽগ্নির্বিক্ষু প্র শস্যতে ॥ ৪
নূ ন ইদ্ধি বার্যমাসা সচন্ত সূরয়ঃ।
ঊর্জো নপাদভিষ্টয়ে পাহি শগ্ধি স্বস্তয় উতৈধি পৃৎসু নো বৃধে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দীপ্তিশীল! তুমি তেজস্বী। যজমান এরূপে তোমাকে

তর্পণ করবার নিমিত্ত স্তবোচ্চারণপূর্বক আহ্বান করছে ; পুরু যজ্ঞসম্পাদন কালে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব করছে। ২। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যশস্বিপ্রবর ! যে অগ্নির দুঃখ নেই, যাঁর তেজ অতি বিচিত্র, যিনি স্তবার্হ এবং বৃদ্ধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি বাক্যদ্বারা সে অগ্নির স্তব করছ। ৩। যে অগ্নি বলশালী, লোকে যে অগ্নির স্তব করে থাকে, সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশীল যে অগ্নির প্রভাসকল প্রকাশিত হয়, সে অগ্নির তেজ প্রভাবে সূর্য প্রভান্বিত হন। ৪। সুবুদ্ধি ঋত্বিকগণ সৌম্যমূর্তি অগ্নিকে পূজা করে আপনাদের রথ ধনদ্বারা পূর্ণ করেন, উৎপত্তি মাত্রেই সকল লোক আরাধ্য অগ্নির স্তব করে থাকেন। ৫। হে অগ্নি ! ধার্মিকগণ তোমার স্তব করে যে ধন লাভ করেন, শীঘ্র আমাদের সে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। হে শক্তিপুত্র ! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। আমাদের রক্ষা কর, আমাদের মঙ্গল বিধানে তৎপর হও এবং যুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর।

১৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য মৃক্তবাহ দ্বিত ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশঃ স্তবেতাতিথিঃ।
বিশ্বানি যো অমর্ত্যো হব্যা মর্তেষু রণ্যতি ॥ ১
দ্বিতায় মৃক্তবাহসে স্বস্য দক্ষস্য মংহনা।
ইন্দুং স ধত্ত আনুষক্ স্তোতা চিত্তে অমর্ত্য ॥ ২
তং বো দীর্ঘায়ুশোচিষং গিরা হুবে মঘোনাম্।
অরিষ্টো যেষাং রথো ব্যশ্বদাবন্নীয়তে ॥ ৩
চিত্রা বা যেষু দীধিতিরাসন্নুক্‌থা পান্তি যে।
স্তীর্ণং বর্হিঃ স্বর্ণরে শ্রবাংসি দধিরে পরি ॥ ৪
যে মে পঞ্চাশতং দদুরশ্বানাং সধস্তুতি।
দ্যুমদগ্নে মহি শ্রবো বৃহৎকৃধি মঘোনাং নৃবদমৃত নৃণাম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি অনেকের প্রিয়, মনুষ্যের অতিথি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হয়েও নশ্বর মানবগণের নিকট হব্য কামনা করেন, যজমানগণ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে। ২। হে অবিনশ্বর অগ্নি ! দ্বিত বিশুদ্ধ হব্য বহন করছে, তোমার স্তব করছে এবং নিরন্তর তোমার নিকট সোমরস আনছে, অতএব তুমি তাকে তোমার নিজবল প্রদান কর। ৩। হে অগ্নি ! তুমি অতিশয় দীপ্তিশীল, তুমি অশ্ব দান কর। আমি ধনিগণের জন্য তোমাকে স্তব করে আহ্বান করছি, তাদের রথ যেন যুদ্ধে অপ্রতিহতভাবে গমন করে। ৪। যে সকল ঋত্বিক বিবিধ যজ্ঞকার্য সম্পাদন করে, যারা পঠনদ্বারা উক্‌থ সকল রক্ষা করে সে সকল ঋত্বিক মনুষ্যের স্বর্গসাধনের উপায়ভূত যজ্ঞে কুশের উপর হব্য স্থাপন করে। ৫। হে অবিনশ্বর অগ্নি ! আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী আমাকে পঞ্চাশটি অশ্ব প্রদান করেছেন, তুমি সে সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচারকবর্গ প্রদান কর।

১৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বব্রি ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, বিরাট ছন্দ।

অভ্যবস্থাঃ প্র জায়ন্তে প্র বব্রের্বব্রিশ্চিকেত। উপস্থে মাতুর্বি চষ্টে ॥ ১
জুহুরে বি চিতয়ন্তোঽনিমিষং নৃম্ণং পান্তি। আ দৃড়্হাং পুরং বিবিশুঃ ॥ ২
আ শ্বৈত্রেয়স্য জন্তবো দ্যুমদ্বর্ধন্ত কৃষ্টয়ঃ।
নিষ্কগ্রীবো বৃহদুক্‌থ এনা মধ্বা ন বাজয়ুঃ ॥ ৩

প্রিয়ং দুগ্ধং ন কাম্যমজামি জাম্যোঃ সচা ।
ঘর্মো ন বাজজঠরোঽদব্ধঃ শশ্বতো দভঃ ॥ ৪
ক্রীলন্নো রশ্ম আ ভুবঃ সং ভস্মনা বায়ুনা বেবিদানঃ ।
তা অস্য সন্ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যে অগ্নি জননী পৃথিবীর ক্রোড়ে উপবেশন করে সকল বস্তু দর্শন করছেন, সে হব্যগ্রাহী অগ্নি, বহ্নি অতিশয় দূরবস্থাগ্রস্ত, এ অবগত হোন। ২। যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রভাব অবগত হয়ে নিরন্তর তোমাকে আহ্বান করে এবং হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার বল রক্ষা করে, তাঁরা যে পুরীতে বাস করেন, তা শত্রুগণের দুর্গম্য। ৩। স্তোত্রকুশল অন্নার্থী জীবিত মনুষ্যগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণপূর্বক স্তোত্রদ্বারা অন্তরীক্ষবর্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল বর্ধিত করে। ৪। মিশ্রিত হব্যের ন্যায় যে অগ্নির উদর অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ, যে অগ্নি স্বয়ং শত্রুগণের অজেয় হয়ে নিরন্তর শত্রুনাশ করছেন, স্বর্গ ও মর্ত্যের সহায়ভূত সে অগ্নি দুগ্ধের ন্যায় কমনীয় নির্দোষ এ স্তব শ্রবণ করুন। ৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি বনে ভস্মদ্বারা ক্রীড়া কর এবং বায়ুদ্বারা প্রকাশিত হও, তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও এবং তোমার শত্রুনাশক শিখা সকল তোমার এ উপাসকের নিকট সুকোমল হোক।

২০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য প্রযস্বন্তগণ ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

যমগ্নে বাজসাতম ত্বং চিন্মন্যসে রয়িম্ ।
তং নো গীর্ভিঃ শ্রবায্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্ ॥ ১
যে অগ্নে নেরয়ন্তি তে বৃদ্ধা উগ্রস্য শবসঃ ।
অপ দ্বেষো অপ হ্বরোঽন্যব্রতস্য সশ্চিরে ॥ ২
হোতারং ত্বা বৃণীমহেঽগ্নে দক্ষস্য সাধনম্ ।
যজ্ঞেষু পূর্ব্যং গিরা প্রযস্বন্তো হবামহে ॥ ৩
ইত্থা যথা ত উতয়ে সহসাবন্দিবেদিবে ।
রায় ঋতায় সুক্রতো গোভিঃ ষ্যাম সধমাদো বীরৈঃ স্যাম সধমাদঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অন্নদাতা অগ্নি! যেরূপ ধন তোমার অভিমত, তুমি আমাদের স্তুতির সাথে সে হব্যধন দেবগণের সমীপে বহন কর। ২। হে অগ্নি! যে সকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে তোমাকে হব্য প্রদান করে না, তারা নিরতিশয় বলহীন হয় এবং যারা বৈদিক ভিন্ন অন্য রূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, তারা তোমার বিদ্বেষভাজন ও তোমার নিকট দণ্ডনীয় হয়। ৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও শক্তির সাধন, আমরা অন্ন এনে তোমাকে বরণ করছি, যজ্ঞস্থলে আমরা সর্বাগ্রে তোমার স্তব করি। ৪। হে বলসম্পন্ন অগ্নি! যাতে আমরা প্রতিদিন তোমার রক্ষা প্রাপ্ত হই, তুমি সেরূপ উপায় কর। হে সুকর্মকারক! আমরা যেন যজ্ঞ সম্পাদন করে ধনলাভ করি এবং গো ও পুত্র লাভ করে সুখী হই।

২১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সস ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

মনুষ্বত্ত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎসমিধীমহি ।
অগ্নে মনুষ্বদঙ্গিরো দেবান্ দেবয়তে যজ ॥ ১

ত্বং হি মানুষে জনেঽগ্নে সুপ্রীত ইধ্যসে।
স্রুচস্ত্বা যন্ত্যানুষক্ সুজাত সর্পিরাসুতে ॥ ২
ত্বাং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত।
সপর্যন্তস্ত্বা কবে যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ৩
দেবং বো দেবযজ্যয়াগ্নিমীলীত মর্ত্যঃ।
সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহ্যৃতস্য যোনিমাসদঃ সসস্য যোনিমাসদঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে ধ্যান ও প্রজ্বলিত করছি; হে অঙ্গিরা! তুমি মনুর ন্যায় যজমানের জন্য দেবগণের পূজা কর। ২। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত প্রীত হয়ে মনুষ্যলোকে দীপ্তি প্রকাশ কর। হে সুজন্মা। ঘৃতপূর্ণ হব্য পাত্র নিরন্তর তোমার উদ্দেশে উত্থাপিত হয়। ৩। হে জ্ঞান সম্পন্ন অগ্নি! সমস্ত দেবতা প্রীত হয়ে তোমাকে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন বলে যজ্ঞস্থলে যজমানগণ দীপ্তিশীল তোমাকে স্তব করে থাকে। ৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! দেবগণের নিকট হব্য বহন করবার জন্য লোকে তোমার স্তব করে। হে উজ্জ্বল অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হয়ে প্রদীপ্ত হও এবং অকপট সসের আবাসে বিদ্যমান থাক।

২২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বিশ্বসামা ঋষি। অনুষ্টুপ্; পংক্তি ছন্দ।

প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চা পাবকশোচিষে।
যো অধ্বরেষ্বীড্যো হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ১
ন্যগ্নিং জাতবেদসং দধাতা দেবমৃত্বিজম্।
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ ॥ ২
চিকিত্বিন্মনসং ত্বা দেবং মর্তাস ঊতয়ে।
বরেণ্যস্য তেঽবস ইয়ানাসো অমন্মহি ॥ ৩
অগ্নে চিকিদ্ধ্যস্য ন ইদং বচঃ সহস্য।
তং ত্বা সুশিপ্র দম্পতে স্তোমৈর্বর্ধন্ত্যত্রয়ো গীর্ভিঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে বিশ্বসামন! যাঁর দীপ্তি পবিত্রতা বিধান করে, যজমানগণ যাঁর স্তব করে, যিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং মানবগণের পূজ্যতম, তুমি অত্রির ন্যায় সে অগ্নির স্তব কর। ২। হে যজমানগণ! তোমরা জাতবেদা দীপ্তিশীল যাগনির্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর; অদ্য যেন দেবগণের অভিলষিত যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাদের নিকট উপস্থিত হয়। ৩। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তোমার হৃদয় জ্ঞানসম্পন্ন; তুমি রক্ষা করবে বলে লোকে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি বরণীয়, আমরা রক্ষণার্থে তোমার স্তব করছি। ৪। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি আমাদের এ স্তব অবগত হও; হে গৃহপতি! তোমার হনু অতি সুদৃশ্য; অত্রিপুত্রগণ স্তবদ্বারা তোমাকে বর্ধিত এবং বাক্যদ্বারা অলংকৃত করছে।

২৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্যুম্ন ঋষি। অনুষ্টুপ্; পংক্তি ছন্দ।

অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্।
বিশ্বা যশ্চর্ষণীর ভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ ॥ ১

তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আ ভর ।
ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ ॥ ২
বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ ।
হোতারং সদ্মসু প্রিয়ং ব্যন্তি বার্যা পুরু ॥ ৩
স হি ষ্মা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে ।
অগ্ন এষু ক্ষয়েষ্বা রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎপাবক দীদিহি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১ । হে অগ্নি ! যে পুত্র পরাক্রমদ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করে গৌরব লাভ করবে, তুমি দ্যুম্নকে এরূপ একটি চক্রবিজয়ী পুত্র প্রদান কর । ২ । হে পরাক্রান্ত অগ্নি ! তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও অন্নদাতা ; তুমি এরূপ একটা পুত্র প্রদান কর ; যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ । ৩ । হে অগ্নি ! তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ও সকলের প্রীতিদায়ক, সমবেত ঋত্বিগগণ প্রীতিচিত্তে কুশচ্ছেদ করে যজ্ঞগৃহে তোমার নিকট বিবিধ বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করে । ৪ । হে অগ্নি ! লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়ভূত সে ঋষি শত্রুনাশক বল লাভ করুন । হে দীপ্তিমান ! তুমি আমাদে গৃহে এরূপ দীপ্তি প্রদান কর, যেন সেগুলি প্রচুর ধনে পূর্ণ হয় । হে পাপনাশক ! তুমি চারদিকে দীপ্তি বিস্তার করে প্রজ্বলিত হও ।

২৪ ॥ অগ্নি দেবতা । বন্ধু, সুবন্ধু শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু এ চার জন ঋষি এরা গোপায়ন এবং লোপায়ন নামে খ্যাত । দ্বিপদাছন্দ ।

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ ।
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ ॥ ১-২
স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ ।
ত্বং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩-৪

অনুবাদ ঃ ১-২ । হে বরণীয় অগ্নি ! তুমি রক্ষক ও উপকারক স্বরূপ আমাদের নিকট উপস্থিত হও । হে গৃহদাতা এবং অন্নদাতা ! তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর । ৩-৪ । হে অগ্নি ! তুমি আমাদের অবগত হও, আমাদের আহ্বান শোন সমস্ত দুষ্ট লোক হতে আমাদের রক্ষা কর । হে প্রদীপ্ত অগ্নি আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সাথে তোমাকে প্রার্থনা করছি ।

২৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা । অত্রির অপত্য বসুযু নামক ঋষিগণ । অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে দেবং গাসি স নো বসুঃ ।
রাসৎপুত্র ঋষূণামৃতাবা পর্ষতি দ্বিষঃ ॥ ১
স হি সত্যো যং পূর্বে চিদ্দেবাসশ্চিদ্যমীধিরে ।
হোতারং মন্দ্রজিহ্বমিৎসুদীতিভির্বিভাবসুম্ ॥ ২
স নো ধীতী বরিষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠয়া চ সুমত্যা ।
অগ্নে রায়ো দিদীহি নঃ সুবৃক্তিভির্বরেণ্য ॥ ৩
অগ্নির্দেবেষু রাজত্যগ্নির্মর্তেষ্বাবিশন্ ।
অগ্নির্নো হব্যবাহনোঽগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ॥ ৪
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্ ।
অতূর্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে ॥ ৫

অগ্নির্দাতি সৎপতিং সাসাহ যো যুধা নৃভিঃ।
অগ্নিরত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্ ॥ ৬
যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো। মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে ॥ ৭
তব দ্যুমন্তো অর্চয়ো গ্রাবেবোচ্যতে বৃহৎ।
উতো তে তন্যতুর্যথা স্বানো অর্ত ত্মনা দিবঃ ॥ ৮
এবাঁ অগ্নিং বসূয়বঃ সহসানং ববন্দিম।
স নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ পর্ষন্নাবেব সুক্রতুঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বসুগণ! তোমরা রক্ষার্থে দীপ্তিমান অগ্নির স্তব কর; যজমান গৃহে অধিষ্ঠানকারী আমাদের বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করুন, ঋষিগণের দ্বারা উৎপাদিত, সত্যবান অগ্নি আমাদের শত্রু হতে রক্ষা করুন। ২। প্রাচীন মহর্ষিগণ ও দেবগণ যে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন, যাঁর জিহ্বা হব্য প্রদান করলে তৃপ্তিলাভ করে, স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা সমুজ্জ্বল ও দেবগণের আহ্বানকারী সে অগ্নি সত্য প্রতিজ্ঞ। ৩। হে অগ্নি! আমরা তোমার স্তব করছি; তুমি আমাদের পরিচর্যা ও সুবুদ্ধিদ্বারা প্রীত হয়ে আমাদের ধন প্রদান কর। ৪। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বিরাজমান মনুষ্যগণের মধ্যে বর্তমান এবং আমাদের হব্য বহন করেন; হে যজমানগণ! তোমরা স্তব করে অগ্নির সেবা কর। ৫। অগ্নি হব্য দাতাকে এরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন যে পুত্র প্রচুর অন্নসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ শত্রুগণের অজেয় ও নিজ কর্মদ্বারা পিতৃলোকগণের খ্যাতি বিস্তার করবে। ৬। অগ্নি সাধুগণের রক্ষাকারী ও যুদ্ধে অনুচরবর্গের সাথে জয়লাভকারী একটি পুত্র দান করুন। বিজয়ী অথচ স্বয়ং অজেয় একটি অশ্ব প্রদান করুন। ৭। অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজসম্পন্ন! আমাদের প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমা হতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়। ৮। হে অগ্নি! তোমার দীপ্তি সকল অতিশয় উজ্জ্বল; তুমি সোমলতা পেষক প্রস্তরের ন্যায় বলশালী, তোমাকে সকলে স্তব করে; তুমি স্বয়ং দীপ্তিমান, তোমার ধ্বনি মেঘ গর্জনের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হয়। ৯। এরূপে আমরা বসুযুগণ বলবান অগ্নির স্তব করছি; যেরূপ আমরা নৌকাদ্বারা নদী পার হই; শোভনকর্মা অগ্নি আমাদের সেরূপে সমস্ত শত্রু উত্তীর্ণ হতে সমর্থ করুন।

২৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসূয়ুগণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১
তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্। দেবা আ বীতয়ে বহ ॥ ২
বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ৩
অগ্নে বিশ্বেভিরা গহি দেবেভির্হব্যদাতয়ে। হোতারং ত্বা বৃণীমহে ॥ ৪
যজমানায় সুন্বত আগ্নে সুবীর্যং বহ। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥৫
সমিধানঃ সহস্রজিদগ্নে ধর্মাণি পুষ্যসি। দেবানাং দূত উক্থ্যঃ ॥ ৬
ন্যগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং যবিষ্ঠ্যম। দধাতা দেবমৃত্বিজম্ ॥৭
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ। স্তৃণীত বর্হিরাসদে ॥ ৮
এদং মরুতো অশ্বিনা মিত্রঃ সীদন্তু বরুণঃ। দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥৯

অনুবাদ ঃ ১। হে দীপ্তিমান পবিত্রতাবিধায়ক অগ্নি! তুমি নিজ দীপ্তি ও

প্রীতিকরী জিহ্বাদ্বারা দেবগণকে এ স্থানে আন এবং পূজা কর। ২। হে অগ্নি! তুমি ঘৃত হতে উৎপন্ন হও, তোমার দীপ্তি সকল অতি বিচিত্র, তুমি স্বর্গদর্শী; আমরা তোমাকে প্রার্থনা করছি, তুমি হব্যভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান ও মহৎ, আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বালিত করি। ৪। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের আহ্বানকারী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করছি। ৫। হে অগ্নি! যজ্ঞস্থলে স্নাত যজমানকে উৎকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং দেবগণের সাথে কুশের উপর উপবেশন কর। ৬। হে সহস্রবিজয়ী অগ্নি! হব্যদ্বারা প্রজ্বালিত হয়ে তুমি দেবগণের পূজিত দূতস্বরূপ আমাদের যজ্ঞ কার্যের সহায়তা কর। ৭। হে যজমানগণ! তোমরা জাতবেদা, হব্যবাহক ও দেবগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, দীপ্তিমান ঋত্বিক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর। ৮। অদ্য যজমান কর্তৃক প্রদত্ত হব্য নিরন্তর দেবগণের নিকট উপস্থিত হোক, (হে ঋত্বিগগণ)! তোমরা তাঁদের উপবেশনের জন্য কুশ সকল বিস্তৃত কর। ৯। মরুৎগণ অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নিজ, পরিজনবর্গের সাথে এ কুশের উপর উপবেশন করুন।

২৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা, কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতা। অত্রি ঋষি অথবা ৩ জন রাজা ঋষি, যথা ঃ ১ম ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ, ২য় পুরুকুৎস্যের অপত্য ত্রসদস্যু, ৩য় ভরতের অশ্বমেধ। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অনস্বন্তাসৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণশ্চিকেত ॥ ১
যো মে শতা চ বিংশতিং চ গোনাং হরী চ যুক্তা সুধুরা দদাতি।
বৈশ্বানর সুষ্টুতো বাবৃধানোঽগ্নে যচ্ছ ত্র্যরুণায় শর্ম ॥ ২
এবা তে অগ্নে সুমতিং চকানো নবিষ্ঠায় নবমং ত্রসদস্যুঃ।
যো মে গিরস্তুবিজাতস্য পূর্বীর্যুক্তেনাভি ত্র্যরুণো গৃণাতি ॥ ৩
যো ম ইতি প্রবোচত্যশ্বমেধায় সূরয়ে।
দদদৃচা সনিং যতে দদন্মেধামৃতায়তে ॥ ৪
যস্য মা পরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যুক্ষণঃ।
অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ ॥৫
ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্ন্যশ্বমেধে সুবীর্যম্।
ক্ষত্রং ধারয়তং বৃহদ্দিবি সূর্যমিবাজরম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান, অসুর এবং ধনবান, ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র সুবর্ণ প্রদান করে খ্যাতিলাভ করেছেন। ২। হে মনুষ্যগণের নায়ক অগ্নি! যে ত্র্যরুণ আমাকেশত সুবর্ণ (১) বিংশতি গো এবং শকটবহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করেছেন, আমরা তোমার স্তব ও পূজা করছি, তুমি সে ত্র্যরুণকে সুখী কর। ৩। হে অগ্নি! যেরূপ ত্র্যরুণ বহু পুত্রকন্যাসম্পন্ন; আমার স্তব শ্রবণে প্রীত হয়ে আমাকে দান করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন, সেরূপ ত্রসদস্যুও তোমাকে স্তব করতে অভিলাষী হয়ে আমাকে দান করতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিলেন। ৪। হে অগ্নি! যখন একজন যাচক তোমার স্তোত্র সঙ্গে নিয়ে দাতা অশ্বমেধের নিকট গমনপূর্বক আমাকে ধন দাও বলে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি উক্ত অর্থীকে ধন

দিয়েছিলেন ; অশ্বমেধ যাগ করতে ইচ্ছা করছেন, তুমি তাঁকে যজ্ঞ বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান কর। ৫। যাঁর কর্তৃক প্রদত্ত বলবান একশত বলীবর্দ আমার আনন্দ বিধান করছে, হে অগ্নি! তিন দ্রব্য মিশ্রিত সোমের ন্যায় তাঁর সে সকল বলীবর্দ তোমার প্রীতি বিধান করুক। ৬। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা অপরিমিত ধনদাতা, অশ্বমেধকে আকাশস্থিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান সুবৃহৎ অক্ষয় ধন প্রদান কর।

টীকা : ১। মূলে কেবল শত বা সহস্র আছে, অর্থ বোধ হয় শত বা সহস্র মুদ্রা। "It is not impossible; however, that pieces of money are intended ; for if we may trust Aryan; the Hindus had coined money before Alexander."—Wilson.

২৮ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ঋষি (১)।
ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী ॥ ১
সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ ॥ ২
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩
সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ম্।
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে ॥ ৪
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্যক্ষি স্বধ্বর। ত্বং হি হব্যবালসি ॥ ৫
আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হন ; বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হয়ে এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণপূর্বক হব্যপাত্র নিয়ে অগ্নির অভিমুখে যাচ্ছে। ২। হে অগ্নি! তুমি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত হয়ে অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থে তাঁর নিকট উপস্থিত থাক ; তুমি যে যজমানের নিকট বর্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধন লাভ করেন এবং তোমার সম্মুখে অতিথিযোগ্য হব্য প্রদান করেন। ৩। হে অগ্নি! আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর। ৪। হে অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত ও দীপ্তিমান হও আমি তোমার দীপ্তির স্তব করি। তুমি দীপ্তিমান, তুমি কামনা পূরণ কর; যজ্ঞস্থলে যথাযোগ্যরূপে প্রজ্বলিত হও। ৫। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বলিত ও আহ্বান করছেন, তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা কর, কারণ তুমি হব্যদাতা। ৬। আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থে তাঁকে বরণ কর।

টীকা : ১। স্ত্রীলোকের পতির সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করতে কোনও বাধা ছিল না, তা আমরা পূর্বে অনেক স্থলেই দেখেছি। এখানে দেখেছি একজন স্ত্রীলোক এ সূক্তের ঋষি, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করবারও তাদের অধিকার ছিল, ক্ষমতাও ছিল। এ সূক্তের প্রথম ঋকে ঐ বিশ্ববারা নাম্নী রমণী দেবগণের স্তব উচ্চারণ করে

ঋত্বিকের কার্য‘ও সম্পাদন করছেন এবং তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃংখলা করবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করছেন।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ঋকের প্রথম চরণের দেবতা উশনা হতে পারে। শক্তি গোত্রজ গৌরিবীতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্র্যর্যমা মনুষো দেবতাতা ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত।
অর্চন্তি ত্বা মরুতঃ পূতদক্ষাস্ত্বমেষামৃষিরিন্দ্রাসি ধীরঃ ॥ ১
অনু যদীং মরুতো মন্দসানমার্চন্নিন্দ্রং পপিবাংসং সুতস্য।
আদত্ত বজ্রমভি যদহিং হন্নপো যহ্বীরসৃজৎ সর্তবা উ ॥ ২
উত ব্রহ্মাণো মরুতো মে অস্যেন্দ্রঃ সোমস্য সুষুতস্য পেয়াঃ।
তদ্ধি হব্যং মনুষে গা অবিন্দদহন্নহিং পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য ॥ ৩
আদ্রোদসী বিতরং বি ষ্কভায়ৎসংবিব্যানশ্চিদ্ভিয়সে মৃগং কঃ।
জিগর্তিমিন্দ্রো অপজর্গুরাণঃ প্রতি শ্বসন্তমব দানবং হন্ ॥ ৪
অধ ক্রত্বা মঘবন্তুভ্যং দেবা অনু বিশ্বে অদদুঃ সোমপেয়ম্।
যৎ সূর্যস্য হরিতঃ পতন্তীঃ পুরঃ সতীরুপরা এতশে কঃ ॥ ৫
নব যদস্য নবতি চ ভোগান্তসাকং বজ্রেণ মঘবা বিবৃশ্চৎ।
অর্চন্তীন্দ্রং মরুতঃ সধস্থে ত্রৈষ্টুভেন বচসা বাধত দ্যাম্ ॥ ৬
সখা সখ্যে অপচত্তূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা ত্রী শতানি।
ত্রী সাকমিন্দ্রো মনুষঃ সারাংসি সুতং পিবদ্বৃত্রহত্যায় সোমম্ ॥ ৭
ত্রী যচ্ছতা মহিষানামঘো মাস্ত্রী সরাংসি মঘবা সোম্যাপাঃ।
কারং ন বিশ্বে অহ্বন্ত দেবা ভরমিন্দ্রায় যদহিং জঘান ॥ ৮
উশনা যৎসহস্যৈ রয়াতং গৃহমিন্দ্র জূজুবানেভিরশ্বৈঃ।
বন্বানো অত্র সরথং যয়াথ কুৎসেন দেবৈরবনোর্হ শুষ্ণম্ ॥ ৯
প্রান্যচ্চক্রমবৃহঃ সূর্যস্য কুৎসায়ান্যদ্বরিবো যাতবেঽকঃ।
অনাসো দস্যূঁরমৃণো বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্মৃধ্রবাচঃ ॥ ১০
স্তোমাসস্ত্বা গৌরিবীতেরবর্ধন্নরন্ধয়ো বৈদথিনায় পিপ্রুম্।
আ ত্বামৃজিশ্বা সখ্যায় চক্রে পচন্ পক্তীরপিবঃ সোমমস্য ॥ ১১
নবগ্বাসঃ সুতসোমাস ইন্দ্রং দশগ্বাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গব্যং চিদূর্বমপিধানবন্তং তং চিন্নরঃ শশমানা অপ ব্রন্ ॥ ১২
কথো নু তে পরি চরাণি বিদ্বান্বীর্যা মঘবন্যা চকর্থ।
যা চো নু নব্যা কৃণবঃ শবিষ্ঠ প্রেদু তা তে বিদথেষু ব্রবাম ॥ ১৩
এতা বিশ্বা চকৃবাঁ ইন্দ্র ভূর্যপরীতো জনুষা বীর্যেণ।
যা চিন্নু বজ্রিন্কৃণবো দধৃষ্বান্ন তে বর্তা তবিষ্যা অস্তি তস্যাঃ ॥ ১৪
ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণা জুষস্ব যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম।
বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূযু রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটি তেজের আবির্ভাব হয়; মরুৎগণ অন্তরীক্ষে সূর্য, বায়ু, অগ্নিরূপ তিনটি জ্যোতিষ্ক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন মরুৎগণ তোমার স্তব করেন, কারণ তুমি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এ সকল মরুৎকে দর্শন কর। ২। যেকালে মরুৎগণ সোম পান করে উল্লাসিত ইন্দ্রের স্তব করেছিলেন তখন তিনি বজ্রগ্রহণপূর্বক বৃত্রকে সংহার করলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত করলেন। ৩। হে বলশালী মরুৎগণ! হে

ইন্দ্র ! তোমরা এ সোমরস পান কর, আমি প্রচুর পরিমাণে তোমাদের অর্পণ করছি। তোমরা এ পান করলে, যজমান ধেনু লাভ করবেন এবং এ পান করে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছেন। ৪। ইন্দ্র সোম পান করে স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত করলেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে গমন করে মৃগবৎ বৃত্রকে ভয়াভিভূত করলেন। দানব লুক্কায়িত হবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করল, ইন্দ্র তাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্বক সংহার করলেন। ৫। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র ! তোমার এ বীরত্ব নিবন্ধন সমস্ত দেবতা ক্রমানুসারে তোমাকে পানার্থে সোমরস প্রদান করেছেন ; ভূমি এতশের জন্য সম্মুখবর্তী সূর্যাশ্বগণের গতিরোধ করেছিলে। ৬। যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র বজ্রদ্বারা একবারে সে শম্বরের নব নবতি সংখ্যক নগর নষ্ট করলেন, তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপ ছন্দে স্তব করায়, তিনি ঐ উদ্দীপ্ত অসুরকে পীড়িত করলেন। ৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রের কার্যে সহায়তা করবার জন্য সত্বর তিন শত মহিষ পাক করলেন (১) ; এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে পান করলেন। ৮। হে ইন্দ্র ! যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করেছিলে, যখন ঐশ্বর্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করেছিলে ; তখন তিনি বৃত্র সংহার করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান করেছিলেন। ৯। হে ইন্দ্র ! যখন তুমি এবং উশনা বলবান ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সাথে কুৎসের গৃহে গিয়েছিলে তখন তুমি শত্রুসংহার করে কুৎস ও দেবগণের সাথে একরথে গমন করেছিলে এবং তুমিই শুষ্ণকে বধ করেছিলে। ১০। হে ইন্দ্র ! তুমি পূর্বে সূর্যের একখানি রথচক্র ছেদন করেছিলে ; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করেছিলে ; তুমি বজ্রদ্বারা বাকশক্তিহীন দস্যুগণকে হতবুদ্ধি করে যুদ্ধে তাদের বধ করেছিলে। ১১। হে ইন্দ্র ! গৌরিবীতির স্তব সকল তোমাকে বর্ধিত করুক ; তুমি বিদথিনের পুত্র ঋজিশ্বের জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করেছিলে ; ঋজিশ্বা তোমার সাথে বন্ধুত্ব লাভের জন্য পুরোডাশাদি পাক করে তোমার সম্মুখে এনেছিলেন এবং তুমি তাঁর সোমরস পান করেছিলে। ১২। নবগ্ব ও দশগ্বগণ (২) স্তবদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন ইন্দ্রের প্রধান উপাসক তাঁর স্তব করে যে গুহার মধ্যে গো সমূহ সুগুপ্ত ছিল তা উন্মুক্ত করেছেন। ১৩। হে ধনবান ইন্দ্র ! তুমি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করেছ, যদিও আমি তা অবগত আছি, তথাপি আমি কিরূপে সে সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করব , হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র ! তুমি যে সকল নূতন বীরত্ব প্রকাশ করবে, আমরা যজ্ঞে তৎসমুদয়ের কীর্তন করব। ১৪। হে ইন্দ্র ! শত্রুগণ তোমার সমকক্ষ নয় তুমি স্বাভাবিক বীর্যদ্বারা এ সমস্ত বীরত্ব সম্পাদন করেছ, হে বজ্রধারী ! তুমি শত্রুনাশক, তুমি যে কোন কার্য কর, এরূপ কেউ নেই যে, তোমার বলের বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে। ১৫। হে নিরতিশয় বলশালী ইন্দ্র ! আমরা যে সকল নূতন স্তব পাঠ করলাম, তুমি আমাদের সে সকল স্তব গ্রহণ কর ; আমরা সৎকার্যকারী ও ধনার্থী হয়ে ধীরভাবে এ সকল স্তব বস্ত্র এবং রথের ন্যায় তোমার সমক্ষে অর্পণ করেছি।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অপচৎ মহিষী ত্রীশতানি' আছে। মহিষ পাকের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়, মহিষ ভক্ষণের উল্লেখ এর পরের ঋকে পাওয়া যায়। ২। ১ মণ্ডল ৬২ সূক্ত, ৪ টীকা দেখুন।

৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কোন কোন স্থলে ঋণঞ্চয় রাজা দেবতা। বভ্রু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ক্বস্য বীরঃ কো অপশ্যাদিন্দ্রং সুখরথমীয়মানং হরিভ্যাম্।
যো রায়া বজ্রী সুতসোমমিচ্ছন্তদোকো গন্তা পুরুহূত উতী ॥ ১
অবাচচক্ষং পদমস্য সম্বরুগ্রং নিধাতুরন্বায়মিচ্ছন্।
অপৃচ্ছমন্যাঁ উত তে ম আহুরিন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম ॥ ২
প্র নু বয়ং সুতে যা তে কৃতানীন্দ্র ব্রবাম যানি নো জুজোষঃ
বেদদবিদ্বাঞ্ছৃণবচ্চ বিদ্বান্বহতেঽয়ং মঘবা সর্বসেনঃ ॥ ৩
স্থিরং মনশ্চকৃষে জাত ইন্দ্র বেষীদেকো যুধয়ে ভূয়সশ্চিৎ।
অশ্মানং চিচ্ছবসা দিদ্যুতো বি বিদো গবামূর্বমুস্রিয়াণাম্ ॥ ৪
পরো যত্ত্বং পরম আজনিষ্ঠাঃ পরাবতি শ্রুত্যং নাম বিভ্রৎ।
অতশ্চিদিন্দ্রাদভয়ন্ত দেবা বিশ্বা অপো অজয়দ্দাসপত্নীঃ ॥ ৫
তুভ্যেদেতে মরুতঃ সুশেবা অর্চন্ত্যর্কং সুন্বন্ত্যন্ধঃ।
অহিমোহানমপ আশয়ানং প্র মায়াভির্মায়িনং সক্ষদিন্দ্রঃ ॥ ৬
বি ষূ মৃধো জনুষা দানমিন্বন্নহন্গবা মঘবন্ত্সঞ্চকানঃ।
অত্রা দাসস্য নমুচেঃ শিরো যদবর্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন্ ॥ ৭
যুজং হি মামকৃথা আদিদিন্দ্র শিরো দাসস্য নমুচের্মথায়ন্।
অশ্মানং চিৎস্বর্যং বর্তমানং প্র চক্রিয়েব রোদসী মরুদ্ভ্যঃ ॥ ৮
স্ত্রিয়ো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করন্নবলা অস্য সেনাঃ।
অন্তর্হ্যখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ ॥ ৯
সমত্র গাবোঽভিতোঽনবন্তেহেহ বৎসৈর্বিযুতা যদাসন্।
সং তা ইন্দ্রো অসৃজদস্য শাকৈর্যদীং সোমাসঃ সুষুতা অমন্দন্ ॥ ১০
যদীং সোমা বভ্রুধূতা অমন্দন্নরোরবীদ্বৃষভঃ সাদনেষু।
পুরন্দরঃ পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য পুনর্গবামদদাদুস্রিয়াণাম্ ॥ ১১
ভদ্রমিদং রুশমা অগ্নে অক্রন্গবাং চত্বারি দদতঃ সহস্রা।
ঋণঞ্চয়সা প্রযতা মঘানি প্রত্য গ্রভীষ্ম নৃতমস্য নৃণাম্ ॥ ১২
সুপেশসং মাব সৃজন্ত্যস্তং গবাং সহস্রৈ রুশমাসো অগ্নে।
তীব্রা ইন্দ্রমমমন্দুঃ সুতাসোঽক্তোর্ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াঃ ॥ ১৩
ঔচ্ছৎ সা রাত্রী পরিতকম্যা যাঁ ঋণঞ্চয়ে রাজনি রুশমানাম্।
অত্যো ন বাজী রঘুরজ্যমানো বভ্রুশ্চত্বার্যসনৎ সহস্রা ॥ ১৪
চতুঃসহস্রং গব্যস্য পশ্বঃ প্রত্যগ্রভীষ্ম রুশমেষ্বগ্নে।
ঘর্মশ্চিত্তপ্তঃ প্রবৃজে য আসীদয়স্ময়স্তম্বাদাম বিপ্রাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যাঁকে বহুলোকে আহ্বান করে, যিনি সোম পানেচ্ছু হয়ে রক্ষা করবার জন্য ধনের সাথে যজমানের গৃহে যান, পরাক্রমশালী সে বজ্রধারী ইন্দ্র কোথায়? অশ্বদ্বয়াকৃষ্ট সুখকর রথে আরোহণ করে কে ইন্দ্রকে যেতে দেখেছেন? ২। আমি তাঁর গুপ্ত ও ভয়ানক বাসস্থান দর্শন করেছি, আমি অন্বেষণার্থে নিজ আধারভূত সে ইন্দ্রের আবাসে গিয়েছি, আমি অন্য লোকের নিকট তাঁর অনুসন্ধান নিয়েছি, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জ্ঞানলাভেচ্ছুগণ আমাকে এ কথা বলেন, "আমরা তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছি।" ৩। হে ইন্দ্র! আমরা সোমরস প্রদান করে তোমার বীরত্ব সকল বর্ণনা করি, তুমি আমাদের জন্য যে সকল কর্ম করেছ, ইতিপূর্বে যাঁরা জানতেন না

তাঁরা অবগত হোন ; যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা অন্যের নিকট প্রকাশ করুন ; ঐশ্বর্যশালী এ ইন্দ্র সৈন্যগণের সাথে অশ্বারোহণ পূর্বক গমন করেন। ৪। হে ইন্দ্র ! তুমি জাতমাত্রই হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ, তুমি একাকী বহু শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে গমন করেছ ; তুমি বলদ্বারা পর্বত বিদারণ করেছ এবং দুগ্ধপ্রদ ধেনুবর্গের উদ্ধার করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি সর্বপ্রধান ও উৎকৃষ্টতম, যখন তুমি সুপ্রসিদ্ধ নাম ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেছিলে তখন দেবগণ ইন্দ্র হতে ভয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ইন্দ্র দাসস্বরূপ বৃত্রের পত্নী বারীসমূহকে জয় করেছিলেন। ৬। এ স্তুতিপাঠক মরুৎগণ উৎকৃষ্ট স্তবদ্বারা তোমার অর্চনা করছে এবং তোমাকে হব্য প্রদান করছে, যে বৃত্র সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করে নিদ্রিত ছিল, ইন্দ্র নিজ-শক্তিদ্বারা সে মায়াবী দেবপীড়ক বৃত্রকে পরাজিত করেছিলেন। ৭। হে ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ইন্দ্র ! আমরা তোমার স্তব করছি ; তুমি দেবপীড়ক বৃত্রকে বজ্রদ্বারা পীড়িত করে তোমার আজন্ম শত্রুদের সংহার করেছ ; তুমি এ যুদ্ধে মনুষ্যের সুখোৎপাদনার্থে দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করেছ। ৮। হে ইন্দ্র ! তুমি শব্দায়মান ঘূর্ণিত মেঘের ন্যায় দাস নমুচির মস্তক বিচূর্ণিত করে আমার প্রতি বন্ধুত্ব সম্পাদন করেছ ; সেকালে স্বর্গ এবং পৃথিবী দুখানি চক্রের ন্যায় মরুৎপ্রভাবে ঘূর্ণিত হয়েছিল। ৯। দাস নমুচি স্ত্রীদের নিজের অস্ত্রস্বরূপ করেছিল। এর অবলা সেনাগণ আমার কি করবে ? এ বিবেচনা করে ইন্দ্র তার দুটি প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করে পরে সে দস্যুর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। ১০। যখন ধেনুগণ বৎস হতে বিযুক্ত হয়েছিল, তখন তারা ইতস্ততঃ গমন করেছিল। কিন্তু যখন যথা বিধি প্রদত্ত সোমরস ইন্দ্রকে প্রীত করেছিল তখন তিনি বলবান মরুৎ সকলের সাথে ধেনুগণকে পুনর্বার বৎসের সাথে যোজিত করেছিলেন। ১১। যখন বভ্রু সোমরস প্রদান করে ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করলেন তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করলেন ; পুরনাশক ইন্দ্র সোমরস পান করে পুনর্বার বভ্রুকে দুগ্ধপ্রদ ধেনু সকল অর্পণ করলেন। ১২। হে অগ্নি ! রুশমগণ (১) আমাকে চারসহস্র ধেনু প্রদান করে মহৎ উপকার করেছে ; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্চয় কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ করেছি। ১৩। হে অগ্নি ! রুশমগণ সুদৃঢ় গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করেছে ; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হলে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করেছিল। ১৪। রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় উপস্থিত হলেই তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হল ; বভ্রু আহূত হয়ে বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমনপূর্বক চার সহস্র ধেনু লাভ করলেন। ১৫। হে অগ্নি ! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করেছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যাগার্থে প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলসও (২) গ্রহণ করেছি।

টীকা : ১। মূলে 'রুশমাঃ' আছে। রুশম ইতি কশ্চিজ্জনপদবিশেষঃ অত্র রুশম শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে। রুশমা ঋণঞ্চয়নাম্নঃ রাজ্ঞঃ কিঙ্করাঃ। সায়ণ। রুশম কোন জনপদ, ঋণঞ্চয় রাজার রাজ্য কোথায় ছিল, সে বিষয়ে সায়ণ কিছু বলেন নি। ২। মূলে 'অযস্ময়ঃ' আছে। সায়ণ তার অর্থ হিরন্ময় করেছেন। কলস লৌহের হওয়াই সম্ভব।

৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রো রথায় প্রবতং কৃণোতি যমধ্যস্থান্মঘবা বাজয়ন্তম্।
যূথেব পশ্বো ব্যুনোতি গোপা অরিষ্টো যাতি প্রথমঃ সিষাসন্ ॥ ১

আ প্র দ্রব হরিবো মা বি বেনঃ পিশঙ্গরাতে অভি নঃ সচস্ব ।
নহি ত্বদিন্দ্র বস্যো অন্যদস্ত্যমেনাংশ্চিজ্জনিবতশ্চকর্থ ॥ ২
উদ্যৎ সহঃ সহস আজনিষ্ট দেদিষ্ট ইন্দ্র ইন্দ্রিয়াণি বিশ্বা ।
প্রাচোদয়ৎ সুদুঘা বব্রে অন্তর্বি জ্যোতিষা সম্ববৃত্বত্তমোহবঃ ॥ ৩
অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষন্ত্বষ্টা বজ্রং পুরুহূত দ্যুমন্তম্ ।
ব্রহ্মাণ ইন্দ্র মহয়ন্তো অর্কৈরবর্ধয়ন্নহয়ে হন্তবা উ ॥ ৪
বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ ।
অনশ্বাসো যে পবয়োহরথা ইন্দ্রেষিতা অভ্যবর্তন্ত দস্যূন্ ॥
প্র তে পূর্বাণি করণানি বোচং প্র নূতনা মঘবন্ যা চকর্থ ।
শক্তীবো যদ্বিভরা রোদসী উভে জয়ন্নপো মনবে দানুচিত্রাঃ ॥ ৬
তদিন্নু তে করণং দস্ম বিপ্রাহিং যদ্ঘ্নন্নোজো অত্রামিমীথাঃ ।
শুষ্ণস্য চিৎপরি মায়া অগৃভ্ণাঃ প্রপিত্বং যন্নপ দস্যূঁরসেধঃ ॥ ৭
ত্বমপো যদবে তুর্বশায়ারময়ঃ সুদুঘাঃ পার ইন্দ্র ।
উগ্রময়াতমবহো হ কুৎসং সং হ যদ্বামুশনারন্ত দেবাঃ ॥ ৮
ইন্দ্রাকুৎসা বহমানা রথেনা বামত্যা অপে কর্ণে বহন্তু ।
নিঃ ষীমদ্ভ্যো ধমথো নিঃ ষধস্থান্মঘোনো হৃদো বরথস্তমাংসি ॥ ৯
বাতস্য যুক্তান্ত্সুযুজশ্চিদশ্বান্ কবিশ্চিদেষো অজগন্নবস্যুঃ ।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সখায় ইন্দ্র ব্রহ্মাণি তবিষীমবর্ধন্ ॥ ১০
সূরশ্চিদ্রথং পরিতক্ম্যায়াং পূর্বং করদুপরং জূজুবাংসম্ ।
ভরচ্চক্রমেতশঃ সং রিণাতি পুরো দধৎ সনিষ্যতি ক্রতুং নঃ ॥ ১১
আয়ং জনা অভিচক্ষে জগামেন্দ্রঃ সখায়ং সুতসোমমিচ্ছন্ ।
বদন্গ্রাবাব বেদিং ভ্রিয়াতে যস্য জীরমধ্বর্যবশ্চরন্তি ॥ ১২
যে চাকনন্ত চাকনন্ত নূ তে মর্তা অমৃত মো তে অংহ আরন্ ।
বাবন্ধি যজ্যূঁরুত তেষু ধেহ্যোজো জনেষু যেষু তে স্যাম ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র হব্য কামনায় স্বয়ং অধিষ্ঠিত হয়ে রথচালনা করেন। গোপালক যেরূপ পশুপাল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে সেরূপ দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্র শত্রুদের দূরে বিক্ষিপ্ত করে শত্রুধনে কামনা করে অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করেন। ২। হে অশ্ববান ইন্দ্র! তুমি আমাদের সামনে এস এবং আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করো না ; হে বিবিধ ধনদাতা! আমাদের প্রতি অনুকূল হও, কারণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নেই ; তুমি পত্নীহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করেছ। ৩। যখন সূর্যের কিরণ ঊষার দীপ্তিকে অভিভূত করে তখন ইন্দ্র সর্বপ্রকার ধন প্রদান করেন। তিনি রোধকারী পর্বতের মধ্য হতে দুগ্ধপ্রদ ধেনু সকলকে মুক্ত করেছেন এবং সর্বব্যাপী অন্ধকারকে প্রভাদ্বারা দূরীভূত করেন। ৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে বহুলোক আহ্বান করে ; মানবগণ তোমার রথকে অশ্ববাহ্য করে প্রস্তুত করেছে ; ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান বজ্র নির্মাণ করেছেন ; অঙ্গিরাগণ বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রের স্তব করে তাঁর বল বর্ধিত করেছেন। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী ; যখন কল্যাণবর্ষী মরুৎগণ স্তবদ্বারা তোমার পূজা করেছিলেন এবং পাষাণ সকল সোমচূর্ণ করতে আনন্দিত হয়েছিল তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত মরুতগণ গিয়ে দস্যুদের পরাজিত করেছিলেন। ৬। হে ইন্দ্র! আমি তোমার প্রাচীন ও নূতন বীরত্বের ঘোষণা করছি, হে বজ্রধারী! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী জয় করে মনুষ্যগণকে অদ্ভুত কল্যাণকর জল প্রদান করেছ। ৭। হে

মনোহর মূর্তি, জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র ! এ তোমারই কার্য, যে বৃত্রকে সংহার করে তুমি জগতে নিজ বল প্রকাশ করেছ। তুমি যুদ্ধ করে শুষ্ণের কপটতা এবং দস্যুগণকে নষ্ট করেছ। ৮। হে ইন্দ্র ! তুমি নদীপারে অবস্থান করে যদু এবং তুর্বসুকে উর্বরতাবিধায়ক জলদ্বারা প্রীত করেছ। হে ইন্দ্র ! তুমি ভয়ানক শুষ্ণকে আক্রমণ করেছ এবং তাকে বধ করে কুৎসকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছ। এজন্য উশনা ও দেবগণ তোমাদের উভয়ের সম্মান করেছেন। ৯। হে ইন্দ্র ! হে কুৎস ! এক রথে আরূঢ় তোমাদের অশ্বগণ যজমানের নিকট আনুক; তোমরা শুষ্ণকে তার আবাসভূত জল হতে দূরীভূত করেছ, তোমার ধনবান যজমানের হৃদয় হতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করেছ। ১০। হে ইন্দ্র ! জ্ঞানী অবস্যু বায়ুর ন্যায় বেগগামী শান্ত প্রকৃতি অশ্ব সকল লাভ করেছেন। অবস্যুর মিত্রভূত সমস্ত স্তবকারিগণ স্তবদ্বারা তোমার বলের সম্বর্ধনা করেন। ১১। পূর্বে এতশের সাথে সূর্যের যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন ইন্দ্র দ্রুতগামী সূর্যরথের গতি রোধ করেছিলেন, ইন্দ্র পূর্বে দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করেছিলেন (১) : সে চক্রদ্বারা ইন্দ্র শত্রুনাশ করেন ; ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে আমাদের পুরস্কার প্রদান করুন। ১২। হে মানবগণ ! ইন্দ্র সোমরস প্রদানকারী মিত্রভূত যজমানকে দেখবার আশায় তোমাদের দেখতে এসেছেন, যজমানগণ যে সোমচূর্ণকারী শব্দায়মান প্রস্তরের জন্য ত্বরায়মান, সে প্রস্তর বেদির উপর সংস্থাপিত হোক। ১৩। হে অমর ইন্দ্র ! যে সকল লোক ধনলাভার্থে ব্যগ্রতার সাথে তোমাকে কামনা করে, তারা যেন পাপে পতিত না হয় ; তুমি যজমানগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং যাদের মধ্যে আমরা স্তবকারী হয়ে তোমার বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েছি, সে সকল ব্যক্তিকে বল প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। এতশের জন্য ইন্দ্র সূর্যের রথের একটি চক্র হরণ করেছিলেন, একথার বারবার উল্লেখ আছে। ১। ১৭০। ৪ ও টীকা দেখুন। সূর্য গোলাকার একখানি চক্রের ন্যায়, এ হতেই তাঁর একচক্র রথের কথা এবং রথের অপর চক্র ইন্দ্র দ্বারা অপহৃত হবার উপাখ্যান বোধ হয় উৎপন্ন হয়েছে।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য গাতু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অদর্দুরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্ণবান্বদ্বধানাঁ অরম্ণাঃ।
মহান্তমিন্দ্র পর্বতম্ বি যদ্বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্ ॥ ১
ত্বমুৎসাঁ ঋতুভির্বদ্বধানাঁ অরংহ ঊধঃ পর্বতস্য বজ্রিন্।
অহিং চিদুগ্র প্রযুতং শয়ানং জঘন্বাঁ ইন্দ্র তবিষীমধত্থাঃ ॥ ২
ত্যস্য চিন্মহতো নিমৃগস্য বধর্জঘান তবিষীভিরিন্দ্রঃ।
য এক ইদপ্রতির্মন্যমান আদস্মাদন্যো অজনিষ্ট তব্যান্ ॥ ৩
ন্যং চিদেষাং স্বধয়া মদন্তং মিহো নপাতং সুবৃধং তমোগাম্।
বৃষপ্রভর্মা দানবস্য ভামং বজ্রেণ বজ্রী নি জঘান শুষ্ণম্ ॥ ৪
ত্যং চিদস্য ক্রতুভির্নিষত্তমমর্মণো বিদদিদস্য মর্ম।
যদীং সুক্ষত্র প্রভৃতা মদস্য যুযুৎসন্তং তমসি হর্ম্যে ধাঃ ॥ ৫
ত্যং চিদিত্থা কৎপয়ং শয়ানমসূর্যে তমসি বাবৃধানম্।
তং চিন্মন্দানো বৃষভঃ সুতস্যোচ্চৈরিন্দ্রো অপগূর্যা জঘান ॥ ৬
উদ্যদিন্দ্রো মহতে দানবায় বধর্যমিষ্ট সহো অপ্রতীতম্।
যদীং বজ্রস্য প্রভৃতৌ দদাভ বিশ্বস্য জন্তোরধমং চকার ॥ ৭

ত্যং চিদর্ণং মধুপং শয়ানমসিন্বং বব্রং মহ্যাদদুগ্রঃ।
অপাদমত্রং মহতা বধেন নি দুর্যোণ আবৃণঙ্ মৃধ্রবাচম্ ॥ ৮
কো অস্য শুষ্মং তবিষীং বরাত একো ধনা ভরতে অপ্রতীতঃ।
ইমে চিদস্য জ্রয়সো নু দেবী ইন্দ্রস্যৌজসো ভিয়সা জিহাতে ॥ ৯
ন্যস্মৈ দেবী স্বধিতির্জিহীত ইন্দ্রায় গাতুরুশতীব যেমে।
সং যদোজো যুবতে বিশ্বমাভিরনু স্বধাব্নে ক্ষিতয়ো নমন্ত ॥ ১০
একং নু ত্বা সৎপতিং পাঞ্চজন্যং জাতং শৃণোমি যশসং জনেষু।
তং মে জগৃভ্র আশসো নবিষ্ঠং দোষা বস্তোর্হবমানাসা ইন্দ্রম্ ॥ ১১
এবা হি ত্বামৃতুথা যাতয়ন্তম্ মঘা বিপ্রেভ্যো দদতং শৃণোমি।
কিং তে ব্রহ্মাণো গৃহতে সখায়ো যে ত্বায়া নিদধুঃ কামমিন্দ্র ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করে জলনির্গম মার্গ উন্মুক্ত করেছ, তুমি বুদ্ধজল সকলকে মুক্ত করেছ, তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্ঘাটিত করে বৃষ্টিধারা পাতিত করেছ এবং দনুর পুত্র বৃত্রকে সংহার করেছ। ২। হে বজ্রধারী! তুমি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ মেঘ সকলকে মুক্ত করে দিয়েছ তুমি মেঘের বল বর্ধিত করেছ ; হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি জলে সুপ্ত বলবান বৃত্রকে বিনাশ করে নিজ বীরত্বের খ্যাতি সংস্থাপিত করেছ। ৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা বিপুলকায় মৃগের ন্যায় বেগগামী সে বৃত্রের অস্ত্র সর্বতোভাবে নষ্ট করেছিলেন, বৃত্র হতে অধিকতর বলশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি দানব আবির্ভূত হয়েছিল (১)। ৪। জলপূর্ণ মেঘের বিদারণকারী বজ্রধর ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বলবান শুষ্ণকে বধ করেছিলেন ; শুষ্ণ বৃত্রাসুরের ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয়ে অন্ধকারে বিচরণ করত বারিপূর্ণ মেঘকে রক্ষা করত এবং এই সকল জীবিত প্রাণিগণের খাদ্য আত্মসাৎ করে উল্লসিত হত'। ৫। হে বলবান ইন্দ্র! যখন সোমরস পানে হৃষ্ট হয়ে তুমি অন্ধকার মধ্যে যুদ্ধ প্রদানে উদ্যত বৃত্রের সন্ধান পেয়েছিলে, যদিও সে আপনাকে অবধ্য বোধ করেছিল, তথাপি তুমি তার কার্যদ্বারা তার মর্মস্থান জানতে পেরেছিলে। ৬। বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশির সম্ভোগপূর্বক জলমধ্যে শয়ন করে প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লসিত ছিল। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরসপানে হৃষ্ট হয়ে বজ্র উত্তোলন করে তাকে সংহার করলেন। ৭। যখন ইন্দ্র সে প্রকাণ্ড দানবের প্রতি বজ্র উদ্যত করলেন ; যখন তিনি তার প্রতি বজ্রদ্বারা আঘাত করলেন তখন সে প্রাণিগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম বলে প্রতীত হল। ৮। সে প্রকাণ্ড জলরক্ষক গমনশীল বৃত্র শত্রুসংহারপূর্বক সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করে যৎকালে অবস্থান করছিল, তখন ভীষণ ইন্দ্র তাকে ধারণ করলেন এবং চলৎশক্তিবিহীন বাকশক্তিরহিত সে অপরিমেয় দানবকে নিজ প্রকাণ্ড বজ্রদ্বারা সংহার করলেন। ৯। কে ইন্দ্রের শত্রুনাশক বল সহ্য করতে সমর্থ হয়? অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন সে ইন্দ্র একাকী শত্রুগণের ধন হরণ করেন ; এ দুই স্বর্গীয় জীব স্বর্গ ও পৃথিবী বেগবান ইন্দ্রের পরাক্রম ভয়ে দ্রুতগমন করছে। ১০। দীপ্তিমান স্বাধারভূত স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নীচভাবে গমন করে, গমনশীলা পৃথিবী অভিলাষিণী স্ত্রীর ন্যায় ইন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে ; যখন ইন্দ্র নিজ বল সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে বিভক্ত করে দেন, তখন মনুষ্যগণ ক্রমানুসারে বলবান ইন্দ্রকে প্রণাম করে। ১১। হে ইন্দ্র! আমি শুনেছি তুমি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান, সাধুগণের রক্ষক, পঞ্চ জনের হিতকরণার্থে জাত এবং যশস্বী। আমার সন্ততিগণ যেন ইন্দ্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করে এবং তাঁর স্তব কীর্তন করে তাঁকে প্রসন্ন করে। ১২। হে ইন্দ্র! আমি শুনেছি তুমি কালে

কালে ধর্ম প্রবৃত্তি উৎপাদন কর এবং উপাসকগণকে ধন প্রদান কর ; তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত ত্বদীয় বন্ধুগণ কি লাভ করেন ?

টীকা ঃ ১। "From the body of Vritra, it is said, sprang the more powerful Asura Sushna, that is, allegorically, the exhaustion of the clouds was followed by a drought, which Indra, or the atmosphere, had them to remedy."—Wilson-

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মহি মহে তবসে দীধ্যে নৄনিন্দ্রায়েত্থা তবসে অতব্যান্।
যো অস্মৈ সুমতিং বাজসাতৌ স্তুতো জনে সমর্যশ্চিকেত ॥ ১
স ত্বং ন ইন্দ্র ধিয়সানো অর্কৈর্হরীণাং বৃষন্যোক্ত্রমশ্রেঃ।
যা ইত্থা মঘবন্ননু জোষং বক্ষো অভি প্রার্যঃ সক্ষি জনান্ ॥ ২
ন তে ত ইন্দ্রাভ্য স্মদৃষ্বায়ুক্তাসো অব্রহ্মতা যদসন্।
তিষ্ঠা রথমধি তম্ বজ্রহস্তা রশ্মিং দেব যমসে স্বশ্বঃ ॥ ৩
পুরূ যত্ত ইন্দ্র সন্ত্যুক্থা গবে চকর্থোর্বরাসু যুধ্যন্
ততক্ষে সূর্যায় চিদোকসি স্বে বৃষা সমৎসু দাসস্য নাম চিৎ ॥৪
বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ নরঃ শর্ধো জজ্ঞানা যাতাশ্চ রথাঃ।
আস্মাঞ্জগম্যাদহিশুষ্মা তত্বা ভগো ন হব্যঃ প্রভৃথেষু চারুঃ ॥৫
পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্র ত্বে হ্যোজো নৃম্ণানি চ নৃতমানো অমর্তঃ।
স ন এনীং বসবানো রয়িং দাঃ প্রার্যঃ স্তুষে তুবিমঘস্য দানম্ ॥ ৬
এবা ন ইন্দ্রোতিভিরব পাহি গৃণতঃ শূর কারূন্।
উত ত্বচং দদতো বাজসাতৌ পিপ্রীহি মধ্বঃ সুষুতস্য চারোঃ ॥ ৭
উত ত্যে মা পৌরুকুৎসস্য সূরেস্ত্রসদস্যোর্হিরণিনো ররাণাঃ।
বহন্তু মা দশ শ্যেতাসো অস্য গৈরিক্ষিতস্য ক্রতুভির্নু সশ্চে ॥ ৮
উত ত্যে মা মারুতাশ্বস্য শোণাঃ ক্রত্বামঘাসো বিদথস্য রাতৌ।
সহস্রা মে চ্যবতানো দদান আনূকমর্যো বপুষে নার্চৎ ॥ ৯
উত ত্যে মা ধ্বন্যস্য জুষ্টা লক্ষ্মণ্যস্য সুরুচো যতানাঃ।
মহ্না রায়ঃ সম্বরণস্য ঋষের্ব্রজং ন গাবঃ প্রযতা অপি গ্মন্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। আমি দুর্বল হয়েও আমার মত মনুষ্যগণকে বল প্রদান করবেন এ অভিপ্রায়ে মহাবলশালী ইন্দ্রের স্তব করছি, অন্নলাভের নিমিত্ত স্তব করলে ইন্দ্র মর্ত্যগণের সাথে এ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি কামনা পূর্ণ কর, তুমি আমাদের প্রতি চিন্তা করে এবং যে সকল স্তবে তোমার যথোচিত প্রীতি জন্মে, সে সকল স্তবদ্বারা উত্তেজিত হয়ে তোমার অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু বন্ধন কর এবং আমাদের শত্রুদের পরাজিত কর। ৩। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! যারা আমাদের হতে বিভিন্ন এবং যারা তোমার সংস্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাবহেতু তারা তোমার নহে (১)। অতএব হে দীপ্তিমান বজ্রধর! তোমার উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তুমি আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হবার জন্য রথে আরোহণ করে রথের রশ্মি স্বয়ং চালিত কর। ৪। হে ইন্দ্র! যেহেতু তোমার অনেক স্তোত্র আছে, অতএব তুমি উর্বরা ভূমির উপর জল বর্ষণ করবার জন্য যুদ্ধ করে বিঘ্নকারিগণকে সংহার করেছ। হে কামনাপূরক! তুমি সূর্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থে দাসের সাথে তোমার গৃহে যুদ্ধ করে তার নাম পর্যন্ত নষ্ট করেছ।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার, কারণ আমরা যাগ করছি, তোমার বল বর্ধিত করছি এবং হোম করবার নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি। হে ইন্দ্র! তোমার বল সর্বব্যাপী; রণস্থলে ভগের ন্যায় প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর যেন আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ৬। হে ইন্দ্র! তোমার বল পূজনীয়, তুমি অবিনশ্বর ও বিশ্বব্যাপী, তুমি উল্লসিত হয়ে আমাদের ঐশ্বর্য এবং উজ্জ্বল ধন প্রদান কর; আমি ঐশ্বর্যশালী দাতার দানের প্রশংসা করব। ৭। হে বীর ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব ও উপাসনা করছি, তুমি আশ্রয় দিয়ে আমাদের রক্ষা কর এবং যথাবিধি অভিষুত মনোজ্ঞ সোমরস পান করে প্রসন্ন হও, সে সোমরস দ্বারা লোকে রণস্থলে নিজ নিজ রূপ প্রচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়। ৮। গিরিক্ষিত গোত্রজাত পুরুকুৎসের পুত্র কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্মিক ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটা অশ্ব প্রদান করেছেন তারা আমাকে যজ্ঞস্থলে বহন করুক এবং আমি যেন শীঘ্র যজ্ঞকার্যে ব্যাপৃত হই। ৯। মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ আমাকে রক্তবর্ণ ও কর্মকুশল যে সকল অশ্ব প্রদান করেছেন, তারা আমাকে বহন করুক, তিনি পূজনীয় আমাকে যে সহস্র ধন ও দেহের অলংকার প্রদান করেছেন, সেগুলি যোগের উপযোগী হোক। ১০। লক্ষ্মণের পুত্র ধন্য আমাকে যে সকল দীপ্তিমান কর্মক্ষম অশ্ব প্রদান করেছেন, তারা আমাকে বহন করুক; ধেনুগণ যেরূপ গোচরণ স্থান প্রাপ্ত হয়, সেরূপ তাঁর দ্বারা প্রদত্ত সুমহৎ ধন সকল সম্বরণ ঋষির গৃহে উপস্থিত হয়েছে।

টীকাঃ ১। এখানে অনার্যদের অথবা আর্যগণের মধ্যেই ইন্দ্রে শ্রদ্ধা রহিত লোকদের উল্লেখ আছে।

৩৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সম্বরণ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অজাতশত্রুমজরা স্বর্বত্যনু স্বধামিতা দস্মমীয়তে।
সুনোতন পচত ব্রহ্মবাহসে পুরুষ্টুতায় প্রতরং দধাতন ॥ ১
আ যঃ সোমেন জঠরমপিপ্রতামন্দত মঘবা মধ্বো অন্ধসঃ।
যদীং মগায় হন্তবে মহাবধঃ সহস্রভৃষ্টিমুশনা বধং যমৎ ॥ ২
যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্তনুষ্টিমূহতি তনুশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ ॥ ৩
যস্যাবধীৎ পিতরং যস্য মাতরং যস্য শক্রো ভ্রাতরং নাত ঈষতে।
বেতীদ্বস্য প্রযতা যতঙ্করো ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ ॥ ৪
ন পঞ্চভির্দশভির্বষ্ট্যারভং নাসুন্বতা সচতে পুষ্যতা চন।
জিনাতি বেদমুয়া হন্তি বা ধুনিরা দেবয়ুং ভজতি গোমতি ব্রজে ॥ ৫
বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ ॥ ৬
সমীং পণেরজতি ভোজনং মুষে বি দাশুষে ভজতি সূনরং বসু।
দুর্গে চন ধ্রিয়তে বিশ্ব আ পুরু জনো যো অস্য তবিষীমচুক্রুধৎ ॥ ৭
সং যজ্জনৌ সুধনৌ বিশ্বশর্ধসাববেদিন্দ্রো মঘবা গোষু শুভ্রিষু।
যুজং হ্যন্যমকৃত প্রবেপন্যুদীং গব্যং সৃজতে সত্বভির্ধুনিঃ ॥ ৮
সহস্রসামাগ্নিবেশিং গৃণীষে শত্রিমগ্ন উপমাং কেতুমর্যঃ।
তস্মা আপঃ সংযতঃ পীপয়ন্ত তস্মিন্‌ ক্ষত্রমমবত্ত্বেষমস্তু ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যিনি অজাতশত্রু ও শত্রু দমন করেন, অক্ষয়, স্বর্গপ্রদ হব্য তাঁর

নিকট উপস্থিত হয়, অতএব হে ঋত্বিকগণ! তোমরা হব্যবর্ষণ কর, পিণ্টকাদি পাক কর এবং যিনি স্তব স্বীকার করেন ও সকলে যাঁর স্তব করে থাকে, তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন কর। ২। ইন্দ্র সোমরস দ্বারা নিজ উদর পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং সুমধুর রস পানে উল্লসিত হয়েছিলেন। অনন্তর মৃগ নামক শত্রুকে সংহার করতে ইচ্ছা করে অপরিমিত বলশালী মহাবজ্র উত্তোলন করেছিলেন। ৩। যে যজমান অহোরাত্র সে ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না করে নিজ সন্ততি ও রূপের গর্ব করে ও ধনবান্ হয়ে নীচ ব্যক্তিগণের সহয়তা করে, ইন্দ্র সে ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন। ৪। যে পিতা, মাতা ও ভ্রাতাকে স্বয়ং বধ করেছে, ইন্দ্র সে ব্যক্তির নিকট হতেও দূরে গমন করেন না; তার প্রদত্ত হব্যও তিনি কামনা করেন। শাসনকারী ধনাধিপতি ইন্দ্র পাপ হতেও বিচলিত হন না (১)। ৫। ইন্দ্র শত্রু বধার্থে পঞ্চ বা দশ ব্যক্তির সহায়তা ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি হব্য দান করে না ও বন্ধু পোষনকারী নয়, ইন্দ্র তার সহবাসে থাকেন না; কম্পনকারী ইন্দ্র তাকে শাস্তি দেন বা বধ করেন। তিনি যাগকারীকে গোবিশিষ্ট গোষ্ঠে স্থাপন করেন। ৬। সংগ্রামে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র নিজ রথচক্রের বেগ বর্ধিত করে অভিষব রহিত ব্যক্তি হতে দূরে গমন করেন এবং অভিষবকারীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। বিশ্বের দমনকারী, ভীষণ আর্য ইন্দ্র দাসকে বংশের ন্যায় নিয়ে যান (২)। ৭। ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন অপহরণ করতে গমন করেন এবং মানুষ্যের শোভা বিধানকারী সে ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি বলবান ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তারা মহাবিপদে পতিত হয়। ৮। ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র যখন দুজন ধনাঢ্য ও উৎসাহবান ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ধেনুর জন্য পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখেন, তিনি তন্মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে নিজ সঙ্গী করেন, কম্পনবিধায়ী ইন্দ্র সে ব্যক্তিকে ধেনুসমূহ প্রদান করেন। ৯। হে অগ্নি! আমি অগ্নিবেশের পুত্র অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি নামক রাজর্ষির স্তব করছি। প্রচুর বারিরাশি তাঁর সমৃদ্ধি বিধান করুক। এবং তাঁর ধন, বল ও গৌরব হোক।

টীকা: ১। এ ঋকের মর্ম বোধ হয় এ যে ঘোর পাপীও ইন্দ্রের উপাসনা করলে, ইন্দ্র সে উপাসনায় বিমুখ হন না। ২। মূলে আছে 'যথা বংশং নয়তি দাসং আর্যঃ' অর্থ বোধ হয় এ যে আর্য ইন্দ্র দাসকেও তাঁর পরিচর্যারত করেন।

৩৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য প্রভুবসু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

যস্তে সাধিষ্ঠোঽবস ইন্দ্র ক্রতুষ্টমা ভর।
অস্মভ্যং চর্ষণীসহং সস্নিং বাজেষু দুষ্টরম্ ॥ ১
যদিন্দ্র তে চতস্রো যচ্ছূর সন্তি তিস্রঃ।
যদ্বা পঞ্চ ক্ষিতীনামবস্তৎ সু ন আ ভর ॥ ২
আ তেঽবো বরেণ্যং বৃষন্তমস্য হূমহে।
বৃষজূতির্হি জজ্ঞিষ আভূভিরিন্দ্র তুর্বণিঃ ॥ ৩
বৃষা হ্যসি রাধসে যজ্ঞিষে বৃষ্ণি তে শবঃ
স্বক্ষত্রং তে ধৃষন্মনঃ সত্রাহামিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ৪
ত্বং তমিন্দ্র মর্ত্যমমিত্রয়ন্তমদ্রিবঃ।
সর্বরথা শতক্রতো নি যাহি শবসস্পতে ॥ ৫

ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ ।
উগ্রং পূর্বীষু পূর্ব্যং হবন্তে বাজসাতয়ে ॥ ৬
অস্মাকমিন্দ্র দুষ্টরং পুরোযাবানমাজিষু ।
সযাবানং ধনে ধনে বাজয়ন্তমবা রথম্ ॥ ৭
অস্মাকমিন্দ্রেহি নো রথমবা পুরন্ধ্যা ।
বয়ং শবিষ্ঠ বার্যং দিবি শ্রবো দধীমহি দিবি স্তোমং মনামহে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত তোমার নিরতিশয় কার্যসাধক্ সর্ববিজয়ী; পবিত্র ও রণস্থলে অজেয় কর্মসমূহ সম্পাদন কর। ২। হে ইন্দ্র ! তোমার হে চার প্রকার রক্ষাকার্য আছে, হে বীর ! তোমার যে তিন প্রকার রক্ষাকার্য আছে, অথবা যে পাঁচ প্রকার রক্ষা পঞ্চ ক্ষিতিতে সমর্পিত আছে, তুমি সাম্যকরূপে সে সমস্ত রক্ষা আমাদের প্রদান কর। ৩। হে ইন্দ্র ! তুমি সর্বাপেক্ষা অভিলষিত ফল বর্ষণ কর, বৃষ্টি প্রদান কর, ও শীঘ্র শত্রু বিনাশ কর ; আমরা তোমার সে অভিলষিত রক্ষা আহ্বান করছি; যা তুমি সর্বব্যাপী মরুৎগণের সাথে মিলিত হয়ে প্রদান কর। ৪। হে ইন্দ্র ! তুমি অভিষ্টবর্ষী এবং ধন প্রদানের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ কর ; তোমার বল ফলবর্ষণ করে, স্বাভাবিক বলসম্পন্ন তোমার চিত্ত শত্রুগণের দমন করে এবং তোমার পৌরুষজনতা নষ্ট করে। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি বজ্রধারী ; তোমার রথ সর্বত্র অপ্রতিহতগতি ; তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও বলের অধিপতি ! যে মানব তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তুমি তার বিরুদ্ধে যাত্রা কর। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র। মনুষ্যগণ যুদ্ধে সাহায্যার্থে তোমাকেই আহ্বান কর; কারণ তুমি ভীষণ ও সর্বপ্রধান। ৭। হে ইন্দ্র ! আমাদের দুর্নিবার্য রণসংকুল রথ নিরন্তর অনুচরবর্গের সাথে গিয়ে সর্বপ্রকার ধনের জন্য সংগ্রামোদ্যত হচ্ছে; তুমি রক্ষা কর। ৮। হে ইন্দ্র ॥ তুমি আমাদের নিকট আত্মীয়স্বরূপ এস এবং নিজ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা আমাদের রথ রক্ষা কর। তুমি নিরতিশয় বলশালী ও দীপ্তিমান, আমরা তোমাতে সমস্ত অভিলষিত বল অনুমান করি এবং তোমার স্তব করি।

৩৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রভুবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

স আ গবদিন্দ্রো যো বসূনাং চিকেতদ্দাতুং দামনো রয়ীণাম্ ।
ধন্বচরো ন বংসগস্তৃষাণশ্চকমানাঃ পিবতু দুগ্ধমংশুম্ ॥ ১
আ তে হনূ হরিবঃ শূর শিপ্রে রুহৎসোমো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠে ।
অনু ত্বা রাজন্নর্বতো ন হিন্বন্ গীর্ভির্মদেম পুরুহূত বিশ্বে ॥ ২
চক্রং ন বৃত্তং পুরুহূত বেপতে মনো ভিয়া মে অমতোরিদদ্রিবঃ ।
রথাদধি ত্বা জরিতা সদাবৃধ কুবিন্নু স্তোষন্মঘবন্ পুরূবসুঃ ॥ ৩
এষ গ্রাবের জরিতা ত ইন্দ্রেয়র্তি বাচং বৃহদাশুষাণঃ ।
প্র সব্যেন মঘবন্যংসি রায়ঃ প্রদক্ষিণিদ্ধরিবো মা বি বেনঃ ॥ ৪
বৃষা ত্বা বৃষণং বর্ধতু দ্যৌর্বৃষা বৃষভ্যাং বহসে হরিভ্যাম্ ।
স নো বৃষরপঃ সুশিপ্র বৃষক্রতো বৃষা বজ্রিনভরে ধাঃ ॥ ৫
যো রোহিতৌ বাজিনৌ বাজিনীবান্ত্রিভিঃ শতৈঃ সচমানাবদিষ্ট ।
যূনে সমস্মৈ ক্ষিতয়ো নমন্তাং শ্রুতরথায় মরুতো দুবোয়া ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ধনদাতা ইন্দ্র কিরূপে ধন প্রদান করতে হয় তা অবগত আছেন

তিনি ধানুষ্কের ন্যায় সাহসভরে আমাদের নিকট আসুন এবং অতীব তৃষ্ণার্ত হয়ে আগ্রহ সহকারে সমর্পিত সোমরস পান করুন। ২। হে অশ্বদ্বয়সম্পন্ন বীর ইন্দ্র! সোমরস পর্বতশিখরের ন্যায় ত্বদীয় সংহারক হনুপ্রদেশে আরোহণ করুক। তুমি বিরাজিত হচ্ছ, তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; তৃণদ্বারা অশ্বগণের যেরূপ তৃপ্তি হয় আমরা যেন স্তবদ্বারা সেরূপ তোমার প্রীতি বিধান করতে পারি। ৩। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! বহুলোকে তোমাকে আহ্বান করে; ভূমিস্থিত চক্রের ন্যায় আমার হৃদয় দারিদ্র্য ভয়ে কম্পিত হচ্ছে। তুমি ঐশ্বর্যশালী ও সদা সমৃদ্ধসম্পন্ন, অতএব তোমার স্তবকারী পুরুবসু শীঘ্র বিস্তৃতভাবে রথারূঢ় তোমার স্তব করবে। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার এ স্তবকারী মহাফল সম্ভোগ করে সোমপেষক প্রস্তরের ন্যায় তোমাকে স্তব প্রদান করছে, তোমার ধন ও অশ্ব আছে, তুমি বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধন বিতরণ কর; তুমি আমার মনোরথ বিফল করো না। ৫। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এ অভীষ্টবর্ষী আকাশ তোমাকে সংবর্ধিত করুক; তুমি জলবর্ষী এবং বর্ষণ সমর্থ অশ্বগণ তোমাকে যজ্ঞস্থলে বহন করে। হে বর্ষণকারী বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার হনু অতি সুন্দর ও তোমার রথ কল্যাণ বর্ষণ করে, তুমি রণস্থলে আমাদের রক্ষা কর (১)। ৬। হে মরুৎগণ! যে তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা আমাদের দুটি লোহিত বর্ণ অশ্ব ও তিন শত ধেনু প্রদান করেছেন, সকলে যেন তাঁর পরিচর্যার্থে তাঁকে প্রণাম করে।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে 'বৃষ' শব্দের অনুপ্রাস।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং ভানুনা যততে সূর্যস্যাজুহ্বানো ঘৃতপৃষ্ঠঃ স্বঞ্চাঃ।
তস্মা অমৃধ্রা উষসো ব্যুচ্ছান্য ইন্দ্রায় সুনবামেত্যাহ ॥ ১
সমিদ্ধাগ্নির্বনবৎ স্তীর্ণবর্হির্যুক্তগ্রাবা সুতসোমো জরাতে।
গ্রাবাণো যস্যেষিরং বদন্ত্যয়দধ্বর্যুর্হবিষাব সিন্দুম্ ॥ ২
বধূরিয়ং পতিমিচ্ছন্ত্যেতি ব ঈং বহাতে মহিষীমিষিরাম্।
আস্য শ্রবস্যাদ্রথ আ চ ঘোষাৎ পুরু সহস্রা পরি বর্তয়াতে ॥ ৩
ন স রাজা ব্যথতে যস্মিন্নিন্দ্রস্তীব্রং সোমং পিবতি গোসখায়ম্।
আ সত্বনৈরজতি হন্তি বৃত্রং ক্ষেতি ক্ষিতীঃ সুভগো নাম পুষ্যান্ ॥ ৪
পুষ্যাৎ ক্ষেমে অভি যোগে ভবাত্যুভে বৃতৌ সংয়তী সং জয়াতি।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাতি য ইন্দ্রায় সুতসোমো দদাশৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যথাবিধি আহুত অগ্নিতে হব্য প্রদান করলে এ প্রদীপ্ত হয়ে সূর্যরশ্মির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; যে যজমান ইন্দ্রের হোম করে, এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, ঊষা সকল যেন তার প্রতি অনুকূল হয়ে উদিত হয়। ২। যে যজমানের অগ্নি প্রজ্বালন ও কুশাস্তরণ সম্পন্ন হয়েছে, তিনি পূজা করছেন; যিনি পাষাণোত্তোলন পূর্বক সোমরস নিঃসৃত করেছেন, তিনি স্তব করছেন, যাঁর পাষাণ সকল হতে সুমধুর শব্দ উত্থিত হচ্ছে, তিনি হব্য নিয়ে নদীতে অবগাহন করছেন। ৩। ইন্দ্রের পত্নী পতির প্রতি অনুরাগিণী হয়ে যজ্ঞে তাঁর অনুসরণ করছেন; ইন্দ্র এরূপে অনুগামিনী মহিষীকে স্বসমভিব্যহারে আনয়ন করছেন, ইন্দ্রের রথ আমাদের নিকট প্রচুর অন্ন বহন করুক; এ উচ্চ ধ্বনি করুক; এবং চারদিকে সহস্র ধন নিক্ষেপ করুক। ৪। যাঁর রাজ্যে ইন্দ্র দুগ্ধমিশ্রিত তীব্র সোমরস পান করেন, সে রাজার কোন কষ্ট হয় না, তিনি অনুচরবর্গের সঙ্গে সর্বত্র যান, শত্রু সংহার

করেন' প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং সুখ সম্ভোগ করে ইন্দ্রের নাম পোষণ করেন। ৫। যিনি সোমরস নিঃসৃত করে ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, তিনি প্রাপ্তধনের রক্ষণে ও অপ্রাপ্তধনের প্রাপ্তি বিষয়ে সমর্থ হন, তিনি বর্তমান ও নিয়ত অহোরাত্রকে জয় করেন ; তিনি সূর্য ও অগ্নি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ ছন্দ।

উরোষ্ট ইন্দ্র রাধসো বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।
অধা নো বিশ্বচর্ষণে দ্যুম্না সুক্ষত্র মংহয় ॥ ১
যদীমিন্দ্র শ্রবায্যমিষং শবিষ্ঠ দধিষে।
পপ্রথে দীর্ঘশ্রুত্তমং হিরণ্যবর্ণ দুষ্টরং ॥ ২
শুষ্মাসো যে তে অদ্রিবো মেহনা কেতসাপঃ।
উভা দেবাবভিষ্টয়ে দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজথঃ ॥ ৩
উতো নো অস্য কস্য চিদ্দক্ষস্য তব বৃত্রহন্।
অস্মভ্যং নৃম্ণমা ভরাস্মভ্যং নৃমণস্যসে ॥ ৪
নূ ত আভিরভিষ্টিভিস্তব শর্মঞ্ছতক্রতো।
ইন্দ্র স্যাম সুগোপাঃ শূর স্যাম সুগোপাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার অসীম বীরত্ব, তুমি বদান্যভাবে প্রভূত ধন দান কর, তুমি সর্বদর্শী ও উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারী, এতএব তুমি আমাদের ঐশ্বর্য প্রদান কর। ২। হে মহাবলশালী হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র! যদিও তুমি সুপ্রসিদ্ধ প্রচুর অন্নের অধিপতি, তথাপি এ নিতান্ত দুর্লভ বলে সর্বত্র কীর্তিত হয়ে থাকে। ৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! পূজনীয় এবং বিখ্যাতকর্মা মরুৎগণ তোমার বলস্বরূপ। তুমি ও তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছাবিহারী হয়ে শাসন করছ। ৪। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! আমরা তোমার উপাসনা করছি, তুমি আমাদের যে কোন ক্ষমতাশালীর ধন এনে দাও, কারণ তুমি আমাদের ধনাঢ্য করতে অভিলাষী আছ। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছ, আমরা যেন এ সকল স্তব করে শীঘ্র তোমার সুখের অংশভাগী হই; আমরা যেন তোমাদ্বারা সুরক্ষিত হই। হে বীর! তুমি আমাদের যত্নপূর্বক রক্ষা কর।

৩৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যদিন্দ্র চিত্র মেহনাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যা ভর ! ১
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনে ॥ ২
যত্তে দিৎসু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
তেন দৃড়্হা চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে ॥ ৩
মংহিষ্ঠং বো মঘোনাং রাজানং চর্ষণীনাম্।
ইন্দ্রমুপ প্রশস্তয়ে পূর্বীভির্জুজুষে গিরঃ ॥ ৪
অস্মা ইৎ কাব্যং বচ উক্থমিন্দ্রায় শংস্যম্।
তস্মা উ ব্রহ্মবাহসে গিরো বর্ধন্ত্যত্রয়ো গিরঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার রূপ অতি বিচিত্র। হে ধনাধিপতি!

মহামূল্য ধন তোমারই দেয়, অতএব তুমি এ উভয় হস্তে আমাদের প্রদান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ করে, তা আমাদের প্রদান কর আমরা যেন তোমার অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই। ৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলে তুমি আমাদের সারবান খাদ্য প্রদানে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ৪। ইন্দ্র! ধনসম্পন্ন, তোমাদের নিরতিশয় পূজনীয়, তিনি মানবগণের অধিপতি উপাসকগণ প্রাচীন স্তোত্রদ্বারা স্তব করবার জন্য তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। ৫। এ ইন্দ্রের নিকটেই কাব্য এবং বাক্য এবং উক্থসমূহ উচ্চার্য, কারণ তিনি স্তোত্রবাহক; অত্রিপুত্রগণ তাঁরই নিকটে স্তোত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও উদ্দীপিত করছেন।

৪০ সূক্ত ॥ প্রথম ৪ ঋকের দেবতা ইন্দ্র, পঞ্চমের সূর্য, অবশিষ্ট ৪ ঋকের দেবতা অত্রি। অত্রি ঋষি। উষ্ণিক্‌, ত্রিষ্টুপ্‌ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ।

আ যাহ্যদ্রিভিঃ সুতং সোমং সোমপতে পিব। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ১
বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ংসুতঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ২
বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বৃষন্নিন্দ্র বৃষভির্বৃত্রহন্তম ॥ ৩
ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাট্‌ছুষ্মী রাজা বৃত্রহা সোমপাবা।
যুক্ত্বা হরিভ্যামুপ যাসদর্বাঙ্মাধ্যন্দিনে সবনে মৎসদিন্দ্রঃ ॥ ৪
যত্ত্বা সূর্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ ॥ ৫
স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন্‌।
গূঢ়ং সূর্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥ ৬
মা মামিমং তব সন্তমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নি গারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥ ৭
গ্রাব্‌ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্যন্‌ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্‌।
অত্রিঃ সূর্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপ মায়া অঘুক্ষৎ ॥ ৮
যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্‌ ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হও। হে সোমের অধিপতি! তুমি পাষাণপিষ্ট সোমরস পান কর; তুমি মনোরথ পূর্ণ কর ও শত্রুদের সমূলে উৎপাটন কর। তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সঙ্গে এস। ২। সোম পেষক প্রস্তরগুলি বর্ষণকারী; সোম জনিত হর্ষও বর্ষণকারী; নিঃসৃত সোমরসও বর্ষণকারী। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সাথে উৎকৃষ্ট বৃত্র হন্তা (১)। ৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার বিচিত্র রক্ষার নিমিত্ত আমি সোমরস বর্ষণ করে তোমাকে আহ্বান করছি। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সাথে উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা। ৪। ইন্দ্র ঋজীষ সোমরস স্বীকার করেন, বজ্র ধারণ করেন, কামনা পূর্ণ করেন ও দ্রুত শত্রুদের আক্রমণ করেন। তিনি বলবান, অধীশ্বর, বৃত্রসংহারক ও সোমরসপায়ী। তিনি যেন রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করে আমাদের নিকট আসেন ও মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞে সোমরস পান করে উল্লসিত হন। ৫। হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল (২); নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেরূপ লক্ষিত হয়েছিল। ৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সে সকল মায়া অন্ধকার দূরে অপসারিত করেছিলে তখন অত্রি

চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক ; অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করলেন। ৭। সূর্য বলছেন, হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ, তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। ৮। তখন সে ঋত্বিক অত্রি সূর্যকে উপদেশ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের ঘর্ষণ করে এবং স্তোত্র দ্বারা দেবগণকে পূজা করে, মন্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করলেন ; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করলেন। ৯। আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করলে; অত্রি পুত্রগণ অবশেষে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নি।

টীকা ঃ ১। এখানে এবং এর পরের ঋকে বৃষা শব্দের অনুপ্রাস। ২। ৫ হতে ৯ ঋকে সূর্য গ্রহণের উল্লেখ। 'আসুরঃ স্বর্ভানুঃ' শব্দের অর্থ বলবান স্বর্গীয় দীপ্তি। পৌরাণিক কালে যখন রাহুর নাম ও গল্পটি কল্পিত হল, তখন এ 'স্বর্ভানু' শব্দ রাহুর একটি নামে পরিগণিত হল। ঋগ্বেদ সংহিতায় রাহু শব্দ নেই।

৪১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অতিজগতী, একপদা ছন্দ!

কো নু বাং মিত্রাবরুণাবৃতায়ন্দিবো বা মহঃ পার্থিবস্য বা দে।
ঋতস্য বা সদসি ত্রাসীথাং নো যজ্ঞায়তে বা পশুষো ন বাজান্ ॥ ১
তে নো মিত্রো বরুণো অর্যমায়ুরিন্দ্র ঋভুক্ষা মরুতো জুষন্ত।
নমোভির্বা যে দধতে সুবৃক্তিং স্তোমং রুদ্রায় মীড়্হুষে সজোষাঃ ॥ ২
আ বাং যেষ্ঠাশ্বিনা হুবধ্যৈ বাতস্য পত্মন্রথ্যস্য পুষ্টৌ।
উত বা দিবো অসুরায় মন্ম প্রান্ধাংসীব যজ্যবে ভরধ্বম্ ॥ ৩
প্র সক্ষণো দিব্যঃ কণ্বহোতা ত্রিতো দিবঃ সজোষা বাতো অগ্নিঃ।
পূষা ভগঃ প্রভৃথে বিশ্বভোজা আজিং ন জগমুরাশ্বশ্বতমাঃ ॥ ৪
প্র বো রয়িং যুক্তাশ্বং ভরধ্বং রায় এষেহবসে দধীত ধীঃ।
সুশেব এবৈরৌশিজস্য হোতা যে ব এবা মরুতস্তুরাণাম্ ॥ ৫
প্র বো বায়ুং রথযুজং কৃণুধ্বং প্র দেবং বিপ্রং পনিতারমর্কৈঃ।
ইষুধ্যব ঋতসাপঃ পুরন্ধীর্বস্বীর্নো অত্র পত্নীরা ধিয়ে ধুঃ ॥ ৬
উপ ব এষে বন্দ্যোভিঃ শূষৈঃ প্র যহ্বী দিবশ্চিতয়দ্ভিরর্কৈঃ।
উষাসানক্তা বিদুষীব বিশ্বমা হা বহতো মর্ত্যায় যজ্ঞম্ ॥ ৭
অভি বো অর্চে পোষ্যাবতো নৄন্বাস্তোষ্পতিং ত্বষ্টারং ররাণঃ।
ধন্যা সজোষা ধিষণা নমোভির্বনস্পতীঁরোষধী রায় এষে ॥ ৮
তুজে নস্তনে পর্বতাঃ সন্তু স্বৈতবো যে বসবো ন বীরাঃ।
পনিত আপ্ত্যো যজতঃ সদা নো বর্ধান্নঃ শংসং নর্যো অভিষ্টৌ ॥ ৯
বৃষ্ণো অস্তোষি ভূম্যস্য গর্ভং ত্রিতো নপাতমপাং সুবৃক্তি।
গৃণীতে অগ্নিরেতরী ন শূষৈঃ শোচিষ্কেশো নি রিণাতি বনা ॥ ১০
কথা মহে রুদ্রিয়ায় ব্রবাম কদ্রায়ে চিকিতুষে ভগায়।
আপ ওষধীরুত নোঽবন্তু দ্যৌর্বনা গিরয়ো বৃক্ষকেশাঃ ॥ ১১
শৃণোতু ন ঊর্জাং পতির্গিরঃ স নভস্তরীয়াঁ ইষিরঃ পরিজ্মা।
শৃণ্বন্ত্বাপঃ পুরো ন শুভ্রাঃ পরি স্রুচো ববৃহাণস্যাদ্রেঃ ॥ ১২
বিদা চিন্নু মহান্তো যে ব এবা ব্রবাম দস্মা বার্যং দধানাঃ।
বয়শ্চন সুভ্ব আবযন্তি ক্ষুভা মর্তমনুয়তং বধস্নৈঃ ॥ ১৩

আ দৈব্যানি পার্থিবানি জন্মাপশ্চাচ্ছা সুমখায় বোচম্‌ ।
বর্ধন্তাং দ্যাবো গিরশ্চন্দ্রাগ্রা উদা বর্ধন্তামভিষাতা অর্ণাঃ ॥ ১৪
পদেপদে মে জরিমা নি ধায়ি বরূত্রী বা শক্রা যা পায়ুভিশ্চ ।
সিষক্তু মাতা মহী রসা নঃ স্মৎসূরিভির্‌ঋজুহস্ত ঋজুবনিঃ ॥ ১৫
কথা দাশেম নমসা সুদানূনেবয়া মরুতো অচ্ছোক্তৌ প্রশ্রবসো মরুতো
অচ্ছোক্তৌ ।

মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধাদস্মাকং ভূদুপমাতিবনিঃ ॥ ১৬
ইতি চিন্নু প্রজায়ৈ পশুমত্যৈ দেবাসো বনতে মর্ত্যো ব আ
দেবাসো বনতে মর্ত্যো বঃ ।

অত্রা শিবাং তন্বো ধাসিমস্যা জরাং চিন্মে নির্ঋতির্জগ্রসীত ॥ ১৭
তাং বো দেবাঃ সুমতিমূর্জয়ন্তী মিষমশ্যাম বসবঃ শসা গোঃ ।
সা নঃ সুদানুর্মৃলয়ন্তী দেবী প্রতি দ্রবন্তী সুবিতায় গম্যাঃ ॥ ১৮
অভি ন ইলা যূথস্য মাতা স্মন্নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু ।
উর্বশী বা বৃহদ্দিবা গৃণানাভ্যূর্ণ্বানা প্রভৃথস্যায়োঃ ॥ ১৯
সিষক্তু ন ঊর্জব্যস্য পুষ্টেঃ ॥ ২০

অনুবাদ : ১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যাগ করতে ইচ্ছা করে কে তা সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়? তোমরা স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের যে কোন স্থানে থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং যজমান ও হব্যদাতাকে পশু ধন ও প্রদান কর। ২। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বায়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা ও মরুৎগণ এ সমস্ত দেবগণের মনোহর পাপবর্জিত স্তোত্র অতি প্রিয়। তাঁরা রুদ্রের সাথে আনন্দের অংশ ভাগী হয়ে আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দমনকারী; আমি তোমাদের রথ বায়ুবেগ দ্বারা বেগবান করবার নিমিত্ত তোমাদের আহ্বান করছি। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা যজ্ঞসাধক আকাশের অসুর রুদ্রকে স্তব ও হব্য প্রদান কর। ৪। মুনিগণ যাঁকে আহ্বান করেন, সে স্বর্গীয় হব্যবাহক ত্রিত বায়ু ও অগ্নি, স্বর্গের অধিপতি অর্থাৎ সূর্যের সাথে তুল্যরূপ আনন্দ ভাগী হয়ে এবং পূষা, ভগ ও যাঁরা বিশ্বের রক্ষাকর্তা এঁরা সকলে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আসুক, যেরূপ বেগবান অশ্বগণ সংগ্রামে বেগে ধাবিত হয়। ৫। হে মরুৎগণ! তোমরা অশ্বগণের সাথে ধন আহরণ কর। জ্ঞানী লোক ধন লাভ ও রক্ষা করবার নিমিত্ত তোমাদের স্তব করেন। উশিজের পুত্র কক্ষীবানের হোতা অত্রি যেন সে সকল বেগবান অশ্বলাভে সুখী হন যেগুলি বেগগমী এবং তোমাদেরই। ৬। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা দীপ্তিমান, বিপ্র, পূজ্য বায়ুকে এরূপে স্তব কর, যাতে তিনি রথ যোজনা করে যজ্ঞে উপস্থিত হন, ক্ষিপ্রগমনা পূজা গ্রহণকারিণী রূপসম্পন্না ও প্রশংসনীয়া দেব পত্নীগণ আমাদে যজ্ঞে আসুন। ৭। হে পরাক্রমশালী দিবা ও রাত্রি, পূজনীয় স্বর্গস্থ দেবগণের সঙ্গে আমি তোমার সু দায়ক ও অন্তরীক্ষ মন্ত্র সকলের সঙ্গে হব্য প্রদান করছি! তোমরা যেন সমস্ত অবগত হয়ে যাগার্থে যজমানের নিকট এ আন। ৮। হে বস্তুপতি ত্বষ্টা! হে ধন প্রদায়িনী ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে প্রীতিভাগিনী ধীষণা! হে বনস্পতিবর্গ! হে ওষধিগণ! আমি ধন লাভের জন্য তোমার প্রীতি সাধন পূর্বক স্তব করছি। তোমার যাগাদি কার্যের নায়ক ও বহু লোকের পোষক। ৯। বীরগণের ন্যায় জগতের সংস্থাপক মেঘ বিস্তৃত দান বিষয়ে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন, যিনি মানবগণের হিতকারী ও পূজিত, আপ্ত্য আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে সর্বদা আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করুন।

১০। আমি বর্ষণকারী, অন্তরীক্ষের গর্ভস্বরূপ এবং জলের নপ্তৃ স্বরূপ ত্রিতকে (১) মনোহর স্তুতিদ্বারা স্তব করি। যেকালে আমি যাই সেকালে অগ্নি সুখকর শিখা ধারণ করেন, আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রদীপ্ত রশ্মি হয়ে বন সকল দগ্ধ করেন। ১১। আমরা কিরূপে বলবান, রুদ্র পুত্রগণের স্তব করব, ধনলাভের জন্য সর্বজ্ঞ ভগকেই বা কোন স্তব অর্পণ করব, বারিসমূহ, ওষধিবর্গ, স্বর্গ, বন সকল ও বৃক্ষ সকল যাদের কেশস্বরূপ, সে সমস্ত পর্বত আমাদের রক্ষা করুন। ১২। আকাশগামী, সর্বব্যাপী বলের অধিপতি বায়ু, আমাদের স্তব শুনুন নগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল মহাপর্বতের চার দিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদের বাক্যে কর্ণপাত করুন। ১৩। হে পরাক্রমশালী, সুন্দর মরুৎগণ! অভিলষিত হব্য গ্রহণ করে আমরা তোমাদের যে সকল স্তব পাঠ করতে এসেছি, তা শোন ; মরুৎগণ অনুকূল ভাবে এসে এবং ক্ষোভ দ্বারা অভিভূত প্রতিকূলবর্তী মনুষ্যগণকে অস্ত্র দ্বারা বধ করে আমাদের নিকট উপস্থিত হোন। ১৪। আমি স্বর্গজ ও পৃথিবীজাত জল লাভ করবার নিমিত্ত যজ্ঞার্হ মরুৎগণের উপাসনা করছি। আমার স্তোত্র সকল সমৃদ্ধিশালী হোক ; প্রীতিদায়ক স্বর্গ সকল সমৃদ্ধি সম্পন্ন হোক, মরুৎসমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট নদী সকল যেন বারিপূর্ণ হয়। ১৫। আমি নিরন্তর স্তব করছি, যা বরুত্রীরূপে আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হবেন সকলের জননীস্বরূপ পূজনীয়া মহী আমাদের স্তব গ্রহণ করুন; প্রশস্ত ও বিচক্ষণ উপাসকগণের প্রতি প্রসন্ন হোন এবং অনুকূল হস্ত হয়ে আমাদের কল্যাণ প্রদান করুন। ১৬। আমরা কিরূপে দানশীল মরুৎগণের সমুচিত স্তব করব? কিরূপে বর্তমান স্তব দ্বারা মরুৎগণের যথাযোগ্য উপাসনা করব? বর্তমান স্তব দ্বারা সে গৌরবশালী মরুৎগণের স্তব কিরূপে সম্ভব হবে? দেব অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের অনিষ্ট না করে শত্রুদের সংহার করেন। ১৭। হে দেবগণ! মনুষ্য সন্তুতি ও পশু সকলের জন্য এরূপে নিয়ত তোমাদের উপাসনা করে; হে দেবগণ মনুষ্য তোমাদের উপাসনা করে। এ যজ্ঞে নির্ঋতি পাপ দেবতা কল্যাণকর খাদ্যদ্বারা আমার দেহ পোষণ করুন ও জরা দূর করুন। ১৮। হে দীপ্তিমান বসুগণ! আমরা যেন তোমাদের সে সুমতি ধেনু হলে বলকর ও হৃদয়পোষক খাদ্য লাভ করি। সে দানশীলা ও সুখদায়িনী দেবতা যেন আমাদের সুখের জন্য সত্বর আসেন। ১৯। গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সঙ্গে আমাদের প্রতি অনুকূল হোন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী (২) আমাদের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করে এবং যজমানকে দীপ্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত করে উপস্থিত হোন। ২০। তিনি পোষণকারী ঊর্জব্য রাজার অনুচর আমাদের পোষণ করুন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এ সূক্তের ৪ ঋকে ত্রিত অর্থে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত বায়ু করেছেন, ৯ ঋকে আপ্ত্য অর্থে সকলের প্রাপ্তব্য আদিত্য করেছেন এবং ১০ ঋকে ত্রিত অর্থে তিন স্থানে ব্যাপ্ত ত্রিবিধ অগ্নি করেছেন। 'আপ্ত্যত্রিত' সম্বন্ধে ১।৫২।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। সায়ণ উর্বশী অর্থে মধ্যমিকা বাক্ বা মনুষ্যের বাক্য করেছেন। ১।২০।১ ঋকের টীকা এবং ৪।২।১৮ ঋকের টীকা দেখুন এ সূক্তে উর্বশীর উষা অর্থ করলে সুন্দর অর্থ হয়। পুরাণে যে পুরূরবা ও উর্বশীর গল্প আছে, তার সূত্রপাত ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত পাওয়া যায়। আচার্য মক্ষমূলর বিবেচনা করেন যে, 'ইউরোপ' শব্দ উর্বশীর প্রতিরূপ এবং বৃষদ্বারা ইউরোপের হরণ সম্বন্ধীয় গ্রীক গল্প পৌরাণিক উর্বশী ও পুরূরবার গল্পের অর্থাৎ উষা ও প্রণয়ের গল্পের প্রতিরূপ।

৪২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১৭-একপদা ছন্দ।

প্র শন্তমা বরুণং দীধিতী গীর্মিত্রং ভগমদিতিং নূনমশ্যাঃ।
পৃষদ্যোনিঃ পঞ্চহোতা শৃণোত্বতূর্তপন্থা অসুরো ময়োভুঃ ॥ ১
প্রতি মে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবম্।
ব্রহ্ম প্রিয়ং দেবহিতং যদস্ত্যহং মিত্রে বরুণে যন্ময়োভু ॥ ২
উদীরয় কবিতমং কবীনামুনত্তৈনমভি মধ্বা ঘৃতেন।
স নো বসূনি প্রয়তা হিতানি চন্দ্রাণি দেবঃ সবিতা সুবাতি ॥ ৩
সমিন্দ্র ণো মনসা নেষি গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবঃ সং স্বস্তি।
সং ব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমত্যা যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ৪
দেবো ভগঃ সবিতা রায়ো অংশ ইন্দ্রো বৃত্রস্য সঞ্জিতো ধনানাম্।
ঋভুক্ষা বাজ উত বা পুরন্ধিরবন্তু নো অমৃতাসস্তুরাসঃ ॥ ৫
মরুত্বতো অপ্রতীতস্য জিষ্ণোরজূর্যতঃ প্র ব্রবামা কৃতানি।
ন তে পূর্বে মঘবন্নাপরাসো ন বীর্যং নূতনঃ কশ্চনাপ ॥ ৬
উপ স্তুহি প্রথমং রত্নধেয়ং বৃহস্পতিং সনিতারং ধনানাম্।
যঃ শংসতে স্তুবতে শম্ভবিষ্ঠঃ পুরূবসুরাগমজ্জোহুবানম্ ॥ ৭
তবোতিভিঃ সচমানা অরিষ্টা বৃহস্পতে মঘবানঃ সুবীরাঃ।
যে অশ্বদা উত বা সন্তি গোদা যে বস্ত্রদাঃ সুভগাস্তেষু রায়ঃ ॥ ৮
বিসর্মাণং কৃণুহি বিত্তমেষাং যে ভুঞ্জতে অপৃণন্তো ন উক্থৈঃ।
অপব্রতান্ প্রসবে বাবৃধানান্ ব্রহ্মদ্বিষঃ সূর্যাদ্যাবয়স্ব ॥ ৯
য ওহতে রক্ষসো দেববীতাবচক্রেভিস্তং মরুতো নি যাত।
যো বঃ শমীং শশমানস্য নিন্দাত্তুচ্ছ্যান্ কামান্ করতে সিষ্বিদান ॥ ১০
তমু ষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য ॥ ১১
দমূনসো অপসো যে সুহস্তা বৃষ্ণঃপত্নীর্নদ্যো বিভ্বতষ্টাঃ।
সরস্বতী বৃহদ্দিবোত রাকা দশস্যন্তীর্বরিবস্যন্তু শুভ্রাঃ ॥ ১২
প্র সূ মহে সুশরণায় মেধাং গিরং ভরে নব্যসীং জায়মানাম্।
য আহনা দুহিতুর্বক্ষণাসু রূপা মিনানো অকৃণোদিদং নঃ ॥ ১৩
প্র সুষ্টুতিঃ স্তনয়ন্তং রুবন্তমিলস্পতিং জরিতর্নূনমশ্যাঃ।
যো অব্দিমাঁ উদনিমাঁ ইয়র্তি প্র বিদ্যুতা রোদসী উক্ষমাণঃ ॥ ১৪
এষ স্তোমো মারুতং শর্ধো অচ্ছা রুদ্রস্য সূনূঁর্যুবন্যূঁরুদশ্যাঃ।
কামো রায়ে হবতে মা স্বস্ত্যুপ স্তুহি পৃষদশ্বাঁ অয়াসঃ ॥ ১৫
প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং বনস্পতীঁরোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ ॥ ১৬
উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ॥ ১৭
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতো গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ॥ ১৮

অনুবাদ : ১। প্রদত্ত হব্যের সহিত নিরতিশয় সুখদায়ক আমাদের স্তোত্র বরুণ, মিত্র ভগ ও অদিতির নিকট উপস্থিত হোক ; যিনি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাধক, যিনি বিবিধ বর্ণে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন ; যাঁর গতি অপ্রতিহত, যিনি অসুর ও সুখদাতা, সে বায়ু আমাদের স্তোত্র শুনুন। ২। জননী যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করেন, অদিতি সেরূপ আন্তরিক ও সুখদায়ক মদীয় স্তোত্র গ্রহণ করুন ; আমি বরুণ

ও মিত্রকে উদ্দেশ করে মনোহর, আনন্দদায়ক ও দেবগ্রাহ্য স্তোত্র প্রদান করছি। ৩। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা সর্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এ সম্মুখস্থিত অগ্নি বা সূর্যের স্তোত্রদ্বারা প্রীতি বর্ধন কর, মধুর সোমরস ও ঘৃতদ্বারা একে অভিষিক্ত কর, সে সূর্যদেব আমাদের পবিত্র হিতকর ও আনন্দদায়ক ধন প্রদান করুন। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার সাথে ধেনু প্রদান করছ; তুমি অশ্বদ্বয়াধিপতি, তুমি আমাদের জ্ঞানসম্পন্ন পুত্র সমৃদ্ধি, দেবগ্রাহ্য অন্ন ও যাগার্হ দেবগণের অনুগ্রহ প্রদান কর। ৫। দীপ্তিমান ভগ, ধনাধিপতি সূর্য ও বৃত্রনাশক ইন্দ্র, সমস্ত ধনবিজয়ী ঋভুক্ষা, বাজ ও পুরন্ধি, এ সমস্ত অমর সত্বর উপস্থিত হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। ৬। আমরা ইন্দ্রের বীরত্ব কীর্তন করছি। তাঁর জরা নেই, তিনি যুদ্ধে কখন পৃষ্ঠভঙ্গ দেন না, অথচ জয়লাভ করেন। হে ইন্দ্র! প্রাচীনগণ, তাদের পশ্চাদ্বর্তীগণ বা কোনও নব্য লোক তোমার বীরত্বলাভে সমর্থ হয় নি। ৭। প্রধান রত্নদাতা বৃহস্পতির স্তব কর। তিনি ধন সকল বিভাগ করে প্রদান করেন, তিনি স্তব-কারীকে মহাসুখ প্রদান করেন ও ধনরাশি পূর্ণ হয়ে আহ্বানকারীর নিকট উপস্থিত হন। ৮। হে বৃহস্পতি! তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা করলে, শত্রু সকল তাদের হিংসা করতে সমর্থ হয় না এবং তাদের ধনলাভ ও উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যে সকল ধনাঢ্য লোক অশ্ব, গো ও বস্ত্র দান করেন, তাদের ধন লাভ হোক। ৯। যারা স্বয়ং সুখভোগ করে, অথচ স্তোত্রদ্বারা সুখ প্রদান করে, তাদের ধন ক্ষয় কর। যারা যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে মন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করে, হে ব্রহ্মণ-স্পতি! তারা সন্ততি সম্পন্ন হলেও তুমি তাদের সূর্য হতে পৃথক কর অর্থাৎ অন্ধ-কারে নিমগ্ন কর। ১০। হে মরুৎগণ; যে ব্যক্তি রাক্ষসগণকে দেব যজ্ঞে আহ্বান করে, তোমরা চক্রহীন রথ দ্বারা তাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; যে ব্যক্তি তুচ্ছ অভি-লাষ পূর্ণ করবার জন্য স্বয়ং ঘর্মাক্ত হয় ও তোমাদের উপাসক আমার নিন্দা করে, তাকেও সেরূপ কর। ১১। যাঁর ধনুর্বাণ অতি উৎকৃষ্ট যিনি সমস্ত ঔষধের অধি-পতি, সে রুদ্রের স্তব কর, বিশিষ্ট চিত্ত শান্তির জন্য রুদ্রের উপাসনা কর, নমস্কার দ্বারা সে দীপ্তিমান অসুরের পূজা কর। ১২। বশীকৃত চিত্ত, লঘুহস্ত ঋভুগণ ও বিভুদ্বারা কৃত বর্ষণকারী ইন্দ্রের পত্নীস্বরূপ নদী সকল ও সরস্বতী ও দীপ্তিমতী রাকা সকলে সমুজ্জল ও অভীষ্টবর্ষী, আমাদের ধন প্রদান করতে অভিলাষ করুন। ১৩। আমি মহান ও রক্ষাকারী, ইন্দ্রকে হৃদয়ের সাথে নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করছি। ইন্দ্র বর্ষণকারী তিনি কন্যাস্বরূপ, পৃথিবীর হিতের নিমিত্তে নদী সকলের রূপ বিধান করে, এ জল আমাদের ব্যবহারার্থে সম্পাদন করুন। ১৪। হে উপাসক! তোমার উৎকৃষ্ট স্তব সে শব্দায়মান গর্জনকারী ইলপতি পর্জন্যের নিকট নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হোক। তিনি মেঘ সকল ধারণ করেন, তিনি বারি-বর্ষণ করেও স্বর্গ ও পৃথিবীকে বৈদ্যুলোকে আলোকিত করে গমন করেন। ১৫। রুদ্রের তরুণ পুত্র মরুৎগণের বল সমীপে আমার এ স্তোত্র সমধিকরূপে উপস্থিত হোক। ধনেচ্ছা আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করছে, বিবিধ বর্ণ অশ্বে আরোহণ করে যাঁরা যজ্ঞে গমন করেন, তাঁদের স্তব কর। ১৬। ধনের নিমিত্ত এ স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হোক। আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করে কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেন আমাদের নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন। ১৭। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ ভোগ করি। ১৮। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যা পূর্বে কেউ কখন অনুভব করে নি, যা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের ঐশ্বর্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর!

৪০ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, ১৬ একপদা ছন্দ।

আ ধেনবঃ পয়সা তূর্ণ্যর্থা অমর্ধন্তীরুপ নো যন্তু মধ্বা।
মহো রায়ে বৃহতীঃ সপ্ত বিপ্রো ময়োভুবো জরিতা জোহবীতি ॥ ১
আ সুষ্টুতী নমসা বর্তয়ধ্যৈ দ্যাবা বাজায় পৃথিবী অমৃধ্রে।
পিতা মাতা মধুবচাঃ সুহস্তা ভরে ভরে নো যশসাববিষ্টাম্ ॥ ২
অধ্বর্যবশ্চকৃবাংসো মধূনি প্র বায়বে ভরত চারু শুক্রম্।
হোতেব নঃ প্রথমঃ পাহ্যস্য দেব মধ্বো ররিমা তে মদায় ॥ ৩
দশ ক্ষিপো যুঞ্জতে বাহূ অদ্রিং সোমস্য যা শমিতারা সুহস্তা।
মধ্বো রসং সুগভস্তির্গিরিষ্ঠাং চনিশ্চদদ্দুদুহে শুক্রমংশুঃ ॥ ৪
অসাবি তে জুজুষাণায় সোমঃ ক্রত্বে দক্ষায় বৃহতে মদায়।
হরী রথে সুধুরা যোগে অর্বাগিন্দ্র প্রিয়া কৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৫
আ নো মহীমরমতিং সজোষা গ্নাং দেবীং নমসা রাতহব্যাম্।
মধোর্মদায় বৃহতীমৃতজ্ঞামাগ্নে বহ পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৬
অঞ্জন্তি যং প্রথয়ন্তো ন বিপ্রা বপাবন্তং নাগ্নিনা তপন্তঃ।
পিতুর্ন পুত্র উপসি প্রেষ্ঠ আ ঘর্মো অগ্নিমৃতয়ন্নসাদি ॥ ৭
অচ্ছা মহী বৃহতী শন্তমা গীর্দূতো ন গন্ত্বশ্বিনা হুবধ্যৈ।
ময়োভুবা সরথা যাতমর্বাগ্ গন্তং নিধিং ধুরমাণির্ন নাভিম্ ॥ ৮
প্র তব্যসো নমউক্তিং তুরস্যাহং পূষ্ণ উত বায়োরদিক্ষি।
য রাধসা চোদিতারা মতীনাং যা বাজস্য দ্রবিণোদা উত ত্মন্ । ৯
আ নামভির্মরুতো বক্ষি বিশ্বানা রূপেভির্জাতবেদো হুবানঃ।
যজ্ঞং গিরো জরিতুঃ সুষ্টুতিং চ বিশ্বে গন্ত মরুতো বিশ্ব ঊতী ॥ ১০
আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজতা গন্তু যজ্ঞম্।
হবং দেবী জুজুষাণা ঘৃতাচী শগ্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু ॥ ১১
আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাদয়ধ্বম্।
সাদদ্যোনিং দম আ দীদিবাংসং হিরণ্যবর্ণমরুষং সপেম ॥ ১২
আ ধর্ণসির্বৃহদ্দিবো ররাণো বিশ্বেভির্গন্ত্বোমভি হুবানঃ।
গ্না বসান ওষধীরমৃধ্রস্ত্রিধাতুশৃঙ্গো বৃষভো বয়োধাঃ ॥ ১৩
মাতুষ্পদে পরমে শুক্র আয়োর্বিপন্যবো রাস্পিরাসো অগ্মন্।
সুশেব্যং নমসা রাতহব্যাঃ শিশুং মৃজন্ত্যায়বো ন বাসে ॥ ১৪
বৃহদ্বয়ো বৃহতে তুভ্যমগ্নে ধিয়াজুরো মিথুনাসঃ সচন্ত।
দেবোদেবঃ শুহবো ভূতু মহ্যং মা নো মাতা পৃথিবা দুর্মতৌ ধাৎ ॥ ১৫
উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম ॥ ১৬
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন মায়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বানামৃতা সৌভগানি ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। দ্রুতগামী নদীসকল কোন অনিষ্ট উৎপাদন না করে, মধুররসের সাথে আমাদের নিকট আসুন। জ্ঞানী উপাসক বিপুল ধনের নিমিত্ত আনন্দদায়ক সপ্ত মহানদীকে আহবান করেন। ২। আমি অন্ন লাভের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট স্তব ও হব্যদ্বারা হিংসা রহিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করছি। সুপ্রসিদ্ধ পিতৃভূত স্বর্গ ও মাতৃস্বরূপ প্রিয়বাদিনী মুক্তহস্তা পৃথিবী আমাদের প্রতি যুদ্ধে রক্ষা করুন। ৩। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা মধুর হব্য প্রস্তুত করে সর্বাগ্রে

বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে প্রীত কর, দীপ্ত সোমরস প্রদান কর। হে দীপ্তিমান বায়ু! তুমি উল্লসিত হবে বলে আমরা সুমিষ্ট সোমরস প্রদান করছি। তুমি হোতার ন্যায় অন্যান্য দেবগণের পূর্বে এ আমাদের কল্যাণ নিমিত্ত পান কর। ৪। ঋত্বিকের দশটি সোমপেষক অঙ্গুলি ও সোমরস-নিঃসারণ-পটু দুটি বাহু পাষাণ গ্রহণ করছে; কুশলাঙ্গুলিযুক্ত ঋত্বিক আনন্দিত হয়ে মধুর সোম হতে শৈলজ রস দোহন করছেন এবং সোম হতে নির্মল রস নিঃসৃত হচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার কার্যে, তোমার বল বিধানার্থে ও তোমার মহোল্লাসের জন্য সোমরস সমর্পিত হয়েছে। অতএব আমরা তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি প্রিয় সুশিক্ষিত ও বিনম্র অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করে আমাদের নিকট এস। ৬। হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সুমধুর সোমপানে উল্লসিত হবার নিমিত্ত দেবগন্তব্য পথদ্বারা আমাদের নিকট গ্না দেবীকে আন। সে বলশালিনী দেবী সর্বত্র যান ও সমস্ত যজ্ঞ অবগত হন। স্তোত্রের সাথে এ দেবীকে হব্য সমর্পিত হয়। ৭। জ্ঞানী ঋত্বিকগণ যজ্ঞ কামনায় পিতৃক্রোড়ের পুত্রের ন্যায় অগ্নির উপর হব্য পাত্র স্থাপন করেছেন, বোধ হচ্ছে যেন তাঁরা একটি স্থূলকায় পশু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করেছেন। ৮। পূজনীয় মহান ও সুখদায়ক এ স্তব অশ্বিদ্বয়কে এস্থানে আহ্বান করবার নিমিত্ত দূতের ন্যায় যাক। হে সুখদায়ক অশ্বিদ্বয়! তোমরা এক রথে আরোহণ করে অর্পিত সোম সমীপে এস কারণ রথচক্রে কীল যেরূপ প্রয়োজনীয় তোমরা সেরূপ। ৯। আমি বলবান ও বেগগামী পূষা ও বায়ুর স্তব করছি। এঁরা উভয়েই ধন ও অন্নের নিমিত্ত লোকের বুদ্ধি উত্তেজিত করেন এবং উভয়েই ধন প্রদান করেন। ১০। হে সর্বভূতজ্ঞ অগ্নি! আমরা তোমার আহ্বান করছি, তুমি বিবিধ নামধারী ও বিভিন্নাকৃতি মরুদগণকে এস্থানে আন। হে অখিল মরুদগণ! তোমরা রক্ষার সাথে যজমানের যজ্ঞে, স্তোত্রে ও পূজায় উপস্থিত হও। ১১। দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হোন এবং জলবর্ষণ করে ও আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের এ সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুণ। ১২। বলবান সৃষ্টিকারক স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহমধ্যে অবস্থিত হয়ে সর্বত্র প্রভা বিস্তৃত করছেন। তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান, আমরা তার পূজা করি। ১৩। অগ্নি সকলের ধারণকর্তা অতি দীপ্তিশালী অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ঔষধি সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত। তিনি অপ্রতিহতগতি এবং লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালা সমূহে পরিব্যাপ্ত। তিনি বর্ষণকারী ও অন্নদাতা। আমরা তাঁকে আহ্বান করছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সাথে আসুন। ১৪। যজমানের হোতা প্রভৃতি হব্যপাত্রধারী ঋত্বিকগণ জননীস্বরূপ পৃথিবীর উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট স্থানে উত্তর বেদিতে গিয়েছেন লোকে জীবন বৃদ্ধির জন্য শিশুর অঙ্গ সকল যেরূপ ঘর্ষণ করে সেরূপ তারা সদ্যোজাত কোমল প্রকৃতি অগ্নিকে স্তোত্রের সাথে হব্য প্রদান পূর্বক পোষণ করেছেন। ১৫। হে অগ্নি! তুমি বলশালী, পরিণীত দম্পত্তি ধর্মকর্ম দ্বারা জীর্ণ হয়ে একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করছে (১)। আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করে কৃতার্থ হই। তাঁরা যেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধি ধারণ না করেন। ১৬। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ সম্ভোগ করি। ১৭। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্বে কেউ কখন অনুভব করে নি, যা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের ঐশ্বর্য, বীরপুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর।

টীকা: ১। এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে।

৪৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

তং প্রত্নথা পূর্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম্।
প্রতীচীনং বৃজনং দোহসে গিরাশুং জয়ন্তমনু যাসু বর্ধসে ॥ ১
শ্রিয়ে সুদৃশীরুপরস্য যাঃ স্বর্বিরোচমানঃ ককুভামচোদতে।
সুগোপা অসি ন দভায় সুক্রতো পরো মায়াভির্ঋত আস নাম তে ॥ ২
অত্যং হবিঃ সচতে সচ্চ ধাতু চারিষ্টগাতুঃ স হোতা সহোভরিঃ।
প্রসর্স্রাণো অনু বর্হির্বৃষা শিশুর্মধ্যে যুবাজরো বিস্রুহা হিতঃ ॥ ৩
প্র ব এতে সুযুজো যামন্নিষ্টয়ে নীচীরমুষ্মৈ যম্য ঋতাবৃধঃ।
সুযন্তুভিঃ সর্বশাসৈরভীশুভিঃ ক্রিবির্নামানি প্রবণে মুষায়তি ॥ ৪
সঞ্জর্ভুরাণস্তরুভিঃ সুতেগৃভং বয়াকিনং চিত্তগর্ভাসু সুস্বরুঃ।
ধারবাকেষ্বৃজুগাথ শোভসে বর্ধস্ব পত্নীরভি জীবো অধ্বরে ॥ ৫
যাদৃগেব দদৃশে তাদৃগুচ্যতে সং ছায়য়া দধিরে সিধ্রয়াপ্স্বা।
মহীমস্মভ্যমুরুষামুরু জ্রয়ো বৃহৎসুবীরমনপচ্যুতং সহঃ ॥ ৬
বেত্যগ্রুর্জনিবান্বা অতি স্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ।
ঘ্রংসং রক্ষন্তং পরি বিশ্বতো গয়মস্মাকং শর্ম বনবৎ স্বাবসুঃ ॥ ৭
জ্যায়াংসমস্য যতুনস্য কেতুন ঋষিস্বরং চরতি যাসু নাম তে।
যাদৃশ্মিন্ধায়ি তমপস্যয়া বিদদ্য স্বয়ং বহতে সো অরং করৎ ॥ ৮
সমুদ্রমাসামব তস্থে অগ্রিমা ন রিষ্যতি সবনং যস্মিন্নায়তা।
অত্রা ন হার্দি ক্রবণস্য রেজতে যত্রা মতির্বিদ্যতে পূতবন্ধনী ॥ ৯
স হি ক্ষত্রস্য মনসস্য চিত্তিভিরেবাদস্য যজতস্য সধ্রেঃ।
অবৎসারস্য স্পৃণবাম রণ্বভিঃ শবিষ্ঠং বাজং বিদুষা চিদর্ধ্যম্ ॥ ১০
শ্যেন আসামদিতিঃ কক্ষ্যো মদো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ।
সমন্যমন্যমর্থয়ন্ত্যেতবে বিদুর্বিষাণং পরিপানমন্তি তে ॥ ১১
সদাপৃণো যজতো বি দ্বিষো বধীদ্বাহুবৃক্তঃ শ্রুতাবত্তর্যো বঃ সচা।
উভা স বরা প্রত্যেতি ভাতি চ যদীং গণং ভজতে সু প্রযাবভিঃ ॥ ১২
সুতম্ভরো যজমানস্য সৎপতির্বিশ্বাসামূধঃ স ধিয়ামুদঞ্চনঃ।
ভরদ্ধেনু রসবচ্ছিশ্রিয়ে পয়োহনুব্রুবাণো অধ্যেতি ন স্বপন্ ॥ ১৩
যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি।
যো জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১৪
অগ্নির্জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তেঽগ্নির্জাগার তমু সামানি যন্তি।
অগ্নির্জাগার তময়ং সোম আহ তবাহমস্মি সখ্যে ন্যোকাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। প্রাচীন যজমানগণ, আমাদের পূর্ববর্তীগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিকগণ, যেরূপ ইন্দ্রের স্তব করে পূর্ণ মনোরথ হয়েছেন, সেরূপ তুমিও তাঁর স্তব করে পূর্ণকাম হও। তিনি দেবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কুশাসীন, সর্বজ্ঞ, আমাদের সম্মুখবর্তী, বলশালী, বেগবান ও জয়শীল ; এরূপ স্তবদ্বারা তুমি তাঁর সম্বর্ধনা করতে পারবে। ২। হে ইন্দ্র ! তুমি স্বর্গে প্রভা বিস্তার করে মানবগণের হিতের জন্য সমস্ত দিকে অবর্ষণকারী মেঘের মধ্যে যে সুন্দর জলরাশি আছে, সে সমস্ত বর্ষণ কর, তুমি সৎকর্মদ্বারা মানবগণকে রক্ষা কর, কিন্তু হিংসা কর না, তুমি শত্রুর মায়া অতিক্রম কর, তোমার নাম সত্যলোকে বিদ্যমান আছে। ৩। তিনি অগ্নি নিত্য, ফলসাধক ও বিশ্বধারক হব্য বহন করেন ; তিনি অপ্রতিহগতি, হোমনির্বাহক ও বলবিধায়ক। তিনি প্রধানতঃ কুশের উপর দিয়ে যান।

তিনি ফলবর্ষণকারী, শিশু, তরুণ, জরারহিত এবং ওষধিগণের মধ্যে স্থাপিত।
৪। যজমানের জন্য যাগবৃদ্ধিকারী এ সকল সূর্যকিরণ পরস্পর উত্তমরূপে সম্মিলিত
হয়ে যজ্ঞভূমিতে যাবার অভিলাষে অবতীর্ণ হচ্ছে, বেগগামী ও সর্বনিয়ন্তা এ সমস্ত
কিরণদ্বারা কার্য করে আদিত্য বারিরাশিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করছেন। ৫। হে
অগ্নি! তোমার স্তোত্র অতি মনোহর, যখন নিঃসৃত সোমরস কাষ্ঠময় পাত্রে গৃহীত
হয় এবং তুমি সে রস গ্রহণ করে মনোহর স্তব শ্রবণে উল্লসিত হও, সে সময়
উপাসকগণের মধ্যে তোমার বিশেষ শোভা হয়। হে জীবনদাতা! যজ্ঞে তোমার
রক্ষাকারী শিখাসকল বর্ধিত কর। ৬। দেবতা যেরূপ দৃষ্ট হন সেরূপই
বর্ণিত হন, তাঁরা জল-মধ্যে সমবেত দীপ্তি সহকারে নিজরূপ ধারণ করেন। তাঁরা
আমাদের পূজ্য ও প্রভূত ধন, মহাবেগ, অসংখ্য বীর্যশালী পুত্র ও অক্ষয় বল
প্রদান করুন। ৭। এ সর্বদর্শী অগ্রগামী সূর্য শত্রুগণের সাথে যুদ্ধাভিলাষী
হয়ে, পত্নী ঊষা সমভিব্যাহারে সাহসপূর্বক অগ্রসর হচ্ছেন। ধন তাঁরই আয়ত্তাধীন,
তিনি আমাদের উজ্জ্বল ও সর্বত্র রক্ষাকারী গৃহ ও পূর্ণ সুখ প্রদান করুন।
৮। হে দেব শ্রেষ্ঠ সূর্য বা অগ্নি! যজমান তোমার নিকট যান। তুমি উদয়াদি
লক্ষণদ্বারা পরিজ্ঞাত হও ঋষিগণ তোমার সে সকল স্তব করেন, যা দিয়ে তোমার
নাম বর্ধিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে কামনা করেন, কার্য দ্বারা তাই লাভ
করেন এবং যিনি স্বেচ্ছায় পূজা করেন তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন।
৯। আমাদের এ সমস্ত স্তবের মধ্যে প্রধান স্তোত্রগুলি সমুদ্র তুল্য সূর্যের নিকট
উপস্থিত হয়। যে যজ্ঞগৃহে তাঁর স্তোত্র সকল বিস্তীর্ণ হয় তার ক্ষয় হয় না। যে
স্থানে পবিত্র সূর্যের প্রতি চিত্ত সমর্পিত হয়, সেখানে উপাসকের হৃদয়গত অভিলাষ
বিফল হয় না। ১০। তিনি নিশ্চয় সকলের স্তুত্য। এস আমরা ক্ষত্র, মনস,
অবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার নামক ঋষিগণ জ্ঞানী-ভোগ্য বলকর অন্ন, মনোহর
চিন্তাদ্বারা পূর্ণ করি। ১১। বিশ্ববার, যজত ও মায়ী এ তিন ঋষির সোমরস-
জনিত মত্ততা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, অদিতির ন্যায় বিস্তৃত এবং কক্ষা
পূরক। তাঁরা সোমপান করবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করছেন ও প্রচুর
পান করে অতিরিক্ত মত্ততা লাভ করছেন। ১২। সদাপৃণ, যজত, বাহুবৃক্ত,
শ্রুতবিৎ ও তর্য এ পঞ্চঋষি তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুসংহার করুন।
ঋষি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ কামনা সকল লাভ করে দীপ্তিমান
হন, কারণ তিনি সুমিশ্রিত হব্য ও স্তোত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের উপাসনা করেন।
১৩। সস্তভরযজ্ঞের যজমানের হোতা হয়ে সমস্ত যজ্ঞকার্য ঊর্ধ্বে উন্নীত করছেন।
ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করছে ঐ দুগ্ধ বিতরিত হচ্ছে, এ সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা
করে অবৎসার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক অধ্যয়ন করছেন। ১৪। যে দেব সর্বদা
জাগরিত থাকেন, ঋক সকল তাঁকে কামনা করে। যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন
সামগান সকল তাঁকে প্রাপ্ত হয় যে দেব সর্বদা জাগরিত থাকেন, এ সোম তাঁকে
এ কথা বলে। হে অগ্নি! আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি।
১৫। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও ঋক সকল তাঁকে কামনা করে। অগ্নি নিয়ত
বিনিদ্র থাকেন ও সামগান সকল তাঁকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও এ
সোম তাকে এ কথা বলে। হে দেব! আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি।

৪৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণদেবতা। অত্রিবংশীয় সদাপৃণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিদা দিবো বিষ্যন্নদ্রিমুক্থৈরায়ত্যা উষসো অর্চিনো গুঃ।
অপাবৃত ব্রজিনীরুৎস্বর্গাদ্বি দুরো মানুষীর্দেব আবঃ ॥ ১

বি সূর্যো অমতিং ন শ্রিয়ং সাদোর্বাদ্গবাং মাতা জানতী গাৎ।
ধন্বর্ণসো নদ্যঃ খাদো অর্ণাঃ স্থূণেব সুমিতা দৃংহত দ্যৌঃ ॥ ২
অস্মা উক্থায় পর্বতস্য গর্ভো মহীনাং জনুষে পূর্ব্যায়।
বি পর্বতো জিহীত সাধত দ্যৌরাবিবাসন্তো দসয়ন্ত ভূম ॥ ৩
সূক্তেভির্বো বাচোভির্দেবজুষ্টৈরিন্দ্রা ন্বগ্নী অবসে হুবধ্যৈ।
উক্থেভির্হি ষ্মা কবয়ঃ সুযজ্ঞা আবিবাসন্তো মরুতো যজন্তি ॥ ৪
এতো ন্বদ্য সুধ্যো ভবাম প্রদুচ্ছুনা মিনবামা বরীয়ঃ।
আরে দ্বেষাংসি সনুতর্দধামায়াম প্রাঞ্চো যজমানমচ্ছ ॥ ৫
এতা ধিয়ং কৃণবামা সখায়োঽপ যা মাতা ঋণুত ব্রজং গোঃ।
যয়া মনুর্বিশিশিপ্রং জিগায় যয়া বণিগ্‌বঙ্কুরাপা পুরীষম্ ॥ ৬
অনূনোদত্র হস্তয়তো অদ্রিরার্চন্যেন দশ মাসো নবগ্বাঃ।
ঋতং যতী সরমা গা অবিন্দদ্বিশ্বানি সত্যাঙ্গিরাশ্চকার ॥ ৭
বিশ্বে অস্যা ব্যুষি মাহিনায়াঃ সং যদ্গোভিরঙ্গিরসো নবন্ত।
উৎস আসাং পরমে সধস্থ ঋতস্য পথা সরমা বিদদ্গাঃ ॥ ৮
আ সূর্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং যদস্যোর্বিয়া দীর্ঘযাথে।
রঘুঃ শ্যেনঃ পতয়দন্ধো অচ্ছা যুবা কবির্দীদয়দ্গোষু গচ্ছন্ ॥ ৯
আ সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণোঽযুক্ত যদ্ধরিতো বীতপৃষ্ঠাঃ।
উদ্না ন নাবমনয়ন্ত ধীরা আশৃণ্বতীরাপো অর্বাগতিষ্ঠন্ ॥ ১০
ধিয়ং বো অপ্সু দধিষে স্বর্ষাং যযাতরন্দশ মাসে নবগ্বাঃ।
অয়া ধিয়া স্যাম দেবগোপা অয়া ধিয়া তুতুর্যামাত্যংহঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। অঙ্গিরাগণ স্তব করাতে ইন্দ্র স্বর্গ হতে বজ্র নিক্ষেপ করে নিগূঢ় ধেনুগণের পুনরুদ্ধার করেছেন। আগমনী ঊষার রশ্মি সকল সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। সূর্যদেব রাশীকৃত তমোনাশ করে উদিত হয়েছেন এবং মানবগণের গৃহের দ্বার সকল উন্মুক্ত করেছেন। ২। পদার্থ সকল যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, সূর্য সে প্রকার নিজ দীপ্তি বিস্তার করছেন। কিরণ জালের জননী স্বরূপ ঊষা সূর্যের আগমন উৎপেক্ষা করে বিস্তৃত অন্তরীক্ষ হতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। কূলংকষা নদী সকল প্রবহমান বারিরাশির সাথে প্রবাহিত হচ্ছে। সুঘটিত স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। ৩। মহাস্তুতি সকলের প্রাচীন রচয়িতার ন্যায় যেকালে আমি স্তব করছি, মেঘের গর্ভস্থিত বারিরাশি আমার উপর পতিত হচ্ছে; মেঘ হতে জল পতিত হচ্ছে, আকাশ নিজ কার্য সাধন করছে। যত্ন সহকারে উপাসনাকারী অঙ্গিরাগণ ধর্মকর্মানুষ্ঠান করে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হচ্ছেন। ৪। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমি পরিত্রাণের জন্য দেবসেবায় উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদের আহ্বান করছি। বস্তুতঃ সম্যক প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মরুদগণের ন্যায় কর্ম তৎপর পরিচর্যাকারী জ্ঞানিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাদের উপসনা করেন। ৫। অদ্য শীঘ্র এস। আমরা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করি, শত্রুগণের উন্মূলন করি, প্রচ্ছন্ন শত্রুদের দূরীভূত করি এবং সত্বর যজমানের অভিমুখে গমন করি। ৬। হে বন্ধুগণ! এস, আমরা সে স্তোত্র পাঠ করি, যা দিয়ে অপহৃত ধেনুগণের গোষ্ঠ উদঘাটিত হয়েছিল, যা দিয়ে মনু বিশিশিপ্রকে (১) জয় করেছিলেন যা দিয়ে বণিকের ন্যায় কক্ষীবান জলেচ্ছায় বনে গিয়ে জল লাভ করেছিলেন। ৭। এ যজ্ঞে ঋত্বিগগণের হস্তদ্বারা সঞ্চালিত পাষাণ খণ্ড হতে শব্দ উত্থিত হচ্ছে যা দিয়ে নবগ্ব ও দশগ্বগণ ইন্দ্রের পূজা করেছিলেন, যে কালে সরমা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে ধেনুগণকে দেখতে

পেলেন এবং অঙ্গিরার সমস্ত স্তবাদি কর্ম সফল হল। ৮। এ পূজনীয় উষার উদয়ে যখন অঙ্গিরাগণ লব্ধ ধেনুগণের সাথে মিলিত হলেন, তখন সে উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভার উপযুক্ত দুগ্ধস্রাব হতে লাগল ; কারণ সরমা ধেনুগণকে সত্যপথে দেখতে পেলেন। ৯। সপ্ত অশ্বের অধিপতি সূর্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হোন, কারণ তাকে আয়াসসাধ্য পথ দ্বারা একটি সুদূরবর্তী গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হতে হবে, তিনি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হয়ে প্রদত্ত হবোর উদ্দেশে অবতরণ করছেন, স্থিরযৌবন ও দূরদর্শী সে দেব নিজ রশ্মি মধ্যে অবস্থান করে প্রভা বিস্তার করছেন। ১০। সূর্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করেছেন; তিনি উজ্জ্বল পৃষ্ঠ অশ্বগণের উপর আরোহণ করেই জ্ঞানী উপাসকগণ পোতের ন্যায় তাঁকে জলের উপর দিয়ে আকর্ষণ করেছেন। বারিরাশি তাঁর আদেশ শ্রবণ করে অবনত হয়েছে। ১১। হে দেবগণ! আমি জলের জন্য তোমাদের সর্বদায়ক স্তোত্র পাঠ করছি, যা দিয়ে নবগ্বগণ দশমাস সাধ্য যাগ সম্পাদন করেছেন। আমরা যেন এ স্তব পাঠ করে দেবগণের রক্ষণীয় হই এবং পাপের সীমা অতিক্রম করি।

টীকা : ১। 'মনুর্বিশিশিপ্রং বিগতহনুং শত্রুং জিগায় জিতবান, যথা মনুঃ সর্বন্য মন্ত্রেন্দ্রো বিশিশিপ্রো বৃত্রঃ।' সায়ণ। আর্য মনু শিপ্রহীন বর্বরদের জয় করেছিলেন, এ অর্থই সঙ্গত।

৪৬ সূক্ত। প্রথম ৩ ঋকের দেবতা বিশ্বদেবগণ, শেষ ২ ঋকের দেবতা দেবপত্নীগণ। অত্রিবংশীয় প্রতিক্ষত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হয়ো ন বিদ্বাঁ অযুজি স্বয়ং ধুরি তাং বহামি প্রতরণীমবস্যুবম্।
নাস্যা বশ্মি বিমুচং নাবৃতং পুনর্বিদ্বান্ পথঃ পুর এত ঋজু নেষতি। ১
অগ্ন ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবাঃ শর্ধঃ প্রযন্ত মারুতোত বিষ্ণো।
উভা নাসত্যা রুদ্রো অধ গ্নাঃ পূষা ভগঃ সরস্বতী জুষন্ত। ২
ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু শংসং সবিতারমূতয়ে। ৩
উত নো বিষ্ণুরুত বাতো অস্রিধো দ্রবিণোদা উত সোমো ময়স্করৎ।
উত ঋভব উত রায়ে নো অশ্বিনোত ত্বষ্টোত বিভ্বানু মংসতে। ৪
উত ত্যন্নো মারুতং শর্ধ আ গমদ্দিবিক্ষয়ং যজতং বর্হিরাসদে।
বৃহস্পতিঃ শর্ম পূষোত নো যমদ্বরূথ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা। ৫
উত ত্যে নঃ পর্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্।
ভগো বিভক্তা শবসাবসা গমদুরুব্যচা অদিতিঃ শ্রোতু মে হবম্। ৬
দেবানাং পত্নীরুশতীরবন্তু নঃ প্রাবন্তু নস্তুজয়ে বাজসাতয়ে।
যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম যচ্ছত। ৭
উত গ্না ব্যন্তু দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্যগ্নায্যশ্বিনী রাট্।
আরোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যন্তু দেবীর্য ঋতুর্জনীনাম্। ৮

অনুবাদ : ১। জ্ঞানী প্রতিক্ষত্র শকটে অশ্বের ন্যায় আপনাকে যজ্ঞভারে নিয়োজিত করেছেন। আমি হোতা সে অলৌকিক, রক্ষাবিধায়ক ভার বহন করছি। আমি এ ভার বহন হতে মুক্তিলাভ করতে ইচ্ছা করি না। বার বার এ ভার আমা প্রতি

সমর্পিত হয় এরূপও অভিলাষ করি না। মার্গাভিজ্ঞ বিদ্বানই অগ্রসর হয়ে সরল পথ দিয়ে মনুষ্যগণকে নিয়ে যান। ২। হে অগ্নি ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবগণ! তোমরা আমাদের বল প্রদান কর। অথবা মরুদগণ বা বিষ্ণু এ প্রদান করুন। নাসত্যদ্বয় রুদ্র, দেবগণের পত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী যেন আমাদের পূজায় প্রসন্ন হন। ৩। আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য পৃথিবী, স্বর্গ, মরুদগণ, মেঘ সকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করছি। ৪। বিষ্ণু অথবা অহিংসাকারী বায়ু বা ধনদাতা সোম আমাদের সুখ প্রদান করুন এবং ঋভুগণ, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা কিংবা বিভ্বা আমাদের ঐশ্বর্য প্রদান করতে অনুকূল হোন। ৫। পূজনীয়, স্বর্গনিবাসী মরুৎগণ কুশের উপর উপবেশন করবার নিমিত্ত আমাদের নিকট আসুন এবং বৃহস্পতি, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের সমস্ত গৃহস্থ সুখ প্রদান করুন। ৬। উৎকৃষ্টস্তবার্হ পর্বত সকল ও দানশীল নদীগণ আমাদের রক্ষা করুন, ধনদাতা দেব ভগ অন্ন ও রক্ষার সঙ্গে আসুন, সর্বব্যাপিনী অদিতি যেন আমার এ স্তব শ্রবণ করেন। ৭। দেবপত্নীগণ আমাদের স্তব কামনা করে আমাদের রক্ষা করুন, তাঁরা আমাদের এরূপে রক্ষা করুন, যেন আমরা বলবান পুত্র ও প্রচুর অন্ন লাভ করতে পারি। হে দেবীগণ! তোমরা পৃথিবীতে থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থেকে জলের উপর তত্ত্বাবধান কর, আমরা তোমাদের হৃদয়ের সাথে আহ্বান করছি, তোমরা আমাদের সুখ প্রদান কর। ৮। দেবগণের ভার্যা, দেবীগণ হব্য ভোজন করুন। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী এঁরা প্রত্যেকে আমাদের স্তোত্র শুনুন। দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; দেবপত্নীগণের মধ্যে যারা ঋতু সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তারা স্তোত্র শ্রবণ ও হব্য ভক্ষণ করুন।

৪৭ সূক্ত ।। বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিবথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রযুঞ্জতী দিব এতি ব্রুবাণা মহী মাতা দুহিতুর্বোধয়ন্তী।
আবিবাসন্তী যুবতির্মনীষা পিতৃভ্য আ সদনে জোহুবানা ।। ১
অজিরাসস্তদপ ঈয়মানা আতস্থিবাংসো অমৃতস্য নাভিম্।
অনন্তাস উরবো বিশ্বতঃ সীং পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি পন্থাঃ ।। ২
উক্ষা সমুদ্রো অরুষঃ সুপর্ণঃ পূর্বস্য যোনিং পিতুরা বিবেশ।
মধ্যে দিবো নিহিতঃ পৃশ্নিরশ্মা বি চক্রমে রজসস্পাত্যন্তৌ ।। ৩
চত্বার ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়ন্তো দশ গর্ভং চরসে ধাপয়ন্তে।
ত্রিধাতবঃ পরমা অস্য গাবো দিবশ্চরন্তি পরি সদ্যো অন্তান্ ।। ৪
ইদং বপুর্নিবচনং জনাসশ্চরন্তি যন্নদ্যস্তস্থুরাপঃ।
দ্বে যদীং বিভৃতো মাতুরন্যে ইহেহ জাতে যম্যা সবন্ধু ।। ৫
বি তন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।
উপপ্রক্ষে বৃষণো মোদমানা দিবস্পথা বধ্বো যন্ত্যচ্ছ ।। ৬
তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শং যোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্।
অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় ।। ৭

অনুবাদ: ১। পরিচর্যাকারিণী, নিত্যতরুণী, পূজনীয়া ও পূজিতা উষা আহূত হয়ে শক্তিমতী জননীর ন্যায় কন্যাস্বরূপ পৃথিবীর চৈতন্য বিধানপূর্বক মানবগণকে কার্যে প্রবর্তিত করে স্বর্গ হতে রক্ষাকারী দেবগণের সাথে যাগ-গৃহে আসছেন।

২। অসীম ও সর্বব্যাপী রশ্মিসকল প্রকাশনরূপ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে অমর সূর্যমণ্ডলের সাথে একত্র অবস্থানপূর্বক স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে। ৩। জলবর্ষণকারী, দেবগণের আনন্দবিধায়ক; দীপ্তিমান ও দ্রুতগামী রথ জনকস্বরূপ পূর্বদিকে প্রবেশ করেছে, পশ্চাৎ স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ ও সর্বব্যাপী সূর্য অন্তরীক্ষের উভয় প্রান্তে অগ্রসর হচ্ছেন এবং জগৎ রক্ষা করছেন। ৪। চারজন ঋত্বিক নিজ কল্যাণ কামনা করে তাঁর পুষ্টিসাধন করছেন, দশ দিক নিজ গর্ভজাত তাঁকে দৈনিক গতি সম্পাদনার্থে প্রেরণ করছে, তাঁর ত্রিবিধ রশ্মি অন্তরীক্ষের সীমা সকল দ্রুত পরিভ্রমণ করছে। ৫। হে ঋত্বিকগণ। এ সম্মুখস্থিত সূর্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ। এ হতেই নদী সকল প্রবাহিত হয় এবং এতেই বারিরাশি অবস্থান করে। একে অন্তরীক্ষ ও তুল্যবল ও পরস্পর সম্বন্ধ দিবা ও রাত্রি উভয়ে এবং এ হতে উৎপন্ন অন্যান্য ঋতুগণ সর্বত্র ধারণ করে রয়েছে। ৬। এরই জন্য যজমানগণ স্তোত্র ও যজ্ঞ বিস্তার করেন, পুত্রস্বরূপ এঁরাই নিমিত্ত মাতৃগণ উষা বা দিক সকল বস্ত্ররূপ কিরণ প্রস্তুত করেন, বর্ষণকারী সূর্যের সম্পর্কে হৃষ্ট হয়ে পত্নীস্বরূপ রশ্মিসমূহ আকাশ পথ দিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। ৭। হে মিত্র ও বরুণ! এ স্তোত্র গ্রহণ কর, হে অগ্নি! আমাদের বিমিশ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ সুখের উপায়ভূত এ স্তব গ্রহণ কর; আমরা যেন স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করি। দীপ্তিমান, শক্তিমান ও জগতের আশ্রয়ভূত সূর্যকে নমস্কার।

৪৮ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিভানু ঋষি। জগতী ছন্দ।

কদু প্রিয়ায় ধাম্নে মনামহে স্বক্ষত্রায় স্বযশসে মহে বয়ম্।
আমেন্যস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি মায়িনী ॥ ১
তা অত্নত বয়ুনং বীরবক্ষণং সমান্যা বৃতয়া বিশ্বমা রজঃ।
অপো অপাচীরপরা অপেজতে প্র পূর্বাভিস্তিরতে দেবয়ুর্জনঃ ॥ ২
আ গ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমা জিঘর্তি মায়িনি।
শতং বা যস্য প্রচরন্ত্স্বে দমে সংবর্তয়ন্তো বি চ বর্তয়ন্নহা ॥ ৩
তামস্য রীতিং পরশোরিব প্রত্যনীকমখ্যং ভুজে অস্য বর্পসঃ।
সচা যদি পিতুমন্তমিব ক্ষয়ং রত্নং দধাতি ভবহূতয়ে বিশে ॥ ৪
স জিহ্বয়া চতুরনীক ঋঞ্জতে চারু বসানো বরুণো যতন্নরিম্।
ন তস্য বিদ্ম পুরুষত্বতা বয়ং যতো ভগঃ সবিতা দাতি বার্যম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। কখন আমরা সকলের প্রিয় ও পূজনীয় সে বৈদ্যুত তেজের পূজা করব? যা স্বাধীন বল ও যা নিজ অন্নে অন্নবান? যখন আচ্ছাদনকারী আগ্নেয় শক্তি অপরিমেয় হয়ে পরিমাণযোগ্য অন্তরীক্ষে মেঘ সকলের উপর বারিবর্ষণ করে। ২। এ সমস্ত উষা ঋত্বিকগণের গ্রহণীয় জ্ঞান বিস্তার করছে এবং অখিল জগৎকে এক প্রকার ব্যাপক দীপ্তিদ্বারা ব্যাপ্ত করছে। ধার্মিক লোক অতীত ও ভবিষ্যৎ উষা সকলকে অগ্রাহ্য করে পুরোবর্তী উষা সকল দ্বারা স্বীয় বৃদ্ধির উন্নতি সাধন করছেন। ৩। ইন্দ্র অহোরাত্র প্রদত্ত হব্যদ্বারা উত্তেজিত হয়ে মায়াবী বৃত্রের নিমিত্ত নিজ মহাবজ্র সুতীক্ষ্ণ করছেন; ইন্দ্ররূপী আদিত্যের মত শত রশ্মি দিন সকলকে নিবর্তিত ও প্রবর্তিত করে নিজ গৃহস্বরূপ আকাশে বিচরণ করছে। ৪। আমি পরশুর ন্যায় অগ্নির ব্যবহার দেখছি, আমি ভোগার্থের সে রূপবান আদিত্যের কিরণসমূহ কীর্তন করছি। কারণ সে দেব সহায় হয়ে যজ্ঞস্থলে

আহ্বানকারী যজমানকে অন্নপূর্ণ গৃহ ও রত্ন প্রদান করেন। ৫। সে অগ্নি রমণীয় তেজ ধারণপূর্বক অন্ধকার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করে চারিদিকে জিহ্বার ন্যায় শিখা বিস্তার করে যজ্ঞে যান। আমরা তাঁর পুরুষত্ব অবগত নাহি; কারণ এ ভগ, সবিতা বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন।

৪৯ সূক্ত॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিপ্রভ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবং বো অদ্য সবিতারমেষে ভগং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ।
আ বাং নরা পুরুভুজা ববৃত্যাং দিবেদিবে চিদশ্বিনা সখীয়ন্ ॥ ১
প্রতি প্রয়াণমসুরস্য বিদ্বান্ত্সূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য।
উপ ব্রুবীত নমসা বিজানঞ্জ্যেষ্ঠং চ রত্নং বিভজন্তমায়োঃ ॥ ২
অদত্রয়া দয়তে বার্যাণি পূষা ভগো অদিতির্বস্ত উস্রঃ।
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্বরুণো মিত্রো অগ্নিরহানি ভদ্রা জনয়ন্ত দস্মাঃ ॥ ৩
তন্নো অনর্বা সবিতা বরূথং তৎসিন্ধব ইষয়ন্তো অনু গ্মন্।
উপ যদ্বোচে অধ্বরস্য হোতা রায়ঃ স্যাম পতয়ো বাজরত্নাঃ ॥ ৪
প্র যে বসুভ্য ঈবদা নমো দুর্যে মিত্রে বরুণে সূক্তবাচঃ।
অবৈত্বভ্বং কৃণুতা বরীয়ো দিবস্পৃথিব্যোরবসা মদেম ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। হে যজমানগণ! অদ্য আমি তোমাদের জন্য মানবগণের মধ্যে ধন বিতরণকারী দেব সবিতা ও ভগের সম্মুখবর্তী হয়েছি। হে অধিনায়কভূত বহুভোগকারী অশ্বিদ্বয়! আমি বন্ধুত্বকামনা করে প্রত্যহ তোমাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করছি। ২। অসুর সবিতার উপস্থিতি অবগত হয়ে পবিত্র স্তোত্রদ্বারা তাঁর উপাসনা কর। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন বিতরণ করেন, এ ঘোষণা করে শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্তব কর। ৩। পূষা, ভগ ও অদিতি বরণীয় অন্নদান করেন। উগ্র সূর্য তেজ দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করছেন। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি সুখদায়ক দিবসের উৎপত্তি বিধান করেন। ৪। অনিন্দ্যনীয় সবিতা আমাদের অভিমত ধন প্রদান করুন, প্রবাহিত নদী সকল আমাদের নিকট এ আনার নিমিত্ত বেগবতী হোক। সে জন্য যজ্ঞের হোতা হয়ে আমি এ সমস্ত স্তোত্র পাঠ করছি। আমরা যেন অন্ন ও বিবিধ ধনের অধিপতি হই। ৫। যারা বসুগণের নিকট অন্নস্বরূপ পশু বলি প্রদান করেছেন ও যাঁরা মিত্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের যেন অতুল ঐশ্বর্য হয়। হে দেবগণ! তাঁদের প্রচুর সুখ প্রদান কর এবং আমরা যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর রক্ষা লাভ করে আনন্দিত হই।

৫০ সূক্ত॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য স্বস্তি ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মর্তো বুরীত সখ্যম্।
বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে ॥ ১
তে তে দেব নেতর্যে চেমাঁ অনুশসে।
তে রায়া তে হ্যা পৃচে সচেমহি সচথ্যৈঃ ॥ ২
অতো ন আ নৄনতিথীনতঃ পত্নীর্দশস্যত।
আরে বিশ্বং পথেষ্ঠাং দ্বিষো যুযোতু যূযুবিঃ ॥ ৩

যত্র বহ্নিরভিহিতো দুদ্রবদ্দ্রোণ্যঃ পশুঃ ।
নৃমণা বীরপস্ত্যোহর্ণা ধীরেব সনিতা ॥ ৪
এষ তে দেব নেতা রথস্পতিঃ শং রয়িঃ ।
শং রায়ে শং স্বস্তয় ইষঃ স্তুতো মনামহে দেবস্তুতো মনামহে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। প্রত্যেক মনুষ্য দীপ্তিমান ও নেতা সূর্যের সখ্য প্রার্থনা করুন। প্রত্যেক মনুষ্য তাঁর নিকট ধন কামনা করুন। তিনি যেন পুত্র-পৌত্রাদির পোষণার্থে ধন কামনা করেন। ২। হে দীপ্তিমান নেতা! এ সকল পূজক ও যাঁরা অন্য দেবগণের পূজা করেন, সকলেই তোমার উপাসক; আমাদের সকলেরই যেন ঐশ্বর্য ও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়। ৩। অতএব আমাদের অতিথি নেতা দেবগণকে এবং দেব পত্নীগণকে পূজা কর। দীপ্তিমান পৃথককর্তা দেবগণ যেন আমাদের বিদ্বেষকারী ও শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন। ৪। যখন যজ্ঞে যাগবহনকারী যূপাহ পশু যূপকাষ্ঠের নিকট নীত হয়, সবিতা যজমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হয়ে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ন্যায় গৃহ, অপত্য ও ধন প্রদান করেন। ৫। হে নেতা দীপ্তিমান সবিতা! তোমার এ ধনপূর্ণ রক্ষাকারী রথ আমাদের সুখ বিধান করুক। পূজিত সবিতার উপাসক আমরা ধন, সুখ ও কল্যাণের নিমিত্ত তাঁর স্তব করছি। দেবগণের উপাসক আমরা তাঁদের স্তব করছি।

৫১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। স্বস্তি ঋষি। গায়ত্রী, উষ্ণীক্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে সুতস্য পীতয়ে বিশ্বৈরূমেভিরা গহি। দেবেভির্হব্যদাতয়ে ॥ ১
ঋতধীতয় আ গত সত্যধর্মাণো অধ্বরম্। অগ্নেঃ পিবত জিহ্বয়া ॥ ২
বিপ্রেভির্বিপ্র সন্ত্য প্রাতর্যাবভিরা গহি। দেবেভিঃ সোমপীতয়ে ॥ ৩
অয়ং সোমশ্চমূ সুতোঽমত্রে পরি ষিচ্যতে। প্রিয় ইন্দ্রায় বায়বে ॥ ৪
বায়বা যাহি বীতয়ে জুষাণো হব্যদাতয়ে। পিবা সুতস্যান্ধসো অভি প্রয়ঃ ॥ ৫
ইন্দ্রশ্চ বায়বেষাং সুতানাং পীতিমর্হথঃ। তাঞ্জুষেথামরেপসাবভি প্রয়ঃ ॥ ৬
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
নিম্নং ন যন্তি সিন্ধবোঽভি প্রয়ঃ ॥ ৭
সজূর্বিশ্বেভির্দেবেভিরশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥ ৮
সজূ মিত্রাবরুণাভ্যাং সজূঃ সোমেন বিষ্ণুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥ ৯
সজূরাদিত্যৈর্বসুভিঃ সজূরিন্দ্রেণ বায়ুনা।
আ যাহ্যগ্নে অত্রিবৎ সুতে রণ ॥ ১০
স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতনা ॥ ১১
স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহে সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ১২
বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥ ১৩
স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ১৪

স্বস্তি পন্থামনু চরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি সোমপান করবার নিমিত্ত অখিল রক্ষাকারী দেবগণের সাথে যজমানের নিকট এস। ২। শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত, সত্যধারক দেবগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস এবং অগ্নির জিহ্বাদ্বারা হব্য পান কর। ৩। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নি! তুমি জ্ঞানী ও প্রাতরুত্থানশীল দেবগণের সাথে সোমপানার্থে এস। ৪। ইন্দ্র ও বায়ুর প্রিয় পাত্রের উপর নিঃসৃত এ সোমরস দ্বারা পাত্র পরিপূর্ণ হচ্ছে। ৫। হে বায়ু! তুমি হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হয়ে হব্য ভোজন ও নিষিক্ত সোমরস পান করবার নিমিত্ত এস। ৬। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! তোমাদের এ নিষিক্ত সোমরস পান করা কর্তব্য। হে সদয় দেবগণ! অনুগ্রহপূর্বক এ পান কর এবং হব্যের উদ্দেশে এস। ৭। দধিমিশ্রিত সোমরস সকল ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে সমর্পিত হয়েছে। নদী সকল যেরূপ নিম্নদেশে গমন করে, সেরূপ প্রদত্ত সোমরসও তোমাদের অভিমুখে যাচ্ছে। ৮। হে অগ্নি! অখিল দেবগণ, অশ্বিদ্বয় ও উষার সাথে এস এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেছিলে, সেরূপ নিষিক্ত সোমপান করে আনন্দিত হও। ৯। হে অগ্নি! মিত্র, বরুণ, সোম ও বিষ্ণুর সাথে এস এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করে সেরূপ আনন্দিত হও। ১০। হে অগ্নি! আদিত্য, বসুগণ, ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে এস এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করে সেরূপ আনন্দিত হও। ১১। অশ্বিদ্বয় আমাদের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। ভগ ও দেবী অদিতি আমাদের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহত প্রভাব অসুর পূষা আমাদের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গল করুন। ১২। আমরা কল্যাণ কামনা করে বায়ু ও জগৎরক্ষক সোমের স্তব করছি। আমরা মঙ্গল কামনায় সমস্ত দেবগণের সাথে বৃহস্পতির স্তব করছি। আদিত্যগণ আমাদের কল্যাণবিধান করুন। ১৩। অদ্য সমস্ত দেবগণ কল্যাণবিধানার্থে আমাদের রক্ষা করুন, মানবগণের হিতকারী গৃহদাতা অগ্নি কল্যাণবিধাণার্থে আমাদের রক্ষা করুন। দীপ্তিমান ঋভুগণ কল্যাণবিধানার্থে আমাদের রক্ষা করুন, রুদ্র কল্যাণবিধানার্থে আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ১৪। হে মিত্র ও বরুণ! আমাদের মঙ্গল কর। হে পথ্যা রেবতী! আমাদের মঙ্গল কর। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের মঙ্গল কর। হে অদিতি! আমাদের মঙ্গল কর। ১৫। আমরা যেন সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্বিঘ্নে আমাদের পথে বিচরণ করি। আমরা যেন উপকার পরিশোধকারী, কৃতজ্ঞ ও অসন্দিগ্ধচিত্ত বন্ধুগণের সাথে মিলিত হই

৫২ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র শ্যাবাশ্ব ধৃষ্ণুযার্চা মরুদ্ভিঋক্বভিঃ।
যে অদ্রোঘমনুষ্বধং শ্রবো মদন্তি যজ্ঞিয়াঃ ॥ ১
তে হি স্থিরস্য শবসঃ সখায়ঃ সন্তি ধৃষ্ণুয়া।
তে যামন্না ধৃষদ্বিনস্ত্মনা পান্তি শাশ্বতঃ ॥ ২
তে স্পন্দ্রাসো নোক্ষণোঽতি ষ্কন্দন্তি শর্বরীঃ।
মরুতামধা মহো দিবি ক্ষমা চ মন্মহে ॥ ৩
মরুৎসু বো দধীমহি স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া।
বিশ্বে যে মানুষা যুগা পান্তি মর্ত্যং রিষঃ ॥ ৪

অর্হন্তো যে সুদানবো নরো অসামিশবসঃ ।
প্র যজ্ঞং যজ্ঞিয়েভ্যো দিবো অর্চা মরুদ্ভ্যঃ ॥ ৫
আ রুক্মৈরা যুধা নর ঋষ্বা ঋষ্টীরসৃক্ষত ।
অন্বেনাঁ অহ বিদ্যুতো মরুতো জজ্ঝতীরিব ভানুরর্ত ত্মনা দিবঃ ॥ ৬
যে বাবৃধন্ত পার্থিবা য উরাবন্তরিক্ষ আ ।
বৃজনে বা নদীনাং সধস্থে বা মহো দিবঃ ॥ ৭
শর্ধো মারুতমুচ্ছংস সত্যশবসমৃভ্বসম্ ।
উত স্ম তে শুভে নরঃ প্র স্যন্দ্রা যুজত ত্মনা ॥ ৮
উত স্ম তে পরুষ্ণ্যামূর্ণা বসত শুন্ধ্যবঃ ।
উত পব্যা রথানামদ্রিং ভিন্দন্ত্যোজসা ॥ ৯
আপথয়ো বিপথয়োঽন্তস্পথা অনুপথাঃ ।
এতেভির্মহ্যং নামভির্যজ্ঞং বিষ্টার ওহতে ॥ ১০
অধা নরো ন্যোহতেঽধা নিযুত ওহতে ।
অধা পারাবতা ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা ॥ ১১
ছন্দঃস্তুভঃ কুভন্যব উৎসমা কীরিণো নৃতুঃ ।
তে মে কে চিন্ন তায়ব ঊমা আসন্দৃশি ত্বিষে ॥ ১২
যে ঋষ্বা ঋষ্টিবিদ্যুতঃ কবয়ঃ সন্তি বেধসঃ ।
তমৃষে মারুতং গণং নমস্যা রময়া গিরা ॥ ১৩
অচ্ছ ঋষে মারুতং গণং দানা মিত্রং ন যোষণা ।
দিবো বা ধৃষ্ণব ওজসা স্তুতা ধীভিরিষণ্যত ॥ ১৪
নূ মন্বান এষাং দেবাঁ অচ্ছা ন বক্ষণা ।
দানা সচেত সূরিভির্যামশ্রুতেভিরঞ্জিভিঃ ॥ ১৫
প্র যে মে বন্ধ্বেষে গাং বোচন্ত সূরয়ঃ পৃশ্নিং বোচন্তে মাতরম্ ।
অধা পিতরমিষ্মিণং রুদ্রং বোচন্ত শিক্বসঃ ॥ ১৬
সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দদুঃ ।
যমুনায়ামধি শ্রুতমুদ্রাধো গব্যং মৃজে নি রাধো অশ্ব্যং মৃজে ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। হে শ্যাবাশ্ব! তুমি অধ্যবসায় সহকারে স্তবার্হ মরুৎগণের পূজা কর ; তাঁরা পূজনীয় এবং প্রত্যহ প্রদত্ত নির্দোষ হব্য লাভ করে আনন্দ প্রকাশ করেন। ২। তাঁরা সুদৃঢ় শক্তির অবিচলিত বন্ধু, তাঁরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে পথে পরিভ্রমণ করে স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের অসংখ্য পুত্র, ভৃত্যাদিকে রক্ষা করুন। ৩। গমনশীল ও জলবর্ষণকারী মরুৎগণ রাতসমূহ অতিক্রম করে সর্বত্র বিচরণ করেন। অতএব সম্প্রতি আমরা মরুৎগণের স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত শক্তির স্তব করছি। ৪। অধ্যবসায় সহকারে মরুৎগণের স্তব কর ও তাঁদের হব্য প্রদান কর ; কারণ তাঁরা সমস্ত মর্ত্যযুগে নশ্বর উপাসককে বিঘ্ন হতে রক্ষা করেন। ৫। পূজনীয়, দানশীল, যজ্ঞের নেতা ও সমধিক বলশালী, স্বর্গীয় মরুৎগণকে যজ্ঞসাধন হব্য প্রদান কর। ৬। বৃষ্টির নেতা ও বলশালী মরুৎগণ সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রদ্বারা দীপ্তি পাচ্ছেন এবং বিদ্যুৎরূপ ঋষ্টি (১) নিক্ষেপ করছেন। তড়িৎগণও গর্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁদের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান মরুৎগণের প্রভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বেগে নিঃসৃত হয়। ৭। মরুৎগণ, পৃথিবী ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তাঁরা নদীবেগে ও বিস্তৃত স্বর্গ সমষ্টিতে বৃদ্ধিলাভ করেন। ৮। সত্যবল ও অতি প্রবৃদ্ধ মরুৎশক্তির স্তব কর, বারিবর্ষণকারী মরুৎগণ ইতস্ততঃ বিচরণ

করে স্বেচ্ছানুসারে আমাদের হিতার্থে শ্রম স্বীকার করেন। ৯। মরুৎগণ পরুষ্ণী নামক নদীতে অবস্থান করেন ও সকলের পবিত্রতা বিধান করে দীপ্তিদ্বারা আপনাদের আচ্ছাদিত করেন; তাঁরা বলপূর্বক রথচক্র দ্বারা অদ্রি সকলকে বিদীর্ণ করেন। ১০। যে সকল মরুৎ আমাদের অভিমুখবর্তী পথে বিচরণ করেন, অথবা যাঁরা নানাদিকে যান, কিংবা যাঁরা গিরিগুহা মধ্যে অবস্থান করেন বা যাঁরা অনুকূল পথগামী, সে সকল মরুৎ বিস্তৃত হয়ে আমার কল্যাণার্থে হব্য স্বীকার করেন। ১১। কখন নেতাগণ জগৎ রক্ষা করছেন। কখন একত্র মিলিত হয়ে তাঁরা জগৎ ধারণ করে আছেন, কখন বা তাঁরা দূরদেশবর্তী হয়ে গ্রহতারা সেনাদের ধারণ করেন; এ প্রকারে তাঁদের বিবিধ মূর্তি প্রকাশিত হোক। ১২। ছন্দোবন্ধে স্তবকারিগণ জলার্থী হয়ে মরুৎগণের স্তব করে গোতমের পানার্থে একটি কূপ প্রস্তুত করার জন্য তাঁদের এনেছিলেন (২); তন্মধ্যে কতকগুলি মরুৎ তস্করের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলেন এবং কতকগুলি প্রাণরূপে শরীরের দীপ্তি সাধন করেছিলেন। ১৩। হে ঋষি শ্যাবাশ্ব! তুমি মনোহর বাক্যে সে মরুৎগণের স্তব কর। তাঁরা দর্শনীয়, অস্ত্র সংসর্গে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানসম্পন্ন ও তাবৎ পদার্থের সৃষ্টিকারক। ১৪। হে ঋষি! তুমি হব্য ও স্তোত্র সহকারে আদিত্যের ন্যায় মরুৎগণের নিকট উপস্থিত হও। শক্তিদ্বারা বিশ্বের পরাভবকারী মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ বা অন্য কোন প্রদেশ হতে এস, আমরা তোমাদের স্তব করছি। ১৫। উপাসক যেন ব্যগ্রতা সহকারে তাঁদের স্তব করেও অন্য দেবতাকে নিজ সম্মুখে আনতে অভিলাষী না হয়ে, সে জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণের নিকটে আপনাদের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করেন; কারণ দ্রুতগমনের জন্য প্রসিদ্ধ সে মরুৎগণ পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৬। আমি তাদের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী মরুৎগণ আমাকে এ উত্তর দিয়েছেন; তাঁরা বলেছেন পৃশ্নি তাদের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলেছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁদের জনক। ১৭। সপ্ত সপ্ত জন শক্তিমান মরুৎ এক এক জনে আমাকে এক শত করে প্রদান করুন (৩); আমি যেন যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি; আমি যেন অশ্বধন লাভ করি (৪)।

টীকা: ১। মূলে 'ঋষ্টি' আছে 'আযুধবিশেষান্' সায়ণ। 'Javelins'—Wilson. ২। ১।৮৫।১০ ঋক্ ও টীকা দেখুন। মূলে আছে 'সপ্তমে সপ্ত শাকিনং একং একা শতা দদঃ।' এ হতেই পৌরাণিক ৪৯ মরুতের গল্পের উৎপত্তি। ৪। যমুনার তীরের গাভীসমূহ তৎকালেই প্রসিদ্ধ ছিল তা আমরা এ ঋক হতে অবগত হলাম। এরপর ৭।১৮।১৯ ঋকে যমুনার আর একবার উল্লেখ আছে এবং ১০।৭৫।৫ ঋকে উভয় গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। এ ছাড়া ঋগ্বেদে গঙ্গা বা যমুনার উল্লেখ নেই। কেবল ৬।৪৫।৩১ ঋকে গাঙ্গ্যঃ শব্দ আছে।

সূক্ত ৫৩ ॥ মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। ককুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্, সতোবৃহতী গায়ত্রী ছন্দ।

কো বেদ জানমেষাং কো বা পুরা সুম্নেষ্বাস মরুতাম্। যদ্যুযুজ্রে কিলাস্যঃ ॥ ১
ঐতান্রথেষু তস্থুষঃ কঃ শুশ্রাব কথা যযুঃ।
কস্মৈ সস্রুঃ সুদাসে অন্বাপয় ইলাভির্বৃষ্টয়ঃ সহ ॥ ২
তে ম আহুর্য আযযুরুপ দ্যুভির্বিভির্মদে।
নরো মর্যা অরেপস ইমাৎ পশ্যন্নিতি ষ্টুহি ॥ ৩
যে অঞ্জিষু যে বাশীষু স্বভানবঃ স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু। শ্রায়া রথেষু ধন্বসু ॥ ৪

যুস্মাকং স্মা রথাঁ অনু মুদে দধে মরুতো জীরদানবঃ। বৃষ্টী দ্যাবো যতীরিব ॥ ৫
আ যং নরঃ সুদানবো দদাশুষে দিবঃ কোশমচুচ্যবুঃ।
বি পর্জন্যং সৃজন্তি রোদসী অনু ধন্বনা যন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥ ৬
ততৃদানাঃ সিন্ধবঃ ক্ষোদসা রজঃ প্র সস্রুর্ধেনবো যথা।
স্যন্না অশ্বা ইবাধ্বনো বিমোচনে বি যদ্বর্তন্ত এন্যঃ ॥ ৭
আ যাত মরুতো দিব আন্তরিক্ষাদমাদুত। মাব স্থাত পরাবতঃ ॥ ৮
মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমৎ।
মা বঃ পরিষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎসুম্নমস্তুঃ বঃ ॥ ৯
তং বঃ শর্ধং রথানাং ত্বেষং গণং মারুতং নব্যসীনাম্। অনু প্র যন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥ ১০
শর্ধংশর্ধং ব এষাং ব্রাতং ব্রাতং গণংগণং সুশস্তিভিঃ। অনু ক্রামেম ধীতিভিঃ ॥ ১১
কস্মা অদ্য সুজাতায় রাতহব্যায় প্র যযুঃ। এনা যামেন মরুত ॥ ১২
যেন তোকায় তনয়ায় ধান্যং বীজং বহধ্বে অক্ষিতম্।
অস্মভ্যং তদ্ধত্তন যদ্ব ঈমহে রাধো বিশ্বায়ু সৌভগম্ ॥ ১৩
অতীয়াম্ নিদস্তিরঃ স্বস্তিভির্হিত্বাবদ্যমরাতীঃ।
বৃষ্ট্বী শং যোরাপ উস্রি ভেষজং স্যাম মরুতঃ সহ ॥ ১৪
সুদেবঃ সমহাসতি সুবীরো নরো মরুতঃ স মর্ত্যঃ। যং ত্রায়ধ্বে স্যাম তে ॥ ১৫
স্তুহি ভোজান্তস্তুবতো অস্য যামনি রণন্ গাবো ন যবসে।
যতঃ পূর্বাঁ ইব সখীরনু হ্বয় গিরা গৃণীহি কামিনঃ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। পূর্বে যখন মরুৎগণ পৃষতীগণকে রথে যোজনা করেছিলেন, তখন কে এঁদের উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিল ? কেইবা এঁদের সুখের অংশভাগী ছিল ? ২। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন ? রথারূঢ় মরুৎগণকে তদ্বিষয় বলতে কে শুনেছেন ? কোন দানশীল উপাসকের উপর তাঁদের মিত্রভূত বৃষ্টি সকল বিধি অন্নের সাথে অবতরণ করবে ? ৩। যারা দীপ্তিমান অশ্বের উপর আরোহণ করে আমার নিকট হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করবার জন্য এসেছিলেন, সে সকল মরুৎ আমাকে বলেছেন। যখন আমি সে মূর্তিহীন যজ্ঞকার্যের নেতা ও মনুষ্যগণের হিতকারকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম তখন তারা আমাকে বলেছেন, হে ঋষি ! আমাদের স্তব কর। ৪। হে মরুৎগণ ! যে সকল দীপ্তি তোমাদের আভরণে, অস্ত্রে, মাল্যে ও বক্ষের সুবর্ণ আভরণে ও পদের আভরণে শোভা পাচ্ছে (১) এবং রথ ও শরাসন আশ্রয় করে বর্তমান আছে, আমরা সে সকলের স্তব করছি। ৫। হে দানশীল মরুৎগণ ! বৃষ্টিকালে সর্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদের রথ দর্শন করে আমি আনন্দ অনুভব করি। ৬। বৃষ্টির নেতা ও দানশীল মরুৎগণ হব্যদাতার নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হতে জলের ভাণ্ডার স্বরূপ মেঘ সকলকে বর্ষণ করেন ; তাঁরা স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্য বারিপূর্ণ মেঘ সকল শিথিল করেন, পশ্চাৎ জল বর্ষণকারী মরুৎগণ প্রচুর জলের সাথে সর্বত্র ব্যাপ্ত হন। ৭। হে মরুৎগণ ! মেঘ হতে বারিরাশি নিঃসৃত করলে দুগ্ধ স্রাবিণী ধেনুগণের ন্যায় সে জল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং অধ্বগমনার্থে, বিমুক্ত, দ্রুতগামী অশ্বগণের ন্যায় নদীসকল মহাবেগে সর্বত্র প্রধাবিত হয়। ৮। হে মরুৎগণ ! তোমরা স্বর্গ হতে, অন্তরীক্ষ হতে অথবা এ পৃথিবী হতে এস। দূরে অবস্থান করো না। ৯। হে মরুৎগণ ! রসা, অনিতভা ও কুভা নামক নদী সকল (২) এবং সর্বত্র গমনশীল সিন্ধু নদী তোমাদের যেন বিলম্ব উৎপাদন না করে। জলময়ী সরযু যেন তোমাদের নিরুদ্ধ করে না রাখে ; আমরা যেন তোমাদের আগমনজনিত সুখ লাভ করি। ১০। হে

মরুৎগণ ! তোমরা দীপ্তিমান ও সর্বত্র গমনশীল, বৃষ্টি সকল তোমাদের অনুগমন করে। আমি তোমাদের স্তব করছি। ১১। হে মরুৎগণ ! আমরা যেন উৎকৃষ্ট স্তোত্র ও যজ্ঞসহকারে তোমাদের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন দল ও প্রত্যেক দলের অনুসরণ করি। ১২। অদ্য মরুৎগণ এ রথে আরোহণ করে কোন সুজাত হব্যদাতার নিকট গমন করবেন ? ১৩। হে মরুৎগণ ! তোমরা যেরূপ সদয়চিত্তে পুত্র ও পৌত্রকে অক্ষয় ধান্যবীজ প্রদান কর, আমাদেরও এ সেরূপ সদয়চিত্তে প্রদান কর, কারণ আমরা তোমাদের নিকট জীবন পোষক ও সৌভাগ্যজনক ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি। ১৪। হে মরুৎগণ ! আমরা যেন সৎকর্মদ্বারা পাপ হতে অন্তর থেকে আমাদের গূঢ় ও নিন্দাকারী শত্রুগণের উপর জয়লাভ করি, তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করলে আমরা যেন বিমিশ্র সুখ, ধেনুসমূহ ও ঔষধ সকল লাভ করি। ১৫। হে পূজিত ও নেতা মরুৎগণ ! তোমরা যাঁকে রক্ষা কর তিনি দেবগণের অনুগৃহীত ও প্রশস্ত পুত্রাদিসম্পন্ন হন , আমরা যেন সে ব্যক্তির ন্যায় হতে পারি। ১৬। হে ঋষি ! তুমি স্তবকারী এ যজমানের যজ্ঞে দানশীল মরুৎগণের স্তব কর, তৃণাদি ভক্ষণার্থে গমনকারী ধেনুগণের ন্যায় তাঁরা আনন্দিত হোন, গমনকারী মরুৎগণকে পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আহ্বান কর, স্তবাভিলাষী মরুৎগণের উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা স্তব কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অঞ্জিষু বাশীষু স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু' আছে। 'In ornaments, in arms, in garlands, in breasplates, in bracelets'—Wilson. ২। এ তিনটি সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখা। কুভাকে এখন কাবুল নদী বলে। এ ঋকে যে সরযূ নদীর নাম পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় পাঞ্জাবের কোন নদী, এখনকার সরযূ নয়।

৫৪ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্, ছন্দ।

প্র শর্ধায় মারুতায় স্বভানব ইমাং বাচমনজা পর্বতচ্যুতে।
ঘর্মস্তুভে দিব আ পৃষ্ঠয়জ্বনে দ্যুম্নশ্রবসে মহি নৃম্ণমর্চত ॥ ১
প্র বো মরুতস্তবিষা উদন্যবো বয়োবৃধো অশ্বযুজঃ পরিজ্রয়ঃ।
সং বিদ্যুতা দধতি বাশতি ত্রিতঃ স্বরন্ত্যাপোঽবনা পরিজ্রয়ঃ ॥ ২
বিদ্যুন্মহসো নরো অশ্মদিদ্যবো বাতত্বিষো মরুতঃ পর্বতচ্যুতঃ।
অব্দয়া চিন্মুহুরা হ্রাদুনীবৃতঃ স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ ॥ ৩
ব্যক্তূন্ রুদ্রা ব্যহানি শিক্বসো ব্যন্তরিক্ষং বি রজাংসি ধূতয়ঃ।
বি যদজ্রাঁ অজথ নাব ইং যথা বি দুর্গাণি মরুতো নাহ রিষ্যথ ॥ ৪
তদ্বীর্যং বো মরুতো মহিত্বনং দীর্ঘং ততান সূর্যো ন যোজনম্।
এতা ন যামে অগৃভীতশোচিষোঽনশ্বদাং যন্ন্যয়াতনা গিরিম্ ॥ ৫
অভ্রাজি শর্ধো মরুতো যদর্ণসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ।
অধ স্মা নো অরমতিং সজোষসশ্চক্ষুরিব যন্তমনু নেষথা সুগম্ ॥৬
ন স জীয়তে মরুতো ন হন্যতে ন স্রেধতি ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।
নাস্য রায় উপ দস্যন্তি নোতয় ঋষিং বা যং রাজানং বা সুষূদথ ॥ ৭
নিযুত্বন্তো গ্রামজিতো যথা নরোঽর্যমণো ন মরুতঃ কবন্ধিনঃ।
পিন্বন্ত্যুৎসং যদিনাসো অস্বরন্ব্যুন্দন্তি পৃথিবীং মধ্বো অন্ধসা ॥ ৮
প্রবত্বতীয়ং পৃথিবী মরুদ্ভ্যঃ প্রবত্বতী দ্যৌর্ভবতি প্রয়দ্ভ্যঃ।
প্রবত্বতীঃ পথ্যা অন্তরিক্ষ্যাঃ প্রবত্বন্তঃ পর্বতা জীরদানবঃ ॥ ৯

যন্ময়ূতঃ সভরসঃ স্বর্ণরঃ সূর্য উদিতে মদথা দিবো নরঃ।
ন বোহশ্বাঃ শ্রথয়ন্তাহ সিস্রতঃ সদ্যো অস্যাধ্বনঃ পারমশ্নুথ ॥ ১০
অংসেষু ব ঋষ্টয়ঃ পৎসু খাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মা মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নিভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততা হিরণ্যয়ীঃ ॥ ১১
তং নাকমর্যো অগৃভীতশোচিষং রুশৎপিপ্পলং মরুতো বি ধূনুথ।
সমচ্যন্ত বৃজনাতিত্বিষন্ত যৎস্বরন্তি ঘোষং বিততমৃতায়বঃ ॥ ১২
যুষ্মাদত্তস্য মরুতো বিচেতসো রায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ।
ন যো যুচ্ছতি তিষ্যো যথা দিবো স্মে রারন্ত মরুতঃ সহস্রিণম্ ॥ ১৩
যূয়ং রয়িং মরুতঃ স্পার্হবীরং যূয়মৃষিমবথ সামবিপ্রম্।
যূয়মর্বন্তং ভরতায় বাজং যূয়ং ধত্থ রাজানং শ্রুষ্টিমন্তম্ ॥ ১৪
তদ্বো যামি দ্রবিণং সদ্য উতয়ো যেনা স্বর্ণ ততনাম নৄঁরভি।
ইদং সু মে মরুতো হর্যতা বচো যস্য তরেম তরসা শতং হিমাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। এ স্তুতিদ্বারা মরুৎ বলের প্রশংসা কর, মরুৎগণ নিজবলে বলীয়ান, পর্বতগণের উৎপাটনকারী, উত্তাপনাশক, স্বর্গ হতে আগত, পরিচিত যজ্ঞে ও প্রচুর অন্নদাতা ; তাঁদের প্রচুর হব্য প্রদান কর। ২। হে মরুৎগণ! তোমরা দীপ্তিমান, বারিবর্ষক ও অন্নবর্ধক ; তোমরা রথে অশ্ব যোজনা করে সর্বত্র গমন কর ও বিদ্যুতের সাথে মিলিত হও ; তৎকালে ত্রিত গর্জন করেন এবং সর্বব্যাপিনী বারিধারা ধরাতলে পতিত হয়। ৩। প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অস্ত্রব্যাপ্ত, দীপ্তিমান, পর্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী, সমবেত গর্জনকারী উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হচ্ছেন। ৪। হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত কর। হে শক্তিসম্পন্নগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎ সমুদয় বিক্ষিপ্ত কর। হে কম্পনবিধায়িগণ! তোমরা সমুদ্রগর্ভস্থ নৌকায় ন্যায় মেঘ সকলকে নিধূনিত কর। তোমরা শত্রুদের দুর্গ সকল বিধ্বস্ত কর, অথচ হে মরুৎগণ! তোমরা হিংসা কর না। ৫। হে মরুৎগণ! সূর্য যেরূপ বহুদূর নিজ দীপ্তি বিস্তার করেন অথবা বিচিত্রবর্ণ দেবগণের অশ্ব সকল যেরূপ দূরগামী হয়, তদ্রূপ তোমাদের সুপ্রসিদ্ধ বীর্য তোমাদের গৌরব সুদূরব্যাপ্ত করেছেন। হে অসীম দীপ্তিশালী মরুৎগণ। তোমরা বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক মেঘকে বিদীর্ণ করেছ। ৬। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ! যে কালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করে বৃষ্টিপাত কর, সেকালে তোমাদের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেরূপ পথ প্রদর্শক হয় সেরূপ তোমরা সকলে পরস্পর সমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হয়ে পথ প্রদর্শন পূর্বক আমাদের সুগম পথদ্বারা ঐশ্বর্য সমীপে নিয়ে যাও। ৭। হে মরুৎগণ! যে ঋষি বা রাজাকে তোমরা প্রবর্তিত কর, তিনি পরাজিত বা নিহত হন না। তার ক্ষয়, যন্ত্রণা ও ক্ষতি হয় না ; তাঁর ধন বা নিরাপদতার হ্রাস হয় না। ৮। নিষুৎনামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থ সকলের সংশ্লেষনাশক যাগাদি কার্যের নেতা ও আদিত্যগণের ন্যায় দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। তখন তাঁরা একাধিপত্য লাভ করেন, সেকালে তাঁরা মেঘকে জল পূর্ণ করেন এবং উচ্চৈস্বরে গর্জন করেন তাঁরা সুমধুর সারভূত জলদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন। ৯। এ পৃথিবী মরুৎগণের জন্য সুবিস্তীর্ণ হয়ে আছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমান বায়ুর জন্য অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথ সকল তার গতির নিমিত্ত বিস্তৃত আছে। তাদেরই জন্য বিস্তৃত মেঘ সকল সত্বর বারিবর্ষণ করে। ১০। হে বলশালী, নেতা স্বর্গের পথ প্রদর্শক মরুৎগণ।

সূর্য উদিত হলে যখন তোমরা সোমরস পানার্থে উল্লসিত হও, তৎকালে তোমাদের অশ্বগণ গমনে শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তোমরাও এ অখিল ত্রিভুবন মার্গের পারে উত্তীর্ণ হও। ১১। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্কন্ধদেশে অস্ত্র সকল, পাদদেশে কটক। বক্ষঃস্থলে সুবর্ণময় আভরণ এবং রথোপরি শোভমান দীপ্তি আছে। তোমাদের হস্তদ্বয়ে অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎ সকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কণকময় উষ্ণীষ (১) সকল বিস্তৃত থাকে। ১২। হে মরুৎগণ! যেকালে তোমরা আস সেকালে অপ্রতিহত দীপ্তিশালী স্বর্গ ও সমুজ্জ্বল বারিরাশি বিচলিত হতে থাকে। যখন তোমরা আমরা প্রদত্ত হব্য ভোজন করে বলশালী হও ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ কর এবং যখন তোমরা বারিবর্ষণ করতে অভিপ্রায় কর তৎকালে তোমরা ভীষণ রূপে গর্জন করতে থাক। ১৩। হে জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! রথের অধিপতি আমরা যেন তোমার দেওয়া অন্নরূপ ধনের অধিকারী হই; সূর্যের যেরূপ আকাশ হতে লয় নেই সেরূপ সে ধনের বিলয় নেই। অতএব হে মরুৎগণ! আমাদের অপরিমিত ধনদ্বারা আনন্দিত কর। ১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা ধন ও বাঞ্ছনীয় পুত্র ভৃত্যাদি প্রদান কর; তোমরা সামগায়ক ঋষিকে রক্ষা কর। আমি দেবগণের হোম করছি, তোমরা আমাকে অশ্ব ও অন্ন দান কর; তোমরা রাজাকে সমৃদ্ধশালী কর। ১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা রক্ষা করণে তৎপর বলে আমি তোমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করছি। সূর্য যেরূপ নিজ রশ্মি বহু দূরে বিস্তৃত করেন, সেরূপ সে ধন দ্বারা আমার পুত্র ভৃত্যদিগকে সুদূর ব্যাপ্ত করতে পারব। হে মরুৎগণ! তোমরা আমার এ স্তবে প্রসন্ন হও যেন এ স্তোত্রবলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করব অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকব (২)।

টীকা: ১। মূলে 'শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততাঃ হিরণ্যয়ীঃ' আছে। Golden tiaras are towering hn your heads.'—Wilson. ২। মনুষ্য পরমায়ুর সীমা শত বৎসর।

৫৫ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রযজ্যবো মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ো বৃহদ্বয়ো দধিরে রুক্মবক্ষসঃ।
ঈয়ন্তে অশ্বৈঃ সুযমেভিরাশুভিঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ১
স্বয়ং দধিধ্বে তবিষীং যথা বিদ বৃহন্মহান্ত উর্বিয়া বিরাজথ।
উতান্তরিক্ষং মমিরে ব্যোজসা শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ২
সাকং জাতাঃ সুভ্বঃ সাকমুক্ষিতাঃ শ্রিয়ে চিদা প্রতরং বাবৃধুর্নরঃ।
বিরোকিণঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৩
আভূষেণ্যং বো মরুতো মহিত্বনং দিদৃক্ষেণ্যং সূর্যস্যেব চক্ষণম্।
উতো অস্মাঁ অমৃতত্বে দধাতন শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৪
উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ।
ন বো দস্রা উপ দস্যন্তি ধেনবঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৫
যদশ্বান্ধূর্ষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং হিরণ্যয়ান্ প্রত্যৎকাঁ অমুগ্ধ্বম্।
বিশ্বা ইৎস্পৃধো মরুতো ব্যস্যথ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৬
ন পর্বতা ন নদ্যো বরন্ত বো যত্রাচিধ্বং মরুতো গচ্ছথেদু তৎ।
উত দ্যাবাপৃথিবী যাথনা পরি শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৭

যৎপূর্ব্যং মরুতো যচ্চ নূতনং যদুদ্যতে বসবো যচ্চ শস্যতে ।
বিশ্বস্য তস্য ভবথা নবেদসঃ শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৮
মৃলত নো মরুতো মা বধিষ্টনাস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্তন ।
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাতন শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত ॥ ৯
যূয়মস্মান্নয়ত বস্যো অচ্ছা নিরংহতিভ্যো মরুতো গৃণানাঃ ।
জুষধ্বং নো হব্যদাতিং যজত্রা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আভরণকারী, তাঁরা প্রভূত বল ধারণ করেন। বিনীত, দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁদের বহন করছে। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করছে। ২। হে মরুৎগণ! তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর, স্বয়ং সেরূপ বল ধারণ কর। তোমরা অসীম ও বলবান রূপে শোভা পাও ও বলদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৩। বলবান মরুৎগণ এককালে জন্মেছেন ও এককালে বর্ষণ করেন। তাঁরা শোভাসম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁরা সূর্য রশ্মির ন্যায় যাগাদি ক্রিয়ার অধিনায়ক ও দীপ্তিমান। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৪। হে মরুৎগণ! তোমাদের মহত্ত্ব, স্তবার্হ ও সূর্য মূর্তির ন্যায় দর্শনীয়। তোমরা আমাদের স্বর্গ সাধন বিষয়ে সহায়তা কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৫। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরিক্ষ হতে বারি বর্ষণ কর। হে জল সম্পন্ন! তোমরা বৃষ্টিপাত কর। হে শত্রুনাশকগণ! তোমাদের ধেনুগণ অর্থাৎ মেঘ সকল, কখনও শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৬। হে মরুৎগণ! যেকালে তোমরা রথাগ্রভাবে পৃশতী অশ্বী সকলকে যোজনা কর, সেকালে তোমরা কনকময় কবচ উন্মুক্ত কর। এরূপে তোমরা সমস্ত সংগ্রাম জয় কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৭। হে মরুৎগণ! পর্বত বা নদী সকল তোমাদের গতিরোধ না করুক। তোমরা যে কোন স্থানে যেতে অভিপ্রায় কর, তথায় গমন কর এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৮। হে মরুৎগণ! তোমাদের উদ্দেশে যে কোন যাগাদি পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে ও অধুনা হচ্ছে; হে বসুগণ! যে কোন মন্ত্রগীত হচ্ছে ও যে কোন স্তোত্র পঠিত হচ্ছে, তোমরা সে সমস্ত অবগত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে। ৯। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের অনিষ্ট বিধান না করে সুখ বিধান কর। সখ্যদ্বারা আমাদের স্তোত্রের পুরস্কার কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করছে। ১০। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের ঐশ্বর্যাভিমুখে নিয়ে যাও, আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাপ হতে আমাদের মুক্ত কর। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা আমাদের প্রদত্ত হব্য গ্রহণ কর, আমরা যেন নানাবিধ ধনের অধিপতি হই।

৫৬ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

অগ্নে শর্ধন্তমা গণং পিষ্টং রুক্মেভিরঞ্জিভিঃ ।
বিশো অদ্য মরুতামব হ্বয়ে দিবশ্চিদ্রোচনাদধি ॥ ১
যথা চিন্মন্যসে হৃদা তদিন্মে জগ্মুরাশসঃ ।
যে তে নেদিষ্ঠং হবনান্যাগমন্তান্বর্ধ ভীমসংদৃশঃ ॥ ২

মীড়্হুষ্মতীব পৃথিবী পরাহতা মদন্ত্যেত্যস্মদা।
ঋক্ষো ন বো মরুতঃ শিমীবাঁ অমো দুধ্রো গৌরিব ভীমযুঃ ॥ ৩

নি যে রিণন্ত্যোজসা বৃথা গাবো ন দুর্ধুরঃ।
অশ্মানং চিৎ স্বর্যং পর্বতং গিরিং প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ৪

উত্তিষ্ঠ নূনমেষাং স্তোমৈঃ সমুক্ষিতানাম্।
মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যং গবাং সর্গমিব হ্বয়ে ॥ ৫

যুঙ্গ্ধং হ্যরুষী রথে যুঙ্গ্ধং রথেষু রোহিতঃ।
যুঙ্গ্ধং হরী অজিরা ধুরি বোড়্হবে বহিষ্ঠা ধুরি বোড়্হবে ॥ ৬

উত স্য বাজ্যরুষস্তুবিষ্বণিরিহ স্ম ধায়ি দর্শতঃ।
মা বো যামেষু মরুতশ্চিরং করৎ প্র তং রথেষু চোদত ॥ ৭

রথং নু মারুতং বয়ং শ্রবস্যুমা হুবামহে।
আ যস্মিন্তস্থৌ সুরণানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী ॥ ৮

তং বঃ শর্ধং রথেশুভং ত্বেষং পনস্যুমা হুবে।
যস্মিন্ৎসুজাতা সুভগা মহীয়তে সচা মরুৎসু মীড়্হুষী ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! উজ্জ্বলাভরণভূষিত বিজয়ী মরুৎগণকে ডাক, দীপ্তিমান স্বর্গ হতে আমাদের অভিমুখে আসবার নিমিত্ত অদ্য আমি মরুৎগণকে আহ্বান করছি। ২। হে অগ্নি ! তুমি মনোমধ্যে যে কোনরূপে মরুৎগণের পূজা কর, তাঁরা যেন আমার নিকট উপকারকভাবে আসেন ; যাঁরা তোমার আহ্বান শ্রবণমাত্র আসেন ; ভীষণমূর্তি সে সমস্ত মরুতের হব্য প্রদান করে তৃপ্তি বর্ধন কর। ৩। পৃথিবীস্থিত লোক অন্য ব্যক্তিদ্বারা উৎপীড়িত হলে আশ্রয়লাভার্থে যেরূপ আমাদের প্রবল প্রভুর নিকট যায়, সেরূপ মরুৎসেনা উল্লসিত হয়ে আমাদের নিকট আসছে। হে মরুৎগণ ! তোমরা অগ্নির ন্যায় কর্মক্ষম ও ভীষণের ন্যায় দুর্ধর্ষ। ৪। দুর্দম্য গোসকলের ন্যায় যে মরুৎ নিজবলে অক্লেশে শত্রুসংহার করেন না, তাঁরা নিজ সঞ্চারদ্বারা প্রকাণ্ড, শব্দায়মান জলপূর্ণ মেঘ প্রেরণ করেন। ৫। হে মরুৎগণ ! তোমরা উত্থিত হও ; আমি এ সকল স্তোত্রদ্বারা বারিরাশির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, বলসম্পন্ন, অপূর্ব মরুৎগণের আহ্বান করছি। ৬। হে মরুৎগণ ! তোমরা রথে অরুষীগণকে যোজনা কর, রথসমূহে রোহিতগণকে যোজনা কর ; ভার-বহনার্থে দ্রুতগামী হরিদ্বয়কে (১) যোজনা কর ; যারা বহনকার্যে সুদক্ষ, ভারবহনার্থে তাদের যোজনা কর। ৭। হে মরুৎগণ ! রথে নিয়োজিত, দীপ্তিমান, উচ্চরবকারী ও মনোজ্ঞ সে অশ্ব তোমাদের যাত্রা বিষয়ে যেন বিলম্ব না করে। তোমরা রথস্থ সে অশ্বকে এরূপে প্রেরণ কর যাতে বিলম্ব না হয়। ৮। আমরা মরুৎগণের সে অন্নপূর্ণ রথ আহ্বান করছি, যার উপর রোদসী সুস্বাদু বারি ধারণ পূর্বক রুদ্রগণের সাথে অবস্থান করেছিলেন। ৯। হে মরুৎগণ ! আমি তোমাদের সে রথ শোভাকারী দীপ্তিমান ও স্তবার্হদলকে আহ্বান করছি, যন্মধ্যে সুজাত ও সৌভাগ্য-শালিনী মীলহুষী মরুৎগণের সাথে পূজিত হন।

টীকা ঃ ১। সূর্যের অশ্বের না অরুষ ১।৬।১। ঋকের টীকা দেখুন। অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত। ইন্দ্রের অশ্বে নাম হরি বা হরিৎ।

৫৭ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

আরুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন।
ইয়ং বো অস্মৎ প্রতি হর্যতে মতিস্তৃষ্ণজে ন দিব উৎসা উদন্যবে ॥ ১

বাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ সুধন্বান ইষুমন্তো নিষঙ্গিণঃ।
স্বশ্বাঃ স্থ সুরথাঃ পৃশ্নিমাতরঃ স্বায়ুধা মরুতো যাথনা শুভম্ ॥ ২

ধূনুথ দ্যাং পর্বতান্দাশুষে বসু নি বো বনা জিহতে যামনো ভিয়া।
কোপয়থ পৃথিবীং পৃশ্নিমাতরঃ শুভে যদুগ্রাঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বম্ ॥ ৩

বাতত্বিষো মরুতো বর্ষনির্ণিজো যমা ইব সুসদৃশঃ সুপেশসঃ।
পিশঙ্গাশ্বা অরুণাশ্বা অরেপসঃ প্রত্বক্ষসো মহিনা দ্যৌরিবোরবঃ ॥ ৪

পুরুদ্রপ্সা অঞ্জিমন্তঃ সুদানবস্ত্বেষসংদৃশো অনবভ্ররাধসঃ।
সুজাতাসো জনুষা রুক্মবক্ষসো দিবো অর্কা অমৃতং নাম ভেজিরে ॥ ৫

ঋষ্টয়ো বো মরুতো অংসয়োর ধি সহ ওজো বাহ্বোর্বো বলং হিতম্।
নৃম্ণা শীর্ষস্বায়ুধা রথেষু বো বিশ্বা বঃ শ্রীরধিতনূষু পিপিশে ॥ ৬

গোমদশ্বাবদ্রথবৎসুবীরং চন্দ্রবদ্রাধো মরুতো দদা নঃ।
প্রশস্তিং নঃ কৃণুত রুদ্রিয়াসো ভক্ষীয় বোঽবসো দৈব্যস্য ॥ ৭

হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে পরস্পর সদয়চিত্ত, সুবর্ণময় রথারূঢ়, ইন্দ্রের অনুচর রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা সুগম্য যজ্ঞে এস, আমরা তোমাদের উদ্দেশ্য করে এ স্তোত্র পাঠ করছি। তোমরা তৃষ্ণার্ত ও জলাভিলাষী গোতমের জন্য স্বর্গ হতে জল নিয়ে যেরূপ এসেছিলে আমাদের নিকটও সেরূপ এস। ২। হে সুবুদ্ধি মরুৎগণ! তোমাদের বাশী ও ঋষ্ঠি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তুণীর শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে। তোমরা অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হও। হে পৃশ্নি পুত্রগণ! আমাদের কল্যাণ বিধানার্থে এস। ৩। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষে মেঘ সকলকে বিক্ষিপ্ত কর ও হব্যদাতাকে ধন-প্রদান কর, তোমাদের আগমন ভয়ে বন সকল বিকম্পিত হয়! হে পৃশ্নিপুত্রগণ! যেকালে প্রচণ্ড মূর্তিতে তোমরা বারিবর্ষণার্থে তোমাদের অশ্বগণকে রথে যোজনা কর, সেকালে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ হয়। ৪। মরুৎগণ দীপ্তিমান, বৃষ্টিশোধক, যমজের ন্যায় তুল্যরূপে মনোজ্ঞ মূর্তি, শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ, অশ্বগণের অধিপতি, নিষ্পাপ ও শত্রুক্ষয়কারী এবং আয়তনে আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ। ৫। প্রচুর বারিবর্ষণকারী, আবরণধারী দানশীল, উজ্জ্বলমূর্তি, অক্ষয় ধনসম্পন্ন, সুজন্মা ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আভরণধারী এবং পূজনীয় মরুৎগণ স্বর্গ হতে এসে অমৃতময় হব্য লাভ করেছেন। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্কন্ধদেশে ঋষি সকল, বাহুদ্বয়ে শত্রুনাশক বল, শিরোদেশে সুবর্ণময় উষ্ণিক রথোপরি অস্ত্র সকল এবং অঙ্গ সকলে শোভা সমস্ত অবস্থিতি আছে। ৭। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের বহু গো, অশ্ব, রথ প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সাথে অন্ন প্রদান কর, হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর। আমি যেন তোমাদের স্বর্গীয় রক্ষা ভোগ করি। ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের প্রতি অনুকূল হও। তোমরা নেতা, অতুল ঐশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন প্রসিদ্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী।

৫৮ সূক্ত। মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তমু নূনং তবিষীমন্তমেষাং স্তুষে গণং মারুতং নব্যসীনাম্।
য আশ্বশ্বা অমবদ্বহন্ত উতেশিরে অমৃতস্য স্বরাজঃ ॥ ১
ত্বেষং গণং তবসং খাদিহস্তং ধুনিব্রতং মায়িনং দাতিবারম্।
ময়োভুবো যে অমিতা মহিত্বা বন্দস্ব বিপ্র তুবিরাধসো নৄন্ ॥ ২
আ বো যন্তূদবাহাসো অদ্য বৃষ্টিং যে বিশ্বে মরুতো জুনন্তি।
অয়ং যো অগ্নি মরুতঃ সমিদ্ধ এতং জুষধ্বং কবয়ো যুবানঃ ॥ ৩
যূয়ং রাজানমির্যং জনায় বিভ্বতষ্টং জনয়থা যজত্রাঃ।
যুষ্মদেতি মুষ্টিহা বাহুজূতো যুষ্মৎসদশ্বো মরুতঃ সুবীরঃ ॥ ৪
অরা ইবেদচরমা অহেব প্র প্র জায়ন্তে অকবা মহোভিঃ।
পৃশ্নেঃ পুত্রা উপমাসো রভিষ্ঠাঃ স্বয়া মত্যা মরুতঃ সং মিমিক্ষুঃ ॥ ৫
যৎপ্রায়াসিষ্ট পৃষতীভিরশ্বৈ র্বীলুপবিভি মরুতো রথেভিঃ।
ক্ষোদন্ত আপো রিণতে বনান্যবোস্রিয়ো বৃষভঃ ক্রন্দতু দ্যৌঃ ॥ ৬
প্রথিষ্ট যামন্ পৃথিবী চিদেষাং ভর্তেব গর্ভং স্বমিচ্ছবো ধুঃ।
বাতান্ হ্যশ্বান্ধুর্যাযুযুজ্রে বর্ষং স্বেদং চক্রিরে রুদ্রিয়াসঃ ॥ ৭
হয়ে নরো মরুতো মৃলতা নস্তুবীমঘাসো অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানো বৃহদ্গিরয়ো বৃহদুক্ষমাণাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অদ্য আমি দীপ্তিমান স্তবার্হ মরুৎগণের স্তব করছি ; মরুৎগণ বেগগামী অশ্বগণের অধিপতি, বলপূর্বক সর্বত্র গতিশীল, জলের অধিপতি ও নিজ প্রভাদ্বারা প্রভান্বিত। ২। হে হোতা ! তুমি দীপ্তিমান, বলশালী, বলয় মণ্ডিত হস্ত (১) কম্পনবিধায়ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও ধনদাতা মরুৎগণের পূজা কর ; যাঁরা সুখদাতা, যাঁদের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নেই, অতুলৈশ্বর্যসম্পন্ন নেতা সে সকল মরুতের বন্দনা কর। ৩। যে সমস্ত বিশ্বব্যাপী মরুৎ বৃষ্টি উৎপাদন করেন; তাঁরা বারিবহন করে অদ্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হন ; হে তরুণ ও জ্ঞান-সম্পন্ন মরুৎগণ ! তোমাদের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, তোমরা তা দিয়ে প্রীতিলাভ কর। ৪। হে পূজনীয় মরুৎগণ ! তোমরা যজমানকে দীপ্তিমান; শত্রুসংহারক ও বিভুদ্বারা গঠিত একটি পুত্র প্রদান কর। হে মরুৎগণ ! তোমাদের হতেই দৃঢ়মুষ্টি ভূজবলদ্বারা শত্রুনাশক ও অসংখ্য অশ্বের অধিপতি পুত্র উৎপন্ন হয়। ৫। রথস্থিত শত্রুর ন্যায় তোমরা কেউই তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নও, কিন্তু দিবস-সমূহের ন্যায় সকলেই পরস্পর সমান। পৃশ্নির পুত্রগণ সকলেই সমানরূপে জাত, কেউই দীপ্তি বিষয়ে নিকৃষ্ট নন ; বেগগামী মরুৎগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সম্যক্‌রূপে বারিবর্ষণ করেন। ৬। হে মরুৎগণ ! যেকালে তোমরা পৃষতী অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট দৃঢ়চক্র রথে আরোহণপূর্বক এস, সেকালে বারিরাশি পতিত হয়, বন সকল বেগবশত ভগ্ন হয় এবং সূর্যকিরণ সম্পৃক্ত বারিবর্ষণকারী পর্জন্য অধোমুখ হয়ে বৃষ্টির জন্য শব্দ করতে থাকে। ৭। এ সকল মরুতের আগমনে পৃথিবী উর্বরতা প্রাপ্ত হয়, পতি যেরূপ ভার্যার গর্ভ উৎপাদন করে, সেরূপ মরুৎগণ পৃথিবীর উপর গর্ভ স্থানীয় সলিল স্থাপিত করেন, রুদ্র পুত্রগণ বেগগামী অশ্বগণকে রথের অগ্রভাগে যোজিত করে ঘর্ম বৃষ্টি নিঃসৃত করছেন। ৮। হে মরুৎগণ ! তোমরা আমাদের প্রতি অনুকূল হও ; তোমরা নেতা, বিপুলৈশ্বর্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক; সত্যানিবন্ধন; প্রসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী।

টীকা ঃ ১। মূলে 'খাদি' আছে। খাদি পদের আভরণ (৫৪।১১) ঋকের টীকা দেখুন। এবং হস্তেরও আভরণ। অতএব খাদি অর্থে এখনকার ভাষায় মল বা বালা।

৫৯ সূক্ত ।। মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বঃ স্পলক্রন্‌ৎসুবিতায় দাবনেঽর্চা দিবে প্র পৃথিব্যা ঋতম্ভরে।
উক্ষন্তে অশ্বান্তরুষন্ত আ রজোঽনু স্বং ভানুং শ্রথয়ন্তে অর্ণবৈঃ ।। ১
অমাদেষাং ভিয়সা ভূমিরেজতি নৌর্ন পূর্ণা ক্ষরতি ব্যথির্যতী।
দূরেদৃশো যে চিতয়ন্ত এমভিরন্তর্মহে বিদথে যেতিরে নরঃ ।। ২
গবামিব শ্রিয়সে শৃঙ্গমুত্তমং সূর্যো ন চক্ষূরজসো বিসর্জনে।
অত্যা ইব সুভ্বশ্চারবঃ স্থন মর্যা ইব শ্রিয়সে চেতথা নরঃ ।। ৩
কো বো মহান্তি মহতামুদশ্নবৎকস্কাব্যা মরুতঃ কো হ পৌংস্যা।
যূয়ং হ ভূমিং কিরণং ন রেজথ প্র যদ্ভরধ্বে সুবিতায় দাবনে ।। ৪
অশ্বা ইবেদরুষাসঃ সবন্ধবঃ শূরা ইব প্রযুধঃ প্রোত যুযুধুঃ।
মর্যা ইব সুবৃধো বাবৃধুর্নরঃ সূর্যস্য চক্ষুঃ প্র মিনন্তি বৃষ্টিভিঃ ।। ৫
তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদোঽমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নিমাতরো দিবো মর্যা আ নো অচ্ছা জিগাতন ।। ৬
বয়ো ন যে শ্রেণীঃ পপ্তুরোজসান্তান্দিবো বৃহতঃ সানুনস্পরি।
অশ্বাস এষামুভয়ে যথা বিদুঃ প্র পর্বতস্য নভনূঁরচুচ্যবুঃ ।। ৭
মিমাতু দ্যৌরদিতি বীতয়ে নঃ সং দানুচিত্রা উষসো যতন্তাম্।
আচুচ্যবুর্দিব্যং কোশমেত ঋষে রুদ্রস্য মরুতো গৃণানাঃ ।। ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ! হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থে হোতা সম্যকরূপে তোমাদের স্তব করছেন। হে হোতা! তুমি দ্যুর স্তব কর, আমি পৃথিবীর স্তোত্র সম্পাদন করছি। মরুৎগণ সর্বব্যাপী বৃষ্টি পাতিত করছেন, তাঁরা অন্তরীক্ষের সর্বত্র সঞ্চরণ করছেন এবং মেঘ সকলের সাথে নিজ তেজ একত্রিত করছেন। ২। জনাকীর্ণ নৌকা জল মধ্য দিয়ে যেরূপ কম্পিতভাবে গমন করে, সেরূপ মরুৎগণের আগমনে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হতে থাকে। তাঁরা দূর হতে দৃষ্ট হয়েও গতি দ্বারা পরিজ্ঞাত হন; নেতা মরুৎগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে সমধিক হব্য ভক্ষণার্থে চেষ্টা করেন। ৩। হে মরুৎগণ! তোমরা শোভার্থে গোশৃঙ্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট কিরীট ধারণ কর, দিবসের নেত্রভূত সূর্য যেরূপ নিজ রশ্মি সকল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ তোমরা বৃষ্টি মোচনার্থে সর্বপ্রকাশক তেজধারণ কর, তোমরা অশ্বগণের ন্যায় বেগবান ও মনোহর। হে নেতা মরুদগণ! তোমরা যজমানগণের মঙ্গল বিবেচনা কর। ৪। হে মরুদগণ! পূজনীয় তোমাদের পূজা কে করতে পারবে? কে তোমাদের যথাযোগ্য স্তোত্র পাঠে সমর্থ হবে? কে তোমাদের বীরত্ব ঘোষণা করতে পারবে? কারণ তোমরা উর্বরতা বিধানার্থে বৃষ্টিপাত করলে ধরিত্রী কিরণবৎ কম্পিত হতে থাকে। ৫। অশ্বগণের ন্যায় বেগগামী দীপ্তিমান, পরস্পর স্নেহসূত্রে বন্ধ, মরুদগণ বীরগণের ন্যায় যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত আছেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের ন্যায় নেতা মরুৎগণ সমধিক শক্তিশালী হয়ে বৃষ্টিদ্বারা সূর্যের চক্ষু আবৃত করছেন। ৬। মরুৎগণের মধ্যে কেউ কেহ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নয়। শত্রুসংহারক মরুৎগণের মধ্যে কেউ মধ্যম নয়, সকলেই প্রভাব বিষয়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে

স্বজন্মা মানবগণের হিতকারী পৃশ্নিপুত্র মরুদগণ! তোমরা স্বর্গ হতে আমাদের দিকে এস। ৭। শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড্ডীন পক্ষিগণের ন্যায় তাঁরা বলপূর্বক বিস্তীর্ণ সমুন্নত নভোমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়ে অন্তরীক্ষের পর্যন্তভাগে গমন করেন। তাঁদের অশ্বগণ মেঘ হতে বৃষ্টি পাতিত করে। এ দেব ও মনুষ্য উভয়েই অবগত আছেন। ৮। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমাদের পোষণার্থে বৃষ্টি উৎপাদন করুন। নিরতিশয় দানশীল উষা সকল আমাদের কল্যাণ বিধানার্থে যত্ন করুন। হে ঋষি! এ সমস্ত রুদ্রপুত্র তোমার স্তবে প্রীত হয়ে স্বর্গীয় বৃষ্টিবর্ষণ করুক।

৬০ সূক্ত ॥ অগ্নির সহিত মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌; জগতী ছন্দ।

ঈলে অগ্নিং স্ববসং নমোভিরিহ প্রসত্তো বি চয়ৎকৃতং নঃ।
রথৈরিব প্রভরে বাজয়দ্ভিঃ প্রদক্ষিণিন্মরুতাং স্তোমমৃধ্যাম্‌। ১
আ যে তস্থুঃ পৃষতীষু শ্রুতাসু সুখেষু রুদ্রা মরুতো রথেষু।
বনা চিদুগ্রা জিহতে নি বো ভিয়া পৃথিবী চিদ্রেজতে পর্বতশ্চিৎ ॥ ২
পর্বতশ্চিন্মহি বৃদ্ধো বিভায় দিবশ্চিৎ সানু রেজত স্বনে বঃ।
যৎক্রীলথ মরুত ঋষ্টিমন্ত আপ ইব সধ্র্যঞ্চো ধবধ্বে ॥ ৩
বরা ইবেদ্রৈবতাসো হিরণ্যৈরভি স্বধাভিস্তন্বঃ পিপিশ্রে।
শ্রিয়ে শ্রেয়াংসস্তবসো রথেষু সত্রা মহাংসি চক্রিরে তনূষ ॥ ৪
অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।
যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ ॥ ৫
যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা যদ্বাবমে সুভগাসো দিবিষ্ঠ।
অতো নো রুদ্রা উত বা স্বস্যাগ্নে বিত্তাদ্ধবিষো যদ্যজাম ॥ ৬
অগ্নিশ্চ যন্মরুতো বিশ্ববেদসো দিব্যো বহধ্ব উত্তরাদধি ষ্ণুভিঃ।
তে মন্দসানা ধুনয়ো রিশাদসো বামং ধত্ত যজমানায় সুন্বতে ॥ ৭
অগ্নে মরুদ্ভিঃ শুভয়দ্ভি ঋক্বভিঃ সোমং পিব মন্দসানো গণশ্রিভিঃ।
পাবকেভি বিশ্বিমিন্বেভিরায়ুভি বৈশ্বানর প্রদিবা কেতুনা সজূঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। আমি স্তোত্রদ্বারা রক্ষাকারী অগ্নির স্তব করছি। তিনি সম্প্রতি যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে ও প্রসন্ন হয়ে সে স্তোত্র অবগত হোন। আমি অন্ন-কামনায় গন্তব্যস্থানের অভিমুখবর্তী রথ সকলের ন্যায় স্তোত্রসকল দ্বারা নিজ অভিমত সম্পাদন করছি। আমি প্রদক্ষিণ করে যেন মরুদগণের স্তোত্র বর্ধন করতে পারি। ২। হে ভীষণ রুদ্রপুত্র মরুদগণ! তোমরা প্রসিদ্ধ অশ্বগণদ্বারা আকৃষ্ট, শোভন অক্ষসমন্বিত রথে আরূঢ় হয়ে গমন কর। তোমাদের আগমনে বন সকল ভয়ে সংকুচিত হয় এবং পৃথিবী ও পর্বত ভয়ে কম্পিত হতে থাকে। ৩। হে মরুদগণ! তোমাদের শব্দে উত্তুঙ্গ মহাপর্বতও ভীত হয় এবং অন্তরীক্ষের সমুন্নত প্রদেশও কম্পিত হয়। হে অস্ত্রধারী মরুদ্‌গণ! যৎকালে তোমরা ক্রীড়া কর তৎকালে তোমরা বারিরাশির ন্যায় সকলে সমবেত হয়ে বেগে প্রধাবিত হও। ৪। ঐশ্বর্য-শালী বর যেরূপ সুবর্ণময় অলংকার ও সলিল দ্বারা (১) আপনাদের দেহ ভূষিত করে, সেরূপ এ সকল শ্রেষ্ঠ ও বলশালী মরুদগণ রথোপরি সমবেত হয়ে আপনাদের দেহের শোভা সম্পাদনার্থে সমধিক আয়োজন করছেন। ৫। এ সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাব বর্জিত হয়ে ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্ধিত হয়েছেন। নিত্যতরুণ, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী মরুদগণের পিতা

রুদ্র ও জননী দোহনযোগ্যা পৃশ্নি মরুদগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকূল করুন। ৬। হে সৌভাগ্যশালী মরুৎগণ। তোমরা স্বর্গের ঊর্ধ্ব, মধ্য, বা অধো দেশে অবস্থান কর, হে রুদ্রগণ। তথা হতে আমাদের নিকট এস। হে অগ্নি। অদ্য আমরা যে হব্য প্রদান করছি তা তুমি অবগত হও। ৭। হে সর্বজ্ঞ মরুদগণ! যেহেতু তোমরা ও অগ্নি স্বর্গের ঊর্ধ্বদেশে ও উপরিভাগে অবস্থান কর, অতএব তোমরা আমাদের স্তব ও হব্যে প্রীত হয়ে শত্রুগণকে কম্পিত ও বিনষ্ট করে হব্যদাতা যজমানকে অভিলষিত ধন প্রদান কর। ৮। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রাচীন কেতুস্বরূপ শিখাসমূহ ধারণ করে শোভমান, পূজনীয়, সমবেত পবিত্রবিধায়ক, প্রীতিদায়ক ও দীর্ঘজীবী মরুদগণের সাথে উল্লসিত হয়ে সোম পান কর।

টীকা : ১। মূলে 'স্বধাভিঃ আছে। সায়ণ উদক অর্থ করেছেন। চন্দনাদি হওয়া সম্ভব। বিবাহের সময় বরের চন্দনাদি ও সুবর্ণের অলংকার দ্বারা সজ্জা করাই সম্ভব।

৬১ সূক্ত (১) ॥ ১ হতে ৪ ঋকের ও ১১ হতে ১৬ পর্যন্ত ৬ ঋকের দেবতা মরুদগণ অন্যান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, সতোবৃহতী ছন্দ।

কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়। পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥ ১
ক্বোহশ্বাঃ ক্বাভীশবঃ কথং শেক কথা যয়। পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২
জঘনে চোদ এষাং বি সক্থানি নরো যমুঃ। পুত্রকৃথে ন জনয়ঃ ॥ ৩
পরা বীরাস এতন মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ। অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪
সনৎসাশ্ব্যং পশুমুত গব্যম্ শতাবয়ম্।
শ্যাবাশ্বস্তুতায় যা দোর্বীরায়োপবর্বৃহৎ ॥ ৫
উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী। অদেবত্রাদরাধসঃ ॥ ৬
বি যা জানাতি জসুরিং বি তৃষ্যন্তং বি কামিনম্। দেবত্রা কৃণুতে মনঃ। ৭
উত ঘা নেমো অস্তুতঃ পুমাঁ ইতি ব্রুবে পণিঃ। স বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮
উত মেহরপদ্যুবতি মমন্দুষী প্রতি শ্যাবায় বর্তনিম্।
বি রোহিতা পুরুমীড়হায় যেমতু বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ॥ ৯
যো মে ধেনূনাং শতং বৈদদশ্বি র্যথা দদৎ। তরন্ত ইব মংহনা ॥ ১০
য ঈং বহন্ত আশুভিঃ পিবন্তো মদিরং মধু। অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১
যেষাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজন্তে রথেষ্বা। দিবি রুক্ম ইবোপরি ॥ ১২
যুবা স মারুতো গণস্ত্বেষরথো অনেদ্যঃ। শুভংয়াবাপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ১৩
কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদন্তি ধূতয়ঃ। ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪
যূয়ং মর্তং বিপন্যবঃ প্রণেতার ইত্থা ধিয়া। শ্রোতারো যামহূতিষু ॥ ১৫
তে নো বসূনি কাম্যা পুরুশ্চন্দ্রা রিশাদসঃ। আ যজ্ঞিয়াসো ববৃত্তন ॥ ১৬
এতং মে স্তোমমূর্ম্যে দার্ভ্যায় পরা বহ। গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭
উত মে বীচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ। ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮
এষ ক্ষেতি রথবীতি র্মঘবা গোমতীরনু। পর্বতেষ্বপশ্রিতঃ ॥ ১৯

অনুবাদ : ১। হে শ্রেষ্ঠতম নেতাগণ! কে তোমরা সুদূরবর্তী প্রদেশ হতে এক একে উপস্থিত হয়েছ? ২। তোমাদের অশ্বগণ কোথায়? বল্গা কোথায়?

কিরূপ সামর্থ্য ? কিরূপেই বা গমন করছ ? অশ্বগণের পৃষ্ঠদেশ আস্তরণ ও নাসিকাদ্বয়ে বন্ধনরজ্জু দাক্ষিত হচ্ছে। ৩। অশ্বগণের জঘন দেশে কশাঘাত হচ্ছে, তারা যন্ত্র তাড়িত হয়ে প্রসবোন্মুখী নারীর ন্যায় উরু বিবৃত করছে। ৪। হে মর্ত্যগণের হিতকারী সুজন্মা, শত্রুনাশক বীরগণ ! তোমরা অগ্নিসম্মত তাম্রাদির ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হচ্ছে। ৫। শ্যাবাশ্ব যাঁর স্তব করছেন, সে বীর তরন্তকে যিনি ভুজপাশে বন্ধন করেছেন, সে তরন্তের মহিষী শশীয়সী আমাকে অশ্ব, গো ও শত মেষাত্মক পশুযূথ প্রদান করেছেন। ৬। যে পুরুষ দেবগণের আরাধনা ও ধন দান না করে, শশীয়সী সেরূপ পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ৭। কারণ তিনি ব্যথিত, তৃষ্ণার্ত ও ধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের প্রতি মনোযোগী হন এবং দেবগণের প্রতি নিজ চিত্ত সমর্পণ করেন। ৮। আমি শশীয়সীর অর্ধাঙ্গভূত পুরুষ তরন্তের স্তব করলেও বলছি, যে তাঁর সমুচিত স্তব হচ্ছে না কারণ তিনি দান বিষয়ে সকল সময়েই একবিধ। ৯। যুবতী শশীয়সী উল্লসিত চিত্তে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, এবং তদ্দত্ত দুটি লোহিত বর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী, বিজ্ঞ পুরুমীল্হের নিকট বহন করেছিল। ১০। বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীল্হ আমাকে ধেনুশত ও তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করেছেন। ১১। যে সকল মরুৎ বেগগামী অশ্বে আরূঢ় হয়ে হর্ষবিধায়ক সোমরস পান করতে করতে এস্থানে এসেছেন, তাঁরা সম্প্রতি এস্থলে বিবিধ স্তব গ্রহণ করেছেন। ১২। যে সকল মরুতের দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যাঁরা উপরিস্থিত স্বর্গে প্রদীপ্ত রথোপরি বিশেষরূপে শোভা পাচ্ছেন। ১৩। সে মরুদগণ নিত্যতরুণ, সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, অনিন্দ্য শোভনরূপে গমনকারী ও অপ্রতিহত গতি। ১৪। জল বর্ষণার্থে জাত, নিষ্পাপ, শত্রুগণের কম্পনাবিধায়ক, মরুৎগণ যে স্থানে উল্লসিত হন, মরুদগণের সে স্থান কোন ব্যক্তি অবগত আছে ? ১৫। হে স্তবপ্রিয় মরুদগণ ! যে ব্যক্তি এরূপ স্তুতি কর্মদ্বারা তোমাদের প্রসন্ন করে, তোমরা সে ব্যক্তিকে অভিমত স্বর্গাদি স্থানে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যাও। যজ্ঞে আহবান করলে তোমরা সে আহবান শোন। ১৬। হে শত্রুসংহারক, পূজনীয়, অতুলৈশ্বর্যশালী মরুদগণ। তোমরা আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ১৭। হে রাত্রি ! তুমি আমার নিকট হতে দর্ভপুত্র রথবীতির নিকট মরুৎকৃত এ সময় মরুৎস্তুতি বহন কর। হে দেবি ! রথী যেরূপ রথোপরি বিবিধ বস্তু স্থাপন করে গন্তব্য স্থানে সে সকল বহন করে, সেরূপ তুমি আমার এ সকল স্তব বহন কর। ১৮। সোমযাগ সম্পন্ন হলে, তুমি আমার হয়ে রথবীতিকে এ নিবেদন কর, যে তাঁর কন্যার প্রতি আমার প্রণয় কিছু বিচলিত হয় নি। ১৯। এ ঐশ্বর্যশালী রথবীতি গোমতী তীরে (২) বাস করেন এবং পর্বতের প্রান্তভা তাঁর গৃহ অবস্থিত আছে।

টীকা ঃ ১। সায়াণাচার্য বলেন, একটি প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করে এ স্তোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্যে বরণ করেছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করে স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সাথে তার বিবাহ দেবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করলেন। রাজা তাতে সম্মত হয়ে নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী আপত্তি করলেন। তখন শ্যাবাশ্ব ভিক্ষার্থে পর্যটন করতে করতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হলেন, শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে নিয়ে পতি সমীপে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে সমুচিত অতিথি সৎকার করলেন। শ্যাবাশ্ব তথা হতে গমন কালে পথিমধ্যে মরুদগণের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয়চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁদের

স্তব করতে লাগলেন। মরুদগণ তুষ্ট হয়ে তাকে ঋষি বলে স্বীকার করলেন। তখন রথবীতি ও তাঁর মহিষী শ্যাবাশ্বের সাথে রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন। ২। সিন্ধু নদীর পশ্চিম দিকের (কাবুল প্রদেশের) একটি শাখা, এক্ষণে তাহার নাম গোমাল। সরযু নদী সম্বন্ধে ৫।৫৩।৯ ঋকের টীকা দেখুন। বহুকাল পরে, আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে গমন করলেন। যখন কোশল প্রদেশে অধিনিবেশ স্থাপন করলেন সে প্রদেশের নদীগুলিকেও 'সরযু' নদী নাম দিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সরযু ও গোমতী সিন্ধু এক নয়।

৬২ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্রুতবিদ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ॥ ১
তৎসু বাং মিত্রাবরুণা মহিত্বমীর্মা তস্থুষীরহভির্দুদুহ্রে।
বিশ্বাঃ পিন্বথঃ স্বসরস্য ধেনা অনু বামেকঃ পবিরা ববর্ত ॥ ২
অধারয়তং পৃথিবীমুত দ্যাং মিত্ররাজানা বরুণা মহোভিঃ।
বর্ধয়তমোষধীঃ পিন্বতং গা অব বৃষ্টিং সৃজতং জীরদানূ ॥ ৩
আ বামশ্বাসঃ সুযুজো বহন্তু যতরশ্ময় উপ যন্ত্বর্বাক্।
ঘৃতস্য নির্ণিগনু বর্ততে বামুপ সিন্ধবঃ প্রদিবি ক্ষরন্তি ॥ ৪
অনু শ্রুতামমতিং বর্ধদুর্বীং বর্হিরিব যজুষা রক্ষমাণা।
নমস্বন্তা ধৃতদক্ষাধি গর্তে মিত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ ॥ ৫
অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ।
রাজানা ক্ষত্রমহৃণীয়মানা সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ সহ দ্বৌ ॥ ৬
হিরণ্যনির্ণিগয়ো অস্য স্থূণা বি ভ্রাজতে দিব্যশ্বাজনীব।
ভদ্রে ক্ষেত্রে নিমিতা তিল্বিলে বা সনেম মধ্বো অধিগর্ত্যস্য ॥ ৭
হিরণ্যরূপমুষসো ব্যুষ্টাবয়ঃস্থূণমুদিতা সূর্যস্য।
আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তমতশ্চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ ॥ ৮
যদ্বংহিষ্ঠং নাতিবিধে সুদানূ অচ্ছিদ্রং শর্ম ভুবনস্য গোপা।
তেন নো মিত্রাবরুণাববিষ্টং সিষাসন্তো জিগীবাংসঃ স্যাম ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। আমি তোমাদের আবাসভূত, ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত, ধ্রুব ও ঋত সূর্যমণ্ডল দর্শন করেছি। সে স্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রদ্বারা বিমুক্ত করেন। সে স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হয়ে অবস্থিতি করে। দেবমূর্তিসমূহের মধ্যে সে এক শ্রেষ্ঠ মূর্তি আমি দেখেছি। ২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের এ মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যা দিয়ে নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য দৈনিকগতি সাহায্যে বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করেছেন। তোমরা স্বয়ং ভ্রমণকারী সূর্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তি সকল বর্ধিত করছ। তোমাদের উভয়ের একমাত্র রথ নিরন্তর পরিভ্রমণ করছে। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃগণ তোমাদের অনুগ্রহে রাজপদ লাভ করে। তোমরা নিজ সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করে আছ। হে ক্ষিপ্রদানকারিগণ! তোমরা ওষধি সকল ও ধেনুগণকে বর্ধিত কর এবং বৃষ্টিবর্ষণ কর। ৪। হে মিত্র ও বরুণ! অনায়াসে রথে যোজিত তোমাদের অশ্বগণ তোমাদের বহন করুক ও রশ্মিদ্বারা সুসংযত হয়ে অবতরণ করুক। বারিরাশি মূর্তিধারণ করে তোমাদের অনুসরণ করছে এবং প্রাচীন নদী সকল

তোমাদের অনুগ্রহে প্রবাহিত হচ্ছে। ৫। হে অন্নসম্পন্ন বলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা সুপ্রসিদ্ধ শরীর দীপ্তি বর্ধিত করে এবং মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ রক্ষিত হয় সেরূপ পৃথিবীকে রক্ষা করে, যজ্ঞভূমির মধ্যস্থিত রথের উপর আরোহণ কর। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা যজ্ঞভূমিতে যে যজমানকে রক্ষা কর, শোভন স্তুতিকারী সে যজমানের প্রতি দানশীল হও ও তাকে রক্ষা কর। কারণ তোমরা উভয়ে রাজা ও ক্রোধবিহীন হয়ে ধন ও সহস্র স্তম্ভ সমন্বিত সৌধ (১) ধারণ কর। ৭। এঁদের রথ সুবর্ণ নির্মিত ও কীলকাদি হেমময়। এ রথ বিদ্যুতের ন্যায় অন্তরীক্ষে শোভা পায়। আমরা যেন কল্যাণকর স্থানে অথবা যূপযষ্টিসমন্বিত যজ্ঞভূমিতে রথোপরি সোমরস স্থাপন করতে পারি। ৮। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ ঘটিত রথে আরোহণ কর এবং সেখান হতে অদিতি ও দিতিকে (২) অবলোকন কর। ৯। হে দানশীল ও বিশ্বরক্ষক মিত্র ও বরুণ! যে সুখের কোন ব্যাঘাত নেই সেরূপ নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ তোমরাই প্রদান করতে সমর্থ। তোমরা আমাদের সেরূপ সুখ প্রদান কর, আমরা যেন অভিলক্ষিত ধন লাভ করি ও শত্রুবিজয়ী হই।

টীকা : ১। 'মূলে সহস্রস্থূনং' আছে। 'অনেকাবষ্টকস্তম্ভোপেতং সৌধাদিরূপং গৃহং।' সায়ণ। এখানে অনেক স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। মূলে 'অদিতিং দিতিং চ' আছে এ অদিতি ও দিতি শব্দের নানা রূপ অর্থ করা হয়েছে। সায়ণ অদিতি অর্থে অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা প্রজাদি করেছেন। মহীধর (শুক্লযজুঃ ১০।১৬) অদিতি অর্থে অদীন বিহিতানুষ্ঠাতা অর্থাৎ পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে দীন নাস্তিকাদি পাপাত্মা করেছেন। 'অদিতি' শব্দের (দো ধাতু হতে) প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত, অসীম; অনন্তবিশ্বজগৎ ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন। অতএব 'দিতি' শব্দের প্রকৃত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমাবদ্ধ জগৎ। ঋকের প্রকৃত অনুবাদ বোধ হয় এই; যথা—হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা···তথা হতে অসীম বিশ্ব জগৎ এবং সীমাবদ্ধ জগৎ অবলোকন কর। বাস্তবিক 'অদিতি' শব্দের উৎপত্তির পর ঐ শব্দের দেখাদেখি 'দিতি' শব্দটি উৎপন্ন করা হয়েছে। ঋগ্বেদে 'দিতি' শব্দটি তিনবার মাত্র ব্যবহার হয়েছে। (৪।২।১১ এবং ৫।৬২।৮, এবং ৭।১৫।১২) একবার এর অর্থ অদিতি, আর দুবার 'অদিতি ও দিতি' একত্র ব্যবহার হয়েছে, তার মর্ম অসীম ও সীমাবদ্ধ জগৎ। ঋগ্বেদেব শব্দ দুটি এরূপে উৎপন্ন হল, কিন্তু এদের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ও টীকা ও উপাখ্যান ক্রমে বাড়তে লাগল এবং পুরাণে আমরা সে উপাখ্যানের চরম অবস্থা দেখতে পাই। পৌরাণিক অদিতি ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দেবগণের মাতা! এবং দিতিও ব্রহ্মার পৌত্রী এবং দৈত্যগণের মাতা। পৌরাণিক গল্পগুলি এরূপে সৃষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদে দৈত্য শব্দের আদৌ ব্যবহার নেই এবং দানবগণ যে দিতি হতে উৎপন্ন তারও কিছুমাত্র উল্লেখ নেই।

৬৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। অত্রিয় অপত্য অর্চনানা ঋষি। জগতী ছন্দ।

ঋতস্য গোপাবধি তিষ্ঠতো রথং সত্যধর্মাণা পরমে ব্যোমনি।
যমত্র মিত্রাবরুণাবথো যুবং তস্মৈ বৃষ্টি র্মধুমৎ পিন্বতে দিবঃ ॥ ১
সম্রাজাবস্য ভুবনস্য রাজথো মিত্রাবরুণা বিদথে স্বর্দৃশা।
বৃষ্টিং বাং রাধো অমৃতত্বমীমহে দ্যাবাপৃথিবী বি চরন্তি তন্যবঃ ॥ ২

সম্রাজা উগ্রা বৃষভা দিবস্পতী পৃথিব্যা মিত্রাবরুণা বিচর্ষণী ।
চিত্রেভিরভ্রৈরুপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য মায়য়া ॥ ৩
মায়া বাং মিত্রাবরুণা দিবি শ্রিতা সূর্যো জ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্ ।
তমভ্রেণ বৃষ্ট্যা গূহথো দিবি পর্জন্য দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে ॥ ৪
রথং যুঞ্জতে মরুতঃ শুভে সুখং শূরো ন মিত্রাবরুণা গবিষ্টিষু ।
রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবো দিবঃ সম্রাজা পয়সা ন উক্ষতম্ ॥ ৫
বাচং সু মিত্রাবরুণাবিরাবতীং পর্জন্যশ্চিত্রাং বদতি ত্বিষীমতীম্ ॥
অভ্রা বসত মরুতঃ সু মায়য়া দ্যাং বর্ষয়তমরুণামরেপসম্ ॥ ৬
ধর্মণা মিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া ।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বারিরক্ষক, সত্যদর্শী মিত্র ও বরুণ ! তোমরা স্বর্গের অত্যুন্নত প্রদেশে রথোপরি আরোহণ কর। এ যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে রক্ষা করছ, বৃষ্টি স্বর্গ হতে তাঁর উদ্দেশে সুমধুর বারি বর্ষণ করে। ২। হে স্বর্গদ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ ! তোমরা আমাদের যজ্ঞে সমধিক দীপ্তিশালী হয়ে ভুবন শাসন করছ। আমরা তোমাদের নিকট বৃষ্টিরূপ ধন এবং অমরত্ব প্রার্থনা করছি, তোমাদের বিস্তৃত রশ্মি সকল স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিচরণ করছে। ৩। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, প্রচণ্ড বলশালী, বারিবর্ষণকারী, স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং সর্বদ্রষ্টা, তোমরা বিচিত্র মেঘবৃন্দের সাথে স্তোত্র শোনার নিমিত্ত এস এবং অসুরের মায়া দ্বারা (১) স্বর্গ হতে বৃষ্টি পাতিত কর। ৪। হে মিত্র ও বরুণ ! যখন তোমাদের অস্ত্রভূত জ্যোতির্ময় সূর্য অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করেন, স্বর্গে তোমাদের সামর্থ্য সেকালে প্রকটিত হয়। তোমরা মেঘ ও বৃষ্টিদ্বারা অন্তরীক্ষে সূর্যের রক্ষা বিধান কর। হে পর্জন্য ! তাঁদের ইচ্ছাক্রমে তোমা হতে সুমধুর বারিবিন্দু সকল পতিত হয়। ৫। হে মিত্র ও বরুণ ! বীর যেরূপ যুদ্ধার্থে নিজ রথ সজ্জিত করেন সেরূপ মরুৎগণ তোমাদেরই অনুগ্রহে বৃষ্টির জন্য সুখকর রথ সজ্জিত করেন। বারিবর্ষণার্থে মরুদগণ বিভিন্ন লোকে সঞ্চরণ করেন ; অতএব হে অধিপতিগণ ! তোমরা মরুদগণের সাথে স্বর্গ হতে আমাদের উপর বারিবর্ষণ কর। ৬। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমাদেরই অনুগ্রহে মেঘ অন্নসাধক, প্রভাব্যঞ্জক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করতে থাকে ; মরুৎগণ নিজ প্রজ্ঞা বলে মেঘ সকলকে সম্যকরূপে রক্ষা করেন এবং তাদের সাথে তোমরা উভয়ে অরুণ বর্ণ ও নিষ্পাপ আকাশ হতে বৃষ্টি পাতিত কর। ৭। হে বিচক্ষণ মিত্র ও বরুণ ! তোমরা জগতের উপকারক বৃষ্টাদি কার্য দ্বারা যজ্ঞ রক্ষা কর। তোমরা অসুরের মায়াদ্বারা বারিবর্ষণে সমস্ত ভূতজাতকে আলোকিত কর এবং পূজনীয় রথের ন্যায় সূর্যকে অন্তরীক্ষে ধারণ কর।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে ও ৭ ঋকে মূলে 'অসুরস্য মায়য়া' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন বৃষ্টিদাতা পর্জন্যের সামর্থ্যদ্বারা। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় 'দৈব কৌশলদ্বারা।'

৬৪ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। অর্চনানা ঋষি। অনুষ্টুপ পংক্তি ছন্দ।

বরুণং বো রিশাদসমৃচা মিত্রং হবামহে ।
পরি ব্রজেব বাহ্বোর্জগন্বাংসা স্বর্ণরম্ ॥ ১

তা বাহবা সুচেতুনা প্র যন্তমস্মা অর্চতে ।
শেবং হি জার্যং বাং বিশ্বাসু ক্ষাসু জোগুবে ॥ ২
যন্নূনমশ্যাং গতিং মিত্রস্য যায়াং পথা ।
অস্য প্রিয়স্য শর্মণ্যহিংসানস্য সশ্চিরে ॥ ৩
যুবাভ্যাং মিত্রাবরুণোপমং ধেয়ামৃচা ।
যদ্ধ ক্ষয়ে মঘোনাং স্তোতৄণাং চ স্পূর্ধসে ॥ ৪
আ নো মিত্র সুদীতিভি র্বরুণশ্চ সধস্থ আ ।
স্বে ক্ষয়ে মঘোনাং সখীনাং চ বৃধসে ॥ ৫
যুবং নো যেষু বরুণ ক্ষত্রং বৃহচ্চ বিভৃথঃ ।
উরু ণো বাজসাতয়ে কৃতং রায়ে স্বস্তয়ে ॥ ৬
উচ্ছন্ত্যাং মে যজতা দেবক্ষত্রে রুশদ্গবি ।
সুতং সোমং ন হস্তিভিরা পড্ভি র্ধাবতং নরা বিভ্রতাবর্চনানসম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১ । হে মিত্র ও বরুণ ! আমি এ মন্ত্রদ্বারা তোমাদের আহ্বান করছি, গোপাল যেরূপ বাহুবলদ্বারা গোযূথকে সঞ্চালিত করে; সেরূপ তোমরা উভয়েই শত্রুদের অপসারিত কর ও স্বর্গের পথ প্রদর্শন কর । ২ । তোমরা উভয়ে প্রজ্ঞা-সম্পন্ন হস্তদ্বারা স্তবকারী আমাকে অভিমত সুখ প্রদান কর কারণ তোমাদের প্রদত্ত বাঞ্ছিত সুখ সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছে । ৩ । যেন আমি সদগতি লাভ করি, যেন আমি মিত্র প্রদর্শিত পথে যাই । সে হিংসাবর্জিত প্রিয় দেবের কল্যাণ যেন আমরা প্রাপ্ত হই । ৪ । হে মিত্র ও বরুণ ! আমি তোমাদের স্তব করে যেন এরূপ ধন লাভ করি, যে ধনিগণের ও স্তোতৃবর্গের গৃহে ঈর্ষার উদয় হবে । ৫ । হে মিত্র ও হে বরুণ ! তোমরা দীপ্তিসহকারে আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত হও এবং ঐশ্বর্যশালী যজমানগণের ও তোমাদের মিত্রদের স্ব স্ব গৃহে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কর । ৬ । হে মিত্র ! বরুণ ! আমরা যে সকল স্তব উচ্চারণ করছি, সেজন্য আমাদের বল ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর । তোমরা অন্ন ও ধন এবং কল্যাণ বিষয়ে আমাদের প্রতি বিশেষরূপে বদান্য হও । ৭ । প্রত্যূষে সূর্যরশ্মি প্রথম প্রকটিত হলে যাদের দেবযজনে পূজা করতে হয়, হে মিত্র ও বরুণ ! সে তোমরা আমাকর্তৃক অভিষুত সোমরস অবলোকন কর । হে যজ্ঞের অধিনায়কগণ ! তোমরা অর্চনানার প্রতি প্রসন্ন হয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক সত্বর এস ।

৬৫ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা । অত্রির অপত্য রাতহব্য ঋষি ।
অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ ।

যশ্চিকেত স সুক্রতু দেবত্রা স ব্রবীতু নঃ ।
বরুণো যস্য দর্শতো মিত্রো বা বনতে গিরঃ ॥ ১
তা হি শ্রেষ্ঠবর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা ।
তা সৎপতী ঋতাবৃধ ঋতাবানা জনেজনে ॥ ২
তা বামিয়ানোঽবসে পূর্বা উপ ব্রুবে সচা ।
স্বশ্বাসঃ সু চেতুনা বাজাঁ অভি প্র দাবনে ॥ ৩
মিত্রো অংহোশ্চিদাদুরু ক্ষয়ায় গাতুং বনতে ।
মিত্রস্য হি প্রতূর্বতঃ সুমতিরস্তি বিধতঃ ॥ ৪
বয়ং মিত্রস্যাবসি স্যাম সপ্রথস্তমে ।
অনেহসস্ত্বোতয়ঃ সত্রা বরুণশেষসঃ ॥ ৫

যূবং মিত্রেমং জনং যতথঃ সং চ নয়থঃ ।
মা মঘোনঃ পরি খ্যতং মো অস্মাকমৃষীণাং গোপীথে ন উরুষ্যতম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দেবগণের মধ্যে তোমাদের স্তব যিনি অবগত আছেন, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী। মনোজ্ঞমূর্তি মিত্র ও বরুণ যাঁর স্তব গ্রহণ করেন, তিনি যেন আমাদের স্তুতিবিষয়ে উপদেশ দেন। ২। নিরতিশয় দীপ্তিশালী সে দুই অধিপতি সুদূরে হতে আহ্বান করলেও শ্রবণ করে থাকেন। যজমানগণের অধীশ্বর ও যজ্ঞের বর্ধয়িতা সে দুয়ের প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ বিধানার্থে বিচরণ করছেন। ৩। তোমরা পুরাতন দেব আমি তোমাদের দু জনের নিকটবর্তী হয়ে রক্ষার্থে উভয়কে প্রার্থনা করছি। উৎকৃষ্ট অশ্বের অধিকারী হয়ে আমরা অন্নপ্রদানার্থে তোমাদের স্তব করছি, কারণ তোমাদের জ্ঞান অতি প্রশস্ত। ৪। মিত্র পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও বিশাল গৃহে (১) গমনের উপায় প্রদান করেন, হিংসাকারী সেবক ও দেব মিত্রের অনুগ্রহ লাভ করে। ৫। আমরা যেন সর্বদা মিত্রের প্রশস্ত রক্ষার ভাজন হই, হে মিত্র! আমরা তোমা কর্তৃক রক্ষিত ও নিষ্পাপ হয়ে যেন যুগপৎ বরুণের পুত্র স্বরূপ হই। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমারা স্তবকারী এ ব্যক্তির নিকট এস এবং একে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করাও। আমরা অন্নসম্পন্ন, আমাদের পরিত্যাগ করো না। ঋষিগণের অর্থাৎ আমাদের পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করো না, কিন্তু সুতসোম যজ্ঞে আমাদের রক্ষা করো।

টীকা ঃ ১। পাপীকে ও মিত্র যে বিশাল গৃহে' ('উরু ক্ষয়ায়') যাবার উপায় প্রদান, করেন সে বিশাল গৃহ কি? বোধ হয় স্বর্গ; এর পরের সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখুন। মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তে অনেক পবিত্র চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়। এ মণ্ডলের ৬৩।২ ঋকে ঋষি অমরত্ব প্রার্থনা করছেন, ৬৪।৩ ঋকে মিত্র প্রদর্শিত পথদ্বারা গমন করে সদগতি ও মিত্র প্রদত্ত কল্যাণ লাভের কামনা করছেন এবং ৬৫।৫ ঋকে নিষ্পাপ হয়ে বরুণের পুত্রস্বরূপ হতে বাঞ্ছা করছেন।

৬৬ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। রাতহব্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ চিকিতান সুক্রতূ দেবৌ মর্ত রিশাদসা।
বরুণায় ঋতপেশসে দধীত প্রয়সে মহে ॥ ১
তা হি ক্ষত্রমবিহ্রুতং সম্যগসুর্যমাশাতে।
অধ ব্রতেব মানুষং স্বর্ণ ধায়ি দর্শতম্ ॥ ২
তা বামেষে রথানামুর্বীং গব্যূতিমেষাম্।
রাতহব্যস্য সুষ্টুতিং দধৃক্স্তোমৈ র্মনামহে ॥ ৩
অধা হি কাব্যা যুবং দক্ষস্য পূর্ভিরদ্ভুতা।
নি কেতুনা জনানাং চিকেথে পূতদক্ষসা ॥ ৪
তদৃতং পৃথিবি বৃহচ্ছ্রব এষ ঋষীণাম্।
জ্রয়সানাবরং পৃথতি ক্ষরন্তি যামভিঃ ॥ ৫
আ যদ্বামীয়চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ।
ব্যচিষ্ঠে বহুপায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে জ্ঞানসন্ন মনুষ্য! তুমি সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ও শত্রু

সংহারক দেবদ্বয়কে আহ্বান কর ; সত্যস্বরূপ পূজনীয় হব্যগ্রহীতা বরুণকে হব্যপ্রদান কর। ২। তোমরা উভয়ে অপ্রতিহত ও অসুরীয় (১) বলের অধিকারী বলে, সূর্য যেরূপ অন্তরীক্ষে স্থাপিত হয়েছেন, তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যে তোমাদের উদ্দেশে যজ্ঞ সংস্থাপিত হয়েছে। ৩। তোমরা রাতহব্যের প্রকৃষ্ট স্তবে শত্রুপরাভবকারী বল লাভ করে এ রথের সম্মুখে বহু দূরে গমন করবে বলে আমরা তোমাদের উভয়ের স্তব করছি। ৪। পূজনীয় ও আশ্চর্যভূত দেবদ্বয়। তোমাদের বল অতি বিশুদ্ধ ; আমি স্তোত্রকুশল, তোমরা আমার স্তবে প্রসন্ন হয়ে সদয়চিত্তে যজমানগণের স্তোত্র অবগত হও। ৫। হে দেবী পৃথিবি ! ঋষিগণের প্রয়োজন সাধনার্থে তোমাতে প্রভূত জল অবস্থিত আছে। গমনশীল দেবদ্বয় আপনাদের গতিবিধিদ্বারা অতি প্রচুর পরিমাণে বারিরাশি বর্ষণ করেন। ৬। হে দূরদর্শী মিত্র ও বরুণ ! স্তোতৃবর্গ ও আমরা তোমাদের আহ্বান করছি। আমরা যেন তোমাদের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে গমন করতে পারি (২)।

টীকা : ১। মূলে 'অসুর্য' আছে। এ কথাটি পূর্বে অনেক স্থানে আমরা পেয়েছি। সায়ণ 'অসুর' শব্দের পৌরাণিক অর্থ গ্রহণ করে 'অসুর্য' অর্থে 'অসুর বিনাশক' করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে 'অসুর' অর্থে দেব অথবা বলবান, অসুর্য অর্থে দৈব অথবা বলশালী। ২। মিত্র ও বরুণের বিস্তীর্ণ রাজ্য স্বর্গধাম।

৬৭ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য যজত ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বলিত্থা দেবা নিষ্কৃতমাদিত্যা যজতং বৃহৎ।
বরুণমিত্রার্যমন্বর্ষিষ্ঠং ক্ষত্রমাশাথে ॥ ১
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়ং বরুণ মিত্র সদথঃ।
ধর্তারা চর্ষণীনাং যন্তং সুম্নং রিশাদসা ॥ ২
বিশ্বে হি বিশ্ববেদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা !
ব্রতা পদেব সশ্চিরে পান্তি মর্ত্যং রিষঃ ॥ ৩
তে হি সত্যা ঋতস্পৃশ ঋতাবানো জনেজনে।
সুনীথাসঃ সুদানবোংহোশ্চিদুরুচক্রয়ঃ ॥ ৪
কো নু বাং মিত্রাস্তুতো বরুণো বা তনূনাম্।
তৎসু বামেষতে মতিরত্রিভ্য এষতে মতিঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে দীপ্যমান অদিতির পুত্র, মিত্র বরুণ ও অর্যমা ! তোমরা সম্প্রতি সম্পূর্ণ, পূজা, অতিমহৎ ও প্রবৃদ্ধ বল ধারণ করছ। ২। হে মিত্র ও বরুণ ! যখন তোমরা আনন্দজনক যজ্ঞভূমিতে আস, হে মানবগণের রক্ষাকারী, শত্রুসংহারকগণ ! তখন তোমরা আমাদের সুখ বিধান কর। ৩। সর্বজ্ঞ মিত্র, বরুণ ও অর্যমা স্ব স্ব পদের ন্যায় আমাদের যজ্ঞকার্যে সমবেত হন এবং মর্ত্যকে হিংসাকারী হতে রক্ষা করেন। ৪। তাঁরা সত্যদর্শী, জলবর্ষী ও যজ্ঞরক্ষক। তারা প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন। এমন কি তাঁরা পাপিষ্ঠ স্তবকারীকেও প্রভূত দান করেন। ৫। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমাদের মধ্যে কাকে সকলে স্তব না করে. আমরা অল্পবুদ্ধি, আমরা তোমাদের স্তব করি। অত্রি গোত্রজগণ তোমাদের স্তব করেন।

৬৮ সূক্ত । মিত্র ও বরুণ দেবতা । যজত ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা । মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ । দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য । মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু ॥ ৩
ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে । অদ্রুহা দেবৌ বর্ধেতে ॥ ৪
বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ । বৃহন্তং গর্তমাশাতে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিগ্‌গণ ! তোমরা উচ্চৈস্বরে মিত্র ও বরুণের, সম্যক স্তব কর। হে প্রভূত বলশালী মিত্র ও বরুণ ! তোমরা এ মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও। ২। যে মিত্র বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর; বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ। ৩। তাঁরা উভয়েই আমাদের দিব্য ও পার্থিব মহাধন প্রদান করতে সমর্থ। হে দেবদ্বয় ! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ। ৪। তাঁরা বৃষ্টিদ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন করে সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়। তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর। ৫। স্বর্গ হতে বারিবর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও বদান্য হব্যদাতার প্রতি অনুকূল, দেবদ্বয় আপনাদের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করছেন।

৬৯ সূক্ত ॥ মিত্র ও দেবতা । অত্রির অপত্য উরুচক্রি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ত্রী রোচনা বরুণ ত্রীঁরুত দ্যূন্ত্রীণী মিত্র ধারয়থো রজাংসি ।
বাবৃধানাবমতিং ক্ষত্রিয়স্যানু ব্রতং রক্ষমাণাবজুর্যম্ ॥ ১
ইরাবতী র্বরুণ ধেনবো বাং মধুমদ্ব্যং সিন্ধবো মিত্র দুহ্রে ।
ত্রয়স্তস্থু র্বৃষভাসস্তিসৃণাং ধিষণানাং রেতোধা বি দ্যুমন্তঃ ॥ ২
প্রাত র্দেবীমদিতিং জোহবীমি মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য ।
রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতেলে তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥ ৩
যা ধর্তারা রজসো রোচনস্যোতাদিত্যা দিব্যা পার্থিবস্য ।
ন বাং দেবা অমৃতা আ মিনন্তি ব্রতানি মিত্রাবরুণা ধ্রুবাণি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা বলশালী যজমানের বলবৃদ্ধি করে এবং অবিরত যজ্ঞ রক্ষা করে, দীপ্তিমান তিন লোক তিন দ্যুলোক ও তিনটি জগৎ ধারণ করে আছ। ২। হে মিত্র ও বরুণ ! তোমাদের আজ্ঞাক্রমে ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়; নদী সকল সুমধুর বারি প্রদান করে এবং দীপ্তিমান তিনটি বারিবাহক ও বারিবর্ষক অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য স্ব স্ব উচিত তিন স্থানে অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অবস্থান করছে। ৩। আমি প্রত্যুষে ও যৎকালে সূর্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন হন, সে মধ্যাহ্ন সময়ে দেবী অদিতিকে আহ্বান করি হে মিত্র ও বরুণ ! আমি ধন, পুত্র, কল্যাণ ও সুখের জন্য সকল সময়ে তোমাদের স্তব করি। ৪। হে স্বর্গীয় আদিত্যদ্বয় ! তোমরা স্বর্লোক ও ভূলোকের ধারণকারী, আমি তোমাদের উভয়কে পূজা করছি। হে মিত্র ও বরুণ ! অমর দেবগণও তোমাদের স্থায়িকার্যের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন না।

৭০ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা । উরুচক্রি ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

পুরূরুণা চিদ্ধ্যস্ত্যবো নূনং বাং বরুণ । মিত্র বংসি বাং সুমতিম্ ॥ ১
তা বাং সম্যগদ্রুহ্বাণেষমশ্যাম ধায়সে । বয়ং তে রুদ্রা স্যাম ॥ ২

পাতং নো রুদ্রা পায়ুভিরুত ত্রায়েথাং সুত্রাত্রা। তুর্যাম দস্যূন্তনূভিঃ ॥ ৩
মা কস্যাদ্ভুতক্রতূ যক্ষং ভুজেমা তনূভিঃ। মা শেষসা মা তনসা ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ! আমি যেন তোমাদের অনুগ্রহভাজন হই, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে রক্ষাকারী। ২। হে হিংসাবর্জিত দেবদ্বয়! আমরা যেন তোমাদের নিকট হতে ভোজনার্থে অন্ন লাভ করি। হে রুদ্রগণ! আমরা যেন তোমাদেরই হই। ৩। তোমাদের রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষা কর ও উৎকৃষ্ট ত্রাণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ কর। আমরা যেন আমাদের পুত্রাদিগণের সাথে দস্যুগণকে পরাজিত করি। ৪। হে অদ্ভুতকর্মকারিগণ! আমরা যেন নিজেদের অথবা পুত্র পৌত্রাদিগণের সাথে কখন তোমরা ব্যতীত অন্যের বদান্যতার উপর নির্ভর না করি।

৭১ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বাহু বৃক্ত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ নো গন্তং রিশাদসা বরুণ মিত্র বর্হণা। উপেমং চারুমধ্বরম্ ॥ ১
বিশ্বস্য হি প্রচেতসা বরুণ মিত্র রাজথঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২
উপ নঃ সুতমা গতং বরুণ মিত্র দাশুষঃ। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে অরিনিরসনকারী, শত্রুহন্তা মিত্র ও বরুণ! তোমরা আমাদের এ হিংসাবর্জিত যজ্ঞে আগমন কর। ২। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিশ্বের উপর আধিপত্য করছ। তোমরা ফল প্রদান করে আমাদের কার্য সকল সমৃদ্ধ কর। ৩। হে মিত্র! হে বরুণ! আমি হব্যদাতা, আমা কর্তৃক অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত তোমরা উপস্থিত হও।

৭২ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বাহু বৃক্ত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

আ মিত্রে বরুণে বয়ং গীর্ভির্জুহুমো অত্রিবৎ।
নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ॥ ১
ব্রতেন স্থো ধ্রুবক্ষেমা ধর্মণা যাতয়ঞ্জনা। নি বর্হিষি সদতং সোমপীতয়ে ॥ ২
মিত্রশ্চ নো বরুণশ্চ জুষেতাং যজ্ঞমিষ্টয়ে। নি বর্হিষি সদতাং সোমপীতয়ে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা আমাদের গোত্রপ্রবর্তক অত্রির ন্যায় স্তোত্রদ্বারা তোমাদের আহ্বান করছি। অতএব তোমরা সোমপানার্থে কুশোপরি উপবেশন কর। ২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা নিজ কর্ম হতে কখনও চ্যুত হয়োনা। মনুষ্যগণ তোমাদের যজ্ঞ প্রদান করে, অতএব তোমরা সোমপানার্থে কুশোপরি উপবেশন কর। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রীতিসহকারে আমাদের যজ্ঞ স্বীকার কর এবং আগমন করে সোমপানার্থে কুশোপরি উপবেশন কর।

৭৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য পৌর ঋষি। অনুষ্টুপ ছন্দ।

যদদ্য স্থঃ পরাবতি যদর্বাবত্যশ্বিনা।
যদ্বা পুরূ পুরুভুজা যদন্তরিক্ষ আ গতম্ ॥ ১
ইহ ত্যা পুরুভূতমা পুরূ দংসাংসি বিভ্রতা।
বরস্যা যাম্যধ্রিগূ হুবে তুবিষ্টমা ভুজে ॥ ২

ঈর্মান্যদ্বপুষে বপুশ্চক্রং রথস্য যেমথুঃ।
পর্যন্যা নাহুষা যুগা মহ্না রজাংসি দীয়থঃ ॥ ৩
তদূ ষু বামেনা কৃতং বিশ্বা যদ্বামনু ষ্টবে।
নানা জাতাবরেপসা সমস্মে বন্ধুমেয়থুঃ ॥ ৪
আ যদ্বাং সূর্যা রথং তিষ্ঠদ্রঘুষ্যদং সদা।
পরি বামরুষা বয়ো ঘৃণা বরন্ত আতপঃ ॥ ৫
যুবোরত্রিশ্চিকেততি নরা সুম্নেন চেতসা।
ঘর্মং যদ্বামরেপসং নাসত্যাস্না ভুরণ্যতি ॥ ৬
উগ্রো বাং ককুহো যয়িঃ শৃণ্বে যামেষু সন্তনিঃ।
যদ্বাং দংসোভিরশ্বিনাত্রি নরাববর্ততি ॥ ৭
মধ্ব ঊ ষু মধূযুবা রুদ্রা সিষক্তি পিপ্যুষী।
যৎসমুদ্রাতি পর্ষথঃ পক্বাঃ পৃক্ষো ভরন্ত বাম্ ॥ ৮
সত্যমিদ্বা উ অশ্বিনা যুবামাহুর্ময়োভুবা।
তা যামন্যামহূতমা যামন্না মৃলয়ত্তমা ॥ ৯
ইমা ব্রহ্মাণি বর্ধনাশ্বিভ্যাং সন্তু শন্তমা।
যা তক্ষাম রথাঁ ইবাবোচাম বৃহন্নমঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। হে বহু যজ্ঞে ভোজনশীল অশ্বিদ্বয়! সম্প্রতি তোমরা বহু দূরে বা নিকটে বহু প্রদেশে বা অন্তরীক্ষে থাক; এস্থানে আগমন কর। ২। তোমরা বহু যজমানের উৎসাহদাতা, বিবিধ বীরোচিত কর্মকারী, বরণীয়, অপ্রতিহতগতি ও অনিরুদ্ধকর্মা; আমি তোমাদের এস্থানে আহ্বান করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছি! তোমরা প্রভূত বলশালী, তোমরা আমাকে রক্ষা করবে বলে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সূর্যের মূর্তি প্রদীপ্ত করবার জন্য তোমাদের রথের একখানি দীপ্তিমান চক্র নিয়মিত করেছ, অন্য চক্রদ্বারা নিজ তেজঃ প্রভাবে মনুষ্যগণের কক্ষ নিরূপিত করবার নিমিত্ত ভুব সকল পরিভ্রমণ কর। ৪। হে ব্যাপক দেবদ্বয়! আমি যে স্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করছি, তোমাদের সে স্তোত্র এ ব্যক্তি, পৌর কর্তৃক সুসম্পাদিত হোক। হে পৃথগ্ভাবে জাত ও নিষ্পাপ দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রদান কর। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যৎকালে তোমাদের পত্নী সূর্যা তোমাদের সর্বদা দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, সেকালে দীপ্তিশালী সমুজ্জ্বল আতপ সকল তোমাদের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ৬। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! আমাদের পিতা অত্রি তোমাদের স্তব করে যেকালে অগ্নির উত্তাপ সুখসেব্য বোধ করেছিলেন, তখন তিনি অগ্নিদাহোপশমরূপ সুখহেতু কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাদের উপকার স্মরণ করেছিলেন। ৭। তোমাদের দৃঢ়, উন্নত, গমনশীল সতত বিঘূর্ণিত রথ, যজ্ঞ, সকলে সুপ্রসিদ্ধ আছে। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদেরই কার্যদ্বারা অত্রি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। ৮। হে মধুর সোমরস মিশ্রণকারী রুদ্রগণ! আমাদের পুষ্টিকারী স্তুতি তোমাদের উপর মধুর রস সেক করছে; তোমরা অন্তরীক্ষের সীমা অতিক্রম করছ; সুপক্ক হব্য তোমাদের পোষণ করছে। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! পণ্ডিতগণ তোমাদের যে সুখদাতা বলেন, একথা যথার্থ। আমাদের যজ্ঞে তোমাদের হৃদয়ের সাথে আহ্বান করলে, তোমরা সেরূপ অর্থাৎ বিশেষরূপ সুখদাতা হও। ১০। শিল্পী যেরূপ রথ সকল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ আমরা অশ্বিদ্বয়ের সম্বর্ধনার জন্য যে সকল স্তুতি প্রস্তুত করছি সেগুলি যেন তাঁর প্রীতিকর হয়।

৭৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৌর ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

কূষ্ঠো দেবাবশ্বিনাদ্যা দিবো মনাবসূ।
তচ্ছ্রবথো বৃষণ্বসূ অত্রির্বামা বিবাসতি ॥ ১
কুহ ত্যা কুহ নু শ্রুতা দিবি দেবা নাসত্যা।
কস্মিন্না যতথো জনে কো বা নদীনাং সচা ॥ ২
কং যাথঃ কং হ গচ্ছথঃ কমচ্ছা যুঞ্জাথে রথম্।
কস্য ব্রহ্মাণি রণ্যথো বয়ং বামুশ্মসীষ্টয়ে ॥ ৩
পৌরং চিদ্ধ্যুদপ্রুতং পৌরায় জিন্বথঃ।
যদীং গৃভীততাতয়ে সিংহমিব দ্রুহস্পদে ॥ ৪
প্র চ্যবানাজ্জুজুরুষো বব্রিমৎকং ন মুঞ্চথঃ।
যুবা যদী কৃথঃ পুনরা কামমৃণ্বে বধ্বঃ ॥ ৫
অস্তি হি বামিহ স্তোতা স্মসি বাং সন্দৃশি শ্রিয়ে
নূ শ্রুতং ম আ গতমবোভির্বাজিনীবসূ ॥ ৬
কো বামদ্য পুরূণামা বব্নে মর্ত্যানাম্।
কো বিপ্রো বিপ্রবাহসা কো যজ্ঞৈর্বাজিনীবসূ ॥ ৭
আ বাং রথো রথানাং যেষ্ঠো যাত্বশ্বিনা।
পুরূ চিদস্মযুস্তির আঙ্গূষো মর্ত্যেষ্বা ॥ ৮
শমূ ষু বাং মধূযুবাস্মাকমস্তু চর্কৃতিঃ।
অর্বাচীনা বিচেতসা বিভিঃ শ্যেনেব দীয়তম্ ॥ ৯
অশ্বিনা যদ্ধ কর্হি চিচ্ছুশ্রূয়াতমিমং হবম্।
বস্বীরূ ষু বাং ভুজঃ পৃঞ্চন্তি সু বাং পৃচঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে স্তুতিধন, ধনবর্ষণকারী দেবদ্বয়! অদ্য তোমরা স্বর্গ হতে পৃথিবীতে অবস্থান পূর্বক, সে স্তোত্র শোন, যা অত্রি সর্বদা তোমাদের উদ্দেশে পাঠ করেন। ২। দীপ্তিমান সে নাসত্যদ্বয় কোথায় আছেন? অদ্য তাঁরা স্বর্গের কোন স্থানে শ্রুত হচ্ছেন? হে দেবদ্বয়! তোমরা কোন যজমানের নিকট আগমন কর? কে তোমাদের স্তুতি সহায় হবেন? ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কার নিকট গমন কর? কার সঙ্গে মিলিত হও? কার অভিমুখবর্তী হবার নিমিত্ত রথে অশ্বযোজনা কর? কার স্তবে প্রীতি লাভ কর? আমরা তোমাদের পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি। ৪। হে পৌরদ্বয় তোমরা পৌরের নিকট পৌরকে অর্থাৎ বারিবর্ষক মেঘ প্রেরণ কর। অরণ্যে ব্যাধগণ যেরূপ সিংহকে তাড়িত করে, সেরূপ যজ্ঞকর্মে ব্যাপৃত পৌরের নিকট তোমরা একে তাড়িত কর। ৫। তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য পুরাতন রূপ কবচের ন্যায় মোচন করেছিলে। যখন তোমরা তাঁকে পুনর্বার যুবা করলে, তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মূর্তি লাভ করলেন। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ স্থানে তোমাদের স্তবকারী বিদ্যমান আছে। আমরা যেন সমৃদ্ধির জন্য তোমাদের দৃষ্টিপথে অবস্থান করি। অদ্য তোমরা আমার আহ্বান শোন। তোমরা অন্নরূপ ধনে ধনবান, তোমরা রক্ষাসমভিব্যাহারে এখানে এস। ৭। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান অশ্বিদ্বয়! অসংখ্য মর্ত্যগমনের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করেছে? হে জ্ঞানিগণ বন্দিত অশ্বিদ্বয়! কোন জ্ঞানীব্যক্তি তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করেছে? কোন যজমানই বা যজ্ঞদ্বারা তোমাদের সমধিক তৃপ্তিবিধান করেছে। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! রথসমূহ মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেগগামী ও অসংখ্য শত্রুসংহারকারী ও মনুষ্যগণ পূজিত তোমাদের রথ আমাদের

হিত কামনা করে এস্থানে আগমন করুক। ৯। হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! তোমাদের নিমিত্ত বার বার সম্পাদিত স্তোত্র আমাদের সুখোৎপাদক হোক। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুটি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সর্বত্র গমনশীল অশ্বে আরূঢ় হয়ে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে এস। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, আমার এ আহ্বান শোন। তোমাদের নিকট গমন করতে অভিলাষী এ সমস্ত উৎকৃষ্ট হব্য যেন তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়।

৭৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

প্রতি প্রিয়তমং রথং বৃষণং বসুবাহনম্।
স্তোতা বামশ্বিনাবৃষিঃ স্তোমেন প্রতি ভূষতি মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ১
অত্যায়াতমশ্বিনা তিরো বিশ্বা অহং সনা।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী সুষুম্না সিন্ধুবাহসা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ২
আ নো রত্নানি বিভ্রতাবশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
রুদ্রা হিরণ্যবর্তনী জুষাণা বাজিনীবসূ মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৩
সুষ্টুভো বাং বৃষণ্বসূ রথে বাণীচ্যাহিতা।
উত বাং ককুহো মৃগঃ পৃক্ষঃ কৃণোতি বাপুষো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৪
বোধিন্মনসা রথ্যেষিরা হবনশ্রুতা।
বিভিশ্চ্যবানামশ্বিনা নি যাথো অদ্বয়াবিনং মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৫
আ বাং নরা মনোযুজোঽশ্বাসঃ প্রুষিতপ্সবঃ।
বয়ো বহন্তু পীতয়ে সহ সুম্নেভিরশ্বিনা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৬
অশ্বিনাবেহ গচ্ছতং নাসত্যা মা বি বেনতম্।
তিরশ্চিদর্যয়া পরি বর্তির্যাতমদাভ্যা মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৭
অস্মিন্যজ্ঞে অদাভ্যা জরিতারং শুভস্পতী।
অবস্যুমশ্বিনা যুবং গৃণন্তমুপ ভূষথো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥
অভূদুষা রুশৎপশুরাগ্নিরধায্যৃত্বিয়ঃ।
অযোজি বাং বৃষণ্বসূ রথো দস্রাবমর্ত্যো মাধ্বী মম শ্রুতং হবম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তবকারী ঋষি স্তোত্রদ্বারা তোমাদের ফলবর্ষণকারী ও ধনপূর্ণ রথ অলংকৃত করছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ (১), তোমরা আমার আহ্বান শোন। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অন্যান্য যজমানকে অতিক্রম করে এস্থানে এস, কারণ তা হলে আমি সর্বদা সমস্ত শত্রুকে পরাভব করতে পারব। হে শত্রুসংহারকারী, সুবর্ণময়রথারূঢ়, প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের জন্য রত্ন নিয়ে এস। হে সৌবর্ণরথারূঢ় অন্নরূপ ধনে ধনবান যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৪। হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তবকারীর অর্থাৎ আমার স্তোত্র তোমাদের রথের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে। তোমরা প্রসিদ্ধ, মূর্তিমান এ যজমান একাগ্রচিত্ত হয়ে তোমাদের হব্য প্রদান করছে। অতএব হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নিবিষ্ট চিত্ত রথারূঢ় ও দ্রুতগামী হয়ে স্তোত্র শ্রবণপূর্বক শীঘ্র রথে আরোহণ করে কপটতাবিহীন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হয়েছিলে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৬। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সুশিক্ষিত বিচিত্রমূর্তি

দ্রুতগামী অশ্ব সকল সোমরস পান করবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য সহকারে তোমাদের এস্থানে আনুক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এস্থানে এস। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা প্রতিকূল হয়ো না। হে অজেয় প্রভু! তোমরা প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হতে আমাদের যজ্ঞগৃহে এস। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৮। হে জলের অধিপতি অজেয় অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে তোমাদের স্তবকারী অবস্যুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন। ৯। ঊষা বিকশিত হয়েছে। সমুজ্জ্বল কিরণসম্পন্ন অগ্নি (বেদির উপর) সংস্থাপিত হয়েছে। হে ধনবর্ষণকারী, শত্রুসংহারক অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অক্ষয় রথে অশ্ব যোজিত হোক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শোন।

টীকা ঃ ১। মধুবিদ্যা সম্বন্ধে ১।১১৬।১২ ঋকের টীকা দেখুন। অশ্বিদ্বয়ের কীর্তি সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলি ঐ ১১২ এবং ১১৬ সূক্তের টীকাসমূহে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পুনরায় এখানে লেখার আবশ্যক নেই।

৭৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ভাত্যগ্নিরুষসামনীকমুদ্বিপ্রাণাং দেবয়া বাচো অস্থুঃ।
অর্বাঞ্চা নূনং রথেহ যাতং পীপিবাংসমশ্বিনা ঘর্মমচ্ছ ॥ ১
ন সংস্কৃতং প্র মিমীতো গমিষ্ঠান্তি নূনমশ্বিনোপস্তুতেহ।
দিবাভিপিত্বেঽবসাগমিষ্ঠা প্রত্যবর্তিং দাশুষে শম্ভবিষ্ঠা ॥ ২
উতা যাতং সঙ্গবে প্রাতরহ্নো মধ্যন্দিন উদিতা সূর্যস্য।
দিবা নক্তমবসা শন্তমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান ॥ ৩
ইদং হি বাং প্রদিবি স্থানমোক ইমে গৃহা অশ্বিনেদং দুরোণম্।
আ নো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদাদ্ভ্যো যাতমিষমূর্জং বহন্তা ॥ ৪
সমশ্বিনোরবসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি ঊষা সকলের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করছে। মেধাবী স্তোতৃ-বর্গের স্তোত্র সকল দেবোদ্দেশে উদগীত হচ্ছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য এ স্থানে অবতীর্ণ হয়ে সোমপূর্ণ এ সমৃদ্ধ যজ্ঞে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংস্কৃত যজ্ঞের হিংসা করো না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞ সমীপে আগমন পূর্বক স্তুতিভাজন হও। যাতে অন্নাভাব না হয়, সেজন্য দিনের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে এস এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করতে তৎপর হও। ৩। তোমরা রাত্রিশেষে, গোদোহন সময়ে, প্রত্যূষে অথবা সূর্য যে সময় অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হন, সে মধ্যাহ্ন সময়ে, কিংবা দিবসে বা রাত্রিকালে যে কোন সময়ে উপস্থিত হবে, সুখকর রক্ষাসমভিব্যাহারে এসো, কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবগণ সোমরস পানে প্রবৃত্ত হন না। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! এ উত্তর বেদি তোমাদের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদের এ সমস্ত গৃহ এবং এ তোমাদের আলয়। তোমরা বারিপূর্ণ মেঘ সমাকীর্ণ অন্তরীক্ষ হতে অন্ন ও বল সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট এস। ৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও সুখদায়ক শুভাগমন বশতঃ তাঁদের সাথে সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! তোমরা আমাদের ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

৭৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা । ভৌম ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্রাতর্যাবাণা প্রথমা যজধ্বং পুরা গৃধ্রাদররুষঃ পিবাতঃ ।
প্রাত র্হি যজ্ঞমশ্বিনা দধাতে প্র শংসন্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ ॥ ১
প্রাত র্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টম্ ।
উতান্যো অস্মদ্যজতে বি চাবঃ পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্ ॥ ২
হিরণ্যত্বঙ্মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ পৃক্ষো বহন্না রথো বর্ততে বাম্ ।
মনোজবা অশ্বিনা বাতরংহা যেনাতিয়াথো দুরিতানি বিশ্বা ॥ ৩
যো ভূয়িষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ চনিষ্ঠং পিত্বো ররতে বিভাগে ।
স তোকমস্য পীপরচ্ছমীভিরনূর্ধ্বভাসঃ সদমিত্তুতুর্যাৎ ॥ ৪
সমশ্বিনোরহসা নূতনেন ময়োভুবা সুপ্রণীতী গমেম ।
আ নো রয়িং বহতমোত বীরানা বিশ্বান্যমৃতা সৌভগানি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিগগণ ! অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে সমস্ত দেবের অগ্রে উপস্থিত হন, তোমরা তাঁদের পূজা কর। তাঁরা লোভী, নিরোধকারিগণের পূর্বেই হব্য পান করুন। তাঁরা প্রাতঃকালীন যজ্ঞ সেবন করেন ; প্রাচীন কবিগণ প্রাতঃকালে তাঁদের স্তব করেছেন। ২। প্রত্যুষে অশ্বিদয়ের যাগ কর। তাঁদের হব্য প্রদান কর। সায়ংকালীন হব্য দেবগম্য হয় না ; দেবগণ সে সময় তা গ্রহণ করেন না। আমরা অথবা অন্য যে কেউ তাঁদের যাগ ও তর্পণ করি, সমস্ত যজমানের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে তাঁদের আরাধনা করে, সে ব্যক্তিই তাঁদের সমধিক অভিমত। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের সুবর্ণাবৃত, মনোহর বর্ণ, জলবর্ষী, অমৃতপূর্ণ মন ও বায়ুর ন্যায় বেগগামী রথ আসছে, সে রথে আরোহণ করে তোমরা সমস্ত দুর্গম পথ অতিক্রম কর। ৪। যে ব্যক্তি যজ্ঞীয় হব্য বিভাগকালে নাসত্যগণকে প্রচুর হব্যাংশ ও অন্ন প্রদান করেন, তিনি উক্ত কার্যদ্বারা নিজপুত্রের কল্যাণ বিধান করেন এবং যারা যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত না করে, তাদের অনিষ্ট সাধন করেন। ৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও শুভাগমননিবন্ধন তাঁদের সাথে সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয় ! তোমরা আমাদের ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

৭৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষি ।
ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

অশ্বিনাবেহ গচ্ছতং নাসত্যা মা বি বেনতম্ । হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ ॥ ১
অশ্বিনা হরিণাবিব গৌরাবিবানু যবসম্ । হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ ॥ ২
অশ্বিনা বাজিনীবসূ জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে । হংসাবিব পততমা সুতাঁ উপ ॥ ৩
অত্রি র্যদ্বামবরোহন্নৃবীসমজোহবীন্নাধমানেব যোষা ।
শ্যেনস্য চিজ্জবসা নূতনেনাগচ্ছতমশ্বিনা শন্তমেন ॥ ৪
বি জিহীষ্ব বনস্পতে যোনিঃ সুষ্যন্ত্যা ইব ।
শ্রুতং মে অশ্বিনা হবং সপ্তবধ্রিং চ মুঞ্চতম্ ॥ ৫
ভীতায় নাধমানায় ঋষয়ে সপ্তবধ্রয়ে । মায়াভিরশ্বিনা যুবং বৃক্ষং সং চ বি চাচথঃ ॥ ৬
যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ । এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ ॥ ৭
যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি । এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা ॥ ৮
দশ মাসাঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি ।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এ যজ্ঞে এস। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা

অপহাশূন্য হয়ো না, হংসদ্বয়ের ন্যায় তোমরা অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ ঘাসের উপর পতিত হয়, সেরূপ তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর। ৩। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্বেচ্ছানুসারে যজ্ঞীয় কর্মদ্বারা প্রসন্ন হও। তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর। ৪। অত্রি তোমাদের সাহায্যে তুষাগ্নি হতে মুক্তিলাভ করে পতিপ্রণয় প্রার্থনাকারিণী রমণীর ন্যায় তোমাদের প্রীতি সাধন করে স্তব করেছিলেন, অতএব তোমরা শ্যেন পক্ষীর নবজাত বেগ সহকারে কল্যাণকর রথে এস। ৫। হে বনস্পতি (১)! তুমি প্রসবোন্মুখী রমণীর উরুবৎ বিবৃত হও, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শোন, সপ্তবধ্রিকে মুক্ত কর (২)। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভীত, প্রার্থনাকারী ঋষি সপ্তবধ্রির উদ্ধারার্থে মায়াদ্বারা পেটিকা সঙ্গত ও বিভক্ত কর। ৭। বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে সেরূপ তোমার গর্ভ সঞ্চালিত হোক এবং দশমাস পর গর্ভস্থ জীব নির্গত হোক। ৮। বায়ু, বন ও সমুদ্র যেরূপ কম্পিত হয়, সেরূপ দশমাস যাবৎ গর্ভস্থিত জীব জরায়ু বেষ্টিত হয়ে পতিত হোক। ৯। দশমাস যাবৎ জননীজঠরে অবস্থিত জীব জীবিত ও অক্ষত ভাবে জীবিতা জননী হতে নির্গত হোক।

টীকা ঃ ১। 'বনস্পতে' অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত পেটিকা, (পেটরা)। ২। সায়ণ বলেন, সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃব্যগণ তাঁকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকায় বন্ধ করে রাখত এবং প্রাতঃকালে খুলে দিত, ঋষি এরূপ অনেকদিন থেকে দুঃখিত ও কৃশ হয়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করলেন। অশ্বিদ্বয় এসে পেটিকা খুলে দিলেন এবং ঋষি ভার্যার সাথে সহবাস করলেন। এরূপে ঋষির স্ত্রী গর্ভিণী হলেন। তা ৭, ৮, ৯ ঋকে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ তিনটি ঋককে 'গর্ভশ্রাবিনু্যপণিষৎ' বলে।

৭৯ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। অত্রির অপত্য সত্যশ্রবা ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

মহে নো অদ্য বোধয়োষে রায়ে দিবিত্মতী।
যথা চিন্নো অবোধয়ঃ সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ১
যা সুনীথে শৌচদ্রথে ব্যৌচ্ছো দুহিতর্দিবঃ।
সা ব্যুচ্ছ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ২
সা নো অদ্যাভরদ্বসু র্ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
যো ব্যৌচ্ছঃ সহীয়সি সত্যশ্রবসি বায্যে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৩
অভি যে ত্বা বিভাবরি স্তোমৈর্গৃণন্তি বহ্নয়ঃ।
মঘৈ র্মঘোনি সুশ্রিয়ো দামন্বন্তঃ সুরাতয়ঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৪
যচ্চিদ্ধি তে গণা ইমে ছদয়ন্তি মঘত্তয়ে।
পরি চিদ্বষ্টয়ো দধু র্দদতো রাধো অহ্রয়ং সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৫
ঐষু ধা বীরবদ্যশ উষো মঘোনি সূরিষু।
যে নো রাধাংস্যহ্রয়া মঘবানো অরাসত সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৬
তেভ্যো দ্যুম্নং বৃহদ্যশ উষো মঘোন্যা বহ।
যে নো রাধাংস্যশ্ব্যা গব্যা ভজন্ত সূরয়ঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৭
উত নো গোমতীরিষ আ বহা দুহিতর্দিবঃ।
সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ শুক্রৈঃ শোচদ্ভির্চিভিঃ সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৮

ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবো মা চিরং তনুথা অপঃ ।
নেত্বা স্তেনং যথা রিপুং তপাতি সূরো অর্চিষা সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ৯
এতাবদ্বেদুষস্ত্বং ভূয়ো বা দাতুমর্হসি ।
যা স্তোতৃভ্যো বিভাবর্যুচ্ছন্তী ন প্রমীয়সে সুজাতে অশ্বসূনৃতে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে দীপ্তিমতী ঊষা ! তুমি পূর্বকালে আমাদের যেরূপ প্রবোধিত করেছিলে, অদ্য প্রচুর ধন প্রাপ্তির জন্য আমাদের সেরূপ প্রবোধিত কর। হে সুজাতা দেবি ! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করে থাকে। তুমি বয্যপুত্র সত্যশ্রবার প্রতি অনুগ্রহ কর। ২। হে স্বর্গতনয়া ঊষা ! তুমি শুচিরথের পুত্র সুনীথর অন্ধকার দূর করেছিলে। হে সুজাতা দেবি ! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করে থাকে। তুমি বয্যপুত্র বলবান সত্যশ্রবার তমোনাশ কর। ৩। হে স্বর্গতনয়া ধনাহরণকারিণী ঊষা ! তুমি সেরূপ অদ্য আমাদের অন্ধকার দূর কর। হে সুজাতা অশ্বার্থে সম্যক স্তুতা দেবি ! তুমি বয্যপুত্র বলবান সত্যশ্রবার তমোনাশ করেছিলে। ৪। হে দীপ্তিমতী ঊষা ! যে সকল ঋত্বিক স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন, তাঁরা ঐশ্বর্যদ্বারা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও দানশীল হন। হে ধনশালিনী সুজাতা ঊষা ! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করে থাকে। ৫। হে ঊষা ! ধন প্রদানার্থে তোমার সম্মুখে সমবেত এ সমস্ত উপাসক অক্ষয় হব্যরূপ ধন প্রদান করে আমাদের প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করেছেন। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সাথে তোমার স্তব করে থাকে। ৬। হে ধনশালিনী ঊষা ! তোমার এ সমস্ত স্তোতৃবর্গকে সন্ততি ও অন্ন প্রদান কর, কারণ তা হলে তাঁরা ঐশ্বর্যশালী হয়ে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ধন প্রদান করবেন। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সাথে তোমার স্তব করে থাকে। ৭। হে ধনশালিনী ঊষা ! যাঁরা আমাদের অশ্ব ও ধেনুগণের সাথে ধন প্রদান করেছেন, সে সমস্ত দাতাকে ধন ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করে থাকে। ৮। হে স্বর্গকন্যা ! তুমি সূর্যের পবিত্র রশ্মি এবং প্রজ্বলিত অগ্নির প্রদীপ্ত জ্বালাসহকারে আমাদের নিকট অন্ন ও ধেনুসমূহ আনয়ন কর। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করে থাকে। ৯। হে স্বর্গনন্দিনী ঊষা ! তুমি প্রকাশিত হও, আমাদের কার্যে বিলম্ব বিধান করো না ; রাজা যেরূপ চোরের শাস্তিবিধান করেন অথবা শত্রু জয় করেন, সেরূপ সূর্য যেন রশ্মিদ্বারা তোমাকে সন্তপ্ত না করেন। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করে থাকে। ১০। হে ঊষা ! যা প্রার্থিত হয়েছে এবং যা প্রার্থিত হয় না, তুমি সে সকল আমাদের প্রদান করতে সমর্থ। কারণ হে দীপ্তিশালিনি ! তুমি স্তোতৃবর্গের তমোনাশ কর অথচ তাদের হিংসা কর না। হে সুজাতা দেবি ! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করে থাকে।

৮০ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। সত্যশ্রবা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্যুতদ্যামানং বৃহতীমৃতেন ঋতাবরীমরুণপ্সুং বিভাতীম্ ।
দেবীমুষসং স্বরাবহন্তীং প্রতি বিপ্রাসো মতিভি জরন্তে ॥ ১

এষা জনং দর্শতা বোধয়ন্তী সুগান্ পথঃ কৃণ্বতী যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বোষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাম্ ॥ ২
এষা গোভিররুণেভির্যুজানা স্রেধন্তী রয়িমপ্রায়ু চক্রে।
পথো রদন্তি সুবিতায় দেবী পুরুষ্টুতা বিশ্ববারা বি ভাতি ॥ ৩
এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ॥ ৪
এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।
অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংস্যুষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ ॥ ৫
এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৄন্যোষেব ভদ্রা নি রিণীতে অপ্সঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্যাণি পুনর্জ্যোতি যুর্বতিঃ পূর্বথাকঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। জ্ঞানী ঋত্বিকগণ স্তোত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়া, সর্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্যের পুরোবর্তিনী, দীপ্তিমতী উষার স্তব করছেন। ২। মনোহারিণী উষা মনুষ্যকে প্রবোধিত ও পথ সকল সুগম করে বিস্তৃত রথে আরোহণপূর্বক সূর্যের অগ্রে যাচ্ছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী উষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করেছেন। ৩। রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ যোজনা করে তিনি অবিশ্রান্ত ধন সকল অবিচলিত করছেন। সর্বপূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী উষা সন্মার্গ সকল প্রকাশিত করে বিরাজ করছেন। ৪। দু প্রদেশে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও মধ্য অন্তরীক্ষে অবস্থান করে এবং পূর্বদিক হতে নিজমূর্তি প্রকাশিত করে নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করে সম্যক-রূপে আদিত্যের অনুসরণ করছেন এবং দিক সকলের কোন হিংসা করছেন না। ৫। তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজ মূর্তি প্রকাশিত করে এবং যেন স্নান হতে উত্থিত হয়ে আমাদের নেত্র সমীপে উদিত হচ্ছেন। স্বর্গ কন্যা উষা দ্বেষ-ভাজন তমোরাশি বিদূরিত করে দীপ্তিসহকারে আসছেন। ৬। স্বর্গ কন্যা উষা পশ্চিমাভিমুখী হয়ে হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্বক সুবেশা কামিনীর ন্যায় নিজ সৌন্দর্য বিস্তার করছেন। স্থিরযৌবনা উষা পূর্বকালের ন্যায় নিজ-দীপ্তি প্রকাশ করেছেন।

৮১ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। জগতী ছন্দ।

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ১
বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যৎসবিতা বরেণ্যোহনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি ॥ ২
যস্য প্রয়াণমন্বন্য ইদ্যযুর্দেবা দেবস্য মহিমানমোজসা।
যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিত্বনা ॥ ৩
উত যাসি সবিতস্ত্রীণি রোচনোত সূর্যস্য রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি।
উত রাত্রীমুভয়তঃ পরীয়স উত মিত্রো ভবসি দেব ধর্মভিঃ ॥ ৪
উতেশিষে প্রসবস্য ত্বমেক ইদুত পূষা ভবসি দেব যামভিঃ।
উতেদং বিশ্বং ভুবনং বি রাজসি শ্যাবাশ্বস্তে সবিতঃ স্তোমমানশে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। জ্ঞানী ঋত্বিগগণ মনোনিবেশ করছেন। তাঁরা জ্ঞানী সুমহৎ

ও পূজনীয় সবিতার আজ্ঞাক্রমে যাগকার্যে অভিনিবিষ্ট হচ্ছেন। তিনি হোতৃবর্গের
কার্য অবগত হয়ে তাদের কাজে প্রেরিত করছেন। দেব সবিতার মহিমা স্তুতির
অগোচর। ২। জ্ঞানী সবিতা স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন। তিনি দ্বিপদ ও
চতুষ্পদগণের সমস্ত কল্যাণ বিধান করছেন। পূজনীয় দেব সবিতা স্বর্গকে সুপ্রকাশ
করেছেন এবং উষার পশ্চাৎ উদিত হয়েছেন। ৩। অন্যান্য দেবগণ যে দীপ্তিমান
সবিতার গতির পশ্চাৎ মহিমা ও শক্তি লাভ করেন, যিনি নিজ মাহাত্ম্যে পৃথিব্যাদি
লোকের পরিমাণ করেন, সে দেব সবিতা দীপ্তিসহকারে বিরাজ করছেন। ৪। হে
সবিতা! তুমি তিন দীপ্ত ভুবন পরিভ্রমণ কর। অথবা সূর্যের (১) রশ্মিদ্বারা
সঙ্গত হও। কিংবা তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়ে যাও। অথবা হে দেব!
তুমি তোমার কার্যদ্বারা মিত্র হও। ৫। হে দেব! তুমিই সমস্ত জীবের কার্য
শাসন কর। তুমি গতিদ্বারা পূষা হও। তুমি এ সমগ্র ভুবনের ধারণ বিধানে
সমর্থ। হে দেব সবিতা! শ্যাবাশ্ব তোমার স্তুতি ঘোষণা করছে।

টীকা: ১। সায়ণ বলেন উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, উদয় হতে
অস্তগমন পর্যন্ত যে মূর্তি তাই সূর্য। ১২২।৫ ঋকের টীকার শেষভাগ দেখুন।

৮২ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

তৎসবিতু বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ॥ ১
অস্য হি স্বয়শস্তরং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ম্। ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্ ॥ ২
স হি রত্নানি দাশুষে সুবাতি সবিতা ভগঃ। তং ভাগং চিত্রমীমহে ॥ ৩
অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগম্। পরা দুঃস্বপ্ন্যং সুব ॥ ৪
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব। যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব ॥ ৫
অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে। বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ৬
আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে। সত্যসবং সবিতারম্ ॥ ৭
য ইমে উভে অহনী পুর এত্যপ্রযুচ্ছন্। স্বাধীর্দেবঃ সবিতা ॥ ৮
য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন। প্র চ সুবাতি সবিতা ॥ ৯

অনুবাদ: ১। আমরা দেব সবিতার নিকট প্রসিদ্ধ ভোগার্হ ধন প্রার্থনা করছি। আমরা যেন ভগের নিকট হতে শ্রেষ্ঠ, সর্বভোগপ্রদ, শত্রুসংহারক ধন লাভ করি। ২। এ সবিতার সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বপ্রিয় ঐশ্বর্য কেউ নষ্ট করতে সমর্থ হয় না। ৩। সে সবিতা, ভগ, হব্যদাতাকে রমণীয় ধন প্রদান করেন। আমরা সে ভজনীয় দেবের নিকট বরণীয় ধন প্রার্থনা করছি। ৪। হে দেব সবিতা! অদ্য আমাদের সন্ততি ও ধন প্রদান কর এবং আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর কর। ৫। হে দেব সবিতা! তুমি আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর কর এবং যা কল্যাণকর তা আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। ৬। আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞাক্রমে অদিতির নিকট নিরপরাধ হই, আমরা যেন সমস্ত বাঞ্ছিত ধনের অধিকারী হই। ৭। অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা বিশ্বদেব স্বরূপ সাধুগণের পালনকারী, সত্যরক্ষক দেব সবিতার উপাসনা করছি। ৮। যে দেব সবিতা সম্যকরূপে ধ্যানযোগ্যও যিনি নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে রাত্রি ও দিবসের পুরোগামী, অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁর উপাসনা করছি। ৯। যে দেব সবিতা সমস্ত প্রাণীবর্গের নিকট নিজ গৌরব ঘোষণা করছেন ও তাদের সঞ্জীবিত করছেন, অদ্য আমরা স্তোত্রদ্বারা তাঁর উপাসনা করছি।

৮৩ সূক্ত : পর্জন্য দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ স্তুহি পর্জন্যং নমসা বিবাস।
কনিক্রদদ্বৃষভো জীরদানূ রেতো দধাত্যোষধীষু গর্ভম্ ॥ ১
বি বৃক্ষান্ হন্ত্যুত হন্তি রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।
উতানাগা ঈষতে বৃষ্ণ্যাবতো যৎ পর্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ২
রথীব কশয়াশ্বাঁ অভিক্ষিপন্নাবিদূতান্ কৃণুতে বর্ষ্যাঁ অহ।
দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে যৎ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ ॥ ৩
প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধী জিহতে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বস্মৈ ভুবনায় জায়তে যৎ পর্জন্যঃ পৃথিবী রেতসাবতি ॥ ৪
যস্য ব্রতে পৃথিবী নন্নমীতি যস্য ব্রতে শফবজ্জর্ভুরীতি।
যস্য ব্রত ওষধীর্বিশ্বরূপাঃ স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ৫
দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিন্বত বৃষ্ণো অশ্বস্য ধারাঃ।
অর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহ্যপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ ॥ ৬
অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্ভমা ধা উদন্বতা পরি দীয়া রথেন।
দৃতিং সু কর্ষ বিষিতং ন্যঞ্চং সমা ভবন্তূদ্বতো নিপাদাঃ ॥ ৭
মহান্তং কোশমুদচা নি ষিঞ্চ স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাৎ।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী ব্যুন্ধি সুপ্রপাণং ভবত্বঘ্ন্যাভ্যঃ ৮
যৎপর্জন্য কনিক্রদৎ স্তনয়ন্ হংসি দুষ্কৃতঃ।
প্রতীদং বিশ্বং মোদতে যৎকিঞ্চ পৃথিব্যামধি ॥ ৯
অবর্ষীর্বর্ষমুদু ষূ গৃভায়াকর্ধন্বান্যত্যেতবা উ।
অজীজন ওষধীর্ভোজনায় কমুত প্রজাভ্যোঽবিদো মনীষাম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে স্তোতা! তুমি বলশালী পর্জন্যের অভিমুখবর্তী হয়ে প্রার্থনা কর। এ সকল স্তোত্রদ্বারা তাঁর স্তব কর এবং হব্যদ্বারা তাঁর পরিচর্যা কর। গর্জনকারী, জলবর্ষী ও দানশীল পর্জন্য বৃষ্টিপাতদ্বারা ওষধি সকলের গর্ভ উৎপাদন করেন (১)। ২। তিনি বৃক্ষ সকল নষ্ট করেন; রাক্ষস সকল বধ করেন ও বিপুল সংহারকার্যদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যে সময় গর্জনকারী পর্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরপরাধী ব্যক্তি ও সেকালে বারিবর্ষণকারী পর্জন্যের নিকট হতে ভয়ে পলায়ন করে। ৩। রথী যেরূপ কশাঘাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করে যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথের পথিক করেন, পর্জন্যও সেরূপ মেঘ সকলকে অপসারিত করে বারিবর্ষণকারী মেঘ সকলের আবিষ্কার করেন। যে সময় পর্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহবৎ মেঘের গর্জন দূর হতে উদগত হয়। ৪। যেকালে পর্জন্য বৃষ্টিদ্বারা রক্ষা করেন তখন প্রবল বায়ু বইতে থাকে, চারদিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধিসমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিত সাধনে সমর্থ হয়। ৫। হে পর্জন্য! তোমারই কার্যবশত পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট গবাদি পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধি সকল বিবিধরূপ ধারণ করে। তুমি আমাদের বিপুল সুখ প্রদান কর। ৬। হে মরুদগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হতে আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রদান কর। বর্ষণকারী ও সর্বব্যাপী মেঘের ধারা ক্ষরণ কর। হে পর্জন্য! তুমি জল সেচন করে এ গর্জনকারী মেঘের সঙ্গে আমাদের অভিমুখে এস। তুমি বারিবর্ষক ও আমাদের রক্ষক। ৭। তুমি

পৃথিবীর উপর শব্দ কর, গর্জন কর, বারিদ্বারা ওষধিসমূহের গর্ভবিধান কর, বারিপূর্ণ রথদ্বারা অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ কর, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা বারিপূর্ণ মেঘকে উন্মুক্ত কর। উচ্চ ও নিম্ন স্থান সকল যেন সমতল হয়। ৮। হে পর্জন্য! তুমি বিপুল কোশবৎ মেঘকে উর্ধ্বে উত্তোলন কর, এ হতে বারিবর্ষণ কর, নদী সকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হোক। বারিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র কর এবং ধেনুগণের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হোক। ৯। হে পর্জন্য! যেকালে তুমি উচ্চধ্বনি পুরঃসর গর্জন করে পাপকারী মেঘ সকলকে বিদীর্ণ কর সেকালে এ অখিল বিশ্ব এবং অন্তর্গত সকল পদার্থ হৃষ্ট হয়। ১০। হে পর্জন্য! তুমি বর্ষণ করেছ, এক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ কর। তুমি মরুভূমি সকলকে সুগম্য করবার নিমিত্ত জলযুক্ত করেছ, তুমি মনুষ্যের ভোগের নিমিত্ত ওষধি সকল উৎপাদন করেছ এবং লোকদের স্তুতিভাজন হয়েছ।

টীকা : ১। পর্জন্য সম্বন্ধে ১।৩৮।৯ ঋকের টীকা দেখুন। পর্জন্য শব্দের আদি অর্থ মেঘ। ক্রমে এর অর্থ বজ্রধারী ও বৃষ্টিধারী দেব হয়ে উঠল।

৮৪ সূক্ত। পৃথিবী দেবতা। অত্রির পুত্র ভৌম ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ

বলিত্থা পর্বতানাং খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহ্না জিনোষি মহিনি ॥ ১
স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জুনি ॥ ২
দৃড়্হা চিদ্যা বনস্পতীন্ ক্ষয়া দর্ধর্ষ্যোজসা।
যত্তে অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবো বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে পৃথিবি! (১) ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্বত সকলের খণ্ড ধারণ করছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ কারণ তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর। ২। হে বিচিত্রগমনশালিনী পৃথিবি! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর। ৩। যে সময় দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হতে তোমার মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, সে সময় তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সাথে বৃক্ষ সকলকে বলপূর্বক ধারণ করে রাখ।

টীকা : ১। সায়ণ এস্থলে পৃথিবী শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ করে অন্য একরূপ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

৮৫ সূক্ত। বরুণ দেবতা। অত্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।
বি যো জঘান শমিতেব চর্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্যায় ॥ ১
বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ২
নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥ ৩
উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ।
সমভ্রেণ বসত পর্বতাসস্তবিষীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্ত বীরাঃ ॥ ৪

ইমামূ ম্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচমূ।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রমূ ॥ ৬
অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭
কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।
সর্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবাধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। প্রসিদ্ধ ও সম্যক দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম বিস্তৃত করে, সেরূপ তিনি সূর্যের আস্তরণার্থে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করেছেন। ২। তিনি বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষ বিস্তারিত করেছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করেছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সোমলতা স্থাপন করেছেন। ৩। তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের হিতার্থে মেঘের নিম্নভাগ সচ্ছিদ্র করে দিয়েছেন। বৃষ্টি যেরূপে যব, শস্য সিক্ত করে সেরূপ অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ সমগ্র ভূমিকে আর্দ্র করেন। ৪। যেকালে তিনি বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ কামনা করেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন। পরক্ষণেই পর্বত সকল বারিদগণদ্বারা শিখর সকলকে আবৃত করে এবং বীর মরুৎগণ নিজ বলে উল্লসিত হয়ে মেঘবৃন্দকে শিথিল করে দেয়। ৫। আমি প্রসিদ্ধ আসুর বরুণের এ সুমহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করছি যে, তিনি মানদণ্ডের ন্যায় সূর্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ করেছেন। ৬। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞার কেউই খণ্ডন করতে পারে না। তাঁর প্রজ্ঞাবশত শুভ্র, বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহ বারিদ্বারা এক মাত্র সমুদ্রকে পূরণ করতে পারে না (১)। ৭। হে বরুণ যদি আমরা কখন কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করে থাকি, তা হলে তা নষ্ট কর। ৮। হে দেব বরুণ! দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানবশত অপরাধ করি, তা হলে তুমি শিথিল বন্ধনের ন্যায় সে সকল হতে মুক্ত কর। তা হলে আমরা তোমার স্নেহ ভাজন হব।

টীকা ঃ ১। দৈবকার্য পরম্পরার ঐক্য দেখে এক ঈশ্বরের অনুভব মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ নেন (৫ ঋক), তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্র কখনও পরিপূর্ণ হয় না (৬ ঋক্) এবং তিনিই মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ ও ৮ ঋক)।

৮৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্, বিরাট্পূর্বা ছন্দ।

ইন্দ্রাগ্নী যমবথ উভা বাজেষু মর্ত্যম।
দৃড়্হা চিৎ স প্র ভেদতি দ্যুম্না বাণীরিব ত্রিতঃ ॥ ১
যা পৃতনাসু দুষ্টরা যা বাজেষু শ্রবায্যা।
যা পঞ্চ চর্ষণীরভীন্দ্রাগ্নী তা হবামহে ॥ ২

তয়োরিদমবচ্ছ্রবাংস্তিগ্মা দিদ্যুন্মঘোনোঃ ।
প্রতি দ্রুণা গভস্ত্যোর্গবাং বৃত্রঘ্ন এষতে ॥ ৩
তা বামেষে রথানামিন্দ্রাগ্নী হবামহে ।
পতী তুরস্য রাধসো বিদ্বাংসো গির্বণস্তমা ॥ ৪
তা বৃধন্তাবনু দ্যূন্মর্তায় দেবাবদভা ।
অর্হন্তা চিৎপুরো দধেঽংশেব দেবাবর্বতে ॥ ৫
এবেন্দ্রাগ্নিভ্যামহাবি হব্যং শূষ্যং ঘৃতং ন পূতমদ্রিভিঃ ।
তা সূরিষু শ্রবো বৃহদ্রয়িং গৃণৎসু দিধৃতমিষং গৃণৎসু দিধৃতম্‌ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! হে অগ্নি ! তোমরা উভয়ে যে মর্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি শত্রুবাক্য খণ্ডনকারী ত্রিতের ন্যায় শত্রুগণের ঐশ্বর্য সুদৃঢ় হলেও সে সকল নষ্ট করেন। ২। যাঁরা সংগ্রামে অজেয়, যাঁরা অন্নদানের জন্য বিখ্যাত, যাঁরা পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন, আমরা সে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। ৩। এঁদের বল শত্রুগণের অভিভবকারী। যেকালে এঁরা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হয়ে ধেনুগণের উদ্ধারার্থে ও বৃত্র সংহারের জন্য যান, সেকালে এ দুই মঘবানের হস্তে দীপ্তিশালী বজ্র বিরাজ করতে থাকে। ৪। হে গমনশীল ধনের অধিপতি, সর্বজ্ঞ ও নিরতিশয় বন্দনীয় ইন্দ্র ও অগ্নি ! যুদ্ধে তোমরা বাণ প্রেরণ করবে বলে আমরা তোমাদের উভয়কে আহ্বান করছি। ৫। হে অপ্রধৃষ্য দেবদ্বয় ! আমি অশ্বলাভার্থে তোমাদের স্তব করছি। তোমরা মানবদ্বয়ের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছ এবং আদিত্যদ্বয়ের ন্যায় সম্যকরূপে স্তুতিভাজন। ৬। প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট সোমরসের ন্যায় সম্প্রতি বলকর হব্য প্রদত্ত হয়েছে। তোমরা জ্ঞানীগণকে অন্ন প্রদান কর, স্তবকারিগণকে প্রভূত ধন ও অন্ন প্রদান কর।

৮৭ ॥ মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য এবযামরুৎ ঋষি। অতিজগতী ছন্দ।

প্র বো মহে মতয়ো যন্তু বিষ্ণবে মরুত্বতে গিরিজা এবয়ামরুৎ ।
প্র শর্ধায় প্রযজ্যবে সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায় শবসে ॥ ১
প্র যে জাতা মহিনা যে চ নু স্বয়ং প্র বিদ্মনা ব্রুবত এবয়ামরুৎ ।
ক্রত্বা তদ্বো মরুতো নাধৃষে শবো দানা মহ্না তদেষামধৃষ্টাসো নাদ্রয়ঃ ॥ ২
প্র যে দিবো বৃহতঃ শৃণ্বিরে গিরা সুশুক্বানঃ সুভ্ব এবয়ামরুৎ ।
ন যেষামিরী সধস্থ ইষ্ট আঁ অগ্নয়ো ন স্ববিদ্যুতঃ প্র স্পন্দ্রাসো ধুনীনাম্‌ ॥ ৩
স চক্রমে মহতো নিরুরুক্রমঃ সমানস্মাৎ সদস এবয়ামরুৎ ।
যদাযুক্ত ত্মনা স্বাদধি ষ্ণুভি বিষ্পর্ধসো বিমহসো জিগাতি শেবৃধো নৃভিঃ ॥ ৪
স্বনো ন বোঽমবানেজয়দ্বৃষা ত্বেষো যয়িস্তবিষ এবয়ামরুৎ ।
যে না সহন্ত ঋঞ্জত স্বরোচিষঃ স্থারশ্মানো হিরণ্যয়াঃ স্বায়ুধাস ইষ্মিণঃ ॥ ৫
অপারো বো মহিমা বৃদ্ধশবসস্ত্বেষং শবোঽবত্বেবয়ামরুৎ ।
স্থাতারো হি প্রসিতৌ সংদৃশি স্থন তে ন উরুষ্যতা নিদঃ শুশুক্বাংসো নাগ্নয়ঃ ॥ ৬
তে রুদ্রাসঃ সুমখা অগ্নয়ো যথা তুবিদ্যুম্না অবন্ত্বেবয়ামরুৎ ।
দীর্ঘং পৃথু পপ্রথে সদ্ম পার্থিবং যেষামজ্মেষ্বা মহঃ শর্ধাংস্যদ্ভুতৈনসাম্‌ ॥ ৭
অদ্বেষো নো মরুতো গাতুমেতন শ্রোতা হবং জরিতুরেবয়ামরুৎ ।
বিষ্ণোর্মহঃ সমন্যবো যুযোতন স্মদ্রথ্যো ন দংসনাপ দ্বেষাংসি সনুতঃ ॥ ৮

গন্তা নো যজ্ঞং যজ্ঞিয়াঃ সুশমি শ্রোতা হবমরক্ষ এবয়ামরুৎ।
জ্যেষ্ঠাসো ন পর্বতাসো ব্যোমানি যূয়ং তস্য প্রচেতসঃ স্যাত দুর্ধর্তবো নিদঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। এবযামরুতে বাঙ্‌নিষ্পন্ন স্তোত্র সকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভনালংকৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট যেন সে স্তোত্র সকল, উপস্থিত হয়। ২। যাঁরা মহান ইন্দ্রের সাথে প্রাদুর্ভূত হন, যাঁরা যজ্ঞ প্রস্তুত হয়েছে এ জ্ঞানে স্বেচ্ছানুসারে শীঘ্র আবির্ভূত হন, এবযামরুৎ তাঁদের স্তব করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদের কার্য বিষয়ে বল মহাবদান্যতা যুক্ত হলেও অধৃষ্য। তোমরা পর্বত সকলের ন্যায় অটল। ৩। যাঁরা দীপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বিস্তীর্ণ স্বর্গ হতে আহ্বান শোনেন, যাঁরা স্বগৃহে অবস্থিতি করলে কেউই চালিত করতে সমর্থ নয় এবং যাঁরা নিজ দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিমান, অগ্নির ন্যায় নদী সকলের সঞ্চালনকারী; এবযামরুৎ স্তুতিদ্বারা তাঁদের উপাসনা করছেন। ৪। মরুৎগণের স্বেচ্ছানুসারে গমনকারী অশ্বগণ রথে যোজিত হলে যখন এবযামরুৎ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন সর্বব্যাপী মরুৎগণ বিস্তীর্ণ সাধারণ বসতি অন্তরীক্ষ হতে নির্গত হলেন। পরস্পর স্পর্ধাকারী, বলশালী ও সুখদাতা মরুৎগণ নির্গত হলেন। ৫। হে মরুৎগণ! তোমরা স্বাধীন তেজা, স্থিরদীপ্তি, স্বর্গাভরণভূষিত ও অন্নদাতা। তোমরা যে শব্দদ্বারা শত্রুগণকে অভিভূত করে নিজকার্য সাধন কর, সে প্রবল বারিবর্ষণকারী, দীপ্ত বিস্তৃত, প্রবৃদ্ধ ধ্বনি যেন এবযামরুৎকে কম্পিত না করে। ৬। হে সর্মাধিক বলশালী মরুৎগণ! তোমাদের অপার মহিমা, তোমাদের শক্তি এবযামরুৎকে রক্ষা করুক। যজ্ঞসীমা সন্দর্শন বিষয়ে তোমরাই নিয়ামক। প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমরা নিন্দাকারী হতে আমাদের রক্ষা কর। ৭। হে পূজনীয় ও অগ্নির ন্যায় প্রভূত দীপ্তিশালী রুদ্রপুত্রগণ! এবযামরুৎকে রক্ষা করুন। মরুৎগণের অন্তরীক্ষে অবস্থিত, আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি তাঁদের দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হয়েছে। নিষ্পাপ মরুৎগণের গমনকালে প্রভূত শক্তি প্রকাশিত হয়। ৮। হে বিদ্বেষহীন মরুৎগণ! তোমরা আমাদের স্তোত্রের সন্নিহিত হও এবং স্তবকারী এবযামরুতের আহ্বান শোন। হে বিষ্ণুর সঙ্গে একত্র যজ্ঞভোজী মরুৎগণ! যোদ্ধৃগণ যেরূপ শত্রুদের অপসারিত করে সেরূপ তোমরা আমাদের গূঢ় শত্রুগণকে দূরীভূত কর। ৯। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞে এস, কারণ তা হলে এ সুসম্পন্ন হবে। তোমরা রাক্ষসগণ দ্বারা সঞ্জাত বিঘ্ন না হয়ে এবযামরুতের আহ্বান শোন। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উত্তুঙ্গ শৈল সকলের ন্যায় অন্তরীক্ষে অবস্থান করে নিন্দাকারীর শাসন কর।

আমাদের প্রকাশিত রচনাবলী

ধর্ম-বিষয়ক

বেদ। ৫ খণ্ড, ৩০০০ পৃষ্ঠা।

গীতা। অতুলচন্দ্র সেন।

গীতারহস্য। লোকমান্য তিলক।

ভাগবত। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

উপনিষদ অখণ্ড। মূল্য

কোরআন শরীফ। অনুবাদ : মোবারক করীম।

কোরআন শরীফ। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ গিরিশচন্দ্র সেন।

হাদীস শরীফ। নবী মুহাম্মদ স-এর সম্পূর্ণ জীবনীসহ। রফিকউল্লাহ্।

ধম্মপদ। মিহির গুপ্ত ও রণব্রত সেন।

কাবার পথে। আবদুল আজীজ আল-আমান।

রচনাবলী

রামমোহন রচনাবলী। অজিতকুমার ঘোষ এবং আবদুল আজীজ আল্-আমান।

মধুসূদন রচনাবলী। ঐ।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী। ঐ ২ খণ্ড।

দীনবন্ধু রচনাবলী। ঐ।

বঙ্কিম রচনাবলী। ২ খণ্ড। ঐ।

বিষাদ-সিন্ধু। আ. আ. আ. অ. সম্পাদিত।

সংগীত ও স্বরলিপি বিষয়ক

নজরুল গীতি। আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত। অখণ্ড।

রাঙাজবা। ঐ। কবির ভক্তিগীতি।

দ্বিজেন্দ্র-গীতি। ঐ।

শ্রেষ্ঠ নজরুল-স্বরলিপি। ৩ খণ্ড। নিতাই ঘটক। প্রতি খণ্ড।

শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি অখণ্ড।

গিটারে শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি। ২ খণ্ড। খণ্ড

নজরুল-স্বরলিপি। ৯ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

রজনীকান্ত-স্বরলিপি। ২ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

লোকগীতি-স্বরলিপি। ২ খণ্ড। প্রতি খণ্ড

শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র স্বরলিপি।

শ্রেষ্ঠ প্রনব-স্বরলিপি।

....সম্ভবতঃ উনিশ শো চল্লিশ সালের কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি সর্বপ্রথম বেদ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের পাঠশালার নাসিরউদ্দীন মাস্টার সাহেব বেদের একটা পরিচিতিও দিয়েছিলেন—কি বলেছিলেন আজ স্পষ্ট করে তার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পরিচিতি থেকে আমার কিশোর মনে বেদ সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা গড়ে উঠেছিল। বেদের প্রসঙ্গ মনে হলেই দেখতে পাই আমার সমগ্র স্মৃতি জুড়ে সেই ধোঁয়াটে ভাবটিই প্রধান হয়ে রয়েছে। বেদ একটা বিশাল কিছু একটা বিরাট কিছু একটা অসাধারণ কিছু এমনই একটা বিপুল অস্পষ্টতা সমগ্র চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই ধোঁয়াটে আবরণ বিদীর্ণ করে তার ওপাশে বেদের যে বিশালত্ব তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনে।.....

9 788192 670416

বেদ

হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

রমেশচন্দ্র দত্তের ভূমিকা অবলম্বনে
ভূমিকা ঃ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

হরফ

হরফ প্রকাশনী ● এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● কলকাতা-৭০০০ ০৭

হরফ

RIKVEDA SAMHITA
Complete in two volumes.
Edited by Abdul Aziz Al Aman

ঋগ্বেদ-সংহিতা

রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে
ভূমিকা : শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
আবদুল আযীয আল-আমান এম. এ
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

● মুদ্রণ ঃ
স্বদেশি প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স
৫৮এ লোয়ার রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০

● প্রথম প্রকাশ ঃ
মহালয়া, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৫

পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০১৬
মূল্য ঃ ১২০০ (সেট)

REPRINT 2016
PRICE ₹ 1200 (SET)

প্রকাশকের নিবেদন

বেদের তৃতীয় খণ্ড (ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হল। এখণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামবেদ এবং ঋগ্বেদ-এর প্রকাশ সম্পূর্ণ হল। চতুর্থ খণ্ডে যজুর্বেদ, পঞ্চম বা শেষ খণ্ডে প্রকাশিত হবে অথর্ব বেদ।

ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম যে, দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে দেবতাদের পরিচয়, ঋষিদের বিবরণ ইত্যাদি থাকবে। প্রথম খণ্ডে শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় দেবতাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে, বর্তমান খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদের কোন সূক্তের টীকায় দেবতা ও ঋষিদের পরিচয় দেওয়া আছে তার একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করে দিলাম। এ তালিকা থেকে দেবতা ও ঋষিদের পরিচয় পাওয়া সহজ হবে। এ ছাড়া ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি তালিকা থেকে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, বিজ্ঞানচর্চা, কৃষিকার্যের অবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। এ তথ্যপঞ্জী গবেষণার কাজেও কিছুটা সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বেদ প্রকাশের অন্তরালে যাঁরা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীপ্রফুল্লকান্ত বসু ও শ্রীরণব্রত সেন। এছাড়া বেদ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর একটি মূল্যবান তালিকাও প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীরণব্রত সেন। এঁদের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। প্রুফ দেখেছেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, সৈয়দ বেসারত আলী এবং দিলীপ দাস। আজ গ্রন্থ প্রকাশের শুভ মুহূর্তে আমি এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

সোলেমানপুর, রাজীবপুর
২৪ পরগণা
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬

সূচীপত্র

দেবতাদের পরিচয়
ঋষিদের পরিচয়
ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান
আর্যনিবাস ও ইতিহাস
জ্যোতিষ ওষধি বিজ্ঞান কৃষি গোচারণ ও শিল্পকার্য
সামাজিক আচার ব্যবহার
বেদ সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-তালিকা
ষষ্ঠ মণ্ডল (ভরদ্বাজ বংশীয়গণ ঋষি) ১
সপ্তম মণ্ডল (বসিষ্ঠ বংশীয়গণ ঋষি) ৯০
অষ্টম মণ্ডল (কণ্ব বংশীয়গণ ঋষি) ১৮৭
নবম মণ্ডল (অঙ্গিরা বংশীয়গণ ঋষি) ৩৩৪
দশম মণ্ডল (বিভিন্ন ঋষি) ৪৪০

দেবতাদের পরিচয়

[নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহের টীকাগুলি দেখুন]

অগ্নি—১।১।১ ও ১।১২।৬ ও ১।১৩।১ ও ১।৬০।১
বায়ু—১।২।১
ইন্দ্র—১।২।৪ ও ১।২৩।৩ ও ১।১১২।২৩ ও ১০।৫৪।৩
বরুণ—১।২।৭ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭
মিত্র—১।২।৭ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭
দ্যৌঃ ও পৃথিবী—১।২২।১৩ ও ১০।৫৪।৩
অদিতি, আদিত্য ও দিতি—১।১৪।৩ ও ১।৪১।১ ও ২।২৭।১ ও ৫।৬২।৮
ও ১০।৭২।৮
সূর্য ও সবিতা—১।২২।৫
অশ্বিদ্বয়—১।৩।১ ও ১০।১৭।২ এবং ১।১১২ ও ১।১১৬ ও ১।১১৭ সূক্তের
সমস্ত টীকাগুলি দেখুন।
মরুৎগণ—১।৬।৯ ও ৫।৫২।১৭ ও ৮।৯৬।৮
সোম—১।২।১ ও ১।৮০।২ ও ৯।১।১
পূষা—১।৪২।১ ও ৬।৫৪।৭
ব্রহ্মণস্পতি—১।১৮।১
বিষ্ণু—১।২২।১৬
রুদ্র—১।৪৩।১
ত্বষ্টা—১।২০।৬ ও ১০।৮।৯ ও ১০।১০।৫
যম—১।৩৫।৬ ও ১০।১০।১ ও ১০।১৪।১ ও ১০।১৭।২
ঋভুগণ—১।২০।১ ও ১।১১০।২ ও ১।১৬১।৬
বিবস্বান্—১০।১৭।২
ক্ষেত্রপতি—৪।৫৭।১
বাস্তোষ্পতি—৭।৫৪।১
ঊষা—১।৫০।২০ ও ১।৪৯।৩
সরস্বতী—১।৩।১০ ও ১।১৪২।৯
ইলা—১।৩১।২১ ও ১।১৪২।৯ ও ৩।১।২৩ ও ৬।৫৩।১৬
ভারতী—১।১৪২।৯
ইন্দ্রাণী—১।৮২।৫ ও ১।১০৬।৬ ও ৩।৬০।৬
সূর্যা—১।১১৬।১৭
সীতা—৪।৫৭।৭
সরণ্যূ—১০।১৭।২
সরমা—১০।১০৮।১
যমী—১০।১০।১ ও ১০।১৭।২
দেবপত্নীগণ—১।২২।১১
৩৩ দেব—১।৩৪।১১ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৮।৩৯।৯
ও ৮।৫৭।২ ও ৯।৯২।৪
৩৩৩৯ দেব—৩।৯।৯ ও ১০।৫২।৬
বিশ্বকর্মা—১০।৮১।১ ও ১০।৮২।১
প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ—১০।১২১।১

ঋষিদের পরিচয়

[নিম্নলিখিত ঋকসমূহের টীকাগুলি দেখুন]

মনু—১।৭১।৩ ও ১।১১২।১৬ ও ১।১২৮।২ ও ১।১৩৯।৯ ও ৫।৪৫।৬ ও ৮।১৯।২৫ ও ৮।২৩।১৭ ও ৮।২৭।৭ ও ৮।৫২।১

ভৃগু—১।৭১।৩ ও ২।১।১ ও ৩।৫।১০ ও ১০।১৪।৬

বিশ্বামিত্র—৩।১।১ ও ৩।৩৩।১ ও ৩।৫৩।২৪ ও ৩।৬২।১৮ ও ৭।১।১ ও ৭।১০৪।১৩

বামদেব—১।১১৯।৭ ও ৪।১।১ ও ৪।২।১৫ ও ৪।১৮।১

অত্রি—১।১১২।৭ ও ১।১১৬।৮ ও ১।১৩৯।৯ ও ৫।১।১

ভরদ্বাজ—১।১১২।১৩ ও ৬।১।১

বসিষ্ঠ—৩।৫৩।১ ও ৩।৩৫।২৪ ও ৭।১।১ ও ৭।১৮।২৩ ও ৭।৩৩।৯ ও ৭।১০৪।১৩ ও ১০।১৫।৮

কণ্ব—১।১১৮।৭ ও ১।১৩৯।৯ ও ৮।১।১ ও ৮।৬।৩৯

অঙ্গিরা—১।৩১।১ ও ১।৭১।৩ ও ১।১৬৯।৯ ও ৪।২।১৫ ও ৯।১।১

কক্ষীবান্—১।১৮।১ ও ১।১১২।১১ ও ১।১২৫।১

শুনঃশেপ—১।২৪।১

কুৎস—১।৩৩।১৪ ও ১।৬৩।৩ ও ৪।১৬।১০

পুরুকুৎস—১।৬৩।৭ ও ১।১১২।১৪ ও ৪।৪২।৮ ও ৮।১৯।৩৭

ত্রসদস্যু—১।১১২।১৪

অথর্ব্বা—১।৭১।৩ ও ৬।১৬।১৩ ও ১০।১৪।৬

দধীচি—১।৭১।৩ ও ১।১১৬।১২ ও ১।১৩৯।৯

কৃষ্ণনামক ঋষি—১।১১৬।২৩ ও ১।১১৭।৭ ও ৮।৮৬।১

কৃষ্ণনামক অনার্যযোদ্ধা—১।১০১।১ ও ১।১৩০।৮ ও ৮।৯৬।১৩

দীর্ঘতমা—১।১১২।১১

আপ্ত্যত্রিত—১।৫২।৫ ও ১।১০৫।১১ ও ১।১৫৮।৫ ও ২।১১।১৯ ও ৬।১৬।৪

গৃৎসমদ—২।১।১

গোতম—১।১১৬।৯

চ্যবন—১।১১৬।১০

উশনা—১।৫১।১০ ও ৮।২৩।১৭

অগস্ত্য—১।১৭৯।৫

কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা—১।১১৭।৭ ও ১০।৪০।১

অত্রির দুহিতা অপালা—৮।৯১।১

অত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা—৫।২৮।১

ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান

[নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন]

বিত্র, অহি, শুষ্ম ইত্যাদি—১।১১।৭ ও ১।৩২।১ ও ১।৩২।১৫
বল ও বৃসয়ের কথা—১।১১।৫ ও ১।৯৩।৪ ও ৬।৬।১৩
সরমা ও পণিদিগের কথা—১।৬।৫ ও ১।৩২।১৫ ও ১০।১০৮।১
ইন্দ্রের অশ্ব ও সূর্যের অশ্ব—১।৬।১ ও ১।৫০।৯
ঋক্ষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্র—১।২৪।১০
অসুর শব্দের বৈদিক অর্থ—১।২৪।১৪ ও ১।৫৪।৩ ও ২।১।৬ ও ৩।৩।৪ ও ৪।২।৫ ও ৫।১২।১ ও ৬।২২।২ ও ৭।২।৩ ও ৮।১৯।২৩ ও ৯।৭৩।১ ও ১০।১০।২
অগ্নিযজ্ঞ প্রথার উৎপত্তি—১।৭১।৩
বর্তিকা পক্ষীর কথা—১।১১৬।১৪
উর্বসী ও পুরুরবার কথা—১।২০।১ ও ৪।২।১৮ ও ৫।৪১।১৯ ও ১০।৯৫।১
বৃবু নামক সূত্রধারের কথা—৬।৪৫।৩৩
ইন্দ্র ও ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপের কথা—১০।৮।৯
যম ও যমীর কথা—১০।১০।১
নচিকেতার কথা—১০।১৩৫।৭
সোমরস ও শ্যেনপক্ষীর কথা—৮।৮২।৯ ও ৯।৬২।৪
সোমপানে অমরত্ব লাভ—৯।১০৮।৩ ও ৯।১১০।৮
দক্ষের কন্যা ইলা বা অদিতি—৩।২৭।১০ ও ১০।৭২।৪
গন্ধর্ব—৩।৩৮।৬ ও ৯।৮৩।৪ ও ১০।১০।৪
অপ্সরা—৯।৭৮।৩ ও ৯।৮৩।৪
গায়ত্রী—৩।৬২।১০
হংসবতী ঋক্—৪।৪০।৫
পুরুষ সূক্ত—১০।৯০।১
ঋগ্বেদের শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা—১০।১১৫।১০
জীবাত্মা ও পরমাত্মা—১।১৬৪।২০ ও ১০।১১৪।৫ ও ১০।১৭৭।১
ধর্মপিপাসা ও পাপের অনুশোচনা—২।২৮।১১ ও ৭।৮৬।৮ ও ৭।৮৭।৭ ৭।৮৯।১
স্বর্গলোকের বর্ণনা—৯।১১৩।৭ ও ১০।১৪।১ ও ১০।১৪।৬
পিতৃলোক স্বর্গে বাস করেন—১০।১৪।৬ ও ১০।১৫।১ ও ১০।১৫।১০ ও ১০।১৬।৪ ও ১০।৫৬।৩ হইতে ৫
বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—১০।৮২।১ ও ১৩।১২৯।১
বিশ্ব জগতের এক ঈশ্বর—১।১৬৪।৬ ও ২।১২।৫ ও ৩।৫৫।২২ ও ৫।৮৫।৬ ও ১০।৩১।৮ ও ১০।৮১।১ ও ১০।৮২।৩ ও ১০।১২১।১ ও ১০।১২৯।৬
সত্যই বিশ্বজগতের আশ্রয় স্বরূপ—১০।৩৭।২

আর্যনিবাস ও ইতিহাস

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন।]

সপ্তনদী—১।৭১।৭ ও ৬।৭।৬ ও ৬।৬১।১০ ও ৭।৩৬।৬ ও ৮।২৪।২৭ ও ৮।৯৬।১ ও ৯।৬৬।৬

সিন্ধুনদী ও শাখা—৫।৫৩।৯ ও ৫।৬১।১৯ ও ৭।৩৬।৬ ও ১০।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।৫

শতদ্রু, বিপাশা বা আর্জীকীয়া, পরুষ্ণী—৩।৩৩।১ ও ৮।৬৪।১১ ও ৮।৭৪।১৫ ও ৯।৬৫।২৩ ও ৯।১১৩।১ ও ১০।৭৫।৫

অসিক্নী ও বিতস্তা—১০।৭৫।৫

সরস্বতী– ১।৩।১০ ও ১।১৪২।৯ ও ৬।৬১।১৪ ও ৭।৩৬।৬ ও ৮।২১।১৭ ও ৯।৬৫।২৩ ও ১০।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।৫

জাহ্নবী বা গঙ্গা—৩'৫৮।৬ ও ১০।৭৫।৫

যমুনা—৫।৫২।১৭ ও ৭।১৮।১৯ ও ১০।৭৫।৫

শর্যণাবৎ সরোবর (কুরুক্ষেত্রের হ্রদ)—১।৮৪।১৪ ও ৮।৬।৩৯ ও ৮।৭।২৯ ও ৮।৬৪।১১ ও ৯।৬৫।২২ ও ১।১১৩।১

সিন্ধুনদীর পশ্চিম দিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখা—৮।২৪।৩০ ও ১০।৭৫।৬

গান্ধার প্রদেশ (পেশাওয়র)–১।১২৬।৭

পঞ্চক্ষিতি,পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি ইত্যাদি—১।৭।৯ ও ১।৮৯।১০ ও ১।১০০।১২ ও ২।২।১০ এ ৪।৩৮।১০ ও ৫।৩২।১১ ও ৬।১১।৪ ও ৬।৬১।১২ ও ৯।৬৫।২৩

সপ্ত মানুষ—৮।৩৯।৮

যদুবংশ—১।৩৬।১৮ ও ৭।১৯।৮ ও ৮।১।৩১ ও ৮।৬।৩৯ ও ৮।৬।৪৮ ও ৮।৭।২৯

পুরুবংশ—১০।৪৮।৫

ভারতজাতি (কুরুবংশ)—১।৪৭।৬ ও ২।৭।১ ও ৩।৩৩।১

সুদাস রাজার সঙ্গে ভারতপ্রভৃতি দশ জাতির যুদ্ধ—১।৪৭।৬ ও ৩।৩৩।১ ও ৭।১৮।২৩ ও ৭।৫৩।৩ ও ৭।৮৩।৭

শন্তনুরাজা—১০।৯৮।১

আর্য ও অনার্যজাতি—১।৫১।৮ ও ১।১০০।১৮ ও ১।১০৩।৫ ও ১।১০৪।৩ ও ১।১০৪।৪ ও ১।১১৭।২১ ও ১।১৩৩।৭ ও ১।১৭৪।৮ ও ১।১৭৬।৪ ও ২।২০।৭ ও ২।২৩।১৯ ও ৩।৩৪।৯ ও ৪।১৬।১৩ ও ৪।৩০।২০ ও ৫।২৯।১০ ও ৬।১৮।৩ ও ৬।২২।১০ ও ৬।২৫।২ ও ৭।৫।৬ ও ৮।২৪।২৭ ও ৮।৫১।৯ ও ৮।৯৬।৯ ও ৮।৯৬।১৩ ও ৮।৯৭।১ ও ৯।৭৩।৫ ও ৯।৯৭।৫৩ ও ১০।২২।৮ ও ১০।৪৯।৬ ও ১০।৬৯।৬ ইত্যাদি।

জ্যোতিষ, ওষধি, বিজ্ঞান, কৃষি, গোচারণ ও শিল্পকার্য

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন

সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর—১।২৫।৮ ও ১।১৬৪।১৫ ও ৪।৩৩।৭
সূর্য রশ্মি দ্বারা চন্দ্রালোকের উৎপত্তি—১।৮৪।১৫
সূর্যের গতি—১।১২৩।৮
বৎসরের দিন গণনা—১।১৫৫।৬ ও ১।১৬৪।১১
ছয় ঋতু—১।১৬৪।১২ ও ২।৩৬।১
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—১।১৬৪।১২ ও ৬।৩২।৫
রাকা (পূর্ণিমা) ও সিনীবালী (অমাবস্যা)—২।৩২।৮
সূর্যগ্রহণ—৫।৪০।৫
পৃথিবীর কক্ষ (Axis of the earth)—১০।৮৯।৪
কৃষিকার্য—১।৪।৬ ও ১।৩৩।৩ ও ৪।৫৭।১ ও ১০।১০১।২
কূপ খনন—১০।২৫।৪
কর্ষিত ভূমিতে জল সেচন (Irrigation)—১০।৯৪।১৩ ও ১০।৯৯।৪
গোচারণ—১।৪২।২ ও ৬।৫৪।৭
রোগচিকিৎসা ও ওষধি বিজ্ঞান—১০।৯৭।১
বস্ত্র বয়ন—২।৩।৬ ও ২।৩৮।৪ ও ৬।৯।২ ও ১০।২৬।৬ ও ১ ১০৬।১ ও ১০।১৩০।২
লৌহ নির্মিত দ্রব্য—৫।৩০।১৫ ও ৬।৩।৫ ও ৬।৪৭।১০
লৌহময় নগর—৭।৩।৭ ও ৭।১৫।১৪ ও ৭।৯৫।১
নানা আভরণ ও অস্ত্র নির্মাণ—১।১৬৮।৩ ও ৫।৫২।৬ ও ৫৩।৪ ও ৫।৫৪।১১ ৫।৫৫।৬ ও ৫।৫৭।২ ও ৫।৫৮।২ ও ৬।৪৬।১১ ও ৬।৭৫।১ ইত্যাদি।
রৌপ্য মুদ্রা—৫।৩৩।৬
সুবর্ণমুদ্রা—১।১২৬।২ ও ৪।৩৭।৪ ও ৫।১৯।৩ ও ৫।২৭।২
যুদ্ধ অশ্ব ও যুদ্ধরথ—৩।২০।১ ও ৪।৩৮।২ ও ৪।৩৮।৯ ও ৬।৪৬।১৪ ও ৬।৪৭।২৯
পালিত পশু—৪।২।৮ ও ৪।৪।১ ও ৮।৫।৩৭ ও ৮।৪৬।২২ ও ৮।৪৬।২৮ হতে ৩২ ও ৮।৫৬।৩ ইত্যাদি।
বন্য পশু—১০।২৮।৪ ইত্যাদি।

সামাজিক আচার ব্যবহার

[নিম্নলিখিত ঋক সমূহের অনুবাদ ও টীকাগুলি দেখুন]

যজ্ঞপদ্ধতি ও যজ্ঞের পুরোহিত—১।৩৬।৭ ও ১।১৬২।৫ ও ২।১।২
সোমরস প্রস্তুত করবার পদ্ধতি—৯।৬৬।২৯
অশ্ব ও মহিষের আহুতি—১।১৬২।১৩ ও ৬।১৭।১১
গো বৃষের আহুতি—১।৬১।১২ ও ২।৭।৫ ও ৬।১৬।৪৭ ও ৬।৩৯।১ ও
১০।২৭।২ ও ১০।৮৬।১৩ ও ১০।৮৯।১৪
নানা পিষ্টকের আহুতি—৩।৩৫।৩ ও ৩।৫২।১ ও ৪।২৪।৭
নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল না—১।২৪।১
স্ত্রী পুরুষে একত্র যজ্ঞ করতেন—১।১৩১।৩ ও ৫।৪৩।১৫ ও ৮।৩১।৫ ইত্যাদি।
পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী কে ?—২।১৭।৭ ও ৩।৩১।২
দৌহিত্রকে পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করা—৩।৩১।১
দত্তক পুত্র—৭।৪।৭
অবিবাহিতা কন্যা—২।১৭।৭
স্বয়ম্বর প্রথা—১০।২৭।১২
বিবাহ প্রথা—১০।৮৫।২২
বিধবা বিবাহ—১০।৪০।২
বহু বিবাহ—১০।১৪৫।১ হতে ৫ ও ১০।১৫৯।১
গর্ভসঞ্চার ও রক্ষার মন্ত্র—১০।১৬২।৬ ও ১০।১৮৩।৩ ও ১০।১৮৪।৩
রোগনাশের মন্ত্র—১০।৯৭।১ ও ১০।১৩৭।৭ ও ১০।১৬১।৫ ও ১০।১৬৩।৬
অমঙ্গল নাশের মন্ত্র—২।৪৩।৩ ও ১০।১৫৫।৫ ও ১০।১৬৪।১ ও ১০।১৬৫।৫
সর্পের মন্ত্র ও রাক্ষসের মন্ত্র—১।১৯১।১৬ ও ১০।৮৭।২৫
ব্যভিচারিণী নারী—৪।৫।৫ ও ১০।৩৪।৪ ও ১০৪০।৬
অবিবাহিতা কন্যার পুত্র—৮।৪৬।২১
দ্যূতক্রীড়া—১।১২৪।৭ ও ১০।৩৪।১
ক্রীতদাস-দাসী—৮।৪৬।৩২ ও ৮।৪৬।৩৩ ও ৮।৫৬।৩
ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি—৫।২৪।৯ ও ৪।২৪।১০
সমুদ্র যাত্রা—১।১১৬।৩ ও ৪।৫৫।৬ ও ৭।৮৮।৩
আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না—৪।৪২।১ ও ৭।৬৪।২ ও ৭।৮৯।১ ও
৮।১১।৬ ও ৯।১১২।১ ও ৯।১১২।৩ ও ১১।৭১।৯ ও ১০।৯০।১২
ইত্যাদি।
রাজ্যাভিষেক ও রাজার কর্তব্য—১০।১৭৩।৬

গ্রন্থপঞ্জী

এ-পর্যন্ত বাংলা এবং ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত বেদ-সংহিতা ও তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থাবলীর একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেওয়া হল। এ-তালিকা প্রণয়নে প্রথমে ভাষানুযয়ী ও পরে কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার ও এশিয়াটিক সোসাইটির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে।

বাংলা:

রমেশ চন্দ্র দত্ত, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা (৬ খণ্ড)। কলিকাতা, ১৮৮৫-৮৬।

সত্যব্রত ভট্টাচার্য, (১) ত্রয়ী পরিচয় (২) সামবেদ উপগ্রন্থ সূত্রম্‌। কলিকাতা, ১৮৯৭।

দুর্গাদাস লাহিড়ী, অথর্ববেদ-সংহিতা (৫ খণ্ড), ঋগ্‌বেদ-সংহিতা (৮ খণ্ড), কৃষ্ণ যজুর্বেদ (৭ খণ্ড), শুক্ল যজুর্বেদ (২ খণ্ড), সামবেদ (৯ খণ্ড) কলিকাতা, ১৯২৫-৩৬।

ভোলানাথ গিরি, শুক্ল যজুর্বেদ। কলিকাতা, ১৯২৬।

দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী, (১) বেদামৃত (২) সামবেদ (৩) ঋগ্‌বেদ-সংহিতা। আর্যসমাজ, কলিকাতা, ১৯৩৪।

নৃসিংহপ্রসাদ শাস্ত্রী, বেদ পরিচয়। কলিকাতা, ১৯৫১।

মাখনলাল সরকার, বেদবাণী। কলিকাতা, ১৯৫২।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বেদবাণী। কলিকাতা, ১৯৫৪।

যোগেশচন্দ্র রায়, বেদের দেবতা ও সৃষ্টিকলা। কলিকাতা, ১৯৫৪।

রাম ঠাকুর, বেদবাণী। কলিকাতা, ১৯৫৭।

মৈত্রেয়ী দেবী, ঋগ্‌বেদের দেবতা ও মানুষ। কলিকাতা, ১৯৫৭।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, (১) ঋগ্‌বেদ, (২) সামবেদ। সায়ণ ভাষ্যানুসারে বঙ্গানুবাদ (অসমাপ্ত)। বেলুড়মঠ, ১৯৫৮-৫৯।

হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ঋগ্‌বেদ। কলিকাতা, ১৯৬২।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, অথর্ববেদে জাতীয় সংস্কৃতি। কলিকাতা, ১৯৬৩।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, বৈদিক সাহিত্য সংকলন। বর্ধমান, ১৯৬৫।

যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা। কলিকাতা, ১৯৬৫।

অনির্বাণ, বেদ-মীমাংসা (৩ খণ্ড)। সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৬৫।

নলিনীকান্ত গুপ্ত, বেদমন্ত্র। পণ্ডিচেরী, ১৯৬৬।

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, বেদ ও বিজ্ঞান। কলিকাতা, ১৯৬৭।

সত্যবান, বেদ পরিচয়। কলিকাতা, ১৯৬৭।

যোগীরাজ বসু, বেদের পরিচয়। কলিকাতা, ১৯৭০।

পরিতোষ ঠাকুর, বেদ গ্রন্থমালা। কলিকাতা, ১৯৭১—ঋগ্‌বেদের সায়ণভাষ্য, বাংলা অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকাসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, যজুর্বেদ। বেলুড়মঠ, ১৯৭২।

জীবানন্দ ভট্টাচার্য, সামবেদ-সংহিতা। কলিকাতা—

সত্যচরণ রায়, সামবেদ-সংহিতা। কলিকাতা—

সত্যব্রত সামস্বামী, সামবেদ ও যজুর্বেদ। কলিকাতা—ভাষ্য, প্রতিশাখ্য, সূত্র ও ব্রাহ্মণসহ বাংলা অনুবাদ।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজি :

H. H. Wilson, Rig-Veda-Samhita. London, 1850. এটি ঋগ্বেদের সর্বপ্রথম ইংরাজি অনুবাদ। First Indian edition, Poona, 1925. 2nd edition, Bangalore, 1946 (6 vols). গ্রন্থকারের অনুবাদ ও মন্তব্যসহ সম্পাদিত।

Richard Wrightson, The Sacred Literature of the Hindus. Dublin 1859. এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বেদের সংকলন ও তার অনুবাদ আছে।

K. M. Banerjee, Rig-Veda-Samhita, London & Calcutta, 1875

John Muir, The Oriental studies, Calcutta, 1878

F. Max Muller, The Hymns of the Rig-Veda, London, 1890. 3rd edition (2 vols), Varanasi, 1965.

Peter Peterson, (1) Hand book to the Study of the Rig-Veda, Bombay, 1892, (2) Hymns from the Rig-Veda, 1898

R. T. H. Griffith, (1) The Hymns of the Rig-Veda. Kotagiri (Nilgiri), 1894, 3rd edition, Varanasi, 1963. (2) The Texts of the White Yajurveda (3rd edn.), Varanasi, 1957. (3) The Hymns of the Sama-Veda (3rd edn.) Varanasi, 1963

Sankar Pandurang, Atharva-Veda-Samhita (4 vols). Bombay, 1895-98.

J. Murdock, (1) An Account of the Vedas (2nd edn.), London and Madras, 1898, (2) Vedic Chronology, Poona, 1925

—Shukla Yajur-Veda, Nirnaysagar Press, Bombay, 1898.

H. N. Apte, Krishn Yajurveda (8 vols), Poona, 1900.

C. R. Lanmann, Atharvaveda, Cambridge (Mass.), 1905 W. D. Whitney-র ইংরাজি মন্তব্যসহ।

J. Stevenson, Samaveda-Samhita. London, 1906.

—Vedas or the Scriptures of the Hindus (4th edn). Society for the Resurrection of Indian Literature, Calcutta, 1911.

Vasudev Laxman Sastri, Shukla Yajurveda-Samhita. Nirnaysagar Press, Bombay, 1912.

A. B. Keith, (1) Taittiriya Samhita. Cambridge (Mass.), 1914 (2) The Religion and Philosophy of the Vedas & Upanishads, London, 1925

Sitaram Sastri, Rigveda-Samhita (6 vols.). Calcutta, 1933

—Rigveda-Samhita (5 vols). Vedic Sansodh Mandal, Poona, 1933.

Laxman Swarup, Rigveda-Samhita (4 vol). Lahore, 1939.

C. Kunhan, Rigveda Vyakhya, Madras, 1939

K. C. Chatterjee, Vadic Selections, Calcutta University, 1944.

Kashinath Sastri, Krishna Yajurveda (4 vol). Poona, 1947.

R. Satyanarayana, The Vedic Octove. Mysore, 1954

S. S. Bhattacharya, Samaveda Samhita. Surat, 1956

Bal Gangadhar Tilak, Arctic Home in the Vedas. Poona, 1956.

Sri Aurobindo, On the Vedas. Pondicherry, 1956

R. N. Dandeker, Vedic Bibliography (2 vols), Poona, 1961

Rev. J. Stevenson, Translation of the Samhita of Sam-veda. Indological Book House, Varanasi, 1961

A. A. Macdonell, (1) Hymns from the Rigveda. London—(2) Vedic Mythology, Varanasi, 1963

Vishwa Bandhu, Rig-Veda (6 vols.) Hoshiarpur, 1964, স্কন্দস্বামীর ভাষ্য ও ইংরাজি অনুবাদসহ।

Maurice Bloomfield, Vedic Concordance. Patna, 1964

O. C. Ganguly, Vedic Painting. Calcutta, 1965.

Devichand, Shukla Yajurveda, New Delhi, 1965.

Rajmohan Nath, Summary Translation of the Rigveda, Shillong, 1966.
Raghuvira, A Text of the Black Yajurveda. New Delhi. 1968
W. D. Whitney, On the Vedas (2nd edn.), Sanskrit Poostak Bhandar, Calcutta, 1972.

জার্মান ঃ

Theodor Bonfey, Hymen des Samveda, Leipzig, 1848. ইউরোপীয় ভাষায় সামবেদের প্রথম অনুবাদ।
Albrecht Weber, Shukla Yajurveda. Berlin, 1852.
L. V. Schroeder, Kathakam Samhita (Krishna Yajurveda). Leipzig, 1900.
B. Schlerath, Das Konigtum in Rig und Atharvaveda. Barlin, 1960.
A. F. Weber, Uber den Vedakalendar. Berlin I862.
Hermanu Oldenberg, Die Religion des Veda. Berlin, 1917.
Hermanu Grassman, Dictionary of the Rigveda. Weisbaden, 1955.

ফরাসী ঃ

M. Langlois, Rigveda on livre de Hymnes. Paris, 1848-51.
Herman Oldenberg, La religion du Veda. Paris, 1903. Oldenberg-এর জার্মান ভাষায় লিখিত পুস্তকের ফরাসী অনুবাদ।

ডাচ ঃ

J. Gonda, (1) Epithets in the Rigveda. The Hogue, 1959, (2) Kaushik Sutra, Amsterdam, 1965.

ঋগ্বেদ-সংহিতা

ষষ্ঠ মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য ভরদ্বাজ ঋষি। (১) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং হ্যগ্নে প্রথমো মনোতাস্যা ধিয়ো অভবো দস্ম হোতা।
ত্বং সীং বৃষন্নকৃণো দুষ্টরীতু সহো বিশ্বস্মৈ সহসে সহধ্যৈ ॥ ১
অধা হোতা ন্যসীদো যজীয়ানিলস্পদ ইষয়ন্নীড্যঃ সন্।
তং ত্বা নরঃ প্রথমং দেবয়ন্তো মহো রায়ে চিতয়ন্তো অনু গ্মন্ ॥ ২
বৃতেব যন্তং বহুভি র্বসব্যৈ স্ত্বে রয়িং জাগৃবাংসো অনু গ্মন্।
রুশন্তমগ্নিং দর্শতং বৃহন্তং বপাবন্তং বিশ্বহা দীদিবাংসম্ ॥ ৩
পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবঃ শ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াং তে রণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ ॥ ৪
ত্বাং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং ত্বাং রায় উভয়াসো জনানাম্।
ত্বং ত্রাতা তরণে চেত্যো ভূঃ পিতা মাতা সদমিন্মানুষাণাম্ ॥ ৫
সপর্যেণ্যঃ স প্রিয়ো বিক্ষ্বগ্নি র্হোতা মন্দ্রো নি ষসাদা যজীয়ান্।
তং ত্বা বয়ং দম আ দীদিবাংসমুপ জ্ঞুবাধো নমসা সদেম ॥ ৬
তং ত্বা বয়ং সুধ্যো নব্যমগ্নে সুম্নায়ব ঈমহে দেবয়ন্তঃ।
ত্বং বিশো অনয়ো দীদ্যানো দিবো অগ্নে বৃহতা রোচনেন ॥ ৭
বিশাং কবিং বিশ্পতিং শশ্বতীনাং নিতোশনং বৃষভং চর্ষণীনাম্।
প্রেতীষণিমিষয়ন্তং পাবকং রাজন্তমগ্নিং যজতং রয়ীণাম্ ॥ ৮
সো অগ্ন ঈজে শশমে চ মর্তো যস্ত আনট্ সমিধা হব্যদাতিম্।
য আহুতিং পরি বেদা নমোভির্বিশ্বেৎস বামা দধতে ত্বোতঃ ॥ ৯
অস্মা উ তে মহি মহে বিধেম নমোভিরগ্নে সমিধোত হব্যৈঃ।
বেদী সূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈরা তে ভদ্রায়াং সুমতৌ যতেম ॥ ১০
আ যস্ততন্থ রোদসী বি ভাসা শ্রবোভিশ্চ শ্রবস্যস্তরুত্রঃ।
বৃহদ্ভির্বাজৈঃ স্থবিরেভিরস্মে রেবদ্ভিরগ্নে বিতরং বি ভাহি ॥ ১১
নৃবদ্বসো সদমিদ্ধেহ্যস্মে ভূরি তোকায় তনয়ায় পশ্বঃ।
পূর্বীরিষো বৃহতীরারে অঘা অস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু ॥ ১২
পুরূণ্যগ্নে পুরুধা ত্বায়া বসূনি রাজন্বসুতা তে অশ্যাম্।
পুরূণি হি ত্বে পুরুবার সন্ত্যগ্নে বসু বিধতে রাজনি ত্বে ॥ ১৩

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; দেবগণের চিত্ত তোমাতে সম্বদ্ধ ; হে মনোজ্ঞ মূর্তি! তুমিই এ যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী। হে অভীষ্ট-বর্ষী! সমস্ত বলশালী শত্রুর পরাভবের নিমিত্ত আমাদের অনিবার্য বল প্রদান কর। ২। হে অগ্নি! তুমি সর্বাধিক যজ্ঞকারী ও হোম নিষ্পাদক, তুমি হব্য-গ্রহণপূর্বক স্তুতিভাজন হয়ে সম্প্রতি বেদি ভূমির উপর উপবেশন কর। ধর্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিগগণ বিপুল ধন প্রত্যাশায় দেবগণের মধ্যে অগ্রে তোমার অনুসরণ করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান, দর্শনীয়, মহান, হব্যভোজী ও সর্বসময়ে প্রদীপ্ত। তুমি বসুগণের অন্তরিক্ষ পথে গমন করছ, ধনাভিলাষী যজমানগণ তোমার অনুসরণ করছে। ৪। যজমানগণ অন্নলিপ্সু হয়ে দীপ্তিমান অগ্নির আহবনীয় স্থানে গিয়ে

অপ্রতিহত ভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যেকালে তোমার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় সে সময় তোমার যজ্ঞার্হ নাম সকল কীর্তন করে। ৫। হে অগ্নি! পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্ধিত করে। তুমি উভয়বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, সেজন্য তারা তোমাকে বর্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি! তুমি স্তুতি-ভাজন হয়ে মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হও। ৬। পূজনীয় অভীষ্ট-বর্ষী মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতিপ্রদ, নিরতিশয় যাগকারী, অগ্নি বেদির উপর উপবিষ্ট হয়েছেন। হে অগ্নি! তুমি গৃহে প্রজ্বালিত হয়েছ, আমরা অবনতজানু হয়ে স্তোত্র সহকারে তোমার নিকট উপস্থিত হই। ৭। আমরা সুবুদ্ধি, সুখাভিলাষী ও ধর্মনিষ্ঠ; হে স্তবার্হ! আমরা তোমার স্তব করছি। হে অগ্নি! তুমি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মনুষ্যগণকে স্বর্গে নিয়ে যাও (২)। ৮। চিরস্থায়ী মনুষ্যবর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্টবর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভার্থে যষ্টব্য ও দীপ্তিমান অগ্নিকে আমরা স্তব করছি। ৯। হে অগ্নি! যে মানব তোমার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত ইন্ধনের সাথে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে তোমাকে আহুতি প্রদান করে, সে ব্যক্তি তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে। ১০। হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি! আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্য সহকারে তোমার পূজা করছি। হে শক্তিপুত্র! আমরা স্তোত্র ও শস্ত্রসহকারে বেদির উপর তোমার পূজা করছি। আমরা যেন তোমার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভার্থে চেষ্টা করে কৃতকার্য হই। ১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছ, তুমি মনুষ্যের পরিত্রাণকারী ও স্তুতিদ্বারা পূজনীয়; তুমি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্ট রূপ ধনের সাথে আমাদের নিকট সম্যকরূপে দীপ্ত হও। ১২। হে ধনাধিপতি! তুমি সর্বদা আমাদের পরিজনবর্গের সাথে ধন প্রদান কর এবং আমাদের পুত্রপৌত্রদের প্রভৃত পশু প্রদান কর। আমাদের যেন পর্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং শুভ ও প্রশস্ত জীবনোপায় বিহিত হয়। ১৩। হে দীপ্তিমান অগ্নি! আমি যেন তোমার নিকট হতে বিবিধ ধনলাভ করে ঐশ্বর্যসম্পন্ন হই। হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমাতে প্রভৃত ধন নিহিত আছে।

টীকা ঃ ১। ভরদ্বাজ বা তদ্বংশীয়গণ ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি। ২। মনুষ্যের স্বর্গলাভের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গেল।

২ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে।
ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥ ১
ত্বাং হি ষ্মা চর্ষণয়ো যজ্ঞেভি গীর্ভিরীলতে।
ত্বাং বাজী যাত্যবৃকো রজস্তূর্বিশ্বচর্ষণিঃ ॥ ২
সজোষস্ত্বা দিবো নরো যজ্ঞস্য কেতুমিন্ধতে।
যদ্ধ স্য মানুষো জনঃ সুম্নায়ুর্জুহ্বে অধ্বরে ॥ ৩
ঋধদ্যস্তে সুদানবে ধিয়া মর্তঃ শশমতে।
ঊতী ষ বৃহতো দিবো দ্বিষো অংহো ন তরতি ॥ ৪
সমিধা যস্ত আহুতিং নিশিতিং মর্ত্যো নশৎ।
বয়াবন্তং স পুষ্যতি ক্ষয়মগ্নে শতায়ুষম্ ॥ ৫
ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি ষচ্ছুক্র আততঃ।
সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে ॥ ৬

অধা হি বিক্ষ্বীড্যোঽসি প্রিয়ো নো অতিথিঃ।
রণ্বঃ পুরীব জূর্যঃ সূনুর্ন ত্রয়য়াধ্যঃ ॥ ৭
ক্রত্বা হি দ্রোণে অজ্যসেঽগ্নে বাজী ন কৃৎব্যঃ।
পরিজ্মেব স্বধা গয়োঽত্যো ন হ্বার্যঃ শিশুঃ ॥ ৮
ত্বং ত্যা চিদচ্যুতাগ্নে পশুর্ন যবসে।
ধামা হ যত্তে অজর বনা বৃশ্চন্তি শিক্বসঃ ॥ ৯
বেষি হ্যধ্বরীয়তামগ্নে হোতা দমে বিশাম্।
সমৃধো বিশ্পতে কৃণু জুষস্ব হব্যমঙ্গিরঃ ॥ ১০
অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে বোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৄন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ কর, অতএব হে সর্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি! তুমি অন্ন ও পুষ্টিদ্বারা আমাদের বর্ধিত কর। ২। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করে; দ্বেষ-বর্জিত, বারিবর্ষক ও সর্বদর্শী সূর্য তোমাতে প্রবিষ্ট হন। ৩। হে অগ্নি! যে সময় মনুর সন্তান মনুষ্য সুখাভিলাষী হয়ে যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করে, সে সময় স্তুতিপাঠক ঋত্বিকগণ সমসুখভাগী হয়ে যজ্ঞের কেতুভূত তোমাকে প্রজ্বালিত করে। ৪। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, যে মর্ত্য যজ্ঞকার্যদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করে, তার সমৃদ্ধি হোক। তুমি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে ভীষণ পাপের ন্যায় শত্রুগণকে পরাভূত করে। ৫। হে অগ্নি! যে মর্ত্য ইন্ধনদ্বারা তোমার মন্ত্র সংস্কৃত আহুতি পরিপুষ্ট করে, সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন গৃহে শত বৎসর পরিমিত আয়ু ভোগ করে। ৬। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্মল ধূম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হয়ে মেঘরূপে পরিণত হয়; হে পাবক! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হয়ে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি সহকারে বিরাজিত হও। ৭। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদের প্রিয়, নগরীস্থ হিতোপদেষ্টা বৃদ্ধের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং পুত্রবৎ পালনীয়। ৮। হে অগ্নি! ঘর্ষণদ্বারা অরণিতে ত্বদীয় বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়; অশ্ব যেরূপ নিজ আরোহীকে বহন করে সেরূপ তুমি হব্যবহন কর। তুমি বায়ুর ন্যায় সর্বত্র গমন কর, তুমি অন্ন ও গৃহ প্রদান কর, তুমি শিশুর ন্যায় এবং ঘোটকের ন্যায় কুটিলগামী। ৯। হে অগ্নি! তৃণ ভক্ষণার্থে মুক্তবন্ধন পশু যেরূপ সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে সেরূপ তুমি অপাতিত বৃক্ষ সকলকে ভক্ষণ কর; হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার শিখাসমূহ অরণ্য সকলকে ছেদন করতে থাকে। ১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করতে অভিলাষী মনুষ্যদের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হও। হে মনুষ্য পালক! তুমি তাদের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে অঙ্গিরা! তুমি হব্য স্বীকার কর। ১১। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারীগণকে সাংসারিক সুখে নিয়ে যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন সে সকল পূর্বজন্মের পাপ হতে মুক্ত হই; আমরা যেন তোমার রক্ষা বলে সে সকল হতে উদ্ধার পাই।

৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অগ্নে স ক্ষেষদৃতপা ঋতেজা উরু জ্যোতি র্নশতে দেবযুষ্টে ।
যং ত্বং মিত্রেণ বরুণঃ সজোষা দেব পাসি ত্যজসা মর্তমংহঃ ॥ ১
ঈজে যজ্ঞেভিঃ শশমে শমীভি ঋর্ধদ্বারায়াগ্নয়ে দদাশ ।
এবা চন তং যশসামজুষ্টির্নাংহো মর্তং নশতে ন প্রদৃপ্তিঃ ॥ ২
সূরো ন যস্য দৃশতিররেপা ভীমা যদেতি শুচতস্ত আ ধীঃ ।
হেষস্বতঃ শুরুধো নায়মক্তোঃ কুত্রা চিদ্রণ্বো বসতি র্বনেজাঃ ॥ ৩
তিগ্মং চিদেম মহি বর্পো অস্য ভসদশ্বো ন যমসান আসা ।
বিজেহমানঃ পরশুর্ন জিহ্বাং দ্রবি র্ন দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ ॥ ৪
স ইদস্তেব প্রতি ধাদসিষ্যাচ্ছিশীত তেজোঽয়সো ন ধারাম্ ।
চিত্রধ্রজতিররতির্যো অক্তোর্বে র্ন দ্রুষদ্বা রঘুপত্মজংহাঃ ॥ ৫
স ঈং রেভো ন প্রতি বস্ত উস্রাঃ শোচিষা রারপীতি মিত্রমহাঃ ।
নক্তং য ঈমরুষো যো দিবা নৄনমর্ত্যো অরুষো যো দিবা নৄন্ ॥ ৬
দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ ।
ঘৃণা ন যো ধ্রজসা পত্মনা যন্না রোদসী বসুনা দং সুপত্নী ॥ ৭
ধায়োভি র্বা যো যুজ্যেভিরর্কৈ র্বিদ্যুন্ন দবিদ্যোৎ স্বেভিঃ শুষ্মৈঃ ।
শর্ধো বা যো মরুতাং ততক্ষ ঋভু র্ন ত্বেষো রভসানো অদ্যোৎ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে দেব অগ্নি! যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞ নিমিত্ত সঞ্জাত, সে দেবকাম যজমান ত্বদীয় বিস্তীর্ণ জ্যোতি লাভ করে এবং তাকে তুমি মিত্র ও বরুণের সাথে সমপ্রীতি ভাগী হয়ে তেজদ্বারা পাপ হতে রক্ষা কর। ২। যে যজমান বাঞ্ছিতধনের অধিপতি অগ্নির হোম করে, সে সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞবান হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্মদ্বারা পূত হয় ; তার যশস্বী পুত্রের অভাব ঘটে না, কিম্বা পাপ বা গর্ব সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। ৩। সূর্যের ন্যায় যাঁর দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালাসমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সে অগ্নি সর্বত্র মনোজ্ঞ মূর্তি হয়ে দৃষ্ট হন। ৪। এ অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং এঁর দেহ মুখদ্বারা তৃণাদানকারী অশ্বের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি পাচ্ছে। স্বর্ণকার যেরূপ ধাতুসকল দ্রবীভূত করে সেরূপ অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করে কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করছে। ৫। বাণ নিক্ষেপকারী যেরূপ নিজ বাণ নিক্ষেপ করে, সেরূপ সে অগ্নি নিজ জ্বালাসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন এবং যোদ্ধা যেরূপ লৌহময় অস্ত্রের ধার শাণিত করে সেরূপ শিখা নিক্ষেপ সময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রভাবে গমন করে রাত্রি অতিক্রম করেন অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্ধকার নাশ করেন। ৬। সে অগ্নি স্তবার্হ, সূর্যের ন্যায় আপনাকে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার করে শিখাসহকারে নিরতিশয় শব্দ করেন ; তিনি রাত্রিতে দীপ্তি প্রকাশ করে দিবসের ন্যায় মনুষ্যগণকে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করেন। অমর ও দোষ রহিত অগ্নি প্রভান্বিত দীপ্তি সহকারে নেতৃভূত নিজ রশ্মি সকলকে প্রেরণ করেন। ৭। দীপ্তিসম্পন্ন সূর্যের ন্যায় রশ্মি বিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সে অগ্নি ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ ঊর্ধ্বগামী তেজদ্বারা গমনপূর্বক শত্রুগণকে দমন করে শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনদ্বারা পূর্ণ করেন (১)। ৮। যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হয়ে অশ্বের ন্যায় পূজনীয় দীপ্তি

সহকারে গমন করেন, যিনি নিজ দহনকারী রশ্মি সহকারে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বেগসম্পন্ন সে অগ্নি বিরাজ করছেন।

টীকা ঃ ১। পতি যেরূপ ভার্যাকে অর্থ দান করেন, অগ্নি সেরূপ স্বর্গ ও ও পৃথিবীকে ধন পূর্ণ করেন, এই বোধ হয় অর্থ।

৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যথা হোতর্মনুষো দেবতাতা যজ্ঞেভিঃ সূনো সহসো যজাসি।
এবা নো অদ্য সমনা সমানানুশন্নগ্ন উশতো যক্ষি দেবান্ ॥ ১
স নো বিভাবা চক্ষণি র্ন বস্তোরগ্নি র্বন্দারু বেদ্যশ্চনো ধাৎ।
বিশ্বায়ু র্যো অমৃতো মর্ত্যেষুষভু র্ভূদতিথি র্জাতবেদাঃ ॥ ২
দ্যাবো ন যস্য পনয়ন্ত্যভ্বং ভাসাংসি বস্তে সূর্যো ন শুক্রঃ।
বি য ইনোত্যজরঃ পাবকোহশ্নস্য চিচ্ছিশ্নথৎপূর্ব্যাণি ॥ ৩
বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা চক্রে অগ্নি র্জনুষাজ্মান্নম্।
স ত্বং ন ঊর্জসন ঊর্জং ধা রাজেব জেরবৃকে ক্ষেষ্যন্তঃ ॥ ৪
নিতিক্তি যো বারণমন্নমত্তি বায়ু র্ন রাষ্ট্র্যাত্যেত্যক্তূন্।
তুর্যাম যস্ত আদিশামরাতীরত্যো ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ ॥ ৫
আ সূর্যো ন ভানুমদ্ভিরর্কৈরগ্নে ততন্থ রোদসী বি ভাসা।
চিত্রো নয়ৎপরি তমাংস্যক্তঃ শোচিষা পত্মন্নৌশিজো ন দীয়ন্ ॥ ৬
ত্বাং হি মন্দ্রতমমর্কশোকৈ র্ববৃমহে মহিঃ নঃ শ্রোষ্যগ্নে।
ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা দেবতা বায়ুং পৃণন্তি রাধসা নৃতমাঃ ॥ ৭
নূ নো অগ্নেহবৃকেভিঃ স্বস্তি বেষি রায়ঃ পথিভিং পর্ষ্যংহঃ।
তা সূরিভ্যো গৃণতে রাসি সুম্নং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, শক্তিপুত্র অগ্নি! যেরূপ মনুর যজ্ঞে তুমি হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ করেছিলে, সেরূপ অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে যাগার্হ দেবগণকে আপনার সমকক্ষ বোধ করে শীঘ্র তাঁদের যাগ কর। ২। যিনি দিন প্রকাশক সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সকলের বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রত্যূষে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হন, সে অগ্নি যেন আমাদের উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন। ৩। স্তোতৃগণ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্মের প্রশংসা করছেন, সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সে অগ্নি আপনাকে দীপ্তিদ্বারা আবৃত করছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা বিধায়ক সে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করছেন এবং প্রাচীন নগর সকল ধ্বংস করছেন। ৪। হে শক্তিপুত্র! তুমি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপর আসীন হয়ে স্বভাবতই উপাসকদের গৃহ ও অন্ন প্রদান করছেন। হে অন্নদাতা! তুমি আমাদের অন্ন প্রদান কর এবং রাজার ন্যায় আমাদের রিপুগণকে জয় কর এবং আমাদের উপদ্রব শূন্য গৃহে অবস্থান কর। ৫। যে অগ্নি অন্ধকার নাশক নিজতেজ সুতীক্ষ্ণ করেন, যিনি হব্য ভোজন করেন, যিনি বায়ুর ন্যায় সকলের অধীশ্বর, সে অগ্নি রাত্রি সকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাকে পরাভূত করি এবং তুমি যেন অশ্বের ন্যায় বেগগামী হয়ে আমাদের আক্রমণকারী শত্রুগণের উচ্ছেদ কর। ৬। হে অগ্নি! দীপ্তিশালী, পূজনীয় কিরণ দ্বারা সূর্যের ন্যায় তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যকরূপে আচ্ছাদিত কর, স্বপথে গমনকারী তেজবিশিষ্ট সূর্যের

ন্যায় বিচিত্র অগ্নি অন্ধকার সকল দূর করেন। ৭। হে অগ্নি! তুমি সর্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার্হ দীপ্তিসম্পন্ন, তোমাকে আমরা বন্দনা করছি। অতএব তুমি আমাদের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমি বলে বায়ু সদৃশ ও ইন্দ্রের ন্যায় দেবস্বরূপ যজ্ঞের নেতৃভূত, ঋত্বিগগণ তোমাকে হব্য দ্বারা প্রীত করেন। ৮। হে অগ্নি। তুমি শীঘ্র দস্যুরহিত পথদ্বারা আমাদের নির্বিঘ্নে ঐশ্বর্য সমীপে নিয়ে যাও। পাপ হতে আমাদের উদ্ধার কর। তুমি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান কর, আমি স্তবকারী, আমাকে তা প্রদান কর। আমরা যেন শোভন সন্ততিসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত অর্থাৎ বৎসর সুখ ভোগ করি (১)।

টীকা ঃ ১। এখানেও মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসরের উল্লেখ পাওয়া গেল।

৫ সূক্ত॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হুবে বঃ সূনুং সহসো যুবানমদ্রোঘবাচং মতিভি র্যবিষ্ঠম্।
য ইন্বতি দ্রবিণানি প্রচেতা বিশ্ববারাণি পুরুবারো অধ্রুক্ ॥ ১
ত্বে বসূনি পুর্বণীক হোতর্দোষা বস্তোরেরিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
ক্ষামেব বিশ্বা ভুবনানি যস্মিন্ত্ সং সৌভগানি দধিরে পাবকে ॥ ২
ত্বং বিক্ষু প্রদিবঃ সীদ আসু ক্রত্বা রথীরভবো বার্যাণাম্।
অত ইনোষি বিধতে চিকিত্বো ব্যানুষগ্ জাতবেদো বসূনি ॥ ৩
যো নঃ সনুত্যো অভিদাসদগ্নে যো অন্তরো মিত্রমহো বনুষ্যাৎ।
তমজরেভি র্বৃষভিস্তব স্বৈস্তপা তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্ ॥ ৪
যস্তে যজ্ঞেন সমিধা য উক্থৈরর্কেভিঃ সূনো সহসো দদাশৎ।
স মর্ত্যেষ্বমৃত প্রচেতা রায়া দ্যুম্নেন শ্রবসা বি ভাতি ॥ ৫
স তৎকৃধীষিতস্তূয়মগ্নে স্পৃধো বাধস্ব সহসা সহস্বান্।
যচ্ছস্যসে দ্যুভিরক্তো বচোভিস্তজ্জুষস্ব জরিতু র্ঘোষি মন্ম ॥ ৬
অশ্যাম তং কামমগ্নে তবোতী অশ্যাম রয়িং রয়িবঃ সুবীরম্।
অশ্যাম বাজমভি বাজয়ন্তোঽশ্যাম দ্যুম্নমজরাজরং তে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমি স্তোত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি শক্তিপুত্র, নিত্য তরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়, তুমি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ২। হে বহুশিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! যজ্ঞার্হ যজমানগণ অহোরাত্র তোমাতে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। দেবগণ পৃথিবীতে যেরূপ জীবসমূহকে স্থাপন করেছেন, সেরূপ অগ্নিতে ধন সকল নিহিত করেছেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করছ এবং নিজ কার্যদ্বারা যজমানদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেছ। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা! তুমি পরিচর্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান কর। ৪। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হয়ে আমাদের বাধা দেয়, অথবা যে অভ্যন্তরবর্তী হয়ে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ করে, তুমি সে উভয়বিধ শত্রুকেই নিজ অক্ষয়, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজ প্রভাবে দগ্ধ কর। ৫। হে শক্তিপুত্র! যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সে ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নদ্বারা বিশেষরূপে শোভা পায়। ৬। হে অগ্নি! তুমি যা করতে প্রার্থিত হচ্ছ শীঘ্র তা সম্পাদন কর। তুমি বলসম্পন্ন, তুমি নিজ বলদ্বারা আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন! যে স্তোতা স্তোত্রদ্বারা তোমার উপাসনা করছে, সে স্তবকারীর

উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রদ্বারা প্রীতি লাভ কর। ৭। হে অগ্নি! আমরা তোমার রক্ষা প্রভাবে অভিলষিত বস্তু লাভ করি। হে ধনাধিপতি! আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য লাভ করি। আমরা যেন অন্নাভিলাষী হয়ে অন্নলাভ করি। হে অমর! আমরা যেন অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন যশ লাভ করি।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র নব্যসা সহসঃ সূনুমচ্ছা যজ্ঞেন গাতুমব ইচ্ছমানঃ।
বৃশ্চদ্বনং কৃষ্ণয়ামং রুশন্তং বীতী হোতারং দিব্যং জিগাতি ॥ ১
স শ্বিতানস্তন্যতু রোচনস্থা অজরেভি র্নানদদ্ভি র্যবিষ্ঠঃ।
যঃ পাবকঃ পুরুতমঃ পুরূণি পৃথূন্যগ্নিরনুযাতি ভর্বন্ ॥ ২
বি তে বিষ্বগ্বাতজূতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি।
তুবিম্রক্ষাসো দিব্যা নবগ্বা বনা বনন্তি ধৃষতা রুজন্তঃ ॥ ৩
যে তে শুক্রাসঃ শুচয়ঃ শুচিষ্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিষিতাসো অশ্বাঃ।
অধ ভ্রমস্ত উর্বিয়া বি ভাতি যাতযমানো অধি সানু পৃশ্নেঃ ॥ ৪
অধ জিহ্বা পাপতীতি প্র বৃষ্ণো গোষুযুধো নাশনিঃ সৃজানা।
শূরস্যেব প্রসিতিঃ ক্ষাতিরগ্নে র্দুর্বর্তু র্ভীমো দয়তে বনানি ॥ ৫
আ ভানুনা পার্থিবানি জ্রয়াংসি মহস্তোদস্য ধৃষতা ততন্থ।
স বাবস্বাপ ভয়া সহোভিঃ স্পৃধো বনুষ্যন্বনুষো নি জূর্ব ॥ ৬
স চিত্র চিত্রং চিতয়ন্তমস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্।
চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্র চন্দ্রাভি গৃণতে যুবস্ব ॥ ৭

অনুবাদ : ১। যে ব্যক্তি অন্ন কামনা করে, সে স্তুতিভাজন, বন দহনকারী, কৃষ্ণবর্ত্মা, শ্বেতবর্ণ, কমনীয়, হোমকারী, স্বর্গীয় শক্তিপুত্র অগ্নির অভিমুখে নবীনতর যজ্ঞসহকারে গমন করে। ২। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরিক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুল শব্দকারী মরুৎগণের সাথে মিলিত ও যুবতম ; তুমি পাবক ও সুমহান, তুমি অসংখ্য স্থূল কাষ্ঠ ভক্ষণপূর্বক অনুগমন কর। ৩। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! তোমার প্রদীপ্ত শিখা সকল পবন সঞ্চালিত হয়ে বহু কাষ্ঠ ভক্ষণ-পূর্বক সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হতে সম্ভূত নবোৎপন্ন সে সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তিদ্বারা পীড়িত করে ভস্মসাৎ করে। ৪। হে দীপ্তি-সম্পন্ন অগ্নি! তোমার যে সমস্ত শুভ্র রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করছে সেগুলি বিমুক্ত অশ্বগণের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করছে। সম্প্রতি তোমার ভ্রমণশীল শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশে আরোহণ করে বিরাজিত হচ্ছে। ৫। বর্ষণকারী অগ্নির শিখা, ধেনুগণের জন্য যুদ্ধকারী কর্তৃক প্রমুক্ত বজ্রের ন্যায় নিরন্তর নির্গত হচ্ছে, বীরের পৌরুষবৎ অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বন সকল দগ্ধ করেন। ৬। হে অগ্নি! তুমি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মি সহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থান সকল দীপ্তিদ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি সমস্ত বিপদ দূরীভূত কর এবং নিজতেজ প্রভাবে স্পর্ধাকারিগণকে অভিভূত করে শত্রুগণকে বিনাশ কর। ৭। হে বিচিত্র, অদ্ভুত বলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি! আমরা প্রীতিপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করি ; তুমি অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত, যশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর।

৭ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ, জগতী ছন্দ।

মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ১
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ২
ত্বদ্বিপ্রো জায়তে বাজ্যগ্নে ত্বদ্বীরাসো অভিমাতিষাহঃ।
বৈশ্বানর ত্বমস্মাসু ধেহি বসূনি রাজন্ত্স্পৃহয়ায্যাণি ॥ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মানং শিশুং ন দেবা অভি সং নবন্তে।
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্বৈশ্বানর যৎপিত্রোরদীদেঃ ॥ ৪
বৈশ্বানর তব তানি ব্রতানি মহান্যগ্নে নকিরা দধর্ষ।
যজ্জায়মানঃ পিত্রোরুপস্থেঽবিন্দঃ কেতুং বয়ুনেম্বহ্নাম্ ॥ ৫
বৈশ্বানরস্য বিমিতানি চক্ষসা সানূনি দিবো অমৃতস্য কেতুনা।
তস্যেদু বিশ্বা ভুবনাধি মূর্ধনি বয়া ইব রুরুহুঃ সপ্ত বিস্রুহঃ ॥ ৬
বি যো রজাংস্যমিমীত সুক্রতুর্বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ।
পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথেঽদব্ধো গোপা অমৃতস্য রক্ষিতা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, দেবগণের মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাকে উৎপাদিত করেছেন। ২। স্তোতৃবর্গ যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, অগ্নির সম্যকরূপে স্তব করেন। দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন। ৩। হে অগ্নি! তোমা হতেই হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরগণ তোমা হতেই শত্রু বিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর! তুমি আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ৪। হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় অরণিদ্বয় হতে উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যে সময় তুমি পালনকারী অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, সেসময় তাঁরা তোমার যাগ কার্য দ্বারা অমরত্ব লাভ করেন। ৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! কেউই তোমার সে সমস্ত মহৎ কার্যের বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তুমি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়ে দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্যকে অন্তরিক্ষ পথে সংস্থাপিত করেছ। ৬। বৈশ্বানরের বারি প্রজ্ঞাপক দীপ্তিদ্বারা অন্তরিক্ষের উন্নত-প্রদেশ সকল পরিমিত হয়েছে। সে বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় মেঘরূপে পরিণত ধূমে বারিরাশি অবস্থান করে এবং তা হতেই সাতটি নদী শাখার ন্যায় উদ্ভূত হয়েছে (১) ৭। শোভন কর্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সকল নির্মাণ করেছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে অন্তরিক্ষের দীপ্তিশালী নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করেছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক সে বৈশ্বানর বিরাজ করছেন।

টীকা ঃ ১। এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে।

৮ সূক্ত ॥ অগ্নি বৈশ্বানর দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পৃক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূ সহঃ প্র নু বোচং বিদথা জাতবেদসঃ।
বৈশ্বানরায় মতি র্নব্যসী শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে ॥ ১

স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি ব্রতান্যগ্নি র্ব্রতপা অরক্ষত ।
ব্যন্তরিক্ষমমিমীত সুক্রতু র্বৈশ্বানরো মহিনা নাকমস্পৃশৎ ॥ ২
ব্যস্তভ্নাদ্রোদসী মিত্রো অদ্ভুতোহন্তর্বারদকৃণোজ্জ্যোতিষা তমঃ ।
বি চর্মণীব ধিষণে অবর্তয়দ্বৈশ্বানরো বিশ্বমধত্ত বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩
অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণত বিশো রাজানমুপ তস্থুর্ঋগ্মিয়ম্ ।
আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ ॥ ৪
যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণদ্ভ্যোহগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীম্ ।
পব্যেব রাজন্নঘশংসমজর নীচা নি বৃশ্চ বনিনং ন তেজসা ॥ ৫
অস্মাকমগ্নে মঘবৎসু ধারয়ানামি ক্ষত্রমজরং সুবীর্যম্ ।
বয়ং জয়েম শতিনং সহস্রিণং বৈশ্বানর বাজমগ্নে তবোতিভিঃ ॥ ৬
অদব্ধেভিস্তব গোপাভিরিষ্টেহস্মাকং পাহি ত্রিষধস্থ সূরীন্ ।
রক্ষা চ নো দদুষাং শর্ধো অগ্নে বৈশ্বানর প্র চ তারীঃ স্তবানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি সর্বব্যাপী, বারিবর্ষক, দীপ্তিমান, জাতবেদা বলের শীঘ্র এ যজ্ঞে সম্যকরূপে স্তব করছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের ন্যায় নির্গত হচ্ছে। ২। সৎকর্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হয়েই সৎকর্ম সকলের রক্ষা ও অন্তরিক্ষের পরিমাণ করেছেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর নিজ মহিমাদ্বারা স্বর্গলাভ করেছেন। ৩। সকলের মিত্রভূত, অদ্ভুত বৈশ্বানর স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে নিজ নিজ স্থানে স্তম্ভিত করে রেখেছেন। তিনি দীপ্তিদ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করেছেন। তিনি আধারভূত স্বর্গ ও পৃথিবীকে দু খানি পশু চর্মের ন্যায় বিস্তৃত করেছেন, বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য ধারণ করেন। ৪। বলশালী মরুৎগণ অন্তরিক্ষ মধ্যে এঁকে ধারণ করেছিলেন এবং মনুষ্যগণ এঁকে পূজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করেছিলেন। দেবগণের দূত-স্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্তী সূর্যমণ্ডল হতে এ বৈশ্বানর অগ্নিকে ইহলোকে এনেছেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি যাগার্হ, তোমাকে উদ্দেশ করে যারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, তুমি তাদের ধন ও যশস্বী পুত্র প্রদান কর। হে দীপ্তিমান অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তি দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় শত্রুকে নিপাতিত কর। ৬। হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান, আমাদের তুমি অনপহার্য অক্ষয় ও সুবীর্য ধন প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত সহস্র প্রকার অন্নলাভ করি। ৭। হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগার্হ অগ্নি! তোমার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী বল দ্বারা তুমি স্তবকারিগণকে রক্ষা কর, হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি হব্যদাতাদের বল রক্ষা কর, আমরা তোমার স্তব করছি, তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর।

৯ সূক্ত ॥ বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বি বর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানো ন রাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ॥ ১
নাহং তন্তু ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ।
কস্য স্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা ॥ ২
স ইত্তন্তুং স বি জানাত্যোতুং স বক্ত্বান্যৃতুথা বদাতি।
য ঈং চিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরৎপরো অন্যেন পশ্যন্ ॥ ৩

অয়ং হোতা প্রথমঃ পশ্যাতেমমিদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু।
অয়ং স জজ্ঞে ধ্রুব আ নিষত্তোঽমর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ ॥ ৪
ধ্রুবং জ্যোতি নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভি বি যন্তি সাধু ॥ ৫
বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষু বীদং জ্যোতি হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে ॥ ৬
বিশ্বে দেবা অনমস্যন্ ভিয়ানাস্ত্বামগ্নে তমসি তস্থিবাংসম্।
বৈশ্বানরোঽবতূতয়ে নোঽমর্ত্যোঽবতূতয়ে নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার ন্যায় প্রকাশিত হয়ে দীপ্তিদ্বারা তমোনাশ করেন। ২। আমি তন্তু (টানাসূত্র) অথবা ওতু (পড়্যান সূত্র) জানি না. কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তার কিছুই অবগত নই। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে কার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্য সকল বলতে সমর্থ (১)? ৩। একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য সকল বলেন। বারিরক্ষক, ভূবিহারী অগ্নি অন্তরিক্ষে অন্য মূর্তি অর্থাৎ সূর্য রূপ দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করে পরিদৃশ্যমান এ সমস্ত ভূত অবগত আছেন। ৪। এ বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা। হে মানবগণ! তোমরা এ অগ্নিকে ভজন কর অক্ষয় এ অগ্নি এ নশ্বর দেহে অবস্থান করেন। নিশ্চল সর্বব্যাপী, অক্ষয় এ অগ্নি শরীর ধারণ-পূর্বক জাত ও বর্ধিত হন। ৫। চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী, নিশ্চল জ্যোতি সুখের পথ প্রদর্শন করবার নিমিত্ত সমুদয় জঙ্গম জীব অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেবগণ একমত ও সমান প্রজ্ঞ হয়ে সম্মানসহকারে প্রধান কর্মকর্তা বৈশ্বানরের অভিমুখবর্তী হন। ৬। তোমার গুণ শ্রবণ করবার নিমিত্ত আমার কর্ণদ্বয় ও তোমার রূপ দর্শনার্থে আমার চক্ষু ধাবিত হচ্ছে। হৃদয়ে যে বুদ্ধিস্বরূপ জ্যোতি নিহিত আছে তাও তোমার স্বরূপ অবগত হবার জন্য সমুৎসুক হয়েছে। দূরস্থ বিষয়ক, চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় তাঁর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। আমি বৈশ্বানরের কিরূপে স্বরূপ বর্ণন করব? কিরূপেই বা তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করব? ৭। হে বৈশ্বানর! অখিল দেবগণ ভীত হয়ে অন্ধকার অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করেন। বৈশ্বানর যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন নিজ রক্ষা-দ্বারা আমাদের রক্ষা করেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন এস্থলে তন্তু শব্দদ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ, ওতু শব্দদ্বারা যজুসমূহ ও বাগকার্য এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝতে হবে। ঋকের শেষার্ধের তাৎপর্য এই ঃ কোনও মনুষ্যই যাগরহস্য বলতে সমর্থ নন, একমাত্র সূর্য বলতে পারেন, কারণ তিনি নিজ পিতা অগ্নিদ্বারা তদ্বিষয় শিক্ষিত হয়েছেন।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা ছন্দ।

পুরো বো মন্দ্রং দিব্যং সুবৃক্তিং প্রয়তি যজ্ঞে অগ্নিমধ্বরে দধিধ্বম্।
পুর উক্‌থেভিঃ স হি নো বিভাবা স্বধ্বরা করতি জাতবেদাঃ ॥ ১
তমু দ্যুমঃ পুর্বণীক হোতরগ্নে অগ্নিভি র্মনুষ ইধানঃ।
স্তোমং যমস্মৈ মমতেব শূষং ঘৃতং ন শুচি মতয়ঃ পবন্তে ॥ ২

পীপায় স শ্রবসা মর্ত্যেষু যো অগ্নয়ে দদাশ বিপ্র উক্থৈঃ।
চিত্রাভিস্তমূতিভিশ্চিত্রশোচি র্ব্রজস্য সাতা গোমতো দধাতি ॥ ৩
আ যঃ পপ্রৌ জায়মান উর্বী দূরেদৃশা ভাসা কৃষ্ণাধ্বা।
অধ বহু চিত্তম উর্ম্যায়াস্তিরঃ শোচিষা দদৃশে পাবকঃ ॥ ৪
নূ নশ্চিত্রং পুরুবাজাভিরূতী অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যশ্চ ধেহি।
যে রাধসা শ্রবসা চাত্যন্যান্ত্ সুবীর্যেভিশ্চাভি সন্তি জনান্ ॥ ৫
ইমং যজ্ঞং চনো ধা অগ্ন উশন্যং ত আসানো জুহুতে হবিষ্মান্।
ভরদ্বাজেষু দধিষে সুবৃক্তিমবী র্বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ ॥ ৬
বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েলাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা প্রবৃত্ত, বিঘ্ন রহিত এ যজ্ঞে পূজনীয় স্বর্গীয় ও সর্বতোভাবে দোষ বর্জিত অগ্নিকে স্তোত্র সহকারে সম্মুখে স্থাপন কর, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন। ২। হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি অন্যান্য অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে এ মানব স্তোত্র শ্রবণ কর ; স্তোতাগণ মমতার ন্যায় অগ্নির উদ্দেশে সে মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের ন্যায় অর্পণ করছে। ৩। যে ব্যক্তি স্তোত্র সহকারে অগ্নিতে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সে ব্যক্তি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্র দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সে ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষা সহকারে ধেনু সমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধিকারী করেন। ৪। কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হতে দৃশ্যমান নিজ দীপ্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেন, সে পাবক অগ্নি সম্প্রতি নিজ দীপ্তি দ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করতে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৫। হে অগ্নি! আমরা হব্য রূপ ধনে বলবান, আমাদের তুমি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষা সহকারে বিচিত্র ধন প্রদান কর এবং যারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্যদ্বারা অন্য লোকদের পরাজিত করে সেরূপ পুত্রও প্রদান কর। ৬। হে অগ্নি! উপবিষ্ট হব্যদাতা তোমার নিমিত্ত যে হোম করছেন, তুমি হব্যাভিলাষী হয়ে সে যাগসাধন অন্ন স্বীকার কর। ভরদ্বাজ বংশীয়গণের নির্দোষ স্তোত্র গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাতে তারা নানাবিধ অন্নলাভ করতে পারে। ৭। হে অগ্নি! শত্রুগণকে দূরীভূত কর। আমাদের অন্ন বর্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ করি (১)।

টীকা ঃ ১। মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ শত বৎসর। এর পর ১২ ও ১৩ ও ১৭ ও ২২ সূক্তের শেষেও এ রূপ আছে।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজস্ব হোতরিষিতো যজীয়ানগ্নে বাধো মরুতাং ন প্রযুক্তি।
আ নো মিত্রাবরুণা নাসত্যা দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী ববৃত্যাঃ ॥ ১
ত্বং হোতা মন্দ্রতমো নো অধ্রুগন্তর্দেবো বিদথা মর্ত্যেষু।
পাবকয়া জুহ্বা বহ্নিরাসাগ্নে যজস্ব তন্বং তব স্বাম্ ॥ ২
ধন্যা চিদ্ধি ত্বে ধিষণা বষ্টি প্র দেবাঞ্জন্ম গৃণতে যজধ্যৈ।
বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং যদ্ধ বিপ্রো মধুচ্ছন্দো ভনতি রেভ ইষ্টৌ ॥ ৩
অদিদ্যুতৎস্বপাকো বিভাবাগ্নে যজস্ব রোদসী উরূচী।
আয়ুং ন যং নমসা রাতহব্যা অঞ্জন্তি সুপ্রয়সং পঞ্চ জনাঃ ॥ ৪

বৃঞ্জো হ যন্নমসা বর্হিরগ্নাবয়ামি স্রুগ্ ঘৃতবতী সুবৃক্তিঃ।
অম্যক্ষি সদ্ম সদনে পৃথিব্যা অশ্রায়ি যজ্ঞ সূর্যে ন চক্ষুঃ ॥ ৫
দশস্যা নঃ পুর্বণীক হোত দেবেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো বাবসানা অতি স্রসেম বৃজনং নাংহঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রার্থনা করছি, তুমি সম্প্রতি আমাদের এ আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎগণের যাগ কর এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদের যাগার্থে আন। ২। হে অগ্নি! তুমি স্তুত্যতম, আমাদের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণ-সম্পন্ন, তুমি মনুষ্য মধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান কর। হে অগ্নি! তুমি হব্য বহনপূর্বক শুদ্ধি বিধায়ক শিখা সহকারে দেবগণের মুখস্বরূপ নিজ দেবগণের নিকটে সমর্পণ কর। ৩। হে অগ্নি! ধনের কারণ ভূত স্তোত্র নিরন্তর তোমার প্রতি উচ্চারিত হয়, কারণ, তোমার আবির্ভাব হলে যজমান দেবগণের যজ্ঞ সাধনার্থে সমর্থ হয়, তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সমধিক স্তবকারী, মেধাবী ভরদ্বাজ যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন। ৪। পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান অগ্নি সম্যকরূপে শোভা পাচ্ছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পণ্ড জন হব্য প্রদানপূর্বক মর্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যদ্বারা পূজা কর। ৫। যে সময়ে অগ্নি সমীপে হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক কুশোপরি আনীত হয় তখন ভূমির উপর তোমার আধারভূত বেদি রচিত হয় এবং সূর্যে যেরূপ তেজোরাশি সমবেত হয় তদ্রূপ যজমান কর্তৃক যাগকার্য সমাশ্রিত হয়। ৬। হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের ধন প্রদান কর। হে শক্তি পুত্র! আমরা যেন তোমাকে হব্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন করে শত্রুবৎ পাপ হতে মুক্ত হই।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মধ্যে হোতা দুরোণে বর্হিষো রালগ্নিস্তোদস্য রোদসী যজধ্যৈ।
অয়ং স সূনুঃ সহস ঋতাবা দূরাৎসূর্যো ন শোচিষা ততান ॥ ১
আ যস্মিন্ত্বে স্বপাকে যজত্র যক্ষদ্রাজন্ত্ সর্বতাতেব নু দ্যৌঃ।
ত্রিষধস্থস্ততরুষো ন জংহো হব্যা মঘানি মানুষা যজধ্যৈ ॥ ২
তেজিষ্ঠা যস্যারতি র্বনেরাট্ তোদো অধ্বন্ন বৃধসানো অদ্যৌৎ।
অদ্রোঘো ন দ্রবিতা চেততি ত্মন্নমর্ত্যোঽবর্ত্র ওষধীষু ॥ ৩
সাস্মাকেভিরেতরী ন শূষৈরগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
দ্রুন্নো বন্বন্ ক্রত্বা নার্বোস্রঃ পিতেব জারযায়ি যজ্ঞৈঃ ॥ ৪
অধ স্মাস্য পনয়ন্তি ভাসো বৃথা যত্তক্ষদনুযাতি পৃথ্বীম্।
সদ্যো যঃ স্যন্দ্রো বিষিতো ধবীয়ানৃণো ন তায়ুরতি ধন্বারাট্ ॥ ৫
স ত্বং নো অর্বন্নিদায়া বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিধানঃ।
বেষি রায়ো বি যাসি দুচ্ছুনা মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার নিমিত্ত যজমান গৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তিপুত্র যজ্ঞসম্পন্ন অগ্নি সূর্যের ন্যায় দূর হতেই দীপ্তির দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করেন। ২। হে

যাগার্হ, দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি। তুমি পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান তোমাতে আগ্রহ সহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, তুমি ত্রিভুবনে অবস্থিত হয়ে দেবগণের নিকট উৎকৃষ্ট মনুষ্যদত্ত হব্য বহন করবার নিমিত্তে সূর্যের ন্যায় বেগশালী হও। ৩। যার সর্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্তি পায়, প্রবৃদ্ধ সে অগ্নি সূর্যের ন্যায় অন্তরিক্ষ পথে বিরাজ করছেন এবং সবলের কল্যাণ বিধায়ক বায়ুর ন্যায় অক্ষয় ও অনিবার্য অগ্নি বেগপূর্বক ওষধিমধ্যে গমন করে নিজ দীপ্তিদ্বারা অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ করছেন। ৪। জাতবেদা সে অগ্নি যাচকের স্তোত্রবৎ সুখদায়ক অস্মদীয় স্তোত্রদ্বারা আমাদের গৃহে স্তুত হচ্ছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যাশ্রয়কারী, বৎসগণের পিতা বৃষভের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্মকারী সে অগ্নির স্তব করছেন। ৫। যে সময়ে অগ্নি অনায়াসে বন সকল ভস্মসাৎ করে পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয় তখন স্তোতৃবর্গ ইহলোকে এ অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরবৎ দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হন (১)। ৬। হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি! তুমি সমস্ত অগ্নির সাথে প্রজ্বলিত হয়ে আমাদের নিন্দা হতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের ধন প্রদান কর এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত কর, আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি।

টীকা ঃ ১। মূলে 'অতিধন্বারাট্' আছে। 'ধন্ব মরুভূমিমতিক্রম্য রাট্ রাজতে যদ্বা ধন্বন্ত্যস্মাদাপ ইতি ধন্বান্তরিক্ষং অতিশয়েনান্তরিক্ষমাক্রম্য রাজতে।' সায়ণ। 'Shines over the desort'—Wilson.

১৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বদ্বিশ্বা সুভগ সৌভগান্যগ্নে বি যন্তি বনিনো ন বয়াঃ।
শ্রুষ্টী রয়ির্বাজো বৃত্রতূর্যে দিবো বৃষ্টিরীড্যো রীতিরপাম্ ॥ ১
ত্বং ভগো ন আ হি রত্নমিষে পরিজ্মেব ক্ষায়সি দস্মবর্চাঃ।
অগ্নে মিত্রো ন বৃহত ঋতস্যাসি যাত্রা বামস্য দেব ভূরেঃ ॥ ২
স সৎপতিঃ শবসা হন্তি বৃত্রমগ্নে বিপ্রো বি পণের্ভর্তি বাজম্।
যং ত্বং প্রচেত ঋতজাত রায়া সজোষা নপ্ত্রাপাং হিনোষি ॥ ৩
যস্তে শূনো সহসো গীর্ভিরুক্থৈ র্যজ্ঞৈ র্মর্তো নিশিতং বেদ্যানট্।
বিশ্বং স দেব প্রতি বারমগ্নে বত্তে ধান্যং পত্যতে বসব্যৈঃ ॥ ৪
তা নৃভ্য আ সৌশ্রবসা সুবীরাগ্নে সূনো সহসঃ পুষ্যসে ধাঃ।
কৃণোষি যচ্ছবসা ভূরি পশ্বো বয়ো বৃকায়ারয়ে জসুরয়ে ॥ ৫
বদ্ধা সূনো সহসো নো বিহায়া অগ্নে তোকং তনয়ং বাজিনো দাঃ।
বিশ্বাভি গীর্ভির্রভি পূর্তির্মশ্যাং মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রশস্ত ধনসম্পন্ন অগ্নি! বৃক্ষ হতে শাখাসমূহের ন্যায় ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরিক্ষের বৃষ্টি, এ সমস্ত সৌভাগ্য তোমা হতে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, তুমি স্তবার্হ। ২। হে পূজনীয় অগ্নি! আমাদের রমণীয় ধন প্রদান কর ; হে মনোজ্ঞ দীপ্তি, তুমি সর্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় সর্বত্র অবস্থিতি কর ; হে দীপ্তিমান অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত বাঞ্ছিত ধন দান কর। ৩। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞার্থে সম্ভূত, অগ্নি! তুমি বারিপুত্র বৈদ্যুতাগ্নির সাথে সঙ্গত হয়ে ধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, সাধুগণের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি বলদ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন। ৪। হে শক্তিপুত্র! যে মানব স্তুতি উপাসনা এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞভূমিতে

তোমার তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি ! সে মনুষ্য সমস্ত প্রাচুর্য ও ধান্য ধারণ করে এবং ধন সম্পন্ন হয়। ৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি সমৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান কর। তুমি দানশীল, বিদ্বেষপূর্ণ রিপু হইতে বলদ্বারা যে পশু সম্বন্ধীয় অন্ন আহরণ কর, তাও প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। ৬। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি বলশালী, তুমি আমাদের উপদেষ্টা হও, আমাদের অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর, আমি স্তুতিসমূহদ্বারা পূর্ণকাম হই ; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন শত হেমন্ত সুখ ভোগ করি।

১৪ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

অগ্না যো মর্ত্যো দুবো ধিয়ং জুজোষ ধীতিভিঃ।
ভসন্নু য প্র পূর্ব্য ইষং বুরীতাবসে ॥ ১
অগ্নিরিদ্ধি প্রচেতা অগ্নি বেঁধস্তম ঋষিঃ।
অগ্নিং হোতারমীলতে যজ্ঞেষু মনুষো বিশঃ ॥ ২
নানা হ্যগ্নেঽবসে স্পর্ধন্তে রায়ো অর্যঃ।
তূর্বন্তো দশ্যুমায়বো ব্রতৈঃ সীক্ষন্তো অব্রতম্ ॥ ৩
অগ্নিরপ্সামৃতীষহং বীরং দদাতি সৎপতিম্।
যস্য ত্রসন্তি শবসঃ সঞ্চক্ষি শত্রবো ভিয়া ॥ ৪
অগ্নি র্হি বিদ্মনা নিদো দেবো মর্তমুরুষ্যতি।
সহাবা যস্যাবৃতো রয়ির্বাজেষ্ববৃতঃ ॥ ৫
অচ্ছা নো মিত্রমহো দেব দেবানগ্নে বোচঃ সুমতিং রোদস্যোঃ।
বীহি স্বস্তিং সুক্ষিতিং দিবো নৃন্দ্বিষো অংহাংসি দুরিতা তরেম
তা তরেম তবাবসা তরেম ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নির পরিচর্যা ও যাগাদি কার্য করে, সে যেন শীঘ্র মনুষ্যগণের প্রধান হয়ে শোভা পায় এবং পুত্রাদির পোষণার্থে 'প্রচুর অন্ন- লাভ করে। ২। একমাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি প্রধান যাগ কার্যনির্বাহক ও সর্বদর্শী। মনুষ্য সন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বানকারী বলে স্তব করেন। ৩। হে অগ্নি ! শত্রুগণের ঐশ্বর্য সকল তাদের নিকট হতে বিমুক্ত হয়ে তোমার স্তোতৃবর্গের রক্ষণার্থ পরস্পর স্পর্ধা করে। শত্রুবিজয়ী স্তোতৃবর্গ তোমার যজ্ঞ করে ব্রতবিরোধীদের পরাভূত করতে ইচ্ছা করে। ৪। অগ্নি স্তোতৃবর্গকে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধুরক্ষকপুত্র প্রদান করেন। তার সন্দর্শনে অরিগণ তোমার বলে ভীত হয়ে কম্পিত হতে থাকে। ৫। যার হব্যরূপ ধন শত্রুদ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমান দ্বারা সম্ভক্ত না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সে ব্যক্তিকে নিন্দক হতে রক্ষা করেন। ৬। হে বন্ধু স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থানকারী, দেব অগ্নি ! তুমি আমাদের এ শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার কর এবং স্তবকারিকে গার্হস্থ্যসুখে নিয়ে যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট সকল অতিক্রম করি। আমরা তোমার রক্ষণ বশতঃ তাদের অতিক্রম করি।

১৫ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বীতহব্য, অথবা ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, শক্করী, অতিশক্করী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ বৃহতী ছন্দ।

ইমমু ষু বো অতিথিমুষ র্বুধং বিশ্বাসাং বিশাং পতিমৃঞ্জসে গিরা।
বেতীদ্দিবো জনুষা কচ্চিদা শুচি র্জ্যোক্চিদত্তি গর্ভো যদচ্যুতম্ ॥ ১

মিত্রং ন যং সুধিতং ভৃগবো দধুর্বনস্পতাবীড্যমূর্ধ্বশোচিষম্ ।
স ত্বং সুপ্রীতো বীতহব্যে অদ্ভুত প্রশস্তিভির্মহয়সে দিবেদিবে ॥ ২
স ত্বং দক্ষস্যাবৃকো বৃধো ভূরর্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
রায়ঃ সূনো সহসো মর্ত্যেষ্বা ছর্দির্যচ্ছ বীতহব্যায় সপ্রথো ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ ॥ ৩
দ্যুতানং বো অতিথিং স্বর্ণরমগ্নিং হোতারং মনুষঃ স্বধ্বরম্ ।
বিপ্রং ন দ্যুক্ষবচসং সুবৃক্তিভির্হব্যবাহমরতিং দেবমৃঞ্জসে ॥ ৪
পাবকয়া যশ্চিতয়ন্ত্যা কৃপা ক্ষামন্রুরুচ উষসো ন ভানুনা ।
তূর্বন্ন যামন্নেতশস্য নূ রণ আ যো ঘৃণে ন ততৃষাণো অজরঃ ॥ ৫
অগ্নিমগ্নিং বঃ সমিধা দুবস্যত প্রিয়ংপ্রিয়ং বো অতিথিং গৃণীষণি ।
উপ বো গীর্ভিরমৃতং বিবাসত দেবো দেবেষু বনতে হি বার্যং
দেবো দেবেষু বনতে হি নো দুবঃ ॥ ৬
সমিদ্ধমগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে শুচিং পাবকং পুরো অধ্বরে ধ্রুবম্ ।
বিপ্রং হোতারং পুরুবারমদ্রুহং কবিং সুম্নৈরীমহে জাতবেদসম্ ॥ ৭
ত্বাং দূতমগ্নে অমৃতং যুগেযুগে হব্যবাহং দধিরে পায়ুমীড্যম্ ।
দেবাসশ্চ মর্তাসশ্চ জাগৃবিং বিভুং বিশ্পতিং নমসা নি ষেদিরে ॥ ৮
বিভূষন্নগ্ন উভয়াঁ অনু ব্রতা দূতো দেবানাং রজসী সমীয়সে ।
যত্তে ধীতিং সুমতিমাবৃণীমহেঽধ স্মা নস্ত্রিবরূথঃ শিবো ভব ॥ ৯
তং সুপ্রতীকং সুদৃশং স্বঞ্চমবিদ্বাংসো বিদুষ্টরং সপেম ।
স যক্ষদ্বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ প্র হব্যমগ্নিরমৃতেষু বোচৎ ॥ ১০
তমগ্নে পাস্যুত তং পিপর্ষি যস্ত আনট্ কবয়ে শূর ধীতিম্ ।
যজ্ঞস্য বা নিশিতিং বোদিতিং বা তমিৎপৃণক্ষি শবসোত রায়া ॥ ১১
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িঃ স্পৃহয়ায্যঃ সহস্রী ॥ ১২
অগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ স রাজা বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ ।
দেবানামুত যো মর্ত্যানাং যজিষ্ঠঃ স প্র যজতামৃতাবা ॥ ১৩
অগ্নে যদদ্য বিশো অধ্বরস্য হোতঃ পাবকশোচে বেষ্টবং হি যজ্বা ।
ঋতা যজাসি মহিনা বি যদ্ভূর্হব্যা বহ যবিষ্ঠ যা তে অদ্য ॥ ১৪
অভি প্রযাংসি সুধিতানি হি খ্যো নি ত্বা দধীত রোদসী যজধ্যৈ ।
অবা নো মঘবন্বাজসাতাবগ্নে বিশ্বানি দুরিতা তরেম
তা তরেম তববসা তরেম ॥ ১৫
অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ ।
কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ॥ ১৬
ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ ।
যমঙ্কূয়ন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ ॥ ১৭
জনিষ্বা দেববীতয়ে সর্বতাতা স্বস্তয়ে ।
আ দেবান্বক্ষ্যমৃতাঁ ঋতাবৃধো যজ্ঞং দেবেষু পিস্পৃশঃ ॥ ১৮
বয়মু ত্বা গৃহপতে জনানামগ্নে অকর্ম সমিধা বৃহন্তম্ ।
অস্থূরি নো গার্হপত্যানি সন্তু তিগ্মেন নস্তেজসা সং শিশাধি ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ ! তুমি প্রাতঃ প্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাব পবিত্র এ অতিথিকে অর্থাৎ অগ্নিকে প্রসন্ন কর। অগ্নি সকল সময়ে স্বর্গ হতে অবতীর্ণ হন এবং অরণিদ্বয়ের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান করে অক্ষয় হব্য ভক্ষণ

করেন। ২। হে অদ্ভুত অগ্নি! তুমি অরণি মধ্যে নিহিত, স্তবার্হ ও ঊর্ধ্বশিখ; তোমাকে ভৃগুগণ বন্ধুবৎ গৃহে স্থাপন করেছিলেন। বীতহব্য প্রতিদিন উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করেন, তুমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হও। ৩। হে অপ্রতিহত প্রভাব অগ্নি! যে ব্যক্তি যাগাদির অনুষ্ঠানে নিপুণ, তুমি তার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট শত্রু হতে তার রক্ষক হও। অতএব হে সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপুত্র! তুমি বীতহব্য ভরদ্বাজকে ধন ও গৃহ প্রদান কর। ৪। হে বীতহব্য! তুমি শোভন স্তুতিদ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান, অতিথিবৎ পূজনীয়, স্বর্গ প্রদর্শক, মনুর যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের ন্যায় ওজস্বী বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন কর। ৫। যিনি ভানুদ্বারা ঊষার ন্যায় পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তিদ্বারা বিরাজিত হন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী বীরের ন্যায় এতশের সাহায্যার্থে শীঘ্র প্রদীপ্ত হয়েছিলেন, যিনি সর্বভক্ষণশীল ও ক্ষয়রহিত। ৬। হে স্তোতৃবর্গ! তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনদ্বারা পূজা কর। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখীন হয়ে স্তোত্রদ্বারা তাঁর পরিচর্যা কর। কারণ, দেবগণের মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। ৭। আমি ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতাবিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্বদর্শী ও সর্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি। ৮। হে অগ্নি! তুমি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্যকার্যে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা প্রবুদ্ধ, সর্বব্যাপী প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্বক দেবীর উপর সংস্থাপিত করেছেন। ৯। হে অগ্নি! তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য করে স্বর্গ পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করছি ও স্তোত্র পাঠ করছি। অতএব ত্রিভুবনবর্তী তুমি আমাদের সুখ বিধান কর। ১০। আমরা অল্প বুদ্ধি; আমরা বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনজ্ঞমূর্তি ও মনোহরগতি অগ্নির পরিচর্যা করছি। সর্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরগণের মধ্যে আমাদের হব্য প্রচার করেন। ১১। হে শৌর্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি দূরদর্শী, যে পুরুষ তোমার স্তব করে, তুমি তাকে রক্ষা কর ও মনোরথ পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাকেই তুমি বল ও ধনদ্বারা পূর্ণ কর। ১২। হে অগ্নি! তুমি শত্রু হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর। হে বলসম্পন্ন! তুমিই আমাদের পাপ হতে পরিত্রাণ কর, তোমার নিকট দোষহীন হব্য উপস্থিত হোক। তোমা কর্তৃক প্রদত্ত সহস্র প্রকার ধন আমাদের নিকট উপস্থিত হোক। ১৩। দেবগণের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাতবেদা, সুতরাং সমস্ত ভূতজাত অবগত আছেন। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্য সম্পন্ন সে অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ করুন। ১৪। হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি; অদ্য যজমান যে যজ্ঞসম্পাদন করছেন, তুমি তার অনুমোদন কর। তুমি যজমান, অতএব তুমি যজ্ঞে দেবগণের যাগ কর। যেহেতু তুমি নিজ মহিমাদ্বারা সর্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি! অদ্য আমরা তোমাকে যে হব্য প্রদান করছি তা তুমি স্বীকার কর। ১৫। হে অগ্নি! বেদির উপর যথাবিধি স্থাপিত হব্যরূপ অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করবার জন্য এ যজমান তোমাকে সংস্থাপিত করেছে। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা কর, যাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হতে

পরিত্রাণ পাই। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন তোমার রক্ষাবশতঃ সে সকল হতে উদ্ধার পাই। ১৬। হে শোভন শিখাসম্পন্ন অগ্নি। অখিল দেবগণের সাথে সর্বাগ্রগণ্য তুমি ঊর্ণাবিশিষ্ট ঘৃত সংপৃক্ত কুলায় সদৃশ উত্তর বেদির উপর উপবেশন কর এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথরূপে দেবগণের নিকট বহন কর। ১৭। কর্মনির্বাহক ঋত্বিকগণ অথর্বা ঋষির ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করছেন এবং ভ্রমণশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকার সমূহ হতে আনছেন। ১৮। হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থে প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক অমরগণকে আন। দেবগণের নিকট আমাদের যজ্ঞ বহন কর। ১৯। হে গৃহের অধিপতি অগ্নি! মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধনদ্বারা তোমার বৃদ্ধি সাধন করেছি। অতএব আমাদের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। তুমি তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা আমাদের যোজিত কর।

১৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ। দেবেভি র্মানুষে জনে ॥ ১
স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভি র্যজা মহঃ। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ২
বেথা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা। অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো ॥ ৩
ত্বামীলে অধ দ্বিতা ভরতো বাজিভিঃ শুনম্। ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৪
ত্বমিমা বার্যা পুরু দিবোদাসায় সুন্বতে। ভরদ্বাজায় দাশুষে ॥ ৫
ত্বং দূতো অমর্ত্য আ বহা দৈব্যং জনম্। শৃণ্বন্বিপ্রস্য সুষ্টুতিম্ ॥ ৬
ত্বামগ্নে স্বাধ্যো মর্তাসো দেববীতয়ে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥ ৭
তব প্র যক্ষি সন্দৃশমুত ক্রতুং সুদানবঃ। বিশ্বে জুষন্ত কামিনঃ ॥ ৮
ত্বং হোতা মনুর্হিতো বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ। অগ্নে যক্ষি দিবো বিশঃ ॥ ৯
অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১০
তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ১১
স নঃ পৃথু শ্রবায্যমচ্ছা দেব বিবাসসি। বৃহদগ্নে সুবীর্যম্ ॥ ১২
ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ১৩
তমু ত্বা দধ্যঙ্ঙৃষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ। বৃত্রহণং পুরন্দরম্ ॥ ১৪
তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে দস্যুহন্তমম্। ধনঞ্জয়ং রণে রণে ॥ ১৫
এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভি বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ১৬
যত্র ক্ব চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। তত্রা সদঃ কৃণবসে ॥ ১৭
নহি তে পূর্তমক্ষিপদ্ভুবন্নেমানাং বসো। অথা দুবো বনবসে ॥ ১৮
আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ। দিবোদাসস্য সৎপতিঃ ॥ ১৯
স হি বিশ্বাতি পার্থিবা রয়িং দাশন্মহিত্বনা; বন্বন্নবাতো অস্তৃত ॥ ২০
স প্রত্নবন্নবীয়সাগ্নে দ্যুম্নেন সংযতা। বৃহত্ততন্থ ভানুনা ॥ ২১
প্র বঃ সখায়ো অগ্নয়ে স্তোমং যজ্ঞং চ ধৃষ্ণুয়া। অর্চ গায় চ বেধসে ॥ ২২
স হি যো মানুষা যুগা সীদদ্ধোতা কবিক্রতুঃ। দূতশ্চ হব্যবাহনঃ ॥ ২৩
তা রাজানা শুচিব্রতাদিত্যান্মারুতং গণম্। বসো যক্ষীহ রোদসী ॥ ২৪
বস্বী তে অগ্নে সংদৃষ্টিরিষয়তে মর্ত্যায়। ঊর্জো নপাদমৃতস্য ॥ ২৫
ক্রত্বা দা অস্তু শ্রেষ্ঠোঽদ্য ত্বা বন্বন্ত্সুরেক্ণাঃ। মর্ত আনাশ সুবৃক্তিম্ ॥ ২৬
তে তে অগ্নে ত্বোতা ইষয়ন্তো বিশ্বমায়ুঃ।
তরন্তো অর্যো অরাতীর্বন্বন্তো অর্যো অরাতীঃ ॥ ২৭

অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা যাসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণম্। অগ্নি র্নো বনতে রয়িম্ ॥ ২৮
সুবীরং রয়িমা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ২৯
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো জাতবেদো অঘায়তঃ। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্কবে ॥ ৩০
যো নো অগ্নে দুরেব আ মর্তো বধায় দাশতি। তস্মান্নঃ পাহ্যংহসঃ ॥ ৩১
ত্বং তং দেব জিহ্বয়া পরি বাধস্ব দুষ্কৃতম্। মর্তো যো নো জিঘাংসতি ॥ ৩২
ভরদ্বাজায় সপ্রথঃ শর্ম যচ্ছ সহন্ত্য। অগ্নে বরেণ্যং বসু ॥ ৩৩
অগ্নি র্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যু র্বিপণ্যয়া। সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৩৪
গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ৩৫
ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি ॥ ৩৬
উপ ত্বা রণ্বসংদৃশং প্রয়স্বন্তঃ সহস্কৃত। অগ্নে সসৃজ্মহে গিরঃ ॥ ৩৭
উপ ছায়ামিব ঘৃণেরগন্ম শর্ম তে বয়ম্। অগ্নে হিরণ্যসংদৃশঃ ॥ ৩৮
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্মশৃঙ্গো ন বংসগঃ। অগ্নে পুরো রুরোজিথ ॥ ৩৯
আ যং হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি। বিশামগ্নিং স্বধ্বরম্ ॥ ৪০
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বসুবিত্তমম্। আ স্বে যোনৌ নি ষীদতু ॥ ৪১
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্। স্যোন আ গৃহপতিম্ ॥ ৪২
অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ। অরং বহন্তি মন্যবে ॥ ৪৩
অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে। আ দেবান্ত্ সোমপীতয়ে ॥ ৪৪
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ। শোচা বি ভাহ্যজর ॥ ৪৫
বীতী যো দেবং মর্তো দুবস্যেদগ্নিমীলীতাধ্বরে হবিষ্মান্।
হোতারং সত্যযজং রোদস্যোরুত্তানহস্তো নমসা বিবাসেৎ ॥ ৪৬
আ তে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি।
তে তে ভবন্তূক্ষণ ঋষভাসো বশা উত ॥ ৪৭
অগ্নিং দেবাসো অগ্রিয়মিন্ধতে বৃত্রহন্তমম্।
যেনা বসূন্যাভৃতা তৃড়্হা রক্ষাংসি বাজিনা ॥ ৪৮

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণ কর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হয়েছ। ২। তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহ দ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁদের হব্য প্রদান কর। ৩। হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছ। ৪। হে অগ্নি! তুমি দ্বিত। হব্যদাতা ঋত্বিগগণের সাথে সুখের উদ্দেশে ভরত রাজা তোমার স্তব করেছিলেন। তুমি যজ্ঞে যজ্ঞার্হ। তিনি তোমার যাগ করেছিলেন (১)। ৫। হে অগ্নি! সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে এ সমস্ত নানাবিধ সুখ যেরূপ প্রদান করেছিলে, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে সেরূপ সমুদয় প্রদান কর। ৬। তুমি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শুনে তুমি দেবগণকে এস্থানে আন। ৭। হে দেব অগ্নি! ধার্মিক মনুষ্যগণ দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থে যজ্ঞ সকলে তোমার স্তব করেন। ৮। হে অগ্নি। তুমি দানশীল, আমি তোমার মনোহর দীপ্তির এবং কার্যের পূজা করছি। যারা তোমার অনুগ্রহে পূর্ণকাম হয়েছে তারা সকলেই তোমার পরিচর্যা করে। ৯। হে অগ্নি! তুমি শিখারূপ মুখদ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ, তোমাকে মনু হোতৃকার্যে নিয়োজিত করেছেন। অতএব তুমি স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের যাগ কর। ১০। হে অগ্নি! তুমি হব্যভক্ষণার্থে এস এবং দেবগণেরনিকট হব্যবহনার্থে স্তুতিভাজন হয়ে হোতাস্বরূপ কুশোপরি উপবেশন কর। ১১। হে

অঙ্গিরা ! আমরা ইন্ধন ও আজ্যদ্বারা তোমাকে প্রবর্ধিত করছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি ! তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর। ১২। হে দেব অগ্নি ! তুমি আমাদের প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি সহকারে বিপুল ধন প্রদান কর। ১৩। হে অগ্নি ! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হতে মন্থন করে তোমাকে নিঃসারিত করেছেন (২)। ১৪। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করেছেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরবিনাশক। ১৫। হে বর্ষণকারী অগ্নি ! তুমি দস্যুহন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য তোমাকে উদ্দীপিত করেছিলেন। ১৬। হে অগ্নি ! তুমি এস কারণ আমি তোমার নিকট এরূপে স্তোত্র উচ্চারণ করব। তুমি এ সমস্ত সোমদ্বারা বর্ধিত হও। ১৭। হে অগ্নি ! তুমি যে কোন স্থানে, যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত কর, সে যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং সেখানে তুমি অবস্থিতি কর। ১৮। হে অগ্নি ! তোমার পূর্ণ দীপ্তি যেন দৃষ্টি-বিঘাতক না হয়। হে উপাসকগণের গৃহপ্রদাতা ! তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। ১৯। আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এস্থানে এনেছি। ২০। নিজ মহিমাদ্বারা শত্রুসংহারকারী, অধৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদের প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন। ২১। হে অগ্নি ! তুমি প্রাচীনবৎ নবীন দীপ্তিদ্বারা এ বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আচ্ছন্ন করে আছ। ২২। হে বন্ধুগণ ! তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্তা অগ্নির স্তোত্র গান কর এবং তাঁকে হব্য প্রদান কর। ২৩। যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেবগণের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞ, দেবগণের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সে অগ্নি যেন আমাদের যজ্ঞে উপবেশন করেন। ২৪। হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি ! তুমি এ যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান ও বিশুদ্ধ কর্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যগণ, মরুতগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ কর। ২৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি অবিনশ্বর, তোমার প্রশস্ত দীপ্তি মর্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান কর। ২৬। হে অগ্নি ! হব্যদাতা অদ্য কার্যদ্বারা তোমার পরিচর্যা করে অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্যশালী হোক। সে মানব সর্বদা যেন সম্যক্‌রূপে তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করে। ২৭। হে অগ্নি ! তোমার যে সকল স্তোত্রকারী তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়, তারা অন্ন কামনা করে আক্রমণকারী শত্রুগণকে পরাজিত ও বিনষ্ট করে সমস্ত অন্নলাভ করে। ২৮। অগ্নি যেন নিজ তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা হব্য গ্রহণ করে শত্রু সংহার করেন এবং আমাদের ধন প্রদান করেন। ২৯। হে সর্বদর্শী জাতবেদা ! তুমি শোভন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ধন আহরণ কর। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ! তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ কর ! ৩০। হে জাতবেদা ! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর। হে মন্ত্রের উৎপাদক অগ্নি ! তুমি বিদ্বেষকারী হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩১। হে অগ্নি ! যে দুষ্টাভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রদ্বারা আমাদের ভয় প্রদর্শন করে, তা হতে এবং পাপ হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩২। হে দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি ! যে মানব আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, সে দুষ্কর্মকারী মনুষ্যকে জ্বালা রূপ জিহ্বাদ্বারা অপসারিত কর। ৩৩। হে শত্রুবিজয়ী অগ্নি ! তুমি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন দাও। ৩৪। স্তুতিদ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধন লিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্র বর্ণ, অগ্নি শত্রুদের নাশ করবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহূত হয়েছেন ৩৫। মাতা পৃথিবীর গর্ভভূত অক্ষয় বেদির উপর দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের উত্তর বেদি নামক স্থানে উপবিষ্ট আছেন। ৩৬। হে সর্বদর্শী জাতবেদা ! তুমি আমাদের নিকট সন্ততিসহকারে এরূপ অন্ন আন, যা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে। ৩৭। হে শক্তিপুত্র অগ্নি ! তুমি রম্য দর্শন, আমরা হব্যরূপ অন্নপ্রদান পূর্বক

তোমার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করছি। ৩৮। হে অগ্নি! তুমি রমণীয় তেজঃসম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করছি। ৩৯। হে অগ্নি। তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুষ্কের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরী সকল নষ্ট করেছ। ৪০। ঋত্বিগগণ হব্য ভোজী শোভন যাগ নিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন, সে অগ্নির পরিচর্যা কর। ৪১। দেবগণের ভক্ষ্যদ্রব্যের ভারগ্রহণ করবার নিমিত্ত প্রকৃষ্ট ধন প্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ কর। সে অগ্নি নিজ উচিত স্থানে উপবেশন করুন। ৪২। প্রাদুর্ভূত, অতিথিবৎ প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহরণীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত কর। ৪৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তুমি সে সকল সুশিক্ষিত অশ্বগণকে নিজরথে যোজিত কর, যে সকল অশ্ব তোমাকে শীঘ্র যজ্ঞে আনে। ৪৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের অভিমুখে এস। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আন। ৪৫। হে হব্যবাহক অগ্নি! তুমি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও। ৪৬। যে কোন হব্য প্রদানকারী মনুষ্য হব্যদ্বারা দেব পূজা করবেন, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্য সহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করেন। তিনি যেন বদ্ধাঞ্জলি হয়ে হব্যদ্বারা অগ্নির পূজা করেন। ৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঋক রূপ হব্য প্রদান করছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্বোক্তরূপ হব্য হোক (৩)। ৪৮। অগ্নি শত্রুর ধন হরণ করেছেন এবং রাক্ষসগণের সংহার করেছেন। দেবগণ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানত বৃত্রহন্তা বোধ করে উদ্দীপিত করেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এ ঋকের উল্লিখিত ভরতকে দুষ্মন্ত তনয় ভরত মনে করেছেন। 'দ্বিত' অর্থে দুই গুণ যুক্ত অথবা দুই কাষ্ঠ হতে উৎপন্ন। ফলতঃ 'ত্রিত' শব্দের দেখাদেখি 'একত' ও 'দ্বিত' শব্দ দুটি উৎপন্ন করা হয়েছে। ১।৫২।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। অথর্বা পুষ্কর হতে অগ্নিকে মন্থন করে উৎপন্ন করে-ছিলেন, এর অর্থ কি? সায়ণ প্রজাপতিদ্বারা পদ্মপত্রের উপর জগতের সৃষ্টির পৌরাণিক কথা অবলম্বন করে পুষ্কর অর্থে এখানে পদ্ম করেছেন। সামবেদের টীকাকার মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্বা অর্থে বায়ু করে একটি অর্থ করেছেন। ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া পুষ্কর অর্থে করেছেন অরণি কাষ্ঠের ছিদ্র যা হতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্যাবর্তে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তার পুত্র দধীচিও তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১।৭১।৩ ঋকের টীকা দেখুন। অতএব এ ঋকেও সে অথর্বা ঋষি কর্তৃক অগ্নি উৎপাদনের কথারই উল্লেখ আছে মাত্র। ৩। এখানে গো ও বৃষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা ছন্দ।

পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ ঊর্বং গবাং মহি গৃণান ইন্দ্র।
বি যো ধৃষ্ণো বধিষো বজ্রহস্ত বিশ্বা বৃত্রমমিত্রিয়া শবোভিঃ॥ ১
স ঈং পাহি য ঋজীষী তরুত্রো যঃ শিপ্রবান্ বৃষভো যো মতীনাম্।
যো গোত্রভিদ্বজ্রভৃদ্যো হরিষ্ঠাঃ স ইন্দ্র চিত্রাঁ অভি তৃন্ধি বাজান্॥ ২
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা শ্রুধি ব্রহ্ম বাবৃধস্বোত গীর্ভিঃ।
আবিঃ সূর্যং কৃণুহি পীপিহীষো জহি শত্রুঁরভি গা ইন্দ্র তৃন্ধি॥ ৩

তে ত্বা মদা বৃহদিন্দ্র স্বধাব ইমে পীতা উক্ষয়ন্ত দ্যুমন্তম্।
মহামনূনং তবসং বিভূতিং মৎসরাসো জর্হৃষন্ত প্রসাহম্ ॥ ৪
যেভিঃ সূর্যমুষসং মন্দসানোঽবাসয়োঽপ দৃড়্হানি দর্দ্রৎ।
মহামদ্রিং পরি গা ইন্দ্র সন্তং নুত্থা অচ্যুতং সদসঃ পরি স্বাৎ ॥ ৫
তব ক্রত্বা তব তদ্দংসনাভিরামাসু পক্বং শচ্যা নিদীধঃ।
ঔর্ণোর্দুর উস্রিয়াভ্যো বি দৃড়্হোদূর্বাদ্গা অসৃজো অঙ্গিরস্বান্ ॥ ৬
পপ্রাথ ক্ষাং মহি দংসো ব্যুর্বীমুপ দ্যামৃষ্বো বৃহদিন্দ্র স্তভায়ঃ।
অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা যহ্বী ঋতস্য ॥ ৭
অধ ত্বা বিশ্বে পুর ইন্দ্র দেবা একং তবসং দধিরে ভরায়।
অদেবো যদভ্যৌহিষ্ট দেবান্ত্স্বর্ষাতা বৃণত ইন্দ্রমত্র ॥ ৮
অধ দ্যৌশ্চিত্তে অপ সা নু বজ্রাদ্দ্বিতানমদ্ভিয়সা স্বস্য মন্যোঃ।
অহিং যদিন্দ্রো অভ্যোহসানং নি চিদ্বিশ্বায়ুঃ শয়থে জঘান ॥ ৯
অধ ত্বষ্টা তে মহ উগ্র বজ্রং সহস্রভৃষ্টিং ববৃতচ্ছতাশ্রিম্।
নিকামমরমণসং যেন নবন্তমহিং সং পিণগৃজীষিন্ ॥ ১০
বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাঁ ইন্দ্র তুভ্যম্।
পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ ॥ ১১
আ ক্ষোদো মহি বৃতং নদীনাং পরিষ্ঠিতমসৃজ ঊর্মিমপাম্।
তাসামনু প্রবত ইন্দ্র পন্থাম্ প্রার্দয়ো নীচীরপসঃ সমুদ্রম্ ॥ ১২
এবা তা বিশ্বা চকৃবাংসমিন্দ্রং মহামুগ্রমজুর্যং সহোদাম্।
সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবজ্রমা ব্রহ্ম নব্যমবসে ববৃত্যাৎ ॥ ১৩
স নো বাজায় শ্রবস ইষে চ রায়ে ধেহি দ্যুমত ইন্দ্র বিপ্রান্।
ভরদ্বাজে নৃবত ইন্দ্র সূরীন্দিবি চ স্মৈধি পার্যে ন ইন্দ্র ॥ ১৪
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি যে সোমপান করবার নিমিত্ত পণিগণ কর্তৃক অপহৃত গোসমূহ প্রকাশিত করেছিলে, অঙ্গিরাগণ কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে সে সোমরস পান কর। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি! তুমি বলসম্পন্ন হয়ে অখিল বিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করেছ। ২। হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহনু ও স্তোতৃগণের কামপূরক ইন্দ্র! তুমি এ সোমরস পান কর। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্বনিয়ন্তা ইন্দ্র! তুমি আমাদের বিবিধ অন্ন প্রদান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন সোমের ন্যায় এ সোম পান কর। এ তোমার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদের স্তোত্র শোন এবং এ দ্বারা বর্ধিত হও। সূর্যকে প্রকাশিত কর, আমাদের অন্ন ভোজন করাও, আমাদের শত্রুগণকে সংহার কর এবং পণিগণকর্তৃক অপহৃত ধেনুবৃন্দ প্রকাশিত কর। ৪। হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশালী, এ সমস্ত পীত মাদক সোমরস তোমাকে বিশেষরূপে অভিষিক্ত করুক। বলশালী তুমি সর্বগুণে গুণবান, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী; মদকর এ সকল সোমরস তোমার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি সোমরস দ্বারা উল্লসিত হয়ে নিবিড় তমো ভেদ করে সূর্য ও উষাকে স্থাপিত করেছ এবং স্বস্থান হতে অবিচলিত ধেনুগণের চারদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য ও শক্তি দ্বারা অপরিণত গোসমূহে পরিণত দুগ্ধ অর্পণ করেছ, তুমি ধেনুগণের নির্গমনের নিমিত্ত দৃঢ় দ্বার সকল উদ্ঘাটিত করেছ। তুমি অঙ্গিরাগণের সাথে সমবেত হয়ে গোষ্ঠ হতে

যেনুবন্দ উন্মুক্ত করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! মহৎকার্য দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করেছ। তুমি বলশালী, তুমি বিশাল স্বর্গকে ধারণ করে আছ। তুমি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করছ। ৮। হে ইন্দ্র! যেকালে পাপিষ্ঠ বৃত্র দেবগণকে আক্রমণ করেছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধার্থে বলশালী তোমাকে আপনাদের অগ্রে অধ্যক্ষস্বরূপ স্থাপন করেছিলেন। মরুৎগণ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করেছিলেন। ৯। যে সময়ে অন্ন প্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ করে মহানিদ্রায় অভিভূত করলেন সে সময়ে স্বর্গ তোমার বজ্র ও ক্রোধ এ উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল। ১০। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! ত্বষ্টা তোমার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্রনির্মাণ করেছিলেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তা দিয়ে তুমি উগ্রকাম, উদ্ধত প্রকৃতি, বিকট শব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট করেছ। ১১। হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হয়ে তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন (১) এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হোক। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্র কর্তৃক সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করেছ; তুমি জলরাশি মুক্ত করেছ। তুমি সে সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করেছ; তুমি বেগবান সলিলরাশিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছ। ১৩। হে ইন্দ্র! এরূপে তুমি সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্যশালী, মহান, ওজস্বী, ক্ষয় রহিত, বলপ্রদাতা, শোভন সন্ততিমান, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর; তোমাকে আমাদের নবীন স্তোত্র আমাদের রক্ষা করণে প্রবর্তিত করুক। ১৪। হে ইন্দ্র! আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী; তুমি আমাদের বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধন লাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান কর। পরিচারকগণের সাথে ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর এবং ভবিষ্যতে আমাদের রক্ষক হও। ১৫। আমরা যেন এ স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অন্নলাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হয়ে শত হেমন্ত সুখভোগ করি।

টীকা : ১। এখানেও মহিষ পাকের উল্লেখ অছে।

১৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তমু ষ্টুহি যো অভিভূত্যোজা বন্বন্নবাতঃ পুরুহূত ইন্দ্রঃ।
অষাড়্হমুগ্রং সহমানমাভি গীর্ভির্বর্ধ বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ১
স যুধ্মঃ সত্বা খজকৃৎসমদ্বা তুবিম্রক্ষো নদনুমাঁ ঋজীষী।
বৃহদ্রেণুশ্চ্যবনো মানুষীণামেকঃ কৃষ্টীনামভবৎসহাব্য ॥ ২
ত্বং হ নু ত্যদদময়ো দস্যূঁরেকঃ কৃষ্টীরবনোরার্যায়।
অস্তি স্বিন্নু বীর্যং তত্ত ইন্দ্র ন স্বিদস্তি তদৃতুথা বি বোচঃ ॥ ৩
সদিদ্ধি তে তুবিজাতস্য মন্যে সহঃ সহিষ্ঠ তুরতস্তুরস্য।
উগ্রমুগ্রস্য তবসস্তবীয়োঽরধ্রস্য রধ্রতুরো বভূব ॥ ৪
তন্নঃ প্রত্নং সখ্যমস্তু যুষ্মে ইত্থা বদদ্ভির্বলমঙ্গিরোভিঃ।
হন্নচ্যুতচ্যুদ্দস্মেষয়ন্তমৃণোঃ পুরো বি দুরো অস্য বিশ্বাঃ ॥ ৫
স হি ধীভির্হব্যো অস্ত্যুগ্র ঈশানকৃন্মহতি বৃত্রতূর্যে।
স তোকসাতা তনয়ে স বজ্রী বিতন্তসায্যো অভবৎ সমৎসু ॥ ৬
স মজ্মনা জনিম মানুষাণামমর্ত্যেন নাম্নাতি প্র সর্স্রে।
স দ্যুম্নেন স শবসোত রায়া স বীর্যেণ নৃতমঃ সমোকাঃ ॥ ৭

স যো ন মুহে ন মিথূ জনো ভূৎসুমন্তুনামা চুমুরিং ধুনিং চ।
বৃণক্‌পিপ্রুং শম্বরং শুষ্ণমিন্দ্রঃ পুরাং চ্যৌত্নায় শয়থায় নূ চিৎ ॥ ৮
উদাবতা ত্বক্ষসা পন্যসা চ বৃত্রহত্যায় রথমিন্দ্র তিষ্ঠ।
ধিষ্ব বজ্রং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভি প্র মন্দ পুরুদত্র মায়াঃ ॥ ৯
অগ্নির্ন শুষ্কং বনমিন্দ্র হেতী রক্ষো নি ধক্ষ্যশনির্ন ভীমা।
গম্ভীরয় ঋষ্বয়া যো রুরোজাধ্বানয়দ্দুরিতা দম্ভয়চ্চ ॥ ১০
আ সহস্রং পথিভিরিন্দ্র রায়া তুবিদ্যুম্ন তুবিবাজেভিরর্বাক্।
যাহি সূনো সহসো যস্য নূ চিদদেব ঈশে পুরুহূত যোতোঃ ॥ ১১
প্র তুবিদ্যুম্নস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বের্দিবো ররপ্শে মহিমা পৃথিব্যাঃ।
নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ন প্রতিষ্ঠিঃ পুরুমায়স্য সহ্যোঃ ॥ ১২
প্র তত্তে অদ্যা করণং কৃতং ভূৎকুৎসং যদায়ুমতিথিগ্বমস্মৈ।
পুরু সহস্রা নি শিশা অভি ক্ষামুত্তূর্বয়াণং ধৃষতা নিনেথ ॥ ১৩
অনু ত্বাহিঘ্নে অধ দেব দেবা মদন্বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্।
করো যত্র বরিবো বাধিতায় দিবে জনায় তন্বে গৃণানঃ ॥ ১৪
অনু দ্যাবাপৃথিবী তত্ত ওজোঽমর্ত্যা জিহত ইন্দ্র দেবাঃ।
কৃষ্বা কৃত্নো অকৃতং যত্তে অস্ত্যুক্থং নবীয়ো জনয়স্ব যজ্ঞৈঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ভরদ্বাজ! তুমি অভিভবকারী, তেজবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব কর ; তুমি এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা অপ্রতিহত-প্রভাব, ওজস্বী, শত্রুবিজয়ী ও মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সম্বর্ধনা কর। ২। তিনি যোদ্ধা, দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুভূতিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী, সংগ্রামে ধূলি উত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তান-গণের প্রধান রক্ষাকারী। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদের শীঘ্র স্ববশে এনেছ এবং তুমিই প্রধানত আর্যদের পুত্রদাসাদি প্রদান করেছ (১)। হে ইন্দ্র! তোমার সেরূপ বীর্য আছে। তুমি সময়ে সময়ে সে বীর্যের বিশেষ পরিচয় দিও। ৪। তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি বহুযজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও আমার শত্রুগণের হিংসাকারী ; তোমার সেরূপ প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এরূপ বিশ্বাস করি। কারণ তুমি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয়, অন্যের অজেয় শত্রুগণের নিধনকারী। ৫। হে অবিচলিত পর্বতাদির সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞদর্শন ইন্দ্র! আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। তুমি স্তবকারী অঙ্গিরাগণের সাথে অস্ত্র নিক্ষেপকারী বলকে বধ করেছ এবং তোমার নগর ও নগরদ্বার সকল উদ্ঘাটিত করেছ। ৬। ওজস্বী, স্তোতৃ-গণের সামর্থ বিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে স্তোতৃবর্গের আহ্বানার্হ ; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রদ্বারা বিশিষ্টরূপে বন্দনীয় সে ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভার্থেও বন্দনীয় হন। ৭। তিনি অক্ষর, শত্রুদমনকারী ও বলদ্বারা মানব জন্মের উন্নতিসাধন করেছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সে ইন্দ্র কীর্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সাথে একত্র অবস্থিতি করেন। ৮। যিনি কখনও হতবুদ্ধি হন নি, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক হন নি, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুদের পুরীনাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট ; হে ইন্দ্র! সে তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু, শবর ও শুষ্ণকে সংহার করেছ। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্ধ্বগামী, শত্রুহ্রাসকারী, প্রশস্যতর বল সহকারে সংহারার্থে রথোপরি আরোহণ কর। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ কর। হে ধনপ্রদাতা, তুমি গমনপূর্বক শত্রুদের মায়া একবারে উচ্ছেদ কর। ১০। হে ইন্দ্র! অগ্নি যেরূপ নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে সেরূপ তোমার বজ্র শত্রু সংহার করে, তুমি বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তুমি নিঃশেষরূপে

রাক্ষস সকলকে ভস্মসাৎ কর। তুমি অনিবার্য ও বিপুল বজ্র দ্বারা শত্রুগণকে পেষণ করেছ, সিংহনাদ করেছ এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করেছ। ১১। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন, বহুলোকের বন্দনীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র! কেউ বলদ্বারা তোমাকে বিযুক্ত করতে সমর্থ হয় না। তুমি অসংখ্য বলশালী, বাহনদ্বারা ধন সহকারে আমাদের নিকট এস। ১২। ঐশ্বর্যশালী, শত্রু নিহন্তা, প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করেছে। এ ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান অথবা আদর্শ নেই। ১৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্ব দিবোদাস এ তিন জনের জন্য যে মহৎ কার্য সাধন করেছ, তা আজো প্রকাশিত আছে, তুমি অতিথিগ্বকে বহু সহস্র ধন প্রদান করেছ এবং বিজয়ী বজ্র দ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী অতিথিগ্বকে বিপদ হতে উদ্ধার করেছ। ১৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন! অখিলস্তোতৃগণ! অহি সংহারের নিমিত্ত তোমার স্তব করেছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তুমি দারিদ্র্য পীড়িত যজমান ও তার পুত্রকে ধন প্রদান করেছ। ১৫। হে ইন্দ্র! স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেবগণ তোমার বল স্বীকার করে। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি অসম্পাদিত কার্যের অনুষ্ঠান কর এবং তোমার যজ্ঞ সকলে নূতন স্তোত্রের উৎপত্তি বিধান কর।

টীকা ঃ ১। এখানে আর্যকর্তৃক দস্যুর বশীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

মহাঁ ইন্দ্রো নৃবদা চর্ষণি প্রা উত দ্বিবর্হা অমিনঃ সহোভিঃ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধে বীর্যায়োরুঃ পৃথুঃ সুকৃতঃ কর্তৃভি র্ভূৎ ॥ ১
ইন্দ্রমেব ধিষণা সাতয়ে ধাদ্বৃহন্তমৃষ্বমজরং যুবানম্।
অষাঢ়েন শবসা শূশুবাংসং সদ্যশ্চিদ্যো বাবৃধে অসামি ॥ ২
পৃথূ করস্না বহুলা গভস্তী অস্মদ্র্যক্সং মিমীহি শ্রবাংসি।
যূথেব পশ্বঃ পশুপা দমূনা অস্মাঁ ইন্দ্রাভ্যা ববৃৎস্বাজৌ ॥ ৩
তং ব ইন্দ্রং চতিনমস্য শাকৈরিহ নূনং বাজয়ন্তো হুবেম।
যথা চিৎপূর্বে জরিতার আসুরনেদ্যা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ ॥ ৪
ধৃতব্রতো ধনদাঃ সোমবৃদ্ধঃ স হি বামস্য বসুনঃ পুরুক্ষুঃ।
সং জগ্মিরে পথ্যা রায়ো অস্মিন্ত্সমুদ্রে ন সিন্ধবো যাদমানাঃ ॥ ৫
শবিষ্ঠং ন আ ভর শূর শব ওজিষ্ঠমোজো অভিভূত উগ্রম্।
বিশ্বা দ্যুম্না বৃষ্ণ্যা মানুষাণামস্মভ্যং দা হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৬
যস্তে মদঃ পৃতনাষালমৃধ্র ইন্দ্র তং ন আ ভর শূশুবাংসম্।
যেন তোকস্য তনয়স্য সাতৌ মংসীমহি জিগীবাংসস্ত্বোতাঃ ॥ ৭
আ নো ভর বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
যেন বংসাম পৃতনাসু শত্রূন্তবোতিভিরুত জামীঁরজামীন্ ॥ ৮
আ তে শুষ্মো বৃষভ এতু পশ্চাদোত্তরাদধরাদা পুরস্তাৎ।
আ বিশ্বতো অভি সমেত্বর্বাঙিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে ॥ ৯
নৃবত্ত ইন্দ্র নৃতমাভিরূতী বংসীমহি বাং শ্রোমতেভিঃ।
ঈক্ষে হি বস্ব উভয়স্য রাজন্ধা রত্নং মহি স্থূরং বৃহন্তম্ ॥ ১০
মরুত্বন্তং বৃষভং বাবৃধানমকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্।
বিশ্বাসাহমবসে নূতনায়োগ্রং সহোদামিহ তং হুবেম ॥ ১১
জনং বজ্রিন্মহি চিন্মন্যমানমেভ্যো নৃভ্যো রন্ধয়া যেষ্বস্মি।
অধা হি ত্বা পৃথিব্যাং শূরসাতৌ হবামহে তনয়ে গোষপ্সু ॥ ১২

বয়ং ত এভিঃ পুরুহূত সখ্যৈঃ শত্রোঃ শত্রোরুত্তর ইৎস্যাম।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণ্যুভয়ানি শূর রায়া মদেম বৃহতা ত্বোতাঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র এস্থানে আগমন করুন। স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোকের উপর বিস্তৃত পরাক্রম এবং শত্রু বলদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রখ্যাতগুণ, যজমানগণ যেন তাঁর সমুচিত পরিচর্যা করেন। ২। মহান, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান ও দ্রুত-বর্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদের স্তোত্র দানার্থে উত্তেজিত করে। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নদানার্থে আমাদের অভিমুখে তোমার বিস্তীর্ণ, কর্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত কর। হে জিতেন্দ্রিয়! পশুপালক যেরূপ পশুযূথকে সঞ্চারিত করে, সেরূপ তুমি সংগ্রামে আমাদের সঞ্চারিত করো। ৪। আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে এ যজ্ঞে বলবান সহায় মরুৎগণের সঙ্গে শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করছি। হে ইন্দ্র! তোমার প্রাচীন স্তোতৃবর্গের ন্যায় আমরাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই। ৫। নদী সকল যেরূপ প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয় সেরূপ তাবৎ হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সে ইন্দ্রে সমবেত হয়। ৬। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রকৃষ্টতম বল প্রদান কর। হে শত্রুবিজয়ী! আমাদের দুঃসহ ও ওজস্বিতম দীপ্তি প্রদান কর। হে অশ্বাধিপতি! তুমি আমাদের সুখ বিধানার্থে মনুষ্যগণের ভোগের উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক সকল ধন আমাদের অর্পণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য সে উল্লাস প্রদান কর। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা বিজয় লাভ করে সে উল্লাস বশতঃ পুত্রপৌত্রলাভার্থে তোমার স্তব করতে পারব। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অর্থোৎপাদক, শক্তিবিধায়ক প্রভূত বল প্রদান কর। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সে বলদ্বারা সংহার করতে সমর্থ হব। ৯। হে ইন্দ্র! তেজো-বিধায়ী তোমার বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বভাগ হতে যেন আমাদের অভিমুখে আসে। এ যেন প্রতিদিক হতে আমাদের নিকট আসে। তুমি আমাদের সর্বপ্রকার সুখের সাথে ধন প্রদান কর। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার রক্ষাদ্বারা পরিচালিত হয়ে পরিচারকবৃন্দ ও কীর্তি সহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করছি। হে ইন্দ্র তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করছ, অতএব তুমি আমাদের মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান কর। ১১। আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এ যজ্ঞে সে ইন্দ্রের আহ্বান করছি। তিনি মরুৎগণ সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুদ্বারা অকদর্থিত, দীপ্তিমান, শাসনকারী, সর্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ। ১২। হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলে বোধ করে, তাকে খর্ব কর। সম্প্রতি আমরা তোমাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র, পশু ও উদক লাভের নিমিত্ত আহ্বান করি। ১৩। হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন এ সমস্ত বন্ধু কার্যদ্বারা তোমার সাথে সমুদয় শত্রু সংহার পূর্বক তাদের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর! আমরা যেন তোমা কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অতুল ঐশ্বর্যদ্বারা সুখী হই।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্ ছন্দ।

দ্যৌর্ন য ইন্দ্রাভি ভূমার্যস্তস্থৌ রয়িঃ শবসা পৃৎসু জনান্।
তং নঃ সহস্রভরমুর্বরাসাং দদ্ধি সূনো সহসো বৃত্রতুরম্ ॥ ১

দিবো ন তুভ্যমম্বিন্দ্র সত্রাসূর্যং দেবেভির্ধায়ি বিশ্বম্ ।
অহিং যদ্বৃত্রমপো বব্রিবাংসং হন্নৃজীষিন্বিষ্ণুনা সচানঃ ॥ ২
তূর্বন্নোজীয়াস্তবনস্তবীয়ান্ কৃতব্রহ্মেন্দ্রো বৃদ্ধমহাঃ ।
রাজাভবন্মধুনঃ সোম্যস্য বিশ্বাসাং যৎপুরাং দর্ত্নুমাবৎ ॥ ৩
শতৈরপদ্রন্পণয় ইন্দ্রাত্র দশোণয়ে কবয়েঽর্কসাতৌ ।
বধৈঃ শুষ্ণস্যাশুষস্য মায়াঃ পিত্বো নারিরেচীৎকিং চন প্র ॥ ৪
মহো দ্রুহো অপ বিশ্বায়ু ধায়ি বজ্রস্য যৎপতনে পাদি শুষ্ণঃ ।
উরু ষ সরথং সারথয়ে করিন্দ্রঃ কুৎসায় সূর্যস্য সাতৌ ॥ ৫
প্র শ্যেনো ন মদিরমংশুমস্মৈ শিরো দাসস্য নমুচে র্মথায়ন্ ।
প্রাবন্নমীং সাপ্যং সসন্তং পৃণগ্রায়া সমিষা সং স্বস্তি ॥ ৬
বি পিপ্রোরহিমায়স্য দৃড়্হাঃ পুরো বজ্রিঞ্ছবসা ন দর্দঃ ।
সুদামন্তদ্রেক্ণো অপ্রমৃষ্যমৃজিশ্বনে দাত্রং দাশুষে দাঃ ॥ ৭
স বেতসুং দশমায়ং দশোণিং তূতুজিমিন্দ্রঃ স্বভিষ্টিসুম্নঃ ।
আ তুগ্রং শশ্বদিভং দ্যোতনায় মাতুর্ন সীমুপ সৃজা ইয়ধ্যৈ ॥ ৮
স ঈং স্পৃধো বনতে অপ্রতীতো বিভ্রদ্বজ্রং বৃত্রহণং গভস্তৌ ।
তিষ্ঠদ্ধরী অধ্যস্তেব গর্তে বচোযুজা বহত ইন্দ্রমৃষ্বম্ ॥ ৯
সনেম তেঽবসা নব্য ইন্দ্র প্র পূরবঃ স্তবন্ত এনা যজ্ঞৈঃ ।
সপ্ত যৎপুরঃ শর্ম শারদীর্দর্দ্ধন্দাসীঃ পুরুকুৎসায় শিক্ষন্ ॥ ১০
ত্বং বৃধ ইন্দ্র পূর্ব্যো ভূর্বরিবস্যন্নুশনে কাব্যায় ।
পরা নববাস্ত্বমনুদেয়ং মহে পিত্রে দদাথ স্বং নপাতম্ ॥ ১১
ত্বং ধুনিরিন্দ্র ধুনিমতী র্ঋণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ ।
প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্বশং যদুং স্বস্তি ॥ ১২
তব হ ত্যদিন্দ্র বিশ্বমাজৌ সস্তো ধুনীচুমুরী যা হ সিষ্বপ্ ।
দীদয়দিত্তুভ্যং সোমেভিঃ সুন্বন্দভীতিরিধ্মভৃতিঃ পক্থ্যর্কৈঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র ! তুমি আমাদের সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটি পুত্র প্রদান কর। সূর্য যেরূপ নিজ দীপ্তিদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, সেরূপ সে পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বলদ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে। ২। বস্তুতঃ হে ইন্দ্র ! স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা সূর্যের ন্যায় তোমাতে সমস্ত বল অর্পণ করেছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র ! তুমি বিষ্ণুর সাথে মিলিত হয়ে সে বলদ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করেছ। ৩। যে সময়ে হিংসকগণের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধতেজা ইন্দ্র শত্রুপুরীসমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি মধুর সোম-রসের অধিপতি হলেন। ৪। হে ইন্দ্র ! রণস্থলে বহুহব্য প্রদাতা, তোমার সহায়ভূত মেধাবী কুৎস হতে ভীত হয়ে পণিগণ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করেছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধদ্বারা খর্ব করে সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করেছিলেন। ৫। যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণত্যাগ করল তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হল এবং ইন্দ্র সূর্যের পূজার নিমিত্ত নিজ সারথীভূত কুৎসের ব্যবহারার্থে নিজ রথ বিস্তৃত করলেন। ৬। যেকালে ইন্দ্র উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ করে এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা করে অক্ষয় ধন ও অন্নদ্বারা তাঁকে যোজিত করলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করেছিল। ৭। হে বজ্রধর ! তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরী সকল

বলদ্বারা বিদারিত করেছ। হে বদান্য ইন্দ্র! তুমি হব্যরূপ ধনপ্রদাতা রাজর্ষি ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করেছ। ৮। অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোণি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় রাজা দোতনের নিকট সর্বদা প্রশান্তভাবে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ৯। অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্রধারণপূর্বক স্পর্ধাকারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেরূপ রথে আরোহণ করে, সেরূপ তিনি নিজ যুগ্মাশ্ব রথে আরোহণ করেন। বাঙ্‌মাত্রে নিযুক্ত তোমার অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার রক্ষাদ্বারা অনুগৃহীত হয়ে নূতন ধন প্রার্থনা করছি। তুমি যজ্ঞ বিঘাতকদের নষ্ট করে পুরুকুৎসকে ধন প্রদান পুরঃসর বজ্রদ্বারা শরতের সপ্তপুরী বিদারিত করেছ, মনুষ্যগণ যজ্ঞে এ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি ধনার্থী হয়ে কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হয়েছে। তুমি নববাস্ত্বকে বধ করে ক্ষমতা-শালী পিতা উশনার নিকট তোমার দেয় পুত্রকে সমর্পণ করেছ। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের কম্পন বিধায়ী, তুমি ধুনিকর্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী নদীসকলের ন্যায় প্রবাহিত করিয়েছ। হে বীর! যেকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলে, তখন সমুদ্র পারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করিয়েছিলে। ১৩। হে ইন্দ্র! সংগ্রামে এ সমস্ত তোমারই কার্য। তুমি সুপ্তধুনি ও চুমুরিকে মহা নিদ্রায় অভিভূত করেছ। তারপর দভীতি নামক রাজর্ষি সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করে হব্যরূপ অন্নদ্বারা তোমার পরিচর্যা করেছিলেন।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ও একাদশ ঋকে বিশ্বদেবগণ দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উমা উ ত্বা পুরুতমস্য কারোর্হব্যং বীর হব্যা হবন্তে।
ধিয়ো রথেষ্ঠামজরং নবীয়ো রয়ির্বিভূতিরীয়তে বচস্যা ॥ ১
তমু স্তুষ ইন্দ্রং যো বিদানো গির্বাহসং গীর্ভির্যজ্ঞবৃদ্ধম্।
যস্য দিবমতি মহ্না পৃথিব্যাঃ পুরুমায়স্য রিরিচে মহিত্বম্ ॥ ২
স ইত্তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্চকার।
কদা তে মর্তা অমৃতস্য ধামেয়ক্ষন্তো ন মিনন্তি স্বধাবঃ ॥ ৩
যস্তা চকার স কুহ স্বিদিন্দ্রঃ কমা জনং চরতি কাসু বিক্ষু।
কস্তে যজ্ঞো মনসে শং বরায় কো অর্ক ইন্দ্র কতমঃ স হোতা ॥ ৪
ইদা হি তে বেবিষতঃ পুরাজাঃ প্রত্নাস আসুঃ পুরুকৃৎসখায়ঃ।
যে মধ্যমাস উত নূতনাস উতাবমস্য পুরুহূত বোধি ॥ ৫
তং পৃচ্ছন্তোঽবরাসঃ পরাণি প্রত্না ত ইন্দ্র শ্রুত্যানু যেমুঃ।
অর্চামসি বীর ব্রহ্মবাহো যাদেব বিদ্ম তাত্ত্বা মহান্তম্ ॥ ৬
অভি ত্বা পাজো রক্ষসো বিতস্থে মহি যজ্ঞানমভি তৎসু তিষ্ঠ।
তব প্রত্নেন যুজ্যেন সখ্যা বজ্রেণ ধৃষ্ণো অপ তা নুদস্ব ॥ ৭
স তু শ্রুধীন্দ্র নূতনস্য ব্রহ্মণ্যতো বীর কারুধায়ঃ।
ত্বং হ্যাপিঃ প্রদিবি পিতৄণাং শশ্বদ্বভূথ সুহব এষ্টৌ ॥ ৮
প্রোতয়ে বরুণং মিত্রমিন্দ্রং মরুতঃ কৃষ্বাবসে নো অদ্য।
প্র পূষণং বিষ্ণুমগ্নিং পুরন্ধিং সবিতারমোষধীঃ পর্বতাংশ্চ ॥ ৯
ইম উ ত্বা পুরুশাক প্রযজ্যো জরিতারো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
শ্রুধী হবমা হুবতো হুবানো ন ত্বাবাঁ অন্যো অমৃত ত্বদস্তি ॥ ১০

নূ ম আ বাচমুপ যাহি বিদ্বান্বিশ্বেভিঃ সূনো সহসো যজত্রৈঃ।
যে অগ্নিজিহ্বা ঋতসাপ আসুর্যে মনুং চক্রুরুপরং দসায় ॥ ১১
স নো বোধি পুর এতা সুগেষূত দুর্গেষু পথিকৃদ্বিদানঃ।
যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাস্তেভির্ন ইন্দ্রাভি বক্ষি বাজম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে বীর ইন্দ্র! তুমি রথারূঢ়, অক্ষয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষ, স্তবকারী ভরদ্বাজের এ সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যহেতু ধন তোমার নিকট উপস্থিত হচ্ছে। ২। যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞদ্বারা উল্লসিত হন, যিনি বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সে ইন্দ্রের স্তব করি। ৩। সে ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার, সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করেছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র! যে কোন সময়ে মর্ত্যগণ তোমার বসতির যাগ করতে অভিলাষ করে, তারা কখনই কাকেও হিংসা করে না। ৪। যে ইন্দ্র এ সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি কোন স্থানে এবং কোন লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র! কিরূপ যজ্ঞ তোমার হৃদয়ের প্রীতিকর; কোন স্তোত্র তোমাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ? কোন হোতাই বা তোমার প্রীতি বিধানে সমর্থ? ৫। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্বকালজাত পুরাতন ঋষিগণ ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত থেকে তোমার বন্ধু হয়েছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেরূপ হয়েছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়! তুমি অর্বাচীন এ ব্যক্তিরও স্তোত্র শোন। ৬। হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র! অর্বাচীন মনুষ্যগণ তোমার পূজার্থে তোমার উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎকার্য সকল স্তোত্রদ্বারা নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম অবগত আছি, তা দিয়ে তোমার স্তব করছি। তুমি বলশালী। ৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণের বল তোমার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সে প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে শত্রু বিজয়ী! তুমি পুরাতন সহচর, মিত্রভূত নিজ বজ্রদ্বারা সে বল দূরীভূত কর। ৮। হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী, বীর ইন্দ্র! তুমি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর স্তোত্র শীঘ্র শোন, কারণ তুমি পূর্বকালে যজ্ঞে সর্বদা পিতৃগণের বন্ধুর ন্যায় আহ্বান শুনতে। ৯। অদ্য আমাদের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা, বিষ্ণু, বহুকর্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্বতগণকে প্রসন্ন কর। ১০। হে বহু শক্তিসম্পন্ন ও সম্যকরূপে যাগার্হ ইন্দ্র! এ স্তোতৃবর্গ স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র! আমি স্তবকারী, তুমি আমার স্তোত্র শোন, কারণ কোনও দেবই তোমার মত নয়। ১১। হে শক্তিপুত্র সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি আমার বাক্যে যজ্ঞার্হ সে সমস্ত দেবগণের সঙ্গে শীঘ্র এস। যাঁরা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা যজ্ঞ ভোজন করেন এবং যাঁরা মনুকে শত্রুবিজয়ী করেছেন। ১২। হে মার্গনির্মিতা সর্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদের পুরোযায়ী হও। হে ইন্দ্র! ক্লান্তি রহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ তোমার অশ্বগণদ্বারা তুমি আমাদের নিকট অন্ন বহন কর।

২২ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য এক ইদ্ধব্যশ্চর্ষণীনামিন্দ্রং তং গীর্ভিরভ্যর্চ অভিঃ।
যঃ পত্যতে বৃষভো বৃষ্ণ্যাবান্ত্ সত্যঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহস্বান্ ॥ ১
তমু নঃ পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসো অভি বাজয়ন্তঃ।
নক্ষদ্দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠামদ্রোঘবাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্ ॥ ২

তমীমহ ইন্দ্রমস্য রায়ঃ পুরুবীরস্য নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ ।
যো অস্কৃধোয়ুরজরঃ স্বর্বান্তমা ভর হরিবো মাদয়ধ্যৈ ॥ ৩
তন্নো বি বোচা যদি তে পুরা চিজ্জরিতার আনশু সুম্নমিন্দ্র ।
কস্তে ভাগঃ কিং বয়ো দুধ্র খিদ্বঃ পুরুহূত পুরূবসোঽসুরঘ্নঃ ॥ ৪
তং পৃচ্ছন্তী বজ্রহস্তং রথেষ্ঠামিন্দ্রং বেপী বক্বরী যস্য নূ গীঃ ।
তুবিগ্রাভং তুবিকূর্মিং রভোদাং গাতুমিষে নক্ষতে তুম্রমচ্ছ ॥ ৫
অয়া হ তাং মায়য়া বাবৃধানং মনোজুবা স্বতবঃ পর্বতেন ।
অচ্যুতা চিদ্বীলিতা স্বোজা রুজো বি দৃঢ়্হা ধৃষতা বিরপ্শিন্ ॥ ৬
তং বো ধিয়া নব্যস্যা শবিষ্ঠং প্রত্নং প্রত্নবৎ পরিতংসয়ধ্যৈ ।
স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মেন্দ্রো বিশ্বান্যতি দুর্গহাণি ॥ ৭
আ জনায় দ্রুহ্বণে পার্থিবানি দিব্যানি দীপয়োঽন্তরিক্ষা ।
তপা বৃষন্বিশ্বতঃ শোচিষা তান্ ব্রহ্মদ্বিষে শোচয় ক্ষামপশ্চ ॥ ৮
ভুবো জনস্য দিব্যস্য রাজা পার্থিবস্য জগতস্ত্বেষসংদৃক্ ।
ধিষ্ব বজ্রং দক্ষিণ ইন্দ্র হস্তে বিশ্বা অজুর্য দয়সে বি মায়াঃ ॥ ৯
আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায় বৃহতীমমৃধ্রাম্ ।
যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ত্সুতুকা নাহুষাণি ॥ ১০
স নো নিযুদ্ভিঃ পুরুহূত বেধো বিশ্ববারাভিরা গহি প্রযজ্যো ।
ন যা অদেবো বরতে ন দেব আভি র্যাহি তূষমা মদ্র্যদ্রিক্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। মানবগণের যিনি একমাত্র আহ্বানযোগ্য, যিনি স্তোতৃবর্গের নিকট আসেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিমান, আমি এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা সে ইন্দ্রের স্তব করছি। ২। আমাদের প্রাচীন পিতানবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্য প্রদানপূর্বক সে ইন্দ্রেরই স্তব করেছিলেন, তিনি শত্রুগর্ব-খর্বকারী, পর্যটনকারী, মেঘ সমূহে অবস্থিতও অলঙ্ঘ্য বাক। ৩। আমরা সে ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্রাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথ সহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদের সুখী করবার নিমিত্ত সে ধন আহরণ কর। ৪। হে ইন্দ্র! যদি পূর্বকালে তোমার স্তোতৃগণ সুখলাভ করে থাকেন, তবে আমাদেরও সে সুখ প্রদান কর। হে দুর্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্য-শালী পুরুহূত! তুমি অসুরনিহন্তা (১), তোমার জন্য কোন ভাগ ও কোন হব্য কল্পিত হয়েছে। ৫। হে যজমান স্তুতিদ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়দাতা, বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্তন করে, সে যজমান শীঘ্র সুখলাভ করবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়। ৬। হে নিজবলে বলীয়ান ইন্দ্র! তুমি এ মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করেছ। হে শোভন দীপ্তিশালী মহেন্দ্র! তুমি নিজ দুর্ধর্ষ বজ্রদ্বারা অক্ষয়, অশিথিল ও দৃঢ় পুরী সকল ভগ্ন করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! আমি প্রাচীনদের ন্যায় প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী তোমার গৌরব নবীনতর স্তোত্রদ্বারা বিস্তৃত করছি। অপরিমেয় ও শোভন বহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদের সমস্ত বিঘ্ন হতে উদ্ধার করেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি উৎপীড়কদের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষস্থিত স্থানসকল সন্তপ্ত কর। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি নিজ দীপ্তিদ্বারা সর্বত্র তাদের দাস কর এবং স্তুতি দ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরিক্ষকে সন্তপ্ত কর। ৯। হে সমুজ্জ্বল মূর্তি ইন্দ্র! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর। হে স্তুত্যতীত ইন্দ্র! তুমি যে বজ্রদ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন কর, দক্ষিণ হস্তে সে

বজ্রধারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর! তুমি যে সম্পত্তি-দ্বারা কি দস্যু, কি আর্য সমুদয় মানব শত্রুকে (২) সুজেয় সম্পাদন করেছ। ১১। হে বহুলোকের বন্দনীয়, সৃষ্টি বিধায়ক, যাগার্হ ইন্দ্র! তুমি সর্ব প্রশংসিত সে সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদের নিকট এস, যাদের কি অদেব, কি দেব, কেউই নিরুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না। এ সমুদয় অশ্ব সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হও।

টীকা: ১। মূলে 'অসুরঘ্নঃ' আছে। অর্থ বলবান শত্রুদের হন্তা। এ ছাড়া ষষ্ঠ মণ্ডলের অন্য কোনও স্থানে 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। ২। ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এ বিভাগটি ছিল, 'আর্য' ও 'দস্যু'। অন্য প্রকার জাতি সৃষ্টি হয় নি।

২৩ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সুত ইত্ত্বং নিমিশ্ল ইন্দ্র সোমে স্তোমে ব্রহ্মাণি শস্যমান উক্থে।
যদ্বা যুক্তাভ্যাং মঘবন্ হরিভ্যাং বিভ্রদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র যাসি॥ ১
যদ্বা দিবি পার্যে সুষ্বিমিন্দ্র বৃত্রহত্যেঽবসি শূরসাতৌ।
যদ্বা দক্ষস্য বিভ্যুষো অবিভ্যদরন্ধয়ঃ শর্ধত ইন্দ্র দস্যূন্॥ ২
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং প্রণেনীরুগ্রো জরিতারমূতী।
কর্তা বীরায় সুষ্বয় উ লোকং দাতা বসু স্তুবতে কীরয়ে চিৎ॥ ৩
গন্তেয়ান্তি সবনা হরিভ্যাং বভ্রির্বজ্রং পপিঃ সোমং দদির্গাঃ।
কর্তা বীরং নর্যং সর্ববীরং শ্রোতা হবং গৃণতঃ স্তোমবাহাঃ॥ ৪
অস্মৈ বয়ং যদ্বাবান তদ্বিবিষ্ম ইন্দ্রায় যো নঃ প্রদিবো অপস্কঃ।
সুতে সোমে স্তুমসি শংসদুক্থেন্দ্রায় ব্রহ্ম বর্ধনং যথাসৎ॥ ৫
ব্রহ্মাণি হি চকৃষে বর্ধনানি তাবত্ত ইন্দ্র মতিভি র্বিবিষ্মঃ।
সুতে সোমে সুতপাঃ শন্তমানি রান্দ্র্যা ক্রিয়াস্ম বক্ষণানি যজ্ঞৈঃ॥ ৬
স নো বোধি পুরোলাশং ররাণঃ পিবা তু সোমং গোঋজীকমিন্দ্র।
এদং বর্হি র্যজমানস্য সীদোরুং কৃধিত্বায়ত উ লোকম্॥ ৭
স মন্দস্বা হ্যনু জোষমুগ্র প্র ত্বা যজ্ঞাস ইমে অশ্নুবন্তু।
প্রেমে হবাসঃ পুরুহূতমস্মে আ ত্বেয়ং ধীরবস ইন্দ্র যম্যাঃ॥ ৮
তং বঃ সখায়ঃ সং যথা সুতেষু সোমেভিরীং পৃণতা ভোজমিন্দ্রম্।
কুবিত্তস্মা অসতি নো ভরায় ন সুষ্বিমিন্দ্রোঽবসে মৃধাতি॥ ৯
এবেদিন্দ্রঃ সুতে অস্তাবি সোমে ভরদ্বাজেষু ক্ষয়দিন্মঘোনঃ।
অসদ্যথা জরিত্র উত সূরিরিন্দ্রো রায়ো বিশ্ববারস্য দাতা॥ ১০

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র! সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হলে, তুমি নিজ রথে অশ্ব যোজনা করতে প্রস্তুত হও অথবা, হে মঘবা! তুমি হস্তে বজ্রধারণ করে যোজিত অশ্বদ্বয়সহকারে আমাদের নিকট এস। ২। অথবা, হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হলে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা কর এবং নির্ভীক হয়ে ধার্মিক সন্ত্রস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত কর। ৩। যিনি স্তবকারীকে নিরাপদমার্গে নিয়ে যান, সে ভীষণ ইন্দ্র অভিষুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোমাভিষবকারীকে স্থান এবং স্তবকারীকে ধন দান করেন। ৪। ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও

মনুষ্যের জন্য বহুপুত্রোপেত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন নিজ অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আসেন। ৫। যিনি প্রাচীন-কাল হতে আমাদের জন্য কাজ করছেন, আমরা সে ইন্দ্রের অভিলষিত স্তোত্র উচ্চারণ করি। সোমরস অভিষুত হলে তাঁর স্তব করি এবং তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁর বৃদ্ধিকারক হয়, এ অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করি। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্র সকল বৃদ্ধি বিধায়ক করেছ বলে আমরা বুদ্ধিপূর্বক সেগুলি তোমার উদ্দেশে উচ্চারণ করি। হে অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র! আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখদায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান করি। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি প্রীত হয়ে আমাদের পুরোডাশ স্বীকার কর। দধ্যাদি মিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান কর। যজমান প্রদত্ত কুশোপরি উপবেশন কর। যে যজমান তোমার উপর নির্ভর করেন, তাঁর স্থান বিস্তৃত কর। ৮। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি স্বেচ্ছানুসারে উল্লসিত হও। এ সমস্ত সোমরস তোমার নিকট উপস্থিত হোক। হে পুরুহূত! আমাদের আহ্বান যেন তোমার নিকট উপস্থিত হয়। এ স্তুতি যেন আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে। ৯। হে বন্ধুগণ! সোমরস অভিষুত হলে তোমরা সে বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসদ্বারা প্রসন্ন কর। তাঁর জন্য এর পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তা হলে তিনি আমাদের পোষণ করবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন নিতে অবহেলা করেন না। ১০। সোমরস অভিষুত হলে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সন্মার্গ প্রদর্শক এবং বাঞ্ছিত ধনপ্রদাতা হবেন বলে ভরদ্বাজ তাঁর এরূপে স্তব করছেন।

২৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃষা মদ ইন্দ্রে শ্লোক উক্থা সচা সোমেষু সুতপা ঋজীষী।
অর্চত্র্যো মঘবা নৃভ্য উক্থৈ দ্যুক্ষো রাজা গিরামক্ষিতোতিঃ ॥ ১
ততুরির্বীরো নর্যো বিচেতাঃ শ্রোতা হবং গৃণত উর্ব্যূতিঃ।
বসুঃ শংসো নরাং কারুধায়া বাজী স্তুতো বিদথে দাতি বাজম্ ॥ ২
অক্ষো ন চক্র্যোঃ শূর বৃহৎ প্র তে মহ্না রিরিচে রোদস্যোঃ।
বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়া ব্যূতয়ো রুরুহুরিন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ৩
শচীবতস্তে পুরুশাক শাকা গবামিন্দ্র স্রুতয়ঃ সঞ্চরণীঃ।
বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র দামন্বন্তো অদামানঃ সুদামন্ ॥ ৪
অন্যদদ্য কর্বরমন্যদু শ্বোঽসচ্চ সন্মুহুরাচক্রিরিন্দ্রঃ।
মিত্রো নো অত্র বরুণশ্চ পূষার্যো বশস্য পর্যেতাস্তি ॥ ৫
বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানযন্ত যজ্ঞৈঃ।
তং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভি র্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্মু র্গির্বাহো অশ্বাঃ ॥ ৬
ন যং জরন্তি শরদো ন মাসা ন দ্যাব ইন্দ্রমবকর্শয়ন্তি।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতামস্য তনূঃ স্তোমেভিরুক্থৈশ্চ শস্যমানা ॥ ৭
ন বীলবে নমতে ন স্থিরায় ন শর্ধতে দস্যুজূতায় স্তবান্।
অজ্রা ইন্দ্রস্য গিরয়শ্চিদৃষ্বা গম্ভীরে চিদ্ভবতি গাধমস্মৈ ॥ ৮
গম্ভীরেণ ন উরুণামত্রিৎপ্রেষো যন্ধি সুতপাবন্বাজান্।
স্থা উ ষু ঊর্ধ্ব ঊতী অরিষণ্যন্নক্তো ব্যুষ্টৌ পরিতক্ম্যায়াম্ ॥ ৯
সচস্ব নায়মবসে অভীক ইতো বা তমিন্দ্র পাহি রিষঃ।
অমা চৈনমরণ্যে পাহি রিষো মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সোমযাগে ইন্দ্রর সোমপান জনিত হর্ষ উৎপন্ন হয় এবং স্তোত্রদ্বারা যজমানের কামনা পূর্ণ হয়। সোমপায়ী ঋজীষসোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্র সহকারে যজমানগণের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষাবিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না। ২। রিপু নিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানবহিতকারী, বিবেকসম্পন্ন স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, স্তোতৃগণ পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে আমাদের অন্ন প্রদান করেন। ৩। হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র! চক্রদ্বয়ের অক্ষবৎ তোমার মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেছে। হে পুরুহূত! বৃক্ষের শাখা সমূহের ন্যায় তোমার অসংখ্য রক্ষণকার্য সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছে। ৪। হে বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের ন্যায় তোমার শক্তি সকল সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল! বৎসগণের রজ্জুর ন্যায় তোমার শক্তি সকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হয়ে অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে। ৫। ইন্দ্র অদ্য এককর্ম সম্পাদন করেন, পর দিন অন্য এককর্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি বার বার সৎ ও অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করছেন। তিনি, মিত্র, বরুণ, পূষা ও অর্য সবিতা এ যজ্ঞে যেন আমাদের কামপূরক হন। ৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণ স্তোত্র ও হব্যদ্বারা পর্বতশিখর হতে বারিরাশির ন্যায় তোমা হতে স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করে। হে স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়! অশ্বগণ যেরূপে বেগ সহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, সেরূপ তারা এ সমস্ত স্তোত্র সহকারে অন্নাভিলাষী হয়ে তোমার নিকট যায়। ৭। সম্বৎসর ও মাস সকল যে ইন্দ্রের বার্ধক্য বিধান করতে সমর্থ হয় না, অথবা দিন সকল যাঁকে দুর্বল করতে পারে না, সে মহান ইন্দ্রের দেহ আমাদের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা স্তূয়মান হয়ে যেন নিয়ত বৃদ্ধি লাভ করে। ৮। যে দস্যুগণ কর্তৃক প্রবর্তিত, সে দৃঢ় গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহ সম্বলিত হলেও আমাদের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তার বশীভূত হন না। মহাপর্বত সকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থানও এঁর অবিষয়ীভূত নয়। ৯। বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি দূরবগাহে এবং উদারচিত্তে আমাদের অন্ন ও বল প্রদান কর। সদাশয় ইন্দ্র! তুমি অহোরাত্র আমাদের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হও। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে রক্ষা করবার নিমিত্ত যজমানের সাথে সঙ্গত হও। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হতে তাকে রক্ষা কর। তাকে গৃহে কিম্বা অরণ্যে রিপু হতে রক্ষা কর এবং আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হয়ে শত বৎসর সুখ ভোগ করি।

২৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যা ত উতিরবমা যা পরমা যা মধ্যমেন্দ্র শুষ্মিন্নস্তি।
তাভিরূ ষু বৃত্রহত্যেঽবী নঁ এভিশ্চ বাজৈ র্মহান্ন উগ্র ॥ ১
আভিঃ স্পৃধো মিথতীররিষণ্যন্নমিত্রস্য ব্যথয়া মন্যুমিন্দ্র।
আভি র্বিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্যায় বিশোঽব তারী র্দাসীঃ ॥ ২
ইন্দ্র জাময় উত যেঽজাময়োঽর্বাচীনাসো বনুষো যুযুজ্রে।
ত্বমেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণ্যানি কৃণুহী পরাচঃ ॥ ৩
শূরো বা শূরং বনতে শরীরৈস্তনূরুচা তরুষি যৎকৃণ্বৈতে।
তোকে বা গোষু তনয়ে যদপ্সু বি ক্রন্দসী উর্বরাসু ব্রবৈতে ॥ ৪
ন হি ত্বা শূরো ন তুরো ন ধৃষ্ণু র্ন ত্বা যোধো মন্যমানো যুযোধ।
ইন্দ্র নকিষ্ট্বা প্রত্যস্ত্যেষাং বিশ্বা জাতান্যভ্যসি তানি ॥ ৫
স পত্যত উভয়ো র্নৃম্ণময়োর্যদী বেধসঃ সমিথে হবন্তে।
বৃত্রে বা মহো নৃবতি ক্ষয়ে বা ব্যচস্বন্তা যদি বিতন্তসৈতে ॥ ৬

অধ স্মা তে চর্ষণয়ো যদেজানিন্দ্র ত্রাতোত ভবা বরূতা।
অস্মাকাসো যে নৃতমাসো অর্য ইন্দ্র সূরয়ো দধিরে পুরো নঃ ॥ ৭
অনু তে দায়ি মহ ইন্দ্রিয়ায় সত্রা তে বিশ্বমনু বৃত্রহত্যে।
অনু ক্ষত্রমনু সহো যজত্রেন্দ্র দেবেভিরনু তে নৃষহ্যে ॥ ৮
এবা নঃ স্পৃধঃ সমজা সমৎস্বিন্দ্র রারন্ধি মিথতীরদেবীঃ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো ভরদ্বাজা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে আমাদের অধম, উত্তম ও মধ্যম, সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা সম্যকরূপে পালন কর। হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি বলশালী, তুমি অন্নসকলদ্বারা আমাদের যোজিত কর। ২। হে ইন্দ্র! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, তুমি আমাদের এ সমস্ত স্তুতিদ্বারা আমাদের সৈন্য সকলকে রক্ষা করে সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এ সমস্ত স্তুতিদ্বারা তুমি আর্যের জন্য সর্বত্র বিদ্যমান দাসদের বিনষ্ট কর (১)। ৩। হে ইন্দ্র! কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, যারা আমাদের সম্মুখীন হয়ে প্রতিকূলতাচরণ করতে উদ্যোগী হয়, তুমি তাদের বল নষ্ট কর। এদের বীর্য ক্ষয় কর এবং এদের পরাঙ্মুখ কর। ৪। হে ইন্দ্র! যেকালে উভয়ে বিরোধীগণ বলীয়ান হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যেকালে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্বরা ভূমির নিমিত্ত পরস্পর আক্রোশ করে বিবাদ করে, তখন তোমার অনুগৃহীত বীর শত্রুপক্ষীয় বীরকে শারীরিক বলদ্বারা সংহার করে। ৫। হে ইন্দ্র! কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেউই তোমার সাথে যুদ্ধ করতে সমর্থ নহে। হে ইন্দ্র! এদের মধ্যে কেউই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তুমি এ সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৬। প্রবল শত্রুর উচ্ছেদ সাধনার্থেই বিবাদ উপস্থিত হোক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের নিমিত্তই বা বিতণ্ডা হোক, দুজন বিবাদকারীর মধ্যে যার ঋত্বিগগণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সে ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়। ৭। হে ইন্দ্র! যেকালে তোমার উপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হয়, তুমি তাদের রক্ষা করো। তুমি তাদের পালক হও। যাঁরা আমাদের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদের অগ্রে সংস্থাপন করেছেন, তুমি তাঁদের পরিত্রাণ কর। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি বলসম্পন্ন, শত্রু বধের নিমিত্ত তোমাতে সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে যথোচিত বল ও সংগ্রাম-যোগ্য শক্তি প্রদান করেছেন। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপে যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রোৎসাহিত কর। তুমি আমাদের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদের বশীভূত কর। আমরা তোমার স্তবকারী, আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতরূপে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ করি।

টীকা ঃ ১। আর্য ও দাসের উল্লেখ।

২৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রুধী ন ইন্দ্র হ্বয়ামসি ত্বা মহো বাজস্য সাতৌ বাবৃষাণাঃ।
সং যদ্বিশোঽয়ন্ত শূরসাতা উগ্রং নোঽবঃ পার্যে অহন্দাঃ ॥ ১
ত্বাং বাজী হবতে বাজিনেয়ো মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।
ত্বাং বৃত্রেষ্বিন্দ্র সৎপতিং তরুত্রং ত্বাং চষ্টে মুষ্টিহা গোষু যুধ্যন্ ॥ ২
ত্বং কবিং চোদয়োঽর্কসাতৌ ত্বং কুৎসায় শুষ্ণং দাশুষে বর্ক্।
ত্বং শিরো অমর্মণঃ পরাহন্নতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্ ॥ ৩

ত্বং রথং প্র ভরো যোধমৃষ্বমাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দশদ্যুম্ ।
ত্বং তুগ্রং বেতসবে সচাহন্ত্বং তুজিং গৃণন্তমিন্দ্র তূতোঃ ॥ ৪
ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণা কঃ প্র যচ্ছতা সহস্রা শূর দর্ষি ।
অব গিরে র্দাসং শম্বরং হন্প্রাবো দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী ॥ ৫
ত্বং শ্রদ্ধাভি র্মন্দসানঃ সোমৈর্দভীতয়ে চুমুরিমিন্দ্র সিষ্বপ ।
ত্বং রজিং পিঠীনসে দশস্যন্ষষ্টিং সহস্রা শচ্যা সচাহন্ ॥ ৬
অহং চন তৎ সূরিভিরানশ্যাং তব জ্যায় ইন্দ্র সুম্নমোজঃ ।
ত্বয়া যৎস্তবন্তে সধবীর বীরাস্ত্রিবরূথেন নহুষা শবিষ্ঠ ॥ ৭
বয়ং তে অস্যামিন্দ্র দ্যুম্নহূতৌ সখায়ঃ স্যাম মহিন প্রেষ্ঠাঃ ।
প্রাতর্দনিঃ ক্ষত্রশ্রীরস্তু শ্রেষ্ঠো ঘনে বৃত্রাণাং সনয়ে ধনানাম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নলাভের নিমিত্ত সোমরস অভিষুত করে তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আমাদের আহ্বান শোন। ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হবে তখন তুমি আমাদের নিশ্চিতরূপে রক্ষা করো। ২। হে ইন্দ্র! সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত বাজিনীর পুত্র ভরদ্বাজ অন্নসহকারে তোমাকে আহ্বান করছে। তুমি সজ্জনপালক ও দুর্জন হতে রক্ষাকারী, তোমাকে তিনি উপদ্রব নিবারণার্থে আহ্বান করছেন। তিনি মুষ্টিবলদ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যেকালে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন তোমারই উপর নির্ভর করেন। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি কবির ভার্গব ঋষির অন্নলাভেচ্ছা উত্তেজিত করেছ। তুমি হব্যদাতা কুৎসের নিমিত্ত শুষ্ণকে ছেদন করেছ। তুমি অতিথিগ্ব দিবোদাসকে সুখী করবার নিমিত্ত সে শম্বরকে শিরশ্ছেদন করেছ যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করত। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষভ নামক রাজাকে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করেছ। যখন তিনি দশ দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তুমি তাঁকে রক্ষা করেছ। তুমি বেতসুর সাথে তুগ্রকে সংহার করেছ। তুমি স্তবকারী তুজি নামক রাজার সমৃদ্ধি বিধান করেছ। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুনিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্যসম্পাদন করেছ, কারণ, হে বীর! তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র শম্বর সৈন্য বিদারিত করেছ; পর্বত হতে নির্গত শম্বরকে বধ করেছ এবং বিচিত্র রক্ষাদ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য ও সোমরসদ্বারা উল্লসিত হয়ে তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করেছ এবং পিঠীনাকে রজি প্রদান করে নিজ বুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র যোদ্ধাকে বিনষ্ট করেছ। ৭। হে বীর-সহচর, বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ তোমাকর্তৃক প্রদত্ত যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমিও যেন আমার স্তোতৃবর্গের সাথে সে উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ করি। ৮। হে পূজনীয় ইন্দ্র! আমরা তোমার মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভার্থে সম্পাদিত এ স্তোত্রদ্বারা তোমার নিরতিশয় প্রীতিভাজন হই। প্রস্তর্দনের পুত্র আমার যজমান ক্ষত্রশ্রীঃ নামক রাজা যেন শত্রুসংহার ও ধনলাভ করে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

২৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু অষ্টম ঋকের দান দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কিমস্য মদে কিম্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ কিমস্য সখ্যে চকার ।
রণা বা যে নিষদি কিং তে অস্য পুরা বিবিদ্রে কিমু নূতনাসঃ ॥ ১
সদস্য মদে সদ্বস্য পীতাবিন্দ্রঃ সদস্য সখ্যে চকার ।
রণা বা যে নিষদি সত্তে অস্য পুরা বিবিদ্রে সদু নূতনাসঃ ॥ ২

ন হি তে মহিমনঃ সমস্য ন মঘবন্মঘবত্ত্বস্য বিদ্ম।
ন রাধসোরাধসো নূতনস্যেন্দ্র নকির্দদৃশ ইন্দ্রিয়ং তে ॥ ৩
এতত্ত্যত্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ।
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্মাৎস্বনাচ্চিদিন্দ্র পরমো দদার ॥ ৪
বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোঽভ্যাবর্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যদ্ধরিযূপীয়ায়াং হৎপূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্ত্ ॥ ৫
ত্রিংশচ্ছতং বর্মিণ ইন্দ্র সাকং যব্যাবত্যাং পুরুহূত শ্রবস্যা।
বৃচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ পাত্রা ভিন্দানা ন্যর্থান্যায়ন্ ॥ ৬
যস্য গাবাবরুষা সূয়বস্যূ অন্তরূ ষু চরতো রেরিহাণা।
স সৃঞ্জয়ায় তুর্বশং পরাদাদ্বৃচীবতো দৈববাতায় শিক্ষন্ ॥ ৭
দ্বযাঁ অগ্নে রথিনো বিংশতিং গা বধূমন্তো মঘবা মহ্যং সংরাট্।
অভ্যাবর্তী চায়মানো দদাতি দূণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র এ সোমরসে হৃষ্ট হয়ে কি করেছেন? তিনি এ সোমরস পান করে কি করেছেন? তিনি এর সাহচর্যে কি করেছেন? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হতে কি লাভ করেছেন? ২। ইন্দ্র এ সোমরসে হৃষ্ট হয়ে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এ সোমরস পান করে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি এর সাহচর্যে সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হতে উপকার লাভ করেছেন। ৩। হে মঘবা! আমরা কারও ত্বত্তুল্য মহিমা অবগত নই, তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নহি। হে ইন্দ্র! কেউই তোমার মত সামর্থ দর্শন করে নি। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর্যদ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেন আমরা তোমার সে বীর্য অবগত আছি। বলিষ্ঠতম বরশিখের পুত্র বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত তোমার বজ্রের শব্দেই বিদীর্ণ হয়েছিল। ৫। ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যাবর্তীর প্রতি অনুকূল হয়ে বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করেছেন। তিনি হরিযূপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখের পুত্র বৃচীবানের বংশধরদের বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত বরশিখের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়েছিল। ৬। হে পুরুহূত! তোমার প্রতি হিংসা করণদ্বারা যশোলিপ্সু হয়ে যজ্ঞপাত্র ভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকট (১) সমবেত ত্রিংশৎশত বর্মধারী (২) বৃচীবৎ পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হয়েছিল। ৭। যাঁরা সমুজ্জ্বল, শোভন তৃণাভিলাষী, বার বার তৃণ লেহনকারী অশ্বগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বিচরণ করে, সে ইন্দ্র সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করেছেন এবং বৃচীবৎগণকে দেবরাত বংশীয় অভ্যাবর্তীর বশতাপন্ন করেছেন। ৮। হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্যশালী সম্রাট অভ্যাবর্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করেছেন। পৃথুর বংশধরের এ দান অক্ষয় অর্থাৎ কেউই এর বিলোপ করতে সমর্থ নয়।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন যব্যাবতী হরিযূপীয়ার আর একটি নাম। যে নদীতীরে এত যুদ্ধ হয়েছিল সে নদী কোথায়? ২। 'ত্রিংশৎ শতং বর্মিণং' এর অর্থ সায়ণ 'ত্রিংশৎ শতং অর্থে একশত ত্রিশ করেছেন।

২৮ সূক্ত ॥ গো দেবতা, কিন্তু দ্বিতীয় ঋকের ও অষ্টম ঋকের কিয়দংশের ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ গাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্ত্সীদন্তু গোষ্ঠে রণয়ন্ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ স্যুরিন্দ্রায় পূর্বীরুষসো দুহানাঃ ॥ ১

ইন্দ্রো যজ্বনে পৃণতে শিক্ষত্যুপেদ্দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়োভূয়ো রয়িমিদস্য বর্ধয়ন্নভিন্নে খিল্যে নি দধাতি দেবয়ুম্ ॥ ২
ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো নাসামামিত্রো ব্যথিরা দধর্ষতি।
দেবাংশ্চ যাভি র্যজতে দদাতি চ জ্যোগিত্তাভিঃ সচতে গোপতিঃ সহ ॥ ৩
ন তা অর্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপ যন্তি তা অভি।
উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনু গাবো মর্তস্য বি চরন্তি যজ্বনঃ ॥ ৪
গাবো ভগো গাব ইন্দ্রো মে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ।
ইমা যা গাবঃ স জনাস ইন্দ্র ইচ্ছামীদ্ধৃদা মনসা চিদিন্দ্রম্ ॥ ৫
য়ূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎকৃণুথা সুপ্রতীকম্।
ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু ॥ ৬
প্রজাবতীঃ সূষবসং রিশন্তীঃ শুদ্ধা অপঃ সুপ্রপাণে পিবন্তীঃ।
মা বঃ স্তেনঃ ঈশত মাঘশংসঃ পরি বো হেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ ॥ ৭
উপেদমুপপর্চনমাসু গোষূপ পৃচ্যতাম্।
উপ ঋষভস্য রেতস্যুপেন্দ্র তব বীর্যে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। গোগণ যেন আমাদের গৃহে আগমন করে ও আমাদের কল্যাণ বিধান করে (১), তারা যেন আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এ স্থানে সন্ততি সম্পন্ন হয়ে প্রত্যূষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান করে। ২। ইন্দ্র যজমানের ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্বদা তাদের ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাদের তোমার নিজ ধন হতে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরন্তর তাদের ধন বৃদ্ধি করে নিজ ভক্তদের দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন। ৩। ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাদের অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্র সকল যেন তাদের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সে গোবৃন্দের সঙ্গে গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হন। ৪। রেণু সকলের উত্থাপনকারী সামরিক অশ্ব যেন তাদের নিকট উপস্থিত না হয়। তারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি অর্থাৎ বলিদানাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। ৫। গোগণ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুগণ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মনুষ্যগণ! এ সমস্ত ধেনুগণই সে ইন্দ্র, যাকে আমি হৃদয় ও মনের সাথে কামনা করি। ৬। হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর। যজ্ঞসভায় তোমাদের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক রূপে কীর্তিত হয়। ৭। হে ধেনুগণ! তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভন শষ্পভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদের অধিপতি না হয় এবং হিংস্রক জন্তুও যেন তোমাদের আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদের দূরে থাকে। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হোক এবং গোগণের গর্ভাধানকারী বৃষভের বল প্রার্থিত হোক।

টীকা ঃ ১। সেকালে দুগ্ধদাত্রী গাভীই লোকের একটি প্রধান সম্পত্তি ছিল, সুতরাং ঋষিগণের বড় প্রিয় ছিল। এ সূক্তের ঋষি গোসমূহেরই স্তুতি করছেন, এবং ৫ ঋকে তাদের স্বয়ং ইন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। ৪ ঋকে গাভীর আহুতি দানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

২৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং বো নরঃ সখ্যায় সেপুর্মহো যন্তঃ সুমতয়ে চকানাঃ।
মহো হি দাতা বজ্রহস্তো অস্তি মহামু রণ্বমবসে যজধ্বম্ ॥ ১
আ যস্মিন্ হস্তে নর্যা মিমিক্ষুরা রথে হিরণ্যয়ে রথেষ্ঠাঃ।
আ রশ্ময়ো গভস্ত্যোঃ স্থূরয়োরাধ্বন্নশ্বাসো বৃষণো যুজানাঃ ॥ ২
শ্রিয়ে তে পাদা দুব আ মিমিক্ষুর্ধৃষ্ণুর্বজ্রী শবসা দক্ষিণাবান্।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নৃতবিষিরো বভূথ ॥ ৩
স সোম আমিশ্লতমঃ সুতো ভূদ্যাস্মিৎপক্তিঃ পচ্যতে সন্তি ধানাঃ।
ইন্দ্রং নরঃ স্তুবন্তো ব্রহ্মকারা উক্থা শংসন্তো দেববাততমাঃ ॥ ৪
ন তে অন্তঃ শবসো ধায্যস্য বি তু বাবধে রোদসী মহিত্বা।
আ তা সূরিঃ পৃণতি তূতুজানো যূথেবাপ্সু সমীজমান ঊতী ॥ ৫
এবেদিন্দ্রঃ সুহব ঋষ্বো অস্তূতী অনূতী হিরিশিপ্রঃ সত্বা।
এবা হি জাতো অসমাত্যোজাঃ পুরূ চ বৃত্রা হনতি নি দস্যূন্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে যজমানগণ! তোমাদের ঋত্বিকসমূহ অনুগ্রহার্থী হয়ে মহাস্তোত্র উচ্চারণপূর্বক বন্ধুত্বলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের পরিচর্যা করছেন। কারণ, বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল ধন প্রদান করেন। অতএব রক্ষার্থে, রমণীয় ও মহান সে ইন্দ্রেরই যাগ কর। ২। যাঁর হস্তে মানবহিতকর ধন সঞ্চিত আছে; যিনি সুবর্ণময় রথে আরূঢ়; যাঁর বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মি সকল নিয়মিত আছে; যাঁকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ অন্তরিক্ষ পথে বহন করে। ৩। হে ইন্দ্র! ঐশ্বর্য লাভার্থে ভরদ্বাজ তোমার পাদদ্বয়ের পরিচর্যা করছেন, কারণ, তুমি বলদ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত কর, বজ্র ধারণ কর এবং স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান কর। হে নেতা! তুমি সকলের দর্শনার্থে মনোজ্ঞ ও সতত গমনশীল রূপ ধারণ করে সূর্যের ন্যায় পরিভ্রমণ কর। ৪। অভিষুত সোম যথোপযুক্তরূপে মিশ্রিত হয়েছে, এ অভিষুত হলে পাকযোগ্য পুরোডাশাদি পক্ক হয়, ধান হব্যার্থে সংস্কৃত হয় এবং ঋত্বিগগণ হব্য প্রদানপূর্বক ইন্দ্রের স্তুতি পাঠ ও প্রশংসা গান করতে করতে দেবগণের সন্নিকৃষ্ট হন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার বলের সীমা নির্ধারিত হয় নি। স্বর্গ ও পৃথিবী এর মাহাত্ম্যে ভীত হয়েছে। গোপাল যেরূপ বারিদ্বারা গোযূথের তৃপ্তি সাধন করে, স্তবকারী সেরূপ সত্বর আগ্রহসহকারে হব্যদ্বারা যাগ করে তোমার বলের তৃপ্তি বিধান করে। ৬। হরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন এরূপে অনায়াসে আমাদের আহ্বানযোগ্য হন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হোন, স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন; অনুপম শক্তিমান সে ইন্দ্র যেন এরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে অসংখ্য প্রতিকূলাচারীদের ও দস্যুগণকে সংহার করেন।

৩০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভূয় ইদ্বাবৃধে বীর্যায় একো অজুর্যো দয়তে বসূনি।
প্র রিরিচে দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যা অর্ধমিদস্য প্রতি রোদসী উভে ॥ ১
অধা মন্যে বৃহদসু র্যমস্য যানি দাধার নকিরা মিনাতি।
দিবেদিবে সূর্যো দর্শতো ভূম্নি সদ্মানূর্বিয়া সুক্রতুর্ধাৎ ॥ ২
অদ্যা চিন্নূ চিত্তদপো নদীনাং যদাভ্যো অরদো গাতুমিন্দ্র।
নি পবতা অদ্মসদো ন সেদুস্ত্বয়া দৃঢ়হানি সুক্রতো রজাংসি ॥ ৩

সত্যমিত্তন্ন ত্বা বাঁ অন্যো অস্তীন্দ্র দেবো ন মর্ত্যো জ্যায়ান্ ।
অহন্নহিং পরিশয়ানমর্ণোঽবাসৃজো অপো অচ্ছা সমুদ্রম্ ॥ ৪
ত্বমপো বি দুরো বিষূচীরিন্দ্র দৃঢ়হমরুজঃ পর্বতস্য ।
রাজাভবো জগতশ্চর্ষণীনাং সাকং সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র পুনর্বার বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ও ক্ষয়রহিত ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ। ২। সম্প্রতি আমি তাঁর মহৎ অসূর্য বলের স্তব করছি। তিনি যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে সঙ্কল্প করেন, কেউ তা খণ্ডন করতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ বৃত্রাবৃত সূর্যকে দৃষ্টি গোচর করেন। শোভন কার্যের অনুষ্ঠানকারী সে ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত করে রেখেছেন। ৩। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় ইদানীন্তন সময়েও নদীসকলের বিমোচনরূপ তোমার কার্য বর্তমান আছে ; তা দিয়ে তুমি সে সমস্ত নদীর প্রবাহণার্থে পথ নিরূপিত করেছ। পর্বত সকল ভোজনার্থে উপবিষ্ট মনুষ্যগণের ন্যায় তোমার আজ্ঞাক্রমে নিশ্চলভাবে অবস্থান করছে। হে সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! এ অখিল বিশ্ব তোমাকর্তৃক স্থিরীকৃত হয়েছে। ৪। হে ইন্দ্র! এ সম্পূর্ণ সত্য যে তোমার সমকক্ষ নেই। কি দেব, কি মনুষ্য, কেউই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তুমি বারিরাশি নিরোধ করে শয়ান অহিকে সংহার করেছ এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হবার নিমিত্ত বিমুক্ত করেছ। ৫। তুমি নিরুদ্ধ বারিরাশিকে সর্বত্র প্রবাহিত হবার নিমিত্ত বিমুক্ত করেছ। তুমি মেঘের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করেছ। তুমি সূর্য, আকাশ ও ঊষাকে প্রকাশিত করে জগতের অধিবাসীগণের উপর আধিপত্য করছ।

৩১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ, শক্করী ছন্দ।

অভূরেকো রয়িপতে রয়ীণামা হস্তয়োরধিথা ইন্দ্র কৃষ্টীঃ।
বি তোকে অপ্সু তনয়ে চ সূরেঽবোচন্ত চর্ষণয়ো বিবাচঃ ॥ ১
ত্বদ্ভিয়েন্দ্র পার্থিবানি বিশ্বাচ্যুতা চিচ্চ্যাবয়ন্তে রজাংসি।
দ্যাবাক্ষামা পর্বতাসো বনানি বিশ্বং দৃঢ়হং ভয়তে অজ্মন্না তে ॥ ২
ত্বং কুৎসেনাভি শুষ্ণমিন্দ্রাশুষং যুধ্য কুয়বং গবিষ্টৌ।
দশ প্রপিত্বে অধ সূর্যস্য মুষায়শ্চক্রমবিবে রপাংসি ॥ ৩
ত্বং শতান্যব শম্বরস্য পুরো জঘন্থাপ্রতীনি দস্যোঃ।
অশিক্ষো যত্র শচ্যা শচীবো দিবোদাসায় সুন্বতে সুতক্রে ভরদ্বাজায় গৃণতে
বসূনি ॥ ৪

স সত্যসত্বন্মহতে রণায় রথমা তিষ্ঠ তুবিনৃম্ণ ভীমম্।
যাহি প্রপথিন্নবসোপ মদ্রিক্ প্র চ শ্রুত শ্রাবয় চর্ষণিভ্যঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ধনাধিপতি ইন্দ্র! তুমি ধনের অদ্বিতীয় অধিশ্বর। তুমি মনুষ্যগণকে নিজ বাহুদ্বয়ে ধারণ কর। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মানুষ বিবিধ প্রকারে তোমার স্তব করে। ২। হে ইন্দ্র! মেঘ সকল, অন্তরিক্ষোদ্ভব বারিরাশি পতনযোগ্য না হলেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্বত সকল, বৃক্ষ-সমূহ এবং এ অখিল স্থাবর জগৎ তোমার আগমনে ভীত হয়। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সাথে প্রবল শুষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ। রণে কুয়বকে বধ করেছ।

সংগ্রামে সূর্যের রথচক্র হরণ করেছ এবং পাপকারীদের দূরীভূত করেছ। ৪। তুমি দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করেছ। হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিষুত সোমদ্বারা ক্রীত ইন্দ্র! সেকালে তুমি বদান্যতানিবন্ধন হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করেছিলে। ৫। প্রকৃত বীরগণের অগ্রণী, অতুলৈশ্বর্যশালী ইন্দ্র! তুমি তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত নিজ ভীষণ রথে আরোহণ কর। হে প্রকৃষ্ট পথগামী ইন্দ্র! তুমি রক্ষাসহকারে মদভিমুখে এস। হে সুপ্রসিদ্ধ! তুমি জনসমাজে আমাদের প্রসিদ্ধ কর।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ মহে বীরায় তবসে তুরায়।
বিরপ্শিনে বজ্রিণে শন্তমানি বচাংস্যাসা স্থবিরায় তক্ষম্ ॥ ১
স মাতরা সূর্যেণা কবীনামবাসয়দ্রুজদদ্রিং গৃণানঃ।
স্বাধীভি ঋক্কভি র্বাবশান উদুস্রিয়াণামসৃজন্নিদানম্ ॥ ২
স বহ্নিভি ঋক্কভি র্গোষু শশ্বন্মিতজ্ঞুভিঃ পুরুকৃত্বা জিগায়।
পুরঃ পুরোহা সখিভিঃ সখীয়ন্ দৃড়্হা রুরোজ কবিভিঃ কবিঃ সন্ ॥ ৩
স নীব্যাভি র্জরিতারমচ্ছা মহো বাজেভির্মহদ্ভিশ্চ শুষ্মৈঃ।
পুরুবীরাভি র্বৃষভ ক্ষিতীনামা গির্বণঃ সুবিতায় প্র যাহি ॥ ৪
স সর্গেণ শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্।
ইত্থা সৃজানা অনপাবৃদর্থং দিবেদিবে বিবিষুরপ্রমৃষ্যম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি বলশালী, বীর, শক্তিমান, বেগসম্পন্ন, সম্যকরূপে স্তবার্হ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ব, সুবিস্তীর্ণ, সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করেছি। ২। তিনি মেধাবী অঙ্গিরাগণের জন্য জননীস্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্যদ্বারা প্রকাশিত করেছেন এবং তাঁদের দ্বারা স্তূয়মান হয়ে পর্বতকে চূর্ণ করেছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণ কর্তৃক বার বার প্রার্থিত হয়ে ধেনুগণের বন্ধন মোচন করেছেন। ৩। বহুকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের উদ্ধারের জন্য জানুপাতনপূর্বক নিরন্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোতৃবর্গ অঙ্গিরাগণের সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করেছেন। মিত্রভূত, মেধাবী অঙ্গিরাগণের সাথে মিত্রাভিলাষী ও দূরদর্শী হয়ে সে পুরন্দর দৃঢ় পুরীসকল ধ্বংস করেছেন। ৪। হে অভীষ্ট-পূরক, স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! তুমি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহু বৎসবতী যুবতী বড়বাদ্বারা তোমার স্তবকারীকে, মনুষ্যগণের মধ্যে সুখী করবার নিমিত্ত তদভিমুখে এস। ৫। স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট দক্ষিণ হতে (১) বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন, এরূপে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সে ক্ষোভশূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হয়ে পতিত হয়, যা হতে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়।

টীকা ঃ ১। 'অপঃ দক্ষিণতঃ'। সায়ণ এর অর্থ করেছেন সূর্যের দক্ষিণায়নের সময়ে বারিরাশি বিমুক্ত করেন। ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বর্ষা আরম্ভ হয়।

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শুনহোত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য ওজিষ্ঠ ইন্দ্র তং সু নো দা মদো বৃষন্ত্স্বভিষ্টি র্দাস্বান্।
সৌবশ্ব্যং যো বনবৎস্বশ্বো বৃত্রা সমৎসু সাসহদমিত্রান্ ॥ ১
ত্বাং হীন্দ্রাবসে বিবাচো হবন্তে চর্ষণয়ঃ শূরসাতৌ।
ত্বং বিপ্রেভি র্বি পণীঁরশায়স্ত্বোত ইৎসনিতা বাজমর্বা ॥ ২

ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর ।
বধী র্বনেব সুধিতেভিরৎকৈরা পৃৎসু দর্ষি নৃণাং নৃতম ॥ ৩
স ত্বং ন ইন্দ্রাকবাভিরূতী সখা বিশ্বায়ুরবিতা বৃধে ভূঃ ।
স্বর্ষাতা যদ্ধ্বয়ামসি ত্বা যুধ্যন্তো নেমধিতা পৃৎসু শূর ॥ ৪
নূনং ন ইন্দ্রাপরায় চ স্যা ভবা মৃলীক উত নো অভিষ্টৌ ।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্মন্দিবি ষ্যাম পার্যে গোষতমাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে কামপূরক ইন্দ্র। তুমি আমাদের বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভন যজ্ঞকারী ও হব্য প্রদানকারী একটি পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরূঢ় হয়ে সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ও প্রতিকূলাচারী শত্রুগণকে পরাভূত করবে। ২। হে ইন্দ্র! বিবিধ বাকশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ যুদ্ধে রক্ষণার্থে তোমাকে আহ্বান করে। তুমি মেধাবী অঙ্গিরাগণের সাথে পণিগণকে সংহার করেছ। উপাসক তোমাকর্তৃক রক্ষিত হয়ে অন্নলাভ করে। ৩। হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করেছ। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠচ্ছেদক যেরূপ বৃক্ষসকল ছেদন করে সেরূপ তুমি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বত্র অপ্রতিহতগতি। তুমি অনিন্দ্য রক্ষাসহকারে আমাদের সমৃদ্ধি বিধানার্থে রক্ষক ও বন্ধু হও। আমরা কতিপয় পুরুষ সমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে ধনলাভার্থে তোমাকে আহ্বান করি। ৫। ফলতঃ হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদের হয়ো। আমাদের অবস্থানুসারে সুখপ্রদাতা হও। তুমি ঐশ্বর্যশালী, এরূপে প্রত্যূষে তোমার স্তব ও উপাসনা করে আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান করি।

৩৪ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং চ ত্বে জগ্মুর্গির ইন্দ্র পূর্বীর্বি চ ত্বদ্যন্তি বিভো মনীষাঃ।
পুরা নূনং চ স্তুতয় ঋষীণাং পস্পৃধ্র ইন্দ্রে অধ্যুক্থার্কা ॥ ১
পুরুহূতো যঃ পুরুগূর্ত ঋভ্বাঁ একঃ পুরুপ্রশস্তো অস্তি যজ্ঞৈঃ ।
রথো ন মহে শবসে যুজানোহস্মাভিরিন্দ্রো অনুমাদ্যো ভূৎ ॥ ২
ন যং হিংসন্তি ধীতয়ো ন বাণীরিন্দ্রং নক্ষন্তীদভি বর্ধয়ন্তীঃ ।
যদি স্তোতারঃ শতং যৎসহস্রং গৃণন্তি গির্বণসং শং তদস্মৈ ॥ ৩
অস্মা এতদ্দিব্যর্চেব মাসা মিমিক্ষ ইন্দ্রো ন্যয়ামি সোমঃ ।
জনং ন ধন্বন্নভি সং যদাপঃ সত্রা বাবৃধুর্হবনানি যজ্ঞৈঃ ॥ ৪
অস্মা এতন্মহ্যাঙ্গূষমস্মা ইন্দ্রায় স্তোত্রং মতিভিরবাচি ।
অসদ্যথা মহতি বৃত্রতূর্য ইন্দ্রো বিশ্বায়ুরবিতা বৃধশ্চ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! অসংখ্য স্তোত্র তোমাতে সঙ্গত হয়। তোমা হতে স্তোতৃবর্গের পর্যাপ্ত প্রশংসা নির্গত হয়। পূর্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র, উপাসনা ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের পূজা বিষয়ে পরস্পর স্পর্ধা করে। ২। আমরা যেন সর্বদা সে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করি ; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, বহুলোককর্তৃক প্রবোধিত, মহান, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণ কর্তৃক সম্যকরূপে স্তুত হয়েন। আমরা যেন মহৎ বল লাভ করবার নিমিত্ত রথের ন্যায় সে ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হয়ে সর্বদা তাঁর স্তব করি। ৩। সমৃদ্ধিবিধায়ক সমুদয় স্তোত্র সে ইন্দ্রের অভিমুখে যায়। কর্ম ও স্তুতি সকল তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সে ইন্দ্রের স্তব করে প্রীতি উৎপাদন করে। ৪। যাগদিনে স্তোত্রবৎ

পূজা সহকারে প্রদত্ত হবার জন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হয়েছে। মরুভূমিতে জল যেরূপ মনুষ্যকে পোষণ করে, সেরূপ স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁকে বর্ধিত করে। ৫। সর্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধি বিধায়ক হবেন বলে স্তোতৃবর্গ কর্তৃক এ স্তোত্র আগ্রহ সহকারে ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হয়েছে।

৩৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদা ভুবনৃথক্ষায়াণি ব্রহ্ম কদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং দাঃ।
কদা স্তোমং বাসয়োঽস্য রায়া কদা ধিয়ঃ করসি বাজরত্নাঃ ॥ ১
কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যন্নৃভি র্নৃ্ন্বীরৈ র্বীরান্নীলয়াসে জয়াজীন্।
ত্রিধাতু গা অধি জয়াসি গোষ্বিন্দ্র দ্যুম্নং স্বর্বদ্ধেহ্যস্মে ॥ ২
কর্হি স্বিত্তদিন্দ্র যজ্জরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্ম কৃণবঃ শবিষ্ঠ।
কদা ধিয়ো ন নিযুতো যুবাসে কদা গোমঘা হবনানি গচ্ছাঃ ॥ ৩
স গোমঘা জরিত্রে অশ্বশ্চন্দ্রা বাজশ্রবসো অধি ধেহি পৃক্ষঃ।
পীপিহীষঃ সুদুঘামিন্দ্র ধেনুং ভরদ্বাজেষু সুরুচো রুরুচ্যাঃ ॥ ৪
তমা নূনং বৃজনমন্যথা চিচ্ছূরো যচ্ছক্র বি দুরো গৃণীষে।
মা নিররং শুক্রদুঘস্য ধেনোরাঙ্গিরসান্ ব্রহ্মণা বিপ্র জিন্ব ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! আমার স্তোত্র সকল কবে রথারূঢ় তোমার নিকট উপস্থিত হবে? কবে তুমি তোমার উপাসক আমাকে সহস্র পুরুষ পোষণ করবার উপায় প্রদান করবে? কবে তুমি এ স্তবকারী আমার স্তোত্র ধনদ্বারা পুরস্কৃত করবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্যে সকলকে অন্নোৎপাদক করবে? ২। হে ইন্দ্র! কবে তুমি আমার পুরুষের সাথে শত্রুদের পুরুষ ও আমার পুত্রগণের সাথে শত্রুগণের পুত্রদের মিলিত করবে? কবে আমাদের জন্য যুদ্ধ জয় করবে? কবে তুমি শত্রু হতে ক্ষীর, দধি, ঘৃতরূপ ত্রিবিধ খাদ্যোৎপাদিকা গাভী সকল জয় করবে? হে ইন্দ্র! কবেই বা তুমি আমাদের বিস্তৃত ধন প্রদান করবে? ৩। হে বলবত্তম ইন্দ্র! কবে তুমি তোমার স্তবকারীকে বিবিধ অন্ন প্রদান করবে? কবে তুমি আত্মাতে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করবে? কবেই বা তুমি স্তোত্র সকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করবে? ৪। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণ দ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলদ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর। তুমি অন্নসকল ও অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিতুষ্ট কর এবং যাতে তৎসমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, তুমি তা বিধান কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের শত্রুকে অন্যপথে অর্থাৎ মৃত্যুপথে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! তুমি শক্তিমান, বীর ও শত্রুনিহন্তা বলে আমরা তোমার স্তব করি। তুমি বিশুদ্ধ বস্তু প্রদানকারী, আমি যেন তোমার স্তোত্র উচ্চারণ বিরত না হই। হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাগণকে অন্নদ্বারা প্রীত কর।

৩৬ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। নর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সত্রা মদাসস্তব বিশ্বজন্যাঃ সত্রা রায়োঽধ যে পার্থিবাসঃ।
সত্রা বাজানামভবো বিভক্তা যদ্দেবেষু ধারয়থা অসুর্যম্ ॥ ১
অনু প্র যেজে জন ওজ অস্য সত্রা দধিরে অনু বীর্যায়।
স্যূমগৃভে দুধয়েঽর্বতে চ ক্রতুং বৃঞ্জন্ত্যপি বৃত্রহত্যে ॥ ২

তং সধ্রীচীরূতয়ো বৃষ্ণ্যানি পৌংস্যানি নিয়ুতঃ সশ্চুরিন্দ্রম্ ।
সমুদ্রং ন সিন্ধব উক্‌থশুষ্মা উরুব্যচসং গির আ বিশন্তি ॥ ৩
স রায়স্থামুপ সৃজা গৃণানঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য ত্বমিন্দ্র বস্বঃ ।
পতি র্বভূথাসমো জনানামেকো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ৪
স তু শ্রুধি শ্রুত্যা যো দুবোযু র্দ্যৌর্ন ভুমাভি রায়ো অর্যঃ ।
অসো যথা নঃ শবসা চকানো যুগেযুগে বয়সা চেকিতানঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! সোমপানজনিত তোমার হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। ত্রিভুবন স্থিত তোমার ধনসমূহ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। তুমি যথার্থই অন্নদাতা ; কারণ তুমি দেবগণের মধ্যে বল ধারণ কর। ২। যজমান বিশিষ্টরূপে এ ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও বীরত্বের নিমিত্ত তাঁরই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুশ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্র সংহার করবেন বলে তাঁর পরিচর্যা করেন। ৩। সমবেত মরুৎগণ বীরত্ব, বল ও রথে নিযুজ্যমান অশ্বগণ সে ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেরূপ উপাসনারূপ শক্তি সমন্বিত স্তুতি সকল বিশ্বব্যাপী সে ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হয়। ৪। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার স্তব করছি, তুমি বহু-লোকের আনন্দজনক ও গৃহদায়ক ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত কর। কারণ তুমি অখিল লোকের অনুপম অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। ৫। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদের সেবাভিলাষী হয়ে সূর্যের ন্যায় আমাদের শত্রুগণের বিপুল ধন জয় কর। তুমি শীঘ্র শ্রবণযোগ্য স্তোত্র সকল শ্রবণ কর, তুমি বলসম্পন্ন, প্রতি যুগে স্তূয়মান ও হব্যরূপ অন্নদ্বারা সম্যকরূপে জ্ঞায়মান হয়ে আমাদের নিকট যেরূপ ছিলে সেরূপই থাক।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অর্বাগ্রথং বিশ্ববারং ত উগ্রেন্দ্র যুক্তাসো হরয়ো বহন্তু ।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বা হবতে স্বর্বানৃধীমহি সধমাদস্তে অদ্য ॥ ১
প্রো দ্রোণে হরয়ঃ কর্মাগ্মন্‌পুনানাস ঋজ্যন্তো অভূবন্ ।
ইন্দ্রো নো অস্য পূর্ব্যঃ পপীয়াদ্দ্যুক্ষো মদস্য সোম্যস্য রাজা ॥ ২
আসস্রাণাসঃ শবসানমচ্ছেন্দ্রং সুচক্রে রথ্যাসো অশ্বাঃ ।
অভি শ্রব ঋজ্যন্তো বহেয়ুর্নূ চিন্নু বায়োরমৃতং বি দস্যেৎ ॥ ৩
বরিষ্ঠো অস্য দক্ষিণামিয়র্তীন্দ্রো মঘোনাং তুবিকূর্মিতমঃ ।
যয়া বজ্রিবঃ পরিয়াস্যংহো মঘা চ ধৃষ্ণো দয়সে বি সূরীন্ ॥ ৪
ইন্দ্রো বাজস্য স্থবিরস্য দাতেন্দ্রো গীর্ভির্বর্ধতাং বৃদ্ধমহাঃ ।
ইন্দ্রো বৃত্রং হনিষ্ঠো অস্তু সত্বা তা সূরিঃ পৃণতি তূতুজানঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র। তোমার রথনিযোজিত অশ্বগণ আমাদের সম্মুখে তোমার বিশ্ববন্দনীয় রথ আনুক, কারণ ত্বদেকাগ্রচিত্ত স্তোতা ভরদ্বাজ তোমাকে আহ্বান করছে। অদ্য যেন আমরা তোমার সাথে উল্লসিত হয়ে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই। ২। হরিতবর্ণ সোমরস আমাদের যজ্ঞে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পূত হয়ে সরলভাবে কলস মধ্যে প্রবেশ করছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন, মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদের এ সোমরস পান করেন। ৩। সর্বত্র গমনশীল, সরলগতি রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে করে যেন আমাদের যজ্ঞে আনে। অমৃতময় সোমরস যেন বায়ুতে শুষ্ক না হয়। ৪। নিরতিশয়

বলশালী, বিবিধ মহৎকার্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এ যজমানকে দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর! তুমি তা দিয়ে পাপ নাশ কর, হে শত্রুবিজয়ী! তা দিয়ে তুমি ধনরাশি ও স্তবকারী পুত্র সকলও প্রদান কর। ৫। ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করুন। সর্বাধিক তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হোন। শত্রু নিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টরূপে বৃত্র সংহার করুন। উত্তেজক সে ইন্দ্র ত্বরান্বিত হয়ে আমাদের সে সমস্ত ধন প্রদান করুন।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

অপাদিত উদু নশ্চিত্রতমো মহীং ভর্ষদ্দ্যুমতীমিন্দ্রহূতিম্।
পন্যসীং ধীতিং দৈব্যস্য যামঞ্জনস্য রাতিং বনতে সুদানুঃ ॥ ১
দূরাচ্চিদা বসতো অস্য কর্ণা ঘোষাদিন্দ্রস্য তন্যতি ব্রুবাণঃ।
এযমেনং দেবহূতি বর্বৃত্যান্মদ্র্যাগিন্দ্রমিয়মৃচ্যমানা ॥ ২
তং বো ধিয়া পরময়া পুরাজামজরমিন্দ্রমভ্যনূষ্যর্কৈঃ।
ব্রহ্মা চ গিরো দধিরে সমস্মিন্মহাংশ্চ স্তোমো অধি বর্ধদিন্দ্রে ॥ ৩
বর্ধাদ্যং যজ্ঞ উত সোম ইন্দ্রং বর্ধাদ্ব্রহ্ম গির উক্থা চ মন্ম।
বর্ধাহৈনমুষসো যামন্নক্তো বর্ধান্মাসাঃ শরদো দ্যাব ইন্দ্রম্ ॥ ৪
এবা জজ্ঞানং সহসে অসামি বাবৃধানং রাধসে চ শ্রুতায়।
মহামুগ্রমবসে বিপ্রা নূনমা বিবাসেম বৃত্রতূর্যেষু ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। বিচিত্রতম সে ইন্দ্র আমাদের পানপাত্র হতে সোমরস পান করুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জ্বল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্য ইন্দ্র যেন ধার্মিক যজমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্যা ও হব্য গ্রহণ করেন। ২। ইন্দ্র দূর দেশে অবস্থিত হলেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হবে, এ অভিপ্রায়ে স্তবকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বান রূপ এ স্তোত্র যেন স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে ইন্দ্রকে আমার অভিমুখে আনে। ৩। তুমি প্রাচীন ও ক্ষয়রহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যদ্বারা তোমার স্তব করছি। কারণ এ ইন্দ্রে হব্যরূপ অন্ন ও স্তোত্র সকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র তার উদ্দেশে উচ্চারিত হলে বর্ধিত হয়। ৪। যাঁকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্ধিত করে, যাঁকে হব্য, স্তুতি, উপাসনা ও পূজা বর্ধিত করে, যাঁকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্ধিত করে, যাঁকে মাস, বৎসর ও দিন সকল বর্ধিত করে। ৫। হে মেধাবী ইন্দ্র! তুমি এরূপে প্রাদুর্ভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড, আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্তি, রক্ষা ও শত্রুবিনাশের জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি।

৩৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মন্দ্রস্য কবে র্দিব্যস্য বহ্নে র্বিপ্রমন্মনো বচনস্য মধ্বঃ।
অপা নস্তস্য সচনস্য দেবেষো যুবস্ব গৃণতে গোঅগ্রাঃ ॥ ১
অযমুশানঃ পর্যদ্রিমুস্রা ঋতধীতিভি র্ঋতযুগ্যুজানঃ।
রুজদরুগ্ণং বি বলস্য সানুং পণীর্বচোভিরভি যোধদিন্দ্রঃ ॥ ২
অয়ং দ্যোতয়দদ্যুতো ব্যক্তূন্দোষা বস্তোঃ শরদ ইন্দুরিন্দ্র।
ইমং কেতুমদধুর্নূ চিদহ্নাং শুচিজন্মন উষসশ্চকার ॥ ৩
অয়ং রোচয়দরুচো রুচানোঽয়ং বাসয়দ্ব্যৃতেন পূর্বীঃ।
অয়মীয়ত ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ স্বর্বিদা নাভিনা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ৪

নূ গৃণানো গৃণতে প্রত্ন রাজন্নিষ পিন্ব বসুদেয়ায় পূর্বীঃ।
অপ ওষধীরবিষা বনানি গা অর্বতো নৃনৃচসে রিরীহি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সে সোমরস পান কর। এ মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধায়ক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! তুমি আমাদের গোপ্রমুখ অন্ন প্রদান কর। ২। এ ইন্দ্র পর্বত মধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারার্থী হয়ে যাগানুষ্ঠানকারী অঙ্গিরাগণের সাথে মিলিত ও তাদের সত্যভূত স্তোত্রদ্বারা উত্তেজিত হয়ে বলের দুর্ভেদ্য পর্বত ভগ্ন ও পণিগণকে তর্জন-দ্বারা অভিভূত করেছিলেন। ৩। হে ইন্দ্র! এ সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করেছে। পূর্বকালে দেবগণ এ সোমকে দিবসের কেতু-স্বরূপ সংস্থাপন করেছিলেন এবং এ সোম নিজ দীপ্তিদ্বারা ঊষা সকলকে আলোকিত করেছে। ৪। এ ইন্দ্র সূর্যরূপে দীপ্ত হয়ে দীপ্তিহীন ভুবন সকল প্রকাশিত করেছেন এবং সর্বত্র গমনশীল দীপ্তিদ্বারা ঊষাসমূহের তমোনাশ করেন। মনুষ্যদের অভীষ্টপূরক এ ইন্দ্র স্তোত্রদ্বারা যুজ্যমান অশ্বগণ দ্বারা আকৃষ্ট, ধনপূর্ণ রথে আরূঢ় হয়ে গমন করেন। ৫। হে প্রাচীন, দীপ্তিমান ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হয়ে ধন প্রদানযোগ্য স্তবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তুমি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত বৃক্ষসমূহ, ধেনু অশ্ব ও মনুষ্য প্রদান কর।

৪০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়াব স্য হরী বি মূচা সখায়া।
উত প্র গায় গণ আ নিষদ্যাথা যজ্ঞায় গৃণতে বয়ো ধাঃ ॥ ১
অস্য পিব যস্য জজ্ঞান ইন্দ্র মদায় ক্রত্বে অপিবো বিরপ্শিন্।
তমু তে গাবো নর আপো অদ্রিরিন্দুং সমহ্যৎপীতয়ে সমস্মৈ ॥ ২
সমিদ্ধে অগ্নৌ সুত ইন্দ্র সোম আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বহিষ্ঠাঃ।
ত্বায়তা মনসা জোহবীমীন্দ্রা যাহি সুবিতায় মহে নঃ ॥ ৩
আ যাহি শশ্বদুশতা যয়াথেন্দ্র মহা মনসা সোমপেয়ম্।
উপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নোঽথা তে যজ্ঞস্তন্বে বয়ো ধাৎ ॥ ৪
যদিন্দ্র দিবি পার্যে যদৃধগ্যদ্বা স্বে সদনে যত্র বাসি।
অতো নো যজ্ঞমবসে নিযুত্বান্ত্সজোষাঃ পাহি গির্বণো মরুদ্ভিঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার মদবিধানার্থে যে সোম অভিষুত হয়েছে, তা তুমি পান কর। তোমার মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত কর। রথ হতে তাদের বিমুক্ত কর। স্তোতৃবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হয়ে আমাদের কৃত স্তোত্রোচ্চারণে যোগ দাও। স্তবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর। ২। হে মহেন্দ্র! তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে সোম পান করেছিলে, সে সোম পান কর। গোগণ, ঋত্বিগ্বর্গ বারিরাশি ও পাষাণ সকলে তোমার পানার্থে এ সোম প্রস্তুত করতে সমবেত হয়। ৩। হে ইন্দ্র! অগ্নি প্রজ্বালিত ও সোমরস অভিষুত হয়েছে। বহনসমর্থ তোমার অশ্বগণ এ যজ্ঞে তোমাকে আনুক। আমি ত্বদেকাগ্রচিত্ত হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি আমাদের মহাসমৃদ্ধির নিমিত্ত এস। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি বহুবার সোমপানার্থে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছ, অতএব তুমি সম্প্রতি সোমপানেচ্ছু মহৎ অন্তঃকরণের সাথে এ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদের এ সমস্ত স্তোত্র শোন। তোমার দেহের পুষ্টি বিধানার্থে যজমান যেন তোমাকে অন্ন প্রদান করে। ৫। হে ইন্দ্র। তুমি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে, বা নিজ গৃহে, অথবা যে

কোন স্থানে অবস্থান কর, তুমি স্তুতিভাজন ও অশ্বগণের অধিপতি, তুমি তথা হতে মরুৎগণের সাথে প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত আমাদের যজ্ঞ রক্ষা কর।

৪১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহেলমান উপ যাহি যজ্ঞং তুভ্যং পবন্ত ইন্দবঃ সুতাসঃ।
গাবো ন বজ্রিন্ত্স্বমোকো অচ্ছেন্দ্রা গহি প্রথমো যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ১
যা তে কাকুৎসুকৃতা যা বরিষ্ঠা যয়া শশ্বৎপিবসি মধ্ব ঊর্মিম্।
তয়া পাহি প্র তে অধ্বর্যুরস্থাৎ সং তে বজ্রো বর্ততামিন্দ্র গব্যুঃ ॥ ২
এষ দ্রপ্সো বৃষভো বিশ্বরূপ ইন্দ্রায় বৃষ্ণে সমকারি সোমঃ।
এতং পিব হরিবঃ স্থাতরুগ্র যস্যেশিষে প্রদিবি যস্তে অন্নম্ ॥ ৩
সুতঃ সোমো অসুতাদিন্দ্র বস্যানয়ং শ্রেয়াঞ্চিকিতুষে রণায়।
এতং তিতর্ব উপ যাহি যজ্ঞং তেন বিশ্বাস্তবিষীরা পৃণস্ব ॥ ৪
হ্বয়ামসি ত্বেন্দ্র যাহ্যর্বাঙরং তে সোমস্তন্বে ভবাতি।
শতক্রতো মাদয়স্বা সুতেষু প্রাস্মাঁ অব পৃতনাসু প্র বিক্ষু ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি ক্রোধ বিরহিত হয়ে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তোমার জন্য পবিত্র সোমরস অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রধর! ধেনু গণ যেরূপ গোষ্ঠে গমন করে, সেরূপ সোমরস কলস মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর, তুমি যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে প্রধান। ২। হে ইন্দ্র! তুমি সুনির্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বাদ্বারা নিরন্তর সোমরস পান কর, সে জিহ্বা দ্বারা আমার প্রদত্ত সোমরস পান কর। ঋত্বিক সোমরস গ্রহণ করে তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র! শত্রুসম্বন্ধীয় গোগণকে আত্মসাৎ করতে অভিলাষী তোমার বজ্র শত্রুগণকে সংহার করুক। ৩। দ্রবীভূত অভীষ্টবর্ষী, বিভিন্ন মূর্তি এ সোম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত সংস্কৃত হয়েছে। হে অশ্বগণের অধিপতি সকলের শাসনকারী প্রচণ্ড বলসম্পন্ন ইন্দ্র! বহুকালে হতে তুমি যার উপর প্রভুত্ব করছ এবং যা তোমার অন্নরূপে কল্পিত হয়েছে, তুমি সে এ সোমরস পান কর। ৪। হে ইন্দ্র! অভিষুত সোম অনভিষুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম তোমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। হে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞসাধন এ সোমের সন্নিহিত হও এবং তা দিয়ে নিজ সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ কর। ৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আমাদের অভিমুখে এস। আমাদের এই সোম যেন তোমার দেহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত হয়। হে শতক্রতু! তুমি অভিষুত সোমরস দ্বারা উল্লসিত হও এবং সংগ্রামেও লোক সকল হতে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা কর।

৪২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। অনুষ্টুপ্, বৃহতী ছন্দ।

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদ্দঘ্বনে নরে ॥ ১
এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
অমত্রেভি ঋজীষিণমিন্দ্রং সুতেভিরিন্দুভিঃ ॥ ২
যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।
বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষত্তন্তমিদেষতে ॥ ৩

অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্যো প্র ভরা সুতম্ ।
কুবিৎসমস্য জেন্যস্য শর্ধতোঽভিশস্তেরবস্পরৎ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ কর, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ববেত্তা, সর্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী। ২। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা সোমরসের সাথে নিরতিশয় সোমপান-কারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরসে পরিপূর্ণ পাত্র সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও। ৩। হে ঋত্বিগগণ। যেকালে তোমরা অভিষুত দীপ্ত সোমরস সহকারে তাঁর নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদের অভিপ্রায় জানতে পারেন এবং শত্রুসংহারপূর্বক তিনি তোমাদের সে মনোরথ পূর্ণ করেন। ৪। হে ঋত্বিক! তুমি একমাত্র ইন্দ্রকেই সোমরূপ অন্নের অভিষুত রস প্রদান কর এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্বেষ হতে আমাদের নিরন্তর রক্ষা করেন।

৪৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

যস্য ত্যচ্ছম্বরং মদে দিবোদাসায় রন্ধয়ঃ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ১
যস্য তীব্রসুতং মদং মধ্যমন্তং রক্ষসে।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ২
যস্য গা অন্তরশ্মানো মদে দৃড়্হা অবাসৃজঃ।
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৩
যস্য মন্দানো অন্ধসো মাঘোনং দধিষে শবঃ
অয়ং স সোম ইন্দ্র তে সুতঃ পিব ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! যে সোমরস পানজনিত উল্লাসে তুমি দিবোদাসের নিমিত্ত শম্বরকে বশীভূত করেছিলে, সে সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ২। হে ইন্দ্র! যখন সোমের মাদকরস প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে অভিষুত হয়, তখন তুমি এ ধারণ কর। সে সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! যে সোমের মাদকরস পান করে তুমি পর্বত মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ গোগণকে মুক্ত করেছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর। ৪। হে ইন্দ্র! যে সোমরূপ অন্নের রসপানে উল্লসিত হয়ে তুমি ঐন্দ্র বলধারণ করেছ, সে এ সোমরস তোমার জন্য অভিষুত হয়েছে। অতএব তুমি এ পান কর।

৪৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি। অনুষ্টুপ্, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো রয়িবো রয়িন্তমো যো দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ১
যঃ শগ্মস্তুবিশগ্ম তে রায়ো দামা মতীনাম্।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ২
যেন বৃদ্ধো ন শবসা তুরো ন স্বাভিরূতিভিঃ।
সোমঃ সুতঃ স ইন্দ্র তেঽস্তি স্বধাপতে মদঃ ॥ ৩

ত্যমু বো অপ্রহণং গৃণীষে শবসস্পতিম্ ।
ইন্দ্রং বিশ্বাসাহং নরং মংহিষ্ঠং বিশ্বচর্ষণিম্ ॥ ৪
যং বর্ধয়ন্তীদ্গিরঃ পতিং তুরস্য রাধসঃ ।
তমিন্ন্বস্য রোদসী দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ ॥ ৫
তন্ব উক্থস্য বর্হণেন্দ্রায়োপস্তৃণীষণি ।
বিপো ন যস্যোতয়ো বি যদ্রোহন্তি সক্ষিতঃ ॥ ৬
অবিদদ্দক্ষং মিত্রো নবীয়াৎ পপানো দেবেভ্যো বস্যো অচৈৎ ।
সসবান্ত্স্তৌলাভি ধৌতরীভিরুরুষ্যা পায়ুরভবৎ সখিভ্যঃ ॥ ৭
ঋতস্য পথি বেধা অপায়ি শ্রিয়ে মনাংসি দেবাসো অক্রন্ ।
দধানো নাম মহো বচোভি র্বপু র্দৃশয়ে বেন্যো ব্যাবঃ ॥ ৮
দ্যুমত্তমং দক্ষং ধেহ্যস্মে সেধা জনানাং পূর্বীররাতীঃ ।
বর্ষীয়ো বয়ঃ কৃণুহি শচীভি র্ধনস্য সাতাবস্মাঁ অবিড্ঢি ॥ ৯
ইন্দ্র তুভ্যমিন্মঘবন্নভূম বয়ং দাত্রে হরিবো মা বি বেনঃ ।
নকিরাপি র্দদৃশে মর্ত্যত্রা কিমঙ্গ রধ্রচোদনং ত্বাহুঃ ॥ ১০
মা জস্বনে বৃষভ নো ররীথা মা তে রেবতঃ সখ্যে রিষাম ।
পূর্বীষ্ট ইন্দ্র নিঃষিধো জনেষু জহ্যসুষ্বীৎ প্র বৃহাপৃণতঃ ॥ ১১
উদভ্রাণীব স্তনয়ন্নিয়র্তীন্দ্রো রাধাংস্যশ্ব্যানি গব্যা ।
ত্বমসি প্রদিবঃ কারুধায়া মা ত্বাদামান আ দভন্মঘোনঃ ॥ ১২
অধ্বর্যো বীর প্র মহে সুতানামিন্দ্রায় ভর স হ্যস্য রাজা ।
যঃ পূর্ব্যাভিরুত নূতনাভি র্গীর্ভি র্বাবৃধে গৃণতামৃষীণাম্ ॥ ১৩
অস্য মদে পুরু বর্পাংসি বিদ্বানিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘান ।
তমু প্র হোষি মধুমন্তমস্মৈ সোমং বীরায় শিপ্রিণে পিবধ্যৈ ॥ ১৪
পাতা সুতমিন্দ্রো অস্তু সোমং হন্তা বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানঃ ।
গন্তা যজ্ঞং পরাবতশ্চিদচ্ছা বসুর্ধীনামবিতা কারুধায়াঃ ॥ ১৫
ইদং ত্যৎপাত্রমিন্দ্রপানমিন্দ্রস্য প্রিয়মমৃতমপায়ি ।
মৎসদ্যথা সৌমনসায় দেবং ব্যস্মদ্দ্বেষো যুয়বদ্ব্যংহঃ ॥ ১৬
এনা মন্দানো জহি শূর শত্রূঞ্জামিমজামিং মঘবন্নমিত্রান্ ।
অভিষেণাঁ অভ্যাদেদিশানাৎ পরাচ ইন্দ্র প্র মৃণা জহী চ ॥ ১৭
আসু ষ্মা ণো মঘবন্নিন্দ্র পৃৎস্ব স্মভ্যং মহি বরিবঃ সুগং কঃ ।
অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষ ইন্দ্র সূরীন্ কৃণুহি স্মা নো অর্ধম্ ॥ ১৮
আ ত্বা হরয়ো বৃষণো যুজানা বৃষরথাসো বৃষরশ্ময়োঽত্যাঃ ।
অস্মত্রাঞ্চো বৃষণো বজ্রবাহো বৃষ্ণে মদায় সুযুজো বহন্তু ॥ ১৯
আ তে বৃষন্বৃষণো দ্রোণমস্থু র্ঘৃতপ্রুষো নোর্ময়ো মদন্তঃ ।
ইন্দ্র প্র তুভ্যং বৃষভিঃ সুতানাং বৃষ্ণে ভরন্তি বৃষভায় সোমম্ ॥ ২০
বৃষ্যসি দিবো বৃষভঃ পৃথিব্যা বৃষা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাম্ ।
বৃষ্ণে ত ইন্দু র্বৃষভ পীপায় স্বাদু রসো মধুপেয়ো বরায় ॥ ২১
অয়ং দেবঃ সহসা জায়মান ইন্দ্রেণ যুজা পণিমস্তভায়ৎ ।
অয়ং স্বস্য পিতুরায়ুধানীন্দুরমুষ্ণাদশিবস্য মায়াঃ ॥ ২২
অয়মকৃণোদুষসঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূড়্হম্ ॥ ২৩
অয়ং দ্যাবাপৃথিবী বি ষ্কভায়দয়ং রথমযুনক্ সপ্তরশ্মিম্ ।
অয়ং গোষু শচ্যা পক্বমন্তঃ সোমো দাধার দশয়ন্ত্রমুৎসম্ ॥ ২৪

অনুবাদ : ১। হে ধনসম্পন্ন, সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও যা দীপ্তি দ্বারা সমুজ্জ্বল, সে সোম অভিষুত হয়ে তোমাকে উল্লাসিত করছে। ২। হে বিপুল সুখশালী, সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম তোমার প্রীতিপদ ও তোমার স্তোতৃবর্গের ঐশ্বর্যবিধায়ক, সে সোম অভিষুত হয়ে তোমাকে উল্লাসিত করছে। ৩। হে সোমরূপ অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে পান করে প্রবৃদ্ধ বল হয়ে নিজ রক্ষাকারী মরুৎগণের সাথে শত্রু সংহার কর, সে সোম অভিষুত হয়ে তোমাকে উল্লাসিত করছে। ৪। হে যজমানগণ! আমি তোমাদের জন্য সে ইন্দ্রের স্তব করছি, যিনি ভক্তগণের অনুগ্রাহক, বলের অধিপতি, বিশ্বজয়ী যাগাদি ক্রিয়ার নায়কভূত, দাতৃশ্রেষ্ঠ ও সর্বদর্শী। ৫। আমাদের স্তুতি সকল ইন্দ্রের শত্রুধনাপহারক যে বল বর্ধিত করছে, দেব স্বর্গ ও দেবী পৃথিবী আগ্রহ-সহকারে ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্যা করেন। ৬। হে স্তোতৃগণ! তোমাদের স্তোত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিস্তার কর; কারণ মেধাবী ব্যক্তির ন্যায় তোমার রক্ষা তাঁর সাথে একত্র অবস্থিত বলে প্রকটিত হয়। ৭। হে যজমান যাগাদিকার্যে দক্ষ, ইন্দ্র তাঁর বিষয় অবগত হন মিত্রভূত, নবীনতর সোমপায়ী সে ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করেন। হব্যান্নভোজী সে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ ও পৃথিবীর কম্পন বিধায়ী অশ্বগণের সাথে স্তোতৃগণের রক্ষণেচ্ছায় উপস্থিত হয়ে তাঁদের রক্ষা বিধান করেন। ৮। যজ্ঞ-পথে সর্বদর্শী সোম পীত হয়েছে। ঋত্বিগগণ সে সোম ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করবার নিমিত্ত প্রদর্শন করছেন। শত্রুবিজয়ী বিপুল দেহধারী সে ইন্দ্র যেন আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের নিরতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন বলপ্রদান কর। তোমার উপাসকগণের অসংখ্য শত্রু নিবারণ কর। নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদের প্রচুর অন্ন প্রদান কর। ধনভোগার্থে আমাদের রক্ষা কর। ১০। হে ধনসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা তোমারই জন্য হব্যদানে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদের প্রতিকূল হয়ো না, মর্ত্যগণের মধ্যে আমরা তোমা ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু দেখতে পাই না, হে ইন্দ্র! নতুবা প্রাচীনগণ তোমাকে কি জন্য ধনদ এ সংজ্ঞা প্রদান করবেন? ১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি আমাদের কার্যবিঘাতকগণের নিকট পরিত্যাগ করো না, তুমি ধনসম্পন্ন, আমরা তোমার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে যেন কোন বিঘ্ন না পাই। মানবগণের মধ্যে নানা বিঘ্ন তোমার উদ্দেশে উৎপাদিত হয়। তুমি অনভিষবকারী-গণকে সংহার কর এবং যারা হব্য প্রদানবিমুখ তাদের উন্মূলিত কর। ১২। গর্জনকারী পর্জন্য যেরূপ মেঘ সকল উৎপাদিত করে ইন্দ্র সেরূপ স্তোতৃ-বর্গকে প্রদান করবার নিমিত্ত অশ্ব ও গোধন উৎপাদিত করেন। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতৃবর্গের প্রাচীন রক্ষক, ধনিগণ হব্য প্রদান না করে তোমার প্রতি যেন অযথাচরণ না করে। ১৩। হে ঋত্বিগগণ। তোমরা এ মহেন্দ্রকে অভিষুত সোম অর্পণ কর, কারণ তিনি সোমের অধিপতি। সে ইন্দ্র স্তবকারী ঋষিগণের প্রাচীন ও ইদানীন্তন স্তোত্রদ্বারা বর্ধিত হয়েছেন। ১৪। জ্ঞানসম্পন্ন ও অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র এ সোম পান করে উল্লাসিত হয়ে অসংখ্য প্রতিকূলাচারী শত্রু বিনাশ করেছেন। শোভন হনুযুক্ত বীর ইন্দ্রের পান করবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে সে সুমধুর সোম অর্পণ কর। ১৫। ইন্দ্র যেন এ অভিষুত সোম পান করেন এবং এ দ্বারা উল্লাসিত হয়ে বজ্রদ্বারা বৃত্র সংহার করেন। গৃহদাতা, স্তোতৃরক্ষক ও যজমানপালক সে ইন্দ্র যেন দূরদেশ হতেও আমাদের যজ্ঞাভিমুখে আসেন। ১৬। ইন্দ্রের পানার্হ ও প্রিয় এ সোমাত্মক অমৃত তাঁর দ্বারা এরূপে পীত হোক, যাতে তিনি উল্লাসিত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমার শত্রুবর্গ ও পাপকে আমাদের নিকট হতে

দূরীভূত করবেন। ১৭। হে শৌর্যশালী মঘবা! তুমি এ সোমপানে হৃষ্ট হয়ে আমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূলাচারী শত্রুকে বিনাশ কর। হে ইন্দ্র! আমাদের সম্মুখীন অস্ত্র বিমোচনকারী শত্রু সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ ও উচ্ছিন্ন কর। ১৮। হে মঘবা! আমাদের এ সমস্ত সংগ্রামে অতুল ধন আমাদের সুপ্রাপ্য কর। জয়লাভ করতে আমাদের সমর্থ কর। বৃষ্টি, পুত্র ও পৌত্রদ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ কর। ১৯। হে ইন্দ্র! তোমার অভীষ্টবর্ষী, স্বেচ্ছানুসারে রথে নিযুক্ত, অভীষ্টপূরক রথের বহনকারী, বারিবর্ষক, রশ্মিদ্বারা সংযুত, দ্রুতগামী, অস্মদভিমুখবর্তী, নিত্য তরুণ, বজ্রবাহক, শোভনরূপে যোজিত অশ্বগণ প্রচুর মদকর সোম পানার্থে তোমাকে আনুক। ২০। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তোমার বারিবর্ষণকারী, তরুণ অশ্বগণ জলসেচনকারী সমুদ্র তরঙ্গ সকলের ন্যায় উল্লসিত হয়ে তোমার রথে যোজিত আছে। তুমি তরুণ ও কামবর্ষী। ঋত্বিকগণ তোমাকে পাষাণদ্বারা অভিষুত সোমরস অর্পণ করছেন। ২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গের সেচনকারী, পৃথিবীর বর্ষণকারী, নদী সকলের পূরণকারী এবং একত্র সমবেত স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত নিচয়ের অভীষ্টপূরক। হে অভীষ্টপ্রদায়ক ইন্দ্র! তুমি শ্রেষ্ঠ সেচনকারী, তোমার জন্য মধুর ন্যায় পেয় সুমিষ্ট সোমরস বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২২। দীপ্তিমান এ সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সাথে জন্ম পরিগ্রহ করে বলপূর্বক পণিকে স্তব করেছিল। এ সোম গোরূপ ধনাপহরণকারী দ্বেষকারীর মায়া ও অস্ত্র সকল ব্যর্থ করেছিল। ২৩। এ সোম ঊষা সকলের পতিস্বরূপ সূর্যকে শোভাসম্পন্ন করেছে। এ সোম সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি সংস্থাপন করেছে। এ সোম দীপ্ত সম্পন্ন ভুবনত্রয়ের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করেছে। ২৪। এ সোম স্বর্গ ও পৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপিত করেছে। এ সোম সূর্যের সপ্তরশ্মি রথ যোজিত করেছে। এ সোম স্বেচ্ছানুসারে ধেনুগণের মধ্যে পরিণত দুগ্ধের দশযন্ত্র উৎস (১) স্থাপন করেছেন।

টীকা : ১। দশযন্ত্র উৎসের অর্থ কি "Literally a well with ten machines" —Wilson. বোধ হয় বহুধারা বিশিষ্ট প্রস্রবণ। গরুর বাঁটগুলি হতে যে বহুধারায় দুগ্ধ বার হয় তাকেই বোধ হয় যন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র প্রথম ৩০টি ঋকের দেবতা, বৃহস্পতি অবশিষ্ট ৩টি ঋকের দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশং যদুম্। ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥ ১
অবিপ্রে চিদ্বয়ো দধদনাশুনা চিদর্বতা। ইন্দ্রো জেতা হিতং ধনম্ ॥ ২
মহীরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ। নাস্য ক্ষীয়ন্ত ঊতয়ঃ ॥ ৩
সখায়ো ব্রহ্মবাহসেঽর্চত প্র চ গায়ত। স হি নঃ প্রমতির্মহী ॥ ৪
ত্বমেকস্য বৃত্রহন্নবিতা দ্বয়োরসি। উতেদৃশে যথা বয়ম্ ॥ ৫
নয়সীদ্বতি দ্বিষঃ কৃণোষ্যুক্‌থশংসিনঃ। নৃভিঃ সুবীর উচ্যসে ॥ ৬
ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবাহসং গীর্ভিঃ সখায়মৃগ্মিয়ম্। গাং দোহসে হুবে ॥ ৭
যস্য বিশ্বানি হস্তয়োরূচু র্বসূনি নি দ্বিতা। বীরস্য পৃতনাষহঃ ॥ ৮
বি দৃড়হানি চিদদ্রিবো জনানাং শচীপতে। বৃহ মায়া আনানত ॥ ৯
তমু ত্বা সত্য সোমপা ইন্দ্র বাজানাং পতে। অহূমহি শ্রবস্যবঃ ॥ ১০
তমু ত্বা যঃ পুরাসিথ যো বা নূনং হিতে ধনে। হব্যঃ স শ্রুধী হবম্ ॥ ১১
ধীভিরর্বদ্ভিরর্বতো বাজাঁ ইন্দ্র শ্রবায্যান্। ত্বয়া জেষ্ম হিতং ধনম্ ॥ ১২
অভূরু বীর গির্বণো মহাঁ ইন্দ্র ধনে হিতে। ভরে বিতন্তসায্যঃ ॥ ১৩

যা ত উতিরমিত্রহন্মক্ষূজব স্তমাসতি। তয়া নো হিনূহী রথম্ ॥ ১৪
স রথেন রথীতমোঽস্মাকেনাভিয়ুগ্বনা। জেষি জিফো হিতং ধনম্ ॥ ১৫
য এক ইত্তমূ ষ্টূহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ। পতি র্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ ॥ ১৬
যো গৃণতামিদাসিথাপিরূতী শিবঃ সখা। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ১৭
ধিষ্ব বজ্রং গভস্ত্যো রক্ষোহত্যায় বজ্রিবঃ। সাসহীষ্ঠা অভি স্পৃধঃ ॥ ১৮
প্রত্নং রয়ীণাং যুজং সখায়ং কীরিচোদনম্। ব্রহ্মবাহস্তমং হূবে ॥ ১৯
স হি বিশ্বানি পার্থিবা একো বসূনি পত্যতে। গির্বণস্তমো অধ্রিগুঃ ॥ ২০
স নো নিযুদ্ভিরা পৃণ কামং বাজেভিরশ্বিভিঃ। গোমদ্ভি র্গোপতে ধৃষৎ ॥ ২১
তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্গবে ন শাকিনে ॥ ২২
ন ঘা বসুর্নি যমতে দানং বাজস্য গোমতঃ। যৎসীমুপ শ্রবদ্গিরঃ ॥ ২৩
কুবিৎসস্য প্র হি ব্রজং গোমন্তং দস্যুহা গমৎ। শচীভিরপ নো বরৎ ॥ ২৪
ইমা উ ত্বা শতক্রতোঽভি প্র ণোনুবু র্গিরঃ। ইন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ ॥ ২৫
দূর্ণাশং সখ্যং তব গৌরসি বীর গব্যতে। অশ্বো অশ্বায়তে ভব ॥ ২৬
স মন্দস্বা হ্যন্ধসো রাধসে তন্বা মহে। ন স্তোতারং নিদে করঃ ॥ ২৭
উষা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ। বৎসং গাবো ন ধেনবঃ ॥ ২৮
পুরূতমং পুরূণাং স্তোতৄণাং বিবাচি। বাজেভি র্বাজয়তাম্ ॥ ২৯
অস্মাকমিন্দ্র ভূতু তে স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। অস্মান্রায়ে মহে হিনু ॥ ৩০
অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধন্নস্থাৎ। উরূঃ কক্ষো ন গাঙ্গ্যঃ ॥ ৩১
যস্য বায়োরিব দ্রবদ্ভদ্রা রাতিঃ সহস্রিণী। সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৩২
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ।
বৃবুং সহস্রদাতমং সূরিং সহস্রসাতমম্ ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। যিনি উৎকৃষ্ট নীতিদ্বারা তুর্বশ ও যদুকে দূরদেশ হতে এনেছিলেন, সে তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদের সখা হন। ২। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাকেও অন্নপ্রদান করেন। তিনি মন্থরগতি অশ্বে আরোহণপূর্বক শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসকল জয় করেন। ৩। এ ইন্দ্রের নীতি সকল উৎকৃষ্ট ও মহৎ ; তোমার স্তোত্রসকল নানা প্রকার এবং তাঁর রক্ষার কখনও অপচয় হয় না। ৪। হে বন্ধুগণ, তোমরা মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য সে ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্রোচ্চারণ কর। কারণ তিনিই বস্তুত আমাদের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি প্রদান করেন। ৫। হে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্র! তুমি একজন বা দুজন স্তবকারীর রক্ষক এবং তুমিই আমাদের মত ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী। ৬। হে ইন্দ্র তুমি আমাদের নিকট হতে বিদ্বেষকারীগণকে দূরীভূত কর এবং স্তবকারীগণের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে ইন্দ্র! তোমাকে শোভনপুত্রপৌত্রাদি প্রদানকারী বলে মনুষ্যগণ স্তব করে থাকে। ৭। আমি স্তোত্র সহকারে মিত্রভূত, মহান, মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য স্তবার্হ ইন্দ্রকে ধেনুর ন্যায় অভীষ্ট দোহন করবার নিমিত্ত আহ্বান করছি। ৮। বীর্যবান ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব এ উভয়বিধ ধন আছে বলে ঋষিগণ নিরন্তর কীর্তন করেন। ৯। হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি! তুমি শত্রুগণের দৃঢ় নগর সকল নির্মূল কর। হে সর্বোন্নত ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের মায়া সকলও উচ্ছিন্ন কর। ১০। হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অন্নরক্ষক ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে এরূপ গুণসম্পন্ন তোমাকেই আহ্বান করছি। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলে এবং সম্প্রতি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থে আহূত হও, আমরা তোমাকে আহ্বান করছি। তুমি আমাদের আহ্বান শোন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি

আমাদের স্তোত্র শ্রবণে প্রসন্ন হলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমরা অশ্বগণদ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও গূঢ়ধন জয় করতে সমর্থ হই। ১৩। হে বীর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্র। ফলে তুমি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থে সংগ্রামে শত্রু জয় করতে সমর্থ হয়েছ। ১৪। হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র। তোমার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি আছে। তুমি সে গতিদ্বারা শত্রুজয়ার্থে আমাদের রথ পরিচালিত কর। ১৫। হে জয়শীল, রথীশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র। তুমি আমাদের শত্রুবিজয়ী রথ দ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় কর। ১৬। যিনি সর্বদর্শী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই ইন্দ্রেরই স্তব কর। ১৭। হে ইন্দ্র। তুমি রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত ; আমরা স্তব করলে তুমি পূর্বকালে বন্ধুত্ব প্রকাশ করেছ ; সম্প্রতি আমাদের সুখী কর। ১৮। হে বজ্রধর ! তুমি রাক্ষস বধের জন্য নিজ হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ কর এবং স্পর্ধাকারীদের সর্বতোভাবে পরাজিত কর। ১৯। যিনি ধনদাতা, স্তবকারীগণের উৎসাহদাতা ও মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সে প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করছি। ২০। স্তুতিদ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহত গতি, সে একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করছেন। ২১। হে গোসমূহের অধিপতি ! তুমি বড়বাগণের সাথে আগমন পূর্বক অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ধেনুদ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর। ২২। হে স্তোতৃবর্গ ! ঘাস যেরূপে ধেনুর সুখকর হয়, সে রূপ সোমরস অভিষুত হলে ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হয়ে গান কর। ২৩। গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদের স্তোত্র শোনেন, তখন তিনি ধেনুগণের সাথে অন্ন প্রদান করতে বিরত হন না। ২৪। দস্যুগণের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্য ধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে আমাদের জন্য সে নিগূঢ় ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করেন। ২৫। হে বিবিধকর্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ! গোজননীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ গমন করে, সেরূপ আমাদের এ সমস্ত স্তুতি বার বার তোমার দিকে যাচ্ছে। ২৬। হে ইন্দ্র ! তোমার বন্ধুত্বের বিনাশ নেই। হে বীর ! তুমি গোকাম ব্যক্তিকে গোদান কর এবং অশ্বকাম ব্যক্তিকে অশ্বদান কর। ২৭। হে ইন্দ্র ! তুমি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান করে নিজদেহ পরিতৃপ্ত কর। তুমি নিজ উপাসককে নিন্দাকারীর বশীভূত করো না। ২৮। হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র ! দুগ্ধবতী গাভীগণ যেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, সেরূপ বার বার সোমরস অভিষুত হলে আমাদের এ স্তুতি সকল দ্রুতবেগে তোমার দিকে গমন করে। ২৯। যজ্ঞস্থলে হব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্য শত্রুনিধনকারী তোমাকে বলশালী করে। ৩০। হে ইন্দ্র ! নিরতিশয় উন্নতিবিধায়ক আমার স্তোত্র যেন তোমার সন্নিহিত হয়। তুমি আমাদের মহাধন লাভার্থে প্রেরণ কর। ৩১। গঙ্গার (১) উন্নত কূলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে বৃবু (২) অধিষ্ঠান করেছিলেন। ৩২। আমি ধনার্থী ; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্বক সহস্র সংখ্যক ধেনু সত্বর প্রদান করেছেন। ৩৩। আমরা সকলে স্তব করে সহস্র ধেনুপ্রদানকারী প্রাজ্ঞ ও সহস্র স্তোত্রভাজন সে বৃবুর নিরন্তর প্রশংসা করছি। (২)

টীকা ঃ ১। 'উরুঃ কক্ষঃ ন গাঙ্গ্যঃ' অর্থাৎ গঙ্গা সম্বন্ধীয় উন্নত কূল। এখানে কি গঙ্গা নদীর উল্লেখ পাওয়া গেল, না এ শব্দটি সাধারণ নদীবাচক, যেমন বাঙলায় আমরা 'গাঙ্' শব্দ ব্যবহার করি। ২। 'বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা, সকাসাৎলব্ধ ধনো ভরদ্বাজ স্তদীয়ং দানমনেন তৃচেনাস্তৌৎ।' সায়ণ। শেষের তিনটি ঋক বৃবুর

বদান্যতা সম্বন্ধীয় একটা চিত্র। বৃবুর বদান্যতার কথা মনুসংহিতায় (১০।১০৭) দেখতে পাওয়া যায়। সে গল্পটি এ যে বৃবু একজন নিপুণ সূত্রধার ছিল এবং একদা বনে পথভ্রান্ত ক্ষুধার্থ ভরদ্বাজকে অনেক সাহায্য করেছিল। আচার্য মক্ষমুলর বলেন, এ বৃবু বংশীয় সূত্রধারগণ ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হলেন। কালক্রমে তাঁদের নৈপুণ্য হতে তাঁদের উপাস্য দেব ঋভুগণ পাত্রাদি নির্মাণে খ্যাতি লাভ করলেন।—Chips from a German Workshop.

৪৬ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋ য। প্রাগাথম্ ছন্দ।

ত্বামিদ্ধি হবামহে সাতা রাজস্য কারবঃ।
ত্বা বৃত্রেষিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ১
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ।
গামশ্বং রথ্যমিন্দ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২
যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্।
সহস্রমুষ্ক তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥ ৩
বাধসে জনান্বৃষভেব মন্যুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম্।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে তনূষ্বপ্সু সূর্যে ॥ ৪
ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরং ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫
ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্ সুষহান্ কৃধি ॥ ৬
যদিন্দ্র নাহুষীষ্বাঁ ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পঞ্চ ক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৭
যদ্বা তৃক্ষৌ মঘবন্ দ্রুহ্যাবা জনে যৎপূরৌ কচ্চ বৃষ্ণ্যম্।
অস্মভ্যং তদ্রিরীহি সং নৃষাহ্যেঽমিত্রাৎ পৃৎসু তুর্বণে ॥ ৮
ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্ যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ৯
যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নন্তি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণস্তনূপা অন্তমো ভর ॥ ১০
অধ স্মা নো বৃধে ভবেন্দ্র নায়মবা যুধি।
যদন্তরিক্ষে পতয়ন্তি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমূর্ধানঃ ॥ ১১
যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৄণাম্।
অধ স্মা যচ্ছ তন্বেঽতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবয় দ্বেষঃ ॥ ১২
যদিন্দ্র সর্গে অর্বতশ্চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনাঁ ইব শ্রবস্যতঃ ॥ ১৩
সিন্ধূঁরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশমনু ষ্বণি।
আ যে বয়ো ন বর্বৃতত্যামিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমার অন্নলাভার্থে তোমাকেই আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থে এবং অশ্বসংকুল সংগ্রামে তোমাকেই আহ্বান করেন কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী। ২। হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! তুমি সংগ্রামে বিজয়ী পুরুষকে যেরূপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, সেরূপ তুমি আমাদের স্তবে

প্রসন্ন হয়ে আমাদের যথেষ্ট গো ও রথ বহনপটু অশ্ব প্রদান কর, তুমি শত্রু নিহন্তা ও পরাক্রমশালী। ৩। যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্বদর্শী, আমরা সে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। হে সহস্রশেফ, অতুল ধনসম্পন্ন, সৎপালক ইন্দ্র! তুমি রণস্থলে আমাদের সমৃদ্ধি বিধান কর। ৪। হে ইন্দ্র! ঋকে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তুমি সে প্রকার রূপ সম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে বৃষভের ন্যায় নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে আমাদের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাতে আমরা সন্ততি, জল ও সূর্য সন্দর্শন অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করতে পারি, সেজন্য তুমি রণস্থলে আমাদের রক্ষক হও। ৫। হে শোভন হনুযুক্ত অদ্ভুত বজ্রপাণি! তুমি যে অন্নদ্বারা এ স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করছ, আমাদের নিকট সে প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আন। ৬। হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদের রক্ষা করবে বলে তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহ-দাতা! তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদের শত্রুগণকে সুজেয় কর। ৭। হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বলসহকারে সে সকল আমাদের প্রদান কর। ৮। হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! শত্রুগণের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে যাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করতে পারি, সেজন্য তুমি আমাদের তৃক্ষু, দুহ্যু ও পূরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ একটি গৃহ প্রদান কর, যা ত্রিধাতু ও ত্রিবরূথ ও সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদক এবং তাদের নিকট হতে দীপ্তিসম্পন্ন আয়ুধ সকল দূরীকৃত কর। ১০। হে ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র! যারা আমাদের ধেনু সকল হরণ করবার মানসে শত্রুবৎ আমাদের আক্রমণ করে, অথবা যারা ধৃষ্টতাসহকারে আমাদের স্তবে প্রসন্ন হয়ে তাদের নিকট হতে আমাদের দেহ রক্ষা করবার জন্য আমাদের সন্নিহিত হও। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি আমাদের সমৃদ্ধি বিধানে অনুকূল হও। যেকালে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত শত্রুপক্ষীয় বাণ সকল আকাশ হতে পতিত হয়, সেকালে যিনি আমাদের নেতা রণস্থলে তাঁকে তুমি রক্ষা করো। ১২। যেকালে বীরগণ শত্রু সমক্ষে নিজদেহ প্রদর্শন করে সুখদায়ক পৈতৃক স্থান সকল পরিত্যাগ করে, সেকালে তুমি আমাদের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাতভাবে কবচ প্রদান করো এবং শত্রু-গণকে দূরীভূত করো। ১৩। মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়ে আমাদের অশ্বগণকে কুটিল প্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় প্রেরিত কর। ১৪। যদিও অশ্বগণ ভীতিবশত উচ্চৈঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্নগাম নদীসমূহের ন্যায় সে বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায় ধনুলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত সংগ্রামে বার বার প্রধাবিত হয়।

৪৭ সূক্ত॥ এই সূক্তে দেবতা নানাবিধ। প্রথম ৫টি ঋকের দেবতা সোমরস। বিংশ ঋকের প্রথম পদের দেবতা দেবগণ, দ্বিতীয় পদের পৃথিবী, তৃতীয় পদের বৃহস্পতি এবং চতুর্থ পদের ইন্দ্র। দ্বাবিংশ হতে ৪টি ঋকের দেবতা সৃঞ্জয়পুত্র প্রস্তোক, কারণ ঐ ৪টি ঋকে তাঁর দানের প্রশংসা করা হয়েছে। ষড় বিংশ হতে ৩টি ঋকের অর্থাৎ ত্রিচের দেবতা রথ পরবর্তী চিত্রের অর্থাৎ ঊনত্রিংশৎ, ত্রিংশৎ ও একত্রিংশৎ ঋকের দেবতা দুন্দুভি। অবশিষ্ট ঋকের দেবতা ইন্দ্র। ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, দ্বিপদা, জগতী ছন্দ।

স্বাদুষ্কিলায়ং মধুমাঁ উতায়ং তীব্রঃ কিলায়ং রসবাঁ উতায়ম্।
উতোন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রং ন কশ্চন সহত আহবেষু॥ ১

অয়ং স্বাদুরিহ মদিষ্ঠ আস যস্যেন্দ্রো বৃত্রহত্যে মমাদ ।
পুরূণি যশ্চ্যৌত্না শম্বরস্য বি নবতিং নব চ দেহ্যোহন্ ॥ ২
অয়ং মে পীত উদিয়র্তি বাচময়ং মনীষামুশতীমজীগঃ ।
অয়ং ষলুর্বীরমিমীত ধীরো ন যাভ্যো ভুবনং কচ্চনারে ॥ ৩
অয়ং স যো বরিমাণং পৃথিব্যা বর্ষ্মাণং দিবো অকৃণোদয়ং সঃ ।
অয়ং পীযূষং তিসৃষু প্রবৎসু সোমো দাধারোর্বন্তরিক্ষম্ ॥ ৪
অয়ং বিদচ্চিত্রদৃশীকমর্ণঃ শুক্রসদ্মনামুষসামনীকে ।
অয়ং মহান্মহতা স্কম্ভনেনোদ্দ্যামস্তভ্নাদ্বৃষভো মরুত্বান্ ॥ ৫
ধৃষৎপিব কলশে সোমমিন্দ্র বৃত্রহা শূর সমরে বসূনাম্ ।
মাধ্যন্দিনে সবন আ বৃষস্ব রয়িস্থানো রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৬
ইন্দ্র প্র ণঃ পুর এতেব পশ্য প্র নো নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ ।
ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ ॥ ৭
উরুং নো লোকমনু নেষি বিদ্বান্ত্স্বর্বজ্জ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ।
ঋষ্বা ত ইন্দ্র স্থবিরস্য বাহূ উপ স্থেয়াম শরণা বৃহন্তা ॥ ৮
বরিষ্ঠে ন ইন্দ্র বন্ধুরে ধা বহিষ্ঠয়োঃ শতাবন্নশ্বয়োরা ।
ইষমা বক্ষীষাং বর্ষিষ্ঠাং মা নস্তারীন্মঘবন্রায়ো অর্যঃ ॥ ৯
ইন্দ্র মৃড় মহ্যং জীবাতুমিচ্ছ চোদয় ধিয়ময়সো ন ধারাম্ ।
যৎ কিঞ্চাহং ত্বায়ুরিদং বদামি তজ্জুষস্ব কৃধিমা দেববন্তম্ ॥ ১০
ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবেহবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্ ।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ ॥ ১১
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ১২
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতের্যুযোতু ॥ ১৩
অব ত্বে ইন্দ্র প্রবতো নোর্মির্গিরো ব্রহ্মাণি নিযুতো ধবন্তে ।
উরূ ন রাধঃ সবনা পুরূণ্যপো গা বজ্রিন্যুবসে সমিন্দূন্ ॥ ১৪
ক ঈং স্তবৎকঃ পৃণাৎকো যজাতে যদুগ্রমিন্মঘবা বিশ্বহাবেৎ ।
পাদাবিব প্রহরন্নন্যমন্যং কৃণোতি পূর্বমপরং শচীভিঃ ॥ ১৫
শৃণ্বে বীর উগ্রমুগ্রং দময়ন্নন্যমন্যমতিনেনীয়মানঃ ।
এধমানদ্বিলুভয়স্য রাজা চোষ্কূয়তে বিশ ইন্দ্রো মনুষ্যান্ ॥ ১৬
পরা পূর্বেষাং সখ্যা বৃণক্তি বিতর্তুরাণো অপরেভিরেতি ।
অনানুভূতীরবধূন্বানঃ পূর্বীরিন্দ্রঃ শরদস্তর্তরীতি ॥ ১৭
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ১৮
যুজানো হরিতা রথে ভূরি ত্বষ্টেহ রাজতি ।
কো বিশ্বাহা দ্বিষতঃ পক্ষ আসত উতাসীনেষু সূরিষু ॥ ১৯
অগব্যূতি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবা উর্বী সতী ভূমিরংহূরণাভূৎ ।
বৃহস্পতে প্র চিকিৎসা গবিষ্টাবিত্থা সতে জরিত্র ইন্দ্র পন্থাম্ ॥ ২০
দিবেদিবে সদৃশীরন্যমর্ধং কৃষ্ণা অসেধদপ সদ্মনো জাঃ ।
অহন্দাসা বৃষভো বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনং শম্বরম্ চ ॥ ২১
প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ী দশ বাজিনোঽদাৎ ।
দিবোদাসাদতিথিগ্বস্য রাধঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্রভীষ্ম ॥ ২২

দশাশ্বান্দশ কোশান্দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশো হিরণ্যপিণ্ডান্দিবোদাসাদসানিষম্ ॥ ২৩
দশ রথান্ প্রষ্টিমতঃ শতং গা অথর্বভ্যঃ। অশ্বথঃ পায়বেঽদাৎ ॥ ২৪
মহি রাধো বিশ্বজন্যং দধানান্ ভরদ্বাজান্ত্ সার্ঞ্জয়ো অভ্যয়ষ্ট ॥ ২৫
বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি ॥ ২৬
দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যোজঃ উদ্ভৃতং বনস্পতিভ্যঃ পর্যাভৃতং সহঃ।
অপামোজ্মানং পরি গোভিরাবৃতমিন্দ্রস্য বজ্রং হবিষা রথং যজ ॥ ২৭
ইন্দ্রস্য বজ্রো মরুতামনীকং মিত্রস্য গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ।
সেমাং নো হব্যদাতিং জুষাণো দেব রথ প্রতি হব্যা গৃভায় ॥ ২৮
উপ শ্বাসয় পৃথিবীমুত দ্যাং পুরুত্রা তে মনুতাং বিষ্ঠিতং জগৎ।
স দুন্দুভে সজূরিন্দ্রেণ দেবৈ দূরাদ্দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্ ॥ ২৯
আ ক্রন্দয় বলমোজো ন আ ধা নিঃ ষ্টনিহি দুরিতা বাধমানঃ।
অপ প্রোথ দুন্দুভে দুচ্ছুনা উত ইন্দ্রস্য মুষ্টিরসি বীলয়স্ব ॥ ৩০
আমূরজ প্রত্যাবর্তয়েমাঃ কেতুমদ্দুন্দুভি র্বাবদীতি।
সমশ্বপর্ণাশ্চরন্তি নো নরোঽস্মাকমিন্দ্র রথিনো জয়ন্তু ॥ ৩১

অনুবাদ ঃ ১। এ অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান। ইন্দ্র এ সোমরস পান করলে কেউই রণস্থলে তাঁকে সহ্য করতে সমর্থ হয় না। ২। এ যজ্ঞে এরূপ সোমরস পীত হয়ে নিরতিশয় হর্ষ বিধান করেছিল। ইন্দ্র এ পান করে বৃত্র সংহারকালে হৃষ্ট হয়েছিলেন। এ শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোনশত পুরী নাশ করেছিল। ৩। এ সোম পীত হয়ে আমার বাক্যের স্ফূর্তি বিধান করছে। এ অভিলষিত বুদ্ধি প্রদান করছে। এ সুবুদ্ধি সোম ছয়টি অবস্থার সৃষ্টি করেছে (১)। ভূতজাত কেউই তা হতে দূরে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। ৪। ফলতঃ এ সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করেছে। এ সোমরসই এ তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করেছে (২) এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে ধারণ করে আছে। ৫। নির্মল অন্তরিক্ষস্থিত ঊষার প্রারম্ভে এ সোমরসই বিচিত্র দর্শন সৌর জ্যোতি প্রকাশ করে। বারিবর্ষক, বলশালী এ সোমরসই মরুৎগণের সাথে সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বারা স্বর্গলোক ধারণ করে আছে। ৬। হে বীর ইন্দ্র! তুমি ধন লাভার্থে আরব্ধ সংগ্রামে শত্রুনিধনকারী। সাহসপূর্বক কলসস্থিত সোমরস পান কর। মাধ্যাহ্নিক যাগে তুমি প্রচুর পরিমাণে সোম পান কর। হে ধনস্পদ! তুমি আমাদের ধন প্রদান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি মার্গ রক্ষকের ন্যায় অগ্রগামী হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখো এবং আমাদের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ ধন আন। তুমি সম্যক্‌রূপে আমাদের দুঃখ হতে ও শত্রু হতে পরিত্রাণ কর এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হয়ে আমাদের অভিলষিত ধনে নিয়ে যাও। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান, তুমি আমাদের বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও (৩), তুমি প্রাচীন, আমরা যেন তোমার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার নিমিত্ত নির্ভর করি। ৯। হে ধনাঢ্য ইন্দ্র! তুমি আমাদের নিজ পরাক্রমশালী অশ্বদ্বয়ের পশ্চাৎ সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন কর। বিবিধ অন্নের মধ্য হতে তুমি আমাদের জন্য প্রকৃষ্টতম অন্ন আন। হে মঘবা! অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধন বিষয়ে আমাদের অতিক্রম না করে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাকে সুখী কর। আমার জীবন বৃদ্ধি করতে প্রসন্ন হও। লৌহময় খড়্গ ধারার ন্যায় আমার বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ

কর। তোমাকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যা কিছু উচ্চারণ করছি সে সকল গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন। ১১। যিনি শত্রু হতে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্যশালী ও সর্বকার্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সে ইন্দ্রকে প্রত্যেক যাগে আহ্বান করি। ধনবান সে ইন্দ্র যেন আমাদের সমৃদ্ধি বিধান করেন। ১২। শোভন রক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখবিধান করেন। সর্বজ্ঞ সে ইন্দ্র যেন আমাদের শত্রুদের বধ করে আমাদের নির্ভয় করেন। আমরা যেন তাঁর প্রসাদে নিরতিশয় বীর্য সম্পন্ন হই। ১৩। আমরা যেন সে যাগার্হ ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বৃদ্ধি ও কল্যাণকর প্রীতিকর পাত্র হই। সুরক্ষক ও ধনসম্পন্ন সে ইন্দ্র যেন বিদ্বেষকারিগণকে আমাদের হতে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন। ১৪। হে ইন্দ্র! স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিষুত সোমরস নিম্নদেশ-প্রবণ জলরাশির ন্যায় তোমার দিকে প্রধাবিত হয়। হে বজ্রধর! তুমি জল, দুগ্ধ ও সোমরস সম্যকরূপে মিশ্রিত কর। ১৫। কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে ইন্দ্রের স্তব, প্রীতিসাধন ও যাগ করতে সমর্থ? কারণ ধনশালী ইন্দ্র প্রতিদিন নিজ উগ্রশক্তি বিদিত হন, কারণ মার্গগামী ব্যক্তি যেরূপ নিজ পাদদ্বয়কে ক্রমান্বয়ে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী করে সেরূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোতাকে পরবর্তী ও পরবর্তী স্তোতাকে প্রথমে করেন। ১৬। প্রবল শত্রুর দমন করে এবং নিরন্তর স্তোতৃবর্গের স্থান পরিবর্তন করে এ ইন্দ্র নিজ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনের অধিপতি এ ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করবার নিমিত্ত বার বার আহ্বান করেন। ১৭। এ ইন্দ্র পূর্বতন প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠানকারিগণের সাথে মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাদের প্রতি দ্বেষ করে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে বন্ধুতা করেন। অথবা তোমার উপাসনা বর্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক পরিচর্যাকারিগণের সাথে বহুবৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন। ১৮। সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এ ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন এবং সে রূপ পরিগ্রহ করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করে যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ তাঁর রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে। ১৯। ত্বষ্টা (৪) রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করে ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হন। অন্য কোন ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের মধ্যে গমনপূর্বক শত্রুগণ হতে তাদের রক্ষা করে? ২০। হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করতে করতে গোসঞ্চার রহিত দেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এরূপে পথভ্রষ্ট তোমার উপাসককে তুমি পথপ্রদর্শন কর (৫)। ২১। ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থিত গৃহ হতে সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়ে দিবসের অপরার্ধ প্রকাশ করবার নিমিত্ত প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিসকল দূর করেন। বর্ষণকারী সে ইন্দ্র উদব্রজ নামক দেশে বর্চী ও শম্বর নামক দুই ধনার্থী দাসকে সংহার করেছেন (৬)। ২২। হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমার স্তবকারী আমাকে সুবর্ণপূর্ণ দশটি কোশ ও দশটি অশ্ব প্রদান করেছেন এবং অতিথিগ্ব শম্বরকে জয় করে যে ধন লাভ করেছেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হতে সে ধন গ্রহণ করেছি। ২৩। আমি দিবোদাসের নিকট হতে দশটি অশ্ব, দশটি সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটি হিরণ্যপিণ্ড লাভ করেছি। ২৪। অশ্বথ আমার ভ্রাতা পায়ুকে অশ্বগণের সাথে দশখানি রথ এবং অথর্ব গোত্র ঋষিগণকে একশত গো প্রদান করেছেন। ২৫। সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজপুত্র সকল এরূপ অতুল

ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছিলেন সৃঞ্জয়পুত্র তাঁদের পূজা করেছিলেন। ২৬। হে বনস্পতি নির্মিত রথ! তোমার অবয়ব সকল দৃঢ় হোক, তুমি আমাদের বন্ধু ও রক্ষক হও, তুমি প্রকৃষ্টবীরগণ কর্তৃক যুক্ত হও। তুমি গোদ্বারা সন্নদ্ধ (৭) তুমি আমাদের সুদৃঢ় কর, তোমার উপর আরূঢ় রথী যেন অনায়াসে শত্রু জয় করতে সমর্থ হয়। ২৭। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা হব্যদ্বারা রথের যজ্ঞ কর, কারণ এ রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশদ্বারা সৃষ্ট, বনস্পতির স্থিরাংশদ্বারা ঘটিত, জলের বেগের ন্যায় বেগযুক্ত গোদ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত। ২৮। হে দিব্যরথ! তুমি আমাদের যাগে প্রসন্ন হয়ে হব্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুৎগণের পুরোবর্তী, মিত্রের গর্ভভূত, ও বরুণের নাভিস্বরূপ। ২৯। হে দুন্দুভি (৮)! তুমি নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত এ অবগত হোক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সাথে সমবেত হয়ে আমাদের শত্রুগণকে সুদূরে প্রেরণ কর। ৩০। হে দুন্দুভি! তুমি আমাদের শত্রুগণকে রোদন করাও। তুমি আমাদের বল প্রদান কর। তুমি দুর্ধর্ষ শত্রুগণের পীড়া-বিধানপূর্বক উচ্চরব কর। হে দুন্দুভি! আমাদের অনিষ্ট করে যারা আনন্দিত হয় তুমি তাদের দূরীভূত কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ অতএব আমাদের দৃঢ়তা প্রদান কর। ৩১। হে ইন্দ্র! আমাদের এ সমস্ত ধেনুকে প্রতিনিবৃত্ত করে আমাদের নিকট নিয়ে এস। দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করছে। আমাদের নায়কগণ অশ্বারোহণপূর্বক সমবেত হয়েছে। হে ইন্দ্র! আমাদের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে (৯)।

টীকা ঃ ১। স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ওষধি। সায়ণ। ২। ওষধি, জল ও ধেনু। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ স্বর্গ। সায়ণ। 'A blessed state of happiness, light and safety."—Wilson. ৪। অর্থাৎ ইন্দ্র। সায়ণ। ৫। আর্যগণ নিজ গো-সঙ্কুল কর্ষিত প্রদেশের সীমা অতিক্রম করে অনার্য আদিবাসিগণের অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, তাই ঋকের অর্থ। ৬। এ উদরজ-দেশ কোথায় তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না। ৭। এর অর্থ রথ গোদ্বারা আকৃষ্ট এরূপ হতে পারে কিন্তু সায়ণ এ ঋকে ও পরের ঋকে গো অর্থে গোচর্ম করেছেন। অর্থাৎ রথ গোচর্ম দ্বারা আবৃত। ৮। শেষ তিনটি ঋকে যুদ্ধ রথের স্তুতি হল, এক্ষণে তিনটি ঋকে যুদ্ধ দুন্দুভির স্তুতি হচ্ছে। ৯। যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত, যুদ্ধের প্রাককালে ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৪৮ সূক্ত ।। প্রথম দশটি ঋকের দেবতা অগ্নি। একাদশ হতে পাঁচটি ঋকের দেবতা মরুৎগণ। ষোড়শ হতে চারটি ঋকের দেবতা পূষা। বিশ ও একবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি। দ্বাবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি অথবা স্বর্গ ও পৃথিবী। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি। সতোবৃহতী, ককুদ্‌, উষ্ণিক্‌, অতিজগতী, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ।

যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরাগিরা চ দক্ষসে।
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং মিত্রং ন শংসিষম্‌ ॥ ১
ঊর্জো নপাতং স হিনায়মস্ময়ুর্দাশেম হব্যদাতয়ে।
ভুবদ্বাজেষ্ববিতা ভুবদ্বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্‌ ॥ ২
বৃষা হ্যগ্নে অজরো মহান্বিভাস্যর্চিষা।
অজস্রেণ শোচিষা শোশুচচ্ছুচে সুদীতিভিঃ সু দীদিহি ॥ ৩
মহো দেবান্যজসি যক্ষ্যানুষক্তব ক্রত্বোত দংসনা।
অর্বাচঃ সীং কৃণুহ্যগ্নেঽবসে রাস্ব বাজোত বংস্ব ॥ ৪

যমাপো অদ্রয়ো বনা গর্ভমৃতস্য পিপ্রতি।
সহসা যো মথিতো জায়তে নৃভিঃ পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ৫
আ যঃ পপ্রৌ ভানুনা রোদসী উভে ধূমেন ধাবতে দিবি।
তিরস্তমো দদৃশ ঊর্ম্যাস্বা শ্যাবাস্বরুষো বৃষা শ্যাবা অরুষো বৃষা ॥ ৬
বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ্য রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎপাবক দীদিহি ॥ ৭
বিশ্বাসাং গৃহপতির্বিশামসি ত্বমগ্নে মানুষীণাম্।
শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ পাহ্যংহসঃ সমেদ্ধারং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যো যে চ দদতি ॥ ৮

ত্বং নশ্চিত্র ঊত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।
অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধং তুচে তু নঃ ॥ ৯
পর্ষি তোকং তনয়ং পর্তৃভিষ্টমদব্ধৈরপ্রযুত্বভিঃ।
অগ্নে হেলাংসি দৈব্যা যুযোধি নোঽদেবানি হ্বরাংসি চ ॥ ১০
আ সখায়ঃ সবর্দুঘাং ধেনুমজধ্বমুপ নব্যসা বচঃ। সৃজধ্বমনপস্ফুরাম্ ॥ ১১
যা শর্ধায় মারুতায় স্বভানবে শ্রবোঽমৃত্যু ধুক্ষত।
যা মৃলীকে মরুতাং তুরাণাং যা সুম্নৈরেবয়াবরী ॥ ১২
ভরদ্বাজায়াব ধুক্ষত দ্বিতা। ধেনুং চ বিশ্বদোহসমিষং চ বিশ্বভোজসম্ ॥ ১৩
তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনম্।
অর্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং বিষ্ণুং ন স্তুষ আদিশে ॥ ১৪
ত্বেষং শর্ধো ন মারুতং তুবিষ্বণ্যনর্বাণং পূষণং সং যথা শতা।
সং সহস্রা কারিষচ্চর্ষণিভ্য আঁ আবির্গূঢ়া বসূ করৎসুবেদা নো বসূ করৎ ॥ ১৫

আ মা পূষন্নুপ দ্রব শংসিষং নু তে অপিকর্ণ আঘৃণে।
অঘা অর্যো অরাতয়ঃ ॥ ১৬
মা কাকংবীরমুদ্বৃহো বনস্পতিমশস্তীর্বি হি নীনশঃ।
মোত সূরো অহ এবা চন গ্রীবা আদধতে বেঃ ॥ ১৭
দৃতেরিব তেঽবৃকমস্তু সখ্যম্। অচ্ছিদ্রস্য দধন্বতঃ সুপূর্ণস্য দধন্বতঃ ॥ ১৮
পরো হি মর্ত্যৈরসি সমো দেবৈরুত শ্রিয়া।
অভি খ্যঃ পূষৎপৃতনাসু নস্ত্বমবা নূনং যথা পুরা ॥ ১৯
বামী বামস্য ধূতয়ঃ প্রণীতিরস্তু সূনৃতা।
দেবস্য বা মরুতো মর্ত্যস্য বেজানস্য প্রযজ্যবঃ ॥ ২০
সদ্যশ্চিদ্যস্য চর্কৃতিঃ পরি দ্যাং দেবো নৈতি সূর্যঃ।
ত্বেষং শবো দধিরে নাম যজ্ঞিয়ং মরুতো বৃত্রহং শবো জ্যেষ্ঠং বৃত্রহং শবঃ ॥ ২১
সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানু জায়তে ॥ ২২

অনুবাদ : ১। হে স্তোতৃবর্গ! তোমরা প্রতি যজ্ঞে বার বার স্তোত্রদ্বারা শক্তিমান অগ্নির স্তব কর। আমরা সে অমর সর্বদর্শী, বন্ধুর ন্যায় অনুকূল দেব অগ্নির প্রশংসা করছি। ২। আমরা শক্তিপুত্রের প্রশংসা করছি কারণ তিনি প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রতি প্রসন্ন। হব্যবহনকারী সে অগ্নিকে আমরা হব্য প্রদান করি। তিনি যেন সংগ্রামে আমাদের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক হন। তিনি যেন আমাদের পুত্রগণকে রক্ষা করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী, জরা রহিত ও মহান,

তুমি সমধিক দীপ্তিসহকারে প্রকাশিত। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি অবিচ্ছিন্ন ভাবসহ বিরাজ করছ। তুমি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। ৪। হে অগ্নি! তুমি মহৎ দেবগণের যাগ কর, অতএব আমাদের যজ্ঞে নিরন্তর দেবগণের যাগ কর। তুমি আমাদের রক্ষার নিমিত্ত নিজ বুদ্ধি ও কার্যদ্বারা দেবগণকে আমাদের অভিমুখে আন। তুমি তাঁদের হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর এবং স্বয়ং তা স্বীকার কর। ৫। তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত। তোমাকে বসতীবরী অর্থাৎ সোমমিশ্রণার্থে জল, অভিষব পাষাণ ও অরণি কাষ্ঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিকগণ কর্তৃক বলপূর্বক মথিত হয়ে পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থানে অর্থাৎ দেবযজন দেশে প্রাদুর্ভূত হও। ৬। যে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূম সহকারে অন্তরিক্ষে উদিত হন, দীপ্তিমান অভীষ্টবর্ষী সে অগ্নি অন্ধকার রাতে তমোনাশ করতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান সে অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার রাত সকলের উপর অধিষ্ঠান করেন। ৭। হে দেব, দেবগণের মধ্যে কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি আমার ভ্রাতা ভরদ্বাজ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হয়ে আমাদের ধন প্রদানপূর্বক, নির্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হও। ৮। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকের গৃহপতি। হে বরুণতম অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বালিত করছি (১), তুমি আমাকে শত সংখ্যক রক্ষাদ্বারা পাপ হতে রক্ষা কর। যারা তোমার স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাদেরও রক্ষা কর। ৯। হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি! তুমি আমাদের নিকট রক্ষাসহকারে ধন প্রেরণ কর, কারণ তুমি এ সমস্ত ধনের প্রেরক। তুমি শীঘ্র আমাদের সন্ততিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। ১০। হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষাদ্বারা আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদের নিকট হতে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ বিদূরিত কর। ১১। হে বন্ধুগণ! তোমরা নবীনতর স্তোত্র সহকারে দুগ্ধবতী ধেনুর নিকট এস এবং তাকে এরূপে বিমুক্ত কর যাতে তার কোনরূপ হানি না হয়। ১২। যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনতেজা মরুৎগণকে অমরণ হেতু পয়োরূপ অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর, যিনি বৃষ্টি জলের সাথে সুখবর্ষণ করে অন্তরিক্ষ পথে পরিভ্রমণ করেন। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনু ও সকল ব্যক্তির ভোগপর্যাপ্ত অন্ন, এ দুটি সুখ দোহন কর। ১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী, বরুণের ন্যায় বুদ্ধিমান, অর্যমার ন্যায় এবং স্তুতিভাজন, বিষ্ণুর ন্যায় দানশীল, আমি ধন প্রদানার্থে তোমাদের স্তব করছি। ১৫। যাতে মরুৎগণ শত সহস্র প্রকার ধন এককালে আমাদের দেন, সেজন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহত প্রভাব ও পুষ্টিদায়ক মরুৎগণের দীপ্তবলের স্তব করছি। সে মরুৎগণ যেন আমাদের নিকট গূঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ করেন। ১৬। হে পূষা! তুমি সত্বর আমার নিকট এস। হে দীপ্তিমান দেব! তুমি ভীষণ আক্রমণকারী শত্রুগণকে পীড়িত কর। আমিও তোমার কর্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে তোমার গুণগান করি। ১৭। হে পূষা! তুমি কাকদের আশ্রয়ভূত বনস্পতিকে অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি সমন্বিত এ ঋষিকে উন্মূলিত করো না। আমার নিন্দাকারীদের সর্বতোভাবে নষ্ট কর। ব্যাধগণ যেরূপ পক্ষিগণের বন্ধনার্থে জাল বিস্তার করে, সেরূপ শত্রুগণ যেন কোনরূপে আমাদের বন্ধন করতে না পারে। ১৮। হে পূষা! দধিপূর্ণ, ছিদ্ররহিত দৃতির ন্যায় (২) তোমার বন্ধুতা যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। ১৯। হে পূষা! তুমি মর্ত্য-গণকে অতিক্রম করে অবস্থান করছ। তুমি সম্পত্তি বিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ। অতএব তুমি সংগ্রামে আমাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি রেখ। তুমি পূর্বকালে

মানবগণকে যেরূপ রক্ষা করেছিলে, সংপ্রতি আমাদের সেরূপ রক্ষা কর। ২০। হে কম্পনবিধায়ী, সম্যকরূপে স্তুতিভাজন মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রশস্ত বাণী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রণয়ন করে, তোমাদের সে সদয় ও সূনৃত বাণী আমাদের পথ প্রদর্শক হোক। ২১। যে মরুৎগণের কার্যসকল দীপ্তিমান সূর্যের ন্যায় সহসা অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয়, সে মরুৎগণ দীপ্ত, শত্রুবিজয়ী, পূজনীয়, শত্রুনাশক বল ধারণ করেন। সে শত্রুনাশক বল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ২২। একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হয়েছে, একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে, একবার মাত্র পৃশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে। এ ছাড়া তোমার মত আর উৎপাদিত হয় নি।

টীকা ঃ ১। মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা একশত বৎসর। ২। অর্থাৎ দধি রাখবার জন্য চর্মাধার। সেকালে চর্মপাত্রের অনেক ব্যবহার ছিল। সোম, সুরা বা দধি তাতে স্থাপিত হত, ঋগ্বেদের অনেক স্থানে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৪৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজের অপত্য ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

স্তুষে জনং সুব্রতং নব্যসীভির্গীর্ভির্মিত্রাবরুণা সুম্নয়ন্তা।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্তু সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ॥ ১
বিশোবিশ ঈড্যমধ্বরেষ্বদৃপ্তক্রতুমরতিং যুবত্যোঃ।
দিবঃ শিশুং সহসঃ সূনুমগ্নিং যজ্ঞস্য কেতুমরুষং যজধ্যৈ ॥ ২
অরুষস্য দুহিতরা বিরূপে স্তৃভিরন্যা পিপিশে সূরো অন্যা।
মিথস্তুরা বিচরন্তী পাবকে মন্ম শ্রুতং নক্ষত ঋচ্যমানে ॥ ৩
প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাম্।
দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ কবিঃ কবিমিয়ক্ষসি প্রযজ্যো ॥ ৪
স মে বপুশ্ছদয়দশ্বিনোর্যো রথো বিরুক্মান্মনসা যুজানঃ।
যেন নরা নাসত্যেষয়ধ্যৈ বর্তির্যাথস্তনয়ায় ত্মনে চ ॥ ৫
পর্জন্যবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষাণি জিন্বতমপ্যানি।
সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যস্য গীর্ভির্জগতঃ স্থাতর্জগদা কৃণুধ্বম্ ॥ ৬
পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ং ধাৎ।
গ্নাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষং গৃণতে শর্ম যংসৎ ॥ ৭
পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানলর্কম্।
স নো রাসচ্ছুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা ॥ ৮
প্রথমভাজং যশসং বয়োধাং সুপাণিং দেবং সুগভস্তিমৃভ্বম্।
হোতা যক্ষদ্যজতং পস্ত্যানামগ্নিস্ত্বষ্টারং সুহবং বিভাবা ॥ ৯
ভুবনস্য পিতরং গীর্ভিরাভী রুদ্রং দিবা বর্ধয়া রুদ্রমক্তৌ।
বৃহন্তমৃষ্বমজরং সুষুম্নমৃধগ্ঘুবেম কবিনেষিতাসঃ ॥ ১০
আ যুবানঃ কবয়ো যজ্ঞিয়াসো মরুতো গন্ত গৃণতো বরস্যাম্।
অচিত্রং চিদ্ধি জিন্বথা বৃধন্ত ইত্থা নক্ষন্তো নরো অঙ্গিরস্বৎ ॥ ১১
প্র বীরায় প্র তবসে তুরায়াজা যূথেব পশুরক্ষিরস্তম্।
স পিস্পৃশতি তন্বি শ্রুতস্য স্তৃভির্ন নাকং বচনস্য বিপঃ ॥ ১২
যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।
তস্য তে শর্মন্নুপদদ্যমানে রায়া মদেম তন্বাহতনা চ ॥ ১৩
তন্নোঽহির্বুধ্ন্যো অদ্ভিরর্কৈস্তৎপর্বতস্তৎসবিতা চনো ধাৎ।
তদোষধীভিরভি রাতিষাচো ভগঃ পুরন্ধির্জিন্বতু প্র রায়ে ॥ ১৪

নূ নো রয়িং রথ্যং চর্ষণিপ্রাং পুরুবীরং মহ ঋতস্য গোপাম্।
ক্ষয়ং দাতাজরং যেন জনান্ত্স্পৃধো অদেবীরভি চ ক্রমাম বিশ
আদেবীরভ্যশ্নবাম ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি নবীনতর স্তোত্রদ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের সুখাভিলাষী মিত্র ও বরুণের স্তব করছি। নিরতিশয় বলশালী মিত্র, বরুণ ও অগ্নি যেন এ যজ্ঞে আসেন এবং আমাদের স্তোত্র শোনেন। ২। যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির পূজার্হ, যিনি কার্যের অনুষ্ঠান করে দর্প করেন না, যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবী রূপ) দুই যুবতী কন্যার স্বামী, যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সে অগ্নির যাগ করবার নিমিত্ত (যজমানকে উত্তেজিত করছি)। ৩। দীপ্তিমান সূর্যের বিভিন্নরূপা দুটি কন্যা (দিবা ও রাত্রি)। তন্মধ্যে একটি নক্ষত্রসমূহ ও অন্যটি সূর্যদ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পর বিরোধী, পৃথকভাবে সঞ্চরণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদের স্তুতিভাজন এ উভয়েই যেন আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করে প্রসন্ন হন। ৪। আমাদের মহতী স্তুতি যেন মহাধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বন্দনীয়, রথ পূরণকারী বায়ুর অভিমুখে উপস্থিত হয়। হে সম্যক যাগার্হ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, নিযুত অশ্বের অধিপতি, দূরদর্শী বায়ু! তুমি মেধাবী স্তবকারীকে ধনদ্বারা সম্বর্ধনা কর। ৫। যে রথ চিন্তামাত্রে অশ্বদ্বারা যোজিত হয়, অশ্বিদ্বয়ের সে সমুজ্জ্বল রথ যেন দীপ্তিদ্বারা আমার দেহ আচ্ছন্ন করে। হে নেতা নাসত্যদ্বয়! তুমি যেন রথদ্বারা স্তবকারীর সন্ততি ও তার নিজের মনোরথ পূর্ণ করবার নিমিত্ত তোমার গৃহে গমন কর। ৬। হে বর্ষণকারী পর্জন্য ও বাত! তোমরা অন্তরিক্ষ হতে প্রাপ্য জল প্রেরণ কর। হে জ্ঞানসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, জগৎ সংস্থাপক মরুৎগণ! তোমরা যার স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হও তার সমস্ত প্রাণিজাত সমৃদ্ধ কর। ৭। পবিত্রতা বিধায়িনী, মনোজ্ঞ, বিচিত্রগমনা, বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদের যাগাদি কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যেন দেবপত্নীগণের সাথে প্রীত হয়ে স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র গৃহ ও সুখ প্রদান করেন। ৮। স্তবকারী যেন বাঞ্ছিত ফলের বশবর্তী হয়ে সমস্ত পথের অধিপতি পূজনীয় পূষার সমীপে স্তোত্র সহকারে উপস্থিত হয়। তিনি যেন আমাদের সুবর্ণশৃঙ্গ ধেনুসকল প্রদান করেন। পূষা যেন আমাদের সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করেন। ৯। দেবগণের আহ্বানকারী, দীপ্তিমান অগ্নি যেন ত্বষ্টার যাগ করেন ; ত্বষ্টারূপ সকলের আদিবিভাগকর্তা, প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল, মহান গৃহস্থ-গণের যজনীয় এবং অনায়াসে আহ্বানযোগ্য। ১০। হে স্তবকারী! তুমি দিবাভাগে এ সমস্ত স্তোত্রদ্বারা ভুবন পালক রুদ্রকে বর্ধিত কর, তুমি রাত্রিকালে রুদ্রের সম্বর্ধনা কর। আমরা দূরদর্শী রুদ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে মহান, মনোজ্ঞ, জরারহিত সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সে রুদ্রকে আহ্বান করছি। ১১। হে নিত্যতরুণ, জ্ঞানসম্পন্ন ও পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা যজমানের স্তোত্রাভিমুখে এস। হে নেতৃগণ! তোমরা এরূপে সমৃদ্ধ হয়ে এবং সঞ্চরমান রশ্মি সকলের ন্যায় ব্যাপ্ত হয়ে, বৃষ্টিদ্বারা বিরল পাদপ বনসমূহের তৃপ্তিসাধন কর। ১২। পশু-পালক যেরূপ গোযূথকে (শীঘ্র পরিচালিত করে), সেরূপ পরাক্রান্ত, বলশালী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট শীঘ্র স্তোত্র প্রেরণ কর। অন্তরিক্ষ যেরূপ নক্ষত্র মণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, সেরূপ সে মরুৎগণ মেধাবী স্তোতার সুশ্রাব্য স্তোত্রদ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হোন। ১৩। যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রম দ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করেছিলেন, সে তোমার দেওয়া গৃহে অবস্থানপূর্বক

আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি। ১৪। আমাদের মন্ত্রদ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য (১), পর্বত ও সবিতা যেন আমাদের বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন। দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদের ওষধিসহকারে সে অন্ন প্রদান করেন। সুবুদ্ধি দেব ভগ যেন ধনার্থে আমাদের প্রেরণ করেন। ১৫। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আমাদের রথযুক্ত, অসংখ্য অনুচরসমেত বহুপুত্র সমন্বিত যজ্ঞের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান কর, যা দিয়ে আমরা স্পর্ধা করে শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যকে পরাজিত করব এবং দেবভক্ত লোকদের আশ্রয় প্রদান করতে সমর্থ হব।

টীকা ঃ ১। অহির্বুধ্ন্য সম্বন্ধে ২।৩১।৬ ঋকের টীকা দেখুন, পর্বত সম্বন্ধে ১।১২২।৩ ঋকের টীকা দেখুন।

৫০ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হুবে বো দেবীমদিতিং নমোভির্মৃলীকায় বরুণং মিত্রমগ্নিম্।
অভিক্ষদামর্যমণং সুশেবং ত্রাতৃন্দেবান্ত্ সবিতারং ভগং চ ॥ ১
সুজ্যোতিষঃ সূর্য দক্ষপিতৄননাগাস্ত্বে সুমহো বীহি দেবান্।
দ্বিজন্মানো য ঋতসাপঃ সত্যাঃ স্বর্বন্তো যজতা অগ্নিজিহ্বাঃ ॥ ২
উত দ্যাবাপৃথিবী ক্ষত্রমুরু বৃহদ্রোদসী শরণং সুষুম্নে।
মহস্করথো বরিবো যথা নোঽস্মে ক্ষয়ায় ধিষণে অনেহঃ ॥ ৩
আ নো রুদ্রস্য সূনবো নমন্তামদ্যা হূতাসো বসবোঽধৃষ্টাঃ।
যদীমর্ভে মহতি বা হিতাসো বাধে মরুতো অহ্বাম দেবান্ ॥ ৪
মিম্যক্ষ যেষু রোদসী নু দেবী সিষক্তি পূষা অভ্যর্ধযজ্বা।
শ্রুত্বা হবং মরুতো যদ্ধ যাথ ভূমা রেজন্তে অধ্বনি প্রবিক্তে ॥ ৫
অভি ত্যং বীরং গির্বণসমর্চেন্দ্রং ব্রহ্মণা জরিতর্নবেন।
শ্রবদিদ্ধবমুপ চ স্তবানো রাসদ্বাজাঁ উপ মহো গৃণানঃ ॥ ৬
ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায় তনয়ায় শংযোঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রীঃ ॥ ৭
আ নো দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণো হিরণ্যপাণির্যজতো জগম্যাৎ।
যো দত্রবাঁ উষসো ন প্রতীকং ব্যূর্ণুতে দাশুষে বার্যাণি ॥ ৮
উত ত্বং সূনো সহসো নো অদ্যা দেবাঁ অস্মিন্নধ্বরে ববৃত্যাঃ।
স্যামহং তে সদমিদ্রাতৌ তব স্যামগ্নেঽবসা ব সুবীরঃ ॥ ৯
উত ত্যা মে হবমা জগ্ম্যাতং নাসত্যা ধীভির্যুবমঙ্গ বিপ্রা।
অত্রিং ন মহস্তমসোঽমুমুক্তং তূর্বতং নরা দুরিতাদভীকে ॥ ১০
তে নো রায়ো দ্যুমতো বাজবতো দাতারো ভূত নৃবতঃ পুরুক্ষোঃ।
দশস্যন্তো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা অপ্যা মৃলতা চ দেবাঃ ॥ ১১
তে নো রুদ্রঃ সরস্বতী সজোষা মীড়্হুষ্মন্তো বিষ্ণুমৃলন্তু বায়ুঃ।
ঋভুক্ষা বাজো দৈব্যো বিধাতা পর্জন্যাবাতা পিপ্যতামিষং নঃ ॥ ১২
উত স্য দেবঃ সবিতা ভগো নোঽপাং নপাদবতু দানু পপ্রিঃ।
ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ সজোষা দ্যৌর্দেবেভিঃ পৃথিবী সমুদ্রৈঃ ॥ ১৩
উত নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধো হুবানাঃ স্তুতা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্তু ॥ ১৪
এবা নপাতো মম তস্য ধীভির্ভরদ্বাজা অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
গ্না হুতাসো বসবোঽধৃষ্টা বিশ্বে স্তুতাসো ভূতা যজত্রাঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ,

মিত্র, অগ্নি, শত্রুনিধনকারী ও সেবনীয় অর্যমা, সবিতা, ভগ এবং সমুদয় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করছি। ২। হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য। তুমি দক্ষ হতে সম্ভূত উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেবগণ যাগপ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন, যাগার্হ শোভনদীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদের প্রতি অনুকূল কর। দ্বিজন্মা (অর্থাৎ ও অগ্নিজিহ্ব। ৩। হে স্বর্গ ও পৃথিবী। তোমরা সমধিক বল প্রদান কর। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! তোমরা আমাদের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশালগৃহ দাও। যাতে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য হয় তার উপায় বিধান কর। হে সদয় দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের গৃহ হতে পাপ বিদূরিত কর। ৪। গৃহপ্রদাতা অজেয় রুদ্রপুত্রগণ সম্প্রতি আহূত হয়ে যেন আমাদের নিকট আসেন, কারণ তাঁরা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্লেশের সময় আমাদের সাহায্য করবেন বলে আমরা দেব মরুৎগণকে আহ্বান করি। ৫। যে মরুৎগণের সাথে দীপ্তমান স্বর্গ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট, ধনদ্বারা স্তোতৃবর্গের সমৃদ্ধি বিধানকারী পূষা যে মরুৎগণের সেবা করেন, হে মরুৎগণ! তোমরা যেকালে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করে আস, তখন তোমাদের বিভিন্ন পথস্থিত প্রাণিবর্গ কম্পিত হতে থাকে। ৬। হে স্তবকারী! তুমি অভিনব স্তোত্রদ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব কর। এরূপে স্তূয়মান সে ইন্দ্র যেন আমাদের আহ্বান শোনেন ও আমাদের নিকট প্রভূত অন্ন প্রেরণ করেন। ৭। হে বারিরাশি! তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের নিমিত্ত অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর। তোমরা উপদ্রব সকল শান্ত ও বিদূরিত কর কারণ তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তোমরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক। ৮। যিনি উষামুখের ন্যায় যজমানের নিকট অভিলষিত ধন প্রকাশ করেন, সে রক্ষাকারী হিরণ্যপাণি পূজনীয় সবিতা যেন আমাদের নিকট আসেন। ৯। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে দেবগণকে আন। আমি যেন সর্বদা তোমার বদান্যতা অনুভব করি। হে দেব! তোমার রক্ষাবশত আমি যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হই। ১০। হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদ্বয়! তোমরা সত্বর পরিচর্যা সমন্বিত আমার স্তোত্র সমীপে এস। তোমরা অন্ধকার হতে অত্রি ঋষিকে যেরূপ মুক্ত করেছিলে সেরূপ আমাদের মুক্ত কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা আমাদের সংগ্রামদুঃখ হতে পরিত্রাণ কর। ১১। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক, পুত্রাদিসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান কর। হে স্বর্গীয় আদিত্যগণ, পার্থিব বসুগণ গোজাত অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ, অপজাত রুদ্রগণ তোমরা আমাদের মনোরথ পূর্ণ করে সুখী কর। ১২। রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপ প্রসন্ন হয়ে আমাদের সুখী করেন। পর্জন্য ও বায়ু যেন আমাদের অন্ন বর্ধিত করেন। ১৩। প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল অগ্নি যেন আমাদের রক্ষা করেন। দেবগণ ও দেবপত্নীগণের সাথে তুল্যরূপে প্রসন্ন ত্বষ্টা, দেবগণের সাথে তুল্য প্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সাথে সমান প্রীত পৃথিবী যেন আমাদের রক্ষা করেন। ১৪। অহির্বুধ্ন্য, অজ-একপাদ, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক, আমাদের দ্বারা আহূত ও স্তুত, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। ১৫। ভরদ্বাজগোত্রজ আমার পুত্রগণ এরূপে পূজা সাধন স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করছে। হে যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা হব্যদ্বারা হূত, গৃহপ্রদাতা ও অজেয়, তোমরা সকলে দেবপত্নীগণের সাথে নিয়ত পূজিত হও।

৫১ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ত্যচ্চক্ষুর্মহি মিত্রয়োরাঁ এতি প্রিয়ং বরুণয়োরদব্ধম্।
ঋতস্য শুচি দর্শতমনীকং রুক্মো ন দিব উদিতা ব্যদ্যৌৎ ॥ ১
বেদ যস্ত্রীণি বিদথান্যেষাং দেবানাং জন্ম সনুতরা চ বিপ্রঃ।
ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্নভি চষ্টে সূরো অর্য এবান্ ॥ ২
স্তুষ উ বো মহ ঋতস্য গোপানদিতিং মিত্রং বরুণং সুজাতান্।
অর্যমণং ভগমদব্ধধীতীনচ্ছা বোচে সধন্যঃ পাবকান্ ॥ ৩
রিশাদসঃ সৎপতীঁরদব্ধান্মহো রাজ্ঞঃ সুবসনস্য দাতৄন্।
যূনঃ সুক্ষত্রান্ ক্ষয়তো দিবো নৄনাদিত্যান্যাম্যদিতিং দুবোয়ু ॥ ৪
দ্যৌ৩ষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥ ৫
মা নো বৃকায় বৃক্যে সমস্মা অঘায়তে রীরধতা যজত্রাঃ।
যূয়ং হি ষ্ঠা রথ্যো নস্তনূনাং যূয়ং দক্ষস্য বচসো বভূব ॥ ॥৬
মা ব এনো অন্যকৃতং ভুজেম মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়ধ্বে।
বিশ্বস্য হি ক্ষয়থ বিশ্বদেবাঃ স্বয়ং রিপুস্তন্বং রীরিষীষ্ট ॥ ৭
নম ইদুগ্রং নম আ বিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো নমসা বিবাসে ॥ ৮
ঋতস্য বো রথ্যঃ পূতদক্ষানৃতস্য পস্ত্যসদো অদব্ধান্।
তাঁ আ নমোভিরুরুচক্ষসো নৄন্বিশ্বান্ব আ নমে মহো যজত্রাঃ ॥ ৯
তে হি শ্রেষ্ঠবর্চসস্ত উ নস্তিরো বিশ্বানি দুরিতা নয়ন্তি।
সুক্ষত্রাসো বরুণো মিত্রো অগ্নির্ঋতধীতয়ো বক্মরাজসত্যাঃ ॥ ১০
তে ন ইন্দ্রঃ পৃথিবী ক্ষাম বর্ধৎপূষা ভগো অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ।
সুশর্মাণঃ স্ববসঃ সুনীথা ভবন্তু নঃ সুত্রাত্রাসঃ সুগোপাঃ ॥ ১১
নূ সদ্মানং দিব্যং নংশি দেবা ভারদ্বাজঃ সুমতিং যাতি হোতা।
আসানেভির্যজমানো মিয়েধৈর্দেবানাং জন্ম বসূয়ুর্ববন্দ ॥ ১২
অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যম্।
দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগম্ ॥ ১৩
গ্রাবাণঃ সোম নো হি কং সখিত্বনায় বাবশুঃ।
জহী ন্যত্রিণং পণিং বৃকো হি ষঃ ॥ ১৪
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ।
কর্তা নো অধ্বন্না সুগং গোপা অমা ॥ ১৫
অপি পন্থামগন্মহি স্বস্তিগামনেহসম্।
যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। সূর্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হয়ে অন্তরিক্ষের ভূষণবৎ শোভা পাচ্ছে। ২। যিনি তিনটি জ্ঞাতব্য ভুবন অবগত আছেন, যিনি জ্ঞানশালী এবং দেবগণের দুজ্ঞেয় জন্ম বিদিত আছেন, সে সূর্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্মের পরিদর্শন করছেন এবং প্রভু হয়ে মনুষ্যগণের সঙ্গত মনোরথ পূর্ণ করছেন। ৩। আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও ভগের স্তব করি। যাঁদের কার্য অপ্রতিহত, যাঁরা অর্থসম্পন্ন ও বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, তাঁদের যশ কীর্তন করছি। ৪। হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহতপ্রভাব,

শক্তিমান, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ! আমি অদিতির শরণ নিচ্ছি, কারণ তিনি আমার পরিচর্যা কামনা করেন। ৫। হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদের সুখী কর। হে অদিতি পুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হয়ে আমাদের সমধিক সুখ প্রদান কর। ৬। হে যাগার্হ দেবগণ! তোমরা আমাদের বৃক অথবা বৃকীর বশীভূত করো না। যারা আমাদের অনিষ্ট কামনা করে, আমাদের তাদের আয়ত্ত করো না। কারণ তোমরা আমাদের দেহ, বল ও বাক্যের চালকস্বরূপ। ৭। হে দেবগণ! আমরা তোমাদেরই। আমরা যেন অন্যকৃত পাপনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বসুগণ! তোমরা যা নিষেধ কর, আমরা যেন তার অনুষ্ঠান না করি। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা বিশ্বের অধিপতি, অতএব যাতে শত্রু নিজ দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে তোমরা তার উপায় বিধান কর। ৮। নমস্কারই সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, এজন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত, আমি নমস্কারদ্বারা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। ৯। হে যাগার্হ দেবগণ! আমি নমস্কারসহকারে তোমাদের সকলের নিকট প্রণত হচ্ছি, কারণ তোমরা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধ বল সম্পন্ন, দেবযজনগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহান। ১০। তাঁরা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিসম্পন্ন; তাঁরাই আমাদের সমুদয় পাপ নাশ করুন। দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভন বলশালী, সত্যকর্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিগণের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী। ১১। ইন্দ্র, পৃথিবী, পূষা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন আমাদের বাসভূমি বর্ধিত করুন। তাঁরা যেন আমাদের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎপথ প্রদর্শক, শোভন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন। ১২। হে দেবগণ! স্তবকারী ভরদ্বাজ গোত্রজ এ ব্যক্তি যেন সত্বর একটি স্বর্গীয় বসতি লাভ করে, কারণ সে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহার্থী। হব্যদাতা ঋষি অন্যান্য যজমানের সাথে ধনাভিলাষী হয়ে দেবসমূহের স্তব করছেন। ১৩। হে অগ্নি! তুমি কুটিল পাপাচারী, দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে মানবগণের রক্ষক! তুমি আমাদের সুখ প্রদান কর। ১৪। হে সোম! আমাদের এ অভিষব পাষাণ সকল তোমার সাথে মিত্রতা কামনা করছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার কর, কারণ সে প্রকৃতই বৃক। ১৫। হে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ! তোমরা দানশীল ও দীপ্তিশালী। তোমরা পথিমধ্যে আমাদের রক্ষক ও সুখদাতা হও। ১৬। আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হয়েছি, যে পথে গমন করলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে।

৫২ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী ছন্দ।

ন তদ্দিবা ন পৃথিব্যানু মন্যে ন যজ্ঞেন নোত শমীভিরাভিঃ।
উব্জন্তু তং সুভ্বঃ পর্বতাসো নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা ॥ ১
অতি বা যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যঃ ক্রিয়মাণং নিনিৎসাৎ।
তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষমভি তং শোচতু দ্যৌঃ ॥ ২
কিমঙ্গ ত্বা ব্রহ্মণঃ সোম গোপাং কিমঙ্গ ত্বাহুরভিশস্তিপাং নঃ।
কিমঙ্গ নঃ পশ্যসি নিদ্যমানান্ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য ॥ ৩
অবন্তু মামুষসো জায়মানা অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসোঽবন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ ॥ ৪

বিশ্বদানীং সুমনসঃ স্যাম পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।
তথা করদ্বসুপতির্বসূনাং দেবা ওহানোঽবসাগমিষ্ঠঃ ॥ ৫
ইন্দ্রো নেদিষ্ঠমবসাগমিষ্ঠঃ সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা ।
পর্জন্যো ন ওষধীভির্ময়োভুরগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব ॥ ৬
বিশ্বে দেবাস আ গত শৃণুতা ম ইমং হবম্ । এদং বর্হির্নি ষীদত ॥ ৭
যো বো দেবা ঘৃতস্নুনা হব্যেন প্রতিভূষতি । তং বিশ্ব উপ গচ্ছথ ॥ ৮
উপ নঃ সূনবো গিরঃ শৃণ্বন্ত্বমৃতস্য যে । সুমৃলীকা ভবন্তু নঃ ॥ ৯
বিশ্বে দেবা ঋতাবৃধ ঋতুভির্হবনশ্রুতঃ । জুষন্তাং যুজ্যং পয়ঃ ॥ ১০
স্তোত্রমিন্দ্রো মরুদ্গণস্ত্বষ্টৃমান্মিত্রো অর্যমা । ইমা হব্যা জুষন্ত নঃ ॥ ১১
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং হোতর্বয়ুনশো যজ । চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্ ॥ ১২
বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপ দ্যবিষ্ঠ ।
যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ১৩
বিশ্বে দেবা মম শৃণ্বন্তু যজ্ঞিয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ্চ মন্ম ।
মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি বোচং সুম্নেষ্বিদ্বো অন্তমা মদেম ॥ ১৪
যে কে চ জ্মা মহিনো অহিমায়া দিবো জজ্ঞিরে অপাং সধস্থে ।
তে অস্মভ্যমিষয়ে বিশ্বমায়ুঃ ক্ষপ উস্রা বরিবস্যন্তু দেবাঃ ॥ ১৫
অগ্নীপর্জন্যাববতং ধিয়ং মেঽস্মিন্ হবে সুহবা সুষ্টুতিং নঃ ।
ইলামন্যো জনয়দ্গর্ভমন্যঃ প্রজাবতীরিষ আ ধত্তমস্মে ॥ ১৬
স্তীর্ণে বর্হিষি সমিধানে অগ্নৌ সূক্তেন মহা নমসা বিবাসে ।
অস্মিন্নো অদ্য বিদথে যজত্রা বিশ্বে দেবা হবিষি মাদয়ধ্বম্ ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি এ স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ করি না। অথবা এ যে আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের কিংবা অন্যদ্বারা সম্পাদিত আমার যাগের সমতুল্য হবে এরূপও বিবেচনা করি না। অতএব সুমহান পর্বত সকল তাঁর পীড়া বিধান করুক, অতিযাজের ঋত্বিক ও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হোক (১)। ২। হে মরুৎগণ! যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং আমার স্তোত্রের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, শক্তি সকল তোমার অনিষ্টকারক হোক এবং স্বর্গ সে স্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক (২)। ৩। হে সোম! লোকে কি জন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে? কি জন্যই বা তোমাকে নিন্দা হতে আমাদের উদ্ধার কর্তা বলে থাকে? কেনই বা আমরা শত্রুগণ কর্তৃক নিন্দিত হলে তুমি নিরপেক্ষভাবে দর্শন করছ? তুমি স্তোত্র বিদ্বেষীর প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর। ৪। আবির্ভূত উষা সকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদী সকল আমাকে রক্ষা করুক। নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজন সময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন। ৫। আমরা যেন সর্বদা স্বচ্ছন্দচিত্ত হই। আমরা যেন সর্বদা উদয়োন্মুখ সূর্যকে দর্শন করি। দেবগণের নিকট আমার হব্য বহনকারী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, মহৈশ্বর্যসম্পন্ন অগ্নি যেন আমাদের সেরূপ করেন। ৬। ইন্দ্র এবং বারিরাশিদ্বারা স্ফীত সরস্বতী নদী যেন রক্ষাসহকারে আমাদের সন্নিহিত হন। ওষধিগণের সাথে পর্জন্য যেন আমাদের সুখদাতা হন। অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হন। ৭। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা এস, আমার এ আহ্বান শ্রবণ কর এবং এ আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর। ৮। হে দেবগণ! যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করে, তোমরা সকলে তার নিকট এস। ৯। যাঁরা অমরের পুত্র, সে বিশ্বদেবগণ

আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদের সুখ প্রদান করুন। ১০। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক যথাসময়ে স্তোত্র শ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ! তোমাদের সমুচিত দুগ্ধ গ্রহণ কর। ১১। মরুৎগণের সাথে ইন্দ্র, ত্বষ্টার সাথে মিত্র এবং অর্যমা আমাদের স্তোত্র ও এ সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন। ১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! দেবগণের মধ্যে যাঁরা যাগার্হ তা অবগত হয়ে তুমি তাদের মর্যাদানুসারে আমাদের এ যাগ ক্রিয়া সম্পাদন কর। ১৩। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা অন্তরিক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান কর, আমাদের এ আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারাই হোক বা অন্য প্রকারেই হোক যাগ গ্রহণ কর। সকলে আমাদের এ আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশনপূর্বক সোমরস পান করে উল্লসিত হও। ১৪। যজ্ঞার্হ বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারিরাশির পৌত্রভূত অগ্নি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আমি যেন এরূপ স্তোত্র উচ্চারণ না করি, যা তোমাদের অগ্রাহ্য। আমরা যেন তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে সুখলাভ করে উল্লসিত হই। ১৫। পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরিক্ষে প্রাদুর্ভূত, মহান ও সংহারক-শক্তি সম্পন্ন দেবগণ যেন দিনরাত আমাদের ও সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন। ১৬। হে অগ্নি ও পর্জন্য! তোমরা আমার যাগকার্য রক্ষা কর। তোমরা অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, অতএব এ যজ্ঞে আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইলা অন্ন উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি গর্ভোৎপাদন করেন। অতএব তোমরা আমাদের সন্ততিসহকারে অন্ন প্রদান কর। ১৭। হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ! অদ্য আমাদের এ যজ্ঞে কুশ আস্তীর্ণ হলে, অগ্নি প্রজ্বালিত হলে এবং আমি স্তোত্রোচ্চারণ ও নমস্কার পুরঃসর তোমাদের পরিচর্যা করলে তোমরা হব্যদ্বারা তৃপ্তিলাভ কর।

টীকা : ১। অতিযাজ নামক কোন ঋষি ঋজিশ্বা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করতে চেষ্টা করায়, ঋজিশ্বা তাকে অভিশাপ করছেন। সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋত্বিকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা ও শত্রুতা ছিল তা প্রকাশ হয়েছে। ২। এ সূক্তে 'ব্রহ্ম' শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে, সায়ণ একবার 'স্তোত্র' ও আর একবার 'ব্রাহ্মণ' অর্থ করেছেন। এর পরের সূক্তেও এ শব্দের এরূপ অর্থ করেছেন। বলা বাহুল্য যে 'স্তোত্র', অর্থই প্রকৃত এবং সে অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি।

৫৩ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে। ধিয়ে পূষন্নয়ুজ্মহি ॥ ১
অভি নো নর্যং বসু বীরং প্রয়তদক্ষিণম্। বামং গৃহপতিং নয় ॥ ২
অদিৎসন্তং চিদাঘৃণে পূষন্দানায় চোদয়। পণেশ্চিদ্বি ম্রদা মনঃ ॥ ৩
বি পথো বাজসাতয়ে চিনুহি বি মৃধো জহি। সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ ॥ ৪
পরি তৃন্ধি পণীনামারয়া হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৫
বি পূষন্নারয়া তুদ পণেরিচ্ছ হৃদি প্রিয়ম্। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৬
আ রিখ কিকিরা কৃণু পণীনাং হৃদয়া কবে। অথেমস্মভ্যং রন্ধয় ॥ ৭
যাং পূষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে।
তয়া সমস্য হৃদয়মা রিখ কিকিরা কৃণু ॥ ৮
যা তে অষ্ট্রা গোওপশাঘৃণে পশুসাধনী। অস্যাস্তে সুম্নমীমহে ॥ ৯
উত নো গোষণিং ধিয়মশ্বসাং বাজসামুত। নৃবৎকৃণুহি বীতয়ে ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে মার্গপতি পূষা! আমরা কর্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের নিমিত্ত

রণস্থলে রথের ন্যায় তোমাকে আমাদের অভিমুখবর্তী করছি। ২। হে পূষা! তুমি আমাদের নিকট মানবহিতকারী, ধনদান বিষয়ে বিমুক্তহস্ত ও বিশুদ্ধ দানযুক্ত একটি গৃহস্থ প্রেরণ কর। ৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থে উত্তেজিত কর এবং কৃপণের হৃদয় কোমল কর। ৪। হে প্রচণ্ড বলশালী পূষা! তুমি অন্নলাভের নিমিত্ত পথ সকল পরিষ্কৃত কর। বিঘ্নকারী তস্করদের সংহার কর এবং আমাদের অনুষ্ঠান সকল সফল কর। ৫। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! তুমি সূক্ষ্ম লোহাগ্র দণ্ড দ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তাদের আমাদের বশে আন। ৬। হে পূষা! তুমি প্রতোদদ্বারা লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তার চিত্তে সদাশয়তা উৎপাদন কর এবং তাকে আমার বশে আন। ৭। হে জ্ঞানশালী পূষা! তুমি লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাঙ্কিত কর। হৃদগত কাঠিন্য সম্যকরূপে শিথিল কর এবং তাদের আমাদের বশে আন। ৮। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অন্নপ্রেরক প্রতোদ ধারণ কর, তা দিয়ে সমস্ত লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় রেখাঙ্কিত কর এবং তদগত কাঠিন্য সম্যক প্রকারে শিথিল কর। ৯। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি যে অস্ত্রদ্বারা ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, আমরা তোমার সে অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা করি। ১০। হে পূষা! তুমি আমাদের উপভোগার্থে যাগকার্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক কর।

৫৪ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সং পূষন্বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি। য এবেদমিতি ব্রবৎ ॥ ১
সমু পূষ্ণা গমেমহি যো গৃহাঁ অভিশাসতি। ইম এবেতি চ ব্রবৎ ॥ ২
পূষ্ণশ্চক্রং ন রিষ্যতি ন কোশোঽব পদ্যতে। নো অস্য ব্যথতে পবিঃ ॥ ৩
যো অস্মৈ হবিষাবিধন্ন তং পূষাপি মৃষ্যতে। প্রথমো বিন্দতে বসু ॥ ৪
পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষত্বর্বতঃ। পূষা বাজং সনোতু নঃ ॥ ৫
পূষন্ননু প্র গা ইহি যজমানস্য সুন্বতঃ। অস্মাকং স্তুবতামুত ॥ ৬
মাকির্নেশন্মাকীং রিষন্মাকীং সং শারি কেবটে। অথারিষ্টাভিরা গহি ॥ ৭
শৃণ্বন্তং পূষণং বয়মির্যমনষ্টবেদসম্। ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৮
পূষন্তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেম কদা চন। স্তোতারস্ত ইহ স্মসি ॥ ৯
পরি পূষা পরস্তাদ্ধস্তং দধাতু দক্ষিণম্। পুনর্নো নষ্টমাজতু ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে পূষা! তুমি আমাদের এরূপ একটি বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গত কর যিনি আমাদের প্রকৃতরূপে পথ প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এটিই সেই (১)।' ২। আমরা যেন পূষার অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তির সাথে মিলিত হই যিনি সমস্ত গৃহ আমাদের প্রদর্শন করাবেন এবং বলবেন 'এগুলিই সেই।' ৩। পূষার আয়ুধভূত চক্র বিনষ্ট হয় না। এ চক্রের কোশ হীন হয় না এবং এর ধারা কুণ্ঠিত হয় না। ৪। যে ব্যক্তি হব্যদ্বারা পূষার পরিচর্যা করে, পূষা তার কিঞ্চিন্মাত্র অপকার করে না এবং সে ব্যক্তিই প্রধানত ধন লাভ করে। ৫। পূষা যেন রক্ষা করবার নিমিত্ত আমাদের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদের অশ্বগণকে রক্ষা করেন তিনি যেন আমাদের অন্ন প্রদান করেন। ৬। হে পূষা! তুমি রক্ষণার্থে সোমাভিষবকারী যজমানের গোগণের অনুসরণ কর এবং তোমার স্তোত্রোচ্চারণকারী আমাদের ও ধেনুগণের অনুসরণ কর। ৭। হে পূষা! আমাদের গোধন যেন নষ্ট না হয়। এ যেন ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সে ধেনুগণের সাথে সায়ংকালে

এস (২)। ৮। আমার স্তোত্র শ্রবণকারী, দারিদ্র্যনাশক, অবিনষ্টধন, অখিল জগতের অধিপতি, পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি। ৯। হে পূষা! যেকালে আমরা তোমার উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, সে সময় যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা তোমার স্তব করে যেন সেরূপ হই। ১০। পূষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদের গোধনকে বিপথ গমন হতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন।

টীকা : ১। অর্থাৎ সন্দেহ স্থলে যে ব্যক্তি পথ বা গৃহ নির্ণয় করে দেবে। কিন্তু সায়ণ অর্থ করেছেন যে, সে ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্য বার করে দেবে। এ অর্থ অসঙ্গত। ২। গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করত, সে প্রকৃতির সূর্যই পূষা। সুতরাং তাঁর হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদের সৎপথে নিয়ে যান, ইত্যাদি। ১।৪২।১০ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৫ সূক্ত ।। পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এহি বাং বিমুচো নপাদাঘৃণে সং সচাবহৈ। রথীর্ঋতস্য নো ভব ॥ ১
রথীতমং কপর্দিনমীশানং রাধসো মহঃ। রায়ঃ সখায়মীমহে ॥ ২
রায়ো ধারাস্যাঘৃণে বসো রাশিরজাশ্ব। ধীবতোধীবতঃ সখা ॥ ৩
পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষাম বাজিনং। স্বসুর্যো জার উচ্যতে ॥ ৪
মাতুর্দিধিষুমব্রবং স্বসুর্জারঃ শৃণোতু নঃ! ভ্রাতেন্দ্রস্য সখা মম ॥ ৫
আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্। দেবং বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে দীপ্তিসম্পন্ন বিমুচোনপাৎ পূষা! তোমার স্তবকারী আমার নিকট আসুক। আমরা উভয়ে সঙ্গত হই। তুমি আমাদের যজ্ঞের নেতা হও। ২। আমরা রথিশ্রেষ্ঠ, কপর্দী অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমাদের মিত্রভূত পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করছি। ৩। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি ধন প্রবাহস্বরূপ। তুমি ধনরাশি স্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য নির্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত। ৪। অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সে পূষার স্তব করছি, যাঁকে লোকে তাঁর ভগিনী অর্থাৎ ঊষার জার বলে থাকে (১)। ৫। রাত্রিরূপ মাতার পতিদেব পূষার স্তব করছি। তাঁর ভগিনীর জার পূষা আমাদের স্তোত্র শুনুন। ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদের মিত্র হন। ৬। রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোতৃবর্গের আশ্রয়ভূত পূষার রথ বহন পূর্বক তাঁকে এ স্থানে আনুন।

টীকা : ১। সূর্যকে অনেক স্থানেই ঊষার প্রণয়ী বা জার বলে বর্ণনা করা হয়।

৫৬ সূক্ত ।। পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

য এনমাদিদেশতি করম্ভাদিতি পূষণং। ন তেন দেব আদিশে ॥ ১
উত ঘা স রথীতমঃ সখ্যা সৎপতির্যুজা। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ২
উতাদঃ পরুষে গবি সুরশ্চক্রং হিরণ্যয়ং। ন্যৈরয়দ্রথীতমঃ ॥ ৩
যদদ্য ত্বা পুরুষ্টুত ব্রবাম দস্র মন্তুমঃ। তৎসু নো মন্ম সাধয় ॥ ৪
ইমং চ নো গবেষণং সাতয়ে সীষধো গণম্। আরাৎ পূষন্নসি শ্রুতঃ ॥ ৫
আ তে স্বস্তিমীমহ আরে অঘামুপাবসুম্।
অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্চ সর্বতাতয়ে ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। যিনি পূষাকে করম্ভের অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত যবসক্তুর ভোক্তা বলে

স্তব করেন, তাঁকে অন্য দেবের স্তব করতে হয় না। ২। রথিশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র, মিত্রভূত পূষার সাহায্যে শত্রু সংহার করেন। ৩। চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, পূষা দীপ্তিমান, সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছেন। ৪। হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্তি জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ করে তোমার স্তব করছি, তুমি আমাদের সে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। ৫। গোকাম এ সমস্ত মানবগণকে গো-লাভদ্বারা চরিতার্থ কর। হে পূষা! তুমি দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছ। ৬। হে পূষা! আমরা অদ্যকার ও পরদিনের যজ্ঞসম্পাদনার্থে তোমার সে রক্ষা প্রার্থনা করছি; সে রক্ষা পাপ হতে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিকৃষ্ট।

৫৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে। হুবেম বাজসাতয়ে ॥ ১
সোমমন্য উপাসদৎ পাতবে চম্বোঃ সুতম্। করম্ভমন্য ইচ্ছতি ॥ ২
অজা অন্যস্য বহ্নয়ো হরী অন্যস্য সম্ভৃতা। তাভ্যাং বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৩
যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ। তত্র পূষাভবৎ সচা ॥ ৪
তাং পূষ্ণঃ সুমতিং বয়ং বৃক্ষস্য প্র বয়ামিব। ইন্দ্রস্য চা রভামহে ॥ ৫
উৎপূষণং যুবামহেঽভীশূঁরিব সারথিঃ। মহ্যা ইন্দ্রং স্বস্তয়ে ॥ ৬

অনুবাদ: ১। হে ইন্দ্র ও পূষা! অদ্য আমরা আমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদের সাথে বন্ধুত্বের জন্য ও অন্নলাভের নিমিত্ত তোমাদের আহ্বান করছি। ২। তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ ইন্দ্র পাত্র মধ্যে অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ পূষা করম্ভ ভোজন করতে অভিলাষ করেন। ৩। একের বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্থূলকায় অশ্বদ্বয় এবং তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র সে অশ্বদ্বয়সহকারে বৃত্র সংহার করেন। ৪। যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা তাঁর সহায় হন। ৫। আমরা বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার ন্যায় পূষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আছি। ৬। সারথি যেরূপ রশ্মি আকর্ষণ করে আমাদের প্রকৃষ্ট কল্যাণের নিমিত্ত আমরাও সেরূপ পূষা ও ইন্দ্রকে আমাদের নিকট আকর্ষণ করছি।

৫৮ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু ॥ ১
অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ংজিন্বো ভুবনে বিশ্বে অর্পিতঃ।
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎসংচক্ষাণো ভুবনা দেব ঈয়তে ॥ ২
যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্ময়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্যস্য কামেন কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥ ৩
পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা ইলস্পতির্মঘবা দস্মবর্চাঃ।
যং দেবাসো অদদুঃ সূর্যায়ৈ কামেন কৃতং তবসং স্বঞ্চম্ ॥ ৪

অনুবাদ: ১। হে পূষা! তোমার একরূপ দিবা শুক্রবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্যের ন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি তোমার কল্যাণকর দান প্রকাশিত হোক। ২। যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁর গৃহ

অন্নপূর্ণ, তিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ। যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সে দেব পূষা সূর্যরূপে ভূতজাতকে প্রকাশিত করে নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করে নভোমণ্ডলে গমন করছেন। ৩। হে পূষা, তোমার যে সমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরিক্ষ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তা দিয়ে তুমি সূর্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন কর; তুমি হব্যরূপ অন্নাথী, স্তোতৃগণ তোমাকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত পশ্বাদি দ্বারা বশীভূত করে। ৪। পূষা স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ মূর্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত পশ্বাদি দ্বারা প্রসাদ-যোগ্য ও শোভন গমনকারী তাঁকে দেবগণ সূর্য পত্নীর নিকট সমর্পণ করেছিলেন।

৫৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র নু বোচা সুতেষু বাং বীর্যা যানি চক্রথুঃ।
হতাসো বাং পিতরো দেবশত্রব ইন্দ্রাগ্নী জীবথো যুবম্ ॥ ১
বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহমাতরা ॥ ২
ওকিবাংসা সুতে সচাঁ অশ্বা সপ্তী ইবাদনে।
ইন্দ্রান্বগ্নী অবসেহ বজ্রিণা বয়ং দেবা হবামহে ॥ ৩
য ইন্দ্রাগ্নী সুতেষু বাং স্তবত্তেষ্বৃতাবৃধা।
জোষবাকং বদতঃ পজ্রহোষিণা ন দেবা ভসথশ্চন ॥ ৪
ইন্দ্রাগ্নী কো অস্য বাং দেবৌ মর্তশ্চিকেততি।
বিষূচো অশ্বানুযুজান ঈয়ত একঃ সমান আ রথে ॥ ৫
ইন্দ্রাগ্নী অপাদিয়ং পূর্বাগাৎ পদ্বতীভ্যঃ।
হিত্বী শিরো জিহ্বয়া বাবদচ্চরত্ত্রিংশৎপদা ন্যক্রমীৎ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী আ হি তন্বতে নরো ধন্বানি বাহ্বোঃ।
মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্ক্তং গবিষ্টিষু ॥ ৭
ইন্দ্রাগ্নী তপন্তি মাঘা আর্যো অরাতয়ঃ।
অপ দ্বেষাংস্যা কৃতং যুযুতং সূর্যাদধি ॥ ৮
ইন্দ্রাগ্নী যুবোরপি বসু দিব্যানি পার্থিবা।
আ ন ইহ প্র যচ্ছতং রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম্ ॥ ৯
ইন্দ্রাগ্নী উক্‌থবাহসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা।
বিশ্বাভির্গীর্ভিরা গতমস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে বীরত্ব প্রকাশ করেছ, সোমরস অভিষুত হলে আমি তোমাদের সে বীরত্ব আগ্রহ সহকারে কীর্তন করি। দেবদ্বেষ্টা অসুরগণ তোমাদের দ্বারা নিহত হয়েছে অথচ তোমরা অক্ষত আছ। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয় সে সকল যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদের উভয়েরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদের মাতা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। ৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় যেরূপ ভক্ষণীয় ঘাসের অভিমুখে গমন করে, সোমরস অভিষুত হলে তোমরাও সেরূপ সমবেত হয়ে গমন কর। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও দানাদিগুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এ যজ্ঞে আহ্বান করছি। ৪। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিষুত হলে অপ্রীতিকর স্তোত্রদ্বারা কুৎসিতরূপে তোমাদের স্তব করে, তোমরা তার প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর না। ৫। হে

দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি ! কোন মর্ত্য তোমাদের এ কার্যের বিচারক হবে যখন তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থাৎ সূর্যাত্মক ইন্দ্র বিবিধরূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত করে অগ্নির সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক গমন করেন। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! পাদরহিত এ উষা প্রাণিবর্গের শিরোদেশ উত্তেজিত করে এবং তাদের জিহ্বাদ্বারা উচ্চ শব্দ করিয়ে পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখবর্তিনী হচ্ছেন। এরূপে ত্রিশপদ ত্রিংশৎমুহূর্ত অতিক্রম করছেন। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যোদ্ধা পুরুষগণ হস্তদ্বয়দ্বারা ধনুক বিস্তারিত করে। তোমরা এ মহাসংগ্রামে গোগণের অনুসন্ধান সময়ে আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! হননশীল, আক্রমণকারী শত্রুগণ আমাদের পীড়িত করছে। তুমি আমার শত্রুগণকে বিদূরিত কর ও তাদের সূর্যদর্শন হতে বঞ্চিত কর অর্থাৎ বিনষ্ট কর। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা দিব্য ও পার্থিব সকল ধনেরই অধিপতি। অতএব এ যজ্ঞে আমাদের সমগ্র জীবনপোষক ধন প্রদান কর। ১০। হে স্তোত্রদ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের এ সোমরস পান করবার নিমিত্ত এস কারণ তোমরা স্তোত্র ও সমুদয় উপাসনা সমন্বিত আহ্বান শ্রবণ কর।

৬০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা যো অগ্নী সহুরী সপর্যাৎ।
ইরজ্যন্তা বসব্যস্য ভূরেঃ সহস্তমা সহসা বাজয়ন্তা ॥ ১
তা যোধিষ্টমভি গা ইন্দ্র নূনমপঃ স্বরুষসো অগ্ন ঊড়্হাঃ।
দিশঃ স্বরুষস ইন্দ্র চিত্রা অপো গা অগ্নে যুবসে নিযুত্বান্ ॥ ২
আ বৃত্রহণা বৃত্রহভিঃ শুষ্মৈরিন্দ্র যাতং নমোভিরগ্নে অর্বাক্।
যুবং রাধোভিরকবেভিরিন্দ্রাগ্নে অস্মে ভবতমুত্তমেভিঃ ॥ ৩
তা হুবে যয়োরিদং পপ্নে বিশ্বং পুরা কৃতং। ইন্দ্রাগ্নী ন মর্ধতঃ ॥ ৪
উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্নী হবামহে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥ ৫
হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতী। হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী যুবামিমেঽভি স্তোমা অনূষত। পিবতং শম্ভুবা সুতম্ ॥ ৭
যা বাং সন্তি পুরুস্পৃহো নিযুতো দাশুষে নরা। ইন্দ্রাগ্নী তাভিরা গতম্ ॥ ৮
তাভিরা গচ্ছতং নরোপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯
তমীলিষ্ব যো অর্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ। কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ১০
য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্যঃ। দ্যুম্নায় সুতরাং অপঃ ॥ ১১
তা নো বাজবতীরিষ আশূৎপিপৃতমর্বতঃ। ইন্দ্রমগ্নিং চ রোড়্হবে ॥ ১২
উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ।
উভা দাতারাবিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাম্ ॥ ১৩
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যৈর্বসব্যৈরুপ গচ্ছতম্।
সখায়ৌ দেবৌ সখ্যায় শম্ভুবেন্দ্রাগ্নী তা হবামহে ॥ ১৪
ইন্দ্রাগ্নী শৃণুতং হবং যজমানস্য সুন্বতঃ।
বীতং হব্যান্যা গতং পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। যিনি বিপুল ধনের অধিপতি, বলপূর্বক শত্রু নিধনকারী ও অন্নাভিলাষী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্যা করেন, তিনি শত্রুসংহার ও অন্নলাভ করেন। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অপহৃত ধেনুবৃন্দ, বারিরাশি, সূর্য ও উষা সকলের জন্য যুদ্ধ করেছিলে। হে ইন্দ্র ! তুমি দিকসমূহ সূর্য, ঊষা, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সাথে যোজিত করেছ। হে অগ্নি ! নিযুত সংখ্যক অশ্বের

অধিপতি ! তুমিও এরূপ কার্য সম্পাদন করেছ। ৩। হে বৃত্র সংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের হব্যান্নদ্বারা পরিপুষ্ট হবার নিমিত্ত শত্রুনাশক বল সহকারে আমাদের অভিমুখে এস। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অনিন্দনীয় ও অত্যুৎকৃষ্ট ধনের সাথে আমাদের নিকট আবির্ভূত হও। ৪। পূর্বকালে যাঁদের সমস্ত বারকার্য ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে, আমি সে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা স্তোতৃবর্গের হিংসা করেন না। ৫। আমরা প্রচণ্ড বলশালী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। তাঁরা যেন এরূপ সংগ্রামে আমাদের কৃতকার্য করে সুখী করেন। ৬। সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্মিক ও অধার্মিক কৃত সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করছেন। তাঁর সমুদয় বিদ্বেষকারিগণকে সংহার করেছেন। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! এ সকল স্তোতা তোমাদের স্তব করছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা অভিষুত এ সোমরস পান কর। ৮। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমাদের বহুলোকস্পৃহণীয় ও হব্যদাতার নিমিত্ত উৎপন্ন যে নিযুত অশ্ব আছে, তোমরা সে সমস্ত অশ্বে আরোহণপূর্বক এস। ৯। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এ সবনে অভিষুত সোমরস পান করবার নিমিত্ত এস। ১০। হে স্তবকারী ! যিনি শিখাদ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং জ্বালারূপ জিহ্বাদ্বারা তাদের কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সে অগ্নির স্তব কর। ১১। যে মর্ত্য প্রজ্বলিত অগ্নিকে ইন্দ্রের সুখ দায়ক হব্য প্রদান করেন, ইন্দ্র সে ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অন্নের কল্যাণকর বারিবর্ষণ করেন। ১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা আমাদের বলবান অন্ন এবং হব্য বলবান করবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর। ১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! আমি হোমদ্বারা অনুকূল করবার জন্য তোমাদের উভয়কেই আহ্বান করছি। হব্যদ্বারা যুগপৎ তৃপ্তিবিধান করবার নিমিত্ত আমি উভয়কেই আহ্বান করছি। তোমরা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি অন্নলাভার্থে উভয়কেই আহ্বান করছি। ১৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও বিপুল ধনসহকারে আমাদের অভিমুখে এস। আমরা মিত্রতালাভের নিমিত্ত মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। ১৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা সোমাভিষবকারী যজমানের আহ্বান শ্রবণ কর ! তোমরা হব্য কামনা কর আগমন কর, এবং মধুর সোমরস পান কর।

৬১ সূক্ত ।। সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১
ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎ সানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২
সরস্বতী দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥ ৩
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু ॥ ৪
যস্ত্বা দেবী সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে। ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥ ৫
ত্বং দেবী সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পূষেব নঃ সনিম্ ॥ ৬
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্
যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥ ৮
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৃরন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্যঃ ॥ ৯
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০

আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্ । সরস্বতী নিদস্পাতু ॥ ১১
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চ জাতা বর্ধয়ন্তী । বাজেবাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২
প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা ।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥ ১৩
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্ ।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণমোচনকারী দিবোদাস নামক একটি পুত্র প্রদান করেছেন। তিনি নিয়ত কেবল আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণি সংহার করেছেন। হে সরস্বতী দেবি ! তোমার এ সমস্ত দান অতি মহৎ। ২। এ নদীরূপী সরস্বতী মৃণালখননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান তরঙ্গসহকারে পর্বতসানু সকল ভগ্ন করছেন। আমরা রক্ষার নিমিত্ত স্তুতি ও যজ্ঞদ্বারা উভয় কূলনাশিনী সরস্বতীর পরিচর্যা করছি। ৩। হে সরস্বতি ! তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করেছ এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃসয়ের পুত্রকে সংহার করেছ (১)। হে অন্নসম্পন্না সরস্বতী দেবি ! তুমি মানবগণকে ভূমি প্রদান করেছ এবং তাদের জন্য বারিবর্ষণ করেছ। ৪। দানশালিনী, অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন। ৫। হে দেবি সরস্বতী ! যে ব্যক্তি তোমাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে, সে ব্যক্তি যখন ধনলাভার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাকে তুমি তখন রক্ষা করো। ৬। হে অন্নশালিনী, দেবি সরস্বতি ! তুমি সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করো এবং পূষার ন্যায় আমাদের ভোগযোগ্য ধন প্রদান করো। ৭। ভীষণা, হিরণ্ময় রথে আরূঢ়া শত্রুঘাতিনী সে সরস্বতী যেন আমাদের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন। ৮। যাঁর অপরিমিত, অকুটিল দীপ্ত, অপ্রতিহতগতি, জলবর্ষীবেগ প্রচণ্ড শব্দ করে বিচরণ করে। ৯। নিয়ত ভ্রমণকারী সূর্য যেরূপ দিন সকলকে আনেন, সেরূপ সে সরস্বতী যেন আমাদের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করেন এবং সলিলময়ী নিজ অন্যান্য ভগিনীগণকে আমাদের নিকট আনেন। ১০। সপ্ত নদীরূপ সপ্ত ভগিনী সম্পন্না (২) প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা, আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন। ১১। পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশ সকলকে যিনি নিজ দীপ্তিদ্বারা পূর্ণ করেছেন, সে সরস্বতী দেবী যেন নিন্দুক হতে আমাদের রক্ষা করেন। ১২। ত্রিলোকব্যাপিনী, সপ্তাবয়বা, পঞ্চশ্রেণীর (৩) সমৃদ্ধিবিধায়িনী সরস্বতী দেবী যেন প্রতিযুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন। ১৩। যিনি মাহাত্ম্য ও কীর্তিদ্বারা এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ, যিনি নদীসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বেগবতী, যিনি শ্রেষ্ঠতা হেতু নিরতিশয় গুণশালিনী হয়েছেন, সে সরস্বতী জ্ঞানী স্তোতার স্তুতিভাজন হন। ১৪। হে সরস্বতি ! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে নিয়ে যাও। তুমি আমাদের হীন করো না। অধিক জলদ্বারা আমাদের উৎপীড়িত করো না। তুমি আমাদের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হতে অপকৃষ্টস্থানে গমন না করি (৪)।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন বৃসয় ত্বষ্টার একটি নাম এবং তার পুত্র বৃত্র, যে বৃত্রকে ইন্দ্র বধ করেন। সায়ণ আরও বলেন যে, ইন্দ্র ত্বষ্টার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্রকে হনন করলে ত্বষ্টা একটি সোম যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র আহূত না হলেও সেখানে এসে সোম পান করে যান। তাতে ত্বষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে 'ইন্দ্র ঘাতক' এক পুত্র পাবার জন্য যজ্ঞ করেন। উচ্চারণ দোষে 'ইন্দ্র ঘাতক' শব্দ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে গৃহীত

না হয়ে বহুব্রীহি সমাসে গৃহীত হলে, সুতরাং ত্বষ্টার বৃত্র নামে দ্বিতীয় যে পুত্র হলে, ইন্দ্র তারও ঘাতক হলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার এক পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেছিলে, ঋগ্বেদে তা স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। ২।১১।১৯ ঋক ও টীকা দেখুন। কিন্তু বৃত্র হে ত্বষ্টার দ্বিতীয় সন্তান তার কোনও উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই এবং মন্ত্রের উচ্চারণ দোষে সে বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না হয়ে ইন্দ্র তার ঘাতক হয়ে ছিলেন, এ মন্ত্রোচ্চারণ স্পর্ধী পুরোহিত কল্পিত বালকোচিত উপন্যাস ঋগ্বেদের সময়ের নয়, অনেক পরে পুরোহিত প্রাধান্যের সময় সৃষ্ট হয়েছে। যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পণিকর্তৃক গাভী অপহরণের কথা এবং গ্রীক ভাষায় ইলিয়দের গল্প একই মনে করেন, তাঁরা বৃসয়ও Brisesকেও এক মনে করেন। 'In the Iliad, Briseis, the daughter of Brises, is one of the first captives taken by the advancing army of the West. In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen hy Pani, they are said to have conquered the offspring of Brisaya,'—Max Muller's Science of Language (1882), vol, II, P. 515. ১।৬।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে। ৩। এখানে 'পঞ্চ জাতা' অর্থে সায়ণ চার জাতি ও নিষাদ করেছেন। ৪। অর্থাৎ সরস্বতী নদীতীরবাসী আর্যগণ সেখানে চিরকাল বাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

৬২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স্তুষে নরা দিবো অস্য প্রসন্তাশ্বিনা হুবে জরমাণো অর্কৈঃ।
যা সদ্য উস্রা ব্যুষি জ্মো অন্তান্যুযূষত পর্যুরূ বরাংসি ॥ ১
তা যজ্ঞমা শুচিভিশ্চক্রমাণা রথস্য ভানুং রুরুচূ রজোভিঃ।
পুরূ বরাংস্যমিতা মিমানাপো ধন্বান্যতি যাথো অজ্রান্ ॥ ২
তা হ ত্যদ্বর্তির্যদরধ্রমুগ্রেত্থা ধিয় উহথুঃ শশ্বদশ্বৈঃ।
মনোজবেভিরিষিরৈঃ শয়ধ্যৈ পরি ব্যথির্দাশুষো মর্ত্যস্য ॥ ৩
তা নব্যসো জরমাণস্য মন্মোপ ভূষতো যুযুজানসপ্তী।
শুভং পৃক্ষমিষমূর্জং বহন্তা হোতা যক্ষৎপ্রত্নো অধ্রুগ্ যুবানা ॥ ৪
তা বল্গূ দস্রা পুরুশাকতমা প্রত্না নব্যসা বচসা বিবাসে।
যা শংসতে স্তুবতে শম্ভবিষ্ঠা বভূবতুর্গৃণতে চিত্ররাতী ॥ ৫
তা ভুজ্যুং বিভিরদ্ভ্যঃ সমুদ্রাত্তুগ্রস্য সূনুমূহথূ রজোভিঃ।
অরেণুভির্যোজনেভির্ভুজন্তা পতত্রিভিরর্ণসো নিরুপস্থাৎ ॥ ৬
বি জয়ুষা রথ্যা যাতমদ্রিং শ্রুতং হবং বৃষণা বধ্রিমত্যাঃ।
দশস্যন্তা শয়বে পিপ্যথুর্গামিতি চ্যবানা সুমতিং ভুরণ্যূ ॥ ৭
যদ্রোদসী প্রদিবো অস্তি ভূমা হেলো দেবানামুত মর্ত্যত্রা।
তদাদিত্যা বসবো রুদ্রিয়াসো রক্ষোযুজে তপুরঘং দধাত ॥ ৮
য ঈং রাজানাবৃতুথা বিদধদ্রজসো মিত্রো বরুণশ্চিকেতৎ।
গংভীরায় রক্ষসে হেতিমস্য দ্রোঘায় চিদ্বচস আনবায় ॥ ৯
অন্তরৈশ্চক্রৈস্তনয়ায় বর্তির্দ্যুমতা যাতং নৃবতা রথেন।
সনুত্যেন ত্যজসা মর্তস্য বনুষ্যতামপি শীর্ষা বিবৃক্তম্ ॥ ১০
আ পরমাভিরুত মধ্যমাভির্নিযুদ্ভির্যাতমবমাভিরর্বাক্।
দৃড়্হস্য চিদ্গোমতো বি ব্রজস্য দুরো বর্তং গৃণতে চিত্ররাতী ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যাঁরা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্যন্ত

প্রদেশ হতে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এ ভুবনের ঈশ্বর, সে অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতি করে আহ্বান করি। ২। তাঁরা যজ্ঞাভিমুখে এসে নির্মল তেজবলে রথের দীপ্তি প্রকাশ করেন এবং প্রভূত তেজসমূহ অপরিমিতরূপে নির্মাণ করে জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম করে নিয়ে যান। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উগ্র, তোমরা সে অসমৃদ্ধ গৃহে গমন কর এবং এ প্রকারে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ দ্বারা স্তোতৃগণকে নিয়ে যাও। তোমরা হব্যদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর। ৪। তাঁরা অশ্বযোজিত করতে করতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করে নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্র সমীপে আসেন। তাঁরা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ অগ্নি তাঁদের যাগ করুন। ৫। যাঁরা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সে রুচির, বহুকর্মবিশিষ্ট, পুরাণ এবং দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়কে নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ৬। তোমরা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা করে রেণুরহিত মার্গে রথযুক্ত, গমনশীল অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের জল হতে বাহির করেছ। ৭। হে রথারূঢ় অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয়শীল রথদ্বারা পর্বত বিনাশ কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শোন। তোমরা অভিলষিত দান করে থাক। তোমরা স্তুতিকারীর নিবৃত্ত প্রসবা গাভীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এ প্রকারে সুস্তুতিগামী হয়ে সর্বত্রগামী হও। ৮। হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিত্যগণ! হে বসুগণ! হে রুদ্রপুত্রগণ! অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক মনুষ্যগণের প্রতি দেবগণের যে মহান ক্রোধ আছে, তোমরা সে তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননার্থে প্রেরণ কর। ৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এ অশ্বিদ্বয়কে যথাকালে পরিচর্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁকে জানেন। তিনি মহাবল রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমবা উত্তম চক্রবিশিষ্ট দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথিযুক্ত রথে আরোহণ করে সন্তান দানের জন্য আমাদের গৃহে এস এবং ক্রোধ ত্যাগ করে মনুষ্যগণের বিঘ্নকারীদের মস্তক ছিন্ন কর। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে এস, দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বারা অপাবৃত কর, আমি স্তুতি করছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর।

৬৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, একপদা ছন্দ।

ক্বত্যা বল্গূ পুরুহূতাদ্য দূতো ন স্তোমোঽবিদন্নমস্বান্।
আ যো অর্বাঙ্‌নাসত্যা ববর্ত প্রেষ্ঠা হ্যসথো অস্য মন্মন্ ॥ ১
অরং মে গন্তং হবনায়াস্মৈ গৃণানা যথা পিবাথো অন্ধঃ।
পরি হ ত্যদ্বর্তির্যাথো রিষো ন যৎপরো নান্তরস্তুতুর্যাৎ ॥ ২
অকারি বামন্ধসো বরীমন্নস্তারি বর্হিঃ সুপ্রায়ণতমম্।
উত্তানহস্তো যুবয়ুর্ববন্দা বাং নক্ষন্তো অদ্রয় আঞ্জন্ ॥ ৩
ঊর্ধ্বো বামগ্নিরধ্বরেষ্বস্থাৎ প্র রাতিরেতি জূর্ণিনী ঘৃতাচী।
প্র হোতা গূর্তমনা উরাণোঽযুক্ত যো নাসত্যা হবীমন্ ॥ ৪
অধি শ্রিয়ে দুহিতা সূর্যস্য রথং তস্থৌ পুরুভুজা শতোতিম্।
প্র মায়াভির্মায়িনা ভূতমত্র নরা নৃতূ জনিমন্যজ্ঞিয়ানাম্ ॥ ৫
যুবং শ্রীভির্দর্শতাভিরাভিঃ শুভে পুষ্টিমূহথুঃ সূর্যায়াঃ।
প্র বাং বয়ো বপুষেঽনু পপ্তন্নক্ষদ্বাণী সুষ্টুতা ধিষ্ণ্যা বাম্ ॥ ৬

আ বাং বয়োঽশ্বাসো বহিষ্ঠা অভি প্রয়ো নাসত্যা বহন্তু।
প্র বাং রথো মনোজবা অসর্জীষঃ পৃক্ষ ইষিধো অনু পূর্বীঃ ॥ ৭
পুরু হি বাং পুরুভুজা দেষ্ণং ধেনুং ন ইষং পিন্বতমসক্রাম্।
স্তুতশ্চ বাং মাধ্বী সুষ্টুতিশ্চ রসাশ্চ যে বামনু রাতিমগ্মন্ ॥ ৮
উত ম ঋজ্রে পুরয়স্য রঘ্বী সুমীড়্হে শতং পেরুকে চ পক্কা।
শাণ্ডো দাদ্ধিরণিনঃ স্মদ্দিষ্টীন্দশ বশাসো অভিষাচ ঋষ্বান্ ॥ ৯
সা বাং শতা নাসত্যা সহস্রাশ্বানাং পুরুপন্থা গিরে দাৎ।
ভরদ্বাজায় বীর নূ গিরে দাদ্ধতা রক্ষাংসি পুরুদংসসা স্যুঃ ॥ ১০
আ বাং সুম্নে বরিমন্ত্সূরিভিঃ ষ্যাম্ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত স্তোম মনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁদের লাভ করে। এ স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্তিত করেছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হও। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা স্তূয়মান হয়ে সোমপান কর, আমাদের গৃহ শত্রু হতে রক্ষা কর, দূরবর্তী অথবা নিকটবর্তী শত্রু যেন তাকে হিংসা করতে না পারে। ৩। তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হয়েছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হয়েছে, তোমাদের অভিলাষ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে লোকে বন্দনা করছে। প্রস্তর সকল তোমাদের ব্যাপ্ত করে সোমরস ব্যক্ত করেছে। ৪। অগ্নি তোমাদের যজ্ঞের জন্য উর্ধ্বে উত্থিত হন ও যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, সে হোতা, বহুকর্মা ও অত্যন্ত উদ্যুক্ত মনস্ক হন। ৫। হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! সূর্যদুহিতা, তোমাদের বহুরক্ষক রথ শোভিত করবার জন্য অধিষ্ঠান করেছিলেন। তোমরা দেবগণের এ জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হও। ৬। তোমরা এ দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্যের শোভার জন্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হও। তোমাদের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদের ব্যাপ্ত করে। ৭। হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদের অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদের মনের ন্যায় বেগশালী রথ সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হয়েছে। ৮। হে অনেকের রক্ষক অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অনেক ধন আছে অতএব তোমরা আমাদের প্রীত কর এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। হে মাদয়িতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যা তোমাদের দানের উদ্দেশে গমন করে, এরূপ সোমরসও আছে। ৯। আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীঘ্রগামী বড়বাদ্বয়, সুমীঢ়ের শত গাভী এবং পেরুকের পক্ক অন্ন আমার হয়েছে। শান্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন দশ রথ দিয়েছেন এবং সেরূপ শত্রুনাশক দর্শনীয় পুরুষও দিয়েছেন। ১০। হে নাসত্যদ্বয়! পুরুপন্থা তোমাদের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর অশ্বিদ্বয়! তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীঘ্র দান করুন। হে বহুকর্মবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! রাক্ষসসমূহ হত হোক। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যেন বিদ্বান ব্যক্তিগণের সাথে তোমাদের সুখাবহ ধনে পরিবেষ্টিত হই।

৬৪ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু শ্রিয় উষসো রোচমানা অস্থুরপাং নোর্ময়ো রুশন্তঃ।
কৃণোতি বিশ্বা সুপথা সুগান্যভূদু বস্বী দক্ষিণা মঘোনী ॥ ১

ভদ্রা দদৃক্ষ উর্বিয়া বি ভাস্যুত্তে শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্ ।
আবির্বক্ষঃ কৃণুষে শুম্ভমানোষো দেবি রোচমানা মহোভিঃ ॥ ২
বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাম্ ।
অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্বাধতে তমো অজিরো ন বোড়্হা ॥ ৩
সুগোত তে সুপথা পর্বতেষ্ববাতে অপস্তরসি স্বভানো ।
সা ন আ বহ পৃথুযামন্ নৃষ্বে রয়িং দিবো দুহিতরিষয়ধৈ ॥ ৪
সা বহ যোক্ষভিরবাতোষো বরং বহসি জোষমনু ।
ত্বং দিবো দুহিতর্যা হ দেবী পূর্বহূতৌ মংহনা দর্শতা ভূঃ ॥ ৫
উত্তে বয়শ্চিদ্বসতেরপপ্তন্নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ ।
অমা সতে বহসি ভূরি বামমুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায় ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দীপ্তিমতী, শুক্লাবর্ণা ঊষাসমূহ, শোভার জন্য জলোর্মির ন্যায় উত্থিত হচ্ছেন। ঊষা সমস্ত স্থান, সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করছেন। ধনবতী ঊষা প্রশস্তা এবং সমর্ধয়িত্রী। ২। হে ঊষাদেবি ! তুমি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট হচ্ছ এবং বিস্তৃত হয়ে শোভা পাচ্ছ। তোমার দীপ্তিমান রশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষে উৎপতিত হচ্ছে। তুমি তেজসমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হয়ে রূপ প্রকাশ করছ। ৩। লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান রশ্মিসমূহ, সুভগা, বিস্তীর্ণা প্রথমান এ ঊষা দেবতাকে বহন করে ক্ষেপণশীল বীর যেরূপ শত্রু দূর করে, সেরূপ ঊষা তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ন্যায় তমসমূহকে বাধা দেন। ৪। পর্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য প্রদেশ তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট ! তুমি অন্তরিক্ষ পার হয়ে থাক। হে মহৎ-রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়া দ্যুলোকদুহিতা ! তুমি আমাদের অভিলষণীয় ধন দান কর। ৫। হে ঊষাদেবি ! তুমি আমাকে ধন দান কর, তুমি অপ্রতিহত হয়ে প্রীতিপূর্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করে থাক। হে দ্যুলোক-দুহিতা ! তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হয়ে থাক, অতএব তুমি দর্শনীয়া হও। ৬। হে ঊষাদেবি ! তুমি প্রকাশ হলে পর পক্ষিগণ বাসস্থান হতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক মনুষ্যগণ উত্থিত হয়। তুমি, সমীপে বর্তমান হব্যদাতা মানুষকে প্রভূত ধন দান কর।

৬৫ সূক্ত ।। ঊষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

এষা স্যা নো দুহিতা দিবোজাঃ ক্ষিতীরুচ্ছন্তী মানুষীরজীগঃ ।
যা ভানুনা রুশতা রাম্যাস্বজ্ঞায়ি তিরস্তমসশ্চিদক্তূন্ ॥ ১
বি তদ্যযুররুণযুগ্‌ভিরশ্বৈশ্চিত্রং ভান্ত্যুষসশ্চন্দ্ররথাঃ ।
অগ্রং যজ্ঞস্য বৃহতো নয়ন্তীর্বি তা বাধন্তে তম ঊর্ম্যায়াঃ ॥ ২
শ্রবো বাজমিষমূর্জং বহন্তীর্নি দাশুষ উষসো মর্ত্যায় ।
মঘোনীর্বীরবৎ পত্যমানা অবো ধাত বিধতে রত্নমদ্য ॥ ৩
ইদা হি বো বিধতে রত্নমস্তীদা বীরায দাশুষ উষাসঃ ।
ইদা বিপ্রায় জরতে যদুক্‌থা নি ষ্ম মাবতে বহথা পুরা চিৎ ॥ ৪
ইদা হি ত উষো অদ্রিসানো গোত্রা গবামঙ্গিরসো গৃণন্তি ।
ব্যর্কেণ বিভিদুর্ব্রহ্মণা চ সত্যা নৃণামভবদ্দেবহূতিঃ ॥ ৫
উচ্ছা দিবো দুহিতঃ প্রত্নবন্নো ভরদ্বাজবদ্বিধতে মঘোনি ।
সুবীরং রয়িং গৃণতে রিরীহ্যুরুগায়মধি ধেহি শ্রবো নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যিনি, দীপ্তিমান কিরণযুক্ত হয়ে রাত্রিতে তেজ পদার্থ ও অন্ধকার

সমূহ তিরস্কৃত করে দৃষ্ট হন, এ সে দ্যুলোকজাতা দুহিতা উষা আমাদের জন্য অন্ধকার দূর করে প্রজাগণকে প্রকাশিত করছেন। ২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, উষাদেবী সে সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথমাংশ সম্পাদন করে অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, বিচিত্ররূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যকরূপে অপনোদন করেন। ৩। হে উষাদেবীগণ! তোমরা, হব্যদাতা মানুষকে কীর্তি, বল, অন্ন, এবং রস দান করে থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীলা। তোমরা অদ্য পরিচর্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন দান কর। ৪। হে উষাদেবী-গণ! এক্ষণে তোমাদের পরিচর্যাকারীর জন্য ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাতে উকথ আছে, পূর্বকালের ন্যায় আমার মত ব্যক্তিকে সে ধন দান কর। ৫। হে সানুপ্রিয় উষাদেবি! অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অর্চনীয় স্তোত্রদ্বারা তমঃ ভেদ করেছিলেন। নেতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হয়েছিল। ৬। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! প্রাচীন ব্যক্তিদের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী উষা! আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্যা করছি, তুমি আমাকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদের অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর।

৬৬ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বপুর্নু তচ্চিকিতুষো চিদস্তু সমানং নাম ধেনু পত্যমানম্।
মর্তেষ্বন্যদ্দোহসে পীপায় সকৃচ্ছুক্রং দদুহে পৃশ্নিরূধঃ ॥ ১
যে অগ্নয়ো ন শোশুচন্নিধানা দ্বির্যাত্তিৰ্মরুতো বাবৃধন্ত।
অরেণবো হিরণ্যয়াস এষাং সাকং নৃম্ণৈঃ পৌংস্যেভিশ্চ ভূবন্ ॥ ২
রুদ্রস্য যে মীড়্হুষঃ সন্তি পুত্রা যাংশ্চো নু দাধৃবির্ভরধ্যৈ।
বিদে হি মাতা মহো মহী ষা সেৎপৃশ্নিঃ সুভ্বে গর্ভমাধাৎ ॥ ৩
ন য ঈষন্তে জনুষোঽয়া ন্বন্তঃ সন্তোঽবদ্যানি পুনানাঃ।
নির্যদ্দুহ্রে শুচয়োঽনুজোষমনু শ্রিয়া তন্বমুক্ষমাণাঃ ॥ ৪
মক্ষূ ন যেষু দোহসে চিদয়া আ নাম ধৃষ্ণু মারুতং দধানাঃ।
ন যে স্তৌনা অয়াসো মহ্না নূ চিৎসুদানুরব যাসদুগ্রান্ ॥ ৫
ত ইদুগ্রাঃ শবসা ধৃষ্ণুষেণা উভে যুজন্ত রোদসী সুমেকে।
অধ স্মৈষু রোদসী স্বশোচিরামবৎসু তস্থৌ ন রোকঃ ॥ ৬
অনেনো বো মরুতো যামো অস্ত্বনশ্বশ্চিদ্যমজত্যরথীঃ।
অনবসো অনভীশূ রজস্তূর্বি রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্ ॥ ৭
নাস্য বর্তা ন তরুতা ন্বস্তি মরুতো যমবথ বাজসাতৌ।
তোকে বা গোষু তনয়ে যমপ্সু স ব্রজং দর্তা পার্যে অধ দ্যোঃ ॥ ৮
প্র চিত্রমর্কং গৃণতে তুরায় মারুতায় স্বতবসে ভরধ্বম্।
যে সহাংসি সহসা সহন্তে রেজতে অগ্নে পৃথিবী মখেভ্যঃ ॥ ৯
ত্বিষীমন্তো অধ্বরস্যেব দিদ্যুত্তৃষুচ্যবসো জুহ্বো নাগ্নেঃ।
অর্চত্রয়ো ধুনয়ো ন বীরা ভ্রাজজ্জন্মানো মরুতো অধৃষ্টাঃ ॥ ১০
তং বৃধন্তং মারুতং ভ্রাজদৃষ্টিং রুদ্রস্য সূনুং হবসা বিবাসে।
দিবঃ শর্ধায় শুচয়ো মনীষা গিরয়ো নাপ উগ্রা অস্পৃধ্রন্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণের সে সমান ও স্থির পদার্থে অবনমনকারী প্রীতিকর এবং

বেগবান বপু বিদ্বান স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হোক। তা অন্তরিক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করবার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ২। যাঁরা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁরা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে মরুৎগণের রথ ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। তাঁরা ধন এবং বলের সাথে প্রাদুর্ভূত হন। ৩। অভীষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র মরুৎগণ আছেন এবং যাঁদের ধারণকারী অন্তরিক্ষ ধারণ করতে সক্ষম, সে মহান মরুৎগণের মাতা মহতী। ঐ অন্তরিক্ষ মনুষ্যগণের উৎপত্তির জন্য গর্ভ জল ধারণ করেন। ৪। যাঁরা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে যেতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁদের অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থেকে পাপসমূহ শোধিত করেন, যাঁরা দীপ্তিমান, যাঁরা স্তোতৃগণের অভিলাষানুসারে জল দোহন করেন, যাঁরা দীপ্তিযুক্ত হয়ে স্বশরীর প্রকাশ করেন এবং ভূমি সিক্ত করেন। ৫। সমীপগামী স্তোতৃগণ যাঁদের উদ্দেশে মারুৎ স্তোত্র উচ্চারণ করে শীঘ্র অভিলষিত লাভ করছেন এবং যাঁরা অপহর্তা, গমনশীল ও মহত্বযুক্ত হচ্ছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান সে উগ্র মরুৎগণকে বীতক্রোধ করছেন। ৬। তাঁরা উগ্র এবং বলশালী, তাঁরা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সাথে যোজিত করেন। এঁদের প্রতিরোদসী স্বদীপ্তিবিশিষ্টা বলবান মরুৎগণেতে দীপ্তি থাকে না। ৭। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথ পাপরহিত হোক। স্তোতা সারথি না হয়েও যাকে চালনা করে, সে রথ অশ্বরহিত হয়েও, আহার ও পাশ রহিত হয়েও জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে। ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তার প্রেরকও নেই ও হিংসিতাও নেই। তোমরা যাঁকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত শত্রুর গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন। ৯। হে অগ্নি! যাঁরা বলদ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করেন, যে মহান মরুৎগণ হতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সে শব্দকারী, ত্বরিত বলবান মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর। ১০। মরুৎগণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাঁরা শত্রুগণের প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত। ১১। আমি, সে বর্ধমান, দীপ্তিমান খড়্গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করি। স্তোতার নির্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হয়ে মেঘের ন্যায় মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্ধা করছে।

৬৭ সূক্ত ।। মিত্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বেষাং বঃ সতাং জ্যেষ্ঠতমা গীর্ভির্মিত্রাবরুণা বাবৃধধ্যৈ।
সং যা রশ্মেব যমতুর্যমিষ্ঠা দ্বা জনাঁ অসমা বাহুভিঃ স্বৈঃ ॥ ১
ইয়ং মদ্বাং প্র স্তৃণীতে মনীষোপ প্রিয়া নমসা বর্হিরচ্ছ।
যন্তং নো মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছর্দির্যদ্বাং বরূথ্যং সুদানূ ॥ ২
আ যাতং মিত্রাবরুণা সুশস্ত্যুপ প্রিয়া নমসা হূয়মানা।
সং যাবপ্নঃস্থো অপসেব জনাঞ্ছ্রুধীয়তশ্চিদ্যাতথো মহিত্বা ॥ ৩
অশ্বা ন যা বাজিনা পূতবন্ধূ ঋতা যদগর্ভমদিতির্ভরধ্যৈ।
প্র যা মহি মহান্তা জায়মানা ঘোরা মর্তায় রিপবে নি দীধঃ ॥ ৪
বিশ্বে যদ্বাং মংহনা মন্দমানাঃ ক্ষত্রং দেবাসো অদধুঃ সজোষাঃ।
পরি যদ্ভূথো রোদসী চিদুর্বী সন্তি স্পশো অদব্ধাসো অমূরাঃ ॥ ৫
তা হি ক্ষত্রং ধারয়েথে অনু দ্যূন্দৃংহেথে সানুমুপমাদিব দ্যোঃ।
দৃড়্হো নক্ষত্র উত বিশ্বদেবো ভূমিমাতান্দ্যাং ধাসিনায়োঃ ॥ ৬

তা বিগ্রং ধৈথে জঠরং পৃণধ্যা আ যৎসদ্ম সভৃতয়ঃ পৃণন্তি।
ন মৃষ্যন্তে যুবতয়োঽবাতা বি যৎপয়ো বিশ্বজিন্বা ভরন্তে ॥ ৭
তা জিহ্বয়া সদমেদং সুমেধা আ যদ্বাং সত্যো অরতির্ঋতে ভূৎ।
তদ্বাং মহিত্বং ঘৃতান্নাবস্তু যুবং দাশুষে বি চয়িষ্টমংহঃ ॥ ৮
প্র যদ্বাং মিত্রাবরুণা স্পূর্ধন্প্রিয়া ধাম যুবধিতা মিনন্তি।
ন যে দেবাস ওহসা ন মর্তা অযজ্ঞসাচো অপ্যো ন পুত্রাঃ ॥ ৯
বি যদ্বাচং কীস্তাসো ভরন্তে শংসন্তি কে চিন্নিবিদো মনানাঃ।
আদ্বাং ব্রবাম সত্যান্যুক্থা নকির্দেবেভির্যতথো মহিত্বা ॥ ১০
অবোরিত্থা বাং ছর্দিষো অভিষ্টৌ যুবোর্মিত্রাবরুণাবস্কৃধোয়ু।
অনু যদ্গাবঃ স্ফুরানৃজিপ্যং ধৃষ্ণুং যদ্রণে বৃষণং যুনজন্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র বরুণ! তোমরা দুর্জনে অসম ও যন্তৃশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদের স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করি। ২। হে প্রিয় মিত্র বরুণ! আমাদের এ স্তুতি, তোমাদের প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সাথে তোমাদের নিকট এবং তোমাদের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! আমাদের শীতাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান কর। ৩। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দর-রূপে স্তুত হয়ে উপাগত হও। কর্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্মদ্বারা অন্নাভিলাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমাদ্বারা সেরূপ কর। ৪। যাঁরা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সে গর্ভভূত মিত্র ও বরুণকে ধারণ করেছিলেন। যাঁরা জন্মানমাত্রই মহান হতেও মহান এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, অদিতি তাঁদের ধারণ করেছিলেন। ৫। সমস্ত দেবগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাদের মহত্ত্ব কীর্তন করে বল ধারণ করেছেন। তোমরা বিস্তীর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে। ৬। তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরিক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত মেঘ অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্যে তৃপ্ত হয়ে ভূমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন। ৭। তোমরা সোমদ্বারা উদর পূর্ণ করবার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিন্বা মিত্র ও বরুণ! যখন ঋত্বিকগণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ করে এবং যখন তোমরা জল প্রেরণ কর, তখন যুবতীগণ (১) মৃষ্ট হয় না বরং অশুষ্ক হয়ে বিভূতি ধারণ করে। ৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদের নিকট বাক্যদ্বারা সর্বদা এ জল প্রার্থনা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণ! যেরূপে তোমাদের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদের সেরূপ মহিমা হোক। তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর। ৯। হে মিত্র ও বরুণ! যারা স্পর্ধা করে তোমাদের দ্বারা বিহিত এবং তোমাদের প্রিয় কর্মের বিঘ্ন করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যারা কর্মবান হয়েও যজ্ঞযুক্ত নয় এবং যারা পুত্রস্বরূপ নয়, তাদের বিনাশ কর। ১০। যখন মেধাবিগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেউ কেউ স্তুতি করে নিবিৎসমূহ পাঠ করেন আমরা তোমাদের উদ্দেশে শত উকথসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করে দেবগণের সাথে চলে যাও না। ১১। হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্টবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিগত হলে তোমাদের দ্বারা দেয় গৃহ যে অবিচ্ছিন্ন হয় এ সত্য।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ নদী অথবা দিকসকল ধূলিদ্বারা অভিভূত হয় না। সায়ণ।

৬৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

শ্রুষ্টী বাং যজ্ঞ উদ্যতঃ সজোষা মনুষ্বদ্‌বৃক্তবর্হিষো যজধ্যৈ।
আ য ইন্দ্রাবরুণাবিষে অদ্য মহে সুম্নায় মহ আববর্তৎ ॥ ১
তা হি শ্রেষ্ঠা দেবতাতা তুজা শূরাণাং শবিষ্ঠা তা হি ভূতম্।
মঘোনাং মংহিষ্ঠা তুবিশুষ্ম ঋতেন বৃত্রতুরা সর্বসেনা ॥ ২
তা গৃণীহি নমস্যেভিঃ শূষৈঃ সুম্নেভিরিন্দ্রাবরুণা চকানা।
বজ্রেণান্যঃ শবসা হন্তি বৃত্রং সিষক্ত্যন্যো বৃজনেষু বিপ্রঃ ॥ ৩
গ্নাশ্চ যন্নরশ্চ বাবৃধন্ত বিশ্বে দেবাসো নরাং স্বগূর্তাঃ।
প্রৈভ্য ইন্দ্রাবরুণা মহিত্বা দ্যৌশ্চ পৃথিবী ভূতমুর্বী ॥ ৪
স ইৎসুদানুঃ স্ববাঁ ঋতাবেন্দ্রা যো বাং বরুণ দাশতি ত্মন্।
ইষা স দ্বিষস্তরেদ্দাস্বান্বংসদ্রয়িং রয়িবতশ্চ জনান্ ॥ ৫
যং যুবং দাশ্বধ্বরায় দেবা রয়িং ধত্থো বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
অস্মে স ইন্দ্রাবরুণাবপি ষ্যাৎপ্র যো ভনক্তি বনুষামশস্তীঃ ॥ ৬
উত নঃ সুত্রাত্রো দেবগোপাঃ সূরিভ্য ইন্দ্রাবরুণা রয়িঃ ষ্যাৎ।
যেষাং শুষ্মঃ পৃতনাসু সাহ্বাৎপ্র সদ্যো দ্যুম্না তিরতে ততুরিঃ ॥ ৭
নূ ন ইন্দ্রাবরুণা গৃণানা পৃংক্তং রয়িং সৌশ্রবসায় দেবা।
ইত্থা গৃণন্তো মহিনস্য শর্ধোঽপো ন নাবা দুরিতা তরেম ॥ ৮
প্র সম্রাজে বৃহতে মন্ম নু প্রিয়মর্চ দেবায় বরুণায় সপ্রথঃ।
অয়ং য উর্বী মহিনা মহিব্রতঃ ক্রত্বা বিভাত্যজরো ন শোচিষা ॥ ৯
ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতা।
যুবো রথো অধ্বরং দেববীতয়ে প্রতি স্বসরমুপ যাতি পীতয়ে ॥ ১০
ইন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্য বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাম্।
ইদং বামন্ধঃ পরিষিক্তমস্মে আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়েথাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে মহান ইন্দ্র ও বরুণ! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য তোমাদের জন্য ক্ষিপ্র সে যজ্ঞ ঋত্বিকগণের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েছে। ২। তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান। তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্বসেনাবিশিষ্ট। ৩। স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সে ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর। একজন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্যজন উপদ্রব রক্ষা করবার জন্য বলযুক্ত হন। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের বর্ধিত করে তখন তোমরা মহত্ত্বযুক্ত হয়ে তাদের প্রভু হও। হে বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তোমরা এদের প্রভু হও। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ব্যক্তি তোমাদের স্বেচ্ছাপূর্বক হব্য দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনবান এবং যজ্ঞবান হয়। দানবান সে ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সাথে শত্রু হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান পুত্র সমূহ লাভ করে। ৬। হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সে ধন আমাদের হোক। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা বিশিষ্ট এবং দেবগণ যার রক্ষক, সে ধন আমাদের হোক। আমাদের বল যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবিতা এবং হিংসক হয়ে তৎক্ষণাৎ তাদের যশ তিরস্কৃত করুক। ৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা স্তূয়মান হয়ে

সুন্দর অন্নের জন্য আমাদের শীঘ্র ধন দান কর। হে দেবদ্বয়! তোমরা মহান, আমরা এ প্রকারে তোমাদের বলের স্তুতি করছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জলসমূহের ন্যায় দুরিতসমূহ পার হতে পারি। ৯। যে এ বরুণ মহিমাবান, মহাকর্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সে সম্রাট এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা সোমপায়ী; এ মদকর, অভিষুত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ! তোমাদের রথ দেবগণের পানার্থে যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। ১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অত্যন্ত মধুমান এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এ সোমরূপ অন্ন ঢেলেছি, তোমরা উপবেশন করে এ যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৬৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমীন্দ্রাবিষ্ণূ অপসস্পারে অস্য।
জুষেথাং যজ্ঞং দ্রবিণং চ ধত্তমরিষ্টৈর্নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা ॥ ১
যা বিশ্বাসাং জনিতারা মতীনামিন্দ্রাবিষ্ণূ কলশা সোমধানা।
প্র বাং গিরঃ শস্যমানা অবন্তু প্র স্তোমাসো গীয়মানাসো অর্কৈঃ ॥ ২
ইন্দ্রাবিষ্ণূ মদপতী মদানামা সোমং যাতং দ্রবিণো দধানা।
সং বামঞ্জন্ত্বক্তুভির্মতীনাং সং স্তোমাসঃ শস্যমানাসঃ শস্যমানাস উকথৈঃ ॥ ৩
আ বামশ্বাসো অভিমাতিষাহ ইন্দ্রাবিষ্ণূ সধমাদো বহন্তু।
জুষেথাং বিশ্বা হবনা মতীনামুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং গিরো মে ॥ ৪
ইন্দ্রাবিষ্ণূ তৎপনয়াষ্যং বাং সোমস্য মদ উরু চক্রমাথে।
অকৃণুতমন্তরিক্ষং বরীয়োঽপ্রথতং জীবসে নো রজাংসি ॥ ৫
ইন্দ্রাবিষ্ণূ হবিষা বাবৃধানাগ্রাদ্বানা নমসা রাতহব্যা।
ঘৃতাসুতী দ্রবিণং ধত্তমস্মে সমুদ্রঃ স্থঃ কলশঃ সোমধানঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাবিষ্ণূ পিবতং মধ্বো অস্য সোমস্য দস্রা জঠরং পৃণেথাম্।
আ বামন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্মন্নুপ ব্রহ্মাণি শৃণুতং হবং মে ॥ ৭
উভা জিগ্যথুর্ন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ।
ইন্দ্রশ্চ বিষ্ণো যদপস্পৃধেথাং ত্রেধা সহস্রং বি তদৈরয়েথাম্ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করছি। তোমরা এ কর্ম সমাপ্ত হলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদের পার করে থাক, তোমরা আমাদের ধন দান কর। ২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করে থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণ কর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদের নিকট গমন করুক। ৩। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিণ দান করে সোমাভিমুখে এস। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সাথে উচ্চার্যমান হয়ে তোমাদের তেজ দ্বারা সম্বর্ধিত করুক। ৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদের বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শোন। ৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর, তোমরা অন্তরিক্ষকে অত্যন্ত

বিস্তীর্ণ করেছ এবং লোকসমূহকে আমাদের জীবনের জন্য প্রথিত করেছ। তোমাদের সে কর্মসমূহ স্তুতিযোগ্য। ৬। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমদ্বারা বর্ধিত হয়ে থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করে থাক; যজমানগণ নমস্কার পূর্বক তোমাদের হব্য দান করে, তোমরা আমাদের ধন দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলস স্বরূপ। ৭। হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা এ মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ কর। মদকর সোমরূপ অন্ন তোমাদের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শোন। ৮। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা জয় করেছ, কখনও পরাজিত হও নি; তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ পরাজিত হয় নি। তোমরা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্ধা করেছ, তা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করেছ।

৭০ সূক্ত ॥ দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। জগতী ছন্দ।

ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥ ১
অসশ্চন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং দুহাতে সুকৃতে শুচিব্রতে।
রাজন্তী অস্য ভুবনস্য রোদসী অস্মে রেতঃ সিঞ্চতং যন্মনুর্হিতম্ ॥ ২
যো বামৃজবে ক্রমণায় রোদসী মর্তো দদাশ ধিষণে স সাধতি।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি যুবোঃ সিক্তা বিষুরূপাণি সব্রতা ॥ ৩
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী অভীবৃতে ঘৃতশ্রিয়া ঘৃতপৃচা ঘৃতাবৃধা।
উর্বী পৃথ্বী হোতৃবূর্যে পুরোহিতে তে ইদ্বিপ্রা ঈলতে সুম্নমিষ্টয়ে ॥ ৪
মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা মহি শ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্ ॥ ৫
ঊর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ পিন্বতাং পিতা মাতা বিশ্ববিদা সুদংসসা।
সংররাণে রোদসী বিশ্বশম্ভুবা সনিং বাজং রয়িমস্মে সমিন্বতাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, স্বরূপবিশিষ্টা, বরুণের ধারণ কার্যদ্বারা পৃথক রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্বা। ২। অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা দ্যাবাপৃথিবী সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা এ ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদের যা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেত সেচন কর। ৩। হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী! যে মর্ত্য তোমাদের সুখ গমনের জন্য হব্য দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সাথে প্রবৃদ্ধ হন। কর্মের উপরি তোমাদের সিক্ত রস নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্মা পদার্থরূপে উৎপন্ন হয়। ৪। দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন। তাঁরা জল সংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁদের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাচঞা করেন। ৫। মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদের যজ্ঞ ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবীর্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মধুদ্বারা সিক্ত করুন। ৬। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদের অন্ন দান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্মা পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন।

৭১ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা হিরণ্যয়া বাহু অযংস্ত সবনায় সুক্রতুঃ।
ঘৃতেন পাণী অভি প্রুষ্ণুতে মখো যুবা সুদক্ষো রজসো বিধর্মণি ॥ ১
দেবস্য বয়ং সবিতুঃ সবীমনি শ্রেষ্ঠে স্যাম বসুনশ্চ দাবনে।
যো বিশ্বস্য দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদো নিবেশনে প্রসবে চাসি ভূমনঃ ॥ ২
অদব্ধেভিঃ সবিতঃ পায়ুভিষ্টবং শিবেভিরদ্য পরি পাহি নো গয়ম্।
হিরণ্যজিহ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ৩
উদু ষ্য দেবঃ সবিতা দমূনা হিরণ্যপাণিঃ প্রতিদোষমস্থাৎ।
অয়োহনুর্যজতো মন্দ্রজিহ্ব আ দাশুষে সুবতি ভূরি বামম্ ॥ ৪
উদু অয়াঁ উপবক্তেব বাহু হিরণ্যয়া সবিতা সুপ্রতীকা।
দিবো রোহাংস্যরুহৎ পৃথিব্যা অরীরমৎ পতয়ৎ কচ্চিদভ্বম্ ॥ ৫
বামমদ্য সবিতর্বামমু শ্বো দিবেদিবে বামমস্মভ্যং সাবীঃ।
বামস্য হি ক্ষয়স্য দেব ভূরেরয়া ধিয়া বামভাজঃ স্যাম ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সে সুকর্মা সবিতাদেব দানার্থে হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন। মহান, যুবা, সুদক্ষ সবিতাদেব, লোকের ধারণার্থে জহপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন। ২। আমরা যেন সে সবিতাদেবের প্রসবকার্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে সমর্থ হই। হে সবিতাদেব! তুমি সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্যে সক্ষম। ৩। হে সবিতাদেব! তুমি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজ দ্বারা আমাদের গৃহ রক্ষা কর। তুমি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি নবতর সুখ দান কর এবং আমাদের রক্ষা কর। আমাদের অনিষ্টাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করতে পারে না। ৪। প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্ময় হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সে সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হোন। তিনি হব্যদাতাকে প্রভূত অন্ন প্রেরণ করুন। ৫। সবিতাদেব উপবক্তার ন্যায় হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন। তিনি পৃথিবী হতে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু তিরোহিত থাকে তাদের প্রীত করেন। ৬। হে সবিতা! অদ্য আমাদের ধন দান কর, কল্য আমাদের ধন দান কর, প্রতিদিন আমাদের ধন দান কর। হে দেব! যেহেতু তুমি, নিবাসভূত প্রভূত ধনের দাতা, অতএব আমরা এ স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করব।

৭২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও সোম দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রাসোমা মহি তদ্বাং মহিত্বং যুবং মহানি প্রথমানি চক্রথুঃ।
যুবং সূর্যং বিবিদথুর্যুবং স্বর্বিশ্বা তমাংস্যহতং নিদশ্চ ॥ ১
ইন্দ্রাসোমা বাসয়থ উষাসমুৎসূর্যং নয়থো জ্যোতিষা সহ।
উপ দ্যাং স্কম্ভথুঃ স্কম্ভনেনাপ্রথতং পৃথিবীং মাতরং বি ॥ ২
ইন্দ্রাসোমাবহিমপঃ পরিষ্ঠাং হথো বৃত্রমনু বাং দ্যৌরমন্যত।
প্রার্ণাংস্যৈরয়তং নদীনামা সমুদ্রাণি পপ্রথুঃ পুরূণি ॥ ৩
ইন্দ্রাসোমা পক্বমামাস্বন্তর্নি গবামিদ্দধথুর্বক্ষণাসু।
জগৃভথুরনপিনদ্ধমাসু রুশচ্চিত্রাসু জগতীষ্বন্তঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাসোমা যুবমঙ্গ তরুত্রমপত্যসাচং শ্রুত্যং ররাথে।
যুবং শুষ্মং নর্যং চর্ষণিভ্যঃ সং বিব্যথুঃ পৃতনাষাহমুগ্রা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমাদের সে মহত্ত্ব প্রভূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্য ভূতসমূহ করেছ, তোমরা সূর্য লাভ করিয়েছ, তোমরা জল লাভ করিয়েছ। তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদের বধ করেছ। ২। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্যকে জ্যোতির সাথে ঊর্ধ্বে নীত কর এবং অন্তরিক্ষদ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর। তোমরা, মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর। ৩। হে ইন্দ্র ও সোম! জল পরিবৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ কর। দ্যুলোক তোমাদের সম্বর্ধিত করেছিল। তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং বহু সমুদ্রকে জল দ্বারা পূর্ণ কর। ৪। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা গাভীসমূহের অপক্ক উধোদেশে পক্ক দুগ্ধ নিহিত করেছ এবং নানাবর্ণ এ গোসমূহের মধ্যে আবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ দুগ্ধ ধারণ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর। হে উগ্র ইন্দ্র ও সোম! তোমরা মনুষ্যগণের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্ধিত কর।

৭৩ সূক্ত ।। বৃহস্পতি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো অদ্রিভিৎপ্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো হবিষ্মান্।
দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্মসৎপিতা ন আ রোদসী বৃষভো রোরবীতি ॥ ১
জনায় চিদ্য ঈবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ঞ্ছত্রূঁরমিত্রাৎ পৃৎসু সাহন্ ॥ ২
বৃহস্পতিঃ সমজয়দ্বসূনি মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
অপঃ সিষাসন্ত্স্বরপ্রতীতো বৃহস্পতির্হন্ত্যমিত্রমর্কৈঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হয়েছেন, যিনি সত্যবান, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্তমান এবং যিনি আমাদের পিতা, সে বৃহস্পতি বর্ষক হয়ে দ্যাবা-পৃথিবীতে গর্জন করেন। ২। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন। ৩। এ বৃহস্পতিদেব, ধন এবং গো সহিত গোব্রজসমূহ জয় করেছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হয়ে যজ্ঞকর্ম ভোগ করতে ইচ্ছা করে স্বর্গের অমিত্রকে অর্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন।

৭৪ সূক্ত ।। সোম ও রুদ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সোমারুদ্রা ধারয়েথামসূর্যং প্র বামিষ্টয়োঽরমশ্নুবন্তু।
দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা শং নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১
সোমারুদ্রা বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যা নো গয়মাবিবেশ।
আরে বাধেথাং নিঋর্তিং পরাচৈরস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু ॥ ২
সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু ভেষজানি ধত্তম্।
অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ ॥ ৩
তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সু মৃলতং নঃ।
প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা অসূর্য বল দান কর। যজ্ঞ সকল

প্রতিগৃহে তোমাদের পর্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করে থাক, তোমরা আমাদের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও। ২। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, সে সংক্রামক রোগ বিযোজিত কর এবং নিঋৃতি যাতে পরাঙ্মুখ হয়, সেরূপে বাধা দান কর। আমাদের কল্যাণজনক অন্ন হোক। ৩। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা আমাদের শরীরের জন্য এ সকল ভেষজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদের শরীরে বদ্ধ আছে, তা শিথিল কর এবং আমাদের হতে মুক্ত কর। ৪। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনু আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করে থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করে আমাদের ইহলোক অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদের বরুণের পাশ হতে প্রমুক্ত কর এবং আমাদের রক্ষা কর।

৭৫ সূক্ত ॥ (১) প্রথম মন্ত্রের বর্ম দেবতা, দ্বিতীয়ের ধেনুঃ, তৃতীয়ের জ্যা, চতুর্থের আর্ত্নী, পঞ্চমের ইষুধি, ষষ্ঠের পূর্বার্ধের সারথি; ষষ্ঠের উত্তরার্ধের রশ্মি, সপ্তমের অশ্ব, অষ্টমের রথ, নবমের রথগোপগণ, দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবাপৃথিবী ও পূষা দেবতা, একাদশ ও দ্বাদশের ইষু দেবতা, ত্রয়োদশের প্রতোদ, চতুর্দশের হস্তঘ্ন, পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইষুদেবতা, সপ্তদশের যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি দেবতা, অষ্টাদশের কবচ সোম ও বরুণ দেবতা, ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ও পংক্তি ছন্দ।

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু ॥ ১
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥ ২
বক্ষ্যন্তীবেদা গনীগন্তি কর্ণং প্রিয়ং সখায়ং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ন্তী ॥ ৩
তে আচরন্তী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্বিধ্যতাং সম্বিদানে আর্ত্নী ইমে বিস্ফুরন্তী অমিত্রান্ ॥ ৪
বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সঙ্কাঃ পৃতনাশ্চ সর্বা পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ ॥ ৫
রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ ॥ ৬
তীব্রান্ ঘোষান্ কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ন্তঃ।
অবক্রামন্তঃ প্রপদৈরমিত্রান্ ক্ষিণন্তি শত্রূঁরনপব্যয়ন্তঃ ॥ ৭
রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম।
তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ ॥ ৮
স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবন্তো গভীরাঃ।
চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা।
পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত ॥ ১০
সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দন্তো গোভিঃ সন্নদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবন্তি তত্রাস্মভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্ ॥ ১১
ঋজীতে পরি বৃঙ্ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনূঃ।
সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু ॥ ১২

আ জংঘন্তি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ত্সমৎসু চোদয় ॥ ১৩
অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্ পুমান্ পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ ॥ ১৪
আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখম্।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ ॥ ১৫
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ ॥ ১৬
যত্র বাণাঃ সংপতন্তি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু ॥ ১৭
মর্মাণি তে বর্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাম্।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তং ত্বানু দেবা মদন্তু ॥ ১৮
যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্ ॥ ১৯

অনুবাদঃ ১। সংগ্রাম উপস্থিত হলে এ রাজা যখন বর্ম পরিধান করে গমন করেন, তখন তাঁর জীমূতের ন্যায় রূপ হয়। হে রাজন! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর, বর্মের সে মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ২। আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করব, ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করব, ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত শত্রুসেনা বধ করব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, আমরা ধনুদ্বারা সকল দিক জয় করব। ৩। এ ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম কালে যুদ্ধের পারে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয়ে যেন প্রিয়বাক্য বলবার জন্যই ধনুর্ধারীর কর্ণের নিকট আসে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করে কথা বলে, জ্যা সেরূপ বাণকে আলিঙ্গন করে শব্দ করে। ৪। সে ধনুষ্কোটিদ্বয় অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করে শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক এবং স্বকার্য উত্তমরূপে অবগত হয়ে গমন-পূর্বক এ রাজার অমিত্রদের হিংসা করে শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক। ৫। এ তূণীর বহুতর বাণের পিতা, অনেকগুলি বাণ এর পুত্র, বাণ তুলবার সময় এ তূণীর চিশ্বা শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থেকে যুদ্ধকালে বাণ প্রসবপূর্বক সমস্ত সেনা জয় করে। ৬। সুসারথি রথে অবস্থান করে পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে সেখানেই নিয়ে যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থেকে ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাদের মহিমা স্তব কর। ৭। অশ্ব সকল খুর দিয়ে ধূলি উড়িয়ে রথের সাথে বেগে গমন করে শব্দ করতে থাকে এবং না পালিয়ে হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে। ৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্ধিত করে সেরূপ এ রাজার রথবাহিত ধন এঁকে বর্ধিত করুক। রথে এঁর অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্বদা প্রসন্নমনে সে সুখকর রথের সমীপে গমন করি। ৯। রথের রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু অন্ন নষ্ট করে স্বপক্ষীয়দের অন্ন দান করে। বিপৎকালে এদের আশ্রয় নেওয়া যায়। এঁরা শক্তিমান, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান এবং বহুতর শত্রুকে জয় করতে সক্ষম। ১০। হে স্তোতাগণ! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন; আমাদের পাপশংসী শত্রু যেন প্রভুত্ব না করতে পারে। ১১। বাণ সুপর্ণ ধারণ করে, মৃগ এর দন্ত (২)। তা গাভী কর্তৃক (৩) সম্যকরূপে বদ্ধ ও

প্রেরিত হয়ে পতিত হয়। যেখানে নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদের সে স্থানে সুখ দান করুন। ১২। হে বাণ! আমাদের পরিবর্ধিত কর, আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হোক। সোম আমাদের হয়ে বলুন, অদিতি সুখ দান করুন। ১৩। হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ তোমার দ্বারা এদের সকথিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে, তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর। ১৪। হস্তঘ্ন (৪) জ্যার আঘাত নিবারণ করে সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হয়ে পুরুষকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ১৫। যা বিষাক্ত, যার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যার মুখ লৌহময়, সে পর্জন্য কার্যভূত বৃহৎ ইষু দেবতাকে এ নমস্কার। ১৬। হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হিংসাকুশল ইষু! তুমি বিসৃষ্ট হয়ে পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদের প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাকেও অবশিষ্ট রেখ না। ১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে যুদ্ধভূমিতে সম্পাতিত হয়, সেখানে ব্রহ্মণস্পতি আমাদের সর্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখদান করুন। ১৮। তোমার মর্মস্থানসমূহ বর্মদ্বারা আচ্ছাদিত করব; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ সুখ দান করুন; তুমি জয়ী হলে দেবগণ হৃষ্ট হোন। ১৯। যে জ্ঞাতি আমাদের প্রতি হৃষ্ট নন, যিনি দূরে থেকে আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করেন, তাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন। এ মন্ত্রই (৫) আমার শর নিবারক বর্ম।

টীকাঃ ১। যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্মাদি পরিধান করাবার সময় এ সূক্তোক্ত ঋকগুলি উচ্চারণ করতে হয়। এ সূক্ত হতে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। ২। মৃগের শৃঙ্গ নির্মিত বাণের ফলা। ৩। গরুর স্নায়ু নির্মিত জ্যা। ৪। ধনুর জ্যাঘাত হতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম বন্ধন করা যায়, তার নাম হস্তঘ্ন। ৫। ভরদ্বাজ বংশীয়দের সূক্তগুলি, অর্থাৎ ষষ্ঠ মণ্ডল এখানে শেষ হল। শেষ সূক্তের শেষ ঋকটি জ্ঞাতি-শত্রুতার পরিচয় দিচ্ছে এবং বিরুদ্ধাচারী জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে একটি অভিশম্পাত মাত্র। প্রথম মণ্ডলের শেষ সূক্ত এবং দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তও এরূপ 'ওঝার মন্ত্র' তা আমরা পূর্বে দেখেছি।

সপ্তম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি (১)। বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।
অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতী জনয়ন্ত প্রশস্তম্।
দূরেদৃশং গৃহপতিমথর্যুম্ ॥ ১
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃন্বন্ত্সুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ ॥ ২
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্যা যবিষ্ঠ।
ত্বাং শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ ॥ ৩
প্র তে অগ্নয়োঽগ্নিভ্যো বরং নিঃ সুবীরাসঃ শোশুচন্ত দ্যুমন্তঃ।
যত্রা নরঃ সমাসতে সুজাতাঃ ॥ ৪
দা নো অগ্নে ধিয়া রয়িং সুবীরং স্বপত্যং সহস্য প্রশস্তম্।
ন যং যাবা তরতি যাতুমাবান্ ॥ ৫
উপ যমেতি যুবতিঃ সুদক্ষং দোষা বস্তোর্হবিষ্মতী ঘৃতাচী।
উপ স্বৈনমরমতি র্বসূয়ুঃ ॥ ৬
বিশ্বা অগ্নেঽপ দহারাতীর্যেভিস্তপোভিরদহো জরূথম্।
প্র নিস্বরং চাতয়স্বামীবাম্ ॥ ৭
আ যস্তে অগ্ন ইধতে অনীকং বসিষ্ঠ শুক্র দীদিবঃ পাবক।
উতো ন এভিঃ স্তবথৈরিহ স্যাঃ ॥ ৮
বি যে তে অগ্নে ভেজিরে অনীকং মর্তা নরঃ পিত্র্যাসঃ পুরুত্রা।
উতো ন এভিঃ সুমনা ইহ স্যাঃ ॥ ৯
ইমে নরো বৃত্রহত্যেষু শূরা বিশ্বা অদেবীরভি সন্তু মায়াঃ।
যে মে ধিয়ং পনয়ন্ত প্রশস্তাম্ ॥ ১০
মা শূনে অগ্নে নি ষদাম নৃণাং মাশেষসোঽবীরতা পরি ত্বা।
প্রজাবতীষু দুর্যাসু দুর্য ॥ ১১
যমশ্বী নিত্যমুপযাতি যজ্ঞং প্রজাবন্তং স্বপত্যং ক্ষয়ং নঃ।
স্বজন্মনা শেষসা বাবৃধানম্ ॥ ১২
পাহি নো অগ্নে রক্ষসো অজুষ্টাৎ পাহি ধূর্তেররুষো অঘায়োঃ।
ত্বা যুজা পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাম্ ॥ ১৩
সেদগ্নিরগ্নীরত্যস্ত্বন্যান্যত্র বাজী তনয়ো বীলুপাণিঃ।
সহস্রপাথা অক্ষরা সমেতি ॥ ১৪
সেদগ্নির্যো বনুষ্যতো নিপাতি সমেদ্ধারমংহস উরুষ্যাৎ।
সুজাতাসঃ পরি চরন্তি বীরাঃ ॥ ১৫
অয়ং সো অগ্নিরাহুতঃ পুরুত্রা যমীশানঃ সমিদিন্ধে হবিষ্মান্।
পরি যমেত্যধ্বরেষু হোতা ॥ ১৬
ত্বে অগ্ন আহবনানি ভূরীশানাস আ জুহুয়াম নিত্যা।
উভা কৃণ্বন্তো বহতূ মিয়েধে ॥ ১৭
ইমো অগ্নে বীততমানি হব্যাজস্রো বক্ষি দেবতাতিমচ্ছ।
প্রতি ন ঈং সুরভীণি ব্যন্তু ॥ ১৮

মা নো অগ্নেঽবীরতে পরা দা দুর্বাসসেঽমতয়ে মা নো অস্যৈ ।
মা নঃ ক্ষুধে মা রক্ষস ঋতাবো মা নো দমে মা বন আ জুহূর্থাঃ ॥ ১৯
নূ মে ব্রহ্মাণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২০
ত্বমগ্নে সুহবো রণ্বসংদৃক্‌সুদীতী সূনো সহসো দিদীহি ।
মা ত্বে সচা তনয়ে নিত্য আ ধঙ্‌মা বীরো অস্মন্নর্যো বি দাসীৎ ॥ ২১
মা নো অগ্নে দুর্ভৃতয়ে সচৈষু দেবেদ্ধেষ্বগ্নিষু প্র বোচঃ ।
মা তে অস্মান্দুর্মতয়ো ভৃমাচ্চিদ্দেবস্য সূনো সহসো নশন্ত ॥ ২২
স মর্তো অগ্নে স্বনীক রেবানমর্ত্যে য আজুহোতি হব্যম্‌
স দেবতা বসুবনিং দধাতি যং সূরিরর্থী পৃচ্ছমান এতি ॥ ২৩
মহো নো অগ্নে সুবিতস্য বিদ্বান্রয়িং সূরিভ্য আ বহা বৃহন্তম্‌ ।
যেন বয়ং সহসাবন্মদেমাবিক্ষিতাস আয়ুষা সুবীরাঃ ॥ ২৪
নূ মে ব্রহ্মাণ্যগ্ন উচ্ছশাধি ত্বং দেব মঘবদ্ভ্যঃ সুষূদঃ ।
রাতৌ স্যামোভয়াস আ তে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন। ২। যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সে সুদর্শন অগ্নিকে সর্বপ্রকার ভয় হতে রক্ষার্থে বসুগণ গৃহে নিহিত করেছিলেন। ৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হয়ে অজস্র জ্বালার সাথে আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও, বহু অন্ন তোমার নিকট উপগত হচ্ছে। ৪। সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সে অগ্নিসমূহ বিশেষরূপে দীপ্তি পান। ৫। হে অভিভবকুশল অগ্নি! শত্রু হিংসাযুক্ত হয়ে যা বাধা দিতে পারে না, সে কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি স্তোত্রপ্রযুক্ত হয়ে আমাদের দান কর। ৬। হব্যযুক্তা যুবতী জুহূ দিবারাত্র সুদক্ষ অগ্নির নিকট আসে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাভিলাষী হয়ে তাঁর নিকট আসে। ৭। হে অগ্নি! তুমি যে তেজের দ্বারা পরুষ শব্দকারীকে দগ্ধ করে থাক, সে তেজের বলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর। তুমি উপতাপ দূর করে রোগ নাশ কর। ৮। হে বসিষ্ঠ শুভ্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাদের ন্যায় আমাদেরও এ স্তোত্রে তুষ্ট হয়ে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্য নেতাগণ তোমাদের তেজ বহুদেশে বিভক্ত করেছেন; তাদের ন্যায় আমাদেরও এ স্তোত্রে প্রসন্ন হয়ে এ যজ্ঞে অবস্থান কর। ১০। যারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের স্তুতি করেন, সে এ শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন। ১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য গৃহে বাস করব না, অন্য মানুষের গৃহে বাস করব না। হে গৃহের হিতকর অগ্নি! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য, আমরা তোমার পরিচর্যা করে প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করব। ১২। অশ্ববান অগ্নি যে যজ্ঞের আশ্রয়ভূত গৃহে যায়, আমাদের সে ভৃত্যাদিযুক্ত. সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্ধমান গৃহ দান কর। ১৩। হে অগ্নি। আমাদের অপ্রীতিকর রাক্ষস হতে রক্ষা কর, অদাতা পাপেচ্ছুক হিংসক হতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদের অভিভূত করব। ১৪। বলবান, দৃঢ়হস্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত স্তোত্র দ্বারা যে অগ্নির পরিচর্যা করে, সে অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক। ১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হতে রক্ষা করেন, যাঁকে সুজন্মবীরগণ পরিচর্যা করেন, তিনিই অগ্নি। ১৬। যাঁকে

সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যকরূপে দীপ্ত করেন, যাঁকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন ; সে এ অগ্নি বহুদেশে আহূত হন। ১৭। হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হয়ে তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করব। ১৮। হে অগ্নি! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এ অত্যন্ত কমনীয় হব্য বহন কর এবং গমন কর। দেবগণের প্রত্যেকে আমাদের এ সুরভি হব্য কামনা করুন। ১৯। হে অগ্নি! আমাদের অপুত্রতা প্রদান করো না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করো না, এ অমতি আমাদের প্রদান করো না, আমাদের ক্ষুধা প্রদান করো না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করো না। হে সত্যবান অগ্নি! আমাদের গৃহে হিংসা করো না, বনে হিংসা করো না। ২০। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর। হে দেব! তুমি যজ্ঞবানদের অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি ; তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর। ২১। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি সুন্দর আহ্বান-বিশিষ্ট ও রমণীয়দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সাথে প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং ঔরসপুত্র দগ্ধ করো না, আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়। ২২। হে অগ্নি! তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিকগণ কর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিগণকে বলে, যেন তাঁরা আমাদের সুখে ভরণ করেন। হে বলের পুত্র অগ্নিদেব! তোমার নিগ্রহ বুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে। ২৩। হে সুতেজা অমর্ত্য অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে মর্ত্য ধনবান হয়। যাঁর নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করে গমন করে, সে অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করে। ২৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর কর্ম অবগত আছ। হে বলপুত্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যা দিয়ে অক্ষীণ, পূর্ণায়ু এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হয়ে হৃষ্ট হতে পারি, আমাদের এরূপ মহৎ ধন দান কর। ২৫। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর ; হে দেব! তুমি যজ্ঞবানদের অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। বসিষ্ঠ ঋষি সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন, বিশ্বামিত্র ঋষি সুদাসের শত্রু ভারতদের পুরোহিত ছিলেন, সুতরাং বসিষ্ঠ বংশীয় ও বিশ্বামিত্র বংশীয়দের মধ্যে কতকটা অমিত্রতা ছিল। ১।৪৭।৬ এবং ৩।৩৩।১ ঋকের টীকা দেখুন। এমন কি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ বংশীয়দের অভিসম্পাত করেছিলেন, ৩।৫৩।২৩ ও ২৪ ঋক দেখুন এবং বসিষ্ঠও বিশ্বামিত্র পক্ষীয়দের প্রতি যথেষ্ট কঠিন মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, ৭।৮৩।৭ এবং ৭।১০৪।১৩ হতে ১৬ ঋক দেখুন। ঋষিদের এ বৈরভাব ভুলে যদি আমরা বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের সূক্তগুলি পাঠ করি তা হলে আমাদের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হয়। বিশ্বামিত্রের জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী ও ওজস্বিতা একমাত্র দৈব বলের আরাধনা (৩।৫৫) এখনও এক ঈশ্বর-বাদীদের হৃদয় আলোড়িত করে। বসিষ্ঠের পাপ-অনুশোচনা ও ধর্মপিপাসা (৭।৮৬ হতে ৮৯ সূক্ত) সেরূপ পবিত্রভাবে হৃদয় প্লাবিত করে।

২ সূক্ত ।। আপ্রী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

জুষস্ব নঃ সমিধমগ্নে অদ্য শোচা বৃহদ্যজতং ধূমমৃণ্বন্ ।
উপ স্পৃশ দিব্যং সানু স্তূপৈঃ সং রশ্মিভিস্ততনঃ সূর্যস্য ॥ ১
নরাশংসস্য মহিমানমেষামুপ স্তোষাম যজতস্য যজ্ঞৈঃ ।
যে সুক্রতবঃ শুচয়ো ধিয়ন্ধাঃ স্বদন্তি দেবা উভয়ানি হব্যা ॥ ২

ঈলেন্যং বো অসুরং সুদক্ষমন্তর্দূতং রোদসী সত্যবাচম্ ।
মনুষ্বদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং সমধ্বরায় সদমিন্মহেম ॥ ৩
সপর্যবো ভরমাণা অভিজ্ঞু প্র বৃঞ্জতে নমসা বর্হিরগ্নৌ ।
আজুহ্বানা ঘৃতপৃষ্ঠং পৃষদ্বদধ্বর্যবো হবিষা মর্জয়ধ্বম্ ॥ ৪
স্বাধ্যোঽবি দুরো দেবয়ন্তোঽশিশ্রয়ু রথয়ুর্দেবতাতা ।
পূর্বী শিশুং ন মাতরা রিহাণে সমগ্রুবো ন সমনেম্বঞ্জন্ ॥ ৫
উত যোষণে দিব্যে মহী ন উষাসানাক্তা সুদুঘেব ধেনুঃ ।
বর্হিষদা পুরুহূতে মঘোনী আ যজ্ঞিয়ে সুবিতায় শ্রয়েতাম্ ॥ ৬
বিপ্রা যজ্ঞেষু মানুষেষু কারু মন্যে বাং জাতবেদসা যজধ্যৈ ।
ঊর্ধ্বং নো অধ্বরং কৃতং হবেষু তা দেবেষু বনথো বার্যাণি ॥ ৭
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু ॥ ৮
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বিররাণঃ স্যস্ব ।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥ ৯
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানাগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি ।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥ ১০
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ ।
বর্হির্ন আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি ! অদ্য আমাদের সমিধ সেবা কর ; যজনীয় ধূম প্রেরণ করে অত্যন্ত দীপ্ত হও ; তপ্ত রশ্মি দ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্যের রশ্মিসমূহের সাথে সঙ্গত হও। ২। সুক্রতু, দীপ্তিমান এবং কর্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয় (১) হব্য ভক্ষণ করেন, আমরা তাঁদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি করি। ৩। তোমরা স্তুতিযোগ্য, অসুর (২), সুদক্ষ,দ্যাবাপৃথিবী মধ্যে দূত, সত্যবাক, মনুষ্যগণের ন্যায় মনুকর্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্বদা পূজা কর। ৪। পরিচর্যাভিলাষীগণ জানু পেতে পাত্র পূর্ণ করে হব্যের সাথে অগ্নিকে বর্হি দান করছেন। হে অধ্বর্যুগণ ! ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত বর্হি হোম করে প্রদান কর। ৫। সুকর্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বার আশ্রয় করেছেন। মাতৃদ্বয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেরূপ লেহনকারী ও পূর্বাভিমুখী জুহূ ও উপভৃতিকে অধ্বর্যুগণ নদীর ন্যায় যজ্ঞে সিক্ত করছেন। ৬। যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আসীনা, বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞার্হা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর ন্যায় কল্যাণের জন্য আমাদের আশ্রয় করুন। ৭। হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্মকর্তা দেবীদ্বয় ! আমি তোমাদের যাগ করবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করার পর আমাদের যজ্ঞ দেবতামুখী কর, তোমরা দেবগণের মধ্যে বিদ্যমান বরণীয় ধন বিভাগ করে দাও। ৮। ভারতীগণের সাথে সঙ্গতাভারতী আসুন, দেবতা ও মানুষের সাথে ইলা আসুন, অগ্নিও আসুন। সারস্বতগণের সাথে সরস্বতীও আসুন। দেবীত্রয় এসে সম্মুখে এ কুশে উপবেশন করুন (৩)। ৯। হে দেবত্বষ্টা ! যা দিয়ে বীর, কর্মকুশল, বলশালী ও সোমাভিষবের জন্য প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার সেরূপ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য প্রদান কর।, ১০। হে বনস্পতি ! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আন। পশুর সংস্কারক অগ্নি বনস্পতি দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হব্য প্রেরণ করুন। সে যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি যজ্ঞ করুন, কারণ

তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন। ১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সাথে এক রথে আমাদের অভিমুখে এস। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হয়ে তৃপ্তিলাভ করুন।

টীকা : ১। অর্থাৎ সোম ও হবিঃ সংস্থাদি। সায়ণ। ২। সপ্তম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দের আটবার ব্যবহার হয়েছে, যথা—২ সূক্তে ৩ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৬ সূক্তে ১ ঋকে অসুর শব্দ বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ১০ সূক্তে ১ ঋকে অসুরঘ্ন শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩০ সূক্তে ৩ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে, ৩৬ সূক্তে ২ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তে ২৪ ঋকে অসুর শব্দ বীর সম্বন্ধে, ৬৫ সূক্তে ২ ঋকে অসুর শব্দ মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তে ৫ ঋকে অসুর শব্দ বর্চী সম্বন্ধে। ৩। এ ৮, ৯, ১০, ও ১১ ঋক ও ৩ মন্ডলের ৪ সূক্তের ঐ ঐ ঋকের অনুরূপ। উক্ত সূক্তের ৮ ঋকের ভারতী সম্বন্ধীয় টীকা দেখুন।

৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।
যো মর্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা তপুর্মূর্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ ॥ ১
প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা মহঃ সম্বরণাদ্ব্যস্থাৎ।
আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২
উদ্যস্য তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এতি সং দূতো অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্ ॥ ৩
বি যস্য তে পৃথিব্যাং পাজো অশ্রেত্তৃষু যদন্না সমবৃক্ত জম্ভৈঃ।
সেনেব সৃষ্টা প্রসিতিষ্ট এতি যবং ন দস্ম জুহ্বা বিবেক্ষি ॥ ৪
তমিদ্দোষা তমুষসি যবিষ্ঠমগ্নিমত্যং ন মর্জয়ন্ত নরঃ।
নিশিশানা অতিথিমস্য যোনৌ দীদায় শোচিরাহুতস্য বৃষ্ণঃ ॥ ৫
সুসন্দৃক্তে স্বনীক প্রতীকং বি যদ্রুক্মো ন রোচস উপাকে।
দিবো ন তে তন্যতুরেতি শুষ্মশ্চিত্রো ন সূরঃ প্রতি চক্ষি ভানুম্ ॥ ৬
যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম পরীলাভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ।
তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি ॥ ৭
যা বা তে সন্তি দাশুষে অধৃষ্টা গিরো বা যাভির্নৃবতীরুরুষ্যাঃ।
তাভির্নঃ সূনো সহসো নি পাহি স্মৎসূরীঞ্জরিতৄঞ্জাতবেদঃ ॥ ৮
নির্যৎপূতেব স্বধিতিঃ শুচির্গাৎস্বয়া কৃপা তন্বাঽরোচমানঃ।
আ যো মাত্রোরুশেন্যো জনিষ্ট দেবযজ্যায় সুক্রতুঃ পাবকঃ ॥ ৯
এতা নো অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে দেবগণ! যিনি মর্তগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান তাপক, তেজবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও অন্য অগ্নিসমূহের সাথে মিলিত, সে অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত করো। ২। যখন অগ্নি অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে মহৎ নিরোধ হতে বৃক্ষ সমূহে অবস্থান করেন তখন তার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়। ৩। হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হয়ে উদ্গত হয়, তার আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত

হয়ে দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হয়ে থাক। ৪। যখন তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদিরূপ অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সোনার ন্যায় বিসৃষ্ট হয়ে গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় কাষ্ঠাদি ভক্ষণ কর। ৫। মনুষ্যগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সে অগ্নিকে তার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত করে সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্যা করে। আহূত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়। ৬। হে সুন্দর তেজবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তোমার তেজ অন্তরিক্ষ হতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়, তুমি দর্শনীয় সূর্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করিয়ে থাক। ৭। হে অগ্নি! আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা তোমাদের স্বাহা দান করব, হে অগ্নি! তুমিও সেরূপ সে অমিত তেজবলে অপরিমিত আয়োনির্মিত (১) নগরী দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৮। হে বলের পুত্র জাতবেদা! তুমি দানশীল তোমার যে শিখা আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান প্রজাগণকে তুমি রক্ষা কর, সে সমুদয়দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর। ৯। যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীর দ্বারা কৃপা-বশত রোচমান হয়ে তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় কাষ্ঠ হতে নির্গত হন, তখন তিনি যাগযোগ্য হন। কমনীয়, সুকর্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত অরণিদ্বয় হতে জাত হয়েছেন। ১০। হে অগ্নি! আমাদের এ সুন্দর ধন দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেত পুত্র লাভ করতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হোক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'আয়সীভিঃ' অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে রাখ। সায়ণ 'আয়সীভিঃ' অর্থে 'হিরণ্ময়ীভিঃ' করেছেন।

৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বঃ শুক্রায় ভানবে ভরধ্বং হব্যং মতিং চাগ্নয়ে সুপূতম্।
যো দৈব্যানি মানুষা জনূংষ্যন্তর্বিশ্বানি বিদ্মনা জিগাতি ॥ ১
স গৃৎসো অগ্নিস্তরুণশ্চিদস্তু যতো যবিষ্ঠো অজনিষ্ট মাতুঃ।
সং যো বনা যুবতে শুচিদন্ ভূরি চিদন্না সমিদত্তি সদ্যঃ ॥ ২
অস্য দেবস্য সংসদ্যনীকে যং মর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে।
নি যো গৃভং পৌরুষেয়ীমুবোচ দুরোকমগ্নিরায়বে শুশোচ ॥ ৩
অয়ং কবিরকবিষু প্রচেতা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
স মা নো অত্র জুহুরঃ সহস্বঃ সদা ত্বে সুমনসঃ স্যাম ॥ ৪
আ যো যোনিং দেবকৃতং সসাদ ক্রত্বা হ্যগ্নিরমৃতাঁ অতারীৎ।
তমোষধীশ্চ বনিনশ্চ গর্ভং ভূমিশ্চ বিশ্বধায়সং বিভর্তি ॥ ৫
ঈশে হ্যগ্নিরমৃতস্য ভূরেরীশে রায়ঃ সুবীর্যস্য দাতোঃ।
মা ত্বা বয়ং সহসাবন্নবীরা মাপ্সবঃ পরি ষদাম মাদুবঃ ॥ ৬
পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেক্ণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মা পথো বি দুক্ষঃ ॥ ৭
নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোঽন্যোদর্যো মনসা মন্তবা উ।
অধা চিদোকঃ পুনরিৎস এত্যা নো বাজ্যভীষালেতু নব্যঃ ॥ ৮
ত্বমগ্নে বনুষ্যতো নি পাহি ত্বমু নঃ সহসাবন্নবদ্যাৎ।
সং ত্বা ধ্বস্মন্বদভ্যেতু পাথঃ সং রয়িং স্পৃহয়ায্যঃ সহস্রী ॥ ৯

এতা ন অগ্নে সৌভগা দিদীহ্যপি ক্রতুং সুচেতসং বতেম।
বিশ্বা স্তোতৃভ্যো গৃণতে চ সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান কর। অগ্নি দৈব মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন। ২। অগ্নি অরণি হতে যুবতম হয়ে জাত হয়েছেন, অতএব সে মেধাবী অগ্নি তরুণ হোন। দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নি সংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূত অন্ন ভক্ষণ করেন। ৩। মর্ত্যগণ যে শুভ্র অগ্নিকে দেবের মুখ্যস্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণ কর্তৃক গৃহীত বস্তু সেবা করেন, সে অগ্নি মনুষ্যগণের জন্য শত্রুগণের দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান। ৪। কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্যগণ মধ্যে নিহিত হয়েছেন। হে বলবান অগ্নি! আমরা সর্বদা তোমার ভক্ত থাকব, তুমি আমাদের হিংসা করো না। ৫। যেহেতু অগ্নি কর্মদ্বারা দেবগণকে পার করেছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে বিদ্যমান সে অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁকে ধারণ করে। ৬। অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করতে সক্ষম; সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান করতে সক্ষম। হে বলবান অগ্নি! আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হয়ে উপবেশন না করি, রূপরহিত হয়ে উপবেশন না করি এবং পরিচর্যারহিত হয়ে উপবেশন না করি। ৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হব। হে অগ্নি! যেন অপত্য অন্যজাত (১) না হয়। অবজ্ঞার পথ জেনো না। ৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হলেও তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করতে অথবা মনে করতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানে গমন করে। অতএব অন্নবান শত্রুনাশক নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আসুক। ৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদের হিংসক হতে রক্ষা কর, হে বলবান! তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর, নির্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, স্পৃহণীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের প্রাপ্ত হোক। ১০। হে অগ্নি! আমাদের এ সুন্দর ধন দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতা পুত্র লাভ করতে পারি। সমস্ত ধন উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হোক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে ও পরের ঋকে দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৫ সূক্ত ।। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে তবসে ভরধ্বং গিরং দিবো অরতয়ে পৃথিব্যাঃ।
যো বিশ্বেষামমৃতানামুপস্থে বৈশ্বানরো বাবৃধে জাগৃবদ্ভিঃ ॥ ১
পৃষ্টো দিবি ধায্যগ্নিঃ পৃথিব্যাং নেতা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়নাম্।
স মানুষীরভি বিশো বি ভাতি বৈশ্বানরো বাবৃধানো বরেণ ॥ ২
ত্বদ্ভিয়া বিশ আয়ন্নসিক্নীরসমনা জহতীর্ভোজনানি।
বৈশ্বানর পূরবে শোশুচানঃ পুরো যদগ্নে দরয়ন্নদীদেঃ ॥ ৩
তব ত্রিধাতু পৃথিবী উত দ্যৌর্বৈশ্বানর ব্রতমগ্নে সচন্ত।
ত্বং ভাসা রোদসী আ ততন্থাজস্রেণ শোচিষা শোশুচানঃ ॥ ৪
ত্বামগ্নে হরিতো বাবশানা গিরঃ সচন্তে ধুনয়ো ঘৃতাচীঃ।
পতিং কৃষ্টীনাং রথ্যং রয়ীণাং বৈশ্বানরমুষসাং কেতুমহ্নাম্ ॥ ৫
ত্বে অসূর্যং বসবো ন্যৃণ্বন্ক্রতুং হি তে মিত্রমহো জুষন্ত।
ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায় ॥ ৬
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্বায়ুর্ন পাথঃ পরি পাসি সদ্যঃ।
ত্বং ভুবনা জনয়ন্নভি ক্রন্নপত্যায় জাতবেদো দশস্যন্ ॥ ৭

তামগ্নে অস্মে ইষমেরয়স্ব বৈশ্বানর দ্যুমতীং জাতবেদঃ।
যয়া রাধঃ পিন্বসি বিশ্ববার পৃথু শ্রবো দাশুষে মর্ত্যায় ।। ৮
তং নো অগ্নে মঘবদ্ভ্যঃ পুরুক্ষুং রয়িং নি বাজং শ্রুত্যং যুবস্ব।
বৈশ্বানর মহি নঃ শর্ম যচ্ছ রুদ্রেভিরগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ ।। ৯

অনুবাদ : ১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সাথে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সে প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। ২। নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অগ্নি অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীতে নিসৃত হয়েছেন, সে বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্ধিত হয়ে মনুষ্য প্রজাগণের অভিমুখে শোভা পান। ৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুষ সমীপে দীপ্যমান হয়ে তার শত্রুর পুরী বিদীর্ণ করে প্রজ্বলিত হয়েছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্নী প্রজাগণ পরস্পর অসমেত হয়ে ভোজন ত্যাগ করে এসেছিল। ৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরিক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান হয়ে স্বদীপ্তিতে দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত কর। ৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং ঊষা ও দিবসের মহান কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হয়ে তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে। ৬। হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করেছেন, তোমার কর্ম সেবা করেছেন। তুমি আর্যের জন্য অধিক তেজ উৎপন্ন করে দস্যুগণকে স্থান হতে নির্গত করেছ (১)। ৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়ে বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জাতবেদা! তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করে অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করে গর্জন করে থাক। ৮। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! যা দিয়ে ধন রক্ষা কর এবং হব্যদাতা মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি আমাদের সে দীপ্তিমান অন্ন প্রদান কর। ৯। হে অগ্নি! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদের বহু অন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে আমাদের মহৎ ধন দান কর।

টীকা : ১। অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্যগণ অনার্য বর্বরদের তাদের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হতে নিঃসারিত করে সে প্রদেশ অধিকার করেছে।

৬ সূক্ত ।। বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সম্রাজো অসুরস্য প্রশস্তিং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।
ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দে দারুং বন্দমানো বিবক্মি ।। ১
কবিং কেতুং ধাসিং ভানুমদ্রের্হিন্বন্তি শং রাজ্যং রোদস্যোঃ।
পুরন্দরস্য গীর্ভিরা বিবাসেঽগ্নের্ব্রতানি পূর্ব্যা মহানি ।। ২
ন্যক্রতূন্ গ্রথিনো মৃধ্রবাচঃ পণীঁরশ্রদ্ধাঁ অবৃধাঁ অযজ্ঞান্।
প্রপ্র তান্দস্যূঁরগ্নির্বিবায় পূর্বশ্চকারাপরাঁ অযজ্যূন্ ।। ৩
যো অপাচীনে তমসি মদন্তীঃ প্রাচীশ্চকার নৃতমঃ শচীভিঃ।
তমীশানং বস্বো অগ্নিং গৃণীষেঽনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্ ।। ৪
যো দেহ্যো অনময়দ্বধস্নৈর্যো অর্যপত্নীরুষসশ্চকার।
স নিরুধ্যা নহুষো যহ্বো অগ্নির্বিশশ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ ।। ৫
যস্য শর্মন্নুপ বিশ্বে জনাস এবৈস্তস্থুঃ সুমতিং ভিক্ষমাণাঃ।
বৈশ্বানরো বরমা রোদস্যোরাগ্নিঃ সসাদ পিত্রোরুপস্থম্ ।। ৬

আ দেবো দদে বুধ্ন্যা বসূনি বৈশ্বানর উদিতা সূর্যস্য।
আ সমুদ্রাদবরাদা পরস্মাদাগ্নির্দদে দিব আ পৃথিব্যাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি। বন্দমান হয়ে সম্রাট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায় সে বৈশ্বানরের স্তুতি ও কর্মসমূহ কীর্তন করব। ২। অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অদ্রিধারী, দীপ্তিমান, সুখকর ও দ্যাবাপৃথিবীর রাজা, দেবগণ সে অগ্নিকে প্রীত করেন। আমি পুরীবিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্মসমূহ স্তুতি-দ্বারা কীর্তন করব। ৩। অগ্নি, যজ্ঞরহিত, জল্পক, হিংসিতবাক, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সে দস্যুদের বিদূরিত করুন, তিনি প্রধান হয়ে অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন। ৪। নেতৃতম যে অগ্নি অপ্রকাশমান অন্ধকারে নিমগ্ন প্রজাগণকে হৃষ্ট করে প্রজ্ঞাদ্বারা ঋজুগামী করেছেন ; আমি সে ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি। ৫। যিনি শত্রু কৌশল আয়ুধ-দ্বারা হীন করেছেন যিনি আর্যপত্নী ঊষাকে সৃষ্টি করেছেন, সে মহান, অগ্নি প্রজা-গণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করে নহুষ রাজার করপ্রদ করেছিলেন। ৬। সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে হব্যের সাথে উপস্থিত হয়, সে বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃমাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত অন্তরিক্ষে এসেছেন। ৭। বৈশ্বানর-দেব, সূর্য উদয় হলে অন্তরিক্ষ হতে তমসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরিক্ষ হতে তম গ্রহণ করেন, পরে সমুদ্র হতে তম গ্রহণ করেন, দ্যুলোকের তম গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তম গ্রহণ করেন।

৭ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো দেবং চিৎসহসানমগ্নিমশ্বং ন বাজিনং হিষে নমোভিঃ
ভবা নো দূতো অধ্বরস্য বিদ্বান্ত্মনা দেবেষু বিবিদে মিতদ্রুঃ ॥ ১
আ যাহ্যগ্নে পথ্যা অনু স্বা মন্দ্রো দেবানাং সখ্যং জুষাণঃ।
আ সানু শুষ্মৈর্নদয়ন্ পৃথিব্যা জম্ভেভির্বিশ্বমুশধগ্ বনানি ॥ ২
প্রাচীনো যজ্ঞঃ সুধিতং হি বর্হিঃ প্রীণীতে অগ্নিরীলিতো ন হোতা।
আ মাতরা বিশ্ববারে হুবানো যতো যবিষ্ঠ জজ্ঞিষে সুশেবঃ ॥ ৩
সদ্যো অধ্বরে রথিরং জনন্ত মানুষাসো বিচেতসো য এষম্।
বিশামধায়ি বিশ্পতিদুরোণেঽগ্নির্মন্দ্রো মধুবচা ঋতাবা ॥ ৪
অসাদি বৃতো বহ্নিরাজগন্বানগ্নির্ব্রহ্মা নৃষদনে বিধর্তা।
দ্যৌশ্চ যং পৃথিবী বাবৃধাতে আ যং হোতা যজতি বিশ্ববারম্ ॥ ৫
এতে দ্যুম্নেভির্বিশ্বমাতিরন্ত মন্ত্রং যে বারং নর্যা অতক্ষন্।
প্র যে বিশস্তিরন্ত শ্রোষমানা আ যে মে অস্য দীধয়ন্নৃতস্য ॥ ৬
নূ ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নিদেব! তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান! তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধদ্রুম বলে প্রজ্ঞাত আছেন। ২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সাথে সখ্য সেবা করে থাক, তুমি তেজ বলে পৃথিবীর তৃণ গুল্মাদি সানুপ্রদেশ শব্দিত করে দংষ্ট্রা দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ করে স্বীয় মার্গদ্বারা এস। ৩। হে যুবতম অগ্নি! যখন তুমি সুন্দর সুখযুক্ত হয়ে জাত হও, তখন

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হি নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী আহূত হন। ৪। প্রাজ্ঞ মনুষ্যগণ যজ্ঞে রথী অগ্নিকে সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি এঁদের হব্য বহন করেন সে মদয়িতা, মধুবাক, যজ্ঞবান বিশ্পতি অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহে নিহিত হয়েছেন। ৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁকে বর্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সে বৃত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং সকলের ধারক অগ্নি এসে মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হয়েছেন। ৬। যে নরগণ পর্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করেছেন, যে মনুষ্যগণ শ্রবণেচ্ছু হয়ে বর্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করেছেন, তারা অন্নের দ্বারা সমস্ত পোষ্যবর্গ বর্ধিত করেন। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভি র্যস্য প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।
নরো হব্যেভিরীলতে সবাধ আগ্নিরগ্র উষসামশোচি ॥ ১
অয়মু ষ্য সুমহাঁ অবেদি হোতা মন্দ্রো মনুষো যহ্বো অগ্নিঃ।
বি ভা অকঃ সসৃজানঃ পৃথিব্যাং কৃষ্ণপবিরোষধীভির্ববক্ষে ॥ ২
কয়া নো অগ্নে বি বসঃ সুবৃক্তিং কামু স্বধামৃণবঃ শস্যমানঃ।
কদা ভবেম পতয়ঃ সুদত্র রায়ো বন্তারো দুষ্টরস্য সাধোঃ ॥ ৩
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্য শৃণ্বে বি যৎসূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ।
অভি যঃ পুরুং পৃতনাসু তস্থৌ দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ ॥ ৪
অসন্নিত্ত্বে আহবনানি ভূরি ভুবো বিশ্বেভিঃ সুমনা অনীকৈঃ।
স্তুতশ্চিদগ্নে শৃণ্বিষে গৃণানঃ স্বয়ং বর্ধস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৫
ইদং বচঃ শতসাঃ সংসহস্রমুদগ্নয়ে জনিষীষ্ট দ্বির্বহাঃ।
শং যৎস্তোতৃভ্য আপয়ে ভবাতি দ্যুমদমীবচাতনং রক্ষোহা ॥ ৬
নু ত্বামগ্ন ঈমহে বসিষ্ঠা ঈশানং সূনো সহসো বসূনাম্।
ইষং স্তোতৃভ্যো মঘবদ্ভ্য আনড্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। যাঁর রূপ ঘৃতদ্বারা আহূত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হয়ে যাঁকে হব্যের সাথে স্তুতি করে, সে রাজা স্বামী অগ্নি স্তুতির সাথে সমিদ্ধ হচ্ছেন। অগ্নি ঊষার অগ্রে দীপ্ত হন। ২। এ হোতা, মদয়িতা, মহান, অগ্নি মনুষ্যকর্তৃক সুমহান বলে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্ম অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়ে ওষধিদ্বারা বর্ধিত হন। ৩। হে অগ্নি! তুমি কোন স্বধা দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করবে? স্তূয়মান হয়ে কোন স্বধা প্রাপ্ত হবে? হে শোভনদান অগ্নি! আমরা কখন দুস্তর সাধু-ধনের পতি ও বিভাগকারী হব? ৪। যখন এ অগ্নি সূর্যের ন্যায় বৃহৎ প্রভাশালী হয়ে প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পুরুকে অভিভূত করেছেন সে দীপ্যমান দেবগণের অতিথি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন। ৫। হে অগ্নি! তোমাতে প্রভূত হব্যপ্রদত্ত হয়েছে, তুমি সমস্ত তেজের সাথে প্রসন্ন হও এবং স্তোতার স্তোত্র শোন। হে সুজাত! তুমি স্তূয়মান হয়ে স্বয়ং শরীর বর্ধিত কর। ৬। শত গাভীর বিভাগকারী ও সহস্র-গাভীসংযুক্ত এবং উভয় লোকে মাননীয় বসিষ্ঠ ঋষি এ বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন

করেছেন। এ দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও তাঁদের বন্ধুর সুখদ হোক। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অবোধি জার উষসামুপস্থাদ্ধোতা মন্দ্রঃ কবিতমঃ পাবকঃ।
দধাতি কেতুমুভয়স্য জন্তোর্হব্যা দেবেষু দ্রবিণং সুকৃৎসু ॥ ১
স সুক্রতুর্যো বি দুরঃ পণীনাং পুনানো অর্কং পুরুভোজসং নঃ।
হোতা মন্দ্রো বিশাং দমূনাস্তিরস্তমো দদৃশে রাম্যাণাম্ ॥ ২
অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্ত্সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।
চিত্রভানুরুষসাং ভাত্যগ্রেঽপাং গর্ভঃ প্রস্ব আ বিবেশ ॥ ৩
ঈলেন্যো বো মনুষো যুগেষু সমনগা অশুচজ্জাতবেদাঃ।
সুসংদৃশা ভানুনা যো বিভাতি প্রতি গাবঃ সমিধানং বুধন্ত ॥ ৪
অগ্নে যাহি দূত্যং মা রিষণ্যো দেবাঁ অচ্ছা ব্রহ্মকৃতা গণেন।
সরস্বতীং মরুতো অশ্বিনাপো যক্ষি দেবান্রত্নধেয়ায় বিশ্বান্ ॥ ৫
ত্বামগ্নে সমিধানো বসিষ্ঠো জরূথং হন্যক্ষি রায়ে পুরন্ধিম্।
পুরুণীথা জাতবেদো জরস্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক; তিনি উষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েছেন, তিনি উভয় প্রকার জীবকে (১) প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন। ২। যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করেছেন, সে অগ্নি সুকর্মা। তিনি আমাদের জন্য বহুক্ষীর-বিশিষ্ট ও অর্চনীয় গাভীসমূহ হরণ করেন। তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রি সমূহের ও জনগণের তম বিদূরিত করে দৃষ্ট হন। ৩। অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান, শোভন গৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর অগ্নি, বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হয়ে উষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হয়ে ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন। ৪। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যের যজ্ঞকালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সঙ্গত হয়ে দীপ্তি পান, দর্শনীয় তেজ দ্বারা শোভা পান। স্তুতি-সমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে। ৫। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্যে গমন কর। স্তুতিকারীদের দলের সাথে হিংসা করো না। আমাদের রত্ন দান করবার জন্য তুমি সরস্বতী, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, জল, প্রভৃতি সমস্ত দেবগণের যাগ কর। ৬। হে অগ্নি! বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করছে, তুমি পরুষভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহুধী দেবগণকে যাগ কর। হে জাতবেদা! বহুস্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর; তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা : ১। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অথবা দেবতা ও মনুষ্য। সায়ণ।

১০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষো ন জারঃ পৃথু পাজো অশ্রেদ্দবিদ্যুতদ্দীদ্যচ্ছোশুচানঃ।
বৃষা হরিঃ শুচিরা ভাতি ভাসা ধিয়ো হিন্বান উশতীরজীগঃ ॥ ১
স্বর্ণ বস্তোরুষসামরোচি যজ্ঞং তন্বানা উশিজো ন মন্ম।
অগ্নির্জন্মানি দেব আ বি বিদ্বান্দ্রবদ্দূতো দেবয়াবা বনিষ্ঠঃ ॥ ২

অচ্ছা গিরো মতয়ো দেবয়ন্তীরগ্নিং যন্তি দ্রবিণং ভিক্ষমাণাঃ।
সুসন্দৃশং সুপ্রতীকং স্বঞ্চং হব্যবাহমরতিং মানুষাণাম্ ॥ ৩
ইন্দ্রং নো অগ্নে বসুভিঃ সজোষা রুদ্রং রুদ্রেভিরা বহা বৃহন্তম্।
আদিত্যেভিরদিতিং বিশ্বজন্যাং বৃহস্পতিমৃক্বভির্বিশ্ববারম্ ॥ ৪
মন্দ্রং হোতারমুশিজো যবিষ্ঠমগ্নিং বিশ ঈলতে অধ্বরেষু।
স হি ক্ষপাবাঁ অভবদ্রয়ীণামতন্দ্রো দূতো যজথায় দেবান্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ঊষার প্রণয়ী সূর্যের ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজ আশ্রয় করছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি অগ্নি কর্মসমুদয় প্রেরণ করে দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পায় এবং অভিলাষীদের জাগান। ২। অগ্নি দিবাভাগে ঊষার অগ্রে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান, ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার করে মননীয় স্তোত্র পাঠ করেন, বিদ্বান দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারীও দাতাশ্রেষ্ঠ অগ্নিদেব প্রাণিসমূহ দ্রব করেন। ৩। দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে যায়। সে অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী। ৪। হে অগ্নি! তুমি বসুগণের সাথে সঙ্গত হয়ে ইন্দ্রকে আহ্বান কর, রুদ্রগণের সাথে সঙ্গত হয়ে মহান রুদ্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সাথে সঙ্গত হয়ে বিশ্বজন হিতকর অদিতিকে আহ্বান কর, স্তুতিযোগ্য অঙ্গিরাগণের সাথে সঙ্গত হয়ে সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান কর। ৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হয়েছিলেন।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মহাঁ অস্যধ্বরস্য প্রকেতো ন ঋতে ত্বদমৃতা মাদয়ন্তে।
আ বিশ্বেভিঃ সরথং যাহি দেবৈর্ন্যগ্নে হোতা প্রথমঃ সদেহ ॥ ১
ত্বামীলতে অজিরং দূত্যায় হবিষ্মন্তঃ সদমিন্মানুষাসঃ।
যস্য দেবৈরাসদো বর্হিরগ্নেহহান্যস্মৈ সুদিনা ভবন্তি ॥ ২
ত্রিশ্চিদক্তোঃ প্র চিকিতুর্বসূনি ত্বে অন্তর্দাশুষে মর্ত্যায়।
মনুষ্বদগ্ন ইহ যক্ষি দেবান্ ভবা নো দূতো অভিশস্তিপাবা ॥ ৩
অগ্নিরীশে বৃহতো অধ্বরস্যাগ্নির্বিশ্বস্য হবিষঃ কৃতস্য।
ক্রতুং হ্যস্য বসবো জুষন্তাথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৪
আগ্নে বহ হবিরদ্যায় দেবানিন্দ্রজ্যেষ্ঠাস ইহ মাদয়ন্তাম্।
ইমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু ধেহি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হয়ে মহান হও। দেবগণ তোমা বিনা মত্ত হন না। তুমি সমস্ত দেবগণের সাথে রথযুক্ত হয়ে এস এবং এ কুশোপরি মুখ্য হোতা হয়ে উপবেশন কর। ২। হে অগ্নি! তুমি গমনশীল, হবিষ্মান, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বদা দৌত্যকার্যে প্রার্থনা করে। তুমি দেবগণের সাথে যার কুশোপরি উপবেশন কর, তার দিবসসমূহ সুদিন হয়। ৩। হে অগ্নি! ঋত্বিকগণ দিবসে তিনবার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এ যজ্ঞে দূত হয়ে যাগ কর এবং আমাদের শত্রু হতে রক্ষা কর। ৪। অগ্নি মহান যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ এর কর্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করেছেন। ৫। হে অগ্নি! হব্য

ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এ যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এ যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের নিকট নিয়ে যাও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্বী স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম্ ॥ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।
স নো রক্ষিষদ্দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত উত নো মঘোনঃ ॥ ২
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্ধন্তি মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হয়ে দীপ্তি পান, সে যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্বত্র গমন-কারী অগ্নির নিকট আমরা নমস্কারের সাথে গমন করি। ২। সে জাতবেদা নিজ মহত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞ গৃহে স্তুত হচ্ছেন, তিনি আমাদের শাপ ও নিন্দিত কর্ম হতে রক্ষা করুন। আমরা তার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি। ৩। হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৩ সূক্ত ॥ বৈশানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে বিশ্বশুচে ধিয়ন্ধেঽসুরঘ্নে মন্ম ধীতিং ভরধ্বম্।
ভরে হবির্ন বর্হিষি প্রীণানো বৈশ্বানরায় যতয়ে মতীনাম্ ॥ ১
ত্বমগ্নে শোচিষা শোশুচান আ রোদসী অপৃণা জায়মানঃ।
ত্বং দেবাঁ অভিশস্তেরমুঞ্চো বৈশ্বানর জাতবেদা মহিত্বা ॥ ২
জাতো যদগ্নে ভুবনা ব্যখ্যঃ পশূন্ন গোপা ইর্যঃ পরিজ্মা।
বৈশ্বানরঃ ব্রহ্মণে বিন্দ গাতুং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। সকলের উদ্দীপক, কর্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম কর। আমি প্রীত হয়ে অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সাথে স্তুতি উচ্চারণ করি। ২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তি দ্বারা দীপ্তি-বিশিষ্ট ও জাত হয়েই দ্যাবাপৃথিবী পূর্ণ করেছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর! তুমি মহত্ব দ্বারা দেবগণকে শত্রু হতে মুক্ত করেছ। ৩। হে অগ্নি! তুমি সূর্য রূপে জাত, স্বামী ও সর্বত্র গমনশীল, গোপালক যেরূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে সেরূপ তুমি যখন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফল লাভ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিধা জাতবেদসে দেবায় দেবহূতিভিঃ।
হবির্ভিঃ শুক্রশোচিষে নমস্বিনো বয়ং দাশেমাগ্নয়ে ॥ ১

বয়ং তে অগ্নে সমিধা বিধেম বয়ং দাশেম সুষ্টুতী যজত্র ।
বয়ং ঘৃতেনাধ্বরস্য হোতর্বয়ং দেব হবিষা ভদ্রশোচে ॥ ২
আ নো দেবেভিরূপ দেবহূতিমগ্নে যাহি বষট্ কৃতিং জুষাণঃ ।
তুভ্যং দেবায় দাশতঃ স্যাম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ　১। আমরা হবিষ্মান, আমরা সমিধদ্বারা জাতবেদার পরিচর্যা করব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্যা করব এবং হব্যদ্বারা শুভ্রদীপ্ত অগ্নির পরিচর্যা করব। ২। হে অগ্নি ! আমরা সমিধদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব। হে যজনীয় ! আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব, হে যজ্ঞের হোতা ! আমরা ঘৃতদ্বারা পরিচর্যা করব ; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব ! আমরা হব্যদ্বারা পরিচর্যা করব। ৩। হে অগ্নি ! তুমি বষটকৃতি অর্থাৎ হব্য সেবন করে দেবগণের সাথে আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও। তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পরিচর্যাকারী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৫ সূক্ত ॥　অগ্নি দেবতা।　বসিষ্ঠ ঋষি।　গায়ত্রী ছন্দ।

উপসদ্যায় মীড়্হুষ আস্যে জুহুতা হবিঃ।　যো নো নেদিষ্ঠমাপ্যম্ ॥ ১
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি নিষসাদ দমে দমে।　কবি র্গৃহপতি র্যুবা ॥ ২
স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু বিশ্বতঃ।　উতাস্মান্ পাত্বংহসঃ ॥ ৩
নবং নু স্তোমমগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনং।　বস্বঃ কুবিদ্বনাতি নঃ ॥ ৪
স্পার্হা যস্য শ্রিয়ো দৃশে রয়ির্বীরবতো যথা।　অগ্রে যজ্ঞস্য শোচতঃ ॥ ৫
সেমাং বেতু বষট্কৃতিমগ্নির্জুষত নো গিরঃ।　যজিষ্ঠো হব্যবাহনঃ ॥ ৬
নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্পতে দ্যুমন্তং দেব ধীমহি।　সুবীরমগ্ন আহুত ॥ ৭
ক্ষপ উস্রশ্চ দীদিহি স্বগ্নয়স্ত্বয়া বয়ম্।　সুবীরস্ত্বমস্ময়ুঃ ॥ ৮
উপ ত্বা সাতয়ে নরো বিপ্রাসো যন্তি ধীতিভিঃ।　উপাক্ষরা সহস্রিণী ॥ ৯
অগ্নী রক্ষাংসি সেধতি শুক্রশোচিরমর্ত্যঃ।　শুচিঃ পাবক ঈড্যঃ ॥ ১০
স নো রাধাংস্যা ভরেশানঃ সহসো যহো।　ভগশ্চ দাতু বার্যম্ ॥ ১১
ত্বমগ্নে বীরবদ্যশো দেবশ্চ সবিতা ভগঃ।　দিতিশ্চ দাতি বার্যম্ ॥ ১২
অগ্নে রক্ষা ণো অংহসঃ প্রতি ষ্ম দেব রীষতঃ।　তপিষ্ঠৈরজরো দহ ॥ ১৩
অধা মহী ন আয়স্যনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে।　পূর্ভবা শতভুজিঃ ॥ ১৪
ত্বং নঃ পাহ্যংহসো দোষাবস্তরঘায়তঃ।　দিবা নক্তমদাভ্য ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ　১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সে উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁর মুখে হব্য প্রদান কর। ২। কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষণ্ণ হন। ৩। সে অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ৪। আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করছি। তিনি আমাদের বহুধন দান করুন। ৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান ব্যক্তির ধনের ন্যায় চক্ষুর স্পৃহণীয়। ৬। যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ হব্যবাহক সে অগ্নি এ বষটকৃতি কামনা করুন, আমাদের স্তুতিসেবা করুন। ৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহুত অগ্নিদেব ! তুমি দ্যুতিমান এবং সুবীর। আমরা তোমাকে স্থাপন করেছি। ৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নিবিশিষ্ট হব, তুমি আমাদের কামনা করে সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও। ৯। মেধাবী নেতাগণ, ধনকর্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার

নিকট যায়। সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত স্তুতি তোমার নিকট যায়। ১০। শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন। ১১। হে বলের পুত্র! তুমি ঈশ্বর হয়ে আমাদের ধন দান কর, ভগও বরণীয় ধন দান করুন। ১২। হে অগ্নি! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও বরণীয় ধন দান করুন, ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন। ১৩। হে অগ্নি তুমি আমাদের পাপ হতে রক্ষা কর। হে জরারহিত দেব! তুমি হিংসাকারিদের অত্যন্ত তাপক তেজ দ্বারা দগ্ধ কর। ১৪। তুমি অপ্রতিধর্ষণীয়, এক্ষণে তুমি আমাদের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিতা শতগুণা পুরী হও। ১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক! তুমি আমাদের পাপ হতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হতে দিবারাত্রি রক্ষা কর।

১৬ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। প্রাগাথম্ ছন্দ।

এনা বো অগ্নিং নমসোর্জো নপাতমা হুবে।
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিং স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতম্ ॥ ১
স যোজতে অরুষা বিশ্বভোজসা স দুদ্রবৎস্বাহুতঃ।
সুব্রহ্মা যজ্ঞঃ সুশমী বসূনাং দেবং রাধো জনানাম্ ॥ ২
উদস্য শোচিরস্থাদাজুহ্বানস্য মীড়হুষঃ।
উদ্ধূমাসো অরুষাসো দিবিস্পৃশঃ সমগ্নিমিন্ধতে নরঃ ॥ ৩
তং ত্বা দূতং কৃণ্মহে যশস্তমং দেবাঁ আ বীতয়ে বহ।
বিশ্বা সূনো সহসো মর্তভোজনা রাস্ব তদ্যত্ত্বেমহে ॥ ৪
ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি বেষি চ বার্যম্ ॥ ৫
কৃধি রত্নং যজমানায় সুক্রতো ত্বং হি রত্নধা অসি।
আ ন ঋতে শিশীহি বিশ্বমৃত্বিজং সুশংসো যশ্চ দক্ষতে ॥ ৬
ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্বান্দয়ন্ত গোনাম্ ॥ ৭
যেষামিলা ঘৃতহস্তা দুরোণ আঁ অপি প্রাতা নিষীদতি।
তাংস্ত্রায়স্ব সহস্য দ্রুহো নিদো যচ্ছ নঃ শর্ম দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ৮
স মন্দ্রয়া চ জিহ্বয়া বহ্নিরাসা বিদুষ্টরঃ।
অগ্নে রয়িং মঘবদ্ভ্যো ন আ বহ হব্যদাতিং চ সূদয় ॥ ৯
যে রাধাংসি দদত্যশ্ব্যা মঘা কামেন শ্রবসো মহঃ।
তাঁ অংহসঃ পিপৃহি পর্তৃভিষ্টবং শতং পূর্ভির্যবিষ্ঠ্য ॥ ১০
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ ১১
তং হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্যমগ্নির্জনায় দাশুষে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। আমি তোমাদের জন্য বলের পুত্র, প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমনশীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এ স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি। ২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, তিনি দেবগণের প্রতি অত্যন্ত দ্রুতগমন করেন। তিনি সুন্দররূপে আহুত, সুন্দর স্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্মা। বসুগণের (১) ধন অগ্নিদেবের নিকট গমন

করুক। ৩। অভীষ্টবর্ষী, অভিহূয়মান এ অগ্নির তেজ উত্থিত হচ্ছে, আরোচমান, অন্তরিক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হচ্ছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করছেন। ৪। হে বলের পুত্র! তুমি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর। যখন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ অর্থাৎ ধন দান কর। ৫। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! তুমি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর। ৬। হে সুকর্মা! যজমানকে রত্ন দান কর, যেহেতু তুমি রত্নদাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে তীক্ষ্ণ কর। হোতা বর্ধিত হচ্ছে, তাকে বর্ধিত কর। ৭। হে সুন্দররূপে আহূত অগ্নি! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হোক এবং যে ধনবান দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তারাও প্রিয় হোক। ৮। যাদের গৃহে ঘৃতহস্তা ইলা (২) পূর্ণ হয়ে নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান অগ্নি! তাদের দ্রোহকারী ও নিন্দক হতে ত্রাণ কর, আমাদের দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান কর। ৯। হে অগ্নি! তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান, মোদয়িত্রী ও আস্যস্থানীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদের ধন দান কর। আমরা হবিষ্মান। তুমি হব্যদাতাকে কর্মে প্রেরণ কর। ১০। হে যুবতম! যারা মহৎ যশ ইচ্ছা করে সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাদের পাপ হতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর। ১১। ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক কামনা করেন, তোমরা সোমদ্বারা পাত্র সিক্ত কর, সোম দান কর। অনন্তক অগ্নিদেব তোমাদের বহন করেন। ১২। দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করেছেন, অগ্নি পরিচর্যাকারী হব্যদাতাজনকে সুবীর্যযুক্ত রত্ন দান করুন।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ বাসক জন, বসিষ্ঠগণ। সায়ণ। ২। অন্নরূপা হবির্লক্ষণা দেবী। সায়ণ।

১৭ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নে ভব সুষমিধা সমিদ্ধ উত বর্হিরুর্বিয়া বি স্তৃণীতাম্ ॥ ১
উত দ্বার উশতীর্বি শ্রয়ন্তামুত দেবাঁ উশন আ বহেহ ॥ ২
অগ্নে বীহি হবিষা যক্ষি দেবান্ত্স্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ ॥ ৩
স্বধ্বরা করতি জাতবেদা যক্ষদ্দেবাঁ অমৃতান্ পিপ্রয়চ্চ ॥ ৪
বস্ব বিশ্বা বার্যাণি প্রচেতঃ সত্যা ভবন্ত্বাশিষো নো অদ্য ॥ ৫
ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহং দেবাসো অগ্ন ঊর্জ আ নপাতম্ ॥ ৬
তে তে দেবায় দাশতঃ স্যাম মহো নো রত্না বি দধ ইয়ানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! শোভন সমিধদ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বর্যু সম্যকরূপে কুশ বিস্তৃত করুন। ২। দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এ যজ্ঞে আন। ৩। হে জাতবেদা অগ্নি! দেবগণের অভিমুখে যাও, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাঁদের শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কর। ৪। জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন। ৫। হে মতিমান! সমস্ত বরণীয় ধন দান কর, আমাদের আশীর্বাদসমূহ অদ্য সত্য হোক। ৬। হে অগ্নি! তুমি বলের পুত্র, তোমাকে সে দেবগণ হব্যবাহক করেছেন। ৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করব, তুমি মহান ও উপগম্য, তুমি আমাদের রত্ন দান কর।

১৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক হতে ২৫ ঋক পর্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান স্তব করা হয়েছে বলে তাই দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ত্বে হ যৎপিতরশ্চিন্ন ইন্দ্র বিশ্বা বামা জরিতারো অসন্বন্ ।
ত্বে গাবঃ সুদুঘাস্ত্বে হ্যশ্বাস্ত্বং বসু দেবয়তে বনিষ্ঠঃ ॥ ১
রাজেব হি জনিভিঃ ক্ষেষ্যেবাব দ্যুভিরভি বিদুষ্কবিঃ সন্ ।
পিশা গিরো মঘবন্গোভিরশ্বৈস্ত্বায়তঃ শিশীহি রায়ে অস্মান্ ॥ ২
ইমা উ ত্বা পস্পৃধানাসো অত্র মন্দ্রা গিরো দেবয়ন্তীরুপ স্থুঃ ।
অর্বাচী তে পথ্যা রায় এতু স্যাম তে সুমতাবিন্দ্র শর্মন্ ॥ ৩
ধেনুং ন ত্বা সূয়বসে দুদুক্ষন্নুপ ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ ।
ত্বামিন্মে গোপতিং বিশ্ব আহা ন ইন্দ্রঃ সুমতিং গন্ত্বচ্ছ ॥ ৪
অর্ণাংসি চিৎপপ্রথানা সুদাস ইন্দ্রো গাধান্যকৃণোৎসুপারা ।
শর্ধন্তং শিম্যুমুচথস্য নব্যঃ শাপং সিন্ধূনামকৃণোদশস্তীঃ ॥ ৫
পুরোলা ইত্তুর্বশো যক্ষুরাসীদ্রায়ে মৎস্যাসো নিশিতা অপীব ।
শ্রুষ্টিং চক্রুর্ভৃগবো দ্রুহ্যবশ্চ সখা সখায়মতরদ্বিষূচোঃ ॥ ৬
আ পক্থাসো ভলানসো ভনন্তালিনাসো বিষাণিনঃ শিবাসঃ ।
আ যোঽনয়ৎ সধমা আর্যস্য গব্যা তৃৎসুভ্যো অজগন্যুধা নৃন্ ॥ ৭
দুরাধ্যো অদিতিং স্রেবয়ন্তোঽচেতসো বি জগৃভ্রে পরুষ্ণীম্ ।
মহ্নাবিব্যক্পৃথিবীং পত্যমানঃ পশুষ্কবিরশয়চ্চায়মানঃ ॥ ৮
ঈয়ুরর্থং ন ন্যর্থং পরুষ্ণীমাশুশ্চনেদভিপিত্বং জগাম ।
সুদাস ইন্দ্রঃ সুতুকাঁ অমিত্রানরন্ধয়ন্মানুষে বধ্রিবাচঃ ॥ ৯
ঈয়ুর্গাবো ন যবসাদগোপা যথাকৃতমভি মিত্রং চিতাসঃ ।
পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নিনিপ্রেষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্রুর্নিযুতো রন্তয়শ্চ ॥ ১০
একং চ যো বিংশতিং চ শ্রবস্যা বৈকর্ণযোর্জনান্রাজা ন্যস্তঃ ।
দস্মো ন সদ্মন্নি শিশাতি বর্হিঃ শূরঃ সর্গমকৃণোদিন্দ্র এষাম্ ॥ ১১
অধ শ্রুতং কবষং বৃদ্ধমপ্স্বনু দ্রুহ্যুং নি বৃণগ্বজ্রবাহুঃ ।
বৃণানা অত্র সখ্যায় সখ্যং ত্বায়ন্তো যে অমদন্ননু ত্বা ॥ ১২
বি সদ্যো বিশ্বা দৃংহিতান্যেষামিন্দ্রঃ পুরঃ সহসা সপ্ত দর্দঃ ।
ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং ভাগ্জেষ্ম পূরুং বিদথে মৃধ্রবাচম্ ॥ ১৩
নি গব্যবোঽনবো দ্রুহ্যবশ্চ ষষ্টিঃ শতা সুষুপুঃ ষট্ সহস্রা ।
ষষ্টির্বীরাসো অধি ষট্ দুবোয়ু বিশ্বেদিন্দ্রস্য বীর্যা কৃতানি ॥ ১৪
ইন্দ্রেণৈতে তৃৎসবো বেবিষাণা আপো ন সৃষ্টা অধবন্ত নীচীঃ ।
দুর্মিত্রাসঃ প্রকলবিন্মিমানা জহুর্বিশ্বানি ভোজনা সুদাসে ॥ ১৫
অর্ধং বীরস্য শৃতপামনিন্দ্রং পরা শর্ধন্তং নুনুদে অভি ক্ষাম্ ।
ইন্দ্রো মন্যুং মন্যুম্যো মিমায় ভেজে পথো বর্তনিং পত্যমানঃ ॥ ১৬
আধ্রেণ চিত্তদ্বেকং চকার সিংহ্যং চিৎপেত্বেনা জঘান ।
অব স্রক্তীর্বেশ্যাবৃশ্চদিন্দ্রঃ প্রাযচ্ছাদ্বিশ্বা ভোজনা সুদাসে ॥ ১৭
শশ্বন্তো হি শত্রবো রারধুষ্টে ভেদস্য চিচ্ছর্ধতো বিন্দ রন্ধিম্ ।
মর্তাঁ এনঃ স্তুবতো যঃ কৃণোতি তিগ্মং তস্মিন্নি জহি বজ্রমিন্দ্র ॥ ১৮
আবদিন্দ্রং যমুনা তৃৎসবশ্চ প্রাত্র ভেদং সর্বতাতা মুষায়ং ।
অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি ॥ ১৯
ন ত ইন্দ্র সুমতয়ো ন রায়ঃ সঞ্চক্ষে পূর্বা উষসো ন নূত্নাঃ ।
দেবকঃ চিন্মান্যমানং জঘন্থাব ত্মনা বৃহতঃ শম্বরং ভেৎ ॥ ২০

প্র যে গৃহাদমমদুস্ত্বায়া পরাশরঃ শতযাতুর্বসিষ্ঠঃ।
ন তে ভোজস্য সখ্যং মৃষন্তাধা সূরিভ্যঃ সুদিনা ব্যুচ্ছান্ ॥ ২১
দ্বে নপ্তুর্দেববতঃ শতে গোর্দ্বা রথা বধূমন্তা সুদাসঃ।
অর্হন্নগ্নে পৈজবনস্য দানং হোতেব সদ্ম পর্যেমি রেভন্ ॥ ২২
চত্বারো মা পৈজবনস্য দানাঃ স্মদ্দিষ্টয়ঃ কৃশনিনো নিরেকে।
ঋজ্রাসো মা পৃথিবিষ্ঠাঃ সুদাসস্তোকং তোকায় শ্রবসে বহন্তি ॥ ২৩
যস্য শ্রবো রোদসী অন্তরুর্বী শীর্ষ্ণে শীর্ষ্ণে বিবভাজা বিভক্তা।
সপ্তেদিন্দ্রং ন স্রবতো গৃণন্তি নি যুধ্যামধিমশিশাদভীকে ॥ ২৪
ইমং নরো মরুতঃ সশ্চতানু দিবোদাসং ন পিতরং সুদাসঃ।
অবিষ্টনা পৈজবনস্য কেতং দূণাশং ক্ষত্রমজরং দুবোয়ু ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমাদের পিতাগণ স্তুতি করে তোমা হতেই সময় মনোহর ধন লাভ করেছেন। তোমা হতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি জায়াগণের সাথে রাজার ন্যায় দীপ্তির সঙ্গে বাস কর। হে মঘবন! তুমি বিদ্বান ও কবি হয়ে স্তোতাদের রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর। আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদের ধনার্থে সংস্কৃত কর। ৩। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞের স্পর্ধমান ও রমণীয় স্তুতি সকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করে সুখী হব। ৪। সুতৃণবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করতে ইচ্ছা করে, বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে! ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আসুন। ৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রোথিত করে সুদাসের জন্য তলস্পর্শযোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করেছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহবান ও রোধবান শাপ দূর করেছেন। ৬। যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্বশনামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনার্থে সুদাস এবং তুর্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন (১) এ উভয়ের মধ্যে সখা, সখাকে বধ করেছিলেন। ৭। হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করে। ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হয়ে আর্যের গাভীসমূহ হিংসকগণ হতে এনেছেন, স্বয়ং লাভ করেছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে বধ করেছেন। ৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করে অদীনা নদীর কূল ভেদ করে দিয়েছিল। সুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করেছিল। ৯। নদীর জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করেছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে যায় নি এবং সুদাসের অশ্ব গম্য প্রদেশে গিয়েছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদের অপত্যগণের সাথে বশ করেছিলেন। (২) ১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যেরূপ গমন করে, মাতাকর্তৃক প্রেরিত একত্রিত মরুৎগণ পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে মিত্র ইন্দ্রের অভিমুখে সেরূপ গিয়েছিলেন। তাঁদের নিযুৎগণ হৃষ্ট হয়ে শীঘ্র গিয়েছিল। ১১। সুদাস রাজা যশোলাভের জন্য দুটি জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করেছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা অধ্বর্যু যেরূপ কুশ ছেদন করে, সেরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র, তাঁর সাহায্যার্থে মরুৎগণকে প্রসব করেছেন। ১২। আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে আনুপূর্বরূপে জলে নিমগ্ন করেছিলেন। এ সময়ে যারা তাঁকে কামনা করে তাঁর স্তুতি

করেছিল, তাঁরা সখ্যের জন্য বরণ করে সখ্য লাভ করেছিল। ১৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা ওদের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্ত প্রকার রক্ষার উপায়ে তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করেছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করেছিলেন। আমরা যেন দুষ্ট বাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করতে পারি। ১৪। অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ৬৬৬৬ সংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শয়িত হয়েছিল, এ সমস্ত কার্য ইন্দ্রের বীর্য সূচক। ১৫। তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হয়েছিল। দুর্মিত্র অজ্ঞান শত্রুগণ বাধা-প্রাপ্ত হয়ে সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেছিল। ১৬। সুদাস বীরের হিংসাকারী, ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা, উৎসাহমান ব্যক্তিদের ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করেছিলেন। সুদাসের শত্রু পলায়নমার্গ অবলম্বন করেছিল। ১৭। ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্র সুদাসের দ্বারা এক মহৎ কার্য করিয়েছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করেছিলেন। সূচীদ্বারা যূপ কাষ্ঠ কেটে ফেলেছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করেছিলেন। ১৮। হে ইন্দ্র! তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হয়েছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এ ভেদ তারই অনিষ্ট করে, এর বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর। ১৯। এ যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। যমুনা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁকে তুষ্ট করেছিল। অজ, শিগ্রু যক্ষু এ তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়েছিল। ২০। হে ইন্দ্র! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন ঊষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। নূতন অনুগ্রহ এবং ধনও বর্ণনার অতীত। তুমি মান্যমানের পুত্র দেবককে বধ করেছ। স্বয়ং মহাশৈল হতে শম্বরকে ভেদ করেছ। ২১। হে ইন্দ্র। অনেক শত্রু যাকে হিংসা করতে ইচ্ছা করে সে পরাশর বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করে গৃহে আগমন করে তোমার স্তব করেছিল। তারা তোমার সখ্য বিস্মৃত হয় না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হওনা বলে তাদের সর্বদাই সুদিন থাকে। ২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনেরপুত্র, সুদাসের দু শত গো ও দুখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করে প্রাপ্ত হয়েছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেরূপ গমন করছি। ২৩। দানাঙ্গদত্ত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করছে (৩)। ২৪। যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন দান করেন। সপ্তলোক তাঁকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি নামক শত্রুকে বিনাশ করেছেন। ২৫। হে নেতা মরুৎগণ! এ সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের ন্যায় তোমরাও একে সেবা কর। পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। এর বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হোক।

টীকা: ১। সুদাস রাজার ঐ সকল ঋকে উল্লেখ না থাকলেও সায়ণ বলেন তুর্বশ রাজা সুদাসের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ২। ৭।৮৩।৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। যুদ্ধাদিনে বসিষ্ঠ ইন্দ্রের স্তুতি করেছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে সুদাস রাজা বসিষ্ঠকে ২০০ গো, ২টি রথ ও ২টি অশ্ব দান করেছিলেন।

১৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্তিগ্মশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীম একঃ কৃষ্টীশ্চ্যাবয়তি প্র বিশ্বাঃ।
যঃ শশ্বতো অদাশুষো গয়স্য প্রয়ন্তাসি সুষ্বিতরায় বেদঃ ॥ ১

ত্বং হ ত্যদিন্দ্র কুৎসমাবঃ শুশ্রূষমাণস্তন্বা সমর্যে।
দাসং যচ্ছুষ্ণং কুযবং ন্যস্মা অরন্ধয় আর্জুনেয়ায় শিক্ষন্॥ ২
ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসম্।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুম্॥ ৩
ত্বং নৃভির্নৃমণো দেববীতৌ ভূরীণি বৃত্রা হর্যশ্ব হংসি।
ত্বং নি দস্যুং চুমুরিং ধুনিং চাস্বাপয়ো দভীতয়ে সুহন্তু॥ ৪
তব চ্যৌত্নানি বজ্রহস্ত তানি নব যৎপুরো নবতিং চ সদ্যঃ।
নিবেশনে শততমাবিবেষীরহন্ চ বৃত্রং নমুচিমুতাহন্॥ ৫
সনা তা ত ইন্দ্র ভোজনানি রাতহব্যায় দাশুষে সুদাসে।
বৃষ্ণে তে হরী বৃষণা যুনজ্মি ব্যন্তু ব্রহ্মাণি পুরুশাক বাজম্॥ ৬
মা তে অস্যাং সহসাবন্ পরিষ্টাবঘায় ভূম হরিবঃ পরাদৈ।
ত্রায়স্ব নোঽবৃকেভির্বরূথৈস্তব প্রিয়াসঃ সূরিষু স্যাম॥ ৭
প্রিয়াস ইত্তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরো মদেম শরণে সখায়ঃ।
নি তুর্বশং নি যাদ্বং শিশীহ্যতিথিগ্বায় শংস্যং করিষ্যন্॥ ৮
সদ্যশ্চিন্নু তে মঘবন্নভিষ্টৌ নরঃ শংসন্ত্যুক্থশাস উক্থা।
যে তে হবেভির্বি পণীঁরদাশন্নস্মান্বৃণীষ্ব যুজ্যায় তস্মৈ॥ ৯
এতে স্তোমা নরাং নৃতম তুভ্যমস্মদ্র্যঞ্চো দদতো মঘানি।
তেষামিন্দ্র বৃত্রহত্যে শিবো ভূঃ সখা চ শূরোঽবিতা চ নৃণাম্॥ ১০
নূ ইন্দ্র শূর স্তবমান ঊতী ব্রহ্মজূতস্তন্বা বাবৃধস্ব।
উপ নো বাজান্মিমীহ্যুপ স্তীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়ে একাকী সমস্ত শত্রুলোক স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সে ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জুনীর পুত্র এ কুৎসকে ধন প্রদান করে দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করেছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমাণ হয়ে যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করেছিলে। ৩। হে ধর্ষক! হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক বজ্রের দ্বারা সমস্ত রক্ষার সাথে রক্ষা কর, যুদ্ধে ভূমিলাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর। ৪। হে নেতৃদের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সাথে বহু বৃত্রগণকে বধ করেছ। হে হরিৎযুক্ত! তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করেছ। ৫। হে বজ্রহস্ত! তোমার বল এরূপ যে, তুমি নব নবতী পুরী যুগপৎ বিদীর্ণ করেছ, নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করেছ, বৃত্রকে এবং নমুচিকে বধ করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সনাতন হয়েছিল। হে বহুকর্মা! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করুক। ৭। হে বলবান এবং অশ্ববান! তোমার এ যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের ভাগী না হই। আমাদের বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হব। ৮। হে ধনবান! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হয়ে গৃহে হৃষ্ট হব। তুমি অতিথিবৎসল সুদাসের সুখ সম্পাদন করে তুর্বশকে ও যাদ্বকে (১) বশীভূত কর। ৯। হে ধনবান! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উকথোচ্চারণকারী, অদ্য উকথ উচ্চারণ করছি ও তোমার হব্যদ্বারা পণিগণকেও ধন দান করছি। আমাদের সখারূপে পরিগ্রহণ কর। ১০। হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! এ নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান

করে আমাদের অভিমুখীন করেছে, তুমি যুদ্ধে সে নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর ও রক্ষক হও। ১১। হে শূর ইন্দ্র! অদ্য স্তূয়মান ও স্তোত্রমন্ত্রে হয়ে শরীরে বর্ধিত হও, আমাদের অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। এখানে বোধ হয় প্রসিদ্ধ যদুবংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ৮।১।৩১ ঋকের টীকা দেখুন।

২০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উগ্রো জজ্ঞে বীর্যায় স্বধাবাঞ্চক্রিরপো নর্যো যৎ করিষ্যন্।
জগ্মির্যুবা নৃষদনমবোভিস্ত্রাতা ন ইন্দ্র এনসো মহশ্চিৎ ॥ ১
হন্তা বৃত্রমিন্দ্রঃ শূশুবানঃ প্রবীন্নু বারো জরিতারমূতী।
কর্তা সুদাসে অহ বা উ লোকং দাতা বসু মুহুরা দাশুষে ভূৎ ॥ ২
যুধ্মো অনর্বা খজকৃৎসমদ্বা শূরঃ সত্রাষাড়্ জনুষেমষাড়্হঃ।
ব্যাস ইন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা অধা বিশ্বং শত্রুয়ন্তং জঘান ॥ ৩
উভে চিদিন্দ্র রোদসী মহিত্বা পপ্রাথ তবিষীভিস্তুবিষ্মঃ।
নি বজ্রমিন্দ্রো হরিবান্মিমিক্ষন্ত্সমন্ধসা মদেষু বা উবোচ ॥ ৪
বৃষা জজান বৃষণং রণায় তমু চিন্নারী নর্যং সসূব।
প্র যঃ সেনানীরধ নৃভ্যো অস্তীনঃ সত্বা গবেষণঃ স ধৃষ্ণুঃ ॥ ৫
নূ চিৎস ভ্রেষতে জনো ন রেষন্মনো যো অস্য ঘোরমাবিবাসাৎ।
যজ্ঞৈর্য ইন্দ্রে দধতে দুবাংসি ক্ষয়ৎস রায় ঋতপা ঋতেজাঃ ॥ ৬
যদিন্দ্র পূর্বো অপরায় শিক্ষন্নয়জ্জ্যায়ান্ কনীয়সো দেষ্ণম্।
অমৃত ইৎপর্যাসীত দূরমা চিত্র চিত্র্যং ভরা রয়িং নঃ ॥ ৭
যস্ত ইন্দ্র প্রিয়ো জনো দদাশদসন্নিরেকে অদ্রিবঃ সখা তে।
বয়ং তে অস্যাং সুমতৌ চনিষ্ঠাঃ স্যাম বরূথে অঘ্নতো নৃপীতৌ ॥ ৮
এষ স্তোমো অচিক্রদদ্বৃষা ত উত স্তামুর্মঘবন্নক্রপিষ্ঠ।
রায়স্কামো জরিতারং ত আগন্ত্বমঙ্গ শক্র বস্ব আ শকো নঃ ॥ ৯
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধাস্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। বলবান, উগ্র ইন্দ্র বীর্য প্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম করতে ইচ্ছা করেন, তা নিশ্চয়ই করেন। যুবাও আশ্রয় প্রদানার্থে যজ্ঞ গৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হতে আমাদেরকে ত্রাণ করেন। ২। ইন্দ্র বর্ধমান হয়ে বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান দ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্মাণ করেছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বার বার ধন দান করেন। ৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষ শূন্য যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই শত্রুসেনা বিক্ষেপ করেছেন, তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে তাদের বধ করেন। ৪। হে বহুধনবান ইন্দ্র! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করেছ। অশ্ববান ইন্দ্র শত্রুদের প্রতি বজ্রক্ষেপ করে যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত কর। ৫। পিতা যুদ্ধার্থে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করেছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সে ইন্দ্রকে প্রসব করেছেন। ইন্দ্রও মনুষ্যগণের সেনানী হয়ে প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক,

গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী। ৬। যে ব্যক্তি এ ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্যা করে, সে ব্যক্তি কখনও স্থান ভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রে পরিচর্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তার ধনার্থে বাস করেন। ৭। হে বিচিত্র ইন্দ্র! পিতা পুত্রকে যে ধন দান করে এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয় এবং যে ধন লাভ করলে অমরত্ব লাভ হয়, এ ত্রিবিধ ধন আমাদেগের জন্য আহরণ কর। ৮। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তোমার যে প্রিয় সখা হব্য দান করে; সে তোমার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না করে তোমার অনুগ্রহ লাভ করে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবান হয়ে মনুষ্যদের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করতে পারি। ৯। হে ধনবান ইন্দ্র! এ সোম তোমার জন্য বর্ধিত হয়ে ক্রন্দন করছে। আরও স্তোতা তোমায় স্তব করছে। হে শত্রু! আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদের বাসযোগ্য ধন প্রদান কর। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের ধারণ কর যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন তাদের ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্যে আমার সামর্থ হোক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ।
বোধামসি ত্বা হর্যশ্ব যজ্ঞৈর্বোধা নঃ স্তোমমন্ধসো মদেষু ॥ ১
প্র যন্তি যজ্ঞং বিপয়ন্তি বর্হিঃ সোমমাদো বিদথে দুধ্রবাচঃ।
ন্যু ভ্রিয়ন্তে যশসো গৃভাদা দূর উপব্দো বৃষণো নৃষাচঃ ॥ ২
ত্বমিন্দ্র স্রবিতবা অপস্কঃ পরিষ্ঠিতা অহিনা শূর পূর্বীঃ।
ত্বদ্বাবক্রে রথ্যো ন ধেনা রেজন্তে বিশ্বা কৃত্রিমাণি ভীষা ॥ ৩
ভীমো বিবেষায়ুধেভিরেষামপাংসি বিশ্বা নর্যাণি বিদ্বান্।
ইন্দ্রঃ পুরো জর্হৃষাণো বি দুধোদ্বি বজ্রহস্তো মহিনা জঘান ॥ ৪
ন যাতব ইন্দ্র জুজুবুর্নো ন বন্দনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।
স শর্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতং নঃ ॥ ৫
অভি ক্রত্বেন্দ্র ভূরধ জ্মন্ন তে বিব্যঙ্মহিমানং রজাংসি।
স্বেনা হি বৃত্রং শবসা জঘন্থ ন শত্রুরন্তং বিবিদদ্যুধা তে ॥ ৬
দেবাশ্চিত্তে অসুর্যায় পূর্বেঽনু ক্ষত্রায় মমিরে সহাংসি।
ন্দ্রো মঘানি দয়তে বিষহ্যেন্দ্রং বাজস্য জোহুবন্ত সাতৌ ॥ ৭
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামবসে জুহাবেশা নমিন্দ্র সৌভগস্য ভূরেঃ।
অবো বভূথ শতমূতে অস্মে অভিক্ষত্তুস্ত্বাবতো বরূতা ॥ ৮
সখায়স্ত ইন্দ্র বিশ্বহ স্যাম নমোবৃধাসো মহিনা তরুত্র।
বন্বন্তু স্মা তেঽবসা সমীকেঽভীতিমর্যো বনুষাং শবাংসি ॥ ৯
স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধাস্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তি র্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হয়েছে। এ ইন্দ্র স্বভাবতঃই এতে সঙ্গত হন। হে হর্যশ্ব! তোমার যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করব। সোমজনিত মত্ততার কালে আমাদের স্তোত্র অবগত হও। ২। যজমানগণ যজ্ঞে গমন করছেন,

বর্হি বিস্তীর্ণ করছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তর সকল দূর্ধর্ষ শব্দ করে। অন্নবান, দূরগামি-শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক-সঙ্গত, বর্ষণকারী প্রস্তর সকল গৃহ হতে গৃহীত হচ্ছে। ৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করেছিলে। তুমি আছ বলে নদী সকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয়। ৪। ইন্দ্র মনুষ্যের হিতকর সমস্ত কর্ম অবগত হয়ে এবং আয়ুধদ্বারা ভয়ঙ্কর হয়ে এ শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করেছিলেন; তাদের নগর সকল কম্পিত করেছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হয়ে তাদের বধ করেছিলেন। ৫। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদের হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হতে আমাদের পৃথক না করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি কর্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্তমান জন্তু সকলকে অভিভূত কর। লোক সকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করতে পারে না। তুমি নিজবলে বৃত্রকে বধ করেছ। শত্রুরা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্ত লাভ করতে পারে নি। ৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব দেবগণও বল এবং প্রাণিবধ বিষয়ে তোমার বল অপেক্ষা অল্প বলে বিদিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র শত্রুগণকে অভিভূত করে ভক্তগণকে ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হয়েছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি আমাদের হিংসা করে, তাকে নিবারণ কর। ৯। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতি-ধারায় তোমাকে বর্ধিত করে সর্বদা যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার আশ্রয়ে আর্য স্তোতাগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থে আগত হিংসকদের বল হিংসা করুন। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করতে পারি। যে হব্যদায়িগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাদেরও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্যে আমার সামর্থ হোক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা যং তে সুষাব হর্যশ্বাদ্রিঃ।
সোতুর্বাহুভ্যাং সুয়তো নার্বা ॥ ১
যস্তে মদো যুজ্যশ্চারুরস্তি যেন বৃত্রাণি হর্যশ্ব হংসি।
স ত্বামিন্দ্র প্রভূবসো মমত্তু ॥ ২
বোধা সু মে মঘবন্বাচমেমাং যাং তে বসিষ্ঠো অর্চতি প্রশস্তিম্।
ইমা ব্রহ্ম সধমাদে জুষস্ব ॥ ৩
শ্রুধী হবং বিপিপানস্যাদ্রের্বোধা বিপ্রস্যার্চতো মনীষাম্।
কৃষ্বা দুবাংস্যান্তমা সচেমা ॥ ৪
ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্টুতিমসুর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥ ৫
ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু ভূরি মনীষী হবতে ত্বামিৎ।
মারে অস্মন্মঘবঞ্জ্যোক্কঃ ॥ ৬
তুভ্যেদিমা সবনা শূর বিশ্বা তুভ্যং ব্রহ্মাণি বর্ধনা কৃণোমি।
ত্বং নৃভির্হব্যো বিশ্বধাসি ॥ ৭
নূ চিন্নু তে মন্যমানস্য দস্মোদশ্নুবন্তি মহিমানমুগ্র।
ন বীর্যমিন্দ্র তে ন রাধঃ ॥ ৮

যে চ পূর্ব ঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
অস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, সোম তোমায় মত্ত করুক। হে হরি-নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! রশ্মিদ্বারা সংযত অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এ সোম অভিষব করেছে। ২। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান ইন্দ্র! তোমার যে উপযুক্ত ও সম্যক প্রস্তুত সোম আছে; যা দিয়ে তুমি বৃত্রগণকে হনন করেছ, সে সোম তোমায় প্রমত্ত করুক। ৩। হে মঘবন! বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এ যে কথা বলছেন, তুমি আমার এ বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এ সকল স্তুতি সেবা কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমি সোম পান করেছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শোন, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এ যে পরিচর্যা করছি, সহায়ভূত হয়ে এ সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রু হিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করব না। আমি সর্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করব। ৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মানীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করছে। অতএব আপনাকে আমাদের হতে দূরে স্থাপন করো না। ৭। হে শূর! তোমারই জন্য এ সকল সোমাভিষব। তোমারই জন্য বর্ধনকর স্তোত্র করছি। তুমিই সর্ব-প্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বানযোগ্য। ৮। হে দর্শনীয়! তুমি স্তূয়মান হলে তোমার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়? ৯। যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নতূন ঋষি আছেন সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করছেন। আমাদের প্রতি তোমার সখ্য মঙ্গলকর হোক। তোমরা আমাদের সর্বদা স্তুতিদ্বারা পালন কর।

২৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যেন্দ্রং সমর্যে মহয়া বসিষ্ঠ।
আ যো বিশ্বানি শবসা ততানোপশ্রোতা ম ঈবতো বচাংসি ॥ ১
অয়ামি ঘোষ ইন্দ্র দেবজামিরিরজ্যন্ত যচ্ছুরুধো বিবাচি।
নহি স্বমায়ুশ্চিকিতে জনেষু তানীদংহাংস্যতি পর্ষ্যস্মান্ ॥ ২
যুজে রথং গবেষণং হরিভ্যামুপ ব্রহ্মাণি জুজুষাণমস্থুঃ।
বি বাধিষ্ট স্য রোদসী মহিত্বেন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতী জঘন্বান্ ॥ ৩
আপশ্চিৎপিপ্যুঃ স্তর্যো ন গাবো নক্ষন্নৃতং জরিতারস্ত ইন্দ্র।
যাহি বায়ুর্ন নিযুতো নো অচ্ছা ত্বং হি ধীভির্দয়সে বি বাজান্ ॥ ৪
তে ত্বা মদা ইন্দ্র মাদয়ন্তু শুষ্মিণং তুবিরাধসং জরিত্রে।
একো দেবত্রা দয়সে হি মর্তানস্মিঞ্ছূর সবনে মাদয়স্ব ॥ ৫
এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যর্কৈঃ।
স নঃ স্তুতো বীরবৎ পাতু গোমদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদীরিত হত। হে বসিষ্ঠ! তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বল দ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন। আমি তার নিকট যেতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতি বাক্য শুনুন। ২। যখন ওষধি সকল বর্ধিত হয় তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেউই আপনার আয়ু জানতে পারে না। আমাদের সকল পাপ হতে পার কর। ৩। আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি। ইন্দ্র স্তুতি সেবা

করছেন, তাঁকে সকলে উপাসনা করছে। তিনি স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করেছেন। ইন্দ্র শত্রুবৃন্দসমূহ বিনাশ করেছেন। ৪। হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্ধিত হোক। তোমার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আসে, সেরূপ তুমি আমার নিকট এস। তুমি কর্ম দ্বারা অন্ন প্রদান কর। ৫। হে ইন্দ্র! মদকর সোম সকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান বহুধন পুত্র দান কর। হে শূর! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এ যজ্ঞে প্রমত্ত হও। ৬। বসিষ্ঠগণ অর্চনীয় স্তোত্র দ্বারা এ প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হয়ে আমাদের বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে অকারি তমা নৃভিঃ পুরুহূত প্র যাহি ;
অসো যথা নোঽবিতা বৃধে চ দদো বসূনি মমদশ্চ সোমৈঃ ।। ১
গৃভীতং তে মন ইন্দ্র দ্বিবর্হাঃ সুতঃ সোমঃ পরিষিক্তা মধূনি।
বিসৃষ্টধেনা ভরতে সুবৃক্তিরিয়মিন্দ্রং জোহুবতী মনীষা ।। ২
আ নো দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্নিদং বর্হিঃ সোমপেয়ায় যাহি।
বহন্তু ত্বা হরয়ো মদ্র্যঞ্চমাঙ্গূষমচ্ছা তবসং মদায় ।। ৩
আ নো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সজোষা ব্রহ্ম জুষাণো হর্যশ্ব যাহি।
বরীবৃজৎস্থবিরেভিঃ সুশিপ্রাস্মে দধদ্বৃষণং শুষ্মমিন্দ্র ।। ৪
এষ স্তোমো মহ উগ্রায় বাহে ধুরী বাত্যো ন বাজয়ন্নধায়ি।
ইন্দ্র ত্বায়মর্ক ঈট্টে বসূনাং দিবীব দ্যামধি নঃ শ্রোমতং ধাঃ ।। ৫
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৬

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তোমার সদনের জন্য স্থান করা হয়েছে। হে পুরুহূত! মরুৎগণের সঙ্গে সেখানে এস। তুমি যেরূপ আমাদের রক্ষিতা হয়েছ, যেরূপ আমাদের বৃদ্ধির জন্য হয়েছ সেরূপে ধন দান কর। আমাদের সোম দ্বারা মত্ত হও। ২। হে ইন্দ্র! তুমি দুইস্থানে পূজ্য। আমরা তোমার মন গ্রহণ করেছি। সোম অভিষব করেছি, মধু পরিষেক করেছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্যমান সুসমাপ্ত এ স্তুতি বার বার ইন্দ্রকে আহ্বান করে উচ্চারিত হচ্ছে। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ যজ্ঞে সোম পানের জন্য স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ হতে এস। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক। ৪। হে হর্যশ্ব, শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সর্বপ্রকার রক্ষার সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধ মরুৎগণের সঙ্গে শত্রুদের হিংসা করে আমাদের অভীষ্টবর্ষী বলবান পুত্র প্রদান করে স্তোত্র সেবা করতে করতে আমাদের নিকট এস। ৫। রথের অশ্বের ন্যায় এ বলকারক স্তোত্র মহান,ওজস্বী, বিশ্ববাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হয়েছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করে, তুমি আমাদের আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান পুত্র প্রদান কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান অনুগ্রহ লাভ করব। আমরা হবিষ্মান, আমাদের বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৫ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ তে মহ ইন্দ্রোত্যুগ্র সমন্যবো যৎসমরন্ত সেনাঃ।
পতাতি দিদ্যুন্নর্যস্য বাহ্বোর্মা তে মনো বিষ্বদ্র্যগ্বি চারীৎ ॥ ১
নি দুর্গ ইন্দ্র শ্নথিহ্যমিত্রানভি যে নো মর্তাসো অমন্তি।
আরে তং শংসং কৃণুহি নিনিৎসোরা নো ভর সম্ভরণং বসূনাম্ ॥ ২
শতং তে শিপ্রিন্নূতয়ঃ সুদাসে সহস্রং শংসা উত রাতিরস্তু।
জহি বধর্বনুষো মর্ত্যস্যাস্মে দ্যুম্নমধি রত্নং চ ধেহি ॥ ৩
ত্বাবতো হীন্দ্র ক্রত্বে অস্মি ত্বাবতোঽবিতুঃ শূর রাতৌ।
বিশ্বেদহানি তবিষীব উগ্রং ওকঃ কৃণুষ্ব হরিবো ন মর্ধীঃ ॥ ৪
কুৎসা এতে হর্যশ্বায় শূষমিন্দ্রে সহো দেবজূতমিয়ানাঃ।
সত্রা কৃধি সুহনা শূর বৃত্রা বয়ং তরুত্রাঃ সনুয়াম বাজম্ ॥ ৫
এবা ন ইন্দ্র বার্যস্য পূর্ধি প্র তে মহীং সুমতিং বেবিদাম।
ইষং পিন্ব মঘবদ্ভ্যঃ সুবীরাং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এ অভিমান করে যুদ্ধ করে তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থে পতিত হোক। তোমার সর্বত্রগামী মন যেন বিচলিত না হয়। ২। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্ত্যগণ আমাদের অভিমুখ হয়ে আমাদের অভিভব করে, সে শত্রুগণকে বিনাশ কর। যারা আমাদের নিন্দা করতে ইচ্ছা করে, তাদের কথা দূর করে দাও। আমাদের জন্য ধন সমূহ আহরণ কর। ৩। হে উষ্ণীষবান ইন্দ্র! আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হোক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হোক, হিংসকের হিংসা সাধন আয়ুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্মে নিযুক্ত, তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে নিযুক্ত। হে বলবান ওজস্বিন ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান! আমাদের হিংসা করো না। ৫। আমরা হর্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র করে ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা করে দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হয়ে বল লাভ করব। হে শূর! তুমি সর্বদা আমাদের শত্রুবধে সমর্থ কর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপে আমাদের বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান অনুগ্রহ লাভ করব। আমরা হবিষ্মান, আমাদের বীরপুত্র-বিশিষ্ট অন্নদান কর। তোমরা আমাদের সর্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৬ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন সোম ইন্দ্রমসুতো মমাদ নাব্রহ্মাণো মঘবানং সুতাসঃ।
তস্মা উক্থং জনয়ে যজ্জুজোষন্নৃবন্নবীয়ঃ শৃণবদ্যথা নঃ ॥ ১
উক্থউক্থে সোম ইন্দ্রং মমাদ নীথেনীথে মঘবানং সুতাসঃ।
যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমানদক্ষা অবসে হবন্তে ॥ ২
চকার তা কৃণবন্নূনমন্যা যানি ব্রুবন্তি বেধসঃ সুতেষু।
জনীরিব পতিরেকঃ সমানো নি মামৃজে পুর ইন্দ্রঃ সু সর্বাঃ ॥ ৩
এবা তমাহুরুত শৃণ্ব ইন্দ্র একো বিভক্তা তরণির্মঘানাম্।
মিথস্তুর ঊতয়ো যস্য পূর্বীরস্মে ভদ্রাণি সশ্চত প্রিয়াণি ॥ ৪
এবা বসিষ্ঠ ইন্দ্রমূতয়ে নৄন্ কৃষ্টীনাং বৃষভং সুতে গৃণাতি।
সহস্রিণ উপ নো মাহি বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। যে সোম ধনবান ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নয়, তাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উকথ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাকে শোনে, সে নূতন উকথ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করি। ২। প্রতি উকথ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিষুত সোম তাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট ঋত্বিকগণ, পুত্র যেরূপ পিতাকে অহ্বান করে, সেরূপ রক্ষার্থে তাকে আহ্বান করছে। ৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হলে যে সকল কর্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্বকালে সে সকল কর্ম করেছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্মও করছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেরূপ সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করেছিলেন। ৪। ইন্দ্রের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। ঋষিগণ তাকে এরূপ বলেছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উর্ধতা বলে শুনতে পাই। তাঁর প্রসাদে প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদের সেবা করুক। ৫। বসিষ্ঠ রক্ষার্থে ও প্রজাগণের অভীষ্টবর্ষণার্থে ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এরূপে স্তব করছেন। হে ইন্দ্র! আমাদের সহস্র সংখ্যক অন্ন প্রদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৭ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতো শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ।। ১
য ইন্দ্র শুষ্মো মঘবন্তে অস্তি শিক্ষা সখিভ্যঃ পুরুহূত নৃভ্যঃ।
ত্বং হি দৃড়্হা মঘবন্বিচেতা অপা বৃধি পরিবৃতং ন রাধঃ ।। ২
ইন্দ্রো রাজা জগতশ্চর্ষণীনামধি ক্ষমি বিষুরূপং যদস্তি।
ততো দদাতি দাশুষে বসূনি চোদদ্রাধ উপস্তুতশ্চিদর্বাক্ ।। ৩
নূ চিন্ন ইন্দ্রো মঘবা সহূতী দানো বাজং নি যমতে ন ঊতী।
অনূনা যস্য দক্ষিণা পীপায় বামং নৃভ্যো অভিবীতা সখিভ্যঃ ।। ৪
নূ ইন্দ্র রায়ে বরিবস্কৃধী ন আ তে মনো ববৃত্যাম মঘায়।
গোমদশ্বাবদ্রথবদ্ব্যন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৫

অনুবাদ : ১। যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হয়ে গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদের নিয়ে যাও। ২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে তা স্তোতাদের প্রদান কর। হে মঘবন! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ ভেদ করেছ অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ করে লুক্কায়িত ধন প্রকাশ করে দাও। ৩। ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে তারও রাজা। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান করেন। সে ইন্দ্র আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন। ৪। ধনবান দানশীল ইন্দ্রকে আমরা মরুৎগণের সাথে আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন। এ ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্বতোব্যাপী দান করেন, তা মনুষ্যগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদের ধন দান কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্তিত করব। তোমরা গো অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । বশিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ব্রহ্মা ণ ইন্দ্রোপ যাহি বিদ্বানর্বাঞ্চস্তে হরয়ো সন্তু যুক্তাঃ ।
বিশ্বে চিদ্ধি ত্বাং বিহবন্ত মর্তা অস্মাকমিচ্ছৃণুহি বিশ্বমিন্ব ॥ ১
হবং ত ইন্দ্র মহিমা ব্যানড্ব্রহ্ম যৎপাসি শবসিন্নৃষীণাম্ ।
আ যদ্বজ্রং দধিষে হস্ত উগ্র ঘোরঃ সন্ক্রত্বা জনিষ্ঠা আষাড়্ হঃ ॥ ২
তব প্রণীতীন্দ্র জোহুবানান্তসং যন্নৄন্ন রোদসী নিনেথ ।
মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞেঽতূতুজিং চিত্তূতুজিরশিশ্নৎ ॥ ৩
এভির্ন ইন্দ্রাহভির্দশস্য দুর্মিত্রসো হি ক্ষতয়ঃ পবন্তে ।
প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা অব দ্বিতা বরুণো মায়ী নঃ সাৎ ।। ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৫

অনুবাদ ঃ ১ । হে ইন্দ্র ! তুমি অবগত হয়ে আমাদের স্তোত্রে এস । তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হোক । হে সকলের প্রীতিপদ ইন্দ্র ! সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই শোন । ২ । হে বলবান ইন্দ্র ! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক । হে ওজস্বিন ইন্দ্র ! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর তখন কর্মদ্বারা ভয়ঙ্কর হয়ে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হও । ৩ । হে ইন্দ্র ! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বার বার স্তব করে, তাদের দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর । তুমি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হয়েছ ; অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদের হিংসা করতে সমর্থ হয় । ৪ । হে ইন্দ্র ! শত্রুভূত মনুষ্যগণ আসছে । এ সকল দিনে আমাদের দান কর । আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান বরুণ আমাদের সম্বন্ধে যে পাপ দেখিতে পান, তা দু প্রকারে বিমোচন কর । ৫ । যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন, যিনি স্তুতিকারী স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সে ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করব । তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর ।

২৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্ব আ তু প্র যাহি হরিবস্তদোকাঃ ।
পিবা ত্বস্য সুষুতস্য চারোর্দদো মঘানি মঘবন্নিয়ানঃ ।। ১
ব্রহ্মন্বীর ব্রহ্মকৃতিং জুষাণোঽর্বাচীনো হরিভির্যাহি তূয়ম্ ।
অস্মিন্নূ ষু সবনে মাদয়স্বোপ ব্রহ্মাণি শৃণব ইমা নঃ ।। ২
কা তে অস্ত্যরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ কদা নূনং তে মঘবন্দাশেম ।
বিশ্বা মতীরা ততনে ত্বায়াধা ম ইন্দ্র শৃণবো হবেমা ।। ৩
উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদাসন্যেষাং পূর্বেষামশৃণোঋর্ষীণাম্ ।
অধাহং ত্বা মঘবঞ্জোহবীমি ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব ॥ ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৫

অনুবাদ ঃ ১ । হে ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে এ সোম অভিষুত হয়েছে । হে হরিবান ইন্দ্র ! এর সেবার্থে সত্বর এস । সম্যক অভিষুত চারু সোম পান কর । হে মঘবন ! আমরা যাচ্ঞা করছি, আমাদের ধন দান কর । ২ । হে ব্রহ্মবীর ইন্দ্র !

স্তোত্রকার্য সেবা করে অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে এস। এ যজ্ঞেই সম্যক্‌-রূপে হৃষ্ট হও। আমাদের এ স্তোত্র সকল শোন। ৩। হে ইন্দ্র! সূক্তদ্বারা তোমার অলঙ্কৃতি কিরূপে সম্পাদন করব? আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করব? তোমাকে কামনা করেই সমস্ত স্তুতি করছি; অতএব হে ইন্দ্র! আমার এ স্তুতি শোন। ৪। হে মঘবন! যে সকল ঋষির স্তুতি শুনছ, সে পূর্ব ঋষিগণ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি তোমায় বার বার আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু। ৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন, সে ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩০ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

আ নো দেব শবসা যাহি শুষ্মিন্‌ভবা বৃধ ইন্দ্র রায়ো অস্য।
মহে নৃম্ণা নৃপতে সুবজ্র মহি ক্ষত্রায় পৌংস্যায় শূর।। ১
হবন্ত উ ত্বা হব্যং বিবাচি তনূষু শূরাঃ সূর্যস্য সাতৌ।
ত্বং বিশ্বেষু সেন্যো জনেষু ত্বং বৃত্রাণি রন্ধয়া সুহন্তু।। ২
অহা যদিন্দ্র সুদিনা ব্যুচ্ছান্দধো যৎকেতুমুপমং সমৎসু।
ন্যাগ্নিঃ সীদদসুরো ন হোতা হুবানো অত্র সুভগায় দেবান্‌।। ৩
বয়ং তে ত ইন্দ্র যে চ দেব স্তবন্ত শূর দদতো মঘানি।
যচ্ছা সূরিভ্য উপমং বরূথং স্বাভুবো জরণামশ্নবন্ত।। ৪
বোচেমেদিন্দ্রং মঘবানমেনং মহো রায়ো রাধসো যদ্দদন্নঃ।
যো অর্চতো ব্রহ্মকৃতিমবিষ্ঠো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।। ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে বলবান, দ্যুতিমান ইন্দ্র! বলের সাথে আমাদের নিকট এস। আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হও। হে সুবজ্র নৃপতি! মহাবলবান হও এবং শত্রু-বিনাশক মহা পুরুষত্ব লাভ কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহল সময়ে শরীর রক্ষার জন্য এবং সূর্যকে পাবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনার্হ। তুমি সুহন্তু নামক বজ্রদ্বারা শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর। ৩। হে ইন্দ্র! যখন দিন সকল সুদিন হয়ে প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্তী বলে আপনাকে জ্ঞান কর, তখন হোতা অগ্নি আমাদেরকে উত্তম ধন দেবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করে এ যজ্ঞে উপবেশন করেন। ৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার; যারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করে স্তুতি করে, তারাও তোমার। সে স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর। আরও তারা সুসমৃদ্ধ হয়ে জরা প্রাপ্ত হোক। ৫। যে ইন্দ্র আমাদের সমারাধনীয় মহাধন দান করেছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য রক্ষা করেন; সে ইন্দ্রকে স্তুতি করব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩১ সূক্ত।। ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, বিরাট্‌ ছন্দ।

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনং হর্যশ্বায় গায়ত। সখায়ঃ সোমপাব্নে।। ১
শংসেদুক্‌থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ। চকৃমা সত্যরাধসে।। ২
ত্বং ন ইন্দ্র বাজযুস্ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো। ত্বং হিরণ্যযূর্বসো।। ৩
বয়মিন্দ্র ত্বায়বোঽভি প্র ণোনুমো বৃষন্‌। বিদ্ধী ত্বস্য নো বসো।। ৪
মা নো নিদে চ বক্তবেঽর্যো রন্ধীররাব্‌ণে। ত্বে অপি ক্রতুর্মম।। ৫
ত্বং বর্মাসি সপ্রথঃ পুরোয়োধশ্চ বৃত্রহন্‌। ত্বয়া প্রতি ব্রুবে যুজা।। ৬

মহাঁ উতাসি যস্য তেঽনু স্বধাবরী সহঃ। মম্নাতে ইন্দ্র রোদসী ॥ ৭
তং ত্বা মরুত্বতী পরি ভুবদ্বাণী সয়াবরী। নক্ষমাণা সহ দ্যুভিঃ ॥ ৮
ঊর্ধ্বাসস্ত্বান্বিন্দবো ভুবন্দস্মমুপ দ্যবি। সং তে নমন্ত কৃষ্টয়ঃ ॥ ৯
প্র বো মহে মহিবৃধে ভরধ্বং প্রচেতসে প্র সুমতিং কৃণুধ্বম্।
বিশঃ পূর্বীঃ প্র চরা চর্ষণিপ্রাঃ ॥ ১০
উরুব্যচসে মহিনে সুবৃক্তিমিন্দ্রায় ব্রহ্ম জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
তস্য ব্রতানি ন মিনন্তি ধীরাঃ ॥ ১১
ইন্দ্রং বাণীরনুত্তমন্যুমেব সত্রা রাজানং দধিরে সহধ্যৈ।
হর্যশ্বায় বর্হয়া সমাপীন্ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর। ২। শোভন দানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেরূপ কর। আমরাও করব। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অন্নকাম হও, হে শতক্রতো! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও। ৪। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা তোমার কামনা করে বিশেষরূপে স্তুতি করছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর। ৫। হে আর্য ইন্দ্র! যে পরুষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদের তার বশীভূত করো না। আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক। ৬। হে বৃত্রহন! তুমি আমাদের বর্ম, তুমি সর্বত প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। তোমাকে সহায় পেয়ে শত্রুদের হনন করব। ৭। অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সে তুমি ইন্দ্র মহান হয়েছ। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার সহগামিনী তেজযুক্তা ও স্তোতৃবিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করুক। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হয়ে আছে। প্রজাসকল তোমাকে নমস্কার করছে। ১০। তোমরা মহাধন বর্ধয়িতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রণয়ন কর। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্ট স্তুতি কর। প্রজাগণের কামপূরক, যারা হব্যদ্বারা তোমায় পূর্ণ করে; তাদের অভিমুখে এস। ১১। যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান, তার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করছেন। প্রাজ্ঞ লোকে তাঁর ব্রত হিংসা করতে পারে না। ১২। সর্ব জগতের ঈশ্বর ও অপ্রতিহতক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুদের অভিনব সাধন করে। অতএব ইন্দ্রের স্তুতির জন্য বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর।

৩২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। প্রগাথ, দ্বিপদা ছন্দ।

মো ষু ত্বা বাঘতশ্চনারে অস্মন্নি রীরমন্।
আরাত্তাচ্চিৎ সধমাদং ন আ গহীহ বা সন্নুপ শ্রুধি ॥ ১
ইমে হি তে ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা মধৌ ন মক্ষ আসতে।
ইন্দ্রে কামং জরিতারো বসূয়বো রথে ন পাদমা দধুঃ ॥ ২
রায়স্কামো বজ্রহস্তং সুদক্ষিণং পুত্রো ন পিতরং হুবে ॥ ৩
ইম ইন্দ্রায় সুন্বিরে সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
তাঁ আ মদায় বজ্রহস্ত পীতয়ে হরিভ্যাং যাহ্যোক আ ॥ ৪
শ্রবচ্ছ্রুৎকর্ণ ঈয়তে বসূনাং নু চিন্নো মর্ধিষদ্গিরঃ।
সদ্যশ্চিদ্যঃ সহস্রাণি শতা দদন্নকির্দিৎসন্তমা মিনৎ ॥ ৫

স বীরো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রেণ শূশুবে নৃভিঃ।
যস্তে গভীরা সবনানি বৃত্রহন্ত্সুনোত্যা চ ধাবতি ॥ ৬
ভবা বরূথং মঘবন্মঘোনাং যৎসমজাসি শর্ধতঃ।
বি ত্বাহতস্য বেদনং ভজেমহ্যা দূণাশো ভরা গয়ম্ ॥ ৭
সুনোতা সোমপাব্নে সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।
পচতা পক্তীরবসে কৃণুধ্বমিৎপৃণন্নিৎপৃণতে ময়ঃ ॥ ৮
মা স্রেধত সোমিনো দক্ষতা মহে কৃণুধ্বং রায় আতুজে।
তরণিরিজ্জয়তি ক্ষেতি পুষ্যতি ন দেবাসঃ কবত্নবে ॥ ৯
নকিঃ সুদাসো রথং পর্যাস ন রীরমৎ।
ইন্দ্রো যস্যাবিতা যস্য মরুতো গমৎস গোমতি ব্রজে ॥ ১০
গমদ্বাজং বাজয়ন্নিন্দ্র মর্ত্যো যস্য ত্বমবিতা ভুবঃ।
অস্মাকং বোধ্যবিতা রথানামস্মাকং শূর নৃণাম্ ॥ ১১
উদিন্ন্বস্য রিচ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ।
য ইন্দ্রো হরিবান্ন দভন্তি তং রিপো দক্ষং দধাতি সোমিনি ॥ ১২
মন্ত্রমখর্বং সুধিতং সুপেশসং দধাত যজ্ঞিয়েষ্বা।
পূর্বীশ্চন প্রসিতয়স্তরন্তি তং য ইন্দ্রে কর্মণা ভুবৎ ॥ ১৩
কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুমা মর্ত্যো দধর্ষতি।
শ্রদ্ধা ইত্তে মঘবন্ পার্যে দিবি বাজী বাজং সিষাসতি ॥ ১৪
মঘোনঃ স্ম বৃত্রহত্যেষু চোদয় যে দদতি প্রিয়া বসু।
তব প্রণীতী হর্যশ্ব সূরিভির্বিশ্বা তরেম দুরিতা ॥ ১৫
তবেদিন্দ্রাবমং বসু ত্বং পুষ্যসি মধ্যমম্।
সত্রা বিশ্বস্য পরমস্য রাজসি নকিষ্ট্বা গোষু বৃণ্বতে ॥ ১৬
ত্বং বিশ্বস্য ধনদা অসি শ্রুতো য ঈং ভবন্ত্যাজয়ঃ।
তবায়ং বিশ্বঃ পুরুহূত পার্থিবোঽবস্যুর্নাম ভিক্ষতে ॥ ১৭
যদিন্দ্র যাবতস্ত্বমেতাবদহমীশীয়।
স্তোতারমিদ্দিধিষেয় রদাবসো ন পাপত্বায় রাসীয় ॥ ১৮
শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবেদিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।
নহি ত্বদন্যন্মঘবন্ন আপ্যং বস্যো অস্তি পিতা চন ॥ ১৯
তরণিরিৎসিষাসতি বাজং পুরন্ধ্যা যুজা।
আ ব ইন্দ্রং পুরুহূতং নমে গিরা নেমিং তষ্টেব সুদ্রবম্ ॥ ২০
ন দুষ্টুতী মর্ত্যো বিন্দতে বসু ন স্রেধন্তং রয়ির্নশৎ।
সুশক্তিরিন্মঘবন্তুভ্যং মাবতে দেষ্ণং যৎপার্যে দিবি ॥ ২১
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ২২
ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে ॥ ২৩
অভী ষতস্তদা ভরেন্দ্র জ্যায়ঃ কনীয়সঃ।
পুরূবসুর্হি মঘবন্ত্সনাদসি ভরেভরে চ হব্যঃ ॥ ২৪
পরা ণুদস্ব মঘবন্নমিত্রান্ত্সুবেদা নো বসূ কৃধি।
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে ভবা বৃধঃ সখীনাম্ ॥ ২৫
ইন্দ্র ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা ণো অস্মিন্পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি ॥ ২৬

মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যোঽমাশিবাসো অব ক্রমুঃ ।
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি শূর তরামসি ॥ ২৭

অনুবাদ ঃ ১ । হে ইন্দ্র ! এ যজমানগণও যেন আমা হতে দূরে তোমার সঙ্গে আমোদ না করে । তুমি দূরে থাকলেও আমাদের যজ্ঞে এস । এ স্থানে এসে শোন । ২ । যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেরূপ স্তোত্রকারিগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হলে উপবেশন করে । রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে । ৩ । পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হয়ে সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেরূপ আহ্বান করি । ৪ । এ সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়েছে । হে বজ্রহস্ত ! আনন্দের জন্য সে সোমপান করণার্থে অশ্বের সাথে যজ্ঞ সদনাভিমুখে এস । ৫ । শ্রবণশীল কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করছি । তিনি বাক্য শুনুন, যেন নিষ্ফল না করেন । যে ইন্দ্র সদাই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সে ইন্দ্রকে যেন কেউ বারণ না করে । ৬ । হে বৃত্রহন ! যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও তোমার অনুগমন করে, সে বীর । কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না, সে পরিচারকগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয় । ৭ । হে মঘবন ইন্দ্র ! তুমি হবিষ্মানগণের বর্মস্বরূপ হও । তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর । তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করেছ, তার ধন আমরা বিভাগ করে নিই । তোমাকে কেউ নাশ করতে পারে না । তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর । ৮ । বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব কর । ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর । ইন্দ্র সুখ প্রদান করে হব্য পূর্ণ করেন । ৯ । সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হিংসা করো না । উৎসাহবান হও, মহান ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থে কর্ম কর । ত্বরাবান ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয় । কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নেই । ১০ । সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেউ দূরে নিক্ষেপ করতে পারে না এবং কেউ রোধ করতে পারে না । ইন্দ্র যার রক্ষক, মরুৎগণ যার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে যায় । ১১ । হে ইন্দ্র ! তুমি যে মর্ত্যের রক্ষক হবে, সে তোমাকে বলবান করে অন্ন প্রাপ্ত হবে । হে শূর ! আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও । ১২ । যে হরিবান ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাকে হিংসা করতে পারে না, সে ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক । ১৩ । দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনল্প, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে । যে ব্যক্তি কর্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, বহু প্রকার বন্ধনাদি তার নিকট যেতে পারে না । ১৪ । তুমি যাকে ব্যাপ্ত কর, কোন মনুষ্য তাকে ধর্ষণা করতে পারে ? হে মেঘবন ! তোমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে হবিষ্মান হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে । ১৫ । হে ইন্দ্র ! তুমি মঘবান, যারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাদের সংগ্রামে প্রেরণ কর । হে হর্যশ্ব ! তোমার উপদেশমত স্তোতৃগণের সাথে সমস্ত দুরিত হতে উত্তীর্ণ হব । ১৬ । হে ইন্দ্র ! অধম ধন তোমারই । তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর । তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্তা একথা সত্য । গো বিষয়ে কেউ তোমাকে বারণ করতে পারে না । ১৭ । তুমি সকলের ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ । এ যে যুদ্ধ সকল হয় এতেও ধনদাতা বলে প্রসিদ্ধ । হে পুরুহূত ! এ সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করে । ১৮ । হে ইন্দ্র ! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই ।

হে ধনদ। আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করব। পাপের জন্য ধন দান করব
না। ১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন
দান করব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নেই।
২০। ত্বরাবান ব্যক্তিই মহৎ কর্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠ-
বিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন, সেরূপ স্তুতিদ্বারা পুরুহূত ইন্দ্রকে নমিত করব।
২১। মর্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করতে পারে না। ধন হিংসাকারীর নিকট
যায় না; হে মঘবন! দ্যুলোকে ও দিবসে আমার মত লোকের প্রতি তোমার যা
দাতব্য আছে, তা সুকর্মা ব্যক্তিই লাভ করে। ২২। হে শূর! তুমি এ জগতের
অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্বদর্শী অথবা অশুদ্ধ ধেনুর
ন্যায় তোমার স্তুতি করছি। ২৩। হে মঘবন! তোমার মত কেউ স্বর্গে বা
পৃথিবীতে জন্মে নি ও জন্মাবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলাষী, তোমাকে
আহ্বান করছি। ২৪। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হয়েছি। আমার
জন্য সে ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হতে বহুধনবান এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্য
লাভ যোগ্য। ২৫। হে মঘবন! শত্রুদের পরাঙ্মুখ করে প্রেরণ কর। আমাদের
ধন সুলভ কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষক হও। আমরা সখা, আমাদের বর্ধয়িতা
হও। ২৬। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান
করে, সেরূপ তুমি আমাদের ধন দান কর। হে পুরুহূত! আমরা যজ্ঞের জীব,
আমরা যেন প্রত্যহ সূর্যকে প্রাপ্ত হই। ২৭। হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাদ্য,
অমঙ্গলময় শত্রু যেন অজ্ঞাতসারে আমাদের আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা
তোমার নিকট নম্র হয়ে অনেক কার্যে উত্তীর্ণ হব।

৩৩ সূক্ত।। প্রথম ১ ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। পরবর্তী ঋকের বসিষ্ঠ-
পুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্বিত্যঞ্চো মা দক্ষিণতস্কপর্দা ধিয়ংজিন্বাসো অভি হি প্রমন্দুঃ।
উত্তিষ্ঠন্বোচে পরি বর্হিষো নৄন্ন মে দূরাদবিতবে বসিষ্ঠাঃ॥ ১
দূরাদিন্দ্রমনয়ন্না সুতেন তিরো বৈশন্তমতি পান্তমুগ্রম্।
পাশদ্যুম্নস্য বায়তস্য সোমৎসুতাদিন্দ্রো অবৃণীতা বসিষ্ঠান্॥ ২
এবেন্নু কং সিন্ধুমেভিস্ততারেবেন্নু কং ভেদমেভির্জঘান।
এবেন্নু কং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বসিষ্ঠাঃ॥ ৩
জুষ্টী নরো ব্রহ্মণা বঃ পিতৄণামক্ষমব্যয়ং ন কিলা রিষাথ।
যচ্ছক্বরীষু বৃহতা রবেণেন্দ্রে শুষ্মমদধাতা বসিষ্ঠাঃ॥ ৪
উদ্দ্যামিবেত্তৃষ্ণজো নাথিতাসোঽদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।
বসিষ্ঠস্য স্তুবত ইন্দ্রো অশ্রোদুরুং তৃৎসুভ্যো অকৃণোদু লোকম্॥ ৫
দণ্ডা ইবেদ্গোঅজনাস আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।
অভবচ্চ পুরএতা বসিষ্ঠ আদিত্তৃৎসূনাং বিশো অপ্রথন্ত॥ ৬
ত্রয়ঃ কৃণ্বন্তি ভুবনেষু রেতস্তিস্রঃ প্রজা আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ।
ত্রয়ো ঘর্মাস উষসং সচন্তে সর্বাঁ ইত্তাঁ অনু বিদুর্বসিষ্ঠাঃ॥ ৭
সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অন্বেতবে বঃ॥ ৮
ত ইন্নিণ্যং হৃদয়স্য প্রকেতৈঃ সহস্রবল্শমভি সং চরন্তি।
যমেন ততং পরিধিং বয়ন্তোঽপ্সরস উপ সেদুর্বসিষ্ঠাঃ॥ ৯

বিদ্যুতো জ্যোতিঃ পরি সঞ্জিহানং মিত্রাবরুণা যদপশ্যতাং ত্বা।
তত্তে জন্মোতৈকং বসিষ্ঠাগস্ত্যো যত্ত্বা বিশ আজভার ॥ ১০
উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধি জাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ॥ ১১
স প্রকেত উভয়স্য প্রবিদ্বান্ত্সহস্রদান উত বা সদানঃ।
যমেন ততং পরিধিং বয়িষ্যন্নপ্সরসঃ পরি জজ্ঞে বসিষ্ঠঃ ॥ ১২
সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্ ॥ ১৩
উক্থভৃতং সামভৃতং বিভর্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎপ্র বদাত্যগ্রে।
উপৈনমাধ্বং সুমনস্যমানা আ বো গচ্ছাতি প্রতৃদো বসিষ্ঠঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। শ্বেতবর্ণ কর্মপূরক দক্ষিণভাগে চূড়াধারীগণ (১) আমাকে হর্ষিত করছেন। আমি বর্হি হতে উঠবার সময়ে লোক সকলকে বলি যে, বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হতে যেন দূরে না যান। ২। বসিষ্ঠপুত্রগণ পাশদ্যুম্নকে তিরস্কার করে চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হতে সোমদ্বারা এনেছিলেন। ইন্দ্র ও পাশদ্যুম্নকে অতিক্রম করে সোমাভিষবপ্রযুক্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করেছিলেন (২)। ৩। এরূপেই এঁরা সুখে নদী পার হয়েছিলেন। এরূপেই এঁরা ভেদকে বিনাশ করেছিলেন। হে বসিষ্ঠগণ! এরূপেই দশজন রাজার সাথে যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাসরাজাকে রক্ষা করেছিলেন (৩)। ৪। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন কর। তোমাদের রথের অক্ষ যেন ক্ষীণ না হয়। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্করী ঋক ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করেছিলে। ৫। জাততৃষ্ণ রাজগণকর্তৃক পরিবৃত বসিষ্ঠগণ দশরাজার সাথে সংগ্রামে ইন্দ্রকে আদিত্যের ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থাপিত করেছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শুনেছিলেন এবং বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করেছিলেন। ৬। গোপ্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ পরিচ্ছিন্ন ও অল্প সংখ্যক হল। বসিষ্ঠ পুরোহিত হলে তৃৎসুদের প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল। ৭। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এ তিন জনেই ভুবনে জল উৎপন্ন করেন। তাদেরই জ্যোতি পূর্ণ তিন আর্য প্রজা আছে। দীপ্তিমান তিন জনই উষাকে বয়ন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁদের সকলকেই জানেন। ৮। হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদের স্তোম সূর্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য। ৯। সে বশিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁরা যম কর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন করে অপ্সরগণের নিকট গিয়েছিলেন (৪)। ১০। হে বসিষ্ঠ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয় জ্যোতি পরিত্যাগ কালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখেছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হতে তোমায় আহরণ করেছিলেন। ১১। আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্বশীর মন হতে তুমি জাত। তখন মিত্র ও বরুণের তেজ নির্গত হয়েছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব স্তোত্রদ্বারা পুষ্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করেছিলেন। ১২। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় লোক অবগত হয়ে সহস্র দান বা সর্বদান বিশিষ্ট হয়েছিলেন। যমকর্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্বশী হতে জন্মেছিলেন। ১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন মিত্র ও বরুণ স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হয়ে, কুম্ভ মধ্যে নিজ তেজ স্থাপন করেছিলেন। অনন্তর মধ্য হতে মান (৫) প্রাদুর্ভূত হলেন। ঋষিও তা হতেই জন্মেছিলেন। লোকে এ বলে। ১৪। হে প্রতৃদগণ (৬)! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আসছেন। তোমরা প্রসন্নমনে এর পূজা কর।

ইনি অগ্রবর্তী, উকথধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবনকারী এবং বক্তব্য বাক্য বলেন।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠপুত্রগণ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করত। ২। পূর্বকালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সুদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করছিলেন সে সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাকে উঠিয়ে এনে সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করেছিলেন। সায়ণ। ৩। এ স্থান হতে চারটি ঋকে সুদাসরাজার সাথে অন্য দশরাজার যুদ্ধের উল্লেখ আছে। ৭।৮৩।৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৪।৯ হতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র ; বসিষ্ঠ উর্বশী হতে জাত। এ আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি ? বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিন ও রাত, উর্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্বশী হতে জাত। এ আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ। পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তখন সে ঋষি বসিষ্ঠের সঙ্গে সূর্য বসিষ্ঠের সাথে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা হল। (See Max Muller's Selcted Essays (1881, vol. I. P. 406,) ৫। অগস্ত্য। সায়ণ। ৬। অর্থাৎ তৃৎসুগণ।

৩৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র শুক্রৈতু দেবী মনীষা অস্মৎসুতষ্টো রথো ন বাজী ॥ ১
বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্রং শৃণ্বন্ত্যাপো অধ ক্ষরন্তীঃ ॥ ২
আপশ্চিদস্মৈ পিন্বন্ত পৃথ্বীর্বৃত্রেষু শূরা মংসন্ত উগ্রাঃ ॥ ৩
আ ধূর্ষ্বস্মৈ দধাতাশ্বানিন্দ্রো ন বজ্রী হিরণ্যবাহুঃ ॥ ৪
অভি প্র স্থাতাহেব যজ্ঞং যাতেব পত্মন্ত্মনা হিনোত ॥ ৫
ত্মনা সমৎসু হিনোত যজ্ঞং দধাত কেতুং জনায় বীরম্ ॥ ৬
উদস্য শুষ্মাদ্ভানুর্নার্ত বিভর্তি ভারং পৃথিবী ন ভূম ॥ ৭
হ্বয়ামি দেবাঁ অয়াতুরগ্নে সাধন্নৃতেন ধিয়ং দধামি ॥ ৮
অভি বো দেবীং ধিয়ং দধিধ্বং প্র বো দেবত্রা বাচং কৃণুধ্বম্ ॥ ৯
আ চষ্ট আসাং পাথো নদীনাং বরুণ উগ্রঃ সহস্রচক্ষাঃ ॥ ১০
রাজা রাষ্ট্রানাং পেশো নদীনামনুত্তমস্মৈ ক্ষত্রং বিশ্বায়ু ॥ ১১
অবিষ্টো অস্মান্বিশ্বাসু বিক্ষ্বদ্যুং কৃণোত শংসং নিনিৎসোঃ ॥ ১২
ব্যেতু দিদ্যুদ্দ্বিষামশেবা যুযোত বিষ্বগ্রপস্তনূনাম্ ॥ ১৩
অবীন্নো অগ্নির্হব্যান্নমোভিঃ প্রেষ্ঠো অস্মা অধায়ি স্তোমঃ ॥ ১৪
সজূর্দেবেভিরপাং নপাতং সখায়ং কৃধ্বং শিবো নো অস্তু ॥ ১৫
অব্জামুক্থৈরহিং গৃণীষে বুধ্নে নদীনাং রজঃসু ষীদন্ ॥ ১৬
মা নোঽহির্বুধ্ন্যো রিষে ধান্মা যজ্ঞো অস্য স্রিধদৃতায়োঃ ॥ ১৭
উত নঃ এষু নৃষু শ্রবো ধুঃ প্র রায়ে যন্তু শর্ধন্তো অর্যঃ ॥ ১৮
তপন্তি শত্রুং স্বর্ণ ভূমা মহাসেনাসো অমেভিরেষাম্ ॥ ১৯
আ যন্নঃ পত্নীর্গমন্ত্যচ্ছা ত্বষ্টা সুপাণির্দধাতু বীরান্ ॥ ২০
প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্টা জুষেত স্যাদস্মে অরমতির্বসূয়ুঃ ॥ ২১
তা নো রাসন্রাতিষাচো বসূন্যা রোদসী বরুণানী শৃণোতু।
বরূত্রীভি সুশরণো নো অস্তু ত্বষ্টা সুদত্রো বি দধাতু রায়ঃ ॥ ২২

তন্নো রায়ঃ পর্বতাস্তন্ন আপস্তদ্রাতিষাচ ওষধীরুত দ্যৌঃ।
বনস্পতিভিঃ পৃথিবী সজোষা উভে রোদসী পরি পাসতো নঃ ॥ ২৩
অনু তদুর্বী রোদসী জিহাতামনু দ্যুক্ষো বরুণ ইন্দ্রসখা।
অনু বিশ্বে মরুতো যে সহাসো রায়ঃ স্যাম ধরুণং ধিয়ধ্যৈ ॥ ২৪
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত।
শর্মন্ত্স্যাম মরতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ঃ ১। দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি, বেগবান, সুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হতে দেবগণের নিকট গমন করুন। ২। ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর স্তুতি শুনুন। ৩। বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হলে উগ্র শূরেগণ ওঁরই স্তুতি করে। ৪। ওঁর জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্ত-বিশিষ্ট। ৫। যজ্ঞের অভিমুখে এস। গন্তার ন্যায় আপনিই যজ্ঞ মার্গে এস। ৬। সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপবারক যজ্ঞ বিধান কর। ৭। এ যজ্ঞের বল হতে সূর্য উদিত হচ্ছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন করেন, সেরূপ যজ্ঞভার বহন করছেন। ৮। হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করে দেবগণকে আহ্বান করছি এবং তাদের উদ্দেশে কর্ম করছি। ৯। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম ধারণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। ১০। উগ্র সহস্রচক্ষু বরুণ এ নদীগণের জল দর্শন করেন। ১১। বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তার বল অবারিত ও সর্বতোগামী। ১২। হে দেবগণ! সকল প্রজার মধ্যে আমাদের রক্ষা কর, নিন্দা করণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর। ১৩। অসুখজনক শত্রুদের আয়ুধ চারদিকে অপগত হোক। হে দেবগণ! শরীরের পাপ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ১৪। হব্যভোজী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রিয়তম হয়ে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র করছি। ১৫। দেবগণের সহচর অপাংনপাৎকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হোন। ১৬। মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর। ১৭। অহিবুর্ধ্ন্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে সমর্পণ না করে। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়। ১৮। দেবগণ যেন আমাদের এ লোকগুলির ন্যায় অন্ন ধারণ করেন। ধনার্থে উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হোক। ১৯। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণ এঁদের বলে সেরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন। ২০। যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আসেন, তখন উত্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদের বীরপুত্র প্রদান করুন। ২১। ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র সেবা করেন। পর্যাপ্তবুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হোন। ২২। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদের যা অভিপ্রেত তা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শুনুন। কল্যাণকর দানবিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের সুশরণপ্রদ হোন। ২৩। পর্বতগণ আমাদের সে ধন পালন করুন। জল সকল আমাদের সে ধন পালন করুন। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ তা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সাথে অন্তরিক্ষ তা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। ২৪। আমরা ধারণীয় ধনের আধার হব, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তার অনুমোদন করুন। যাঁরা পরাজয় করেন, সে মরুদগণও অনুমোদন করুন। ২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি,

আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদের জন্য এ স্তোত্র সেবা করুন। মরুদগণের সমীপে থেকে আমরা সুখে থাকব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৩৫ সূক্ত (১) ।। বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ ॥ ১
শং নো ভগঃ শমু নঃ শংসো অস্তু শং নঃ পুরন্ধিঃ শমু সন্তু রায়ঃ।
শং নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংসঃ শং নো অর্যমা পুরুজাতো অস্তু ॥ ২
শং নো ধাতা শমু ধর্তা নো অস্তু শং ন উরূচী ভবতু স্বধাভিঃ।
শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শং নো দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩
শং নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শং নো মিত্রাবরুণাবশ্বিনা শম্।
শং নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শং ন ইষিরো অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪
শং নো দ্যাবাপৃথিবী পূর্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু।
শং ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শং নো রজসস্পতিরস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫
শং ন ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ।
শং নো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শং নস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬
শং নঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শং নঃ শং নো গ্রাবাণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ।
শং নঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শং নঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭
শং নঃ সূর্য উরুচক্ষা উদেতু শং নশ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু।
শং নঃ পর্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮
শং নো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শং নো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ।
শং নো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শং নো ভবিত্রং শম্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯
শং নঃ দেবঃ সবিতা ত্রায়মাণঃ শং নো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ।
শং নো পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শং নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ ॥ ১০
শং নো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু।
শমভিষাচঃ শমুঃ রাতিষাচঃ শং নো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শং নো অপ্যাঃ ॥ ১১
শং নঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শং নো অর্বন্তঃ শমু সন্তু গাবঃ।
শং ন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শং নো ভবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১২
শং নো অজ একপাদ্দেবো অস্তু শং নোঽহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ।
শং নো অপাং নপাৎপেরুরস্তু শং নঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ ॥ ১৩
আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।
শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ১৪
যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! রক্ষাদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যজমান হব্য প্রদান করেছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র ও সোম আমাদের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হোন। ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হোন। ২। ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৩। ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ধর্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিবর্তগমনা পৃথিবী অন্নের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ

হোন। মহতী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হোন। পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৪। জ্যোতির্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বিদ্বয় আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পুণ্যকারিদের পুণ্যকর্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বইতে থাকুন। ৫। প্রথম আহ্বানে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরিক্ষ দর্শনার্থে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধি সকল ও বৃক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৬। দেব ইন্দ্র বসুগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। রুদ্রদেব রুদ্রগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শুনুন। ৭। সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যূপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ৮। বিস্তীর্ণতেজা সূর্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হোন। চারটি মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্থির পর্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হোন। ৯। অদিতি কর্মদ্বারা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুদগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অন্তরিক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১০। সবিতা দেব রক্ষা করত আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। তমোনিবারিণী ঊষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। পর্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হোন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১১। দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সরস্বতী কর্মের সাথে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। যজ্ঞসেবিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হোন। সুকর্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। স্তোত্র হলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১৩। অজ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। অহির্বুধ্ন দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। সমুদ্র আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। উপদ্রব পারয়িতা অপাংনপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। দেবপালিকা পৃশ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হোন। ১৪। আমি এ নূতন স্তোত্র করছি। হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বায়ুগণ! একে সেবা কর। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যে কেউ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শোন। ১৫। যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে দেবগণ আছেন, তারা অদ্য আমাদের বহুকীর্তি যুক্ত পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে যে. কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নয় ; গো, অশ্ব, ওষধি, পর্বত, নদী বৃক্ষ প্রভৃতিরও অর্চনা আছে।

৩৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ।
বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বী পৃথু প্রতীকমধ্যেধে অগ্নিঃ ॥ ১
ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিমিষং ন কৃণ্বে অসুরা নবীয়ঃ।
ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধো জনং চ মিত্রো যততি ব্রুবাণঃ ॥ ২
আ বাতস্য ধ্রজতো রন্ত ইত্যা অপীপয়ন্ত ধেনবো ন সূদাঃ।
মহো দিবঃ সদনে জায়মানোঽচিক্রদদ্বৃষভঃ সস্মিন্নূধন্ ॥ ৩
গিরা য এতা যুনজদ্ধরী ত ইন্দ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ূ।
প্র যো মন্যুং রিরিক্ষতো মিনাত্যো সুক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাম্ ॥ ৪
যজন্তে অস্য সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্য ধামন্।
বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠম্ ॥ ৫
আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা।
যাঃ সুষ্বয়ন্ত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পয়সা পীপ্যানাঃ ॥ ৬
উত ত্যে নো মরুতো মন্দসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোঽবন্তু।
মা নঃ পরি খ্যদক্ষরা চরন্ত্যবীবৃধন্ যুজ্যং তে রয়িং নঃ ॥ ৭
প্র বো মহীমরমতিং কৃণুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরম্।
ভগং ধিয়োঽবিতারং নো অস্যাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরন্ধিম্ ॥ ৮
অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বচ্ছ বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।
উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধুর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের সদন হতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য কিরণ-সমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করে ব্যেপে আছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলছেন। ২। হে অসুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নতুন স্তুতি করছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মান হয়ে প্রাণিজাতকে প্রবর্তিত করে। ৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে। ক্ষীরদাত্রী ধেনু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। মহান ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জন্য সে অন্তরিক্ষে ক্রন্দন করছেন। ৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় সুন্দর-গতিবিশিষ্ট ও ধারক এ অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতি দ্বারা রথে যোজিত করে। অর্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সে শোভন কর্মবিশিষ্ট অর্যমাকে আবর্তিত করি। ৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হয়ে ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করে তাঁর সখ্য কামনা করছেন। নেতাগণকর্তৃক স্তূয়মান হয়ে রুদ্র অন্ন দান করছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করছি। ৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধু মাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া (১) সে কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হচ্ছে। স্বীয় জলে বর্তমান ও অন্নবিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আসুন। ৭। হৃষ্ট ও বেগবান মরুদগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল বাগদেবতা আমাদের ত্যাগ করে যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক আমাদের ধন নিয়ত হলেও ওকে বর্ধিত করুন। ৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দানদক্ষ পুরাণ ঋভুগণের অন্যতম বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর। ৯। হে মরুদগণ! আমাদের এ শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা

গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। ওরা স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্তুতিদ্বারা পালন কর।

টীকা : ১। এর পূর্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পেয়েছি, এখানে সিন্ধুকে তাদের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হয়েছে। অতএব বোধ হয় সিন্ধু ও তার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এ সাতটিকে সপ্তনদী বলা হত।

৩৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বো বাহিষ্ঠো বহতু স্তবধ্যৈ রথো বাজা ঋভুক্ষণো অমৃক্তঃ।
অভি ত্রিপৃষ্ঠৈঃ সবনেষু সোমৈর্মদে সুশিপ্রা মহভিঃ পৃণধ্বম্ ॥ ১
যূয়ং হ রত্নং মঘবৎসু ধত্থ স্বর্দৃশ ঋভুক্ষণো অমৃক্তম্।
সং যজ্ঞেষু স্বধাবন্তঃ পিবধ্বং বি নো রাধাংসি মতিভির্দয়ধ্বম্ ॥ ২
উবোচিথ হি মঘবন্দেষ্ণং মহো অর্ভস্য বসুনো বিভাগে।
উভা তে পূর্ণা বসুনা গভস্তী ন সূনৃতা নি যমতে বসব্যা ॥ ৩
ত্বমিন্দ্র স্বযশা ঋভুক্ষা বাজো ন সাধুরস্তমেষ্যৃক্বা।
বয়ং নু তে দাশ্বাংসঃ স্যাম ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো হরিবো বসিষ্ঠাঃ ॥ ৪
সনিতাসি প্রবতো দাশুষে চিদ্যাভির্বিবেষো হর্যশ্ব ধীভিঃ।
ববন্মা নু তে যুজ্যাভিরূতী কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যেঃ ॥ ৫
বাসয়সীব বেধসস্ত্বং নঃ কদা ন ইন্দ্র বচসো বুবোধঃ।
অস্তং তাত্যা ধিয়া রয়িং সুবীরং পৃক্ষো নো অর্বা নুযুহীত বাজী ॥ ৬
অভি যং দেবী নির্ঋতিশ্চিদীশে নক্ষন্ত ইন্দ্রং শরদঃ সুপৃক্ষঃ।
উপ ত্রিবন্ধুর্জরদষ্টিমেত্যস্ববেশং যং কৃণবন্ত মর্তাঃ ॥ ৭
আ নো রাধাংসি সবিতঃ স্তবধ্যা আ রায়ো যন্তু পর্বতস্য রাতৌ।
সদা নো দিব্যঃ পায়ুঃ সিষক্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে ঋভুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদের বহন করুক। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ঋভুগণ! যজ্ঞে আনন্দার্থে ত্রিপৃষ্ঠ (১) মহান সোমরসদ্বারা তোমাদের উদর পূর্ণ কর। ২। হে স্বর্গদর্শী ঋভুগণ! তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদের নিমিত্ত হিংসারহিত রত্ন ধারণ কর। অনন্তর বলবান হয়ে যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহ দ্বারা বিশেষরূপে আমাদের ধন দান কর। ৩। হে মঘবন ইন্দ্র! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি অসাধারণ, কীর্তিমান, ঋভুক্ষা ও সাধু। তুমি অন্যের ন্যায় স্তোতার গৃহে আগমন কর। হে হরিবান! অদ্য আমরা বসিষ্ঠগণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করে স্তোত্র করতে থাকব। ৫। হে হর্যশ্ব। তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হচ্ছ, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র! তুমি কবে আমাদের ধন প্রদান করবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষা কার্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হব। ৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদের বাক্য অবগত হবে? তুমি আমাদের এক্ষণে নিবাস প্রদান করছ। বলবান ও বেগবান অশ্ব আমাদের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করে আনেন। ৭। দ্যুতিমতি, নির্ঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে নিয়ে যায়, ত্রিলোকধারী সে ইন্দ্র, অন্ন

জীর্ণকারী বন প্রাপ্ত হচ্ছে। ৮। হে দেব সবিতা! তোমার নিকট হতে প্রশংসা যোগ্য ধন আমাদের নিকট আসুক। পর্জন্যদেব ধনদান করলে ধন আমাদের নিকট আসুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা : ১। ক্ষীর, দধি ও সক্তুমিশ্রিত। সায়ণ।

৩৮ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু ষ্য দেবঃ সবিতা যয়াম হিরণ্যয়ীমমতিং যামশিশ্রেৎ।
নূনং ভগো হব্যো মানুষেভির্বি যো রত্না পুরুবসুর্দধাতি ॥ ১
উদু তিষ্ঠ সবিতঃ শ্রুধ্যস্য হিরণ্যপাণে প্রভৃতাবৃতস্য।
ব্যুর্বীং পৃথ্বীমমতিং সৃজান আ নৃভ্যো মর্তভোজনং সুবানঃ ॥ ২
অপি ষ্টুতঃ সবিতা দেবো অস্তু যমা চিদ্বিশ্বে বসবো গৃণন্তি।
স নঃ স্তোমান্নমস্যশ্চনো ধাদ্বিশ্বেভিঃ পাতু পায়ুভির্নি সূরীন্ ॥ ৩
অভি যং দেব্যাদিতির্গৃণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা।
অভি সম্রাজো বরুণো গৃণন্ত্যভি মিত্রাসো অর্যমা সজোষাঃ ॥ ৪
অভি যে মিথো বনুষঃ সপন্তে রাতিং দিবো রাতিষাচঃ পৃথিব্যা।
অহির্বুধ্ন্য উত নঃ শৃণোতু বরূত্র্যেকধেনুভির্নি পাতু ॥ ৫
অনু তন্নো জাস্পতির্মংসীষ্ট রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানঃ।
ভগমুগ্রোঽবসে জোহবীতি ভগমনুগ্রো অধ যাতি রত্নম্ ॥ ৬
শং নো ভবন্তু বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।
জম্ভয়ন্তোঽহিং বৃকং রক্ষাংসি সনেম্যস্মদ্যুয়বন্নমীবাঃ ॥ ৭
বাজেবাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। সবিতাদেব যে হিরণ্ময়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সে প্রভাকে উদগত করছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন। ২। হে দেব সবিতা! উদগত হও। হে হিরণ্যপাণি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করে এবং মানুষদের ভোগযোগ্য ধন নেতাগণের উদ্দেশে প্রেরণ করে যজ্ঞ আরব্ধ হলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শোন। ৩। সবিতা দেবতা আমাদের দ্বারা স্তুত হোন। সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করছে, সকলের পূজার্হ সে সবিতা আমাদের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্বপ্রকার পালন কার্য-দ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন। ৪। দেবী অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুণাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্যমা তাঁর স্তব করেন। ৫। দানদক্ষ ভজনশীল যজমান পরস্পর মিলিত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রভূত সবিতার পরিচর্যা করেন। অহির্বুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শুনুন। বাগ্দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদের পালন করুন। ৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তার সে রমণীয় ধন প্রাপ্ত অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থে ভগনামক দেবতাকে বার বার আহ্বান করছে। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করছেন। ৭। যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হোন। এ দেবগণ অদাতা হন্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করে পুরাতন রোগ সকলকে আমাদের নিকট হতে পৃথক করুন। ৮। হে বাজিগণ!

তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হয়ে ধনের নিমিত্ত সকল দ্বন্দ্বে আমাদের পালন কর। এ সোম পান কর ও প্রমত্ত হও। পরে তৃপ্ত হয়ে দেবযান পথে গমন কর।

৩৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উর্ধ্বো অগ্নিঃ সুমতিং বস্বো অশ্রেৎ প্রতীচী জূর্ণির্দেবতাতিমেতি।
ভেজাতে অদ্রী রথ্যেব পন্থামৃতং হোতা ন ইষিতো যজাতি ॥ ১
প্র বাবৃজে সুপ্রয়া বর্হিরেষমা বিশ্‌পতীব বীরিট ইষাতে।
বিশামক্তোরুষসঃ পূর্বহূতৌ বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিযুত্বান্ ॥ ২
জ্ময়া অত্র বসবো রন্ত দেবা উরাবন্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ।
অর্বাক্‌পথ উরুজ্রয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥ ৩
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস ঊমাঃ সধস্থং বিশ্বে অভি সন্তি দেবাঃ।
তাঁ অধ্বর উশতো যক্ষ্যগ্নে শ্রুষ্ঠী ভগং নাসত্যা পুরন্ধিম্ ॥ ৪
আগ্নে গিরো দিব আ পৃথিব্যা মিত্রং বহ বরুণমিন্দ্রমগ্নিম্।
আর্যমণমদিতিং বিষ্ণুমেষাং সরস্বতী মরুতো মাদয়ন্তাম্ ॥ ৫
ররে হব্যং মতিভির্যজ্ঞিয়ানাং নক্ষৎকামং মর্ত্যানামসিন্বন্।
ধাতা রয়িমাবিদস্যং সদাসাং সক্ষীমহি যুজ্যেভির্নু দেবৈঃ ॥ ৬
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি উন্মুখ হয়ে স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরাপ্রদাত্রী উষাদেবী অভিমুখী হয়ে যজ্ঞে গমন করেন। আদর বিশিষ্ট পত্নী ও যজমান রথিদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হয়ে যজ্ঞ করছেন। ২। এ'দের সু অন্নযুক্ত বর্হি পাওয়া যাচ্ছে. ইদানীং প্রজাপালক নিযুক্ত বায়ু ও পূষা প্রজাগণের মঙ্গলার্থে রাত্রি প্রত্যূষ হবার পূর্বকালীন আহ্বানপ্রাপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে আসেন। ৩। বসুনামক দেবগণ এ যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুদগণের সেবা করেন। হে প্রভূতগামী বসু ও মরুদগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গিয়েছে। তোমরা তার আহ্বান শোন। ৪। প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আসেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক হতে স্তুতি-যোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হতেও আহ্বান কর, সরস্বতীও মরুদগণ হৃষ্ট হোন। ৬। আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সাথে হব্য প্রদান করছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হয়ে যজ্ঞ ব্যাপ্ত করছেন। হে দেবগণ! তোমরা অনুপেক্ষণীয় ও সর্বদা সম্ভজনীয় ধন দান কর। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সাথে মিলিত হব। ৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪০ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ও শ্রুষ্টির্বিদথ্যা সমেতু প্রতি স্তোমং দধীমহি তুরাণাম্।
যদদ্য দেবঃ সবিতা সুবাতি স্যামাস্য রত্নিনো বিভাগে ॥ ১

মিত্রস্তন্নো বরুণো রোদসী চ দ্যুভক্তমিন্দ্রো অর্যমা দদাতু ।
দিদেষ্টু দেব্যদিতী রেক্ণো বায়ুশ্চ যন্নিয়ুবৈতে ভগশ্চ ॥ ২
সেদুগ্রো অস্তু মরুতঃ স শুষ্মী যং মর্ত্যং পৃষদশ্বা অবাথ ।
উতেমগ্নিঃ সরস্বতী জুনন্তি ন তস্য রায়ঃ পর্যেতাস্তি ॥ ৩
অয়ং হি নেতা বরুণ ঋতস্য মিত্রো রাজানো অর্যমাপো ধুঃ ।
সুহবা দেব্যদিতিরনর্বা তে নো অংহো অতি পর্ষন্নরিষ্টান্ ॥ ৪
অস্য দেবস্য মীড়্হুষো বয়া বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ ।
বিদে হি রুদ্রো রুদ্রিয়ং মহিত্বং যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ ॥ ৫
মাত্র পূষন্নাঘৃণ ইরস্যো বরূত্রী যদ্রাতিষাচশ্চ রাসন্ ।
ময়োভুবো নো অর্বন্তো নি পান্তু বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতু ॥ ৬
নূ রোদসী অভিষ্টুতে বসিষ্ঠৈর্ঋতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে দেবগণ! তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আসুক। আমরা বেগবান দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সে ধন গ্রহণ করব। ২। মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদের সে ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্যমা আমাদের দ্যুতিমান স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন দান আজ্ঞা করুন। ৩। হে পৃষদশ্ব মরুদগণ! যে মর্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সে ওজস্বী হোক, সে বলবান হোক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্তিত করছেন, এ যজমানের ধনের কেউ বিনাশক নেই। ৪। যজ্ঞের প্রাপয়িতা এ বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সকলের সামর্থবিশিষ্ট, এরা আমাদের যজ্ঞকর্ম ধারণ করছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভন আহ্বানবিশিষ্টা। তাঁরা সকলে যাতে আমাদের বাধা না হয়, এ রূপে পাপ হতে উদ্ধার করুন। ৫। অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপণীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখাস্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে এস। ৬। সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমাদের দান করেন, হে দীপ্তিযুক্তা পূষা! এ দানে বাধা দিও না। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদের পালন করুন! সর্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন। ৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্বতোভাবে স্তুত হলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদের অর্চনীয় সর্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪১ সূক্ত ॥ প্রথম ঋক ইন্দ্রাদি দেবতা ; দ্বিতীয় অবধি পাঁচটির ভগ দেবতা। সপ্তমটির ঊষা দেবতা। এর নাম ভগসূক্ত। বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রাতরগ্নিং প্রাতরিন্দ্রং হবামহে প্রাতর্মিত্রাবরুণা প্রাতরশ্বিনা ।
প্রাতর্ভগং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং প্রাতঃ সোমমুত রুদ্রং হুবেম ॥ ১
প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধর্তা ।
আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজা চিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ ॥ ২
ভগ প্রণেতর্ভগ সত্যরাধো ভগেমাং ধিয়মুদবা দদন্নঃ ।
ভগ প্র ণো জনয় গোভিরশ্বৈর্ভগ প্র নৃভির্নৃবন্তঃ স্যাম ॥ ৩

উতেদানীং ভগবন্তঃ স্যামোত প্রপিত্ব উত মধ্যে অহ্নাম্।
উতোদিতা মঘবন্ত্সূর্যস্য বয়ং দেবানাং সুমতৌ স্যাম ॥ ৪
ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবাস্তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
তং ত্বা ভগ সর্ব ইজ্জোহবীতি স নো ভগ পুরএতা ভবেহ ॥ ৫
সমধ্বরায়োষসো নমন্ত দধিক্রাবেব শুচয়ে পদায়।
অর্বাচীনং বসুবিদং ভগং নো রথমিবাশ্বা বাজিন আ বহন্তু ॥ ৬
অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমরা প্রাতকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি, প্রাতকালে ভগকে, পূষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব করি, প্রাতকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব করি। ২। যিনি জগতের ধারক, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সে ভগ-দেবতাকে প্রাতকালেই আহ্বান করব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করে, 'আমায় ভজনীয় ধন দাও' বলে যাচ্ঞা করে। ৩। হে ভগ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা। হে ভগ! তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করে আমাদের স্তুতি সফল কর। হে ভগ! তুমি আমাদের গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর। হে ভগ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হব। ৪। আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান হতে পারি, দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান হতে পারি। আরও হে মঘবন! সূর্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। ৫। হে দেবগণ! ভগই ভগবান হোন। আমরা ভগের অনুগ্রহেই ভগবান হব। হে ভগ! সকলেই তোমায় বার বার আহ্বান করেন। হে ভগ! তুমি এ যজ্ঞে আমাদের অগ্রগামী হও। ৬। শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় উষাদেবতা আমাদের যজ্ঞে আসুন। বেগবান অশ্ব রথের ন্যায় উষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনুন। ৭। সর্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় উষাদেবতা-গণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হয়ে জলসেক করে সর্বদা আমাদের নৈশ তমো নাশ করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত প্র ক্রন্দনুর্নভন্যস্য বেতু।
প্র ধেনব উদপ্রুতো নবন্ত যুজ্যাতামদ্রী অধ্বরস্য পেশঃ ॥ ১
সুগস্তে অগ্নে সনবিত্তো অধ্বা যুংক্ষ্বা সুতে হরিতো রোহিতশ্চ।
যে বা সদ্মন্নরুষা বীরবাহো হুবে দেবানাং জনিমানি সত্তঃ ॥ ২
সমু বো যজ্ঞং মহয়ন্নমোভিঃ প্র হোতা মন্দ্রো রিরিচ উপাকে।
যজস্ব সু পুর্বণীক দেবানা যজ্ঞিয়ামরমতিং ববৃত্যাঃ ॥ ৩
যদা বীরস্য রেবতো দুরোণে স্যোনশীরতিথিরাচিকেতৎ।
সুপ্রীতো অগ্নিঃ সুধিতো দম আ স বিশে দাতি বার্যমিয়ত্যৈ ॥ ৪
ইমং নো অগ্নে অধ্বরং জুষস্ব মরুৎস্বিন্দ্রে যশসং কৃধী নঃ।
আ নক্তা বর্হিঃ সদতামুষাসোশন্তা মিত্রাবরুণা যজেহ ॥ ৫
এবাগ্নিং সহস্যং বসিষ্ঠো রায়স্কামো বিশ্বপ্সুন্যস্য স্তৌৎ।
ইষং রয়িং পপ্রথদ্বাজমস্মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হোন। পর্জন্য আমাদের স্তোত্র

বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন করে গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন। ২। হে অগ্নি! তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হোক। যে হরিৎ ও রোহিতগণ যজ্ঞগৃহে তোমার ন্যায় বীরকে বহন করে শোভা পায়, তাদের রথে যোজনা কর। আমি উপবিষ্ট হয়ে দেবগণকে আহ্বান করছি। ৩। হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এ স্তোতাগণ তোমাদের যজ্ঞ সম্যকরূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহুতেজস্বিন! তুমি যজ্ঞার্থে ভূমিকে আবর্তিত কর। ৪। সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হন, যখন অগ্নি গৃহে সন্নিহিত হয়ে প্রীত হন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন। ৫। অগ্নি আমাদের এ যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মরুদগণের মধ্যে আমাদের যশোযুক্ত কর। রাত্রি ও উষাকালে বর্হিতে উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এ যজ্ঞে পূজা কর। ৬। বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হয়ে এ প্রকারে বলের পুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থে স্তুতি করেছিলেন। অগ্নি আমাদের অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৩ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো যজ্ঞেষু দেবয়ন্তো অর্চন্দ্যাবা নমোভিঃ পৃথিবী ইষধ্যৈ।
যেষাং ব্রহ্মাণ্যসমানি বিপ্রা বিষ্বগ্বিয়ন্তি বনিনো ন শাখাঃ ॥ ১
প্র যজ্ঞ এতু হেত্বো ন সপ্তিরুদ্যচ্ছধ্বং সমনসো ঘৃতাচীঃ।
স্তৃণীত বর্হিরধ্বরায় সাধূর্ধ্বা শোচীংষি দেবযূন্যস্থুঃ ॥ ২
আ পুত্রাসো ন মাতরং বিভৃত্রাঃ সানৌ দেবাসো বর্হিষঃ সদন্তু।
আ বিশ্বাচী বিদথ্যামনক্ত্বগ্নে মা নো দেবতাতা মৃধস্কঃ ॥ ৩
তে সীষপন্ত জোষমা যজত্রা ঋতস্য ধারাঃ সুদুঘা দুহানাঃ।
জ্যেষ্ঠং বো অদ্য মহ আ বসূনামা গন্তন সমনসো যতি ষ্ঠ ॥ ৪
এবা নো অগ্নে বিক্ষ্বা দশস্য ত্বয়া বয়ং সহসাবন্নাস্ক্রাঃ।
রায়া যুজা সধমাদো অরিষ্টা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। বৃক্ষের শাখার ন্যায় যে মেধাবিগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারদিকে গমন করে, সে দেবাভিলাষিগণ যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা তোমাদের পাবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করছে। ২। শীঘ্রগামী অশ্বের ন্যায় এ যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী স্রুক উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি! তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ উর্ধ্বমুখ হয়ে বাস করুন। ৩। বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেরূপ উপবেশন করে, সেরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহূ তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যকরূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের সহায়তা করো না। ৪। যজনীয় দেবগণ উদকের দোহন যোগ্য ধারা বর্ষণ করে পর্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্যা স্বীকার করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তা আসুক। তোমরা সকলেও একমন হয়ে এস। ৫। হে অগ্নি! তুমি এ প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদের ধন দাও। হে বলবন! আমরা তোমাকর্তৃক অপরিত্যক্ত হয়ে নিত্যযুক্ত ধনের সঙ্গে মত্ত ও অহিংসিত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৪ সূক্ত ॥ দধিক্রা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দধিক্রাং বঃ প্রথমমশ্বিনোষসমগ্নিং সমিদ্ধং ভগমূতয়ে হুবে।
ইন্দ্রং বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিমাদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১
দধিক্রামু নমসা বোধয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।
ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদয়ন্তোঽশ্বিনা বিপ্রা সুহবা হুবেম ॥ ২
দধিক্রাবাণং ববুধানো অগ্নিমুপ ব্রুব উষসং সূর্যং গাম্।
ব্রধ্নং মাংশ্চতোর্বরুণস্য বভ্রুং তে বিশ্বাস্মদ্দুরিতা যাবয়ন্তু ॥ ৩
দধিক্রাবা প্রথমো বাজ্যর্বাগ্রে রথানাং ভবতি প্রজানন্।
সংবিদান উষসা সূর্যেণাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ ॥ ৪
আ নো দধিক্রাঃ পথ্যামনক্ত্বৃতস্য পন্থামন্বেতবা উ।
শৃণোতু নো দৈব্যং শর্ধো অগ্নিঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে মহিষা অমূরাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। তোমাদের রক্ষার্থে প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি। তদনন্তর অশ্বিদ্বয়, ঊষা সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জল, দেবতা ও সূর্যকে আহ্বান করি। ২। স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করে আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরি ইলাদেবীকে স্থাপন করে শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। ৩। আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করে অগ্নি, ঊষা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি। আমি শত্রু বিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সে দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হতে পৃথক করুন। ৪। অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সম্যকরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে ঊষা, সূর্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সাথে এক মত হয়ে রথের অগ্রে লগ্ন হন। ৫। দধিক্রা (অশ্বরূপ দেবতা) সত্যের পথে অনুগামী আমাদের পথ সিক্ত করুন। দৈববলী অগ্নি ও বিজ্ঞ দেবগণ আমাদের আহ্বান শুনুন।

৪৫ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ দেবো যাতু সবিতা সুরত্নোঽন্তরিক্ষপ্রা বহমানো অশ্বৈঃ।
হস্তে দধানো নর্যা পুরূণি নিবেশয়ঞ্চ প্রসুবঞ্চ ভূম ॥ ১
উদস্য বাহূ শিথিরা বৃহন্তা হিরণ্যয়া দিবো অন্তাঁ অনষ্টাম্।
নূনং সো অস্য মহিমা পনিষ্ট সূরশ্চিদস্মা অনু দাদপস্যাম্ ॥ ২
স ঘা নো দেবঃ সবিতা সহাবা সাবিষদ্বসুপতির্বসূনি।
বিশ্রয়মাণো অমতিমরূচীং মর্তভোজনমধ রাসতে নঃ ॥ ৩
ইমা গিরঃ সবিতারং সুজিহ্বং পূর্ণগভস্তিমীলতে সুপাণিম্।
চিত্রং বয়ো বৃহদস্মে দধাতু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। রত্নবিশিষ্ট, অন্তরিক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহ্যমান সবিতাদেব মনুষ্যের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ করে ভূতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্যে পাঠিয়ে আসুন। ২। শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুদ্বারা অন্তরিক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা অদ্য সবিতার সে মহিমার স্তুতি করি। সূর্যও সবিতাকে কর্মেচ্ছা প্রদান করুন। ৩। তেজোবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদের উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন। তিনি বহুবিস্তীর্ণরূপ ধারণ করে আমাদের মানুষের ভোগযোগ্য ধন দান করুন। ৪। এ স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করছে। তিনি আমাদের বিচিত্র বৃহৎ অন্নদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৬ সূক্ত ।। রুদ্র দেবতা বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে ।
অষাঢ়ায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥ ১
স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেততি ।
অবন্নবন্তীরুপ নো দুরশ্চরানমীবো রুদ্র জাসু নো ভব ॥ ২
যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ ।
সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ॥ ৩
মা নো বধী রুদ্র মা পরা দা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য ।
আ নো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। স্থিরকার্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান, কারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র বিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শুনুন। ২। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্যদ্বারা তাঁকে জানতে পারা যায়। হে রুদ্র! তোমার স্তবকারী আমাদের প্রজাগণকে পালন করে আমদের গৃহে যাও। আমাদের রোগ দিও না। ৩। অন্তরিক্ষ হতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদের পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত! তোমার সহস্র ভেষজ আছে, আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করো না। ৪। হে রুদ্র! আমাদের হিংসা করো না, আমাদের ত্যাগ করো না। তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাতে না থাকি, জীবগণের প্রশংসাযোগ্য যজ্ঞে আমাদের ভাগী কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৭ সূক্ত ।। অপ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

আপো যং বঃ প্রথমং দেবয়ন্ত ইন্দ্রপানমূর্মিমকৃণ্বতেলঃ ।
তং বো বয়ং শুচিমরিপ্রমদ্য ঘৃতপ্রুষং মধুমন্তং বনেম ॥ ১
তমূর্মিমাপো মধুমত্তমং বোঽপাং নপাদবত্বাশুহেমা ।
যস্মিন্নিন্দ্রো বসুভির্মাদয়াতে তমশ্যাম দেবয়ন্তো বো অদ্য ॥ ২
শতপবিত্রাঃ স্বধয়া মদন্তীর্দেবীর্দেবানামপি যন্তি পাথঃ ।
তা ইন্দ্রস্য ন মিনন্তি ব্রতানি সিন্ধুভ্যো হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ৩
যাঃ সূর্যো রশ্মিভিরাততান যাভ্য ইন্দ্রো অরদদ্গাতুমূর্মিম্ ।
তে সিন্ধবো বরিবো ধাতনা নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে অপ দেবতা! দেবাভিলাষিগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে তোমাদের সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করেছে, সে শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলাসেকী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করব। ২। হে অপ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাংনপাৎ দেবতা তোমাদের সে মধুমত্তম প্রসিদ্ধ ঊর্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাতে বসুগণের সাথে মত্ত হন, আমরা দেবাভিলাষী হয়ে অদ্য তোমাদের সে ঊর্মি প্রাপ্ত হব। ৩। বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁরা ইন্দ্রের কর্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর। ৪। সূর্য রশ্মিদ্বারা যে অপসমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করেছেন; হে সিন্ধুগণ! সে তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৮ সূক্ত ॥ ঋভু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋভুক্ষণো বাজা মাদয়ধ্বমস্মে নরো মঘবানঃ সুতস্য।
আ বোঽর্বাচঃ ক্রতবো ন যাতাং বিভ্বো রথং নর্যং বর্তয়ন্তু ॥ ১
ঋভুর্ঋভুভিরভি বঃ স্যাম বিভ্বো বিভুভিঃ শাবসা শবাংসি।
বাজো অস্মাঁ অবতু বাজসাতাবিন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্ ॥ ২
তে চিদ্ধি পূর্বীরভি সন্তি শাসা বিশ্বাঁ অর্য উপরতাতি বন্বন্।
ইন্দ্রো বিভ্বাং ঋভুক্ষা বাজো অর্যঃ শত্রোর্মিথত্যা কৃণবন্বি নৃম্ণম্ ॥ ৩
নূ দেবাসো বরিবঃ কর্তনা নো ভূত নো বিশ্বেঽবসে সজোষাঃ।
সমস্মে ইষং বসবো দদীরন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে নেতা ধনবান ঋভুগণ! তোমরা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হও। তোমরা যাচ্ছ, তোমাদের কর্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখী হয়ে মনুষ্য হিতকর রথ আবর্তিত করুক। ২। হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদের দ্বারা প্রথিত। তোমরা সমর্থ; তোমাদের সাহায্যে সমর্থ হয়ে তোমাদের বলে শত্রুবল অভিভব করব। বাজ আমাদের যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে আমরা বৃত্রের হস্ত হতে উত্তীর্ণ হব। ৩। ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রু সেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য হয়ে মথনদ্বারা শত্রু বল বিকৃত করেন। ৪। হে দ্যোতমান ঋভুগণ! তোমরা অদ্য আমাদের ধন দাও। হে সমস্ত ঋভুগণ! তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের রক্ষণার্থে হও। বসু ঋভুগণ আমাদের অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৯ সূক্ত ॥ অপ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ।
ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ ত্য আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ১
যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ২
যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্।
মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৩
যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বে দেবা যাসূর্জং মদন্তি।
বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥ ৪

অনুবাদ : ১। সমুদ্র যে অপসমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্বদাগমনশীল ও শোধয়িতা, সে অপসমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হতে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপসমূহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা এ স্থানে আমায় রক্ষা করুন। ২। যে অপ-সমূহ অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যা প্রবাহিত হয়ে খননদ্বারা যাদের লাভ করা যায়, যা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সে অপদেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। ৩। যে অপসমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহ মধ্যে সত্য ও মিথ্যার সাক্ষী স্বরূপ হয়ে মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণী-দীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সে অপ দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন। ৪। যাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাতে সোম বাস করেন, যাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পেয়ে প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, সে দ্যুতিমান অপ সমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৫০ সূক্ত ॥ (১)প্রথম ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা ; দ্বিতীয়ের অগ্নি দেবতা । তৃতীয়ের বৈশ্বানর । চতুর্থের নদী দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী, শক্করী ছন্দ ।

আ মাং মিত্রাবরুণেহ রক্ষতং কুলায়য়দ্বিশ্বয়ন্মা ন আ গণ্ ।
অজকাবং দুর্দৃশীকং তিরোদধে মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ১
যদ্বিজামন্ পরুষি বন্দনং ভুবদষ্ঠীবন্তৌ পরি কুল্ফৌ চ দেহৎ ।
অগ্নিষ্টচ্ছোচন্নপ বাধতামিতো মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ২
যচ্ছল্মলৌ ভবতি যন্নদীষু যদোষধীভ্যঃ পরি জায়তে বিষম্ ।
বিশ্বে দেবা নিরিতস্তৎসুবন্তু মা মাং পদ্যেন রপসা বিদত্ত্সরুঃ ॥ ৩
যাঃ প্রবতো নিবত উদ্বত উদন্বতীরনুদকাশ্চ যাঃ ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ শিবা দেবীরশিপদা ভবন্তু সর্বা
নদ্যো অশিমিদা ভবন্তু ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা এখানে আমাদের রক্ষা কর। কুলায়কারী ও সর্বদা বর্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হোক। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জানতে না পারে। ২। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির পর্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুলফ স্ফীত করে. দীপ্তিমান অগ্নিদেব, এ ব্যক্তির নিকট হতে সে বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে জানতে না পারে। ৩। যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যা নদীজলে ওষধি হতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সে বিষ আমাদের নিকট হতে দূর করে দিন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানতে না পারে। ৪। যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যারা নিম্নদেশে গমন করে, যারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদী সকল উদকবিশিষ্ট ও যারা অনুদক জলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সে দ্যুতিমান নদীসকল আমাদের শ্রীপদ রাগ নিবারণ করে কল্যাণকর হোক। আরও সে নদী সকল অহিংসাপ্রদ হোক।

টীকা ঃ ১। সূক্তটি "ওঝার মন্ত্র" স্বরূপ। ১ম ও ২য় মণ্ডলের শেষ সূক্তগুলি দেখুন।

৫১ সূক্ত ॥ আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আদিত্যানামবসা নূতনেন সক্ষীমহি শর্মনা শন্তমেন ।
অনাগাস্ত্বে অদিতিত্বে তুরাস ইমং যজ্ঞং দধতু শ্রোষমাণাঃ ॥ ১
আদিত্যাসো অদিতির্মাদয়ন্তাং মিত্রো অর্যমা বরুণো রজিষ্ঠাঃ ।
অস্মাকং সন্তু ভুবনস্য গোপাঃ পিবন্তু সোমমবসে নো অদ্য ॥ ২
আদিত্যা বিশ্বে মরুতশ্চ বিশ্বে দেবাশ্চ বিশ্বঋভবশ্চ বিশ্বে ।
ইন্দ্রো অগ্নিরশ্বিনা তুষ্টুবানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করে নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই। ত্বরান্বিত আদিত্যগণ আমাদের স্তোত্র সকল শ্রবণ করে এ যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করে দিন। ২। আদিত্যগণ ও অদিতি ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্যমা প্রমত্ত হোন। ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হোন। অদ্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন। ৩। আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুদগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করলাম। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫২ সূক্ত। আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আদিত্যাসো অদিতয়ঃ স্যাম পূর্দেবত্রা বসবো মর্ত্যত্রা।
সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তো ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভবন্তঃ ॥ ১
মিত্রস্তন্নো বরুণো মামহন্ত শর্ম তোকায় তনয়ায় গোপাঃ।
মা বো ভুজেমান্যজাতমেনো মা তৎকর্ম বসবো যচ্চয়ধ্বে ॥ ২
তুরণ্যবোঽঙ্গিরসো নক্ষন্ত রত্নং দেবস্য সবিতুরিয়ানাঃ।
পিতা চ তন্নো মহান্যজত্রো বিশ্বে দেবা সমনসো জুষন্ত ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হব (১)। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের সম্ভজনা করে ধন উপভোগ করব। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতি বিশিষ্ট হই। ২। মিত্র ও বরুণ প্রমুখ রক্ষক আদিত্যগণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুন। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করতে না হয়, তোমরা যে কর্ম করলে নাশ কর, হে বসুগণ, আমরা যেন সে কর্ম না করি। ৩। ত্বরাবান অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা করে তার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করেছিলেন, যাগশীল মহান পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সে ধন আমাদের প্রদান করুন।

টীকা ঃ ১। এখানেও বসিষ্ঠবংশীয়গণ সূর্যের সাথে সম্বন্ধ করছেন। ৭।৩৩।১ ঋকের টীকা দেখুন।

৫৩ সূক্ত ।। দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র দ্যাবা যজ্ঞৈঃ পৃথিবী নমোভিঃ সবাধ ঈলে বৃহতী যজত্রে।
তে চিদ্ধি পূর্বে কবয়ো গৃণন্তঃ পুরো মহী দধিরে দেবপুত্রে ॥ ১
প্র পূর্বজে পিতরা নব্যসীভির্গীর্ভিঃ কৃণুধ্বং সদনে ঋতস্য।
আ নো দ্যাবাপৃথিবী দৈব্যেন জনেন যাতং মহি বাং বরূথম্ ॥ ২
উতো হি বাং রত্নধেয়ানি সন্তি পুরূণি দ্যাবাপৃথিবী সুদাসে।
অস্মে ধত্তং যদসদস্কৃধোয়ু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্বতন স্তোতাগণ স্তুতি করে পুরোভাগে স্থাপন করেছিলেন, আমি সে যজনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে ঋত্বিকগণের সম্বাধযুক্ত হয়ে যজ্ঞ ও নমস্কারের সঙ্গে স্তুতি করি। ২। হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের মহৎ ও বরণীয় ধন দানার্থে দেবগণের সাথে আমাদের নিকট এস। ৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের দাসে দেয় বহু রমণীয় ধন আছে, তার মধ্যে যা অক্ষয় তাই আমাদের প্রদান কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা সর্বদা আমাদের কল্যাণের সঙ্গে পালন কর।

৫৪ সূক্ত ।। বাস্তোষ্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বাস্তোষ্পতে প্রতি জানীহ্যস্মান্ত্স্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ।
যত্ত্বেমহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১
বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো।
অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব ॥ ২

বাস্তোষ্পতে শগ্ময়া সংসদা তে সক্ষীমহি রণ্বয়া গাতুমত্যা।
পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে বাস্তোষ্পতে! (১) তুমি আমাদের প্রবোধিত কর, আমাদের নিবাস নীরোগ কর, আমরা যে ধন যাচ্ঞা করি তা প্রদান কর এবং আমাদের পুত্র পৌত্রাদি দ্বিপদ জনের ও গবাশ্বাদি চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও। ২। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি আমাদের ও আমাদের ধনের বর্ধয়িতা হও। তুমি সখা হলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হব। পিতা যেরূপ পুত্রদের পালন করে, তুমি আমাদের সেরূপ পালন কর। ৩। হে বাস্তোষ্পতে! আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদের কল্যাণের সাথে সর্বদা পালন কর।

টীকা ঃ ১। বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমার কুলোদ্ভব, সে জন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হয়েছেন।

৫৫ সূক্ত ॥ বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। সখা সুশেব এধি নঃ ॥ ১
যদর্জুন সারমেয় দতঃ পিশঙ্গ যচ্ছসে।
বীবভ্রাজন্ত ঋষ্টয় উপ স্রক্বেষু বপ্সতো নি ষু স্বপ ॥ ২
স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃ সর।
স্তোতৄনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৩
ত্বং সূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দর্তু সূকরঃ।
স্তোতৄনিন্দ্রস্য রায়সি কিমস্মান্দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ ॥ ৪
সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্পতিঃ।
সসন্তু সর্বে জ্ঞাতয়ঃ সস্ত্বয়মভিতো জনঃ ॥ ৫
য আস্তে যশ্চ চরতি যশ্চ পশ্যতি নো জনঃ।
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥ ৬
সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত্স্বাপয়ামসি ॥ ৭
প্রোষ্ঠেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্যাস্তল্পশীবরীঃ।
স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধাস্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি রোগনাশক। তুমি সর্বপ্রকার রূপ মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের সখা ও সুখকর হও। ২। হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গবর্ণ সরমাপুত্র! তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর তা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণী প্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও। ৩। হে সারমেয়! তুমি যে স্থান হতে গমন কর, পুনরায় সে স্থানে এস। তুমি চোর ও ডাকাতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদের কেন বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও। ৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকরও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদের বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও। ৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুক্কুর নিদ্রা যাক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাক। চতুর্দিকবর্তী এ জনগণও নিদ্রা যাক। ৬। যে ব্যক্তি এ স্থানে আছে, যে বিচরণ

করছে, যে আমাদের দেখছে, তাদের চক্ষু সকল বিনাশ করব। এ হর্ম্য যেরূপ তারাও সেরূপ হবে। ৭। যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হতে উদ্গত হল (১) সে অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করব। ৮। যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গণে শয়ন করে আছে, যারা বাহনে শয়ন করে আছে, যারা তল্পে শয়ন করে আছে, যারা পুণ্যগন্ধা, তাদের সকলকে নিদ্রিত করব।

টীকা : ১। সমুদ্র হতে উদ্গত শৃঙ্গযুক্ত বৃষভ কি? সহস্ররশ্মি চন্দ্র বা সূর্য হতে পারে।

৫৬ সূক্ত ।। মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। দ্বিপদা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ক ঈং ব্যক্তা নরঃ সনীলা রুদ্রস্য মর্যা অধা স্বশ্বাঃ ॥ ১
নকির্হ্যেষাং জনূংষি বেদ তে অঙ্গ বিদ্রে মিথো জনিত্রম্ ॥ ২
অভি স্বপূভির্মিথো বপন্ত বাতস্বনসঃ শ্যেনা অস্পৃধ্রন্ ॥ ৩
এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত পৃশ্নির্যদূধো মহী জভার ॥ ৪
সা বিট্ সুবীরা মরুদ্ভিরস্তু সনাৎসহন্তী পুষ্যন্তী নৃম্ণম্ ॥ ৫
যামং যেষ্ঠাঃ শুভাঃ শোভিষ্ঠাঃ শ্রিয়া সংমিশ্লা ওজোভিরুগ্রাঃ ॥ ৬
উগ্রং ব ওজঃ স্থিরা শবাংস্যধা মরুদ্ভির্গণস্তুবিষ্মান্ ॥ ৭
শুভ্রো বঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি ধুনির্মুনিরিব শর্ধস্য ধৃষ্ণোঃ ॥ ৮
সনেম্যস্মদ্যুয়োত দিদ্যুং মা বো দুর্মতিরিহ প্রণঙ্নঃ ॥ ৯
প্রিয়া বো নাম হুবে তুরাণামা যত্তৃপন্মরুতো বাবশানাঃ ॥ ১০
স্বায়ুধাস ইষ্মিণঃ সুনিষ্কা উত স্বয়ং তন্বঃ শুম্ভমানাঃ ॥ ১১
শুচী বো হব্যা মরুতঃ শুচীনাং শুচিং হিনোম্যধ্বরং শুচিভ্যঃ।
ঋতেন সত্যমৃতসাপ আয়ঞ্ছুচিজন্মানঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ ॥ ১২
অংসেষ্বা মরুতঃ খাদয়ো বো বক্ষঃসু রুক্মা উপশিশ্রিয়াণাঃ।
বি বিদ্যুতো ন বৃষ্টিভী রুচানা অনু স্বধামায়ুধৈর্যচ্ছমানাঃ ॥ ১৩
প্র বুধ্ন্যা ব ঈরতে মহাংসি প্র নামানি প্রযজ্যবস্তিরধ্বম্।
সহস্রিয়ং দম্যং ভাগমেতং গৃহমেধীয়ং মরুতো জুষধ্বম্ ॥ ১৪
যদি স্তুতস্য মরুতো অধীথেত্থা বিপ্রস্য বাজিনো হবীমন্।
মক্ষু রায়ঃ সুবীর্যস্য দাত নূ চিদ্যমন্য আদভদরাবা ॥ ১৫
অত্যাসো ন যে মরুতঃ স্বঞ্চো যক্ষদৃশো ন শুভয়ন্ত মর্যাঃ।
তে হর্ম্যেষ্ঠাঃ শিশবো ন শুভ্রা বৎসাসো ন প্রক্রীলিনঃ পয়োধাঃ ॥ ১৬
দশস্যন্তো নো মরুতো মৃলন্তু বরিবস্যন্তো রোদসী সুমেকে।
আরে গোহা নৃহা বধো বো অস্তু সুম্নেভিরস্মে বসবো নমধ্বম্ ॥ ১৭
আ বো হোতা জোহবীতি সত্তঃ সত্রাচীং রাতিং মরুতো গৃণানঃ।
য ঈবতো বৃষণো অস্তি গোপাঃ সো অদ্বয়াবী হবতে ব উক্থৈঃ ॥ ১৮
ইমে তুরং মরুতো রাময়ন্তীমে সহঃ সহস আ নমন্তি।
ইমে শংসং বনুষ্যতো নি পান্তি গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তি ॥ ১৯
ইমে রধ্রং চিন্মরুতো জুনন্তি ভৃমিং চিদ্যথা বসবো জুষন্ত।
অপ বাধধ্বং বৃষণস্তমাংসি ধত্ত বিশ্বং তনয়ং তোকমস্মে ॥ ২০
মা বো দাত্রান্মরুতো নিররাম মা পশ্চাদ্দঘ্ম রথ্যো বিভাগে।
আ নঃ স্পার্হে ভজতনা বসব্যেহয়ন্দী সুজাতং বৃষণো বো অস্তি ॥ ২১
সং যদ্ধনন্ত মন্যুভির্জনাসঃ শূরা যহ্বীষ্বোষধীষু বিক্ষু।
অধ স্মা নো মরুতো রুদ্রিয়াসস্ত্রাতারো ভূত পৃতনাস্বর্যঃ ॥ ২২

ভূরি চক্র মরুতঃ পিত্র্যাণ্যুক্থানি যা বঃ শস্যন্তে পুরা চিৎ।
মরুদ্ভিরুগ্রঃ পৃতনাসু সাড়্হা মরুদ্ভিরিৎসনিতা বাজমর্বা ॥ ২৩
অস্মে বীরো মরুতঃ শুষ্ম্যস্তু জনানাং যো অসুরো বিধর্তা।
অপো যেন সুক্ষিতয়ে তরেমাধ স্বমোকো অভি বঃ স্যাম ॥ ২৪
তন্ন ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অগ্নিরাপ ওষধীর্বনিনো জুষন্ত।
শর্মন্ত্স্যাম মরুতামুপস্থে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ২৫

অনুবাদ : ১। ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মনুষ্যের হিতকর অথচ সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট এ রুদ্র পুত্রগণ এঁরা কে? ২। কেউ এদের জন্ম জানেন না। তারাই পরস্পর আপনাদের জন্ম কথা জানেন। ৩। আপনারাই সঞ্চরণ করে পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগশালী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করেন। ৪। ধীমান ব্যক্তি এ শ্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন। মহতী পৃশ্নি এঁদের অন্তরিক্ষে ধারণ করেছিলেন। ৫। সে প্রজা মরুদগণের অনুগ্রহে চিরকাল শত্রুগণের অভিভবকারিণী ও ধনের পুষ্টিপ্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হোক। ৬। মরুৎগণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে যান, অলঙ্কার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তারা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র। ৭। তোমাদের তেজ উগ্র, তোমাদের বল স্থির। মরুৎগণ বৃদ্ধিমান হোন। ৮। তোমাদের বল সর্বত্র শোভমান, তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত মরুৎগণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী। ৯। হে মরুৎগণ! পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। তোমাদের ক্রুরবুদ্ধি যেন আমাদের ব্যাপ্ত না করে। ১০। তোমরা ত্বরাবান। তোমাদের প্রিয় নাম ধরে আহ্বান করি। অভিলাষবান মরুৎগণ এতেই তৃপ্ত হন! ১১। মরুৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এবং তাঁরা আমাদের শরীর অলংকৃত করেন। ১২। হে মরুৎগণ! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হোক। তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি। উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্য দ্বারা সত্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তারা শুচি, তাঁদের জন্ম শুচি, ও তাঁরা অন্যকে শুচি করেন। ১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্কন্ধে খাদি সকল রয়েছে। উত্তম রুক্ম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করে আছে (১)। বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেরূপ জল প্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা তোমরা শোভা পাও। ১৪। তোমাদের অন্তরিক্ষভব তেজ বিশেষরূপে গমন করছে। হে বিশেষরূপে যষ্টব্য মরুৎগণ! তোমরা জল বৃদ্ধি কর। হে মরুৎগণ! তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহ মেধিদত্ত এ ভাগ সেবা কর। ১৫। হে মরৎগণ! যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর, সে ধন শত্রু অভিহনন করতে পারে না। ১৬। যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দর গমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র, তারা ক্রীড়াপরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা। ১৭। মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করে সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ করে সুখী করুন। হে বাসপ্রদগণ! মেঘভেদক, মনুষ্যনাশক তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হতে দূরে থাকুক। তোমরা সুখের সঙ্গে আমাদের অভিমুখী হও। ১৮। নিষণ্ন হোতা তোমাদের সর্বত্রগামী দানকার্যের প্রশংসা করে তোমাদের সম্যকরূপে বার বার আহ্বান করছেন। হে কামবর্ষিগণ! যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতারহিত হয়ে স্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করে।

১৯। এ মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। এ'রা বলের দ্বারা বলবান লোক সকলকে আনমিত করেন। এ'রা হিংসকের হস্ত হতে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যারা হব্য প্রদান করে না, তাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন। ২০। এ'রা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষিগণ! তোমরা তমো বিনাশ কর, আরও আমাদের বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর। ২১। হে মরুৎগণ! তোমাদের দান হতে আমরা যেন নির্গত না হই। হে রথবিশিষ্টগণ! ধন দান কালে আমাদের পশ্চাতে ফেল না। স্পৃহণীয় ধনসমূহ আমাদের ভাগী কর। হে কামবর্ষিগণ! তোমাদের যে সুজাত ধন আছে, তারও ভাগী কর। ২২। যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের জয়ের জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট হতে আমাদের ত্রাতা হও। ২৩। হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য করেছ। তোমাদের পূর্বকালীন যে সকল কর্ম প্রশংসিত হয়, তাও করেছ। ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভবিতা হন, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে। ২৪। হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান হোক সে অসুরও লোকের বিধায়ক হোক। আমরা নিরাসার্থ প্রাপ্ত শত্রুদের বিনাশ করব। আমরা তোমাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করব। ২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ্, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। খাদি অর্থে বলয় ও রুক্ম অর্থে বক্ষঃস্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৭ সূক্ত ।। মরুৎগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্র যজ্ঞেষু শবসা মদন্তি।
যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ ॥ ১
নিচেতারো হি মরুতো গৃণন্তং প্রণেতারো যজমানস্য মন্ম।
অস্মাকমদ্য বিদথেষু বর্হিরা বীতয়ে সদত পিপ্রিয়াণাঃ ॥ ২
নৈতাবদন্যে মরুতো যথেমে ভ্রাজন্তে রুক্মৈরায়ুধৈস্তনূভিঃ।
আ রোদসী বিশ্বপিশঃ পিশানাঃ সমানমঞ্জ্যঞ্জতে শুভে কম্ ॥ ৩
ঋধক্সা বো মরুতো দিদ্যুদস্তু যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম।
মা বস্তস্যামপি ভূমা যজত্রা অস্মে বো অস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৪
কৃতে চিদত্র মরুতো রণন্তানবদ্যাসঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
প্র ণোহবত সুমতিভির্যজত্রাঃ প্র বাজেভিস্তিরত পুষ্যসে নঃ ॥ ৫
উত স্তুতাসো মরুতো ব্যন্তু বিশ্বেভির্নামভির্নরো হবীংষি।
দদাত নো অমৃতস্য প্রজায়ৈ জিগৃত রায়ঃ সূনৃতা মঘানি ॥ ৬
আ স্তুতাসো মরুতো বিশ্ব ঊতী অচ্ছা সূরীন্ত্সর্বতাতা জিগাত।
যে নস্ত্মনা শতিনো বর্ধয়ন্তি যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে যজনীয় মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সাথে তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হয়ে সর্বত্র গমন করেন। ২। মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজমানের অভীষ্টপূরণ করেন। তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থে বর্হিতে উপবেশন কর। ৩। এ মরুৎগণ যত দান করেন,

এত আর কেউই দেন না। এঁরা রুক্ম, আয়ুধ ও শরীর শোভায় শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার্থে সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে। ৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হতে পৃথক হোক। যদিও মনুষ্য বলে আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ! যেন তোমাদের সে আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা অন্নপ্রদ তাই আমাদের হোক। ৫। আমাদের যজ্ঞকর্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হোন। তাঁরা অনিন্দিত দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ! অনুগ্রহ করে অথবা উত্তম স্তুতিপ্রযুক্ত আমাদের বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থে আমাদের প্রবর্ধিত কর। ৬। মরুৎগণ স্তুত হয়ে হবি ভক্ষণ করুন, তাঁরা নেতা ও সমস্ত জলের সহিত বর্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সন্ততির জন্য উদক প্রদান কর। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর। ৭। মরুৎগণ স্তুত হয়ে সকল রক্ষার সাথে যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে এস। এঁরা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করে বর্ধিত করেন, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫৮ সূক্ত ॥ মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সাকমুক্ষে অর্চতা গণায় যো দৈব্যস্য ধাম্নস্তুবিষ্মান্।
উত ক্ষোদন্তি রোদসী মহিত্বা নক্ষন্তে নাকং নির্ঋতেরবংশাৎ ॥ ১
জনূশ্চিদ্বো মরুতস্ত্বেষ্যেণ ভীমাসস্তুবিমন্যবোঽয়াসঃ।
প্র যে মহোভিরোজসোত সন্তি বিশ্বো যো যামন্ ভয়তে স্বর্দৃক্ ॥ ২
বৃহদ্বয়ো মঘবদ্ভ্যো দধাত জুজোষন্নিন্মরুতঃ সুষ্টুতিং নঃ।
গতো নাধ্বা বি তিরাতি জন্তুং প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেত ॥ ৩
যুষ্মোতো বিপ্রো মরুতঃ শতস্বী যুষ্মোতো অর্বা সহুরিঃ সহস্রী।
যুষ্মোতঃ সম্রালুত হন্তি বৃত্রং প্র তদ্বো অস্তু ধূতয়ো দেষ্ণম্ ॥ ৪
তাঁ আ রুদ্রস্য মাড়্হুষো বিবাসে কুবিন্নংসন্তে মরুতঃ পুনর্নঃ।
যৎসস্বর্তা জিহীলিরে যদাবিরব তদেন ঈমহে তুরাণাম্ ॥ ৫
প্র সা বাচি সুষ্টুতির্মঘোনামিদং সূক্তং মরুতো জুষন্ত।
আরাচ্চিদ্দ্বেষো বৃষণো যুযোত যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা সতত বর্ষণকারী, মরুৎ সংঘকে অর্চনা কর। এরা দেবতাদের স্থানে সর্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ, আরও এঁরা মহিমায় দ্যাব্যাপৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরিক্ষ হতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন। ২। হে ভীম! হে প্রবৃদ্ধমতি ও গমনশীল মরুৎগণ! তোমাদের জন্ম দীপ্ত রুদ্র হতে, আরও এরা তেজবলে প্রবল হয়েছেন। তোমাদের গমনে সূর্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়। ৩। তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তা প্রাণিগণকে বিনাশ করে না। তাঁরা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত করুন। ৪। হে মরুৎগণ! স্তোতা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে শতসংখ্যক ধনবান হন। তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে স্তোতা আক্রমণকারী অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান হয়। তোমাদেব কর্তৃক রক্ষিত হয়ে সে সাম্রাজ্যযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পনকারিগণ! তোমাদের দত্ত সে ধন প্রভূত হোক। ৫। কামবর্ষী সে রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্যা করি। তাঁরা পুনরায় বহুবার আমাদের অভিমুখ হোন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপপ্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হন, মরুৎগণ সম্বন্ধীয় সে পাপ অপনীত করব।

৮। ধনবান মরুৎগণের সে সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করেছি। মরুৎগণ এ সূক্ত সেবা করুন। হে অভীষ্টবর্ষিগণ! তোমরা দূর হতেই শত্রুগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৫৯ সূক্ত ॥ ১১শ পর্যন্ত ঋকের মরুৎ দেবতা। ১২শ ঋকে রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যং ত্রায়ধ্ব ইদমিদং দেবাসো যং চ নয়থ।
তস্মা অগ্নে বরুণ মিত্রার্যমন্মরুতঃ শর্ম যচ্ছত ॥ ১
যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয় ঈজানস্তরতি দ্বিষঃ।
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি ॥ ২
নহি বশ্চরমং চন বসিষ্ঠঃ পরিমংসতে।
অস্মাকমদ্য মরুতঃ সুতে সচা বিশ্বে পিবত কামিনঃ ॥ ৩
নহি ব ঊতিঃ পৃতনাসু মর্ধতি যস্মা অরাধ্বং নরঃ।
অভি ব আবর্ৎসু মতির্নবীয়সী তূয়ং যাত পিপীষবঃ ॥ ৪
ও ষু ঘৃষ্বিরাধসো যাতনান্ধাংসি পীতয়ে।
ইমা বো হব্যা মরুতো ররে হি কং মো ষ্বন্যত্র গন্তন ॥ ৫
আ চ নো বর্হিঃ সদতাবিতা চ নঃ স্পার্হাণি দাতবে বসু।
অস্রেধন্তো মরুতঃ সোম্যে মধৌ স্বাহেহ মাদয়াধ্বৈ ॥ ৬
সস্বশ্চিদ্ধি তন্বঃ শুম্ভমানা আ হংসাসো নীলপৃষ্ঠা অপপ্তন্।
বিশ্বং শর্ধো অভিতো মা নি ষেদ নরো ন রণ্বাঃ সবনে মদন্ত ॥ ৭
যো নো মরুতো অভি দুর্হৃণায়ুস্তিরশ্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।
দ্রুহঃ পাশান্ প্রতি স মুচোষ্ট তপিষ্ঠেন হন্মনা হন্তনা তম্ ॥ ৮
সান্তপনা ইদং হবির্মরুতস্তজ্জুজুষ্টন। যুষ্মাকোতী রিশাদসঃ ॥ ৯
গৃহমেধাস আ গত মরুতো মাপ ভূতন। যুষ্মাকোতী সুদানবঃ ॥ ১০
ইহেহ বঃ স্বতবসঃ কবয়ঃ সূর্যত্বচঃ। যজ্ঞং মরুত আ বৃণে ॥ ১১
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! এ হতে স্তোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও মরুৎগণ! তোমরা যাকে বিনীত কর, তাঁকে সুখ প্রদান কর। ২। হে দেবগণ! তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শত্রুগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদের অন্যত্র গমন হতে নিবৃত্ত করবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সে আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে। ৩। বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে স্তব করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাভিলাষী হয়ে তোমরা সকলে মিলে আমাদের সোম অভিষুত হলে পান কর। ৪। হে নেতাগণ! যাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাকে যুদ্ধে হিংসা করে না। তোমাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আসুক। হে সোমপানাভিলাষিগণ! তোমরা শীঘ্র এস। ৫। হে মরুৎগণ। তোমাদের ধন পরস্পর সংহত, তোমরা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে এস। যেহেতু আমি তোমাদের এ হব্য দান করছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যেও না। ৬। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের বর্হিতে আসীন হও। স্পৃহণীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট এস। তোমরা হিংসারহিত হয়ে এ যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলে প্রমত্ত হও।

৭। অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করে নীলপৃষ্ঠ হংসগণের ন্যায় আসুন, আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমণীয় মনুষ্যগণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারদিকে উপবেশন করুন। ৮। হে বসু মরুৎগণ! অন্যায় ক্রোধ করে যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করতে চায়, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধদ্বারা বিনাশ কর। ৯। হে শত্রুতাপকগণ! এ তোমাদের হব্য, তোমরা শত্রুভক্ষক, তোমাদের রক্ষাদ্বারা তা সেবা কর। ১০। হে মরুৎগণ! তোমরা গৃহ মধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমাদের রক্ষারসাথে এস, অপগত হয়ো না। ১১। হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্যবর্ণ মরুৎগণ! আমি যজ্ঞ কল্পনা করছি। ১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হতে মুক্ত হই। অমৃত হতে যেন না বঞ্চিত হই।

৬০ সূক্ত ॥ প্রথম ঋকের সূর্য দেবতা। অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা।
বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যদদ্য সূর্য ব্রবোঽনাগা উদ্যন্মিত্রায় বরুণায় সত্যম্।
বয়ং দেবত্রাদিতে স্যাম তব প্রিয়াসো অর্যমন্ গৃণন্তঃ ॥ ১
এষ স্য মিত্রাবরুণা নৃচক্ষা উভে উদেতি সূর্যো অভি জ্মন্।
বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ গোপা ঋজু মর্তেষু বৃজিনা চ পশ্যন্ ॥ ২
অযুক্ত সপ্ত হরিতঃ সধস্থাদ্যা ঈং বহন্তি সূর্যং ঘৃতাচীঃ।
ধামানি মিত্রাবরুণা যুবাকুঃ সং যো যূথেব জনিমানি চষ্টে ॥ ৩
উদ্বাং পৃক্ষাসো মধুমন্তো অস্থুরা সূর্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণঃ।
যস্মা আদিত্যা অধ্বনো রদন্তি মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সজোষাঃ ॥ ৪
ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ ॥ ৫
ইমে মিত্রো বরুণো দূলভাসোঽচেতসং চিচ্চিতয়ন্তি দক্ষৈঃ।
অপি ক্রতুং সুচেতসং বতন্তস্তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি ॥ ৬
ইমে দিবো অনিমিষা পৃথিব্যাশ্চিকিত্বাংসো অচেতসং নয়ন্তি।
প্রব্রাজে চিন্নদ্যো গাধমস্তি পারং নো অস্য বিষ্পিতস্য পর্ষন্ ॥ ৭
যদ্গোপাবদদিতিঃ শর্ম ভদ্রং মিত্রো যচ্ছন্তি বরুণঃ সুদাসে।
তস্মিন্না তোকং তনয়ং দধানা মা কর্ম দেবহেলনং তুরাসঃ ॥ ৮
অব বেদিং হোত্রাভির্যজেত রিপঃ কাশ্চিদ্বরুণধ্রুতঃ সঃ।
পরি দ্বেষোভিরর্যমা বৃণক্তূরং সুদাসে বৃষণা উ লোকম্ ॥ ৯
সস্বশ্চিদ্ধি সমৃতিস্ত্বেষ্যোষামপীচ্যেন সহসা সহন্তে।
যুষ্মদ্ভিয়া বৃষণো রেজমানা দক্ষস্য চিন্মহিনা মৃলতা নঃ ॥ ১০
যো ব্রহ্মণে সুমতিমায়জাতে বাজস্য সাতৌ পরমস্য রায়ঃ।
সীক্ষন্ত মন্যুং মঘবানো অর্য উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে সুধাতু ॥ ১১
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যাং যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১২

অনুবাদঃ ১। হে সূর্য! তুমি উদিত হয়ে অদ্য আমাদের পাপশূন্য বল। হে অদিতি! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হব। হে অর্যমা। তোমাকে স্তব করে তোমার প্রিয় হব। ২। হে মিত্র ও বরুণ! এ সে মনুষ্যদের সাক্ষী

সূর্য অন্তরিক্ষে গমন করে দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক মনুষ্যমধ্যে স্থিত সুকৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করেন। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! তিনি অন্তরিক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করছেন। ওরা জলে আর্দ্র হয়ে এ সূর্যকে বহন করছে। গোপাল যেরূপ গোযূথ দর্শন করেন, সেরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদের অভিলাষ করেন। ৪। তোমাদের দুজনের জন্য অন্ন ও মধুর পদার্থ বর্তমান ছিল। সূর্য দীপ্ত অন্তরিক্ষে আরোহণ করেছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃতি আদিত্যগণ, এ সূর্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন। ৫। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ প্রভৃত পাপের হন্তা, এঁরা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র; এঁরা যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন। ৬। মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করেছেন। এঁরা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করে পাপ নাশ করে, সুপথে নিয়ে যান। ৭। এঁরা নিমেষরহিত হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হয়ে সুপথে নিয়ে যান। এঁদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নপ্রদেশেও নদীর তল থাকে। এঁরা আমাদের এ কর্মকে পারে নিয়ে যান। ৮। অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্য-দায়ীকে যে রক্ষাবিশিষ্ট এবং প্রশংসাযোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সে সুখ দান করে আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য যেন না করি। ৯। আমাদের দ্বেষকারী ব্যক্তি যদি স্তুতির সাথে বেদী ত্যাগ করে, তা হলে বরুণ কর্তৃক হিংসিত হয়ে যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্যমা দ্বেষকারিগণ হতে আমাদের বর্জিত করুন। হে কামবর্ষী মিত্র ও বরুণ! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর। ১০। এঁদের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলদ্বারা এঁরা অভিভব করেন। হে কামবর্ষিগণ! তোমাদের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। তোমাদের বলের মহিমা দ্বারা আমাদের সুখী কর। ১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতি স্থির করে, সে স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন। ১২। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এ স্তুতি করা হয়েছে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করে আমাদের পার কর, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬১ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদ্বাং চক্ষুর্বরুণ সুপ্রতীকং দেবয়োরেতি সূর্যস্ততন্বান্।
অভি যো বিশ্বা ভুবনানি চষ্টে স মন্যুং মর্ত্যেষ্বা চিকেত ॥ ১
প্র বাং স মিত্রাবরুণাবৃতাবা বিপ্রো মন্মানি দীর্ঘশ্রুদিয়র্তি।
যস্য ব্রহ্মাণি সুক্রতূ অবাথ আ যৎক্রত্বা ন শরদঃ পৃণৈথে ॥ ২
প্রোরোর্মিত্রাবরুণা পৃথিব্যাঃ প্র দিব ঋষ্বাদ্বৃহতঃ সুদানূ।
স্পশো দধাথে ওষধীষু বিক্ষ্বৃধগ্যতো অনিমিষং রক্ষমাণা ॥ ৩
শংসা মিত্রস্য বরুণস্য ধাম শুষ্মো রোদসী বদ্বধে মহিত্বা।
অয়ন্মাসা অয়জ্বনামবীরাঃ প্র যজ্ঞমন্মা বৃজনং তিরাতে ॥ ৪
অমূরা বিশ্বা বৃষাণাবিমা বাং ন যাসু চিত্রং দদৃশে ন যক্ষম্।
দ্রুহঃ সচন্তে অনৃতা জনানাং ন বাং নিণ্যান্যচিতে অভূবন্ ॥ ৫
সমু বাং যজ্ঞং মহয়ং নমোভির্হুবে বাং মিত্রাবরুণা সবাধঃ।
প্র বাং মন্মান্যৃচসে নবানি কৃতানি ব্রহ্ম জুজুষন্নিমানি ॥ ৬
ইয়ং দেব পুরোহিতির্যুবভ্যাং যজ্ঞেষু মিত্রাবরুণাবকারি।
বিশ্বানি দুর্গা পিপৃতং তিরো নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য তেজ বিস্তার করে উদিত হচ্ছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন। ২। হে মিত্র ও বরুণ! সে যজ্ঞবান, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র বসিষ্ঠ তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করছেন। তোমরা সুকর্মা, তোমরা এঁর স্তোত্র রক্ষা করেছ। তোমরা বহু বৎসর ব্যাপি এর কর্ম পূর্ণ করেছিলে। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করেছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহান দ্যুলোকও অতিক্রম করেছ। তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর। তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামীদের পালন করে থাক। ৪। মিত্র ও বরুণের তেজের স্তব কর। তাঁদের বল দ্যাবাপৃথিবী আপন মহিমায় পৃথকরূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাসসকল পুত্ররহিতভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্ধিত করুক। ৫। হে অমূঢ়! হে ব্যাপ্ত! হে কামবর্ষিদ্বয়! এ তোমাদের স্তুতি হতে বিস্ময়কর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারিগণ সেবা করে। তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞনার্থে না হয়। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা পূজা করছি। আমি বাধাযুক্ত হয়ে আহ্বান করছি। তোমাদের সেবার্থে নূতন স্তোত্র সকল রচিত হোক। মৎকৃত এ স্তোত্র তোমাদের প্রীত করুক। ৭। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এ স্তুতি করা হয়েছে, তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করে আমাদের পার কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৬২ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উৎসূর্যো বৃহদর্চীংষ্যশ্রেৎপুরু বিশ্বা জনিম মনুষাণাম্।
সমো দিবা দদৃশে রোচমানঃ ক্রত্বা কৃতঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ভূৎ ॥ ১
স সূর্য প্রতি পুরো ন উদগা এভিঃ স্তোমেভিরেতশেভিরেবৈঃ।
প্র নো মিত্রায় বরুণায় বোচোঽনাগসো অর্যম্ণে অগ্নয়ে চ ॥ ২
বি নঃ সহস্রং শুরুধো রদন্ত্বৃতাবানো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
যচ্ছন্তু চন্দ্রা উপমং নো অর্কমা নঃ কামং পূপুরন্তু স্তবানাঃ ॥ ৩
দ্যাবাভূমী অদিতে ত্রাসীথাং নো যে বাং জজ্ঞুঃ সুজনিমান ঋষ্বে।
মা হেলে ভূম বরুণস্য বায়োর্মা মিত্রস্য প্রিয়তমস্য নৃণাম্ ॥ ৪
প্র বাহবা সিসৃতং জীবসে ন আ নো গব্যূতিমুক্ষতং ঘৃতেন।
আ নো জনে শ্রবয়তং যুবানা শ্রুতং মে মিত্রাবরুণা হবেমা ॥ ৫
নু মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্ত্মনে তোকায় বরিবো দধন্তু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সূর্য ঊর্ধ্বমুখে মহৎ ও বহু তেজ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান হয়ে একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্তা এবং কৃত এবং কর্তাদ্বারা সুকৃত হয়েছেন। ২। হে সূর্য! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এ স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিতবর্ণ, গমনশীল অশ্বযোগে ঊর্ধ্বমুখে যাও। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদের নিরপরাধ বলে উল্লেখ কর। ৩। দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদের সহস্র ধন দান করুন। তাঁরা আহ্লাদকর, আমাদের স্তুত্য ও অর্চনীয় বস্তু দান করুন। আমাদের কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। ৪। হে দ্যাবা-

পৃথিবি! হে অদিতি! হে সুদর্শন! আমাদের রক্ষা কর। আমরা সুজন্মা, তোমাদের অবগত হয়েছি। আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই। ৫। হে মিত্র ও বরুণ! বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থে আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদের বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য তরুণ, আমাদের এ আহ্বান শোন। ৬। হে মিত্র, বরুণ ও অর্যমা! আমাদের নিজের পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৩ সূক্ত ॥ প্রথম চারি ঋকের ও পঞ্চমের প্রথম অর্ধের সূর্য দেবতা, অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদ্বেতি সুভগো বিশ্বচক্ষাঃ সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্।
চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্য দেবশ্চর্মেব যঃ সমবিব্যক্তমাংসি ॥ ১
উদ্বেতি প্রসবীতা জনানাং মহান্ কেতুরর্ণবঃ সূর্যস্য।
সমানং চক্রং পর্যাবিবৃৎসন্যদেতশো বহতি ধূর্ষু যুক্তঃ ॥ ২
বিভ্রাজমান উষসামুপস্থাদ্রেভৈরুদেত্যনুমদ্যমানঃ।
এষ মে দেবঃ সবিতা চচ্ছন্দ যঃ সমানং ন প্রমিনাতি ধাম ॥ ৩
দিবো রুক্ম উরুচক্ষা উদেতি দূরে অর্থস্তরণির্ভ্রাজমানঃ।
নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতা অয়ন্নর্থানি কৃণবন্নপাংসি ॥ ৪
যত্রা চক্রুরমৃতা গাতুমস্মৈ শ্যেনো ন দীয়ন্নন্বেতি পাথঃ।
প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যৈঃ ॥ ৫
নু মিত্রো বরুণো অর্যমা নস্তুমনে তোকায় বরিবো দধন্তু।
সুগা নো বিশ্বা সুপথানি সন্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। সুভগ, সর্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ, দ্যুতিমান সূর্য উদিত হচ্ছেন! ইনি চর্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন। ২। মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহান, পদার্থপ্রকাশক, জলপ্রদ এ সূর্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্তিত করতে ইচ্ছা করে উদিত হচ্ছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ অশ্ব ওকে বহন করছে। ৩। অত্যন্ত দীপ্তিমান এ সূর্য স্তোতাগণের স্তোত্র শ্রবণে প্রমত্ত হয়ে উষাগণের মধ্যে উদিত হচ্ছেন। ইনি আমাদের অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজ সঙ্কুচিত করেন না। ৪। এ দূরগামী, ত্রাণকর্তা, দীপ্তিমান সূর্য শোভমান ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট হয়ে অন্তরিক্ষ হতে উদিত হচ্ছেন। প্রাণিগণ নিশ্চয়ই সূর্যকর্তৃক প্রসূত হয়ে অনুষ্ঠেয় কর্ম করে থাকে। ৫। মরণরহিত দেবগণ যে স্থলে এ সূর্যের জন্য পথ করেছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সে পথ অন্তরিক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য উদিত হলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করব। ৬। মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৪ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দিবি ক্ষয়ন্তা রজসঃ পৃথিব্যাং প্র বাং ঘৃতস্য নির্ণিজো দদীরন্।
হব্যং নো মিত্রো অর্যমা সুজাতো রাজা সুক্ষত্রো বরুণো জুষন্ত ॥ ১

আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।
ইলাং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিমব দিব ইষতং জীরদানূ ॥ ২
মিত্রস্তন্নো বরুণো দেবো অর্যঃ প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভির্নয়ন্তু।
ব্রবদ্যথা আদরিঃ সুদাস ইষা মদেম সহ দেবগোপাঃ ॥ ৩
যো বাং গর্তং মনসা তক্ষদেতমূর্ধ্বাং ধীতিং কৃণবদ্ধারয়চ্চ।
উক্ষেথাং মিত্রাবরুণা ঘৃতেন তা রাজানা সুক্ষিতীস্তর্পয়েথাম্ ॥ ৪
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেঽয়ামি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের স্বামী। তোমাদের প্রেরিত মেঘ জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্যমা এবং রাজা ও বলবান বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন। ২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় (১); তোমরা আমাদের অভিমুখে এস। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরিক্ষ হতে প্রেরণ কর। ৩। মিত্র, বরুণ ও অর্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সে স্থানে আমাদের নিয়ে যান। অর্যমা যেন সুন্দর দানশীল লোকের নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্তৃক রক্ষিত হয়ে অন্নদ্বারা প্রমত্ত হব। ৪। হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা তোমাদের এ রথ নির্মাণ করেছে, যে উন্নত কর্ম করে ও যজ্ঞে তোমাদের ধারণ করে, তোমরা রাজা, তোমরা তাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাকে সুক্ষিতি প্রদান করে তৃপ্ত কর। ৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের ন্যায় এ সোম করা হল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'ক্ষত্রিয়াঃ' অর্থ বলবান। 'ক্ষত্রিয়' নামে একটি বিভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয়নি। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নন।

৬৫ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিস্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি বাং সূর উদিতে সূক্তৈর্মিত্রং হুবে বরুণং পূতদক্ষম্।
যয়োরসূর্যমক্ষিতং জ্যেষ্ঠং বিশ্বস্য যামন্নাচিতা জিগত্নু ॥ ১
তা হি দেবানামসুরা তাবর্যা তা নঃ ক্ষিতীঃ করতমূর্জয়ন্তীঃ।
অশ্যাম মিত্রাবরুণা বয়ং বাং দ্যাবা চ যত্র পীপয়ন্নহা চ ॥ ২
তা ভূরিপাশাবনৃতস্য সেতূ দুরত্যেতূ রিপবে মর্ত্যায়।
ঋতস্য মিত্রাবরুণা পথা বামপো ন নাবা দুরিতা তরেম ॥ ৩
আ নো মিত্রাবরুণা হব্যজুষ্টিং ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতমিলাভিঃ।
প্রতি বামত্র বরমা জনায় পৃণীতমুদ্নো দিব্যস্য চারোঃ ॥ ৪
এষ স্তোমো বরুণ মিত্র তুভ্যং সোমঃ শুক্রো ন বায়বেঽয়ামি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ! সূর্য উদিত হলে তোমাদের দুজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। এদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হলে তা জয় লাভ করে। ২। তাঁরা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁরা আর্য, তাঁরা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদের ব্যাপ্ত হব। ৩। তাঁদের পাশ প্রভূত। তাঁরা অনৃতের সেতু (১) এবং শত্রুজনের

দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ! নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, তোমাদের যজ্ঞের পথে সেরূপ দুরিত হতে পার হব। ৪। মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবায় আসুন, অন্নের সাথে জলদ্বারা আমাদের গো প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি এ লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দেবে? তোমরা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর। ৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য এ স্তোম দীপ্ত সোমের ন্যায় করা হল। আমাদের কর্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ যজ্ঞরহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর ন্যায় বন্ধনকারী।

৬৬ সূক্ত ।। চতুর্থ ঋক হতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত আদিত্য দেবতা। চতুর্দশ হতে ষোড়শ পর্যন্ত সূর্য দেবতা; আদির ও অন্তের তৃচ দুটির মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ স্তোমো ন এতু শূষ্যঃ। নমস্বান্তুবিজাতয়োঃ ॥ ১
যা ধারয়ন্ত দেবাঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরা। অসুর্যায় প্রমহসা ॥ ২
তা নঃ স্তিপা তনূপা বরুণ জরিতৃণাং। মিত্র সাধায়তং ধিয়ঃ ॥ ৩
যদদ্য সূর উদিতেঽনাগা মিত্রো অর্যমা। সুবাতি সবিতা ভগঃ ॥ ৪
সুপ্রাবীরস্তু স ক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ত্সুদানবঃ।
যো নো অংহোঽতিপিপ্রতি ॥ ৫
উত স্বরাজো অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে। মহো রাজান ঈশতে ॥ ৬
প্রতি বাং সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণং। অর্যমণং রিশাদসম্ ॥ ৭
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে। ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে ॥ ৮
তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ ' ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৯
বহবঃ সূরচক্ষসোঽগ্নিজিহ্বা ঋতোবৃধঃ।
ত্রীণি যে যেমুর্বিদথানি ধীতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ ॥ ১০
বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচম্।
অনাপ্যং বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত ॥ ১১
তদ্বো অদ্য মনামহে সূক্তৈঃ সূর উদিতে।
যদোহতে বরুণো মিত্রো অর্যমা যূয়মৃতস্য রথ্যঃ ॥ ১২
ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবৃধো ঘোরাসো অনৃতদ্বিষঃ।
তেষাং বঃ সুম্নে সুচ্ছর্দিষ্টমে নরঃ স্যাম যে চ সূরয়ঃ ॥ ১৩
উদু ত্যদ্দর্শতং বপুর্দিব এতি প্রতিহ্বরে।
যদীমাশুর্বহতি দেব এতশো বিশ্বস্মৈ চক্ষসে অরম্ ॥ ১৪
শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতস্তস্থুষস্পতিং সময়া বিশ্বমা রজঃ।
সপ্ত স্বসারঃ সুবিতায় সূর্যং বহন্তি হরিতো রথে ॥ ১৫
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬
ক্যাব্যেভিরদাভ্যা যাতং বরুণ দ্যুমৎ। মিত্রশ্চ সোমপীতয়ে ॥ ১৭
দিবো ধামভির্বরুণ মিত্রশ্চা যাতমদ্রুহা। পিবতং সোমমাতুজী ॥ ১৮
আ যাতং মিত্রাবরুণা জুষাণাবাহুতিং নরা। পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। বার বার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান স্তোম গমন করুন। ২। শোভন বলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত তেজবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করেছিলেন। ৩। সে মিত্র ও বরুণ গৃহ

পালক ও শরীর পালক। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা স্তোতাগণের কর্ম সাধন কর। ৪। অদ্য সূর্য উদিত হলে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তা প্রেরণ করুন। ৫। হে শোভন দানশীলগণ! তোমরা আমাদের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হলে সে নিবাস সুরক্ষিত হোক। ৬। মিত্রাদি ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তারা মহাধনেরও ঈশ্বর। ৭। সূর্য উদিত হলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্যমাকে স্তব করব। ৮। এ স্তুতি হিরণ্য ধনের সাথে আমাদের অহিংসনীয় বলের নিমিত্ত হোক। ৯। হে দেব বরুণ! হে মিত্র! আমরা সূরিগণের সাথে তোমার স্তোতা হব, অন্ন ও জল ধারণ করব। ১০। মহান সূর্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্ধক যে মিত্রাদি তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্মদ্বারা প্রদান করেন। ১১। যাঁরা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক সৃষ্টি করেছেন, সে বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শোভমান হয়ে অপ্রাপ্ত বল লাভ করেছেন। ১২। অদ্য সূর্য উদিত হলে, সূক্তদ্বারা তোমাদের নিকট সে ধন যাচ্ঞা করব, যা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্যমা ধারণ করেন। ১৩। তোমরা যজ্ঞবান, যজ্ঞার্থে উৎপন্ন, যজ্ঞবর্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। তোমাদের সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সূরিরা আছেন, তাঁরা ও আমরা নেতা হব। ১৪। সে সে দর্শনীয় বপুঃ অন্তরিক্ষের সমীপে উদিত হচ্ছে। শীঘ্রগামী হরিতবর্ণ অশ্বগণ সকলকে সম্যক দর্শনার্থে ওকে ধারণ করছেন। ১৫। মস্তকেরও মস্তক, স্থাবর জঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিতগণ সর্বলোকের সমীপে বহন করছে। ১৬। সে চক্ষুস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্মল, সূর্যমণ্ডল উদিত হচ্ছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখতে পাই, শত শরৎ বেঁচে থাকি। ১৭। হে বরুণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতমান। তোমরা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোম পানার্থে এস। ১৮। হে মিত্র! তুমি ও বরুণ দ্রোহরহিত। তোমরা দ্যুলোকের স্থান হতে এস, শত্রুদের হিংসাকর হয়ে সোমপান কর। ১৯। হে নেতা মিত্র বরুণ! আহুতি সেবা করে এস। হে যজ্ঞবর্ধক! তোমরা সোম পান কর।

৬৭ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি বাং রথং নৃপতী জরধ্যৈ হবিষ্মতা মনসা যজ্ঞিয়েন।
যো বাং দূতো ন ধিষ্ণ্যাবজীগরচ্ছা সূনুর্ন পিতরা বিবক্মি ।। ১
অশোচ্যগ্নিঃ সমিধানো অস্মে উপো অদৃশ্রন্তমসশ্চিদন্তাঃ।
অচেতি কেতুরুষসঃ পুরস্তাচ্ছ্রিয়ে দিবো দুহিতুর্জায়মানঃ ।। ২
অভি বাং নূনমশ্বিনা সুহোতা স্তোমৈঃ সিষক্তি নাসত্যা বিবক্কান্।
পূর্বীভির্যাতং পথ্যাভিরর্বাক্‌স্বর্বিদা বসুমতা রথেন ।। ৩
অবোর্বাং নূনমশ্বিনা যুবাকুহুবে যদ্বাং সুতে মাধ্বী বসূয়ুঃ।
আ বাং বহন্তু স্থবিরাসো অশ্বাঃ পিবাথো অস্মে সুষুতা মধূনি ।। ৪
প্রাচীমু দেবাশ্বিনা ধিয়ং মেঽমৃধ্রাং সাতয়ে কৃতং বসূয়ুম্।
বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুরন্ধীস্তা নঃ শক্তং শচীপতী শচীভিঃ ।। ৫
অবিষ্টং ধীষ্বশ্বিনা ন আসু প্রজাবদ্রেতো অহ্রয়ং নো অস্তু।
আ বাং তোকে তনয়ে তূতুজানাঃ সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম ।। ৬
এষ স্য বাং পূর্বগত্বেব সখ্যে নিধির্হিতো মাধ্বী রাতো অস্মে।
অহেলতা মনসা যাতমর্বাগশ্নন্তা হব্যং মানুষীষু বিক্ষু ।। ৭

একস্মিন্যোগে ভুরণা সমানে পরি বাং সপ্ত স্রবতো রথো গাৎ।
ন বায়ন্তি সুভ্বো দেবযুক্তা যে বাং ধূর্ষু তরণয়ো বহন্তি ॥ ৮
অসশ্চতা মঘবদ্ভ্যো হি ভূতং যে রায়া মঘদেয়ং জুনন্তি।
প্র যে বন্ধুং সূনৃতাভিস্তিরন্তে গব্যা পৃঞ্চন্তো অশ্ব্যা মঘানি ॥ ৯
নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনারিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে নৃপতিদ্বয়! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সাথে তোমাদের রথের স্তুতি করবার জন্য যাচ্ছি। হে স্তোত্রার্হদ্বয়! পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে, সেরূপ এ রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। সে রথ আমাদের অভিমুখে আসতে বলছি। ২। আমাদের দ্বারা সমিদ্ধ হয়ে অগ্নি দীপ্ত হচ্ছেন। অন্ধকারের অন্তর প্রদেশও দৃষ্ট হচ্ছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য দ্যুলোক দুহিতার পূর্বদিকে শোভার্থে জাত হয়ে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৩। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! সুহোতা এবং স্তুতিসমূহের বক্তা স্তোমদ্বারা তোমাদের সেবা করছেন। অতএব তোমরা পূর্বপথে স্বর্গবিৎ ও ধনবান রথে এস। ৪। হে রক্ষক ও মধুর সোমার্হ অশ্বিদ্বয়! যেহেতু সোম অভিষুত হলে আমি তোমাদের কামনা করে ধনাভিলাষী হয়ে তোমাদের স্তুতি করি অতএব অদ্য প্রবৃদ্ধ অশ্বগণ তোমাদের বহন করে আনুক। তোমরা আমাদের কর্তৃক অভিষুত মধুর সোম পান কর। ৫। হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর। হে শচীপতিদ্বয় (১)! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদের ধন প্রদান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ কর্মসমূহে আমাদের রক্ষা কর, আমাদের রেত অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হোক। তোমাদের অনুগ্রহে পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান করে এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হয়ে আমরা যেন দেবলাভকর যজ্ঞে আগমন করি। ৭। হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সঙ্কল্পিত এ সোম নিধি-স্বরূপ তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে এস, মনুষ্য প্রজা মধ্যে অবস্থিত হব্য ভক্ষণ কর। ৮। হে ভর্তাদ্বয়! তোমাদের উভয়ের মিলন হলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত নদী অতিক্রম করে আসে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অশ্বগণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদের বহন করে, তারা শ্রান্ত হয় না। ৯। তোমরা কোথায়ও আসক্ত হও না। যে ধনবানগণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবি প্রেরণ করে, যারা বন্ধুকে সুনৃত বাক্যদ্বারা প্রবর্ধিত করে, যারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাদের জন্যই হয়েছ। ১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শোন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে এস, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা : ১। ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হয়েছে। এ ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হয়েছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এ বিশেষণ দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলে গিয়ে ইন্দ্রকে শচীপতি বলে ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করলেন। এরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হয়েছে। এস্থান হতে ৮টি সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়। তাদের কার্যসমূহের বিশেষ বিবরণ প্রথম মণ্ডলের ১১২ ও ১১৬ সূক্তের টীকায় দেওয়া হয়েছে।

৬৮ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ শুভ্রা যাতমশ্বিনা স্বশ্বা গিরো দস্রা জুজুষাণা যুবাকোঃ।
হব্যানি চ প্রতিভৃতা বীতং নঃ ।। ১
প্র বামন্ধাংসি মদ্যান্যস্থুবরং গন্তং হবিষো বীতয়ে মে।
তিরো অর্যো হবনানি শ্রুতং নঃ ।। ২
প্র বাং রথো মনোজবা ইয়র্তি তিরো রজাংস্যশ্বিনা শতোতিঃ।
অস্মভ্যং সূর্যাবসূ ইয়ানঃ ।। ৩
অয়ং হ যদ্বাং দেবয়া উ অদ্রিরূর্ধ্বো বিবক্তি সোমসুদ্যুবভ্যাম্ ।
আ বল্গূ বিপ্রো ববৃতীত হব্যৈঃ ।। ৪
চিত্রং হ যদ্বাং ভোজনং ন্বস্তি ন্যত্রয়ে মহিষ্বন্তং যুযোতম্ ।
যো বামোমানং দধতে প্রিয়ঃ সন্ ।। ৫
উত ত্যদ্বাং জুরতে অশ্বিনা ভূচ্চ্যবানায় প্রতীত্যং হবির্দে।
অধি যদ্বর্প ইতিউতি ধত্থঃ ।। ৬
উত ত্যং ভাজ্যুমশ্বিনা সখায়ো মধ্যে জহুর্দুরেবাসঃ সমুদ্রে।
নিরীং পর্ষদরাবা যো যুবাকুঃ ।। ৭
বৃকায় চিজ্জসমানায় শক্তমুত শ্রুতং শয়বে হূয়মানা।
যাবঘ্ন্যামপিন্বতমপো ন স্তর্যং চিচ্ছক্ত্যশ্বিনা শচীভিঃ ।। ৮
এষ স্য কারুর্জরতে সূক্তৈরগ্রে বুধান উষসাং সুমন্মা।
ইষা তং বর্ধদঘ্ন্যা পয়োভির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৯

অনুবাদ : ১। হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এস। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সম্ভৃত হব্য ভক্ষণ কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রয়েছে, তোমরা আমার হবি ভক্ষণার্থে শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করে আমাদের আহ্বান শোন। ৩। তোমরা সূর্যের সাথে রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হয়ে লোক সকলকে অতিক্রম করে আসছে। ৪। তোমাদের দেবতা করতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাভিষবকারী এ প্রস্তর যখন উন্নত হয়ে শব্দ করে তখন হে সুন্দর অশ্বিদ্বয়! বিপ্র হব্যদ্বারা তোমাদের আবর্তিত কর। ৫। তোমাদের যে চিত্রধন আছে তা আমাদের দাও। যিনি প্রিয় হয়ে তোমাদের দত্ত সুখ ধারণ করেন, সে অত্রি হতে মহিষ্বৎকে ঋবিসকে পৃথক কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তুতিকারী জীর্ণ হব্যদায়ী চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে এনে দান করেছিলে তা তাঁর প্রতিগমন করেছিল। ৭। আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করেছিল, তোমরা তাকে পার করেছিলে। সে তোমাদের কামনা করেছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করেনি। ৮। বৃক যখন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কর্ম এবং সামর্থ দ্বারা তাঁকে ধন দিয়েছিলে। আহূয়মান হয়ে শয়ুকে শ্রবণ করেছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভীকে দুগ্ধদ্বারা পূর্ণ করেছিলে। ৯। সে স্তোতা, সুমনা হয়ে ঊষার পূর্বে জাগরিত হয়ে সূক্তদ্বারা স্তুতি করছে, ওকে অন্নদ্বারা বর্ধিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্ধিত কর এবং এর গাভীকে বর্ধিত কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বাং রথো রোদসী বদ্বধানো হিরণ্যয়ো বৃষভির্যাত্বশ্বৈঃ।
ঘৃতবর্তনিঃ পবিভী রুচান ইষাং বোড়্হা নৃপতির্বাজিনীবান্ ॥ ১
স পপ্রথানো অভি পঞ্চ ভূমা ত্রিবন্ধুরো মনসা যাতু যুক্তঃ।
বিশো যেন গচ্ছথো দেবয়ন্তীঃ কুত্রা চিদ্যামমশ্বিনা দধানা ॥ ২
স্বশ্বা যশসা যাতমর্বাগ্ দস্রা নিধিং মধুমন্তং পিবাথঃ।
বি বাং রথো বধ্বা যাদমানোঽন্তান্দিবো বাধতে বর্তনিভ্যাম্ ॥ ৩
যুবোঃ শ্রিয়ং পরি যোষাবৃণীত সূরো দুহিতা পরিতক্ম্যায়াম্।
যদ্দেবয়ন্তমবথঃ শচীভিঃ পরি ঘ্রংসমোমনা বাং বয়ো গাৎ ॥ ৪
যো হ স্য বাং রথিরা বস্ত উস্রা রথো যুজানঃ পরিয়াতি বর্তিঃ।
তেন নঃ শং যোরুষসো ব্যুষ্টৌ ন্যশ্বিনা বহতং যজ্ঞে অস্মিন্ ॥ ৫
নরা গৌরেব বিদ্যুতং তৃষাণাস্মাকমদ্য সবনোপ যাতম্।
পুরুত্রা হি বাং মতিভির্হবন্তে মা বামন্যে নি যমন্দেবয়ন্তঃ ॥ ৬
যুবং ভুজ্যুমববিদ্ধং সমুদ্র উদূহথুরর্ণসো অস্রিধানৈঃ।
পতত্রিভিরশ্রমৈরব্যথিভির্দংসনাভিরশ্বিনা পারয়ন্তা ॥ ৭
নূ মে হবমা শৃণুতং যুবানা যাসিষ্টং বর্তিরশ্বিনাবিরাবৎ।
ধত্তং রত্নানি জরতং চ সূরীন্যূয়ং পাত স্বস্তিভি সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। তোমাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হয়ে আসুক। তা দ্যাবাপৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্ময়। তার চক্রে জল আছে। তা রথনেমিদ্বারা দীপ্তিমান, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান। ২। তা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। তা আসুক। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থে উদ্যোগ করে, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর। ৩। তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সাথে আমার দিকে এস। হে দস্রদ্বয়! তোমরা মধুমান নিধি সোম পান কর। তোমাদের রথ বধূর সাথে গমন করে চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে। ৪। রাত্রিতে যোষিৎ সূর্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। যখন তোমরা দেবাভিলাষীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্য তোমাদের পরিগমন করে। ৫। হে রথিদ্বয়! সে রথ তেজসমূহ আচ্ছাদিত করে ও অশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে মার্গে গমন করে, হে অশ্বিদ্বয়! উষা প্রকাশিত হলে আমাদের এ যজ্ঞে সে রথদ্বারা পাপের শান্তি ও সুখের মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হও। ৬। হে নেতৃদ্বয়! মৃগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান সোমপানেচ্ছু হয়ে অদ্য আমাদের সবনসমূহে এস। যেহেতু বহু যজ্ঞে তোমাদের স্তুতি দ্বারা আহ্বান করে অতএব অন্য দেবাভিলাষিগণ তোমাদের যেন দান না করে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন ভুজ্যুকে অক্ষত শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা এবং কর্মদ্বারা পার করে জল হতে উত্তোলন করেছিলে। ৮। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শোন। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বিশ্ববারাশ্বিনা গতং নঃ প্র তৎস্থানমবাচি বাং পৃথিব্যাম্।
অশ্বো ন বাজী শুনপৃষ্ঠো অস্থাদা যৎসেদথুর্ধ্রুবসে ন যোনিম্ ॥ ১

সিষক্তি সা বাং সুমতিশ্চনিষ্ঠাতাপি ঘর্মো মনুষো দুরোণে।
যো বাং সমুদ্রান্ত্‌সরিতঃ পিপর্ত্যেতগ্বা চিন্ন সুযুজা যুজানঃ ॥ ২
যানি স্থানান্যশ্বিনা দধাথে দিবো যহ্বীষ্বোষধীষু বিক্ষু।
নি পর্বতস্য মূর্ধনি সদন্তেষং জনায় দাশুষে বহন্তা ॥ ৩
চনিষ্টং দেবা ওষধীষ্বপ্সু যদ্যোগ্যা অশ্নবৈথে ঋষীণাম্।
পুরূণি রত্না দধতৌ ন্যস্মে অনু পূর্বাণি চখ্যথুর্যুগানি ॥ ৪
শুশ্রুবাংসা চিদশ্বিনা পুরূণ্যভি ব্রহ্মাণি চক্ষাথে ঋষীণাম্।
প্রতি প্র যাতং বরমা জনায়াস্মে বামস্তু সুমতিশ্চনিষ্ঠা ॥ ৫
যো বাং যজ্ঞো নাসত্যা হবিষ্মান্ কৃতব্রহ্মা সমর্যো ভবাতি।
উপ প্র যাতং বরমা বসিষ্ঠমিমা ব্রহ্মাণ্যৃচ্যন্তে যুবভ্যাম্ ॥ ৬
ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
ইমা ব্রহ্মাণি যবযূন্যগ্মন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে সকলের বরণীয় অশ্বিদ্বয়! আমাদের যজ্ঞ বেদিতে এস, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলে থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সে সুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব তোমাদেরই নিকট থাকুক। ২। অতিশয় অন্নবতী সে সুস্তুতি তোমাদের সেবা করে। ঘর্ম মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হয়েছে। তা তোমাদের প্রাপ্ত হয়। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ রথে যোজিত হয় সেরূপ তোমাদের যজ্ঞে যোজিত করে। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হতে এসে মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্বতের মস্তকে উপবেশন করে অন্নদাতাকে সে স্থান প্রাপিত কর। ৪। হে দেবদ্বয়! যেহেতু তোমরা ঋষিদের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করে থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদের বহুতর রত্ন দান করে তোমরা পূর্বমিথুন সকলকে আকর্ষণ করেছিলে। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শুনে ঋষিদের বহুকর্ম অভিদর্শন করে থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি এস। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হোক। ৬। হে নাসত্যদ্বয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্যগণের সাথে মিলিত হয়, সে বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট এস। এ মন্ত্র সকল তোমাদের জন্য স্তূত্য হচ্ছে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এ স্তুতি ও এ বাক্য হল। হে কামবর্ষিদ্বয়! এ শোভন স্তুতি সেবা কর, এ কর্ম সকল তোমাদের কামনা করে সঙ্গত হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

সূক্ত ৭১॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপ স্বসুরুষসো নগ্জিহীতে রিণক্তি কৃষ্ণীররুষায় পন্থাম্।
অশ্বামঘা গোমঘা বাং হুবেম দিবা নক্তং শরুমস্মদ্যুয়োতম্ ॥ ১
উপায়াতং দাশুষে মর্ত্যায় রথেন বামমশ্বিনা বহন্তা।
যুযুতমস্মদনিরামমীবাং দিবা নক্তং মাধ্বী ত্রাসীথাং নঃ ॥ ২
আ বাং রথমবমস্যাং ব্যুষ্টৌ সুম্নায়বো বৃষণো বর্তয়ন্তু।
স্যূমগভস্তিমৃতযুগ্ভিরশ্বৈরাশ্বিনা বসুমন্তং বহেথাম্ ॥ ৩
যো বাং রথো নৃপতী অস্তি বোড়্হা ত্রিবন্ধুরো বসুমাঁ উস্রয়ামা।
আ ন এনা নাসত্যোপ যাতমভি যদ্বাং বিশ্বপ্স্ন্যো জিগাতি ॥ ৪
যুবং চ্যবানং জরসোঽমুমুক্তং নি পেদব উহথুরাশুমশ্বম্।
নিরংহসস্তমসঃ স্পর্তমত্রিং নি জাহুষং শিথিরে ধাতমন্তঃ ॥ ৫

ইয়ং মনীষা ইয়মশ্বিনা গীরিমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্ ।
ইমা ব্রহ্মাণি যুবয়ূন্যগ্মন্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ভগিনী উষার নিকট হতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি সূর্যাশ্ব অরুষের (১) জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন ! হে গোধন অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংস্রকদের আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমণীয় পদার্থ বহন করে তোমরা এস। অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টদ্বয় ! তোমরা আমাদের দিবারাত্র রক্ষা কর। ৩। এ আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদের আনুক। হে অশ্বিদ্বয় ! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর। ৪। হে নৃপতিদ্বয় ! তোমাদের যে রথ বহনসমর্থ, বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হয়ে গমন করে, তোমরা সে রথে আমাদের নিকট এস। ৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হতে বিমুক্ত করেছিলে, পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হতে পার করেছিলে, যাহুসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করেছিলে। ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য এ স্তুতি ও এ বাক্য। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয় ! এ শোভন স্তুতি সেবা কর, এ কর্ম সকল তোমাদের কামনা করে সঙ্গত হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'অরুষ' সম্বন্ধে ১।৬।১ ঋকের টীকা দেখুন।

৭২ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ গোমতা নাসত্যা রথেনাশ্বাবতা পুরুশ্চন্দ্রেণ যাতম্ ।
অভি বাং বিশ্বা নিযুতঃ সচন্তে স্পার্হয়া শ্রিয়া তন্বা শুভানা ॥ ১
আ নো দেবেভিরুপ যাতমর্বাক্সজোষসা নাসত্যা রথেন ।
যুবোর্হি নঃ সখ্যা পিত্র্যাণি সমানো বন্ধুরুত তস্য বিত্তম্ ॥ ২
উদু স্তোমাসো অশ্বিনোরবুধ্রঞ্জামি ব্রহ্মাণ্যুষসশ্চ দেবীঃ ।
আবিবাসন্রোদসী ধিষ্ণ্যেমে অচ্ছা বিপ্রো নাসত্যা বিবক্তি ॥ ৩
বি চেদুচ্ছন্ত্যশ্বিনা উষাসঃ প্র বাং ব্রহ্মাণি কারবো ভরন্তে ।
ঊর্ধ্বং ভানুং সবিতা দেবো অশ্রেদ্বৃহদগ্নয়ঃ সমিধা জরন্তে ॥ ৪
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে এস, বহু নিযুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা স্পৃহণীয় শোভা শরীর দ্বারা দীপ্যমান হও। ২। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা দেবগণের সাথে প্রীতিযুক্ত হয়ে রথারোহণে আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তোমাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলে জেনো, তাঁর ধনও এক। ৩। স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করছে, বন্ধু স্থানীয় কর্ম সকল দ্যোতমান ঊষাকে জাগরিত করছে। মেধাবী বসিষ্ঠ এ স্তোত্রার্হ দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্যা করে নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করছেন। ৪। হে অশ্বিদ্বয় ! যদি ঊষা সকল তমো নিবারণ করে, তা হলে স্তোতারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করবে। সবিতাদেব ঊর্ধ্বে তেজ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধদ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন। ৫। হে নাসত্যদ্বয় ! পশ্চাৎদেশ হতে ও সম্মুখদেশ হতে এস, দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক

হতে এস, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক হতেই এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্য প্রতি স্তোমং দেবয়ন্তো দধানাঃ।
পুরুদংসা পুরুতমা পুরাজামর্ত্যা হবতে অশ্বিনা গীঃ ॥ ১
ন্যু প্রিয়ো মনুষঃ সাদি হোতা নাসত্যা যো যজতে বন্দতে চ।
অশ্নীতং মধ্বো অশ্বিনা উপাক আ বাং বোচে বিদথেষু প্রযস্বান্ ॥ ২
অহেম যজ্ঞং পথামুরাণা ইমাং সুবৃক্তিং বৃষণা জুষেথাম্।
শ্রুষ্টীবেব প্রেষিতো বামবোধি প্রতি স্তোমৈর্জরমাণো বসিষ্ঠঃ ॥ ৩
উপ ত্যা বহ্নী গমতো বিশং নো রক্ষোহণা সংভৃতা বীলুপাণী।
সমন্ধাংস্যগ্মত মৎসরাণি মা নো মর্ধিষ্টমা গতং শিবেন ॥ ৪
আ পশ্চাতান্নাসত্যা পুরস্তাদাশ্বিনা যাতমধরাদুদক্তাৎ।
আ বিশ্বতঃ পাঞ্চজন্যেন রায়া যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। আমরা দেবাভিলাষী হয়ে স্তোত্র সম্পাদন করে অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হব। হে বহুকর্মা, প্রভূততম, পূর্বজাত, অমর্ত্য অশ্বিদ্বয়! স্তোতা আহ্বান করছে। ২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এ উপবিষ্ট আছে, হে নাসত্যদ্বয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়! তার মধুর সোমরস সমীপে থেকে ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান হয়ে তোমাদের আহ্বান করছি। ৩। আমরা মহান স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বর্ধিত করছি। হে অভীষ্ট-বর্ষিদ্বয়! এ সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়ে স্তোত্রদ্বারা স্তব করে প্রবোধিত হয়েছি। ৪। সে হব্যবাহিদ্বয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁরা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হোন। তোমরা মদকর অন্নের সাথে সঙ্গত হও, আমাদের হিংসা করো না, মঙ্গলের সাথে এস। ৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হতে ও সম্মুখদেশ হতে এস, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক হতেই এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৪ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

ইমা উ বাং দিবিষ্টয় উস্রা হবন্তে অশ্বিনা।
অয়ং বামহ্বেঽবসে শচীবসূ বিশংবিশং হি গচ্ছথঃ ॥ ১
যুবং চিত্রং দদথুর্ভোজনং নরা চোদেথাং সূনৃতাবতে।
অর্বাগ্রথং সমনসা নিযচ্ছতং পিবতং সোম্যং মধু ॥ ২
আ যাতমুপ ভূষতং মধ্বঃ পিবতমশ্বিনা।
দুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্যাবসূ মা নো মর্ধিষ্টমা গতম্ ॥ ৩
অশ্বাসো যে বামুপ দাশুষো গৃহং যুবাং দীয়ন্তি বিভ্রতঃ।
মক্ষুয়ুভির্নরা হয়েভিরশ্বিনা দেবা যাতমস্মযূ ॥ ৪
অধা হ যন্তো অশ্বিনা পৃক্ষঃ সচন্ত সূরয়ঃ।
তা যংসতো মঘবদ্ভ্যো ধ্রুবং যশশ্ছর্দিরস্মভ্যং নাসত্যা ॥ ৫
প্র যে যযুরবৃকাসো রথা ইব নৃপাতারো জনানাম্।
উত স্বেন শবসা শূশুবুর্নর উত ক্ষিয়ন্তি সুক্ষিতিম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! এ স্বর্গেচ্ছুগণ, তোমাদের আহ্বান করছে,

হে কর্মধনদ্বয় ! আমিও রক্ষার্থে তোমাদের আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজার নিকট গিয়ে থাক। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান ব্যক্তির নিকট তা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হয়ে তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এস, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দ্বয় ! তোমরা পয়ঃ দোহন কর, আমাদের হিংসা করো না, এস। ৪। তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদের ধারণ করে গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয় ! আমাদের কামনা করে সে শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! গমনকারী স্তোতাগণ প্রভৃত অন্নসেবা করে, তোমরা আমাদের অবিচলিত যশ ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয় ! আমরা ধনবান। ৬। যারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করে মনুষ্য মধ্যে মনুষ্য রক্ষক হয়ে তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তারা নিজের বলে বর্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে।

৭৫ সূক্ত ।। ঊষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্যুষা আবো দিবিজা ঋতেনাবিষ্কৃণ্বানা মহিমানমাগাৎ।
অপ দ্রুহস্তম আবরজুষ্টমঙ্গিরস্তমা পথ্যা অজীগঃ ।। ১
মহে নো অদ্য সুবিতায় বোধ্যুষো মহে সৌভগায় প্র যন্ধি।
চিত্রং রয়িং যশসং ধেহ্যস্মে দেবি মর্তেষু মানুষি শ্রবস্যুম্ ।। ২
এতে ত্যে ভানবো দর্শতায়াশ্চিত্রা উষসো অমৃতাস আগুঃ।
জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতান্যাপৃণন্তো অন্তরিক্ষা ব্যস্থুঃ ।। ৩
এষা স্যা যুজানা পরাকাৎ পঞ্চ ক্ষিতীঃ পরি সদ্যো জিগাতি।
অভিপশ্যন্তী বয়ুনা জনানাং দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী ।। ৪
বাজিনীবতী সূর্যস্য যোষা চিত্রামঘা রায় ঈশে বসূনাম্।
ঋষিষ্টুতা জরয়ন্তী মঘোনুষা উচ্ছতি বহ্নিভির্গৃণানা ।। ৫
প্রতি দ্যুতানামরুষাসো অশ্বাশ্চিত্রা অদৃশ্রন্নুষসং বহন্তঃ।
যাতি শুভ্রা বিশ্বপিশা রথেন দধাতি রত্নং বিধতে জনায় ।। ৬
সত্যা সত্যেভির্মহতী মহদ্ভির্দেবী দেবেভির্যজতা যজত্রৈঃ।
রুজদ্দৃঢ়হানি দদদুস্রিয়াণাং প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত ।। ৭
নূ নো গোমদ্বীরবদ্ধেহি রত্নমুষো অশ্বাবৎ পুরুভোজো অস্মে।
মা নো বর্হিঃ পুরুষতা নিদে কর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ।। ৮

অনুবাদ ঃ ১। ঊষা অন্তরিক্ষে প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি তেজ বলে আপনার মহিমা প্রকাশ করে এলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করলেন, সর্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করলেন। ২। অদ্য আমাদের মহা সুখলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। হে ঊষা ! মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্য হিতকারিণী দেবি ! মর্ত্যগণকে অন্নবান পুত্র প্রদান কর। ৩। দর্শনীয় ঊষার এ সকল প্রবৃদ্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন করে ও অন্তরিক্ষ সকল পূর্ণ করে আসছে এবং বিবিধ প্রকারে গমন করছে। ৪। এ সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী ঊষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন করে দূর হতেও উদ্যোগ করে পঞ্চশ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করছেন। ৫। অন্নবতী, সূর্যগৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর-ঈশ্বরী হয়েছেন। ঋষিগণের স্তোতা, জরাদায়িনী ধনবতী ঊষা যজমান কর্তৃক স্তূয়মান হয়ে প্রভাত

করছেন। ৬। দীপ্তিমতী উষাকে যারা বহন করে, সে উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে। সে উষা দীপ্তিমতী হয়ে বহুরূপ রথে যাচ্ছেন ও পরিচর্যাকারী মনুষ্যকে রত্নদান করছেন। ৭। সত্যা মহতী যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান ও যজনীয় দেবগণের সাথে অত্যন্ত স্থির অন্ধকার ভেদ করছেন, গো সকলের সঞ্চারার্থে আলোক প্রদান করছেন, গো সকল উষাকে কামনা করছেন। ৮। হে উষা! আমাদের গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদের বহু অন্ন প্রদান কর, পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করো না। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৬ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদু জ্যোতিরমৃতং বিশ্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ।
ক্রত্বা দেবানামজনিষ্ট চক্ষুরাবিরকর্ভুবনং বিশ্বমুষাঃ ॥ ১
প্র মে পন্থা দেবয়ানা অদৃশ্রন্নমর্ধন্তো বসুভিরিষ্কৃতাসঃ।
অভূদু কেতুরুষসঃ পুরস্তাৎপ্রতীচ্যাগাদধি হর্ম্যেভ্যঃ ॥ ২
তানীদহানি বহুলান্যাসন্যা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্য।
যতঃ পরি জার ইবাচরন্ত্যুষো দদৃক্ষে ন পুনর্যতীব ॥ ৩
ত ইদ্দেবানাং সধমাদ আসন্নৃতাবানঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।
গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ত্সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্ ॥ ৪
সমান ঊর্বে অধি সঙ্গতাসঃ সং জানতে ন যতন্তে মিথস্তে।
তে দেবানাং ন মিনন্তি ব্রতান্যমর্ধন্তো বসুভির্যাদমানাঃ ॥ ৫
প্রতি ত্বা স্তোমৈরীলতে বসিষ্ঠা উষর্বুধঃ সুভগে তুষ্টুবাংসঃ।
গবাং নেত্রী বাজপত্নী ন উচ্ছোষঃ সুজাতে প্রথমা জরস্ব ॥ ৬
এষা নেত্রী রাধসঃ সূনৃতানামুষা উচ্ছন্তী রিভ্যতে বসিষ্ঠৈঃ।
দীর্ঘশ্রুতং রয়িমস্মে দধানা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। সকলের নেতা সবিতা ঊর্ধ্বদেশে অবিনাশী ও সর্বজনের হিতকর জ্যোতি আশ্রয় করেন। তিনি দেবগণের কর্মের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, উষা চক্ষুস্বরূপ হয়ে সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করেছেন। ২। আমি হিংসাশূন্য তেজ দ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে (১) দর্শন করছি, উষার কেতু পূর্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখী হয়ে উন্নত প্রদেশ হতে আসেন। ৩। হে উষা! যে সকল জ্যোতি সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকাশ হয়, তাদের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হয়ে পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায় পরিদৃষ্ট হও। ৪। যে অঙ্গিরাগণ সত্যবান, কবি, পূর্বকালীন পিতা ও যাঁরা গূঢ় জ্যোতি লাভ করেছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করেছিলেন, তাঁরাই দেবগণের সঙ্গে একত্রে প্রমত্ত হতেন। ৫। তাঁরা সাধারণ গো সমূহের জন্য সঙ্গত হয়ে একবুদ্ধি হয়ে ছিলেন। তাঁরা কি পরস্পর যত্ন করেন নি? তাঁরা দেবগণের কর্ম হিংসা করেন না। তাঁরা হিংসারহিত বাসপ্রদ কিরণের দ্বারা গমন করেন। ৬। হে সুভগা উষা! তোমাকে প্রাতকালে জাগরিত স্তুতিকারী বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা উষা! তুমি প্রথমে স্তুত হও। ৭। এ উষা স্তোতার সুনৃত বাক্য সকলের নেত্রী হয়ে তমো নিবারণ করে এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদের দান করে বসিষ্ঠগণ কর্তৃক স্তুত হচ্ছেন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। 'দেবযান পথ' সম্বন্ধে ১।১৮৩।৬ ঋকের টীকা দেখুন।

৭৭ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উপো রুরুচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীবং প্রসুবন্তী চরায়ৈ।
অভূদগ্নিঃ সমিধে মানুষাণামকর্জ্যোতির্বাধমানা তমাংসি ॥ ১
বিশ্বং প্রতীচী সপ্রথা উদস্থাদ্রুশদ্বাসো বিভ্রতী শুক্রমশ্বৈৎ।
হিরণ্যবর্ণা সুদৃশীকসংদৃগ্‌গবাং মাতা নেত্র্যহ্নামরোচি ॥ ২
দেবানাং চক্ষুঃ সুভগা বহন্তী শ্বেতং নয়ন্তী সুদৃশীকমশ্বম্।
উষা অদর্শি রশ্মিভির্ব্যক্তা চিত্রামঘা বিশ্বমনু প্রভূতা ॥ ৩
অন্তিবামা দূরে অমিত্রমুচ্ছোর্বীং গব্যূতিমভয়ং কৃধী নঃ।
যাবয় দ্বেষ আ ভরা বসূনি চোদয় রাধো গৃণতে মঘোনি ॥ ৪
অস্মে শ্রেষ্ঠেভির্ভানুভির্বি ভাহ্যুষো দেবি প্রতিরন্তী ন আয়ুঃ।
ইষং চ নো দধতী বিশ্ববারে গোমদশ্বাবদ্রথবচ্চ রাধঃ ॥ ৫
যাং ত্বা দিবো দুহিতর্বর্ধয়ন্ত্যুষঃ সুজাতে মতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
সাস্মাসু ধা রয়িমৃষ্বং বৃহন্তং যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। যুবতী যোষার ন্যায় সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থে প্রেরণ করে সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাচ্ছেন। অগ্নি মনুষ্যদের জন্য ইন্ধন যোগ্য হয়েছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতি প্রকাশ করছেন। ২। সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্বত্র প্রথিতা উষা উদিত হলেন, তেজোময় বসন ধারণ করে বর্ধিত হলেন। হিরণ্যবর্ণ দর্শনীয় ও তেজস্বিবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা পাচ্ছেন। ৩। দেবগণের চক্ষু স্থানীয় তেজ বহন করে সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ করে দৃষ্ট হচ্ছেন। ৪। হে উষা! তুমি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হয়ে অমিত্রকে দূর করে প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গোপ্রচরণ ভূমিকে ভয়শূন্য কর, দ্বেষকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি! স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর। ৫। হে উষা দেবি! আমাদের আয়ু বর্ধিত করে শ্রেষ্ঠ রশ্মিসঙ্গে আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। হে সকলের বরণীয়া! আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করে প্রকাশিত হও। ৬। হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা উষা! বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করে, তুমি আমাদের রমণীয় মহৎ ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৮ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি কেতবঃ প্রথমা অদৃশ্রন্নূর্ধ্বা অস্যা অঞ্জয়ো বি শ্রয়ন্তে।
উষো অর্বাচা বৃহতা রথেন জ্যোতিষ্মতা বামমস্মভ্যং বক্ষি ॥ ১
প্রতি ষীমগ্নির্জরতে সমিদ্ধঃ প্রতি বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তঃ।
উষা যাতি জ্যোতিষা বাধমানা বিশ্বা তমাংসি দুরিতাপ দেবী ॥ ২
এতা উত্যাঃ প্রত্যদৃশ্রন্ পুরস্তাজ্জ্যোতির্যচ্ছন্তীরুষসো বিভাতীঃ।
অজীজনন্ৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিমপাচীনং তমো অগাদজুষ্টম্ ॥ ৩
অচেতি দিবো দুহিতা মঘোনী বিশ্বে পশ্যন্ত্যুষসং বিভাতীম্।
আস্থাদ্রথং স্বধয়া যুজ্যমানমা যমশ্বাসঃ সুযুজো বহন্তি ॥ ৪
প্রতি ত্বাদ্য সুমনসো বুধন্তাস্মাকাসো মঘবানো বয়ং চ।
তিল্বিলায়ধ্বমুষসো বিভাতীর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। প্রথম কেতু সকল দৃষ্ট হচ্ছে। এর ব্যঞ্জক রশ্মি সকল ঊর্ধ্বমুখ

হয়ে সর্বত্র আশ্রয় করছে। হে উষা দেবি। আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ জ্যোতিষ্মান রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর। ২। অগ্নি সমিদ্ধ হয়ে সর্বত্র বর্ধিত হচ্ছেন, মেধাবিগণ স্তুতিদ্বারা উষাকে স্তব করে বৃদ্ধ হচ্ছেন। উষাদেবীও জ্যোতিদ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাধা দান করে গমন করছেন। ৩। এ সে সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিপ্রদায়িনী উষা পূর্বদিকে দৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করলেন, তাতে নীচগামী অপ্রিয়তম অপগত হল। ৪। দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী উষা জাত হয়েছেন, সকলে প্রভাতকারিণী উষাকে দেখছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করেছেন, সুযুক্ত অশ্ব এ রথ বহন করছে। ৫। হে উষা! আমরা ও আমাদের সুমনা ও ধনবান লোক সকল অদ্য তোমাকে প্রতিবোধিত করছি। হে উষাগণ! তোমরা প্রভাতকারিণী হয়ে জগৎ স্নিগ্ধ কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৭৯ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্যুষা আবঃ পথ্যা জনানাং পঞ্চ ক্ষিতীর্মানুষীর্বোধয়ন্তী।
সুসংদৃগ্ভিরুক্ষভির্ভানুমশ্রেদ্বি সূর্যো রোদসী চক্ষসাবঃ ॥ ১
ব্যঞ্জতে দিবো অন্তেষ্বক্তূন্বিশো ন যুক্তা উষসো যতন্তে।
সং তে গাবস্তম আ বর্তয়ন্তি জ্যোতির্যচ্ছন্তি সবিতেব বাহূ ॥ ২
অভূদুষা ইন্দ্রতমা মঘোন্যজীজনৎ সুবিতায় শ্রবাংসি।
বি দিবো দেবী দুহিতা দধাত্যঙ্গিরস্তমা সুকৃতে বসূনি ॥ ৩
তাবদুষো রাধো অস্মভ্যং রাস্ব যাবৎস্তোতৃভ্যো অরদো গৃণানা।
যাং ত্বা জজ্ঞুর্বৃষভস্যা রবেণ বি দৃড়্হস্য দুরো অদ্রেরৌর্ণোঃ ॥ ৪
দেবংদেবং রাধসে চোদয়ন্ত্যস্মদ্রাক্সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
ব্যুচ্ছন্তী নঃ সনয়ে ধিয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। মনুষ্যগণের হিতকারিণী উষা তমো নাশ করছেন, পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করছেন, উত্তম তেজবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করছেন, সূর্যও তেজদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করছেন। ২। উষাগণ অন্তরিক্ষের প্রান্তে তেজ সকলকে ব্যক্ত করছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করছেন। তোমার রশ্মিসকল অন্ধকার নাশ করছে, সূর্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতি প্রদান করছেন। ৩। সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হলেন, কল্যাণার্থে অন্ন উৎপাদন করেছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা, উষাদেবী সুকর্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন। ৪। হে উষা! পূর্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়েছ, আমাদের তত ধন দাও। বৃষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে প্রাণিগণ জানতে পারে। দৃঢ় অদ্রির দ্বার তুমি বিবৃত করেছিলে। ৫। তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থে প্রেরণ করে এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ করে তমোবিনাশিনী হয়ে আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮০ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রতি স্তোমেভিরুষসং বসিষ্ঠা গীর্ভির্বিপ্রাসঃ প্রথমা অবুধ্রন্।
বিবর্তয়ন্তীং রজসী সমন্তে আবিষ্কৃণ্বতীং ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১
এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ়্বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎসূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥ ২

অশ্বাবতীর্গোমতীর্ন উষাসো বীরবতীঃ সদমুচ্ছন্তু ভদ্রাঃ।
ঘৃতং দুহানা বিশ্বতঃ প্রপীতা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোমও স্তবের দ্বারা উষাদেবীকে প্রবুদ্ধ করেছেন। উষা সমান প্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যবর্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন। ২। এ সে উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করে এবং জ্যোতিদ্বারা গূঢ়তম বিনাশ করে জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন। ৩। বহুঅশ্ব এবং বহুগোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষা সকল সর্বদা তম নিবারণ করুন। তাঁরা জল দোহন করেন এবং সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮১ সূক্ত ॥ উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

প্রত্যু অদর্শ্যায়ত্যুচ্ছন্তী দুহিতা দিবঃ।
অপো মহি ব্যয়তি চক্ষসে তমো জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী ॥ ১
উদুস্রিয়াঃ সৃজতে সূর্যঃ সচাঁ উদ্যন্নক্ষত্রমর্চিবৎ।
তবেদুষো ব্যুষি সূর্যস্য চ সং ভক্তেন গমেমহি ॥ ২
প্রতি ত্বা দুহিতর্দিব উষো জীরা অভুৎস্মহি।
যা বহসি পুরু স্পার্হং বনন্বতি রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ ॥ ৩
উচ্ছন্তী যা কৃণোষি মংহনা মহি প্রখ্যৈ দেবি স্বদৃশে।
তস্যাস্তে রত্নভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মাতুর্ন সূনবঃ ॥ ৪
তচ্চিত্রং রাধ আ ভরোষো যদ্দীর্ঘশ্রুত্তমম্।
যত্তে দিবো দুহিতর্মর্তভোজনং তদ্রাস্ব ভুনজামহৈ ॥ ৫
শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনং বাজাঁ অস্মভ্যং গোমতঃ।
চোদয়িত্রী মঘোনঃ সূনৃতাবত্যুষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আসছেন, দৃষ্ট হল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তম অপাবৃত করছেন, মনুষ্যের নেত্রী হয়ে জ্যোতি বিকাশ করছেন। ২। সূর্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উৎগত করেছেন, প্রাদুর্ভূত হয়ে নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্যের প্রকাশ হলে আমরা যেন অন্যের সাথে মিলিত হই। ৩। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হয়ে তোমাদের প্রতিবুদ্ধ করব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর। ৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থে ও দর্শনার্থে সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেরূপ আমরা তোমার হব। ৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সে বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে দ্যুলোকদুহিতা! তোমার যে মনুষ্যদের ভোগ-যোগ্য অন্ন আছে, তা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করব। ৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদের বহু গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়িত্রী সুনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদের দূরীকৃত করুন।

৮২ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি । জগতী ছন্দ ।

ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নো বিশে জনায় মহি শর্ম যচ্ছতম্ ।
দীর্ঘপ্রযজ্যুমতি যো বনুষ্যতি বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ ॥ ১
সম্রাডন্যঃ স্বরাডন্য উচ্যতে বাং মহান্তাবিন্দ্রাবরুণা মহাবসূ ।
বিশ্বে দেবাসঃ পরমে ব্যোমনি সং বামোজো বৃষণা সং বলং দধুঃ ॥ ২
অন্বপাং খান্যতৃন্তমোজসা সূর্যমৈরয়তং দিবি প্রভুম্ ।
ইন্দ্রাবরুণা মদে অস্য মায়িনোঽপিন্বতমপিতঃ পিন্বতং ধিয়ঃ ॥ ৩
যুবামিদ্যুৎসু পৃতনাসু বহ্নয়ো যুবাং ক্ষেমস্য প্রসবে মিতজ্ঞবঃ ।
ঈশানা বস্ব উভয়স্য কারব ইন্দ্রাবরুণা সুহবা হবামহে ॥ ৪
ইন্দ্রাবরুণা যদিমানি চক্রথুর্বিশ্বা জাতানি ভুবনস্য মজ্মনা ।
ক্ষেমেণ মিত্রো বরুণং দুবস্যতি মরুদ্ভিরুগ্রঃ শুভমন্য ঈয়তে ॥ ৫
মহে শুল্কায় বরুণস্য নু ত্বিষ ওজো মিমাতে ধ্রুবমস্য যৎস্বম্ ।
অজামিমন্যঃ শ্নথয়ন্তমাতিরদ্দভ্রেভিরন্যঃ প্র বৃণোতি ভূয়সঃ ॥ ৬
ন তমংহো ন দুরিতানি মর্ত্যমিন্দ্রাবরুণা ন তপঃ কুতশ্চন ।
যস্য দেবা গচ্ছথো বীথো অধ্বরং ন তং মর্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ ॥ ৭
অর্বাঙ্নরা দৈব্যেনাবসা গতং শৃণুতং হবং যদি মে জুজোষথঃ ।
যুবোর্হি সখ্যমুত বা যদাপ্যং মার্ডীকমিন্দ্রাবরুণা নি যচ্ছতম্ ॥ ৮
অস্মাকমিন্দ্রাবরুণা ভরেভরে পুরোযোধা ভবতং কৃষ্ট্যোজসা ।
যদ্বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরস্তোকস্য তনয়স্য সাতিষু ॥ ৯
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋতাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা আমাদের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থে মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সে শত্রুকে (১) জয় করব। ২। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা মহান ও মহানধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট আর একজন স্বরাট। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয় ! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদের তেজ প্রদান করেছিল এবং বলও প্রদান করেছিল। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করেছিলে, প্রভু সূর্যকে আকাশে গমন করিয়েছিলে। এ প্রজ্ঞাকর সোমপানে আনন্দ হলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্ম সকলকেও পূর্ণ কর। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সংকুচিত জানু লোকে মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমাদের আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, তোমাদের আহ্বান করি। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণীকে আপনার বলে নির্মাণ করেছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সাথে উগ্র হয়ে অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়। ৬। মহৎ ধনলাভার্থে বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। এদের এ বল নিত্য এবং সত্ত্বাস্পদীভূত। একজন অবন্ধু হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন, অন্য অল্পের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয় ! তোমরা যাঁর যজ্ঞে যাও যাঁকে কামনা কর, বাধা সে মানুষের নিকট কোন কারণে যেতে পারে না, পাপ যেতে পারে না, দুরিত যেতে পারে না, সন্তাপও সে মানুষের নিকট কোন কারণে যেতে পারে না। ৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ !

যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈবরক্ষার সাথে আমার সম্মুখে এস, স্তোত্র শোন। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুতা সুখের সাধক, আমাদের তা দাও। ৯। হে শত্রুকর্ষক তেজ বিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ। যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও, তোমাদের উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে। ১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করব।

টীকা : ১। অর্থাৎ অনার্য বর্বরদের।

৮৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যন্তঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতম্ ॥ ১
যত্রা নরঃ সময়ন্তে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিঞ্চন প্রিয়ম্।
যত্রা ভয়ন্তে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ইন্দ্রাবরুণাধি বোচতম্ ॥ ২
সং ভূম্যা অন্তা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেন্দ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আরুহৎ।
অস্থুর্জনানামুপ মামরাতয়োঽর্বাগবসা হবনশ্রুতা গতম্ ॥ ৩
ইন্দ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বন্বন্তা প্র সুদাসমাবতম্।
ব্রহ্মাণ্যেষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা তৃৎসূনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাবরুণাবভ্যা তপন্তি মাঘান্যর্যো বনুষামরাতয়ঃ।
যুবং হি বস্ব উভয়স্ব রাজথোঽধ স্মা নোঽবতং পার্যে দিবি ॥ ৫
যুবাং হবন্ত উভয়াস আজিম্বিন্দ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ ॥ ৬
দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিন্দ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ।
সত্যা নৃণামদ্মসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭
দাশরাজ্ঞে পরিযত্তায় বিশ্বতঃ সুদাস ইন্দ্রাবরুণাবশিক্ষতম্।
শ্বিত্যঞ্চো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবন্তো অসপন্ত তৃৎসবঃ ॥ ৮
বৃত্রাণ্যন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতান্যন্যো অভি রক্ষতে সদা।
হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিরস্মে ইন্দ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৯
অস্মে ইন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছন্তু মহি শর্ম সপ্রথঃ।
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋর্তাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব চেয়ে গোলাভের ইচ্ছায় বিশাল পরশুবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ পূর্বদিকে এসেছিল। উভয় দাস বৃত্র ও আর্য শত্রুগণকে বধ কর, তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সাথে এস (১)। ২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করে মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয় সে সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হয়ে কথা কও। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে দৃষ্ট হচ্ছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে। হে শ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষার সাথে আমাদের নিকট এস। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করে তোমরা সুদাসকে রক্ষা করেছ, তৃৎসুদের স্তোত্র শুনেছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদের পৌরোহিত্য সফল হয়েছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে

চারদিক হতে বাধা দিচ্ছে, হিংসকদের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিচ্ছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধের দিনে আমাদের রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এ যুদ্ধে দশজন রাজাকর্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সাথে তোমরা রক্ষা করেছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা (২) মিলিত হয়েও সুদাস রাজাকে প্রহার করতে শক্ত হল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হয়েছিল। এদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। ৮। যেখানে নির্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতির সাথে পরিচর্যা করে, সে দেশে দশজন রাজাকর্তৃক চারদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বল প্রদান করেছিলে। ৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদের সুপ্রবৃত্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। তোমরা আমাদের সুখ প্রদান কর। ১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দ্যোতমান ধন এবং মহান বিস্তীর্ণ গৃহ দিন। যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ আমাদের অহিংসক হোক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করব।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ সুদাস রাজার আর্য ও অনার্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস করে তাঁকে রক্ষা কর। ২, ৩ ও ৫ ঋকে যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। ২। ভারত প্রভৃতি দশজাতি মিলিত হয়ে সুদাস রাজাকে আক্রমণ করেছিল। সুদাসের দেশ প্লাবিত করবার জন্য আদীনা নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিশ্বামিত্র তাদের পুরোহিত ছিলেন। সুদাস রাজা একাকী তাঁদের পরাস্ত করেছিলেন। সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ সে বিজয়ের গীত গাচ্ছেন। সুদাসের বিরুদ্ধাচারী জাতির মধ্যে ভারত, যদু, মৎস্য, অনু ও দ্রুহ্যুজাতির নাম ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

৮৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যাং হব্যেভিরিন্দ্রাবরুণা নমোভিঃ।
প্র বাং ঘৃতাচী বাহ্বোর্দধানা পরি ত্মনা বিষুরূপা জিগাতি ॥ ১
যুবো রাষ্ট্রং বৃহদিন্বতি দ্যৌর্যৌ সেতৃভিররজ্জুভিঃ সিনীথঃ।
পরি নো হেলো বরুণস্য বৃজ্যা উরুং ন ইন্দ্রঃ কৃণবদু লোকম্ ॥ ২
কৃতং নো যজ্ঞং বিদথেষু চারুং কৃতং ব্রহ্মাণি সুরিষু প্রশস্তা।
উপো রয়ির্দেবজূতো ন এতু প্র ণঃ স্পার্হাভিরূতিভিস্তিরেতম্ ॥ ৩
অস্মে ইন্দ্রাবরুণা বিশ্ববারং রয়িং ধত্তং বসুমন্তং পুরুক্ষুম্।
প্র য আদিত্যো অনৃতা মিনাত্যমিতা শূরো দয়তে বসূনি ॥ ৪
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এ যজ্ঞে তোমাদের হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্তিত করছি। বাহুদ্বয়ে ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহূ স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করছে। ২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র বৃষ্টি প্রদান দ্বারা সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে পাপকারীকে বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদের পরিত্রাণ করে গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আসুক। স্পৃহণীয়

রক্ষাদ্বারা তাঁরা আমাদের বর্ধিত করুন। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের সকলের বরণীয় নিবাস স্থানযুক্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সে শূর অপরিমিত ধন করুন। ৫। আমার এ স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পুনীষে বামরক্ষসং মনীষাং সোমমিন্দ্রায় বরুণায় জুহ্বৎ।
ঘৃতপ্রতীকামুষসং ন দেবীং তা নো যামন্নুরুষ্যতামভীকে ॥ ১
স্পর্ধন্তে বা উ দেবহূয়ে অত্র যেষু ধ্বজেষু দিদ্যবঃ পতন্তি।
যুবং তাঁ ইন্দ্রাবরুণাবমিত্রান্ হতং পরাচঃ শর্বা বিষূচঃ ॥ ২
আপশ্চিদ্ধি স্বযশসঃ সদঃসু দেবীরিন্দ্রং বরুণং দেবতা ধুঃ।
কৃষ্টীরন্যো ধারয়তি প্রবিক্তা বৃত্রাণ্যন্যো অপ্রতীনি হন্তি ॥ ৩
স সুক্রতুর্ঋতচিদস্তু হোতা য আদিত্য শবসা বাং নমস্বান্।
আববর্তদবসে বাং হবিষ্মানসদিৎস সুবিতায় প্রযস্বান্ ॥ ৪
ইয়মিন্দ্রং বরুণমষ্ট মে গীঃ প্রাবত্তোকে তনয়ে তূতুজানা।
সুরত্নাসো দেববীতিং গমেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করে দীপ্তিমতী ঊষার ন্যায় দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করছি। তাঁরা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদের রক্ষা করুন। ২। পরস্পর স্পর্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদের স্পর্ধা করছি। যে যুদ্ধে ধ্বজার আয়ুধ সকল পতিত হয়, সে সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ গতিবিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর। ৩। সোম সকল অন্তরীক্ষে, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান হয়ে সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এ উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। এঁদের একজন প্রজাগণকে পৃথক পৃথক করে ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৪। হে আদিত্যদ্বয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হয়ে তোমাদের পরিচর্যা করে, সে শোভনকর্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হোন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদের আবর্তিত করে, সে অন্নবান হয়ে একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে। ৫। আমার এ স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্রবিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হয়ে যজ্ঞ প্রাপ্ত হব। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৮৬ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তম্ভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহন্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথচ্চ ভূম ॥ ১
উত স্বয়া তন্বাসং বদে তৎকদা ন্বন্তর্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যম্ ॥ ২
পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥ ৩

কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্ ।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াম্ ॥ ৪
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ ।
অব রাজন্‌পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠম্ ॥ ৫
ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ ।
অস্তি জ্যায়ান্‌কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রয়োতা ॥ ৬
অরং দাসো ন মীড়ুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥ ৭
অয়ং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু ।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হয়েছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করেছেন। ২। আমি কি স্বীয় শরীরের সঙ্গে বরুণের স্তুতি করব? কখন বরুণদেবের সন্নিকট থাকব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হয়ে আমার হব্য সেবা সেবন করবেন? আমি সুমনা হয়ে কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখতে পাব? ৩। হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হয়ে সে পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান জনের নিকট গিয়েছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলেছেন যে, 'এ বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।' ৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করেছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করতে ইচ্ছা কর। হে দুর্ধর্ষ তেজস্বিন, আমাকে তা বল যাতে আমি ত্বরমান হয়ে নমস্কারের সাথে তোমার নিকট গমন করি। ৫। হে বরুণ! আমাদের পিতৃক্রমাগত দ্রোহবিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যা করেছি, তাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা! পশুখাদক চোরের ন্যায়, রজ্জুবদ্ধ গোবৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হতে বিশ্লিষ্ট কর। ৬। হে বরুণ! সে পাপ নিজের দোষে নয়। এ ভ্রম বা সুরা বা মন্যু বা দ্যূতক্রীড়া বা অবিবেকবশত ঘটেছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে নিয়ে যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়। ৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হয়ে আমি দাসের ন্যায় পর্যাপ্তরূপে পরিচর্যা করব। আমরা অজ্ঞান, আর্যদেব আমাদের জ্ঞানদান করুন। প্রাজ্ঞতর দেব স্তোত্রকে ধনার্থে প্রেরণ করুন। ৮। হে অন্নবান বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এ স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হোক। লাভ আমাদের মঙ্গল হোক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর (১)।

টীকা ঃ ১। বসিষ্ঠ রচিত এ সপ্তমণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এগুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ হতে ৮৯ সূক্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৮৭ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্ ।
সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ ॥ ১
আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুর্ন ভূর্ণির্যবসে সসবান্ ।
অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি ॥ ২

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৩
উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি।
বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪
তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অন্তরস্মিন্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেঙ্খং হিরণ্যয়ং শুভে কম্ ॥ ৫
অব সিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্ দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গম্ভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষেত্রঃ সতো অস্য রাজা ॥ ৬
যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণো অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতেঋর্ধন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ বরুণদেব সূর্যের জন্য পথ প্রদান করেছেন, নদী সকলকে অন্তরিক্ষভব জল প্রদান করেছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান হয়, সেরূপ শীঘ্র যেতে ইচ্ছা করে তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হতে পৃথক করেছেন। ২। হে বরুণ! তোমার বায়ু জগতের আত্মা, সে জলকে চারদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হলে পশু যেরূপ অন্নবান হয়, সেরূপ ভর্তা বায়ু অন্নবান। মহতী, বৃহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান লোকের প্রিয়। ৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তারা সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্মবান, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন তাও চারদিকে দর্শন করে। ৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলেছেন যে গো (১) একুশটি নাম ধারণ করে। বিদ্বান মেধাবী বরুণ উপযুক্ত অন্তেবাসীকে উপদেশ দিয়ে উৎকৃষ্ট স্থানে এ সকল গুহ্য কথাও বলেছেন। ৫। এ বরুণ দেবের মধ্যেই তিন প্রকার দ্যুলোকে (২) নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি (২) ছয় অবস্থায় (৩) এতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় (৪) সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন। ৬। সূর্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করেছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। ৭। অপরাধ করলেও যে বরুণ দয়া করেন (৫) অদীন বরুণের ব্রত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করে আমরা যেন তাঁর নিকটেই অনপরাধী হই। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ বাক অথবা পৃথিবী। সায়ণ। ২। উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ। ৩। বসন্তাদি ঋতুভেদে। সায়ণ। ৪। সূর্য কেবল দু দিক স্পর্শ করে, এ জন্য সূর্য দোলার ন্যায়। সায়ণ। ৫। 'The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda ; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins.'—Max Muller's Selected Essays.

৮৮ সূক্ত ।। বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র শুন্ধ্যুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্হুষে ভরস্ব।
য ঈমর্বাঞ্চং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তম্ ॥ ১
অধা ন্বস্য সন্দৃশং জগন্বানগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি।
স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অন্ধোঽভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ ॥ ২
আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ ॥ ৩

বসিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥ ৪
কৃত্যানি সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ ।
বৃহন্তং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে ॥ ৫
যা আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে ।
মা ত এনস্বন্তো যক্ষিন্ ভুজেম যন্ধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তুবতে বরূথম্ ॥ ৬
ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ন্তো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্‌য়ূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয় সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এ দেবতাকে আমাদের অভিমুখী কর। ২। অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়ে অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাষাণে অবস্থিত এ সোম অধিক পরিমাণে পান করেন তখন দর্শনার্থে আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে। ৩। যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করেছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করেছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থে নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করেছিলাম। ৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাতকে বিস্তার করে দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলেন, তাঁকে রক্ষাদ্বারা সুকর্মা করেছিলেন। ৫। হে বরুণ! আমাদের সে সখ্য কোথায় হয়েছিল? পূর্বকালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাই সেবা করছি। হে অন্নবান বরুণ! তোমার মহান ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে যাব (১)। ৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে পূর্বে প্রিয় হয়ে তোমার প্রতি অপরাধ করেছিল, সে তোমার সখা হোক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হয়ে যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, স্তুতিকারীকে বরণীয় গৃহ প্রদান কর। ৭। এ সকল নিত্যভূমিতে বাস করে আমরা তোমার স্তব করি। বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপস্থান হতে বরুণের রক্ষা ভোগ করতে পারি।

টীকা ঃ ১। বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? আমাদের মনে হয় স্বর্গ।

৮৯ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, জগতী ছন্দ।

মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং রাজন্নহং গমম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ১
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ২
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৩
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৪
যৎকিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজা বরুণ! মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র (১)! দয়া কর, দয়া কর। ২। হে আয়ুধবান বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় যাচ্ছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৩। হে ধনবান, নির্মল বরুণ! অশক্তিপ্রযুক্ত কর্মের প্রাতিকূল্য প্রাপ্ত হয়েছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৪। জলমধ্যে বাস করলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণাপ্রাপ্ত হয়েছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর। ৫। হে বরুণ! আমরা

মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করেছি, অজ্ঞানবশত তোমার যে কর্মে অনবধানতা করেছি, সে সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদের হিংসা করো না।

টীকা : ১। ক্ষত্র অর্থ বল, সুদক্ষ অর্থে অতিশয় বলবান। ক্ষত্রিয় নামে একটি ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্ট হয় নি। বরুণদেব ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন না এ সূক্তের প্রথম চারটি ঋকের শেষে 'দয়া কর, দয়া কর' এ শব্দগুলি আছে। 'Have mercy, Almighty, have mercy.'—Max Muller.

৯০ সূক্ত ।। বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বীরয়া শুচয়ো দদ্রিরে বামধ্বর্যুভির্মধুমন্তঃ সুতাসঃ।
বহ বায়ো নিয়ুতো যাহ্যচ্ছা পিবা সুতস্যান্ধসো মদায় ॥ ১
ঈশানায় প্রহুতিং যস্ত আনট্ শুচিং সোমং শুচিপাস্তুভ্যং বায়ো।
কৃণোষি তং মর্ত্যেষু প্রশস্তং জাতোজাতো জায়তে বাজ্যস্য ॥ ২
রায়ে নু যং জজ্ঞতু রোদসীমে রায়ো দেবী ধিষণা ধাতি দেবম্।
অধ বায়ুং নিয়ুতঃ সশ্চতঃ স্বা উত শ্বেতং বসুধিতিং নিরেকে ॥ ৩
উচ্ছন্নুষসঃ সুদিনা অরিপ্রা উরু জ্যোতির্বিবিদুর্দীধ্যানাঃ।
গব্যং চিদূর্বমুশিজো বি বব্রুস্তেষামনু প্রদিবঃ সস্রুরাপঃ ॥ ৪
তে সত্যেন মনসা দীধ্যানাঃ স্বেন যুক্তাসঃ ক্রতুনা বহন্তি।
ইন্দ্রবায়ূ বীরবাহং রথং বামীশানয়োরভি পৃক্ষঃ সচন্তে ॥ ৫
ঈশানাসো যে দধতে স্বর্ণো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্হিরণ্যৈঃ।
ইন্দ্রবায়ূ সূরয়ো বিশ্বমায়ুরর্বদ্ভির্বীরৈঃ পৃতনাসু সহ্যুঃ ॥ ৬
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতির্ভির্বসিষ্ঠাঃ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে বায়ু! তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্যযুক্ত অভিষুত সোম অধ্বর্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করছে। তুমি নিযুৎগণকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে এস, আনন্দের জন্য অভিষুত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর। ২। হে বায়ু! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাকে প্রধান কর, সে সর্বত্র প্রাদুর্ভূত হয়ে প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে। ৩। এ দ্যাবাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করেছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগণ সে বায়ুকে সেবা করছে। বায়ু দারিদ্র্যে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন। ৪। পাপরহিত, উষা সকল সুদিনের হেতু হয়ে তম নাশ করছেন। দীপ্যমান হয়ে বিস্তীর্ণ জ্যোতি লাভ করছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করেছে, পুরাণ জল তাদের অনুসরণ করেছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাঁরা যথার্থ মননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান হয়ে আপনার কর্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল তোমাদের সেবা করছে। ৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদের গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সাথে সুখ প্রদান করে, সে দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ু জয় করেন। ৭। অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী, অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ অর্থাৎ আমরা উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯১ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কুবিদঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ পুরা দেবা অনবদ্যাস আসন্।
তে বায়বে মনবে বাধিতায়াবাসয়ন্নুষসং সূর্যেণ ॥ ১
উশন্তা দূতা ন দভায় গোপা মাসশ্চ পাথঃ শরদশ্চ পূর্বীঃ।
ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতির্বামিয়ানা মার্ডীকমীট্টে সুবিতং চ নব্যম্ ॥ ২
পীবো অন্নান্রয়িবৃধঃ সুমেধাঃ শ্বেতঃ সিষক্তি নিযুতামভিশ্রীঃ।
তে বায়বে সমনসো বি তস্থুর্বিশ্বেন্নরঃ স্বপত্যানি চক্রুঃ ॥ ৩
যাবত্তরস্তন্বো যাবদোজো যাবন্নরশ্চক্ষসা দীধ্যানাঃ।
শুচিং সোমং শুচিপা পাতমস্মে ইন্দ্রবায়ূ সদতং বর্হিরেদম্ ॥ ৪
নিযুবানা নিযুতঃ স্পার্হবীরা ইন্দ্রবায়ূ সরথং যাতমর্বাক্।
ইদং হি বাং প্রভৃতং মধ্বো অগ্রমধ প্রীণানা বি মুমুক্তমস্মে ॥ ৫
যা বাং শতং নিযুতো যাঃ সহস্রমিন্দ্রবায়ূ বিশ্ববারাঃ সচন্তে।
আভির্যাতং সুবিদত্রাভিরর্বাক্‌পাতং নরা প্রতিভৃতস্য মধ্বঃ ॥ ৬
অর্বন্তো ন শ্রবসো ভিক্ষমাণা ইন্দ্রবায়ূ সুষ্টুতিভির্বসিষ্ঠাঃ।
বাজয়ন্তঃ স্ববসে হুবেম যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। পূর্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ বহুভাক স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হয়েছিলেন, তাঁরা বিপদগ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থে বায়ুর উদ্দেশে সূর্যের সাথে উষাকে একত্র বাস করিয়েছেন। ২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা হিংসা করো না, মাস এবং বহুবৎসর ধরে রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করে সুখ যাচ্ঞা করছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য ধন যাচ্ঞা করছে। ৩। সুমেধা এবং নিযুতগণের আশ্রয়ণীয় শ্বেতবর্ণ বায়ু প্রভূত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তারাও সমানমনস্ক হয়ে বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করেছিলেন, সে নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত কার্য করেছিলেন। ৪। যাবৎ তোমাদের শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ সোমপায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ সোম পান কর, এ বর্হিতে উপবেশন কর। ৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা স্পৃহণীয় স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎগণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিমুখে এস। এ মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হয়েছে। অনন্তর তোমরা প্রীত হয়ে আমাদের বিমুক্ত কর। ৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হয়ে তোমাদের সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হয়ে সেবা করে, সে শোভন ধনপ্রদ নিযুৎগণের সাথে অভিমুখে এস। হে নেতৃদ্বয়! উত্তরবেদির প্রতি নীত মধুর সোম পান কর। ৭। অশ্বের ন্যায় হব্যবাহী অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছে। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯২ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ বায়ো ভূষ শুচিপা উপ নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার।
উপো তে অন্ধো মদ্যময়ামি যস্য দেব দধিষে পূর্বপেয়ম্ ॥ ১
প্র সোতা জীরো অধ্বরেষ্বস্থাৎ সোমমিন্দ্রায় বায়বে পিবধ্যৈ।
প্র যদ্বাং মধ্বো অগ্রিয়ং ভরন্ত্যধ্বর্যবো দেবয়ন্তঃ শচীভিঃ ॥ ২

প্র যাভির্যাসি দাশ্বাংসমচ্ছা নিযুদ্ভির্বায়বিষ্টয়ে দুরোণে।
নি নো রয়িঃ সুভোজসং যুবস্ব নি বীরং গব্যমশ্ব্যং চ রাধঃ ॥ ৩
যে বায়ব ইন্দ্রমাদনাস আদেবাসো নিতোশনাসো অর্যঃ।
ঘ্নন্তো বৃত্রাণি সূরিভিঃ ষ্যাম সাসহ্বাংসো যুধা নৃভিরমিত্রান্ ॥ ৪
আ নো নিযুদ্ভিঃ শতিনীভিরধ্বরং সহস্রিণীভিরুপ যাহি যজ্ঞম্।
বায়ো অস্মিন্ত্সবনে মাদয়স্ব যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে শুচি সোমপাতা বায়ু! আমাদের সমীপে এস। হে সকলের বরণীয়! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু! তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী সে মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রয়েছে। ২। ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্রও বায়ুর পানার্থে যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করেছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবাভিলাষী অধ্বর্যুগণ কর্মদ্বারা তোমাদের জন্য এ যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করেছেন। ৩। হে বায়ু! গৃহস্থিত হব্যদায়ীর অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সাথে যাও তাদের সাথে এস ; আমাদের সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীরপুত্র, গোযুক্ত অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য প্রদান কর। ৪। যারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তারা দেবযুক্ত, অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সে স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রুনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধ অমিত্রগণকে পরাভব করতে পারি। ৫। হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্র-সংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সাথে আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে এস, এ যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শুচিং নু স্তোমং নবজাতমদ্যেন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্।
উভা হি বাং সুহবা জোহবীমি তা বাজং সদ্য উশতে ধেষ্ঠা ॥ ১
তা সানসী শবসানা হি ভূতং সাকংবৃধা শবসা শূশুবাংসা।
ক্ষয়ন্তৌ রায়ো যবসস্য ভূরেঃ পৃংক্তং বাজস্য স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ ॥ ২
উপো হ যদ্বিদথং বাজিনো গূধীর্ভির্বিপ্রাঃ প্রমতিমিচ্ছমানাঃ।
অর্বন্তো ন কাষ্ঠাং নক্ষমাণা ইন্দ্রাগ্নী জোহুবতো নরস্তে ॥ ৩
গীর্ভির্বিপ্রঃ প্রমতিমিচ্ছমান ঈট্টে রয়িং যশসং পূর্বভাজম্।
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা সুবজ্রা প্র নো নব্যেভিস্তিরতং দেষ্ণৈঃ ॥ ৪
সং যন্মহী মিথতী স্পর্ধমানে তনূরুচা শূরসাতা যতৈতে।
অদেবয়ুং বিদথে দেবয়ুভিঃ সত্রা হতং সোমসুতা জনেন ॥ ৫
ইমামু যু সোমসুতিমুপ ন এন্দ্রাগ্নী সৌমনসায় যাতম্।
নূ চিদ্ধি পরিমম্নাথে অস্মানা বাং শশ্বদ্ভির্ববৃতীয় বাজৈঃ ॥ ৬
সো অগ্ন এনা নমসা সমিদ্ধোঽচ্ছা মিত্রং বরুণমিন্দ্রং বোচেঃ।
যৎসীমাগশ্চকৃমা তৎসু মৃল তদর্যমাদিতিঃ শিশ্রথন্তু ॥ ৭
এতা অগ্ন আশুষাণাস ইষ্টীর্যুবোঃ সচাভ্যশ্যাম বাজান্।
মেন্দ্রো নো বিষ্ণুর্মরুতঃ পরি খ্যন্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুভ্র নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুজনকে বার বার আহ্বান করছি। যজমান কামনা করছেন, তাঁকে সদ্য অন্ন প্রদান কর। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা

সংভজনীয়, তোমরা বল্গের ন্যায় আচরণ কর। তোমরা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলদ্বারা বর্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা কর। ৩। হবিষ্মান অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সে নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেরূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম ব্যাপ্ত করে তাঁদের বার বার আহ্বান করছে। ৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতি দ্বারা তোমাদের স্তব করছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়! নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমাদের প্রবর্ধিত কর। ৫। মহৎ পরস্পর, আক্রোশকারী, স্পর্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী সেনাদ্বয়কে আপনার তেজ দ্বারা সতত বিনাশ কর। সোমাভিষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদের এ সোমাভিষব ক্রিয়ায় এস। তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে জান না, অতএব তোমাদের বহু অন্নদ্বারা আবর্তিত করব। ৭। হে অগ্নি! তুমি এ অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হয়ে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করেছি তা হতে রক্ষা কর। অর্যমা ও অদিতি সকলে তা বিযুক্ত করুক। ৮। হে অগ্নি! শীঘ্র এ যজ্ঞ ভজনা করে আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদের পরিত্যাগ করে অন্যকে যেন না দেখেন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইয়ং বামস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ। অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজানি ॥ ১
শৃণুতং জরিতুর্হবমিন্দ্রাগ্নী বনতং গিরঃ। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২
মা পাপত্বায় নো নরেন্দ্রাগ্নী মাভিশস্তয়ে। মা নো রীরধতং নিদে ॥ ৩
ইন্দ্রে অগ্না নমো বৃহৎসুবৃক্তিমেরয়ামহে। ধিয়া ধেনা অবস্যবঃ ॥ ৪
তা হি শশ্বন্ত ঈলত ইত্থা বিপ্রাস ঊতয়ে। সবাধো বাজসাতয়ে ॥ ৫
তা বাং গীর্ভির্বিপন্যবঃ প্রযস্বন্তো হবামহে। মেধসাতা সনিষ্যবঃ ॥ ৬
ইন্দ্রাগ্নী অবসা গতমস্মভ্যং চর্ষণীসহা। মা নো দুঃশংস ঈশত ॥ ৭
মা কস্য নো অররুষো ধূর্তিঃ প্র ণঙমর্ত্যস্য। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮
গোমদ্ধিরণ্যবদ্বসু যদ্বামশ্বাবদীমহে। ইন্দ্রাগ্নী তদ্বনেমহি ॥ ৯
যৎসোম আ সুতে নর ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ। সপ্তীবন্তা সপর্যবঃ ॥ ১০
উকথেভির্বৃত্রহন্তমা যা মন্দানা চিদা গিরা। আঙ্গূষৈরাবিবাসতঃ ॥ ১১
তাবিদ্দুঃশংসং মর্ত্যং দুর্বিদ্বাংসং রক্ষস্বিনম্।
আভোগং হন্মনা হতমুদধিং হন্মনা হতম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হতে বৃষ্টির ন্যায় এ স্তোতা হতে এ প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হয়েছে। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শোন, তাঁর স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিত কর্ম পূরণ কর। ৩। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করো না। ৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হয়ে বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি। ৫। তাঁদের দুজনকে বহুবিপ্রগণ রক্ষার্থে এ প্রকারে স্তব করছে, পরস্পর বাধা প্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করছে। ৬। স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হয়ে আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত, সে তোমাদের দুজনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করব। ৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মনুষ্যগণের অভিভব কর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সাথে এস। পরুষবাদী

ব্যক্তি যেন আমাদের প্রভু না হয়। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়, আমাদের সুখ প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্যবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, তা যেন ভোগ করতে পারি। ১০। সোম অভিষুত হলে কর্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হয়ে উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বার বার আহ্বান করে। ১১। সর্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকথ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করব। ১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দুষ্টাভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্টজ্ঞানযুক্ত, বলবান অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধদ্বারা কুম্ভের ন্যায় হনন কর।

৯৫ সূক্ত ।। সরস্বতী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিন্ধুরন্যাঃ ॥ ১
একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২
স বাবৃধে নর্যো যোষণাসু বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াসু।
স বাজিনং মঘবদ্ভ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩
উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥ ৪
ইমা জুহ্বানা যুষ্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষম্ ॥ ৫
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্ যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ সরস্বতী অয়োনির্মিত পুরীর ন্যায় ধারয়িত্রী হয়ে ধারক উদকের সাথে প্রধাবিতা হচ্ছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করে পথের ন্যায় গমন করছেন। ২। নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হয়েছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করে তিনি নহুষের জন্য (১) ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করেছিলেন। ৩। মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী সরস্বান (২) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। তিনি হবিষ্মান যজমানদের বলবান পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁদের শরীর সংস্কার করেন। ৪। সুভগা সরস্বতী প্রীতা হয়ে আমাদের এ যজ্ঞে স্তুতি শুনুন। অর্চনীয় দেবগণ নতজানু হয়ে তাঁর নিকটে গমন করেন, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী। ৫। হে সরস্বতি! আমরা এ হব্য হোম করে নমস্কার দ্বারা তোমার নিকট হতে ধন প্রাপ্ত হব, আমাদের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি প্রিয় গৃহে অবস্থিতি করে আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সাথে মিলিত হব। ৬। হে সুভগে সরস্বতি! এ বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবি! বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্নদান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করবার অভিপ্রায়ে সরস্বতীকে স্তব করেছিলেন, সরস্বতী সে স্তব অবগত হয়ে তাঁকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত

প্রদান করেছিলেন, সায়ণ। ২। কোন কোন স্থানে সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করে একটি দেবস্বরূপ অর্চনা করা হয়েছে।

৯৬ সূক্ত ॥ প্রথম তিনটি ঋকের সরস্বতী দেবতা। অবশিষ্টের সরস্বান্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। বৃহতী, প্রাস্তার পংক্তি, গায়ত্রী ছন্দ।

বৃহদু গায়িষে বচোঽসুর্যা নদীনাম্।
সরস্বতীমিন্মহয়া সুবৃক্তিভিঃ স্তোমৈর্বসিষ্ঠ রোদসী ॥ ১
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ন্তি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥ ২
ভদ্রমিদ্ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।
গৃণানা জমদগ্নিবৎ স্তুবানা চ বসিষ্ঠবৎ ॥ ৩
জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ। সরস্বন্তং হবামহে ॥ ৪
যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো ঘৃতশ্চুতঃ। তেভির্নোঽবিতা ভব ॥ ৫
পীপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে বসিষ্ঠ! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর। ২। হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হয়ে আমাদের অবগত হও, মরুদগণের সখা হয়ে তুমি হবিষ্মানদের নিকট ধন প্রেরণ কর। ৩। কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। আমি যমদগ্নির ন্যায় স্তব করলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর। ৪। আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা; আমরা সরস্বান দেবকে স্তব করি। ৫। হে সরস্বান! তোমার যে জলসমূহ রসবান এবং ঘৃতক্ষারী সে জল সমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও। ৬। প্রবৃদ্ধ সরস্বান দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘ সকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।

৯৭ সূক্ত ॥ প্রথম ঋকের ইন্দ্র দেবতা। তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতা, দশমের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি, অবশিষ্টের বৃহস্পতি। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যজ্ঞে দিবো নৃষদনে পৃথিব্যা নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
ইন্দ্রায় যত্র সবনানি সুম্বে গমন্মদায় প্রথমং বয়শ্চ ॥ ১
আ দৈব্যা বৃণীমহেঽবাংসি বৃহস্পতির্নো মহ আ সখায়ঃ।
যথা ভবেম মীঢ়ুষে অনাগা যো নো দাতা পরাবতঃ পিতেব ॥ ২
তমু জ্যেষ্ঠং নমসা হবির্ভিঃ সুশেবং ব্রহ্মণস্পতিং গৃণীষে।
ইন্দ্রং শ্লোকো মহি দৈব্যঃ সিষক্তু যো ব্রহ্মণো দেবকৃতস্য রাজা ॥ ৩
স আ নো যোনিং সদতু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিশ্ববারো যো অস্তি।
কামো রায়ঃ সুবীর্যস্য তং দাৎপর্ষন্নো অতি সশ্চতো অরিষ্টান্ ॥ ৪
তমা নো অর্কমমৃতায় জুষ্টমিমে ধাসুরমৃতাসঃ পুরাজাঃ।
শুচিক্রন্দং যজতং পস্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হুবেম ॥ ৫
তং শগ্মাসো অরুষাসো অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি।
সহশ্চিদ্যস্য নীলবৎ সধস্থং নভো ন রূপমরুষং বসানাঃ ॥ ৬
স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স শুন্ধ্যুর্হিরণ্যবাশীরিষিরঃ স্বর্ষাঃ।
বৃহস্পতিঃ স স্বাবেশ ঋষ্বঃ পুরু সখিভ্য আসুতিং করিষ্ঠঃ ॥ ৭

দেবী দেবস্য রোদসী জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবৃধতুর্মহিত্বা।
দক্ষায্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্‌ব্রহ্মণে সুতরা সুগাধা ॥ ৮
ইয়ং বাং ব্রহ্মণস্পতে সুবৃক্তির্ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে অকারি।
অবিষ্টং ধিয়ো জিগৃতং পুরন্ধীর্জজস্তমর্যো বনুষামরাতীঃ ॥ ৯
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্‌যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১০

অনুবাদঃ ১। যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মর্ত্য হন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিযুক্ত হয়, ইন্দ্র হৃষ্ট হবার জন্য দ্যুলোক হতে পৃথিবীর নেতাগণের সে যজ্ঞে প্রথম আসুন এবং গমনশীল অশ্বগণও আসুক। ২। হে সখাগণ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি আমাদের হব্য স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হতে ধন আহরণ করে পুত্রকে দান করে, সেরূপ তিনি আমাদের দান করেন। আমরা যাতে কামবর্ষী বৃহস্পতির নিকট অনপরাধী হতে পারি, সেরূপ কর। ৩। জ্যেষ্ঠ সুসুখবিশিষ্ট, সে ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ শ্লোক সে মহান ইন্দ্রকে সেবা করুক। ৪। সে প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হয়েছেন। ধন এবং সুবীর্যের যে অভিলাষ তা তিনি আমাদের প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদের অহিংসিত করে পার করুন। ৫। এ পুরাজাত অমরগণ আমাদের সে অমর, পর্যাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্নদান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করব। ৬। সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিপূর্ণ অশ্বগণ সে বৃহস্পতিকে বহন করুক। তাঁর বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে। ৭। বৃহস্পতি শুচি, তাঁর বাহন অনেক, তিনি সকলের শোধয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নদান করেন। ৮। বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্ধণীয় বৃহস্পতিকে বর্ধিত কর, তিনি প্রভূত অন্নের জন্য জল সকলকে তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন। ৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করলাম। তোমরা কর্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি শোন, আমরা তোমার প্রসাদ ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ কর। ১০। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর। তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

৯৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

অধ্বর্যবোহরুণং দুগ্ধমংশুং জুহোতন বৃষভায় ক্ষিতীনাম্‌।
গৌরাদ্বেদীয়াঁ অবপানমিন্দ্রো বিশ্বাহেদ্যাতি সুতসোমমিচ্ছন্‌ ॥ ১
যদ্দধিষে প্রদিবি চার্বন্নং দিবেদিবে পীতিমিদস্য বক্ষি।
উত হৃদোত মনসা জুষাণ উশন্নিন্দ্র প্রস্থিতান্‌ পাহি সোমান্‌ ॥ ২
জজ্ঞানঃ সোমং সহসে পপাথ প্র তে মাতা মহিমানমুবাচ।
এন্দ্র পপ্রাথোর্বন্তরিক্ষং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৩
যদ্যোধয়া মহতো মন্যমানান্ত্সাক্ষাম তান্বাহুভিঃ শাশদানান্‌।
যদ্বা নৃভির্বৃত ইন্দ্রাভিযুধ্যাস্তং ত্বয়াজিং সৌশ্রবসং জয়েম ॥ ৪

প্রেন্দ্রস্য বোচং প্রথমা কৃতানি প্র নূতনা মঘবা যা চকার।
যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ॥ ৫
তবেদং বিশ্বমভিতঃ পশব্যং যৎপশ্যসি চক্ষসা সূর্যস্য।
গবামসি গোপতিরেক ইন্দ্র ভক্ষীমহি তে প্রযতস্য বস্বঃ ॥ ৬
বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বো দিব্যস্যেশাথে উত পার্থিবস্য।
ধত্তং রয়িং স্তুবতে কীরয়ে চিদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অধ্বর্যুগণ! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান অভিষুত সোম পান কর; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দূরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হয়ে সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ করে সর্বদাই আসেন। ২। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করতে, এখনও প্রত্যহ সে সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদের কামনা করে হে ইন্দ্র! সম্মুখে আনীত সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করেই বলের জন্য সোম পান করেছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলেছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ পূর্ণ করেছ এবং দুগ্ধার্থে স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করেছ। ৪। হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমান-বিশিষ্ট শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করাবে তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অভিভব করব। যদি তুমি মরুৎগণের সাথে নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সে সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করব। ৫। আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম সকল কীর্তন করব, মঘবা নূতন যা করেছেন তাও কীর্তন করব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করেছেন, অতএব সোম কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই হয়েছে। ৬। হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এ যে বিশ্ব, চারদিকে অবস্থিত এবং সূর্যের তেজে যা দেখছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করব। ৭। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৯ সূক্ত ॥ উরু, যজ্ঞের প্রভৃতি তিনটির ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে ॥ ১
ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দিব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।
উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥ ২
ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনুষে দশস্যা।
ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ ॥ ৩
উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্যমুষাসমগ্নিম্।
দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা পৃতনাজ্যেষু ॥ ৪
ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টম্।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্ ॥ ৫
ইয়ং মনীষা বৃহতী বৃহন্তোরুক্রমা তবসা বর্ধয়ন্তী।
ররে বাং স্তোমং বিদথেষু বিষ্ণো পিন্বতমিষো বৃজনেম্বিন্দ্র ॥ ৬
বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হলে তোমার মহিমা কেউ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না, পৃথিবী হতে আরম্ভ করে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত আছ। ২। হে দেব বিষ্ণু! যারা জন্মেছে ও যারা জন্মাবে, কেউই তোমার মহিমার অপর পার দেখতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে তুমি ঊর্ধ্বে ধারণ করেছ। তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক ধারণ করেছ (১)। ৩। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করবার ইচ্ছাযুক্ত হয়ে অন্নবতী, ধেনুমতীও সুন্দর যববিশিষ্টা হয়েছ। হে বিষ্ণু! এ দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করেছ। সর্বত্র স্থিত ময়ূখদ্বারা (২) এ পৃথিবীকে ধারণ করেছ। ৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য, অগ্নি ও ঊষাকে উৎপাদন করে তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করেছ। হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়াকে বিনষ্ট করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করেছ। তোমরা বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাতে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে, এরূপ করে নাশ করেছ। ৬। এ মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্ধিত করবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদের যজ্ঞস্থলে সোম প্রদান করেছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদের অন্ন বর্ধিত কর। ৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হতে বষট্কার করেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সে হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্ধিত করুক, তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হন। ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন। ২। সূর্যরূপ বিষ্ণুর 'ময়ূখ' অর্থ কিরণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করতে ইচ্ছুক সেজন্য বলেন ময়ূখ শব্দের অর্থ পর্বত।

১০০ সূক্ত ।। বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশৎ।
প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্যমাবিবাসাৎ ॥ ১
ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াবো মতিং দাঃ।
পর্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ ॥ ২
ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বি চক্রমে শতর্চসং মহিত্বা।
প্র বিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম ॥ ৩
বি চক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার ॥ ৪
প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্য শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥ ৫
কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ ॥ ৬
বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যম্।
বর্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা

করেন সে মর্ত্য ধন ইচ্ছা করে শীঘ্র প্রাপ্ত হন। ২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদের প্রদান কর। যাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান বহুলোকের প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তা কর। ৩। এ দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হোন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত (১)। ৪। এ বিষ্ণু এ পৃথিবীকে নিবাসার্থে মনুষ্যকে প্রদান করতে ইচ্ছা করে পদক্ষেপ করেছিলেন। এ বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্মাণ করেছেন। ৫। হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হয়ে তোমার সে প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হলেও তোমার স্তুতি করব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর। ৬। হে বিষ্ণু! 'আমি শিপিবিষ্ট' এ যে নাম বলছি এ প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করো না, আমাদের নিকট হতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করো না (২)। ৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হতে বষটকার করছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সে হব্য সেবা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তি দ্বারা পালন কর।

টীকা: ১। অর্থাৎ সূর্যরূপ বিষ্ণুর রূপ কিরণময়। ২। পূর্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ ত্যাগ করে অন্যরূপ ধারণ করে সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করেছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁকে জানতে পেরে এ ঋকের দ্বারা স্তব করছেন। সায়ণ। যাস্কের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু।

১০১ সূক্ত॥ পর্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

[শৌনক বলেন যে উপবাস করে জল মধ্যে অবগাহন করে এ সূক্ত ও এর পরবর্তী সূক্ত জপ করলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়]।

তিস্রো বাচঃ প্র বদ জ্যোতিরগ্রা যা এতদ্দুহ্রে মধুদোঘমূধঃ।
স বৎসং কৃণ্বন্ গর্ভমোষধীনাং সদ্যো জাতো বৃষভো রোরবীতি ॥ ১
যো বর্ধন ওষধীনাং যো অপাং যো বিশ্বস্য জগতো দেব ঈশে।
স ত্রিধাতু শরণং শর্ম যংসত্ত্রিবর্তু জ্যোতিঃ স্বভিষ্ট্যস্মে ॥ ২
স্তরীরু ত্বদ্ভবতি সূত উ ত্বদ্যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ।
পিতুঃ পয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি মাতা তেন পিতা বর্ধতে তেন পুত্রঃ ॥ ৩
যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুস্তিস্রো দ্যাবস্ত্রেধা সস্রুরাপঃ।
ত্রয়ঃ কোশাস উপসেচনাসো মধ্বঃ শ্চোতন্ত্যভিতো বিরপ্শম্ ॥ ৪
ইদং বচঃ পর্জন্যায় স্বরাজে হৃদো অস্ত্বন্তরং তজ্জুজোষৎ।
ময়োভুবো বৃষ্টয়ঃ সন্ত্বস্মে সুপিপ্পলা ওষধীর্দেবগোপাঃ ॥ ৫
স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋতং পাতু শতশারদায় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ: ১। অগ্রভাগে জ্যোতির্বিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সে বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও সহবাসী বৈদ্যুতাগ্নি প্রাদুর্ভূত করে এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করে সদ্য উৎপন্ন হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ করছেন। ২। যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদের তিন

প্রকারে বর্তমান সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতি প্রদান করুন। ৩। এ'র একরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী অপর রূপ অর্থাৎ জল প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্মাণ করেন। মাতা পিতা পৃথিবী দ্যুলোকের নিকট জল গ্রহণ করেন, তাতে পিতা ও পুত্র স্থানীয় জীবগণ উভয়েই বর্ধিত হয়। ৪। সমস্তভুবন যাঁতে অবস্থিত, যাঁতে দ্যুলোক ত্রয় অবস্থিত, যাঁহা হতে আপ সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়, উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ, যে মহান পর্জন্যের চারদিকে মিষ্টজল বর্ষণ করেন। ৫। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট সে পর্জন্যের উদ্দেশে এ স্তোত্র করছি। তিনি এ গ্রহণ করুন। এ তাঁর হৃদয়গ্রাহী হোক। আমাদের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হোক। পর্জন্য যাদের রক্ষক, সে ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হোক। ৬। সে পর্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি তেজ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁতেই বাস করে। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১০২ সূক্ত ।। পর্জন্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পর্জন্যায় প্র গায়ত দিবস্পুত্রায় মীঢ়ুষে। স নো যবসমিচ্ছতু ॥ ১
যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্বতাঃ। পর্জন্যঃ পুরুষীণাম্ ॥ ২
তস্মা ইদাস্যে হবির্জুহোতা মধুমত্তমং। ইলাং নঃ সংযতং করৎ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। অন্তরিক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন। ২। যে পর্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন। ৩। তাঁরই উদ্দেশে দেবগণের আর্যভূত অগ্নিতে অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করে দেন।

১০৩ সূক্ত ॥ মণ্ডূক দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

[বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এ সূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বসিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হয়ে পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূকসকল তাঁর অনুমোদন করে। সেজন্য তিনি মণ্ডূকগণকে স্তুতি করেছিলেন।]

সম্বৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণ্য ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১
দিব্যা আপো অভি যদেনমায়ন্দৃতিং ন শুষ্কং সরসী শয়ানম্।
গবামহ ন মায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডূকানাং বগ্নুরত্রা সমেতি ॥ ২
যদীমেনাঁ উশতো অভ্যবর্ষীত্তৃষ্যাবতঃ প্রাবিষ্যাগতায়াম্।
অরখ্খলীকৃত্যা পিতরং ন পুত্রো অন্যো অন্যমুপ বদন্তমেতি ॥ ৩
অন্যো অন্যমনু গৃভ্ণাত্যেনোরপাং প্রসর্গে যদমন্দিষাতাম্।
মণ্ডূকো যদভিবৃষ্টঃ কনিষ্কনপৃশ্নিঃ সংপৃংক্তে হরিতেন বাচম্ ॥ ৪
যদেষামন্যো অন্যস্য বাচং শাক্তস্যেব বদতি শিক্ষমাণঃ।
সর্বং তদেষাং সমৃধেব পর্ব যৎসুবাচো বদথনাধ্যপ্সু ॥ ৫
গোমায়ুরেকো অজমায়ুরেকঃ পৃশ্নিরেকো হরিত এক এষাম্।
সমানং নাম বিভ্রতো বিরূপাঃ পুরুত্রা বাচং পিপিশুর্বদন্তঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে ন সোমে সরো ন পূর্ণমভিতো বদন্তঃ।
সম্বৎসরস্য তদহঃ পরি ষ্ঠ যন্মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব ॥ ৭

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্ম কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্ ।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষ্বিদানা আবির্ভবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ ॥ ৮
দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্র মিনন্ত্যেতে ।
সম্বৎসরে প্রাবৃষ্যাগতায়াং তপ্তা ঘর্মা অশ্নুবতে বিসর্গম্ ॥ ৯
গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাৎ পৃশ্নিরদাদ্ধরিতো নো বসূনি ।
গবাং মণ্ডূকা দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদের ন্যায় সম্বৎসর শয়ান থেকে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করছেন। ২। শুষ্কচর্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আসে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায় (১) মণ্ডূকগণের শব্দ সংগত হয়। ৩। বর্ষাকাল আগত হলে পর্জন্য যখন কামনাবান ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্‌খল শব্দ করে পিতার নিকট যায়, সেরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে। ৪। জল পড়লে পর যখন মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয়, যখন পর্জন্য কর্তৃক সিক্ত হয়ে অত্যন্ত লম্ফপ্রদান করত ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিদ্বর্ণ মণ্ডূকের সাথে একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে। ৫। শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এ মণ্ডূক সকলের মধ্যে একটি অন্যের বাক্য অনুসরণ করে তখন হে মণ্ডূক-গণ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হয়ে জলের উপর লম্ফ প্রদান করে শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয়। ৬। এদের একের শব্দ গরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটি ধূম্রবর্ণ অপরটি হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, এরা নানাদেশে শব্দ করে প্রাদুর্ভূত হয়। ৭। হে মণ্ডূকগণ! অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ সরোবরের চতুর্দিকে শব্দ করে যে দিন প্রাবৃট সঞ্চার হল, সে দিন চতুর্দিকে অবস্থিতি কর। ৮। সোম যুক্ত সাংবৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায় (২) এ মণ্ডূকগণ শব্দ করছে, প্রবর্গ্যচারী অধ্বর্যুগণের ন্যায় ঘর্মাক্ত কলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হচ্ছে। ৯। নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, এরা দ্বাদশ মাসের ঋতুগণকে হিংসা করে না। সম্বৎসর পূর্ণ হয়ে বর্ষা আগত হলে, গ্রীষ্মস্থ তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত হতে বিমুক্তি লাভ করে। ১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, অজবৎ শব্দ-বিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক। সহস্র ওষধি প্রসবকারী বর্ষা ঋতুতে মন্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করে আমাদের আয়ু বর্ধিত করুন।

টীকা ঃ ১। বৎস পেলে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকদিগের রব তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর পরের ঋকগুলিতেও ভেকদের শব্দ সম্বন্ধে অন্যান্য উপমা আছে। ২। মূল 'ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ' শব্দের অর্থ 'স্তুতিকারী স্তোতা-গণ'। ব্রাহ্মণ নামে একটি ভিন্ন 'জাতি' তখন সৃষ্ট হয় নি। ১।১০।১ ঋকের টীকা দেখুন।

১০৪ সূক্ত ।। নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা ; একাদশের দেব দেবতা ; অষ্টম ও ষোড়শের ইন্দ্র দেবতা ; সপ্তদশের গ্রাবা দেবতা ; অষ্টাদশের মরুৎ দেবতা ; দশম ও চতুর্দশের অগ্নি দেবতা, প্রবক্তর ইত্যাদি পাঁচটির ইন্দ্র দেবতা ; ত্রয়োবিংশের পূর্বার্ধ বসিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরার্ধের পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ দেবতা ; অবশিষ্টের দেবতা রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম। বসিষ্ঠ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রাসোমা তপতং রক্ষ উব্জতং ন্যর্পয়তং বৃষণা তমোবৃধঃ।
পরা শৃণীতমচিতো ন্যোষতং হতং নুদেথাং নি শিশীতমত্রিণঃ ॥ ১
ইন্দ্রাসোমা সমঘশংসমভ্যঘং তপুর্যযস্তু চরুরগ্নিবাঁ ইব।
ব্রহ্মদ্বিষে ক্রব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে ॥ ২
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতো বব্রে অন্তরনারম্ভণে তমসি প্র বিধ্যতম্।
যথা নাতঃ পুনরেকশ্চনোদয়ত্তদ্বামস্তু সহসে মন্যুমচ্ছবঃ ॥ ৩
ইন্দ্রসোমা বর্তয়তং দিবো বধং সং পৃথিব্যা অঘশংসায় তর্হণম্।
উত্তক্ষতং স্বর্যং পর্বতেভ্যো যেন রক্ষো বাবৃধানং নিজূর্বথঃ ॥ ৪
ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভির্যুবমশ্মহন্মভিঃ।
তপুর্বধেভিরজরেভিরত্রিণো নি পর্শানে বিধ্যতং যন্তু নিস্বরম্ ॥ ৫
ইন্দ্রাসোমা পরি বাং ভূতু বিশ্বত ইয়ং মতিঃ কক্ষ্যাশ্বেব বাজিনা।
যাং বাং হোত্রাং পরিহিনোমি মেধয়েমা ব্রহ্মাণি নৃপতীব জিন্বতম্ ॥ ৬
প্রতি স্মরেথাং তুজয়দ্ভিরেবৈর্হতং দ্রুহো রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ।
ইন্দ্রাসোমা দুষ্কৃতে মা সুগং ভূদ্যো নঃ কদা চিদভিদাসতি দ্রুহা ॥ ৭
যো মা পাকেন মনসা চরন্তমভিচষ্টে অনৃতেভির্বচোভিঃ।
আপ ইব কাশিনা সংগৃভীতা আসন্নস্ত্বাসত ইন্দ্র বক্তা ॥ ৮
যে পাকশংসং বিহরন্ত এবৈর্যে বা ভদ্রং দূষয়ন্তি স্বধাভিঃ।
অহয়ে বা তান্ প্রদদাতু সোম আ বা দধাতু নির্ঋতেরুপস্থে ॥ ৯
যো নো রসং দিপ্সতি পিত্বো অগ্নে যো অশ্বানাং যো গবাং যস্তনূনাম্।
রিপুঃ স্তেন স্তেয়কৃদ্দভ্রমেতু নি ষ হীয়তাং তন্বা তনা চ ॥ ১০
পরঃ সো অস্তু তন্বা তনা চ তিস্রঃ পৃথিবীরধো অস্তু বিশ্বাঃ।
প্রতি শুষ্যতু যশো অস্য দেবা যো নো দিবা দিপ্সতি যশ্চ নক্তম্ ॥ ১১
সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায় সচ্চাসচ্চ বচসী পস্পৃধাতে।
তয়োর্যৎ সত্যং যতরদৃজীয়স্তদিৎ সোমোহবতি হন্ত্যাসৎ ॥ ১২
ন বা উ সোমো বৃজিনং হিনোতি ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্।
হন্তি রক্ষো হন্ত্যাসদ্বদন্তমুভাবিন্দ্রস্য প্রসিতৌ শয়াতে ॥ ১৩
যদি বাহমনৃতদেব আস মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে।
কিমস্মভ্যং জাতবেদো হৃণীষে দ্রোঘবাচস্তে নির্ঋথং সচন্তাম্ ॥ ১৪
অদ্যা মুরীয় যদি যাতুধানো অস্মি যদি বায়ুস্ততপ পুরুষস্য।
অধা স বীরৈর্দশভির্বি যূয়া যো মা মোঘং যাতুধানেত্যাহ ॥ ১৫
যো মায়াতুং যাতুধানেত্যাহ যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ।
ইন্দ্রস্তং হন্তু মহতা বধেন বিশ্বস্য জন্তোরধমস্পদীষ্ট ॥ ১৬
প্র যা জিগাতি খর্গলেব নক্তমপ দ্রুহা তন্বং গূহমানা।
বব্রাঁ অনন্তাঁ অব সা পদীষ্ট গ্রাবাণো ঘ্নন্তু রক্ষস উপব্দৈঃ ॥ ১৭
বি তিষ্ঠধ্বং মরুতো বিক্ষ্বিচ্ছত গৃভায়ত রক্ষসঃ সং পিনষ্টন।
বয়ো যে ভূত্বী পতয়ন্তি নক্তভির্যে বা রিপো দধিরে দেবে অধ্বরে ॥ ১৮

প্র বর্ত্তয় দিবো অশ্মানমিন্দ্র সোমশিতং মঘবন্ত্সং শিশাধি ।
প্রাক্তাদপাক্তাদধরাদুদক্তাদভি জহি রক্ষসঃ পর্বতেন ॥ ১৯
এত উ ত্যে পতয়ন্তি শ্বয়াতব ইন্দ্রং দিপ্সন্তি দিপ্সবোঽদাভ্যম্ ।
শিশীতে শক্রঃ পিশুনেভ্যো বধং নূনং সৃজদশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ॥ ২০
ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনামভ্যা বিবাসতাম্ ।
অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথা বনং পাত্রেব ভিন্দন্ত্সত এতি রক্ষসঃ ॥ ২১
উলূকয়াতুং শুশুলূকয়াতুং জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুম্ ।
সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুং দৃষদেব প্র মৃণ রক্ষ ইন্দ্র ॥ ২২
মা নো রক্ষো অভি নড্যাতুমাবতামপোচ্ছতু মিথুনা যা কিমীদিনা ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ২৩
ইন্দ্র জহি পুমাংসং যাতুধানমুত স্ত্রিয়ং মায়য়া শাশদানাম্ ।
বিগ্রীবাসো মূরদেবা ঋদন্তু মা তে দৃশংৎসূর্যমুচ্চরন্তম্ ।। ২৪
প্রতি চক্ষ্ব বি চক্ষ্বেন্দ্রশ্চ সোম জাগৃতম্ ।
রক্ষোভ্যো বধমস্যতমশনিং যাতুমদ্ভ্যঃ ।। ২৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও সোম ! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষিদ্বয় ! তোমরা অন্ধকার দ্বারা বর্ধমান রাক্ষসদের নীচ করে দাও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদের পরাঙ্মুখ করে হিংসা কর, দগ্ধ কর, মের ফেল, দূর করে দাও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করে ফেল। ২। হে ইন্দ্র ও সোম ! অনর্থবাদী, আক্রমণকারী শত্রুকে একেবারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত রাক্ষস অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হোক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তা কর। ৩। হে ইন্দ্র ও সোম ! দুষ্কর্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে ফেলে তাড়না কর, যে এদের মধ্যে একজনও ওর মধ্য হতে পুনরায় উদগত হতে না পারে। তোমাদের সে প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থ সমর্থ হোক। ৪। হে ইন্দ্র ও সোম ! অন্তরিক্ষ হতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হতে উপতাপপ্রদ অশনি উৎপাদন কর, যা দিয়ে প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করেছ। ৫। হে ইন্দ্র ও সোম ! অন্তরিক্ষ হতে চারদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তারা নিঃশব্দে নির্গত হোক। ৬। হে ইন্দ্র ও সোম ! কক্ষ বন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেরূপ এ মনোহর স্তুতি তোমাদের প্রাপ্ত হোক। তোমরা বলবান, আমরা মেধা বলে এ স্তোত্র প্রেরণ করছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এ স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কর। ৭। হে ইন্দ্র ও সোম ! ত্বরমান অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদের নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে দ্রোহযুক্ত হয়ে আমাদের কখন না কখন হনন করতে পারে। ৮। আমি শুদ্ধমনে ব্রত আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র ! মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সে অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হোক। ৯। আমি পরিপক্ক বাক্যযুক্ত, যারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কল্যাণবৃত্তি, যারা বলযুক্ত হয়ে আমার দোষ দেয়, সোম তাদের সর্পের উপর পাতিত করুন অথবা নির্ঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন। ১০। হে অগ্নি ! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের

ও সন্তানগণের সার নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সে ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হোক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সাথে নিহত হোক। ১১। সে তনু ও তনয় হতে বিযুক্ত হোক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক। যে দিনরাত্রি আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তার যশ পরিশুষ্ক হোক। ১২। বিদ্বানগণের বিদিত হোক, যে সত্য এবং অসত্য-রূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্ধা করে: তাদের মধ্যে যা সত্য এবং যা ঋজুতম, সোম তাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন। ১৩। সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, সে হত হয়ে ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে (১)। ১৪। যদি আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ হত, অথবা যদি আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করতাম, তা হলে হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে। মিথ্যাবাদিগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক। ১৫। যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি কোনও পুরুষের আয়ু নাশ করে থাকি, তা হলে আমি যেন এখনই মরে যাই। যে আমাকে মিথ্যাজপে যাতুধান বলে সম্বোধন করছে, সে যেন তার দশ জন বীর বন্ধু হতে বিযুক্ত হয় (২)। ১৬। যে আমাকে মিথ্যারূপে যাতুধান সম্বোধন করছে, যে আমাকে শুচি রাক্ষস বলছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হয়ে পতিত হোক। ১৭। যে রাক্ষসী রাত্রিকালে দ্রোহযুক্তা হয়ে উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর লুকায়িত করে গমন করে, সে অবাঙ্মুখ হয়ে অনন্তগর্তে পতিত হোক। প্রস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করুক। ১৮। হে মরুৎগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যারা পক্ষী হয়ে রাত্রিতে আসে অথবা যারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সে রাক্ষসদের ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর। ১৯। হে ইন্দ্র! অন্তরিক্ষ হতে অশনি প্রবর্তিত কর, হে মঘবন! সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্বযুক্ত বজ্রদ্বারা পূর্বদিক হতে, পশ্চিমদিক হতে, দক্ষিণদিক হতে ও উত্তরদিক হতে রাক্ষসদের বিনাশ কর। ২০। এরা কুক্কুরের দ্বারা হিংসা করে আসে। যারা জিঘাংসু হয়ে অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করতে ইচ্ছা করে, সে কপটগণকে হিংসা করবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করছেন। তিনি শীঘ্র যাতুধানদের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন। ২১। ইন্দ্র হিংসকদের হিংসক, পরশু যেরূপ বন ছেদ করে, মুদ্গর পাত্রসমূহকে যেরূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেরূপ হব্য মন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারী পূজকদের জন্য রাক্ষস সকল বিনাশ করে আগমন করছেন। ২২। হে ইন্দ্র! যারা উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা ক্ষুদ্র উলূকরূপে হিংসা করে, তাদের বিনাশ কর, যারা কুক্কুররূপে, যারা চক্রবাকরূপে, যারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যাঁরা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় বজ্রের দ্বারা সে সকল রাক্ষসকে মেরে ফেল। ২৩। রাক্ষস আমাদের যেন ব্যাপ্ত করতে না পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হোক। এ রাক্ষসেরা 'এঁকি এঁকি' বলে বেড়ায়। পৃথিবী আমাদের অন্তরিক্ষভব পাপ হতে রক্ষা করুন, অন্তরিক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হতে রক্ষা করুন। ২৪। হে ইন্দ্র! রাক্ষস-পুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তারা ছিন্নগ্রীব হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হোক। তারা যেন উদয়শীল সূর্যকে দেখতে না পায়। ২৫। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, জাগরিত হও, যাতুধান রাক্ষসদের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ কর (৩)।

টীকা ঃ ১। বিশ্বামিত্র ৩।৫৩।২৩ ও ২৪ ঋকে বসিষ্ঠ সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেছিলেন, বসিষ্ঠ এ সূক্তের ১৩ হতে ১৬ ঋকে তার উত্তর প্রদান করলেন। ২। 'অধা স বীরৈ র্দশভির্বিযূযাঃ' অর্থ যেন তার দশটি পুত্র মারা যায় ;—অথবা বিশ্বামিত্র যে দশ জন রাজার সাথে সুদাসকে আক্রমণ করেছিলেন, সে দশ জন যেন হত হয়। ৩। এ সূক্তের শেষ ঋকগুলি কেবল 'ওঝার মন্ত্র'। এখন যেমন লোকে ভূতের ভয় করে, সেকালে 'যাতুধান ও রক্ষ' ভয়ের বিষয় ছিল। সেরূপ ভয় হতে রক্ষা পাওয়াই এ সপ্তম মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋকগুলির উদ্দেশ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্তের শেষ ঋকগুলিও এরূপ 'ওঝার মন্ত্র'।

অষ্টম মণ্ডল

১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি ; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের পুত্র ঋষি ; পরে কণ্বের পুত্রতাপ্রাপ্ত প্রগাথ নামক ঋষি ; ত্রিংশ হতে চারটি ঋকের ঋষি অসঙ্গ নামক রাজপুত্র ; চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী (১)। বৃহতী, সতোবৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত।
ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত ॥ ১
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরং গাং ন চর্ষণীসহম্।
বিদ্বেষণং সংবননোভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২
যচ্চিদ্ধি ত্বা জনা ইমে নানা হবন্ত ঊতয়ে।
অস্মাকং ব্রহ্মেদমিন্দ্র ভূতু তেহহা বিশ্বা চ বর্ধনম্ ॥ ৩
বি তর্তূর্যন্তে মঘবন্বিপশ্চিতোহর্যো বিপো জনানাম্।
উপ ক্রমস্ব পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ৪
মহে চন ত্বামদ্রিবঃ পরা শুল্কায় দেয়াম্।
ন সহস্রায় নাযুতায় বজ্রিবো ন শতায় শতামঘ ॥ ৫
বস্যাঁ ইন্দ্রাসি মে পিতুরুত ভ্রাতুরভুঞ্জতঃ।
মাতা চ মে ছদয়থঃ সমা বসো বসুত্বনায় রাধসে ॥ ৬
ক্বেয়থ ক্বেদসি পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।
অলর্ষি যুধ্ম খজকৃৎপুরন্দর প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ ॥ ৭
প্রাস্মৈ গায়ত্রমর্চত বাবাতুর্যঃ পুরন্দরঃ।
যাভিঃ কাণ্বস্যোপ বর্হিরাসদং যাসদ্বজ্রী ভিনৎপুরঃ ॥ ৮
যে তে সন্তি দশগ্বিনঃ শতিনো যে সহস্রিণঃ।
অশ্বাসো যে তে বৃষণো রঘুদ্রুবস্তেভির্নস্তূয়মা গহি ॥ ৯
আ ত্বদ্য সবর্দুঘাং হুবে গায়ত্রবেপসম্।
ইন্দ্রং ধেনুং সুদুঘামন্যামিষমুরুধারামরংকৃতম্ ॥ ১০
যত্তুদৎসূর এতশং বঙ্কূ বাতস্য পর্ণিনা।
বহৎকুৎসমার্জুনেয়ং শতক্রতুঃসৎসরদ্গন্ধর্বমস্তৃতম্ ।১১
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।
সং ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুরিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ১২
মা ভূম নিষ্ট্যা ইবেন্দ্র ত্বদরণা ইব।
বনানি ন প্রজহিতান্যদ্রিবো দুরোষাসো অমন্মহি ॥ ১৩
অমন্মহীদনাশবোহনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্।
সকৃৎসু তে মহতা শূর রাধসানু স্তোমং মুদীমহি ॥ ১৪
যদি স্তোমং মম শ্রবদস্মাকমিন্দ্রমিন্দবঃ।
তিরঃ পবিত্রং সসৃবাংস আশবো মন্দন্তু তুগ্র্যাবৃধঃ ॥ ১৫
আ ত্বদ্য সধস্তুতিং বাবাতুঃ সখ্যুরা গহি।
উপস্তুতির্মঘোনাং প্র ত্বাবত্বধা তে বশ্মি সুষ্টুতিম্ ॥ ১৬

সোতা হি সোমমদ্রিভিরেমেনমপ্সু ধাবত।
গব্যা বস্ত্রেব বাসয়ন্ত ইন্নরো নির্ধুক্ষন্বক্ষণাভ্যঃ ॥ ১৭
অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
অযা বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ১৮
ইন্দ্রায় সু মদিন্তমং সোমং সোতা বরেণ্যম্।
শক্র এণং পীপয়দ্বিশ্বয়া ধিয়া হিন্বানং ন বাজয়ুম্ ॥ ১৯
মা ত্বা সোমস্য গল্দয়া সদা যাচন্নহং গিরা।
ভূর্ণিং মৃগং ন সবনেষু চুক্রুধং ক ঈশানং ন যাচিষৎ ॥ ২০
মদেনেষিতং মদমুগ্রমুগ্রেণ শবসা।
বিশ্বেষাং তরুতারং মদচ্যুতং মদে হি ষ্মা দদাতি নঃ ॥ ২১
শেবারে বার্যা পুরু দেবো মর্তায় দাশুষে।
স সুন্বতে চ স্তুবতে চ রাসতে বিশ্বগূর্তো অরিষ্টুতঃ ॥ ২২
এন্দ্র যাহি মৎস্ব চিত্রেণ দেব রাধসা।
সরো ন প্রাস্যুদরং সপীতিভিরা সোমেভিরুরু স্ফিরম্ ॥ ২৩
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ২৪
আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে ॥ ২৫
পিবা ত্বস্য গির্বণঃ সুতস্য পূর্বপা ইব।
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্মদায় পত্যতে ॥ ২৬
য একো অস্তি দংসনা মহাঁ উগ্রো অভি ব্রতৈঃ।
গমৎস শিপ্রী ন স যোষদা গমদ্ধবং ন পরি বর্জতি ॥ ২৭
ত্বং পুরং চরিষ্ণ্বং বধৈঃ শুষ্ণস্য সং পিণক্।
ত্বং ভা অনু চরো অধ দ্বিতা যদিন্দ্র হব্যো ভুবঃ ॥ ২৮
মম ত্বা সূর উদিতে মম মধ্যন্দিনে দিবঃ।
মম প্রপিত্বে অপিশর্বরে বসবা স্তোমাসো অবৃৎসত ॥ ২৯
স্তুহি স্তুহীদেতে ঘা তে মংহিষ্ঠাসো মঘোনাম্।
নিন্দিতাশ্বঃ প্রপথী পরমজ্যা মঘস্য মেধ্যাতিথে ॥ ৩০
আ যদশ্বান্বনন্বতঃ শ্রদ্ধয়াহং রথে রুহম্।
উত বামস্য বসুনশ্চিকেততি যো অস্তি যাদ্বঃ পশুঃ ॥ ৩১
য ঋজ্রা মহ্যং মামহে সহ ত্বচা হিরণ্যয়া।
এষ বিশ্বান্যভ্যস্তু সৌভগাসঙ্গস্য স্বনদ্রথঃ ॥ ৩২
অধ প্লাযোগিরতি দাসদন্যানাসঙ্গো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈঃ।
অধোক্ষণো দশ মহ্যং রুশন্তো নলা ইব সরসো নিরতিষ্ঠন্ ॥ ৩৩
অন্বস্য স্থূরং দদৃশে পুরস্তাদনস্থ ঊরুরবরম্বমাণঃ
শশ্বতী নার্যভিচক্ষ্যাহ সুভদ্রমর্য ভোজনং বিভর্ষি ॥ ৩৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করো না, হিংসিত হয়ো না, সোম অভিষুত হলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হয়ে স্তব কর এবং মুহুর্মুহু উকথ সকল উচ্চারণ কর। ২। বৃষভের ন্যায় শত্রুদের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদের পরাভবকারী ও শত্রুদের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর। ৩। হে ইন্দ্র!

এ জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক পৃথক তোমায় স্তব করছে তথাপি আমাদের এ স্তোত্রই সর্বকালেই তোমার বর্ধক হোক। ৪। হে মঘবন ইন্দ্র! তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুগণকে কম্প উৎপাদন করে সর্বদা আপদ হতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট এস, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদের প্রদান কর। ৫। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন! অপরিমিত ধনের জন্যও করি না। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হতেও অধিক ধনবান, অপালনকারী ভ্রাতা হতেও অধিক ধনবান। হে বসু! আমার মাতা ও তুমি সমান হয়ে আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভার্থে পূজিত কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি কোথায় গিয়েছ, কোথায় আছ, তোমার মন নানা দিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর! এস, গায়ত্রগণ তোমার স্তব করছেন। ৮। এ ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, ঋকসমূহদ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হয়ে গমন করেছিলেন এবং যাদের দ্বারা পুরী ভেদ করেছিলেন, সে ঋকে গায়ত্র গান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব আছে, তারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সে অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র এস। ১০। অদ্য দুগ্ধদায়িনী, প্রশংসনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থা ধেনুরূপ ইন্দ্রকে স্তব করি। বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি। ১১। সূর্য যখন এতশকে পীড়া দিয়েছিলেন তখন বক্রগামী ও বায়ুসদৃশ গমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জুন পুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করেছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব (২) ও অহিংসিত সূর্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। ১২। যে ইন্দ্র সন্ধান দ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হতে রুধির নিঃসরণের পূর্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমাবান, বহুধন সে ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে আবার সংস্কার করে দেন। ১৩। হে ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আর প্রক্ষীণ বলের ন্যায় আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই। বজ্রবান ইন্দ্র! অন্যে আমাদের দগ্ধ করতে পারে না, গৃহে নিবাস করে আমরা তোমার স্তব করব। ১৪। হে বৃত্রহন্তা! সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হয়ে আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করব। হে শূর! তোমার জন্য একবার প্রভূত ধনের সাথে সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করব। ১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শোনেন, তা হলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁকে হর্ষিত করতে পারে, ওরা তির্যকভাবে অবস্থিত পবিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের দ্বারা বর্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হয়েছে। ১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র এস, অন্য হবিষ্মানদের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক, অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি। ১৭। তোমরা প্রস্তর দ্বারা সোম অভিষব কর, একে জলে ধৌত কর, গোচর্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করে মরুদগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করছেন। ১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হতে, অন্তরিক্ষ হতে অথবা বৃহৎ দীপ্তপ্রদেশ হতে এসে আমার এ বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্ধিত হও। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর। ১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর! শত্রু সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্ধিত করেন। ২০। হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম প্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করে আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্তা ও সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর, কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে।

২১। উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোতাদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হলে আমাদের শত্রুগণের জেতা ও তাদের গর্ব খর্বকারী পুত্র প্রদান করেন। ২২। ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে ধন প্রদান করেন। তিনি সর্বকার্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয়। ২৩। হে ইন্দ্র! এস। হে দেব! তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা হৃষ্ট হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর। ২৪। হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থে ইন্দ্রকে বহন করুক। তারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত। ২৫। শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোম পানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন। ২৬। হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এ অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর ন্যায় (৩) পান কর; এ পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এ আসব মদকর ও চারু, এ মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়। ২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্মদ্বারা মহান, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সে ইন্দ্র আসুন। তিনি যেন পৃথক না হন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আসুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন। ২৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাস স্থান বজ্রের দ্বারা সঞ্চূর্ণ করেছিলে, তুমি দু প্রকারের স্তোতা ও যষ্টার দ্বারা আহ্বানযোগ্য, তুমি দীপ্তিমান হয়ে তাঁর অনুগমন করেছিলে। ২৯। সূর্য উদিত হলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্তিত কর। দিবসের অবসান হলে আমার স্তোত্র আবর্তিত কর। শর্বরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্তিত কর। ৩০। হে মেধ্যাতিথি! বার বার আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদের মধ্যে তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ধনদাতা। আমার বীর্যে অন্যে আমার অশ্ব প্রাপ্ত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট। ৩১। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আহারান্তে অশ্বদের তোমার রথে যোজনা করেছিলাম। আমি মনোহর ধন দান করতে জানি, আমি যদুবংশোৎপন্ন (৪) ও বহু পশুর অধিকারী। ৩২। যিনি গমনশীল ধন হিরণ্ময় চর্মাস্তরণের সাথে আমাকে প্রদান করেছিলেন, তিনি শব্দায়মান রথযুক্ত হয়ে শত্রুদের সমস্ত ধন অভিভব করুন। ৩৩। হে অগ্নি! প্লয়োগের পুত্র অসঙ্গ দশ সহস্র গাভী দানের দ্বারা অন্য দাতাগণকে অতিক্রম করেছিলেন। অনন্তর সে সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান পশু সকল সরোবর হতে নলের ন্যায় নির্গত হয়েছিল। ৩৪। তার সম্মুখ ভাগে স্থূলবস্তু দেখা যাচ্ছে, তা অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশ্বতী নারী তা দেখে বললেন (৫), আর্য! উত্তম ভোগসাধন ধারণ করছ।

টীকা ঃ ১। কণ্ব বা তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি। ২। 'গন্ধর্ব' শব্দে গবাং রশ্মীনাং ধর্তারং। সায়ণ। ৩।৩৮।৬ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। সকল দেবতার পূর্বে বায়ু সোম পান করে থাকেন। সায়ণ। ৪। 'যাদ্বো যদুবংশোদ্ভবঃ। যদ্বা যদবো মনুষ্যাঃ। সায়ণ ৮।৬।৩৯ ও ৪৮ ঋকের টীকা দেখুন। ৫। অঙ্গিরার কন্যা-শশ্বতী অসঙ্গের ভার্যা এবং এ ঋকের বক্তা। সায়ণ বলেন অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী হয়ে যান, পরে পুরুষত্ব লাভ করেন। ৮।৩৩।১৯ ঋকে এ রূপ আর একটি গল্প দেখুন।

২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ও আঙ্গিরাগোত্র প্রিয়মেধ ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ররিমা তে ॥ ১
নৃভির্ধূতঃ সুতো অশ্নৈরব্যো বারৈঃ পরিপূতঃ। অশ্বো ন নিক্তো নদীষু ॥ ২
তং তে যবং যথা গোভিঃ স্বাদুমকর্ম শ্রীণন্তঃ। ইন্দ্র ত্বাস্মিন্তসধমাদে ॥ ৩
ইন্দ্র ইৎসোমপা এক ইন্দ্র সুতপা বিশ্বায়ুঃ। অন্তর্দেবামর্ত্যাংশ্চ ॥ ৪
ন যং শুক্রো ন দুরাশীর্ন তৃপ্রা উরুব্যচসং। অপস্পৃণ্বতে সুহার্দম্ ॥ ৫
গোভির্যদীমন্যে অস্মন্মৃগং ন ব্রা মৃগয়ন্তে। অভিৎসরন্তি ধেনুভিঃ ॥ ৬
ত্রয় ইন্দ্রস্য সোমাঃ সুতাসঃ সন্তু দেবস্য। স্বে ক্ষয়ে সুতপাব্নঃ ॥ ৭
ত্রয়ঃ কোশাসঃ শ্চোতন্তি তিস্রশ্চম্বঃ সুপূর্ণাঃ। সমানে অধি ভার্মন্ ॥ ৮
শুচিরসি পুরুনিঃষ্ঠা ক্ষীরৈর্মধ্যত আশীর্তঃ। দধ্না মন্দিষ্ঠঃ শূরস্য ॥ ৯
ইমে ত ইন্দ্র সোমাস্তীব্রা অস্মে সুতাসঃ। শুক্রা আশিরং যাচন্তে ॥ ১০
তাঁ আশিরং পুরোলাশমিন্দ্রেমং সোমং শ্রীণীহি। রেবন্তং হি ত্বা শৃণোমি ॥ ১১
হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে ॥ ১২
রেবাঁ ইদ্রেবতঃ স্তোতা স্যাত্ত্বাবতো মঘোনঃ। প্রেদু হরিবঃ শ্রুতস্য ॥ ১৩
উক্থং চন শস্যমানমগোররিরা চিকেত। ন গায়ত্রম্ গীয়মানম্ ॥ ১৪
মা ন ইন্দ্র পীয়ত্নবে মা শর্ধতে পরা দাঃ। শিক্ষা শচীবঃ শচীভিঃ ॥ ১৫
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ। কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১৬
ন ঘেমন্যদা পপন বজ্রিন্নপসো নবিষ্টৌ। তবেদু স্তোমং চিকেত ॥ ১৭
ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তং ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ ॥ ১৮
ও ষু প্র যাহি বাজেভির্মা হৃণীথা অভ্যস্মান্। মহাঁ ইব যুবজানিঃ ॥ ১৯
মো ষ্বদ্য দুর্হণাবাংৎসায়ং করদারে অস্মং। অশ্রীর ইব জামাতা ॥ ২০
বিদ্মা হ্যস্য বীরাস্য ভূরিদাবরীং সুমতিম্। ত্রিষু জাতস্য মনাংসি ॥ ২১
আ তু ষিঞ্চ কণ্বমন্তং ন ঘা বিদ্ম শবসানাৎ। যশস্তরং শতমূতেঃ ॥ ২২
জ্যেষ্ঠেন সোতরিন্দ্রায় সোমং বীরায় শক্রায়। ভবা পিবন্নর্যায় ॥ ২৩
যো বেদিষ্ঠো অব্যথিষ্বশ্বাবন্তং জরিতৃভ্যঃ। বাজং স্তোতৃভ্যো গোমন্তম্ ॥ ২৪
পন্যং পন্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়। সোমং বীরায় শূরায় ॥ ২৫
পাতা বৃত্রহা সুতমা ঘা গমন্নারে অস্মৎ। নি যমতে শতমূতিঃ ॥ ২৬
এহ হরী ব্রহ্মযুজা শগ্মা বক্ষতঃ সখায়ম্। গীর্ভিঃ শ্রুতং গির্বণসম্ ॥ ২৭
স্বাদবঃ সোমা আ যাহি শ্রীতাঃ সোমা আ যাহি।
শিপ্রিন্নৃষীবঃ শচীবো নায়মচ্ছা সধমাদম্ ॥ ২৮
স্তুতশ্চ যাস্ত্বা বর্ধন্তি মহে রাধসে নৃম্ণায়। ইন্দ্র কারিণং বৃধন্তঃ ॥ ২৯
গিরিশ্চ যাস্তে গির্বাহ উক্থা চ তুভ্যং তানি। সত্রা দধিরে শবাংসি ॥ ৩০
এবেদেষ তুবিকূর্মির্বাজাঁ একো বজ্রহস্তঃ। সনাদমৃক্তো দয়তে ॥ ৩১
হন্তা বৃত্রং দক্ষিণেনেন্দ্রঃ পুরূপুরুহূতঃ। মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৩২
যস্মিন্বিশ্বাশ্চর্ষণয় উত চ্যৌত্না জ্রয়াংসি চ। অনু ঘেন্মন্দী মঘোনঃ ॥ ৩৩
এষ এতানি চকারেন্দ্রো বিশ্বা যোঽতি শৃণ্বে। বাজদাবা মঘোনাম্ ॥ ৩৪
প্রভর্তা রথং গব্যন্তমপাকা চ্চিদ্যমবতি। ইনো বসু স হি বোড়্হা ॥ ৩৫
সনিতা বিপ্রো অর্বদ্ভির্হন্তা বৃত্রং নৃভিঃ শূরঃ। সত্যোঽবিতা বিধন্তম্ ॥ ৩৬
যজধ্বৈনং প্রিয়মেধা ইন্দ্রং সত্রাচা মনসা। যো ভূৎসোমৈঃ সত্যমদ্বা ॥ ৩৭
গাথশ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্কামং পুরুত্মানম্। কণ্বাসো গাত বাজিনম্ ॥ ৩৮

য ঋতে চিদ্গাস্পদেভ্যো দাৎসখা নৃভ্যঃ শচীবান্ । যে অস্মিন্ কামমশ্রিয়ন্ ॥ ৩৯
ইত্থা ধীবন্তমদ্রিবঃ কাণ্বং মেধ্যাতিথিং । মেষো ভূতোভি যন্নয়ঃ ॥ ৪০
শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্যযুতা দদৎ ॥ অষ্টা পরঃ সহস্রা ॥ ৪১
উত সু ত্যে পয়োবৃধা মাকী রণস্য নপ্ত্যা । জনিত্বনায় মামহে ॥ ৪২

অনুবাদ ঃ ১। হে বসু ইন্দ্র ! এ অভিষুত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হোক। হে অকুতোভয় ইন্দ্র ! তোমাকে দান করব। ২। নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিষুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। ৩। হে ইন্দ্র ! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সাথে মিশিয়ে আস্বাদযুক্ত করেছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র ! একত্র পানস্থলে এস। ৪। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্বপ্রকার অন্নযুক্ত। ৫। যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁহাকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু পুরোডাশাদি যাকে অপ্রীত করে না, আমরা সে ইন্দ্রকে স্তব করি। ৬। ব্যাধ মৃগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেরূপ অন্য যে লোক গব্য সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁর নিকট গমন করে, তারা তাঁকে পায় না। ৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন প্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হোক। ৮। একমাত্র ঋত্বিকগণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটি কোশ সোমস্রবণ করছে, তিনটি চমস পূর্ণ হয়েছে। ৯। হে সোম ! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীরদ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিকৃত ! তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর। ১০। হে ইন্দ্র ! তোমার এ সোম সকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাঙ্ক্ষা করছে। ১১। হে ইন্দ্র ! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরোডাশ ও এ সোমকে মিশ্রিত কর, যেহেতু তোমাকে ধনবান বলে শুনতে পাই। ১২। সুরা পীত হলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেরূপ হে ইন্দ্র ! পীতসোম সকল হৃদয় মধ্যে যুদ্ধ করে। দুগ্ধপূর্ণ উধঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, তুমি সোমপূর্ণ, স্তোতাগণ সেরূপ তোমায় পালন করে। ১৩। হে হর্যশ্ব ! তুমি ধনবান, তোমার স্তোতা ধনবান হয়। তোমার ন্যায় ধনবান প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়। ১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্যমান উকথ জানতে পারেন ; সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হচ্ছে। ১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করো না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করো না। হে শক্তিমান ইন্দ্র ! তুমি স্বীয় কর্মবলে আমাদের ধন দান কর। ১৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার সখা, তোমায় ইচ্ছা করি, তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন, আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উকথদ্বারা তোমায় স্তব করছে। ১৭। হে বজ্রবান ইন্দ্র ! তুমি কর্মবান, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করিনা, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি। ১৮। দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্বদা ইচ্ছা করেন, তার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁরা অনলস হয়ে অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন। ১৯। হে ইন্দ্র ! অন্নের সাথে আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে এস। যুবতী জায়া পেলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না। ২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র; অদ্য আমাদের সমীপে আসুন, কুৎসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন। ২১। আমরা এ বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি। তিন লোকে প্রাদুর্ভূত

ইন্দ্রের হৃদয় জানি। ২২। কথমান ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে শীঘ্র সোম সেক কর, অতি বলসম্পন্ন এবং প্রভূত রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না। ২৩। হে অভিষবণকারী! তুমি বীর, শক্তিমান ও নরগণের হিতকর। ইন্দ্রের উদ্দেশে মধুস্বরূপ সোম প্রদান কর, তিনি পান করুন। ২৪। যিনি সুখকর স্তোতাগণকে বিশেষরূপে জানেন, সে ইন্দ্র, হোতাদের ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্নদান করুন। ২৫। হে অভিষবণকারিগণ! তোমরা মাদয়িতব্য বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর। ২৬। সোম পানশীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আসুন, আমাদের দূরবর্তী হবেন না। বহুবিধ রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র শত্রুগণকে নিয়ত করুন। ২৭। স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এ যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিশ্রুত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনুন। ২৮। হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত শক্তিমান ইন্দ্র! এ সোম স্বাদু, তুমি এস। সোম সকল মিশ্রণদ্রব্যে মিশ্রিত হয়েছে, এস। তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে স্তুতি করছে। ২৯। হে ইন্দ্র! বর্ধনশীল স্তোতাগণ ও স্তুতিসমূহ মহৎ ধন ও বল লাভের জন্য তোমাকে বর্ধিত করে। ৩০। হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তুতি ও উকথ আছে, তা সমস্ত মিলিত হয়েই তোমার বল বিধান করছে। ৩১। ইন্দ্র বহুকর্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হতে শত্রু কর্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন। ৩২। ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা বৃত্রকে হনন করেছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেকবার আহূত, তিনি নানা প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান। ৩৩। সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্তমান, সে ইন্দ্র, যজমানগণের অনুমোদনকারী হোন। ৩৪। ইন্দ্র এ সমস্ত কার্য করেছেন, তিনি সর্বত্র বিশ্রুত, তিনি হবিষ্মানদের অন্নদাতা। ৩৫। প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী স্তোতাকে অপক্কপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করেন, সে স্তোতাই প্রভু হয়ে বহুধন দান করেন। ৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে যান। তিনি শূর। নেতা মরুদগণের সাহায্যে বৃত্র বধ করেন। তিনি পরিচর্যাকার যজমানের রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ। ৩৭। হে প্রিয়মেধা! সে ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হলে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না। ৩৮। হে কণ্বগণ! তোমরা সাধু লোকের পালক, অন্নাভিলাষী বহুদেশগামী, বেগবান ও গেয়যশঃসম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর। ৩৯। পদচিহ্ন না থাকলেও সখা, সুকর্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভীসকল পুনঃ প্রদান করেছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হতে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হয়েছিল। ৪০। হে বজ্রবাণ ইন্দ্র! তুমি মেষরূপে অভিগমন করে এ প্রকারে স্তুতিকারী কণ্বপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হয়েছিলে। ৪১। হে বিভিন্দু (১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চার অযুত ধন দান করেছ পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করেছ। ৪২। প্রসিদ্ধ, জলবর্ধক, ভূত-নির্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল, দ্যাবাপৃথিবীকে ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করেছ।

টীকা: ১। বিন্দুনামক রাজার নিকট বহুধনপ্রাপ্ত হয়ে ঋষি তাঁর স্তব করছেন। সায়ণ।

৩ সূক্ত॥ ১৯ ২২, ২৩ ও ২৪ এ চারটি ঋকের কুরুযানের পুত্র পাকস্থাম রাজার দানের স্তুতি করা হয়েছে, অতএব তাই দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি ঋষি। প্রাগাথ, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী, বৃহতী ছন্দ।

পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
অপির্নো বোধি সধমাদ্যো বৃধেস্মাঁ অবন্তু তে ধিয়ঃ॥ ১

ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং মা নঃ স্তররভিমাতয়ে।
অস্মাঞ্চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা নঃ সুম্নেষু যাময় ॥ ২
ইমা উ ত্বা পুরূবসো গিরো বর্ধন্তু যা মম।
পাবকবর্ণাঃ শুচয়ো বিপশ্চিতোঽভি স্তোমৈরনূষত ॥ ৩
অয়ং সহস্রমৃষিভিঃ সহস্কৃতঃ সমুদ্র ইব পপ্রথে।
সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে ॥ ৪
ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইন্দ্রং প্রয়ত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্র ধনস্য সাতয়ে ॥ ৫
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৬
অভি ত্বা পূর্বপীতয় ইন্দ্র স্তোমেভিরায়বঃ।
সমীচীনাস ঋভবঃ সমস্বরন্রুদ্রা গৃণন্ত পূর্ব্যম্ ॥ ৭
অস্যেদিন্দ্রো বাবৃধে বৃষ্ণ্যং শবো মদে সুতস্য বিষ্ণবি।
অদ্যা তমস্য মহিমানমায়বোঽনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা ॥ ৮
তত্ত্বা যামি সুবীর্যং তদ্ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে।
যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে যেন প্রস্কণ্বমাবিথ ॥ ৯
যেনা সমুদ্রমসৃজো মহীরপস্তদিন্দ্র বৃষ্ণি তে শবঃ।
সদ্যঃ সো অস্য মহিমা ন সংনশে যং ক্ষোণীরনুচক্রদে ॥ ১০
শগ্ধী ন ইন্দ্র যত্ত্বা রয়িং যামি সুবীর্যম্।
শগ্ধী বাজায় প্রথমং সিষাসতে শগ্ধী স্তোমায় পূর্ব্য ॥ ১১
শগ্ধী নো অস্য যদ্ধ পৌরমাবিথ ধিয় ইন্দ্র সিষাসতঃ।
শগ্ধী যথা রুশমং শ্যাবকং কৃপমিন্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণরম্ ॥ ১২
কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ।
নহী ন্বস্য মহিমানমিন্দ্রিয়ং স্বর্গৃণন্ত আনশুঃ ॥ ১৩
কদু স্তুবন্ত ঋতয়ন্ত দেবত ঋষি কো বিপ্র ওহতে।
কদা হবং মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতঃ কদু স্তুবত আ গমঃ ॥ ১৪
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৫
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমানশুঃ।
ইন্দ্রং স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ১৬
যুক্ষ্বা হি বৃত্রহন্তম হরী ইন্দ্র পরাবতঃ।
অর্বাচীনো মঘবন্ত্সোমপীতয় উগ্র ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ১৭
ইমে হি তে কারবো বাবশুর্ধিয়া বিপ্রাসো মেধসাতয়ে।
স ত্বং নো মঘবন্নিন্দ্র গির্বণো বেনো ন শৃণুধী হবম্ ॥ ১৮
নিরিন্দ্র বৃহতীভ্যো বৃত্রং ধনুভ্যো অস্ফুরঃ।
নিরর্বুদস্য মৃগয়স্য মায়িনো নিঃ পর্বতস্য গা আজঃ ॥ ১৯
নিরগ্নয়ো রুরুচুর্নিরু সূর্যো নিঃ সোম ইন্দ্রিয়ো রসঃ।
নিরন্তরিক্ষাদধমো মহামহিং কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ২০
যং মে দুরিন্দ্রো মরুতঃ পাকস্থামা কৌরয়াণঃ।
বিশ্বেষাং ত্মনা শোভিষ্ঠমুপেব দিবি ধাবমানম্ ॥ ২১
রোহিতং মে পাকস্থামা সুধুরং কক্ষ্যপ্রাং।
অদাদ্রায়ো বিবোধনম্ ॥ ২২

যস্মা অন্যে দশ প্রতি ধুরং বহন্তি বহ্নয়ঃ।
অস্তং বয়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ২৩
আত্মা পিতুস্তনূর্বাস ওজোদা অভ্যঞ্জনম্।
তুরীয়মিদ্রোহিতস্য পাকস্থামানং ভোজং দাতারমব্রবম্ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোমপান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সাথে মত্ত হবার যোগ্য। তুমি বন্ধু হয়ে আমাদের বর্ধিত করবার জন্য প্রবুদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমাদের রক্ষা করুক। ২। আমরা হবিষ্মান আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করব, শত্রুর জন্য আমাদের হিংসা করো না, আমাদের বহুবিধ রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদের সুখে নিয়ত কর। ৩। হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এ বাক্য তোমাকে বর্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বানগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে। ৪। ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হতে বল লাভ করে বিস্তীর্ণ হয়েছেন, এর অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয়। ৫। আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি, যজ্ঞ আরম্ভ হলে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হলে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। আমরা ভজমান হয়ে ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ৬। ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করেছেন, ইন্দ্র সূর্যকে দীপ্ত করেছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হয়েছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয়। ৭। হে ইন্দ্র! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করছেন, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক স্তব করছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করেছে। ৮। অভিষুত সোমপানে সর্বদেহব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এ যজমানেরই বীর্য ও বল বর্ধিত করেন, মনুষ্যগণ অদ্য পূর্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সে গুণ স্তব করছে। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্যবান, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন যাচ্ঞা করছি। যা দ্বারা কর্মশূন্য লোকের নিকট হতে হিতকর ধন প্রদান করেছ ও যা দ্বারা প্রস্কন্বকে রক্ষা করেছ, আমি তাই প্রার্থনা করি। ১০। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করেছ, তোমার সে বল অভীষ্ট ফলপ্রদ! ইন্দ্রের সে সে মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নয়, পৃথিবী এ মহিমা অনুগমন করে। ১১। হে ইন্দ্র! শোভন বীর্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি আমাদের সে ধন প্রদান কর। ভজনাভিলাষী হবিষ্মান যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন! তদনন্তর স্তোতাকে দাও। ১২। হে ইন্দ্র! কর্ম সংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুরু রাজার পুত্রকে রক্ষা করেছিলে, সে ধন আমাদের এ যজমানকে প্রদান কর। রুশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেরূপে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ সকল হবির্নেতা যজমানকে রক্ষা কর। ১৩। সর্বত্রগামী স্তুতির কর্তা, কোন অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ব ব্যাপ্ত করতে পারে না। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করে? কোন ঋষি বিপ্র তোমার স্তুতি বহন করে? হে ইন্দ্র! তুমি কখন স্তুতিকারীর আহ্বনানুসারে গমন কর? কখনই বা স্তোতার নিকট যাও। ১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হচ্ছে। ১৬। কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করেছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করে স্তোত্রদ্বারা তাঁকেই পূজা করেছিল। ১৭। হে বৃত্রহা শ্রেষ্ঠ! হরিদ্বয়কে রথে যোজনা কর। হে ধনবান।

তুমি উগ্র, সোমপানার্থে আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হতে দর্শনীয় মরুদগণের সাথে এস। ১৮। হে ইন্দ্র! কর্মকর্তা, মেধাবী, এ যজমানগণ যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করছে। হে মঘবন! হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! তুমি কামুক পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শোন। ১৯। হে ইন্দ্র! মহাধনুদ্বারা তুমি বৃত্রকে হত করেছ, মায়াবী অর্বুদের ও মৃগয়কে নাশ করেছ, পর্বত হতে গোসকলকে নির্গত করেছ। ২০। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অন্তরীক্ষ হতে মহান ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করেছিলে তখন বল প্রকাশ করেছিলে। অগ্নি সকল দীপ্ত হয়েছিল, সূর্য দীপ্ত হয়েছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হয়েছিল। ২১। ইন্দ্র ও মরুদগণ যা আমাকে দিয়েছিলেন, কুরযানের পুত্র পাকস্থামা তাই আমাকে দিয়েছেন। তা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান প্রভাযুক্ত সূর্যের ন্যায় শোভা পায়। ২২। পাকস্থামা আমাকে লোহিতবর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করেছেন। ২৩। দশ সংখ্যক অশ্ব তার প্রতিনিধি হয়ে আমাকে বহন করে। অশ্বগণ এরূপে তুগ্যপুত্রকে বহন করেছিল। ২৪। পাকস্থামা তার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুটভাবে বলদাতা, শত্রুদের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিতবর্ণ অশ্বদাতা পাকস্থামাকে স্তব করি।

৪ সূক্ত॥ ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ ঋকের পূষা দেবতা, ১৯, ২০ এবং ২১ ঋকের কুরঙ্গদান দেবতা, অবশিষ্ট ঋকের ইন্দ্র দেবতা। দেবাতিথি ঋষি। প্রাগাথ, পুরউষ্ণিক ছন্দ।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবেঽসি প্রশর্ধ তুর্বশে॥ ১
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।
কণ্বাসস্ত্বা ব্রহ্মভিঃ স্তোমবাহস ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যা গহি॥ ২
যথা গৌরো অপা কৃতং তৃষ্যন্নেত্যবেরিণম্।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মা গহি কণ্বেষু সু সচা পিব॥ ৩
মন্দন্তু ত্বা মঘবন্নিন্দ্রেন্দবো রাধোদেয়ায় সুন্বতে।
আমুষ্যা সোমমপিবশ্চমূ সুতং জ্যেষ্ঠং তদ্দধিষে সহঃ॥ ৪
প্র চক্রে সহসা সহো বভঞ্জ মন্যুমোজসা।
বিশ্বে ত ইন্দ্র পৃতনায়বো যহো নি বৃক্ষা ইব যেমিরে॥ ৫
সহস্রেণেব সচতে যবীযুধা যস্ত আনলুপস্তুতিম্।
পুত্রং প্রাবর্গং কৃণুতে সুবীর্যে দাশ্নোতি নম উক্তিভিঃ॥ ৬
মা ভেম মা শ্রমিষ্মোগ্রস্য সখ্যে তব।
মহত্তে বৃষ্ণো অভিচক্ষ্যং কৃতং পশ্যেম তুর্বশং যদুঃ॥ ৭
সব্যমনু স্ফিগ্যং বাবসে বৃষা ন দানো অস্য রোষতি।
মধ্বা সংপৃক্তাঃ সারঘেণ ধেনবস্তূয়মেহি দ্রবা পিব॥ ৮
অশ্বী রথী সুরূপ ইদ্গোমাঁ ইদিন্দ্র তে সখা।
শ্বাত্রভাজা বয়সা সচতে সদা চন্দ্রো যাতি সভামুপ॥ ৯
ঋশ্যো ন তৃষ্যন্নবপানমা গহি পিবা সোমং বশাঁ অনু।
নিমেঘমানো মঘবন্দিবেদিব ওজিষ্ঠং দধিষে সহঃ॥ ১০
অধ্বর্যো দ্রাবয়া ত্বং সোমমিন্দ্রঃ পিপাসতি।
উপ নূনং যুযুজে বৃষণা হরী আ চ জগাম বৃত্রহা॥ ১১

অয়ং চিৎস মন্যতে দাশুরির্জনো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি।
ইদং তে অন্নং যুজ্যং সমুক্ষিতং তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১২
রথেষ্ঠায়াধ্বর্যবঃ সোমমিন্দ্রায় সোতন।
অধি ব্রধ্নস্যাদ্রয়ো বি চক্ষতে সুন্বন্তো দাশ্বধ্বরম্ ॥ ১৩
উপ ব্রধ্নং বাবাতা বৃষণা হরী ইন্দ্রমপসু বক্ষতঃ।
অর্বাঞ্চং ত্বা সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ ॥ ১৪
প্র পূষণং বৃণীমহে যুজ্যায় পুরূবসুম্।
স শক্র শিক্ষ পুরুহূত নো ধিয়া তুজে রায়ে বিমোচন ॥ ১৫
সং নঃ শিশীহি ভুরিজোরিব ক্ষুরং রাস্ব রায়ো বিমোচন।
ত্বে তন্নঃ সুবেদমুস্রিয়ং বসু যং ত্বং হিনোষি মর্ত্যম্ ॥ ১৬
বেমি ত্বা পূষন্নৃঞ্জসে বেমি স্তোতব আঘৃণে।
ন তস্য বেম্যরণং হি তদ্বসো স্তুষে পজ্রায় সাম্নে ॥ ১৭
পরা গাবো যবসং কচ্চিদাঘৃণে নিত্যং রেক্ণো অমর্ত্য।
অস্মাকং পূষন্নবিতা শিবো ভব মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ১৮
স্থূরং রাধঃ শতাশ্বং কুরুঙ্গস্য দিবিষ্টিষু।
রাজ্ঞস্ত্বেষস্য সুভগস্য রাতিষু তুর্বশেষ্বমন্মহি ॥ ১৯
ধীভিঃ সাতানি কাণ্বস্য বাজিনঃ প্রিয়মেধৈরভিদ্যুভিঃ।
ষষ্টিং সহস্রানু নির্মজামজে নির্যূথানি গবামৃষিঃ ॥ ২০
বৃক্ষাশ্চিন্মে অভিপিত্বে অরারণুঃ।
গাং ভজন্ত মেহনাশ্বং ভজন্ত মেহনা ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশস্থ নরগণ কর্তৃক আহূত হয়ে থাক, হে শ্রেষ্ঠ! তথাপি আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণ-কর্তৃক প্রেরিত হও, তুর্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্তৃক প্রেরিত হও। ২। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি, রুম, রুমশ, শ্যাবক ও কৃপের সাথে হৃষ্ট হয়ে থাক, স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করছে, তুমি এস। ৩। গৌর মৃগ যেরূপ তৃষিত হয়ে জলপূর্ণ তৃণ শূন্য স্থান জানতে পারে। হে ইন্দ্র! সেরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সঙ্গে একত্র পান কর। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধনদানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করেছ, ঐ সোম অভিষবণ ফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এ জন্য তুমি মহাবল ধারণ করেছ। ৫। ইন্দ্র বীরকর্মদ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করেছেন, বলদ্বারা পরকীয় ক্রোধ নষ্ট করেছেন। হে মহান ইন্দ্র! সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রুগণকে তুমি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করেছ। ৬। হে ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ বীর লাভ করে, যে নমস্কার দ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্যবান শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করে আমরা ভীত হব না, শ্রান্তও হব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্বশ ও যদুকে দেখেছি। ৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বাম কটিপ্রদেশ-দ্বারা সমস্ত ভূতজাত আচ্ছাদন করেছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুদ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক সোম সকলের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তার নিকট গমন কর এবং পান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার সখাই অশ্ববান, রথবান, গোমান ও রূপবান। সে সর্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং

সকলের আহ্লাদকর হয়ে সভায় গমন করে। ১০। পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাভিমুখে এস। অভিলাষানুরূপ পান কর। হে মঘবন! তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টি সিক্তকরে অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর। ১১। হে অধ্বর্যু! ইন্দ্র পান করতে ইচ্ছা করছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তরুণবয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হয়েছে, বৃত্রহা এসেছেন। ১২। হে ইন্দ্র! যার সোমে তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তা জানতে পারে। তোমার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রয়েছে, তুমি এস, নিকটে যাও ও পান কর। ১৩। হে অধ্বর্যুগণ! রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করছেন, তাঁর উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তর সকল যজমানের যাগ নিষ্পাদক সোম অভিষব করে শোভা পাচ্ছে। ১৪। আমাদের কর্মে অন্তরিক্ষবিহারী, সেচন সমর্থ হরিদ্বয় ইন্দ্রকে আনুন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সবনসমূহের অভিমুখে উপনীত করুন। ১৫। আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শত্রু পুরহূত, পাপবিমোচক পূষা! আমাদের আপনার বুদ্ধিদ্বারা ধনলাভ ও শত্রুনাশার্থে সমর্থ করতে ইচ্ছা কর। ১৬। হে পূষা! আমাদের বাহুস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর, হে পাপবিমোচনকারী! আমাদের ধন দান কর। তোমায় গোধন আমাদের সুলভ হোক। তুমি মর্ত্যের প্রতি এ ধন প্রেরণ করে থাক। ১৭। হে পূষা! তোমাকে প্রসাধিত করতে ইচ্ছা করি। হে দীপ্তিযুক্ত! তোমার স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। তার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু তা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সামযুক্ত পজ্রকে অভিলষিত ধন প্রদান কর। ১৮। হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা! কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হোক। তুমি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহান হও। ১৯। কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যজ্ঞে ও দানে (১) মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জানতে পেরেছি। ২০। কণ্বপুত্র হবিষ্মান ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধ নামক ঋষিগণের সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্টিসহস্র গোসমূহ আমি দেবাতিথি সকলের শেষে প্রাপ্ত হয়েছি। ২১। আমি ধন প্রাপ্ত হলে, বৃক্ষ সকলও শব্দ করেছিল যে এঁরা প্রশংসনীয় গোলাভ ও অশ্বলাভ করেছেন।

টীকা ঃ ১। মূলে 'দিবিষ্টিষু রাতিষু' আছে। যজ্ঞ ও দানদ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়, এ বিশ্বাস এ থেকে প্রতীয়মান হয়।

৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল শেষ পাঁচটি অর্ধ ঋকের দেবতা কশুনামক রাজা, কারণ, তারই দানের কথা এতে উক্ত হয়েছে। কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

দূরাদিহেব যৎসতারুণপ্সুরশিশ্বিতৎ। বি ভানুং বিশ্বধাতনৎ ॥ ১
নৃবদ্দস্রা মনোযুজা রথেন পৃথুপাজসা। সচেথে অশ্বিনোষসম্ ॥ ২
যুবাভ্যাং বাজিনীবসূ প্রতি স্তোমা অদৃক্ষত। বাচং দূতো যথোহিষে ॥ ৩
পুরুপ্রিয়া ণ ঊতয়ে পুরুমন্দ্রা পুরূবসূ। স্তুষে কণ্বাসো অশ্বিনা ॥ ৪
মংহিষ্ঠা বাজসাতমেষয়ন্তা শুভস্পতী। গন্তারো দাশুষো গৃহম্ ॥ ৫
তা সুদেবায় দাশুষে সুমেধামবিতারিণীম্। ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্ ॥ ৬

আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবত্তূয়ং শ্যেনেভিরাশুভিঃ। যাতমশ্বেভিরশ্বিনা ॥ ৭
যেভিস্তিস্রঃ পরাবতো দিবো বিশ্বানি রোচনা। ত্রীরক্তূন্ পরিদীয়থঃ ॥ ৮
উত নো গোমতীরিষ উত সাতীরহর্বিদা। বি পথঃ সাতয়ে সিতম্ ॥ ৯
আ নো গোমন্তমশ্বিনা সুবীরং সুরথং রয়িম্। বোড়্হমশ্বাবতীরিষ ॥ ১০
বাবৃধানা শুভস্পতী দস্রা হিরণ্যবর্তনী। পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১১
অস্মভ্যং বাজিনীবসূ মঘবদ্ভ্যশ্চ সপ্রথঃ। ছর্দির্যংতমদাভ্যম্ ॥ ১২
নি ষু ব্রহ্ম জনানাং যাবিষ্টং তূয়মা গতম্। মো ষ্বন্যাঁ উপারতম্ ॥ ১৩
অস্য পিবতমশ্বিনা যুবং মদস্য চারুণঃ। মধ্বো রাতস্য ধিষ্ণ্যা ॥ ১৪
অস্মে আ বহতং শতবন্তং সহস্রিণম্। পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্ ॥ ১৫
পুরুত্রা চিদ্ধি বাং নরা বিহ্বয়ন্তে মনীষিণঃ। বাঘদ্ভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৬
জনাসো বৃক্তবর্হিষো হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ। যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥ ১৭
অস্মাকমদ্য বাময়ং স্তোমো বাহিষ্ঠো অন্তমঃ। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৮
যো হ বাং মধুনো দৃতিরাহিতো রথচর্ষণে। ততঃ পিবতমশ্বিনা ॥ ১৯
তেন নো বাজিনীবসূ পশ্বে তোকায় শং গবে। বহতং পীবরীরিষঃ ॥ ২০
উত নো দিব্যা ইষ উত সিন্ধূঁরহর্বিদা। অপ দ্বারেব বর্ষথঃ ॥ ২১
কদা বাং তৌগ্র্যো বিধৎসমুদ্রে জহিতো নরা। যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥ ২২
যুবং কণ্বায় নাসত্যাপিরিপ্তায় হর্ম্যে। শশ্বদূতীর্দশস্যথ ॥ ২৩
তাভিরা যাতমূতিভির্নব্যসীভিঃ সুশস্তিভিঃ। যদ্বাং বৃষণ্বসূ হুবে ॥ ২৪
যথা চিৎকণ্বমাবতং প্রিয়মেধমুপস্তুতম্। অত্রিং শিঞ্জারমশ্বিনা ॥ ২৫
যথোত কৃৎব্যে ধনেহংশুং গোষ্বগস্ত্যম্। যথা বাজেষু সোভরিম্ ॥ ২৬
এতাবদ্বাং বৃষণ্বসূ অতো বা ভূয়ো অশ্বিনা। গৃণন্তঃ সুম্নমীমহে ॥ ২৭
রথং হিরণ্যবন্ধুরং হিরণ্যাভীশুমশ্বিনা। আ হি স্থাথো দিবিস্পৃশম্ ॥ ২৮
হিরণ্যয়ী বাং রভিরীষা অক্ষো হিরণ্যয়ঃ। উভা চক্রা হিরণ্যয়া ॥ ২৯
তেন নো বাজিনীবসূ পরাবতশ্চিদা গতম্। উপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৩০
আ বহেথে পরাকাৎ পূর্বীরশ্নন্তাবশ্বিনা। ইষো দাসীরমর্ত্যা ॥ ৩১
আ নো দ্যুম্নৈরা শ্রবোভিরা রায়া যাতমশ্বিনা। পুরুশ্চন্দ্রা নাসত্যা ॥ ৩২
এহ বাং প্রুষিতপ্সবো বয়ো বহন্তু পর্ণিনঃ। অচ্ছা স্বধ্বরং জনম্ ॥ ৩৩
রথং বামনুগায়সং য ইষা বর্ততে সহ। ন চক্রমভি বাধতে ॥ ৩৪
হিরণ্যয়েন রথেন দ্রবৎপাণিভিরশ্বৈঃ। ধীজবনা নাসত্যা ॥ ৩৫
যুবং মৃগং জাগৃবাংসং স্বদথো বা বৃষণ্বসূ। তা নঃ পৃঙ্ক্তমিষা রয়িম্ ॥ ৩৬
তা মে অশ্বিনা সনীনাং বিদ্যাতং নবানাম্।
যথা চিচ্চৈদ্যঃ কশুঃ শতমুষ্ট্রানাং দদৎসহস্রা দশ গোনাম্ ॥ ৩৭
যো মে হিরণসন্দৃশো দশ রাজ্ঞো অমংহত।
অধস্পদা ইচ্চৈদ্যস্য কৃষ্টশ্চর্মম্না অভিতো জনাঃ ॥ ৩৮
মাকিরেনা পথা গাদ্যেনেমে যন্তি চেদয়ঃ।
অন্যো নেৎসূরিরোহতে ভূরিদাবত্তরো জনঃ ॥ ৩৯

অনুবাদ ঃ ১। দূর হতেই নিকটে বর্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট উষা যখন সমস্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ করে দেন তখন দীপ্তিকে বহুপ্রকারে বিস্তারিত করেন। ২। হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতার ন্যায়। তোমরা ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে উষার সঙ্গে মিলিত হও। ৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্র সকল দর্শন কর। দূত যেমন প্রভুর

বাক্য প্রার্থনা করে, সেরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি। ৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি। ৫। তোমরা পূজনীয়, সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ীর গৃহে গমনশীল। ৬। যে হব্যদায়ী সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁর জন্য তোমরা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ করে অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট এস। এ অশ্বগণের গতি প্রশংসনীয়। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এ অশ্বের সাহায্যে দূর হতে গমন কর। ৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর এবং এ সকলের সম্ভোগার্থে পথ প্রদান কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্র-বিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর। ১১। হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্ময়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়! প্রবৃদ্ধ হয়ে সোমময় মধু পান কর। ১২। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমরা ধনবান, আমাদের সর্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ দাও। ১৩। তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র এস। অন্যের নিকট যেও না। ১৪। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর। ১৫। আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহুনিবাসযুক্ত সকলের ধারণক্ষম ধন আন। ১৬। হে নেতাদ্বয়! মনীষিগণ নানা দেশে তোমাদের আহ্বান করে। হে অশ্বিদ্বয়! বাহক অশ্বের সাহায্যে এস। ১৭। হব্যযুক্ত পর্যাপ্ত কার্যকারী জনগণ বর্হি ছিন্ন করে তোমাদের আহ্বান করছে। ১৮। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এ স্তোম তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক বাহক হয়ে তোমাদের নিকটবর্তী হোক। ১৯। হে অশ্বিদ্বয়! যে মধুপূর্ণ চর্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হয়েছে, তা হতে মধু পান কর। ২০। হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিদ্বয়! আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন সে রথে অনায়াসে এস। ২১। হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয়! স্বর্গীয় বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়েই সেচন কর! ২২। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হয়ে কখন স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করেছিল? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সাথে গমন করেছিল। ২৩। হে নাসত্যদ্বয়! তোমার হর্ম্যতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানাপ্রকার রক্ষা প্রদান করেছিলে। ২৪। হে বর্ষণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যখন তোমাদের আহ্বান করি, তখন সে নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সাথে এস। ২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তুপ ও স্তুতিকারী অত্রিকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ আমাদের রক্ষা কর। ২৬। ধনের জন্য যেরূপ অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সোভারকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ আমাদের রক্ষা কর। ২৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তব করে এ পরিমাণ, অথবা এ অপেক্ষা অধিক ধন যাচ্ঞা করি। ২৮। হে অশ্বিদ্বয়! হিরণ্ময় সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান কর। ২৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের অলম্ভনীয় রথের ইষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়। ৩০। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ঐ রথে দূর দেশ হতেও এস। আমাদের এ শোভন স্তুতির নিকট গমন কর। ৩১। হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্ন করে দূর দেশ হতে অন্ন আবহন কর। ৩২। হে অনেকের প্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আমাদের নিকট অন্নের সাথে এস, যশের সাথে ও ধনের সাথে

এস। ৩৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদের সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট নিয়ে যাক। ৩৪। যে রথ অশ্বের সাথে বর্তমান, স্তোতাগণ কর্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সে রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না। ৩৫। হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্র পদযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে আরোহণ করে আগমন কর। ৩৬। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা সর্বদা জাগরূক অন্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর। ৩৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জান। চেদিবংশীয় কশুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো (১) প্রদান করেছিলেন তাও জান। ৩৮। যে কশু আমার পরিচর্যার্থে হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করেছিলে, সমস্ত প্রজা সে চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে। ৩৯। যে পথে এ চেদিরা গমন করছে, সে পথে আর কেউ যেতে পারে না। এ অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান ব্যক্তি স্তোতার জন্য দান করে নি।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদে পালিত পশুদের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তদ্ভিন্ন গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

৬ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। শেষ তিনটি ঋকে পরশুনামক রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হয়েছে বলে তাই দেবতা।
বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব। স্তোমৈর্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ। বিপ্রা ঋতস্য বাহসা ॥ ২
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্। জামি ব্রুবত আয়ুধম্ ॥ ৩
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ ॥ ৪
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎসমবর্তয়ৎ। ইন্দ্রশ্চর্মেব রোদসী ॥ ৫
বি চিদ্বৃত্রস্য দোধতো বজ্রেন শতপর্বণা। শিরো বিভেদ বৃষ্ণিনা ॥ ৬
ইমা অভি প্র ণোনুমো বিপামগ্রেষু ধীতয়ঃ। অগ্নেঃ শোচির্ন দিদ্যুতঃ ॥ ৭
গুহা সতীরুপ ত্মনা প্র যচ্ছোচন্ত ধীতয়ঃ। কণ্বা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৮
প্র তমিন্দ্র নশীমহি রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। প্র ব্রহ্ম পূর্বচিত্তয়ে ॥ ৯
অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ। অহং সূর্য ইবাজনি ॥ ১০
অহং প্রত্নেন মন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্ববৎ। যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে ॥ ১১
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুরৃষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদ্বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ১২
যদস্য মন্যুরধ্বনীদ্বি বৃত্রং পর্বশো রুজন্। অপঃ সমুদ্রমৈরয়ৎ ॥ ১৩
নি শুষ্ণ ইন্দ্র ধর্ণসিং বজ্রং জঘন্থ দস্যবি। বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে ॥ ১৪
ন দ্যাব ইন্দ্রমোজসা নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। ন বিব্যচন্ত ভূময়ঃ ॥ ১৫
যস্ত ইন্দ্র মহীরপঃ স্তভূয়মান আশয়ৎ। নি তং পদ্যাসু শিশ্নথঃ ॥ ১৬
য ইমে রোদসী মহী সমীচী সমজগ্রভীৎ। তমোভিরিন্দ্র তং গুহঃ ॥ ১৭
য ইন্দ্র যতয়স্ত্বা ভৃগবো যে চ তুষ্টুবুঃ। মমেদুগ্র শ্রুধী হবম্ ॥ ১৮
ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরম্। এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ ॥ ১৯
যা ইন্দ্র প্রস্বস্ত্বাসা গর্ভমচক্রিরন্। পরি ধর্মেব সূর্যম্ ॥ ২০
ত্বামিচ্ছবসস্পতে কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ। ত্বাং সুতাস ইন্দবঃ ॥ ২১
তবেদিন্দ্র প্রণীতিযূত প্রশস্তিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ২২

আ ন ইন্দ্র মহীমিষং পূরং ন দর্ষি গোমতীম্। উত প্রজাং সুবীর্যম্ ॥ ২৩
উত ত্যদাশ্বশ্ব্যং যদিন্দ্র নাহুষীষ্বা। অগ্রে বিক্ষু প্রদীদয়ৎ ॥ ২৪
অভি ব্রজং ন তত্নিষে সূর উপাকচক্ষসম্। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৫
যদঙ্গ তবিষীয়স ইন্দ্র প্ররাজসি ক্ষিতীঃ। মহাঁ অপার ওজসা ॥ ২৬
তং ত্বা হবিষ্মতীর্বিশ উপ ব্রুবত ঊতয়ে। উরুজ্রয়সমিন্দুভিঃ ॥ ২৭
উপহ্বরে গিরীণাং সঙ্গথে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজায়ত ॥ ২৮
অতঃ সমুদ্রমুদ্বতশ্চিকিত্বাঁ অব পশ্যতি। যতো বিপান এজতি ॥ ২৯
আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা ॥ ৩০
কণ্বাস ইন্দ্র তে মতিং বিশ্বে বর্ধন্তি পৌংস্যম্। উতো শবিষ্ঠ বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩১
ইমাং ম ইন্দ্র সুষ্টুতিং জুষস্ব প্র সু মামব। উত প্র বর্ধয়া মতিম্ ॥ ৩২
উত ব্রহ্মণ্যা বয়ং তুভ্যং প্রবৃদ্ধ বজ্রিবঃ। বিপ্রা অতক্ষ্ম জীবসে ॥ ৩৩
অভি কণ্বা অনূষতাপো ন প্রবতা যতীঃ। ইন্দ্রং বনন্বতি মতিঃ ॥ ৩৪
ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। অনুত্তমন্যুমজরম্ ॥ ৩৫
আ নো যাহি পরাবতো হরিভ্যাং হর্যতাভ্যাম্। ইমমিন্দ্র সুতং পিব ॥ ৩৬
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবন্তে বাজসাতয়ে ॥ ৩৭
অনু ত্বা রোদসী উভে চক্রং ন বর্ত্যেতশম্। অনু সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ৩৮
মন্দস্বা সু স্বর্ণর উতেন্দ্র শর্যণাবতি। মৎস্বা বিবস্বতো মতী ॥ ৩৯
বাবৃধান উপ দ্যবি বৃষা বজ্র্যরোরবীৎ। বৃত্রহা সোমপাতমঃ ॥ ৪০
ঋষির্হি পূর্বজা অস্যেক ঈশান ওজসা। ইন্দ্র চোষ্কূয়সে বসু ॥ ৪১
অস্মাকং ত্বা সুতাঁ উপ বীতপৃষ্ঠা অভি প্রয়ঃ। শতং বহন্তু হরয়ঃ ॥ ৪২
ইমাং সু পূর্ব্যাং ধিয়ং মধোর্ঘৃতস্য পিপ্যুষীম্। কণ্বা উক্থেন বাবৃধুঃ ॥ ৪৩
ইন্দ্রমিদ্বিমহীনাং মেধে বৃণীত মর্ত্যঃ। ইন্দ্রং সনিষ্যুরূতয়ে ॥ ৪৪
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী। সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৪৫
শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং পর্শাবা দদে। রাধাংসি যাদ্বানাম্ ॥ ৪৬
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্। দদুষ্পজ্রায় সাম্নে ॥ ৪৭
উদানট্ককুহো দিবমুষ্ট্রাঞ্চতুর্যুজো দদৎ। শ্রবসা যাদ্বং জনম্ ॥ ৪৮

অনুবাদঃ ১। বৃষ্টিমান পর্জন্যের ন্যায় যিনি বলে মহান, তিনি বৎসরে স্তোমের দ্বারা বর্ধিত হন। ২। যখন নভোদেশপূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক স্তুতি দ্বারা স্তব করে। ৩। কণ্বগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করেছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় বলে থাকে। ৪। সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ এঁর ক্রোধের ভয়ে একে স্বয়ং প্রণাম করে। ৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্মের ন্যায় সম্বর্তিত করেন, তার সেই বল দীপ্ত হয়েছিল। ৬। তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব বীর্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করেছিলেন। ৭। আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমান এ স্তোত্রসমূহ বার বার উচ্চারণ করব। ৮। গুহাতে বর্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হয়ে দীপ্তি পায়, কণ্বগণ তা উদকধারাযুক্ত করুন। ৯। হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং অন্যের পূর্বে জ্ঞানের জন্য আমি প্রাপ্ত হই। ১০। আমি পিতা ও সত্য ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি সূর্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়েছি। ১১। আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলংকৃত করি, তা দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন। ১২। হে ইন্দ্র! যারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে

স্তুতি করে এ সকলের মধ্যে আমার স্তোত্রে সুন্দররূপে স্তুত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। ১৩। যখন এঁর ক্রোধ বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিভাগ করে শব্দ করেছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করেছিলেন। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি, উপক্ষপয়িতা শুষ্ণের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করেছিলে। হে উগ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী বলে বিদিত। ১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরিক্ষসমূহ বজ্র-ধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না। ১৬। হে ইন্দ্র! যে বৃত্র তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করে পরিব্যাপ্ত করেছিল, তাকে গমনশীল জলের মধ্যে বধ করেছিলে। ১৭। যে, এ মহতী সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করেছিল, হে ইন্দ্র! তাকে তম সমূহদ্বারা সংবৃত করেছ। ১৮। হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, তাঁদের মধ্যে আমার আহ্বান শোন। ১৯। হে ইন্দ্র! তোমার এ সত্যবর্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে। ২০। হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী গোসকল আস্যদ্বারা তোমার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করে সূর্যের চতুর্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করেছিল। ২১। হে বলপতি ইন্দ্র! কণ্বগণ উকথদ্বারা তোমাকে বর্ধিত করছে, অভিষুত সোমসমূহ তোমায় বর্ধিত করেছিল। ২২। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তুমি পথপ্রদর্শক হলে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয়। ২৩। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান, গোমান অন্ন রক্ষা করতেও বীর্যবান পুত্রাদি দান করতে ইচ্ছা কর। ২৪। হে ইন্দ্র! নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করেছ, আমাদেরও তা প্রদান কর। ২৫। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদের সুখী কর। ২৬। হে ইন্দ্র তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান ও অনভিভবনীয়। ২৭। হে ইন্দ্র! তুমি বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যবান লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করবার জন্য তোমার নিকট এসে স্তব করে। ২৮। পর্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করলে মেধাবী ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ২৯। সর্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সে উর্ধ্বলোক হতে বিদ্বান ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করে। ৩০। দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাস জ্যোতি লোকে দর্শন করে। ৩১। হে ইন্দ্র! সমস্ত কণ্বগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্ধন করছে। হে বলবত্তম! তোমার বীরকর্মও বর্ধন করছে। ৩২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ সুন্দর স্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করে রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্ধিত কর। ৩৩। হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থে তোমার জন্য স্তোত্র করেছিলাম। ৩৪। কণ্বগণ স্তব করছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবায় উপযুক্ত হয়। ৩৫। নদগণ যেরূপ সমুদ্রকে বর্ধিত করে, উকথসকল ইন্দ্রকে সেরূপ বর্ধিত করছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁর ক্রোধ কেউ নিবারণ করতে পারে না। ৩৬। হে ইন্দ্র! দূরদেশ হতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করে আমাদের নিকট এস, অভিষুত সোমপান কর। ৩৭। হে সর্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হিঃ ছিন্ন করে, তারা অন্নলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে। ৩৮। হে ইন্দ্র! চক্র যেরূপ অশ্বের অনুবর্তন করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সেরূপ তোমার অনুবর্তন করে, অভিষুত সোম সকল তোমার অনুবর্তন করে। ৩৯। হে ইন্দ্র! শর্যণা-দেশের পুষ্করণীতে সমস্ত ঋত্বিকগণকর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞে তৃপ্ত হও, পরিচর্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর (১)। ৪০। প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন। ৪১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বজাত ঋষি,

তুমি অদ্বিতীয় বলদ্বারা সকলের অধিপতি হয়েছ। তুমি বার বার ধন দান কর। ৪২। প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যাক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক। ৪৩। কণ্বগণ উকথদ্বারা এ পূর্বকৃতা, মধুর জলের বর্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্ধিত করুন। ৪৪। দেবগণ বিশেষরূপে মহান, তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যগণ ধনাভিলাষী হয়ে রক্ষণার্থে বরণ করে। ৪৫। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোমাপানার্থে তোমায় আমাদের অভিমুখে বহন করুক। ৪৬। যদুগণের মধ্যে পশুর পুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করেছি। ৪৭। তারা পজ্জ্রকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করেছিল। ৪৮। ইনি উন্নত হয়ে চার ধনভার যুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করে এবং যদুগণকে (২) দাসরূপে প্রদান করে কীর্তিদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করেছিলেন।

টীকাঃ ১। শর্যণা হ্রদতীরে যদুবংশীয় পরশুরাজার পুত্র তিরিন্দির নিবাস করতেন। কণ্বগোত্রীয় বৎস তাঁর পুরোহিত। ৮।২।২৯ ঋকের টীকা দেখুন। ২। এখানে ও অন্যান্য স্থানে যদুগণের উল্লেখ আছে। কণ্বগণ তাঁদের পুরোহিত।

৭ সূক্ত ।। মরুৎগণ দেবতা। কণ্বগোত্র বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র যদ্বস্ত্রিষ্টুভমিষং মরুতো বিপ্রে অক্ষরৎ। বিপ্রা পর্বতেষু রাজথ ॥ ১
যদঙ্গ তবিষীয়বো যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। নি পর্বতা অহাসত ॥ ২
উদীরয়ন্ত বায়ুভির্বাশ্রাসঃ পৃশ্নিমাতরঃ। ধুক্ষন্ত পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৩
বপন্তি মরুতো মিহং প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্। যদ্যামং যান্তি বায়ুভিঃ ॥ ৪
নি যদ্যামায় বো গিরির্নি সিন্ধবো বিধর্মণে। মহে শুষ্মায় যেমিরে ॥ ৫
যুষ্মাঁ উ নক্তমূতয়ে যুষ্মান্দিবা হবামহে। যুষ্মান্ প্রয়ত্যধ্বরে ॥ ৬
উদু ত্যে অরুণপ্সবশ্চিত্রা যামেভিরীরতে। বাশ্রা অধি ষ্ণুনা দিবঃ ॥ ৭
সৃজন্তি রশ্মিমোজসা পন্থাং সূর্যায় যাতবে। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৮
ইমাং মে মরুতো গিরমিমং স্তোমমৃভুক্ষণঃ। ইমং মে বনতা হবম্ ॥ ৯
ত্রীণি সরাংসি পৃশ্নয়ো দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। উৎসং কবন্ধমুদ্রিণম্ ॥ ১০
মরুতো যদ্ধ বো দিবঃ সুম্নায়ন্তো হবামহে। আ তূ ন উপ গন্তন ॥ ১১
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবো রুদ্রা ঋভুক্ষণো দমে। উত প্রচেতসো মদে ॥ ১২
আ নো রয়িং মদচ্যুতং পুরুক্ষুং বিশ্বধায়সম্। ইয়র্তা মরুতো দিবঃ ॥ ১৩
অধীব যদ্গিরীণাং যামং শুভ্রা অচিধ্বম্। সুবানৈর্মন্দধ্ব ইন্দুভিঃ ॥ ১৪
এতাবতশ্চিদেষাং সুম্নং ভিক্ষেত মর্ত্যঃ। অদাভ্যস্য মন্মভিঃ ॥ ১৫
যে দ্রপ্সা ইব রোদসী ধমন্ত্যনু বৃষ্টিভিঃ। উৎসং দুহন্তো অক্ষিতম্ ॥ ১৬
উদু স্বানেভিরীরত উদ্রথৈরুদু বায়ুভিঃ। উৎস্তোমৈঃ পৃশ্নিমাতরঃ ॥ ১৭
যেনাব তুর্বশং যদুং যেন কণ্বং ধনস্পৃতম্। রায়ে সু তস্য ধীমহি ॥ ১৮
ইমা উ বঃ সুদানবো ঘৃতং ন পিপ্যুষীরিষঃ। বর্ধান কাণ্বস্য মন্মভিঃ ॥ ১৯
ক্ব নূনং সুদানবো মদথা বৃক্তবর্হিষঃ। ব্রহ্মা কো বঃ সপর্যতি ॥ ২০
নহি ষ্ম যদ্ধ বঃ পুরা স্তোমেভির্বৃক্তবর্হিষঃ। শর্ধাঁ ঋতস্য জিন্বথ ॥ ২১
সমু ত্যে মহতীরপঃ সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্। সং বজ্রং পর্বশো দধুঃ ॥ ২২
বি বৃত্রং পর্বশো যযুর্বি পর্বতাঁ অরাজিনঃ। চক্রাণা বৃষ্ণি পৌংস্যম্ ॥ ২৩
অনু ত্রিতস্য যুধ্যতঃ শুষ্মমাবন্নুত ক্রতুম্। অন্বিন্দ্রং বৃত্রতূর্যে ॥ ২৪
বিদ্যুদ্ধস্তা অভিদ্যবঃ শিপ্রাঃ শীর্ষন্ হিরণ্যয়ীঃ। শুভ্রা ব্যঞ্জত শ্রিয়ে ॥ ২৫

উশনা যৎ পরাবত উক্ষ্ণো রন্ধ্রময়াতন। দ্যৌর্ন চক্রদদ্ভিয়া ॥ ২৬
আ নো মখস্য দাবনেঽশ্বৈর্হিরণ্যপাণিভিঃ। দেবাস উপ গন্তন ॥ ২৭
যদেষাং পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ। যান্তি শুভ্রা রিণন্নপঃ ॥ ২৮
সুষোমে শর্যণাবত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি। যযুর্নিচক্রয়া নরঃ ॥ ২৯
কদা গচ্ছাথ মরুত ইত্থা বিপ্রং হবমানম্। মার্ডীকেভির্নাধমানম্ ॥ ৩০
কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ো যদিন্দ্রমজহাতন। কো বঃ সখিত্ব ওহতে ॥ ৩১
সহো ষু ণো বজ্রহস্তৈঃ কণ্বাসো অগ্নিং মরুদ্ভিঃ। স্তুষে হিরণ্যবাশীভিঃ ॥ ৩২
ও ষু বৃষ্ণঃ প্রযজ্যূনা নব্যসে সুবিতায়। ববৃত্যাং চিত্রবাজান্ ॥ ৩৩
গিরয়শ্চিন্নি জিহতে পর্শানাসো মন্যমানাঃ। পর্বতাশ্চিন্নি যেমিরে ॥ ৩৪
আক্ষ্ণয়াবানো বহন্ত্যন্তরিক্ষেণ পততঃ। ধাতারঃ স্তুবতে বয়ঃ ॥ ৩৫
অগ্নির্হি জানি পূর্ব্যশ্ছন্দো ন সূরো অর্চিষা। তে ভানুভির্বি তস্থিরে ॥ ৩৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন তখন তোমরা পর্বতসমূহে দীপ্তি পাও। ২। হে বলাভিলাষী শোভমান মরুৎগণ! তোমরা যখন রথকে অশ্বদ্বারা সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্বতগণ প্রচলিত হয়। ৩। শব্দকারী পৃশ্নিতনয় মরুৎগণ বায়ুগণের দ্বারা মেঘ উদ্গত করেন এবং বৃদ্ধিকর অন্ন দান করেন। ৪। যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সাথে রথে গমন করেন তখন তাঁরা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্বতগণকে কম্পিত করেন। ৫। তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিবরণের জন্য এবং মহৎ বলের জন্য নিয়ত হয়। ৬। আমরা তোমাদের রাতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবাভাগে তোমাদের আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হলে তোমাদের আহ্বান করি। ৭। সে অরুণরূপবিশিষ্ট বিচিত্র শব্দকারী মরুৎগণ রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন। ৮। যে মরুৎগণ সূর্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁরা তেজ দ্বারা অবস্থান করেন। ৯। হে মরুৎগণ! আমার এ বাক্য ভজনা কর। হে মহান মরুৎগণ! এ স্তোম ভজনা কর, এ আমার আহ্বান সেবা কর। ১০। পৃশ্নিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ (১) ও উদ্রি (২) এ তিন সরোবর হতে মধু দোহন করেছিলেন। ১১। হে মরুৎগণ! যখন আপনার সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হতে তোমাদের আহ্বান করি তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট এস। ১২। হে সুন্দর দানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা গৃহে আনন্দ সনরে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও। ১৩। হে মরুৎগণ! স্বর্গ হতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাসপ্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনিয়ে দাও। ১৪। হে শুভ্র মরুৎগণ! তোমরা যখন পর্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান নিয়ে যাও তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হও। ১৫। স্তোতা স্তুতি দ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁদের সুখ ভিক্ষা করেন। ১৬। মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করে জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টিদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে। ১৭। পৃশ্নিপুত্রগণ শব্দ করে ঊর্ধ্বে গমন করেন, রথদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন, বায়ুদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা ঊর্ধ্বে গমন করেন। ১৮। যা দিয়ে তুর্বসু ও যদুকে রক্ষা করেছ, যা দিয়ে ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করেছ, আমরা ধনের জন্য তারই ধ্যান করছি। ১৯। হে উত্তম দানশীল মরুৎগণ! ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর এ অন্ন কণ্ব গোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সাথে বর্ধিত কর। ২০। হে মরুৎগণ! তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হি ছিন্ন হয়েছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত আছ? কোন স্তোতা তোমাদের পরিচর্যা করছেন? ২১। হে বৃক্তবর্হি মরুৎগণ তোমরা যে অন্য কর্তৃক পূর্বকৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত

করছ তা নয়। ২২। সে মরুৎগণ ওষধির সাথে অনেক জল মিলিয়েছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করেছিলেন, সূর্যকে স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রতিপর্বে বজ্র ধারণ করেছিলেন। ২৩। রাজাশূন্য বৃষ্টি ও বলকারক মরুৎগণ পর্বতের ন্যায় বৃত্রকে পর্বে পর্বে বিনাশ করেছিলেন। ২৪। মরুৎগণ যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করেছিলেন, তার ক্রতুও রক্ষা করেছিলেন, বৃত্রবধার্থে ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলেন। ২৫। আয়ুধহস্ত দীপ্তিমান শুভ্র মরুৎগণ শোভার্থে মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন। ২৬। হে মরুৎগণ! তোমরা কামনা করে অভীষ্টবর্ষী রথের মধ্যস্থলে দূরদেশ হতে আগমন করেছিলে। দ্যুলোকবর্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কম্পান্বিত হয়েছিল। ২৭। দেবগণ আমাদের যজ্ঞ-দানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করে আসুন। ২৮। এ মরুৎগণের রথ যখন বিন্দুচিহ্নিত শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে তখন শোভমান মরুৎগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয়। ২৯। নেতাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞগৃহোপেত ঋজীকা দেশে শর্যণা তীরে রথচক্র নিম্নমুখ করে গমন করেন (৩)। ৩০। হে মরুৎগণ! কখন তোমরা এ প্রকারে আহ্বানকারী যাচমান বিপ্রের নিকট সুখহেতুভূত ধনের সাথে গমন করবে? ৩১। তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হয়ে থাক, তোমরা কখন ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করেছিলে? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করেছিল? ৩২। হে কণ্বগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুদগণের সাথে স্তব কর। ৩৩। আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুৎগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্তিত করি। ৩৪। গিরিসকল পীড়ামান ও বাধাপ্রাপ্ত হলেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। পর্বত সকলও নিয়মিত হয়। ৩৫। বহুদূরব্যাপী গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করে মরুৎগণকে আনে। তাঁরা স্তুতি-কারীকে অন্ন দান করেন। ৩৬। অগ্নি তেজবলে স্তুতিযোগ্য সূর্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। মরুৎগণ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করছেন।

টীকা: ১। জল। সায়ণ। ২। মেঘ। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ ঋজীকা দেশে শর্যণা তীরে যদুবংশীয় তিরিন্দির রাজার যজ্ঞে অবতরণ করেন। শর্যণা সম্বন্ধে ৮।৬৪।১১ এবং ১।১৩৩।১ ঋক দেখুন।

৮ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সধ্বংসাখ্য ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নো বিশ্বাভিরূতিভিরশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী পিবতং সোম্যং মধু ॥ ১
আ নূনং যাতমশ্বিনা রথেন সূর্যত্বচা।
ভুজী হিরণ্যপেশসা কবী গম্ভীরচেতসা ॥ ২
আ যাতং নহুষস্পর্যান্তরিক্ষাৎ সুবৃক্তিভিঃ।
পিবাথো অশ্বিনা মধু কণ্বানাং সবনে সুতম্ ॥ ৩
আ নো যাতং দিবস্পর্যান্তরিক্ষাদধপ্রিয়া।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামিহ সুষাব সোম্যং মধু ॥ ৪
আ নো যাতমুপশ্রুত্যশ্বিনা সোমপীতয়ে।
স্বাহা স্তোমস্য বর্ধনা প্র কবী ধীতিভির্নরা ॥ ৫
যচ্চিদ্ধি বাং পুর ঋষয়ো জুহুরেঽবসে নরা।
আ যাতমশ্বিনা গতমুপেমাং সুষ্টুতিং মম ॥ ৬

দিবশ্চিদ্রোচনাদধ্যা নো গন্তং স্বর্বিদা।
ধীভির্বৎসপ্রচেতসা স্তোমেভির্হবনশ্রুতা ॥ ৭
কিমন্যে পর্যাসতেঽস্মৎস্তোমেভিরশ্বিনা।
পুত্রঃ কণ্বস্য বামৃষির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ৮
আ বাং বিপ্র ইহাবসেঽহ্বৎস্তোমেভিরশ্বিনা।
অরিপ্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং ময়োভুবা ॥ ৯
আ যদ্বাং যোষণা রথমতিষ্ঠদ্বাজিনীবসূ।
বিশ্বান্যশ্বিনা যুবং প্র ধীতান্যগচ্ছতম্ ॥ ১০
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা।
বৎসো বাং মধুমদ্বচোঽশংসীৎকাব্যঃ কবিঃ ॥ ১১
পুরুমন্দ্রা পুরূবসূ মনোতরা রয়ীণাম্।
স্তোমং মে অশ্বিনাবিমমভি বহ্নী অনূষাতাম্ ॥ ১২
আ নো বিশ্বান্যশ্বিনা ধত্তং রাধাংস্যহ্রয়া।
কৃতং ন ঋত্বিয়াবতো মা নো রীরধতং নিদে ॥ ১৩
যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধ্যম্বরে।
অতঃ সহস্রনির্ণিজা রথেনা যাতমশ্বিনা ॥ ১৪
যো বাং নাসত্যাবৃষির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ।
তস্মৈ সহস্রনির্ণিজমিষং ধত্তং ঘৃতশ্চুতম্ ॥ ১৫
প্রাস্মা ঊর্জং ঘৃতশ্চুতমশ্বিনা যচ্ছতং যুবম্।
যো বাং সুম্নায় তুষ্টবদ্বসূয়াদ্দানুনস্পতী ॥ ১৬
আ নো গন্তং রিশাদসেমং স্তোমং পুরুভুজা।
কৃতং নঃ সুশ্রিয়ো নরেমা দাতমভিষ্টয়ে ॥ ১৭
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তাবধ্বরাণামশ্বিনা যামহূতিষু ॥ ১৮
আ নো গন্তং ময়োভুবাশ্বিনা শম্ভুবা যুবম্।
যো বাং বিপন্যূ ধীতিভির্গীর্ভির্বৎসো অবীবৃধৎ ॥ ১৯
যাভিঃ কণ্বং মেধাতিথিং যাভির্বশং দশব্রজম্।
যাভির্গোশর্যমাবতং তাভির্নোঽবতং নরা ॥ ২০
যাভির্নরা ত্রসদস্যুমাবতং কৃত্ব্যে ধনে।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অশ্বিনা প্রাবতং বাজসাতয়ে ॥ ২১
প্র বাং স্তোমাঃ সুবৃক্তয়ো গিরো বর্ধন্ত্বশ্বিনা।
পুরুত্রা বৃত্রহন্তমা তা নো ভূতং পুরুস্পৃহা ॥ ২২
ত্রীণি পদান্যশ্বিনোরাবিঃ সান্তি গুহা পরঃ।
কবী ঋতস্য পত্মভিরর্বাগ্জীবেভ্যস্পরি ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্ময়, তোমরা সমস্ত রক্ষার সাথে এস, সোমময় মধু পান কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্ত, তোমরা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট এস। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! দোষ-বর্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরিক্ষ হতে মনুষ্য লোকাভিমুখে এস ও কণ্বদের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। ৪। কণ্বের পুত্র এ যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করছেন, অতএব হে অশ্বিদ্বয়! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হয়ে

তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ হতে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এ যজ্ঞে এস। হে কবি ও নেতাদ্বয়! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্মপ্রযুক্ত স্তোতার বৃদ্ধি প্রদান কর। ৬। হে নেতাদ্বয়! পূর্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদের রক্ষার্থে আহ্বান করেছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এসেছিলে। অতএব আমার এ সুস্তুতির নিকট এস। ৭। হে স্বর্গবিৎ অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষ হতে আমাদের নিকট এস। হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা বুদ্ধির সাথে এস। হে আহ্বান শ্রবণকারিদ্বয়! তোমরা স্তোত্রের সাথে এস। ৮। আমি ভিন্ন অন্য কেউ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করছে। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদের আহ্বান করেছে। হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের সুখপ্রদ হও। ১০। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করেছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে স্থানে আছ, বহুতর রূপযুক্ত রথে আরোহণ করে সে স্থান হতে এস। কবির পুত্র কবি বৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করছেন। ১২। হে বহুমদবিশিষ্ট বহুধনযুক্ত ধনপ্রদ জগৎ বাহক অশ্বিদ্বয়! আমার এ স্তোত্র প্রশংসা কর। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য যশস্কর সমস্ত ধন দান কর, আমাদের প্রজোৎপাদনরূপ কর্মবান কর, নিন্দকদের বশীভূত করো না। ১৪। হে নাসত্যদ্বয়! দূরদেশেই থাক অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হতেই হোক, সহস্ররূপ-বিশিষ্ট রথে এস। ১৫। হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করেছেন তার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর অন্ন প্রদান কর। হে দানাধিপতিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করেছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন। ১৭। হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের এ স্তুতিক্রমে এস, আমাদের সুশ্রী কর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর। ১৮। প্রিয়মেধনামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদের সমস্ত রক্ষার সাথে আহ্বান করেছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও। ১৯। হে সুখপ্রদ আরোগ্যপ্রদ স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদের বর্ধিত করেছে, তার অভিমুখে এস। ২০। যে উপায়দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, বশকে ও দশব্রজকে এবং গোশর্যকে রক্ষা করেছ, হে নেতাদ্বয়! তাদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যা দ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে, তারই দ্বারা আমাদের অন্নলাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর। ২২। হে বহুত্রাতা শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্য সকল তোমাদের প্রবর্ধিত করুক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভীপ্সিত হও। ২৩। অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ (১) গুহায় বর্তমান থেকে পরে আবির্ভূত হচ্ছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এ পদের সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

টীকা : ১। অর্থাৎ রথের তিন চক্র। সায়ণ।

৯ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। শশকর্ণ ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, বিরাট্‌, জগতী, অনুষ্টুপ্‌, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

আ নূনমশ্বিনা যুবং বৎসস্য গন্তমবসে।
প্রাস্মৈ যচ্ছতমবৃকং পৃথু ছর্দির্যুযুতং যা অরাতয়ঃ ॥ ১

যদন্তরিক্ষে যদ্দিবি যৎপঞ্চ মানুষাঁ অনু । নৃম্ণং তদ্ধত্তমশ্বিনা ॥ ২
যে বাং দংসাংস্যশ্বিনা বিপ্রাসঃ পরিমামৃশুঃ । এবেৎ কাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৩
অয়ং বাং ঘর্মো অশ্বিনা স্তোমেন পরি ষিচ্যতে ।
অয়ং সোমো মধুমান্বাজিনীবসূ যেন বৃত্রং চিকেতথঃ ॥ ৪
যদপ্সু যদ্বনস্পতৌ যদোষধীষু পুরুদংসসা কৃতম্ । তেন মাবিষ্টমশ্বিনা ॥ ৫
যন্নাসত্যা ভুরণ্যথো যদ্বা দেব ভিষজ্যথঃ ।
অয়ং বাং বৎসো মতিভির্ন বিন্ধতে হবিষ্মন্তং হি গচ্ছথঃ ॥ ৬
আ নূনমশ্বিনোর্ঋষিঃ স্তোমং চিকেত বাময়া ।
আ সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথর্বণি ॥ ৭
আ নূনং রঘুবর্তনিং রথং তিষ্ঠাথো অশ্বিনা ।
আ বাং স্তোমা ইমে মম নভো ন চুচ্যবীরত ॥ ৮
যদদ্য বাং নাসত্যোক্থৈরাচুচ্যুবীমহি ।
যদ্বা বাণীভিরশ্বিনেবেৎকাণ্বস্য বোধতম্ ॥ ৯
যদ্বাং কক্ষীবাঁ উত যদ্ব্যশ্ব ঋষির্যদ্বাং দীর্ঘতমা জুহাব ।
পৃথী যদ্বাং বৈন্যঃ সাদনেষ্বেবেদতো অশ্বিনো চেতয়েথাম্ ॥ ১০
যাতং ছর্দিষ্পা উত নঃ পরস্পা ভূতং জগৎপা উত নস্তনূপা ।
বর্তিস্তোকায় তনয়ায় যাতম্ ॥ ১১
যদিন্দ্রেণ সরথং যাথো অশ্বিনো যদ্বা বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা ।
যদাদিত্যেভির্ঋভুভিঃ সজোষসা যদ্বা বিষ্ণোর্বিক্রমণেষু তিষ্ঠতঃ ॥ ১২
যদদ্যাশ্বিনাবহং হুবেয় বাজসাতয়ে ।
যৎ পৃৎসু তুর্বণে সহস্তচ্ছ্রেষ্ঠমশ্বিনোরবঃ ॥ ১৩
আ নূনং যাতমশ্বিনেমা হব্যানি বাং হিতা ।
ইমে সোমাসো অধি তুর্বশে যদাবিমে কণ্বেষু বামথ ॥ ১৪
যন্নাসত্যা পরাকে অর্বাকে অস্তি ভেষজম্ ।
তেন নূনং বিমদায় প্রচেতসা ছর্দির্বৎসায় যচ্ছতম্ ॥ ১৫
অভুৎস্যু প্র দেব্যা সাকং বাচাহমশ্বিনোঃ ।
ব্যাবর্দেব্যা মতিং বি রাতিং মর্তেভ্যঃ ॥ ১৬
প্র বোধয়োষো অশ্বিনা প্র দেবি সূনৃতে মহি ।
প্র যজ্ঞহোতরানুষক্ প্র মদায় শ্রবো বৃহৎ ॥ ১৭
যদুষো যাসি ভানুনা সং সূর্যেণ রোচসে ।
আ হায়মশ্বিনো রথো বর্তির্যাতি নৃপায্যম্ ॥ ১৮
যদাপীতাসো অংশবো গাবো ন দুহ্র ঊধভিঃ ।
যদ্বা বাণীরনূষত প্র দেবয়ন্তো অশ্বিনা ॥ ১৯
প্র দ্যুম্নায় প্র শবসে প্র নৃষাহ্যায় শর্মণে । প্র দক্ষায় প্রচেতসা ॥ ২০
যন্নূনং ধীভিরশ্বিনা পিতুর্যোনা নিষীদথঃ । যদ্বা সুম্নেভিরুক্থ্যা ॥ ২১

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা বৎসের রক্ষার্থে নিশ্চয়ই গিয়েছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, ওঁর শত্রুগণকে দূর করে দাও। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! যে ধন অন্তরিক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্তমান ও যা পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সে ধন প্রদান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয় ! যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম বার বার অনুষ্ঠান করে, তোমরা তাদের জান। অতএব কণ্বপুত্রের কর্ম অবগত হও। ৪। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের হবি স্তোত্রদ্বারা পরিষিক্ত হচ্ছে, হে

অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যে সোমদ্বারা তোমরা বৃত্রকে জানতে পেরেছিলে, সে সে মধুমান সোম এই। ৫। হে বহুকর্মা অশ্বিদ্বয়! জলে বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যা করেছ, তার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৬। হে দেব নাসত্যদ্বয়! তোমরা জগৎ পোষণ করেছ ও সকলকে আরোগ্য করেছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদের পাচ্ছে না। তোমরা হবিষ্মানের নিকট যাও। ৭। ঋষি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র জেনেছিলেন, অতিশয় মধুর সোম ও হবি, অথর্ব অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেছেন। ৮। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এ স্তোত্র সকল সূর্যের ন্যায় তোমাদের অভিমুখে যাচ্ছে। ৯। হে নাসত্যদ্বয়। অদ্য উকথদ্বারা যে প্রকারে তোমাদের আনছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনছি, সেপ্রকারেই কণ্বপুত্রের স্তোত্র অবগত হও। ১০। হে অশ্বিদ্বয় কক্ষিবান্ ঋষি যেরূপে তোমাদের আহ্বান করেছেন, যেরূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা যেরূপে বেণের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেছেন, সেরূপেই আমি স্তব করছি। আমার এ স্তোত্র অবগত হও। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা গৃহপালক হয়ে এস। তোমরা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীর পালক হও, পুত্র পৌত্রের গৃহে এস। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! যদি তোমরা ইন্দ্রের সাথে এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সাথে এক স্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্রগণের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে এস (১)। ১৩। যদি আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি তখন তাঁরা আসুন। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাই শ্রেষ্ঠ। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! এ হব্য সকল তোমাদের জন্য বিহিত হয়েছে, তোমরা অবশ্য এস। এ সোম তুর্বশ ও যদুতে বর্তমান। এ তোমাদের জন্য সংস্কৃত ও কণ্বপুত্রগণকে প্রদত্ত। ১৫। হে নাসত্যদ্বয়! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয়! তার সাথে বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর। ১৬। অশ্বি সম্বন্ধীয়, দ্যুতিমান স্তোত্রের সাথে আমি প্রবুদ্ধ হয়েছি। হে দ্যুতিমতি ঊষা! আমার স্তুতি প্রযুক্ত তম নিবারণ কর ও মর্ত্যসমূহকে ধন দান কর। ১৭। হে ঊষা! হে দেবি! হে সুনৃতে! হে মহতি! অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর। হে দেবগণের আহ্বাতা! অনবরত প্রবোধিত কর, তাঁদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হয়েছে। ১৮। হে ঊষা! যখন তুমি দীপ্তির সাথে গমন কর তখন সূর্যের সাথে সমান শোভা পাও। সে সময় অশ্বিদ্বয়ের এ রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আসে। ১৯। যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর উধ প্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তখন রক্ষা কর। ২০। হে প্রচেতাদ্বয়! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যদের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদের রক্ষা কর। ২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্মের সাথে উপবেশন করে থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হয়ে সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট এস।

টীকা ঃ ১। বিষ্ণুর পাদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ১।২২।১৬ ঋকের টীকা দেখুন।

১০ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি। বৃহতী, জ্যোতি, অনুষ্টুপ্, আস্তার পংক্তি, সতোবৃহতী ছন্দ।

যৎস্থো দীর্ঘপ্রসদ্মনি যদ্বাদো রোচনে দিবঃ।
যদ্বা সমুদ্রে অধ্যাকৃতে গৃহেহত আ যাতমশ্বিনা ॥ ১

যদ্বা যজ্ঞং মনবে সংমিমিক্ষথুরেবেৎকাণ্বস্য বোধতম্ ।
বৃহস্পতিং বিশ্বান্দেবাঁ অহং হুব ইন্দ্রাবিষ্ণূ অশ্বিনাবাশুহেষসা ॥ ২
ত্যা ন্বশ্বিনা হুবে সুদংসসা গৃভে কৃতা ।
যয়োরস্তি প্র ণঃ সখ্যং দেবেষ্বধ্যাপ্যম্ ॥ ৩
যয়োরধি প্র যজ্ঞা অসূরে সন্তি সূরয়ঃ ।
তা যজ্ঞস্যাধ্বরস্য প্রচেতসা স্বধাভির্যা পিবতঃ সোম্যং মধু ॥ ৪
যদদ্যাশ্বিনাবপাগ্যৎপ্রাক্‌স্থো বাজিনীবসূ ।
যদ্‌দ্রুহ্যব্যনবি তুর্বশে যদৌ হুবে বামথ মা গতম্ ॥ ৫
যদন্তরিক্ষে পতথঃ পুরুভুজা যদ্বেমে রোদসী অনু ।
যদ্বা স্বধাভিরধিতিষ্ঠথো রথমত আ যাতমশ্বিনা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয় ! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সে লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, যদি অন্তরিক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হতে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা যেরূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করেছিলে, সেরূপে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হও। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি। ৩। অশ্বিদ্বয় সুকর্মা এবং গ্রহণার্থে প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁদের আহ্বান করি। তাঁদের সাথে সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজ লভ্য। ৪। যজ্ঞ সকল যাদের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদের মধ্যেও যাঁদের স্তোতা আছে, তাঁরা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁরা স্বধার সাথে সোমময় মধু পান করেন। ৫। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর অথবা পূর্বদিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা দ্রুঘু, অনু, তুর্বশু বা যদুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করছি, আমাদের নিকট এস। ৬। হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয় ! যদি অন্তরিক্ষে গমন কর, যদি দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান হতে এস।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষ্বা । ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ ॥ ১
ত্বমসি প্রশস্যো বিদথেষু সহন্ত্য । অগ্নে রথীরধ্বরাণাম্ ॥ ২
স ত্বমস্মদপ দ্বিষো যুযোধি জাতবেদঃ । অদেবীরগ্নে অরাতীঃ ॥ ৩
অন্তি চিৎসন্তমহ যজ্ঞং মর্তস্য রিপোঃ । নোপ বেষি জাতবেদঃ ॥ ৪
মর্তা অমর্ত্যস্য তে ভূরি নাম মনামহে । বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥ ৫
বিপ্রং বিপ্রাসোঽবসে দেবং মর্তাস ঊতয়ে । অগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৬
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ । অগ্নে ত্বাং কাময়া গিরা ॥ ৭
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ । সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ৮
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে । বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৯
প্রত্নো হি কমীড্যো অধ্বরেষু সনাচ্চ হোতা নব্যশ্চ সৎসি ।
স্বাং চাগ্নে তন্বং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমা যজস্ব ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নিদেব ! তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য। ২। হে শত্রুপরাজয়কারী ! তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বরসমূহের নেতা। ৩। হে জাতবেদা ! তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর। হে অগ্নি ! তুমি দেবদ্বেষী অরাতিগণকে পৃথক কর। ৪। হে জাতবেদা ! অন্তিকস্থিত

হলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না। ৫। আমরা বিপ্র, তুমি মরণরহিত
ও জাতবেদা। আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হব। ৬। আমরা বিপ্র ও
মর্ত্য। আমরা মেধাবী দেব অগ্নিকে (১) হব্যদ্বারা প্রীত করবার জন্য আমাদের
রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। ৭। হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান
হতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁর স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতী।
৮। তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি
ঈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি। ৯। আমরা অন্নেচ্ছু হয়ে যুদ্ধে
রক্ষার্থে অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত। ১০। হে অগ্নি!
তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে
উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদেরও সৌভাগ্য প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'বিপ্রং দেবং অগ্নিং' আছে। অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্র
শব্দের এখন যে অর্থ, ঋগ্বেদ রচনার সময় সে অর্থ ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ বলে
একটি 'জাতি' ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না।

১২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় পর্বত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

য ইন্দ্র সোমপাতমো মদঃ শবিষ্ঠ চেততি। যেনা হংসি ন্যত্রিণং তমীমহে ॥ ১
যেনা দশগ্বমধ্রিগুং বেপয়ন্তং স্বর্ণরম্। যেনা সমুদ্রমাবিথা তমীমহে ॥ ২
যেন সিন্ধুং মহীরপো রথাঁ ইব প্রচোদয়ঃ। পন্থামৃতস্য যাতবে তমীমহে ॥ ৩
ইমং স্তোমমভিষ্টয়ে ঘৃতং ন পূতমদ্রিবঃ। যেনা নু সদ্য ওজসা ববক্ষিথ ॥ ৪
ইমং জুষস্ব গির্বণঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে। ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভির্ববক্ষিথ ॥ ৫
যো নো দেবঃ পরাবতঃ সখিত্বনায় মামহে। দিবো ন বৃষ্টিং প্রথয়ন্ববক্ষিথ ॥ ৬
ববক্ষুরস্য কেতব উত বজ্রো গভস্ত্যোঃ। যৎসূর্যো ন রোদসী অবর্ধয়ৎ ॥ ৭
যদি প্রবৃদ্ধ সৎপতে সহস্রং মহিষাঁ অঘঃ। আদিত্ত ইন্দ্রিয়ং মহি প্র বাবৃধে ॥ ৮
ইন্দ্রঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্ন্যর্শসানমোষতি। অগ্নির্বনেব সাসহিঃ প্র বাবৃধে ॥ ৯
ইয়ং ত ঋত্বিয়াবতী ধীতিরেতি নবীয়সী। সপর্যন্তী পুরুপ্রিয়া মিমীত ইৎ ॥ ১০
গর্ভো যজ্ঞস্য দেবয়ুঃ ক্রতুং পুনীত আনুষক্। স্তোমৈরিন্দ্রস্য বাবৃধে মিমীত ইৎ ॥ ১১
সনির্মিত্রস্য পপ্রথ ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে। প্রাচী বাশীব সুন্বতে মিমীত ইৎ ॥ ১২
যং বিপ্রা উক্থবাহসোঽভি প্রমন্দুরায়বঃ। ঘৃতং ন পিপ্য আসন্যৃতস্য যৎ ॥ ১৩
উত স্বরাজে অদিতিঃ স্তোমমিন্দ্রায় জীজনৎ। পুরু প্রশস্তমূতয় ঋতস্য যৎ ॥ ১৪
অভি বহ্নয় উতয়েঽনূষত প্রশস্তয়ে। ন দেব বিব্রতা হরা ঋতস্য যৎ ॥ ১৫
যৎ সোমমিন্দ্র বিষ্ণবি যদ্বা ঘ ত্রিত আপ্ত্যে। যদ্বা মরুৎসু মন্দসে সমিন্দুভিঃ ॥ ১৬
যদ্বা শক্র পরাবতি সমুদ্রে অধি মন্দসে। অস্মাকমিৎসুতে রণা সমিন্দুভিঃ ॥ ১৭
যদ্বাসি সুন্বতো বৃধো যজমানস্য সৎপতে। উক্থে বা যস্য রণ্যসি সমিন্দুভিঃ ॥ ১৮
দেবং দেবং বোঽবস ইন্দ্রমিন্দ্রং গৃণীষণি। অধা যজ্ঞায় তুর্বণে ব্যানশুঃ ॥ ১৯
যজ্ঞেভির্যজ্ঞবাহসং সোমেভিঃ সোমপাতমম্। হোত্রাভিরিন্দ্রং বাবৃধুর্ব্যানশুঃ ॥ ২০
মহীরস্য প্রণীতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ। বিশ্বা বসূনি দাশুষে ব্যানশুঃ ॥ ২১
ইন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে দেবাসো দধিরে পুরঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষতা সমোজসে ॥ ২২
মহান্তং মহিনা বয়ং স্তোমেভির্হবনশ্রুতম্। অর্কৈরভি প্র ণোনুমঃ সমোজসে ॥ ২৩
ন যং বিবিক্তো রোদসী নান্তরিক্ষাণি বজ্রিণম্। অমাদিদস্য তিত্বিষে সমোজসঃ ॥ ২৪
যদিন্দ্র পৃতনাজ্যে দেবাস্ত্বা দধিরে পুরঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৫
যদা বৃত্রং নদীবৃতং শবসা বজ্রিন্নবধীঃ। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৬
যদা তে বিষ্ণুরোজসা ত্রীণি পদা বিচক্রমে। আদিত্তে হর্যতা হরী ববক্ষতুঃ ॥ ২৭

যদা তে হর্যতা হরী বাবৃধাতে দিবেদিবে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৮
যদা তে মারুতীর্বিশস্তুভ্যমিন্দ্র নিযেমিরে। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ২৯
যদা সূর্যমমুং দিবি শুক্রং জ্যোতিরধারয়ঃ। আদিত্তে বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০
ইমাং ত ইন্দ্র সুষ্টুতিং বিপ্র ইয়র্তি ধীতিভিঃ।
জামিং পদেব পিপ্রতীং প্রাধ্বরে ॥ ৩১
যদস্য ধামনি প্রিয়ে সমীচীনাসো অস্বরন্। নাভা যজ্ঞস্য দোহনা প্রাধ্বরে ॥ ৩২
সুবীর্যং স্বশ্ব্যং সুগব্যমিন্দ্র দদ্ধি নঃ। হোতেব পূর্বচিত্তয়ে প্রাধ্বরে ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি হৃষ্ট হয়ে সম্যকরূপে অবগত হয়ে থাক। তুমি যেরূপ মদ যুক্ত হয়ে রাক্ষসগণকে নিহত করছ, সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ২। যেরূপ মদযুক্ত হয়ে তুমি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অধ্রিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা সূর্যকে রক্ষা করেছ, যেরূপ মদযুক্ত হয়ে তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করেছ, সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ৩। যে মত্ততা বশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ কর, তুমি সেরূপ মদযুক্ত হলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। ৪। হে বজ্রবান! যে স্তোমদ্বারা স্তুত হয়ে তুমি তৎক্ষণাৎ বলদ্বারা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের ন্যায় পবিত্র সে স্তোম গ্রহণ কর। ৫।হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র! এ স্তোম গ্রহণ কর, তা সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হয়। তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত দান করে থাক। ৬। ইন্দ্রদেব দূরদেশ হতে আমাদের সখ্যের জন্য ধন দান করেছেন, এবং দ্যুলোক হতে বৃষ্টির ন্যায় ধন বিস্তার করে অভিলষিত দান করেন। ৭। যখন ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্ধিত করেন তখন তাঁর পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র অভিলষিত দান করে। ৮। হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুগণের পতি। যখন তুমি সহস্র সংখ্যক মহিষ (১) বধ করলে, তার পরেই তোমার বীর্য প্রভূতরূপে বর্ধিত হল। ৯। অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করেন, সেরূপ ইন্দ্র সূর্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল ইন্দ্র প্রবর্ধিত হন। ১০। তোমার এ স্তুতি গমন করছে; এ বসন্তাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্মবিশিষ্ট অত্যন্ত অভিনব পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর। ১১। ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্ধিত করছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের গুণ সমূহের ইয়ত্তা করছেন। ১২। স্তোতার প্রতি ধন দাতা ইন্দ্র গুণকীর্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থে প্রবৃদ্ধ শরীর হচ্ছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের গুণসমূহের ইয়ত্তা করছে। ১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁর মুখে ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করব। ১৪। অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থে যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করছেন। ১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থে এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করছেন। হে দেব ইন্দ্র! সম্প্রতি বিবিধ কর্মবান হরিদ্বয় যজ্ঞে যা আছে, তাঁর উদ্দেশে তোমায় বহন করছে। ১৬। হে ইন্দ্র! বিষ্ণু অথবা আপ্ত ত্রিত, অথবা মরুদগণ আগত হলে, তুমি যে সোম পান করে প্রমত্ত হও, সে সোমের সাথে এস। ১৭। হে শত্রু! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিষুত হলে তাতে প্রীত হও। ১৮। হে সৎপতি! তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্ধয়িতা, তুমি যার উকথমন্ত্রে প্রীত হও, তার সোমে প্রীত হও। ১৯। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার্থে যে ইন্দ্রদেবকে

স্তব করছি। সে ইন্দ্রকে আমার স্তুতিগণ শীঘ্র ভজনার্থে ও যজ্ঞার্থে ব্যাপ্ত করুক। ২০। হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপণীয় এবং সর্বাপেক্ষা সোমপানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্ধিত করছেন এবং ব্যাপ্ত করছেন। ২১। ইন্দ্রের ধনদান প্রভৃতি, ইন্দ্রের কীর্তি বহুতর, তা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করছেন। ২২। দেবগণ বৃত্রের হননার্থে ইন্দ্রকে ধারণ করেছিলেন, স্তুতি সকল সম্যক বলার্থে ইন্দ্রকে স্তব করছে। ২৩। আমার মহিমায় মহান ও আহ্বান শ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চনা মন্ত্রদ্বারা সম্যক বললাভার্থে বার বার স্তব করছি। ২৪। দ্যাবা-পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ যে বজ্রাবান ইন্দ্রকে পৃথক করতে পারে না, সে ইন্দ্রের বল হতে বললাভার্থে জগৎ দীপ্ত হয়। ২৫। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করেছিল, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৬। হে বজ্রিন! জলাবরণকারী বৃত্রকে যখন বলদ্বারা হনন করেছিলে তখন কমনীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৭। তোমায় বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করেছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করেছিল। ২৮। হে ইন্দ্র! তোমার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তার পরই তোমাকর্তৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয়। ২৯। হে ইন্দ্র! তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতকে নিয়ে নিয়মিত করে, তখন তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর। ৩০। যখন এ নির্মল জ্যোতি সূর্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করেছে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করেছ। ৩১। হে ইন্দ্র! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে নিয়ে যায়, সেরূপ মেধাবী এ প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্যার সাথে যজ্ঞে তোমার নিকট নিয়ে যাচ্ছে। ৩২। যজ্ঞে এ ইন্দ্রের তেজ প্রীত হলে সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব স্থানে ধন প্রদান কর। ৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্বযুক্ত ধন আমাদের প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় যজ্ঞে স্তব করেছিলাম।

টীকা ঃ ১। সায়ণ মহিষ অর্থে মহান বৃত্রাদি অসুর করেছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ ভক্ষণ করেন, তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

১৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নারদ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ইন্দ্রঃ সুতেষু সোমেষু ক্রতুং পুনীত উক্থ্যম্। বিদে বৃধস্য দক্ষসো মহান্ হি যঃ॥ ১
স প্রথমে ব্যোমনি দেবানাং সদনে বৃধঃ। সুপারঃ সুশ্রবস্তমঃ সমপ্সুজিৎ ॥ ২
তমহ্বে বাজসাতয় ইন্দ্রং ভরায় শুষ্মিণম্। ভবা নঃ সুম্নে অন্তমঃ সখা বৃধে ॥ ৩
ইয়ং ত ইন্দ্র গির্বণো রাতিঃ ক্ষরতি সুন্বতঃ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৪
নূনং তদিন্দ্র দদ্ধি নো যত্ত্বা সুন্বন্ত ঈমহে। রয়িং নশ্চিত্রমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৫
স্তোতা যত্তে বিচর্ষণিরতি প্রশর্ধয়দ্গিরঃ। বয়া ইবানু রোহতে জুষন্ত যৎ ॥ ৬
প্রত্নবজ্জনয়া গিরঃ শৃণুধী জরিতুর্হবং। মদেমদে ববক্ষিথা সুকৃত্বনে ॥ ৭
ক্রীলন্ত্যস্য সূনৃতা আপো ন প্রবতা যতীঃ। অয়া ধীয়া য উচ্যতে পতির্দিবঃ ॥ ৮
উতো পতির্য উচ্যতে কৃষ্টীনামেক ইদ্বশী। নমোবৃধৈরবস্যুভিঃ সুতে রণ ॥ ৯
স্তুহি শ্রুতং বিপশ্চিতং হরী যস্য প্রসক্ষিণা। গন্তারা দাশুষো গৃহং নমস্বিনঃ ॥ ১০
তূতুজানো মহেমতেঽশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ। আ যাহি যজ্ঞমাশুভিঃ শমিদ্ধি তে॥ ১১
ইন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতে রয়িং গৃণৎসু ধারয়। শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বসুত্বনম্ ॥ ১২

হবে ত্বা সূর উদিতে হবে মধ্যন্দিনে দিবঃ। জুষাণ ইন্দ্র সপ্তিভির্ন আ গহি ॥ ১৩
আ তূ গহি প্র তু দ্রব মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ। তন্তুং তনুষ্ব পূর্ব্যং যথা বিদে ॥ ১৪
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসোঽবিতেদসি ॥ ১৫
ইন্দ্রং বর্ধন্তু নো গির ইন্দ্রং সুতাস ইন্দবঃ। ইন্দ্রে হবিষ্মতীর্বিশো অরাণিষুঃ ॥ ১৬
তমিদ্বিপ্রা অবস্যবঃ প্রবত্বতীভিরূতিভিঃ। ইন্দ্রং ক্ষোণীরবর্ধয়ন্বয়া ইব ॥ ১৭
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ সদাবৃধম্ ॥ ১৮
স্তোতা যত্তে অনুব্রত উক্থান্যৃতুথা দধে। শুচিঃ পাবক উচ্যতে সো অদ্ভুতঃ ॥ ১৯
তদিদ্রুদ্রস্য চেততি যহ্বং প্রত্নেষু ধামসু। মনো যত্রা বি তদ্দধুর্বিচেতসঃ ॥ ২০
যদি মে সখ্যমাবর ইমস্য পাহ্যন্ধসঃ। যেন বিশ্বা অতি দ্বিষো অতারিম ॥ ২১
কদা ত ইন্দ্র গির্বণঃ স্তোতা ভবাতি শন্তমঃ। কদা নো গব্যে অশ্ব্যে বসৌ দধঃ ॥ ২২
উত তে সুষ্টুতা হরী বৃষণা বহতো রথম্। অজুর্যস্য মদিন্তমং যমীমহে ॥ ২৩
তমীমহে পুরুষ্টুতং যহ্বং প্রত্নাভিরূতিভিঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদদধ দ্বিতা ॥ ২৪
বর্ধস্বা সু পুরুষ্টুত ঋষিষ্টুতাভিরূতিভিঃ। ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষমবা চ নঃ ॥ ২৫
ইন্দ্র ত্বমবিতেদসীত্থা স্তুবতো অদ্রিবঃ। ঋতাদিয়র্মি তে ধিয়ং মনোযুজম্ ॥ ২৬
ইহ ত্যা সধমাদ্যা যুজানঃ সোমপীতয়ে। হরী ইন্দ্র প্রতদ্বসূ অভি স্বর ॥ ২৭
অভি স্বরন্তু যে তব রুদ্রাসঃ সক্ষত শ্রিয়ম্। উতো মরুত্বতীর্বিশো অভি প্রয়ঃ ॥ ২৮
ইমা অস্য প্রতূর্তয়ঃ পদং জুষন্ত যদ্দিবি। নাভা যজ্ঞস্য সং দধুর্যথা বিদে ॥ ২৯
অয়ং দীর্ঘায় চক্ষসে প্রাচি প্রযত্যধ্বরে। মিমীতে যজ্ঞমানুষগ্বিচক্ষ্য ॥ ৩০
বৃষায়মিন্দ্র তে রথ উতো তে বৃষণা হরী। বৃষা ত্বং শতক্রতো বৃষা হবঃ ॥ ৩১
বৃষা গ্রাবা বৃষা মদো বৃষা সোমো অয়ং সুতঃ। বৃষা যজ্ঞো যমিন্বসি বৃষা হবঃ ॥ ৩২
বৃষা ত্বা বৃষণং হুবে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ। বাবন্থ হি প্রতিষ্টুতিং বৃষা হবঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ : ১। সোম অভিষুত হলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বললাভার্থে মহান হয়েছেন। ২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেবসদনে যজমানের বর্ধয়িতা, তিনি কার্য পরিসমাপ্তি করেন, অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভার্থে জয় করেন। ৩। বলবান ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করছি। হে ইন্দ্র! সুখ অভিলষিত হলে, তুমি আমাদের বর্ধনার্থে সখা হও। ৪। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি যাচ্ছে। তুমি মত্ত হয়ে তার যজ্ঞে বিরাজ কর। ৫। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবকারিগণ, যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সে ধন আমায় দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর। ৬। হে ইন্দ্র! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় সকল গুণ তোমায় আরোহণ করে। ৭। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আহ্বান শোন। যখনই সোমদ্বারা প্রদত্ত হও তখনই সুকার্যকারী যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর। ৮। ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিহার করছে, স্বর্গপতি ইন্দ্র এ স্তুতিদ্বারা পরিকীর্তিত হচ্ছেন। ৯। বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্য-সমূহের পালয়িতা বলে উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সাথে সোমাভিষবে প্রমত্ত হও। ১০। হে স্তোতা বিপশ্চিৎ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর। এঁর শত্রুপরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন করে। ১১। হে ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি স্থিররূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সাথে যজ্ঞে এস। যেহেতু তাতেই তোমার সুখ। ১২। হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র! আমরা স্তুতি

করছি, আমাদের ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান
কর। ১৩। হে ইন্দ্র! সূর্য উদিত হলে তোমাকে আহ্বান করি, দিবসের
মধ্যভাগে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি প্রীত হয়ে গমনশীল অশ্বের সাথে এস।
১৪। হে ইন্দ্র! শীঘ্র এস, শীগ্র গমন কর, গব্যমিশ্রিত অভিষুত সোমে প্রীত
হও। অনন্তর, আমি যেরূপ জানি, সেরূপ পূর্বকৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।
১৫। হে শত্রু! হে বৃত্রহন! যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক, যদি বা অন্ত-
রিক্ষে থাক, সকল স্থান হতে সোম পান করে রক্ষাকারী হও। ১৬। আমাদের
স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, অভিষুত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্ধিত করুক, হব্যযুক্ত
মনুষ্যগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হয়েছে। ১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষিগণ সে ইন্দ্রকেই
তৃপ্তিকর আহুতিসমূহদ্বারা বর্ধিত করে, পৃথিবীস্থিত সমস্ত লোক শাখার ন্যায় বর্ধিত
করে। ১৮। দেবগণ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করেছিলেন, আমাদের
স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্ধয়িতা সে ইন্দ্রকেই বর্ধিত করুক। ১৯। হে ইন্দ্র!
তোমার স্তোতা অনুকূলকর্মা হয়ে কালে কালে উকথসমূহ উচ্চারণ করে। তুমি
অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলে স্তুত হও। ২০। যাঁদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট
ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সে রুদ্রের অপত্য মরুদ্‌গণ চিরন্তন স্থানসমূহে
আছেন। ২১। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমায় সখ্য প্রদান কর ও এ সোমরূপ
অন্ন পান কর তা হলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করতে পারব। ২২। হে
স্তুতিভাক ইন্দ্র! কখন তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হবে? কখন আমাদের
গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত ধন দান করবে? ২৩। হে জরারহিত
ইন্দ্র! সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ আমাদের নিকট আনুক।
তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করছি। ২৪। মহান
ও বহুকর্তৃক স্তুত সে ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি।
তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ হব্য স্বীকার
করুন। ২৫। হে বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! তুমি ঋষিগণকর্তৃক স্তুত,
রক্ষাকার্যদ্বারা আমাদের বর্ধিত কর এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান কর।
২৬। হে বজ্রবান ইন্দ্র! তুমি এ প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হয়ে থাক, আমি
যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপাপ্য অনুগ্রহ লাভ করি। ২৭। হে ইন্দ্র! প্রসিদ্ধ ও
হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করে এ যজ্ঞে সোমপানার্থে এস।
২৮। তোমার যে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ আছেন তাঁরা শ্রয়ণীয়, এ যজ্ঞে আসুন, আর
মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যাভিমুখে আসুন। ২৯। ইন্দ্রের এ হিংসক
মরুৎ প্রভৃতি প্রজাগণ দ্যুলোকে যে স্থানে আছে, তা সেবা করেন এবং যাতে আমরা
ধন লাভ করতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন।
৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হলে পর এ ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্বরূপে
পরিদর্শন করে নিষ্পন্ন করেন। ৩১। হে ইন্দ্র! তোমার এ রথ অভীষ্টবর্ষী,
তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী। হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান
অভীষ্টবর্ষী। ৩২। অভিষব প্রস্তর অভীষ্টবর্ষী। মত্ততা অভীষ্টবর্ষী, এ অভিষুত
সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ তোমার নিকট গমন করছে তা অভীষ্টবর্ষী,
তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী। ৩৩। হে বজ্রবান! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি
হব্য সেচক, আমি নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। যেহেতু তুমি তোমার উদ্দেশে
কৃত স্তুতি গ্রহণ কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

১৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি নামক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ। স্তোতা মে গোষখা স্যাৎ ॥ ১
শিক্ষেয়মস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিণে। যদহং গোপতিঃ স্যাম্ ॥ ২
ধেনুষ্ট ইন্দ্র সূনৃতা যজমানায় সুন্বতে। গামশ্বং পিপ্যুষী দুহে ॥ ৩
ন তে বর্তাস্তি রাধস ইন্দ্র দেবো ন মর্ত্যঃ। যদ্দিৎসসি স্তুতো মঘম্ ॥ ৪
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্ধয়দ্যদ্ভূমিং ব্যবর্তয়ৎ। চক্রাণ ওপশং দিবি ॥ ৫
বাবৃধানস্য তে বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। ঊতিমিন্দ্রা বৃণীমহে ॥ ৬
ব্যন্তরিক্ষমতিরন্মদে সোমস্য রোচনা। ইন্দ্রো যদভিনদ্বলম্ ॥ ৭
উদগা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্বন্ গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুনুদে বলম্ ॥ ৮
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃড়্হানি দৃংহিতানি চ। স্থিরাণি ন পরাণুদে ॥ ৯
অপামূর্মির্মদন্নিব স্তোম ইন্দ্রাজিরায়তে। বি তে মদা অরাজিষুঃ ॥ ১০
ত্বং হি স্তোমবর্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থবর্ধনঃ। স্তোতৃণামুত ভদ্রকৃৎ ॥ ১১
ইন্দ্রমিৎকেশিনা হরী সোমপেয়ায় বক্ষতঃ। উপ যজ্ঞং সুরাধসম্ ॥ ১২
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিব ইন্দ্রোদবর্তয়ঃ। বিশ্বা যদজয়ঃ স্পৃধঃ ॥ ১৩
মায়াভিরুৎসিসৃপ্সত ইন্দ্র দ্যামারুরুক্ষতঃ। অব দস্যূঁরধূনুথাঃ ॥ ১৪
অসুন্বামিন্দ্র সংসদং বিষূচীং ব্যনাশয়ঃ। সোমপা উত্তরো ভবন্ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র ! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেরূপ যদি আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়। ২। হে শক্তিমান ! যদি আমি গোপতি হই, তবে এ স্তোতাকে দান করতে ইচ্ছা করব এবং প্রার্থিত ধন দান করব। ৩। হে ইন্দ্র ! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্ধক স্তুতিরূপ ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্বদান করে। ৪। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তুত হয়ে ধন দান করতে ইচ্ছা কর তখন তোমার ধনের নিবারক দেবতা নেই, মনুষ্যও নেই। ৫। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধিত করেছে, যেহেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত করে পৃথিবীকে বৃষ্টি দানে বিবর্তিত করেছেন। ৬। হে ইন্দ্র ! তুমি বর্ধমান এবং শত্রুগণের সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করব। ৭। সোমজনিত মত্ততা হলে ইন্দ্র দীপ্তিমান অন্তরিক্ষকে বর্ধিত করেছেন, যেহেতু তিনি বলকে ভেদ করেছেন। ৮। তিনি গুহামধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করে অঙ্গিরাগণকে প্রদান করেছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করেছিলেন। ৯। ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করেছেন, দৃঢ় নক্ষত্র সকলকে কেহ স্থানচ্যুত করতে পারে না। ১০। হে ইন্দ্র ! সমুদ্রের উর্মির ন্যায় তোমার স্তোত্র সকল শীঘ্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্ত পায়। ১১। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি উকথদ্বারা বর্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর। ১২। কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমাপানার্থে শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করছে। ১৩। হে ইন্দ্র ! তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করেছিলে ও সমস্ত শত্রুগণকে জয় করেছিলে। ১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি মায়াদ্বারা সর্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করেছিলে। ১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি সোম পান করে উৎকৃষ্টতর হয়ে সোমাভিষবহীন জনসংঘদের পরস্পর বিরোধী করে (১) বিনাশ কর।

টীকা : ১। সোমাভিষববিহীন লোক বোধ হয় যজ্ঞবিরোধী অনার্যগণ।

১৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোসূক্তি এবং অশ্বসূক্তি ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

তম্বভি প্র গায়ত পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্। ইন্দ্রং গীর্ভিস্তবিষমা বিবাসত ॥ ১
যস্য দ্বিবর্হসো বৃহৎসহো দাধার রোদসী। গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা ॥ ২
স রাজসি পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি জিঘ্নসে। ইন্দ্র জৈত্রা শ্রবস্যা চ যন্তবে ॥ ৩
তং তে মদং গৃণীমসি বৃষণং পৃৎসু সাসহিম্। উ লোককৃত্নুমদ্রিবো হরিশ্রিয়ম্ ॥ ৪
যেন জ্যোতীংষ্যায়বে মনবে চ বিবেদিথ। মন্দানো অস্য বর্হিষো বি রাজসি ॥ ৫
তদদ্যা চিত্ত উক্‌থিনোহনু ষ্টুবন্তি পূর্বথা। বৃষপত্নীরপো জয়া দিবেদিবে ॥ ৬
তব ত্যদিন্দ্রিয়ং বৃহত্তব শুষ্মমুত ক্রতুম্। বজ্রং শিশাতি ধিষণা বরেণ্যম্ ॥ ৭
তব দ্যৌরিন্দ্র পৌংস্যং পৃথিবী বর্ধতি শ্রবঃ। ত্বামাপঃ পর্বতাসশ্চ হিন্বিরে ॥ ৮
ত্বাং বিষ্ণুর্বৃহন্‌ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ। ত্বাং শর্ধো মদত্যনু মারুতম্ ॥ ৯
ত্বং বৃষা জনানাং মংহিষ্ঠ ইন্দ্র জজ্ঞিষে। সত্রা বিশ্বা স্বপত্যানি দধিষে ॥ ১০
সত্রা ত্বং পুরুষ্টুতঁ একো বৃত্রাণি তোশসে। নান্য ইন্দ্রাৎকরণং ভূয় ইন্বতি ॥ ১১
যদিন্দ্র মন্মশস্ত্বা নানা হবন্ত ঊতয়ে। অস্মাকেভির্নৃভিরত্রা স্বর্জয় ॥ ১২
অরং ক্ষয়ায় নো মহে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্। ইন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়া শচীপতিম্ ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। অনেকের আহূত, অনেকের স্তুত, সে ইন্দ্রকে স্তব কর, বাক্যের দ্বারা মহান ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। ২। দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্র গমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্যদ্বারা ধারণ করেন। ৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! তুমি শোভা পাচ্ছ, তুমি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য ধন নিয়ত করবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করছ। ৪। হে বজ্রবান! তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, তা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুদের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়। ৫। হে ইন্দ্র! যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্যাদি দান করেছিলে, সে হর্ষে হৃষ্ট হয়ে তুমি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্তা হয়েছ। ৬। হে ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় অদ্যও উকথ মন্ত্রোচ্চারণকারিগণ তোমার সে বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পর্জন্য যাদের স্বামী প্রতি দিবস সে জল জয় করে। ৭। হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সে বৃহৎ বীর্য, তোমার সে বল কর্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করছে। ৮। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার বল বর্ধিত করছে, পৃথিবী তোমার যশ বর্ধিত করছে, অন্তরিক্ষ ও মেঘ তোমায় প্রীত করে। ৯। হে ইন্দ্র! মহান, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হচ্ছে। ১০। তুমি বর্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্বাপেক্ষা দাতা, তুমি সুন্দর পুত্রাদির সাথে সমস্ত ধন ধারণ কর। ১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তুমি একাকী মহান শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেউ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম প্রাপ্ত হয় না। ১২। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানা প্রকারে স্তুতি করে, সে যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহূত হয়ে শত্রুবল জয় কর। ১৩। হে স্তোতা! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্যাপ্ত ও পরিব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করে কর্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি কর।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥ ১
যস্মিন্নুক্‌থানি রণ্যন্তি বিশ্বানি চ শ্রবস্যা। অপামবো ন সমুদ্রে ॥ ২
তং সুষ্টুত্যা বিবাসে জ্যেষ্ঠরাজং ভরে কৃত্নুম্। মহো বাজিনং সনিভ্যঃ ॥ ৩
যস্যানূনা গভীরা মদা উরবস্তরুত্রা। হর্ষুমন্তঃ শূরসাতৌ ॥ ৪

তমিদ্ধনেষু হিতেষ্বধিবাকায় হবন্তে। যেষামিন্দ্রস্তে জয়ন্তি ॥ ৫
তমিচ্চ্যৌত্নৈরার্যন্তি তং কৃতেভিশ্চর্ষণয়ঃ। এষ ইন্দ্রো বরিবস্কৃৎ ॥ ৬
ইন্দ্রো ব্রহ্মেন্দ্র ঋষিরিন্দ্রঃ পুরু পুরুহূত। মহান্মহীভিঃ শচীভিঃ ॥ ৭
স স্তোম্যঃ স হব্যঃ সত্যঃ সত্বা তুবিকূর্মিঃ। একশ্চিৎসন্নভিভূতিঃ ॥ ৮
তমর্কেভিস্তং সামভিস্তং গায়ত্রৈশ্চর্ষণয়ঃ ইন্দ্রং বর্ধন্তি ক্ষিতয়ঃ ॥ ৯
প্রণেতারং বস্যো অচ্ছা কর্তারং জ্যোতিঃ সমৎসু। সাসহ্বাংসং যুধামিত্রান্ ॥ ১০
স নঃ পপ্রিঃ পারয়াতি স্বস্তি নাবা পুরুহূতঃ। ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ ॥ ১১
স ত্বং ন ইন্দ্র বাজেভির্দশস্যা চ গাতুয়া চ। অচ্ছা চ নঃ সুম্নং নেষি ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তুত্য নেতা, শত্রুদের অভিভবিতা ও সর্বাপেক্ষা দাতা। ২। জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যেরূপ শোভা পায়, উকথ সকল সেরূপ ইন্দ্রে শোভা পায়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁতে শোভা পায়। ৩। উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থে সে ইন্দ্রের পরিচর্যা করছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভা পান, সংগ্রামে মহৎ কার্য করেন এবং তিনি বলবান। ৪। যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরগণের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত। ৫। ধনপ্রাপ্ত হলে সে ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান কর। ইন্দ্র যাদের তারা জয়লাভ করে। ৬। সে ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়, মনুষ্যগণ কর্মদ্বারা তাঁকে ঈশ্বর করেন। এ ইন্দ্রই ধনের কর্তা হন। ৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোককর্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহান। ৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের অবসাদকর, তিনি বহুকর্মা, তিনি এক হয়েও শত্রুগণের অভিভবিতা। ৯। চর্ষণিগণ এবং লোক-সকল তাঁকে অর্চনামন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে। ১০। তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিপ্রকাশক, আয়ুধদ্বারা শত্রুগণের অভিভবকর। ১১। তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্তৃক আহূত; তিনি আমাদের সমস্ত শত্রুগণ হতে নৌকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের বলের দ্বারা ধন প্রদান কর, আমাদের পথ প্রদান করতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান কর।

১৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্। এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ১
আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতামিন্দ্র কেশিনা। উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু ॥ ২
ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্র সোমিনঃ। সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩
আ নো যাহি সুতাবতোঽস্মাকং সুষ্টুতীরুপ। পিবা সু শিপ্রিন্নন্ধসঃ ॥ ৪
আ তে সিঞ্চামি কুক্ষ্যোরনু গাত্রা বি ধাবতু। গৃভায় জিহ্বয়া মধু ॥ ৫
স্বাদুষ্টে অস্তু সংসুদে মধুমাস্তন্বে তব। সোমঃ শমস্তু তে হৃদে ॥ ৬
অয়মু ত্বা বিচর্ষণে জনীরিবাভি সম্বৃতঃ। প্র সোমঃ ইন্দ্র সর্পতু ॥ ৭
তুবিগ্রীবো বপোদরঃ সুবাহুরন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৮
ইন্দ্র প্রেহি পুরস্ত্বং বিশ্বস্যেশান ওজসা। বৃত্রাণি বৃত্রহঞ্জহি ॥ ৯
দীর্ঘস্তে অস্ত্বংকুশো যেনা বসু প্রযচ্ছসি। যজমানায় সুন্বতে ॥ ১০
অয়ং ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধি বর্হিষি। এহীমস্য দ্রবা পিব ॥ ১১
শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায় তে সুতঃ। আখণ্ডল প্র হূয়সে ॥ ১২
যস্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ। ন্যস্মিন্দধ্র আ মনঃ ॥ ১৩

বস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাংসত্রং সোম্যানাম্ ।
দ্রপ্সো ভেত্তা পুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা ॥ ১৪
পৃদাকুসানুর্যজতো গবেষণ একঃ সন্নভি ভূয়সঃ ।
ভূর্ণিমশ্বং নয়ত্তুজা পুরো গৃভেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ! এস, তোমার জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, এ সোম পান কর, আমাদের এ কুশোপরি উপবেশন কর। ২। হে ইন্দ্র ! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনুক, তুমি যজ্ঞে এসে আমাদের স্তোত্র শোন। ৩। আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমার আহ্বান করছি। আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোমপায়ীকে আহ্বান করছি। ৪। হে ইন্দ্র ! আমরা অভিষুত সোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে এস, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও, হে শিপ্রযুক্ত ! তুমি অন্ন ভক্ষণ কর। ৫। হে ইন্দ্র ! তোমার কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করছি। সোম ক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক, মধুর সোম জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ কর। ৬। হে ইন্দ্র ! তুমি সুদাতা, এ মাধুর্যবান সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হোক, এ তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হোক। ৭। হে লোকপতি ইন্দ্র ! স্ত্রীর ন্যায় সংবৃত এ সোম তোমার নিকট গমন করুক (১)। ৮। বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র সোমরূপ অন্নজনিত হর্ষ উদয় হলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন। ৯। হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হয়ে আমাদের অগ্রে গমন কর। হে বৃত্রহা ! তুমি শত্রুগণকে বধ কর। ১০। হে ইন্দ্র ! যার দ্বারা তুমি সোমাভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সে অংকুশ দীর্ঘ হোক। ১১। হে ইন্দ্র ! এ সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ কুশে বিশেষরূপে শোভিত হয়েছে। এক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে এস। নিকটে এসে পান কর। ১২। হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট ইন্দ্র ! তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, হে আখণ্ডল ! উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহূত হয়েছ। ১৩। হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র ! (২) তোমার যে উৎকৃষ্ট রক্ষক কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ আছে, তাতে ঋষিগণ মন দিয়েছিলেন। (৩) ১৪। হে বাস্তোষ্পতি ! স্থূণা দৃঢ় হোক. আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষা সমর্থক বল হোক, ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদের মিত্র হোন। ১৫। সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হয়েও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। স্তোতা ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থে আমাদের সম্মুখে আনছে।

টীকা ঃ ১। স্ত্রী যেরূপ সংবৃত হয়ে স্বামীর নিকট এসে তার সুখ বর্ধন করে, এ সোম তোমায় সেরূপ করুক। ২। শৃঙ্গবৃষা একজন ঋষি, ইন্দ্র তাকে পিতা বলেছিলেন। সায়ণ। ৩। যে যজ্ঞে কুণ্ড ভরে সোম পান করা হয়, তার নাম কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ। সায়ণ।

১৮ সূক্ত ।। অষ্টম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। নবম ঋকের অগ্নি, সূর্য, বায়ু দেবতা। অবশিষ্টের আদিত্য দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ইদং হ নূনমেষাং সুম্নং ভিক্ষেত মর্ত্যঃ। আদিত্যানামপূর্ব্যং সবীমনি ॥ ১
অনর্বাণো হ্যেষাং পন্থা আদিত্যানাম্। অদব্ধাঃ সন্তি পায়বঃ সুগেবৃধঃ ॥ ২
তৎসু নঃ সবিতা ভগো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথো যদীমহে ॥ ৩

দেবেভিদে'ব্য দিতেঽরিষ্টভর্মন্না গহি। স্মৎসূরিভিঃ পুরুপ্রিয়ে সুশর্মভিঃ ॥ ৪
তে হি পুত্রাসো অদিতের্বিদুর্দ্বেষাংসি যোতবে। অংহোশ্চিদুরুচক্রয়োঽনেহসঃ ॥ ৫
অদিতির্নো দিবা পশুমদিতির্নক্তমদ্বয়াঃ। অদিতিঃ পাত্বংহসঃ সদাবৃধা ॥ ৬
উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যা গমৎ। সা শন্তাতি ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥ ৭
উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ করতো অশ্বিনা। যুযুযাতামিতো রপো অপ স্রিধঃ॥ ৮
শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছং নস্তপতু সূর্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপ স্রিধঃ ॥ ৯
অপামীবামপ স্রিধমপ সেধত দুর্মতিম্। আদিত্যাসো যুযোতনা নো অংহসঃ ॥ ১০
যুযোতা শরুমস্মদাঁ আদিত্যাস উতামতিম্। ঋধগ্দ্বেষঃ কৃণুত বিশ্ববেদসঃ॥ ১১
তৎসু নঃ শর্ম যচ্ছতাদিত্যা যন্মুমোচতি। এনস্বন্তং চিদেনসঃ সুদানবঃ ॥ ১২
যো নঃ কশ্চিদ্রিরিক্ষতি রক্ষস্ত্বেন মর্ত্যঃ। স্বৈঃ ষ এবৈ রিরিষীষ্ট যুর্জনঃ ॥ ১৩
সমিত্তমঘমশ্নবদ্দুঃশংসং মর্ত্যং রিপুম্। যো অস্মত্রা দুর্হণাবাঁ উপ দ্বয়ুঃ ॥ ১৪
পাকত্রা স্থন দেবা হৃৎসু জানীথ মর্ত্যম্। উপ দ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ ॥ ১৫
আ শর্ম পর্বতানামোতাপাং বৃণীমহে। দ্যাবাক্ষামারে অস্মদ্রপস্কৃতম্ ॥ ১৬
তে নো ভদ্রেণ শর্মণা যুষ্মাকং নাবা বসবঃ। অতি বিশ্বানি দুরিতা পিপর্তন ॥ ১৭
তুচে তনায় তৎসু নো দ্রাঘীয় আয়ুর্জীবসে। আদিত্যাসঃ সুমহসঃ কৃণোতন ॥ ১৮
যজ্ঞো হীলো বো অন্তর আদিত্যা অস্তি মৃলত। যুষ্মে ইদ্বো অপি ষ্মসি সজাত্যে ॥ ১৯
বৃহদ্বরূথং মরুতাং দেবং ত্রাতারমশ্বিনা। মিত্রমীমহে বরুণং স্বস্তয়ে ॥ ২০
অনেহো মিত্রার্যমন্নৃবদ্বরুণ শংস্যম্। ত্রিবরূথং মরুতো যন্ত নশ্ছর্দিঃ ॥ ২১
যে চিদ্ধি মৃত্যুবন্ধব আদিত্যা মনবঃ স্মসি। প্র সূ ন আয়ুর্জীবসে তিরেতন ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। এ সকল আদিত্যগণের নিকট মনুষ্য অপূর্ব সুখ যাচ্ঞা করে। ২। এ আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্তৃক অপ্রাতিগত ও অহিংসিত, অতএব সে পালনশীল মার্গ সুখবর্ধক। ৩। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্যমা আমাদের সে সুখ প্রদান করুন। ৪। হে দেবী, বহুলোকের প্রিয় অদিতি! তুমি প্রতিপালন করলে কেউ হিংসা করতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সাথে সুন্দরভাবে আগমন কর। ৫। অদিতির সে পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক করতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা রক্ষকগণ পাপ হতে আমাদের পৃথক করতে জানেন। ৬। অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্বদা বর্ধনশীল রক্ষাদ্বারা আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুন। ৭। স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সাথে দিবাভাগে আমাদের নিকট আসুন, সে অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ৮। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের পাপ হতে পৃথক করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ৯। অগ্নি নানা অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য সুখপ্রদ হয়ে তাপ দান করুন, বায়ু তাপশূন্য হয়ে বাহিত হোন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন। ১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদের দূরীভূত কর, দুর্মতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদের পাপ হতে পৃথক করুন। ১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হতে দূর কর, দুর্মতিকে আমাদের নিকট হতে দূর কর। হে সর্বজ্ঞগণ! শত্রুদের আমাদের নিকট হতে পৃথক কর। ১২। হে সুদানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হতে মুক্ত করে, আমাদের সে কল্যাণ প্রদান কর। ১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদের রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্যের দ্বারাই হিংসিত হোক, সে ব্যক্তি অপগত হোক। ১৪। যে

দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হোক। ১৫। হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ! তোমার পক্কবুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও। ১৬। আমরা মেঘ-সম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করছি। হে দ্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হতে দূর দেশে প্রেরণ কর। ১৭। হে বসু আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদের সমস্ত দুরিত হতে পার কর। ১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ু প্রেরণ কর। ১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্তমান, তোমরা আমাদের সুখী কর। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করে আমরা সর্বদা তোমাদেরই হব। ২০। মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীতাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলার্থে যাচ্ঞা করি। ২১। হে মিত্র! হে অর্যমা! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এ তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর। ২২। হে আদিত্যগণ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাদের জীবনার্থে আয়ু উত্তমরূপে বর্ধিত কর।

১৯ সূক্ত ॥ ষড়্‌বিংশ ও সপ্তবিংশের ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা, ৩৪ ও ৩৫ ঋকের আদিত্য দেবতা, অবশিষ্টের :অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সোভরি ঋষি। প্রাগাথ, দ্বিপদা, উষ্ণিক্, সতোবৃহতী, ককুপ্,পংক্তি ছন্দ।

তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমোহিরে ॥ ১
বিভূতিরাতিং বিপ্র চিত্রশোচিষমগ্নিমীলিষ্ব যন্তুরম্।
অস্য মেধস্য সোম্যস্য সোভর প্রেমধ্বরায় পূর্ব্যম্ ॥ ২
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্যম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ৩
ঊর্জো নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিং শ্রেষ্ঠশোচিষম্।
স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপামা সুম্নং যক্ষতে দিবি ॥ ৪
যঃ সমিধা য আহুতী যো বেদেন দদাশ মর্তো অগ্নয়ে। যো নমসা স্বধ্বরঃ ॥ ৫
তস্যেদর্বন্তো রংহয়ন্ত আশবস্তস্য দ্যুম্নিতমং যশঃ।
ন তমংহো দেবকৃতং কুতশ্চন ন মর্ত্যকৃতং নশৎ ॥ ৬
স্বগ্নয়ো বো অগ্নিভিঃ স্যাম সূনো সহস ঊর্জাম্পতে। সুবীরস্ত্বমস্ময়ুঃ ॥ ৭
প্রশংসমানো অতিথির্ন মিত্রিয়োঽগ্নী রথো ন বেদ্যঃ।
ত্বে ক্ষেমাসো অপি সন্তি সাধবস্ত্বং রাজা রয়ীণাম্ ॥ ৮
সো অদ্ধা দাশ্বধ্বরোঽগ্নে মর্তঃ সুভগ স প্রশংস্যঃ। স ধীভিরস্তু সনিতা ॥ ৯
যস্য ত্বমূর্ধ্বো অধ্বরায় তিষ্ঠসি ক্ষয়দ্বীরঃ স সাধতে।
সো অর্বদ্ভিঃ সনিতা স বিপন্যুভিঃ স শূরৈঃ সনিতা কৃতম্ ॥ ১০
যস্যাগ্নির্বপুর্গৃহে স্তোমং চনো দধীত বিশ্ববার্যঃ।
হব্যা বা বেবিষদ্বিষঃ ॥ ১১
বিপ্রস্য বা স্তুবতঃ সহসো যহো মক্ষূতমস্য রাতিষু।
অবোদেবমুপরিমর্ত্যং কৃধি বসো বিবিদুষো বচঃ ॥ ১২
যো অগ্নিং হব্যদাতিভি র্নমোভি র্বা সুদক্ষমাবিবাসতি।
গিরা বাজিরশোচিষম্ ॥ ১৩
সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধামভিরস্য মর্ত্যঃ।
বিশ্বেৎস ধীভিঃ সুভগো জনাঁ অতি দ্যুম্নৈরুদ্ন ইব তারিষৎ ॥ ১৪

তদগ্নে দ্যুম্নমা ভর যৎসাসহৎসদনে কং চিদত্রিণম্ । মন্যুং জনস্য দূঢ্যঃ ॥ ১৫
যেন চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমা যেন নাসত্যা ভগঃ ।
বয়ং তত্তে শবসা গাতুবিত্তমা ইন্দ্রত্বোতা বিধেমহি ॥ ১৬
তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যো যে ত্বা বিপ্র নিদধিরে নৃচক্ষসম্ ।
বিপ্রাসোদেব সুক্রতুম্ ॥ ১৭
ত ইদ্বেদিং সুভগ ত আহুতিং তে সোতুং চক্রিরে দিবি ।
ত ইদ্বাজেভি র্জিগ্যুর্মহদ্ধনং যে ত্বে কামং ন্যেরিরে ॥ ১৮
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ ।
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ১৯
ভদ্রং মনঃ কৃণুষ্ব বৃত্রতূর্যে যেনা সমৎসু সাসহঃ ।
অব স্থিরা তনুহি ভূরি শর্ধতাং বনেমা তে অভিষ্টিভিঃ ॥ ২০
ঈলে গিরা মনুর্হিতং যং দেবা দূতমরতিং ন্যেরিরে ।
যজিষ্ঠং হব্যবাহনম্ ॥ ২১
তিগ্মজম্ভায় তরুণায় রাজতে প্রয়ো গায়স্যগ্নয়ে ।
যঃ পিংশতে সূনৃতাভিঃ সুবীর্যমগ্নির্ঘৃতেভিরাহুতঃ ॥ ২২
যদী ঘৃতেভিরাহুত বাশীমগ্নির্ভরত উচ্চাবচ । অসুর ইব নির্ণিজম্ ॥ ২৩
যো হব্যান্যৈরয়তা মনুর্হিতো দেব আসা সুগন্ধিনা ।
বিবাসতে বার্যানি স্বধ্বরো হোতা দেবো অমর্ত্যঃ ॥ ২৪
যদগ্নে মর্ত্যস্ত্বং স্যামহং মিত্রমহো অমর্ত্যঃ । সহসঃ সূনবাহুত ॥ ২৫
ন ত্বা রাসীয়াভিশস্তয়ে বসো ন পাপত্বায় সন্ত্য ।
ন মে স্তোতামতীবা ন দুর্হিতঃ স্যাদগ্নে ন পাপয়া ॥ ২৬
পিতুর্ন পুত্রঃ সুভৃতো দুরোণ আ দেবাঁ । এতু প্র ণো হবিঃ ॥ ২৭
তবাহমগ্ন ঊতিভির্নেদিষ্ঠাভিঃ সচেয় জোষমা বসো । সদা দেবস্য মর্ত্যঃ ॥ ২৮
তব ক্রত্বা সনেয়ং তব রাতিভিরগ্নে তব প্রশস্তিভিঃ ।
ত্বামিদাহুঃ প্রমতিং বসো মমাগ্নে হর্ষস্ব দাতবে ॥ ২৯
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মভিঃ ।
যস্য ত্বং সখ্যমাবয়ঃ ॥ ৩০
তব দ্রপ্সো নীলবান্বাশ ঋত্বিয় ইন্ধানঃ সিষ্ণবা দদে ।
ত্বং মহীনামুষসামসি প্রিয়ঃ ক্ষপো বস্তুষু রাজসি ॥ ৩১
ত্বমাগন্ম সোভরয়ঃ সহস্রমুষ্কং স্বভিষ্টিমবসে । সম্রাজ্যং ত্রাসদস্যবম্ ॥ ৩২
যস্য তে অগ্নে অন্যে অগ্নয় উপক্ষিতো বয়া ইব ।
বিপো ন দ্যুম্না নি যুবে জনানাং তব ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৩৩
যমাদিত্যাসো অদ্রুহঃ পারং নয়থ মর্ত্যম্ । মঘোনাং বিশ্বেষাং সুদানবঃ ॥ ৩৪
যূয়ং রাজানঃ কং চিচ্চর্ষণীসহঃ ক্ষয়ন্তং মানুষাঁ অনু ।
বয়ং তে বা বরুণ মিত্রার্যমন্ত্স্যামেদৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩৫
অদান্মে পৌরুকুৎস্যঃ পঞ্চাশতং ত্রসদস্যুর্বধূনাম্ । মংহিষ্ঠো অর্য সৎপতিঃ ॥ ৩৬
উত মে প্রয়িয়োর্বিয়িয়োঃ সুবাস্ত্বা অধি তুগ্বনি ।
তিসৃণাং সপ্ততীনাং শ্যাবঃ প্রণেতা ভুবদ্বসুর্দিয়ানাং পতিঃ ॥ ৩৭

অনুবাদ ঃ ১। হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি হব্য স্বর্গে নিয়ে যান, ঋত্বিকগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন। ২। হে মেধাবী সোভরি! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান সোমসাধ্য এ

এ যজ্ঞের নিয়ন্তা এ পুরাতন অগ্নিকে যাগ করবার জন্য স্তুতি কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এ যজ্ঞের সুকর্তা— আমরা তোমার ভজনা করি। ৪। অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করে এবং জলদেবতাগণের সুখার্থে যজ্ঞ করুন। ৫। যে মনুষ্য সমিধ দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা পরিচর্যা করে, যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হয়ে নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করে। ৬। তারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান হয়, তারই যশ সর্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্যকৃত পাপ তার নিকট যেতে পারে না। ৭। হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! তোমার অঙ্গভূত অগ্নি সমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদের কামনা কর। ৮। প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় ফলপ্রাপক। হে অগ্নি! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা। ৯। হে সুভগ অগ্নি! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হোক, সে প্রশংসনীয় হোক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হোক। ১০। হে অগ্নি! যার যজ্ঞের জন্য তুমি ঊর্ধ্ব হয়ে থাক, সে নিবাসশীল বীরযুক্ত হয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা জয় ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় হোক, সে মেধাবী ও বীরগণের সাথে মিলিত হয়। ১১। বিশ্বের বরণীয়, রূপবান অগ্নি যার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন তার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয়। ১২। হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্য দানে ত্বরাবান অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্তগণের উপরি ব্যাপ্ত কর। ১৩। যে হব্য দান ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করে অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামী তেজবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা করে, সে সমৃদ্ধ হয়। ১৪। যে মনুষ্য এ অগ্নির অবয়বের সাথে অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়ে দ্যোতমান অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে। ১৫। হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসদের অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সে ধন আহরণ কর। ১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হয়ে এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হয়ে, হে অগ্নি! তোমার সে তেজের পরিচর্যা করি। ১৭। হে মেধাবী দ্যুতিমান অগ্নি! যে মেধাবিগণ মনুষ্যদের সাক্ষিস্বরূপ সুন্দরকর্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তারাই উৎকৃষ্ট ধ্যানযুক্ত হয়। ১৮। হে সুভগ! তারাই তোমার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে দ্যুতিমান দিনে অভিষবার্থে উদ্যোগ করে, তারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তারাই তোমাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয়। ১৯। আহুত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হোন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হোক। যজ্ঞ কল্যাণকর হোক, স্তুতি কল্যাণকর হোক। ২০। হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এ মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করব। ২১। আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী. হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্তৃক প্রেরিত হন। ২২। তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান অগ্নির উদ্দেশে হে স্তোতা! অন্নবিষয়ে গান কর। অগ্নি সুনৃত বাক্যদ্বারা স্তুত ও ঘৃতদ্বারা আহুত হয়ে স্তোতাকে শোভন বীর্যদান করে। ২৩। ঘৃতের দ্বারা আহুত অগ্নি যখন ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন

অসুর (১) সূর্যের ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন। ২৪। যে মনুকর্তৃক আহিত দ্যোতমান অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান, মরণরহিত সে অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন। ২৫। হে বলের পুত্র আহূত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! আমি (২) মর্ত্য, আমি যেন তুমি হতে পারি। ২৬। হে বসু! তোমাকে মিথ্যাপবাদের জন্য তিরস্কার করব না, হে সত্য! তোমায় পাপের জন্য তিরস্কার করব না। আমার স্তোতা অনভিমত বচনদ্বারা তোমার প্রতি আক্রোশ করবে না দুর্বুদ্ধিশত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধিদ্বারা আমাদের বাধা দিতে না পারে। ২৭। পুত্র পিতার উদ্দেশে যেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে সেরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন। ২৮। হে বসু! তোমার নিকটবর্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্য, আমি যেন সর্বদা প্রীতি সেবা করতে পারি। ২৯। হে অগ্নি! তোমার পরিচর্যাদ্বারা তোমার ভজনা করব, তোমার হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করব, হে বসু! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, তুমিই আমার রক্ষক। হে অগ্নি! দানার্থে হৃষ্ট হও। ৩০। হে অগ্নি! তুমি যার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্ধিত হয়। ৩১। হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান, নীড়বান, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি! তোমার জন্য সোম গৃহীত হচ্ছে, তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও। ৩২। সোভরিগণ রক্ষার্থে অগ্নির নিকট যাচ্ছে, তিনি সহস্র তেজবিশিষ্ট, সম্রাট এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আসেন। ৩৩। হে অগ্নি! অন্য অগ্নি সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্ধিত করে অন্য স্তোতার ন্যায় দ্যোতমান অন্ন প্রাপ্ত হব। ৩৪। হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ! সমস্ত হবিষ্মানগণের মধ্যে যাকে পারে নিয়ে যাও সে ফল লাভ করে। ৩৫। হে শোভমান, শত্রুগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ! তোমরা মনুষ্যদের বিনাশকর শত্রুবর্গকে অভিভূত কর। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! সে আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হব। ৩৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে পঞ্চাশ জন বধূ প্রদান করেছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য এবং সৎপতি। ৩৭। সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদের নেতা, পূজনীয় ধনদানার্হ ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু, অন্ন ও ধন দান করেছিলেন (৩)।

টীকা ঃ ১। অষ্টম মণ্ডলের অসুর শব্দ আট বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ ১৯ সূক্তের ২৩ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে। ২০ সূক্তের ১৭ ঋকে মেঘ বা বলবান সম্বন্ধে, ২৫ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে, ২৭ সূক্তের ২০ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৪২ সূক্তের ১ ঋকে বরুণ সম্বন্ধে, ৯০ সূক্তের ৬ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৬ সূক্তের ৯ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, ৯৭ সূক্তের ১ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, অতএব শেষের দুটি স্থান ভিন্ন আর স্থানেই অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। ২। মূলে 'যৎ অগ্নে মর্ত্যঃ ত্বং স্যাং অহং' আছে। মর্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হবার অভিলাষ করছেন। ২১ ও ২৪ ঋক হতে প্রকাশ হয়, যে মনু অগ্নিপূজার একজন অনুষ্ঠান কর্তা। ৩। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুরাজা শ্যামবর্ণ লোকের নেতা। এ শ্যামবর্ণ লোক কারা?

২০ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

আ গন্তা মা রিষণ্যত প্রস্থাবানো মাপ স্থাতা সমন্যবঃ। স্থিরা চিন্নময়িষ্ণবঃ ॥ ১
বীলুপবিভির্মরুত ঋভুক্ষণ আ রুদ্রাসঃ সুদীতিভিঃ।
ইষা নো অদ্যা গতা পুরুস্পৃহো যজ্ঞমা সোভরীয়বঃ ॥ ২
বিদ্মা হি রুদ্রিয়াণাং শুষ্মমুগ্রং মরুতাং শিমীবতাম্।
বিষ্ণোরেষস্য মীড়্হুষাম্ ॥ ৩
বি দ্বীপানি পাপতন্তিষ্ঠদ্দুছুনোভে যুজন্ত রোদসী।
প্র ধন্বান্যৈরত শুভ্রখাদয়ো যদেজথ স্বভানবঃ ॥ ৪
অচ্যুতা চিদ্বো অজ্মন্না নানদতি পর্বতাসো বনস্পতিঃ। ভূমির্যামেষু রেজতে ॥ ৫
অমায় বো মরুতো যাতবে দ্যৌর্জিহীত উত্তরা বৃহৎ।
যত্রা নরো দেদিশতে তনূষ্বা ত্বক্ষাংসি বাহ্বোজসঃ ॥ ৬
স্বধামনু শ্রিয়ং নরো মহি ত্বেষা অমবন্তো বৃষপ্সবঃ। বহন্তে অহ্রুতপ্সবঃ ॥ ৭
গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশে হিরণ্যয়ে।
গোবন্ধবঃ সুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তো নঃ স্পরসে নু ॥ ৮
প্রতি বো বৃষদঞ্জয়ো বৃষ্ণে শর্ধায় মারুতায় ভরধ্বম্। হব্যপ্রা বৃষয়াব্ণে ॥ ৯
বৃষণশ্বেন মরুতো বৃষপ্সুনা রথেন বৃষনাভিনা।
আ শ্যেনাসো ন পক্ষিণো বৃথা নরো হব্যা নো বীতয়ে গত ॥ ১০
সমানমঞ্জ্যেষাং বি ভ্রাজন্তে রুক্মাসো অধি বাহুষু। দবিদ্যুতত্যৃষ্টয়ঃ ॥ ১১
ত উগ্রাসো বৃষণ উগ্রবাহবো নকিষ্টনূষু যেতিরে।
স্থিরা ধন্বান্যায়ুধা রথেষু বোঽনীকেষ্বধি শ্রিয়ঃ ॥ ১২
যেষামর্ণো ন সপ্রথো নাম ত্বেষং শশ্বতামেকমিদ্ভুজে। বয়ো ন পিত্র্যং সহঃ ॥ ১৩
তান্বন্দস্ব মরুতস্তাঁ উপ স্তুহি তেষাং হি ধুনীনাম্।
অরাণাং ন চরমস্তদেষাং দানা মহ্না তদেষাম্ ॥ ১৪
সুভগঃ স ব ঊতিষ্বাস পূর্বাসু মরুতো ব্যুষ্টিষু। যো বো নূনমুতাসতি ॥ ১৫
যস্য বা যূয়ং প্রতি বাজিনো নর আ হব্যা বীতয়ে গথ।
অভি ষ দ্যুম্নৈরুত বাজসাতিভিঃ সুম্না বো ধূতয়ো নশৎ ॥ ১৬
যথা রুদ্রস্য সূনবো দিবো বশন্ত্যসুরস্য বেধসঃ। যুবানস্তথেদসৎ ॥ ১৭
যে চার্হন্তি মরুতঃ সুদানবঃ স্মন্মীড়্হুষশ্চরন্তি যে।
অতশ্চিদা ন উপ বস্যসা হৃদা যুবান আ ববৃধ্বম্ ॥ ১৮
যূন ঊ ষু নবিষ্ঠয়া বৃষ্ণঃ পাবকাঁ অভি সোভরে গিরা। গায় গা ইব চর্কৃষৎ ॥ ১৯
সাহা যে সন্তি মুষ্টিহেব হব্যো বিশ্বাসু পৃৎসু হোতৃষু।
বৃষ্ণশ্চন্দ্রান্ন সুশ্রবস্তমান্ গিরা বন্দস্ব মরুতো অহ ॥ ২০
গাবশ্চিদঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ ২১
মর্তশ্চিদ্বো নৃতবো রুক্মবক্ষস উপ ভ্রাতৃত্বমায়তি।
অধি নো গাত মরুতঃ সদা হি ব আপিত্বমস্তি নিধ্রুবি ॥ ২২
মরুতো মারুতস্য ন আ ভেষজস্য বহতা সুদানবঃ।
যূয়ং সখায়ঃ সপ্তয়ঃ ॥ ২৩
যাভিঃ সিন্ধুমবথ যাভিস্তূর্বথ যাভির্দশস্যথা ক্রিবিম্।
ময়ো নো ভূতোতিভির্ময়োভুবঃ শিবাভিরসচদ্বিষঃ ॥ ২৪
যৎ সিন্ধৌ যদসিক্ন্যাং যৎ সমুদ্রেষু মরুতঃ সুবর্হিষঃ।
যৎ পর্বতেষু ভেষজম্ ॥ ২৫

বিশ্বং পশ্যন্তো বিভৃথা তনূষ্বা তেনা নো অধি বোচত।
ক্ষমা রপো মরুত আতুরস্য ন ইষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ২৬

অনুবাদ : ১। হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ! তোমরা এস, হিংসা করো না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হয়ে দৃঢ় পর্বতকেও কম্পিত কর, আমাদের অন্যত্র থেকো না। ২। হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ় নেমিযুক্ত রথে এস। হে সকলের স্পৃহণীয়গণ! তোমরা সোভরিকে কামনা করে অন্নের সাথে অদ্য আমাদের যজ্ঞে এস। ৩। কর্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় জলের সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জানি। ৪। হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ! তোমরা যখন কম্পিত কর তখন দ্বীপ সকল পতিত হয়, স্থাবর পদার্থ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয়। ৫। হে মরুৎগণ! তোমরা গমন করলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয়। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের দলের গমনার্থে দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরিক্ষ ত্যাগ করে ঊর্ধ্বগত হয়েছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করছেন। ৭। দীপ্ত বলবান, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করছেন। ৮। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হচ্ছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হোন। ৯। হে সোমবর্ষী অধ্বর্যুগণ! বৃষ্টিপ্রদ মরুৎগণের বলার্থে হব্য আহরণ কর। ঐ বলদ্বারা তাঁরা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হন। ১০। নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ অশ্বযুক্ত বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত বৃষ্টিপ্রদ নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন। ১১। মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই। দীপ্যমান সুবর্ণময় হার শোভা পাচ্ছে। বাহুর উপরি ভাগে আয়ুধ সকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করছে। ১২। উগ্র বৃষ্টিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন না। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথে ধনু সকল ও আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হয়েছে, অতএব সেনামুখে তোমাদেরই জয় হয়। ১৩। উদকের ন্যায় সর্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হয়েই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থে পর্যাপ্ত হয়। ১৪। তাদের বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। আমরা আর্ত স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক তাঁদের দান মহত্ত্বযুক্ত। ১৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের রক্ষা লাভ করে স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হয়েছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য তোমাদেরই হয়। ১৬। হে নেতাগণ! তোমরা হব্যভক্ষণার্থে যে হবিষ্মান ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপাদক! মরুৎগণে দ্যুতিমান অন্ন এবং অন্ন-সম্ভোগ দ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাদের চারদিকে ব্যাপ্ত হয়। ১৭। রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা (১), নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরিক্ষ হতে এসে যাতে আমাদের কামনা করেন, এ স্তোত্র সেরূপ হোক। ১৮। যে সুন্দর দানবিশিষ্ট যজমান মরুৎগণকে পূজা করে, যারা সেক্তাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এ উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে এসে মিলিত হও। ১৯। হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ যেরূপ, বলীবর্দের স্তব করে, সেরূপ স্তব কর। ২০। সমস্ত যুদ্ধে যোদ্ধাগণ আহ্বান করলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যদ্বারা বন্দনা করি। ২১। হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ

একজাতি বলে সমান বন্ধুযুক্ত হয়ে চারদিকে পরস্পর লেহন করছে। ২২। হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ! মনুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করছে। অতএব আমাদের পক্ষ হয়ে কথা কও। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে। ২৩। হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা মরুৎগণ! তোমাদের ঔষধ আন। ২৪। হে মরুৎগণ! যা দিয়ে সমুদ্রকে রক্ষা কর, যা দিয়ে যজমানের শত্রুকে হিংসা কর, যা দিয়ে তৃষ্ণজকে কৃপা প্রদান করেছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিতগণ! সে কল্যাণকর সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর। ২৫। হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্লীতে (২), সমুদ্রে ও পর্বতে যে ঔষধ আছে। ২৬। তোমরা সে সকল ঔষধ জেনে আমাদের শরীরার্থে আন। তা দিয়ে আমাদের চিকিৎসা কর। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে যাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেরূপে বাধাপ্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর।

টীকা ঃ ১। সায়ণাচার্য এ স্থলে অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করেছেন। প্রকৃত অর্থ বলবান। ২। অর্থে কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব নদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

২১ সূক্ত ॥ শেষ দুটি ঋকের চিত্র রাজার দান দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি। প্রগাথ, কাকুভ ছন্দ।

বয়মু ত্বামপূর্ব্য স্থূরং ন কচ্চিদ্ভরন্তোঽবস্যবঃ। বাজে চিত্রং হবামহে ॥ ১
উপ ত্বা কর্মন্নূতয়ে স নো যুবোগ্রশ্চক্রাম যো ধৃষৎ।
ত্বামিদ্ধ্যবিতারং ববৃমহে সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২
আ যাহীম ইন্দবোঽশ্বপতে গোপত উর্বরাপতে। সোমং সোমপতে পিব ॥ ৩
বয়ং হি ত্বা বন্ধুমন্তমবন্ধবো বিপ্রাস ইন্দ্র যেমিম।
যা তে ধামানি বৃষভ তেভিরা গহি বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে ॥ ৪
সীদন্তস্তে বয়ো যথা গোশ্রীতে মধৌ মদিরে বিবক্ষণে। অভি ত্বামিন্দ্র নোনুমঃ ॥ ৫
অচ্ছা চ ত্বৈনা নমসা বদামসি কিং মুহুশ্চিদ্বি দীধয়ঃ।
সন্তি কামাসো হরিবো দদিষ্টবং স্মো বয়ং সন্তি নো ধিয়ঃ ॥ ৬
নূত্না ইদিন্দ্র তে বয়মূতী অভূম নহি নূ তে অদ্রিবঃ। বিদ্মা পুরা পরীণসঃ ॥ ৭
বিদ্মা সখিত্বমুত শূর ভোজ্য মা তে তা বজ্রিন্নীমহে।
উতো সমস্মিন্না শিশীহি নো বসো বাজে সুশিপ্র গোমতি ॥ ৮
যো ন ইদমিদং পুরা প্র বস্য আনিনায় তমু বঃ স্তুষে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৯
হর্যশ্বং সৎপতিং চর্ষণীসহং স হি ষ্মা যো অমন্দত।
আ তু নঃ স বয়তি গব্যমশ্ব্যং স্তোতৃভ্যো মঘবা শতম্ ॥ ১০
ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং প্রতি শ্বসন্তং বৃষভ ব্রুবীমহি। সংস্থে জনস্য গোমতঃ ॥ ১১
জয়েম কারে পুরুহূত কারিণোঽভি তিষ্ঠেম দূঢ্যঃ।
নৃভির্বৃত্রং হন্যাম শূশুয়াম চাবেরিন্দ্র প্র ণো ধিয়ঃ ॥ ১২
অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১৩
নকী রেবন্তং সখ্যায় বিন্দসে পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।
যদা কৃণোষি নদনুং সমূহস্যাদিৎপিতেব হূয়সে ॥ ১৪
মা তে অমাজুরো যথা মূরাস ইন্দ্র সখ্যে ত্বাবতঃ। নি ষদাম সচা সুতে ॥ ১৫
মা তে গোদত্র নিররাম রাধস ইন্দ্র মা তে গৃহামহি।
দৃড়্‌হা চিদর্যঃ প্র মৃশাভ্যা ভর ন তে দামান আদভে ॥ ১৬

ইন্দ্রো বা ঘেদিয়ন্মঘং সরস্বতী বা সুভগা দদির্বসু । ত্বং বা চিত্র দাশুষে ॥ ১৭
চিত্র ইদ্রাজা রাজকা ইদন্যকে যকে সরস্বতীমনু ।
পর্জন্য ইব ততনদ্ধি বৃষ্ট্যা সহস্রময়ুতা দদৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ　১ । হে অপূর্ব ইন্দ্র । আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করে রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমার আহ্বান করছি । তুমি নানা রূপধারী । ২ । হে ইন্দ্র ! যজ্ঞ রক্ষার্থে তোমার নিকট যাচ্ছি । এ ইন্দ্র শত্রুদের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদের অভিমুখে আসুন । আমরা সখা, হে ইন্দ্র ! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করছি । ৩ । হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র ! এস । এ সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর । ৪ । আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান, তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করব । হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র ! তোমার যে তেজ আছে, সে সমস্ত তেজের সাথে সোম পানার্থে এস । ৫ । হে ইন্দ্র ! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিষণ্ণ হয়ে আমরা তোমারই স্তব করছি । ৬ । হে ইন্দ্র ! এ স্তোত্রের সাথে তোমার অভিমুখে তোমারই স্তব করব । তুমি কেন বার বার চিন্তা করছ ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র ! আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদের কর্ম তোমারই নিকটে আছে । ৭ । হে ইন্দ্র ! তোমার রক্ষা লাভ করে আমরা নূতন হব । হে বজ্রধারী ইন্দ্র ! পূর্বে জানতাম না যে, তুমি মহান । সম্প্রতি জেনেছি । ৮ । হে শূর ইন্দ্র ! আমরা তোমার সখিত্ব জেনেছি, তোমার ভোজ্য জেনেছি । হে বজ্রবান ইন্দ্র ! তোমার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করছি । হে বাসপ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র ! গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদের তীক্ষ্ণ কর । ৯ । হে সখাগণ ! যে ইন্দ্র পূর্বকালে এ প্রশস্ত ধন আমাদের এনে দিয়েছিলেন, তোমাদের রক্ষার্থে তাঁকেই স্তব করছি । ১০ । হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে যে কেউ আনন্দিত হয়, সে স্তব করে । মঘবা ইন্দ্র তাঁর স্তোতা বলে আমাদের শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ এনে দিন । ১১ । হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র ! তোমাকে সহায় করে গোবিশিষ্ট লোকদের সাথে যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করব । ১২ । হে পুরুহূত ইন্দ্র ! আমাদের হিংসাকারিগণকে যুদ্ধে জয় করব । পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করব । মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করব । কর্ম বর্ধিত করব । হে ইন্দ্র ! আমাদের কর্ম সকল রক্ষা কর । ১৩ । হে ইন্দ্র ! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হতে বন্ধুরহিত । তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা লাভ করে থাক । ১৪ । হে ইন্দ্র ! ধনবান মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না ? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে । যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে । ১৫ । হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হয়ে সোমাভিষবশূন্য যেন না হই । সোম অভিষুত হলে একত্রে উপবেশন করব । ১৬ । হে গোপ্রদ ইন্দ্র ! আমরা তোমার । আমরা যেন ধন শূন্য না হই । অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করতে না হয় । তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর । তোমার দান কেউই হিংসা করতে পারে না । ১৭ । আমি হব্যদায়ী । ইন্দ্র কি আমার এ ধন দিয়েছেন ? সৌভাগ্যবতী সরস্বতী কি দিয়েছেন ? অথবা হে চিত্র ! তুমিই দিয়েছ ? (১)　১৮ । অন্য যে রাজা সরস্বতী-তীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধনদানদ্বারা তাদের প্রীত করেন ।

টীকা ঃ ১। চিত্র নামক রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সোভরি তাঁর যজ্ঞে বহুধন লাভ করে এ দুটি ঋকের দ্বারা তাঁর দানের স্তুতি করেছিলেন। সায়ণ।

২২ সূক্ত॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি। প্রাগাথ, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, প্রাগাথ কাকুভ, ককুপ্, মধ্যেজ্যোতি ছন্দ।

ও ত্যমহ্ব আ রথমদ্যা দংসিষ্ঠমূতয়ে।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী সূর্যায়ৈ তস্থথুঃ॥ ১
পূর্বায়ুষং সুহবং পুরুস্পৃহং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্।
সচনাবন্তং সুমতিভিঃ সোভরে বিদ্বেষসমনেহসম্॥ ২
ইহ ত্যা পুরুভূতমা দেবা নমোভিরশ্বিনা।
অর্বাচীনা স্ববসে করামহে গন্তারা দাশুষো গৃহম্॥ ৩
যুবো রথস্য পরি চক্রমীয়ত ঈর্মান্যদ্বামিষণ্যতি।
অস্মাঁ অচ্ছা সুমতির্বাং শুভস্পতী আ ধেনুরিব ধাবতু॥ ৪
রথো যো বাং ত্রিবন্ধুরো হিরণ্যাভীশুরশ্বিনা।
পরি দ্যাবাপৃথিবী ভূষতি শ্রুতস্তেন নাসত্যা গতম্॥ ৫
দশস্যন্তা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং বৃকেণ কর্ষথঃ।
তা বামদ্য সুমতিভিঃ শুভস্পতী অশ্বিনা প্র স্তুবীমহি॥ ৬
উপ নো বাজিনীবসূ যাতমৃতস্য পথিভিঃ।
যেভিস্তৃক্ষিং বৃষণা ত্রাসদস্যবং মহে ক্ষত্রায় জিন্বথঃ॥ ৭
অয়ং বামদ্রিভিঃ সুতঃ সোমো নরা বৃষণ্বসূ।
আ যাতং সোমপীতয়ে পিবতং দাশুষো গৃহে॥ ৮
আ হি রুহতমশ্বিনা রথে কোশে হিরণ্যয়ে বৃষণ্বসূ। যুঞ্জাথাং পীবরীরিষঃ॥ ৯
যাভিঃ পক্থমবথো যাভিরধ্রিগুং যাভির্বভ্রুং বিজোষসম্।
তাভির্নো মক্ষু তূয়মশ্বিনা গতং ভিষজ্যতং যদাতুরম্॥ ১০
যদধ্রিগাবো অধ্রিগূ ইদা চিদহ্নো অশ্বিনা হবামহে। বয়ং গীর্ভির্বিপন্যবঃ॥ ১১
তাভিরা যাতং বৃষণোপ মে হবং বিশ্বপ্সুং বিশ্ববার্যম্।
ইষা মংহিষ্ঠা পুরুভূতমা নরা যাভিঃ ক্রিবিং বাবৃধুস্তাভিরা গতম্॥ ১২
তাবিদা চিদহানাং তাবশ্বিনা বন্দমান উপ ব্রুবে। তা উ নমোভিরীমহে॥ ১৩
তাবিদ্দোষা তা উষসি শুভস্পতী তা যামন্রুদ্রবর্তনী।
মা নো মর্তায় রিপবে বাজিনীবসূ পরো রুদ্রাবতি খ্যতম্॥ ১৪
আ সুগ্ম্যায় সুগ্ম্যং প্রাতা রথেনাশ্বিনা বা সক্ষণী। হুবে পিতেব সোভরী॥ ১৫
মনোজবসা বৃষণা মদচ্যুতা মক্ষুঙ্গমাভিরূতিভিঃ।
আরাত্তাচ্চিদ্ভূতমস্মে অবসে পূর্বীভিঃ পুরুভোজসা॥ ১৬
আ নো অশ্বাবদশ্বিনা বর্তির্যাসিষ্টং মধুপাতমা নরা। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ॥ ১৭
সুপ্রাবর্গং সুবীর্যং সুষ্টু বার্যমনাধৃষ্টং রক্ষস্বিনা।
অস্মিন্না বামায়ানে বাজিনীবসূ বিশ্বা বামানি ধীমহি॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ত্মা, তোমরা সূর্যের জন্য যে রথে আরোহণ করেছিলে, অদ্য রক্ষার্থে সে দর্শনীয় রথ আহ্বান করছি। ২। হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এ রথকে প্রসন্ন কর। এ প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহণীয়। এ সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত। ৩। শত্রুদের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর গৃহগামী, হে

অশ্বিদ্বয় ! এ কর্ম রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদের আমাদের অভিমুখ করব। ৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমাদের সাথে গমন করে। তোমরা সকল কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে থাক। হে জলপতিদ্বয় ! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আসুক। ৫। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের রথে তিনটি বন্ধুর আছে, তার বলগা সুবর্ণনির্মিত। তা প্রসিদ্ধ হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা পূর্বোক্ত রথে এস। ৬। হে অশ্বিদ্বয় ! পুরাতন দ্যুলোকস্থিত জল মনুকে প্রদান করে তোমরা লাঙ্গল-দ্বারা যব কর্ষণ করেছ (১)। হে জলপতি অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করছি। ৭। হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকটে এস। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয় ! এ পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে প্রভৃত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করেছিলে। ৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এ সোম অভিষুত হয়েছে, সোম পানার্থে এস, হব্যদায়ীর গৃহে পান কর। ৯। হে অভিলাষপ্রদ ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয় ! যা দিয়ে পকথকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে অধ্রিগুকে রক্ষা করেছিলে, যা দিয়ে বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করেছিলে, সে সমস্ত রক্ষার সাথে শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট এস। আর আতুরের চিকিৎসা কর। ১১। আমরা মেধাবী ও স্বকার্যে ত্বরাবান, হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা স্বকার্যে ত্বরাবান। তোমাদের দিবসের এ কালে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করছি। ১২। হে বর্ষণশীল অশ্বিদ্বয় ! সে সমস্ত রক্ষার সাথে নানারূপ-বিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এ আহ্বানের অভিমুখে এস, তোমরা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমরা যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যা দিয়ে কূপকে বর্ধিত কর, তার সাথে এস। ১৩। দিবসের এ কালে সে অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন করে তাঁদের স্তব করছি, তাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করছি। ১৪। তাঁরা জলপতি ও রুদ্রবর্ত্মা। রাত্রে এবং প্রাতকালে প্রত্যহই তাদের আহ্বান করব। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয় ! মনুষ্যশত্রুর হস্তে আমাদের প্রদান করো না। ১৫। হে অশ্বিদ্বয় ! লোকের সাথে মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতকালে আমার জন্য সুখ আন। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদের আহ্বান করব। ১৬। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয় ! শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থে নিকটবর্তী হও। ১৭। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা অত্যন্ত সোম পান করে থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্য-বিশিষ্ট করে এস। ১৮। যার দান সুন্দর, যার বীর্য সুন্দর, যার সুন্দররূপ সকলের বরণীয়, বলবান ব্যক্তি যা অভিভব করতে পারে না, সে ধন আমরা ধারণ করছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এলে সমস্ত ধন লাভ করব।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ স্বর্গ হতে বৃষ্টি প্রদান করে মনুষ্যগণকে কৃষি কার্য শিক্ষা দিয়েছ।

২৩ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ঈলিষ্বা হি প্রতীব্যং যজস্ব জাতবেদসম্। চরিষ্ণুধূমমগৃভীতশোচিম্ ॥ ১
দামানং বিশ্বচর্ষণেঽগ্নিং বিশ্বমনো গিরা। উত স্তুষে বিষ্পর্ধসো রথানাম্ ॥ ২
যেষামাবাধ ঋগ্মিয়ঃ ইষঃ পৃক্ষশ্চ নিগ্রভে। উপবিদা বহ্নির্বিন্দতে বসু ॥ ৩

তপুর্জম্ভস্য সুদ্যুতো গণশ্রিয়ঃ ॥ ৪
উদস্য শোচিরস্থাদ্দীদিয়ুষো ব্যজরম্। তপুর্জম্ভস্য সুদ্যুতো গণশ্রিয়ঃ ॥ ৪
উদু তিষ্ঠ স্বধ্বর স্তবানো দেব্যা কৃপা। অভিখ্যা ভাসা বৃহতা শুশুক্বনিঃ ॥ ৫
অগ্নে যাহি সুশস্তিভির্হব্যা জুহ্বান আনুষক্। যথা দূতো বভূথ হব্যবাহনঃ ॥ ৬
অগ্নিং বঃ পূর্বং হুবে হোতারং চর্ষণীনাম্। তময়া বাচা গৃণে তমু বঃ স্তুষে ॥ ৭
যজ্ঞেভিরদ্ভুতক্রতুং যং কৃপা সূদয়ন্ত ইৎ। মিত্রং ন জনে সুধিতমৃতাবনি ॥ ৮
ঋতাবানমৃতায়বো যজ্ঞস্য সাধনং গিরা। উপো এনং জুজুষুর্নমসস্পদে ॥ ৯
অচ্ছা নো অঙ্গিরস্তমং যজ্ঞাসো যন্তু সংযতঃ। হোতা যো অস্তি বিক্ষ্বা যশস্তমঃ ॥ ১০
অগ্নে তব ত্যে অজরেন্ধানাসো বৃহদ্ভাঃ। অশ্বা ইব বৃষণস্তবিষীয়বঃ ॥ ১১
স ত্বং ঊর্জাং পতে রয়িং রাস্ব সুবীর্যম্। প্রাব নস্তোকে তনয়ে সমৎস্বা ॥ ১২
যদ্বা ব বিশ্পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশি। বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাংসি সেধতি ॥ ১৩
শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্পতে। নি মায়িনস্তপুষা রক্ষসো দহ ॥ ১৪
ন তস্য মায়য়া চন রিপুরীশীত মর্ত্যঃ। যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতিভি ॥ ১৫
ব্যশ্বস্ত্বা বসুবিদমুক্ষণ্যুরপ্রীণাদৃষিঃ। মহো রায়ে তমু ত্বা সমিধীমহি ॥ ১৬
উশনা কাব্যস্ত্বা নি হোতারমসাদয়ৎ। আয়জিৎ ত্বা মনবে জাতবেদসম্ ॥ ১৭
বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত। শ্রুষ্টী দেব প্রথমো যজ্ঞিয়ো ভুবঃ ॥ ১৮
ইমং ঘা বীরো অমৃতং দূতং কৃণ্বীত মর্ত্যঃ। পাবকং কৃষ্ণবর্তনিং বিহায়সম্ ॥ ১৯
তং হুবেম যতস্রুচঃ সুভাসং শুক্রশোচিষম্। বিশামগ্নিমজরং প্রত্নমীড্যম্ ॥ ২০
যো অস্মৈ হব্যদাতিভিরাহুতিং মর্তোঽবিধৎ। ভূরি পোষং স ধত্তে বীরবদ্যশঃ ॥ ২১
প্রথমং জাতবেদসমগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্। প্রতি স্রুগেতি নমসা হবিষ্মতী ॥ ২২
আভির্বিধেমাগ্নয়ে জ্যেষ্ঠাভির্ব্যশ্ববৎ। মংহিষ্ঠাভির্মতিভিঃ শুক্রশোচিষে ॥ ২৩
নূনমর্চ বিহায়সে স্তোমেভিঃ স্থূরযূপবৎ। ঋষে বৈয়শ্ব দম্যায়াগ্নয়ে ॥ ২৪
অতিথিং মানুষাণাং সূনুং বনস্পতীনাম্। বিপ্রা অগ্নিমবসে প্রত্নমীলতে ॥ ২৫
মহো বিশ্বাঁ অভি ষতোভি হব্যানি মানুষা। অগ্নে নি ষৎসি নমসাধি বর্হিষি ॥ ২৬
বংস্বা নো বার্যা পুরু বংস্ব রায়ঃ পুরুস্পৃহঃ। সুবীর্যস্য প্রজাবতো যশস্বতঃ ॥ ২৭
ত্বং বরো সুষাম্ণেঽগ্নে জনায় চোদয়। সদা বসো রাতিং যবিষ্ঠ শশ্বতে ॥ ২৮
ত্বং হি সুপ্রতূরসি ত্বং নো গোমতীরিষঃ। মহো রায়ঃ সাতিমগ্নে অপা বৃধি ॥ ২৯
অগ্নে ত্বং যশা অস্যা মিত্রাবরুণা বহ। ঋতাবানা সম্রাজা পূতদক্ষসা ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সে অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁর দীপ্তি কেউ গ্রহণ করতে পারে না, যাঁর ধূম সকল দিকে সঞ্চারিত হয়, সে অগ্নির পূজা কর। ২। হে সর্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাৎসর্যশূন্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর। ৩। শত্রুদের বাধাপ্রদ এবং ঋকসমূহের দ্বারা অর্চনীয় অগ্নি যাদের অন্ন ও সোম রস জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করেন, তারা ধন লাভ করে। ৪। অত্যন্ত দীপ্তিমান সন্তাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হল। ৫। হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! সন্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তিদ্বারা সুশোভিত হয়ে এবং স্তূয়মান হয়ে তুমি দ্যুতিমতী শিখার সাথে উদ্গত হও। ৬। হে অগ্নি! দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করে সুন্দর স্তোত্রের সাথে গমন কর। যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত। ৭। মনুষ্যদের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করছি তাঁকে এ বাক্যদ্বারা প্রশংসা করছি। তোমাদের জন্যই তাঁকে স্তব করছি। ৮। অদ্ভুত প্রজাবিশিষ্ট, বন্ধুবিশিষ্ট এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা

পূর্ণ হয়। ৯। হে যজ্ঞাভিলাষিগণ! এ যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান অগ্নিকে হব্যযুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর। ১০। আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞ সকল অঙ্গিরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী। ১১। হে জরারহিত অগ্নি! তোমার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মি সকল অভীষ্টবর্ষী হয়ে অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করছে। ১২। হে বলপতি! তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীর্যযুক্ত ধন দান কর। ১৩। মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হয়ে যখনই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত হন, তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন। ১৪। হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শুনে মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজদ্বারা দগ্ধ কর। ১৫। যে হব্যদায়ী ঋত্বিকগণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যশত্রু মায়াদ্বারাও তাঁকে বশ করতে পারে না। ১৬। আপনাকে ধনবর্ষী করতে ইচ্ছা করে ব্যশ্ব নামক ঋষি তোমাকে প্রীত করেছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য তাঁকে সন্দীপিত করি। ১৭। তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, মনুর গৃহে উশনা তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছিলেন (১)। ১৮। হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হয়ে তোমাকেই দূত করেছিলেন। হে দেব অগ্নি! তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞার্হ হয়েছিলে। ১৯। অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজবিশিষ্ট এ অগ্নিকে বীরমনুষ্য দূত করেছে। ২০। আমরা স্রক গ্রহণ করে সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজবিশিষ্ট মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করছি। ২১। যে মনুষ্য হব্যদায়িগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অন্নলাভ করে। ২২। দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত স্রুক নমস্কারপূর্বক আগমন করছে। ২৩। আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করছি। ২৪। হে ব্যশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল যূপের ন্যায় গৃহভব, মহান অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা অর্চনা কর। ২৫। মেধাবিগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার্থে স্তব করছে। ২৬। হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুশোপরি উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্যপ্রদত্ত হব্য স্বীকার কর। ২৭। হে অগ্নি! বরণীয় বহু ধন আমাদের প্রদান কর। বহুলোকের স্পৃহণীয়, সুন্দর বীর্যবিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে কীর্তিযুক্ত ধন আমাদের দান কর। ২৮। তুমি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যারা সুন্দর সাম গান করে তাদের উদ্দেশে সর্বদা ধনাদি প্রেরণ কর। ২৯। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদের প্রদান কর। ৩০। হে অগ্নি! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান, সম্যক শোভমান ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আন।

টীকা : ১। সায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা ; শেষ তিনটি ঋকের সুষাম রাজার পুত্র বরুর দানের স্তুতি আছে, অতএব তাই দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সখায় আ শিষামহি ব্রহ্মেন্দ্রায় বজ্রিণে। স্তুষ উ ষু বো নৃতমায় ধৃষ্ণবে ॥ ১
শবসা হ্যসি শ্রুতো বৃত্রহত্যেন বৃত্রহা। মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাশসি ॥ ২
স নঃ স্তবান আ ভর রয়িং চিত্রশ্রবস্তমম্। নিরেকে চিদ্যো হরিবো বসুর্দদিঃ ॥ ৩
আ নিরেকমুত প্রিয়মিন্দ্র দর্ষি জনানাম্। ধৃষতা ধৃষ্ণো স্তবমান আ ভর ॥ ৪

ন তে সব্যং ন দক্ষিণং হস্তং বরন্ত আমুরঃ। ন পরিবাধো হরিবো গবিষ্টিষু॥ ৫
আ ত্বা গোভিরিব ব্রজং গীর্ভিঋর্ণোম্যদ্রিবঃ। আ স্মা কামং জরিতুরা মনঃ পৃণ॥ ৬
বিশ্বানি বিশ্বমনসো ধিয়া নো বৃত্রহন্তম। উগ্র প্রণেতরধি ষু বসো গহি॥ ৭
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বিদ্যাম শূর নব্যসঃ। বসোঃ স্পার্হস্য পুরুহূত রাধসঃ॥ ৮
ইন্দ্র যথা হ্যস্তি তেঽপরীতং নৃতো শবঃ। অমৃক্তা রাতিঃ পুরুহূত দাশুষে॥ ৯
আ বৃষস্ব মহামহ মহে নৃতম রাধসে। দৃড়হশ্চিদ্দৃহ্য মঘবন্মঘত্তয়ে॥ ১০
নূ অন্যত্রা চিদদ্রিবস্ত্বন্নো জগ্মুরাশসঃ। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভিঃ॥ ১১
নহ্যং গ নৃতো ত্বদন্যং বিন্দামি রাধসে। রায়ে দ্যুম্নায় শবসে চ গির্বণঃ॥ ১২
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু। প্র রাধসা চোদয়াতে মহিত্বনা॥ ১৩
উপো হরীণাং পতিং দক্ষং পৃঞ্চন্তমব্রবং। নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য॥ ১৪
নহ্যঙ্গ পুরা চন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ। নকী রায়া নৈবথ ন ভন্দনা॥ ১৫
এদু মধ্বো মদিন্তরং সিঞ্চ বাধ্বর্যো অন্ধসঃ। এবা হি বীরঃ স্তবতে সদাবৃধঃ॥ ১৬
ইন্দ্র স্থাতর্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্যস্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা॥ ১৭
তং বো বাজানাং পতিমহূমহি শ্রবস্যবঃ। অপ্রায়ুভির্যজ্ঞেভির্বাবৃধেন্যম্॥ ১৮
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম সখায়ঃ স্তোম্যং নরং। কৃষ্টীর্যো বিশ্বা অভ্যস্ত্যেক ইৎ॥ ১৯
অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্ম্যং বচঃ। ঘৃতাৎস্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত॥ ২০
যস্যামিতানি বীর্যা ন রাধঃ পর্যেতবে। জ্যোতির্ন বিশ্বমভ্যস্তি দক্ষিণা॥ ২১
স্তুহীন্দ্রং ব্যশ্ববদনূর্মিং বাজিনং যমম্। অর্যো গয়ং মংহমানং বি দাশুষে॥ ২২
এবা নূনমুপ স্তুহি বৈয়শ্ব দশমং নবং। সুবিদ্বাংসং চর্কৃত্যং চরণীনাম্॥ ২৩
বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব॥ ২৪
তদিন্দ্রাব আ ভর যেনা দংসিষ্ঠ কৃত্বনে। দ্বিতা কুৎসায় শিশ্নথো নি চোদয়॥ ২৫
তমু ত্বা নূনমীমহে নব্যং দংসিষ্ঠ সন্যসে। স ত্বং নো বিশ্বা অভিমাতীঃ সক্ষণিঃ॥ ২৬
য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্যো বার্যাৎসপ্ত সিন্ধুষু। বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনমঃ॥ ২৭
যথা বরো সুষাম্ণে সনিভ্য আবহো রয়িম্। বাশ্বেভ্যঃ সুভগে বাজিনীবতি॥ ২৮
আ নার্যস্য দক্ষিণা ব্যশ্বাঁ এতু সোমিনঃ। স্থূরং চ রাধঃ শতবৎসহস্রবৎ॥ ২৯
যত্ত্বা পৃচ্ছাদীজানঃ কুহয়া কুহয়াকৃতে। এষো অপশ্রিতো বলো গোমতীমব তিষ্ঠতি॥ ৩০

অনুবাদ : ১। হে মিত্রভূত ঋত্বিকগণ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এ স্তোত্র করব। তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নেতা সর্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করব। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন করে বৃত্রহা হয়েছে, তুমি সূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান ব্যক্তিদেরও অধিক দান করে থাক। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হয়ে নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদের প্রদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি নির্গমন কালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য ধন প্রকাশ কর। হে শত্রুনাশক! তুমি স্তূয়মান হয়ে সাহস্কার মনে সে ধন আমাদের প্রদান কর। ৫। হে অশ্ববান ইন্দ্র। প্রতি যোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণ বিষয়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারিগণও করে না। ৬। হে বজ্রবান ইন্দ্র! স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হব, এরূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর, তার মানস পূর্ণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করেছ, হে উগ্র বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ! বিশ্বমনা নামক ঋষি সমস্ত কর্মে উপস্থিত হও। ৮। হে বৃত্রহা! হে শূর! হে পুরুহূত ইন্দ্র!

নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এ ধন আমরা লাভ করব। ৯। হে সকলের নর্তয়িতা ইন্দ্র! তোমার বল শত্রুগণ অভিভব করতে পারে না। হে পুরুহূত! তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তা কেউ হিংসা করতে পারে না। ১০। হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র! মহাফল লাভার্থে উদর সিক্ত কর। হে মঘবা! তুমি দৃঢ় শত্রুপুর সকল ধনলাভার্থে নষ্ট কর। ১১। হে বজ্রবান মঘবা ইন্দ্র! আমরা পূর্বে তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করেছিলাম। তোমার ধন ও রক্ষা আমাদের প্রদান কর। ১২। হে নর্তয়িতা, স্তুতিভাক ইন্দ্র! অন্ন দ্যুতিমান যশ ও বললাভার্থে তোমা ভিন্ন আর কারও কাছে যাব না। ১৩। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব ও অন্নের সাথে ধনাদি প্রেরণ করেন। ১৪। হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শোন। ১৫। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান, সামর্থবান, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেউ জন্মে নি। ১৬। হে অধ্বর্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এ বীর ও বর্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে। ১৭। হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! তোমার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলে অতিক্রম করতে পারে না। ১৮। আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিকগণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সে যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ১৯। হে মিত্রভূত ঋত্বিকগণ! তোমরা শীঘ্র এস, স্তুতিযোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করব। এ ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন। ২০। হে ঋত্বিকগণ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভিলাষ করেন, সে দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল। ২১। যে ইন্দ্রের বীরকর্ম অপরিমিত, যার ধন শত্রুগণ পেতে পারে না এবং যার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে। ২২। সে অহিংসনীয় বলবান স্তোতাগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে ব্যশ্ব ঋষির ন্যায় স্তব কর। স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন। ২৩। হে বৈয়শ্ব মনুষ্যগণের দশম (১), অতএব নূতন সুবিদ্বান, সর্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর। ২৪। আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জানতে পারে, সেরূপে হে বজ্রহস্তা নিঋতিগণকে কিরূপে বর্জন করতে হয়, তা তুমিই জান। ২৫। অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র! কর্মকারী যজমানের জন্য আমাদের তোমার আশ্রয় দান কর। কুৎস নামক ঋষির জন্য দু' প্রকারে শত্রুগণকে বধ করেছ। আমাদের সে রক্ষা প্রদান কর। ২৬। হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাখবার জন্য ধন যাচ্ঞা করছি, তুমি আমাদের সমস্ত শত্রুসেনার অভিভবকারী হও। ২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে আর্যদের প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থে অস্ত্র অবনত কর (২)। ২৮। হে বরুরাজা! সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেরূপ যাচকগণকে ধন দিয়েছিলে, সেরূপ এক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী ঊষা! তুমিও ধন দান কর। ২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান! যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্বপুত্রের নিকট আসুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আসুক। ৩০। হে ঊষাদেবি! যারা 'কোথায়' এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তারা তোমার অগ্রবর্তী। তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'কোথায়' তা হলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ শত্রুনিবারক এ বরুরাজা গোমতীতীরে অবস্থান করছে এ কথা বলো (৩)।

টীকা ঃ ১। মনুষ্যগণের দেহে নয়টি প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাদের দশম প্রাণ। সায়ণ। সায়ণাচার্যের এ ব্যাখ্যা সঠিক মনে হয় না। এ ব্যাখ্যা অধিকতর কল্পনাযুক্ত। ২। এ ঋকেও সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। ৯০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন। এবং দাস অর্থাৎ অনার্য বর্বরদের উল্লেখ আছে। ৩। সুষাম রাজার পুত্র বরুরাজা গোমতী অর্থাৎ আধুনিক গোমাল নদীতীরে বাস করতেন।

২৫ সূক্ত ॥ দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা, অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি। উষ্ণিক্, উষ্ণিগ্‌গর্ভা ছন্দ।

তা বাং বিশ্বস্য গোপা দেবা দেবেষু যজ্ঞিয়া। ঋতাবানা যজসে পূতদক্ষসা ॥ ১
মিত্রা তনা ন রথ্যা বরুণো যশ্চ সুক্রতুঃ। সনাৎসুজাতা তনয়া ধৃতব্রতা ॥ ২
তা মাতা বিশ্ববেদসাসুর্যায় প্রমহসা। মহী জজনাদিতিঋর্তাবরী ॥ ৩
মহান্তা মিত্রাবরুণা সম্রাজা দেবাবসুরা। ঋতাবানাবৃতমা ঘোষতো বৃহৎ ॥ ৪
নপাতা শবসো মহঃ সূনূ দক্ষস্য সুক্রতূ। সৃপ্রদানূ ইষো বাস্ত্বধি ক্ষিতঃ ॥ ৫
সং যা দানূনি যেমথুর্দিব্যাঃ পার্থিবীরিষঃ। নভস্বতীরা বাং চরন্তু বৃষ্টয়ঃ ॥ ৬
অধি যা বৃহতো দেবোভি যূথেব পশ্যতঃ। ঋতাবানা সম্রাজা নমসে হিতা ॥ ৭
ঋতাবানা নি ষেদতুঃ সাম্রাজ্যায় সুক্রতূ। ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ ॥ ৮
অক্ষ্ণশ্চিদ্গাতুবিত্তরানুল্বণেন চক্ষসা। নি চিন্মিষন্তা নিচিরা নি চিক্যতুঃ ॥ ৯
উত নো দেব্যদিতিরুরুষ্যতাং নাসত্যা। উরুষ্যন্তু মরুতো বৃদ্ধশবসঃ ॥ ১০
তে নো নাবমুরুষ্যত দিবা নক্তং সুদানবঃ। অরিষ্যন্তো নি পায়ুভিঃ সচেমহি ॥ ১১
অঘ্নতে বিষ্ণবে বয়মরিষ্যন্তঃ সুদানবে। শ্রুধি স্বয়াবন্ত্সিন্ধো পূর্বচিত্তয়ে ॥ ১২
তদ্বার্যং বৃণীমহে বরিষ্ঠং গোপয়ত্যম্। মিত্রো যৎপান্তি বরুণো যদর্যমা ॥ ১৩
উত নঃ সিন্ধুরপাং তন্মরুতস্তদশ্বিনা। ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মীঢ্বাংসঃ সজোষসঃ ॥ ১৪
তে হি ষ্মা বনুষো নরোঽভিমাতিং কয়স্য চিৎ। তিগ্মং ন ক্ষোদঃ প্রতিঘ্নন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ১৫
অয়মেক ইত্থা পুরূরু চষ্টে বি বিশ্পতিঃ। তস্য ব্রতান্যনু বশ্চরামসি ॥ ১৬
অনু পূর্বাণ্যোক্যা সাম্রাজ্যস্য সশ্চিম। মিত্রস্য ব্রতা বরুণস্য দীর্ঘশ্রুৎ ॥ ১৭
পরি যো রশ্মিনা দিবোঽন্তান্মমে পৃথিব্যাঃ। উভে আ পপ্রৌ রোদসী মহিত্বা ॥ ১৮
উদু ষ্য শরণে দিবো জ্যোতিরয়ংস্ত সূর্যঃ। অগ্নির্ন শুক্রঃ সমিধান আহুতঃ ॥ ১৯
বচো দীর্ঘপ্রসদ্মনীশে বাজস্য গোমতঃ। ঈশে হি পিত্বোঽবিষস্য দাবনে ॥ ২০
তৎসূর্যং রোদসী উভে দোষারবস্তোরুপ ব্রুবে। ভোজেষ্বস্মাঁ অভ্যুচ্চরা সদা ॥ ২১
ঋজ্রমুক্ষণ্যায়নে রজতং হরয়াণে। রথং যুক্তমসনাম সুষামণি ॥ ২২
তা মে অশ্ব্যানাং হরীণাং নিতোশনা। উতো নু কৃৎব্যানাং নৃবাহসা ॥ ২৩
স্মদভীশূ কশাবন্তা বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী। মহো বাজিনাবর্বন্তা সচাসনম্ ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ, তোমাদের লোকে পূজা করে। হে ব্যশ্ব! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর। ২। সুন্দর কর্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান, বহুকাল হতে শোভনজন্মা, অদিতির তনয় এবং ধৃতব্রত। ৩। মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সে মিত্র ও বরুণকে অসূর্য তেজের জন্য উৎপাদন করেছেন। ৪। মহান সম্রাট অসুর সত্যবান দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ

প্রকাশিত করেন। ৫। মহান বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন। ৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর, জলবর্তী বৃষ্টি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক। ৭। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা সত্যবান সম্রাট এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা বৃহৎ দেবগণকে গোযূথের ন্যায় হৃষ্ট করবার জন্য অভিদর্শন কর। ৮। সত্যবান সুকর্মা মিত্র ও বরুণ সম্যকরূপে প্রদীপ্ত হবার জন্য উপবেশন করুন, ধৃতব্রত বলবান মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন। ৯। চক্ষে দর্শন করবার পূর্বেও পথবিৎ সকলের প্রেরক চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অদুঃসহ তেজবলে শোভিত হোন। ১০। অদিতিদেবী আমাদের রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান মরুৎগণ রক্ষা করুন। ১১। হে শোভন-দানবিশিষ্ট মরুৎগণ! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদের নৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সাথে মিলিত হব। ১২। আমরা অহিংসিত হয়ে হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে স্তুতি করব। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করেছে, তার জন্য স্তুতি শোন। ১৩। আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি; মিত্র, বরুণ ও অর্যমা এ ধন রক্ষা করে থাকেন। ১৪। পর্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হয়ে রক্ষা করুন। ১৫। তাঁরাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ-উন্মূলিত করে, সেরূপ তাঁরা শীঘ্রগামী হয়ে যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হয়ে তাঁকে নাশ করেন। ১৬। লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এ প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁরই ব্রত পালন করব। ১৭। পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হব, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করব। ১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মিদ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় তাদের পূর্ণ করেন। ১৯। সুন্দর বীর্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যোতি প্রকাশ করছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহূত হয়ে অবস্থিত করছেন। ২০। হে স্তোতা! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশুযুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ। ২১। আমি দিবারাত্রি মিত্র ও বরুণের সে তেজ এবং দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বরুণ। সর্বদা দাতার অভিমুখে আমাদের প্রেরণ কর। ২২। তৈক্ষগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র দানে প্রবৃত্ত হলে ঋজুগামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হয়েছিলাম। সুষামার পুত্রের রথ শত্রুদের জীবনাদি হরণ করে। ২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হোক। ২৪। নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করে যেন সুন্দর রজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করতে পারি।

২৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল ২০ হতে পাঁচটি ঋকের বায়ু দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবোরু ষু রথং হুবে সধস্তুত্যায় সূরিষু। অতূর্তদক্ষা বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ১
যুবং বরো সুষাম্ণে মহে তনে নাসত্যা। অবোভির্যাথো বৃষণা বৃষণ্বসূ ॥ ২
তা বামদ্য হবামহে হব্যেভির্বাজিনীবসূ। পূর্বীরিষ ইষয়ন্তাবতি ক্ষপঃ ॥ ৩

আ বাং বাহিষ্ঠো অশ্বিনা রথো যাতু শ্রুতো নরা।
উপ স্তোমান্তুরস্য দর্শথঃ শ্রিয়ে ॥ ৪
জুহুরাণা চিদশ্বিনা মন্যেথাং বৃষণ্বসূ। যুবং হি রুদ্রা পর্ষথো অতি দ্বিষঃ ॥ ৫
দস্রা হি বিশ্বমানুষঙ্মক্ষূভিঃ পরিদীয়থঃ। ধিয়ংজিন্বা মধুবর্ণা শুভস্পতী ॥ ৬
উপ নো যাতমশ্বিনা রায়া বিশ্বপুষা সহ। মঘবানা সুবীরাবনপচ্যুতা ॥ ৭
আ মে অস্য প্রতীব্যমিন্দ্রনাসত্যা গতম্। দেবা দেবেভিরদ্য সচনস্তমা ॥ ৮
বয়ং হি বাং হবামহ উক্ষণ্যন্তো ব্যশ্ববৎ। সুমতিভিরুপ বিপ্রাবিহা গতম্ ॥ ৯
অশ্বিনা স্বৃষে স্তুহি কুবিত্তে শ্রবতো হবম্। নেদীয়সঃ কূলয়াতঃ পণীঁরুত ॥ ১০
বৈয়শ্বস্য শ্রুতং নরোতো মে অস্য বেদথঃ।
সজোষসা বরুণো মিত্রো অর্যমা ॥ ১১
যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা যুবানীতস্য সূরিভিঃ। অহরহর্বৃষণা মহ্যং শিক্ষতম্ ॥ ১২
যো বাং যজ্ঞেভিরাবৃতোঽধিবস্ত্রা বধূরিব।
সপর্যন্তা শুভে চক্রাতে অশ্বিনা ॥ ১৩
যো বামুরুব্যচস্তমং চিকেততি নৃপায্যম্। বর্তিরশ্বিনা পরি যাতমস্ময়ূ ॥ ১৪
অস্মভ্যং সু বৃষণ্বসূ যাতং বর্তির্নৃপায্যম্। বিষুদ্রুহেব যজ্ঞমূহথুর্গিরা ॥ ১৫
বাহিষ্ঠো বাং হবানাং স্তোমো দূতো হুবন্নরা। যুবাভ্যাং ভূত্বশ্বিনা ॥ ১৬
যদদো দিবো অর্ণব ইষো বা মদথো গৃহে। শ্রুতমিন্মে অমর্ত্যা ॥ ১৭
উত স্যা শ্বেতয়াবরী বাহিষ্ঠা বাং নদীনাম্। সিন্ধুর্হিরণ্যবর্তনিঃ ॥ ১৮
স্মদেতয়া সুকীর্ত্যাশ্বিনা শ্বেতয়া ধিয়া। বহেথে শুভ্রয়াবানা ॥ ১৯
যুক্ষ্বা হি ত্বং রথাসহা যুবস্ব পোষ্যা বসো।
আন্নো বায়ো মধু পিবাস্মাকং সবনা গহি ॥ ২০
তব বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ২১
ত্বষ্টুর্জামাতরং বয়মীশানং রায় ঈমহে। সুতাবন্তো বায়ুং দ্যুম্না জনাসঃ ॥ ২২
বায়ো যাহি শিবা দিবো বহস্বা সু স্বশ্ব্যম্। বহস্ব মহঃ পৃথুপক্ষসা রথে ॥ ২৩
ত্বাং হি সুপ্সরস্তমং নৃষদনেষু হূমহে। গ্রাবাণং নাশ্বপৃষ্ঠং মংহনা ॥ ২৪
স ত্বং নো দেব মনসা বায়ো মন্দানো অগ্রিয়ঃ। কৃধি বাজাঁ অপো ধিয়ঃ ॥ ২৫

অনুবাদ : ১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল কেউ হিংসা করতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র গমনার্থে রথ আহ্বান করছি। ২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুষামরাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থে যেরূপ আসতে সেরূপ রক্ষার সাথে এস। হে বরুণ! তুমি এ কথা বল। ৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান বহু অভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি প্রভাত হলে, আমরা তোমাদের হব্যদ্বারা আহ্বান করব। ৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্বাপেক্ষা বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য প্রদানার্থে তার স্তোম সকল দর্শন কর। ৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জেনো, তোমরা রুদ্র, তোমরা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান কর। ৬। হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী রথে অনবরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুখে এস। ৭। হে অশ্বিদ্বয়। বিশ্বপোষক ধনের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, তোমরা মঘবা, সুবীর এবং অপরাভবণীয়। ৮। হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেব্যমান হয়ে আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগণের সাথে এস। ৯। আপনাদের জন্য ধনদান লাভ করতে ইচ্ছা করে আমরা ব্যশ্বের

ন্যায় তোমাদের আহ্বান করছি। হে মেধাবিদ্বয়! অনুগ্রহ করে এখানে এস। ১০। হে ঋষি! অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আহ্বান বহুবার শুনে অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্তী শত্রুগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন। ১১। হে নেতাদ্বয়! বৈয়শ্বের আহ্বান শোন, আমার আহ্বান অবগত হও। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সর্বদা মিলিত। ১২। হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতৃগণকে যা প্রদান কর ও তাদের জন্য যা আন, তা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর। ১৩। বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা (১), সেরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা আবৃত হয়, তার পরিচর্যা করে অশ্বিদ্বয় তার মঙ্গল করেন। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করতে জানি। আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা করে তোমরা আমার গৃহে এস। ১৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে এস, তোমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা সর্বদ্রোহী শর যেমন সেরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত করে দাও। ১৬। হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমাদের নিকট গমন করে তোমাদের আহ্বান করুক ও তোমাদের প্রীতিকর হোক। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! যদি স্বর্গে, বা এ অর্ণবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাষবান যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তা হলে হে অমরদ্বয়! আমাদের এ স্তোত্র শোন। ১৮। নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে(২) সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে। ১৯। হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! সুন্দর কীর্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর। ২০। হে বায়ু! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসপ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রয়ে এস। ২১। হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু! তোমার পালন যেন লাভ করতে পারি। ২২। আমরা ত্বষ্টার জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাচ্ঞা করি, সোম অভিষব করে মনুষ্যগণ ধনবান হয়। ২৩। হে বায়ু! তুমি স্বর্গের মঙ্গল নিয়ে যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর। ২৪। হে বায়ু! তুমি অত্যন্ত সুন্দর রূপবিশিষ্ট, তোমার সর্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষব প্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করছি। ২৫। হে বায়ুদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে হৃষ্ট হয়ে আমাদের অন্ন জল ও কর্ম প্রদান কর।

টীকা ঃ ১। লজ্জাশীলা বধূ বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করতেন। কাব্যধর্মী উপমা। ২। বিশ্বমনা ঋষি শ্বেতয়াবরী নদীর তীরে যজ্ঞ করেছিলেন। সায়ণ।

২৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিবস্বানের পুত্র মনু ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

অগ্নিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতিং দেবাঁ অবো বরেণ্যম্ ॥ ১
আ পশুং গাসি পৃথিবীং বনস্পতীনুষাসো নক্তমোষধীঃ।
বিশ্বে চ নো বসবো বিশ্ববেদসো ধীনাং ভূত প্রাবিতারঃ ॥ ২
প্র সূ ন এত্বধ্বরোঽগ্না দেবেষু পূর্ব্যঃ।
আদিত্যেষু প্র বরুণে ধৃতব্রতে মরুৎসু বিশ্বভানুষু ॥ ৩
বিশ্বে হি ষ্মা মনবে বিশ্ববেদসো ভুবন্বৃধে রিশাদসঃ।
অরিষ্টেভিঃ পায়ুভির্বিশ্ববেদসো যন্তা নোঽবৃকং ছর্দিঃ ॥ ৪

আ নো অদ্য সমনসো গন্তা বিশ্বে সজোষসঃ ।
ঋচা গিরা মরুতো দেব্যদিতে সদনে পস্ত্যে মহি ॥ ৫
অভি প্রিয়া মরুতো যা বো অশ্ব্যা হব্যা মিত্র প্রযাথন ।
আ বর্হিরিন্দ্রো বরুণস্তুরা নর আদিত্যাসঃ সদন্তু নঃ ॥ ৬
বয়ং বো বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আনুষক্ ।
সুতসোমাসো বরুণ হবামহে মনুষ্বদিদ্ধাগ্নয়ঃ ॥ ৭
আ প্র যাত মরুতো বিষ্ণো অশ্বিনা পূষন্মাকীনয়া ধিয়া ।
ইন্দ্র আ যাতু প্রথমঃ সনিষ্যুভির্বৃষা যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ৮
বি নো দেবাসো অদ্রুহোঽচ্ছিদ্রং শর্ম যচ্ছত ।
ন যদ্দূরাদ্বসবো নূ চিদন্তিতো বরূথমাদধর্ষতি ॥ ৯
অস্তি হি বঃ সজাত্যং রিশাদসো দেবাসো অস্ত্যাপ্যম্ ।
প্র ণঃ পূর্বস্মৈ সুবিতায় বোচত মক্ষূ সুম্নায় নব্যসে ॥ ১০
ইদা হি ব উপস্তুতিমিদা বামস্য ভক্তয়ে ।
উপ বো বিশ্ববেদসো নমস্যুরাঁ অসৃক্ষ্যন্যামিব ॥ ১১
উদূ ষ্য বঃ সবিতা সুপ্রণীতয়োঽস্থাদূর্ধ্বো বরেণ্যঃ ।
নি দ্বিপাদশ্চতুষ্পাদো অর্থিনোঽবিশ্রন্ পতয়িষ্ণবঃ ॥ ১২
দেবন্দেবং বোঽবসে দেবন্দেবমভিষ্টয়ে ।
দেবন্দেবং হুবেম বাজসাতয়ে গৃণন্তো দেব্যা ধিয়া ॥ ১৩
দেবাসো হি ষ্মা মনবে সমন্যবো বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ ।
তে নো অদ্য তে অপরং তুচে তু নো ভবন্তু বরিবোবিদঃ ॥ ১৪
প্র বঃ শংসাম্যদ্রুহঃ সংস্থ উপস্তুতীনাম্ ।
ন তং ধূর্তির্বরুণ মিত্র মর্ত্যং যো বো ধামভ্যোঽবিধৎ ॥ ১৫
প্র স ক্ষয়ং তিরতে বি মহীরিষো যো বো বরায় দাশতি ।
প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পর্যরিষ্টঃ সর্ব এধতে ॥ ১৬
ঋতে স বিন্দতে যুধঃ সুগেভির্যাত্যধ্বনঃ ।
অর্যমা মিত্রো বরুণঃ সরাতয়ো যং ত্রায়ন্তে সজোষসঃ ॥ ১৭
অজ্রে চিদস্মৈ কৃণুথা ন্যঞ্চনং দুর্গে চিদা সুসরণম্ ।
এষা চিদস্মাদশনিঃ পরো নু সাস্রেধন্তী বি নশ্যতু ॥ ১৮
যদদ্য সূর্য উদ্যতি প্রিয়ক্ষত্রা ঋতং দধ ।
যন্নিম্রুচি প্রবুধি বিশ্ববেদসো যদ্বা মধ্যন্দিনে দিবঃ ॥ ১৯
যদ্বাভিপিত্বে অসুরা ঋতং যতে ছর্দির্যেম বি দাশুষে ।
বয়ং তদ্বো বসবো বিশ্ববেদস উপ স্থেয়াম মধ্য আ ॥ ২০
যদদ্য সূর উদিতে যন্মধ্যন্দিন আতুচি ।
বামং ধত্থ মনবে বিশ্ববেদসো জুহ্বানায় প্রচেতসে ॥ ২১
বয়ং তদ্বঃ সম্রাজ আ বৃণীমহে পুত্রো ন বহুপায্যম্ ।
অশ্যাম তদাদিত্যা জুহ্বতো হবির্যেন বস্যোঽনশামহৈ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। এ যজ্ঞে উকথ উচ্চারণ কালে অগ্নি সোমাভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হয়েছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করে গমন করি। ২। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট এস, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট এস, দিনরাত্রি সোমাভিষব প্রস্তরের নিকট এস, হে বাসপ্রদ, সর্বধনবান বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্মের রক্ষক হও।

৩। পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃত তেজবিশিষ্ট মরুৎগণের সাথে গমন করুন। ৪। সমস্ত ধনসম্পদ, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হোন। হে সর্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সাথে আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। ৫। সমান প্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হয়ে বাক্য এবং ঋকের সাথে অদ্য আমাদের নিকট আসুন। হে মরুৎগণ! হে মহতী দেবী অদিতি! আমাদের এ গৃহে উপবেশন কর। ৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে তাদের এ যজ্ঞে প্রেরণ কর। হে মিত্র! হব্যের জন্য এস। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন। ৭। হে বরুণ! আমরা মনুর ন্যায় (১) সোম অভিষব করে ও অগ্নি সমিদ্ধ করে, ঘন ঘন হব্য স্থাপন ও বর্হি ছেদন করে তোমাদের আহ্বান করছি। ৮। হে মরুৎগণ! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পূষা! আমার স্তুতির সাথে যজ্ঞে এস, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আসুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁকে বৃত্রহা বলে স্তব করে। ৯। হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদের বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ! দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হতে কেউ যেন কখন বরণীয় গৃহের হিংসা করতে না পারে। ১০। হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থে এবং ধনার্থে শীঘ্র আমাদের প্রস্তুত কর। ১১। হে সর্বধনবান দেবগণ! আমি অন্নাভিলাষী। এখনই তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থে তোমাদের স্তুতি এ মাত্র করছি। ১২। হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ! তোমাদের ঊর্ধ্বগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষী সকল আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ১৩। আমরা দ্যুতিমান, স্তুতিদ্বারা স্তব করে তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্মরক্ষার্থে আহ্বান করব, অভিলষিত লাভার্থে দীপ্তিমান দেবতাকে আহ্বান করব, অন্নলাভার্থে দীপ্তিমান দেবতাকে লাভ করব। ১৪। সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হোন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হোন। ১৫। হে দ্রোহরহিত তেজময় দেবগণ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদের স্তব করছি। হে বরুণ! হে মিত্র! যে তোমাদের পরিচর্যা করে, হিংসা সে মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না। ১৬। হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদের হব্য দান করে, সে ব্যক্তি গৃহ বর্ধিত করে, অন্ন বর্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়। ১৭। সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে (২) পথ অতিক্রম করে, অর্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হয়ে তাঁকে ত্রাণ করে। ১৮। হে দেবগণ! অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এ অশনি কারও হিংসা করতে না পেরে যেন বিনষ্ট হয়। ১৯। হে বলপ্রিয় দেবগণ! সূর্য উদিত হলে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করেছ, হে সর্বধনবান দেবগণ! সূর্য গমন করলে ধারণ করেছ, প্রবোধকালে ধারণ করেছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করেছ। ২০। হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করেছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা তোমাদের সে কল্যাণকর গৃহে তোমাদের পূজা করব। ২১। হে সর্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! অদ্য সূর্য উদিত হলে এবং সায়ংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান মনুর উদ্দেশে সে কমনীয় ধন ধারণ করেছ। ২২। হে দীপ্তিমান দেবগণ! তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সে বহু লোকের ভোগযোগ্য ধনপ্রাপ্ত হব। হে আদিত্যগণ! হবি হোম করে এ ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করব।

টীকা ঃ ১। সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্বানের পুত্র মনুকেই এ সূক্তের ঋষি বলা হয়েছে কিন্তু মনু নিজে বক্তা হলে 'মনুর ন্যায় সোম অভিষব করে' ইত্যাদি বলতেন না। মনুবংশীয়গণ বোধ হয় সূক্তের রচয়িতা। ২। গমনাগমনের জন্য অশ্বের ব্যবহার।

২৮ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ॥ ১
বরুণো মিত্রো অর্যমা স্মদ্রাতিষাচো অগ্নয়ঃ। পত্নীবন্তো বষট্‌কৃতাঃ ॥ ২
তে নো গোপা অপাচ্যাস্ত উদক্ত ইত্থা ন্যক্। পুরস্তাৎ সর্বয়া বিশা ॥ ৩
যথা বশন্তি দেবাস্তথেদসত্তদেষাং নকিরা মিনৎ। অরাবা চন মর্ত্যঃ ॥ ৪
সপ্তানাং সপ্ত ঋষ্টয়ঃ সপ্ত দ্যুম্নান্যেষাম্। সপ্তো অধি শ্রিয়ো ধিরে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করেছিলেন (১); তাঁরা আমাদের জানুন এবং দু প্রকার ধন প্রদান করুন। ২। বরুণ মিত্র ও অর্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সাথে মিলিত হয়ে গমনশীল পত্নীগণের সাথে বষট্‌কারের দ্বারা আহূত হয়েছেন। ৩। তারা সমস্ত অনুচরগণের সাথে সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে, উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হোন। ৪। দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেরূপই হয়। দেবগণের কামনা কেউ হিংসা করতে পারে না। অদাতা মর্ত্যও পারে না। ৫। সপ্ত মরুৎগণের সপ্ত প্রকার ঋষ্টি আয়ুধ আছে, সপ্তপ্রকার আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে (২)।
টীকা ঃ ১। ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ। ২। সপ্ত মরুতের উল্লেখ।

২৯ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ, অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি। দ্বিপদা ছন্দ।

বভ্রুরেকো বিষুণঃ সূনরো যুবাঞ্জ্যংক্তে হিরণ্যয়ম্ ॥ ১
যোনিমেক আ সসাদ দ্যোতনোঽন্তর্দেবেষু মেধিরঃ ॥ ২
বাশীমেকো বিভর্তি হস্ত আয়সীমন্তর্দেবেষু নিধ্রুবিঃ ॥ ৩
বজ্রমেকো বিভর্তি হস্ত আহিতং তেন বৃত্রাণি জিঘ্নতে ॥ ৪
তিগ্মমেকো বিভর্তি হস্ত আয়ুধং শুচিরুগ্রো জলাষভেষজঃ ॥ ৫
পথ একঃ পীপায় তস্করো যথাঁ এষ বেদ নিধীনাম্ ॥ ৬
ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি চক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি ॥ ৭
বিভির্দ্বা চরত একয়া সহ প্র প্রবাসেব বসতঃ ॥ ৮
সদো দ্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী ॥ ৯
অর্চন্ত একে মহি সাম মন্বত তেন সূর্যমরোচয়ন্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। বভ্রুবর্ণ, সর্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন। ২। দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হন। ৩। দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান ত্বষ্টা লৌহময় কুঠার (১) হস্তে ধারণ করছেন। ৪। ইন্দ্র একাকী হস্তনিহিত বজ্রধারণ করছেন, বৃত্র সকল নাশ করছেন। ৫। সুখকর ঔষধিবিশিষ্ট শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করছেন। ৬। একজন পূষা পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের ন্যায় ধন সকল অবগত আছেন। ৭। একজন বিষ্ণু বহুলোকের স্তুতিযোগ্য তিনি তিন পদ ক্ষেপ করেছেন, এ পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হন। ৮। দুজন অশ্বিদ্বয় এক স্ত্রীর সহিত নিবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।

৯, ১০। পরস্পর উপমেয়ভূত দুই জন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তিশালী ও ঘৃতরূপ হব্যবিশিষ্ট। তাঁরা দ্যুলোকের স্থান নির্মাণ করেন। স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সে মন্ত্রদ্বারা সূর্যকে দীপ্ত করেন।

টীকা ঃ ১। বৈদিক যুগে লোহের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

৩০ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ। বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ ॥ ১
ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ॥ ২
তে নস্ত্রাধ্বন্তেঽবত ত উ নো অধি বোচত।
মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩
যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ শিশু নেই, কেউ কুমার নেই, তোমরা সকলেই মহান। ২। হে শত্রুভক্ষক, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ (১), তোমরা এ প্রকারে স্তুত হয়েছে। ৩। তোমরা আমাদের ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদের মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হতে আগত পথ হতে আমাদের ভ্রষ্ট করো না (২), দূরবর্তী মার্গ হতেও ভ্রষ্ট করো না। ৪। হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে আছ, তোমরা সকলে এখানে অবস্থিত হও, পরে সর্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব সকলকে আমাদের দান কর।

টীকা ঃ ১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ। এখানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে 'মনু' বা 'মনুষ' অর্থে মনুষ্য করলে সুন্দর অর্থ হয়। ২। স্বয়ং বৈবস্বত মনু এ সূক্তের বক্তা হলে এ কথা কিরূপ বলবেন ?

৩১ সূক্ত ॥ প্রথম চারটি ঋকের যজ্ঞ দেবতা, পরে যজ্ঞ প্রশংসা দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি। অনুষ্টুপ্, পাদনিচৃৎ, পংক্তি, গায়ত্রী ছন্দ।

যো যজাতি যজাত ইৎসুনবচ্চ পচাতি চ। ব্রহ্মেদিন্দ্রস্য চাকনৎ ॥ ১
পুরোডাশং যো অস্মৈ সোমং ররত আশিরম্। পাদিত্তং শক্রো অংহসঃ ॥ ২
তস্য দ্যুমাঁ অসদ্রথো দেবজূতঃ স শূশুবৎ। বিশ্বা বন্বন্নমিত্রিয়া ॥ ৩
অস্য প্রজাবতী গৃহেঽসশ্চন্তী দিবেদিবে। ইলা ধেনুমতী দুহে ॥ ৪
যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ। দেবাসো নিত্যয়াশিরা ॥ ৫
প্রতি প্রাশব্যাঁ ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে। ন তা বাজেষু বায়তঃ ॥ ৬
ন দেবানামপি হ্নুতঃ সুমতিং ন জুগুক্ষতঃ। শ্রবো বৃহদ্বিবাসতঃ ॥ ৭
পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ। উভা হিরণ্যপেশসা ॥ ৮
বীতিহোত্রা কৃতদ্বসূ দশস্যন্তামৃতায় কম্।
সমূধো রোমশং হতো দেবেষু কৃণুতো দুবঃ ॥ ৯
আ শর্ম পর্বতানাং বৃণীমহে নদীনাম্। আ বিষ্ণোঃ সচাভুবঃ ॥ ১০
ঐতু পূষা রয়িভর্গঃ স্বস্তি সর্বধাতমঃ। উরুরধ্বা স্বস্তয়ে ॥ ১১
অরমতিরনর্বণো বিশ্বো দেবস্য মনসা। আদিত্যানামনেহ ইৎ ॥ ১২
যথা নো মিত্রো অর্যমা বরুণঃ সন্তি গোপাঃ। সুগা ঋতস্য পন্থাঃ ॥ ১৩

অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীলে বসূনাম্ ।
সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্ ॥ ১৪
মক্ষূ দেববতো রথঃ শূরো বা পৃৎসু কাসু চিৎ ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৫
ন যজমান রিষ্যসি ন সুন্বান ন দেবয়ো ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৬
নকিষ্টং কর্মণা নশন্ন প্র যোষন্ন যোষতি ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৭
অসদত্র সুবীর্যমুত ত্যদাশ্বশ্ব্যম্ ।
দেবানাং য ইন্মনো যজমান ইয়ক্ষত্যভীদযজ্বনো ভুবৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। যে যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র বার বার কামনা করে। ২। যে যজমান ইন্দ্রকে পুরোডাশ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শত্রু তাকে নিশ্চয়ই পাপ হতে রক্ষা করেন। ৩। দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান রথ তারই হয়, সে তা দিয়ে শত্রুকৃত বাধা নষ্ট করে সমৃদ্ধ হয়। ৪। পুত্রাদিযুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুর সাথে অন্ন তার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায়। ৫। হে দেবগণ! যে দম্পতি (১) একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্যদ্বারা সোমমিশ্রিত করে। ৬। তারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তারা অন্নার্থে কোথাও যায় না। ৭। তারা দেবগণকে দেব বলে আলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করে। ৮। তারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হয়ে উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ৯। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এ দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, এরা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁরা সন্ততি লাভার্থে দেহ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন। ১০। আমরা পর্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি, দেবগণের সঙ্গে মিলিত বিষ্ণুর প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করছি। ১১। দাতা ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা, শুভাগমন করছেন, তিনি আগত হলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হোক। ১২। শত্রুগণ কর্তৃক অধৃষ্য দ্যোতমান পূষার সমস্ত স্তোতাগণ ভক্তিদ্বারা পর্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হচ্ছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপশূন্য হচ্ছেন। ১৩। মিত্র, বরুণ, অর্যমা যেরূপ রক্ষক, যজ্ঞের পথ সকলও সেরূপ সুগম হোক। ১৪। হে দেবগণ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক অগ্নিকে স্তব করছে। ১৫। দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে, সেরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারায় পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। ১৬। হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হবে না, হে সোমাভিষবকারী! বিনষ্ট হবে না, হে দেবাভিলাষী! বিনষ্ট হবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। ১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেউ কর্মদ্বারা তাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, সে কখনও স্বস্থান হতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হতে পৃথক হয় না। ১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য

জনকে অভিভব করে। তার সুন্দর বীর্যবান পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তারই হয়।

টীকা ঃ ১। মূলে দম্পতি আছে। স্ত্রীপুরুষ একত্রে সোমাভিষবদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সংসার সুখ লাভ করণের কথা ৫ হতে ৯ ঋকে পাওয়া যায়।

৩২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র কৃতান্যৃজীষিণঃ কণ্বা ইন্দ্রস্য গাথয়া। মদে সোমস্য বোচত ॥ ১
যঃ সৃবিন্দমনর্শনিং পিপ্রুং দাসমহীশুবম্। বধীদুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২
ন্যর্বুদস্য বিষ্টপং বর্ষ্মাণং বৃহতস্তির। কৃষে তদিন্দ্র পৌংস্যম্ ॥ ৩
প্রতি শ্রুতায় বো ধৃষত্তূর্ণাশং ন গিরেরধি। হুবে সুশিপ্রমূতয়ে ॥ ৪
স গোরশ্বস্য বি ব্রজং মন্দানঃ সোম্যেভ্যঃ। পুরং ন শূর দর্ষসি ॥ ৫
যদি মে রারণঃ সুত উক্থে বা দধসে চনঃ। আরাদুপ স্বধা গহি ॥ ৬
বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥ ৭
উত নঃ পিতুমা ভর সংররাণো অবিক্ষিতম্। মঘবন্ ভূরি তে বসু ॥ ৮
উত নো গোমতস্কৃধি হিরণ্যবতো অশ্বিনঃ। ইলাভিঃ সং রভেমহি ॥ ৯
বৃহদুক্থং হবামহে সৃপ্রকরস্নমূতয়ে। সাধু কৃণ্বন্তমবসে ॥ ১০
যঃ সংস্থে চিচ্ছতক্রতুরাদীং কৃণোতি বৃত্রহা। জরিতৃভ্যঃ পুরূবসুঃ ॥ ১১
স নঃ শক্রশ্চিদা শকদ্দানবাঁ অন্তরাভরঃ। ইন্দ্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ ॥ ১২
যো রায়ো বনির্মহান্ত্সুপারঃ সুন্বত সখা। তমিন্দ্রমভি গায়ত ॥ ১৩
আয়ন্তারং মহি স্থিরং পৃতনাসু শ্রবোজিতং। ভূরেরীশানমোজসা ॥ ১৪
নকিরস্য শচীনাং নিয়ন্তা সূনৃতানাম্। নকির্বক্তা ন দাদিতি ॥ ১৫
ন নূনং ব্রহ্মণামৃণং প্রাশূনামস্তি সুন্বতাম্। ন সোমো অপ্রতা পপে ॥ ১৬
পন্য ইদুপ গায়ত পন্য উক্থানি শংসত। ব্রহ্মা কৃণোত পন্য ইৎ ॥ ১৭
পন্য আ দর্দিরচ্ছতা সহস্রা বাজ্যবৃতঃ। ইন্দ্রো যো যজ্বনো বৃধঃ ॥ ১৮
বি ষূ চর স্বধা অনু কৃষ্টীনামন্বাহুবঃ। ইন্দ্র পিব সুতানাম্ ॥ ১৯
পিব স্বধৈনবানামূত যস্তুগ্র্যে সচা। উতায়মিন্দ্র যস্তব ॥ ২০
অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপারণে। ইমং রাতং সুতং পিব ॥ ২১
ইহি তিস্রঃ পরাবত ইহি পঞ্চ জনাঁ অতি। ধেনা ইন্দ্রাবচাকশৎ ॥ ২২
সূর্যো রশ্মিং যথা সৃজা ত্বা যচ্ছন্তু মে গিরঃ। নিম্নমাপো ন সধ্র্যক্ ॥ ২৩
অধ্বর্যবা তু হি ষিঞ্চ সোমং বীরায় শিপ্রিণে। ভরা সুতস্য পীতয়ে ॥ ২৪
য উদ্নঃ ফলিগং ভিনন্ন্যক্সিন্ধূঁরবাসৃজৎ। যো গোষু পক্বং ধারয়ৎ ॥ ২৫
অহন্বৃত্রমৃচীষম ঔর্ণবাভমহীশুবম্। হিমেনাবিধ্যদর্বুদম্ ॥ ২৬
প্র ব উগ্রায় নিষ্টুরেঽষাল্হায় প্রসক্ষিণে। দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ২৭
যো বিশ্বান্যভি ব্রতা সোমস্য মদে অন্ধসঃ। ইন্দ্রো দেবেষু চেততি ॥ ২৮
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৯
অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয়মেধস্তুতা হরী। সোমপেয়ায় বক্ষতঃ ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে কণ্বগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথাদ্বারা তাঁর মত্ততা জন্মিলে ঋজীষ সোমের কার্যসমূহ কীর্তন কর। ২। উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করে সৃবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রু দাস ও অহীশুবকে বধ করেছেন। ৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম সম্পাদন কর। ৪। মেঘের নিকট যেরূপ জল

প্রার্থনা করে, সেরূপ ইন্দ্র তোমাদের স্তুতি শুনুন ও তোমাদের রক্ষা করুন, এ তাঁর নিকট প্রার্থনা করি। তিনি শত্রুগণের দমনকারী ও শোভন হনুবিশিষ্ট। ৫। হে শূর! তুমি হৃষ্ট হয়ে স্তোতাগণের জন্য শত্রুনগরীর ন্যায় গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপাবৃত কর। ৬। হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হও, যদি অন্ন দান কর, তা হলে দূরদেশ হতে অন্নের সাথে নিকটে এস। ৭। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, হে সোমপায়ী! তুমি আমাদের প্রীত কর। ৮। হে মঘবন! তুমি প্রীত হয়ে আমাদের অক্ষয় অন্ন দান কর, তোমার ধন প্রভূত। ৯। তুমি আমাদের গোযুক্ত অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর, আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই। ১০। ইন্দ্র লোকগণকে রক্ষা করবার জন্য বাহু প্রসৃত করেন এবং পালন করবার জন্য সুকার্য সম্পাদন করেন। তিনি মহৎ উকথবিশিষ্ট, আমরা তাঁকে আহ্বান করি। ১১। যিনি যুদ্ধে বহুকর্মবিশিষ্ট হন, পরে এ শত্রু বধ করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যার অনেক ধন আছে। ১২। সে শত্রু আমাদের শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষা দ্বারা আমাদের ছিদ্র সমূহ পরিপূর্ণ করেন। ১৩। যিনি ধনপালক মহান সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। ১৪। তিনি আগ্রমনশীল মহান সংগ্রামে অচল অন্নজয়কারী এবং বলপূর্বক বহুধনের ঈশ্বর। ১৫। তাঁর সৎকার্যের কেউই নিয়ামক নেই, উনি দান করেন না, এ কেউ বলে না। ১৬। সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ থাকে না। সামান্য ধনবান ব্যক্তি সোম পান করতে পারে না। ১৭। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর। ১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান ইন্দ্র শত্রুগণ কর্তৃক অপরিবৃত হয়ে শত ও সহস্র শত্রু বিদীর্ণ করেছেন তিনি যজ্ঞকারীর বর্ধক। ১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মনুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষুত সোম পান কর। ২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট তোমার এ সোম পান কর। ২১। হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করে চলে এস। তুমি আমাদের দত্ত এ অভিষুত সোম পান কর। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হয়েছ, তুমি দূরদেশ হতে তিন পথে এস। তুমি পঞ্চজনকে (১) অতিক্রম করে এস। ২৩। সূর্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেরূপ ধন দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেরূপ আমার স্তুতি তোমার সাথে মিলিত হোক। ২৪। হে অধ্বর্যুগণ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর। ২৫। তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করেছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করেছেন, তিনি গোসমূহে দুগ্ধ প্রদান করেছেন। ২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করেছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করেছেন। ২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান কর। ২৮। সোমরূপ অন্নের মত্ততা হলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন। ২৯। সে একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এ যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনুক। ৩০। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনুক।

টীকা ঃ ১। পঞ্চজনের উল্লেখ। 'Five Nations'—Max Muller.

৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বয়ং ঘ ত্বা সুতাবন্ত আপো ন বৃক্তবর্হিষঃ।
পবিত্রস্য প্রস্রবণেষু বৃত্রহন্ পরি স্তোতার আসতে ॥ ১
স্বরন্তি ত্বা সুতে নরো বসো নিরেক উক্থিনঃ।
কদা সুতং তৃষাণ ওক আ গম ইন্দ্র স্বব্দীব বংসগঃ ॥ ২
কণ্বেভির্ধৃষ্ণবা ধৃষদ্বাজং দর্ষি সহস্রিণম্।
পিশঙ্গরূপং মঘবন্বিচর্ষণে মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ৩
পাহি গায়ান্ধসো মদ ইন্দ্রায় মেধ্যাতিথে।
যঃ সংমিশ্লো হর্যোর্যঃ সুতে সচা বজ্রী রথো হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪
যঃ সুষব্যঃ সুদক্ষিণ ইনো যঃ সুক্রতুর্গৃণে।
য আকরঃ সহস্রা যঃ শতামঘ ইন্দ্রো যঃ পূর্ভিদারিতঃ ॥ ৫
যো ধৃষিতো যোঽবৃতো যো অস্তি শ্মশ্রুষু শ্রিতঃ।
বিভূতদ্যুম্নশ্চ্যবনঃ পুরুষ্টুতঃ ক্রত্বা গৌরিব শাকিনঃ ॥ ৬
ক ঈং বেদ সুতে সচা পিবন্তং কদ্বয়ো দধে।
অয়ং যঃ পুরো বিভিনত্ত্যোজসা মন্দানঃ শিপ্র্যন্ধসঃ ॥ ৭
দানা মৃগো ন বারণঃ পুরুত্রা চরথং দধে।
নকিষ্ট্বা নি যমদা সুতে গমো মহাংশ্চরস্যোজসা ॥ ৮
য উগ্রঃ সন্ননিষ্টৃতঃ স্থিরো রণায় সংস্কৃতঃ।
যদি স্তোতুর্মঘবা শৃণবদ্ধবং নেন্দ্রো যোষত্যা গমৎ ॥ ৯
সত্যমিত্থা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽবৃতঃ।
বৃষা হ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্বাবতি শ্রুতঃ ॥ ১০
বৃষণস্তে অভীশবো বৃষা কশা হিরণ্যয়ী।
বৃষা রথো মঘবন্বৃষণা হরী বৃষা ত্বং শতক্রতো ॥ ১১
বৃষা সোতা সুনোতু তে বৃষন্নৃজীপিন্না ভর।
বৃষা দধন্বে বৃষণং নদীষ্বা তুভ্যং স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১২
এন্দ্র যাহি পীতয়ে মধু শবিষ্ঠ সোম্যম্।
নায়মচ্ছা মঘবা শৃণবদ্গিরো ব্রহ্মোক্থা চ সুক্রতু ॥ ১৩
বহন্তু ত্বা রথেষ্ঠামা হরয়ো রথযুজঃ।
তিরশ্চিদর্যং সবনানি বৃত্রহন্নন্যেষাং যা শতক্রতো ॥ ১৪
অস্মাকমদ্যান্তমং স্তোমং ধিষ্ব মহামহ।
অস্মাকং তে সবনা সন্তু শন্তমা মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ ॥ ১৫
নহি ষস্তব নো মম শাস্ত্রে অন্যস্য রণ্যতি। যো অস্মান্বীর আনয়ৎ ॥ ১৬
ইন্দ্রশ্চিদ্ঘা তদব্রবীৎ স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ। উত অহ ক্রতুং রঘুম্ ॥ ১৭
সপ্তী চিদ্ঘা মদচ্যুতা মিথুনা বহতো রথম্। এবেদ্ধূর্বৃষ্ণ উত্তরা ॥ ১৮
অধঃ পশ্যস্ব মোপরি সন্তরাং পাদকৌ হর।
মা তে কশপ্লকৌ দৃশন্ স্ত্রী হি ব্রহ্মা বভূবিথ ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রহা! আমরা সোম অভিষব করছি। নিম্নাভিমুখে জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে যাব, পবিত্র সোম প্রস্রুত হলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে। ২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হলে উকথ-বিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বৃষভের ন্যায় শব্দ করে যজ্ঞ স্থানে আসবেন? ৩। হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে

সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপ-বিশিষ্ট ও গোমান অন্ন যাচ্ঞা করছি। ৪। হে মেধ্যাতিথি! সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁর রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হলে সে ইন্দ্রের স্তুতি কর। ৫। যাঁর বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু, যিনি সহস্রকর্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি যজ্ঞে স্থির, সে ইন্দ্রের স্তুতি করি। ৬। যিনি ধর্ষক, যিনি শত্রুগণকর্তৃক অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বলবান, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত সে ইন্দ্র স্বকার্যে সমর্থ যজমানের দুগ্ধপ্রদ গাভী-স্বরূপ। ৭। যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হলে ঋত্বিকগণের সাথে সোমপায়ী সে ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে? ৮। শত্রুগণের অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে ( ), সেরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেউ নিয়মিত করতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে এস। তুমি বীর্য প্রভাবে সর্বত্র বিচরণ করে থাক। ৯। ইন্দ্র উগ্র হলে শত্রুরা তাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলংকৃত হন। ধনবান ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শোনেন, অন্যত্র যান না, কেবল সেখানে আসেন। ১০। হে উগ্র! তুমি সত্যই এরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষিগণকর্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের শত্রু কর্তৃক অপরিবৃত। তুমি অভীষ্টবর্ষী বলে খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলে খ্যাত আছ। ১১। হে মঘবন! তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী। ১২। হে অভীষ্টবর্ষী! তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হয়ে অভিষব করুন। হে ঋজুগামী! ধন দান কর। হে ইন্দ্র! অশ্বাভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করেছেন। ১৩। হে বলবান ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানার্থে এস। সুকর্মা ধনবান এ ইন্দ্র আমাদের নিকটে না এসে স্তুতি, স্তোত্র এবং উকথ শোনেন। ১৪। হে বৃত্রহা শতক্রতু! তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করে তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনুন! ১৫। হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হোক। ১৬। যে বীর ইন্দ্র আমাদের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না। ১৭। ইন্দ্রই তা বলেছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু। ১৮। সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন ইন্দ্রের রথ বহন করে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের রথ অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ১৯। হে প্রয়োগিন! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, ঊর্ধ্বদেশ নিরীক্ষণ করো না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, অবয়ব গোপন কর, যেহেতু তুমি স্তোতা হয়েও স্ত্রী হয়েছ। (২)।

টীকা ঃ ১। দানযুক্ত মত্তহস্তীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। ২। প্রয়োগী পুরুষ হয়েও স্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ।

৩৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নীপাতিথি ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

এন্দ্র যাহি হরিভিরূপ কণ্বস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১
আ ত্বা গ্রাবা বদন্নিহ সোমী ঘোষেণ যচ্ছতু।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ২

অত্রা বি নেমিরেষামুরাং ন ধূনুতে বৃকঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৩
আ ত্বা কণ্বা ইহাবসে হবন্তে বাজসাতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৪
দধামি তে সুতানাং বৃষ্ণে ন পূর্বপায্যম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৫
স্মৎপুরন্ধির্ন আ গহি বিশ্বতোধীর্ন ঊতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৬
আ নো যাহি মহেমতে সহস্রোতে শতামঘ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৭
আ ত্বা হোতা মনুর্হিতো দেবত্রা বক্ষদীড্যঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৮
আ ত্বা মদচ্যুতা হরী শ্যেনং পক্ষেব বক্ষতঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ৯
আ যাহ্যর্য আ পরি স্বাহা সোমস্য পীতয়ে।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১০
আ নো যাহ্যুপশ্রুত্যুক্থেষু রণয়া ইহ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১১
সরূপৈরা সু নো গহি সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১২
আ যাহি পর্বতেভ্যঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপঃ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৩
আ নো গব্যান্যশ্ব্যা সহস্রা শূর দর্দৃহি।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৪
আ নঃ সহস্রশো ভরাযুতানি শতানি চ।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যয় দিবাবসো ॥ ১৫
আ যদিন্দ্রশ্চ দদ্বহে সহস্রং বসুরোচিষঃ।
ওজিষ্ঠমশ্ব্যং পশুম্ ॥ ১৬
য ঋজ্রা বাতরংহসোঽরুষাসো রঘুষ্যদঃ।
ভ্রাজন্তে সূর্যা ইব ॥ ১৭
পারাবতস্য রাতিষু দ্রবচ্চক্রেষ্বাশুষু। তিষ্ঠং বনস্য মধ্য আ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সাথে কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ২। এ যজ্ঞে সোমবান অভিষব-প্রস্তর শব্দ করে ধনীর সাথে তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৩। বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে, সেরূপ এ যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৪। কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এ যজ্ঞে আহ্বান করছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৫। বর্ষক বায়ুকে যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেরূপ আমি তোমাকে অভিষুত সোম প্রদান করব। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে

দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৬। হে স্বর্গের পুরন্ধি ! তুমি আমাদের নিকটে এস। হে সমস্ত জগতের ধারক ! তুমি আমাদের রক্ষার্থে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৭। হে মহামতি সহস্ররক্ষাবান বহুধন ইন্দ্র ! আমাদের নিকট এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা অগ্নি তোমাকে বহন করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ৯। শ্যেনপক্ষী যেরূপ তার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেরূপ মদস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১০। হে স্বামী ! তুমি সর্বতোভাবে এস, তোমার পানার্থে সোম স্বাহা করছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্ত-হব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১১। উকথ পাঠ হলে তুমি এ যজ্ঞে আমাদের সমীপে এস এবং আমাদের প্রীত কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১২। হে পুষ্ট অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র ! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট অশ্বগণের সাথে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৩। তুমি পর্বত হতে এস, অন্তরিক্ষ হতে এস। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৪। হে শূর ! তুমি আমাদের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৫। হে ইন্দ্র ! আমাদের সহস্র, অযুত ও শত অভিলষিত দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন। হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্যুলোকে যাও। ১৬। আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান অশ্বপশু গ্রহণ করি। ১৭। ঋজুগামী বায়ুসদৃশ বেগবান আরোচমান অল্প অল্প স্যন্দমান অশ্বগণ সূর্যের ন্যায় শোভা পায়। ১৮। পারাবত যখন এ সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম।

৩৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্বঃঋষি। পংক্তি, মহাবৃহতী ছন্দ।

অগ্নিনেন্দ্রেণ বরুণেন বিষ্ণুনাদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা। ১
বিশ্বাভির্ধীভির্ভুবনেন বাজিনা দিবা পৃথিব্যাদ্রিভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ২
বিশ্বৈর্দেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাদ্ভির্মরুদ্ভির্ভৃগুভিঃ সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা ॥ ৩
জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবস্য মে বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৪
স্তোমং জুষেথাং যুবশেব কন্যনাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৫
গিরো জুষেথামধ্বরং জুষেথাং বিশ্বেহ দেবৌ সবনায় গচ্ছতম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চেষং নো বোড়্হমশ্বিনা ॥ ৬
হারিদ্রবেব পতথো বনেদুপ সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৭

হংসাবিব পতথো অধ্বগাবিব সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৮
শ্যেনাবিব পতথো হব্যদাতয়ে সোমং সুতং মহিষেবাব গচ্ছথঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ ত্রির্বর্তির্যাতমশ্বিনা ॥ ৯
পিবতং চ তৃপ্ণুতং চা চ গচ্ছতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১০
জয়তং চ প্র স্তুতং চ প্র চাবতং প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণং চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১১
হতং চ শত্রূন্যততং চ মিত্রিণঃ প্রজাং চ ধত্তং দ্রবিণম্ চ ধত্তম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চোর্জং নো ধত্তমশ্বিনা ॥ ১২
মিত্রাবরুণবন্তা উত ধর্মবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৩
অঙ্গিরস্বন্তা উত বিষ্ণুবন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৪
ঋভুমন্তা বৃষণা বাজবন্তা মরুত্বন্তা মরুত্বন্তা জরিতুর্গচ্ছথো হবম্।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাদিত্যৈর্যাতমশ্বিনা ॥ ১৫
ব্রহ্ম জিন্বতমুত জিন্বতং ধিয়ো হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৬
ক্ষত্রং জিন্বতমুত জিন্বতং নৄন্ হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৭
ধেনূর্জিন্বতমুত জিন্বতং বিশো হতং রক্ষংসি সেধতমমীবাঃ।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বিনা ॥ ১৮
অত্রেরিব শৃণুতং পূর্ব্যস্তুতিং শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্যম্ ॥ ১৯
সর্গাঁ ইব সৃজতং সুষ্টুতীরুপ শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্যম্ ॥ ২০
রশ্মীংরিব যচ্ছতমধ্বরাঁ উপ শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতো মদচ্যুতা।
সজোষসা উষসা সূর্যেণ চাশ্বিনা তিরোঅহ্যম্ ॥ ২১
অর্বাগ্রথং নি যচ্ছথং পিবতং সোম্যং মধু।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২২
নমোবাকে প্রস্থিতে অধ্বরে নরা বিবক্ষণস্য পীতয়ে।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৩
স্বাহাকৃতস্য তৃম্পতং সুতস্য দেবাবন্ধসঃ।
আ যাতমশ্বিনা গতমবস্যুর্বামহং হুবে ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অগ্নি ইন্দ্র বরুণ বিষ্ণু আদিত্যগণ রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ২। হে বলবান অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত প্রজ্ঞা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্বতের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এ যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সাথে (১) মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সাথে একত্রে এবং ঊষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে সোম পান কর। ৪। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমার আহ্বান জ্ঞাত হও,

এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৫। হে দেব অশ্বিদ্বয়! যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার আহ্বান সেবা করে, সেরূপ তোমরা এ যজ্ঞে স্তোম সেবা কর। এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৬। হে দেব অশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এ যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের অন্ন গ্রহণ কর। ৭। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় তা অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ত্রিমার্গে গমন কর। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, এস, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয়লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হয়ে গমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বল দান কর। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্মবান এবং মরুৎগণযুক্ত। তোমরা স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য আদিত্যগণের সাথে একত্রে আগমন কর। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সাথে স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন কর। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণে যুক্ত হয়ে স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য ও আদিত্যগণের সাথে একত্রে গমন কর। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম জয় কর। রাক্ষসগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারী সোম পান কর। ১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বল জয় কর ও মনুষ্যগণকে জয় কর। রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোমপান কর। ১৮। হে অশ্বিদ্বয়! ধেনু জয় কর এবং লোক সকল জয় কর, রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্যের সাথে একত্রে অভিষবকারীর সোমপান কর। ১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী তোমরা যেরূপ অত্রির স্তুতি শুনতে, সেরূপ সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শোন। উষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২০। হে অশ্বিদ্বয়! শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ কর। উষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২১। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বরজ্জুর ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর। উষা এবং সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে প্রাতকালের যজ্ঞে সোম পান কর। ২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে আন, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে এস, সোমের অভিমুখে এস। আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর। ২৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এ প্রস্তুত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানার্থে এস, সোমের অভিমুখে এস, আমি রক্ষাভিলাষী

হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর। ২৪। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তিলাভ কর, যজ্ঞে এস, সোমের অভিমুখে এস, আমি রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

টীকা : ১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৩. সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। শক্করী, মহাপংক্তি ছন্দ।

অবিতাসি সুন্বতো বৃক্তবর্হিষঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ১
প্রাব স্তোতারং মঘবন্নব ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ। ইন্দ্র সৎপতে ॥ ২
ঊর্জা দেবাঁ অবস্যোজসা ত্বাং পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৩
জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৪
জনিতাশ্বানাং জনিতা গবামসি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৫
অত্রীণাং স্তোমমদ্রিবো মহস্কৃধি পিবা সোমং মদায় কং শতক্রতো।
যং তে ভাগমধারয়ন্বিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতনা উরু জ্রয়ঃ সমপ্সুজিন্মরুত্বাঁ ইন্দ্র সৎপতে ॥ ৬
শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, তুমি তার রক্ষক হও। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ২। হে মঘবন! স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে সোমপানের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জল মধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৩। তুমি দেবগণকে অন্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৫। তুমি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৬। হে অদ্রিমান! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মরুৎগণ যুক্ত শতক্রতু! দেবগণ তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করেছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করে জলমধ্যে জেতা হয়ে মত্ত হবার জন্য সে সোমের ভাগ পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শুনেছিলে, সেরূপ অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শোন। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্র সমুদয় বর্ধিত করে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে।

৩৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। অতিজগতী, মহাপংক্তি ছন্দ।

প্রেদং ব্রহ্ম বৃত্রতূর্যেষ্বাবিথ প্র সুন্বত শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ১
সেহান উগ্র পৃতনা অভি দ্রুহঃ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ২
একরালস্য ভুবনস্য রাজসি শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৩
সস্থাবানা যবয়সি ত্বমেক ইচ্ছচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৪
ক্ষেমস্য চ প্রযুজশ্চ ত্বমীশিষে শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৫
ক্ষত্রায় ত্বমবসি ন ত্বমাবিথ শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য বৃত্রহন্ননেদ্য পিবা সোমস্য বজ্রিবঃ ॥ ৬
শ্যাবাশ্বস্য রেভতস্তথা শৃণু যথাশৃণোরত্রেঃ কর্মাণি কৃণ্বতঃ।
প্র ত্রসদস্যুমাবিথ ত্বমেক ইন্নৃষাহ্য ইন্দ্র ক্ষত্রাণি বর্ধয়ন্ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাদ্বারা এ স্তোত্র রক্ষা কর, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ২। হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাগণকে অভিভূত করে সমস্ত রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! এ ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হয়ে ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হয়ে শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৪। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এ লোকদ্বয় পৃথক করে থাক। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে জগতের মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর হও। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর ৬। হে শচীপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হয়ে বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেউ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয় বজ্রবান বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শুনেছিলে সেরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শোন। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্ধিত করে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলে।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্মসু। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১
তোশাসা রথয়াবানা বৃত্রহণাপরাজিতা। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ২
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ। ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩
জুষেথাং যজ্ঞমিষ্টয়ে সুতং সোমং সধস্তুতী। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৪
ইমা জুষেথাং সবনা যেভির্হব্যান্যূহথুঃ। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৫
ইমাং গায়ত্রবর্তনিং জুষেথাং সুষ্টুতিং মম। ইন্দ্রাগ্নী আ গতং নরা ॥ ৬
প্রাতর্যাবভিরা গতং দেবেভির্জেন্যাবসূ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৭
শ্যাবাশ্বস্য সুন্বতোঽত্রীণাং শৃণুতং হবম্। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥

এবা বামহ্ব উতয়ে যথাহূবন্ত মেধিরাঃ । ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ৯
আহং সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যোরবো বৃণে । যাভ্যাং গায়ত্রমৃচ্যতে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক। যুদ্ধে এবং কর্মে আমাকে অবগত হও। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। তোমরা আমাকে অবগত হও। ৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রস্তর দ্বারা এ মদকর মধু দোহন করেছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও। ৪। হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে এস। ৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা নেতা, তোমরা যার দ্বারা হব্য বহন কর, সে সবন সেবা কর, এস। ৬। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এ সুস্তুতি সেবা কর, এস। ৭। হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা প্রাতকালে মিলিত দেবগণের সাথে সোমপানার্থে এস। ৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিকগণের আহ্বান সোমপানার্থে শোন। ৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদের আহ্বান করেছে, সেরূপে আমি রক্ষার্থে ও সোমপানার্থে তোমাদের আহ্বান করি। ১০। যাঁদের উদ্দেশে সাম গান করা হয়, আমি সে স্তুতিমান ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি।

৩৯ সূক্ত।। অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

অগ্নিমস্তোষ্যৃগ্মিয়মগ্নিমীলা যজধ্যৈ ।
অগ্নির্দেবাঁ অনক্তু ন উভে হি বিদথে কবিরন্তশ্চরতি দূত্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
ন্যগ্নে নব্যসা বচস্তনূষু শংসমেষাম্ ।
ন্যরাতী ররাব্ণাং বিশ্বা অর্যো অরাতীরিতো যুচ্ছন্ত্বামুরো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
অগ্নে মন্মানি তুভ্যং কং ঘৃতং ন জুহ্ব আসনি ।
স দেবেষু প্র চিকিদ্ধি ত্বং হ্যসি পূর্ব্যঃ শিবো দূতো বিবস্বতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
তত্তদগ্নির্বয়ো দধে যথাযথা কৃপণ্যতি ।
ঊর্জাহুতির্বসূনাং শং চ যোশ্চ ময়ো দধে বিশ্বস্যৈ দেবহূত্যৈ নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
স চিকেত সহীয়সাগ্নিশ্চিত্রেণ কর্মণা ।
স হোতা শশ্বতীনাং দক্ষিণাভিরভীবৃত ইনোতি চ প্রতীব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
অগ্নির্জাতা দেবানামগ্নির্বেদ মর্তানামপীচ্যম্ ।
অগ্নিঃ স দ্রবিণোদা অগ্নির্দ্বারা ব্যূর্ণুতে স্বাহুতো নবীয়সা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬
স মুদা কাব্যা পুরু বিশ্বং ভূমেব পুষ্যতি দেবো দেবেষু
যজ্ঞিয়ো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭
যো অগ্নিঃ সপ্তমানুষঃ শ্রিতো বিশ্বেষু সিন্ধুষু ।
তমাগন্ম ত্রিপস্ত্যং মন্ধাতুর্দস্যুহন্তমমগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
অগ্নিস্ত্রীণি ত্রিধাতূন্যা ক্ষেতি বিদথা কবিঃ ।
স ত্রীঁরেকাদশাঁ ইহ যক্ষচ্চ পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূত পরিষ্কৃতো নভন্তামন্যকে সমে ॥৯
ত্বং নো অগ্ন আয়ুষু ত্বং দেবেষু পূর্ব্য বস্ব এক ইরজ্যসি ।
ত্বামাপঃ পরিস্রুতঃ পরি যন্তি স্বসেতবো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। ঋকমন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি অগ্নি, স্বর্গ ও পৃথিবী, এ উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা

করুন। ২। হে অগ্নি! নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এ শত্রুর হিংসা দগ্ধ
কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ কর। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এখান হতে
চলে যাক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। হে অগ্নি! তোমার মুখে সুখকর
ঘৃতের ন্যায় স্তোত্র হোম করি। দেবগণের মধ্যে তুমি আমাদের স্তুতি অবগত হও।
তুমি পুরাতন, সুখকর এবং দেবগণের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যা
যা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সে অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহূত হয়ে
যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের
আহ্বানে থাকেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। সে অগ্নি অভিভবকর
নানাবিধ কর্মদ্বারা জ্ঞাত হন। তিনি সমস্ত দেবগণের হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং
তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। অগ্নি
দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহ্য বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি
নূতন হব্যদ্বারা সুন্দররূপে আহূত হয়ে ধনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু
হিংসা করুন। ৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্হ, প্রজাগণের
মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেরূপ বিশ্বপোষণ করেন, সেরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য
পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।
৮। যে অগ্নি সপ্তমনুষ্যবিশিষ্ট (১) ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁর নিকট
গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন
করেছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। কবি
অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সে অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলঙ্কৃত
হয়ে এ যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের (২) যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন।
অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। হে পূর্বভাবী অগ্নি! তুমি এক হয়ে
মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ,
গমনশীল জল তার চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

টীকা ঃ ১। অর্থ বোধ হয় সপ্তসিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসিগণ। পরের কথাগুলি
হতে এ অর্থই আরও প্রতীয়মান হয়। ২। ৩৩ দেবের উল্লেখ।

৪০ সূক্ত ।। ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি, শক্করী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রাগ্নী যুবং সু নঃ সহন্তা দাসথো রয়িম্।
যেন দৃঢ়্হা সমৎস্বা বীলু চিৎসাহিষীমহ্যগ্নির্বনেব বাত ইন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
নহি বাং বব্রয়ামহেঽথেন্দ্রমিদ্যজামহে শবিষ্ঠং নৃণাং নরম্।
স নঃ কদা চিদর্বতা গমদা বাজসাতয়ে গমদা মেধসাতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
তা হি মধ্যং ভরাণামিন্দ্রাগ্নী অধিক্ষিতঃ।
তা উ কবিত্বনা কবী পৃচ্ছ্যমানা সখীয়তে সং ধীতমশ্নুতং নরা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
অভ্যর্চ নভাকবদিন্দ্রাগ্নী যজসা গিরা।
যয়োর্বিশ্বমিদং জগদিয়ং দ্যৌঃ পৃথিবী মহ্যুপস্থে বিভৃতো বসু নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
প্র ব্রহ্মাণি নভাকবদিন্দ্রাগ্নিভ্যামিরজ্যত।
যা সপ্তবুধ্নমর্ণবং জিহ্মবারমপোর্ণুত ইন্দ্র ঈশান ওজসা নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
অপি বৃশ্চ পুরাণবদ্ব্রততেরিব গুষ্পিতমোজো দাসস্য দম্ভয়।
বয়ং তদস্য সংভৃতং বস্বিন্দ্রেণ বি ভজেমহি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬
যদিন্দ্রাগ্নী জনা ইমে বিহ্বয়ন্তে তনা গিরা।
অস্মাকেভির্নৃভির্বয়ং সাসহ্যাম পৃতন্যতো বনুয়াম বনুষ্যতো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭

যা নু শ্বেতাববো দিব উচ্চরাত উপ দ্যুভিঃ।
ইন্দ্রাগ্নোরনু ব্রতমুহানা যন্তি সিন্ধবো যান্ত্সীং বন্ধাদমুঞ্চতাং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
পূর্বীষ্ট ইন্দ্রোপমাতয়ঃ পূর্বীরুত প্রশস্তয়ঃ সূনো হিন্বস্য হরিবঃ।
বস্বো বীরস্যাপৃচো যা নু সাধন্ত নো ধিয়ো নভান্তামন্যকে সমে ॥ ৯
তং শিশীতা সুবৃক্তিভিস্ত্বেষং সত্বানমৃগ্মিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওজসা শুষ্ণস্যাণ্ডানি ভেদতি জেষৎস্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে॥ ১০
তং শিশীতা স্বধ্বরং সত্যং সত্বানমৃত্বিয়ম্।
উতো নু চিদ্য ওহত আণ্ডা শুষ্ণস্য ভেদত্যজৈঃ স্বর্বতীরপো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১১
এবেন্দ্রাগ্নিভ্যাং পিতৃবন্নবীয়ো মন্ধাতৃবদঙ্গিরস্বদবাচি।
ত্রিধাতুনা শর্মণা পাতমস্মান্বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রু অভিভব করে আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেরূপ সে ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অভিভব করব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করব না; সর্বাপেক্ষা বলবান নেতাগণের নেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করব। তিনি অশ্বে আরোহণ করে কখন অন্নলাভার্থে আসেন, কখন যজ্ঞলাভার্থে আসেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। সে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করলে তোমরাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম ব্যাপ্ত কর; ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যজ্ঞ এবং বাক্যদ্বারা নাভাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চনা কর। এ সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্তমান, এরই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। নাভাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করছেন। এরা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেরূপ লতার শাখা ছেদ করে, সেরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদের ছেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এ দাসকর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করে নেব (১)। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৭। এ যে সকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছেন, তাঁদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৮। যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁদেরই হব্য বহন করে যজমানগণ কার্য অনুষ্ঠান করছে। তাঁরাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবান প্রেরক ইন্দ্র! তুমি প্রীতি প্রদান কর। তুমি বীর, তুমি ধনদান কর। তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে, তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে, ঐ প্রশস্তি সকল আমাদের কর্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। হে স্তোতাগণ! দীপ্ত ধনভাক ঋকমন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম স্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয় জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১১। হে স্তোতাগণ! উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক যাগযোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয় জল জয় করেন।

ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১২। আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায় ও অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করেছি। তাঁরা ত্রিধাতু আশ্রয় দ্বারা (২) আমাদের পালন করুন, আমরা ধনের স্বামী হব।

টীকা : ১। দাস অর্থে অনার্য বর্বরজাতি। ২। মূলে 'তৃধাতুনা শর্মণা' আছে। সায়ণ এর অর্থ ত্রিপর্ব গৃহ করেছেন।

৪১ সূক্ত ॥ বরুণ দেবতা। নাভাক ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

অস্মা উ ষু প্রভূতয়ে বরুণায় মরুদ্ভ্যোঽর্চা বিদুষ্টরেভ্যঃ।
যো ধীতা মানুষাণাং পশ্বো গা ইব রক্ষতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১
তমূ ষু সমনা গিরা পিতৄণাং চ মন্মভিঃ।
নাভাকস্য প্রশস্তিভির্যঃ সিন্ধূনামুপোদয়ে সপ্তস্বসা স মধ্যমো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ২
স ক্ষপঃ পরি ষস্বজে ন্যুস্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরি দর্শতঃ।
তস্য বেনীরনু ব্রতমুষস্তিস্রো অবর্ধয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৩
যঃ ককুভো নিধারয়ঃ পৃথিব্যামধি দর্শতঃ।
স মাতা পূর্ব্যং পদং তদ্বরুণস্য সপ্ত্যং স হি গোপা ইবেৰ্যো নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
যো ধর্তা ভুবনানাং য উস্রাণামপীচ্যা বেদ নামানি গুহ্যা।
স কবিঃ কাব্যা পুরু রূপং দ্যৌরিব পুষ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
যস্মিন্বিশ্বানি কাব্যা চক্রে নাভিরিব শ্রিতা।
ত্রিতং জূতী সপর্যত ব্রজে গাবো ন সংযুজে যুজে অশ্বাঁ অযুক্ষত নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬

য আস্বৎক আশয়ে বিশ্বা জাতান্যেষাম্।
পরি ধামানি মর্মৃশদ্বরুণস্য পুরো গয়ে বিশ্বে দেবা অনু ব্রতং নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৭
স সমুদ্রো অপীচ্যস্তুরো দ্যামিব রোহতি নি যদাসু যজুর্দধে।
স মায়া অর্চিনা পদাস্তৃণান্নাকমারুহন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৮
যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমীরধিক্ষিতঃ।
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতুর্বরুণস্য ধ্রুবং সদঃ স সপ্তানামিরজ্যতি নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৯
যঃ শ্বেতাঁ অধিনির্ণিজশ্চক্রে কৃষ্ণাঁ অনু ব্রতা।
স ধাম পূর্ব্যং মমে যঃ স্কম্ভেন বি রোদসী অজো ন দ্যামধারয়ন্নভন্তামন্যকে সমে ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে স্তোতা ! প্রভূত ধনলাভার্থে এ বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্মদ্বারা মনুষ্যগণের পশু সকলকে গোসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন (১)। ২। আমি সে বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করছি, পিতৃগণের স্তোমদ্বারা স্তব করছি, নাভাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদী সমূহের নিকটে উদ্গত হন, তাঁর সপ্ত স্বসা. তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৩। সে বরুণ রাতকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি ঊর্ধ্বে গমন করে মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁর কর্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন ঊষা বর্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৪। যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্মাণকারী। প্রাচীন পদ (২) এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়েই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হয়ে আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৫। যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সে বরুণ কবি হয়ে অনেক কবির কর্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু

হিংসা করুন। ৬। সমস্ত কবি কর্মচক্রের নাভির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করেছে, সে স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেরূপ আমাদের পরিভবার্থে যুদ্ধের জন্য শত্রুগণ অশ্ব যোজনা করছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৭। বরুণ এ দিকসমূহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি শত্রুগণের ব্যাপ্ত সমস্ত নগর বিনাশ করেন, তাঁর রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৮। সে সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হয়ে শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিকসমূহে প্রজাদের দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৯। অন্তরিক্ষ অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণবিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সে বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্তসিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাঁর কর্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরিক্ষলোক নির্মিত হয়েছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেরূপ তিনি অন্তরিক্ষ দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করেছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

টীকা ঃ ১। ৩৯, ৪০ ও ৪১ সূক্তের প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে 'নভন্তাং অন্যকে সমে' শব্দগুলি আছে। ৪১ সূক্তেও সায়ণ ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে এ শব্দগুলি অর্থ করেছেন। কিন্তু ৪১ সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ আদৌ নেই। (২) স্বর্গ। সায়ণ।

৪২ সূক্ত ॥ প্রথম তিনটি ঋকের বরুণ ; অবশিষ্টের অশ্বিদ্বয় দেবতা। অর্চনানা, অথবা নাভাক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্তভ্নাদ্দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।
আসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড় বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি ॥ ১
এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তং নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাম্।
স নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসৎপাতং নো দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে ॥ ২
ইমাং ধিয়ং শিক্ষমানস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সং শিশাধি।
যযাতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্মাণমধি নাবং রুহেম ॥ ৩
আ বাং গ্রাবাণো অশ্বিনা ধীভির্বিপ্রা অচুচ্যবুঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৪
যথা বামত্রিরশ্বিনা গীর্ভির্বিপ্রো অজোহবীৎ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৫
এ বা বামহ্ব ঊতয়ে যথাহুবন্ত মেধিরাঃ।
নাসত্যা সোমপীতয়ে নভন্তামন্যকে সমে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সর্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করেছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাটরূপে আসীন হয়েছেন। বরুণের এ সকল কর্ম অনেক। ২। এরূপে বৃহৎ বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদের ত্রিপর্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন। আমরা তার ক্রোড়ে বর্তমান। দ্যাবাপৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন। ৩। হে দেব বরুণ! এ কর্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। যা দ্বারা সমস্ত দুরিত অতিক্রম করতে পারি, সেরূপ সুখে পারযোগ্য নৌকাতে আরোহণ করব। ৪। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্রগণ এবং অভিষব প্রস্তর সমূহ সোম পানার্থে স্ব স্ব কার্যের দ্বারা তোমাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন।

৫। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্র অত্রি যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোমপানার্থে আহ্বান করেছিলেন। সেরূপ আমি আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন। ৬। হে নাসত্যদ্বয়! মেধাবিগণ যেরূপ তোমাদের সোমপানার্থে আহ্বান করেছেন, সেরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইমে বিপ্রস্য বেধসোঽগ্নেরস্তৃতয়জ্বনঃ। গিরঃ স্তোমাস ঈরতে ॥ ১
অস্মৈ তে প্রতিহর্যতে জাতবেদো বিচর্ষণে। অগ্নে জানামি সুষ্টুতিম্ ॥ ২
আরোকা ইব ঘেদহ তিগ্মা তব ত্বিষঃ। দদ্ভির্বনানি বপ্সতি ॥ ৩
হরয়ো ধূমকেতবো বাতজূতা উপ দ্যবি। যতন্তে বৃথগগ্নয়ঃ ॥ ৪
এতে ত্যে বৃথগগ্নয় ইদ্ধাসঃ সমদৃক্ষত। উষসামিব কেতবঃ ॥ ৫
কৃষ্ণা রজাংসি পৎসুতঃ প্রয়াণে জাতবেদসঃ। অগ্নির্যদ্রোধতি ক্ষমি ॥ ৬
ধাসিং কৃণ্বান ওষধীর্বপ্সদগ্নির্ন বায়তি। পুনর্যন্তরুণীরপি ॥ ৭
জিহ্বাভিরহ নন্নমদর্চিষা জঞ্জণাভবন্। অগ্নির্বনেষু রোচতে ॥ ৮
অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ ॥ ৯
উদগ্নে তব তদ্ঘৃতাদর্চী রোচত আহুতম্। নিংসানং জুহ্বো মুখে ॥ ১০
উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। স্তোমৈর্বিধেমাগ্নয়ে ॥ ১১
উত ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বরেণ্যক্রতো। অগ্নে সমিদ্ভিরীমহে ॥ ১২
উত ত্বা ভৃগুবচ্ছুচে মনুষ্বদগ্ন আহুত। অঙ্গিরস্বদ্ধবামহে ॥ ১৩
ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রেণ সন্ত্সতা। সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ ১৪
স ত্বং বিপ্রায় দাশুষে রয়িং দেহি সহস্রিণম্। অগ্নে বীরবতীমিষম্ ॥ ১৫
অগ্নে ভ্রাতঃ সহস্কৃত রোহিদশ্ব শুচিব্রত। ইমং স্তোমং জুষস্ব মে ॥ ১৬
উত ত্বাগ্নে মম স্তুতো বাশ্রায় প্রতিহর্যতে। গোষ্ঠং গাব ইবাশত ॥ ১৭
তুভ্যং তা অঙ্গিরস্তম বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। অগ্নে কামায় যেমিরে ॥ ১৮
অগ্নিং ধীতির্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ। অদ্মসদ্যায় হিন্বিরে ॥ ১৯
তং ত্বামজ্মেষু বাজিনং তন্বানা অগ্নে অধ্বরম্। বহ্নিং হোতারমীলতে ॥ ২০
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি বিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ। সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২১
তমীলিষ্ব য আহুতোঽগ্নির্বিভ্রাজতে ঘৃতৈঃ। ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ২২
তং ত্বা বয়ং হবামহে শৃণ্বন্তং জাতবেদসম্। অগ্নে ঘ্নন্তমপ দ্বিষঃ ॥ ২৩
বিশাং রাজানমদ্ভুতমধ্যক্ষং ধর্মণামিমম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ২৪
অগ্নিং বিশ্বায়ুবেপসং মর্যং ন বজিনং হিতম্। সপ্তিং ন বাজয়ামসি ॥ ২৫
ঘ্নন্মৃধ্রাণ্যপ দ্বিষো দহন্রক্ষাংসি বিশ্বহা। অগ্নে তিগ্মেন দীদিহি ॥ ২৬
যং ত্বা জনাস ইন্ধতে মনুষ্বদঙ্গিরস্তম। অগ্নে স বোধি মে বচঃ ॥ ২৭ ॥
যদগ্নে দিবিজা অস্যপ্সুজা বা সহস্কৃত। তং ত্বা গীর্ভির্হবামহে ॥ ২৮
তুভ্যং ঘেত্তে জনা ইমে বিশ্বাঃ সুক্ষিতয়ঃ পৃথক্। ধাসিং হিন্বন্ত্যত্তবে ॥ ২৯
তে ঘেদগ্নে স্বাধ্যোঽহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ। তরন্তঃ স্যাম দুর্গহা ॥ ৩০
অগ্নিং মন্দ্রং পুরুপ্রিয়ং শীরং পাবকশোচিষম্। হৃদ্ভির্মন্দ্রেভিরীমহে ॥ ৩১
স ত্বমগ্নে বিভাবসুঃ সৃজন্ত্সূর্যো ন রশ্মিভিঃ। শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে ॥ ৩২
তত্তে সহস্ব ঈমহে দাত্রং যন্নোপদস্যতি। ত্বদগ্নে বার্যং বসু ॥ ৩৩

বাদ ঃ ১। আমাদের এ স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করেছেন। অগ্নি বী ও বিধাতা। তিনি কখন যজমানের হিংসা করেন না। ২। হে জাতবেদা শী অগ্নি! তুমি দান করে থাক, অতএব তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করছি।

৩। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান; পশুগণের ন্যায় দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করছেন। ৪। হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধূমচিহ্নিত অগ্নি সকল অন্তরিক্ষে পৃথক পৃথক গমন করছে। ৫। পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এ অগ্নিসমূহ ঊষার প্রজ্ঞাপকের ন্যায় দৃষ্ট হয়েছিল। ৬। যখন অগ্নি পৃথিবীতে শুষ্ক কাষ্ঠ আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমনকালে পাংশু সকল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। ৭। অগ্নি ওষধি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে করে ভক্ষণ করে প্রকাশিত হন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হন। ৮। অগ্নি জিহ্বাদ্বারা বনস্পতিকে অত্যন্ত অবনত করে তেজবলে প্রজ্বলিত হয়ে বনে শোভা পাচ্ছেন। ৯। হে অগ্নি! জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। ১০। হে অগ্নি! ঘৃত দ্বারা আহূত জুহূর মুখ তুমি লেহন কর, তোমার শিখা শোভা পাচ্ছে। ১১। যাঁর হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁর অন্ন অভিলষণীয়, সে সোমপৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করব। ১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি! তোমাকে আমরা নমস্কারপূর্বক ও সমিধ প্রদানপূর্বক যাচ্ঞা করছি। ১৩। হে শুচি, আহূত অগ্নি! আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং মনুর ন্যায় আহ্বান করছি। ১৪। হে অগ্নি! তুমি বিপ্র, সাধু এবং সখা। তুমি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হচ্ছ। ১৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর। ১৬। হে ভ্রাত অগ্নি! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত! হে রোহিত নামক অশ্বযুক্ত! হে শুদ্ধকর্মা! আমার স্তোত্র সেবা কর। ১৭। হে অগ্নি! আমার স্তুতিসকল তোমার নিকট যাচ্ছে। এরূপে গো সকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে। ১৮। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাগণ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রতি আসক্ত হয়। ১৯। মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবিগণ অন্নলাভার্থে অগ্নিকে প্রীত করে। ২০। হে অগ্নি! তুমি বলবান, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তারা তোমার স্তব করছে। ২১। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করছে। ২২। যে অগ্নি ঘৃতদ্বারা আহূত হয়ে শোভা পাচ্ছেন, যিনি আমাদের এ আহ্বান শোনেন, সে অগ্নিকে স্তব কর। ২৩। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা, তুমি শত্রু হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শোন, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করছি। ২৪। মনুষ্যগণের ঈশ্বর, মহান কর্মসমূহের অধ্যক্ষ এ অগ্নিকে স্তুতি করি, তিনি শুনুন। ২৫। সর্বত্রগামী, বলযুক্ত, বলবান মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবান করব। ২৬। হে অগ্নি! তুমি হিংসকগণকে হিংসা করে সর্বদা রাক্ষসগণকে দহন করে তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হও। ২৭। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও। ২৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরিক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। ২৯। এ সকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থে পৃথক পৃথক অন্ন প্রেরণ করছে। ৩০। হে অগ্নি! তোমারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্মবিশিষ্ট হয়ে প্রত্যহ সর্বদর্শী হয়ে সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হব। ৩১। অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত। আমরা হর্ষযুক্তমনে তাঁর নিকট যাচ্ঞা করছি। ৩২। হে অগ্নি! তুমি বিভাবসু, তুমি উদিত সূর্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করে অন্ধকার নাশ করছ। ৩৩। হে বলবান অগ্নি! তোমার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তা ক্ষীণ হয় না, আমরা-তাই তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্‌হব্যা জুহোতন। ১
অগ্নে স্তোমং জুষস্ব মে বর্ধস্বানেন মন্মনা। প্রতি সূক্তানি হর্য নঃ ॥ ২
অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে। দেবাঁ আ সাদয়াদিহ ॥ ৩
উত্তে বৃহন্তো অর্চয়ঃ সমিধানস্য দীদিবঃ। অগ্নে শুক্রাস ঈরতে ॥ ৪
উপ ত্বা জুহ্বো মম ঘৃতাচীর্যন্তু হর্যত। অগ্নে হব্যা জুষস্ব নঃ ॥ ৫
মন্দ্রং হোতারমৃত্বিজং চিত্রভানুং বিভাবসুম্। অগ্নিমীলে স উ শ্রবৎ ॥ ৬
প্রত্নং হোতারমীড্যং জুষ্টমগ্নিং কবিক্রতুম্। অধ্বরাণামভিশ্রিয়ম্ ॥ ৭
জুষাণো অঙ্গিরস্তমেমা হব্যান্যানুষক্। অগ্নে যজ্ঞং নয় ঋতুথা ॥ ৮
সমিধান উ সন্ত্য শুক্রশোচ ইহা বহ। চিকিত্বান্দৈব্যং জনম্ ॥ ৯
বিপ্রং হোতারমদ্রুহং ধূমকেতুং বিভাবসুম্। যজ্ঞানাং কেতুমীমহে ॥ ১০
অগ্নে নি পাহি নস্ত্বং প্রতি স্ম দেব রীষতঃ। ভিন্ধি দ্বেষঃ সহস্কৃত ॥ ১১
অগ্নিঃ প্রত্নেন মন্মনা শুম্ভানস্তন্বং স্বাম্। কবির্বিপ্রেণ বাবৃধে ॥ ১২
ঊর্জো নপাতমা হুবেঽগ্নিং পাবকশোচিষম্। অস্মিন্যজ্ঞে স্বধ্বরে ॥ ১৩
স নো মিত্রমহস্ত্বমগ্নে শুক্রেণ শোচিষা। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥ ১৪
যো অগ্নিং তন্বো দমে দেবং মর্তঃ সপর্যতি। তস্মা ইদ্দীদয়দ্বসু ॥ ১৫
অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১৬
উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব জ্যোতীংষ্যর্চয়ঃ ॥ ১৭
ঈশিষে বার্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বর্পতিঃ। স্তোতা স্যাং তব শর্মণি ॥ ১৮
ত্বামগ্নে মনীষিণস্ত্বাং হিন্বন্তি চিত্তিভিঃ। ত্বাং বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ১৯
অদব্ধস্য স্বধাবতো দূতস্য রেভতঃ সদা। অগ্নেঃ সখ্যং বৃণীমহে ॥ ২০
অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ শুচির্বিপ্রঃ শুচিঃ কবিঃ। শুচী রোচত আহুতঃ ॥ ২১
উত ত্বা ধীতয়ো মম গিরো বর্ধন্তু বিশ্বহা। অগ্নে সখ্যস্য বোধি নঃ ॥ ২২
যদগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ধা স্যা অহম্। স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ ॥ ২৩
বসুর্বসুপতির্হি কমস্যগ্নে বিভাবসুঃ। স্যাম তে সুমতাবপি ॥ ২৪
অগ্নে ধৃতব্রতায় তে সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ। গিরো বাশ্রাস ঈরতে ॥ ২৫
যুবানং বিশ্পতিং কবিং বিশ্বাদং পুরুবেপসম্। অগ্নিং শুম্ভামি মন্মভিঃ ॥ ২৬
যজ্ঞানাং রথ্যে বয়ং তিগ্মজম্ভায় বীলবে। স্তোমৈরিষেমাগ্নয়ে ॥ ২৭
অয়মগ্নে ত্বে অপি জরিতা ভূতু সন্ত্য। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥ ২৮
ধীরো হ্যস্যদ্মসদ্বিপ্রো ন জাগৃবিঃ সদা। অগ্নে দীদয়সি দ্যবি ॥ ২৯
পুরাগ্নে দুরিতেভ্যঃ পুরা মৃধ্রেভ্যঃ কবে। প্র ণ আয়ুর্বসো তির ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিকগণ! অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা কর, হব্যদ্বারা জাগরিত কর এবং ওতে আহুতি প্রক্ষেপ কর। ২। হে অগ্নি! আমার স্তোত্র সেবা কর, এ মনোহর স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সূক্ত কামনা কর। ৩। দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও তাঁর স্তব করি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনুন। ৪। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বালিত হলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখা সকল প্রকাশ পায়। ৫। হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর। ৬। অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু। তাঁকে স্তব করছি, তিনি শুনুন। ৭। অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁকে স্তব করি। ৮। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ অগ্নি। ক্রমান্বয়ে এ সকল হব্য সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ৯। হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি। তুমি প্রজ্বলিত হয়েই দেবগণকে জানতে পেরে তাঁকে এ যজ্ঞে আন। ১০। অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁর নিকট যাচ্ঞা করি। ১১। হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব! বা হিংসাকারী। আমাদের রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর। ১২। কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রদ্বারা আপনার শরীর শোভিত করে বিপ্রের সাথে বর্ধিত হচ্ছেন। ১৩। বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এ হিংসা-শূন্য যজ্ঞে আহ্বান করছি। ১৪। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সাথে যজ্ঞে আসীন হও। ১৫। যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধন লাভার্থে পরিচর্যা করেন, অগ্নি তাঁকেই ধন প্রদান করেন। ১৬। দেবগণের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদস্বরূপ, পৃথিবীর পতি এ অগ্নি, জলের বীর্যস্বরূপ ভূতসমূহকে প্রীত করছেন। ১৭। হে অগ্নি! তোমার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতি প্রকাশ করছে। ১৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই। ১৯। হে অগ্নি! মনীষিগণ তোমার স্তুতি করেন, কর্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্ধিত করুক। ২০। হে অগ্নি! তুমি হিংসাশূন্য বলবান দেবগণের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি। ২১। অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি। তিনি শুচি ও আহুত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। ২২। হে অগ্নি! আমার কর্ম ও স্তুতি সর্বদা তোমায় বর্ধিত করুক। আমরা যে বন্ধুর কার্য করছি, তা অবগত হও। ২৩। হে অগ্নি! আমি যাই হই—তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্বাদ সত্য হোক। ২৪। হে অগ্নি! তুমি বাসপ্রদ বসুপতি এবং বিভাবসু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। ২৫। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল, নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করছে। ২৬। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকর্মা তাঁকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করছি। ২৭। যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করতে ইচ্ছা করি। ২৮। হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হোক। হে অগ্নি! তাকে সুখী কর। ২৯। হে অগ্নি! তুমি ধীর হব্যদানার্থে উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্বদা জাগরূক হয়ে অন্তরিক্ষে ক্রীড়া করছ। ৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হতে আমাদের কর্ম উদ্ধার করে দাও।

৪৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ১
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্তং পৃথুঃ স্বরুঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২
অযুদ্ধ ইদ্যুধা বৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ। যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৩
আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছদ্বি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ৪
প্রতি ত্বা শবসী বদদ্গিরাবপ্সো ন যোধিষৎ। যস্তে শত্রুত্বমাচকে ॥ ৫
উত ত্বং মঘবঞ্ছৃণু যস্তে বষ্টি ববক্ষি তৎ। যদ্বীলয়াসি বীলু তৎ ॥ ৬
যদাজিং যাত্যাজিকৃদিন্দ্রঃ স্বশ্বয়ুরূপ। রথীতমো রথীনাম্ ॥ ৭
বি ষু বিশ্বা অভিযুজো বজ্রিন্বিষ্বগ্যথা বৃহ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ ॥ ৮

অস্মাকং সু রথং পুর ইন্দ্রঃ কৃণোতু সাতয়ে। ন যং ধূর্বন্তি ধূর্তয়ঃ ॥ ৯
বৃজ্যাম তে পরি দ্বিষোঽরং তে শক্র দাবনে। গমেমেদিন্দ্র গোমতঃ ॥ ১০
শনৈশ্চিদ্যন্তো অদ্রিবোঽশ্বাবন্তঃ শতগ্বিনঃ। বিবক্ষণা অনেহসঃ ॥ ১১
ঊর্ধ্বা হি তে দিবেদিবে সহস্রা সূনৃতা শতা। জরিতৃভ্যো বি মংহতে ॥ ১২
বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়মিন্দ্র দৃঢ়া চিদারুজম্। আদারিণং যথা গয়ম্ ॥ ১৩
ককুহং চিত্ত্বা কবে মন্দন্তু ধৃষ্ণবিন্দবঃ। আ ত্বা পণিং যদীমহে ॥ ১৪
যস্তে রেবাঁ অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ মঘত্তয়ে। তস্য নো বেদ আ ভর ॥ ১৫
ইম উ ত্বা চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুম্ ॥ ১৬
উত ত্বাবধিরং বয়ং শ্রুৎকর্ণং সন্তমূতয়ে। দূরাদিহ হবামহে ॥ ১৭
যচ্ছুশ্রূয়া ইমং হবং দুর্মর্ষং চক্রিয়া উত। ভবেরাপির্নো অন্তমঃ ॥ ১৮
যচ্চিদ্ধি তে অপি ব্যথির্জগন্বাংসো অমন্মহি। গোদা ইদিন্দ্র বোধি নঃ ॥ ১৯
আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররম্ভা শবসস্পতে। উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ॥ ২০
স্তোত্রমিন্দ্রায় গায়ত পুরুনৃম্ণায় সত্বনে। নকির্যং বৃণ্বতে যুধি ॥ ২১
অভি ত্বা বৃষভ সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে। তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্ ॥ ২২
মা ত্বা মূরা অবিষ্যবো মোপহস্বান আ দভন্। মাকীং ব্রহ্মদ্বিষো বনঃ ॥ ২৩
ইহ ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে। সরো গৌরো যথা পিব ॥ ২৪
যা বৃত্রহা পরাবতি সনা নবা চ চুচ্যুবে। তা সংসৎসু প্র বোচত ॥ ২৫
অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে। অত্রাদেদিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ২৬
সত্যং তত্তুর্বশে যদৌ বিদানো অহ্নবায্যম্। ব্যানট্ তুর্বণে শমি ॥ ২৭
তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ। সমানমু প্র শংসিষম্ ॥ ২৮
ঋভুক্ষণং ন বর্তবে উক্থেষু তুগ্র্যাবৃধম্। ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥ ২৯
যঃ কৃন্তদিদ্বি যোন্যং ত্রিশোকায় গিরিং পৃথুম্। গোভ্যো গাতুং নিরেতবে ॥ ৩০
যদ্দধিষে মনস্যসি মন্দানঃ প্রেদিয়ক্ষসি। মা তৎ করিন্দ্র মৃলয় ॥ ৩১
দভ্রং চিদ্ধি ত্বাবতঃ কৃতং শৃণ্বে অধি ক্ষমি। জিগাত্বিন্দ্র তে মনঃ ॥ ৩২
তবেদু তাঃ সুকীর্তয়োঽসন্নুত প্রশস্তয়ঃ। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩৩
মা ন একস্মিন্নাগসি মা দ্বয়োরুত ত্রিষু। বধীর্মা শূর ভূরিষু ॥ ৩৪
বিভয়া হি ত্বাবত উগ্রাদভিপ্রভঙ্গিণঃ। দস্মাদহমৃতীষহঃ ॥ ৩৫
মা সখ্যুঃ শূনমা বিদে মা পুত্রস্য প্রভূবসো। আবৃত্বদ্ভূতু তে মনঃ ॥ ৩৬
কো নু মর্যা অমিথিতঃ সখা সখায়মব্রবীৎ। জহা কো অস্মদীষতে ॥ ৩৭
এবারে বৃষভা সুতেঽসিন্বন্ ভূর্যাবয়ঃ। শ্বঘ্নীব নিবতা চরন্ ॥ ৩৮
আ তে এতা বচোযুজা হরী গৃভ্ণে সুমদ্রথা। যদীং ব্রহ্মভ্য ইদ্দদঃ ॥ ৩৯
ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪০
যদ্বীলাবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪১
যস্য তে বিশ্বমানুষো ভূরের্দত্তস্য বেদতি। বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪২

অনুবাদ ঃ ১। যে ঋষিগণ সম্যকভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁদের সখা, তারা পরস্পর মিলিত করে কুশ বিস্তীর্ণ করছেন। ২। এ ঋষিগণের সমিধ বৃহৎ এঁদের স্তোত্র প্রচুর এবং সূক্ষ্ম, স্থূল, যুবা ইন্দ্র এঁদের সখা। ৩। কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্তৃক বেষ্টিত হয়ে নিজবলে বলবান হয়ে শত্রুগণকে অবনত করলেন ? যুবা ইন্দ্র এঁদের সখা। ৪। বৃত্রহা জাত হয়ে বাণ ধারণ করলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা উগ্র বলে বিখ্যাত। ৫। বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার শত্রুত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সে

পর্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে। ৬। আরও হে মঘবন! তুমি আমাদের স্তুতি শোন, স্তোতা তোমার নিকট যা কামনা করে, তা প্রদান কর, তুমি যাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয়। ৭। যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথিগণের মধ্যে প্রধান রথী হন। ৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রজা যাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেরূপ তুমি প্রবৃদ্ধ হও, আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও। ৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করতে পারে না, সে ইন্দ্র আমাদের অভীষ্ট প্রদানার্থে সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন। ১০। হে ইন্দ্র! আমরা যেন তোমার শত্রুগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বহু গোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলে তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই। ১১। হে বজ্রবান ইন্দ্র! আমরা মন্দ মন্দ গমন করে অশ্ববান, বহুধনবান, বিচক্ষণ ও উপদ্রব রহিত হব। ১২। হে ইন্দ্র তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করছে। ১৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শত্রুর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলে জানি। ১৪। হে কবি! হে ধৃষ্ণু! তুমি বণিক, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করছি তখন সোম সকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদস্বরূপ। ১৫। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য ধনবান হয়ে দান করে না এবং তুমি ধনদাতা, তোমার অসূয়া করে, তার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর। ১৬। হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করে পশুকে দেখে, সেরূপ আমার এ সখা সকল সোমাভিষব করে তোমায় দেখছে। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থে দূর হতে আহ্বান করছি। ১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের এ আহ্বান শোন ও আপনার বল দুর্ধর্ষ কর, আমাদের হৃদয়ঙ্গম বন্ধু হও। ১৯। হে ইন্দ্র! আমরা যখন দারিদ্র্য দ্বারা ব্যথিত হয়ে তোমার নিকট গমন করব ও তোমায় স্তব করব, তখন আমাদের গো দান করবার জন্যই জাগরিত হও। ২০। হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হয়ে দণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করব। ২১। বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁকে কেউই নিবারণ করতে পারে না। ২২। হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, সে অভিষুত সোমপানার্থে তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর। ২৩। হে ইন্দ্র! মূঢ়লোক রক্ষাভিলাষী হয়ে তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদ্বেষীকে কখন ভজনা করো না। ২৪। হে ইন্দ্র! এ যজ্ঞে মহাধনলাভার্থে মনুষ্যগণ গব্যমিশ্রিত সোম পানে মত্ত হোক, তুমিও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হতে পান করে, সেরূপ পান কর। ২৫। হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহা! দূরদেশে যে নূতন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করেছ, সভাস্থলে তার কথা বল। ২৬। হে ইন্দ্র! তুমি রুদ্র ঋষির অভিষুত সোম পান করেছ এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করেছ, এ সময় ইন্দ্রের বীর্য অত্যন্ত দীপ্ত হয়েছিল। ২৭। তুর্বশু ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম সত্য জেনে তাদের জন্য সংগ্রামে অহ্নবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করেছিলেন। ২৮। হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি। ২৯। জলবর্ষী মহান ইন্দ্রকে ধনদানার্থে সোম অভিষুত হলে উকথ উচ্চারণ কালে স্তব করি। ৩০। যে ইন্দ্র জল নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে তৃশোকের জন্য ছিন্ন করেছিলেন, তিনি জলের গমনার্থে পথ করেছিলেন। ৩১। হে ইন্দ্র! তুমি হর্ষযুক্ত হয়ে যা ধারণ কর, যার পূজা কর এবং যা দান কর, আমাদের জন্য তা

কর নি কেন ? সুখী কর। ৩২। হে ইন্দ্র! তোমার মত কর্ম অল্প করলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র! তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক। ৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি যার দ্বারা আমাদের সুখী কর, সে কীর্তিসকল ও সে স্তুতি সকল তোমারই যেন হয়। ৩৪। হে ইন্দ্র! এক অপরাধে আমাদের বধ করো না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদের বধ করো না। ৩৫। হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহ্যকারী দেব হতে আমি নির্ভয় হই। ৩৬। হে প্রভূত ধনবান ইন্দ্র! তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, তাঁর পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করছি, তোমার মন আমাদের হতে যেন না ফিরে যায়। ৩৭। হে মনুষ্যগণ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করবার পূর্বেই সখাকে বলতে পারে ? আমি কাকে হনন করব ? কেবা আমার নিকট হতে ভীত হয়ে পলায়ন করবে ? ৩৮। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করে সে সোম ধূর্তের ন্যায় তোমার নিকট আসে। দেবগণ অধোমুখ হয়ে বহির্গত হন। ৩৯। সুন্দর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদের এ ধন দান করেছ। ৪০। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর। ৪১। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছ, স্থির স্থানে যা বিন্যাস করেছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করেছ, সে স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর। ৪২। হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলে সকল লোকে জানে সে স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।

৪৬ সূক্ত ॥ ২১ হতে ২৪ পর্যন্ত পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দানস্তুতি দেবতা, ২৫ হতে ২৮ পর্যন্ত এবং ৩২ ঋকটির বায়ু দেবতা, অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অশ্বপুত্র বশ ঋষি। বিরাট্, জগতী, বৃহতী, পংক্তি, দ্বিপদা, বিরাট্, উষ্ণিক্ ছন্দ।

ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্ ॥ ১
ত্বাং হি সত্যমদ্রিবো বিদ্ম দাতারমিষাম্। বিদ্ম দাতারং রয়ীণাম্ ॥ ২
আ যস্য তে মহিমানং শতমূতে শতক্রতো। গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ ॥ ৩
সুনীথো ঘা স মর্ত্যো যং মরুতো যমর্যমা। মিত্রঃ পান্ত্যদ্রুহঃ ॥ ৪
দধানো গোমদশ্ববৎ সুবীর্যমাদিত্যজূত এধতে। সদা রায়া পুরুস্পৃহা ॥ ৫
তমিন্দ্রং দানমীমহে শবসানমভীর্বম্। ঈশানং রায় ঈমহে ॥ ৬
তস্মিন্ হি সন্ত্যূতয়ো বিশ্বা অভীরবঃ সচা।
তমা বহন্তু সপ্তয়ঃ পুরূবসুং মদায় হরয়ঃ সুতম্ ॥ ৭
যস্তে মদো বরেণ্যো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য আদদিঃ স্বর্নৃভির্যঃ পৃতনাসু দুষ্টরঃ ॥ ৮
যো দুষ্টরো বিশ্ববার শ্রবায্যো বাজেম্বস্তি তরুতা।
স নঃ শবিষ্ঠ সবনা বসো গহি গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৯
গব্যো ষু নো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্য মহামহ ॥ ১০
নহি তে শূর রাধসোঽন্তং বিন্দামি সত্রা।
দশস্যা নো মঘবন্নূ চিদদ্রিবো ধিয়ো বাজেভিরাবিথ ॥ ১১
য ঋষ্বঃ শ্রাবয়ৎ সখা বিশ্বেৎস বেদ জনিমা পুরুষ্টুতঃ।
তং বিশ্বে মানুষা যুগেন্দ্রং হবন্তে তবিষং যতস্রুচঃ ॥ ১২
স নো বাজেম্ববিতা পুরূবসুঃ পুরঃস্থাতা। মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ ॥ ১৩

অভি বো বীরমন্ধসো মদেষু গায় গিরা মহা বিচেতসম্ ।
ইন্দ্রং নাম শ্রুত্যং শাকিনং বচো যথা ॥ ১৪
দদী রেক্‌ণস্তন্বে দদির্বসু দদির্বাজেষু পুরুহূত বাজিনম্ । নূনমথ ॥ ১৫
বিশ্বেষামিরজ্যন্তং বসূনাং সাসহ্বাংসং চিদস্য বর্পসঃ । কৃপয়তো নূনমত্যথ ॥ ১৬
মহঃ সু বো অরমিষে স্তবামহে মীড়্হুষে অরঙ্গমায় জগ্মযে ।
যজ্ঞেভির্গীর্ভির্বিশ্বমনুষাং মরুতামিয়ক্ষসি গায়ে ত্বা নমসা গিরা ॥ ১৭
যে পাতয়ন্তে অজ্মভির্গিরীণাং স্নুভিরেষাম্ ।
যজ্ঞঃ মহিষ্বণীনাং সুম্নং তুবিষ্বণীনাং প্রাধ্বরে ॥ ১৮
প্রভঙ্গং দুর্মতীনামিন্দ্র শবিষ্ঠা ভর ।
রয়িমস্মভ্যং যুজ্যং চোদয়ন্মতে জ্যেষ্ঠং চোদন্মতে ॥ ১৯
সনিতঃ সুসনিতরুগ্র চিত্র চেতিষ্ঠ সূনৃত ।
প্রাসহা সম্রাট্ সহুরিং সহন্তং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২০
আ স এতু য ঈবদাঁ অদেবঃ পূর্তমাদদে ।
যথা চিদ্বশো অশ্ব্যঃ পৃথুশ্রবসি কানীতে স্যা ব্যুষ্যাদদে ॥ ২১
ষষ্টিং সহস্রাশ্ব্যস্যাযুতাসনমুষ্ট্রানাং বিংশতিং শতা ।
দশ শ্যাবীনাং শতা দশ ত্র্যরুষীণাং দশ গবাং সহস্রা ॥ ২২
দশ শ্যাবা ঋধদ্রয়ো বীতবারাস আশবঃ । মথ্রা নেমিং নি বাবৃতুঃ ॥ ২৩
দানাসঃ পৃথুশ্রবসঃ কানীতস্য সুরাধসঃ ।
রথং হিরণ্যয়ং দদন্মংহিষ্ঠঃ সূরিরভূদ্বর্ষিষ্ঠমকৃত শ্রবঃ ॥ ২৪
আ নো বায়ো মহে তনে যাহি মখায় পাজসে ।
বয়ং হি তে চকৃমা ভূরি দাবনে সদ্যশ্চিন্মহি দাবনে ॥ ২৫
যো অশ্বেভির্বহতে বস্ত উস্রাস্ত্রিঃ সপ্ত সপ্ততীনাম্ ।
এভিঃ সোমেভিঃ সোমসুদ্ভিঃ সোমপা দানায় শুক্রপূতপাঃ ॥ ২৬
যো ম ইমং চিদু ত্মনামন্দচ্চিত্রং দাবনে ।
অরট্বে অক্ষে নহুষে সুকৃত্বনি সুকৃত্তরায় সুক্রতুঃ ॥ ২৭
উচথ্যে বপুষি যঃ স্বরালুত বায়ো ঘৃতস্নাঃ ।
অশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং প্রাজ্ম তদিদং নু তৎ ॥ ২৮
অধ প্রিয়মিষিরায় ষষ্টিং সহস্রাসনম্ । অশ্বানামিন্ন বৃষ্ণাম্ ॥ ২৯
গাবো ন যূথমুপ যন্তি বধ্রয় উপ মা যন্তি বধ্রয়ঃ ॥ ৩০
অধ যচ্চারথে গণে শতমুষ্ট্রাঁ অচিক্রদৎ । অধ শ্বিত্নেষু বিংশতিং শতা ॥ ৩১
শতং দাসে বল্বূথে বিপ্রস্তরুক্ষ আ দদে ।
তে তে বায়বিমে জনা মদন্তীন্দ্রগোপা মদন্তি দেবগোপাঃ ॥ ৩২
অধ স্যা যোষণা মহী প্রতীচী বশমশ্ব্যম্ । অধিরুক্মা বি নীয়তে ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে বহুধনবান, কর্মপূরক ইন্দ্র! তোমার সদৃশ লোকেরাই আমার আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা। ২। হে ইন্দ্র! তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলে জানি। ধনদাতা বলে জানি। ৩। হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু! তোমার মহিমা স্তোতাগণ স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে। ৪। দ্রোহরহিত মরুৎগণ যাকে রক্ষা করেন, অর্যমা ও মিত্র যাকে রক্ষা করেন, সে মনুষ্যই সুযোগ্য হয়। ৫। আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দর বীর্য বিশিষ্ট পুত্র লাভ করে সর্বদা বর্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহণীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন

যাচ্ঞা করি। ৭। সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত মরুৎ সেনা ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ, আনন্দার্থে বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিষুত সোমের নিকট আনুন। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার যে হর্ষ বরণীয়, দিয়ে শত্রুদের অতিশয় বধ কর, যা দিয়ে শত্রুর নিকট হতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে যাকে পার হওয়া যায় না। ৯। হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র। যুদ্ধে দুস্তর শত্রুগণের পারগ এবং সর্বত্র বিখ্যাত, হে সর্বাপেক্ষা বলবান বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার সে হর্ষের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, আমরা গোযুক্ত গোষ্ঠে আসব। ১০। হে মহা ধনবান ইন্দ্র! আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হলে, কিম্বা অশ্ব লাভের ইচ্ছা হলে, পূর্বকালের ন্যায় দান কর। ১১। হে শূর ইন্দ্র! সত্যই আমি তোমার ধনের ইয়ত্তা জানি না, হে মঘবান, বজ্রবান ইন্দ্র! আমাদের শীঘ্র ধন দান কর, অন্নের দ্বারা আমাদের কর্ম রক্ষা কর। ১২। যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যার সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, সমস্ত মনুষ্যগণ হব্য গ্রহণ করে সর্বকালে সে বলবান ইন্দ্রকে আহ্বান করে। ১৩। সে বহু ধনবান মঘবান বিত্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্তী হন। ১৪। হে স্তোতাগণ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হলে, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, সর্বত্র বিখ্যাত, সামর্থবান শত্রুগণের অবনতিকর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্য স্ফূর্তি হয়, সেরূপে মহতী স্তুতিদ্বারা স্তব কর। ১৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমার শরীরের জন্য ধনের দাতা হও। সংগ্রামে অন্নবান ধনের দাতা হও। হে পুরুহূত! পুত্রদের ধন দান কর। ১৬। সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাপ্রদ, যুদ্ধ কম্পনাকারী শত্রুর অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করছি। তিনি শীঘ্র ধন দান করবেন। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি মহান, আমি তোমার আগমন ইচ্ছা করি, তুমি গমনশীল, সম্পূর্ণগামী ও সেচক, তোমায় যজ্ঞ ও স্তুতি দ্বারা স্তব করি, তুমি মরুৎগণের নেতা, সকল মনুষ্যের ঈশ্বর, নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা তোমার গুণগান করি। ১৮। যারা মেঘের পতনশীল জলের সাথে গমন করে, সে প্রভূত ধ্বনিযুক্ত মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করব এবং সে যজ্ঞে মহাধ্বনিযুক্ত মরুৎগণ যে সুখ দিতে পারেন, তা প্রাপ্ত হব। ১৯। তুমি দুর্মতিগণের বিনাশক, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, হে অত্যন্ত বলবান ইন্দ্র! আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর। তোমার বুদ্ধি সর্বদা ধনপ্রেরণে তৎপর। হে দেব! উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর। ২০। হে দাতা উগ্র বিচিত্র প্রিয় সত্যভাষী শত্রুপরাভবকারী, সকলের স্বামী ইন্দ্র! শত্রু পরাভব কর, ভোগযোগ্য প্রবৃদ্ধ ধন যুদ্ধে আমাদের প্রদান কর। ২১। যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ (১) কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকট প্রাতকালে ধন গ্রহণ করেছেন, অতএব যে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণ ধন গ্রহণ করেছে, সে আগমন করুক। ২২। আমি ষষ্ঠিসহস্র অযুত অশ্ব লাভ করেছি। বিংশতিশত উষ্ট্র লাভ করেছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করেছি। তিন স্থানে শুভ্রবর্ণযুক্ত দশ সহস্র গো লাভ করেছি (২)। ২৩। দশটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথ নেমি প্রবর্তিত করেছে। তারা অত্যন্ত বেগবান, বলবান মন্থনকারী। ২৪। উৎকৃষ্ট কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্ময় রথ দিয়েছেন, তিনি অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্তি করেছেন। ২৫। হে বায়ু! তুমি মহাধনার্থে এবং পূজনীয় বলার্থে আমাদের নিকট এস। তুমি প্রভূত ধন দাতা, তোমার স্তুতি করেছি, তুমি মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি। ২৬। হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্তা বায়ু! যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন. তিনিই তোমায় সোম প্রদানার্থে সোমযুক্ত হয়েছেন ও অভিষবকারিগণের সাথে মিলিত হয়েছেন। ২৭। যে পৃথুশ্রবা আপনি আমাকে এ

বিচিত্র ধন দান করব মনে করে হৃষ্ট হয়েছিলেন, তিনি আপনার কার্যাধ্যক্ষ অরম্ব, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করলেন। ২৮। হে বায়ু! যিনি উচথ্য ও বপু নামক রাজার অপেক্ষাও অধিক বলবান, সে ঘৃতবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিছিলেন, তা এই (৩), এ তোমারই অনুগ্রহ। ২৯। এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সে রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় ষষ্টিসহস্রসংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করলাম। ৩০। গাভী সমূহ যেমন যূথে গমন করে, সেরূপ বলীবর্দ সকল আমার নিকট আসছে। বলীবর্দ সকল আমার নিকট আসছে। ৩১। উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হয়েছিল তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডেকে আনলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনলেন। ৩২। আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বথ নামক দাসের নিকট শত গো ও অশ্ব গ্রহণ করলাম (৪)। হে বায়ু! এ লোক সকল তোমার, এরা ইন্দ্র কর্তৃক ও দেবগণ-কর্তৃক রক্ষিত হয়ে আনন্দিত হন। ৩৩। এক্ষণে তারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় কন্যাকে (৫) অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনছেন।

টীকা ঃ ১। পৃথুশ্রবা অশ্বের পুত্র বশকে যিনি ধন প্রদান করেছিলেন, এ চারিটি শ্লোকে তারই প্রশংসা করা হয়েছে। অবিবাহিত কন্যার পুত্র হলে সে পুত্রকে 'কানীন' (কন্যাপুত্র) বলে। ২। এ ঋকে অশ্ব ও উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণ বড়বা ও শুভ্রবর্ণযুক্ত গরুর উল্লেখ আছে। ৩। অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথা এখনও আছে, কিন্তু কুক্কুর কি কখনও দ্রব্য বহন করত? গাভী ও বলবর্দের উল্লেখ পরের ঋকে দেখুন। ৪। 'Professor Roth conjectures that the corrcct reading is Satam Dasan, I received a hundred slaves,'—Muir's Sanscrit Texts, Vol. V. p. 461. ৫। মূলে 'যোষণা' আছে। বহু পশুর সাথে স্বর্ণাভরণবিশিষ্টা কন্যা বা দাসী রাজা দান করেছিলেন।

৪৭ সূক্ত ॥ আদিত্য দেবতা। আপ্ত্য ত্রিত ঋষি। মহাপংক্তি ছন্দ।

মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্র দাশুষে।
যমাদিত্যা অভি দ্রুহো রক্ষথা নেমঘং নশদনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ১
বিদা দেবা অঘানামাদিত্যাসো অপাকৃতিম্।
পক্ষা বয়ো যথোপরি ব্যস্মে শর্ম যচ্ছতানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ২
ব্যস্মে অধি শর্ম তৎপক্ষা বয়ো ন যন্তন।
বিশ্বানি বিশ্ববেদসো বরূথ্যা মনামহেহনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৩
যস্মা অরাসত ক্ষয়ং জীবাতুং চ প্রচেতসঃ।
মনোর্বিশ্বস্য ঘেদিম আদিত্যা রায় ঈশতেহনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৪
পরি ণো বৃণজন্নঘা দুর্গাণি রথ্যো যথা।
স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণ্যাদিত্যানামুতাবস্যনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৫
পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্য বায়তি।
দেবা অদভ্রমাশ বো যমাদিত্যা অহেতনানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৬
ন তং তিগ্মং চন ত্যজো ন দ্রাসদভি তং গুরু।
যস্মা উ শর্ম সপ্রথ আদিত্যাসো অরাধ্বমনেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৭
যুষ্মে দেবা অপি ষ্মসি যুধ্যন্ত ইব বর্মসু।
যূয়ং মহো ন এনসো যূয়মর্ভাদুরুষ্যতানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৮
অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
মাতা মিত্রস্য রেবতোহর্যম্ণো বরুণস্য চানেহসো ব ঊতয়ঃ সুঊতয়ো ব ঊতয়ঃ ॥ ৯

যদ্দেবাঃ শর্ম শরণং যদ্ভদ্রং যদনাতুরম্ ।
ত্রিধাতু যদ্বরূথ্যং তদস্মাসু বি যন্তনানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১০
আদিত্যা অব হি খ্যতাধি কূলাদিব স্পশঃ ।
সুতীর্থমর্বতো যথানু নো নেষথা সুগমনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১১
নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবয়ৈ নোপয়া উত ।
গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায় চ শ্রবস্যতেঽনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১২
যদাবির্যদপীচ্যং দেবাসো অস্তি দুষ্কৃতম্ ।
ত্রিতে তদ্বিশ্বমাপ্ত্য আরে অস্মদ্দধাতনানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৩
যচ্চ গোষু দুঃষ্বপ্ন্যং যচ্চাস্মে দুহিতর্দিবঃ ।
ত্রিতায় তদ্বিভাবর্যাপ্ত্যায় পরা বহানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৪
নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে স্রজং বা দুহিতর্দিবঃ ।
ত্রিতে দুঃষ্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে পরি দদ্মস্যনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৫
তদন্নায় তদপসে তং ভাগমুপসেদুষে ।
ত্রিতায় চ দ্বিতায় চোষো দুঃষ্বপ্ন্যং বহানেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৬
যথা কলাং যথা শফং যথ ঋণং সংনয়ামসি ।
এবা দুঃষ্বপ্ন্যং সর্বমাপ্ত্যে সং নয়ামস্যনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ো ব উতয়ঃ ॥ ১৭
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্ ।
উষো যস্মাদ্দুঃষ্বপ্ন্যাদভৈষ্মাপ তদুচ্ছত্বনেহসো ব উতয়ঃ সুউতয়ে ব উতয়ঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে মিত্র ! হে বরুণ ! হব্যদায়ীকে তোমরা যে রক্ষা কর, তা মহৎ, তোমরা যে যজমানকে শত্রু হস্ত হতে রক্ষা কর, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ২। হে আদিত্যগণ ! তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করতে হয়, তা জান। পক্ষিগণ যেমন আপনাদের শিশুদের উপরে পক্ষ বিস্তার করে (১) সেরূপ আমাদের সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৩। পক্ষিগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তা আমাদের প্রদান কর। হে সর্বধনবান আদিত্যগণ ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করছি। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৪। প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তার জন্য এরা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৫। রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করব (২), আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করব। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৬। মনুষ্যগণ ক্লেশ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়। হে দেবগণ ! তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সে অল্প ধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৭। হে আদিত্যগণ ! যার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হলেও ক্রোধ তার বিঘ্ন করতে পারে না, অপরিহার্য দুঃখও তার নিকট যায় না। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৮। হে আদিত্যগণ ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকব, যোদ্ধাগণ এরূপে বর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদের মহা অনিষ্ট ও অল্প অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ৯। অদিতি আমাদের রক্ষা করুন,

অদিতি আমাদের সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান, মিত্র, বরুণ ও আর্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১০। হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদের শরণীয়, ভজনীয়, রোগ রহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১১। হে আদিত্যগণ! চর সকল যেমন কূল হতে দর্শন করে, সেরূপ তোমরা উপর হতে নিম্নমুখে আমাদের দর্শন কর। অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে নিয়ে যায়, সেরূপ আমাদের ভাল পথে নিয়ে চল। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১২। হে আদিত্যগণ! এ জগতে আমাদের হিংসক বলবান ব্যক্তির সুখ যেন না হয়। গোসমূহের সুখ হোক, ধেনুসমূহের সুখ হোক, অন্নাভিলাষী বীরের সুখ হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৩। হে আদিত্য দেবগণ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হয়েছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত আছে, আমি আপ্ত্য ত্রিত, আমার যেন তার কোনটাই না হয়। ওদের দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৪। হে স্বর্গের দুহিতা ঊষা! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হয়েছে, হে বিভাবরি! আপ্ত্য ত্রিতের জন্য তা দূর করে দাও। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৫। হে স্বর্গের দুহিতা! আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর (১) যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্য ত্রিতের নিকট হতে তা দূর হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৬। হে ঊষাদেবি! স্বপ্নে অন্নকর্ম এবং ভাগ পেলে আপ্ত্য ত্রিত হতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৭। যে প্রকারে যজ্ঞার্থ পশুর হৃদয়াদি এবং তার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয় ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করতে হয়, সেরূপ আপ্ত্য ত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করব। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা। ১৮। আমরা অদ্য জয় করব, আমরা অদ্য সুখলাভ করব, আমরা অদ্য অপাপ হব। হে ঊষাদেবি! যেহেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হতে ভীত হয়েছি, অতএব সে ভয় অপগত হোক। তোমরা রক্ষা করলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

টীকাঃ ১। তুলনামূলক উপমাটি সুন্দর এবং কাব্যিক। ২। স্বর্ণকার বা মালাকার।

৪৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

স্বাদোরভক্ষি বয়সঃ সুমেধাঃ স্বাধ্যো বরিবোবিত্তরস্য।
বিশ্বে য়ং দেবা উত মর্ত্যাসো মধু ব্রুবন্তো অভি সঞ্চরন্তি ॥ ১
অন্তশ্চ প্রাগা অদিতির্ভবাস্যবয়াতা হরসো দৈব্যস্য।
ইন্দবিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণঃ শ্রৌষ্টীব ধুরমনু রায় ঋধ্যাঃ ॥ ২
অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য ॥ ৩
শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ প্র ণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥ ৪
ইমে মা পীতা যশস উরুষ্যবো রথং ন গাবঃ সমনাহ পর্বসু।
তে মা রক্ষন্তু বিস্রসশ্চরিত্রাদুত মা স্রামাদ্যবয়ন্ত্বিন্দবঃ ॥ ৫

অগ্নিং ন মা মথিতং সং দিদীপঃ প্র চক্ষয় কৃণুহি বস্যসো নঃ।
অথা হি তে মদ আ সোম মন্যে রেবাঁ ইব প্র চরা পুষ্টিমচ্ছ ॥ ৬
ইষিরেণ তে মনসা সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব রায়ঃ।
সোম রাজন্ প্র ণ আয়ূংষি তারীরহানীব সূর্যো বাসরাণি ॥ ৭
সোম রাজন্মৃলয়া নঃ স্বস্তি তব স্মসি ব্রত্যা স্তস্য বিদ্ধি।
অলর্তি দক্ষ উত মন্যুরিন্দো মা নো অর্যো অনুকামং পরা দাঃ ॥ ৮
ত্বং হি নস্তন্বঃ সোম গোপা গাত্রেগাত্রে নিষসত্থা নৃচক্ষাঃ।
যত্তে বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি স নো মৃল সুষখা দেব বস্যঃ ॥ ৯
ঋদূদরেণ সখ্যা সচেয় যো মা ন রিষ্যেদ্ধর্যশ্ব পীতঃ।
অয়ং যঃ সোমো ন্যধায্যস্মে তস্মা ইন্দ্রং প্রতিরমেম্যায়ুঃ ॥ ১০
অপ ত্যা অস্থুরনিরা অমীবা নিরত্রসন্তমিষীচীরভৈষুঃ।
আ সোমো অস্মাঁ অরুহদ্বিহায়া অগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ১১
যো ন ইন্দুঃ পিতরো হৃৎসু পীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যাঁ আবিবেশ।
তস্মৈ সোমায় হবিষা বিধেম মৃলীকে অস্য সুমতৌ স্যাম ॥ ১২
ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোঽনু দ্যাবাপৃথিবী আ ততন্থ।
তস্মৈ ত ইন্দো হবিষা বিধেম বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১৩
ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৪
ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো বয়োধাস্ত্বং স্বর্বিদা বিশা নৃচক্ষাঃ।
ত্বং ন ইন্দ্র ঊতিভিঃ সজোষাঃ পাহি পশ্চাতাদুত বা পুরস্তাৎ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্মবিশিষ্ট। আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্যগণ এ অন্ন মনোহর বলে এদের নিকটে উপস্থিত হন। ২। হে সোম! তুমি হৃদয় মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেবগণের ক্রোধ পৃথক কর। হে ইন্দ্র! তুমি ইন্দ্রের সখ্যলাভ করে শীঘ্র অশ্ব যেরূপ ভার বহন করে, সেরূপ আমাদের ধন বহন কর। ৩। হে অমৃত সোম! আমরা তোমাকে পান করব ও অমর হব, পরে দ্যুতিমান স্বর্গে গমন করব ও দেবগণকে অবগত হব। শত্রু আমাদের কি করবে? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করবে? ৪। হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেরূপ আমরা তোমার পান করলে তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসিত সোম! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি আমাদের জীবনার্থে আয়ু প্রবর্ধিত কর। ৫। এ যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হয়ে গোসমূহকে যেরূপ পর্বে পর্বে রথ যোজনা করে, সেরূপ পর্বে পর্বে আমাকে কর্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হতে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হতে পৃথক করুক। ৬। হে সোম! তুমি পীত হয়ে, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাকে দীপ্ত কর, আমাদের বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদের অতিশয় ধনবান কর। হে সোম! এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থে স্তব করছি, অতএব তুমি ধনবান হয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হও। ৭। আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিষুত সোম পান করব, হে রাজা সোম! তুমি আমাদের আয়ু বর্ধিত কর। সূর্য এরূপে দিবস সকলকে বর্ধিত করেন। ৮। হে রাজা সোম! আমাদের স্বস্তির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হব। তুমি আমাদের অবগত হও। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হয়ে গমন করছে, ক্রোধও গমন করছে। এই উভয় শত্রুরই

দণ্ড হতে আমাদের উদ্ধার কর। ৯। হে সোম! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষণ্ণ হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা, হয়ে আমাদের সুখী কর। ১০। হে সোম! তুমি উদরের পীড়া জন্মিও না, তুমি সখা আমি তোমার সাথে মিলিত হব। সোম পীত হয়ে আমাকে হিংসা করবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! এ যে সোম আমাতে নিহিত হয়েছে, এরই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করছি। ১১। সে সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হোক, এ সকল পীড়া বলবান হয়ে আমাদের একান্ত কম্পিত করছে। মহান সোম আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন, এ পান করলে আয়ু বর্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য—আমরা এর নিকট যাব। ১২। হে পিতৃগণ! যে সোম পীত হলে মরণরহিত হয়ে, আমরা মর্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সে সোমের পরিচর্যা করব, অতএব এর অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করে সুখী হব। ১৩। হে সোম! তুমি পিতৃগণের সাথে মিলিত হয়ে দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেছ, আমরা হব্যদ্বারা এ সোমের পরিচর্যা করব, আমরা ধনের পতি হব। ১৪। হে ত্রাণকর্তা দেবগণ! আমাদের মিষ্টবাক্য বল, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে, আমরা যেন সর্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হয়ে স্তোত্র উচ্চারণ করতে পারি। ১৫। হে সোম! তুমি সকল দিক হতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্বদর্শী তুমি প্রবেশ কর। হে ইন্দ্র! তুমি একত্রে প্রীতিযুক্ত হয়ে রক্ষার সাথে পশ্চাদ্ভাগে ও সম্মুখভাগে আমদের রক্ষা কর।

৪৯ সূক্ত (১)॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

অভি প্র বঃ সুরাধসমিন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ সহস্রেণেব শিক্ষতি ॥ ১
শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে।
গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে দাত্রাণি পুরুভোজসঃ ॥ ২
আ ত্বা সুতাস ইন্দবো মদা য ইন্দ্র গির্বণঃ।
আপো ন বজ্রিন্নন্বোক্যং সরঃ পৃণন্তি শূর রাধসে ॥ ৩
অনেহসং প্রতরণং বিবক্ষণং মধ্বঃ স্বাদিষ্ঠমীং পিব।
আ যথা মন্দসানঃ কিরাসি নঃ প্র ক্ষুদ্রেব ত্মনা ধৃষৎ ॥ ৪
আ নঃ স্তোমমুপ দ্রবদ্ধিয়ানো অশ্বো ন সোতৃভিঃ।
যং তে স্বধাবন্ত্ স্বদয়ন্তি ধেনব ইন্দ্র কণ্বেষু রাতয়ঃ ॥ ৫
উগ্রং ন বীরং নমসোপ সেদিম বিভূতিমক্ষিতা বসুম্।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো ন সিঞ্চতে ক্ষরন্তীন্দ্র ধীতয়ঃ ॥ ৬
যদ্ধ নূনং যদ্বা যজ্ঞে যদ্বা পৃথিব্যামধি।
অতো নো যজ্ঞমাশুভির্মহেমত উগ্র উগ্রেভিরা গহি ॥ ৭
অজিরাসো হরয়ো যে ত আশবো বাতা ইব প্রসক্ষিণঃ।
যেভিরপত্যং মনুষঃ পরীয়সে যেভির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৮
এতাবতস্ত ঈমহ ইন্দ্র সুম্নস্য গোমতঃ।
যথা প্রাবো মঘবন্মেধ্যাতিথিং যথা নীপাতিথিং ধনে ॥ ৯
যথা কণ্বে মঘবন্ত্রসদস্যবি যথা পক্থে দশব্রজে।
যথা গোশর্যে অসনোঋজিশ্বনীন্দ্র গোমদ্ধিরণ্যবৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। আমি যাতে ধনলাভ করতে পারি, এরূপে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করে অর্চনা কর। তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাগণকে সহস্র সহস্র দান করে থাকেন। ২। তিনি সগর্বে গমন করছেন, যেন শত সেনার পতি, তিনি হব্যদায়ীর জন্য বৃত্রবধ করছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্বতের রসের ন্যায় প্রীত করে। ৩। যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! তোমার জন্য তা অভিষুত হয়েছে। হে বজ্রবান শূর! ধনার্থে জল সকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করছে। ৪। তুমি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান কর। কারণ তুমি প্রমত্ত হলে আপনিই গর্বিত হয়ে থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদের অভিলষিত দান করে থাক। ৫। হে অন্নবান ইন্দ্র! কণ্বগণের উদ্দেশে তুমি যে প্রীতিকর দান করেছ, সে দান স্তোমকে স্বাদু করছে, অভিষবণকারিগণ আহ্বান করলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সে স্তোম অভিমুখে দ্রুত এস। ৬। সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সাথে গমন করব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেমন জল সেক করে, সেরূপ স্তোত্র সকল তোমায় সিক্ত করছে। ৭। এক্ষণে যেখানেই থাক, যজ্ঞেই থাক অথবা পৃথিবীতেই থাক, সে স্থান হতেই, হে উগ্র মহামতি ইন্দ্র! তুমি উগ্র এবং আশুগামী অশ্বের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস। ৮। তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি তাদের সাহায্যে মনুষ্যগণের নিকট যাও এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থে জগতে গিয়ে থাক। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, হে মঘবন! যেহেতু তুমি মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধন বিষয়ে রক্ষা করেছিলে। ১০। হে মঘবন! যেহেতু তুমি কণ্ব ত্রসদস্যু পক্থ দশব্রজ গোশর্য ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত ধন দান করেছিলে।

টীকা ঃ ১। ৪৯ হতে ৫৯ এ ১১টি সূক্তকে বালখিল্য বলে। সায়ণাচার্য এ বালখিল্য সূক্তগুলির টীকা দেন নি, সুতরাং এগুলির অনুবাদ অতিশয় শ্রমসাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় সায়ণাচার্য বলেছেন, যে আটটি মাত্র বালখিল্য সূক্ত আছে, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রকাশিত গ্রন্থে এগারটি দেখতে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এগুলি গুনলে ১০২৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছেড়ে গুনিলে ১০১৭ সূক্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ৪৯ হতে ৫৯ Wilson-এর অনুবাদে নেই।

৫০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

প্র সু শ্রুতং সুরাধসমর্চা শক্রমভিষ্টয়ে।
যঃ সুন্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু সহস্রেণেব মংহতে ॥ ১
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে যদীং সুতা অমন্দিষুঃ ॥ ২
যদীং সুতাস ইন্দবোঽভি প্রিয়মমন্দিষুঃ।
অপো ন ধায়ি সবনং ম আ বসো দুঘা ইবোপ দাশুষে ॥ ৩
অনেহসং বো হবমানমূতয়ে মধ্বঃ ক্ষরন্তি ধীতয়ঃ।
আ ত্বা বসো হবমানাস ইন্দব উপ স্তোত্রেষু দধিরে ॥ ৪
আ নঃ সোমে স্বধ্বর ইয়ানো অত্যো ন তোশতে।
যং তে স্বদাবন্ত্‌ স্বদন্তি গূর্তয়ঃ পৌরে ছন্দয়সে হবম্‌ ॥ ৫
প্র বীরমুগ্রং বিবিচিং ধনস্পৃতং বিভূতিং রাধসো মহঃ।
উদ্রীব বজ্রিন্নবতো বসুত্বনা সদা পীপেথ দাশুষে ॥ ৬

যদ্ধ নূনং পরাবতি যদ্বা পৃথিব্যাং দিবি।
যুজান ইন্দ্র হরিভির্মহেমত ঋষ্ব ঋষ্বেভিরা গহি ॥ ৭
রথিরাসো হরয়ো যে তে অস্রিধ ওজো বাতস্য পিপ্রতি।
যেভির্নি দস্যুং মনুষো নিঘোষয়ো যেভিঃ স্বঃ পরীয়সে ॥ ৮
এতাবতস্তে বসো বিদ্যাম শূর নব্যসঃ।
যথা প্রাব এতশং কৃৎব্যে ধনে যথা বশং দশব্রজে ॥ ৯
যথা কণ্বে মঘবন্মেধে অধ্বরে দীর্ঘনীথে দমূনসি।
যথা গোশর্যে অসিষাসো অদ্রিবো ময়ি গোত্রং হরিশ্রিয়ম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। ধন লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা কর। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন। ২। এর অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অন্ন প্রভৃত। যখন অভিষুত সোম সকল একে প্রমত্ত করে তখন ইনি পর্বতের ন্যায় খাদ্যদাতা হয়ে ধনবানগণের প্রীতি উৎপাদন করেন। ৩। অভিষুত সোমসকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করেছে তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদায়ীর উদ্দেশে গাভীগণের ন্যায় জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হয়েছে। ৪। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার্থে কর্ম সকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহূত হয়ে স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হচ্ছে। ৫। ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হয়ে অশ্বের ন্যায় গমন করছেন। হে আস্বাদবান ইন্দ্র তোমার স্তোতাগণ এ সোম সুস্বাদু করছে, তুমি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর কর। ৬। বীর উগ্র ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতি স্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান! জলবিশিষ্ট কূপের ন্যায় সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সাথে হব্যদায়ী যজমানের মঙ্গলের জন্য পান কর। ৭। হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র! তুমি দূরদেশেই থাক, পৃথিবীতেই থাক অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করে এস। ৮। তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তারা হিংসারহিত, তা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে। এদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করেছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করেছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করেছ (১)। ৯। হে শূর নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার এতৎ পরিমিত নূতন ধনের কথা জানি, তুমি এরূপে কর্তব্য ধনার্থে এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করেছিলে। ১০। হে মঘবন! হে বজ্রবান! পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্যকে যে প্রকারে রক্ষা করেছ, অশ্বদ্বারা সেরূপে আমাদের রক্ষা কর।

টীকা : ১। অর্থাৎ অনার্যদের নিহত করে মানব আর্যগণকে উন্নত করেছ।

৫১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

যথা মনৌ সাংবরণৌ সোমমিন্দ্রাপিবঃ সুতম্।
নীপাতিথৌ মঘবন্মেধ্যাতিথৌ পুষ্টিগৌ শ্রুষ্টিগৌ সচা ॥ ১
পার্ষদ্বাণঃ প্রস্কণ্বং সমসাদয়চ্ছয়ানং জিব্রিমুদ্ধিতম্।
সহস্রাণ্যসিষাসদ্গবামৃষিস্ত্বোতো দস্যবে বৃকঃ ॥ ২
য উক্থেভির্ন বিন্ধতে চিকিদ্য ঋষিচোদনঃ।
ইন্দ্রং তমচ্ছা বদ নব্যস্যা মত্যরিষ্যন্তং ন ভোজসে ॥ ৩
যস্মা অর্কং সপ্তশীর্ষাণমানৃচুস্ত্রিধাতুমুত্তমে পদে।
স ত্বিমা বিশ্বা ভুবনানি চিক্রদদাদিজ্জনিষ্ট পৌংস্যম্ ॥ ৪

যো নো দাতা বসূনামিন্দ্রং তং হূমহে বয়ম্ ॥ ।
বিদ্মা হ্যস্য সুমতিং নবীয়সীং গমেম গোমতি ব্রজে ॥ ৫
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় শিক্ষসি স রায়স্পোষমশ্নুতে ।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৬
কদা চন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে ।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয় ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৭
প্র যো ননক্ষে অভ্যোজসা ক্রিবিং বধৈঃ শুষ্ণং নিঘোষয়ন্ ।
যদেদস্তম্ভীৎ প্রথয়ন্নমূং দিবমাদিজ্জনিষ্ট পার্থিবঃ ॥ ৮
যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ ।
তিরশ্চিদর্যে রুশমে পবীরবি তুভ্যেৎসো অজ্যতে রয়িঃ ॥ .
তুরণ্যবো মধুমন্তং ঘৃতশ্চুতং বিপ্রাসো অর্কমানৃচু ।
অস্মে রয়িঃ পপ্রথে বৃষ্ণ্যং শবোঽস্মে সুবানাস ইন্দবঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি সাম্বরণি মনুর জন্য যেরূপে অভিষুত সোম পান করেছিলে হে মঘবন! পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ সোম করেছিলে। ২। পার্ষদ্বান ঋষি বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কণ্বকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত করে উপবেশন করিয়েছিলেন। দস্যুগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্তৃক রক্ষিত করে সহস্র গো রক্ষা করেছিলে। ৩। যাঁকে উকথের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সে ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার্থে নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর। ৪। উত্তম স্থানে যাঁর উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চনামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এ বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করেছেন এবং বল উৎপাদন করেছেন। ৫। যিনি আমাদের ধনদাতা সে ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা এঁর নূতন অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করতে পারি। ৬। হে বাসপ্রদ স্তুতিভাক মঘবন ইন্দ্র! তুমি দান করব বলে যাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। তুমি এরূপ, অতএব আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে তোমায় আহ্বান করছি। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি কখনও নিবৃত্ত প্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সাথে মিলিত হও। তুমি দেবতা, তোমার দান বার বার নিকটে এসে মিলিত হয়। ৮। যিনি বলপূর্বক অস্ত্র প্রয়োগ করে শুষ্ককে বিনাশ করে কূপ পূর্ণ করেছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করে স্তম্ভিত করেছেন এবং যিনি পার্থিব হয়ে সমস্ত বস্তু উৎপাদন করেছেন। ৯। এ সমস্ত আর্য ও দাসগণ (১) যার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সে ধনদাতা তোমার সাথে মিলিত হন। ১০। ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ, মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করছেন, এঁদের উদ্দেশে ধন প্রথিত হচ্ছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হয়েছে, অভিষুত সোম প্রথিত হচ্ছে।

টীকা ঃ ১। আর্য ও অনার্যগণের উল্লেখ। অনেক অনার্যগণ আর্যদের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হয়ে আর্যধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করত, তা প্রতীয়মান হচ্ছে।

৫২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। আয়ু কাণ্ব ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

যথা মনৌ বিবস্বতি সোমং শক্রাপিবঃ সুতম্ ।
যথা ত্রিতে ছন্দ ইন্দ্র জুজোষস্যায়ৌ মাদয়সে সচা ॥ ১

পৃষধ্রে মেধ্যে মাতরিশ্বনীন্দ্র সুবানে অমন্দথাঃ।
যথা সোমং দশশিপ্রে দশোণ্যে স্যূমরশ্মাবৃজূনসি ॥ ২
য উক্থা কেবলা দধে যঃ সোমং ধৃষিতাপিবৎ।
যস্মৈ বিষ্ণুস্ত্রীণি পদা বিচক্রম উপ মিত্রস্য ধর্মভিঃ ॥ ৩
যস্য ত্বমিন্দ্র স্তোমেষু চাকনো বাজে বাজিঞ্ছতক্রতো।
তং ত্বা বয়ং সুদুঘামিব গোদুহো জুহূমসি শ্রবস্যবঃ ॥ ৪
যো নো দাতা স নঃ পিতা মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ।
অয়ামন্নুগ্রো মঘবা পুরূবসুর্গোরশ্বস্য প্র দাতু নঃ ॥ ৫
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় মংহসে স রায়স্পোষমিন্বতি।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ৬
কদা চন প্র যুচ্ছস্যুভে নি পাসি জন্মনী।
তুরীয়াদিত্য হবনং ত ইন্দ্রিয়মা তস্থাবমৃতং দিবি ॥ ৭
যস্মৈ ত্বং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণঃ শিক্ষো শিক্ষসি দাশুষে।
অস্মাকং গির উত সুষ্টুতিং বসো কণ্ববচ্ছৃণুধী হবম্ ॥ ৮
অস্তাবি মন্ম পূর্ব্যং ব্রহ্মেন্দ্রায় বোচত।
পূর্বীঋর্তস্য বৃহতীরনূষত স্তোতুর্মেধা অসৃক্ষত ॥ ৯
সমিন্দ্রো রায়ো বৃহতীরধূনুত সং ক্ষোণী সমু সূর্যম্।
সং শুক্রাসঃ শুচয়ঃ সং গবাশিরঃ সোমা ইন্দ্রমমন্দিষুঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! বিবস্বান (১) মনুর সোম পূর্বে যেরূপ পান করেছ, ত্রিতের মন যেরূপ যুগিয়েছ, আয়ুর সাথে যেরূপ প্রমত্ত হয়েছে,— ২। মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করতে আরম্ভ করলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বদ্ধ দীপ্তিবিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোন্যের সোম পান করে থাক,— ৩। যিনি কেবল উকথ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোমপান করেন, যাঁর উদ্দেশে মিত্রের কর্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ ক্ষেপ করেছিলেন,— ৪। হে বেগবান, শতক্রতু স্তুতিকামী ইন্দ্র! সেই তোমাকে আমরা অন্নাভিলাষী হয়ে, গোদোহক দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেরূপ আহ্বান করছি। ৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্যকর্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদের গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি যাকে দান করতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হয়ে বসুপতি শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করছি। ৭। তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও, তুমি উভয় প্রকার প্রাণীকে রক্ষা কর। হে ত্বরাবান আদিত্য! তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোকে অবস্থান করে। ৮। হে স্তুতিভাক দাতা মঘবন! তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ! তুমি যেমন কণ্ব ঋষির আহ্বান শুনেছিলে, সেরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শোন। ৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্ধিত কর। ১০। ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করেছেন, সূর্যকে প্রেরণ করেছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি পদার্থ সমূহকে প্রেরণ করেছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যকরূপে প্রমত্ত করেছিল।

টীকা ঃ ১। এখানে মনুকেই বিবস্বান বলা হয়েছে।

৫৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। প্রগাথ ছন্দ।

উপমং ত্বা মঘোনাং জ্যেষ্ঠং চ বৃষভাণাম্।
পুর্ভিত্তমং মঘবন্নিন্দ্র গোবিদমীশানং রায় ঈমহে ॥ ১
য আয়ুং কুৎসমতিথিগ্বমর্দয়ো বাবৃধানো দিবেদিবে।
তং ত্বা বয়ং হর্যশ্বং শতক্রতুং বাজয়ন্তো হবামহে ॥ ২
আ নো বিশ্বেষাং রসং মধ্বঃ সিঞ্চন্ত্বদ্রয়ঃ।
যে পরাবতি সুন্বিরে জনেষ্বা যে অর্বাবতীন্দবঃ ॥ ৩
বিশ্বা দ্বেষাংসি জহি চাব চা কৃধি বিশ্বে সন্বন্ত্বা বসু।
শীর্ষ্টেষু চিত্তে মদিরাসো অংশবো যত্রা সোমস্য তৃম্পসি ॥ ৪
ইন্দ্র নেদীয় এদিহি মিতমেধাভিরূতিভিঃ।
আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিরা স্বাপে স্বাপিভিঃ ॥ ৫
আজিতুরং সৎপতিং বিশ্বচর্ষণিং কৃধি প্রজাস্বাভগম্।
প্র সূ তিরা শচীভির্যে ত উক্থিনঃ ক্রতুং পুনতঃ আনুষক্ ॥ ৬
যস্তে সাধিষ্ঠোঽবসে তে স্যাম ভরেষু তে।
বয়ং হোত্রাভিরুত দেবহূতিভিঃ সসবাংসো মনামহে ॥ ৭
অহং হি তে হরিবো ব্রহ্ম বাজয়ুরাজিং যামি সদোতিভিঃ।
ত্বামিদেব তমমে সমশ্বয়ুর্গব্যুরগ্রে মথীনাম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। তুমি ধনিগণের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষিগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবান ইন্দ্র! আমি ধনার্থে তোমার যাজ্ঞা করছি। ২। যিনি প্রত্যহ বর্ধমান হয়ে আয়ু, কুৎস এবং অথিতিগ্বকে রক্ষা করেছিলেন, আমরা সে হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হয়ে আহ্বান করছি। ৩। যে সোম সকল দূরদেশে লোকসমূহ মধ্যে অভিষুত হয়, যারা নিকটে অভিষুত হয়, সে সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তর পেষণ করে বার করুক। ৪। তুমি যেখানে সোম পান করে তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হোক। শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি কল্যাণতম এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষা কার্যের সাথে নিকটবর্তী স্থানে এস। ৬। যুদ্ধে ত্বরাবান, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করা, যারা কর্মসমূহদ্বারা সুফল প্রবর্তিত করেন, সে উকথ উচ্চারণকারিগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ৭। তোমার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যা কিছু আছে তা যেন আমরা পাই। আমরা রক্ষার্থে তোমারই হব, যুদ্ধকালেও তোমারই হব। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করে স্তুতি পাঠ করব। ৮। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হয়ে তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষালাভ করে যুদ্ধে গমন করি। ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি।

৫৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ৩ ও ৪ ঋকে অন্যান্য দেবেরও স্তুতি আছে।
মাতরিশ্বা কাণ্ব ঋষি। প্রগাথ ছন্দ।

এতত্ত ইন্দ্র বীর্যং গীর্ভির্গৃণন্তি কারবঃ।
তে স্তোভন্ত ঊর্জমাবন্ ঘৃতশ্চুতং পৌরাসো নক্ষন্ধীতিভিঃ ॥ ১
নক্ষন্ত ইন্দ্রমবসে সুকৃত্যয়া যেষাং সুতেষু মন্দসে।
যথা সম্বর্তে অমদো যথা কৃশ এবাস্মে ইন্দ্র মৎস্ব ॥ ২

আ নো বিশ্বে সজোষসো দেবাসো গন্তনোপ নঃ।
বসবো রুদ্রা অবসে ন আ গমঞ্ছৃণ্বন্তু মরুতো হবম্ ॥ ৩
পূষা বিষ্ণুর্হবনং মে সরস্বত্যবন্তু সপ্ত সিন্ধবঃ।
আপো বাতঃ পর্বতাসো বনস্পতিঃ শৃণোতু পৃথিবী হবম্ ॥ ৪
যদিন্দ্র রাধো অস্তি তে মাঘোনং মঘবত্তম।
তেন নো বোধি সধমাদ্যো বৃধে ভগো দানায় বৃত্রহন্ ॥ ৫
আজিপতে নৃপতে ত্বমিদ্ধি নো বাজ আ বক্ষি সুক্রতো।
বীতী হোত্রাভিরুত দেববীতিভিঃ সসবাংসো বি শৃণ্বিরে ॥ ৬
সন্তি হ্যর্য আশিষ ইন্দ্র আয়ুর্জনানাম্।
অস্মান্নক্ষস্ব মঘবন্নুপাবসে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্ ॥ ৭
বয়ং ত ইন্দ্র স্তোমেভির্বিধেম ত্বমস্মাকং শতক্রতো।
মহি স্থূরং শশয়ং রাধো অহ্রয়ং প্রস্কণ্বায় নি তোশয় ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! স্তুতিকারিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এ বীর্যের প্রশংসা করছেন। তারা স্তুতি করে বল লাভ করেছিল। পৌরগণ কর্মদ্বারা ঘৃত ক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করেছিল। ২। হে ইন্দ্র! যাদের সোমাভিষবে তুমি প্রমত্ত হও, তারা উৎকৃষ্ট কর্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করছে। যেরূপ সম্বর্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলে সেরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আসুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার্থে আসুন, মরুৎগণ আহ্বান শুনুন। ৪। পূষা বিষ্ণু সরস্বতী সপ্তসিন্ধু জল বায়ু পর্বত বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শুনুন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে বৃত্রহা! একত্রে প্রমত্ত হয়ে সমৃদ্ধি ও দানার্থে সে ধনের সাথে প্রবৃদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়। ৬। হে যুদ্ধপতি, সুকর্মা ও নৃপতি! তুমিই আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, শোনা যায় দেবগণ স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থে মিলিত হন। ৭। আর্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মঘবন! আমাদের ব্যাপ্ত কর, বৃদ্ধি কর, অন্ন দান কর। ৮। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করব, হে শতক্রতু! তুমি আমাদের। হে ইন্দ্র! তুমি প্রস্কণ্বের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

৫৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃশ কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ভূরীদিন্দ্রস্য বীর্যং ব্যখ্যমভ্যায়তি। রাধস্তে দস্যবে বৃক ॥ ১
শতং শ্বেতাস উক্ষণো দিবি তারো ন রোচন্তে। মহ্না দিবং ন তস্তভুঃ ॥ ২
শতং বেণূঞ্ছতং শুনঃ শতং চর্মাণি ম্লাতানি।
শতং মে বল্বজস্তুকা অরুষীণাং চতুঃশতম্ ॥ ৩
সুদেবাঃ স্থ কাণ্বায়না বয়োবয়ো বিচরন্তঃ। অশ্বাসো ন চংক্রমত ॥ ৪
আদিৎসাপ্তস্য চর্কিরন্নানূনস্য মহি শ্রবঃ।
শ্যাবীরতিধ্বসন্ পথশ্চক্ষুষা চন সন্নশে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্রের কর্ম ভূরি বলে জেনেছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার ধন আমাদের দিকে আসছে। ২। আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেরূপ শত শত বৃষ শোভা পাচ্ছে, তারা মহত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করছে। ৩। শতবেণু শতশ্বা শতম্লাত চর্ম শতবল্বজ স্তুক এবং চারশত অরুষী রয়েছে।

৪। হে কণ্বগোত্রীয়গণ! তোমরা অশ্বে অশ্বে বিচরণ করে অশ্বগণের ন্যায় বার বার গমন করে সুন্দর দেব বিশিষ্ট হয়েছ। ৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট অন্যের অন্যান ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহৎ অন্ন প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। শ্যামবর্ণ পথ অতিক্রম করে চক্ষুদ্বারা গৃহীত হচ্ছে।

৫৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। পৃষধ্র কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী, পংক্তি ছন্দ।

প্রতি তে দস্যবে বৃক রাধো অদর্শ্যহ্বয়ং। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ১
দশ মহ্যং পৌতক্রতঃ সহস্রা দস্যবে বৃকঃ। নিত্যাদ্রায়ো অমংহত ॥ ২
শতং মে গর্দভানাং শতমূর্ণাবতীনাম্। শতং দাসা অতি স্রজঃ ॥ ৩
তত্রো অপি প্রাণীয়ত পূতক্রতায়ৈ ব্যক্তা। অশ্বানামিন্ন যূথ্যাম্ ॥ ৪
অচেত্যগ্নিশ্চিকিতু র্হব্যবাট্ সসুমদ্রথঃ।
অগ্নিঃ শুক্রেণ শোচিষা বৃহৎসূরো অরোচত দিবি সূর্যো অরোচত ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হয়েছে, তোমার সেনা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত। ২। তুমি দস্যুর বৃকস্বরূপ, তোমার নিত্য ধন হতে আমাকে দশসহস্র প্রদান কর। ৩। আমাকে একশত গর্দভ, একশত মেষী (১) এবং একশত দাস প্রদান কর। ৪। অশ্বযূথের ন্যায় সে প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁদের নিকট গমন করে। ৫। অগ্নি জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি জ্ঞানবান, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হয়ে শোভা পাচ্ছেন, স্বর্গে সূর্য ও শোভা পাচ্ছেন।

টীকা : ১। মূলে উর্ণাবতী আছে, অর্থ মেষী। পশুর সাথে দাসগণকেও দান করা প্রথা ছিল, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়।

৫৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যুবং দেবা ক্রতুনা পূর্ব্যেণ যুক্তা রথেন তবিষং যজত্রা।
আগচ্ছতং নাসত্যা শচীভিরিদং তৃতীয়ং সবনং পিবাথঃ ॥ ১
যুবাং দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ সত্যাঃ সত্যস্য দদৃশে পুরস্তাৎ।
অস্মাকং যজ্ঞং সবনং জুষাণা পাতং সোমমশ্বিনা দীদ্যগ্নী ॥ ২
পনায্যং তদশ্বিনা কৃতং বাং বৃষভো দিবো রজসঃ পৃথিব্যাঃ।
সহস্রং শংসা উত যে গবিষ্টৌ সর্বাঁ ইত্তাঁ উপ যাত পিবধ্যৈ ॥ ৩
অয়ং বাং ভাগো নিহিতো যজত্রেমা গিরো নাসত্যোপ যাতম্।
পিবতং সোমং মধুমন্তমস্মে প্র দাশ্বাংসমবতং শচীভিঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে এস। তোমরা যজনীয় দেবতা, তোমরা নিজের কর্মবলে তৃতীয় সবন পান কর। ২। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ (১), তাঁরা সত্য, তাঁরা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তমান অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার, এ সোম যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করেছি। যারা সহস্র স্তুতি করে, তারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানার্থে তাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও। ৪। হে নাসত্যদ্বয়! এ তোমাদের ভাগ নিহিত হয়েছে, এ তোমাদের স্তুতি, তোমরা এস, আমাদের জন্য মধুমান সোম পান কর, হব্যদায়ীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর।

টীকা : ১। ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৫৮ সূক্ত॥ বিশ্বদেব দেবতা। মেধ্য কাণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকা স্বিত্তত্র যজমানস্য সম্বিৎ॥ ১
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বম্॥ ২
জ্যোতিষ্মন্তং কেতুমন্তং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারম্।
চিত্রামঘা যস্য যোগেঽধিজজ্ঞে তং বাং হুবে অতি রিক্তং পিবধ্যৈ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। সহৃদয় ঋত্বিকগণ যাঁকে বহু প্রকারে কল্পনা করে এ যজ্ঞ সম্পাদন করছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করলেও স্তুতিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁর বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে? ২। এক অগ্নি, বহুপ্রকার সমৃদ্ধ হয়েছেন, এক সূর্য সমস্ত বিশ্বে প্রভুত হয়েছেন, এক উষা এ সমস্তকে প্রকাশ করছেন। এ একই সর্ব প্রকারে হয়েছেন। (১) ৩। জ্যোতিষ্মান কেতুনাম চক্রত্রয়বিশিষ্ট সুখকর রথস্বরূপ উপবেশন যোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থে এ যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁর সাথে মিলন হলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

টীকা ঃ ১। 'একং বৈ ইদং বি বভুব সর্বং।' মূলে এই আছে।

৫৯ সূক্ত॥ ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। সুপর্ণ কাণ্ব ঋষি। জগতী ছন্দ।

ইমানি বাং ভাগধেয়ানি সিস্রত ইন্দ্রাবরুণা প্র মহে সুতেষু বাম্।
যজ্ঞে যজ্ঞে হ সবনা ভুরণ্যথো যৎসুন্বতে যজমানায় শিক্ষথঃ॥ ১
নিঃষিধ্বরীরোষধীরাপ আস্তামিন্দ্রাবরুণা মহিমানমাশত।
যা সিস্রতু রজসঃ পারে অধ্বনো যয়ো শত্রুর্নকিরাদেব ওহতে॥ ২
সত্যং তদিন্দ্রাবরুণা কৃশস্য বাং মধ্ব ঊর্মিং দুহতে সপ্ত বাণীঃ।
তাভির্দাশ্বাংসমবতং শুভস্পতী যো বামদব্ধো অভি পাতি চিত্তিভিঃ॥ ৩
ঘৃতপ্রুষঃ সৌম্যা জীরদানবঃ সপ্ত স্বসারঃ সদন ঋতস্য।
যা হ বামিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্তাভির্ধত্তং যজমানায় শিক্ষতম্॥ ৪
অবোচাম মহতে সৌভগায় সত্যং ত্বেষাভ্যাং মহিমানমিন্দ্রিয়ম্।
অস্মান্ত্স্বিন্দ্রাবরুণা ঘৃতশ্চুতস্ত্রিভিঃ সাপ্তেভিরবতং শুভস্পতী॥ ৫
ইন্দ্রাবরুণা যদৃষিভ্যো মনীষাং বাচো মতিং শ্রুতমদত্তমগ্রে।
যানি স্থানান্যসৃজন্ত ধীরা যজ্ঞং তন্বানাস্তপসাভ্যপশ্যম্॥ ৬
ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসমদৃপ্তং রায়স্পোষং যজমানেষু ধত্তম্।
প্রজাং পুষ্টিং ভূতিমস্মাসু ধত্তং দীর্ঘায়ুত্বায় প্র তিরতং ন আয়ুঃ॥ ৭
(ইতি বালখিল্যং সমাপ্তম্।)

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে তোমাদের আহ্বান করছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, তার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সবন সকলকে পোষণ কর, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান কর। ২। ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করছেন, তাঁরা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁদের শত্রু হতে পারে না। তাঁদের অনুগ্রহে সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করছে। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! একথা সত্য, যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ দোহন করছে, তোমরা শুভকর্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদের কর্মদ্বারা পালন করে, সে হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন

কর। ৪। ঘৃত ক্ষরণশীল প্রভূত দানশীল কমনীয় সপ্ত ভগিনীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট হয়েছেন। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যারা তোমাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাদের উদ্দেশে যজ্ঞ ধারণ কর এবং যজমানকে দান কর। ৫। দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্তন করব। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্যের পতি, তাঁর ত্রিসপ্তসংখ্যক কার্যদ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। ৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা পূর্বে ঋষিগণকে যে মনীষা বাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করেছ এবং যে সকল স্থান প্রদান করেছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হয়ে তপ দ্বারা সে সমস্ত দর্শন করব। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ধন বৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব জন্মায় না, যজমানকে তাই প্রদান কর, আমাদের প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর। আমরা দীর্ঘায়ু হতে পারি এ জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা কর। (ইতি বালখিল্য সমাপ্ত)।

৬০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

অগ্ন আ যাহ্যগ্নিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
আ ত্বামনক্তু প্রয়তা হবিষ্মতী যজিষ্ঠং বর্হিরাসদে ॥ ১
অচ্ছা হি ত্বা সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ স্রুচশ্চরন্ত্যধ্বরে।
ঊর্জো নপাতং ঘৃতকেশমীমহেঽগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ২
অগ্নে কবির্বেধা অসি হোতা পাবক যক্ষ্যঃ।
মন্দ্রো যজিষ্ঠো অধ্বরেষ্বীড্যো বিপ্রেভিঃ শুক্র মন্মভিঃ ॥ ৩
অদ্রোঘমা বহোশতো যবিষ্ঠ্য দেবাঁ অজস্র বীতয়ে।
অভি প্রয়াংসি সুধিতা বসো গহি মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ ॥ ৪
ত্বমিৎসপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতঋর্তস্কবিঃ।
ত্বাং বিপ্রাসঃ সমিধান দীদিব আ বিবাসন্তি বেধসঃ ॥ ৫
শোচা শোচিষ্ঠ দীদিহি বিশে ময়ো রাস্ব স্তোত্রে মহাঁ অসি।
দেবানাং শর্মন্মম সন্তু সূরয়ঃ শত্রূষাহঃ স্বগ্নয়ঃ ॥ ৬
যথা চিদ্বৃদ্ধমতসমগ্নে সংজূর্বসি ক্ষমি।
এবা দহ মিত্রমহো যো অস্মধ্রুগ্দুর্মন্মা কশ্চ বেনতি ॥ ৭
মা নো মর্তায় রিপবে রক্ষস্বিনে মাঘশংসায় রীরধঃ।
অস্রেধদ্ভিস্তরণিভির্যবিষ্ঠ্য শিবেভিঃ পাহি পায়ুভিঃ ॥ ৮
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যু ত দ্বিতীয়য়া।
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ৯
পাহি বিশ্বস্মাদ্রক্ষসো অরাব্ণঃ প্র স্ম বাজেষু নোঽব।
ত্বামিদ্ধি নেদিষ্ঠং দেবতাতয় আপিং নক্ষামহে বৃধে ॥ ১০
আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যম্।
রাস্বা চ ন উপমা তে পুরুস্পৃহং সুনীতী স্বয়শস্তরম্ ॥ ১১
যেন বংসাম পৃতনাসু শর্ধতস্তরন্তো অর্য আদিশঃ।
স ত্বং নো বর্ধ প্রয়সা শচীবসো জিন্বা ধিয়ো বসুবিদঃ ॥ ১২
শিশানো বৃষভো যথাগ্নি শৃঙ্গে দবিধ্বৎ।
তিগ্মা অস্য হনবো ন প্রতিধৃষে সুজম্ভঃ সহসো যহুঃ ॥ ১৩
নহি তে অগ্নে বৃষভ প্রতিধৃষে জম্ভাসো যদ্বিতিষ্ঠসে।
সং ত্বং নো হোতঃ সুহুতং হবিষ্কৃধি বংস্বা নো বার্যা পুরু ॥ ১৪

শেয়ে বনেষু মাত্রোঃ সং ত্বা মর্তাস ইন্ধতে।
অতন্দ্রো হব্যা বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ১৫
সপ্ত হোতারস্তমিদীলতে ত্বাগ্নে সুত্যজমহ্রয়ম্।
ভিনৎস্যদ্রিং তপসা বি শোচিষা প্রাগ্নে তিষ্ঠ জনাঁ অতি ॥ ১৬
অগ্নিমগ্নিং বো অধ্রিগুং হুবেম বৃক্তবর্হিষঃ।
অগ্নিং হিতপ্রয়সঃশশ্বতীষ্বা হোতারং চর্ষণীনাম্ ॥ ১৭
কেতেন শর্মন্ত্সচতে সুষামণ্যগ্নে তুভ্যং চিকিত্বনা।
ইষণ্যয়া নঃ পুরুরূপমা ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে ॥ ১৮
অগ্নে জরিতর্বিশ্পতিস্তেপানো দেব রক্ষসঃ।
অপ্রোষিবান্ গৃহপতির্মহাঁ অসি দিবস্পায়ুর্দুরোণয়ুঃ ॥ ১৯
মা নো রক্ষ আ বেশীদাঘৃণীবসো আ যাতুর্যাতুমাবতাম্।
পরোগব্যুত্যনিরামপ ক্ষুধমগ্নে সেধ রক্ষস্বিনঃ ॥ ২০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! অগ্নিগণের সাথে এস, তোমায় হোতা বলে বরণ করছি, ধৃতব্রতা হবিষ্মতী কুশে উপবেশন করিয়ে তোমাকে অলংকৃত করুক! ২। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করার জন্য গমন করছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি। ৩। হে অগ্নি! তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা। হে পাবক! তুমি হোতা ও যাগযোগ্য। হে শুক্র! তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মনন মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে। ৪। হে যুবতম নিত্য অগ্নি! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন, তাদের আন, হে বাসপ্রদ অগ্নি! সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন কর, স্তুতিদ্বারা নিহিত হয়ে আনন্দিত হও। ৫। হে অগ্নি! তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্বত বিস্তৃত, হে সমিধ্যমান দীপ্ত অগি! বিপ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্যা করছে। ৬। হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি! দীপ্ত হও ও দীপ্ত কর। প্রজাগণের জন্য ও স্তোতাগণের জন্য সুখ প্রদান কর। তুমি মহান! আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখপ্রাপ্ত হোক। তারা শত্রুপরাভবকর ও সুন্দর অগ্নি বিশিষ্ট হোক। ৭। হে অগ্নি! পৃথিবীস্থ শুষ্ককাষ্ঠ যে প্রকারে দগ্ধ কর, হে মিত্রগণের পূজক! আমাদের দ্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করতে চায় তাকে সে রকম করে দগ্ধ কর। ৮। হে অগ্নি! আমাদের হিংসাকারী বলবান মনুষ্যের বশীভূত করো না। যে মন্দ কথা বলে তার বশীভূত করো না। হে যুবতম! তোমার রক্ষা কার্য হিংসা শূন্য আপদ হতে উদ্ধারকারী ও সুখকর। তা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৯। হে অগ্নি! আমাদের এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর। হে বলপতি! তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর। হে বাসপ্রদ! চার বাক্যের দ্বারা পালন কর। ১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হতে আমাদের রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ, যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হব। ১১। হে পাবক অগ্নি! আমাদের অন্নবর্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর। হে সমীপবর্তী ধনদাতা। আমাদের সুনীতি দ্বারা অনেকের স্পৃহণীয় অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ধন দান কর। ১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদের হস্ত হতে উদ্ধার হয়ে তাদের হিংসা করব, তা প্রদান কর। তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, তুমি আমাদের বর্ধিত কর। অন্নদ্বারা বর্ধিত কর, আমাদের ধনপ্রদ কর্মসকল সুসম্পন্ন কর। ১৩। বৃষভের ন্যায় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করে অগ্নি মস্তক কম্পিত করছেন। অগ্নির

হনুসকল তীক্ষ, কেউ তা নিবারণ করতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র। ১৪। হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি। যেহেতু তুমি বর্ধিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেউ নিবারণ করতে পারে না। হে অগ্নি। তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদের বরণীয় বহুধন দান কর। ১৫। হে অগ্নি। মাতৃভূত বনে বর্তমান অরণিদ্বয়ে নিদ্রা যাচ্ছ। মনুষ্যগণ তোমাকে সম্যক বর্ধিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হয়ে হব্যদাতার হব্য দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভা পাও। ১৬। হে অগ্নি সেই তোমাকে সপ্ত হোতা স্তব করে। তুমি দানশীল ও অক্ষীণ। তুমি তাপপ্রদ তেজবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি। আমাদের অতিক্রম করে অগ্রে গমন কর। ১৭। হে স্তোতাগণ তোমাদের জন্য অগ্নিকে আহ্বান করি। আমরা বর্হি ছিন্ন করেছি ও হব্য নিধান করেছি, অগ্নি কর্মধারী বহুলোকে বর্তমান ও সমস্তলোকের হোতা। ১৮। হে অগ্নি। উত্তম সামযুক্ত গৃহে যজমান প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান লোকের সাথে তোমার স্তব করছে। হে অগ্নি। আমাদের রক্ষার্থে আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ কর। ১৯। হে অগ্নি। হে দেব। হে স্তুত্য। তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসগণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, তা কখন ত্যাগ করো না, তুমি মহান, তুমি দ্যুলোকের পাতা, যজমানগৃহে সর্বদা বর্তমান। ২০। হে দীপ্তধন অগ্নি। রাক্ষসাদি আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট না হোক, জাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য হিংসাকারী ও বলবান রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।।

৬১ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভগ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্বাগিদং বচঃ।
সত্রাচ্যা মঘবা সোমপীতয়ে ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ ॥ ১
তং হি স্বরাজং বৃষভং তমোজসে ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।
উতোপমানাং প্রথমো নি ষীদসি সোমকামং হি তে মনঃ ॥ ২
আ বৃষস্ব পুরূবসো সুতস্যেন্দ্রান্ধসঃ।
বিদ্মা হি ত্বা হরিবঃ পৃৎসু সাসহিমধৃষ্টং চিদ্দধৃষ্বণিম্ ॥ ৩
অপ্রামিসত্য মঘবন্তথেদসদিন্দ্র ক্রত্বা যথা বশঃ।
সনেম বাজং তব শিপ্রিন্নবসা মক্ষূ চিদ্যন্তো অদ্রিবঃ ॥ ৪
শগ্ধ্যূষু শচীপত ইন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভিঃ।
ভগং ন হি ত্বা যশসং বসুবিদমনু শূর চরামসি ॥ ৫
পৌরো অশ্বস্য পুরুকৃদ্গবামস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ।
নকির্হি দানং পরিমর্ধিষত্ত্বে যদ্যদ্যামি তদা ভর ॥ ৬
ত্বং হ্যেহি চেরবে বিদা ভগং বসুত্তয়ে।
উদ্বাবৃষস্ব মঘবন্গবিষ্টয় উদিন্দ্রাশ্বমিষ্টয়ে ॥ ৭
ত্বং পুরূ সহস্রাণি শতানি চ যূথা দানায় মংহসে।
আ পুরন্দরং চকৃম বিপ্রবচস ইন্দ্রং গায়ন্তোহবসে ॥ ৮
অবিপ্রো বা যদবিধদ্বিপ্রো বেন্দ্র তে বচঃ।
স প্র মমন্দত্ত্বায়া শতক্রতো প্রাচামন্যো অহংসন ॥ ৯
উগ্রবাহুর্ম্রক্ষকৃত্বা পুরন্দরো যদি মে শৃণবদ্ধবম্।
বসূয়বো বসুপতিং শতক্রতুং স্তোমৈরিন্দ্রং হবামহে ॥ ১০

ন পাপাসো মনামহে নারায়াসো ন জড়্হবঃ।
যদিন্নিন্দ্রং বৃষণং সচা সুতে সখায়ং কৃণবামহৈ ॥ ১১
উগ্রং যুযুজ্ম পৃতনাসু সাসহিমৃণকাতিমদাভ্যম্‌।
বেদা ভৃমং চিৎসনিতা রথীতমো বাজিনং যমিদূ নশৎ ॥ ১২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥ ১৩
ত্বং হি রাধস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধতঃ।
তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্বণ সুতাবন্তো হবামহে ॥ ১৪
ইন্দ্রঃ স্পল্‌ত বৃত্রহা পরস্পা নো বরেণ্যঃ।
স নো রক্ষিষচ্চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু নঃ পুরঃ ॥ ১৫
ত্বং নঃ পশ্চাদধরাদুত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি বিশ্বতঃ।
আরে অস্মৎকৃণুহি দৈব্যং ভয়মারে হেতীরদেবীঃ ॥ ১৬
অদ্যাদ্যা শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।
বিশ্বা চ নো জরিতৃন্ত্সৎপতে অহা দিবা নক্তং চ রক্ষিষঃ ॥ ১৭
প্রভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সংমিশ্লো বীর্যায় কম্‌।
উভা তে বাহূ বৃষণা শতক্রতো নি যা বজ্রং মিমিক্ষতুঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র আমাদের এ উভয়বিধ বাক্য শুনুন। আমাদের সহগামী কর্মযুক্ত হয়ে মঘবান অত্যন্ত বল লাভ করে সোমপানার্থে আসুন। ২। দ্যাবাপৃথিবী সে শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করেছেন। তাকে বলের জন্য সংস্কার করেছিলেন। এ জন্য হে ইন্দ্র! তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হয়ে বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমাভিলাষী। ৩। হে বহুধনবান ইন্দ্র! তুমি জঠরে অভিষুত সোম সেক কর। হে হরি নামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমাকে সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকারী, কারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলে জানি। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! তোমার সত্য কেউ হিংসা করতে পারে না, যাতে ক্রতুদ্বারা ফল কামনা করতে পারি তাই হোক। হে হনুযুক্ত বজ্রবান! তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করব এবং শীঘ্র শত্রুগণকে অভিভব করব। ৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সাথে অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্যা করি। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরন্ময়শরীর ও উৎস সদৃশ। তুমি আমাদের যা দান করতে বাসনা কর, তা কেউই হিংসা করতে পারে না। অতএব যা যাচ্ঞা করি, তা আহরণ কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি এস। তুমি ধনদানার্থে পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর। ৮। হে ইন্দ্র। তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থে স্তব করে বিবিধ বাক্যযুক্ত হয়ে তাকে আমাদের অভিমুখে আনব। ৯। হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহঙ্কারবিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয়। ১০। উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তা হলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করব। ১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা সোম অভিষুত হলে তার জন্য একত্রিত

হয়ে ইন্দ্রকে সখা করে নেব। ১২। উগ্র ও যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করব। তাঁর পূজা ধ্যানের ন্যায় অবশ্য প্রদেয়। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সাথে মিলিত বেগবান অশ্বকে জানেন। তিনি দাতা, তিনি বহুলোকের মধ্যে আমাদের প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৩। হে ইন্দ্র! যা হতে আমরা ভয় পাই, তা হতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থে রক্ষাকার্য সম্পাদন দ্বারা শত্রুগণকে ও হিংসাকারিগণকে বিনাশ কর। ১৪। হে ধনস্বামী! তুমিই মহাধনের পরিচর্যাকারীর গৃহের বর্ধয়িতা। হে মঘবন! হে স্তুতিভাক! তুমি এরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করে তোমায় আহ্বান করছি। ১৫। এ ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা, ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সে ইন্দ্র আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যমপুত্র রক্ষা করুন, আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে রক্ষা করুন। ১৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎভাগ হতে, পূর্বভাগ হতে ও অধোভাগ হতে ও উত্তর ভাগ হতে, সর্বদিক হতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্র শস্ত্র, দূর করে দাও। ১৭। হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদের ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদের রক্ষা কর। ১৮। এ মঘবান শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সাথে মিলিত হন। হে শতক্রতু! তোমার সে দুটি অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক।

৬২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি। পংক্তি, বৃহতী ছন্দ।

প্রো অস্মা উপস্তুতিং ভরতা যজ্জুজোষতি।
উকথৈরিন্দ্রস্য মাহিনং বয়ো বর্ধন্তি সোমিনো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১
অয়ুজো অসমো নৃভিরেকঃ কৃষ্টীরয়াস্যঃ।
পূর্বীরতি প্র বাবৃধে বিশ্বা জাতান্যোজসা ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ২
অহিতেন চিদর্বতা জীরদানুঃ সিষাসতি।
প্রবাচ্যমিন্দ্র তত্তব বীর্যাণি করিষ্যতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৩
আ যাহি কৃণবাম ত ইন্দ্র ব্রহ্মাণি বর্ধনা।
যেভিঃ শবিষ্ঠ চাকনো ভদ্রমিহ শ্রবস্যতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৪
ধৃষতশ্চিদ্ধৃষন্মনঃ কৃণোষীন্দ্র যত্ত্বম্।
তীব্রৈঃ সোমৈঃ সপর্যতো নমোভিঃ প্রতিভূষতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৫
অব চষ্ট ঋচীষমোঽবতাঁ ইব মানুষঃ।
জুষ্ট্বী দক্ষস্য সোমিনঃ সখায়ং কৃণুতে যুজং ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৬
বিশ্বে ত ইন্দ্র বীর্যং দেবা অনু ক্রতুং দদুঃ।
ভুবো বিশ্বস্য গোপতিঃ পুরুষ্টুত ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৭
গৃণে তদিন্দ্র তে শব উপমং দেবতাতয়ে।
যদ্ধংসি বৃত্রমোজসা শচীপতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৮
সমনেব বপুষ্যতঃ কৃণবন্মানুষা যুগা।
বিদে তদিন্দ্রশ্চেতনমধ শ্রুতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ৯
উজ্জাতমিন্দ্র তে শব উত্ত্বামুত্তব ক্রতুম্।
ভূরিগো ভূরি বাবৃধুর্মঘবন্তব শর্মণি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১০
অহং চ ত্বং চ বৃত্রহন্ত্সং যুজ্যাব সনিভ্য আ।
অরাতীবা চিদদ্রিবোঽনু নৌ শূর মংসতে ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১১

সত্যমিদ্বা উ তং বয়মিন্দ্রং স্তবাম নানৃতম্ ।
মহাঁ অসুন্বতো বধো ভূরি জ্যোতীংষি সুন্বতো ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। যেহেতু ইন্দ্র সেবা করেন অতএব তাঁর উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উকথ মন্ত্রদ্বারা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ২। অসহায় অসদৃশ অন্ন দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুকে অতিক্রম করে বর্ধিত হচ্ছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৩। ধনদাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করতে ইচ্ছা করছেন। হে ইন্দ্র! তুমি সামর্থপ্রদ তোমার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৪। হে ইন্দ্র! এস, তোমার উৎসাহবর্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করব। হে সর্বাপেক্ষা বলবান ইন্দ্র! তুমি এ স্তুতি প্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার মন গর্বিত হতেও গর্বিত, তুমি তীব্র সোম প্রদান দ্বারা পরিচর্যাকারী এবং নমস্কার দ্বারা অলঙ্কারকারী যজমানকে অভিমত ফল প্রদান কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেরূপ আমাদের দর্শন করছ এবং প্রীত হয়ে প্রবৃদ্ধ সোমযুক্ত যজমানের উপযুক্ত বন্ধু হচ্ছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করে সমস্ত দেবগণ বীর্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি, বহুলোক স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার সে উপমানভূত বল যজ্ঞার্থে স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি! তুমি বলের দ্বারা বৃত্রকে বহন করছে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ৯। প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী পুরুষকে বশীভূত করে (১), সেরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। তারা সম্বৎসরাদি কাল লাভ করে, ইন্দ্র তাদের জানিয়ে দেন অতএব তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১০। হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে যজমানগণ তোমার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তাঁরা তোমার উৎপন্ন বল প্রভূতরূপে বর্ধিত করে, তোমায় বর্ধিত করে, তোমার প্রজ্ঞা বর্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১১। হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না পাই তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হব। হে বৃত্রহা বজ্রবান ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। ১২। আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করব, মিথ্যা স্তব করব না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতদের প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতি প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

টীকা ঃ ১। ঋগ্বেদের বহুস্থলে অসংখ্য কাব্যিক উপমা স্ত্রীজাতিকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা, কেবল শেষ ঋকের দেবগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স পূর্ব্যো মহানাং বেনঃ ক্রতুভিরানজে।
যস্য দ্বারা মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে ॥ ১
দিবো মানং নোৎসদন্ত্সোমপৃষ্ঠাসো অদ্রয়ঃ। উক্‌থা ব্রহ্ম চ শংস্যা ॥ ২
স বিদ্বাঁ অঙ্গিরোভ্য ইন্দ্রো গা অবৃণোদপ। স্তুষে তদস্য পৌংস্যম্ ॥ ৩
স প্রত্নথা কবিবৃধ ইন্দ্রো বাকস্য বক্ষণিঃ।
শিবো অর্কস্য হোমন্যস্মত্রা গন্ত্ববসে ॥ ৪

আদ্ নূ তে অনু ক্রতুং স্বাহা বরস্য যজ্যবঃ।
শ্বাত্রমর্কা অনূষতেন্দ্র গোত্রস্য দাবনে ॥ ৫
ইন্দ্রে বিশ্বানি বীর্যা কৃতানি কর্ত্বানি চ। যমর্কা অধ্বরং বিদুঃ ॥ ৬
যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশেন্দ্রে ঘোষা অসৃক্ষত।
অস্তৃণাদ্বর্হণা বিপোঽর্যো মানস্য স ক্ষয়ঃ ॥ ৭
ইয়মু তে অনুষ্টুতিশ্চকৃষে তানি পৌংস্যা। প্রাবশ্চক্রস্য বর্তনিম্ ॥ ৮
অস্য বৃষ্ণো ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ট জীবসে। যবং ন পশ্ব আ দদে ॥ ৯
তদ্দধানা অবস্যবো যুষ্মাভির্দক্ষপিতরঃ। স্যাম মরুত্বতো বৃধে ॥ ১০
বল্‌ঋত্বিয়ায় ধাম্ন ঋক্বভিঃ শূর নোনুমঃ। জেষামেন্দ্র ত্বয়া যুজা ॥ ১১
অস্মে রুদ্রা মেহনা পর্বতাসো বৃত্রহত্যে ভরহূতৌ সজোষাঃ।
যঃ শংসতে স্তুবতে ধায়ি পজ্র ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অস্মাঁ অবন্তু দেবাঃ ঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আসছেন। ইন্দ্রকে লাভ করবার উপায়স্বরূপ কর্ম সকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২। সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তর সকল স্বর্গের নির্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উকথ ও স্তোত্র সকল উচ্চারণ করা উচিত। ৩। বিদ্বান ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করেছিলেন, তাঁর সে পুরুষত্বের স্তুতি করি। ৪। ইন্দ্র পূর্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্ধয়িতা, স্তোতার কার্য নির্বাহক, সুখকর অর্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদের রক্ষার্থে গমন করুন। ৫। স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারিগণ, হে ইন্দ্র। তোমারই কীর্তিসকল গান করছে, স্তোতাগণ শীঘ্র ধনদানার্থে ইন্দ্রের স্তব করছে। ৬। সমস্ত বীর্য সমস্ত কর্তব্য কার্য ইন্দ্রেই বর্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধ্বর বলে জানেন। ৭। যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে তখন ইন্দ্র আপনার মহিমায় শত্রুগণকে বধ করেন। আর্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাস স্থান। ৮। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি সে সকল পৌরুষকর কার্য করেছ অতএব তোমায় এ স্তুতি করেছি, চক্রের পথ রক্ষা কর। ৯। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানাপ্রকার অন্ন লব্ধ হলে লোক সকল জীবনার্থে নানা প্রকার কর্ম করে, পশুগণের ন্যায় তারা যব গ্রহণ করে। ১০। আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক। তোমাদের সাথে যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্ধনার্থে অন্নের পালক হই। ১১। তুমি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সতাই তোমার স্তব করব, সহায়তায় জয়লাভ করব। ১২। জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্র পাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আসেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ।

৬৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উত্বা মন্দন্তু স্তোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ। অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১
পদা পণীঁররাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি। ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি ॥ ২
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্। ত্বং রাজা জনানাম্ ॥ ৩
এহি প্রেহি ক্ষয়ো দিব্যা ঘোষঞ্চর্ষণীনাং। ওভে পৃণাসি রোদসী ॥ ৪
ত্যং চিৎপর্বতং গিরিং শতবন্তং সহস্রিণম্। বি স্তোতৃভ্যো রুরোজিথ ॥ ৫
বয়মু ত্বা দিবা সুতে বয়ং নক্তং হবামহে। অস্মাকং কামমা পৃণ ॥ ৬
ক্ব স্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ। ব্রহ্মা কস্তং সপর্যতি ॥ ৭
কস্য স্বিৎসবনং বৃষা জুজুষ্বাঁ অব গচ্ছতি। ইন্দ্রং ক উ স্বিদা চকে ॥ ৮

কং তে দানা অসক্ষত বৃত্রহন্ কং সুবীর্যা। উক্থে ক উ স্বিদন্তমঃ ॥ ৯
অয়ং তে মানুষে জনে সোমঃ পূরুষু সূয়তে। তস্যেহি প্র দ্রবা পিব ॥ ১০
অয়ং তে শর্যণাবতি সুষোমায়ামধি প্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে মদিন্তমঃ ॥ ১১
তমদ্য রাধসে মহে চারুং মদায় ঘৃষ্বয়ে। এহীমিন্দ্র দ্রবা পিব ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! স্তুতি সকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক। হে বজ্রবান! ধন প্রদান কর, স্তুতি বিদ্বেষিগণকে বিনাশ কর। ২। লুব্ধ ধনরাহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহান, তোমার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ৩। তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা। ৪। হে ইন্দ্র! এস, মনুষ্যদের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করে স্বর্গ হতে গমন কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে থাকে। ৫। তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করেছ। ৬। সোম অভিষুত হলে আমরা দিবারাত্র তোমায় আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর। ৭। সে বৃষ্টিপদ, নিত্য তরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন স্তোতা তাঁকে স্তুতি করে? ৮। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হয়ে কোন যজমানের যজ্ঞ অবগত হন? কোন যজমান ইন্দ্রকে স্তব করতে জানে? ৯। যজমানদত্ত দান তোমার সেবা করে। হে বৃত্রহা! শাস্ত্রপাঠ কালে সুন্দর বীর্যযুক্ত স্তোত্র সকল তোমায় সেবা করে। তুমি কীদৃশ? কে যুদ্ধে নিকটবর্তী হয়? ১০। বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমার জন্য সোম অভিষব করছি, তার নিকট এস, দ্রুতগামী হও এবং পান কর। ১১। এ সোম শর্যণাবতী (১), সুষোমা নদীতে তোমায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জীকীয়তে তোমায় সর্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে। ১২। তুমি অদ্য সে মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর। হে ইন্দ্র! শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'শর্যণাবতী' আছে। সায়ণ পূর্বে শয্যা নদী বিশেষের নাম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু এখানে শর্যণা শব্দে শরতৃণ করেছেন। সুষোমা সিন্ধুনদীর একটি নাম। আর্জীকীয়া বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটি নাম। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৬৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কাণ্ব ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যদিন্দ্র প্রাগপাগুদঙ্ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ। আ যাহি তূয়মাশুভিঃ ॥ ১
যদ্বা প্রস্রবণে দিবো মাদয়াসে স্বর্ণরে। যদ্বা সমুদ্রে অন্ধসঃ ॥ ২
আ ত্বা গীর্ভির্মহামুরুং হুবে গামিব ভোজসে। ইন্দ্র সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩
আ তা ইন্দ্র মহিমানং হরয়ো দেব তে মহঃ। রথে বহন্তু বিভ্রতঃ ॥ ৪
ইন্দ্র গৃণীষ উ স্তুষে মহাঁ উগ্র ঈশানকৃৎ। এহি নঃ সুতং পিব ॥ ৫
সুতাবন্তস্ত্বা বয়ং প্রয়স্বন্তো হবামহে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ৬
যচ্চিদ্ধি শশ্বতামসীন্দ্র সাধারণস্ত্বম্। তং ত্বা বয়ং হবামহে ॥ ৭
ইদং তে সোম্যং মধ্বধুক্ষন্নাদ্রিভির্নরঃ। জুষাণ ইন্দ্র তৎপিব ॥ ৮
বিশ্বাঁ অর্যো বিপশ্চিতোঽতি খ্যস্তূয়মা গহি। অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৯
দাতা মে পৃষতীনাং রাজা হিরণ্যবীনাম্। মা দেবা মঘবা রিষৎ ॥ ১০
সহস্রে পৃষতীনামাধি শ্চন্দ্রং বৃহৎপৃথু। শুক্রং হিরণ্যমা দদে ॥ ১১
নপাতো দুর্গহস্য মে সহস্রেণ সুরাধসঃ। শ্রবো দেবেষ্বক্রত ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! যেহেতু লোকে পূর্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক, ও

নিম্নদিক হতে তোমাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে এস। ২। তুমি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও,ভূলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও। ৩। অতএব হে ইন্দ্র! তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান ও প্রভূত। সোমপানার্থে ও ভোগার্থে তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি। ৪। রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তেজ আহ্বান করুক। ৫। হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হচ্ছে। তুমি মহান, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্যকারী, তুমি এসে সোমপান কর। ৬। আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হয়ে তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থে আহ্বান করছি। ৭। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করছি। ৮। হে ইন্দ্র! অধ্বর্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তর দ্বারা অভিষব করছে। তুমি প্রীত হয়ে তা পান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করে দর্শন কর, শীঘ্র এস, আমাদের মহৎ অন্ন প্রদান কর। ১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হোন। হে দেবগণ! মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হোন। ১১। আমি গোসহস্রের উপর ধারিত বৃহৎ বিস্তীর্ণ আহ্লাদকর নির্মল হিরণ্য স্বীকার করি। ১২। আমি অরক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোকসকল অপরিমিত ধনে ধনবান হোক! দেবগণ প্রীত হলে অন্ন লাভ করা যায়।

৬৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কলি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ ঊতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥ ১
ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদে সুশিপ্রমন্ধসঃ।
য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২
যঃ শক্রো মৃক্ষো অশ্ব্যো যো বা কীজো হিরণ্যয়ঃ।
স ঊর্বস্য রেজয়ত্যপাবৃতিমিন্দ্রো গব্যস্য বৃত্রহা ॥ ৩
নিখাতং চিদ্যঃ পুরুসম্ভৃতং বসূদিদ্বপতি দাশুষে।
বজ্রী সুশিপ্রো হর্যশ্ব ইৎকরদিন্দ্রঃ ক্রত্বা যথা বশৎ ॥ ৪
যদ্বাবন্থ পুরুষ্টুত পুরা বিচ্ছুর নৃণাম্।
বয়ং তত্ত ইন্দ্র সং ভরামসি যজ্ঞমুক্থং তুরং বচঃ ॥ ৫
সচা সোমেষু পুরুহূত বজ্রিবো মদায় দ্যুক্ষ সোমপাঃ।
ত্বমিদ্ধি ব্রহ্মকৃতে কাম্যং বসু দেষ্ঠঃ সুন্বতে ভুবঃ ॥ ৬
বয়মেনমিদা হ্যোহপীপেমেহ বজ্রিণম্।
তস্মা উ অদ্য সমনা সুতং ভরা নূনং ভূষত শ্রুতে ॥ ৭
বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিরা বয়ুনেষু ভূষতি।
সেমং নঃ স্তোমং জুজুষাণ আ গহীন্দ্র প্র চিত্রয়া ধিয়া ॥ ৮
কদূ ন্বস্যাকৃতমিন্দ্রস্যাস্তি পৌংস্যম্।
কেনো নু কং শ্রোমতেন ন শুশ্রুবে জনুষঃ পরি বৃত্রহা ॥ ৯
কদূ মহীরধৃষ্টা অস্য তবিষীঃ কদু বৃত্রঘ্নো অস্তৃতম্।
ইন্দ্রো বিশ্বান্বেকনাটাঁ অহর্দৃশ উত ক্রত্বা পণীঁরভি ॥ ১০
বয়ং ঘা তে অপূর্ব্যেন্দ্র ব্রহ্মাণি বৃত্রহন্।
পুরূতমাসঃ পুরুহূত বজ্রিবো ভৃতিং ন প্র ভরামসি ॥ ১১
পূর্বীশ্চিদ্ধি ত্বে তুবিকূর্মিন্নাশসো হবন্ত ইন্দ্রোতয়ঃ।
তিরশ্চিদর্যঃ সবনা বসো গহি শবিষ্ঠ শ্রুধি মে হবম্ ॥ ১২

বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি ষ্মসি।
নহি ত্বদন্যঃ পুরুহূত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা ॥ ১৩
ত্বং নো অস্যা অমতেরুত ক্ষুধোঽভিশস্তেরব স্পৃধি।
ত্বং ন উতী তব চিত্রয়া ধিয়া শিক্ষা শচিষ্ঠ গাতুবিৎ ॥ ১৪
সোম ইদ্বঃ সুতো অস্তু কলয়ো মা বিভীতন।
অপেদেষ ধ্বস্মায়তি স্বয়ং ঘৈষো অপায়তি ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা বাধাযুক্ত হয়ে বেগবান অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান করে পরিচর্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেরূপ অভিষুত সোমযুক্ত যজ্ঞে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ২। দুর্ধর্ষ শত্রুগণ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁকে নিবারণ করতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন। ৩। যে শত্রু পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্যভূত বৃত্রহা ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাবৃত করে চালিত করেন। ৪। যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উঠিয়ে দেন। সে বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যা ইচ্ছা করেন, কর্মদ্বারা তাই সিদ্ধ করেন। ৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যা কামনা করেছ, তাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করছি, তা যজ্ঞই হোক, উকথই হোক, আর বাক্যই হোক, প্রদান করছি। ৬। হে পুরুহূত ও বজ্রবান ও স্বর্গযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিষুত হলে মদযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও। ৭। আমরা এক্ষণে এবং কল্য এ বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করব। তাঁরই উদ্দেশে এ যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হলে তিনি যেন আগমন করেন। ৮। চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্যে ব্যাঘাত করতে পারে না। হে ইন্দ্র! সে তুমি প্রীত হয়ে এস। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষরূপে এস। ৯। কোন পৌরুষকর কার্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? তার কোন প্রকার পৌরুষকার্য শ্রুতিগোচর না হয়? এ বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত। ১০। ইন্দ্রের মহাবল কখন অধর্ষক হয়েছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হয়েছিল? হে ইন্দ্র! সমস্ত সুদখোর দিবসগণনাকারীদের এবং বণিকদের তাড়নাদিদ্বারা অভিভব কর। ১১। হে বৃত্রহা, পুরুহূত বজ্রবান ইন্দ্র! তোমারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির ন্যায় নূতন স্তোত্র প্রদান করি। ১২। হে বহুকর্মবান! বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত, স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সবন সকল অতিক্রম করে আমাদের সবনে এস। হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শোন। ১৩। হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হয়েছি। হে পুরুহূত মঘবন! তোমা ভিন্ন আর কেউ সুখপ্রদ নেই। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এ দারিদ্র্য এ ক্ষুধা এবং এ নিন্দার হস্ত হতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্ম দ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্বাপেক্ষা বলবান! তুমি উপায়জ্ঞ। ১৫। তোমাদেরই সোম অভিষুত হোক। হে কলিগণ! ভীত হয়ো না। এ রাক্ষসাদি দূর হয়ে যাচ্ছে। এরা আপনিই অপগত হচ্ছে।

৬৭ সূক্ত ॥ আদিত্যগণ দেবতা। সমদ নামক মহামীণের পুত্র মৎস্য ; মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হয়ে এ স্তুতি করেছিল, অতএব তারাই ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। (১)

ত্যান্নু ক্ষত্রিয়াঁ অব আদিত্যান্যাচিষামহে। সুমৃলীকাঁ অভিষ্টয়ে ॥ ১
মিত্রো নো অত্যংহতিং বরুণঃ পর্ষদর্যমা। আদিত্যাসো যথা বিদুঃ ॥ ২
তেষাং হি চিত্রমুক্থ্যাং বরূথমস্তি দাশুষে। আদিত্যানামরংকৃতে ॥ ৩
মহি বো মহতামবো বরুণ মিত্রার্যমন্। অবাংস্যা বৃণীমহে ॥ ৪
জীবান্নো অভি ধেতানাদিত্যাসঃ পুরা হথাৎ। কদ্ধ স্থ হবনশ্রুতঃ ॥ ৫
যদ্বঃ শ্রান্তায় সুন্বতে বরূথমস্তি যচ্ছর্দিঃ। তেনা নো অধি বোচত ॥ ৬
অস্তি দেবা অংহোরুর্বস্তি রত্নমনাগসঃ। আদিত্যা অদ্ভুতৈনসঃ ॥ ৭
মা নঃ সেতুঃ সিষেদয়ং মহে বৃণক্তু নস্পরি। ইন্দ্র ইদ্ধি শ্রুতো বশী ॥ ৮
মা নো মৃচা রিপূণাং বৃজিনানামবিষ্যবঃ। দেবা অভি প্র মৃক্ষত ॥ ৯
উত ত্বামদিতে মহ্যহং দেব্যুপ ব্রুবে। সুমৃলীকামভিষ্টয়ে ॥ ১০
পর্ষি দীনে গভীর আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসতঃ। মাকিস্তোকস্য নো রিষৎ ॥ ১১
অনেহো ন উরুব্রজ উরূচি বি প্রসর্তবে। কৃধি তোকায় জীবসে ॥ ১২
যে মূর্ধানঃ ক্ষিতীনামদব্ধাসঃ স্বযশসঃ। ব্রতা রক্ষন্তে অদ্রুহঃ ॥ ১৩
তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত। স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৪
অপো ষু ণ ইয়ং শরুরাদিত্যা অপ দুর্মতিঃ। অস্মদেত্বজঘ্নুষী ॥ ১৫
শশ্বদ্ধি বঃ সুদানব আদিত্যা ঊতিভির্বয়ম্। পুরা নূনং বুভুজ্মহে ॥ ১৬
শশ্বন্তং হি প্রচেতসঃ প্রতিয়ন্তং চিদেনসঃ। দেবাঃ কৃণুথ জীবসে ॥ ১৭
তৎসু নো নব্যং সন্যস আদিত্যা যন্মুমোচতি। বন্ধাদ্বদ্ধমিবাদিতে ॥ ১৮
নাস্মাকমস্তি তত্তর আদিত্যাসো অতিষ্কদে। যূয়মস্মভ্যং মৃলত ॥ ১৯
মা নো হেতির্বিবস্বত আদিত্যাঃ কৃত্রিমা শরুঃ। পুরা নু
জরসো বধীৎ ॥ ২০
বি ষু দ্বেষো ব্যংহতিমাদিত্যাসো বি সংহিতম্। বিষ্বগ্বি বৃহতা রপঃ ॥ ২১

অনুবাদ : ১। অভিমত ফল লাভার্থে সুখপ্রদ বলবান আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করছি। ২। মিত্র বরুণ অর্যমা আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ বলে জানেন অতএব অহন্তি পার করে দিন। ৩। আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তা হব্যদায়ী যজমানের জন্য। ৪। হে বরুণাদি ! তোমরা মহান হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা মহতী, অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করছি। ৫। হে আদিত্যগণ ! আমরা জীবিত, ইদানীং আমাদের অভিধাবন কর। হে আহ্বান-শ্রবণকারিগণ ! মৃত্যুর পূর্বে আগমন করো। ৬। শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তা দিয়ে প্রীত করে আমাদের প্রতি মিষ্ট কথা কও। ৭। হে দেবগণ। পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ ! আমাদের অভিলষিত প্রদান কর। ৮। জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্মের জন্য আমাদের জাল হতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী। ৯। হে দেবগণ ! তোমরা আমাদের পরিহার কর। আমাদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করে হিংসক রিপুদের জালদ্বারা আমাদের বাধা দিও না। ১০। হে দেবী অদিতি ! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করছি। ১১। হে অদিতি ! সকলদিক হতে রক্ষা কর। ক্ষীণ উগ্রপুত্রবিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন

হিংসা না করে। ১২। হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা অদিতি! তুমি পুত্রের জীবনার্থে আমাদের জীবিত রাখ। ১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্তিযুক্ত ও দ্রোহরহিত হয়ে যাঁরা আমাদের কর্ম রক্ষা করেন। ১৪। হে আদিত্যগণ! সে তোমরা হিংসাকারীদের মুখ হতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদের রক্ষা কর। ১৫। হে আদিত্যগণ! এ জাল আমাদের হিংসা করতে অক্ষম হয়ে অপগত হোক। লোকের দুর্বুদ্ধি অপগত হোক। ১৬। হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করব। ১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ! যে পাপকারী শত্রু বার বার আমাদের প্রতি গমন করছে, আমাদের জীবনার্থে তাদের পৃথক কর। ১৮। হে আদিত্যগণ! তোমাদের অনুগ্রহে বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেরূপ যে জাল আমাদের পরিত্যাগ করছে, সে জাল স্তুতিযোগ্য ও ভজনাযোগ্য হোক। ১৯। হে আদিত্যগণ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নেই। এ বেগ আমাদের মুক্ত করতে সমর্থ। তোমরা আমাদের সুখী কর। ২০। হে আদিত্যগণ। বিবস্বানের আয়ুধ সদৃশ এ কৃত্রিম জাল পূর্বকালে এবং এ কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না। ২১। হে আদিত্যগণ! দ্বেষকারীগণকে উন্মূলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর।

টীকা ঃ ১। মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ এ সূক্তে নেই সুতরাং মৎস্য এ সূক্তে ঋষি বিবেচনা করবার কোনও কারণ নেই। সূক্তে যে জাল উল্লেখ আছে, সে মাছধরা জাল নয়, সংসারের বিপদজাল বা শত্রুতাজাল বা পাপজাল এরূপ অর্থ করলেই সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

৬৮ সূক্ত ॥ শেষ ছয়টি ঋকের ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্তুতি দেবতা, অপরগুলির ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

আ ত্বা রথং যথোতয়ে সুম্নায় বর্তয়ামসি।
তুবিকূর্মিমৃতীষহমিন্দ্র শবিষ্ঠ সৎপতে ॥ ১
তুবিশুষ্ম তুবিক্রতো শচীবো বিশ্বয়া মতে। আ পপ্রাথ মহিত্বনা ॥ ২
যস্য তে মহিনা মহঃ পরি জ্মায়ন্তমীয়তুঃ। হস্তা বজ্রং হিরণ্যয়ম্ ॥ ৩
বিশ্বানরস্য বস্পতিমনানতস্য শবসঃ। এবৈশ্চ চর্ষণীনামূতী হুবে রথানাম্ ॥ ৪
অভিষ্টয়ে সদাবৃধং স্বর্মীড়্হেষু যং নরঃ। নানা হবন্ত ঊতয়ে ॥ ৫
পরোমাত্রমৃচীষমমিন্দ্রমুগ্রং সুরাধসম্। ঈশানং চিদ্বসূনাম্ ॥ ৬
তন্তমিদ্রাধসে মহ ইন্দ্রং চোদামি পীতয়ে।
যঃ পূর্ব্যামনুষ্টুতিমীশে কৃষ্টীনাং নৃতুঃ ॥ ৭
ন যস্য তে শবসান সখ্যমানংশ মর্ত্যঃ। নকিঃ শবাংসি তে নশৎ ॥ ৮
ত্বোতাসস্ত্বা যুজাপ্সু সূর্যে মহদ্ধনম্। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ৯
তং ত্বা যজ্ঞেভিরীমহে তং গীর্ভির্গির্বণস্তম।
ইন্দ্র যথা চিদাবিথ বাজেষু পুরুমায্যম্ ॥ ১০
যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিরদ্রিবঃ। যজ্ঞো বিতন্তসায্যঃ ॥ ১১
উরু ণস্তন্বেতন উরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। উরু ণো যন্ধি জীবসে ॥ ১২
উরুং নৃভ্য উরুং গব উরুং রথায় পন্থাম্। দেববীতিং মনামহে ॥ ১৩
উপ মা ষড্ দ্বাদ্বা নরঃ সোমস্য হর্ষ্যা। তিষ্ঠন্তি স্বাদুরাতয়ঃ ॥ ১৪

ঋজ্রাবিন্দ্রোত আ দদে হরী ঋক্ষস্য সূনবি। আশ্বমেধস্য রোহিতা ॥ ১৫
সুরথাঁ আতিথিগ্বে স্বভীশূঁরার্ক্ষে। আশ্বমেধে সুপেশসঃ ॥ ১৬
ষলশ্বাঁ আতিথিগ্ব ইন্দ্রোতে বধূমতঃ। সচা পূতক্রতৌ সনম্ ॥ ১৭
ঐষু চেতদ্বৃষণ্বত্যন্তর্ঋজ্রেষ্বরুষী। স্বভীশুঃ কশাবতী ॥ ১৮
ন যুষ্মে বাজবন্ধবো নিনিৎসুশ্চন মর্ত্যঃ। অবদ্যমধি দীধরৎ ॥ ১৯

অনুবাদ : ১। হে বলবান এবং সৎপতি ইন্দ্র! তুমি বহুকর্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্তিত করছি। ২। হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা জগৎ আপূরিত করেছ। ৩। তুমি মহান, তোমার মহত্ত্ব দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে। ৪। আমি সমস্ত শত্রুগণের প্রতিগমনকারী ও দুর্দমনীয় বলের পতি ইন্দ্রকে তোমাদের সাথে এবং রথের আগমনার্থে আহ্বান করি (১)। ৫। নেতাগণ রক্ষার্থে যাঁকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই সর্বদা বর্ধমান ইন্দ্রকে সাহায্যার্থে আগমনের জন্য আহ্বান করি। ৬। অপরিমিত শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ধনবিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ৭। যিনি নেতা এবং মনুষ্যগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপূর্বিক স্তুতি শুনতে সক্ষম, সে ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ করবার জন্য সোমপানে আহ্বান করি। ৮। হে বলবান! মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করতে পারে না। ৯। হে বজ্রবান! আমরা যেন তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে এবং তোমার সাহায্যে জলে স্নান করবার জন্য এবং সূর্য দর্শন করবার জন্য সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি। ১০। হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমি প্রাজ্ঞ, যাতে তুমি আমাদের সংগ্রামে রক্ষা কর; আমরা তোমাকে সেরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাচ্ঞা করি, তোমাকে স্তুতি দ্বারা যাচ্ঞা করি। ১১। হে বজ্রবান! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য। ১২। আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর। আমাদের জীবনের অভিলষিত প্রদান কর। ১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি। ১৪। ছয় জন নেতা সোমজন্য, হর্ষহেতু, উপভোগার্হ ধনযুক্ত হয়ে দুজন দুজন করে আমার নিকট আসে। ১৫। ইন্দ্রোতের নিকট হতে ঋজুগামী অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হতে হরিদবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হতে রোহিতবর্ণ অশ্বদ্বয় গ্রহণ করেছি (২)। ১৬। অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হতে সুরথবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হতে সুন্দর রশ্মিবিশিষ্ট অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হতে সুরূপ অশ্বসমূহ গ্রহণ করেছি। ১৭। অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্মা ইন্দ্রোতের নিকট হতে বধূযুক্ত ছটি অশ্ব গ্রহণ করেছ। ১৮। দীপ্তিমতী এবং সুন্দর বড়বা এ ঋজুগামী সেচনসমর্থ অশ্বগণের মধ্যে আছে। ১৯। হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দক মনুষ্যও যেন তোমাদের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে।

টীকা : ১। মরুৎগণকে অথবা যজমানগণকে সম্বোধন করে ঋষি বলছেন। ২। ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁর পিতা অতিথিগ্বের সাথে আগমন করে অশ্বদ্বয় প্রদান করেছিলেন। সায়ণ।

৬৯ সূক্ত ॥ একাদশ ঋকের প্রথমার্ধের বিশ্বগণ দেবতা, শেষার্ধের বরুণ দেবতা, অবশিষ্ট ঋকগুলির বরুণ দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি। অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, গায়ত্রী, পংক্তি, বৃহতী ছন্দ।

প্রপ্র বস্ত্রিষ্টুভমিষং মন্দদ্বীরায়েন্দবে।
ধিয়া বো মেধসাতয়ে পুরন্ধ্যা বিবাসতি ॥ ১
নদং ব ওদতীনাং নদং যোয়ুবতীনাম্।
পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥ ২
তা অস্য সূদদোহসঃ সোমং শ্রীণন্তি পৃশ্নয়ঃ।
জন্মন্দেবানাং বিশস্ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ ॥ ৩
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ যথা বিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ৪
আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি। যত্রাভি সংনবামহে ॥ ৫
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু। যৎসীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৬
উদ্যদ্ব্রধ্নস্য বিষ্টপং গৃহমিন্দ্রশ্চ গন্বহি।
মধ্বঃ পীত্বা সচেবহি ত্রিঃ সপ্ত সখ্যুঃ পদে ॥ ৭
অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত। অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণ্বর্চত ॥ ৮
অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি সনিষ্বণৎ।
পিঙ্গা পরি চনিষ্কদদিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতম্ ॥ ৯
আ যৎপতন্ত্যেন্যঃ সুদুঘা অনপস্ফুরঃ।
অপস্ফুরং গৃভায়ত সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ১০
অপাদিন্দ্রো অপাদগ্নির্বিশ্বে দেবা অমৎসত।
বরুণ ইদিহ ক্ষয়ত্তমাপো অভ্যনূষত বৎসং সংশিশ্বরীরিব ॥ ১১
সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব ॥ ১২
যো ব্যতীরফাণয়ৎ সুযুক্তাঁ উপ দাশুষে।
তক্বো নেতা তদিদ্বপুরুপমা যো অমুচ্যত ॥ ১৩
অতীদু শক্র ওহত ইন্দ্রো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ।
ভিনৎকনীন ওদনং পচ্যমানং পরো গিরাঃ ॥ ১৪
অর্ভকো ন কুমারকোঽধি তিষ্ঠন্নবং রথ।
স পক্ষন্মহিষং মৃগং পিত্রে মাত্রে বিভুক্রতুম্ ॥ ১৫
আ তূ সুশিপ্র দম্পতে রথং তিষ্ঠা হিরণ্যয়ম্।
অধ দ্যুক্ষ্যং সচেবহি সহস্রপাদমরুষং স্বস্তিগামনেহসম্ ॥ ১৬
তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
অর্থং চিদস্য সুধিতং যদেতব আবর্তয়ন্তি দাবনে ॥ ১৭
অনু প্রত্নস্যৌকসঃ প্রিয়মেধাস এষাম্।
পূর্বামনু প্রয়তিং বৃক্তবর্হিষো হিতপ্রয়স আশত ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সে ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটি স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভোগার্থে বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্মদ্বারা তোমাদের সৎকার করছেন। ২। ঊষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি ইন্দ্রকে আহ্বান কর, যেহেতু তিনি ক্ষীরপ্রদ গাভী হতে উৎপন্ন অন্ন ইচ্ছা করছেন। ৩। দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যারা প্রবেশ লাভ করতে পারে, যাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সে গাভী সকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করছে। ৪। ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী,

যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাতে জানতে পারেন, সেরূপে স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁর অর্চনা কর। ৫। হরি নামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হয়ে কুশোপরি ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করব। ৬। ইন্দ্র যখন চারদিক হতে সমীপস্থিত মধুলাভ করেন তখন গোসমূহ সে বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সাথে মিশ্রিত করবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন। ৭। যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্যের গৃহে গমন করি তখন আদিত্যের এক বিংশতি স্থানে (১) মধুপান করে উভয়ে মিলিত হই। ৮। হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ অর্চনা করে, সেরূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক। ৯। গর গর ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করছে, গোধা (২) চতুর্দিকে শব্দ করছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর। ১০। যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থে অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর। ১১। ইন্দ্র পান করলেন, অগ্নি পান করলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হলেন, বরুণ এ গৃহে বাস করুন, বৎসের সাথে মিলিত গোসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করছে। ১২। হে বরুণ! তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে। ১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনার্থে ছেড়ে দেন। যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁকে সকলে পথ ছেড়ে দেন, সে ইন্দ্র সকলের নেতা হন। ১৪। শত্রুসংগ্রামে শত্রুদের অতিক্রম করে চলে গেলেন, সমস্ত দ্বেষকারিগণকে অতিক্রম করে গমন করেন। কমনীয় উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করে মেঘ ভেদ করেন। ১৫। এ ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নূতন রথে অধিষ্ঠান করছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্মা মেঘকে পরিপক্ক করছেন। ১৬। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী। তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপর্দাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে আরোহণ কর, পরে আমরা দুজনে মিলিত হব। ১৭। অন্নবানগণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এ প্রকারে সেবা করছে। পরে যখন গমনার্থে এবং হব্যদানার্থে ইন্দ্রকে আবর্তিত করে তখন সুস্থাপিত ধন প্রাপ্ত হয়। ১৮। প্রিয় মেধাগণ! এদের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা পূর্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করেছেন এবং হব্য স্থাপন করেছেন।

টীকা ঃ ১। একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচঋতু, তিনলোক আর আদিত্য। সায়ণ। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। ২। হস্তঘ্ন্য। সায়ণ।

৭০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। পুরুহন্মা ঋষি। প্রাগাথ, বৃহতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

যো রাজা চর্ষণীনাং যাতা রথোভিরধ্রিগুঃ।
বিশ্বাসাং তরুতা পৃতনানাং জ্যেষ্ঠো যো বৃত্রহা গৃণে ॥ ১
ইন্দ্রং তং শুম্ভ পুরুহন্মন্নবসে যস্য দ্বিতা বিধর্তরি।
হস্তায় বজ্রঃ প্রতি ধায়ি দর্শতো মহো দিবে ন সূর্যঃ ॥ ২
নকিষ্টং কর্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্বিশ্বগূর্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণ্বোজসম্ ॥ ৩
অষাড়্হমুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ।
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাবঃ ক্ষামো অনোনবুঃ ॥ ৪
যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতং শতং ভূমীরুত স্যুঃ।
ন ত্বা বজ্রিন্ত্সহস্রং সূর্যা অনু ন জাতমষ্ট রোদসী ॥ ৫

আ পপ্রাথ মহিনা বৃষ্ণ্যা বৃষন্বিশ্বা শবিষ্ঠ শবসা।
অস্মাঁ অব মঘবন্ গোমতি ব্রজে বজ্রিঞ্চিত্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৬
ন সীমদেব আপদিষং দীর্ঘায়ো মর্ত্যঃ।
এতগ্বা চিদ্য এতশা যুযোজতে হরী ইন্দ্রো যুযোজতে ॥ ৭
তং বো মহো মহায্যমিন্দ্রং দানায় সক্ষণিম্।
যো গাধেষু য আরণেষু হব্যো বাজেম্বস্তি হব্যঃ ॥ ৮
উদূ ষূ ণো বসো মহে মৃশস্ব শূর রাধসে।
উদূ ষূ মহ্যৈ মঘবন্মঘত্তয় উদিন্দ্র শ্রবসে মহে ॥ ৯
ত্বং ন ইন্দ্র ঋতুয়ুস্ত্বানিদো নি তৃম্পসি।
মধ্যে বসিষ্ব তুবিনৃম্ণোর্বোর্নি দাসং শিশ্নথো হথৈঃ ॥ ১০
অন্যব্রতমমানুষমযজ্বানমদেবয়ুম্।
অব স্বঃ সখা দুধুবীত পর্বতঃ সুঘ্নায় দস্যুং পর্বতঃ ॥ ১১
ত্বং ন ইন্দ্রাসাং হস্তে শবিষ্ঠ দাবনে।
ধানানাং ন সং গৃভায়াস্ময়ুর্দ্বিঃ সং গৃভায়াস্ময়ুঃ ॥ ১২
সখায়ঃ ক্রতুমিচ্ছত কথা রাধাম শরস্য।
উপস্তুতিং ভোজঃ সূরির্যো অহ্রয় ॥ ১৩
ভূরিভিঃ সমহ ঋষিভির্বর্হিষ্মদ্ভিঃ স্তবিষ্যসে।
যদিত্থমেকমেকমিচ্ছর বৎসান্ পরাদদঃ ॥ ১৪
কর্ণং গৃহ্য মঘবা শৌরদেব্যো বৎসং নস্ত্রিভ্য আনয়ৎ।
অজাং সূরির্ন ধাতবে ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ　১। যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁর গমনে কেউ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্তা, সে জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব করি। ২। হে পুরুহণ্তা! রক্ষার্থে ইন্দ্রকে অলঙ্কৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুপ্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্যের ন্যায়। ৩। সর্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা অনুকূল করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করতে পারে না। ৪। অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনু সকল স্তুতি করেছিল, দ্যুলোক সকল এবং পৃথিবী সকলও স্তুতি করেছিল। ৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার পরিমাণ করতে পারে না, পৃথিবী শত শত হলেও তোমার পরিমাণ করতে পারে না, সহস্র সূর্যও প্রকাশ করতে পারে না, যা কিছু জন্মেছে তা এবং দ্যাবাপৃথিবী তোমার পরিমাণ করতে পারে না। ৬। হে অভিলাষপ্রদ অত্যন্ত বলবান ধনবান বজ্রবান ইন্দ্র! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করেছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদের বিচিত্র রক্ষাকার্য দ্বারা রক্ষা কর। ৭। হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাঁরই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন। যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না। ৮। তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থে মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। জললাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত, নিম্নস্থল লাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত, সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত। ৯। হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদের মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত কর। হে শূর! হে মঘবা! হে ইন্দ্র! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও। ১০। হে ইন্দ্র!

তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তার ধন অপহরণ করে তুমি অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হও। হে তর্পণীয়, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদের আচ্ছাদিত কর এবং অস্ত্র দ্বারা দাসকে মেরে ফেল (১)। ১১। হে ইন্দ্র! তোমার সখা পর্বত অনারূপ ব্রতধারী অমানুষ যজ্ঞরহিত দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন, তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন। ১২। হে বলবান ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য এ ভাজা যবের ন্যায় গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ কর, তুমি আমাদের অভিলাষ করছ, আরও অভিলাষ করে আরও গ্রহণ কর। ১৩। হে সখাগণ! কর্ম করতে ইচ্ছা কর। সে হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন করে স্তুতি করব? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং সুরী, তিনি কখনও অবনত হন না। ১৪। হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়িগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! তুমি এক এক করে বহুতর প্রকারে স্তোতাগণকে বহুবৎস দান কর। ১৫। এ মঘবা তিন জন হিংসকের নিকট হতে যুদ্ধে বিজিত, গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করে আমাদের নিকট আনুন। স্বামী এরূপে হননার্থে অজাকে আনে।

টীকা ঃ ১। ১০ ও ১১ সূক্তে অনার্য শত্রুদের উল্লেখ। আর্যজাতির লোকেরা অনার্যদের ভয় করে চলত, ভয় না করলে মেরে ফেলার প্রশ্ন উঠত না।

৭১ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। সুদিতি এবং পুরুমীঢ় ঋষি। গায়ত্রী, প্রাগাথ ছন্দ।

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥ ১
নহি মন্যুঃ পৌরুষেয় ঈশে হি বঃ প্রিয়জাত। ত্বমিদসি ক্ষপাবান্ ॥ ২
স নো বিশ্বেভির্দেবেভিরূর্জো নপাদ্ভদ্রশোচে। রয়িং দেহি বিশ্ববারম্ ॥ ৩
ন তমগ্নে অরাতয়ো মর্তং যুবন্ত রায়ঃ। যং ত্রায়সে দাশ্বাংসম্ ॥ ৪
যং ত্বং বিপ্র মেধসাতাবগ্নে হিনোষি ধনায়। স তবোতী গোষু গন্তা ॥ ৫
ত্বং রয়িং পুরুবীরমগ্নে দাশুষে মর্তায়। প্র ণো নয় বস্যো অচ্ছ ॥ ৬
উরুষ্যা নো মা পরা দা অঘায়তে জাতবেদঃ। দুরাধ্যে মর্তায় ॥ ৭
অগ্নে মাকিষ্টে দেবস্য রাতিমদেবো যুযোত। ত্বমীশিষে বসূনাম্ ॥ ৮
স নো বস্ব উপ মাস্যূর্জো নপান্মাহিনস্য। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥ ৯
অচ্ছা নঃ শীরশোচিষং গিরো যন্তু দর্শতম্।
অচ্ছা যজ্ঞাসো নমসা পুরূবসুং পুরুপ্রশস্তমূতয়ে ॥ ১০
অগ্নিং সূনুং সহসো জাতবেদসং দানায় বার্যাণাম্।
দ্বিতা যো ভূদমৃতো মর্ত্যেষ্বা হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥ ১১
অগ্নিং বো দেবয়জ্যয়াগ্নিং প্রযত্যধ্বরে।
অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিমর্বত্যগ্নিং ক্ষৈত্রায় সাধসে ॥ ১২
অগ্নিরিষাং সখ্যে দদাতু ন ঈশে যো বার্যাণাম্।
অগ্নিং তোকে তনয়ে শশ্বদীমহে বসুং সন্তং তনূপাম্ ॥ ১৩
অগ্নীমীলিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।
অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতং নরোঽগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥ ১৪
অগ্নিং দ্বেষো যোতবৈ নো গৃণীমস্যগ্নিং শং যোশ্চ দাতবে।
বিশ্বাসু বিক্ষ্ববিতেব হব্যো ভুবদ্বস্তুর্ঋষূণাম্ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বহুসংখ্যক অদাতাগণ হতে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন কর শত্রুলোকের হস্ত হতেও রক্ষা কর। ২। হে প্রিয়জাত

অগ্নি! পুরুষস্বভাবসুলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা দিতে পারে না এবং তুমিই রাত্রিমান। ৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজযুক্ত অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সাথে অবস্থিত হয়ে আমাদের সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর। ৪। হে অগ্নি! যে আদাতা ধনবানগণ হব্যদায়ীকে তুমি পালন কর, সে ব্যক্তিকে পৃথক করে দাও। ৫। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয়। ৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী মর্ত্যের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদের প্রেরণ কর। ৭। হে জাতবেদা! আমাদের রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসা বুদ্ধি মর্ত্যের হস্তে আমাদের সমর্পণ করো না। ৮। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমার ধন দান যেন রহিত করতে না পারে। ৯। হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি! আমরা স্তোতা, তুমি আমাদের মহাধন প্রদান কর। ১০। আমাদের স্তুতি সকল দাহকর শিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞ সকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হয়ে প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ১১। স্তুতি সকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। অগ্নি অমর মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দু প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মন্ত্রকারী। ১২। দেবগণের যাগের জন্য জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করছি, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হলে অগ্নিকে স্তব করছি, কর্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করছি, শত্রু উপস্থিত হলে অগ্নিকে স্তব করছি, ক্ষেত্রের ফল লাভার্থে অগ্নিকে স্তব করছি। ১৩। অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁর সখা, তিনি আমাদের অন্নদান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সে বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাচ্ঞা করি। ১৪। হে পুরুমীঢ়! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, তাঁর শিখা দাহ কর, ধনার্থে তাঁকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁকে স্তুতি করে, সুদিতির জন্য গৃহ যাচ্ঞা কর। ১৫। শত্রুগণকে পৃথক করবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি, অগ্নি সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে রাজার ন্যায় ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহ্বানযোগ্য হোন।

৭২ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র হর্যত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

হবিষ্কৃণুধ্বমা গমদধ্বর্যুর্বনতে পুনঃ। বিদ্বাঁ অস্য প্রশাসনম্ ॥ ১
নি তিগ্মমভ্যং শুং সীদদ্ধোতা মনাবধি। জুষাণো অস্য সখ্যম্ ॥ ২
অন্তরিচ্ছন্তি তং জনে রুদ্রং পরো মনীষয়া। গৃভ্ণন্তি জিহ্বয়া সসম্ ॥ ৩
জাম্যতীতপে ধনুর্বয়োধা অরুহদ্বনম্। দৃষদং জিহ্বয়াবধীৎ ॥ ৪
চরন্বৎসো রুশন্নিহ নিদাতারং ন বিন্দতে। বেতি স্তোতব অংব্যম্ ॥ ৫
উতো ন্বস্য যন্মহশ্বাবদ্যোজনং বৃহৎ। দামা রথস্য দদৃশে ॥ ৬
দুহন্তি সপ্তৈকামুপ দ্বা পঞ্চ সৃজতঃ। তীর্থে সিন্ধোরধি স্বরে ॥ ৭
আ দশভির্বিবস্বত ইন্দ্রঃ কোশমচুচ্যবীৎ। খেদয়া ত্রিবৃতা দিবঃ ॥ ৮
পরি ত্রিধাতুরধ্বরং জূর্ণিরেতি নবীয়সী। মধ্বা হোতারো অঞ্জতে ॥ ৯
সিঞ্চন্তি নমসাবতমুচ্চাচক্রং পরিজ্মানম্। নীচীনবারমক্ষিতম্ ॥ ১০
অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবতস্য বিসর্জনে ॥ ১১
গাব উপাবতাবতং মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা। উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ১২
আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়ং রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্। রসা দধীত বৃষভম্ ॥ ১৩

তে জানত স্বমোক্যং সং বৎসাসো ন মাতৃভিঃ। মিথো নসন্ত জামিভিঃ ॥ ১৪
উপ স্রক্বেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি। ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ ॥ ১৫
অধুক্ষৎ পিপ্যুষীমিষমূর্জং সপ্তপদীমরিঃ। সূর্যস্য সপ্ত রশ্মিভিঃ ॥ ১৬
সোমস্য মিত্রাবরুণোদিতা সূর আ দদে। তদাতুরস্য ভেষজম্ ॥ ১৭
উতো ন্বস্য যৎপদং হর্যতস্য নিধান্যম্। পরি দ্যাং জিহ্বয়াতনৎ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর, অগ্নি এসেছেন, অধ্বর্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করছেন, উনি হবি প্রদান করতে জানেন। ২। অগ্নির সাথে যজমানের সখ্য, সংস্থাপনকর্তা, হোতা, তীক্ষ্ণ অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করছেন। ৩। যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁরা আপনাদের প্রজ্ঞা বলে সে রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করতে ইচ্ছা করছেন। জিহ্বা জাত স্তুতি দ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করছে। ৪। যে অন্তরিক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে। অন্নদাতা অগ্নি সে অন্তরিক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করছেন। তিনি শিখাদ্বারা মেঘকে বধ করছেন এবং জলের উপর আরোহণ করেছেন। ৫। বৎসরের ন্যায় চঞ্চল এবং শ্বেতবর্ণ অগ্নি এ জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন। ৬। এ অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রকাণ্ডযুগ ও রথের রজ্জু আছে। ৭। সপ্ত ঋত্বিক শব্দযুক্তসিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করছেন। দু জন ঋত্বিক অপর পাঁচ জনকে প্রবর্তিত করছে। ৮। পরিচর্যাকারী দশ অঙ্গুলি দ্বারা যাচিত হয়ে ইন্দ্র আকাশে মেঘ হতে তিন প্রকার রশ্মিদ্বারা জলবর্ষণ করেছিলেন। ৯। তিনবর্ণবিশিষ্ট বেগবান অগ্নি নূতন শিখার সাথে যজ্ঞে গমন করছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্যুগণ মধুদ্বারা তাঁর পূজা করছেন। ১০। উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট পরিণতদীপ্ত নিম্নমুখদ্বারযুক্ত অক্ষীণ রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হয়ে তাকে সিক্ত করছেন। ১১। আদরযুক্ত অধ্বর্যুগণ সমীপবর্তী হয়েই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জন সময়ে প্রকাণ্ড পাত্রে মধু সেক করছেন। ১২। মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হলে, হে গো সকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম হিরণ্ময়। ১৩। হে অধ্বর্যুগণ! দুগ্ধ দোহন করা হলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং অভিশ্রয়যোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর। ১৪। তারা আপনাদের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জেনেছে, বৎস যেমন জননীর সঙ্গে মিলিত হয়, সেরূপ গো সকল আপন বন্ধুজনের সাথে মিলিত হচ্ছে। ১৫। শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী অগ্নির অন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে পোষণ করে, অন্তরিক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর। ১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাক হতে সূর্যের সপ্তরশ্মি দ্বারা বর্ধিত অন্ন ও রস গ্রহণ করছেন। ১৭। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য উদিত হলে তিনি সোম স্বীকার করেন, তা আতুরের ঔষধ। ১৮। এ হর্যত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করবার উপযুক্ত, সেখান থেকে অগ্নি শিখাদ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন।

৭৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। সপ্তবধ্রি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উদীরাথামৃতায়তে যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১
নিমিষশ্চিজ্জবীয়সা রথেনা যাত মশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ২
উপ স্তৃণীতমত্রয়ে হিমেন ঘর্মমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৩
কুহ স্থঃ কুহ জগ্মথুঃ কুহ শ্যেনেব পেতথুঃ। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৪
যদদ্য কর্হি কর্হি চিচ্ছুশ্রূয়াতমিমং হবম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৫
অশ্বিনা যামহূতমা নেদিষ্ঠং যাম্যাপ্যম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৬

অবন্তমত্রয়ে গৃহং কৃণুতং যুবমশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৭
বরেথে অগ্নিমাতপো বদতে বল্গ্বত্রয়ে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৮
প্র সপ্তবধ্রিরাশসা ধারামগ্নেরশায়ত। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ৯
ইহা গতং বৃষণ্বসূ শৃণুতং ম ইমং হবং। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১০
কিমিদং বাং পুরাণবজ্জরতোরিব শস্যতে। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১১
সমানং বাং সজাত্যং সমানো বন্ধুরশ্বিনা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১২
যো বাং রজাংস্যশ্বিনা রথো বিয়াতি রোদসী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৩
আ নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রৈরুপ গচ্ছতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৪
মা নো গব্যেভিরশ্ব্যৈঃ সহস্রেভিরতি খ্যতম্। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৫
অরুণপ্সুরুষা অভূদকর্জ্যোতির্ঋতাবরী। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৬
অশ্বিনা সু বিচাকশদ্বৃক্ষং পরশুমাঁ ইব। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৭
পুরং ন ধৃষ্ণবা রুজ কৃষ্ণয়া বাধিতো বিশা। অন্তি ষদ্ভূতু বামবঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ যোজিত কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ২। হে অশ্বিদ্বয়! অতিশয় বেগবান রথে নিমেষ মধ্যে এস। তোমাদের রক্ষক আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রির জন হিমজলের দ্বারা ঘর্ম নিবারণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৪। তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাচ্ছ? শ্যেনপক্ষীর মত কোথায় পতিত হচ্ছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৫। কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এ আহ্বান শুনবে, তা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৬। যথাকালে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্মাণ করেছিলে তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! মনোহর স্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হতে পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ৯। সপ্তবধ্রি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করিয়েছিলেন (১)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১০। হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এ স্থানে এস, আমার আহ্বান শোন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১১। হে অশ্বিদ্বয়! জীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তোমাদের বার বার এস এস (২) বলতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের উৎপত্তি স্থান একই, তোমাদের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবাপৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সাথে আমাদের নিকট এস। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করো না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৬। হে অশ্বিদ্বয়! ঊষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতি নির্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৭। কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষ ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান সূর্য সেরূপ তম নিবারণ করেন অতএব অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক। ১৮। হে

পরাভবকারী সপ্তবধ্রি। তুমি কৃষ্ণপেটক মধ্যে আবৃত হয়েছিলে, পরে তাকে নগরের ন্যায় দগ্ধ করেছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হোক।

টীকা ঃ ১। সপ্তবধ্রি পেটক মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে নির্গত হয়েছিলেন। ৫।৭৮।৫ ঋক দেখুন। ২। বাক্যে যে সানুরাগ অভিমান ও ভর্ৎসনা ব্যক্ত হয়েছে তা লক্ষ্য করার মত।

৭৪ সূক্ত ॥ শেষের তিনটি ঋকের শ্রুতর্বা নামক রাজার দানস্তুতি দেবতা, অপরগুলির অগ্নি দেবতা। গোপবন ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

বিশোবিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তঃ পুরুপ্রিয়ম্।
অগ্নিং বো দুর্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ ॥ ১
যং জনাসো হবিষ্মন্তো মিত্রং ন সর্পিরাসুতিম্। প্রশংসন্তি প্রশস্তিভিঃ ॥ ২
পন্যাংসং জাতবেদসং যো দেবতাত্যুদ্যতা। হব্যান্যৈরয়দ্দিবি ॥ ৩
আগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমাগ্নিমানবং। যস্য শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষো অনীক এধতে ॥ ৪

অমৃতং জাতবেদসং তিরস্তমাংসি দর্শতম্। ঘৃতাহবনমীড্যম্ ॥ ৫
সবাধো যং জনা ইমেঽগ্নি হব্যেভিরীলতে। জুহ্বানাসো যতস্রুচঃ ॥ ৬
ইয়ং তে নব্যসী মতিরগ্নে অধায্যস্মদা।
মন্দ্র সুজাত সুক্রতোঽমূর দস্মাতিথে ॥ ৭
সা তে অগ্নে শন্তমা চনিষ্ঠা ভবতু প্রিয়া। তয়া বর্ধস্ব সুষ্টুতঃ ॥ ৮
সা দ্যুম্নৈর্দ্যুম্নিনী বৃহদুপোপ শ্রবসি শ্রবঃ। দধীত বৃত্রতূর্যে ॥ ৯
অশ্বমিদগাং রথপ্রাং ত্বেষামিন্দ্রং ন সৎপতিম্।
যস্য শ্রবাংসি তূর্বথ পন্যং পন্যং চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ১০
যং ত্বা গোপবনো গিরা চনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ। স পাবক শ্রুধী হবম্ ॥ ১১
যং ত্বা জনাস ঈলতে সবাধো বাজসাতয়ে। স বোধি বৃত্রতূর্যে ॥ ১২
অহং হুবান আর্ক্ষে শ্রুতর্বণি মদচ্যুতি।
শর্ধাংসীব স্তুকাবিনাং মৃক্ষা শীর্ষা চতুর্ণাম্ ॥ ১৩
মাং চত্বার আশবঃ শবিষ্ঠস্য দ্রবিত্নবঃ।
সুরথাসো অভি প্রয়ো বক্ষন্বয়ো ন তুগ্র্যম্ ॥ ১৪
সত্যমিত্ত্বা মহেনদি পরুষ্ণ্যব দেদিশম্।
নেমাপো অশ্বদাতরঃ শবিষ্ঠাদস্তি মর্ত্যঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করি। ২। যাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁর উদ্দেশে হব্য দান করে স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে। ৩। যিনি স্তোতার প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন। ৪। যাঁর শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান শ্রুতর্বা বর্ধিত হয়েছেন, সে বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি। ৫। তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তম দূর করেন, তাঁর উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়। ৬। বাধাবিশিষ্ট এ সকল লোকে যজ্ঞ করে ও স্রুক সংযত করে হব্যের দ্বারা তার স্তুতি করে। ৭। হে হৃষ্ট সুজাত সুক্রতু অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি। আমরা তোমার এ নূতন স্তুতি করলাম। ৮। হে অগ্নি। এ অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট

ও তোমার প্রিয় হোক। তুমি এ দিয়ে উত্তমরূপে স্তুত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। ৯। এ প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, এ সংগ্রামে অন্নের উপরে প্রভূত অন্ন ধারণ করুক। ১০। যিনি বলপূর্বক শত্রুর অন্ন ও প্রশংসনীয় ধন হিংসা করেন, সে দীপ্ত এবং রথপূরক অগ্নিকে মনুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরিচর্যা করুন। ১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করেছ, তুমি সর্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তার আহ্বান শোন। ১২। লোক বাধাযুক্ত হয়েও অন্নলাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবৃদ্ধ হও। ১৩। আমি আহূত হয়ে শত্রুগণের গর্ব খর্বকারী, ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুষ্টয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মস্তক হস্ত দ্বারা মার্জনা করব। ১৪। অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শ্রুতর্বা রাজার চারটি অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হয়ে পক্ষীসকল যেরূপ তুগ্রকে বহন করেছিল, সেরূপ অন্ন বহন করছে। ১৫। হে মহানদী পরুষ্ণী (১)! তোমাকে সত্যই বলছি, হে জল। এ সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান শ্রুতর্বা হতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করতে পারেন না।

টীকা: ১। আধুনিক রাবীনদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৭৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরা পুত্র বিরূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যুক্ষ্বা হি দেবহূতমাঁ অশ্বাঁ অগ্নে রথীরিব। নি হোতা পূর্ব্যঃ সদঃ ॥ ১
উত নো দেব দেবাঁ অচ্ছা বোচো বিদুষ্টরঃ। শ্রদ্বিশ্বা বার্যা কৃধি ॥ ২
ত্বং হ যদ্যবিষ্ঠ্য সহসঃ সূনবাহূত। ঋতাবা যজ্ঞিয়ো ভুবঃ ॥ ৩
অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ। মূর্ধা কবী রয়ীণাম্ ॥ ৪
তং নেমিমৃভবো যথা নমস্ব সহূতিভিঃ। নেদীয়ো যজ্ঞমঙ্গিরঃ ॥ ৫
তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া। বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্ ॥ ৬
কমু ষ্বিদস্য সেনয়াগ্নেরপাকচক্ষসঃ। পণিং গোষু স্তরামহে ॥ ৭
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রস্নাতীরিবোস্রাঃ। কৃশং ন হাসুরঘ্ন্যাঃ ॥ ৮
মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অংহতিঃ। ঊর্মির্ন নাবমা বধীৎ ॥ ৯
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দয় ॥ ১০
কুবিৎসু নো গবিষ্টয়েঽগ্নে সংবেষিষো রয়িম্। উরুকৃদুরু ণস্কৃধি ॥ ১১
মা নো অস্মিন্মহাধনে পরা বর্গ্ভারভৃদ্যথা। সম্বর্গং সংরয়িং জয় ॥ ১২
অন্যমস্মদ্ভিয়া ইয়মগ্নে সিষক্তু দুচ্ছুনা। বর্ধা নো অমবচ্ছবঃ ॥ ১৩
যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমীমদুর্মখস্য বা। তং ঘেদগ্নির্বৃধাবতি ॥ ১৪
পরস্যা অধি সম্বতোঽবরাঁ অভ্যা তর। যত্রাহমস্মি তাঁ অব ॥ ১৫
বিদ্মা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্যথাবসঃ। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ১৬

অনুবাদ: ১। হে অগ্নি! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর। তুমি হোতা, তুমি প্রধান হয়ে উপবেশন কর। ২। হে দেব! তুমি দেবগণের নিকট আমাদের বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বলে বল এবং সমস্ত বরণীয় হব্য সার্থক কর। ৩। হে যুবতম বলের পুত্র আহূত অগ্নি! তুমি সত্যবান ও যজ্ঞার্হ। ৪। এ অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি। ৫। হে গমনশীল অগ্নি! ঋভুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিত করে, সেরূপ তুমি একত্রে আহূত দেবগণের সাথে অতি নিকটবর্তী যজ্ঞ আনমিত কর। ৬। হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্য দ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর। ৭। আমরা গাভীগণের জন্য অনল্প চক্ষুবিশিষ্ট, এ অগ্নির শিখাদ্বারা কোন পণির হিংসা

করব। ৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ বৎসকে পরিত্যাগ করে না, সেরূপ আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৯। সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেরূপ যেন শত্রু সকলের দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয়। ১০। হে অগ্নিদেব। মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রুনাশ কর। ১১। হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করতে পারব বলে তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদের সমৃদ্ধ কর। ১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদের এ সংগ্রামে পরিত্যাগ করো না। তুমি ধন জয় কর, এ শত্রুগণের সাথে ছিন্ন হচ্ছে। ১৩। হে অগ্নি! এ বাধাসমূহ, অন্য লোকের ভয় উৎপাদন করুক, তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্ধিত কর। ১৪। যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম সেবা করে, তারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন। ১৫। শত্রুসেনা হতে পৃথক সেনাগণকে অভিমুখীন কর, যাদের মধ্যে আমি আছি তাদের রক্ষা কর। ১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পূর্বের ন্যায় এক্ষণে তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাচ্ঞা করি।

৭৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ইমং নু মায়িনং হুব ইন্দ্রমীশানমোজসা। মরুত্বন্তং ন বৃঞ্জসে ॥ ১
অয়মিন্দ্রো মরুৎসখা বি বৃত্রস্যাভিনচ্ছিরঃ। বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ২
বাবৃধানো মরুৎসখেন্দ্রো বি বৃত্রমৈরয়ৎ। সৃজন্ত্সমুদ্রিয়া অপঃ ॥ ৩
অয়ং হ যেন বা ইদং স্বর্মরুত্বতা জিতম্। ইন্দ্রেণ সোমপীতয়ে ॥ ৪
মরুত্বন্তমৃজীষিণমোজস্বন্তং বিরপ্শিনং। ইন্দ্রং গীর্ভির্হবামহে ॥ ৫
ইন্দ্রং প্রত্নেন মন্মনা মরুত্বন্তং হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬
মরুত্বাঁ ইন্দ্র মীঢ্বঃ পিবা সোমং শতক্রতো। অস্মিন্যজ্ঞে পুরুষ্টুত ॥ ৭
তুভ্যেদিন্দ্র মরুত্বতে সুতাঃ সোমাসো অদ্রিবঃ। হৃদা হূয়ন্ত উক্থিনঃ ॥ ৮
পিবেদিন্দ্র মরুৎসখা সুতং সোমং দিবিষ্টিষু। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৯
উত্তিষ্ঠন্নোজসা সহ পীত্বী শিপ্রে অবেপয়ঃ। সোমমিন্দ্র চমূ সুতম্ ॥ ১০
অনু ত্বা রোদসী উভে ক্রক্ষমাণমকৃপেতাম্। ইন্দ্র যদ্দস্যুহাভবঃ ॥ ১১
বাচমষ্টাপদীমহং নবস্রক্তিমৃতস্পৃশম্। ইন্দ্রাৎ পরি তন্বং মমে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। এ প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রুছেদনের জন্য আহ্বান করি, তিনি স্বীয় বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট। ২। এ ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হয়ে শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক ছেদন করেছেন। ৩। ইন্দ্র বর্ধিত ও মরুৎগণে মিলিত হয়ে বৃত্রকে বিদীর্ণ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করেছেন। ৪। যিনি মরুৎগণযুক্ত হয়ে সোমপানার্থে এ স্বর্গ জয় করেছেন, ইনিই সে ইন্দ্র। ৫। ইনি মরুৎগণযুক্ত ঋজীষ সোমবিশিষ্ট ওজস্বী এবং মহান—আমরা স্তুতি দ্বারা তাঁকে আহ্বান করি। ৬। আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এ সোমপানার্থে পুরাতন স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি। ৭। হে সেচনসমর্থ অনেকের আহূত শতক্রতু! তুমি মরুৎগণের সাথে এ যজ্ঞে সোমপান কর। ৮। হে বজ্রবান! তোমার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হয়েছে, উকথ মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সাথে আহ্বান করছে। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে (১) অভিষুত সোমপান কর এবং বলপূর্বক বজ্র তীক্ষ্ণ কর। ১০। তুমি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোমপান করে বলের সাথে উঠে হনুদ্বয়

কম্পিত কর। ১১। তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কল্পনা করে, তুমি সর্বদা দস্যুদের বিনাশ কর। ১২। অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী (২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতি ও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সে স্তুতি সম্পাদন করছি।

টীকা : ১। এ স্থানে ও অন্য অনেক স্থানে 'দিবিষ্টয়ঃ' শব্দ আছে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিশ্বাস এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ২। চারদিক ও চারকোণ এবং আদিত্য নিয়ে নবদিক। সায়ণ।

৭৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী ছন্দ।

জজ্ঞানো নু শতক্রতুর্বি পৃচ্ছদিতি মাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ১
আদীং শবস্যব্রবীদৌর্ণবাভমহীশুবম্। তে পুত্র সন্তু নিষ্টুরঃ ॥ ২
সমিত্তান্বৃত্রহাখিদৎ খে অরাঁ ইব খেদয়া। প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ॥ ৩
একয়া প্রতিধাপিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্। ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা ॥ ৪
অভি গন্ধর্বমতৃণদবুধ্নেষু রজঃস্বা। ইন্দ্রো ব্রহ্মভ্য ইদ্বৃধে ॥ ৫
নিরাবিধ্যদ্গিরিভ্য আ ধারয়ৎ পক্বমোদনম্। ইন্দ্রো বুন্দং স্বাততম্ ॥ ৬
শতব্রধ্ন ইষুস্তব সহস্রপর্ণ এক ইৎ। যমিন্দ্র চকৃষে যুজম্ ॥ ৭
তেন স্তোতৃভ্য আ ভর নৃভ্যো নারিভ্যো অত্তবে। সদ্যো জাত ঋভুষ্ঠির ॥ ৮
এতা চ্যৌত্নানি তে কৃতা বর্ষিষ্ঠানি পরীণসা। হৃদা বীড্বধারয়ঃ ॥ ৯
বিশ্বেত্তা বিষ্ণুরাভরদুরুক্রমস্ত্বেষিতঃ।
শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্ ॥ ১০
তুবিক্ষং তে সুকৃতং সূময়ং ধনুঃ সাধুর্বুন্দো হিরণ্যয়ঃ।
উভা তে বাহূ রণ্যা সুসংস্কৃত ঋদূপে চিদৃদূবৃধা ॥ ১১

অনুবাদ : ১। ইন্দ্র জন্মেই বহু কর্মবিশিষ্ট হয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে? ২। শবসী তৎক্ষণাৎ বললেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহিশুভ প্রভৃতি অনেকে আছে, তাদের নিস্তার করা উচিত। ৩। বৃত্রহা ইন্দ্র তাদের রজ্জুদ্বারা, রথচক্রের অরসমূহের ন্যায়, যুগপৎ আকর্ষণ করলেন এবং দস্যুগণকে হনন করে প্রবৃদ্ধ হলেন। ৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটি কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করলেন। ৫। ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করবার জন্য চারদিক হতে মেঘকে হিংসা করলেন। ৬। এ ইন্দ্র পক্ব অন্ন নির্মাণ করে বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করে মেঘ সকলকে বিদ্ধ করলেন। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্রবিশিষ্ট, তুমি এ বাণকেই সহায় কর। ৮। স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থে সে বাণদ্বারা প্রভূত ধন আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি এ সকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দিকে পরিণত পর্বত নির্মাণ করেছ; বুদ্ধিতে এদের স্থিরভাবে ধারণ কর। ১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তা প্রদান করছেন। তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত (১)। ইন্দ্র শত মহিষ ক্ষীর পক্ব অন্ন ও বরাহ দান করেছেন। ১১। তোমার ধনু বহু বাণক্ষেপী, সুনির্মিত ও সুখকর, তোমার বাণ কার্যসাধন ক্ষমেও স্বর্ণময়, তোমার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্মভেদী, ওরা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্ধক।

৭৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। কুরুসুতি ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী ছন্দ।

পুরোলাশং নো অন্ধস ইন্দ্র সহস্রমা ভর। শতা চ শূর গোনাম্ ॥ ১
আ নো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্। সচা মনা হিরণ্যয়া ॥ ২
উত নঃ কর্ণশোভনা পুরূণি ধৃষ্ণবা ভর। ত্বং হি শৃণ্বিষে বসো ॥ ৩
নকীং বৃধীক ইন্দ্র তে ন সুষা ন সুদা উত। নান্যস্ত্বচ্ছূর বাঘতঃ ॥ ৪
নকীমিন্দ্রো নিকর্তবে ন শক্রঃ পরিশক্তবে। বিশ্বং শৃণোতি পশ্যতি ॥ ৫
স মন্যুং মর্ত্যানামদব্ধো নি চিকীষতে। পুরা নিদশ্চিকীষতে ॥ ৬
ক্রত্বঃ ইৎপূর্ণমুদরং তুরস্যাস্তি বিধতঃ। বৃত্রঘ্নঃ সোমপাব্নঃ ॥ ৭
ত্বে বসূনি সঙ্গতা বিশ্বা চ সোম সৌভগা। সুদাত্বপরিহ্বৃতা ॥ ৮
ত্বামিদ্যবয়ুর্মম কামো গব্যুর্হিরণ্যয়ুঃ। ত্বামশ্বয়ুরেষতে ॥ ৯
তবেদিন্দ্রাহমাশসা হস্তে দাত্রং চনা দদে।
দিনস্য বা মঘবন্ত্সম্ভৃবস্য বা পূর্ধি যবস্য কাশিনা ॥ ১০

অনুবাদ : ১। হে শূর ইন্দ্র! পুরোডাস নামক অন্ন আহার করে শত এবং সহস্র গাভী দান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্ময় অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান কর। ৩। হে শত্রুপরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমারই কথা শুনা যায় তুমি আমাদের বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান কর। ৪। হে শূর ইন্দ্র! তুমি ছাড়া অন্য বর্ধনকারী কেউ নেই, তোমা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নেই, ঋত্বিকগণের নেতাও নেই। ৫। ইন্দ্র কাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শোনেন। ৬। ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্বেই স্থান নেই। ৭। ত্বরান্বিত বৃত্রঘাতী সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্যাকারীর কর্ম দ্বারাই পূর্ণ আছে। ৮। হে ইন্দ্র! সমস্ত ধন তোমাতে সঙ্গত হয়েছে, হে সোমপায়ী! সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হয়েছে, সুদান সর্বদাই কুটিলতা রহিত। ৯। আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হয়ে তোমারই নিকট যাচ্ছে। ১০। হে ইন্দ্র! আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র (১) ধারণ করছি, হে মঘবন! পূর্বছিন্ন অথবা পূর্বে সংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণ কর।

টীকা : ১। 'দাত্র' শব্দের অর্থ শস্য কাটবার কাস্তে।

৭৯ সূক্ত ।। সোম দেবতা। কৃত্নু ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং কৃত্নুরগৃভীতো বিশ্বজিদুদ্ভিদিৎ সোমঃ। ঋষির্বিপ্রঃ কাব্যেন ॥ ১
অভ্যূর্ণোতি যন্নগ্নং ভিষক্তি বিশ্বং যত্তুরং। প্রেমন্ধঃ খ্যন্নিঃ শ্রোণো ভূৎ ॥ ২
ত্বং সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্যঃ। উরু যন্তাসি বরূথম্ ॥ ৩
ত্বং চিত্তী তব দক্ষৈর্দিব আ পৃথিব্যা ঋজীষিন্। যাবীরঘস্য চিদ্দ্বেষঃ ॥ ৪
অর্থিনো যন্তি চেদর্থং গচ্ছানিদ্দদুষো রাতিম্। ববৃজ্যুস্তৃষ্যতঃ কামম্ ॥ ৫
বিদদ্যৎপূর্ব্যং নষ্টমুদীমৃতায়ুমীরয়ৎ। প্রেমায়ুস্তারীদতীর্ণম্ ॥ ৬
সুশেবো নো মৃলয়াকুরদৃপ্তক্রতুরবাতঃ। ভবা নঃ সোম শং হৃদে ॥ ৭
মা নঃ সোম সং বীবিজো মা বি বীভিষথা রাজন্। মা নো হার্দি ত্বিষা বধীঃ ॥ ৮
অব যৎস্বে সধস্থে দেবানাং দুর্মতীরীক্ষে।
রাজন্নপ দ্বিষঃ সেধ মীঢ্বো অপ স্রিধঃ সেধ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। এ সোম কর্তা, কেউ একে গ্রহণ করতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা

এবং উদ্ভিদ। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য। ২। যা নগ্ন, ইনি তা আচ্ছাদিত করেন, যা রুগ্ন ইনি তা আরোগ্য করেন, সন্ধ হয়েও দর্শন করেন, পঙ্গু হয়েও গমন করেন। ৩। হে সোম! তুমি শরীর কৃশকারী, অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য হতে রক্ষা কর। ৪। হে ঋজীষ সোমবান! তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হতে আমাদের শত্রুর কার্য পৃথক কর। ৫। ধনাভিলাষিগণ যদি ধনীর নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়। ৬। যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ৭। হে সোম! তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর সুখকর যজ্ঞসম্পাদক নিশ্চল এবং মঙ্গলকর। ৮। হে সোম! তুমি আমাদের চঞ্চলাঙ্গ করো না, হে রাজন! তুমি আমাদের ভীত করো না, আমাদের হৃদয় দীপ্তিদ্বারা বধ করো না। ৯। তোমার গৃহে দেবগণের দুর্মতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা! শত্রুদের দূর কর, হে সোমসেকী! হিংসকদের বিনাশ কর।

৮০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নোধার পুত্র একদ্যূ ঋষি। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নহ্যন্যং বলাকরং মর্ডিতারং শতক্রতো। ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ১
যো নঃ শশ্বৎ পুরাবিথামৃধ্রো বাজসাতয়ে। স ত্বং ন ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২
কিমঙ্গ রধ্রচোদনঃ সুন্বানস্যাবিতেদসি। কুবিৎ স্বিন্দ্র ণঃ শকঃ ॥ ৩
ইন্দ্র প্র ণো রথমব পশ্চাচ্চিৎসন্তমদ্রিবঃ। পুরস্তাদেনং মে কৃধি ॥ ৪
হন্তো নু কিমাসসে প্রথমং নো রথং কৃধি। উপমং বাজয়ু শ্রবঃ ॥ ৫
অবা নো বাজয়ুং রথং সুকরং তে কিমিৎপরি। অস্মান্ত্সু জিগ্যুযস্কৃধি ॥ ৬
ইন্দ্র দৃহ্যস্ব পূরসি ভদ্রা ত এতি নিষ্কৃতম্। ইয়ং ধীর্ঋত্বিয়াবতী ॥ ৭
মা সীমবদ্য আ ভাগুর্বী কাষ্ঠা হিতং ধনম্। অপাবৃক্তা অরত্নয়ঃ ॥ ৮
তুরীয়ং নাম যজ্ঞিয়ং যদা করস্তদুশ্মসি। আদিৎপতির্ন ওহসে ॥ ৯
অবীবৃধদ্বো অমৃতা অমন্দীদেকদ্যূর্দেবা উত যাশ্চ দেবীঃ।
তস্মা উ রাধঃ কৃণুত প্রশস্তং প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না। হে শতক্রতু! তুমি আমাদের সুখী কর। ২। যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্বে আমাদের অন্ন লাভার্থে রক্ষা করেছেন, তিনি আমাদের সর্বদা সুখী করুন। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি আরাধীকে প্রবর্তিত কর, তুমি অভিষবনকারীর রক্ষক, অতএব তুমি আমাদের বহুধন প্রদান কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান! একে সম্মুখভাগে আন। ৫। হে হন্তা ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে কেন শব্দ শূন্য হয়ে আছ, আমাদের রথকে প্রদান কর, অন্নাভিলাষী হয়ে অন্ন সমীপবর্তী করে দাও। ৬। হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্তব্য আছে? আমাদের সংগ্রামে সর্বতোভাবে জয়শীল কর। ৭। হে ইন্দ্র! দৃঢ় হও, তুমি নগরের ন্যায় মঙ্গলময়ী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক। ৮। নিন্দাভাক ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিকসমূহে নিহিত ধন আমাদের হোক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হোক। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করেছ, তখনই আমরা তা কামনা করেছি, তুমিই আমাদের পালক, তুমিই আমাদের প্রতিপালন করছ। ১০। হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্যূ ঋষি তোমাদের ও দেবপত্নীগণকে

বর্ধিত করছেন, তৃপ্ত করছেন, তার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন।

৮১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সং গৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ১
বিদ্মা হি ত্বা তুবিকূর্মিং তুমিদেষ্ণং তুবীমঘম্। তুবিমাত্রমবোভিঃ ॥ ২
নহি ত্বা শূর দেবা ন মর্তাসো দিৎসন্তম্। ভীমং ন গাং বারয়ন্তে ॥ ৩
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবামেশানং বস্বঃ স্বরাজম্। ন রাধসা মর্ধিষন্নঃ ॥ ৪
প্র স্তোষদুপ গাসিষচ্ছ্রবৎসাম গীয়মানম্। অভি রাধসা জুগুরৎ ॥ ৫
আ নো ভর দক্ষিণেনাভি সব্যেন প্র মৃশ। ইন্দ্র মা নো বসোর্নির্ভাক্ ॥ ৬
উপ ক্রমস্বা ভর ধৃষতা ধৃষ্ণো জনানাম্। অদাশূষ্টরস্য বেদঃ ॥ ৭
ইন্দ্র য উ নু তে অস্তি বাজো বিপ্রেভিঃ সনিত্বঃ। অস্মাভিঃ সু তং সনুহি ॥ ৮
সদ্যোজুবস্তে বাজা অস্মভ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ। বশৈশ্চ মক্ষূ জরন্তে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদের দেবার জন্য শব্দবান বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর। ২। হে ইন্দ্র! আমরা তোমায় জানি, তুমি বহুকর্মা বহুদাতা বহুধনবান এবং বহুরক্ষাযুক্ত। ৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি দান করতে ইচ্ছা করলে দেবগণ ও মনুষ্যগণ ভয়ঙ্কর বৃষভের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করতে পারে না। ৪। তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর ন্যায় যেন বাধা প্রদান না করেন। ৫। ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং তদনুরূপ গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শুনুন, ধনযুক্ত হয়ে আমাদের অনুগ্রহ করুন। ৬। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য এস, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদের ধন হতে পৃথক করো না। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি ধনের গমন কর, হে শত্রু অভিভবকারী! তুমি সাহঙ্কার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তার ধন আহরণ কর। ৮। হে ইন্দ্র! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হয়ে আমাদের প্রদান কর। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আসুক, সে অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতা সকল নানা অভিলাষযুক্ত হয়ে শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করছে।

৮২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কণ্বপুত্র কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ প্র দ্রব পরাবতোঽর্বাবতশ্চ বৃত্রহন্। মধ্বঃ প্রতি প্রভর্মণি ॥ ১
তীব্রাঃ সোমাস আ গহি সুতাসো মাদয়িষ্ণবঃ। পিবা দধৃগ্যথোচিষে ॥ ২
ইষা মন্দস্বাদু তেঽরং বরায় মন্যবে। ভুবত্ত ইন্দ্র শং হৃদে॥ ৩
আ ত্বশত্রবা গহি ন্যুক্থানি চ হূয়সে। উপমে রোচনে দিবঃ ॥ ৪
তুভ্যায়মদ্রিভিঃ সুতো গোভিঃ শ্রোতো মদায় কম্। প্র সোম ইন্দ্র হূয়তে ॥ ৫
ইন্দ্র শ্রুধি সু মে হবমস্মে সুতস্য গোমতঃ। বি পীতিং তৃপ্তিমশ্নুহি ॥ ৬
য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৭
যো অপ্সু চন্দ্রমা ইব সোমশ্চমূষু দদৃশে। ত্বমীশিষে ॥ ৮
যং তে শ্যেনঃ পদাভরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতম্। পিবেদস্য ত্বমীশিষে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃত্রহন! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হতে ও সমীপদেশ হতে

এস। ২। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হয়েছে, এস, পান কর এবং মত্ত হয়ে তার সেবা কর। ৩। সোমরূপ অন্নদ্বারা মত্ত হও। এ তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হোক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হোক। ৪। হে শত্রুরহিত! শীঘ্র এস, যেহেতু তুমি দ্যুলোক হতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উকথমন্ত্রদ্বারা আহূত হচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! এ সোম প্রস্তরদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হয়ে তোমার আনন্দার্থে আহূত হচ্ছে। ৬। হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শোন, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তিলাভ কর। ৭। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে আছে, তা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর। ৮। জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর তা পান কর। ৯। শ্যেনপক্ষী অন্তরিক্ষ তিরস্কৃত করে পদদ্বারা যে সোম আহরণ করেছিল, হে ইন্দ্র! তুমি ঈশ্বর, তুমি তা পান কর (১)।

টীকা ঃ ১। যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, যে গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ করে পদদ্বয়ে সোম এনেছিলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, শ্যেনপক্ষী যে গায়ত্রী রূপ ধরেছিল, সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নেই, পরে কল্পিত হয়েছে।

৮০ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুসীদী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ম্। বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥ ১
তে নঃ সন্তু যুজঃ সদা বরুণো মিত্রো অর্যমা। বৃধাসশ্চ প্রচেতসঃ ॥ ২
অতি নো বিষ্পিতা পুরু নৌভিরপো ন পর্ষথ। যূয়মৃতস্য রথ্যঃ ॥ ৩
বামং নো অস্ত্বর্যমন্বামং বরুণ শংস্যম্। বামং হ্যাবৃণীমহে ॥ ৪
বামস্য হি প্রচেতস ঈশানাসো রিশাদসঃ। নেমাদিত্যা অঘস্য যৎ ॥ ৫
বয়মিদ্বঃ সুদানবঃ ক্ষিয়ন্তো যান্তো অধ্বন্না। দেবা বৃধায় হূমহে ॥ ৬
অধি ন ইন্দ্রেষাং বিষ্ণো সজাত্যানাম্। ইতা মরুতো অশ্বিনা ॥ ৭
প্র ভ্রাতৃত্বং সুদানবোঽধ দ্বিতা সমান্যা। মাতুর্গর্ভে ভরামহে ॥ ৮
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানব ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা অভিদ্যবঃ। অধা চিদ্ব উত ব্রুবে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সে মহারক্ষা আমাদের পালনার্থে প্রার্থনা করছি। ২। হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্যমা সর্বদা আমাদের সহায় হোন, তাঁরা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান ও আমাদের বর্ধক হোন। ৩। হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমাদের বিস্তৃত বহু শত্রুসেনা হতে পারে নিয়ে যাও। ৪। হে অর্যমা! ভজনীয় ধন আমাদের হোক। হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হোক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি। ৫। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ! যা পাপিষ্ঠের তা আমার নিকট উপস্থিত হোক। ৬। হে সুন্দরদানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্ধনার্থে তোমাদের আহ্বান করি। ৭। হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট এস। ৮। হে সুন্দরদানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুটি দুটি করে জন্ম গ্রহণ করায় যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাই প্রকাশ করব। ৯। তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তিযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিত কর। অনন্তর আমি তোমাদের স্তব করছি।

৮৪ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কবির পুত্র উশনা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্। অগ্নিং রথং ন বেদ্যম্ ॥ ১
কবিমিব প্রচেতসং যং দেবাসো অধ দ্বিতা। নি মর্তেষ্বাদধুঃ ॥ ২
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঃ পাহি শৃণুধী গিরঃ। রক্ষা তোকমুত ত্মনা ॥ ৩
কয়া তে অগ্নে অঙ্গির ঊর্জো নপাদুপস্তুতিম্। বরায় দেব মন্যবে ॥ ৪
দাশেম কস্য মনসা যজ্ঞস্য সহসো যহো। কদু বোচ ইদং নমঃ ॥ ৫
অধা ত্বং হি নস্করো বিশ্বা অস্মভ্যং সুক্ষিতীঃ। বাজদ্রবিণসো গিরঃ ॥ ৬
কস্য নূনং পরীণসো ধিয়ো জিন্বসি দম্পতে। গোষাতা যস্য তে গিরঃ ॥ ৭
তং মর্জয়ন্ত সুক্রতুং পুরোযাবানমাজিষু। স্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ ৮
ক্ষেতি ক্ষেমেভিঃ সাধুভির্নকির্যং ঘ্নন্তি হন্তি যঃ। অগ্নে সুবীর এধতে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। প্রিয়তম অতিথিও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করছি। ২। দেবগণ যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দু প্রকারে স্থাপিত করেছেন। ৩। হে সর্ব কনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোক সকলকে পালন কর, স্তুতি শোন, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর। ৪। হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র। হে দেব! তুমি সকলের বরণীয় ও শত্রুদের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করব? ৫। হে বলের পুত্র! কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা হব্য দান করব এবং কখনই বা এ নমস্কার উচ্চারণ করব। ৬। তুমিই আমাদের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তম-গৃহবিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর। ৭। হে দম্পতি অগ্নি (১)! তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুকর্ম প্রীত কর। তোমার স্তুতি ধন লাভকর। ৮। যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান অগ্নির পরিচর্যা করে। ৯। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধু পালনের সাথে স্বগৃহে বাস করে, যাকে কেউ হিংসা করতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্রাদিযুক্ত হয়ে বর্ধিত হন।

টীকা : ১। গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।

৮৫ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ মে হবং নাসত্যাশ্বিনা গচ্ছতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ১
ইমং মে স্তোমমশ্বিনেমং মে শৃণুতং হবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ২
অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৩
শৃণুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৪
ছর্দির্যন্তমদাভ্যং বিপ্রায় স্তুবতে নরা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৫
গচ্ছতং দাশুষো গৃহমিত্থা স্তুবতো অশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৬
যুঞ্জাথাং রাসভং রথে বীড্বঙ্গে বৃষণ্বসূ। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৭
ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা রথেনা যাতমশ্বিনা। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৮
নূ মে গিরো নাসত্যাশ্বিনা প্রাবতং যুবম্। মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শুনে মদকর সোম পানার্থে আমাদের যজ্ঞে এস। ২। হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে আমাদের স্তোত্র শোন। আমাদের আহ্বান শোন। ৩। হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে এ কৃষ্ণ ঋষি তোমাকে আহ্বান করছে। ৪। হে

নেতাদ্বয়! স্তোত্রশীল স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানার্থে শোন। ৫। হে নেতাদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানার্থে এস। ৭। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর। ৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিনটি বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানার্থে এস। ৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থে আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র এস।

৮৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি। জগতী ছন্দ। (১)

উভা হি দস্রা ভিষজা ময়োভুবোভা দক্ষস্য বচসো বভূবথুঃ।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ১
কথা নূনং বাং বিমনা উপ স্তবদ্যুবং ধিয়ং দদথুর্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ২
যুবং হি ষ্মা পুরুভুজেমমেধতুং বিষ্ণাপ্বে দদথুর্বস্য ইষ্টয়ে।
তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৩
উত ত্যং বীরং ধনসামৃজীষিণং দূরে চিৎসন্তমবসে হবামহে।
যস্য স্বাদিষ্ঠা সুমতিঃ পিতুর্যথা মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৪
ঋতেন দেবঃ সবিতা শমায়ত ঋতস্য শৃঙ্গমুর্বিয়া বি পপ্রথে।
ঋতং সাসাহ মহি চিৎপৃতন্যতো মা নো বি যৌষ্টং সখ্যা মুমোচতম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দস্র ভিষকদ্বয়! তোমরা উভয়ে সুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! বিমনা নামক ঋষি পূর্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করেছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থে মন করেছিলে। সে তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়! বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধনবাঞ্ছা পূরণার্থে তোমরা তাঁকে ধন বৃদ্ধি প্রদান কর। সে তোমাদের বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরে স্থিত বিষ্ণাপুকে আহ্বান করছি, পিতার ন্যায় তার সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। মুক্ত কর।

টীকা ঃ ১। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণাপু বিনষ্ট হলে, অশ্বিদ্বয় সে নষ্ট পুত্র এনে দিয়েছিলেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। ১।১১৬।২৩ ও ১।১১৭।৭ ঋক দেখুন।

৮৭ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠের পুত্র দ্যুম্নীক, অথবা অঙ্গিরার পুত্র প্রিয়মেধা ঋষি, অথবা কৃষ্ণই ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

দ্যুম্নী বাং স্তোমো অশ্বিনা ক্রিবির্ন সেক আ গতম্।
মধ্বঃ সুতস্য স দিবি প্রিয়ো নরা পাতং গৌরাবিবেরিণে ॥ ১

পিবতং ঘর্মং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং নরা।
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ নি পাতং বেদসা বয়ঃ ॥ ২
আ বাং বিশ্বাভিরূতিভিঃ প্রিয়মেধা অহূষত।
তা বর্তির্যাতমুপ বৃক্তবর্হিষো যুষ্টং যজ্ঞং দিবিষ্টিষু ॥ ৩
পিবতং সোমং মধুমন্তমশ্বিনা বর্হিঃ সীদতং সুমৎ।
তা বাবৃধানা উপ সুষ্টুতিং দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণম্ ॥ ৪
আ নূনং যাতমশ্বিনাশ্বেভিঃ প্রুষিতপ্সুভিঃ।
দস্রা হিরণ্যবর্তনী শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৫
বয়ং হি বাং হবামহে বিপন্যবো বিপ্রাসো বাজসাতয়ে।
তা বল্গূ দস্রা পুরুদংসসা ধিয়াশ্বিনা শ্রুষ্ট্যা গতম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয়! দুগ্নীক তোমার স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের ন্যায় তোমরা এস। হে নেতাদ্বয়! এ স্তোতা দ্যুতিমান যজ্ঞে অভিষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল পান করে, সেরূপ অভিষুত সোম পান কর। ২। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে নেতাদ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হয়ে তোমরা হব্যের সাথে সোম পান কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা যজমান সমস্ত রক্ষার সাথে তোমাদের আহ্বান করছেন। যে বর্হি আস্তৃত করেছে, সে যজমানের সর্বদেব সেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে এস। ৪। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন কর, পরে প্রবৃদ্ধ হয়ে গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগাদিতে গমন করে, সেরূপ স্বর্গ হতে আমাদের স্তুতি অভিমুখে এস। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্নিগ্ধ রূপবান অশ্বের সাথে ইদানীং এস। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্ধক অশ্বিদ্বয়! সোম পান কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্নলাভার্থে তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা সুন্দর গমনশীল ও বহুকর্মা। আমাদের স্তুতিদ্বারা আহূত হয়ে শীঘ্র এস।

৮৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। গোতম নোধা ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

তং বো দস্মমৃতীষহং বসোর্মন্দানমন্ধসঃ।
অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব ইন্দ্রং গীর্ভির্নবামহে ॥ ১
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিরাবৃতং গিরিং ন পুরুভোজসম্।
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং মক্ষূ গোমন্তমীমহে ॥ ২
ন ত্বা বৃহন্তো অদ্রয়ো বরন্ত ইন্দ্র বীলবঃ।
যদ্দিৎসসি স্তুবতে মাবতে বসু নকিষ্টদা মিনাতি তে ॥ ৩
যোদ্ধাসি ক্রত্বা শবসোত দংসনা বিশ্বা জাতাভি মজ্মনা।
আ ত্বায়মর্ক উতয়ে ববর্তিত যং গোতমা অজীজনন্ ॥ ৪
প্র হি রিরিক্ষ ওজসা দিবো অন্তেভ্যস্পরি।
ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র পার্থিবমনু স্বধাং ববক্ষিথ ॥ ৫
নকিঃ পরিষ্টির্মঘবন্মঘস্য তে যদ্দাশুষে দশস্যসি।
অস্মাকং বোধ্যুচথস্য চোদিতা মংহিষ্ঠো বাজসাতয়ে ॥ ৬

অনুবাদ : ১। গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর। সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা

আমরা আহ্বান করছি। ২। ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দানযুক্ত, পর্বতের ন্যায় বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতব্য। ইন্দ্রের নিকট শব্দবান শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি। ৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ ও দৃঢ় পর্বত সকলও তোমাকে নিবারণ করতে পারে না, আমার মত স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেউই তা হিংসা করতে পারে না। ৪। হে ইন্দ্র! কর্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদের বিনাশক, তুমি আপনার কর্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চনামন্ত্র রক্ষার্থে তোমায় আবর্তিত করছে, গোতমগণ তোমাকে আবির্ভূত করেছেন। ৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোকের পর্যন্ত প্রদেশ হতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যাপ্ত করতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করতে ইচ্ছা কর। ৬। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তার কেউ নিরোধক নেই। তুমি ধনপ্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হয়ে আমাদের উচথ্যের ধন লাভার্থে স্তোত্র অবগত হও।

৪৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি। প্রাগাথ, অনুষ্টুপ, বৃহতী ছন্দ।

বৃহদিন্দ্রায় গায়ত মরুতো বৃত্রহন্তমম্।
যেন জ্যোতিরজনয়ন্নৃতাবৃধো দেবং দেবায় জাগৃবি ॥ ১
অপাধমদভিশস্তীরশস্তিহাথেন্দ্রো দ্যুম্ন্যাভবৎ।
দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে বৃহদ্ভানো মরুদ্গণ ॥ ২
প্র ব ইন্দ্রায় বৃহতে মরুতো ব্রহ্মার্চত।
বৃত্রং হনতি বৃত্রহা শতক্রতুর্বজ্রেণ শতপর্বণা ॥ ৩
অভি প্র ভর ধৃষতা ধৃষন্মনঃ শ্রবশ্চিত্তে অসদ্বৃহৎ।
অর্ষন্ত্বাপো জবসা বি মাতরো হনো বৃত্রং জয়া স্বঃ ॥ ৪
যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়। তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উত দ্যাম্ ॥ ৫
তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।
তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্ ॥ ৬
আমাসু পক্বমৈরয় আ সূর্যং রোহয়ো দিবি।
ঘর্মং ন সামন্তপতা সুবৃক্তিভির্জুষ্টং গির্বণসে বৃহৎ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে মরুৎগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান কর। যজ্ঞবর্ধক বিশ্বদেবগণ দ্যুতিমান ইন্দ্রের উদ্দেশে এ গানদ্বারা দীপ্ত, সর্বদা জাগরূক জ্যোতি উৎপন্ন করেছিলেন। ২। স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করেছিলেন। পরে দ্যুতিমান, যশোযুক্ত হয়েছিলেন। হে বৃহৎ দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার সখ্যার্থে তোমায় বরণ করেছিলেন। ৩। হে মরুৎগণ! ইন্দ্র মহান, তাঁর উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। বৃত্রহা শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেছিলেন। ৪। হে শত্রুবধার্থে উদ্যুক্ত ইন্দ্র! তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রগলভ মনে আমাদের তা প্রদান কর। হে ইন্দ্র! আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে ভূমি অভিমুখে ধাবমান হোক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর। ৫। হে অপূর্ব মঘবান ইন্দ্র! তুমি বৃত্র হননার্থে যখন প্রাদুর্ভূত হয়েছ তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করেছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করেছ। ৬। তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে, হাস্যকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করেছ। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি অপক্ক গোসমূহে পক্ক দুগ্ধ প্রেরণ

করেছ, দ্যুলোকে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ। সামদ্বারা প্রবর্গের ন্যায় শোভন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর।

৯০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

আ নো বিশ্বাসু হব্য ইন্দ্রঃ সমৎসু ভূষতু।
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ ॥ ১
ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।
তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ ॥ ২
ব্রহ্মা ত ইন্দ্র গির্বণঃ ক্রিয়ন্তে অনতিদ্ভুতা।
ইমা জুষস্ব হর্যশ্ব যোজনেন্দ্র যা তে অমন্মহি ॥ ৩
ত্বং হি সত্যো মঘবন্ননানতো বৃত্রা ভূরি ন্যৃঞ্জসে।
স ত্বং শবিষ্ঠ বজ্রহস্ত দাশুষেঽর্বাঞ্চং রয়িমা কৃধি ॥ ৪
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতে।
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেক ইদনুত্তা চর্ষণীধৃতা ॥ ৫
তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে সুম্না নো অশ্নবন্ ॥ ৬

অনুবাদ: ১। সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবন সকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁর মৌর্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য। ২। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মুখ্য ধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি স্তোতাগণকে ঐশ্বর্যযুক্ত কর। তুমি বহুধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। তুমি মহান, তোমার যোগ্যধন সম্ভজনা করি। ৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য যে যথার্থভূত স্তোত্র করছি। হে হর্যশ্ব! তুমি তাতে যোজিত হও, তুমি তা সেবা কর। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করছি, তাও সেবা কর। ৪। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি সত্য, তুমি কারও নিকট অবনত না হয়ে প্রভূত বৃত্রকে নাশ করেছ। হে ইন্দ্র! তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাতে যায়, তা সম্যকরূপে কর। ৫। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জিত সোমবান হয়ে যশস্বী হয়েছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে মনুষ্যদের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করেছ। ৬। হে অসুর ইন্দ্র! তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান তোমারই নিকট পৈত্রিক বিত্তের ভাগের ন্যায় ধন যাচ্ঞা করি। হে ইন্দ্র! তোমার কীর্তির ন্যায় গৃহ দ্যুলোকে প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করছে। তোমার সুখ সকল আমাদের ব্যাপ্ত করুক।

৯১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অপালা ঋষি। পংক্তি অনুষ্টুপ্ ছন্দ

কন্যা বারবায়তী সোমমপি স্রুতাবিদৎ।
অস্তং ভরন্ত্যব্রবীদিন্দ্রায় সুনবৈ ত্বা শক্রায় সুনবৈ ত্বা ॥ ১
অসৌ য এষি বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ॥ ২
আ চন ত্বা চিকিৎসামোঽধি চন ত্বা নেমসি।
শনৈরিব শনকৈরিবেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩
কুবিচ্ছকৎ কুবিৎ করৎ কুবিন্নো বস্যসস্করৎ।
কুবিৎ পতিদ্বিষো যতীরিন্দ্রেণ সঙ্গমামহৈ ॥ ৪

ইমানি ত্রীণি বিষ্টপা তানীন্দ্র বি রোহয় ।
শিরস্ততস্যোর্বরামাদিদং ম উপোদরে ॥ ৫
অসৌ চ যা ন উর্বরাদিমাং তন্বং মম ।
অথো ততস্য যচ্ছিরঃ সর্বা তা রোমশা কৃধি ॥ ৬
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো ।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্ব্যকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। জলের অভিমুখে গমনকালে কন্যা পথে সোম লাভ করলেন, গৃহে আনার সময় সোমকে বললেন, ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি (১)। ২। হে ইন্দ্র। তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এ দন্তদ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উকথস্তুতিবিশিষ্ট সোম পান কর। ৩। হে ইন্দ্র! তোমায় জানতে ইচ্ছা, করি, এখন তোমার সাথে অধিগত হব না। হে সোম! এ'র উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও। ৪। সে ইন্দ্র বহুবার আমাদের সামর্থ যুক্ত করুন, আমাদের বহুসংখ্যাক করুন, তিনি আমাদের অনেক বার ধনবান করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এখানে এসেছি, আমরা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হব। ৫। হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার অঙ্গ উৎপাদনশীল কর। ৬। আমাদের পিতার উশরক্ষেত্র শস্যযুক্ত কর এবং আমার শরীর ও আমার পিতার মস্তক লোমযুক্ত কর। ৭। হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার নিষ্কর্ষণদ্বারা শোধন করে অপালাকে সূর্য সমান চর্মবিশিষ্ট করেছিলে।

টীকা ঃ ১। পূর্বকালে অত্রির কন্যা অপালা ত্বক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পিতার মস্তক কেশশূন্য ও ক্ষেত্রফলশূন্য ছিল। ইন্দ্র তাঁর দন্তদ্বারা অভিষুত সোমপান করে তাঁকে নিজ রথের ছিদ্রে আকর্ষণ করে সকল দোষ অপনয়ন করলেন।

৯২ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। বিশ্বসাহং শতক্রতুং মংহিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যং সনশ্রুতং। ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন ॥ ২
ইন্দ্র ইন্নো মহানাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ। মহাঁ অভিজ্ঞ্বা যমৎ ॥ ৩
অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্রহোষিণঃ। ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ ॥ ৪
তম্বভি প্রার্চতেন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে। তদিদ্ধ্যস্য বর্ধনম্ ॥ ৫
অস্য পীত্বা মদানাং দেবো দেবস্যৌজসা। বিশ্বাভি ভুবনা ভুবৎ ॥ ৬
ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তম্। আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥ ৭
যুধ্মং সন্তমনর্বাণং সোমপামনপচ্যুতম্। নরমবার্যক্রতুম্ ॥ ৮
শিক্ষা ণ ইন্দ্র রায় আ পুরু বিদ্বাঁ ঋচীষম। অবা নঃ পার্যে ধনে ॥ ৯
অতশ্চিদিন্দ্র ণ উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া ॥ ১০
অয়াম ধীতবো ধিয়োঽর্বদ্ভিঃ শক্র গোদরে। জয়েম পৃৎসু বজ্রিবঃ ॥ ১১
বয়মু ত্বা শতক্রতো গাবো ন যবসেষ্বা। উকথেষু রণয়ামসি ॥ ১২
বিশ্বা হি মর্ত্যত্বনানুকামা শতক্রতো। অগন্ম বজ্রিন্নাশসঃ ॥ ১৩
ত্বে সু পুত্র শবসোঽবৃত্রন্ কামকাতয়ঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ১৪
স নো বৃষন্ত্সনিষ্ঠয়া সং ঘোরয়া দ্রবিত্ন্বা। ধিয়াবিড্‌ঢি পুরন্ধ্যা ॥ ১৫

যস্তে নূনং শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ। তেন নূনং মদে মদেঃ ॥ ১৬
যস্তে চিত্রশ্রবস্তমো য ইন্দ্র বৃত্রহন্তমঃ। য ওজোদাতমো মদঃ ॥ ১৭
বিদ্মা হি যস্তে অদ্রিবস্ত্বাদত্তঃ সত্য সোমপাঃ। বিশ্বাসু দস্ম কৃষ্টিষু ॥ ১৮
ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং পরি ষ্টোভন্তু নো গিরঃ। অর্কমর্চন্তু কারবঃ ॥ ১৯
যস্মিন্বিশ্বা অধি শ্রিয়ো রণন্তি সপ্ত সংসদঃ। ইন্দ্রং সুতে হবামহে ॥ ২০
ত্রিকদ্রুকেষু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নত। তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ২১
আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ। ন ত্বামিন্দ্রাতি রিচ্যতে ॥ ২২
বিব্যক্থ মহিনা বৃষন্ ভক্ষং সোমস্য জাগৃবে। য ইন্দ্র জঠরেষু তে ॥ ২৩
অরং ত ইন্দ্র কুক্ষয়ে সোমো ভবতু বৃত্রহন্। অরং ধামভ্য ইন্দবঃ ॥ ২৪
অরমশ্বায় গায়তি শ্রুতকক্ষো অরং গবে। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ২৫
অয়ং হি ষ্মা সুতেষু ণঃ সোমেষ্বিন্দ্র ভূষসি। অয়ং তে শক্র দাবনে ॥ ২৬
পরাকাত্তাচ্চিদদ্রিবস্ত্বাং নক্ষন্ত নো গিরঃ। অরং গমাম তে বয়ম্ ॥ ২৭
এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ। এবা তে রাধ্যং মনঃ ॥ ২৮
এবা রাতিস্তুবীমঘ বিশ্বেভির্ধায়ি ধাতৃভিঃ। অধা চিদিন্দ্র মে সচা ॥ ২৯
মো যু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো বাজানাং পতে। মৎস্বা সুতস্য গোমতঃ ॥ ৩০
মা ন ইন্দ্রাভ্যা দিশঃ সূরো অক্তুষ্বা যমন্। ত্বা যুজা বনেম তৎ ॥ ৩১
ত্বয়েদিন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ। ত্বমস্মাকং তব স্মসি ॥ ৩২
ত্বামিদ্ধি ত্বায়বোঽনুনো নুবতশ্চরান্। সখায় ইন্দ্র কারবঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষ রূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদের সর্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন। ২। তোমরা সকলের আহূত, সকলের স্তুত গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলে প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলে সম্বোধন কর। ৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনিই নর্তনকারী মহান ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদের প্রদান করুন। ৪। সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করেছিলেন। ৫। সোমপানার্থে ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্ধিত করেন। ৬। দ্যোতমান ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করে বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন। ৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থে অভিমুখে আগমন করাও। ৮। তিনি শত্রুদের সম্প্রহারক সৎ অন্যকর্তৃক অনভিগত অহিংসিত সোমপানকারী ও সকলের নেতা। এঁর কর্ম কেউ নিবারণ করতে পারে না। ৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান, তুমি শত্রুদের নিকট হতে আমাদের প্রভূত ধন দান কর, শত্রুদের ধনদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ১০। হে ইন্দ্র! এ দ্যুলোক হতেই শতবলযুক্ত ও সহস্রবলযুক্ত অন্নদ্বারাযুক্ত হয়ে আমাদের নিকট এস। ১১। হে সমর্থ ইন্দ্র! আমরা কর্মবান, আমরা কর্ম করব। হে পর্বতবিদারক বজ্রবান ইন্দ্র! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করব। ১২। গোপাল যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু! তোমাকে সকল দিক হতে উকথস্তোত্রে সেরূপ সন্তুষ্ট করব। ১৩। হে শতক্রতু! সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত। হে বজ্রবান! আমরা অশংসনীয় অভীষ্ট যে লাভ করি। ১৪। হে বলপুত্র! অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই অবস্থান করে, অতএব হে ইন্দ্র! কোনও দেবতাই তোমাকে অতিক্রম করতে পারে না। ১৫। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তুমি সর্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রুদূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, তুমি

কর্মদ্বারা আমাদের চালিত কর। ১৬। হে শতক্রতু! যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করেছি, তা দিয়ে প্রমত্ত হয়ে ইদানীং আমাদের প্রমত্ত কর। ১৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রমত্ততা সর্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্তিযুক্ত সর্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সর্বাপেক্ষা বলদাতা। ১৮। হে বজ্রবান যথার্থকর্মা, সোমপা দর্শনীয় ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাই আমরা জানব। ১৯। মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক, স্তুতিকারিগণ অর্চনীয় সোমকে পূজা করুন। ২০। সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁতে প্রীত হন, সোম অভিষুত হলে সে ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। ২১। হে দেবগণ! তোমরা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার করেছিলে। আমাদের স্তুতিবাক্য সে যজ্ঞকেই বর্ধিত করুক। ২২। সিন্ধুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হোক। হে ইন্দ্র! তোমায় কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ২৩। হে অভিলাষপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হয়েছ। এ তোমার জঠরে প্রবেশ করছে। ২৪। হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্যাপ্ত হোক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্যাপ্ত হোক। ২৫। এ শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করছে, ইন্দ্রের গৃহার্থে অত্যন্ত গান করছে। ২৬। হে ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, তুমি তাদের পানার্থে পর্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমিই ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্যাপ্ত হোক। ২৭। হে বজ্রবান ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হতেও তোমায় ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হতে প্রচুর ধন লাভ করব। ২৮। হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্যবান, তোমার মন সকলের আরাধনীয়। ২৯। হে বহু ধনবান ইন্দ্র! সমস্ত যজমান তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হও। ৩০। হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হয়ো না, অভিষুত গব্যযুক্ত সোম পানে হৃষ্ট হও। ৩১। হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শত্রু সকল রাতে আমাদের নিযন্ত্রণা হোক। আমরা তোমার সহায়তায় তাদের বিনাশ করব। ৩২। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা লাভ করে, আমরা শত্রুদের নিরাকৃত করব, তুমি আমাদের এবং আমরা তোমার। ৩৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করে বার বার তোমার স্তুতি করে, তোমার সখারূপ স্তোতা সকল তোমারই পরিচর্যা করছে।

৯০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুকক্ষ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্যাপসম্। অস্তারমেষি সূর্য ॥ ১
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা। অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২
স না ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদেগামদ্যবমৎ। উরুধারেব দোহতে ॥ ৩
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য। সর্বং তদিন্দ্র তে বশে ॥ ৪
যদ্বা প্রবৃদ্ধ সৎপতে ন মরা ইতি মন্যসে। উতো তৎসত্যমিত্তব ॥ ৫
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। সর্বাংস্তাঁ ইন্দ্র গচ্ছসি ॥ ৬
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে। স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ৭
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স মদে হিতঃ। দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ৮
গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ। ববক্ষ ঋষ্বো অস্তৃতঃ ॥ ৯
দুর্গে চিন্নঃ সুগং কৃধি গৃণান ইন্দ্র গির্বণঃ। ত্বং চ মঘবন্বশঃ ॥ ১০
যস্য তে নূ চিদাদিশং ন মিনন্তি স্বরাজ্যম্। ন দেবো নাধ্রিগুর্জনঃ ॥ ১১

অধা তে অপ্রতিষ্কুতং দেবী শুষ্মং সপর্যতঃ। উভে সুশিপ্র রোদসী ॥ ১২
ত্বমেতদধারয়ঃ কৃষ্ণাসু রোহিণীষু চ। পরুষ্ণীষু রুশৎপয়ঃ ॥ ১৩
বি যদহেরধ ত্বিষো বিশ্বে দেবাসো অক্রমুঃ। বিদন্মৃগস্য তাঁ অমঃ ॥ ১৪
আদু মে নিবরো ভুবদ্বৃত্রহাদিষ্ট পৌংস্যম্। অজাতশত্রুরস্তৃতঃ ॥ ১৫
শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাম্। আ শুষে রাধসে মহে ॥ ১৬
অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন্ পুরুষ্টুত। যৎসোমেসোম আভবঃ ॥ ১৭
বোধিন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্যাসুতিঃ। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥ ১৮
কয়া ত্বং ন ঊত্যাভি প্র মন্দসে বৃষণ্। কয়া স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ১৯
কস্য বৃষা সুতে সচা নিযুত্বান্বৃষভো রণৎ। বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥ ২০
অভী ষু ণস্ত্বং রয়িং মন্দসানঃ সহস্রিণম্। প্রয়ন্তা বোধি দাশুষে ॥ ২১
পত্নীবন্তঃ সুতা ইম উশন্তো যন্তি বীতয়ে। অপাং জগ্মির্নিচুম্পুণঃ ॥ ২২
ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধাসো অধ্বরে। অচ্ছাবভৃথমোজসা ॥ ২৩
ইহ ত্যা সধমাদ্যা হরী হিরণ্যকেশ্যা। বোড়্হামভি প্রয়ো হিতম্ ॥ ২৪
তুভ্যং সোমাঃ সুতা ইমে স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমা বহ ॥ ২৫
আ তে দক্ষং বি রোচনা দধদ্রত্না বি দাশুষে। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমর্চত ॥ ২৬
আ তে দধামীন্দ্রিয়মুক্থা বিশ্বা শতক্রতো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃলয় ॥ ২৭
ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জং শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৮
স নো বিশ্বান্যা ভর সুবিতানি শতক্রতো। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ২৯
ত্বামিদ্বৃত্রহন্তম সুতাবন্তো হবামহে। যদিন্দ্র মৃলয়াসি নঃ ॥ ৩০
উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩১
দ্বিতা যো বৃত্রহন্তমো বিদ ইন্দ্রঃ শতক্রতুঃ। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩২
ত্বং হি বৃত্রহন্নেষাং পাতা সোমানামসি। উপ নো হরিভিঃ সুতম্ ॥ ৩৩
ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভুং রয়িম্। বাজী দদাতু বাজিনম্ ॥ ৩৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সূর্যরূপ ইন্দ্র! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নরহিতকর কর্মযুক্ত, ঔদার্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দিকে উদিত হও। ২। যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করেছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করেছিলেন। ৩। সে কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত গোযুক্ত যবযুক্ত ধন প্রভৃত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন। ৪। হে বৃত্রহা সূর্যরূপ ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হয়েছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হয়েছে। ৫। হে প্রবৃদ্ধ সংপতি ইন্দ্র! যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সে মনে করাই সত্য। ৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! তুমি সে সকলেরই অভিমুখে গমন কর। ৭। আমরা মহান বৃত্রকে হননার্থে সে ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান করব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হোন। ৮। সে ইন্দ্র ধনার্থে সৃষ্ট হয়েছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থে স্থাপিত অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিবান এবং সোমার্হ। ৯। স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত, বল সাথে অনভিভূত মহান অহিংসিত ইন্দ্র ধনাদি বহন করতে ইচ্ছ করেন। ১০। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! হে মঘবন! তুমি যদি আমাদের কামনা কর তবে তুমি স্তুয়মান হয়ে দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করে দাও। ১১। হে ইন্দ্র! অদ্যাপিও কেউ তোমার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না ; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে ত্বরমাণ ব্যক্তিও হিংসা করে না। ১২। হে শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার

অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে। ১৩। তুমি কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এ দীপ্তিমান দুগ্ধ স্থাপন করছ। ১৪। যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হতে পালিয়েছিলেন এবং তাঁরা মৃগরূপী অহি হতে ভয় পেয়েছিলেন। ১৫। তখন আমার ইন্দ্র বৃত্রাসুরের নিবারক হয়েছিলেন, অজাতশত্রু বৃত্রহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করেছিলেন। ১৬। হে ঋত্বিকগণ! প্রসিদ্ধ বৃত্রহন্তা বলস্বরূপ ইন্দ্রের স্তুতি করে তোমাদের প্রভূত ধন দান করি। ১৭। হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হয়েছ তখন আমরা এ গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হব। ১৮। বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হোন, শত্রু আমাদের স্তুতি শুনুন। ১৯। হে অভিষ্টবর্ষী! তুমি কোন অভিগমনের দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করবে? কোন অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে ধন প্রদান করবে? ২০। অভীষ্টবর্ষী সেচনসমর্থ বৃত্রহা নিয়ুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিকগণের সাথে বিহার করছেন? ২১। তুমি মত্ত হয়ে আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন দান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলে অবগত হও। ২২। জলবিশিষ্ট এ সকল সোম অভিষুত হয়েছে, ইন্দ্র পান করুন, এ অভিলাষে এরা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করছে। এরা ভক্ষিত হলে প্রীতিকর হয়, এরা জলের নিকট গমন করে। ২৩। যজ্ঞে বর্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজবিশিষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে বিসর্জন করছে। ২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সাথে প্রমত্ত, হিরণ্ময় কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক। ২৫। হে বিভাবসু! তোমার জন্য এ সোম অভিষুত হয়েছে, কুশ আস্তীর্ণ হয়েছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান কর। ২৬। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর। ২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বীর্যবান সোম ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর। ২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করতে চাও, তা হলেও হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর। ২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করতে চাও, তা হলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর। ৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদের সুখী করতে ইচ্ছা কর অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা! আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। ৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট এস, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট এস। ৩২। শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুপ্রকারে জ্ঞাত হন। সে তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত্ত সোমের নিকট এস। ৩৩। হে বৃত্রহা! যেহেতু তুমি এ সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সাথে অভিষুত সোমের নিকট এস। ৩৪। ইন্দ্রই অন্নার্থে দাতা ও অমর ঋভুক্ষাদেবকে আমাদের দান করুন। বলবান ইন্দ্ররাজকে আমাদের দান করুন।

৯৪ সূক্ত ॥ মরুৎগণ দেবতা। বিন্দু অথবা পূতদক্ষ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

গোধর্য়তি মরুতাং শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাম্। যুক্তা বহ্নী রথানাম্ ॥ ১
যস্যা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে। সূর্যামাসা দৃশে কম্ ॥ ২
তৎসু নো বিশ্বে অর্য আ সদা গৃণন্তি কারবঃ। মরুতঃ সোমপীতয়ে ॥ ৩
অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজো অশ্বিনা ॥ ৪

পিবন্তি মিত্রো অর্যমা তনা পূতস্য বরুণঃ। ত্রিষধস্থস্য জাবতঃ ॥ ৫
উতো ন্বস্য জোষমাঁ ইন্দ্রঃ সুতস্য গোমতঃ। প্রাতর্হোতেব মৎসতি ॥ ৬
কদত্বিষন্ত সূরয়স্তির আপ ইব স্রিধঃ। অর্ষন্তি পূতদক্ষসঃ ॥ ৭
কদ্বো অদ্য মহানাং দেবানামবো বৃণে। ত্মনা চ দস্মবর্চসাম্ ॥ ৮
আ যে বিশ্বা পার্থিবানি পপ্রথন্নোচনা দিবঃ। মরুত সোমপীতয়ে ॥ ৯
ত্যান্নু পূতদক্ষসো দিবো বো মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১০
ত্যান্নু যে বি রোদসী তস্তভুর্মরুতো হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১১
ত্যং নু মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং বৃষণং হুবে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১২

অনুবাদ : ১। মঘবান, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাচ্ছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্বত্র পূজ্যা। ২। সমস্ত দেবগণ এঁর ক্রোড়ে বর্তমান হয়ে আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য এবং চন্দ্রমা সর্বলোক প্রকাশনার্থে এর সমীপে বর্তমান। ৩। সর্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্বদা সোম পানার্থে মরুৎগণকে স্তব করছে। ৪। এ সোম অভিষুত হয়েছে, স্বভাবত দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় এর অংশ পান করুন। ৫। মিত্র, অর্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করছেন। ৬। ইন্দ্র প্রাতকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করছেন। ৭। প্রাজ্ঞ মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্যকগতিবিশিষ্ট হয়ে কবে দীপ্ত হবেন? শত্রুশোষক মরুৎগণ কবে শুদ্ধ বল হয়ে আসবেন? ৮। হে মরুৎগণ! তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজ স্বতই ধর্ষণীয়। তোমরা দ্যুতিমান, কবে তোমাদের রক্ষা লাভ করব? ৯। যে মরুৎগণ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিকে প্রথিত করেছেন, সোমপানার্থে তাঁদের আহ্বান করছি। ১০। হে মরুৎগণ! তোমাদের বল পবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতিমান এ সোমপানার্থে তোমাদের সত্বর আহ্বান করছি। ১১। যাঁরা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছেন, এ সোমের পানার্থে তাঁদের আহ্বান করছি। ১২। পর্বত বিস্তৃত পর্বতে স্থিত জলবর্ষী মরুৎগণকে এ সোম পানার্থে আহ্বান করছি।

৯৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। তিরশ্চী ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ত্বা গিরো রথীরিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভি ত্বা সমনূষতেন্দ্র বৎসং ন মাতরঃ ॥ ১
আ ত্বা শুক্রা অচুচ্যবুঃ সুতাস ইন্দ্র গির্বণঃ।
পিবা ত্বস্যান্ধস ইন্দ্র বিশ্বাসু তে হিতম্ ॥ ২
পিবা সোমং মদায় কমিন্দ্র শ্যেনাভৃতং সুতম্।
ত্বং হি শশ্বতীনাং পতী রাজা বিশামসি ॥ ৩
শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যা ইন্দ্র যস্ত্বা সপর্যতি।
সুবীর্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি ॥ ৪
ইন্দ্র যস্তে নবীয়সীং গিরং মন্দ্রামজীজনৎ।
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্ ॥ ৫
তমু ষ্টবাম যং গির ইন্দ্রমুক্থানি বাবৃধুঃ।
পুরূণ্যস্য পৌংস্যা সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৬
এতো ন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বান্মমত্তু ॥ ৭

ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ।
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ ॥ ৮
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে। ২। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র। দীপ্যমান অভিষুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এ অন্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র! চারদিকে তোমার জন্য চরু পুরোডাসাদি নিহিত আছে। ৩। হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিষুত সোম আনন্দার্থে সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা। ৪। যে তিরশ্চী তোমার পূজা করছে, তার আহ্বান শোন। তুমি মহান তুমিই সুধীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদের পূর্ণ কর। ৫। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সে স্তোতার উদ্দেশে তুমি পুরাতন সত্যযুক্ত প্রবৃদ্ধ সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য সম্পাদন কর। ৬। যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উকথ বর্ধিত করেন, তাঁকেই স্তব করব। আমরা তাঁর বহুতর বীর্য সম্ভোগ করবার অভিলাষে তাঁর ভজনা করব। ৭। শীঘ্র এস, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উকথসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করব, দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত সোম বর্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি এস। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষাকার্যের সাথে এস। তুমি শুদ্ধ ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ আমাদের ধন দান দাও। তুমি শুদ্ধ হব্যদায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ বৃত্রগণকে বধ করে থাক, তুমি শুদ্ধ অন্নভোগ করতে ইচ্ছা করে থাক।

১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মরুৎগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি অথবা তিরশ্চী ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, বিরাট্ ছন্দ।

অস্মা উষাস আতিরন্ত যামমিন্দ্রায় নক্তমূর্ম্যাঃ সুবাচঃ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্থুর্নৃভ্যস্তরায় সিন্ধবঃ সুপারাঃ ॥ ১
অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাম্।
ন তদ্দেবো ন মর্ত্যস্তুতুর্যাদ্যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২
ইন্দ্রস্য বজ্র আয়সো নিমিশ্ল ইন্দ্রস্য বাহ্বোর্ভূয়িষ্ঠমোজঃ।
শীর্ষন্নিন্দ্রস্য ক্রতবো নিরেক আসন্নেষন্ত শ্রুত্যা উপাকে ॥ ৩
মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে ত্বা চ্যবনমচ্যুতানাম্।
মন্যে ত্বা সত্বনামিন্দ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাম্ ॥ ৪
আ যদ্বজ্রং বাহ্বোরিন্দ্র ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হন্তবা উ।
প্র পর্বতা অনবন্ত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষন্ত ইন্দ্রম্ ॥ ৫
তমু ষ্টবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।
ইন্দ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিরুপো নমোভির্বৃষভং বিশেম ॥ ৬
বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি ॥ ৭
ত্রিঃ ষষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।
উপ ত্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুষ্মং ত এনা হবিষা বিধেম ॥ ৮

তিগ্মমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইন্দ্র প্রতি বজ্রং দধর্ষ।
অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্ ॥ ৯
মহ উগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ।
গির্বাহসে গির ইন্দ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১০
উক্থবাহসে বিভ্বে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয় নদীনাম্।
নি স্পৃশ ধিয়া তন্বি শ্রুতস্য জুষ্টতরস্য কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১১
তদ্বিবিড্ঢি যত্ত ইন্দ্রো জুজোষৎস্তুহি সুষ্টুতিং নমসা বিবাস।
উপ ভূষ জরিতর্মা রুবণ্যঃ শ্রাবয়া বাচং কুবিদঙ্গ বেদৎ ॥ ১২
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত ॥ ১৩
দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ ॥ ১৪
অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেহধারয়ত্তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে ॥ ১৫
ত্বং হ ত্যৎসপ্তভ্যো জায়মানোঽশত্রুভ্যো অভবঃ শত্রুরিন্দ্র।
গূঢ়ে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিন্দো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ ॥ ১৬
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ধৃষিতো জঘন্থ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইন্দ্র শচ্যেদবিন্দঃ ॥ ১৭
ত্বং হ ত্যদ্বৃষভ চর্ষণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।
ত্বং সিন্ধূঁরসৃজস্তস্তভানান্ ত্বমপো অজয়ো দাসপত্নীঃ ॥ ১৮
স সুক্রতু রণিতা যঃ সুতেষ্বনুত্তমন্যুর্যো অহেব রেবান্।
য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদন্যমাহুঃ ॥ ১৯
স বৃত্রহেন্দ্রশ্চর্ষণীধৃত্তং সুষ্টুত্যা হব্যং হুবেম।
স প্রাবিতা মঘবা নোঽধিবক্তা স বাজস্য শ্রবস্যস্য দাতা ॥ ২০
স বৃত্রহেন্দ্র ঋভুক্ষাঃ সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূব।
কৃণ্বন্নপাংসি নর্যা পুরূণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ ॥ ২১

অনুবাদ : ১। উষা সকল এ ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্ধিত করছেন। রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট হন। এ ইন্দ্রের জন্য সর্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্তসিন্ধু (১) মনুষ্যদের তরণার্থে সুখে পারযোগ্য হন। ২। অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতি সংখ্যক পর্বত সানুসমূহ বিদ্ধ হয়েছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যা করেছেন, মর্ত্য অথবা দেব তা করতে পারে না। ৩। ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্মিত এবং তাঁর হস্তে সম্বদ্ধ. তাঁর হস্তে বহুতর বল আছে। যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মস্তকে শিরস্ত্রাণ থাকে (২) তাঁর আজ্ঞা শ্রবণার্থে সকলে তাঁর সমীপে আগমন করে। ৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে যজ্ঞার্হদের মধ্যেও যজ্ঞার্হ মনে করি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদের কেতু বলে মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমত ফলবর্ষক বলে মনে করি। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুদের গর্ব চূর্ণ কর, বজ্র অহির হননার্থে ধারণ কর যখন মেঘ সকল শব্দ করে. যখন জলসমূহ শব্দ করে তখন চারদিক হতে অভিগমন করে স্তুতিকারিগণ ইন্দ্রের পরিচর্যা করে। ৬। যিনি এ সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত বস্তুজাত যার পরে উৎপন্ন হয়েছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সে মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হব, নমস্কার দ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করব।

৭। হে ইন্দ্র। যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হয়েছিলেন, তারা বৃত্রের নিঃশ্বাস হতে ভীত হয়ে পলায়ন করে তোমায় ত্যাগ করে গেলেন। মরুৎগণের সাথে তোমার সখ্য হল। পরে তুমি সমস্ত শত্রুসেনা জয় করলে। ৮। হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্ঠিসংখ্যক মরুৎগণ (৩) একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্ধিত করেছিলেন বলে যজ্ঞার্হ হয়েছেন, আমরা সে ইন্দ্রের নিকট গমন করব। আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করব। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমার বজ্রের কে প্রতিকূলতা করতে পারে? হে ঋজীষী! তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধরহিত, দেবদ্রোহী অসুরদের (৪) দূর করে দাও। ১০। পশুলাভের জন্য মহান উগ্র প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহু ধন প্রেরণ করুন। ১১। উকথ বাহিত, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন। ১২। ইন্দ্র যা স্বীকার করেন তা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর, স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। হে স্তোতা! অলংকৃত হও, রোদন করো না, বাক্য শ্রবণ করাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করবেন। ১৩। দশসহস্র (৫) সৈন্যের সাথে দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করছিলেন, হে ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সে শব্দকারীকে প্রাপ্ত হলেন। মনুষ্যদের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদের বধ করলেন। ১৪। ইন্দ্র বললেন, দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করছে ও সূর্যের ন্যায় অবস্থিতি করছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুদগণ! আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁকে সংহার কর। ১৫। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হয়ে শরীর ধারণ করছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ করে দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করলেন। ১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সে কর্ম করেছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রুশূন্য সপ্তশত্রুর শত্রু হয়েছ, অন্ধকারাবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়েছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করেছ। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সে কার্য করেছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হয়ে অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করেছ, তুমিও আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করে বধ করেছ, তুমি আপনার কার্যদ্বারা গোলাভ করেছ। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমিই সে কার্য করেছ, হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হয়েছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থে ছেড়ে দিয়েছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করেছিলে। ১৯। সে ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানার্থে আনন্দিত। তাঁর ক্রোধ কেউ সহ্য করতে পারে না, তিনি দিবসের ন্যায় ধনবান, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্মকর্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রুসৈন্য বিনাশ করেন। ২০। সে ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মনুষ্যগণের পোষক, তিনি আহ্বানযোগ্য, তাঁকে স্তুতিদ্বারা হোম করব, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান, তিনি কীর্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্বক কথা বলে থাকেন। ২১। সে বৃত্রহা ইন্দ্র মহান, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন। মনুষ্যগণের হিতকর বহুকার্য করে পীত সোমের ন্যায় সখাগণের আহ্বানযোগ্য হয়েছিলেন।

টীকা ঃ ১। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখুন। ২। মূলে 'ক্রতবঃ' আছে। সায়ণ অর্থ করেছেন 'শিরস্ত্রাণ প্রভৃতীনি'। ৩। মূলে 'ত্রিঃ ষষ্টি মরুৎ' আছে। অন্যান্য স্থানে সাতজন মরুতের উল্লেখ আছে, এখানে তার নয় গুণ অর্থাৎ ৬৩ মরুতের

উল্লেখ দেখা যায়। ৪। মন্ত্রে 'অনায়ুধাস, অসুরা, অদেবা' আছে। অর্থ আয়ুধশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, বলবান শত্রুগণ। বোধ হয় অনার্যদের উল্লেখ; ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক দেখুন। ৫। ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ নামক অনার্য যোদ্ধা ও তার সৈন্যের বিনাশ কথা আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

৯৭ সূক্ত॥ ইন্দ্র দেবতা। রেভ ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ স্বর্বাঁ অসুরেভ্যঃ।
স্তোতারমিন্মঘবন্নস্য বর্ধয় যে চ ত্বে বৃক্তবর্হিষঃ॥ ১
যমিন্দ্র দধিষে ত্বমশ্বং গাং ভাগমব্যয়ম্।
যজমানে সুন্বতি দক্ষিণাবতি তস্মিন্ তং ধেহি মা পণৌ॥ ২
য ইন্দ্র সস্ত্যব্রতোঽনুষ্বাপমদেবয়ুঃ।
স্বৈঃ ষ এবৈর্মুমুরৎপোষ্যং রয়িং সনুতর্ধেহি তং ততঃ॥ ৩
যচ্ছক্রাসি পরাবতি যদর্বাবতি বৃত্রহন্।
অতস্ত্বা গীর্ভির্দ্যুগদিন্দ্র কেশিভিঃ সুতাবাঁ আ বিবাসতি॥ ৪
যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম যদন্তরিক্ষ আ গহি॥ ৫
স নঃ সোমেষু সোমপাঃ সুতেষু শবসস্পতে।
মাদয়স্ব রাধা সূনৃতাবতেন্দ্র রায়া পরীণসা॥ ৬
মা ন ইন্দ্র পরা বৃণগ্ভবা নঃ সধমাদ্যঃ।
ত্বং ন উতী ত্বমিন্ন আপ্যং মা ন ইন্দ্র পরা বৃণক্॥ ৭
অস্মে ইন্দ্র সচা সুতে নি ষদা পীতয়ে মধু।
কৃধী জরিত্রে মঘবন্নবো মহদস্মে ইন্দ্র সচা সুতে॥ ৮
ন ত্বা দেবাস আশত ন মর্ত্যাসো অদ্রিবঃ।
বিশ্বা জাতানি শবসাভিভূরসি ন ত্বা দেবাস আশত॥ ৯
বিশ্বাঃ পৃতনা অভিভূতরং নরং সজূস্ততক্ষুরিন্দ্রং জজনুশ্চ রাজসে।
ক্রত্বা বরিষ্ঠং বর আমুরিমুতোগ্রমোজিষ্ঠং তবসং তরস্বিনম্॥ ১০
সমীং রেভাসো অস্বরন্নিন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে।
স্বর্পতিং যদীং বৃধে ধৃতব্রতো হ্যোজসা সমূতিভিঃ॥ ১১
নেমিং নমন্তি চক্ষসা মেষং বিপ্রা অভিস্বরা।
সুদীতয়ো বো অদ্রুহোঽপি কর্ণে তরস্বিনঃ সমৃক্বভিঃ॥ ১২
তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানমুগ্রং সত্রা দধানমপ্রতিষ্কুতং শবাংসি।
মংহিষ্ঠো গীর্ভিরা চ যজ্ঞিয়ো ববর্তদ্রায়ে নো বিশ্বা সুপথা কৃণোতু বজ্রী॥ ১৩
ত্বং পুর ইন্দ্র চিকিদেনা ব্যোজসা শবিষ্ঠ শক্র নাশয়ধ্যৈ।
ত্বদ্বিশ্বানি ভুবনানি বজ্রিন্দ্যাবা রেজেতে পৃথিবী চ ভীষা॥ ১৪
তন্ম ঋতমিন্দ্র শূর চিত্র পাত্বপো ন বজ্রিন্দুরিতাতি পর্ষি ভূরি।
কদা ন ইন্দ্র রায় আ দশস্যোর্বিশ্বপ্স্ন্যস্য স্পৃহয়ায্যস্য রাজন্॥ ১৫

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি সুখবান। তুমি অসুরগণের নিকট হতে (১) যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করেছ, হে ধনবান! তার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্ধিত কর, ওরা বর্হি আস্তীর্ণ করেছে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন ধারণ কর, যজমান দক্ষিণাযুক্ত হয়ে সোমাভিষব করলে তাকেই সে ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করো না। ৩। অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত

যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধন বিনাশ করুক, তুমি তাকে কর্মরহিত প্রদেশে স্থাপন কর। ৪। হে শত্রু! হে বৃত্রহন! তুমি দূরদেশে থাক বা নিকট দেশেই থাক, তথা হতে, এ ভূলোক হতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এ স্তুতি দ্বারা অভিষুত সোমবান যজমান যজ্ঞে আনয়ন করছে। ৫। হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে বৃত্রহন! যদিবা পৃথিবীর কোন স্থানে থাক অথবা অন্তরিক্ষে থাক, এস। ৬। হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র! সোম অভিষুত হলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদের আনন্দিত কর। ৭। হে ইন্দ্র! আমাদের পরিত্যাগ করো না, আমাদের সঙ্গে একত্র সোম পানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদের রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদের বন্ধু। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পরিত্যাগ করো না। ৮। হে ইন্দ্র! আমাদের সাথে অভিষুত সোম মধুপানার্থে উপবেশন কর। হে মঘবা! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিষুত সোমে আমাদের সাথে উপবেশন কর। ৯। হে বজ্রবান ইন্দ্র। দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না। তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করতে পারে না। ১০। সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হয়ে শত্রুপরাজয়কর, নেতাকে তীক্ষ্ণ করছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থে সূর্যাত্মক ইন্দ্রকে সৃষ্টি করছে, কর্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও শত্রুদের সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী, প্রবৃদ্ধ ও বেগবান ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করছে। ১১। রেভগণ এ ইন্দ্রকে সোমপানার্থে সম্যকরূপে স্তুতি করেছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্ধনার্থে যখন স্তুতি করে তখন কর্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন। ১২। রেভগণ নেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে। মেধাবিগণ সে মেষকে (২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমরা সুন্দর দীপ্তযুক্ত এবং অদ্রোহী তোমরা ত্বরাযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের কর্ণে অর্চনা মন্ত্রদ্বারা স্তব কর। ১৩। সে মঘবান উগ্র যথার্থ বলধারী অপ্রতিরোধনীয় ইন্দ্রকে বার বার আহ্বান করি। পূজ্যতম যাগযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্তিত হোন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন। ১৪। হে সর্বাপেক্ষা বলবান! হে শত্রু! হে ইন্দ্র! তুমি এ সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী! সমস্ত ভূতজাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবীও কম্পিত হয়। ১৫। হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক, হে বজ্রবান ইন্দ্র! জলের ন্যায় বহুপাপ হতে আমাদের পার কর। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহণীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করবে?

টীকা ঃ ১। এখানেও বোধ হয় অসুর অর্থে বলবান অনার্যগণ। অনার্যগণের নিকট হতে ধন কেড়ে নিয়ে তোমার উপাসক আর্যগণকে দাও, এ বোধ হয় ঋকের মর্ম। নীচের ঋকে দুটি যজ্ঞবিহীন ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ দেখুন। ২। ইন্দ্র মেষ হয়ে মেধাতিথি ঋষিকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সায়ণ। এ গল্পটি বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত। ঋগ্বেদের কবি বোধ হয় কেবল ইন্দ্রের যুদ্ধপ্রিয়তা বা নরহিতকারিতা দেখে মেষের সাথে তুলনা করেছেন।

৯৮ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। আঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ ঋষি। উষ্ণিক্, ককুপ্, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ। ধর্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে ॥ ১
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ। বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি ॥ ২

দেবাস্ত ইন্দ্র সখ্যায় যেমিরে ॥ ৩
বিভ্রাজজ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ। গিরির্ন বিশ্বতস্পৃথুঃ পতির্দিবঃ ॥ ৪
এন্দ্র নো গধি প্রিয়ঃ সত্রাজিদগোহ্যঃ।
অভি হি সত্য সোমপা উভে বভূথ রোদসী।
ইন্দ্রাসি সুম্বতো বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৫
ত্বং হি শশ্বতীনামিন্দ্র দর্তা পুরামসি। হন্তা দস্যোর্মনোর্বৃধঃ পতির্দিবঃ ॥ ৬
অধা হীন্দ্র গির্বণ উপ ত্বা কামান্মহঃ সসৃজ্মহে। উদেব যন্ত উদভিঃ ॥ ৭
বার্ণ ত্বা যব্যাভির্বর্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি। বাবৃধ্বাংসং চিদদ্রিবো দিবেদিবে ॥ ৮
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়োরৌ রথ উরুযুগে। ইন্দ্রবাহা বচোযুজা ॥ ৯
ত্বং ন ইন্দ্রা ভরঁ ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে। আ বীরং পৃতনাষহম্ ॥ ১০
ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে ॥ ১১
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে শতক্রতো। স নো রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। মেধাবী মহান কর্মকর্তা বিদ্বান স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্যকে প্রদীপ্ত করেছ; তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতি দ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করে গমন করেছিলে, দেবগণ তোমার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করেছিলেন। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদের জয়কারী, তোমাকে কেউ গোপন করতে পারে না. তুমি পর্বতের ন্যায় সর্বত বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি, তুমি আমাদের নিকট এস। ৫। হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করেছ, অতএব তুমি সোমাভিষবকারীর বর্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপুরী ভেদ করে থাক। তুমি দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্ধক এবং দ্যুলোকের পতি। ৭। হে স্তুতিভাক ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ জল বিসৃষ্ট করে, সেরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করছি। ৮। হে বজ্রবান শূর ইন্দ্র! নদীগণ যেরূপ উদকস্থান বর্ধিত করে, সেরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ তোমাকে প্রতি দিবস বর্ধিত করি। ৯। গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎরথে তাঁর বাহনভূত এবং বাঙমাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন। ১০। হে শতক্রতু বিচক্ষণ বীর্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র! তুমি আমাদের বল এবং ধন দান কর। ১১। হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করব। ১২। হে বলবান বহুকর্তৃক আহূত শতক্রতু! তুমি বলাভিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করছি, তুমি আমাদের সুন্দর বীর্যোপেত ধন দান কর।

৯১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ঋষি। প্রাগাথ ছন্দ।

ত্বামিদা হ্যো নরোঽপীপ্যন্বজ্রিন্ ভূর্ণয়ঃ।
স ইন্দ্র স্তোমবাহসামিহ শ্রুধ্যুপ স্বসরমা গহি ॥ ১
মৎস্বা সুশিপ্র হরিবস্তদীমহে ত্বে আ ভূষন্তি বেধসঃ।
তব শ্রবাংস্যুপমান্যুক্থ্যা সুতেষ্বিন্দ্র গির্বণঃ ॥ ২
শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং ন দীধিম ॥ ৩
অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ৪

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্তিষ্বভি বিশ্বা অসি স্পৃধঃ।
অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য তরুষ্যতঃ ॥ ৫
অনু তে শুষ্মং তুরয়ন্তমীয়তুঃ ক্ষোণী শিশুং ন মাতরা।
বিশ্বাস্তে স্পৃধঃ শ্নথয়ন্ত মন্যবে বৃত্রং যদিন্দ্র তূর্বসি ॥ ৬
ইত ঊতী বো অজরং প্রহেতারমপ্রহিতম্।
আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধম্ ॥ ৭
ইষ্কর্তারমনিষ্কৃতং সহস্কৃতং শতমূতিং শতক্রতুম্।
সমানমিন্দ্রমবসে হবামহে বসবানং বসূজুবম্ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে বজ্রবান ইন্দ্র! হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অদ্য এবং কল্য সোমপান করিয়েছে, তুমি এ যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের স্তোত্র শোন এবং গৃহে উপাগত হও। ২। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট অশ্ববান স্তুতিভাক ইন্দ্র! পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, সোম অভিষুত হলে তোমার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হোক। ৩। সমাশ্রিত রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্যকে ভজনা করে, সেরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত ধন ভজনা কর। তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষ্যমাণ ধনসমূহ উৎপাদন করেন, আমরা তা পৈতৃক ভাগের ন্যায় ধারণ করব। ৪। পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা, সে ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করে এ পরিচর্যাকারীর ইচ্ছার বাধা দেন না। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারিগণকে অভিভূত কর। হে শত্রুগণের বাধক! তুমি অমঙ্গলনাশক জনয়িতা সমস্ত শত্রুগণের হিংসক এবং বাধকগণের বাধাদানকারী। ৬। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেরূপ মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয়। ৭। জরারহিত শত্রুগণের প্রেরক অপ্রতিহত বেগশালী জয়শীল গমনশীল রথিশ্রেষ্ঠ অহিংসিত ও জলবর্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর। ৮। শত্রুগণের সংস্কর্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত বলকৃৎ, বহুরক্ষাবিশিষ্ট, শতক্রতু সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি।

১০০ সূক্ত ॥ দশম ও একাদশ ঋকের বাকদেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং ত এমি তন্বা পুরস্তাদ্বিশ্বে দেবা অভি মা যন্তি পশ্চাৎ।
যদা মহ্যং দীধরো ভাগমিন্দ্রাদিন্ময়া কৃণবো বীর্যাণি ॥ ১
দধামি তে মধুনো ভক্ষমগ্রে হিতস্তে ভাগঃ সুতো অস্তু সোমঃ।
অসশ্চ ত্বং দক্ষিণতঃ সখা মেহধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি ॥ ২
প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম ॥ ৩
অয়মস্মি জরিতঃ পশ্য মেহ বিশ্বা জাতন্যভ্যস্মি মহ্না।
ঋতস্য মা প্রদিশো বর্ধয়ন্ত্যাদর্দিরো ভুবনা দর্দরীমি ॥ ৪
আ যন্মা বেনা অরুহন্নৃতস্য একমাসীনং হর্যতস্য পৃষ্ঠে।
মনশ্চিন্মে হৃদ আ প্রত্যবোচদচিক্রদঞ্ছিশুমন্তঃ সখায়ঃ ॥ ৫
বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা যা চকর্থ মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতে।
পারাবতং যৎপুরুসম্ভৃতং বস্বপাবৃণোঃ শরভায় ঋষিবন্ধবে ॥ ৬

প্র নূনং ধাবতা পৃথঙ্ নেহ যো বো অবাবরীৎ ।
নি যীং বৃত্রস্য মর্মণি বজ্রমিন্দ্রো অপীপতৎ ॥ ৭
মনোজবা অয়মান আয়সীমতরৎ পুরম্ ।
দিবং সুপর্ণো গত্বায় সোমং বজ্রিণ আভরৎ ॥ ৮
সমুদ্রে অন্তঃ শয়ত উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ ।
ভরন্ত্যস্মৈ সংযতঃ পুরঃ প্রস্রবণা বলিম্ ॥ ৯
যদ্বাগ্বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা ।
চতস্র ঊর্জং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥ ১০
দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু ॥ ১১
সখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে ।
হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূনিন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র। আমি পুত্রের সাথে শত্রুজয়ার্থে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে আগমন করেন। যখন তুমি আমাকে শত্রুধনের ভাগ দান কর অতএব আমার সাথে পৌরুষ প্রকাশ কর। ২। তোমাকে অগ্রে মদকর সোমরূপ অন্নদান করছি, অভিষুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হোক। তুমি আমার দক্ষিণপার্শ্বে সখারূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুজনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করব। ৩। হে সংগ্রামেচ্ছুগণ। ইন্দ্র আছেন এ যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেউ নেই। কে তাকে দেখেছে? আমরা কাকে স্তুতি করব (১)। ৪। হে স্তোতা! এ আমি তোমার নিকট এসেছি, আমাকে দর্শন কর, সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি। ৫। যখন যজ্ঞাভিলাষিগণ, কমনীয় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করিয়েছিল. তখন তাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করেছিল যে পুত্রযুক্ত প্রিয় এ ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করছে। ৬। হে মঘবান ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যা করেছ, সে সমস্ত কার্য বলবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তা ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করেছ। ৭। যে এক্ষণে প্রধাবিত হচ্ছে, পৃথক থাকছে না যে তোমাদের আবরণ করছে না, ইন্দ্র তার মর্মস্থানে বজ্র পাতিত করেছেন। ৮। মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হলেন পরে স্বর্গে গমন করে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করলেন। ৯। যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সে বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করছে। ১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করে যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারদিকে অন্ন, জল দোহন করে। তার যা শ্রেষ্ঠ আছে, তা কোথায় গমন করছে? ১১। দেবগণ যে দীপ্তিমতী বাকদেবতাকে উৎপাদন করেছেন, সর্বপ্রকার পশুগণ সে বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হয়ে আমাদের স্তুতিগ্রহণ করে আমাদের নিকট আসুন। ১২। সখে বিষ্ণু! তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে দ্যুলোক। তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু! তুমি ও আমি বৃত্রকে বধ করব, নদী সকলকে নিয়ে যাব, নদী সকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক।

টীকা ঃ ১। দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মেছিল, তা এ ঋক হতে অনুমান হয়, পরের দুটি ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তিচ্ছলে সে সন্দেহভঞ্জন করছেন।

১০১ সূক্ত ।। পঞ্চমের শেষাংশের ও ষষ্ঠের আদিত্য দেবতা, সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা, নবম ও দশমের বায়ু দেবতা, একাদশ ও দ্বাদশের সূর্য দেবতা, ত্রয়োদশের উষা দেবতা, চতুর্দশের পবমান দেবতা, পঞ্চদশ ও ষোড়শের গো দেবতা, অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ভৃগুগোত্র জমদগ্নি ঋষি। বৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋধগিত্থা স মর্ত্যঃ শশমে দেবতাতয়ে।
যো নূনং মিত্রাবরুণাবভিষ্টয় আচক্রে হব্যদাতয়ে ॥ ১
বর্ষিষ্ঠক্ষত্রা উরুচক্ষসা নরা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা বাহুতা ন দংসনা রথর্যতঃ সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ২
প্র যো বাং মিত্রাবরুণাজিরো দূতো অদ্রবৎ। অয়ঃ শীর্ষা মদেরঘুঃ ॥ ৩
ন রঃ সংপৃচ্ছে ন পুনর্হবীতবে ন সংবাদায় রমতে।
তস্মান্নো অদ্য সমৃতেরুরুষ্যতং বাহুভ্যাং ন উরুষ্যতম্ ৪
প্র মিত্রায় প্রার্যম্ণে সচথ্যমৃতাবসো।
বরুথ্যং বরুণে ছন্দ্যং বচঃ স্তোত্রং রাজসু গায়ত ॥ ৫
তে হিন্বিরে অরুণং জেন্যং বস্বেকং পুত্রং তিসৃণাম্।
তে ধামান্যমৃতা মর্ত্যানামদব্ধা অভি চক্ষতে ॥ ৬
আ মে বচাংস্যুদ্যতা দ্যুমত্তমানি কর্ত্বা।
উভা যাতং নাসত্যা সজোষসা প্রতি হব্যানি বীতয়ে ॥ ৭
রাতিং যদ্বামরক্ষসং হবামহে যুবাভ্যাং বাজিনীবসূ।
প্রাচীং হোত্রাং প্রতিরন্তাবিতং নরা গৃণানা জমদগ্নিনা ॥ ৮
আ নো যজ্ঞং দিবিস্পৃশং বায়ো যাহি সুমন্মভিঃ।
অন্তঃ পবিত্র উপরি শ্রীণানোঽয়ং শুক্রো অয়ামি তে ॥ ৯
বেত্যধ্বর্যুঃ পথিভী রজিষ্ঠৈঃ প্রতি হব্যানি বীতয়ে।
অধা নিযুত্ব উভয়স্য নঃ পিব শুচিং সোমং গবাশিরম্ ॥ ১০
বণ্মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেঽদ্ধা দেব মহাঁ অসি ॥ ১১
বট্ সূর্য শ্রবসা মহাঁ অসি সত্রা দেব মহাঁ অসি।
মহ্না দেবানামসুর্যঃ পুরোহিতো বিভু জ্যোতিরদাভ্যম্ ॥ ১২
ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রূপা রোহিণ্যা কৃতা।
চিত্রেব প্রত্যদর্শ্যায়ত্যং তর্দশসু বাহুষু ॥ ১৩
প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে।
বৃহদ্ধ তস্থৌ ভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত আ বিবেশ ॥ ১৪
মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ১৫
বচোবিদং বাচমুদীরয়ন্তীং বিশ্বাভি ধীভিরুপতিষ্ঠমানাম্।
দেবীং দেবেভ্যঃ পর্যেয়ুষীং গামা মাবৃক্ত মর্ত্যো দভ্রচেতাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। যে হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সে মনুষ্য সত্যই এ প্রকারে যজ্ঞার্থে হবি সংস্কার করে।

২। অতিশয় বর্ধিতবল, মহাদর্শন নেতা, দীপ্তিমান অতিশয় বিদ্বান সে মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্যকিরণের সাথে কর্মলাভ করেন। ৩। হে মিত্র ও বরুণ! যে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিমুখে গমন করে, সে দেবগণের দূত হয়, তার মস্তক সুবর্ণভূষিত হয় এবং সে মদকর ধন লাভ করে। ৪। যে বার বার প্রশ্ন করলেও আনন্দিত হয় না, যে বার বার আহ্বান করলেও আনন্দিত হয় না কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হয় না, তার সংগ্রাম হতে আমাদের আজ রক্ষা কর, তার বাহুদ্বয় হতে আমাদের রক্ষা কর! ৫। হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর, অর্যমা উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর। ৬। অরুণবর্ণ, বিজয়সাধন, বাসপ্রদ, তিনজনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্যদের স্থান সকল দেখতে পান। ৭। হে একত্রমিলিত নাসত্যদ্বয়! তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ততম বাক্যে ও কার্যে এস, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর। ৮। হে অন্নবিশিষ্ট ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রাক্ষসরহিত দান আছে, তা যখন আহ্বান করব তখন তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক স্তূয়মান হয়ে পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্ধনকারী নেতাস্বরূপ হয়ে এস। ৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে এস। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এ শুভ্র সোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হয়েছিল। ১০। হে নিযুতবান বায়ু! অধ্বর্যু ঋজুতম পথে গমন করছে, তোমার ভক্ষণার্থে হবি নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর। ১১। হে সূর্য! তুমি সত্যই মহান। হে আদিত্য! তুমি মহান একথা সত্য। তুমি মহান, তোমার মহিমা স্তুত হচ্ছে। হে দেব! তুমি মহান, একথা সত্য। ১২। হে সূর্য! তুমি শ্রবণে মহান, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনীয়। ১৩। এ যে নিম্নমুখী স্তুতিমতী রূপবতী প্রকাশযুক্তা উষা উৎপাদিত হয়েছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করে চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছেন। ১৪। তিন প্রজা অতিক্রমণ করে গমন করেছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিক আশ্রয় করেছিল। ভুবন মধ্যে আদিত্য মহান হয়ে অবস্থিতি করছিলেন, পবমান দিকসমূহে প্রবেশ করলেন। ১৫। যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জলগণ! সে নির্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করো না। এ কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলেছিলাম। ১৬। বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্য উচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সাথে উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো দেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জন করে।

১০২ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। এ সূক্তের ভৃগুগোত্রোৎপন্ন প্রয়োগ ঋষি অথবা বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামক ঋষি, অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও বশিষ্ঠ নামক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ত্বমগ্নে বৃহদ্বয়ো দধাসি দেব দাশুষে। কবির্গৃহপতির্যুবা ॥ ১
স ন ঈলানয়া সহ দেবাঁ অগ্নে দুবস্যুবা। চিকিদ্বিভানবা বহ ॥ ২
ত্বয়া হ স্বিদ্যুজা বয়ং চোদিষ্ঠেন যবিষ্ঠ্য। অভি ষ্মো বাজসাতয়ে ॥ ৩
ঔর্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদা হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৪
হুবে বাতস্বনং কবিং পর্জন্যক্রন্দ্যং সহঃ। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৫
আ সবং সবিতুর্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে। অগ্নিং সমুদ্রবাসসম্ ॥ ৬

অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমং। অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ৭
অয়ং যথা ন আভুবত্ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা। অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥ ৮
অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দেবেষু পত্যতে। আ বাজৈরুপ নো গমৎ ॥ ৯
বিশ্বেষামিহ স্তুহি হোতৄণাং যশস্তমম্। অগ্নিং যজ্ঞেষু পূর্ব্যম্ ॥ ১০
শীরং পাবকশোচিষং জ্যেষ্ঠো যো দমেষ্বা। দীদায় দীর্ঘশ্রুত্তমঃ ॥ ১১
তমর্বন্তং ন সানসিং গৃণীহি বিপ্র শুষ্মিণম্। মিত্রং ন যাতযজ্জনম্ ॥ ১২
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্ ॥ ১৩
যস্য ত্রিধাত্ববৃতং বর্হিস্তস্থাবসন্দিনং। আপশ্চিন্নি দধা পদম্ ॥ ১৪
পদং দেবস্য মীড়্হুষোঽনাধৃষ্টাভিরূতিভিঃ। ভদ্রা সূর্য ইবোপদৃক্ ॥ ১৫
অগ্নে ঘৃতস্য ধীতিভিস্তেপানো দেব শোচিষা। আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১৬
তং ত্বাজনন্ত মাতরঃ কবিং দেবাসো অঙ্গিরঃ। হব্যবাহমমর্ত্যম্ ॥ ১৭
প্রচেতসং ত্বা কবেঽগ্নে দূতং বরেণ্যম্। হব্যবাহং নি ষেদিরে ॥ ১৮
নহি মে অস্ত্যঘ্ন্যা ন স্বধিতির্বনন্বতি। অথৈতাদৃগ্ভরামি তে ॥ ১৯
যদগ্নে কানি কানি চিদা তে দারূণি দধ্মসি। তা জুষস্ব যবিষ্ঠ্য ॥ ২০
যদত্ত্যুপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি। সর্বং তদস্তু তে ঘৃতম্ ॥ ২১
অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ। অগ্নিমীধে বিবস্বভিঃ ॥ ২২

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যোতমান অগ্নি ! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে মহা অন্ন প্রদান কর। ২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি ! তুমি জাত হয়ে আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আন। আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করছি। ৩। হে যুবতম অগ্নি ! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায় লাভ করে আমরা অন্ন লাভার্থে শত্রুগণকে অভিভব করি। ৪। আমি সমুদ্রমধ্যবর্তী শুচি অগ্নিকে, ঔর্ব্য, ভৃগু ও অপ্নবাণের ন্যায় আহ্বান করি। ৫। বাতসদৃশ ধ্বনি-বিশিষ্ট, পর্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি বলবান, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি। ৬। সবিতা দেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে, আহ্বান করি। ৭। অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান বর্ধমান ও বহুতম অগ্নিকে হে ঋত্বিকগণ ! তোমরা অভিগমন কর। ৮। এ অগ্নি, আমাদের কর্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই। ৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সাথে আমাদের নিকট আসুন। ১০। হে স্তোতা ! সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এ যজ্ঞে স্তব কর। ১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আদীপ্ত হন। পবিত্রকর দীপ্তিযুক্ত অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব কর। ১২। হে মেধাবী ! অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য বলবান মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর। ১৩। হে অগ্নি ! যজমানের জন্য স্তুতি সকল ভগিনী সকলের ন্যায় তোমার গুণকীর্তন করে তোমার সেবা করছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করছে। ১৪। যে অগ্নির তিনটি অনাবৃত অবদ্ধ বর্হি আছে, সে অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয়। ১৫। অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁর দৃষ্টিও সূর্যের ন্যায় মঙ্গলকর। ১৬। হে অগ্নিদেব ! দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হয়ে জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আন এবং যজ্ঞ কর। ১৭। হে অঙ্গিরা অগ্নি ! দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন। ১৮। হে কবি অগ্নি ! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয় দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী, তোমার চারদিকে

দেবগণ উপবিষ্ট হলেন। ১৯। হে অগ্নি! আমার গাভী নেই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নেই। হে অগ্নি। এ সমস্তই আমি তোমায় দান করেছি। ২০। হে যুবতম অগ্নি! তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য ধারণ করি তখন সে সকল পরশু ছিন্ন কাষ্ঠ তুমি সেবা কর। ২১। তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠ সকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠ সকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করে গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হোক। ২২। মনুষ্য কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে, মনের দ্বারা কর্ম আচরণ করে ও ঋত্বিকগণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে।

১০৩ সূক্ত ॥ অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি। বৃহতী, বিড়াড্রূপা, সতোবৃহতী, ককুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষন্ত নো গিরঃ ॥ ১
প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেবাঁ অচ্ছা ন মজ্মনা।
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য সানবি ॥ ২
যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ॥ ৩
প্র যং রায়ে নিনীষসি মর্তো যস্তে বসো দাশৎ।
স বীরং ধত্তে অগ্ন উক্থশংসিনং ত্মনা সহস্রপোষিণম্ ॥ ৪
স দৃড়্হে চিদভি তৃণত্তি বাজমর্বতা স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ।
ত্বে দেবত্রা সদা পুরূবসো বিশ্বা বামানি ধীমহি ॥ ৫
যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাম্।
মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্র স্তোমা যন্ত্যগ্নয়ে ॥ ৬
অশ্বং ন গীর্ভী রথ্যং সুদানবো মর্মৃজ্যন্তে দেবয়বঃ।
উভে তোকে তনয়ে দস্ম বিশ্পতে পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৭
প্র মংহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাবে বৃহতে শুক্রশোচিষে। উপস্তুতাসো অগ্নয়ে ॥ ৮
আ বংসতে মঘবা বীরবদ্যশঃ সমিদ্ধো দ্যুম্ন্যাহুতঃ।
কুবিন্নো অস্য সুমতির্নবীয়স্যচ্ছা বাজেভিরাগমৎ ॥ ৯
প্রেষ্ঠমু প্রিয়াণাং স্তুহ্যাসাবাতিথিম্। অগ্নিং রথানাং যমম্ ॥ ১০
উদিতা যো নিদিতা বেদিতা বস্বা যজ্ঞিয়ো ববর্তিতি।
দুষ্টরা যস্য প্রবণে নোর্ময়ো ধিয়া বাজং সিষাসতঃ ॥ ১১
মা নো হৃণীতামতিথির্বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ। যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥ ১২
মো তে রিষন্যে অচ্ছোক্তিভির্বসোঽগ্নে কেভিশ্চিদেবৈঃ।
কীরিশ্চিদ্ধি ত্বামীট্টে দূত্যায় রাতহব্যঃ স্বধ্বরঃ ॥ ১৩
আগ্নে যাহি মরুৎসখা রুদ্রেভিঃ সোমপীতয়ে।
সোভর্যা উপ সুষ্টুতিং মাদয়স্ব স্বর্ণরে ॥ ১৪

অনুবাদঃ ১। যে অগ্নিতে কর্ম সকল আহুত হয়, সর্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সে অগ্নি দৃষ্ট হলেন। আর্যগণের বর্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হলে আমাদের স্তুতি বাক্য সকল তাঁর নিকট গমন করছে। ২। দিবোদাসকর্তৃক আহূত অগ্নি, মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করতে প্রবৃত্ত হন নি। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিতি করলেন। ৩। কর্তব্যকর্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর মনুষ্যগণ কম্পিত হয়। অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্তব্যকর্মদ্বারা আপনি

পরিচর্যা কর। ৪। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! তুমি যাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হব্য প্রদান করে সে উকথশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে। ৫। হে বহুধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রু-পুরস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করে, তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করব। ৬। যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সে অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে। ৭। হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষিগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে, সে তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানগণের দান প্রদান কর। ৮। হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা যজ্ঞবান সত্যবান বৃহৎ দীপ্ততেজবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর। ৯। ধনবান অন্নবান অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হয়ে যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, তার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সাথে বহুবার আমাদের অভিমুখে আসুন। ১০। হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তব কর। ১১। জ্ঞান-যুক্ত যজ্ঞার্হ যে অগ্নি উদগত শ্রুতধন আবর্তিত করেন। কর্ম দ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির জ্বালা নিম্নাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দুস্তর, সে অগ্নিকে স্তব কর। ১২। বাসপ্রদ অতিথি অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন অবরুদ্ধ না হন। ১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা তোমার পরিচর্যা করে, তারা যেন হিংসিত না হয়। সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হব্যদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্মের জন্য উপাসনা করে। ১৪। হে অগ্নি! তুমি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্মে সোম পানার্থে রুদ্রগণের সাথে এস, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট এস, প্রমত্ত হও।

নবম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি। (১) গায়ত্রী ছন্দ।

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া। ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিরভি যোনিময়োহতম্। দ্রুণা সধস্থমাসদৎ ॥ ২
বরিবোধাতমো ভব মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ। পর্ষি রাধো মঘোনাম্ ॥ ৩
অভ্যর্ষ মহানাং দেবানাং বীতিমন্ধসা। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৪
ত্বামচ্ছা চরামসি তদিদর্থং দিবেদিবে। ইন্দো ত্বে ন আশসঃ ॥ ৫
পুনাতি তে পরিস্রুতং সোমং সূর্যস্য দুহিতা। বারেণ শশ্বতা তনা ॥ ৬
তমীমণ্বীঃ সমর্য আ গৃভ্ণন্তি যোষণো দশ। স্বসারঃ পার্যে দিবি ॥ ৭
তমীং হিন্বন্ত্যগ্রুবো ধমন্তি বাকুরং দৃতিম্। ত্রিধাতু বারণং মধু ॥ ৮
অভীমমঘ্ন্যা উত শ্রীণন্তি ধেনবঃ শিশুম্। সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৯
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা বিশ্বা বৃত্রাণি জিঘ্নতে। শূরো মঘা চ মংহতে ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হয়ে স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও। ২। রাক্ষসহন্তা সকলের দর্শক সোম লৌহ-দ্বারা পিষ্ট হয়ে দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হন। ৩। তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে বৃত্র বধ কর, ধনবান শত্রুগণের ধন আমাদের দান কর। ৪। তুমি মহান দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সাথে গমন কর, বল ও অন্ন দান কর। ৫। হে ইন্দু! আমরা তোমার পরিচর্যা করি, প্রত্যহ এ আমাদের কার্য। আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি। ৬। সূর্যের দুহিতা (২) তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত এবং নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পূত করেন। ৭। অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সে সোমকেই গ্রহণ করে। ৮। অঙ্গুলিগণ তাঁকেই প্রেরণ করে, চর্মের ন্যায় দীপ্তিমান সে সোমকে অভিষব করে। ঐ সোমাত্মক মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে। ৯। অবধ্য ধেনুগণ এ বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে। ১০। শূর ইন্দ্র এ সোমপানে মত্ত হয়ে সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধনদান করেন।

টীকা ঃ ১। অঙ্গিরা বা তদ্বংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষি। সমস্ত নবম মণ্ডল কেবল সোম দেবের অর্চনা। সামবেদের তৃতীয়াংশ এ ঋগ্বেদে নবম মণ্ডল হতে গৃহীত। সেকালে লোকে সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়িত করে পরে দশ অঙ্গুলি দ্বারা চটকিয়ে রস বার করত। পরে মেষ লোমের ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে পাত্রে রাখত এবং 'সিদ্ধির' ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতির সাথে মিশ্রিত করে পান করত। ২। শ্রদ্ধাদেবী। সায়ণ। কিন্তু সূর্যদুহিতার সোমের সাথে বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব দেববীরতি পবিত্রং সোম রংহ্যা। ইন্দ্রমিন্দো বৃষা বিশ ॥ ১
আ বচ্যস্ব মহি প্সরো বৃষেন্দো দ্যুম্নবত্তমঃ। আ যোনিং ধর্ণসিঃ সদঃ ॥ ২

অধুক্ষত প্রিয়ং মধু ধারা সুতস্য বেধসঃ। অপো বসিষ্ট সুক্রতুঃ ॥ ৩
মহান্তং ত্বা মহীরন্বাপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ৪
সমুদ্রো অপ্সু মামৃজে বিষ্টম্ভো ধরুণো দিবঃ। সোমঃ পবিত্রে অস্ময়ুঃ ॥ ৫
অচিক্রদদ্‌বৃষা হরির্মহান্মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্যেণ রোচতে ॥ ৬
গিরস্ত ইন্দ ওজসা মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভসে ॥ ৭
তং ত্বা মদায় ঘৃষ্বয় উ লোককৃত্নুমীমহে। তব প্রশস্তয়ো মহীঃ ॥ ৮
অস্মভ্যমিন্দবিন্দ্রযুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জন্যো বৃষ্টিমাঁ ইব ॥ ৯
গোষা ইন্দো নৃষা অস্যশ্বসা বাজসা উত। আত্মা যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি দেবাভিলাষী হয়ে বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও, হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর। ২। হে সোম! তুমি মহান অভীষ্টবর্ষী অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর। ৩। অভিষুত অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্মা সোম জল আচ্ছাদন করে। ৪। যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও তখন হে মহান সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎ জল গমন করে। ৫। সোম হতে রস উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে সংস্কৃত হন। ৬। অভীষ্টবর্ষী হরিতবর্ণ মহান এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্যের সাথে প্রদীপ্ত হন। ৭। হে ইন্দু! মত্ততার জন্য তুমি যার দ্বারা অলংকৃত হও, সে কর্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়। ৮। তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুঘর্ষণ-শীল যজমানের জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি করে থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি। ৯। হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও। ১০। হে ইন্দু! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর।

৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। শুনঃশেফ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ দেবো অমর্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তি। অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতি হ্বরাংসি ধাবতি। পবমানো অদাভ্যঃ ॥ ২
এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ। হরির্বাজায় মৃজ্যতে ॥ ৩
এষ বিশ্বানি বার্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ। পবমানঃ সিষাসতি ॥ ৪
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দশস্যতি। আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্ ॥ ৫
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে। দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ৬
এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাংসি ধারয়া। পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজাংস্যস্পৃতঃ। পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৯
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। মরণরহিত এ সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করছেন। ২। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এ সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হয়ে গমন করেন। ৩। যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এ সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলংকৃত করেন। ৪। ক্ষরণশীল এ বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করতে ইচ্ছা করেন। ৫। এ ক্ষরণশীল

সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন। ৬। মেধাবিগণ এ সোমের স্তব করলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করে জল মধ্যে প্রবেশ করেন। ৭। ক্ষরণশীল এ সোম শব্দ করে ও লোকসমূহকে পরাভূত করে স্বর্গে গমন করেন। ৮। ক্ষরণশীল এ সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হয়ে লোকসমূহকে পরাভূত করে স্বর্গে গমন করেন। ৯। হরিদবর্ণ এ সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিষুত হয়ে দশাপবিত্রে গমন করেন। ১০। এ বহুকর্মা সোমই জাতমাত্র অন্ন উৎপাদন করে ও অভিষুত হয়ে ধাররূপে ক্ষরিত হন।

৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিরণ্যস্তূপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সনা চ সোম জেষি চ পবমান মহি শ্রবঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১
সনা জ্যোতিঃ সনা স্বর্বিশ্বা চ সোম সৌভগা। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ২
সনা দক্ষমুত ক্রতুমপ সোম মৃধো জহি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৩
পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৪
ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৫
তব ক্রত্বা তবোতিভির্জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৬
অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৭
অভ্যর্ষানপচ্যুতো রয়িং সমৎসু সাসহিঃ। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৮
ত্বাং যজ্ঞৈরবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ৯
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর। অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে মহৎ অন্নভূত পবমান সোম! ভজনা কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ২। হে সোম! জ্যোতি দান কর, স্বর্গ দান কর, এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৩। হে সোম! বল এবং কর্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৪। হে সোমাভিষবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৫। হে সোম! তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদের সূর্য লাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৬। আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সূর্য দর্শন করব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৭। হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৮। সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, শত্রুগণকে অভিভব করে থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ৯। হে ক্ষরণশীল সোম! যজমানগণ বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ১০। হে ইন্দু! তুমি আমাদের নানাবিধ অশ্ববান সর্বগামী ধন দান কর।

৫ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিদ্ধো বিশ্বতস্পতিঃ পবমানো বি রাজতি। প্রীণন্ বৃষা কনিক্রদৎ ॥ ১
তনূনপাৎ পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্ষতি। অন্তরিক্ষেণ রারজৎ ॥ ২
ঈলেন্যঃ পবমানো রয়ির্বি রাজতি দ্যুমান্। মধোর্ধারাভিরোজসা ॥ ৩
বর্হিঃ প্রাচীনমোজসা পবমানঃ স্তৃণন্ হরিঃ। দেবেষু দেব ঈয়তে ॥ ৪
উদাতৈর্জিহতে বৃহদ্বারো দেবীর্হিরণ্যয়ীঃ। পবমানেন সুষ্টুতাঃ ॥ ৫
সুশিল্পে বৃহতী মহী পবমানো বৃষণ্যতি। নক্তোষাসা ন দর্শতে ॥ ৬
উভা দেবা নৃচক্ষসা হোতারা দৈব্যা হুবে। পবমান ইন্দ্রো বৃষা ॥ ৭

ভারতী পবমানস্য সরস্বতীলা মহী।
ইমং নো যজ্ঞমা গমন্তিস্রো দেবীঃ সুপেশসঃ ॥ ৮
ত্বষ্টারমগ্রজাং গোপাং পুরোয়াবানমা হুবে।
ইন্দুরিন্দ্রো বৃষা হরিঃ পবমানঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৯
বনস্পতিং পবমান মধ্বা সমংঙ্ধি ধারয়া।
সহস্রবল্‌শং হরিতং ভ্রাজমানং হিরণ্যয়ম্ ॥ ১০
বিশ্বে দেবাঃ স্বাহাকৃতিং পবমানস্যা গত।
বায়ুর্বৃহস্পতিঃ সূর্যোঽগ্নিরিন্দ্রঃ সজোষসঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান (১) সোম শব্দ করে ও দেবগণকে প্রীতি করে বিরাজিত হন। ২। জলের পৌত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হয়ে ও অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হয়ে গমন করেন। ৩। স্তুতিযোগ্য অভীষ্টদাতা দীপ্তিমান পবমান সোম মধুধারার সাথে তেজবলে বিরাজিত হন। ৪। হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্বাগ্র বর্হি বিস্তার করে তেজবলে আসেন। ৫। হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সাথে স্তুত হয়ে বৃহৎ দিকসমূহে উদ্গমন করেন। ৬। সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা বৃহতী মহতী দর্শনীয়া দিবা রাত্রিকে কামনা করছেন। ৭। মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করি। পবমান সোম ইন্দ্র (২) এবং অভীষ্টবর্ষী। ৮। ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানামক তিন জন সুরূপা দেবী আমাদের এ সোমযজ্ঞে আসুন। ৯। অগ্রজাত প্রজাপালক পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি, হরিদবর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি। ১০। হে পবমান সোম! হরিদবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ দীপ্তিমান সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারা দ্বারা সংস্কৃত কর। ১১। হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু বৃহস্পতি সূর্য অগ্নি এবং ইন্দ্র তোমরা সকলে মিলিত হয়ে সোমের স্বাহা শব্দের নিকট এস।

টীকা : ১। ক্ষরণশীল। ২। দীপ্ত।

৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মন্দ্রয়া সোম ধারয়া বৃষা পবস্ব দেবয়ুঃ। অব্যো বারেষ্বস্ময়ঃ ॥ ১
অভি ত্যং মদ্যং মদমিন্দবিন্দ্র ইতি ক্ষর। অভি বাজিনো অর্বতঃ ॥ ২
অভি ত্যং পূর্ব্যং মদং সুবানো অর্ষ পবিত্র আ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৩
অনু দ্রপ্সাস ইন্দব আপো ন প্রবতাসরন্। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ৪
যমত্যমিব বাজিনং মৃজন্তি যোষণো দশ। বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্ ॥ ৫
তং গোভির্বৃষণং রসং মদায় দেববীতয়ে। সুতং ভরায় সং সৃজ ॥ ৬
দেবো দেবায় ধারয়েন্দ্রায় পবতে সুতঃ। পয়ো যদস্য পীপয়ৎ ॥ ৭
আত্মা যজ্ঞস্য রংহ্যা সুষ্বাণঃ পবতে সুতঃ। প্রত্নং নি পাতি কাব্যম্ ॥ ৮
এবা পুনান ইন্দ্রয়ুর্মদং মদিষ্ঠ বীতয়ে। গুহা চিদ্দধিষে গিরঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে সোম! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী, তুমি আমাদের অভিলাষ করে থাক। তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধুধারায় ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! যেহেতু তুমি স্বামী অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবান অশ্ব প্রদান কর। ৩। তুমি অভিষুত হয়ে সে পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর। ৪। জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁকে ব্যাপ্ত করে।

৫। দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করে অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্যা করে। ৬। দেবগণ পান করে মত্ত হবেন বলে অভিষূত এবং অভীষ্টবর্ষী সে সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর। ৭। ইন্দ্র-দেবের জন্য অভিষূত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু এর পয়ঃ আপ্যায়িত করে। ৮। যজ্ঞের আত্মা অভিষূত সোম অভিলাষ প্রদান করে বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন। ৯। হে মদকর সোম! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হয়ে তাঁর পানার্থে ক্ষরিত হয়ে যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন কর।

৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ। বিদানা অস্য যোজনম্ ॥ ১
প্র ধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে। হবির্হবিষ্‌ষু বন্দ্যঃ ॥ ২
প্র যুজো বাচো অগ্রিয়ো বৃষাব চক্রদদ্বনে। সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩
পরি যৎকাব্যা কবির্নৃম্ণা বসানো অর্ষতি। স্বর্বাজী সিষাসতি ॥ ৪
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি। যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫
অব্যো বারে পরি প্রিয়ো হরির্বনেষু সীদতি। রেভো বনুষ্যতে মতী ॥ ৬
স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি। রণা যো অস্য ধর্মভিঃ ॥ ৭
আ মিত্রাবরুণা ভগং মধ্বঃ পবন্ত ঊর্ময়ঃ। বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে। শ্রবো বসূনি সং জিতম্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হচ্ছেন। ২। সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করছেন। সে সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হচ্ছে। ৩। অভীষ্টবর্ষী সত্যভূত হিংসাবর্জিত প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করছেন। ৪। কবি সোম ধন গ্রহণ করে যখন স্তোত্র অবগত হন তখন স্বর্গে বলবান ইন্দ্র বল প্রকাশ করেন। ৫। যখন কর্মকর্তাগণ এ সোম প্রেরণ করেন তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করেন। ৬। হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হয়ে মেষলোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ করে স্তুতি সেবা করেন। ৭। যে এ সোমের কর্মে প্রীত হয় সে মদমত্ত বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়। ৮। যাদের সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, তারা এ সোমকে বিদিত হয়ে সুখ লাভ করে। ৯। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা মদকর সোমরূপ অন্ন লাভার্থে আমাদের ধন, অন্ন ও বসু দান কর।

৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্। বর্ধন্তো অস্য বীর্যম্ ॥ ১
পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা। তে নো ধান্তু সুবীর্যম্ ॥ ২
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দি চোদয়। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৩
মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ ॥ ৪
দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং সৃজানমতি মেষ্যঃ। সং গোভির্বাসয়ামসি ॥ ৫
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ। পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ। ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭
বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি। সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাঃ ॥ ৮
নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতং স্বর্বিদম্। ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। এ সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য বর্ধিত করে তাঁর অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। ২। সে সোম অভিষুত হচ্ছে, চমস মধ্যে আহ্বান করেছে এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করছেন। তা আমাদের সুবীর্য দান করুন। ৩। হে সোম। তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হয়ে ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং ইন্দ্রকে প্রেরণ কর। ৪। দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবিগণ তোমাকে প্রমত্ত করে। ৫। তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয়ে থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্যদ্বারা মিশ্রিত করব। ৬। অভিষুত ও কলস মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান হরিদ্বর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করছে। ৭। হে সোম! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত কর। ৮। হে সোম! তুমি দ্যুলোক হতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, ধন উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর। ৯। তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।

৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি প্রিয়া দিবঃ কবির্বয়াংসি নপ্ত্যোর্হিতঃ। সুবানো যাতি কবিক্রতুঃ ॥ ১
প্র প্র ক্ষয়ায় পন্যসে জনায় জুষ্টো অদ্রুহে। বীত্যর্ষ চনিষ্ঠয়া ॥ ২
স সূনুর্মাতরা শুচির্জাতো জাতে অরোচয়ৎ। মহান্মহী ঋতাবৃধা ॥ ৩
স সপ্ত ধীতিভির্হিতো নদ্যো অজিন্বদদ্রুহঃ। যা একমক্ষি বাবৃধুঃ ॥ ৪
তা অভি সন্তমস্তৃতং মহে যুবানমা দধুঃ। ইন্দুমিন্দ্র তব ব্রতে ॥ ৫
অভি বহ্নিরমর্ত্যঃ সপ্ত পশ্যতি বাবহিঃ। ক্রিবির্দেবীরতর্পয়ৎ ॥ ৬
অবা কল্পেষু নঃ পুমস্তমাংসি সোম যোধ্যা। তানি পুনান জংঘনঃ ॥ ৭
নূ নব্যসে নবীয়সে সূক্তায় সাধয়া পথঃ। প্রত্নবদ্রোচয়া রুচঃ ॥ ৮
পবমান মহি শ্রবো গামশ্বং রাসি বীরবৎ। সনা মেধাং সনা স্বঃ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। কবিপ্রান্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হয়ে দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষিগণের নিকট গমন করে। ২। তুমি তোমার নিবাসভূত দ্রোহরহিত স্তুতিকারী মনুষ্যের ভক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারাদ্বারা এস। ৩। জাতবিশুদ্ধ, মহান সে পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্ধয়িত্রী ও জনয়িত্রী ও মাতৃভূতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রদীপ্ত করেন। ৪। নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্ধিত করে, সে সোম অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হয়ে দ্রোহরহিত সপ্ত নদীকে প্রীত করেন। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম সে অঙ্গুলিগণ অহিংসিত, বিদ্যমান সোমকে মহৎ কর্মের জন্য ধারণ করে। ৬। বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত নদী দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপূর্ণ হয়ে নদীগণকে তৃপ্ত করেন। ৭। হে পুরুষ সোম! কম্পনীয় দিবসে আমাদের রক্ষা কর, হে পবমান সোম! যে সকল রাক্ষসের সাথে যুদ্ধ করা উচিত, তাদের বিনাশ কর। ৮। হে সোম! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞপথে এস এবং পূর্বের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর। ৯। হে শোধনকালীন সোম! তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদের দান করে থাক। তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ প্রদান কর।

১০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র স্বানাসো রথা ইবার্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ। সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ ॥ ১
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ২
রাজানো ন প্রশস্তিভিঃ সোমাসো গোভিরঞ্জতে। যজ্ঞো ন সপ্ত ধাতৃভিঃ ॥ ৩
পরি সুবানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা। সুতা অর্ষন্তি ধারয়া ॥ ৪
আপানাসো বিবস্বতো জনন্ত উষসো ভগম্। সূরা অণ্বং বি তন্বতে ॥ ৫
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ। বৃষ্ণো হরস আয়বঃ ॥ ৬
সমীচীনাস আসতে হোতারঃ সপ্তজাময়ঃ। পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ৭
নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুশ্চিৎ সূর্যে সচা। কবেরপত্যমা দুহে ॥ ৮
অভি প্রিয়া দিবস্পদমধ্বর্যুভির্গুহা হিতম্। সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ৯

অনুবাদ : ১। রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করে যজমানের ধনের জন্য এসেছেন। ২। সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেরূপ বাহুতে ভার ধারণ করে, সেরূপ ঋত্বিকগণ বাহুতে তাঁকে ধারণ করেন। ৩। স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হন এবং সপ্ত হোতাদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়। ৪। অভিষুত সোম মহতী স্তুতিদ্বারা অভিষুত হয়ে মত্ত করবার জন্য ধারারূপে গমন করেন। ৫। ইন্দ্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করছেন। ৬। স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের আহারকারী মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করছেন। ৭। সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্তহোত যজ্ঞে উপবেশন করেন। ৮। আমি যজ্ঞের নাভিভূত, সোমকে আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সূর্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি সোমের অংশু আপূরিত করব। ৯। গমনশীল, দীপ্ত ইন্দ্র আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত সোমকেও চক্ষে দেখতে পান।

১১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে ॥ ১
অভি তে মধুনা পয়োঽথর্বাণো অশিশ্রয়ুঃ। দেবং দেবায় দেবয়ু ॥ ২
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে। শং রাজন্নোষধীভ্যঃ ॥ ৩
বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে। সোমায় গাথমর্চত ॥ ৪
হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন। মধাবা ধাবতা মধু ॥ ৫
নমসেদুপ সীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন। ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন ॥ ৬
অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে। দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ ॥ ৭
ইন্দ্রায় সোম পাতবে মদায় পরি ষিচ্যসে। মনশ্চিন্মনসস্পতিঃ ॥ ৮
পবমান সুবীর্যং রয়িং সোম রিরীহি নঃ। ইন্দবিন্দ্রেণ নো যুজা ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হে নেতাগণ! এ ক্ষরণশীল সোম দেবগণকে যাগ করতে অভিলাষী, এর উদ্দেশে গান কর। ২। হে সোম! অথর্বা ঋষিগণ তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্র দেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করেছেন। ৩। হে রাজা! তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও। ৪। তোমরা, বভ্রুবর্ণ, স্ববলভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ কর। ৫। হস্তস্থিত অভিষব প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম পূত কর, মদকর

সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর। ৬। নমস্কারের সাথে তাঁর নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর। ৭। হে সোম! তুমি শত্রু-বিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও। ৮। হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান করে মত্ত হবেন বলে তুমি পরিষিক্ত হয়ে থাক। ৯। হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে আমাদের সুন্দর বীর্যযুক্ত ধন দান কর।

১২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য সাদনে। ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন মাতরঃ। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২
মদচ্যুৎক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্মা বিপশ্চিৎ। সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ ॥ ৩
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যো বারে মহীয়তে। সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ ॥ ৪
যঃ সোমঃ কলশেষ্বাঁ অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ। তমিন্দুঃ পরি ষস্বজে ॥ ৫
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি। জিন্বন্‌কোশং মধুশ্চুতম্‌ ॥ ৬
নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্ধীনামন্তঃ সবর্দুঘঃ। হিন্বানো মানুষা যুগা ॥ ৭
অভি প্রিয়া দিবস্পদা সোমো হিন্বানো অর্ষতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ৮
আ পবমান ধারয় রয়িং সহস্রবর্চসম্‌। অস্মে ইন্দো স্বাভুবৎ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। অভিযুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হচ্ছে। ২। মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে। ৩। মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গস্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪। সুকর্মা কবি বিচক্ষণ সোম অন্তরিক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন। ৫। যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সে সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন। ৬। সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করে অন্তরিক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন। ৭। নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি সোম মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্মমধ্যে প্রীতভাবে বাস করেন। ৮। কবি সোম দ্যুলোক হতে প্রেরিত হয়ে মেধাবিগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন। ৯। হে পবমান সোম! তুমি আমাদের বহু দীপ্তিবিশিষ্ট সুন্দর গৃহবিশিষ্ট ধন দান কর।

১৩ সূক্ত। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ। বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্‌ ॥ ১
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্র গায়ত। সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ। গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩
উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ। দ্যুমদিন্দো সুবীর্যম্‌ ॥ ৪
তে নঃ সহস্রিণং রয়িং পবন্তামা সুবীর্যম্‌। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৫
অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে। বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৬
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন ধেনবঃ। দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ। ৭
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমান কনিক্রদৎ। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ৮
অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করে

বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থে সংস্কৃত পাত্রে গমন করছে। ২। হে রক্ষাভিলাষিগণ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থে অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন কর। ৩। বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। ৪। হে সোম! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর। ৫। সে অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র ধন ও সুবীর্য দান করুন। ৬। সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে শীঘ্রগামী লেন অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন। ৭। ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করে গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেরূপ শব্দ করে পাত্রের অভিমুখে গমন করেন। ঋত্বিকগণ হস্তে উহা গ্রহণ করেন। ৮। সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করে সমস্ত শত্রু বিনাশ কর। ৯। হে পবমান শত্রুহিংসক সর্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।

১৪ সূক্ত। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি প্রাসিষ্যদৎ কবিঃ সিন্ধোরূর্মাবধি শ্রিতঃ। কারং বিভ্রৎ পুরুস্পৃহম্ ॥ ১
গিরা যদী সবন্ধবঃ পঞ্চ ব্রাতা অপস্যবঃ। পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্ ॥ ২
আদস্য শুষ্মিণো রসে বিশ্বে দেবা অমৎসত। যদী গোভির্বসায়তে ॥ ৩
নিরিণানো বি ধাবতি জহচ্ছর্যাণি তান্বা। অত্রা সং জিঘ্নতে যুজা ॥ ৪
নপ্তীভির্যো বিবস্বতঃ শুভ্রো ন মামৃজে যুবা। গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ৫
অতি শ্রিতী তিরশ্চতা গব্যা জিগাত্যণ্ব্যা। বগ্নুমিয়র্তি যং বিদে ॥ ৬
অভি ক্ষিপঃ সমগ্মত মর্জয়ন্তীরিষস্পতিঃ। পৃষ্ঠা গৃভ্ণত বাজিনঃ ॥ ৭
পরি দিব্যানি মর্মৃশদ্বিশ্বানি সোম পার্থিবা। বসূনি যাহ্যস্ময়ুঃ ॥ ৮

অনুবাদ: ১। নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২। বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতি দ্বারা অলঙ্কৃত করে। ৩। তখন সোম গোদুগ্ধে মিশ্রিত হলে সমস্ত দেবগণ বলবান সোমরসে প্রমত্ত হয়। ৪। সোম দশাপবিত্র বস্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ করে অধোদেশে ধাবিত হন, এ যজ্ঞে সখা ইন্দ্রের সাথে সঙ্গত হন। ৫। যুবা অশ্বকে যেরূপ মার্জিত করে, সেরূপ সোম গব্যের সাথে আপন শরীর মিশ্রিত করে পরিচর্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জিত হচ্ছেন। ৬। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত সোম গব্যের সাথে মিশ্রিত হবার জন্য তদভিমুখে গমন করছেন এবং শব্দ করছেন। আমি তাকে লাভ করব। ৭। অঙ্গুলিসকল মার্জনা করে অন্নপতি সোমের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং বলবান সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করল। ৮। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করে আমাদের কামনা করে গমন কর।

১৫ সূক্ত ।। সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ১
এষ পুরু ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ২
এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুভ্রাবতা পথা। যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৩
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো বৃষা। নৃম্ণা দধান ওজসা ॥ ৪
এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ। পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্ ॥ ৫
এষ বসূনি পিব্দনা পরুষা যযিবাঁ অতি। অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৬

এতং মৃজন্তি মর্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ। প্রচক্রাণঃ মহীরিষঃ ॥ ৭
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ। স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত হয়ে কর্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্মিত স্বর্গ স্থানে গমন করছেন। ২। যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সে যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম ইচ্ছা করেন। ৩। এ সোম হবির্ধানে আহিত হয়ে, নীত হয়ে আহ্বনীয়দেশে যখন মধ্যবর্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হন তখন অধ্বর্যুগণও নীত হয়। ৪। এ সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। এর শৃঙ্গযুথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন। ৫। এ বেগবান শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হয়ে গমন করেন। ৬। এ সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্বতদ্বারা অতিক্রম করে তাদের অবগত হচ্ছেন। ৭। মনুষ্যগণ এ মার্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করছে, ইনি প্রভূতরস প্রদান করছেন। ৮। দশটি অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক উত্তম অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জিত করছেন।

১৬ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র তে সোতার ওণ্যো রসং মদায় ঘৃষয়ে। সর্গো ন তক্ত্যেতশঃ ॥ ১
ক্রত্বা দক্ষস্য রথ্যমপো বসানমন্ধসা। গোষামণ্বেষু সশ্চিম ॥ ২
অনপ্তমপ্সু দুষ্টরং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩
প্র পুনানস্য চেতসা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। ক্রত্বা সধস্থমাসদৎ ॥ ৪
প্র ত্বা নমোভিরিন্দব ইন্দ্র সোমা অসৃক্ষত। মহে ভরায় কারিণঃ ॥ ৫
পুনানো রূপে অব্যয়ে বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ৬
দিব ন সানু পিপ্যুষী ধারা সুতস্য বেধসঃ। বৃথা পবিত্রে অর্ষতি ॥ ৭
ত্বং সোম বিপশ্চিতং তনা পুনান আয়ুষু। অব্যো বারং বি ধাবসি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! অভিশাপকারিগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হয়ে অশ্বের ন্যায় গমন করছে। ২। আমরা বলের নেতা, জলের আচ্ছাদক, অন্নের সাথে বর্তমান সোমকে কর্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করছি। ৩। শত্রুগণকর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরিক্ষে বর্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ কর, ইন্দ্রের পানার্থে শোধিত কর। ৪। স্তুতিদ্বারা পূত পদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করছেন ও পরে কর্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করছেন। ৫। হে ইন্দ্র! নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সাথে সোম সকল বলকর হয়ে মহাসংগ্রামার্থে তোমার নিকট গমন করছেন। ৬। যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থে সোম বীরের ন্যায় বর্তমান রয়েছেন। ৭। অন্তরিক্ষ হতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়, সেরূপ বলকারক অভিষুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হচ্ছে। ৮। হে সোম! তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হয়ে মেষ-লোমের প্রতি ধাবমান হও।

১৭ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র নিম্নেনেব সিন্ধবো ঘ্নন্তো বৃত্রাণি ভূর্ণয়ঃ। সোমা অসৃগ্রমাশবঃ ॥ ১
অভি সুবানাস ইন্দবো বৃষ্টয়ঃ পৃথিবীমিব। ইন্দ্রং সোমাসো অক্ষরন্ ॥ ২
অত্যূর্মির্মৎসরো মদঃ সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ৩

আ কলশেষু ধাবতি পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। উক্থৈর্যজ্ঞেষু বর্ধতে ॥ ৪
অতি ত্রী সোম রোচনা রোহন্ন ভ্রাজসে দিবম্। ইষ্ণংৎসূর্যং ন চোদয়ঃ ॥ ৫
অভি বিপ্রা অনূষত মূর্ধন্যজ্ঞস্য কারবঃ। দধানাশ্চক্ষসি প্রিয়ম্ ॥ ৬
তমু ত্বা বাজিনং নরো ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ। মৃজন্তি দেবতাতয়ে ॥ ৭
মধোর্ধারামনু ক্ষর তীব্রঃ সধস্থমাসদঃ। চারুর্ঋতায় পীতয়ে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেরূপ শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করছেন। ২। অভিষুত সোম, বৃষ্টি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেরূপ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ করে দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করছেন। ৪। সোম কলসে যাচ্ছেন, পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন এবং উক্থমন্ত্রদ্বারা বর্ধিত হচ্ছেন। ৫। হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করে উঠে স্বর্গকে প্রকাশিত করছ এবং গমনশীল হয়ে সূর্যকে প্রেরিত করছ। ৬। মেধাবীগণ পরিচর্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হয়ে যজ্ঞের মস্তকে সোমের স্তব করছেন। ৭। হে সোম! নেতা মেধাবীগণ অন্নাভিলাষী হয়ে কর্মদ্বারা যজ্ঞার্থে সে তোমাকেই শোধিত করছেন। ৮। হে সোম! তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হয়ে অভিষব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হয়ে যজ্ঞে পানার্থে উপবেশন কর।

১৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি সুবানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষাঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ১
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্মধু প্র জাতমন্ধসঃ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ২
তব বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৩
আ যো বিশ্বানি বার্যা বসূনি হস্তয়োর্দধে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৪
য ইমে রোদসী মহী সং মাতরেব দোহতে। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৫
পরি যো রোদসী উভে সদ্যো বাজেভিরর্ষতি। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৬
স শুষ্মী কলশেষ্বা পুনানো অচিক্রদৎ। মদেষু সর্বধা অসি ॥ ৭

অনুবাদ : ১। এ সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ২। হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৪। তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সললের ধারক। ৫। তিনি মাতৃদ্বয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৬। তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক। ৭। তিনি বলবান, তিনি শোধিত হবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

১৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যৎসোম চিত্রমুক্থ্যং দিব্যং পার্থিবং বসু। তন্নঃ পুনান আ ভর ॥ ১
যুবং হি স্থঃ স্বর্পতী ইন্দ্রশ্চ সোম গোপতী। ঈশানা পিপ্যতং ধিয়ঃ ॥ ২
বৃষা পুনান আয়ুষু স্তনয়ন্নধি বর্হিষি। হরিঃ সন্যোনিমাসদৎ ॥ ৩

অবাবশন্ত ধীতয়ো বৃষভস্যাধি রেতসি। সূনোর্বৎসস্য মাতরঃ ॥ ৪
কুবিদ্বৃষণ্যন্তীভ্যঃ পুনানো গর্ভমাদধৎ। যাঃ শুক্রং দুহতে পয়ঃ ॥ ৫
উপ শিক্ষাপতস্থুষো ভিয়সমা ধেহি শত্রুষু। পবমান বিদা রয়িম্ ॥ ৬
নি শত্রোঃ সোম বৃষ্ণ্যং নি শুষ্মং নি বয়স্তির। দূরে বা সতো অন্তি বা ॥ ৭

অনুবাদ : ১। যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হবার সময় আমাদের জন্য তা আন। ২। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হয়েছ। তোমরা আমাদের কর্ম বর্ধিত কর। ৩। অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করে কুশোপরি হরিদবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করছেন। ৪। পুত্রস্থানীয় সোমের মাতৃস্থানীয় বসতীরবী প্রভৃতি সোমকর্তৃক পীত হয়ে অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করছে। ৫। মিশ্রিত হবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীরবী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এ জল সকল হতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন। ৬। হে পবমান সোম! যারা দূরে অবস্থিত রয়েছে, তাদের সমীপবর্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাদের ধন অবগত হও। ৭। হে সোম! তুমি দূরেই থাক বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ কর, তাদের অন্ন বিনাশ কর, তাদের শোষক তেজ বিনাশ কর।

২০ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র কবির্দেববীতয়েঽব্যো বারেভিরর্ষতি। সাহ্বান্বিশ্বা অভি স্পৃধঃ ॥ ১
স হি ষ্মা জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমিন্বতি। পবমানঃ সহস্রিণম্ ॥ ২
পরি বিশ্বানি চেতসা মৃশসে পবসে মতী। স নঃ সোম শ্রবো বিদঃ ॥ ৩
অভ্যর্ষ বৃহদ্যশো মঘোবদ্ভ্যো ধ্রুবং রয়িম্। ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥ ৪
ত্বং রাজেব সুব্রতো গিরঃ সোমা বিবেশিথ। পুনানো বহ্নে অদ্ভুত ॥ ৫
স বহ্নিরপ্সু দুষ্টরো মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। সোমশ্চমূষু সীদতি ॥ ৬
ক্রীলুর্মখো ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। কবি সোম দেবগণের পানার্থে মেষলোমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছেন, শত্রুগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্ধাকারীকে বিনাশ করুন। ২। সে পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন। ৩। হে সোম! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর। হে সোম! সেই তুমি আমাদের অন্ন প্রদান কর। ৪। হে সোম! তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়িগণকে ধ্রুব ধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর। ৫। হে সোম! তুমি সুকর্মা, তুমি শোধিত হয়ে রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক। ৬। সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্তমান ও দুস্তর হস্তদ্বারা মার্জিত হয়ে পাত্রে অবস্থান করছেন। ৭। হে সোম! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য দান করে দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করছ।

২১ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে ধাবন্তীন্দবঃ সোমা ইন্দ্রায় ঘৃষ্বয়ঃ। মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১
প্রবৃণ্বন্তো অভিযুজঃ সুষ্বয়ে বরিবোবিদঃ। স্বয়ং স্তোত্রে বয়স্কৃতঃ ॥ ২
বৃথা ক্রীড়ন্ত ইন্দবঃ সধস্থমভ্যেকমিৎ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরণ্ ॥ ৩

এতে বিশ্বানি বার্যা পবমানাস আশত । হিতা ন সপ্তয়ো রথে ॥ ৪
আস্মিন্ পিশঙ্গমিন্দবো দধাতা বেনমাদিশে । যো অস্মভ্যমরাবা ॥ ৫
ঋভুর্ন রথ্যং নবং দধাতা কেতমাদিশে । শুক্রাঃ পবধ্বমর্ণসা ॥ ৬
এত উ ত্যে অবীবশন্ কাষ্ঠাং বাজিনো অক্রত । সতঃ প্রসাবিষুর্মতিম্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১ । এ ক্লেদকর দীপ্ত অভিভবশীল মদকর লোকপালক সোম সকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন । ২ । এ'রা অভিষবকারীকে বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সাথে মিলিত হন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন । ৩ । অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছে, সিন্ধুর ঊর্মির ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন । ৪ । এ সোম সংশোধিত হয়ে রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন । ৫ । হে সোমগণ ! এর নানারূপ কামনা পূরণার্থে ধন প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন । ৬ । ঋভু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথিকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেরূপ তোমরা এ যজমানের প্রজ্ঞা দান কর । হে সোম ! কেবল জলদ্বারা পরিষ্কৃত হও । ৭ । সেই এ সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন ।

২২ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অসিত অথবা দেবল ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

এতে সোমাস আশবো রথা ইব প্র বাজিনঃ । সর্গাঃ সৃষ্টা অহেষত ॥ ১
এতে বাতা ইবোরবঃ পর্জন্যস্যেব বৃষ্টয়ঃ । অগ্নেরিব ভ্রমা বৃথা ॥ ২
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমসো দধ্যাশিরঃ । বিপা ব্যানশুর্ধিয়ঃ ॥ ৩
এতে মৃষ্টা অমর্ত্যাঃ সসৃবাংসো ন শশ্রমুঃ । ইয়ক্ষন্তঃ পথো রজঃ ॥ ৪
এতে পৃষ্ঠানি রোদসোর্বিপ্রয়ন্তো ব্যানশুঃ । উদেতমুত্তমং রজঃ ॥ ৫
তন্তুং তন্বানমুত্তমমনু প্রবত আশত । উদেতমুত্তমায্যম্ ॥ ৬
ত্বং সোম পণিভ্য আ বসু গব্যানি ধারয়ঃ । ততং তন্তুমচিক্রদঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১ । এ সোম সকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন । ২ । এ সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন । ৩ । এ সোম সকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হয়ে প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করছেন । ৪ । এ সোম সকল শোধিত ও মরণরহিত, এ'রা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করতে ক্লান্ত হন না । ৫ । এ সোম সকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করে ব্যাপ্ত হন । আরও এ উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন । ৬ । নদীসকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন, আরও এ কর্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করে নেওয়া হয় । ৭ । হে সোম ! তুমি পণিগণের নিকট হতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেরূপে শব্দ কর ।

২৩ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অসিত অথবা দেবল ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

সোমা অসৃগ্রমাশবো মধোর্মদস্য ধারয়া । অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ১
অনু প্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ । রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥ ২
আ পবমান নো ভরার্যো অদাশুষো গয়ম্ । কৃধি প্রজাবতীরিষঃ ॥ ৩
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্ । অভি কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ৪

সোমো অর্ষতি ধর্ণসির্দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্। সুবীরো অভিশস্তিপাঃ ॥ ৫
ইন্দ্রায় সোম পবসে দেবেভ্যঃ সধমাদ্যঃ। ইন্দো রাজং সিষাসসি ॥ ৬
অস্য পীত্বা মদানামিন্দ্রো বৃত্রাণ্যপ্রতি। জঘান জঘনচ্চ নু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হন। ২। কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে (১)। ৩। হে শোধিত সোম! যে হব্য প্রদান করে না, তার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান কর। আমাদের প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর। ৪। গমনশীল সোম সকল মদকর-রস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী কোশও উৎপাদন করেন। ৫। জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয় বর্ধনকর রস ধারণ করে উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হতে ত্রাণপ্রদ হয়েছেন। ৬। হে সোম! তুমি যজ্ঞার্হ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হচ্ছ এবং আমাদের অন্ন দান করতে ইচ্ছা করছ। ৭। মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এ সোমকে পান করে অনভিভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করেছেন এবং এখনও হনন করছেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন এস্থলে রূপকদ্বারা সোমেরই স্তুতি করা হয়েছে।

২৪ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অসিত অথবা দেবল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সোমাসো অধাম্বিষুঃ পবমানাস ইন্দবঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ১
অভি গাবো অধন্বিষুরাপো ন প্রবতা যতীঃ। পুনানা ইন্দ্রমাশত ॥ ২
প্র পবমান ধন্বসি সোমেন্দ্রায় পাতবে। নৃভির্যতো বি নীয়সে ॥ ৩
ত্বং সোম নৃমাদনঃ পবস্ব চর্ষণীসহে। সস্নির্যো অনুমাদ্যঃ ॥ ৪
ইন্দো যদদ্রিভিঃ সুতঃ পবিত্রং পরিধাবসি। অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে ॥ ৫
পবস্ব বৃত্রহন্তমোক্‌থেভিরনুমাদ্যঃ। শুচিঃ পাবকো অদ্ভুতঃ ॥ ৬
শুচিঃ পাবক উচ্যতে সোম সুতস্য মধ্বঃ। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হয়ে গমন করছেন এবং মিশ্রিত হয়ে জলমধ্যে মার্জিত হচ্ছেন। ২। গমনশীল সোমসকল নিম্নাভিমুখগামী জলসমূহের ন্যায় গমন করছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করছেন। ৩। হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হতে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি সেখান হতে ইন্দ্রের পানার্থে গমন করছ। ৪। হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভবকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য। ৫। হে সোম! তুমি যখন প্রস্তরদ্বারা অভিযুত হয়ে পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও। ৬। হে সর্বাপেক্ষা বৃত্রহা! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উকথ মন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত। ৭। অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলে উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।

২৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব দক্ষসাধনো দেবেভ্যঃ পীতয়ে হরে। মরুদ্ভ্যো বায়বে মদঃ ॥ ১
পবমান ধিয়া হিতোভি যোনিং কনিক্রদৎ। ধর্মণা বায়ুমা বিশ ॥ ২
সং দেবৈঃ শোভতে বৃষা কবির্যোনাবধি প্রিয়ঃ। বৃত্রহা দেবতীতমঃ ॥ ৩
বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্ পুনানো যাতি হর্যতঃ। যত্রামৃতাস আসতে ॥ ৪

অরুষো জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ পবত আয়ুষক্। ইন্দ্রং গচ্ছন্ কবিক্রতুঃ ॥ ৫
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে হরিদবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণেরও বায়ুর পানার্থে ক্ষরিত হও। ২। হে শোধনকালীন সোম! আমাদের কর্মদ্বারা ধৃত হয়ে শব্দ করে স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর। ৩। এ সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হয়ে শোভিত হচ্ছেন। ৪। শোধিত কমনীয় সোম সমস্তরূপ মধ্যে প্রবেশ করে যে স্থলে অমৃতগণ বাস করে সে স্থানে গমন করছে। ৫। শোভমান সোম শব্দ উৎপাদন করে ক্ষরিত হচ্ছেন, নিকটবর্তী ইন্দ্রের নিকট গমন করে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হচ্ছেন। ৬। হে সর্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করে ধারাক্রমে প্রবাহিত হও!

২৬ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। দৃঢ়চ্যুত ঋষির পুত্র ইধ্মবাহ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

তমমৃক্ষন্ত বাজিনমুপস্থে অদিতেরধি। বিপ্রাসো অণ্ব্যা ধিয়া ॥ ১
তং গাবো অভ্যনূষত সহস্রধারমক্ষিতম্। ইন্দুং ধর্তারমা দিবঃ ॥ ২
তং বেধাং মেধয়াহ্যন্ পবমানমধি দ্যবি। ধর্ণসিং ভূরিধায়সম্ ॥ ৩
তমহ্যন্ ভুরিজোর্ধিয়া সম্বসানং বিবস্বতঃ। পতিং বাচো অদাভ্যম্ ॥ ৪
তং সানাবধি জাময়ো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। হর্যতং ভূরিচক্ষসম্ ॥ ৫
তং ত্বা হিন্বন্তি বেধসঃ পবমান গিরাবৃধম্। ইন্দবিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সে বেগবান সোমকে মেধাবিগণ অঙ্গুলিদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জিত করছেন। ২। স্তুতি সকল সহস্রধারাবিশিষ্ট দীপ্ত স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করছে। ৩। সকলের ধারক ও বহু কার্যকারী, সকলের বিধাতা সে সোমকে প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করছেন। ৪। সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্যাকারিগণ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়াদ্বারা তাঁকে প্রেরণ করছেন। ৫। অঙ্গুলি সকল সে হরিদবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা। ৬। হে শোধনকারী সোম! তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করছে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্ধিত, দীপ্ত ও মদকর।

২৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে। পুনানো ঘ্নন্নপ স্রিধঃ ॥ ১
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জিৎপরি ষিচ্যতে। পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২
এষ নৃভির্বি নীয়তে দিবো মূর্ধা বৃষা সুতঃ। সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ ॥ ৩
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ। ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ৪
এষ সূর্যেণ হাসতে পবমানো অধি দ্যবি। পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫
এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ সোম কবি ও চারদিক হতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করে গমন করছেন, ইনি শোধিত হয়ে শত্রুগণকে বিনাশ করছেন। ২। এ সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে একে পবিত্রে সেক করা হচ্ছে। ৩। এ সোম মনুষ্যগণকর্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হচ্ছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হয়ে সকল অবগত আছেন। ৪। এ

সোম আমাদের গো হিরণ্য ইচ্ছা করে দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হয়ে শব্দ করছেন। ৫। এ শোধনকালীন সোম সূর্যকর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর। ৬। এ বলবান সোম, অন্তরিক্ষে গমন করছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করছেন।

২৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ। অব্যো বারং বি ধাবতি ॥ ১
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ। বিশ্বা ধামান্যাবিশন্ ॥ ২
এষ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্যঃ। বৃত্রহা দেববীতমঃ ॥ ৩
এষ বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জামিভির্যতঃ। অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪
এষ সূর্যমরোচয়ৎ পবমানো বিচর্ষণিঃ। বিশ্বা ধামানি বিশ্ববিৎ ॥ ৫
এষ শুষ্ম্যদাভ্য সোমঃ পুনানো অর্ষতি। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ৬

অনুবাদ : ১। এ সোম বেগবান পাত্রে স্থাপিত, সর্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করছেন। ২। এ সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হয়ে তাঁদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। ৩। এ মরণরহিত বৃত্রহা দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাচ্ছেন। ৪। এ অভিলাষপ্রদ শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণকলসাভিমুখে গমন করছেন। ৫। শোধনকালীন সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ সোম সূর্যকে এবং সমস্ত তেজ পদার্থকে শোধিত করছেন। ৬। এ শোধনকালীন সোম বলবান, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলবাদিদের বিনাশক। ইনি গমন করছেন।

২৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রাস্য ধারা অক্ষরন্বৃষ্ণঃ সুতস্যৌজসা। দেবাঁ অনু প্রভূষতঃ ॥ ১
সপ্তিং মৃজন্তি বেধসো গৃণন্তঃ কারবো গিরা। জ্যোতির্জজ্ঞানমুক্থ্যম্ ॥ ২
সুষহা সোম তানি তে পুনানায় প্রভূবসো। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম্ ॥ ৩
বিশ্বা বসূনি সঞ্জয়ন্ পবস্ব সোম ধারয়া। ইনু দ্বেষাংসি সধ্র্যক্ ॥ ৪
রক্ষা সু নো অররুষঃ স্বনাৎসমস্য কস্য চিৎ। নিদো যত্র মুমুচ্যহে ॥ ৫
এন্দো পার্থিবং রয়িং দিব্যং পবস্ব ধারয়া। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর ॥ ৬

অনুবাদ : ১। বর্ষণকারী, এ অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্বসামর্থ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২। স্তুতিকারী বিধাতা কর্মকর্তা অধ্বর্যুগণ দীপ্তিমান প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করছেন। ৩। হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সে তেজ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর। ৪। হে সোম! সমস্ত ধন জয় করে প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ কর। ৫। হে সোম! যারা দান করে না, তাদের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ হতে আমাদের রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হতে পারি। ৬। হে সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর।

৩০ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অঙ্গিরার পুত্র বিন্দু ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র ধারা অস্য শুষ্মিণো বৃথা পবিত্রে অক্ষরন্ । পুনানো বাচমিষ্যতি ॥ ১
ইন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভির্মৃজ্যমানঃ কনিক্রদৎ । ইয়র্তি বগ্নুমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ২
আ নঃ শুষ্মং নৃষাহ্যং বীরবন্তং পুরুস্পৃহং । পবস্ব সোম ধারয়া ॥ ৩
প্র সোমো অতি ধারয়া পবমানো অসিষ্যদৎ । অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ৪
অপ্সু ত্বা মধুমত্তমং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ । ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫
সুনোতা মধুমত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে । চারুং শর্ধায় মৎসরম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। বলবান এ সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হচ্ছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করছেন। ২। এ সোম অভিষবকারিগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে শোধনকালে শব্দ করে ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করছেন। ৩। হে সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তা দিয়ে মানুষের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহণীয় বল লাভ হোক। ৪। এ সোম শোধনকালে ধারাপ্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হবার জন্য পবিত্রকে অতিক্রম করে ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে সোম! জলমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিদবর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থে তোমাকে প্রস্তরদ্বারা পেষণ করছে। ৬। হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলার্থে ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষব কর।

৩১ সূক্ত ।। সোম দেবতা । রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র সোমাসঃ স্বাধ্যঃ পবমানাসো অক্রমুঃ । রয়িং কৃণ্বন্তি চেতনম্ ॥ ১
দিবস্পৃথিব্যা অধি ভবেন্দো দ্যুম্নবর্ধনঃ । ভবা বাজানাং পতিঃ ॥ ২
তুভ্যং বাতা অভিপ্রিয়স্তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ । সোম বর্ধন্তি তে মহঃ ॥ ৩
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্ । ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ৪
তুভ্যং গাবো ঘৃতং পয়ো বভ্রো দুদুহ্রে অক্ষিতম্ । বর্ষিষ্ঠে অধি সানবি ॥ ৫
স্বায়ুধস্য তে সতো ভুবনস্য পতে বয়ম্ । ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। উত্তম কর্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করছেন এবং আমাদের চেতন ধন প্রদান করছেন। ২। হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবাপৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্ধক হও। ৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হোক, নদী সকল তোমার উদ্দেশে গমন করুক, তারা তোমার মহত্ত্ব বর্ধন করুক। ৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারদিক হতে তোমাতে সঙ্গত হোক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও। ৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণদুগ্ধ দোহন করছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত আছ। ৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করছি, তুমি উৎকৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট।

৩২ সূক্ত ।। সোম দেবতা । অত্রিগোত্রোৎপন্ন শ্যাবাশ্ব ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র সোমাসো মদচ্যুতঃ শ্রবসে নো মঘোনঃ । সুতা বিদথে অক্রমুঃ ॥ ১
আদীং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ । ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
আদীং হংসো যথা গণং বিশ্বস্যাবীবশন্মতিম্ । অত্যো ন গোভিরজ্যতে ॥ ৩
উভে সোমাবচাকশন্মৃগো ন তক্তো অর্ষসি । সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ৪
অভি প্র গাবো অনূষত যোষা জারমিব প্রিয়ম্ । অগন্নাজিং যথা হিতম্ ॥ ৫
অস্মে ধেহি দ্যুমদ্যশো মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ । সনিং মেধামুত শ্রবঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হয়ে যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থে গমন করছেন। ২। ইন্দ্র পান করতে পারেন এ উদ্দেশে এ হরিদবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল প্রস্তরদ্বারা আহৃত করছে। ৩। হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, এ সোম সেরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এ সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয়। ৪। হে সোম! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করে মিশ্রিত হয়ে মৃগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন কর। ৫। রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেরূপ হে সোম। শব্দগণ তোমার স্তুতি করছে। ৬। সে সোম মিত্রের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন। হে সোম! আমাদের দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর, হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, ধন, মেধা এবং কীর্তি দান কর।

৩৩ সূক্ত ।। সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপাং ন যন্ত্যূর্ময়ঃ। বনানি মহিষা ইব ॥ ১
অভি দ্রোণানি বভ্রবঃ শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ২
সুতা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমা অর্ষন্তি বিষ্ণবে ॥ ৩
তিস্রো বাচ উদীরতে গাবো মিমন্তি ধেনবঃ। হরিরেতি কনিক্রদৎ ॥ ৪
অভি ব্রহ্মীরনূষত যহ্বীর্ঋতস্য মাতরঃ। মর্মৃজ্যন্তে দিবঃ শিশুম্ ॥ ৫
রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করছেন, মহিষগণ যেরূপ বনে গমন করে, সেরূপ গমন করেন। ২। পিশঙ্গবর্ণ দীপ্ত সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করে দ্রোণকলসে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র বায়ু বরুণ মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন। ৪। তিন বাক্য উদীরিত হচ্ছে। প্রীতিদায়ক গো সকল শব্দ করছে, হরিতবর্ণ সোম শব্দ করে গমন করছেন। ৫। স্তোতাকর্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জিত হচ্ছেন। ৬। হে সোম! ধনসম্বন্ধীয় চারটি সমুদ্রকে চারদিক হতে আমাদের নিকট আন এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আন।

৩৪ সূক্ত ।। সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সুবানো ধারয়া তনেন্দুর্হিন্বানো অর্ষতি। রুজদ্দৃড়্হা ব্যোজসা ॥ ১
সুত ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২
বৃষাণং বৃষভির্যতং সুন্বন্তি সোমমদ্রিভিঃ। দুহন্তি শক্মনা পয়ঃ ॥ ৩
ভুবত্ত্রিতস্য মর্জ্যো ভুবদিন্দ্রায় মৎসরঃ। সং রূপৈরজ্যতে হরিঃ ॥ ৪
অভীমৃতস্য বিষ্টপং দুহতে পৃশ্নিমাতরঃ। চারু প্রিয়তমং হবিঃ ॥ ৫
সমেনমহ্রুতা ইমা গিরো অর্ষন্তি সস্রুতঃ। ধেনূর্বাশ্রো অবীবশৎ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। অভিষুত সোম প্রেরিত ধারাপ্রবাহের পবিত্রে গমন করছেন এবং দৃঢ় শত্রুপুরী সকলকেও বিশ্লথ করছেন। ২। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র বায়ু বরুণ মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করছেন। ৩। রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ কর। প্রস্তরদ্বারা অভিষব করছে। কর্মবলে সোমরস হতে দুগ্ধ দোহন করছ। ৪। ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁর নিজের জন্য শুদ্ধ হয়েছে, সে সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। ৫। পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয় প্রিয়তম মনোহর

সোমসাধন সোমকে দোহন করছেন। ৬। অকুটিল বাক্য সকল উচ্চারিত হয়ে এর সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে। সোমও শব্দ করে প্রীতিকর স্তুতি কামনা করছেন।

৩৫ সূক্ত। সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র প্রভুবসু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আ নঃ পবস্ব ধারয়া পবমান রয়িং পৃথুম্। যয়া জ্যোতির্বিদাসি নঃ ॥ ১
ইন্দো সমুদ্রমীঙ্খয় পবস্ব বিশ্বমেজয়। রায়ো ধর্তা ন ওজসা ॥ ২
ত্বয়া বীরেণ বীরবোঽভি ষ্যাম পৃতন্যতঃ। ক্ষরা ণো অভি বার্যম্ ॥ ৩
প্র বাজমিন্দুরিষ্যতি সিষাসন্বাজসা ঋষিঃ। ব্রতা বিদান আয়ুধা ॥ ৪
তং গীর্ভির্বাচমীঙ্খয়ং পুনানং বাসয়ামসি। সোমং জনস্য গোপতিম্ ॥ ৫
বিশ্বো যস্য ব্রতে জনো দাধার ধর্মণস্পতেঃ। পুনানস্য প্রভুবসোঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে শোধনকালীন সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান যজ্ঞ আমাদের প্রদান কর। ২। হে সোম! হে জলপ্রেরক! হে শত্রুগণের কম্পোৎপাদক! তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও। ৩। হে বীর সোম! তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শত্রুগণকে অভিভব করব। আমাদের অভিমুখে বরণীয় ধন প্রেরণ কর। ৪। যজমানদের সাথে মিলিত হতে ইচ্ছা করে অন্নদাতা সর্বদর্শী কর্মজ্ঞ ও আয়ুধজ্ঞ সোম অন্ন প্রেরণ করেন। ৫। সে সোমকে স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করছি, স্তুতির প্রেরক পবিত্র সোমকে বাসিত করব। এ সোম গোসমূহের পালক। ৬। সকল মনুষ্য কর্মপতি পবিত্র প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে মন ধারণ করছেন।

৩৬ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। প্রভুবসু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অসর্জি রথ্যো যথা পবিত্রে চম্বোঃ সুতঃ। কার্ষ্মন্বাজী ন্যক্রমীৎ ॥ ১
স বহ্নিঃ সোম জাগৃবিঃ পবস্ব দেববীরতি। অভি কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ২
স নো জ্যোতীংষি পূর্ব্য পবমান বি রোচয়। ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু ॥ ৩
শুম্ভমান ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। পবতে বারে অব্যয়ে ॥ ৪
স বিশ্বা দাশুষে বসু সোমো দিব্যানি পার্থিবা। পবতামান্তরিক্ষ্যা ॥ ৫
আ দিবস্পৃষ্ঠমশ্বয়ুর্গব্যয়ুঃ সোম রোহসি। বীরয়ুঃ শবসস্পতে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। রথযোজিত অশ্বের ন্যায় চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম স্থাপিত হলেন, বেগবান সোম সংগ্রামে বিচরণ করছেন। ২। হে সোম! তুমি বাহনকারী জাগরূক দেবাভিলাষী তুমি মধুস্রাবী দশাপবিত্রকে অতিক্রম করে ক্ষরিত হও। ৩। হে পুরাণ শোধনকালীন সোম! আমাদের স্বর্গীয় স্থান সকল প্রকাশিত কর এবং যজ্ঞ ও বলার্থে আমাদের প্রেরণ কর। ৪। যজ্ঞাভিলাষী ঋত্বিকগণকর্তৃক অলঙ্কৃত তাদের হস্তদ্বারা মার্জিত সোম মেষলোমময় দশাপবিত্রে শোধিত হচ্ছে। ৫। সে অভিষুত সোম হব্যদাতাকে দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষে সমস্ত ধন ধারণ করুন। ৬। হে বলপতি সোম! তুমি স্তোতাগণের অশ্বাভিলাষী গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হয়ে স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ কর।

৩৭ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি। বিঘ্নন্রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১
স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। অভি যোনিং কনিক্রদৎ ॥ ২

স বাজী রোচনা দিবঃ পবমানো বি ধাবতি। রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩
স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ। জামিভিঃ সূর্যং সহ ॥ ৪
স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ। সোমবাজমিবাসরৎ ॥ ৫
স দেবঃ কবিনেষিতোঽভি দ্রোণানি ধাবতি। ইন্দুরিন্দ্রায় মংহনা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্রাদির পানার্থে অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হয়ে পবিত্রে গমন করেন। ২। সে সোম সর্বদর্শী হরিদবর্ণ সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হন এবং পরে শব্দ করে দ্রোণকলসে গমন করেন। ৩। বেগবান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হয়ে মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করে ধাবিত হচ্ছেন। ৪। সে সোম ত্রিতের যজ্ঞে পূত হয়ে বন্ধুগণের সাথে সূর্যকে প্রকাশিত করেছেন। ৫। অশ্ব যেরূপ সংগ্রামে গমন করে সেরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ অভিষুত অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করছেন। ৬। সে মহান ক্লেদযুক্ত কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হচ্ছেন।

৩৮ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যো বারেভিরর্ষতি। গচ্ছন্বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ। যাভির্মদায় শুম্ভতে ॥ ৩
এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি। গচ্ছঞ্জারো ন যোষিতম্ ॥ ৪
এষ স্য মদ্যো রসোঽব চষ্টে দিবঃ শিশুঃ। য ইন্দুর্বারমাবিশৎ ॥ ৫
এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ। ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। সে সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হয়ে যজমানকে সহস্র অন্ন দান করবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা দ্রোণে গমন করছেন। ২। এ ক্লেদযুক্ত হরিদবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানার্থে প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করছেন। ৩। দশটি হরিদবর্ণ অঙ্গুলি কর্মাভিলাষী হয়ে এ সোমকে মার্জিত করছে। সোম এদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হচ্ছে। ৪। এ সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করছেন, উপপত্নীর নিকট যেরূপ উপপতি গমন করে সেরূপ গমন করছেন। ৫। এ মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এ সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করছেন। ৬। পানার্থে অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিদবর্ণ সোম শব্দ করে প্রিয়স্থানে গমন করছেন।

৩৯ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন বৃহন্মতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আশুরর্ষ বৃহন্মতে পরি প্রিয়েণ ধাম্না। যত্র দেবা ইতি ব্রবন্ ॥ ১
পরিষ্কৃণ্বন্ননিষ্কৃতং জনায় যাতয়ন্নিষঃ। বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব ॥ ২
সুত এতি পবিত্র আ ত্বিষিং দধান ওজসা। বিচক্ষাণো বিরোচয়ন্ ॥ ৩
অয়ং স যো দিবস্পরি রঘুয়ামা পবিত্র আ। সিন্ধোরূর্মা ব্যক্ষরৎ ॥ ৪
আবিবাসন্ পরাবতো অথো অর্বাবতঃ সুতঃ। ইন্দ্রায় সিচ্যতে মধু ॥ ৫
সমীচীনা অনূষত হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। যোনাবৃতস্য সীদত ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে মহামতি সোম! দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হয়ে শীঘ্র গমন কর, দেবগণ কোথায় বলতে থাক। ২। অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করে এবং

যাগকারীকে অন্ন প্রদান করে অন্তরীক্ষ হতে বৃষ্টি ক্ষরিত কর। ৩। অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ করে এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত করে শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করছেন। ৪। এ সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হয়ে সিন্ধুর ঊর্মিতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করে থাকেন। ৫। দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্যার্থে অভিষুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধুসেক করছেন। ৬। সম্যক মিলিত স্তোতা সকল স্তব করছেন, হরিদবর্ণ সোমকে প্রস্তর সাহায্যে প্রেরণ করছেন, অতএব হে দেবগণ! যজ্ঞস্থানে নিষণ্ণ হও।

৪০ সূক্ত॥ সোম দেবতা। বৃহস্মতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

পুনানো অক্রমীদভি বিশ্বা মৃধো বিচর্ষণিঃ। শুম্ভন্তি বিপ্রং ধীতিভিঃ॥ ১
আ যোনিমরুণো রুহদগমদিন্দ্রং বৃষা সুতঃ। ধ্রুবে সদসি সীদতি॥ ২
নূ নো রয়িং মহামিন্দোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্॥ ৩
বিশ্বা সোম পবমান দ্যুম্নানীন্দবা ভর। বিদাঃ সহস্রিণীরিষঃ॥ ৪
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং স্তোত্রে সুবীর্যম্। জরিতুর্বর্ধয়া গিরঃ॥ ৫
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্। বৃষন্নিন্দো ন উক্থ্যম্॥ ৬

অনুবাদঃ ১। সর্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদের অতিক্রম করছেন তাঁকে কর্মদ্বারা সকলে শোভিত করছেন। ২। অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করছেন, পরে অভিলাষপ্রদ ও অভিষুত হয়ে ইন্দ্রের নিকট গমন করছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপবিষ্ট হচ্ছেন। ৩। হে সোম! হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত হয়ে আমাদের উদ্দেশে মহান সহস্রসংখ্যক ধন চারদিক হতে ক্ষরিত কর। ৪। হে শোধনকালীন সোম! হে ইন্দু! তুমি বহুবিধ ধন আহরণ কর এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর। ৫। হে সোম! তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম বীর্যযুক্ত ধন আহরণ কর এবং স্তোতার স্তুতি বর্ধিত কর। ৬। হে ইন্দু! হে সোম! তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দ্যাবাপৃথিবীতে পরিবদ্ধ ধন আহরণ কর। হে বর্ষক ইন্দু! আমাদের স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর।

৪১ সূক্ত॥ সোম দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি:। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র যে গাবো ন ভূর্ণয়স্ত্বেষা অযাসো অক্রমুঃ। ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণামপ ত্বচম্॥ ১
সুবিতস্য মনামহেঽতি সেতুং দুরাব্যম্। সাহ্বাংসো দস্যুমব্রতম্॥ ২
শৃণ্বে বৃষ্টেরিব স্বনঃ পবমানস্য শুষ্মিণঃ। চরন্তি বিদ্যুতো দিবি॥ ৩
আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ॥ ৪
স পবস্ব বিচর্ষণ আ মহী রোদসী পৃণ। উষাঃ সূর্যো ন রশ্মিভিঃ॥ ৫
পরি ণঃ শর্ময়ন্ত্যা ধারয়া সোম বিশ্বতঃ। সরা রসেব বিষ্টপম্॥ ৬

অনুবাদঃ ১। যে সোম সকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হয়ে কৃষ্ণত্বকদের হনন করে বিচরণ করেন (১) তাদের স্তব কর। ২। ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব করে আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষসবন্ধন ও রাক্ষস হনন ইচ্ছায় স্তব করব। ৩। অভিষবকালে বলবান সোমের দীপ্তি সকল অন্তরিক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির ন্যায় তার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ৪। হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে গোযুক্ত. অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর। ৫। হে সর্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, সূর্য যেমন রশ্মিদ্বারা দিন সকলকে পূর্ণ করেন সেরূপ

আপন রসের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ কর। ৬। হে সোম! আমাদের সুখকর ধারাদ্বারা নদী যেরূপ ভূমণ্ডলে গমন করে, সেরূপ চারদিকে গমন কর।
টীকা : ১। কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের উল্লেখ।

৪২ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

জনয়ন্রোচনা দিবো জনয়ন্নপ্সু সূর্যম্। বসানো গা অপো হরিঃ ॥ ১
এষ প্রত্নেন মন্মনা দেবো দেবেভ্যস্পরি। ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ২
বাবৃধানায় তূর্বয়ে পবন্তে বাজসাতয়ে। সোমাঃ সহস্রপাজসঃ ॥ ৩
দুহানঃ প্রত্নমিৎপয়ঃ পবিত্রে পরি ষিচ্যতে। ক্রন্দন্দেবাঁ অজীজনৎ ॥ ৪
অভি বিশ্বানি বার্যাভি দেবাঁ ঋতাবৃধঃ। সোমঃ পুনানো অর্ষতি ॥ ৫
গোমন্নঃ সোম বীরবদশ্বাবদ্বাজবৎসুতঃ। পবস্ব বৃহতীরিষঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। এ হরিদবর্ণ সোম দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতি এবং অন্তরিক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন করে অধোগামী জলসমূহে আবৃত হয়ে গমন করছেন। ২। এ সোম পুরাতন স্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হয়ে দেবগণের অভিমুখে ধারাক্রমে গমন করছেন। ৩। বর্ধমান অন্ন শীঘ্র লাভের জন্য অপরিমিত বলবিশিষ্ট সোম সকল পরিপূর্ণ হচ্ছেন। ৪। পুরাণ রসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হচ্ছেন, এবং শব্দ করে দেবগণকে উৎপাদন করছেন। ৫। এ সোম অভিষবকালে সমস্ত বরণীয় ধনও যজ্ঞবর্ধক দেবগণের অভিমুখে গমন করে। ৬। হে সোম! তুমি অভিষুত হয়ে আমাদের গোযুক্ত অশ্বযুক্ত বীরযুক্ত সংগ্রামযুক্ত ধন এবং প্রভূত অন্ন প্রদান কর।

৪৩ সূক্ত ॥ সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যো অত্য ইব মৃজ্যতে গোভির্মদায় হর্যতঃ। তং গীর্ভির্বাসয়ামসি ॥ ১
তং নো বিশ্বা অবস্যুবো গিরঃ শুম্ভন্তি পূর্বথা। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ২
পুনানো যাতি হর্যতঃ সোমো গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ। বিপ্রস্য মেধ্যাতিথেঃ ॥ ৩
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম সুশ্রিয়ম্। ইন্দো সহস্রবর্চসম্ ॥ ৪
ইন্দুরত্যো ন বাজসৃৎ কণিক্রন্তি পবিত্র আ। যদক্ষারতি দেবয়ুঃ ॥ ৫
পবস্ব বাজসাতয়ে বিপ্রস্য গৃণতো বৃধে। সোম রাস্ব সুবীর্যম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। যে সোম অশ্বের ন্যায় দেবগণের মত্ততার জন্য গব্যদ্বারা মিশ্রিত হন, যিনি কমনীয় সে সোমকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করি। ২। সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতি সকল পূর্বকালের ন্যায় এ সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দীপ্ত করছে। ৩। কমনীয় সোম বিপ্র মেধাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতিদ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে কলসের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। ৪। হে শোধনকালীন ইন্দু! আমাদের উত্তম দীপ্তিযুক্ত ও বহু শ্রীযুক্ত ধন প্রদান কর। ৫। যুদ্ধগামী অশ্বের ন্যায় সোম পবিত্রে শব্দ করছেন, যখন দেবাভিলাষী হন, তখন শব্দ করেন। ৬। হে সোম! আমাদের অন্ন দানার্থে এবং স্তোতা মেধাবীর বর্ধনার্থে ক্ষরিত হও, হে সোম! সুন্দর বীর্যযুক্ত পুত্রও দান কর।

৪৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অযাস্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র ণ ইন্দো মহে তন ঊর্মিং ন বিভ্রদর্ষসি। অভি দেবাঁ অযাস্যঃ ॥ ১
মতী জুষ্টো ধিয়া হিতঃ সোমো হিন্বে পরাবতি। বিপ্রস্য ধারয়া কবিঃ ॥ ২

অয়ং দেবেষু জাগৃবিঃ সুত এতি পবিত্র আ। সোমো যাতি বিচর্ষণিঃ ॥ ৩
স নঃ পবস্ব বাজয়ুশ্চক্রাণশ্চারুমধ্বরম্। বর্হিষ্মাঁ আ বিবাসতি ॥ ৪
স নো ভগায় বায়বে বিপ্রবীরঃ সদাবৃধঃ। সোমো দেবেম্বা যমৎ ॥ ৫
স নো অদ্য বসুত্তয়ে ক্রতুবিদগাতুবিত্তমঃ। বাজং জেষি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! আমাদের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসছ। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্বক অযাস্য ঋষি দেবতাদের সম্মুখে চললেন। ২। সোমরস যিনি তিনি কবি অর্থাৎ কার্যে পটু। বুদ্ধিমান তাঁকে স্তব করলেন, যজ্ঞের কার্যে নিযুক্ত করলেন, এতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হল। ৩। এ সোমরস সকলদিক দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হতে নিষ্পীড়িত হয়ে দেবতাদের উদ্দেশে আসছেন। ইনি পবিত্রের দিকে যাচ্ছেন। ৪। হে সোমরস! হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্যা করছেন। তুমি আমাদের অন্ন কামনা কর, যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, আমাদের পবিত্র কর। ৫। সে সোমরসকে পণ্ডিতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সে সোমরস সর্বদাই বর্ধিষ্ণু। তিনি আমাদের দেবতাদের নিকট নিয়ে চলুন। ৬। হে সোমরস! তুমি এতাদৃশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ, তুমি সদ্গতি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদের ধন লাভের উপায় করে দাও, তুমি প্রচুর অন্ন প্রচুর বল উপার্জন করে দাও।

৪৫ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

স পবস্ব মদায় কং নৃচক্ষ দেববীতয়ে। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১
স নো অর্ষাভি দূত্যং ত্বমিন্দ্রায় তোশসে। দেবাংৎসখিভ্য আ বরম্ ॥ ২
উত ত্বামরুণং বয়ং গোভিরজ্মো মদায় কম্। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩
অত্যূ পবিত্রমক্রমীদ্বাজী ধুরং ন যামনি। ইন্দুর্দেবেষু পত্যতে ॥ ৪
সমী সখায়ো অস্বরম্বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। ইন্দুং নাবা অনূষত ॥ ৫
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া পীতো বিচক্ষসে। ইন্দো স্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! যাঁরা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁদের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাদের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর। ২। হে সোমরস! তুমি আমাদের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হয়ে থাক। আমরা তোমার সখা। দেবতাদের নিকট হতে আমাদের ধন আহরণ করে দাও। ৩। অপিচ। তোমার লোহিতমূর্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করছি। তাতে আমোদ, তাতে সুখ। ধন লাভের দ্বারা তুমি উদ্ঘাটন করে দাও। ৪। যেমন অশ্ব পথে গমন কালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। ৫। সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক যখন জল মধ্যে ক্রীড়া করছেন তখন তাঁর প্রিয়বন্ধু স্তবকর্তারা এক স্বরে তাঁর স্তব করতে লাগলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীর্তন করতে লাগলেন। ৬। হে সোমরস! তুমি সে ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করলে বিচক্ষণ স্তবকর্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ করে থাকেন।

৪৬ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

অসৃগ্রন্দেবীতয়েঽত্যাসঃ কৃৎব্যা ইব। ক্ষরন্তঃ পর্বতাবৃধঃ ॥ ১
পরিষ্কৃতাস ইন্দবো যোষেব পিত্র্যাবতী। বায়ুং সোমা অসৃক্ষত ॥ ২

এতে সোমাস ইন্দবঃ প্রযস্বন্তশ্চমূ সুতাঃ। ইন্দ্রং বর্ধন্তি কর্মভিঃ ॥ ৩
আ ধাবতা সুহস্ত্যঃ শুক্রা গৃভ্ণীত মন্থিনা। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্ ॥ ৪
স পবস্ব ধনঞ্জয় প্রযন্তা রাধসো মহঃ। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ৫
এতং মৃজন্তি মর্জ্যং পবমানং দশ ক্ষিপঃ। ইন্দ্রায় মৎসরং মদম্ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। সোম লতাগুলি পার্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হচ্ছেন, তারা সুপটু ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। [যাজ্ঞিকেরা তাদের প্রস্তুত করছেন]। ২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিতা হয়ে কোন নববধূ স্বামীর নিকটে গিয়ে থাকে (১), সোমগুলি সেরূপ বায়ুর দিকে যাচ্ছে। ৩। এ সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবিধ কার্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্ধন করছে। এরা প্রস্তর ফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপত্তি লাভ করেছে। ৪। হে সুচতুর পুরোহিতগণ! দ্রুতপদে এস। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সাথে শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এ আমোদবৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগদ্বারা সুস্বাদু কর। ৫। হে সোমরস! তোমাকে পানপূর্বক বীর্যবান হয়ে শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, দুর্গম স্থানে তুমি পথ প্রকাশ করে দাও। এরূপ গুণধারী, তুমি আমাদের জন্য ক্ষরিত হও। ৬। এ সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। দশ অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্বক এঁকে শোধন করতে হবে। ইনি মত্ততা আনেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন।

টীকা : ১। বিবাহকালে পিতাকর্তৃক কন্যাকে অলঙ্কার দানের উল্লেখ।

৪৭ সূক্ত ॥ পবমান দেবতা। ভৃগুপুত্র কবি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অয়া সোমঃ সুকৃত্যয়া মহশ্চিদভ্যবর্ধত। মন্দান উদ্বৃষায়তে ॥ ১
কৃতানীদস্য কর্ত্বা চেতন্তে দস্যুতর্হণা। ঋণা চ ধৃষ্ণুশ্চয়তে ॥ ২
আৎসোম ইন্দ্রিয়ো রসো বজ্রঃ সহস্রসা ভুবৎ। উক্থং যদস্য জায়তে ॥ ৩
স্বয়ং কবির্বিধর্তরি বিপ্রায় রত্নমিচ্ছতি। যদী মর্মৃজ্যতে ধিয়ঃ ॥ ৪
সিষাসতূ রয়ীণাং বাজেষ্বর্বতামিব। ভরেষু জিগ্যুষামসি ॥ ৫

অনুবাদ : ১। উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হয়ে এ সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি পেলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের ন্যায় শব্দ করছেন। ২। এ সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হয়েছে। দস্যু বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হচ্ছেন। এ বলবান সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করছেন। ৩। যে পরিমাণে এ সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা হচ্ছে, সে পরিমাণে সহস্রধারায় প্রবাহিত হচ্ছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ এবং বজ্রের ন্যায় ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হচ্ছেন। ৪। যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা এ সোমের শোধন করা যায় তবে তিনি আপনা হতেই কৃতকর্মা হয়ে ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক পণ্ডিতকে নানা ধন দিয়ে দেন। ৫। হে সোমরস! যেমন যুদ্ধভূমিতে ঘোটকদের ঘাস বণ্টন করে দেওয়া যায় সেরূপ যারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁদের শত্রুর নিকট অপহৃত সম্পত্তি বণ্টন করে দাও।

৪৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

তং ত্বা নৃম্ণানি বিভ্রতং সধস্থেষু মহো দিবঃ। চারুং সুকৃত্যয়েমহে ॥ ১
সংবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যং মহামহিব্রতং মদম্। শতং পুরো রুরুক্ষণিম্ ॥ ২
অতস্ত্বা রয়িমভি রাজানং সুক্রতো দিবঃ। সুপর্ণো অব্যথির্ভরৎ ॥ ৩

বিশ্বস্মা ইৎস্বর্দৃশে সাধারণং রজস্তুরং। গোপামৃতস্য বির্ভরৎ ॥ ৪
অধা হিন্বান ইন্দ্রিয়ং জ্যায়ো মহিত্বমানশে। অভিষ্টিকৃদ্বিচর্ষণিঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে সোম! তুমি প্রকাণ্ড নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীদের মধ্যবর্তী। তুমি ধনের ধারণকর্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণকর্তা। আমরা শোভন কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করছি। ২। হে সোম! পরাভবকারী শত্রুদের তুমি বিনাশ কর। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহৎকার্য অবশ্য প্রশংসা করতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শত্রুপুরের ধ্বংসকারী। ৩। হে চমৎকার কার্যকরী সোম! এ নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হতে আহরণ করেছিল, কেননা তুমি ধন বিতরণ করবার রাজা। ৪। এ সোম বৃষ্টির জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী সকল দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্তা, সুপর্ণ এ জেনেই সোম আহরণ করেন। ৫। এ সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিঞ্চিৎ পরে নিজ বলপ্রয়োগ পূর্বক প্রকাণ্ড বীর্য ধারণ করলেন।

৪৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্মিং দিবস্পরি। অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ ॥ ১
তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্। জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥ ২
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ। অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব ॥ ৩
স ন ঊর্জে ব্য ব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া। দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্ ॥ ৪
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষাংস্যপজঙ্ঘনৎ। প্রত্নবদ্রোচয়ন্রুচঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে সোম! চতুর্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্বত্র জলের তরঙ্গ আন। অক্ষয় অন্নের মহা ভাণ্ডার উপস্থিত কর। ২। হে সোম! তুমি সে ধারাতে ক্ষরিত হও, যাতে বিপক্ষ দেশজাত গোধন সকল আমার ভবনে এসে উপনীত হয়। ৩। হে সোম! তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ কর। আমাদের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর। ৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েছ, এক্ষণে ধারারূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাতেই আমাদের অন্ন হবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শুনুন। ৫। ঐ সোম ক্ষরিত হতে হতে প্রবাহিত হলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করলেন, তাঁর চির পরিচিত জ্যোতিপুঞ্জ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হল।

৫০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। আঙ্গিরাবংশীয় উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্মেরিব স্বনঃ। বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ। যদব্য এষি সানবি ॥ ২
অব্যো বারে পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। পবমানং মধুশ্চুতম্ ॥ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে। অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ। ইন্দ্রবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হচ্ছে। যেমন ধনুর্গুণ হতে বিক্ষিপ্ত বান শব্দ করে, তুমি সেরূপ শব্দ ছাড়তে থাক। ২। যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়ে আরোহণ কর, তোমার

উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হতে থাকে। ৩। এ যে সোম, যিনি দেবতাদের প্রীতিকর, যাঁর বর্ণ দূর্বাদলবৎ যিনি প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করছেন, একে ঋত্বিকগণ ছাঁকবার জন্য মেষলোমের উপর অর্পণ করছেন। ৪। হে কর্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হও। তাহলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হবে। ৫। হে আনন্দ বিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করবার জন্য গব্য, ক্ষীরাদি তোমার সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

৫১ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। উচথ্য ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ সৃজ। পুনীহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১
দিবঃ পীয়ূষমুত্তমং সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে। সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ২
তব ত্য ইন্দ্রো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্যশ্নতে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩
ত্বং হি সোম বর্ধয়ংৎসুতো মদায় ভূর্ণয়ে। বৃষংস্তোতারমূতয়ে ॥ ৪
অভ্যর্ষ বিচক্ষণ পবিত্রং ধারয়া সুতঃ। অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরোহিত! প্রস্তরফলকদ্বারা সোম নিষ্পীড়িত হয়েছেন, একে কুশময় পবিত্রের চারদিকে ঢেলে দাও। ইন্দ্র এর পানকর্তা, তাঁর জন্য এর শোধন কর। ২। হে পুরোহিতগণ! এ সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এ সোমের নিষ্পীড়ন কর। ৩। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হয়ে সুস্বাদু হয়েছ, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্য সকল আছে, এর চারদিকে দেবতাগণ ও মরুৎগণ এসে ঘিরে বসছেন। ৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ত্বরিত আনন্দ বিধান কর, তোমার প্রকৃতি (দেহ) পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং উপাসককে রক্ষা কর। ৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়েছ, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে এবং বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে যাও।

৫২ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পরি দ্যুক্ষঃ সনদ্রয়ির্ভরদ্বাজং নো অন্ধসা। সুবানো অর্ষ পবিত্র আ ॥ ১
তব প্রত্নেভিরধ্বভিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ। সহস্রধারো যাত্তনা ॥ ২
চরুর্ন যস্তমীংখয়েন্দো ন দানমীংখয়। বধৈর্বধস্নবীংখয়া ॥ ৩
নি শুষ্মমিন্দবেষাং পুরুহূতং জনানাম্। যো অস্মাঁ আদিদেশতি ॥ ৪
শতং ন ইন্দ ঊতিভিঃ সহস্রং বা শুচীনাম্। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সে সোম জ্যোতিপুঞ্জ মূর্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হন। হে সোম! নিষ্পীড়িত হয়ে কুশময় পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হয়ে চিরাভ্যস্ত প্রকারে মেষলোমে যাচ্ছে। ৩। হে সোম! চরুর মত যে খাদ্য, তা এনে দাও, দেয় বস্তু আমাদের এনে দাও, প্রহার করলে তুমি নিসৃত হয়ে থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সে প্রহার সহকারে নির্গত হও। ৪। যে সকল বিপক্ষ আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করছে, হে সর্বজন কমনীয় সোমরস! সে সকল ব্যক্তির তেজ হ্রাস করে দাও। ৫। হে সোম! তুমি ধনের বিতরণ কর্তা, আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমার নির্মল শতধারা বহমান করে দাও।

৫৩ সূক্ত ॥ পবমান দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

উত্তে শুষ্মাসো অস্থূ রক্ষো ভিন্দন্তো অদ্রিবঃ। নুদস্ব যাঃ পরিস্পৃধঃ ॥ ১
অয়া নিজঘ্নিরোজসা রথসঙ্গে ধনে হিতে। স্তবা অবিভ্যুষা হৃদা ॥ ২
অস্য ব্রতানি নাধৃষে পবমানস্য দূঢ্যা। রুজ যস্ত্বা পৃতন্যতি ॥ ৩
তং হিন্বন্তি মদচ্যুতং হরিং নদীষু বাজিনম্। ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস! রাক্ষস ধ্বংসকারী তোমার তেজ সমস্ত উদ্রিক্ত হয়েছে। যে সকল বিপক্ষ চারদিকে আস্ফালন করছে, তাদের তাড়িয়ে দাও। ২। এ আমি নির্ভয় হৃদয়ে বিপক্ষের রথমধ্যনিহিত ধন লুন্ঠন করবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করবার উদ্দেশে সোমের গুণগান করছি। ৩। নির্বোধ শত্রু এ ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করতে পারে না। যে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে চায়, তাকে বিনাশ কর। ৪। সে যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁর বর্ণ দূর্বাদলবৎ, যিনি বলকর, তাঁকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিকগণ নদীতে ঢেলে দিচ্ছেন।

৫৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতং শুক্রং দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ। পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্ ॥ ১
অয়ং সূর্য ইবোপদৃগয়ং সরাংসি ধাবতি। সপ্ত প্রবত আ দিবম্ ॥ ২
অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি। সোমো দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৩
পরি ণো দেববীতয়ে বাজাঁ অর্ষসি গোমতঃ। পুনান ইন্দবিন্দ্রয়ুঃ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। পণ্ডিতগণ এ সোমের চিরপরিচিত জ্যোতি দেখে শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করলেন। সে দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধায়ক। ২। এ সোমরস সূর্যের ন্যায় সর্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হতে দ্যুলোক পর্যন্ত ঘিরে আছেন। ৩। এ সোম যখন সংশোধিত হচ্ছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হন। ইনি সূর্যদেবের ন্যায়। ৪। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, ইন্দ্রকর্তৃক পীত হবে, আমাদের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে দাও।

৫৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

যবং যবং নো অন্ধসা পুষ্টং পুষ্টং পরি স্রব। সোম বিশ্বা চ সৌভগা ॥ ১
ইন্দো যথা তব স্তবো যথা তে জাতমন্ধসঃ। নি বর্হিষি প্রিয়ে সদঃ ॥ ২
উত নো গোবিদশ্ববিৎপবস্ব সোমান্ধসা। মক্ষূতমেভিরহভিঃ ॥ ৩
যো জিনাতি ন জীয়তে হন্তি শত্রুমভীত্য। স পবস্ব সহস্রজিৎ ॥ ৪

অনুবাদ : ১। হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদের আহরণ করে দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদের দাও। ২। হে সোম! তোমার যে প্রকার গুণ কীর্তন করলাম, যেরূপ তোমার আহৃত অন্নের স্তব করলাম, এ ক্ষণে আমাদের কুশে এসে উপবেশন কর। ৩। হে সোম! তুমি আমাদের গোধন আহরণ করে দাও, অশ্বও আহরণ করে দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এ প্রার্থনা। ৪। যে তুমি জয়ী হয়ে থাক, কখন পরাজিত হওনা, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হয়ে তাদের নিপাত কর, সে তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও।

৫৬ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ । গায়ত্রী ছন্দ ।

পরি সোম ঋতং বৃহদাশুঃ পবিত্রে অর্ষতি । বিঘ্নন্‌রক্ষাংসি দেবয়ুঃ ॥ ১
যৎসোমো বাজমর্ষতি শতং ধারা অপস্যুবঃ । ইন্দ্রস্য সখ্যমাবিশন্ ॥ ২
অভি ত্বা যোষণো দশ জারং ন কন্যানূষত । মৃজ্যসে সোম সাতয়ে ॥ ৩
ত্বমিন্দ্রায় বিষ্ণবে স্বাদুরিন্দো পরি স্রব । নৄংৎস্তোতৄন্ পাহ্যংহসঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হচ্ছেন, এর কামনা, যে দেবতাদের কর্তৃক পীত হন, ইনি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করছেন। ২। এ সোমের বিশিষ্ট কার্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব লাভ করা মাত্র ইনি অন্ন দান করেন। ৩। হে সোম ! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, সেরূপ দশ অঙ্গুলি শব্দ করতে করতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হলে আমাদের অশেষ লাভ। ৪। বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম ! তুমি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদের পাপের তাড়না হতে রক্ষা কর।

৫৭ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ । গায়ত্রী ছন্দ ।

প্র তে ধারা অসশ্চতো দিবো ন যন্তি বৃষ্টয়ঃ । অচ্ছা বাজং সহস্রিণম্ ॥ ১
অভি প্রিয়াণি কাব্যা বিশ্বা চক্ষাণো অর্ষতি । হরিস্তুঞ্জান আয়ুধা ॥ ২
স মর্মৃজান আয়ুভিরিভো রাজেব সুব্রতঃ । শ্যেনো ন বংসু ষীদতি ॥ ৩
স নো বিশ্বা দিবো বসূতো পৃথিব্যা অধি । পুনান ইন্দবা ভর ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হচ্ছে এবং আমাদের অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করছে। ২। এ হরিতবর্ণ সোমরস দেবতাদের প্রীতিকর, সকল কার্যের প্রতিই মনোযোগী, ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করতে করতে আসছেন। ৩। সোমরসের সকল কার্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা এঁকে শোধন করতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে গিয়ে আপন স্থান গ্রহণ করেন। ৪। হে সোম ! তুমি ক্ষরিত হতে হতে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদের বিতরণ কর।

৫৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ । গায়ত্রী ছন্দ ।

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ । তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ১
উস্রা বেদ বসূনাং মর্তস্য দেব্যবসঃ । তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে । তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩
আ যয়োস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে । তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেবতাদের অন্ন। নিষ্পীড়িত হবার পর তাঁর ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন। ২। সে সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সে জ্যোতিপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করতে জানেন। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন। ৩। ধ্বস্রদ্বয় ও পুরুষন্তিদ্বয়ের নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করছি। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন (১)। ৪। ঐ দু জনের নিকট ত্রিশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করেছি। সে আনন্দকর সোম গড়িয়ে যাচ্ছেন।

টীকা ঃ ১। সায়ণ বলেন, ধ্বস্র ও পুরুষন্তি দুজন রাজার নাম।

৫৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব গোজিদশ্বজিদ্বিশ্বজিৎসোম রণ্যজিৎ। প্রজাবদ্রত্নমা ভর ॥ ১
পবস্বাদ্ভ্যো অদাভ্যঃ পবস্বৌষধীভ্যঃ। পবস্ব ধিষণাভ্যঃ ॥ ২
ত্বং সোম পবমানো বিশ্বানি দুরিতা তর। কবিঃ সীদ নি বর্হিষি ॥ ৩
পবমান স্বর্বিদো জায়মানোঽভবো মহান্। ইন্দো বিশ্বাঁ অভীদসি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি গোধন জয় কর, তুমি অশ্ব জয় কর, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তানসন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করে দাও। তুমি ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! তুমি জল হতে ক্ষরিত হও, কিরণ হতে ক্ষরিত হও, ওষধি হতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হতে ক্ষরিত হও। ৩। তুমি ক্ষরিত হয়ে সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্মিষ্ঠব্যক্তির কুশে গিয়ে উপবেশন কর। ৪। হে সোম! তুমি সকলই প্রদান কর। তুমি দর্শন দিয়েই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও।

৬০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্ ছন্দ।

প্র গায়ত্রেণ গায়ত পবমানং বিচর্ষণিং। ইন্দুং সহস্রচক্ষসম্ ॥ ১
তং ত্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্ণসং। অতি বারমপাবিষুঃ ॥ ২
অতি বারান্ পবমানো অসিষ্যদৎ কলশাঁ অভি ধাবতি। ইন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্ ॥ ৩
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে শং পবস্ব বিচর্ষণে। প্রজাবদ্রেত আ ভর ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। তোমরা সকলে গায়ত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কর। তিনি সকল দিক দেখেন। তাঁর সহস্র চক্ষু। ২। তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হয়েছ। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়ে তাঁরা শোধন করলেন অর্থাৎ ছাঁকলেন। ৩। এ ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্বক দ্রুত হলেন। এক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুতবেগে যাচ্ছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। ৪। হে বহুদর্শিন! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য স্বচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদের সন্তানসন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

৬১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় অমহীয়ু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অয়া বীতী পরি স্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা। অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১
পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্। অধ ত্যং তুর্বশং যদুম্ ॥ ২
পরি ণো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩
পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রমভ্যুন্দতঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৪
যে তে পবিত্রমূর্ময়োঽভিক্ষরন্তি ধারয়া। তেভির্নঃ সোম মৃলয় ॥ ৫
স নঃ পুনান আ ভর রয়িং বীরবতীমিষম্। ঈশানঃ সোম বিশ্বতঃ ॥ ৬
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্। সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ৭
সমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ। সং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৮
স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্। চারুর্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৯
উচ্চা তে জাতমন্ধসো দিবি ষদ্ভূম্যা দদে। উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ ॥ ১০
এনা বিশ্বান্যর্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্। সিষাসন্তো বনামহে ॥ ১১
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। বরিবোবিৎপরি স্রব ॥ ১২
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্। ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ ॥ ১৩

তমিদ্বর্ধন্তু নো গিরো বৎসং সংশিশ্বরীরিব। য ইন্দ্রস্য হৃদংসনিঃ ॥ ১৪
অর্ষা ণঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষং। বর্ধা সমুদ্রমুক্থ্যম্ ॥ ১৫
পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্। জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ১৬
পবমানস্য তে রসো মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ। বি বারমব্যমর্ষতি ॥ ১৭
পবমান রসস্তব দক্ষো বি রাজতি দ্যুমান্ ॥ জ্যোতির্বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ১৮
যস্তে মদো বরেণ্যস্তেনা পবস্বান্ধসা। দেবাবীরঘশংসহা ॥ ১৯
জঘ্নির্বৃত্রমমিত্রিয়ং সস্নির্বাজং দিবেদিবে। গোষা উ অশ্বসা অসি ॥ ২০
সংমিশ্লো অরুষো ভব সূপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ২১
স পবস্ব য আবিথেন্দ্রং বৃত্রায় হন্তবে। বব্রিবাংসং মহীরপঃ ॥ ২২
সুবীরাসো বয়ং ধনা জয়েম সোম মীঢ্বঃ। পুনানো বর্ধ নো গিরঃ ॥ ২৩
ত্বোতাসস্তবাবসা স্যাম বন্বন্ত আমুরঃ। সোম ব্রতেষু জাগৃহি ॥ ২৪
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ। গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ ॥ ২৫
মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ। রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২৬
ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমা মিনন্। যৎপুনানো মখস্যসে ॥ ২৭
পবস্বেন্দো বৃষা সুতঃ কৃধী নো যশসো জনে। বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি ॥ ২৮
অস্য তে সখ্যে বয়ং তবেন্দো দ্যুম্ন উত্তমে। সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ ॥ ২৯
যা তে ভীমান্যায়ুধা তিগ্মানি সন্তি ধূর্বণে। রক্ষা সমস্য নো নিদঃ ॥ ৩০

অনুবাদ : ১। হে সোম! তুমি সে রস ধারণপূর্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। যে রসের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রুপুরি যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়েছিল। ২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শম্বর নামক শত্রু সত্যকর্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হল, তদনন্তর সে প্রসিদ্ধ তুর্বসু ও যদু বশতাপন্ন হল। ৩। হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণ কর্তা, তুমি অশ্ব ও গোধন ও সুবর্ণ আমাদের নিমিত্ত বর্ষণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। ৪। তুমি যখন ক্ষরিত হয়ে পবিত্রকে আর্দ্র করতে থাক তখন আমাদের সখাস্বরূপ হও এই প্রার্থনা করি। ৫। তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হয়ে পবিত্রের চারদিকে ক্ষরিত হয়, তাদের দ্বারা আমাদের সুখী কর। ৬। হে সোম! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের প্রচুররূপে ধন, জন ও অন্ন বিতরণ কর। ৭। নদীগণ এ সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে একে শোধন করে। ইনি অদিতি সন্তান দেবতাদের সাথে মিলিত হন। ৮। এ নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর গিয়ে ইন্দ্রের, বায়ুর এবং সূর্য কিরণের সাথে মিলিত হচ্ছেন। ৯। হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দর রূপ ধারণপূর্বক ভগ নামক দেবতার জন্য এবং পূষা বায়ু ও মিত্র বরুণের জন্য ক্ষরিত হও। ১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তা ঊর্ধ্বলোকে, স্বর্গলোকে থাকে, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে। ১১। এ সোমের সাহায্যে আমরা মনুষ্যদের সকল খাদ্য দ্রব্য উপার্জন করি এবং ভাগ করবার ইচ্ছা হলে ভাগ করে নিই। ১২। হে সোম! তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। ১৩। সেই যে সোম, যাঁকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে স্থানে স্থানে রাখা হয়েছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হয়েছে, যাঁকে পান করলে শত্রুদের পরাজয় করা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ সে সোমের দিকে যাচ্ছেন। ১৪। যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁকেই আমাদের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সম্বর্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তনপান না করালে জননীগণের স্তন

স্ফীত হয়ে উঠে তখন সন্তানকে পেলে তাঁরা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চায়। ১৫। হে সোম! তুমি আমাদের গোধনকে নিরুপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর। ১৬। সোম ক্ষরিত হতে হতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিপুঞ্জ আবির্ভূত করলেন, এ আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হল। ১৭। হে জ্যোতির্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হচ্ছ, তোমার সে আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাচ্ছে। ১৮। হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান করে দৃষ্টি-গোচর করে দিচ্ছে। ১৯। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাদের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসদের ধ্বংস করে থাকে, যা আনন্দ বিধান করে এবং সর্বলোকের প্রার্থনীয় হয়, সে রস ধারণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও। ২০। হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করেছ, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ করে দাও। তুমি গোধন বিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদান কর। ২১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু ক্ষীরাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্বক দীপ্তিশালী হও, যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রুতবেগে গিয়ে আপন স্থানে উপবেশন করে। ২২। হে সোম! যখন বৃত্র তাবৎ জলভাণ্ডার রোধ করে রেখেছিল সে সময়ে ইন্দ্রের বৃত্রসংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও। ২৩। হে ধনবর্ষণকারী সোম! আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে সমস্ত ধন জয় করে নিই। তুমি শোধিত হতে হতে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান কর। ২৪। হে সোম! তোমার রক্ষায় রক্ষিত হয়ে আমরা যেমন বিপক্ষদের খণ্ড খণ্ড করে নিধন করি। হে সোম! আমাদের সৎকর্মের সময় তুমি সতর্ক থাক। ২৫। এ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি হিংসকদের নষ্ট করছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণদের নষ্ট করছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট যাচ্ছেন। ২৬। হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদের দাও, হিংসকদের ধ্বংস কর, আমাদের ধন জন ও যশ বিতরণ কর। ২৭। হে সোম! যখন তুমি শোধন হতে হতে আমাদের ধন দান করতে উদ্যত হও যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শত শত হিংসক শত্রু মিলিত হয়েও তোমার কিছুই করতে পারে না। ২৮। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ধন বর্ষণ করতে করতে ক্ষরিত হও, দেশ মধ্যে আমাদের যশস্বী কর, সকল শত্রু নিধন কর। ২৯। হে সোম! আমরা এক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ করে তোমার অন্নে পুষ্ট হয়ে যুদ্ধার্থে সমাগত বিপক্ষদের যেন পরাজয় করতে পারি। ৩০। হে সোম! বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশাণিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসহকারে আমাদের পরাজয়রূপ অযশ হতে রক্ষা কর।

৬২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ। বিশ্বান্যভি সৌভগা ॥ ১
বিঘ্নন্তো দুরিতা পুরু সুগা তোকায় বাজিনঃ। তনা কৃণ্বন্তো অর্বতে ॥ ২
কৃণ্বন্তো বরিবো গবেঽভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিম্। ইলামস্মভ্যং সংযতম্ ॥
অসাব্যংশুর্মদায়াপ্সু দক্ষো গিরিষ্ঠাঃ। শ্যেনো ন যোনিমাসদৎ ॥ ৪
শুভ্রমন্ধো দেববাতমপ্সু ধূতো নৃভিঃ সুতঃ। স্বদন্তি গাবঃ পয়োভিঃ ॥ ৫
আদীমশ্বং ন হেতারোঽশূশুভন্নমৃতায়। মধ্বো রসং সধমাদে ॥ ৬
যাস্তে ধারা মধুশ্চুতোঽসৃগ্রমিন্দ ঊতয়ে। তাভিঃ পবিত্রমাসদঃ ॥ ৭
সো অর্ষেন্দ্রায় পীতয়ে তিরো রোমাণ্যব্যয়া। সীদন্যোনা বনেষ্বা ॥ ৮
ত্বমিন্দো পরি স্রব স্বাদিষ্ঠো অঙ্গিরোভ্যঃ। বরিবোবিদ্ঘৃতং পয়ঃ ॥ ৯

অয়ং বিচর্ষণির্হিতঃ পবমানঃ স চেততি। হিম্বান আপ্যং বৃহৎ ॥ ১০
এষ বৃষা বৃষব্রতঃ পবমানো অশস্তিহা। করদ্বসূনি দাশুষে ॥ ১১
আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্। পুরুশ্চন্দ্রং পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২
এষ স্য পরি ষিচ্যতে মর্মৃজ্যমান আয়ুভিঃ। উরুগায়ঃ কবিক্রতুঃ ॥ ১৩
সহস্রোতিঃ শতামঘো বিমানো রজসঃ কবিঃ। ইন্দ্রায় পবতে মদঃ ॥ ১৪
গিরা জাত ইহ স্তুত ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে। বির্যোনা বসতাবিব ॥ ১৫
পবমানঃ সুতো নৃভিঃ সোমো বাজমিবাসরৎ। চমূষু শক্মনাসদম্ ॥ ১৬
তং ত্রিপৃষ্ঠে ত্রিবন্ধুরে রথে যুঞ্জন্তি যাতবে। ঋষীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ ॥ ১৭
তং সোতারো ধনস্পৃতমাশুং বাজায় যাতবে। হরিং হিনোত বাজিনম্ ॥ ১৮
আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। শূরো ন গোষু তিষ্ঠতি ॥ ১৯
আ ত ইন্দো মদায় কং পয়ো দুহন্ত্যায়বঃ। দেবা দেবেভ্যো মধু ॥ ২০
আ নঃ সোমং পবিত্র আ সৃজতা মধুমত্তমম্। দেবেভ্যো দেবশ্রুত্তমম্ ॥ ২১
এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শ্রবসে মহে। মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ২২
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি। সনদ্বাজঃ পরি স্রব ॥ ২৩
উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ। গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ২৪
পবস্ব বাচো অগ্রিয়ঃ সোম চিত্রাভিরূতিভিঃ। অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫
ত্বং সমুদ্রিয়া অপোঽগ্রিয়ো বাচ ঈরয়ন্। পবস্ব বিশ্বমেজয় ॥ ২৬
তুভ্যেমা ভুবনা কবে মহিম্নে সোম তস্থিরে। তুভ্যমর্ষন্তি সিন্ধবঃ ॥ ২৭
প্র তে দিবো ন বৃষ্টয়ো ধারা যন্ত্যসশ্চতঃ। অভি শুক্রামুপস্তিরম্ ॥ ২৮
ইন্দ্রায়েন্দুং পুনীতনোগ্রং দক্ষায় সাধনম্। ঈশানং বীতিরাধসম্ ॥ ২৯
পবমান ঋতঃ কবিঃ সোমঃ পবিত্রমাসদৎ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। এ দেখ সোমরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদের দেবেন বলে পবিত্রের নিকট শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হচ্ছেন। ২। এ সকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম নষ্ট করছেন, আমাদের সন্তান সন্ততি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করেছেন এবং আমাদের চমৎকার বস্ত্রাদি দিচ্ছেন। ৩। এ সকল সোমরস আমাদের নিমিত্ত এবং গোধনের নিমিত্ত চমৎকার অন্নবিধান করতে করতে আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করছেন। ৪। পর্বতোৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হলেন এবং জলমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপন স্থানে গিয়ে উপবেশন করলেন (১)। ৫। যে নির্মল খাদ্যদ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম। পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাকে নিষ্পীড়নপূর্বক জলে শোধন করেন, যজ্ঞ শেষে গোধন তার আস্বাদন গ্রহণ করেন। ৬। অনন্তর অনুষ্ঠানকর্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে সে সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন, যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করে থাকে। ৭। হে সোম! তোমার যে সমস্ত সুরস ধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হয়েছে, তৎসহকারে পবিত্রে গিয়ে উপবেশন কর। ৮। হে সোম! তুমি মেঘলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হয়ে ইন্দ্রের পানের জন্য পাত্রে পাত্রে গিয়ে স্থান গ্রহণ কর। ৯। হে সোম! তুমি অতি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হও। অঙ্গিরার সন্তানদের উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘৃত দুগ্ধ আহরণ করে দাও। ১০। এই দেখ বহুদর্শী সোমরস পাত্রে স্থাপিত হয়েছেন, ক্ষরিত হচ্ছেন এবং জলমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্যকে আন্দোলিত করে আপনার সন্নিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। ১১। এ যে সোম, ইনি ধনবর্ষণকারী, তাই এর একমাত্র কাজ, ইনি রাক্ষসদের সংহার করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন দিয়ে থাকেন। ১২। হে সোম! তুমি অতি

প্রচুর ধন ক্ষরণ করে দাও। গো অশ্ব সকল দাও। এমন ধন দাও, যাতে সকলের উল্লাস হয়, যা সকলেই পেতে বাঞ্ছা করে। ১৩। এই দেখ, মনুষ্যেরা সোমকে সেচন করছেন, এঁকে শোধন করা হচ্ছে, এঁর যশ গান করা হচ্ছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্যক্ষম। ১৪। এ সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্মাণ কর্তা, এঁর ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা ; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৫। এ সোম জন্ম গ্রহণপূর্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ করে ইন্দ্রের পানের জন্য যেরূপ পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে, সেরূপ যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হচ্ছেন। ১৬। যখন পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকগণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশন করে যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৭। ঋত্বিকগণ সে সোমকে ঋষিদের রথে ঘোটকের ন্যায় যোজনা করছেন, সে রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তচ্ছন্দ তার রজ্জু। এ রূপ রথে যোজনা করলে দেবতাদের নিকট যাওয়া যায়। ১৮। হে সোম-নিষ্পীড়নকারিগণ ! সে সোম দ্রুতগামী অশ্ববৎ, তিনি ধন স্পর্শ করেন অর্থাৎ এনে দেন, যুদ্ধে যাবার জন্য তাঁকে সজ্জিত কর। ১৯। সোম নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, সর্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের এনে দিচ্ছেন এবং বিপক্ষের গোযূথ মধ্যে ধীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হচ্ছেন। ২০। হে সোম ! মনুষ্যগণ তোমার সে মধুময় রসের গুণ কীর্তন করতে করতে দেবতাদের আনন্দ বর্ধন করবার জন্য দোহন করছেন। ২১। দেবতারা যার নাম শুনতে ভালবাসেন, যার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিকগণ ! সে সোমরসকে দেবতাদের নিমিত্ত পবিত্রের উপর রেখে দাও। ২২। ঋত্বিকগণ এ সকল সোমরস উৎপাদন করেছেন, এদের গুণকীর্তন হচ্ছে, এরা প্রচুর অন্ন বিতরণ করবে, এদের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ। ২৩। হে সোম ! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাদির সাথে মিশ্রিত হয়ে ভক্ষণের উপযোগী হয়ে থাক, সে তুমি এক্ষণে অন্নদান করতে করতে ক্ষরিত হও। ২৪। হে সোম ! আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করছি। তুমি আমাদের সর্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করে দাও। ২৫। হে সোম ! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা করি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও। ২৬। হে সোম ! তুমি শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে থাক। তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে দাও। ২৭। হে সোম ! তোমার মহিমাতেই এ সকল ভুবন সুস্থির হয়ে আছে। এ সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ২৮। যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, সেরূপ, হে সোম ! তোমার ধারা সমস্ত শুক্লবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ২৯। তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত কর, কারণ এর দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হয়ে থাকে। ৩০। বিবিধ কার্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হতে হতে পবিত্রে গিয়ে বসলেন এবং স্তবকর্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য দিতে লাগলেন।

টীকা ঃ ১। সোমরস পাত্রে ঢালার সাথে ও শ্যেনপক্ষীর উড়ে আসার সাথে অনেক স্থানে তুলনা করা হয়েছে। এরূপ উপমা হতে কি শ্যেনপক্ষীকর্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে ? এ সূক্তের ১৫ ঋক দেখুন এবং ৯।৬৭।১৪ ও ১৫ ঋক এবং ৯।৭১।৬ ও ৯।৮৫।১১ এবং ৯।৮৬।৩৫ ও ৯।৯৬।১১ ও ৯।৯৭।৩৩ দেখুন।

৬৩ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা । কশ্যপগোত্রীয় নিধ্রুব ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

আ পবস্ব সহস্রিণং রয়িং সোম সুবীর্যম্ । অস্মে শ্রবাংসি ধারয় ॥ ১
ইষমূর্জং চ পিন্বস ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমঃ । চমূস্বা নি ষীদসি ॥ ২
সুত ইন্দ্রায় বিষ্ণবে সোমঃ কলশে অক্ষরৎ । মধুমাঁ অস্তু বায়বে ॥ ৩
এতে অসৃগ্রমাশবোঽতি হ্বরাংসি বভ্রবঃ । সোমা ঋতস্য ধারয়া ॥ ৪
ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ । অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ ॥ ৫
সুতা অনু স্বমা রজোঽভ্যর্ষন্তি বভ্রবঃ । ইন্দ্রং গচ্ছন্ত ইন্দবঃ ॥ ৬
অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্যমরোচয়ঃ । হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ৭
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি । অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ৮
উত ত্যা হরিতো দশ সূরো অযুক্ত যাতবে । ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্ ॥ ৯
পরীতো বায়বে সুতং গির ইন্দ্রায় মৎসরম্ । অব্যো বারেষু সিঞ্চত ॥ ১০
পবমান বিদা রয়িমস্মভ্যং সোম দুষ্টরম্ । যো দূণাশো বনুষ্যতা ॥১১
অভ্যর্ষ সহস্রিণং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্ । অভি বাজমুত শ্রবঃ ॥ ১২
সোমো দেবো ন সূর্যোঽদ্রিভিঃ পবতে সুতঃ । দধানঃ কলশে রসম্ ॥ ১৩
এতে ধামান্যার্যা শুক্রা ঋতস্য ধারয়া । বাজং গোমন্তমক্ষরন্ ॥ ১৪
সুতা ইন্দ্রায় বজ্রিণে সোমাসো দধ্যাশিরঃ । পবিত্রমত্যক্ষরন্ ॥ ১৫
প্র সোম মধুমত্তমো রায়ে অর্ষ পবিত্র আ । মদো যো দেববীতমঃ ॥ ১৬
তমী মৃজন্ত্যায়বো হরিং নদীষু বাজিনম্ । ইন্দুমিন্দ্রায় মৎসরম্ ॥ ১৭
আ পবস্ব হিরণ্যবদশ্বাবৎসোম বীরবৎ । বাজং গোমন্তমা ভর ॥ ১৮
পরি বাজে ন বাজয়ুমব্যো বারেষু সিঞ্চত । ইন্দ্রায় মধুমত্তমম্ ॥ ১৯
কবিং মৃজন্তি মর্জ্যং ধীভির্বিপ্রা অবস্যবঃ । বৃষা কনিক্রদর্ষতি ॥ ২০
বৃষণং ধীভিরপ্তুরং সোমমৃতস্য ধারয়া । মতী বিপ্রাঃ সমস্বরন্ ॥ ২১
পবস্ব দেবায়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ । বায়ুমা রোহ ধর্মণা ॥ ২২
পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্ । প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৩
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ ক্রতুবিৎসোম মৎসরঃ । নুদস্বাদেবয়ুং জনম্ ॥ ২৪
পবমানা অসৃক্ষত সোমাঃ শুক্রাস ইন্দবঃ । অভি বিশ্বানি কাব্যা ॥ ২৫
পবমানাস আশবঃ শুভ্রা অসৃগ্রমিন্দবঃ । ঘ্নন্তো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ ২৬
পবমানা দিবস্পর্যন্তরিক্ষাদসৃক্ষত । পৃথিব্যা অধি সানবি ॥ ২৭
পুনানঃ সোম ধারয়েন্দো বিশ্বা অপ স্রিধঃ । জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ২৮
অপঘ্নন্ত্সোম রক্ষসোঽভ্যর্ষ কনিক্রদৎ । দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ২৯
অস্মে বসূনি ধারয় সোম দিব্যানি পার্থিবা । ইন্দো বিশ্বানি বার্যা ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১ । হে সোম ! বলাধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ কর এবং আমাদের অশেষ খাদ্য এনে দাও । ২ । হে সোম ! তোমার তুল্য আনন্দ দাতা কেউ নেই । তুমি আহার দাও, বল ও পুষ্টি প্রদান কর এবং ইন্দ্রের জন্য পাত্রে পাত্রে উপবেশন কর । ৩ । নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরস ইন্দ্রের জন্য এবং বিষ্ণুর জন্য ক্ষরিত হলেন । বায়ুধেন তাঁর মধুর রস প্রাপ্ত হন । ৪ । এ সকল পিঙ্গলবর্ণ সোমরস জলের ধারাতে উৎপাদিত হয়েছেন এবং দ্রুতবেগে রাক্ষসদের দিকে যাচ্ছেন । ৫ । এরা ইন্দ্রের সম্বর্ধনা করে, বৃষ্টি আনে, সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে আর দানকুণ্ঠ কৃপণদের সর্বনাশ করে । ৬ । এ সমস্ত সোমরস নিষ্পীড়িত হয়ে পিঙ্গলবর্ণ ধারণপূর্বক ইন্দ্রের প্রতি যাবার জন্য আপন স্থান প্রাপ্ত হচ্ছে । ৭ । হে সোম ! সে ধারাসহকারে ক্ষরিত হও, যা দিয়ে মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণপূর্বক সূর্যের

দীপ্তি উজ্জ্বল করেছিলে। ৮। শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করছেন। ৯। অপিচ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্যের অশ্ব যোজনা করলেন। ১০। হে স্তবকারিগণ! তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর উদ্দেশে আনন্দ বিধাতা নিষ্পীড়িত সোমকে এ স্থান হতে নিয়ে মেষলোমে সেচন কর। ১১। হে ক্ষরৎ সোম! হিংসক শত্রু যে ধন নষ্ট করতে না পারে, এরূপ শত্রুর দুর্লভ ধন আমাদের দান কর। ১২। গোধন ও অশ্ব সহস্রসংখ্যক ধন আমাদের বিতরণ কর এবং বলবীর্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর। ১৩। সূর্যদেবের ন্যায় দীপ্তিশালী সোম প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে কলসের মধ্যে রস স্থাপন করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৪। এ সমস্ত শুক্লবর্ণ সোমরস জলধারাসহকারে আর্যদের গৃহে গোধন ও খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করছেন। ১৫। বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরসগুলি দধি সংযোগে সুস্বাদু হয়ে পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন। ১৬। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুখকর ও আনন্দ-বিধাতা হয়, তুমি সে মধুরতম রস ধারণপূর্বক ধন দান করবার জন্য পবিত্রে গমন কর। ১৭। মনুষ্যেরা সে সোমকে শোধন করছেন, যিনি হরিতবর্ণ ও তেজযুক্ত এবং জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং যিনি ইন্দ্রের আমোদ বৃদ্ধি করেন। ১৮। হে সোম! তুমি সুবর্ণ ও অশ্ব ও ধন, জন বিতরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব্য আহরণ কর। ১৯। যেরূপ যুদ্ধকালে সেরূপ এখন তেজযুক্ত সোমকে মেষলোমের উপর সেচন কর, কারণ সোম ইন্দ্রের নিকটে অতি মধুর। ২০। যাঁরা আপনাদের রক্ষা প্রার্থনা করেন, সে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শোধনযোগ্য সোমরসকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করেন। সোম শব্দ করতে করতে দ্রব মূর্তিতে ক্ষরিত হন। ২১। বুদ্ধিমানেরা সে বৃষ্টি বিধাতা জলসেচনকারী সোমকে অঙ্গুলি সহযোগে ও স্তুতি পাঠ করতে করতে এবং জলধারা দিতে দিতে সরিয়ে দেন। ২২। হে দীপ্তিশীল সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়ে আরোহণ করুক। ২৩। হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল সমস্ত ধন নিঃশেষে নষ্ট করে দাও। প্রিয় হয়ে তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। ২৪। হে সোম। তুমি কর্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুদের সংহার করতে করতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর। ২৫। শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হতে হতে এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে করতে উৎপাদিত হলেন। ২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি সকল শত্রু সংহার করতে করতে ক্ষরিত হলেন এবং উৎপাদিত হলেন। ২৭। ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হতে আনীত হয়ে পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হলেন। ২৮। হে সুচারু কর্মকারী সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে সকল রাক্ষস শত্রুদের সংহার কর। ২৯। হে সোম! রাক্ষসদিগকে নষ্ট করতে করতে এবং শব্দ করতে করতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদের দান কর। ৩০। হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্বপ্রকার কাম্য পদার্থ আমাদের দান কর।

৬৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি দধিষে ॥ ১
বৃষ্ণস্তে বৃষ্ণ্যং শবো বৃষ বনং বৃষ মদঃ। সত্যং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২
অশ্বো ন চক্রদো বৃষ সং গা ইন্দো সমর্বতঃ। বি নো রায়ে দুরো বৃধি ॥ ৩

অসৃক্ষত প্র বাজিনো গব্যা সোমাসো অশ্বয়া। শুক্রাসো বীরয়াশবঃ ॥ ৪
শুম্ভমানা ঋতায়ুভির্মৃজ্যমানা গভস্ত্যোঃ। পবন্তে বারে অব্যয়ে ॥ ৫
তে বিশ্বা দাশুষে বসু সোমা দিব্যানি পার্থিবা। পবন্তামান্তরিক্ষা ॥ ৬
পবমানস্য বিশ্ববিৎপ্র তে সর্গা অসৃক্ষত। সূর্যস্যেব ন রশ্ময়ঃ ॥ ৭
কেতুং কৃণ্বন্দিবস্পরি বিশ্বা রূপাভ্যর্ষসি। সমুদ্রঃ সোম পিন্বসে ॥ ৮
হিন্বানো বাচমিষ্যসি পবমান বিধর্মণি। অক্রান্দেবো ন সূর্যঃ ॥ ৯
ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ প্রিয়ঃ কবীনাং মতী। সৃজদশ্বং রথীরিব ॥ ১০
ঊর্মির্যস্তে পবিত্র আ দেবাবীঃ পর্যক্ষরৎ। সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১১
স নো অর্ষ পবিত্র আ মদো যো দেববীতমঃ। ইন্দবিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ১২
ইষে পবস্ব ধারয়া মৃজ্যমানো মনীষিভিঃ। ইন্দো রুচাভি গা ইহি ॥ ১৩
পুনানো বরিবস্কৃধ্যূর্জং জনায় গির্বণঃ। হরে সৃজান আশিরম্ ॥ ১৪
পুনানো দেববীতয় ইন্দ্রস্য যাহি নিষ্কৃতম্। দ্যুতানো বাজিভির্যতঃ ॥ ১৫
প্র হিন্বানাস ইন্দবোঽচ্ছা সমুদ্রমাশবঃ। ধিয়া জূতা অসৃক্ষত ॥ ১৬
মর্মৃজানাস আয়বো বৃথা সমুদ্রমিন্দবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১৭
পরি ণো যাহ্যস্ময়ুর্বিশ্বা বসূন্যোজসা। পাহি নঃ শর্ম বীরবৎ ॥ ১৮
মিমাতি বহ্নিরেতশঃ পদং যুজান ঋক্বভিঃ। প্র যৎসমুদ্র আহিতঃ ॥ ১৯
আ যদ্যোনিং হিরণ্যয়মাশুর্ঋতস্য সীদতি। জহাত্যপ্রচেতসঃ ॥ ২০
অভি বেনা অনূষতেয়ক্ষন্তি প্রচেতসঃ। মজ্জন্ত্যবিচেতসঃ ॥ ২১
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। ঋতস্য যোনিমাসদম্ ॥ ২২
তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি বেধসঃ। সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২৩
রসং তে মিত্রো অর্যমা পিবন্তি বরুণঃ কবে। পবমানস্য মরুতঃ ॥ ২৪
ত্বং সোম বিপশ্চিতং পুনানো বাচমিষ্যসি। ইন্দো সহস্রভর্ণসম্ ॥ ২৫
উতো সহস্রভর্ণসং বাচং সোম মখস্যুবম্। পুনান ইন্দবা ভর ॥ ২৬
পুনান ইন্দবেষাং পুরুহূত জনানাম্। প্রিয়ঃ সমুদ্রমা বিশ ॥ ২৭
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা। সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ২৮
হিন্বানো হেতৃভির্যত আ বাজং বাজ্যক্রমীৎ। সীদন্তো বনুষো যথা ॥ ২৯
ঋধক্সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবঃ কবিঃ। পবস্ব সূর্যো দৃশে ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি দীপ্তিমান বর্ষণকর্তা। হে দেব! বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কাজ। বর্ষণ করে তুমি ধর্ম সমস্ত ধারণ কর। ২। বর্ষণ তোমার ধর্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বল বীর্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ, বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী! তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্তা। ৩। তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করতে করতে বর্ষণ কর। আমাদের গোধন ও বেগবান অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করে দাও। ৪। গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা করে ঋত্বিকেরা বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরস সকল সৃষ্টি করলেন। ৫। যজ্ঞকর্তারা সোমকে পুশোভিত করছেন, দুহাতে শোধন করছেন। সোম মেষলোমে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৬। যিনি দাতা তাঁর জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হতে, কি দেব লোক হতে, কি আকাশ হতে সর্বস্থান হতে ধন আহরণ করে দেন। ৭। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ শ্রেণীর ন্যায় বাহির হতে থাকে। ৮। হে সোম! তুমি সংকেত করে আকাশের উপর হতে আগমন কর এবং অশেষ রসের আধার হয়ে আমাদের ধন দান কর। ৯। হে সোম! যখন তোমার রস সূর্যদেবের ন্যায় পবিত্রের

উপর আরোহণ করে তখন তুমি সে পথে প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে থাক। ১০। যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে সেরূপ সোম স্তবকর্তাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চালিত হলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর। ১১। তোমার সে যে তরঙ্গ যা দেবতাদের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞ মধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হল। ১২। হে সোম! যে তুমি দেবতাদের নিকট যাবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সে তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। ১৩। হে সোম! ঋত্বিকেরা তোমাকে শোধন করছেন অতএব তোমার ক্ষরণ হোক, তা হলেই আমাদের অন্ন লাভ হবে। তুমি তেজপুঞ্জ মূর্তিতে শোধনের দিকে গমন কর। ১৪। হে হরিদ্বর্ণ সোম! স্তুতি বাক্য তোমাকেই অর্শে। তোমাকে ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত করা হচ্ছে। এক্ষণে তুমি লোকে যা প্রার্থনা করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর। ১৫। হে সোম! তোমার মূর্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হচ্ছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকট যাও। ১৬। সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হচ্ছে, অঙ্গুলি সহযোগে তাদের উত্তোলন করা হচ্ছে, তারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হচ্ছেন। ১৭। সোমগুলিকে শোধন করা হচ্ছে। তাদের স্বভাবই গতি। তারা অক্লেশে আকাশের দিকে যাচ্ছে। তারা জলপাত্রে যাচ্ছে। ১৮। হে সোম! আমাদের তুমি স্নেহ কর, আমাদের সকল ধন সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষা কর এবং আমাদের লোকবল দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও। ১৯। হে সোম! তুমি যেন একটি সুচারু গতিশীল ঘোটক। ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করলে, তুমি পরিমাণপূর্বক পাদন্যাস করতে থাক, এরূপ তুমি জলপাত্রে গিয়ে স্থিতি কর। ২০। দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন তখন নির্বোধ লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্ক উঠে যায়। ২১। সুশ্রী পুরুষেরা স্তব করলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্বোধ লোকে তলিয়ে যায়। ২২। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁর সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর। ২৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন বচন রচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে। ২৪। হে কার্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন মিত্র অর্যমা বরুণ ও অন্যান্য সকল দেবতা তোমার রস পান করেন। ২৫। হে সোম! শোধন কালে তুমিই স্তবকারীদের এরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত কর, যা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানা প্রকার বাক্যালংকারে সুশোভিত। ২৬। হে সোম! শোধন কালে তুমি আমাদের মুখে এরূপ বাক্য এনে দাও, যার রচনা অতি সুন্দর এবং যার উচ্চারণ করে আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করতে পারি। ২৭। হে সোম! বিস্তর লোকে তোমাকে ডেকে থাকে। এ যজ্ঞে তুমি শোধন প্রাপ্ত হয়ে এ সকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও। ২৮। শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপধারণপূর্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করতে করতে ক্ষীরের সাথে গিয়ে মিশ্রিত হচ্ছে। ২৯। যেমন যোদ্ধারা বিপক্ষদের দর্শন পরিহারের জন্য বসতে বসতে গুড়ি মেরে গিয়ে যুদ্ধে প্রবেশ করে সেরূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করলেন, কারণ যাঁরা তাঁকে প্রস্তুত করেন, তাঁরা তাঁকে চালিয়ে দিলেন। ৩০। হে সোমরস! তুমি কর্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হয়ে আমাদের মঙ্গল কর।

৬৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বরুণের পুত্র ভৃগু ঋষি।
অথবা ভৃগুতনয় জমদগ্নি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারো জাময়স্পতিম্। মহামিন্দুং মহীযুবঃ ॥ ১
পবমান রুচারুচা দেবো দেবেভ্যস্পরি। বিশ্বা বসূন্যা বিশ ॥ ২
আ পবমান সুষ্টুতিং বৃষ্টিং দেবেভ্যো দুবঃ। ইষে পবস্ব সংযতম্ ॥ ৩
বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বাধ্যঃ ॥ ৪
আ পবস্ব সুবীর্যং মন্দমানঃ স্বায়ুধ। ইহো ষ্বিন্দবা গহি ॥ ৫
যদদ্ভিঃ পরিষিচ্যসে মৃজ্যমানো গভস্ত্যোঃ। দ্রুণা সধস্থমশ্নুষে ॥ ৬
প্র সোমায় ব্যশ্ববৎপবমানায় গায়ত। মহে সহস্রচক্ষসে ॥ ৭
যস্য বর্ণং মধুশ্চুতং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে ॥ ৮
তস্য তে বাজিনো বয়ং বিশ্বা ধনানি জিগ্যুষঃ। সখিত্বমা বৃণীমহে ॥ ৯
বৃষা পবস্ব ধারয়া মরুত্বতে চ মৎসরঃ। বিশ্বা দধান ওজসা ॥ ১০
তং ত্বা ধর্তারমোণ্যোঃ পবমান স্বর্দৃশম্। হিন্বে বাজেষু বাজিনম্ ॥ ১১
অয়া চিত্তো বিপানয়া হরিঃ পবস্ব ধারয়া। যুজং বাজেষু চোদয় ॥ ১২
আ ন ইন্দো মহীমিষং পবস্ব বিশ্বদর্শত। অস্মভ্যং সোম গাতুবিৎ ॥ ১৩
আ কলশা অনূষতেন্দো ধারাভিরোজসা। এন্দ্রস্য পীতয়ে বিশ ॥ ১৪
যস্য তে মদ্যং রসং তীব্রং দুহন্ত্যদ্রিভিঃ। স পবস্বাভিমাতিহা ॥ ১৫
রাজা মেধাভিরীয়তে পবমানো মনাবধি। অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ১৬
আ ন ইন্দো শতগ্বিনং গবাং পোষং স্বশ্ব্যম্। বহা ভগত্তিমূতয়ে ॥ ১৭
আ নঃ সোম সহো জুবো রূপং ন বর্চসে ভর। সুষ্বাণো দেববীতয়ে ॥ ১৮
অর্ষা সোম দ্যুমত্তমোঽভি দ্রোণানি রোরুবৎ। সীদঞ্ছ্যেনো ন যোনিমা ॥ ১৯
অপ্সা ইন্দ্রায় বায়বে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ। সোমো অর্ষতি বিষ্ণবে ॥ ২০
ইষং তোকায় নো দধদস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ। আ পবস্ব সহস্রিণম্ ॥ ২১
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে। যে বাদঃ শর্যণাবতি ॥ ২২
য আর্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্। যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২৩
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্যম্। সুবানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ২৪
পবতে হর্যতো হরির্গৃণানো জমদগ্নিনা। হিন্বানো গোরধি ত্বচি ॥ ২৫
প্র শুক্রাসো বয়োজুবো হিন্বানাসো ন সপ্তয়ঃ। শ্রীণানা অপ্সু মৃঞ্জত ॥ ২৬
তং ত্বা সুতেষ্বাভুবো হিন্বিরে দেবতাতয়ে। স পবস্বানয়া রুচা ॥ ২৭
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৮
আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ২৯
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষ্বা। পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ৩০

অনুবাদ : ১। অঙ্গুলি গুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটি স্ত্রীলোক, সোম যেন তাদের স্বামী (১)। এ কয়েকটি স্ত্রীলোক অতিশয় কার্যকুশল, এরা তাদের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাচ্ছে, এদের বাসনা এই যে সোমরস ক্ষরিত হয়। ২। হে সোম! তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি ঔজ্জ্বল্য গুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি আহরণ করে দাও। ৩। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হয়েছে, দেবতাদের আরাধনাপূর্বক বৃষ্টি উপস্থিত কর। তোমার ক্ষরণের দ্বারা যেন আমরা উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি। ৪। হে সোম! তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ করে থাক। ৫। হে

সোম ! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করতে করতে এ ভাবে ক্ষরিত হও, যাতে আমাদের লোকবল হতে পারে। তুমি সুচারুরূপে এ স্থানে এস। ৬। যেকালে দু হাতে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সে সঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয় সে সময় তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হয়ে পরে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর। ৭। হে ঋত্বিকগণ! যেরূপ ব্যশ্বঋষি গান করেছিলেন, সেরূপ তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ কর, কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দিকেই তাঁর দৃষ্টি। ৮। সে সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্তা, সোম থেকে মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সে হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়। ৯। হে সোম! তুমি এরূপ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করছি, আমাদের বাসনা যে সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি জয় করি। ১০। হে অভিলষিত ফলবর্ষণকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধান করতে করতে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ করি। ১১। হে সোম! তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্তা এবং স্বর্গের দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জেনে যুদ্ধ অভিমুখে প্রেরণ করছি। ১২। হে সোম! এ অঙ্গুলিদ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠিয়ে দাও। ১৩। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাদের জন্য প্রচুর আহার এনে দাও এবং আমরা কোন পথে যাব তা দেখিয়ে দাও। ১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হয়েছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারারূপে প্রবলবেগে তার মধ্যে যাও। ১৫। তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তা প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে থাকে। তুমি দর্পহারী হয়ে ক্ষরিত হও। ১৬। এই যে সোম একে স্তব করা হচ্ছে, ইনি আকাশের দিকে যাবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্যের দিকে যাচ্ছেন। ১৭। হে সোম! আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের শতশত গোধন ও ঘোটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি এনে দাও। ১৮। হে সোম! দেবতাদের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, তুমি আমাদের উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাভবকারী তেজ প্রদান কর। ১৯। হে সোম! যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, সেরূপ তুমি তেজপুঞ্জ মূর্তি ধারণপূর্বক এবং শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ কর (২)। ২০। এ সোমরস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র বায়ু বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা ও বিষ্ণুর উদ্দেশে চলেছেন। ২১। হে সোম! আমাদের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং এরূপে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা সহস্র প্রকার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হই। ২২। যে সকল সোমরস অতি দূর দেশে, কিংবা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হয়েছে কিংবা যে সকল সোম শর্যণাবৎ (৩) নামক সরোবরে প্রস্তুত হয়েছে। ২৩। কিংবা যে সকল সোম আর্জীকদেশে কিংবা কৃত্বদেশে কিংবা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিংবা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে (৪)। ২৪। সে সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হতে হতে নভোমণ্ডল হতে বৃষ্টি এনে দিন এবং আমাদের লোকবল প্রদান করুন। ২৫। এ যে সোম যিনি দেবতাদের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁকে স্তব করছেন, তিনি চালিত হয়ে গোচর্মের উপর ক্ষরিত হচ্ছেন। ২৬। যেরূপ অশ্বদের জলমধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের গাত্র শোধন করে দেয় সেরূপ এ সকল শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে করতে জলের মধ্যে শোধিত হচ্ছেন। ২৭। হে সোম! যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয় তখন চতুপার্শ্ববর্তী ঋত্বিকেরা দেবতাদের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি

উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও। ২৮। হে সোম! তোমার সেই যে প্রভাব যা সকলকে সুখী করে, যা ধনসম্পত্তি এনে দেয়, শত্রু হতে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তা কামনা করছি। ২৯। সে বল আমাদের মদমত্ত করে, সকলেই তা কামনা করে। তা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষা করে এবং সকলেই তা প্রার্থনা করে। ৩০। আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করছি। হে সৎকর্মকারী সোম! আমরা তোমার নিকট সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিস্তর লোকে তোমাকে প্রার্থনা করে।

টীকাঃ ১। এই উপমাটি ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ব্যবহার হয়েছে, কার্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি বা ইন্দ্র বা সোমদেবের স্ত্রী বলে বর্ণনা করতে ঋষিগণ ভালবাসতেন। ২। সোমরসের কলসে প্রবেশের সাথে শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, এটি ঋষিগণের বড় মনোগত উপমা। ৯।৬২।৪ ঋক দেখুন। ৩। শর্যাণাবতী নদীর উল্লেখ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। ৮।৬।৩৯ এবং ৮।৭।২৯ এবং ৯।৬৫।২২ ঋক দেখুন। ৪। আর্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী। পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চ শাখা যা তীরস্থ জনপদের (আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশের) অধিবাসী আর্যগণ। "Five tribes."—Muir.

৬৬ সূক্ত॥ অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শতসংখ্যক বৈখানস ঋষি।
অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পবস্ব বিশ্বচর্ষণেঽভি বিশ্বানি কাব্যা। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥ ১
তাভ্যাং বিশ্বস্য রাজসি যে পবমান ধামনী। প্রতীচী সোম তস্থতুঃ ॥ ২
পরি ধামানি যানি তে ত্বং সোমাসি বিশ্বতঃ। পবমান ঋতুভিঃ কবে ॥ ৩
পবস্ব জনয়ন্নিষোঽভি বিশ্বানি বার্যা। সখা সখিভ্য ঊতয়ে ॥ ৪
তব শুক্রাসো অর্চয়ো দিবস্পৃষ্ঠে বি তন্বতে। পবিত্রং সোম ধামভিঃ ॥ ৫
তবেমে সপ্ত সিন্ধবঃ প্রশিষং সোম সিস্রতে। তুভ্যং ধাবন্তি ধেনবঃ ॥ ৬
প্র সোম যাহি ধারয়া সুত ইন্দ্রায় মৎসরঃ। দধানো অক্ষিতি শ্রবঃ ॥ ৭
সমু ত্বা ধীভিরস্বরন্ হিন্বতীঃ সপ্ত জাময়ঃ। বিপ্রমাজা বিবস্বতঃ ॥ ৮
মৃজন্তি ত্বা সমগ্রুবোঽব্যে জীরাবধি ষ্বণি। রেভো যদজ্যসে বনে ॥ ৯
পবমানস্য তে কবে বাজিন্ত্সর্গা অসৃক্ষত। অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ ॥ ১০
অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে। অবাবশন্ত ধীতয়ঃ ॥ ১১
অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ। অগ্মন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ১২
প্র ণ ইন্দো মহে রণ আপো অর্ষন্তি সিন্ধবঃ। যদ্গোভির্বাসয়িষ্যসে ॥ ১৩
অস্য তে সখ্যে বয়মিয়ক্ষন্তস্ত্বোতয়ঃ। ইন্দো সখিত্বমুশ্মসি ॥ ১৪
আ পবস্ব গবিষ্টয়ে মহে সোম নৃচক্ষসে। এন্দ্রস্য জঠরে বিশ ॥ ১৫
মহাঁ অসি সোম জ্যেষ্ঠ উগ্রাণামিন্দ ওজিষ্ঠঃ। যুধ্বা সঞ্ছশ্বজ্জিগেথ ॥ ১৬
য উগ্রেভ্যশ্চিদোজীয়াঞ্ছূরেভ্যশ্চিচ্ছূরতরঃ। ভূরিদাভ্যশ্চিন্মংহীয়ান্ ॥ ১৭
ত্বং সোম সূর এষস্তোকস্য সাতা তনূনাম্।
বৃণীমহে সখ্যায় বৃণীমহে যুজ্যায় ॥ ১৮
অগ্ন আয়ূংসি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্ ॥ ১৯
অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ম্ ॥ ২০
অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্যম্। দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্ ॥ ২১
পবমানো অতি স্রিধোঽভ্যর্ষতি সুষ্টুতিম্। সূরো ন বিশ্বদর্শতঃ ॥ ২২

স মর্মৃজান আয়ুভিঃ প্রযস্বান্ প্রয়সে হিতঃ। ইন্দুরত্যো বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
পবমান ঋতং বৃহচ্ছুক্রং জ্যোতিরজীজনৎ। কৃষ্ণা তমাংসি জঙ্ঘনৎ ॥ ২৪
পবমানস্য জংঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত। জীরা অজিরশোচিষঃ ॥ ২৫
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ। হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ ॥ ২৬
পবমানো ব্যশ্নবদ্রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ২৭
প্র সুবান ইন্দুরক্ষাঃ পবিত্রমত্যব্যয়ম্। পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা ॥ ২৮
এষ সোমো অধি ত্বচি গবাং ক্রীড়ত্যদ্রিভিঃ। ইন্দ্রং মদায় জোহুবৎ ॥ ২৯
যস্য তে দ্যুম্নবৎপয়ঃ পবমানাভৃতং দিবঃ। তেন নো মৃল জীবসে ॥ ৩০

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদের এ সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্বক তুমি ক্ষরিত হও। ২। হে সোম! তোমার যে দুটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল তদ্দ্বারা তোমার সর্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হয়েছিল। ৩। হে সোম! তোমার চতুর্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান ছিল তদ্দ্বারা তুমি সকল ঋতুতে সুশোভিত ছিলে। ৪। হে সোম! তুমি আমাদের সখা, আমরা তোমার সখা, আমাদের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানাবিধ আহার সামগ্রী উৎপাদন করতে করতে ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম! তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তারা আপন তেজ বিস্তার করতে করতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করে থাকে। ৬। এ যে সপ্তনদী (১) এরা তোমারই আদেশে বহমান হচ্ছে, এ সকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হচ্ছে। ৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ বিধান করতে করতে ধারারূপে ইন্দ্রের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর। ৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করতে করতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করল, তারা বলল যে তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য স্মরণ করিয়ে দাও। ৯। যখন তুমি শব্দ করতে করতে জলের সাথে মিশ্রিত হও তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হয়ে মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করতে থাকে, সেসময় তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং মেষলোম হতে শব্দ উঠতে থাকে। ১০। হে সৎকর্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বইতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হয়ে থাকে। ১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে বার বার চালিত করতে লাগল। ১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেরূপে অন্তর্ধান হয়ে গেল যেরূপ নব প্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। ১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সাথে মিলিত হও সেকালে জল প্রবাহিত হয়ে বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে তোমার দিকে যায়। ১৪। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি। ১৫। হে সোম! যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, যিনি মহান, যিনি মনুষ্য-মাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁর জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। ১৬। হে সোম! তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীদের অগ্রগণ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করেছ তখনই জয়ী হয়েছ। ১৭। সে সোম সকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল বদান্য অপেক্ষা অধিক দাতা। ১৮। হে সোম! তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশ বৃদ্ধি কর, আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তোমার সহায়তা অভিলাষ করি। ১৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং

দূর হতে রাক্ষসদের পরাভব কর। ২০। অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সে অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি। ২১। হে অগ্নি, তোমার কার্য অতি সুন্দর তুমি আমাদের তেজস্বী ও বীর্যবান কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ কর। ২২। এ যে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন, ইনি আমাদের স্তুতি বাক্য গ্রহণ করতে উপস্থিত হচ্ছেন। ২৩। এ যে সোমরস, যাকে মনুষ্যেরা শোধন করেন, এর বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদের দিকেই এর গতি। ২৪। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পদার্থ উৎপাদন করলেন, সে জ্যোতি যথার্থ, তা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমূহকে নষ্ট করল। ২৫। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁর তেজ সর্বব্যাপী হয়ে থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁর হরিৎবর্ণ মূর্তি হতে নির্গত হচ্ছে। ২৬। এ যে ক্ষরণশীল সোমরস, এঁর তুল্য রথী নেই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্মল, এর ধারা হরিৎবর্ণ, দেবতারা এর সহায়, ইনি তাদের আহ্লাদিত করেন। ২৭। এ যে ক্ষরণশীল সোম, এঁর তুল্য অন্নদাতা কেউ নেই,এঁরা গুণ কীর্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি ইনি আপন তেজে সর্বব্যাপী হোন। ২৮। এ যে সোমরস, ইনি নিপীড়িত হতে হতে মেষলোমনির্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ক্ষরিত হলেন। ইনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করলেন। ২৯। এ যে সোমরস, ইনি গোচর্মের উপর প্রস্তরের সাথে ক্রীড়া করছেন, ইনি আনন্দলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করছেন (২)। ৩০। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যা স্বর্গ হতে আহরণ করা হয়েছিল, তদ্দ্বারা আমাদের প্রাণ দান কর এবং আমাদের আনন্দিত কর।

টীকা ঃ ১। সপ্ত নদীর উল্লেখ। ২। সোমরস প্রস্তুত করবার সমস্ত পদ্ধতিই এ সূক্ত হতে উপলব্ধি হয়, প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তার দুটি করে পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে, (২ ঋক)। প্রস্তর দ্বারা সে লতা নিষ্পীড়িত হল (৭ ঋক)। পরে রমণীগণ অঙ্গুলিদ্বারা তা চট্‌কিয়ে রস বার করে (৮ ঋক)। পরে সে রস জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে মেষলোমনির্মিত ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯ ঋক)। সে ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলিদ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয় সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক)। সে শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সাথে মিশিয়ে পান করা হয় (১৩ ঋক)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ঋক)। অথবা ঈষৎ হরিৎবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলেও কোন কোন স্থলে বর্ণিত হয়েছে। গোচর্মের পাত্রে এ সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ ঋক)।

৬৭ সূক্ত ।। পবমান সোম, অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও পবিত্র এ কয়েকজন ঋষি। গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বং সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে। পবস্ব মংহয়দ্রয়িঃ ॥ ১
ত্বং সুতো নৃমাদনো দধন্বান্মৎসরিন্তমঃ। ইন্দ্রায় সূরিরন্ধসা ॥ ২
ত্বং সুষ্বাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ। দ্যুমন্তং শুষ্মমুত্তমম্ ॥ ৩
ইন্দুর্হিন্বানো অর্ষতি তিরো বারাণ্যব্যয়া। হরির্বাজমচিক্রদৎ ॥ ৪
ইন্দো ব্যব্যমর্ষসি বি শ্রবাংসি বি সৌভগা। বি বাজান্ত্সোম গোমতঃ ॥ ৫

আ ন ইন্দো শতম্বিনং রয়িং গোমন্তমশ্বিনম্ । ভরা সোম সহস্রিণম্ ॥ ৬
পবমানাস ইন্দবস্তিরঃ পবিত্রমাশবঃ । ইন্দ্রং যামেভিরাশত ॥ ৭
ককুহঃ সোম্যো রস ইন্দুরিন্দ্রায় পূর্ব্যঃ । আয়ুঃ পবত আয়বে ॥ ৮
হিম্বতি সূরমুস্রয়ঃ পবমানং মধুশ্চুতম্ । অভি গিরা সমস্বরন্ ॥ ৯
অবিতা নো অজাশ্বঃ পূষা যামনিয়ামনি । আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥১০
অয়ং সোমঃ কপর্দিনে ঘৃতং ন পবতে মধু । আভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১১
অয়ং ত আঘৃণে সুতো ঘৃতং ন পবতে শুচি । আ ভক্ষৎকন্যাসু নঃ ॥ ১২
বাচো জন্তুঃ কবীনাং পবস্ব সোম ধারয়া । দেবেষু রত্নধা অসি ॥ ১৩
আ কলশেষু ধাবতি শ্যেনো বর্ম বি গাহতে । অভি দ্রোণা কণিক্রদৎ ॥ ১৪
পরি প্র সোম তে রসোঽসর্জি কলশে সুতঃ । শ্যেনো ন তক্তো অর্ষতি ॥ ১৫
পবস্ব সোম মন্দয়ন্নিন্দ্রায় মধুমত্তমঃ ॥ ১৬
অসৃগ্রন্দেববীতয়ে বাজয়ন্তো রথা ইব ॥ ১৭
তে সুতাসো মদিন্তমাঃ শুক্রা । বায়ুমসৃক্ষত ॥ ১৮
গ্রাব্ণা তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি । দধৎস্তোত্রে সুবীর্যম্ ॥ ১৯
এষ তুন্নো অভিষ্টুতঃ পবিত্রমতি গাহতে । রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ২০
যদন্তি যচ্চ দূরকে ভয়ং বিন্দতি মামিহ । পবমান বি তজ্জহি ॥ ২১
পবমানঃ সো অদ্য নঃ পবিত্রেণ বিচর্ষণিঃ । যঃ পোতা স পুনাতু নঃ ২২
যত্তে পবিত্রমর্চিবদগ্নে বিততমন্তরা । ব্রহ্ম তেন পুনীহি নঃ ॥ ২৩
যত্তে পবিত্রমর্চিবষ্যগ্নে তেন পুণীহি নঃ । ব্রহ্মসবৈঃ পুনীহি নঃ ॥ ২৪
উভাভ্যাং দেব সবিতঃ পবিত্রেণ সবেন চ । মাং পুণীহি বিশ্বতঃ ॥ ২৫
ত্রিভিষ্টুং দেব সবিতর্বর্ষিষ্ঠৈঃ সোম ধামভিঃ । অগ্নে দক্ষৈঃ পুনীহিঃ নঃ ॥ ২৬
পুনন্তু মাং দেবজনাঃ পুনন্তু বসবো ধিয়া ।
বিশ্বে দেবাঃ পুনীত মা জাতবেদঃ পুনীহি মা ॥ ২৭
প্র প্যায়স্ব প্র স্যন্দস্ব সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ । দেবেভ্য উত্তমং হবিঃ ॥ ২৮
উপ প্রিয়ং পনিপ্নতং যুবানমাহুতীবৃধম্ । অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ২৯
অলাযস্য পরশুর্ণনাশ তমা পবস্ব দেব সোম । আখুং চিদেব দেব সোম ॥ ৩০
যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্ ।
সর্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ॥ ৩১
পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্ ।
তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ৩২

অনুবাদ : ১ । হে ক্ষরণশীল সোমরস ! তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করতে করতে এ যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও । ২ । হে সোম ! তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যদের আনন্দিত ও উন্মত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদান কর্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হয়ে তাঁকে যারপর নাই আহ্লাদিত কর । ৩ । তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে অতি উত্তম জাজ্বল্যমান তেজ (তীব্রতা) ধারণ কর । ৪ । হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হচ্ছে এবং অন্ন অম্ন এরূপ শব্দ করছে । ৫ । হে সোমরস ! তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়ে নির্গত হও, তা হলে নানাবিধ সম্পত্তি, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য এবং গোধন লাভ হয়ে থাকে । ৬ । হে সোমরস ! আমাদের শতশত গোধন এবং সহস্র ঘোটক এবং নানাপ্রকার সম্পত্তি এনে দাও । ৭ । এ সকল সোমরস মেষলোমের মধ্য দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র

নির্গত হয়ে মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্বক তাঁর সর্ব শরীরে ব্যাপী হল। ৮। সোমের রস সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদের পূর্বপুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হয়েছিল। সে নিজে ক্রিয়াতৎপর, যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তারই জন্য সে ক্ষরিত হয়। ৯। এ যে সোম, যিনি সকলকে কর্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হয়ে অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং বচন-রচনা দ্বারা তাঁর গুণগান হচ্ছে। ১০। পূষা নামক যে দেবতা যিনি ছাগ বাহনে গমন করেন, তিনি যেন, যখন যখন আমরা যাত্রা করি তখনই আমাদের রক্ষা করেন। তাঁর প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই। ১১। কপর্দী নামক যে দেবতা তাঁর উদ্দেশে এ সোমরস ঘৃতের ন্যায় মধুর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন অনেক সংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি। ১২। হে তেজপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হয়ে ঘৃতের ন্যায় নির্মলভাবে এ সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই। ১৩। হে সোম! তুমি কবিদের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাদের জন্য রত্ন স্থাপন করে থাক। ১৪। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, সেরূপ এ সোমরস শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করছে (১)। ১৫। হে সোম! তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তা চারদিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছে, তা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্বত্র গতায়াত করছে। ১৬। হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নেই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও। ১৭। এ সকল সোমরস দেবতাদের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছে। এরা রথের ন্যায় বিপক্ষদের নিকট হতে সম্পত্তি হরণ করে এনে দেয়। ১৮। সে সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস যাদের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নেই তারা প্রস্তুত হবার সময়ে শব্দ করতে লাগল। ১৯। এ সোমরস প্রস্তর দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছে, এর গুণগান করা হয়েছে, এ পবিত্রের উপর যাচ্ছে। যে তোমাকে স্তব করে তাকে তুমি বীর্যবান কর। ২০। এ যে সোম! ইনি নিষ্পীড়িত হয়েছেন, এর গুণগান করা হয়েছে, ইনি রাক্ষসদের হনন করেন, এখন পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইনি মেষলোমে যাচ্ছেন। ২১। হে ক্ষরণশীল সোম! কি নিকটে কি দূরে যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয় সে সমস্ত নষ্ট কর। ২২। সে বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হয়ে আমাদের পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁর স্বভাব। ২৩। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, তা দিয়ে আমাদের দেহ পবিত্র কর। ২৪। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে তা দিয়ে আমাদের পবিত্র কর। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদের পবিত্র কর। ২৫। হে দেব সবিতা! পবিত্রদ্বারা এবং সোম নিষ্পীড়ন-দ্বারা এ উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব ভাগ শোধন কর। ২৬। হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এ তিন বিপুল ও কার্যক্ষম মূর্তি, এ তিন মূর্তি-দ্বারা আমাদের পবিত্র কর। ২৭। দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁদের নিজ কার্যদ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র কর। হে অগ্নি! আমাকে শোধন কর। ২৮। হে সোম! তোমার সকল ধারা সহকারে বিশেষরূপে প্রবহমান হও, আমাদের বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আহার। ২৯। সে যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে শব্দ করতে থাকেন, যাঁকে আহুতিদ্বারা বর্ধিত করতে হয়, আমরা নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকট আসছি। ৩০। সর্বস্থান আক্রমণকারী সে বিপক্ষের কুঠার যাতে নষ্ট হয়ে যায়, হে দেব সোম! তুমি সেরূপে ক্ষরিত হও,

তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার কর। ৩১। যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এ সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে যার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করে গেছেন, তিনিই সে সমস্ত সর্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যা বায়ু আহার করেছেন। ৩২। যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোম বিষয়ক এ সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁকে সরস্বতী ঘৃত দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করে দেন।

টীকা : ১। ১৪ ও ১৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সাথে সোমের তুলনা।

৬৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বৎস ঋষি। জগতী, গায়ত্রী ছন্দ।

প্র দেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবোঽসিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনাবন্ত ঊধভিঃ পরিস্রুতমুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে ॥ ১
স রোরুবদভি পূর্বা অচিক্রদদুপারুহঃ শ্রথয়ন্ত্স্বাদতে হরিঃ।
তিরঃ পবিত্রং পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো নি শর্যাণি দধতে দেব আ বরম্ ॥ ২
বি যো মমে যম্যা সংযতী মদঃ সাকং বৃধা পয়সা পিন্বদক্ষিতা।
মহী অপারে রজসী বিবেবিদদভিব্রজন্নক্ষিতং পাজ আ দদে ॥ ৩
স মাতরা বিচরন্বাজয়ন্নপঃ প্র মেধিরঃ স্বধয়া পিন্বতে পদম্।
অংশুর্যবেন পিপিশে যতো নৃভিঃ সং জামিভির্নসতে রক্ষতে শিরঃ ॥ ৪
সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবির্ঋতস্য গর্ভো নিহিতো যমা পরঃ।
যূনা হ সন্তা প্রথমং বি জজ্ঞতুর্গুহা হিতং জনিম নেমমুদ্যতম্ ॥ ৫
মন্দ্রস্য রূপং বিবিদুর্মনীষিণঃ শ্যেনো যদন্ধো অভরৎ পরাবতঃ।
তং মর্জয়ন্ত সুবৃধং নদীষ্বাঁ উশন্তমংশুং পরিয়ন্তমৃগ্মিয়ম্ ॥ ৬
ত্বাং মৃজন্তি দশ যোষণঃ সুতং সোম ঋষিভির্মতিভির্ধীতিভির্হিতম্।
অব্যো বারেভিরুত দেবহূতিভির্নৃভির্যতো বাজমা দর্ষি সাতয়ে ॥ ৭
পরিপ্রয়ন্তং বয্যং সুষংসদং সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভঃ।
যো ধারয়া মধুমাঁ ঊর্মিণা দিব ইয়র্তি বাচং রয়িষালমর্ত্যঃ ॥ ৮
অয়ং দিব ইয়র্তি বিশ্বমা রজঃ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি।
অদ্ভির্গোভির্মৃজ্যতে অদ্রিভিঃ সুতঃ পুনান ইন্দুর্বরিবো বিদৎপ্রিয়ম্ ॥ ৯
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমানো বয়ো দধচ্চিত্রতমং পবস্ব।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবহমান হচ্ছে, তারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাভীগণ হম্বা রব করতে করতে কুশের উপর উপবেশন-পূর্বক অতি পরিষ্কার দুগ্ধ দান করছে। ২। সে সোমরস শব্দ করতে করতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করতে করতে হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক সুস্বাদ হচ্ছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়ে মহাবেগে নির্গত হয়ে শত্রুবর্গকে সংহার করছে এবং ধন বিতরণ করছে। ৩। মত্ততা উৎপাদক যে সোম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এ দুই যুগল ভুবন নির্মল করলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, যে দুগ্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক করেছেন, যিনি অগ্রসর হতে হতে অক্ষয় বল ধারণ করলেন। ৪। সে মেধাবী পুরুষ আপনার দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে জল সমস্ত সঞ্চালন করতে করতে আহার দ্বারা আপন স্থান আপ্যায়িত করছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সাথে মিশ্রিত করলেন, তিনি অঙ্গুলিদের সমাগম প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং সকল প্রাণীকে রক্ষা করছেন। ৫। সুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্ম গ্রহণ

করেন, তিনি জল হতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সাথে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। সেই দু জন একবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তাদের একটি গুহায় মধ্যে সংস্থাপিত আছে আর একটি প্রকাশ পাচ্ছে। ৬। বুদ্ধিমান লোকগণ সে আনন্দকর সোমের রূপ চিনতে পারেন, যাঁকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্তী স্থান হতে আহরণ করেছিল, এক্ষণে তা খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ হয়েছে। সে সোমকে জলের মধ্যে শোধন করে, তাতে তার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী ও প্রশংসার যোগ্য হয়। ৭। হে সোম! দু হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছ, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানা প্রকার স্তব পাঠ করা হচ্ছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হয়েছ। যারা দেবতাদের নাম নিয়ে থাকে, তোমার কার্য এ যে তুমি তাদের অন্ন বিতরণ কর। ৮। যখন সোমরস চমৎকাররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্বক তার মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয় তখন তার উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ করে থাকে। এ সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হতে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এর সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় করে লওয়া যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, এর প্রভাবে উত্তমরূপ বচন রচনা করা যায়। ৯। এ যে সোমরস ইনি আকাশ হতে পতিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করছেন, ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দুগ্ধাদি সহযোগে সুস্বাদু হচ্ছেন, আর যা কামনা করা যায় এবং যা প্রীতিকর ইনি সেরূপ বস্তুই এনে দিচ্ছেন। ১০। হে সোমরস! তোমাকে সেচন করছি, তুমি আমাদের জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। আর সে যে দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁরা কাকেও দ্বেষ করেন না, তাঁদের আমরা আহ্বান করি। হে দেবতাবর্গ। আমাদের ধনসম্পত্তি এবং কর্মক্ষম সন্তান প্রদান কর।

৬৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। হিরণ্যস্তূপ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইষুর্ন ধন্বন্ প্রতি ধীয়তে মতির্বৎসো ন মাতুরুপ সর্জ্যূধনি।
উরুধারেব দুহে অগ্র আযত্যস্য ব্রতেষ্বপি সোম ইষ্যতে ॥ ১
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।
পবমানঃ সন্তনিঃ প্রঘ্নতামিব মধুমান্দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥ ২
অব্যে বধূয়ুঃ পবতে পরি ত্বচি শ্রথ্নীতে নপ্তীরদিতেঋর্তং যতে।
হরিরক্রান্যজতঃ সংযতো মদো নৃম্ণা শিশানো মহিষো ন শোভতে ॥ ৩
উক্ষা মিমাতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য দেবীরুপ যন্তি নিষ্কৃতম্।
অত্যক্রমীদর্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং পরি সোমো অব্যত ॥ ৪
অমৃক্তেন রুশতা বাসসা হরিরমর্ত্যো নির্ণিজানঃ পরি ব্যত।
দিবস্পৃষ্ঠং বর্হণা নির্ণিজে কৃতোপস্তরণং চম্বোর্নভস্ময়ম্ ॥ ৫
সূর্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো মৎসরাসঃ প্রসুপঃ সাকমীরতে।
তন্তুং ততং পরি সর্গাস আশবো নেন্দ্রাদৃতে পবতে ধাম কিঞ্চন ॥ ৬
সিন্ধোরিব প্রবণে নিম্ন আশবো বৃষচ্যুতা মদাসো গাতুমাশত।
শং নো নিবেশে দ্বিপদে চতুষ্পদেঽস্মে বাজাঃ সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৭
আ নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎসুবীর্যম্।
যূয়ং হি সোম পিতরো মম স্থন দিবো মূর্ধানঃ প্রস্থিতা বয়স্কৃতঃ ॥ ৮
এতে সোমাঃ পবমানাস ইন্দ্রং রথা ইব প্র যযুঃ সাতিমচ্ছ।
সুতাঃ পবিত্রমতি যন্ত্যব্যং হিত্বী বব্রিং হরিতো বৃষ্টিমচ্ছ ॥ ৯

ইন্দাবিন্দ্রায় বৃহতে পবস্ব সুমৃলীকো অনবদ্যো রিশাদাঃ।
ভরা চন্দ্রাণি গৃণতে বসূনি দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। যেরূপ ধনুকের সাথে বাণের যোজনা করা হয় সেরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করছি। যেরূপ বৎস মাতার স্তনের সাথে সংসৃষ্ট হয় সেরূপ ইন্দ্রের সাথে আমরা সোমরস সংসৃষ্ট করছি। যেরূপ প্রচুর দুগ্ধধারা দিতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, সেরূপ ইন্দ্র আসছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়া হয়ে থাকে। ২। ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হচ্ছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হচ্ছে, তাঁর মুখ মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এ সোমরস ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্ধারীর হস্ত হতে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ে শীঘ্র যথাস্থানে গিয়ে থাকে, সেরূপ এ সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাচ্ছে। ৩। সোমরস যে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁর বধূ তুল্য। তিনি সে বধূর সাথে মিলিত হবার জন্য মেষ-চর্মের সর্বভাগে ক্ষরিত হচ্ছেন। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদগণ পৃথিবীর সন্তান স্বরূপ। যিনি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সে ব্যক্তির জন্য হরিতবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানদের ফলবান করে দেন। সোমরস মদিরার ন্যায় লোককে মত্ত করেন। তিনি যজ্ঞকালে পাত্রে পাত্রে গমন করছেন। যেরূপ মহিষ আপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরস যেন সেরূপ করছেন। ৪। বৃষ শব্দ করছে, গাভীগণ তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হচ্ছে ঃ অর্থাৎ সোমরসকে দেখে আমাদের স্তুতিবাক্য আপনা হতে নির্গত হচ্ছে। এ সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করে গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপনার শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। ৫। হরিতবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হবার সময় এরূপ বস্ত্র পরিধান করলেন, যা বিনা যত্নে শুভ্র হয়ে আছে অর্থাৎ দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ নষ্ট হয়, এরূপ শোধন করবার জন্য সূর্যদেবকে সংস্থাপন করলেন। সে সূর্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হয়ে গেল। ৬। এ সকল সোমরস সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, এরা ইতস্তত ক্ষরিত হচ্ছে, এরা লোকদের মদমত্ত করে এবং তাদের নিদ্রা উপস্থিত করে দেয়, এরা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হচ্ছে, এরা মিলিত হয়ে বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছে। এরা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না। ৭। ঋত্বিকগণ যখন সোমকে নির্গলিত করল তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে তদ্রূপ মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে যেতে লাগল। হে সোমরস! আমাদের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলকে কুশলে রাখ, আমাদের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তানসন্ততির অভাব না হয়। ৮। হে সোম! তুমি এরূপে ক্ষরিত হও, যাতে আমরা ধন সম্পত্তি এবং সুবর্ণ এবং ঘোটক এবং গাভী এবং যব এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদের অন্ন দেবার জন্য প্রস্তুত আছ। ৯। এ সমস্ত হরিতবর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, যে প্রকার রথ সমস্ত যুদ্ধাভিমুখে গিয়ে থাকে। এরা নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করছে এবং যুবা হয়ে বৃষ্টি উপস্থিত করছে। ১০। হে সোমরস! অতি সুস্বাদু ও নির্মল হয়ে মহীয়ান ইন্দ্রের নিমিত্তক্ষরিত হও এবং বিপক্ষদের পরাভব কর। যে তোমাকে স্তব করে, তাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! তোমরা উত্তম উত্তম বস্তু দিয়ে আমাদের অনুগ্রহ কর।

টীকা ঃ ১। সন্তানসন্ততি এবং সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী ও যব সেকালে সুখী সংসারের প্রধান উপকরণ ছিল। এগুলিই ছিল মানুষের প্রধান সম্পদ।

৭০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। রেণু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রে সত্যামাশিরং পূর্ব্যে ব্যোমনি।
চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥ ১
স ভিক্ষমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।
তেজিষ্ঠা অপো মংহনা পরি ব্যত যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ২
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনত আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥ ৩
স মৃজ্যমানো দশভিঃ সুকর্মভিঃ প্র মধ্যমাসু মাতৃষু প্রমে সচা।
ব্রতানি পানো অমৃতস্য চারুণ উভে নৃচক্ষা অনু পশ্যতে বিশৌ ॥ ৪
স মর্মৃজান ইন্দ্রিয়ায় ধায়স ওভে অন্তা রোদসী হর্ষতে হিতঃ।
বৃষা শুষ্মেণ বাধতে বি দুর্মতীরাদেদিশানঃ শর্যহেব শুরুধঃ ॥ ৫
স মাতরা ন দদৃশান উস্রিয়ো নানদদেতি মরুতামিব স্বনঃ।
জানন্নৃতং প্রথমং যৎস্বর্ণরং প্রশস্তয়ে কমবৃণীত সুক্রতুঃ ॥ ৬
রুবতি ভীমো বৃষভস্তবিস্তষ্যয়া শৃঙ্গে শিশানো হরিণী বিচক্ষণঃ।
আ যোনিং সোমঃ সুকৃতং নি ষীদতি গব্যয়ো ত্বগ্ ভবতি নির্ণিগব্যয়ী ॥ ৭
শুচিঃ পুনানস্তন্বমরেপসমব্যে হরির্ন্যধাবিষ্ট সানবি।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে ত্রিধাতু মধু ক্রিয়তে সুকর্মভিঃ ॥ ৮
পবস্ব সোম দেববীতয়ে বৃষেন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ।
পুরা নো বাধাদ্দুরিতাতি পারয় ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে ॥ ৯
হিতো ন সপ্তিরভি বাজমর্ষেন্দ্রস্যেন্দো জঠরমা পবস্ব।
নাবা ন সিন্ধুমতি পর্ষি বিদ্বাঞ্ছূরো ন যুধ্যন্নব নো নিদঃ স্পঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। যেকালে সোমরস যজ্ঞদের সাথে বৃদ্ধি পেলেন, সেকালে তাঁর জন্য পূর্বপরম্পরাগত যজ্ঞ মধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করে দিল, তিনি চারটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশপূর্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করলেন। ২। তিনি নির্মল জল অন্বেষণ করতে করতে আপন কার্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করে দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হল তখন তিনি আপনার মহত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়লেন ৩। সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হোক, তা দিয়ে স্থাবর, জঙ্গম এ দু প্রকার বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হোক। সে ঔজ্জ্বল্যদ্বারা তিনি আমাদের বলবান ও ধনবান করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁর উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হতে লাগল। ৪। সে সোমরস কর্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হচ্ছেন, তিনি আকাশ পথে অবস্থিতি করছেন। তিনি মনুষ্যবর্গ এবং দেবতাবর্গ এ উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন। ৫। তিনি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে চতুর্দিকে যাচ্ছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্মতি লোকদের ক্লেশ দিয়ে থাকেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রুদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন। ৬। তিনি আপনার জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করে গো বৎসের ন্যায় শব্দ করতে করতে আসছেন, তিনি বায়ুগণের ন্যায় শব্দ করছেন। তাঁর কার্য অতি চমৎকার, তিনি দেখলেন যে জল লোকদের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্বাগ্রে জলই বিতরণ করলেন, তাঁর বাঞ্ছা যে তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন। ৭। সোম যেন একটি ভয়ঙ্কর বৃষভ, তাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয় তখন

তার যে দন্ধ ধারা বিগলিত হতে থাকে তাই যেন তার দন্ত শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করবার জন্য সে দন্ত শৃঙ্গ শাণিত করতে করতে শব্দ করছেন। তিনি তার আধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করছেন, গো চর্ম এবং মেষচর্ম তাকে শোধন করছেন। ৮। হরিতবর্ণ সোমরস যখন নির্মল হয়ে ক্ষরিত হয় তখন মেষলোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁকে কর্মিষ্ঠ ঋত্বিকগণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সাথে দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হয়ে তাঁকে ত্রিবিধ উপকরণ সম্পন্ন করে এ রূপে তিনি মিত্র বরুণ ও বায়ু এ তিন দেবতার সেবনীয় হন। ৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পূরণকর্তা, তুমি দেবতাদের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ কর। আপদ বিপদ আমাদের আক্রমণ না করতে করতে তাদের হাত হতে আমাদের পরিত্রাণ কর। যে ব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে পথ বলে দেয় অর্থাৎ সেরূপ তুমি আমাদের বলে দাও। ১০। যেমন ঘোটককে চালালে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয় সেরূপ তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকা যোগে নদী পার হয় সেরূপ তুমি আমাদের বিপদ পার করে দাও। বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করে আমাদের শত্রুবর্গকে সংহার কর।

৭১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ঋষভ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা সদং বেতি দ্রুহো রক্ষসঃ পাতি জাগৃবিঃ।
হরিরোপশং কৃণুতে নভস্পয় উপস্তিরে চম্বোর্ব্রহ্ম নির্ণিজে ॥ ১
প্র কৃষ্টিহেব শূষ এতি রোরুবদসুর্যং বর্ণং নি রিণীতে অস্য তম্।
জহাতি বব্রিং পিতুরোত নিষ্কৃতমুপপ্রুতং কৃণুতে নির্ণিজং তনা ॥ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবতে গভস্ত্যোর্বৃষায়তে নভসা বেপতে মতী।
স মোদতে নসতে সাধতে গিরা নেনিক্তে অপ্সু যজতে পরীমণি ॥ ৩
পরি দ্যুক্ষং সহসঃ পর্বতাবৃধং মধ্বঃ সিঞ্চন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিম্।
আ যস্মিন্ গাবঃ সুহুতাদ ঊধনি মূর্ধঞ্ছ্রীণন্ত্যগ্রিয়ং বরীমভিঃ ॥ ৪
সমী রথং ন ভুরিজোরহেষত দশ স্বসারো অদিতেরুপস্থ আ।
জিগাদুপ জ্রয়তি গোরপীচ্যং পদং যদস্য মতুথা অজীজনন্ ॥ ৫
শ্যেনো ন যোনিং সদনং ধিয়া কৃতং হিরণ্যয়মাসদং দেব এষতি।
এ রিণন্তি বর্হিষি প্রিয়ং গিরাশ্বো ন দেবাঁ অপ্যেতি যজ্ঞিয়ঃ ॥ ৬
পরা ব্যক্তো অরুষো দিবঃ কবির্বৃষা ত্রিপৃষ্ঠো অনবিষ্ট গা অভি।
সহস্রণীতির্যতিঃ পরায়তী রেভো ন পূর্বীরুষসো বি রাজতি ॥ ৭
ত্বেষং রূপং কৃণুতে বর্ণো অস্য স যত্রাশয়ৎসমৃতা সেধতি স্রিধঃ।
অপ্সা যাতি স্বধয়া দৈব্যং জনং সং সুষ্টুতী নসতে সং গো অগ্রয়া ॥ ৮
উক্ষেব যূথা পরিযন্নরাবীদধি ত্বিষীরধিত সূর্যস্য।
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষত ক্ষাং সোমঃ পরি ক্রতুনা পশ্যতে জাঃ ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। দক্ষিণা দান করা হচ্ছে, সোমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, তিনি সতর্ক হয়ে হিংসাকারী রাক্ষসদের হস্ত হতে ভক্তদের রক্ষা করছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশ মধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকারস্বরূপ মলিনতা শোধন করবার জন্য সূর্যের আলোক বিস্তারিত করছেন। ২। শত্রুবর্গের শোষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করতে করতে বিপক্ষ সংহারক যোদ্ধার ন্যায় আসছেন, আপনার অসূর্য প্রতাপ প্রদর্শন করছেন, তিনি

দ্রব্য পরিত্যাগ করছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন, বিস্তারিত মেষচর্মের উপর আপনার নির্মল মূর্তি সংস্থাপন করছেন। ৩। প্রস্তরের দ্বারা এবং দশ হাতের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে, তার ভাবভঙ্গী যেন বৃষের ন্যায়। তার গুণ গান করলে তিনি আকাশ পথে সর্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হন, তাকে স্তব করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সাথে মিশ্রিত হন এবং দেবতারা যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হন সে যজ্ঞে তিনি পূজিত হন। ৪। মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ সে ইন্দ্রকে সেচন করছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘদের সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যার জন্য উৎকৃষ্টদ্রব্য ভক্ষণকারী গাভীগণ আপনাদের উন্নত উধোভার হতে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকে। ৫। দুই হাতের দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের ন্যায় চালিয়ে দেয়। যে কালে স্তুতি পাঠকারী ঋত্বিকগণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন। ৬। যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে (১) সেরূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সে প্রীতিপ্রদানকারী সোমরসকে স্তব করতে করতে যজ্ঞ স্থানে প্রেরণ করা হয়। এ পূজনীয় সোমরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট যান। ৭। এ দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষরূপে জলসিক্ত হয়ে শূন্য পথে কলসের মধ্যে পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। একে তিন বার নিষ্পীড়িত করা হয়েছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ করতে থাকেন ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে গতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভাত কালে শব্দ করতে করতে শোভমান হন। ৮। এ সোমরসের সে যে মূর্তি, যা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্বক বিপক্ষদের পরাভব করে, তা জাজ্বল্যমান রূপ ধারণ করছেন। জলের সহিত মিশ্রিত হয়ে নৈবেদ্য সহকারে দেবতাদের নিকট যাচ্ছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হচ্ছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। ৯। যেরূপ বৃষ গাভীর দলের সাথে মিলিত হবার সময় শব্দ করতে থাকে সেরূপ এ সোমরস শব্দ করে। এর প্রভাবে সূর্যের প্রভা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্ম অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদের তত্ত্বাবধান করেন।

টীকা ঃ ১। সোমরসের সাথে পক্ষীর তুলনা।

৭২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। হরিমন্ত ঋষি। জগতী ছন্দ।

হরিং মৃজন্ত্যরুষো ন যুজ্যতে সং ধেনুভিঃ কলসে সোমো অজ্যতে।
উদ্বাচমীরয়তি হিন্বতে মতী পুরুষ্টুতস্য কতি চিৎপরিপ্রিয়ঃ ॥ ১
সাকং বদন্তি বহবো মনীষিণ ইন্দ্রস্য সোমং জঠরে যদাদুহুঃ।
যদী মৃজন্তি সুগভস্তয়ো নরঃ সনীলাভির্দশভিঃ কাম্যং মধু ॥ ২
অরমমাণো অত্যেতি গা অভি সূর্যস্য প্রিয়ং দুহিতুস্তিরো রবম্।
অন্বস্মৈ জোষমভরদ্বিনংগৃসঃ সং দ্বয়ীভিঃ স্বসৃভিঃ ক্ষেতি জামিভিঃ ॥ ৩
নৃধূতো অদ্রিষুতো বর্হিষি প্রিয়ঃ পতির্গবাং প্রদিব ইন্দুর্ঋত্বিয়ঃ।
পুরন্ধিবান্মনুষো যজ্ঞসাধনঃ শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ৪
নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সুতোহনুষ্বধং পবতে সোম ইন্দ্র তে।
আপ্রাঃ ক্রতূন্তসমজৈরধ্বরে মতীবের্ন দ্রুষচ্চম্বোরাসদদ্ধরিঃ ॥ ৫

অংশুং দুহন্তি স্তনয়ন্তমক্ষিতং কবিং কবয়োঽপসো মনীষিণঃ।
সমী গাবো মতয়ো যন্তি সংযত ঋতস্য যোনা সদনে পুনর্ভুবঃ ॥ ৬
নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবোঽপামূর্মৌ সিন্ধুষ্বন্তরুক্ষিতঃ।
ইন্দ্রস্য বজ্রো বৃষভো বিভূবসুঃ সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ৭
স তূ পবস্ব পরি পার্থিবং রজঃ স্তোত্রে শিক্ষন্নাধূন্বতে চ সুক্রতো।
মা নো নির্ভাগ্বসুনঃ সাদনস্পৃশো রয়িং পিশঙ্গং বহুলং বসীমহি ॥ ৮
আ তূ ন ইন্দো শতদাত্বশ্ব্যং সহস্রদাতু পশুমদ্ধিরণ্যবৎ।
উপ মাস্ব বৃহতী রেবতীরিষোঽধি স্তোত্রস্য পবমান নো গহি ॥ ৯

অনুবাদ : ১। হরিতবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হচ্ছে, ঘোটকের ন্যায় তাঁকে যোজনা করা হচ্ছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর দুগ্ধাদির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছেন, তিনি যখন শব্দ করেন তখন তাঁকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ স্তব করে, তার কামনা তিনি পূর্ণ করেন। ২। যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হন কিংবা যখন সুগঠন বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদের দশ অঙ্গুলি দ্বারা তার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করতে থাকে তখন অনেক বুদ্ধিমান লোক এক বাক্যে তাঁর গুণকীর্তন করেন। ৩। এ সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধাদির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি এ প্রকার শব্দ করছেন, যে সূর্যের কন্যা শুনে আহ্লাদ পাচ্ছেন (১)। গুণকীর্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্বক এর গুণকীর্তন করছেন। ইনি দু হাতে দশ অঙ্গুলির সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৪। এ যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যদের কর্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হন, যিনি গাভী-গণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ অর্থাৎ বৃষের ন্যায় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, যাঁকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হয়েছে, যিনি অনেক কর্ম সিদ্ধ করেন এবং মনুষ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হন, হে ইন্দ্র! সে নির্মল সোমরস তোমার জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে ইন্দ্র! এ সোমরস ধারারূপে নিষ্পীড়িত হয়ে মনুষ্যের দু হস্তে চালিত হয়ে তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এর বলে বলবান হয়ে সকল কার্য সম্পন্ন কর এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুদের পরাভব কর। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে সেরূপ সোম নিষ্পীড়নোপযোগী দু প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন। ৬। কর্মদক্ষ সুনিপুণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি শব্দ করতে করতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়ে বিস্তর কার্য সিদ্ধ করেন তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু এবং নানাবিধ স্তুতিবাক্য একত্র মিলিত হয়ে যজ্ঞ স্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হন। ৭। এ সোমরস পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গ মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হয়ে থাকেন, ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি সকল ধন আহরণ করে দেন, ইনি মাদকতা শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে লোকদের সুখের জন্য চমৎকারভাবে ক্ষরিত হন। ৮। হে সুন্দর কর্মকারী সোমরস! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোকদের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করতে করতে স্তব করে, তাকে ধন দান কর। আমাদের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হতে আমাদের বঞ্চিত করো না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করতে পারি। ৯। হে সোমরস! তুমি আমাদের শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদের বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য এনে দাও, তুমি ক্ষরিত হতে হতে উপস্থিত হয়ে আমাদের গুণাগুণ গ্রহণ কর।

টীকা : ১। ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

৭০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। পবিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্রক্তে দ্রপ্সস্য ধমতঃ সমস্বরন্নৃতস্য যোনা সমরন্ত নাভয়ঃ।
ত্রীন্ত্স মূর্ধ্নো অসুরশ্চক্র আরভে সত্যস্য নাবঃ সুকৃতমপীপরন্ ॥ ১
সম্যক্ সম্যঞ্চো মহিষা অহেষত সিন্ধোরূর্মাবধি বেনা অবীবিপন্।
মধোর্ধারাভির্জনয়ন্তো অর্কমিৎপ্রিয়ামিন্দ্রস্য তন্বমবীবৃধন্ ॥ ২
পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমাসতে পিতৈষাং প্রত্নো অভি রক্ষতি ব্রতম্।
মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরো দধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেষ্বারভম্ ॥ ৩
সহস্রধারেঽব তে সমস্বরন্দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতঃ।
অস্য স্পশো ন নি মিষন্তি ভূর্ণয়ঃ পদেপদে পাশিনঃ সন্তি সেতবঃ ॥ ৪
পিতুর্মাতুরধ্যা যে সমস্বরন্নৃচা শোচন্তঃ সন্দহন্তো অব্রতান্।
ইন্দ্রদ্বিষ্টামপ ধমন্তি মায়য়া ত্বচমসিক্নীং ভূমনো দিবস্পরি ॥ ৫
প্রত্নান্মানাদধ্যা যে সমস্বরঞ্ছ্লোকযন্ত্রাসো রভসস্য মন্তবঃ।
অপানক্ষাসো বধিরা অহাসত ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৬
সহস্রধারে বিততে পবিত্র আ বাচং পুনন্তি কবয়ো মনীষিণঃ।
রুদ্রাস এষামিষিরাসো অদ্রুহঃ স্পশঃ স্বঞ্চঃ সুদৃশো নৃচক্ষসঃ ॥ ৭
ঋতস্য গোপা ন দভায় সুক্রতুস্ত্রী ষ পবিত্রা হৃদ্যং তরা দধে।
বিদ্বান্ত্স বিশ্বা ভুবনাভি পশ্যত্যবাজুষ্টান্বিধ্যতি কর্তে অব্রতান্ ॥ ৮
ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্র আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া।
ধীরাশ্চিত্তৎসমিনক্ষন্ত আশতাত্রা কর্তমব পদাত্যপ্রভুঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যার দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হন, সে দু'খানি প্রস্তরফলক যেন যজ্ঞের সৃক্কস্বরূপ নিষ্পীড়নের সময় সোমরসের ধারাগুলি সে দু সৃক্ককে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সে অসুর (১) সোমরস হতেই দেবতা ও মনুষ্যদের বিহারার্থে তিন ভুবনের নির্মাণ হয়েছে। সে সোমই যথার্থ। তাকে রাখবার জন্য যে চারটি স্থালী প্রস্তুত করা হয় সে চারটি স্থালী নৌকারস্বরূপ হয়ে সৎকর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে পার করে দেয়। ২। প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ সকলেই মিলিত হয়ে সুন্দররূপে সোমরসকে প্রেরণ করছেন, তাঁরা নানাবিধ ফললাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করছেন। তাঁরা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করতে করতে মাদকতা শক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজ বর্ধিত করছেন, যেহেতু ইন্দ্রের তেজ বৃদ্ধি হলে তাঁদের মনে প্রীতি হয়। ৩। যাঁদের পবিত্রতা আছে তাঁরা বাক্যের চতুর্দিকে উপবেশন করেন। এঁদের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করতে পারেন (২)। ৪। তারা সহস্রধারা বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হয়ে নিম্নের দিকে শব্দ করছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্বক পরস্পর পৃথকরূপে তারা অবস্থিতি করে। এর শীঘ্রগামী, সার সমস্ত একবারও চক্ষু উন্মীলন করে না। তারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হয়ে পাপীদের পাশবদ্ধ করে। ৫। পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্বক যারা শব্দ করেছিল, তারা গুণকীর্তন লাভ করে দীপ্তি পেতে পেতে অধার্মিক লোকদের দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ইন্দ্র দেখতে পারেন না (৩) তার ক্ষমতাবলে সে কৃষ্ণবর্ণ চর্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হতে দূর করে দেয়। ৬। তারা শ্লোক উত্তেজনা করতে করতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হয়ে শব্দ করেছিল। যাদের চক্ষু ও কর্ণ নেই তারা সত্যের পথ

পরিত্যাগ করল। দুষ্কর্মান্বিত লোকে কখন উত্তীর্ণ হয় না। ৭। সোম শোধন করবার যে আধার, যা হতে সহস্রধারা নিপতিত হয়, তা যখন বিস্তারিত হল, তখন বিদ্বান কবিগণ বাক্য উচ্চারণ করতে লাগলেন। এদের মধ্যে যে সারভূত পদার্থ আছে, তা রুদ্র এবং অন্নদাতা এবং দ্বেষহীন, তাদের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাদের দৃষ্টি। ৮। তিনি সত্যের রক্ষাকর্তা, উত্তম কার্যকারী, কখন ছলনা করেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করলেন। তিনি বিদ্বান তাবৎ ভুবন দৃষ্টি করেন। যারা সৎকর্মে অনাবিষ্ট, যারা ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি তাদের বিনাশ করেন। ৯। বরুণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাঁর ক্ষমতাবলে সৎকর্মের সূত্র পবিত্রের উপর বিস্তারিত হল। পণ্ডিতেরাই তার চারদিকে পরিবেষ্টনপূর্বক উপবেশন করেন। যারা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, তারা অধোগামী হয়।

টীকা : ১। নবম মণ্ডলে 'অসুর' শব্দ তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—৭৩ সূক্তের ১ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ৭ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১ কে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ঐ শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয় নি। ২। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণের কষ্টকল্পনা অবলম্বন না করে কেবল অক্ষরার্থে মাত্র এস্থলে সন্নিবেশিত হল। এর পরের কয়েকটি সূক্তেরও অর্থ স্পষ্ট নহে। ৩। এ স্থানে এবং পরের কয়েকটি ঋকে বোধ হয় যজ্ঞ বিরোধী কৃষ্ণচর্ম বর্বরদের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কক্ষীবান্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শিশুর্ন জাতোঽব চক্রদদ্বনে স্বর্যদ্বাজ্যরুষঃ সিষাসতি।
দিবো রেতসা সচতে পয়োবৃধা তমীমহে সুমতী শর্ম সপ্রথঃ ॥ ১
দিবো যঃ স্কম্ভো ধরুণঃ স্বাতত আপূর্ণো অংশুঃ পর্যেতি বিশ্বতঃ।
সেমে মহী রোদসী যক্ষদাবৃতা সমীচীনে দাধার সমিষঃ কবিঃ ॥ ২
মহি প্সরঃ সুকৃতং সোম্যং মধূর্বী গব্যূতিরদিতেঋর্তং যতে।
ঈশে যো বৃষ্টেরিত উস্রিয়ো বৃষাপাং নেতা য ইত ঊতিঋর্গ্মিয়ঃ ॥ ৩
আত্মন্বন্নভো দুহ্যতে ঘৃতং পয় ঋতস্য নাভিরমৃতং বি জায়তে।
সমীচীনাঃ সুদানবঃ প্রীণন্তি তং নরো হিতমব মেহন্তি পেরবঃ ॥ ৪
অরাবীদংশুঃ সচমান ঊর্মিণা দেবাব্যং মনুষে পিন্বতি ত্বচম্।
দধাতি গর্ভমদিতেরুপস্থ আ যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥ ৫
সহস্রধারেঽব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সন্তু রজসি প্রজাবতীঃ।
চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরন্ত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ ॥ ৬
শ্বেতং রূপং কৃণুতে যৎসিষাসতি সোমো মীঢ্বাং অসুরো বেদ ভূমনঃ।
ধিয়া শমী সচতে সেমভি প্রবদ্দিবস্কবন্ধমব দর্ষদুদ্রিণম্ ॥ ৭
অধ শ্বেতং কলশং গোভিরক্তং কার্ষ্মন্না বাজ্যক্রমীৎসসবান্।
আ হিন্বিরে মনসা দেবয়ন্তঃ কক্ষীবতে শতহিমায় গোনাম্ ॥ ৮
অদ্ভিঃ সোম পপৃচানস্য তে রসোঽব্যো বারং বি পবমান ধাবতি।
স মৃজ্যমানঃ কবিভির্মদিন্তম স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান পীতয়ে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। যিনি জন্মগ্রহণমাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হয়ে ক্রন্দন করে উঠেন যিনি বলবান ঘোটকের ন্যায় আকাশে উঠতে যান, যিনি বারিবৃদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম

স্তবের দ্বারা সে সোমকে স্মরণ করি। ২। স্তম্ভের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করে আছেন যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র গমন করেন, তিনি এ দ্যুলোক ও ভূলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বারা যোজনা করে দিন। তিনি পরস্পর মিলিত এ দুই ভুবনকে ধারণ করেছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা। ৩। যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনার কর্তা, যাঁকে স্তব করলে এখানে আসবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আসেন তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য প্রশস্ত পথ বিদ্যমান, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করা আছে। ৪। তিনি সৎকর্মের অবলম্বন স্বরূপ আকাশ হতে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত দুগ্ধ দোহন করেন অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলে তিনি জল বর্ষণ করেন। তাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয়। ৫। সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করলেন। মনুষ্যের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম সংস্থাপন করলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন তাতে আমরা পুত্র পৌত্র লাভ করে থাকি। ৬। যে সোমরসগুলি সহস্রধারা বর্ষণকারী স্বর্গলোকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তারা পৃথিবীতে পতিত হোক, সোমের সে চার অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাদের আকাশ হতে এনে পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। তারা বৃষ্টিবর্ষণ করতে করতে যজ্ঞের উপকরণ এবং দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন করে দেয়। ৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয় তখন তিনি তাদের শুভ্রবর্ণ করে দেন। সে অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা উত্তম উত্তম সকল কাজের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়ে থাকেন এবং জল বর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ করে দেন। ৮। সোমরস ঘোটকের ন্যায় জলপূর্ণ শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হচ্ছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ তার প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন। তিনি কক্ষীবান ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন। ৯। হে সোম! যখন তুমি জলের সাথে মিশতে থাক তখন তোমার রস ক্ষরিত হয়ে মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা শক্তিধারী সোম! কবিগণ তোমাকে সংশোধন করলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও।

৭৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম:দেবতা। কবি ঋষি। জগতী ছন্দ।

অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্ধতে।
আ সূর্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি রথং বিষ্বঞ্চমরুহদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং বক্তা পতির্ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যং নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ ॥ ২
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ অচিক্রদন্নৃভির্যেমানঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।
অভীমৃতস্য দোহনা অনূষতাধি ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজতি ॥ ৩
অদ্রিভিঃ সুতো মতিভিশ্চনোহিতঃ প্ররোচয়ন্রোদসী মাতরা শুচিঃ।
রোমাণ্যব্যা সময়া বি ধাবতি মধোর্ধারা পিন্বমানা দিবেদিবে ॥ ৪
পরি সোম প্র ধন্বা স্বস্তয়ে নৃভিঃ পুনানো অভি বাসয়াশিরম্।
যে তে মদা আহনসো বিহায়সস্তেভিরিন্দ্রং চোদয় দাতবে মঘম্ ॥ ৫

অনুবাদ: ১। সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি প্রবল হয়ে জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করলেন।

২। সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সে জিহ্বা হতে অতি চমৎকার মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হচ্ছে। তিনি শব্দ করতে থাকেন, তিনি এ যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁকে কেউই নষ্ট করতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হলে পুত্রের এরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যা তার পিতামাতা জানতেন না। ৩। যখন ঋত্বিকগণ সোমকে সুবর্ণময় চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন তখন সোমরস দীপ্তি পেতে পেতে শব্দের সাথে কলসে প্রবেশ করেন, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ তাঁকে স্তব করতে থাকেন, তিনি তিন বার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যজ্ঞদিবসে প্রাতকালে শোভা পাচ্ছেন। ৪। অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্তন সহকারে প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক আলোকময় করতে করতে নির্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হচ্ছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ৫। হে সোমরস! তুমি চতুর্দিকে গতি বিধি করে মঙ্গল বিধান কর, তুমি মনুষ্যদের কর্তৃক শোধিত হয়ে দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি বস্তু সকলের সাথে মিশ্রিত হও। তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুক্ত প্রখর রস আছে, তা দিয়ে ধন বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর।

৭৬ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। কবি ঋষি। জগতী ছন্দ।

ধর্তা দিবঃ পবতে কৃৎব্যো রসো দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষ্বা ॥ ১
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ স্বঃসিষাসনূথিরো গবিষ্টিষু।
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে মনীষিভিঃ ॥ ২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্মিণা তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।
প্র ণঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী ধিয়া ন বাজাঁ উপ মাসি শশ্বতঃ ॥ ৩
বিশ্বস্য রাজা পবতে স্বর্দৃশ ঋতস্য ধীতিমৃষিষালবীবশৎ।
যঃ সূর্যস্যাসিরেণ মৃজ্যতে পিতা মতীনামসমষ্টকাব্যঃ ॥ ৪
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষস্যপামুপস্থে বৃষভঃ কনিক্রদৎ।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরিন্তমো যথা জেষাম সমিথে ত্বোতয়ঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এ সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হচ্ছেন। একে শোধন করতে হবে। এর রস দেবতাদের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সে রসপানে মত্ত হয়। বেগবান ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করে দিলে সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয় সেরূপ এ সোমরস জলের সাথে মিশে বিস্তর অন্ন আহরণ করে দেন। ২। ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দু হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জ্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। বুদ্ধিমান ঋত্বিকেরা চালনা করলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হন। ৩। হে বর্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে সেরূপ তুমি আপন ক্রিয়াদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্বক নিরন্তর আমাদের অন্ন দান কর। ৪। বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন, তাঁর ক্ষমতা ঋষিদের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্যের আলোকের সাথে মিশ্রিত হন, তিনি সর্বপ্রকার স্তবের উৎপাদনকর্তা, তার কার্য অনির্বচনীয়। ৫। হে সোম! বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ করছ। সে বৃষ জলের মধ্যে

শব্দ করতে থাকে মাদকতা শক্তিতে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় পেয়ে যুদ্ধে জয়ী হই।

৭৭ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

এষ প্র কোশে মধুমাঁ অচিক্রদদিন্দ্রস্য বজ্রো বপুষো বপুষ্টরঃ।
অভীমৃতস্য সুদুঘা ঘৃতশ্চুতো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ ॥ ১
স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিতস্তিরো রজঃ।
স মধ্ব আ যুবতে বেবিজান ইৎকৃশানোরস্তুর্মনসাহ বিভ্যুষা ॥ ২
তে নঃ পূর্বাস উপরাস ইন্দবো মহে বাজায় ধন্বন্তু গোমতে।
ঈক্ষেণ্যাসো অহ্যো ন চারবো ব্রহ্মব্রহ্ম যে জুজুষুর্হবির্হবিঃ ॥ ৩
অয়ং নো বিদ্বান্বনবদ্বনুষ্যত ইন্দুঃ সত্রাচা মনসা পুরুষ্টুতঃ।
ইনস্য যঃ সদনে গর্ভমাদধে গবামুরুব্জমভ্যর্ষতি ব্রজম্ ॥ ৪
চক্রির্দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো মহাঁ অদব্ধো বরুণো হুরুগ্যতে।
অসাবি মিত্রো বৃজনেষু যজ্ঞিয়োঽত্যো ন যূথে বৃষয়ুঃ কনিক্রদৎ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। এই দেখ মধুর সোমরস, যার শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, যার রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করতে করতে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ঋতের গাভীগণ যাদের অনায়াসে দোহন করা যায়, যারা ঘৃত তুল্য দুগ্ধ দোহন করে দেয় তারা দুগ্ধ নিয়ে এ সোমরসের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। ২। শ্যেনপক্ষী আপন জননীকর্তৃক প্রেরিত হয়ে, যাকে আকাশ হতে বায়ুপথের মধ্য দিয়ে অবতীর্ণ করেছিল (১), সে প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাত ভয়ে ভীত হয়ে উদ্বিগ্নভাবে মধুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৩। সে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের ন্যায় দেখতে সুশ্রী এবং সকল পুণ্যকর্ম ও সকল আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁরা প্রচুর অন্ন ও গাভী দেবার জন্য আমাদের নিকটে আসুন। ৪। এ প্রবীণ সোমরস, যাঁকে আমরা বিশেষরূপে স্তব করলাম, তিনি বিশিষ্ট মনোযোগের সাথে আমাদের হিংসকদের বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুর দুগ্ধ দানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হন। ৫। এ যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস তিনি উজ্জ্বল মূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছেন, যিনি বরুণের ন্যায় মহৎ, যাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁকে প্রস্তুত করা হলে, তিনি মিত্রদেবতার ন্যায় দুরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করতে করতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়ে পতিত হয় সেরূপ তিনি আসছেন।

টীকাঃ ১। শ্যেনপক্ষী আকাশ হতে অথবা মুজবান পর্বত হতে (১০।৩৪।১) সোম এনেছিলেন, তা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

৭৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

প্র রাজা বাচং জনয়ন্নসিষ্যদদপো বসানো অভি গা ইয়ক্ষতি।
গৃভ্ণাতি রিপ্রমবিরস্য তান্বা শুদ্ধো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১
ইন্দ্রায় সোম পরি ষিচ্যসে নৃভির্নৃচক্ষা ঊর্মিঃ কবিরজ্যসে বনে।
পূর্বীর্হি তে স্রুতয়ঃ সন্তি যাতবে সহস্রমশ্বা হরয়শ্চমূষদঃ ॥ ২
সমুদ্রিয়া অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা অন্তরভি সোমমক্ষরন্।
তা ঈং হিন্বন্তি হর্ম্যস্য সক্ষণিং যাচন্তে সুম্নং পবমানমক্ষিতম্ ॥ ৩

গোজিন্নঃ সোমো রথজিদ্ধিরণ্যজিৎস্বর্জিদব্জিৎ পবতে সহস্রজিৎ।
যং দেবাসশ্চক্রিরে পীতয়ে মদং স্বাদিষ্ঠং দ্রপ্সমরুণং ময়োভুবম্ ॥ ৪
এতানি সোম পবমানো অস্ময়ুঃ সত্যানি কৃণ্বন্দ্রবিণান্যর্ষসি।
জহি শত্রুমন্তিকে দূরকে চ য উর্বীং গব্যূতিমভয়ং চ নস্কৃধি ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এ শোভাধারী সোমরস শব্দ করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে স্তুতিবাক্য গ্রহণ করছেন। এর যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমের পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তা ধরে রাখে। এরূপে শোধিত হয়ে ইনি দেবতাদের নিকট গমন করেন। ২। হে বিচক্ষণ সুপণ্ডিত সোমরস! ঋত্বিকেরা তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঢেলে দিচ্ছেন, তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছ। তোমার যাবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান। যখন তুমি প্রস্তরফলকে অবস্থিত থাক তখন তোমার সহস্র সহস্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়। ৩। আকাশবিহারিণী কয়েকজন অপ্সরা (১) এসে মধ্যে উপবেশনপূর্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করল। যাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হয়ে যায় তারা তাকে এরূপে চালিয়ে দিতেছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হন এর নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করছে। ৪। সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় করি, রথ সুবর্ণ পরম সুখ সকলি জয় করি, আমরা জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্তু উপার্জন করি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, এর তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নেই, এর রস অতি চমৎকার, এর বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এরূপ এ সোমরসকে দেবতারা পান করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ৫। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের নিকট এস এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদের যথার্থ কর। কি দূরে, কি নিকটে আমাদের সকল শত্রু নষ্ট কর। আমাদের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান কর এবং সমস্ত ভয় নষ্ট কর।

টীকা ঃ ১। পৌরাণিক অপ্সরা কাকে বলে, তা আমরা জানি, কিন্তু ঋগ্বেদের অপ্সরা কি? পণ্ডিতবর গোল্‌ড্‌ষ্টুকর বিবেচনা করেন যে, সূর্যদ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করলে তাকেই প্রথমে অপ্সরা বলা হত। "Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds." কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাই হোক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছিল।

৭৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী ছন্দ।

অচোদসো নো ধন্বন্ত্বিন্দবঃ প্র সুবানাসো বৃহদ্দিবেষু হরয়ঃ।
বি চ নশন্ন ইষো অরাতয়োঽর্যো নশন্ত সনিষন্ত নো ধিয়ঃ ॥ ১
প্র ণো ধন্বন্ত্বিন্দবো মদচ্যুতো ধনা বা যেভিরর্বতো জুনীমসি।
তিরো মর্তস্য কস্য চিৎপরিহ্বৃতিং বয়ং ধনানি বিশ্বধা ভরেমহি ॥ ২
উত স্বস্যা অরাত্যা অরিহি ষ উতান্যস্যা অরাত্যা বৃকো হি ষঃ।
ধন্বন্ন তৃষ্ণা সমরীত তাঁ অভি সোম জহি পবমান দুরাধ্যঃ ॥ ৩
দিবি তে নাভা পরমো য আদদে পৃথিব্যাস্তে রুরুহুঃ সানবি ক্ষিপঃ।
অদ্রয়স্ত্বা বপ্সতি গোরধি ত্বচ্যপ্সু ত্বা হস্তৈর্দুদুহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪
এবা ত ইন্দো সুভ্বং সুপেশসং রসং তুঞ্জন্তি প্রথমা অভিশ্রিয়ঃ।
নিদং নিদং পবমান নি তারিষ আবিস্তে শুষ্মো ভবতু প্রিয়ো মদঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে আমাদের নিকট আসুক, আমাদের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হোক, আমাদের

শত্রুরাও নষ্ট হোক, আমাদের সৎকর্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন। ২। মাদকতা-শক্তিধারী সোমরসগণ আমাদের নিকট আসুক, তাঁদের প্রভাবে আমরা শত্রুর ধন জয় করে নিই। তাঁর প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না করে চারদিক হতে ধন উপার্জন করে থাকি। ৩। সে সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেন পিপাসা লেগে আছে; তিনি তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লেগেই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাদের বিনাশ কর। ৪। হে সোম! তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তোমার অবয়বগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সে স্থানে তারা বৃক্ষরূপে জন্মিল। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়ন পূর্বক গোচর্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দু হস্ত প্রয়োগপূর্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন। ৫। হে সোমরস! প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস চালিয়ে দিতেছেন। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদের শত্রুমাত্রকে বধ কর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হোক।

৮০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বসুনামা ঋষি। জগতী ছন্দ।

সোমস্য ধারা পবতে নৃচক্ষস ঋতেন দেবান্ হবতে দিবস্পরি।
বৃহস্পতে রবথেনা বি দিদ্যুতে সমুদ্রাসো ন সবনানি বিব্যচুঃ ॥ ১
যং ত্বা বাজিন্নঘ্ন্যা অভ্যনূষতায়োহতং যোনিমা রোহসি দ্যুমান্।
মঘোনামায়ুঃ প্রতিরন্মহি শ্রব ইন্দ্রায় সোম পবসে বৃষা মদঃ ॥ ২
এন্দ্রস্য কুক্ষা পবতে মদিন্তম ঊর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমঙ্গলঃ।
প্রত্যঙ্ স বিশ্বা ভুবনাভি পপ্রথে ক্রীড়ন্ হরিরত্যঃ স্যন্দতে বৃষা ॥ ৩
তং ত্বা দেবেভ্যো মধুমত্তমং নরঃ সহস্রধারং দুহতে দশ ক্ষিপঃ।
নৃভিঃ সোম প্রচ্যুতো গ্রাবভিঃ সুতো বিশ্বান্দেবাঁ আ পবস্বা সহস্রজিৎ ॥ ৪
তং ত্বা হস্তিনো মধুমন্তমদ্রিভির্দুহন্ত্যপ্সু বৃষভং দশ ক্ষিপঃ।
ইন্দ্রং সোম মাদয়ন্দৈব্যং জনং সিন্ধোরিবোর্মিঃ পবমানো অর্ষসি ॥ ৫

অনুবাদ: ১। বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেবতাদের সন্তুষ্ট করছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনে ইনি উজ্জ্বল হচ্ছেন। ইনি বার বার নিষ্পীড়িত হয়ে সমুদ্রের ন্যায় সর্বস্থান আচ্ছাদন করছেন। ২। হে অন্নদাতা! সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হলে, তুমি উজ্জ্বল হয়ে লৌহনির্মিত আপন স্থানে আরোহণ কর। হে সোমরস! তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদের দীর্ঘ আয়ু ও বিস্তর অন্ন প্রদান করতে করতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলাধায়ক দ্রব দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হচ্ছেন। মনোবাঞ্ছা পূরণকারী নানাস্থান-বিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করতে করতে উজ্জ্বলভাবে বয়ে যাচ্ছেন। ৪। হে সোমরস! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিকগণ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়েছ, ঋত্বিকগণ তোমাকে প্রস্তুত করেছেন। এক্ষণে সহস্র প্রকার সম্পত্তি বিতরণ করতে করতে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। ৫। সুনিপুণ হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রকে মদমত্ত করতে করতে সকল দেবতার নিকট গমন কর।

৮১ সূক্ত॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সোমস্য পবমানস্যোর্ময় ইন্দ্রস্য যন্তি জঠরং সুপেসঃ।
দধ্না যদীমুন্নীতা যশসা গবাং দানায় শূরমুদমন্দিষুঃ সুতাঃ ॥ ১
অচ্ছা হি সোমঃ কলশাঁ অসিষ্যদদত্যো ন বোহ্বা রঘুবর্তনির্বৃষা।
অথা দেবানামুভয়স্য জন্মনো বিদ্বাঁ অশ্নোত্যমুত ইতশ্চ যৎ ॥ ২
আ নঃ সোম পবমানঃ কিরা বস্বিন্দো ভব মঘবা রাধসো মহঃ।
শিক্ষা বয়োধো বসবে সু চেতুনা মা নো গয়মারে অস্মৎপরা সিচঃ ॥ ৩
আ নঃ পূষা পবমানঃ সুরাতয়ো মিত্রো গচ্ছন্তু বরুণঃ সজোষসঃ।
বৃহস্পতির্মরুতো বায়ুরশ্বিনা ত্বষ্টা সবিতা সুযমা সরস্বতী ॥ ৪
উভে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বমিন্বে অর্যমা দেবো অদিতির্বিধাতা।
ভগো নৃশংস উর্বন্তরিক্ষং বিশ্বে দেবাঃ পবমানং জুষন্ত ॥ ৫

অনুবাদ : ১। সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করছে অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হয়ে অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত করে তুলল। ২। যেরূপ রথ বহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে যায় সেরূপ মনোবাঞ্ছা পূরণকারী সোমরস কলসগুলির দিকে বয়ে যাচ্ছেন। এ জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এ দুই জাতি দেবতাদের প্রীত করছেন। ৩। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হয়ে আমাদের চতুপার্শ্বে সম্পত্তি ছড়িয়ে দাও. বিস্তর অন্ন আমাদের বিতরণ কর, আমি তোমার দাস, হে অন্নদাতা! বিশেষ মনোযোগের সাথে আমার কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন আমাদের দূরে আর কুত্রাপি বিতরণ করো না। ৪। অতিবদান্য এ সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদের নিকট আসুন অর্থাৎ পূষা, পবমান, মিত্র, বরুণ বৃহস্পতি, মরুৎ, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা, সবিতা, সুগঠন মূর্তিধারিণী সরস্বতী সকলে আসুন। ৫। দ্যুলোক ও ভূলোক এ দুই ভুবন যাঁরা সমস্ত বিশ্ব ঘিরে আছেন এবং অর্যমা এবং অদিতি ও বিধাতা ও মনুষ্যগণের প্রশংসাভাজন ভগ নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরিক্ষ, এ সকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্তী হচ্ছেন।

৮২ সূক্ত॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।
পুনানো বারং পর্যেত্যব্যয়ং শ্যেনো ন যোনিং ঘৃতবন্তমাসদম্ ॥ ১
কবির্বেধস্যা পর্যেষি মাহিনমত্যো ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষসি।
অপসেধন্দুরিতা সোম মৃলয় ঘৃতং বসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ২
পর্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।
স্বসার আপো অভি গা উতাসরন্ত্সং গ্রাবভির্নসতে বীতে অধ্বরে ॥ ৩
জায়েব পত্যাবধি শেব মংহসে পজ্রায়া গর্ভ শৃণুহি ব্রবীমি তে।
অন্তর্বাণীষু প্র চরা সু জীবসেঽনিন্দ্যো বৃজনে সোম জাগৃহি ॥ ৪
যথা পূর্বেভ্যঃ শতসা অমৃধ্রঃ সহস্রসা পর্যয়া বাজমিন্দো।
এবা পবস্ব সুবিতায় নব্যসে তব ব্রতমন্বাপঃ সচন্তে ॥ ৫

অনুবাদ : ১। লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হল। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারী। তিনি রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে শব্দ করছেন, তিনি শোধিত হবার জন্য মেষলোমে মিলিত হচ্ছেন,

তিনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুক্ত আপন স্থানে উপবেশন করছেন। ২। হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাচ্ছ। স্নান করালে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ তুমি যাচ্ছ। হে সোমরস! তুমি আমাদের অনিষ্ট নষ্ট করে আমাদের সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে নির্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর। ৩। পর্জন্য মহান সোমের পিতা (১), সে পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্বতের উপর বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি নিয়ে গেল। তিনি সুন্দর যজ্ঞ মধ্যে প্রস্তরের সাথে মিলিত হচ্ছেন। ৪। হে পৃথিবীর সন্তান সোম! তোমাকে আর অধিক কি বলব। স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে সেরূপ তুমি আমাদের সুখ বিধান করে থাক। আমাদের গুণ কীর্তন শুনতে শুনতে তুমি দর্শন দাও তাতেই আমাদের জীবনের মঙ্গল। তুমি সর্বগুণে গুণান্বিত। আমাদের বিপদের সময় আমাদের উপর প্রহরীর কার্য কর। ৫। হে দুর্ধর্ষ সোম! যেরূপ তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে করেছিলে সেরূপ এক্ষণে আমাদের এ নূতন পুণ্যকর্মের সময় প্রবল হও এবং ক্ষরিত হও, তুমি মনে করলে শত শত সংখ্যায় সহস্র সহস্র দান করতে পার। এ সকল জল তোমার সেবা করবার জন্য তোমার সাথে মিলিত হচ্ছে।

টীকা ঃ ১। এ স্থানে এবং ৯।১১৩।৩ ঋকে পর্জন্যকে সোমের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। পর্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৮৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র ঋষি। জগতী ছন্দ।

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্যেষি বিশ্বতঃ।
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাশত ॥ ১
তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে শোচন্তো অস্য তন্তবো ব্যস্থিরন্।
অবন্ত্যস্য পবীতারমাশবো দিবস্পৃষ্ঠমধি তিষ্ঠন্তি চেতসা ॥ ২
অরূরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয় উক্ষা বিভর্তি ভুবনানি বাজয়ুঃ।
মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥৩
গন্ধর্ব ইত্থা পদমস্য রক্ষতি পাতি দেবানাং জনিমান্যদ্ভুতঃ।
গৃভ্ণাতি রিপুং নিধয়া নিধাপতিঃ সুকৃত্তমা মধুনো ভক্ষমাশত ॥ ৪
হবির্হবিষ্মো মহি সদ্ম দৈব্যং নভো বসানঃ পরি যাস্যধ্বরম্।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহঃ সহস্রভৃষ্টির্জয়সি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিত্রকার্যের অধিপতি। তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হয়েছে। যে তোমাকে পান করে, তার সর্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয় তা হলে সাধ্য নেই যে, তোমাকে ধারণ করে। যাদের দেহ পরিপক্ক তারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করতে পারে। ২। উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধন যন্ত্র অর্থাৎ ছাঁকুনি বিস্তারিত আছে। এর প্রতানগুলি অর্থাৎ ডাঁটা অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে দীপ্যমান ভাবে গমনাভিমুখে যাচ্ছে। তারা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করছে। তারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠছে। ৩। সোমরস প্রভাত কালেই সর্বাগ্রে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পেয়েছেন। ইনি অভিষেককারী অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্ন বিতরণকর্তা, এর প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। এর অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্বপুরুষদের সমাবৃত করল, তখন তাঁরা সন্তান উৎপাদন করলেন, তাঁরা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করলেন। ৪। গন্ধর্বই (১)

এ সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুত শক্তিধারী এ সোমরস দেবতার সন্তানদের রক্ষা করেন। ইনি পাশের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যাঁরা বিলক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁরাই এর চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন। ৫। হে সোমরস! তুমি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে এবং নির্মল জল বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করে যজ্ঞকার্য নির্বাহ করবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে এস। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সে রথে আরোহণ পূর্বক সহস্রস্থানে গতিবিধি করে প্রচুর অন্ন জয় কর।

টীকা ঃ ১। এখানে গন্ধর্ব অর্থে সায়ণ সূর্য করেছেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরিক্ষই গন্ধর্বের নিবাস স্থান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করলেন। এ সকল ও অন্যান্য ঋক হতে অনুমান হয় যে সায়ণের ব্যাখ্যাই ঠিক, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্য রশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে অপ্সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হল। সূর্য রশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি এ উপাখ্যানের আদি কারণ?

৮৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। প্রজাপতি ঋষি। জগতী ছন্দ।

পবস্ব দেবমাদনো বিচর্ষণিরপ্সা ইন্দ্রায় বরুণায় বায়বে।
কৃধী নো অদ্য বরিবঃ স্বস্তিমদুরুক্ষিতৌ গৃণীহি দৈব্যং জনম্ ॥ ১
আ যস্তস্থৌ ভুবনান্যমর্ত্যো বিশ্বানি সোমঃ পরি তান্যর্ষতি।
কৃণ্বন্ত্সংচৃতং বিচৃতমভিষ্টয় ইন্দুঃ সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ ॥ ২
আ যো গোভিঃ সৃজ্যত ওষধীষ্বা দেবানাং সুম্ন ইষয়ন্নুপাবসুঃ।
আ বিদ্যুতা পবতে ধারয়া সুত ইন্দ্রং সোমো মাদয়ন্দৈব্যং জনম্ ॥ ৩
এষ স্য সোমঃ পবতে সহস্রজিদ্ধিন্বানো বাচমিষিরামুষর্বুধম্।
ইন্দুঃ সমুদ্রমুদিয়র্তি বায়ুভিরেন্দ্রস্য হার্দি কলশেষু সীদতি ॥ ৪
অভি ত্যং গাবঃ পয়সা পয়োবৃধং সোমং শ্রীণন্তি মতিভিঃ স্বর্বিদম্।
ধনঞ্জয়ঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো বিপ্রঃ কবিঃ কাব্যেনা স্বর্চনাঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে সোমরস! তুমি দেবতাদের আনন্দ কর, সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এক্ষণে আমাদের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। এ বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত তাকেই ডেকে লও। ২। যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন সে অমর সোম সে সমস্ত যজ্ঞে আসছেন। যা পূর্বে পরস্পর সংবদ্ধ ছিল ইনি তা পৃথক করে দিচ্ছেন এবং সূর্য যেরূপ প্রভাত করে দেন সেরূপ এ সোম আমাদের আলোক দান করছেন। ৩। যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ জাতির মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাদের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ করে দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হয়ে ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাদের মাতিয়ে দেন। ৪। সেই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতকাল অবধি ক্রমাগত আমাদের স্তোত্র গ্রহণ করেছেন। ইনি নানা দিক দিয়ে কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ইনি এরূপভাবে কলসের মধ্যে গিয়ে অবস্থিতি করছেন যে দেখে ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকছে না। ৫। চতুর্দিকে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, সে সোমরসের চতুর্দিকে গাভীগণ দুগ্ধ দেবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে, সোমরসের সাথে মিশ্রিত সে দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সে সোমরস চমৎকার সুখ দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, সে সঙ্গে কবিতা পাঠ হচ্ছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান কবি, তাঁর প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্তি। তিনি সর্বপ্রকার অন্ন বিতরণ করেন।

৮৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বেন ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রায় সোম সুষুতঃ পরি স্রবাপামীবা ভবতু রক্ষসা সহ।
মা তে রসস্য মৎসত দ্বয়াবিনো দ্রবিণস্বন্ত ইহ সন্ত্বিন্দবঃ ॥ ১
অস্মান্ত্সমর্যে পবমান চোদয় দক্ষো দেবানামসি হি প্রিয়ো মদঃ।
জহি শত্রূঁরভ্যা ভন্দনায়তঃ পিবেন্দ্র সোমমব নো মৃধো জহি ॥ ২
অদব্ধ ইন্দো পবসে মদিন্তম আত্মেন্দ্রস্য ভবসি ধাসিরুত্তমঃ।
অভি স্বরন্তি বহবো মনীষিণো রাজানমস্য ভুবনস্য নিংসতে ॥ ৩
সহস্রণীথঃ শতধারো অদ্ভুত ইন্দ্রায়েন্দুঃ কাম্যং মধু।
জয়ন্ক্ষেত্রমভ্যর্ষা জয়ন্নপ উরুং নো গাতুং কৃণু সোম মীঢ্বঃ ॥ ৪
কনিক্রদৎ কলশে গোভিরজ্যসে ব্যব্যয়ং সময়া বারমর্ষসি।
মর্মৃজ্যমানো অত্যো ন সানসিরিন্দ্রস্য সোম জঠরে সমক্ষরঃ ॥ ৫
স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিন্দ্রায় সুহবীতুনাম্নে।
স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধুমাঁ অদাভ্যঃ ॥ ৬
অত্যং মৃজন্তি কলশে দশ ক্ষিপঃ প্র বিপ্রাণাং মতয়ো বাচ ঈরতে।
পবমানা অভ্যর্ষন্তি সুষ্টুতিমেন্দ্রং বিশন্তি মদিরাস ইন্দবঃ ॥ ৭
পবমানো অভ্যর্ষা সুবীর্যমুর্বীং গব্যূতিং মহি শর্ম সপ্রথঃ।
মাকির্নো অস্য পরিষূতিরীশতেন্দো জয়েম ত্বয়া ধনং ধনম্ ॥ ৮
অধি দ্যামস্থাদ্বৃষভো বিচক্ষণোহরুরুচদ্বি দিবো রোচনা কবিঃ।
রাজা পবিত্রমত্যেতি রোরুবদ্দিবঃ পীয়ূষং দুহতে নৃচক্ষসঃ ॥ ৯
দিবো নাকে মধুজিহ্বা অসশ্চতো বেনা দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সং বাবৃধানং সমুদ্র আ সিন্ধোরূর্মা মধুমন্তং পবিত্র আ ॥ ১০
নাকে সুপর্ণমুপপাপ্তিবাংসং গিরো বেনানামকৃপন্ত পূর্বীঃ।
শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং হিরণ্যয়ং শকুনং ক্ষামণি স্থাম্ ॥ ১১
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যোৎ প্রারুরুচদ্রোদসী মাতরা শুচিঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হোক। যারা মুখে মনে ভিন্ন, তারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি যেন এ আমাদের যজ্ঞস্থানে ধনের সাথে উপস্থিত হয়। ২। যুদ্ধস্থলে আমাদের প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতাদের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দিক তোমার স্তব করছি, শত্রুদের নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষা কর, বিপক্ষদের সংহার কর। ৩। হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার তুল্য আনন্দবিধাতা কেউ নেই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নেই। বিস্তর বিদ্বান লোক তোমাকে স্তব করছেন। তুমি এ ভুবনের রাজা। তাঁরা তোমার নিকটবর্তী হচ্ছেন। ৪। এ আশ্চর্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করছেন। আমাদের জন্য ক্ষেত্র জয় করে দাও, জল জয় করে দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্তা দ্রবাত্মক। আমাদের পথ প্রশস্ত করে দাও। আমরা যেন অবারিতগতি হই। ৫। কলসের মধ্যে শব্দ করতে করতে তুমি ক্ষীরের সাথে

মিশ্রিত হচ্ছ। মেষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়ে নানা গতিতে যাচ্ছ। তোমাকে শোধন করা হলে তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্যবাহী ঘোটকের ন্যায় গমনপূর্বক ইন্দ্রের উদরে যাচ্ছ। ৬। তুমি মধুরভাবে সকল দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সে ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র, বরুণ, বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নেই। ৭। এ দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হয়ে শোধন করছে। পুরুষদের স্তোত্রবাক্য এর প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে, সোমরসেরা ক্ষরিত হতে হতে সে চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করছে। ৮। হে সোম! ক্ষরিত হতে হতে তুমি আমাদের লোকবল করে দাও, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করে দাও, প্রশস্ত বাস্তুবাটী করে দাও। আমাদের যজ্ঞের বিঘ্নকর্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়। হে সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করতে পারি। ৯। এ বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রহিলেন, এ কার্যকুশল সোম অন্যান্য দীপ্তিশালী বস্তুদের অধিক দীপ্তিযুক্ত করে দিলেন, ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং মানুষের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত ঢেলে দিচ্ছেন। ১০। বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এ উন্নতস্থানবর্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করতে করতে এবং পরস্পর পৃথক ভাবে দোহন করছেন। এ দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হচ্ছেন, ইনি মধুর রসরূপী হয়ে পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যাচ্ছেন। ১১। এ সুপর্ণ সোম (১) আকাশে উড়ছিলেন, বেন নামক ব্যক্তিরা সাধ্য সাধনা করে এনেছে। এ সোম শিশুর ন্যায় শব্দ করছেন, এর প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হচ্ছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, পৃথিবীতে এসে আছে। ১২। ইনি গন্ধর্ব (২), আকাশের ঊর্ধ্বভাগে ছিলেন। ইনি সে স্থান হতে সকল বস্তু নিরীক্ষণ করছিলেন, এঁর তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তার পূর্বক দীপ্তি পাচ্ছিল, সে শুভ্র আলোক জনক-জননী তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ময় করল।

টীকা ঃ ১। এখানে সোমকেই 'সুপর্ণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ২। এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য। সোমকে সূর্যরূপে স্তুতি করা হচ্ছে।

৮৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। প্রথম ১০ ঋক আকৃষ্ট ও মাষ নামে ঋষিগণ, দ্বিতীয় ১০ ঋক সিকতা ও নীবাবরী নামক ঋষিগণ, তৃতীয় ১০ ঋক পৃশ্নি ও ইতিজ নামক ঋষিগণ। চতুর্থ ১০ ঋক অকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ, তদনন্তর ৫ ঋক অত্রি, তদনন্তর ৩ ঋক গৃৎসমদ ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্র ত আশবঃ পবমান ধীজবো মদা অর্ষন্তি রঘুজা ইব ত্মনা।
দিব্যাঃ সুপর্ণা মধুমন্ত ইন্দবো মদিন্তমাসঃ পরি কোশমাসতে ॥ ১
প্র তে মদাসো মদিরাস আশবোঽসৃক্ষত রথ্যাসো যথা পৃথক্।
ধেনুর্ন বৎসং পয়সাভি বজ্রিণমিন্দ্রমিন্দবো মধুমন্ত ঊর্ময়ঃ ॥ ২
অত্যো ন হিয়ানো অভি বাজমর্ষ স্বর্বিৎকোশং দিবো অদ্রিমাতরম্।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যয়ে সোমঃ পুনান ইন্দ্রিয়ায় ধায়সে ॥ ৩
প্র ত আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো দিব্যা অসৃগ্রৎপয়সা ধরীমণি।
প্রান্তঋষয়ঃ স্থাবিরীরসৃক্ষত যে ত্বা মৃজন্ত্যৃষিষাণ বেধসঃ ॥ ৪
বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভ্বসঃ প্রভোস্তে সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতির্বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি ॥ ৫

উভয়তঃ পবমানস্য রশ্ময়ো ধ্রুবস্য সতঃ পরি যন্তি কেতবঃ।
যদী পবিত্রে অধি মৃজ্যতে হরিঃ সত্তা নি যোনা কলশেষ্ সীদতি ॥ ৬
যজ্ঞস্য কেতুঃ পবতে স্বধ্বরঃ সোমো দেবানামুপ যাতি নিষ্কৃতম্।
সহস্রধারঃ পরি কোশমর্ষতি বৃষা পবিত্রমত্যেতি রোরুবৎ ॥ ৭
রাজা সমুদ্রং নদ্যোবি গাহতেঽপামূর্মিং সচতে সিন্ধুষু শ্রিতঃ।
অধ্যস্থাৎসানু পবমানো অব্যয়ং নাভা পৃথিব্যা ধরুণো মহো দিবঃ ॥ ৮
দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদদ্দ্যৌশ্চ যস্য পৃথিবী চ ধর্মভিঃ।
ইন্দ্রস্য সখ্যং পবতে বিবেবিদৎ সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সীদতি ॥ ৯
জ্যোতির্যজ্ঞস্য পবতে মধু প্রিয়ং পিতা দেবানাং জনিতা বিভূবসুঃ।
দধাতি রত্নং স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ ॥ ১০
অভিক্রন্দন্ কলশং বাজ্যর্ষতি পতির্দিবঃ শতধারো বিচক্ষণঃ।
হরির্মিত্রস্য সদনেষু সীদতি মর্মৃজানোঽবিভিঃ সিন্ধুভির্বৃষা ॥ ১১
অগ্রে সিন্ধূনাং পবমানো অর্ষত্যগ্রে বাচো অগ্রিয়ো গোষু গচ্ছতি।
অগ্রে বাজস্য ভজতে মহাধনং স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়তে বৃষা ॥ ১২
অয়ং মতবাঞ্ছকুনো যথা হিতোঽব্যে সসার পবমান ঊর্মিণা।
তব ক্রত্বা রোদসী অন্তরা কবে শুচির্ধিয়া পবতে সোম ইন্দ্র তে ॥ ১৩
দ্রাপিং বসানো যজতো দিবিস্পৃশমন্তরিক্ষপ্রা ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
স্বর্জজ্ঞানো নভসাভ্যক্রমীৎপ্রত্নমস্য পিতরমা বিবাসতি ॥ ১৪
সো অস্য বিশে মহি শর্ম যচ্ছতি যো অস্য ধাম প্রথমং ব্যানশে।
পদং যদস্য পরমে ব্যোমন্যতো বিশ্বা অভি সং যাতি সংযতঃ ॥ ১৫
প্রো অযাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্
মর্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ কলশে শতয়াম্না পথা ॥ ১৬
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রয়ুবো বিপন্যুবঃ পনস্যুবঃ সংবসনেষ্বক্রমুঃ।
সোমং মনীষা অভ্যনূষত স্তুভোঽভি ধেনবঃ পয়সেমশিশ্রয়ুঃ ॥ ১৭
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষমিন্দো পবস্ব পবমানো অস্রিধম্
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চষী ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎ সুবীর্যম্ ॥ ১৮
বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ সোমো অহ্নঃ প্রতরীতোষসো দিবঃ।
ক্রাণা সিন্ধূনাং কলশাঁ অবীবশদিন্দ্রস্য হার্দ্যাবিশন্মনীষিভিঃ ॥ ১৯
মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাঁ অচিক্রদৎ।
ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরদিন্দ্রস্য বায়োঃ সখ্যায় কর্তবে ॥ ২০
অয়ং পুনান উষসো বি রোচয়দয়ং সিন্ধুভ্যো অভবদু লোককৃৎ।
অয়ং ত্রিঃ সপ্ত দুদুহান আশিরং সোমো হৃদে পবতে চারু মৎসরঃ ॥ ২১
পবস্ব সোম দিব্যেষু ধামসু সৃজান ইন্দো কলশে পবিত্র আ।
সীদন্নিন্দ্রস্য জঠরে কনিক্রদন্নৃভির্যতঃ সূর্যমারোহয়ো দিবি ॥ ২২
অদ্রিভিঃ সুতঃ পবসে পবিত্র আ ইন্দবিন্দ্রস্য জঠরেষ্বাবিশন্।
ত্বং নৃচক্ষা অভবো বিচক্ষণ সোম গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপ ॥ ২৩
ত্বাং সোম পবমানং স্বাধ্যোঽনু বিপ্রাসো অমদন্নবস্যবঃ।
ত্বাং সুপর্ণ আভরদ্দিবস্পরীন্দো বিশ্বাভির্মতিভিঃ পরিষ্কৃতম্ ॥ ২৪
অব্যে পুনানং পরি বার ঊর্মিণা হরিং নবন্তে অভি সপ্ত ধেনবঃ।
অপামুপস্থে অধ্যায়বঃ কবিমৃতস্য যোনা মহিষা অহেষত ॥ ২৫
ইন্দুঃ পুনানো অতি গাহতে মৃধো বিশ্বানি কৃণ্বন্ত্সুপথানি যজ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানো নির্ণিজং হর্যতঃ কবিরত্যো ন ক্রীলৎপরি বারমর্ষতি ॥ ২৬

অসশ্চতঃ শতধারা অভিশ্রিয়ো হরিং নবন্তেহব তা উদন্যবঃ।
ক্ষিপো মৃজন্তি পরি গোভিরাবৃতং তৃতীয়ে পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ ॥ ২৭
তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্ত্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
অথেদং বিশ্বং পবমান তে বশে ত্বমিন্দো প্রথমো ধামধা অসি ॥ ২৮
ত্বং সমুদ্রো অসি বিশ্ববিৎকবে তবেমাঃ পঞ্চ প্রদিশো বিধর্মণি।
ত্বং দ্যাং চ পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে তব জ্যোতীংষি পবমান সূর্যঃ ॥ ২৯
ত্বং পবিত্রে রজসো বিধর্মণি দেবেভ্যঃ সোম পবমান পূয়সে।
ত্বামুশিজঃ প্রথমা অগৃভ্ণত তুভ্যেমা বিশ্বা ভুবনানি যেমিরে ॥ ৩০
প্র রেভ এত্যতি বারমব্যয়ং বৃষা বনেষ্বব চক্রদদ্ধারিঃ।
সং ধীতয়ো বাবশানা অনূষত শিশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতম্ ॥ ৩১
স সূর্যস্য রশ্মিভিঃ পরি ব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে।
নয়ন্নৃতস্য প্রশিষো নবীয়সীঃ পতির্জনীনামুপ যাতি নিষ্কৃতম্ ॥ ৩২
রাজা সিন্ধূনাং পবতে পতির্দিব ঋতস্য যাতি পথিভিঃ কনিক্রদৎ।
সহস্রধারঃ পরি ষিচ্যতে হরিঃ পুনানো বাচং জনয়ন্নুপাবসুঃ ॥ ৩৩
পবমান মহ্যর্ণো বি ধাবসি সূরো ন চিত্রো অব্যয়ানি পব্যয়া।
গভস্তিপূতো নৃভিরদ্রিভিঃ সুতো মহে বাজায় ধন্যায় ধন্বসি ॥ ৩৪
ইষমূর্জং পবমানাভ্যর্ষসি শ্যেনো ন বংসু কলশেষু সীদসি।
ইন্দ্রায় মদ্বা মদ্যো মদঃ সুতো দিবো বিষ্টম্ভ উপমো বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫
সপ্ত স্বসারো অভি মাতরঃ শিশু নবং জজ্ঞানং জেন্যং বিপশ্চিতম্।
অপাং গন্ধর্বং দিব্যং নৃচক্ষসং সোমং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসে ॥ ৩৬
ঈশান ইমা ভুবনানি বীয়সে যুজান ইন্দো হরিতঃ সুপর্ণ্যঃ।
তাস্তে ক্ষরন্তু মধুমদ্ ঘৃতং পয়স্তব ব্রতে সোম তিষ্ঠন্তু কৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৭
ত্বং নৃচক্ষা অসি সোম বিশ্বতঃ পবমান বৃষভ তা বি ধাবসি।
স নঃ পবস্ব বসুমদ্ধিরণ্যবদ্বয়ং স্যাম ভুবনেষু জীবসে ॥ ৩৮
গোবিৎপবস্ব বসুবিদ্ধিরণ্যবিদ্রেতোধা ইন্দো ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
ত্বং সুবীরো অসি সোম বিশ্ববিত্তং ত্বা বিপ্রা উপ গিরেম আসতে ॥ ৩৯
উন্মধ্ব ঊর্মির্বননা অতিষ্ঠিপদপো বসানো মহিষো বি গাহতে।
রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্রভৃষ্টির্জয়তি শ্রবো বৃহৎ ॥ ৪০
স ভন্দনা উদিয়র্তি প্রজাবতীর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বাঃ সুভরা অহর্দিবি।
ব্রহ্ম প্রজাবদ্রয়িমশ্বপস্ত্যং পীত ইন্দবিন্দ্রমস্মভ্যং যাচতাৎ ॥ ৪১
সো অগ্রে অহ্নাং হরির্হর্যতো মদঃ প্র চেতসা চেতয়তে অনু দ্যুভিঃ।
দ্বা জনা যাতয়ন্নন্তরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ॥ ৪২
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্ণতে ॥ ৪৩
বিপশ্চিতে পবমানায় গায়ত মহী ন ধারাত্যন্ধো অর্ষতি।
অহির্ন জূর্ণামতি সর্পতি ত্বচমত্যো ন ক্রীলন্নসরদ্বৃষা হরিঃ ॥ ৪৪
অগ্রেগো রাজাপ্যস্তবিষ্যতে বিমানো অহ্নাঃ ভুবনেষ্বর্পিতঃ।
হরির্ঘৃতস্নুঃ সুদৃশীকো অর্ণবো জ্যোতীরথঃ পবতে রায় ওক্যঃ ॥ ৪৫
অসর্জি স্কম্ভো দিব উদ্যতো মদঃ পরি ত্রিধাতুর্ভুবনান্যর্ষতি।
অংশুং রিহন্তি মতয়ঃ পনিপ্নতং গিরা যদি নির্ণিজমৃগ্মিণো যযুঃ ॥ ৪৬
প্র তে ধারা অত্যণ্বানি মেষ্যঃ সংযতো যন্তি রংহয়ঃ।
যদ্গোভিরিন্দো চম্বোঃ সমজ্যস আ সুবানঃ সোম কলশেষু সীদসি ॥ ৪৭

পবস্ব সোম ক্রতুবিন্ন উক্‌থ্যোঽব্যো বারে পরি ধাব মধু প্রিয়ম্‌।
জহি বিশ্বান্‌ রক্ষস ইন্দো অত্রিণো বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৪৮

অনুবাদ ঃ ১। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হচ্ছে, এরা মানসবেগে অগ্রসর হচ্ছে, এরা আনন্দকর, এরা শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হচ্ছে। এরা পক্ষীর ন্যায় আকাশ হতে পতিত হচ্ছে। মধুর রসশালী অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এ সোমরসগুলি কলসটিকে পরিপূর্ণ করে উপবেশন করছে। ২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকদের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হচ্ছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমান এ সকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেরূপ আপ্যায়িত করছে, যেরূপ গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে। ৩। ঘোটককে চালিয়ে দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম! তদ্রূপ দ্রুতবেগে তুমি এস। তুমি স্বর্গীয় বস্তু তুল্য, তুমি প্রস্তরনির্মিত কলসে আকাশ হতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানাস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এ সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হচ্ছে। ৪। হে সোম! চতুর্দিকব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়ে কলসের মধ্যে গিয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তারা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিচ্ছেন, যেহেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু। ৫। হে সোম! তুমি সর্বদ্রষ্টা, তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এরূপে তুমি ক্ষরিত হও। ৬। যখন সোম নিষ্পীড়িত হন তখন তিনি নিজে একস্থানবর্তী সুস্থির কিন্তু তাঁর কিরণপুঞ্জ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন তিনি হরিতবর্ণ ধারণপূর্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হন, তখন তিনিও উপবেশনকর্তা হয়ে নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন। ৭। সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা, তিনি দেবতাদের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে গিয়ে থাকেন, তিনি রস সেচন করতে করতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন। ৮। তিনি রাজা, নদী হতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হচ্ছেন। তিনি নদী মধ্যে ছিলেন জলের তরঙ্গে মিলিত হচ্ছেন (১)। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্র আরোহণ করছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্তা নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ। ৯। সোম এরূপ শব্দ করলেন যে গগনের ঊর্ধ্বভাগ প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর অবলম্বনে লোক ও ভূলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে কলসের মধ্যে গিয়ে বসছেন। ১০। এ সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি দেবতাদের জন্মদাতা পিতা, ধনের অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোক ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, এর মাদকতাশক্তি নিরুপম। ১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাচ্ছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি সর্বদ্রষ্টা, এর ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ করে যজ্ঞের স্থানে স্থানে বসছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিত হয়ে রস বর্ষণ করছেন। ১২। ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হন, সেরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হন, এর বেগ এরূপ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সে রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়ন কর্তারা নিষ্পীড়ন করছেন। ১৩। স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হয়ে এ সোম চালিত অশ্বের ন্যায় মেষলোমের পবিত্র তরঙ্গরূপে প্রচুর পরিমাণে যাচ্ছে। হে

ইন্দ্র ! হে কবি দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হলেই এ নির্মল সোম স্তোত্র শুনতে শুনতে ক্ষরিত হয়। ১৪। এ সোম এরূপ এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করছে। যজ্ঞের সময় জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদন কর্তা। ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা ইন্দ্রকে সেবা করেন। ১৫। এই সোম সর্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজ বাড়িয়ে ছিলেন, সে ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করছেন। সে সর্বোচ্চস্থানে যেখানে ইন্দ্রের ধাম, সেখান থেকে তিনি সোম পানের প্রভাবে সকল যুদ্ধে গমন করেন। ১৬। সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁর বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদের সাথে মিলিত হয় সেরূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়ে নির্গত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ১৭। হে সোম ! তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করছেন। গাভী এঁর উপর দুগ্ধ ঢেলে দিচ্ছে। ১৮। হে সোম ! যে যুদ্ধ তিন দিন অবিরত প্রবর্তমান হয়ে আমাদের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন এনে দিয়েছে (২), সে অক্ষয় অন্ন বর্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও। ১৯। স্তোত্র বর্ষণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি দিন, প্রাতকাল ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করছেন। ইনি বুদ্ধিমানদের স্তোত্রের ভাগী হয়ে ইন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেন। ২০। এ প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে যাচ্ছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য মধু ঢেলে দিচ্ছেন। ২১। এ সোম শোধিত হয়ে প্রাতকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী অর্থাৎ ধারা হতে উৎপন্ন হয়েছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হতে আপনার অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করছেন। এ আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হচ্ছেন। ২২। হে সোম ! তুমি শোধিত হয়েছে। দিব্য ধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়ে কলসে যাও। শব্দ করতে করতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করেছে। তুমি সূর্যকে আকাশে স্থাপন করেছ। ২৩। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়ে তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ চেন। তুমি অঙ্গিরার সন্তানদের গাভীসমূহ দেখিয়ে দিয়েছিলে। ২৪। হে পবিত্র সোম ! সৎকর্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা করে তোমার গুণগান করে থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হতে মর্ত্যে এনেছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করেছে। ২৫। যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চারদিক দিয়ে ক্ষরিত হতে থাকেন তখন সাতটী গাভী তাঁর নিকটে গিয়ে থাকে। ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ কতকগুলি ব্যক্তির নাম জলের আধারের দিকে সে কর্মকুশল সোমকে প্রেরণ করছে। ২৬। সোমরস ক্ষরণপূর্বক সকল শত্রুকে পরাজয় করছেন, যজ্ঞকর্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা করে দিচ্ছেন। সে সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্তি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে যাচ্ছেন। ২৭। শতসংখ্যক ধারা জলের ন্যায় অবাধে বহমান হয়ে পরস্পর মিলনপূর্বক হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করছে। তাঁকে ক্ষীরে আচ্ছাদনপূর্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে দীপ্যমান অগ্নির উপর সংস্থাপিত হচ্ছেন। ২৮। হে সোম ! এ সকল প্রাণী তোমার

স্বর্গীয় রেত হতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এ নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী। ২৯। হে সোম! তুমি বিশাল, বিস্তৃত, সমুদ্র। হে কবি! তুমিই এ পাঁচ দিক উর্ধ্বের দিক নিয়ে পাঁচ ধারণ করেছ। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার জ্যোতি রাশি সূর্যের তুল্য। ৩০। হে সোম! এ ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করবার জন্য দেবতাদের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধিত হয়ে থাক। উশিজ নামক ব্যক্তিগণ সর্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করেছিল। এ সকল লোক তোমার দ্বারা চালিত হয়েছে। ৩১। সোমরস শব্দ করতে করতে মেষলোম অতিক্রম করছে। এ দ্রবাত্মক হরিতবর্ণ রস জলে পড়ে শব্দ করছে এর ধ্যান করতে করতে এর অভিলাষিগণ এর স্তব করছেন। ইনি যেন একটি শব্দায়মান শিশু, স্তুতিরা যেন বাৎসল্যভরে একে লেহন করছে। ৩২। এ সোম যেন সূর্য কিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানছেন অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিনবার যজ্ঞ হয় উনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র যুগিয়ে দিচ্ছেন। এ নরপতি সোম আপন পাত্রে যাচ্ছেন। ৩৩। এ সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হচ্ছেন। ঋত যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে সশব্দে সে সমস্ত পথ দিয়ে যাচ্ছেন। এ হরিতবর্ণ সোম সহস্রধারায় সিক্ত হচ্ছেন। ইনি শোধিত হচ্ছেন, তা দেখে লোকের নানাবিধ বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে। ৩৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি সূর্যের ন্যায় অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছ। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হয়েছে, অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলি-দ্বারা শোধন করেছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাচ্ছ। ৩৫। হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর (৩)। তুমি নিষ্পীড়িত হয়ে ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যেহেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দিক দৃষ্টি কর। ৩৬। এ যে নবীন বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হবার জন্য জন্মেছেন, যিনি দিব্য লোকবাসী গন্ধর্বের ন্যায় রূপবান (৪), যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান, সে সোমকে সাত জন ভগিনীতে মিলে জলের মধ্যে লালন পালন করে, কেননা তিনি পালিত হলে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হবে। ৩৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী জুড়ে প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সে ঘোটকীরা যেন ঘৃত দুগ্ধ মধু আহরণ করে দেয়। হে সোম! মনুষ্য যেন তোমার কার্য সিদ্ধি করতেই ব্যাপৃত থাকে। ৩৮। হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস বৃষ্টি করে থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দিকে চালিয়ে দিয়ে থাক। অতএব তুমি এরূপে ক্ষরিত হও যে, আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে প্রাণ ধারণ করি। ৩৯। হে সোম! তুমি এরূপে ক্ষরিত হও যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী, তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এরূপ জেনে বিদ্বানগণ বিবিধ বাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার উপাসনা করছে। ৪০। এ যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ তুলছেন। জলের পরিচ্ছদ পরিধান করে মহিষের ন্যায় অবগাহন করছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই এর রথ, ইনি যুদ্ধে চললেন, ইনি সহস্র স্থানে গতিবিধি করে প্রচুর অন্ন জয় করছেন। ৪১। সোম সংসারের আয়ু অর্থাৎ জীবনস্বরূপ, তিনি আমাদের

স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় করে দিচ্ছেন, সে স্তুতিবাক্য যার প্রভাবে আমরা সন্তানাদি লাভ করি, যা আমাদের জন্য অশেষ কাম্যবস্তুতে পরিপূর্ণ আছে। হে সোম! তুমি ইন্দ্রকর্তৃক পীত হয়ে তাঁর নিকট আমাদের জন্য সন্তান ধন ঘোটক ও উত্তম অট্টালিকা চেয়ে দাও। ৪২। প্রভাত উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ ব্যক্তি সে রমণীয় মূর্তিধারী হরিতবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সে সোম সংসার রক্ষা করবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এ দুই জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধান করবার জন্য তাদের উদরে প্রবেশ করে থাকেন। ৪৩। পুরোহিতগণ সোমকে মাখছেন, পৃথক করছেন, উত্তমরূপে মাখছেন, মধুসংযুক্ত করছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাখছেন, যেহেতু সে সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্যকুশল। যখন সিদ্ধ অর্থাৎ তাঁর রস উচ্ছ্বসিত হয় তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁকে জলে নিয়ে যান, যেরূপ লোকে পশুকে জলে নিয়ে যান। ৪৪। সে ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করে সকলে গান কর, তাঁর প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করতে যাচ্ছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম ত্যাগ করে, সেরূপ সে ধারা যাচ্ছে। সে রস সেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়াচ্ছেন। ৪৫। সে সোম রাজার ন্যায় অগ্রে চলেছেন, তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাচ্ছেন। সংসার দিন পরিমাণ করবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করেছেন, তিনি দেখতে এমনি সুশ্রী, তাঁর শরীর ঘৃত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি ধনের ভাণ্ডার স্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রসে আরোহণপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন। ৪৬। সোম দ্যুলোকের ধারণকর্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হয়ে আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্বতোভাবে তিন প্রকারে উপাদানে (ঘৃত ও দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্বলোকে বিচরণ করেন। সে উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন তখন স্তবকর্তারা তাঁকে লেহন করেন, সে সময়ে আবার ঋক উচ্চারণকারীরা শোধিত সোমের নিকটবর্তী হন। ৪৭। হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হয়ে মেষের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করছে। সে সময়ে তুমি দুই পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হয়ে তুমি কলসে গিয়ে উপবেশন কর। ৪৮। হে ক্রিয়াকুশল সোম! তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হচ্ছ, এখন মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস ঢেলে দাও। সকল রাক্ষসদের ধ্বংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমরা এ দীর্ঘ ছন্দের স্তব পাঠ করছি যেন আমরা বীরপুত্র লাভ করি।

টীকা : ১। অর্থাৎ ধারারূপ নদীমূর্তি ত্যাগ করে কলসরূপ সমুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ২। তিন দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু আদি খাদ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া গেল। ৩। শ্যেন পক্ষীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৪। এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য।

৮৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। উশনা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তু দ্রব পরি কোশং নি ষীদ নৃভিঃ পুনানো অভি বাজমর্ষ।
অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জয়ন্তোঽচ্ছা বর্হী রশনাভির্নয়ন্তি ॥ ১
স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুরশস্তিহা বৃজনং রক্ষমাণঃ।
পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো দিব ধরুণ পৃথিব্যাঃ ॥ ২
ঋষির্বিপ্রঃ পুরএতা জনানামৃভুর্ধীর উশনা কাব্যেন।
স চিদ্বিবেদ নিহিতং যদাসামপীচ্যং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩

এষ স্য তে মধুমাঁ ইন্দ্র সোমো বৃষা বৃষ্ণে পরি পবিত্রে অক্ষাঃ।
সহস্রসাঃ শতসা ভূরিদাবা শশ্বত্তমং বর্হিরা বাজ্যস্থাৎ ॥ ৪
এতে সোমা অভি গব্যা সহস্রা মহে বাজায়ামৃতায় শ্রবাংসি।
পবিত্রেভিঃ পবমানা অসৃগ্রঞ্ছ্রবস্যবো ন পৃতনাজো অত্যাঃ ॥ ৫
পরি হি ষ্মা পুরুহূতো জনানাং বিশ্বাসরদ্ভোজনা পূয়মানঃ।
অথা ভর শ্যেনভৃত প্রয়াংসি রয়িং তুঞ্জানো অভি বাজমর্ষ ॥ ৬
এষ সুবানঃ পরি সোমঃ পবিত্রে সর্গো ন সৃষ্টো অদধাবদর্বা।
তিগ্মে শিশানো মহিষো ন শৃঙ্গে গা গব্যন্নভি শূরো ন সত্বা ॥ ৭
এষা যযৌ পরমাদন্তরদ্রেঃ কূচিৎসতীরূর্বে গা বিবেদ।
দিবো ন বিদ্যুৎস্তনয়ন্ত্যভ্রৈঃ সোমস্য তে পবত ইন্দ্র ধারা ॥ ৮
উত স্ম রাশিং পরে যাসি গোনামিন্দ্রেণ সোম সরথং পুনানঃ।
পূর্বীরিষো বৃহতীর্জীরদানো শিক্ষা শচীবস্তব তা উপষ্টুৎ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি ধাবমান হও, কলসে গিয়ে উপবেশন কর, অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করছে, অন্নের দিকে যাও, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে ধুইয়ে দিচ্ছে এবং বলগা তোমাকে কুশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ২। সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক ক্ষরিত হচ্ছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাদের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ। ৩। উশনা ঋষি বুদ্ধিমান ও একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্তি ও ধীর, তিনি এ সকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠান প্রভাবে জানতে পেরেছেন। ৪। হে ইন্দ্র! এ তোমার সোমরস এ রস সেচনকারী, তুমিও বৃষ্টিবর্ষণকারী, তোমার নিমিত্ত এ পবিত্রের উপর ক্ষরিত হচ্ছে। এ সোম শতদাতা সহস্রদাতা বিস্তরদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠান হন। ৫। এ সকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, এরা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ এদের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয়ে এদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। অন্নই এদের কামনা, অন্ন কামনাই এদের প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য। এরা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের ন্যায়। ৬। এ সোমকে বিস্তর লোকে ডাকে। ইনি শোধিত হয়ে লোকদের নানাবিধ অন্ন আহরণ করে দেন। হে সোম! তোমাকে শ্যেনপক্ষী এনেছে, অন্ন পরিপূর্ণ করে দাও, ধন দান করতে করতে অন্নের দিকে যাও। ৭। এ যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুপার্শ্বে দৌড়াচ্ছেন, যেমন ঘোটককে ছেড়ে দিলে সে দৌড়ে যায়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানিয়ে মহিষ দৌড়ে যায় অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করবেন বলে ধাবিত হন। ৮। এ যে সোম, ইনি পরমধাম হতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর-ফলকের মধ্যে এসেছেন। কোন নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তা জানতে পেরেছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হচ্ছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘদ্বারা প্রেরিত হয়ে শব্দ করতে করতে নির্গত হয়। ৯। হে সোম! তুমি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান কর। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন দাও, হে স্তব গ্রহণকর্তা! তুমিই অন্নের অধিপতি, সে সমস্ত অন্নই তোমার।

৮৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্ ॥ ১

স ঈং রথো ন ভুরিষালযোজি মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা বন ঊর্ধ্বা নবন্ত ॥ ২
বায়ুর্ন যো নিযুত্বাঁ ইষ্টযামা নাসত্যেব হব আ শম্ভবিষ্ঠঃ।
বিশ্ববারো দ্রবিণোদা ইব ত্মন্‌পূষেব ধীজবনোঽসি সোম ॥ ৩
ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হন্তা বৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিৎ।
পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোম দস্যোঃ ॥ ৪
অগ্নির্ন যো বন আ সৃজ্যমানো বৃথা পাজাংসি কৃণুতে নদীষু।
জনো ন যুধ্বা মহত উপব্দিরিয়র্তি সোমঃ পবমান ঊর্মিম্ ॥ ৫
এতে সোমা অতি বারাণ্যব্যা দিব্যা ন কোশাসো অভ্রবর্ষাঃ।
বৃথা সমুদ্রং সিন্ধবো ন নীচীঃ সুতাসো অভি কলশাঁ অসৃগ্রন্ ॥ ৬
শুষ্মী শর্ধো ন মারুতং পবস্বানভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
অপো ন মক্ষূ সুমতির্ভবা নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাণ্ ন যজ্ঞঃ ॥ ৭
রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্‌গভীরং তব সোম ধাম।
শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্যমেবাসি সোম ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এ সোম প্রস্তুত করছি। তোমার জন্য এ ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি এ পান কর। তুমি তাকে প্রস্তুত করেছ। তুমি তাকে মনোনীত করেছ এ অভিপ্রায়ে যে সে তোমার সাহায্য করবে, সে তোমাকে মত্ত করবে। ২। যেরূপ বিস্তর ভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, সেরূপ সোমকে যোজনা করা হল, কেননা তিনি প্রভূত ধন দেবেন। পরে সকল ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হোক। ৩। যে সোম, নিযুৎ নামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের ন্যায় অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় ডাকার সঙ্গে এসে সুখ দান করেন। ধনদানকর্তা ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্যের ন্যায় যিনি মানস বেগে গমন করেন, তাঁরই নাম সোম। ৪। যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন করেছ সে তুমি বৃত্রদের বধ করেছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করেছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করেছ। তুমি সকল দস্যুর নিধনকর্তা। ৫। বন মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে যেরূপ বল প্রকাশ করে সেরূপ তুমি জলের মধ্যে আপনার বীর্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীরপুরুষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে করতে অগ্রসর হন সেরূপ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করতে করতে পূর্ণ রস প্রদান করছেন। ৬। আকাশের মেঘ হতে যেমন বারি বর্ষণ হয় কিংবা যেমন নদীগণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, সেরূপ এ সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস মেষলোম অতিক্রমপূর্বক কলসের মধ্যে যাচ্ছে। ৭। হে সোম! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও, স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদের সুমতি দাও। বহু সৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্রাদিক দিয়ে তোমার গতি। ৮। হে সোম! বরুণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর ন্যায় নির্মল। তুমি সূর্যদেবের ন্যায় পূজনীয়।

৮৯ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রো স্য বহ্নিঃ পথ্যাভিরস্যান্দিবো ন বৃষ্টিঃ পবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারো অসদন্ন্যস্মে মাতুরুপস্থে বন আ চ সোমঃ ॥ ১

রাজা সিন্ধূনামবসিষ্ট বাস ঋতস্য নাবমারুহদ্রজিষ্ঠাম্ ।
অপ্সু দ্রপ্সো বাবৃধে শ্যেনজূতো দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাম্ ॥ ২
সিংহং নসন্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্ ।
শূরো যুৎসু প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরি পাত্যুক্ষা ॥ ৩
মধুপৃষ্ঠং ঘোরময়াসমশ্বং রথে যুঞ্জন্ত্যুরুচক্র ঋষ্বম্ ।
স্বসার ঈং জাময়ো মর্জয়ন্তি সনাভয়ো বাজিনমূর্জয়ন্তি ॥ ৪
চতস্র ঈং ঘৃতদুহঃ সচন্তে সমানে অন্তর্ধরুণে নিষত্তাঃ ।
তা ঈমর্ষন্তি নমসা পুনানাস্তা ঈং বিশ্বতঃ পরি যন্তি পূর্বীঃ ॥ ৫
বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য ।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬
বন্বন্নবাতো অভি দেববীতিমিন্দ্রায় সোম বৃত্রহা পবস্ব ।
শগ্ধি মহঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৭

অনুবাদ ঃ　১। যেরূপ আকাশ হতে বৃষ্টি ক্ষরিত হয়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে সেরূপ সোম প্রবাহিত হতে হতে নানা পথে যাচ্ছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হচ্ছেন। ২। সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করলেন (দুগ্ধে মেশালেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করলেন। এ যে সোম যাঁকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করেছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে বেড়ে গেলেন। অগ্নি এঁর পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সে অগ্নি আপন সন্তান সোমকে পান করলেন। ৩। এ যে সোম, যিনি সিংহ তুল্য, যিনি মধু বইয়ে দেন, যিনি দেখতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইনি গাভী কোথা এ জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ গাভী জয় করে আনেন। এঁরই সাহায্যে বৃষ্টি সেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। ৪। এ যে সোম, ইনি যেন একটি দুর্দান্ত ঘোটক, এঁর পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, এঁকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা করে থাকে আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর ন্যায়, অথবা সপত্নীর ন্যায়, অথবা এক বংশোৎপন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায়, এরা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা করে দিচ্ছেন, এঁরা এ ঘোটককে উৎসাহিত করছেন। ৫। চারটি গাভী এ সোমের সেবা করছে, তাদের দুগ্ধ যেন ঘৃতের ন্যায়, তারা একই আশ্রয় স্থানের মধ্যে উপবেশন করেছে, তারা দুগ্ধ দানপূর্বক এঁর সন্নিহিত হচ্ছে। সে বৃহৎ বৃহৎ গাভী এঁকে ঘিরে আছে। ৬। এ সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ, পৃথিবীর আধার স্বরূপ, সমস্ত জীবজন্তু এঁর হস্তগত। তুমি স্তব করছ, তোমার নিকট আসবার জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৭। হে বলশালী সোম! দেবতাদের উদ্দেশে এ যে অনুষ্ঠান করছি, তুমি এর দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্তা। আমাদের প্রার্থনা যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি।

৯০ সূক্ত ॥　পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র হিন্বানো জনিতা রোদস্যো ন বাজং সনিষ্যন্নযাসীৎ ।
ইন্দ্রং গচ্ছন্নায়ুধা সংশিশানো বিশ্বা বসু হস্তয়োরাদধানঃ ॥ ১

অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামাঙ্গূষাণমবাবশন্ত বাণীঃ।
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধূন্বি রত্নধা দয়তে বার্যাণি ॥ ২
শূরগ্রামঃ সর্ববীরঃ সহাবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি।
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাহ্বঃ সাহ্বাংপৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ৩
উরুগব্যূতিভরয়ানি কৃণ্বন্ত্সমীচীনে আ পবস্বা পুরন্ধী।
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বর্গাঃ সং চিক্রদো মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৪
মৎসি সোম বরুণং মৎসি মিত্রং মৎসীন্দ্রমিন্দো পবমান বিষ্ণুম্।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি মহামিন্দ্রমিন্দো মদায় ॥ ৫
এবা রাজেব ক্রতুমাঁ অমেন বিশ্বা ঘনিঘ্নদ্দুরিতা পবস্ব।
ইন্দো সূক্তায় বচসে বয়ো ধা যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। পুরোহিতগণ সোমকে চালিয়ে দিলেন। তিনি রথের ন্যায় চললেন। অন্ন দান করা তাঁর অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি-কর্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাবেন, সে জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দেবার জন্য দু হস্তে অশেষ ধন ধারণ করে আছেন। ২। এ যে সোম, যাঁকে তিন-বার নিষ্পীড়ন করা হয়েছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁর উদ্দেশে পুরোহিতদের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি জলের পরিচ্ছদ পরছেন, ইনি রত্নের বিতরণকর্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া করে দিচ্ছেন। ৩। হে সোম! তুমি একাই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমি জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা যে তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধণুর্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেউ আঁটতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর। ৪। হে সোম! কি বিশাল, তোমার যাবার পথ, তুমি অভয় দান করতে করতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দু পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গ লাভ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তা হলেই আমাদের প্রচুর অন্ন লাভ হয়ে যায় ৫। হে সোম! প্রার্থনা করি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও বিষ্ণু বলবান বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত কর। তাঁদের বিপুল আনন্দ উৎপাদন কর। ৬। হে সোম! এরূপে তোমাকে স্তব করলাম। তুমি কর্মানুষ্ঠান তৎপর রাজার ন্যায় নিজ বলের দ্বারা আমাদের পাপসমূহ ধ্বংস করতে করতে ক্ষরিত হও। সুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হয়েছে, অন্ন বিতরণ কর। তোমরা সকলে পান কর, তাতে যেন আমাদের কল্যাণ হয়।

৯১ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসর্জি বক্বা রথ্যে যথাজৌ ধিয়া মনোতা প্রথমো মনীষী।
দশ স্বসারো অধি সানো অব্যেঽজন্তি বহ্নিং সদনান্যচ্ছ ॥ ১
বীতী জনস্য দিব্যস্য কব্যৈরধি সুবানো নহুষ্যেভিরিন্দুঃ।
প্র বো নৃভিরমৃতো মর্ত্যেভির্মর্মৃজানোঽবিভির্গোভিরদ্ভিঃ ॥ ২
বৃষা বৃষ্ণে রোরুবদংশুরস্মৈ পবমানো রুশদীর্তে পয়ো গোঃ।
সহস্রমৃক্বা পথিভির্বচোবিদধ্বস্মভিঃ সূরো অণ্বং বি যাতি ॥ ৩
রুজা দৃড়্হা চিদ্রক্ষসঃ সদাংসি পুনান ইন্দ ঊর্ণুহি বি বাজান্।
বৃশ্চোপরিষ্টাত্তুজতা বধেন যে অন্তি দূরাদুপনায়মেষাম্ ॥ ৪
স প্রত্নবন্নব্যসে বিশ্ববার সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ।
যে দুঃষহাসো বনুষা বৃহন্তস্তাংস্তে অশ্যাম পুরুকৃৎ পুরুক্ষো ॥ ৫

এবা পুনানো অপঃ স্বর্গা অস্মভ্যং তোকা তনয়ানি ভূরি।
শং নঃ ক্ষেত্রমুরু জ্যোতীংষি সোম জ্যোঙ্নঃ সূর্যং দৃশয়ে রিরীহি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। বুদ্ধিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত সোমকে প্রেরণ করা হল, যেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, সেরূপ তিনি শব্দ করলেন। দশ ভগিনী মিলে উর্ধ্বে ধাবিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সে সোমকে এমনিভাবে ঢালছে যেন তিনি স্বীয় আধারে গিয়ে পড়েন। ২। নহুষ সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করতে করতে সোমকে প্রস্তুত করলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদের নিকট যাবেন। ইনি অমৃত, মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ একে মেষলোম ও গোচর্ম ও জলের দ্বারা শোধন করছে, ইনি যজ্ঞে যাচ্ছেন। ৩। রস বর্ষণকারী সোম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হয়ে এ উজ্জ্বল গব্য দুগ্ধের দিকে যাচ্ছেন। তিনি ঋক প্রাপ্ত হন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জিত সহস্র পথ দিয়ে পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্বক যাচ্ছেন। ৪। হে সোম! রাক্ষসদের পুরী দৃঢ় হলেও ধ্বংস কর, ক্ষরিত হয়ে তুমি তাদের অন্ন আচ্ছাদন কর অর্থাৎ আহরণ করে আমাদের দাও। কি উপরে কি নিকটে কি দূরে যে স্থান হতে তাদের কেউ আনেন ও তাদের নেতা হয়, তাকে এমনি ছেদন কর, যে তার প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ৫। হে সর্বলোকের প্রার্থনীয় সোম! আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করছি, যেরূপ প্রাচীন লোকদের তুমি পথ দেখিয়ে দিয়েছ, সেরূপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখিয়ে দাও। তোমার এরূপ যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যা বিপক্ষেরা সহ্য করতে পারে না, যা বিপক্ষদের সংহার করে। হে বহুকর্মকারী, বহুশব্দকারী সোম! আমরা যেন সে সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই। ৬। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, আমাদের জল, স্বর্গ ও গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র দাও। আমাদের ক্ষেত্রের মঙ্গল কর। আমাদের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্জ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত হই।

৯২ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরি সুবানো হরিরংশুঃ পবিত্রে রথো ন সর্জি সনয়ে হিয়ানঃ।
আপঞ্ছ্লোকমিন্দ্রিয়ং পূয়মানঃ প্রতি দেবাঁ অজুষত প্রয়োভিঃ ॥ ১
অচ্ছা নৃচক্ষা অসরৎ পবিত্রে নাম দধানঃ কবিরস্য যোনৌ।
সীদন্হোতেব সদনে চমূষূপেমগ্মন্নৃষয়ঃ সপ্ত বিপ্রাঃ ॥ ২
প্র সুমেধা গাতুবিদ্বিশ্বদেবঃ সোমঃ পুনানঃ সদ এতি নিত্যম্।
ভুবদ্বিশ্বেষু কাব্যেষু রন্তানু জনান্যততে পঞ্চ ধীরঃ ॥ ৩
তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিশ্বে দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ।
দশ স্বধাভিরধি সানো অব্যে মৃজন্তি ত্বা নদ্যঃ সপ্ত যহ্বীঃ ॥ ৪
তন্নু সত্যং পবমানস্যাস্তু যত্র বিশ্বে কারবঃ সংনসন্ত।
জ্যোতির্যদহ্নে অকৃণোদু লোকং প্রাবন্মনুং দস্যবে করভীকম্ ॥ ৫
পরি সদ্মেব পশুমান্তি হোতা রাজা ন সত্যঃ সমিতীরিয়ানঃ।
সোমঃ পুনানঃ কলশাঁ অযাসীৎ সীদন্মৃগো ন মহিষো বনেষু ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। এ যে হরিদ্বর্ণ ও লতা তন্তুর আকারধারী সোম যাকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্বক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা হচ্ছে, ইনি যুদ্ধের রথের ন্যায় চললেন, এর অভিপ্রায় ধন দান করবেন, শোধিত হবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তবপ্রাপ্ত হলেন, ইনি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ অন্ন নিয়ে দেবতাদের নিকট
। মনুষ্যদের হিতৈষী বুদ্ধিমান সোম জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে

পবিত্রের উপর বিস্তারিত হলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, যেরূপ হোমকর্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন সেরূপ পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি এঁর দিকে যাচ্ছেন। ৩। সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং সকল দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম শোধিত হতে হতে কলসে যাচ্ছেন। সর্বপ্রকার স্তুতি-বাক্যে প্রীতিলাভপূর্বক এ সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করছেন। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সে সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা (১) লোচনের অগোচর স্থানে রয়েছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোমময় পবিত্রের মধ্যে রেখে দশ অঙ্গুলি তোমাকে শোধন করছে। আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারি দিয়ে তোমাকে শোধন করছে। ৫। যে স্থানে সকল স্তুতিবাক্য রচয়িতারা স্তব করবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সে সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সে সোম যাঁর জ্যোতিদ্বারা আলোক উদয় হয়ে দিবসের আবির্ভাব করেছে। যাঁর জ্যোতি মনু রক্ষা করেছে (২) এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হয়েছে। ৬। যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সে বাটীতে যায়, যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে যান সেরূপ সোম শোধিত হতে হতে কলসে যাচ্ছেন, গিয়ে বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করছেন।

টীকা: ১। ৩৩ দেবতার উল্লেখ। ২। এস্থানে মনু অর্থে আর্য মনুষ্য এবং দস্যু অর্থে অনার্য বর্বর করলে সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

৯০ ॥ পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সাকমুক্ষো মর্জয়ন্ত স্বসারো দশ ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।
হরিঃ পর্যদ্রবজ্জাঃ সূর্যস্য দ্রোণং ননক্ষে অত্যো ন বাজী ॥ ১
সং মাতৃভির্ন শিশুর্বাবশানো বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।
মর্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ত্সং গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ২
উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্ধারাভিঃ সচতে সুমেধাঃ।
মূর্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষ্বভি শ্রীণন্তি বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥ ৩
স নো দেবেভিঃ পবমান রদেন্দো রয়িমশ্বিনং বাবশানঃ।
রথিরায়তামুশতী পুরন্ধিরস্মদ্র্যগা দাবনে বসূনাম্ ॥ ৪
নূ নো রয়িমুপ মাস্ব নৃবন্তং পুনানো বাতাপ্যং বিশ্বশ্চন্দ্রম্।
প্র বন্দিতুরিন্দো তার্যায়ুঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫

অনুবাদ: ১। দশ ভগ্নী, অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি একসঙ্গে জল সেচন করতে করতে সোমকে শোধন করছে, সে দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালিয়ে দিচ্ছে। হরিদ্বর্ণ ধারণ পূর্বক সোম সূর্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হচ্ছেন (১), বেগমান ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করলেন। ২। যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন সেরূপ সর্বজনের রসবর্ষণকারী এ সোমরস জল দ্বারা ধাবিত হচ্ছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন ইনি সেরূপ আপন স্থানে যাচ্ছেন, গিয়ে কলসের মধ্যে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ৩। সোম গাভীর দুগ্ধস্থান অপ্যায়িত করেছেন। সে সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন। সে সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হলেন তখন ধৌত বস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁকে ঢেকে দিল। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি আমাদের প্রতি বৎসল হয়ে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের ঘোটক ও ধন বিতরণ কর, তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে যেন

প্রচুর ধন দেবার বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয়। ৫। হে সোম! তুমি শোধিত হচ্ছ, আমাদের লোকবল করে দাও এবং ধন মেপে দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল আমাদের দাও। তোমাকে যে স্তব করে যেন তার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দেবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন।

টীকাঃ ১। সায়ণ সূর্যের পত্নী অর্থে দিক সমুদয় করেছেন, কিন্তু সূর্যা ও সোমসম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন।

৯৪ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অধি যদস্মিন্বাজিনীব শুভঃ স্পর্ধন্তে ধিয়ঃ সূর্যে ন বিশঃ।
অপো বৃণানঃ পবতে কবীয়ন্বাজং ন পশুবর্ধনায় মন্ম ॥ ১
দ্বিতা ব্যূর্ণ্বন্নমৃতস্য ধাম স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথন্ত।
ধিয় পিন্বানাঃ স্বসরে ন গাব ঋতায়ন্তীরভি বাবশ্র ইন্দুম্ ॥ ২
পরি যৎকবিঃ কাব্যা ভরতে শূরো ন রথো ভুবনানি বিশ্বা।
দেবেষু যশো মর্তায় ভূষন্দক্ষায় রায়ঃ পুরুভূষু নব্যঃ ॥ ৩
শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আ নিরিয়ায় শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দধাতি।
শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্ ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ ॥ ৪
ইষমূর্জমভ্যর্ষাশ্বং গামুরু জ্যোতিঃ কৃণুহি মৎসি দেবান্।
বিশ্বানি হি সুষহা তানি তুভ্যং পবমান বাধসে সোম শত্রূন্ ॥ ৫

অনুবাদঃ ১। ঘোটকের ন্যায় যখন এ সোমকে সুসজ্জিত করা হল, কিংবা যখন সূর্যের ন্যায় এর কিরণ নির্গত হতে লাগল তখন অঙ্গুলীবর্গ পরস্পর স্পর্ধা সহকারেই শোধন করতে যাচ্ছে, ইনি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে কবিদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করতে করতে ক্ষরিত হচ্ছেন, যেরূপ কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে যায় সেরূপ ইনি যাচ্ছেন। ২। জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ সোম, সে আকাশের দু অংশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করছেন। সে সর্বজ্ঞ সোমের কিরণ-সমূহ বিস্তারিত হবে বলে সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হচ্ছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, সেরূপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করছে। ৩। বৃদ্ধিমান সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন, তখন বীরপুরুষের রথের ন্যায় তিনি সর্বত্র গতিবিধি করেন। তিনি দেবতাদের ধন মনুষ্যদের দেন, সে ধনের বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ ভবনে সোমকে স্তব করা উচিত। ৪। সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু ও লতাপ্রতান হতে নির্গত হন। স্তুতি-কারী ব্যক্তিদের তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁর নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করে সকল সংগ্রামে জয়ী হন। ৫। হে সোম! যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল বীর্য ও গো অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতি বিধান কর, দেবতাদের আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীলাক্রমে পরাভব কর। হে ক্ষরণশীল সোম! শত্রুদের বধ কর।

৯৫ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কনিক্রন্তি হরিরা সৃজ্যমানঃ সীদন্বনস্য জঠরে পুনানঃ।
নৃভির্যতঃ কৃণুতে নির্ণিজং গা অতো মতীর্জনয়ত স্বধাভিঃ ॥ ১
হরিঃ সৃজানঃ পথ্যামৃতস্যেয়র্তি বাচমরিতেব নাবম্।
দেবো দেবানাং গুহ্যানি নামাবিষ্কৃণোতি বর্হিষি প্রবাচে ॥ ২

আপামিবেদূর্মযস্তর্তুরাণাঃ প্র মনীষা ঈরতে সোমমচ্ছ।
নমস্যন্তীরুপ চ যন্তি সং চা চ বিশন্ত্যুশতীরুশন্তম্ ॥ ৩
তং মর্মৃজানং মহিষং ন সানাবংশুং দুহন্ত্যুক্ষণং গিরিষ্ঠাম্।
তং বাবশানং মতয়ঃ সচন্তে ত্রিতো বিভর্তি বরুণং সমুদ্রে ॥ ৪
ইষ্যন্বাচমুপবক্তেব হোতুঃ পুনান ইন্দো বি ষ্যা মনীষাম্।
ইন্দ্রশ্চ যৎক্ষয়থঃ সৌভগায় সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। চতুর্দিকে প্রস্তুত হতে হতে হরিদ্বর্ণ সোম বার বার শব্দ করছেন, শোধিত হতে হতে কলসের মধ্যে বসছেন, মনুষ্যদের কর্তৃক প্রেরিত হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন, তাঁর মূর্তি তাতে ধৌত বস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হচ্ছে। একারণ তাঁর উদ্দেশে হোমের বস্তু দিচ্ছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছে। ২। যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালিয়ে দেয়, সেরূপ সোম প্রস্তুত হতে হতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্তি করে দিচ্ছেন। তিনি নিজে দেব, যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাদের গোপনীয় নাম সকল উপস্থিত করে দিচ্ছেন। ৩। স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হচ্ছে। তাঁকে নমস্কার করতে করতে তাঁর নিকটে যাচ্ছে, তাঁর সাথে এক হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, যেহেতু তারা তাঁকে চায়, তিনিও তাদের চান। ৪। যেরূপ পর্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে সেরূপ সে সোম প্রস্তরনির্মিত আধারে অবস্থিতি করছেন। সে রস বর্ষণকারী অংশুরূপী (আঁস ডাঁটা) সোমকে ঋত্বিকেরা শোধনপূর্বক প্রস্তুত করছে। সে শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি গিয়ে বিলিত হচ্ছে। সে সোম তিন আধারে স্থাপিত হয়ে আকাশস্থিত শত্রু নিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করছেন। ৫। যেরূপ উপবক্তা নামক পুরোহিত হোতাকে বলে দেয়, সেরূপ হে সোম ! তুমি শোধিত হবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্তি করে দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্য সম্পন্ন হই।

৯৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। প্রতর্দন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সেনানীঃ শূরো অগ্রে রথানাং গব্যন্নেতি হর্ষতে অস্য সেনা।
ভদ্রান্ কৃণ্বন্নিন্দ্রহবান্ত্সখিভ্য আ সোমো বস্ত্রা রভসানি দত্তে ॥ ১
সমস্য হরিং হরয়ো মৃজন্ত্যশ্বহয়ৈরনিশিতং নমোভিঃ।
আ তিষ্ঠতি রথমিন্দ্রস্য সখা বিদ্বাঁ এনা সুমতিং যাত্যচ্ছ ॥ ২
স নো দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোমাপ্সরস ইন্দ্রপানঃ।
কৃণ্বন্নপো বর্ষয়ন্দ্যামুতেমামুরোরা নো বরিবস্যা পুনানঃ ॥ ৩
অজীতয়েঽহতয়ে পবস্ব স্বস্তয়ে সর্বতাতয়ে বৃহতে।
তদুশন্তি বিশ্ব ইমে সখায়স্তদহং বশ্মি পবমান সোম ॥ ৪
সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ৫
ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্।
শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ৬
প্রাবীবিপদ্বাচ ঊর্মিং ন সিন্ধুর্গিরঃ সোমঃ পবমানো মনীষাঃ।
অন্তঃ পশ্যন্বৃজনেমাবরাণ্যা তিষ্ঠতি বৃষভো গোষু জানন্ ॥ ৭
স মৎসরঃ পৃৎসু বন্বন্নবাতঃ সহস্ররেতা অভি বাজমর্ষ।
ইন্দ্রায়েন্দো পবমানো মনীষ্যংশোরূর্মিমীরয় গা ইষণ্যন্ ॥ ৮

পরি প্রিয়ঃ কলশে দেববাত ইন্দ্রায় সোমো রণ্যো মদায় ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইন্দুর্বাজী ন সপ্তিঃ সমনা জিগাতি ॥ ৯
স পূর্ব্যো বসুবিজ্জায়মানো মৃজানো অপ্সু দুদুহানো অদ্রৌ ।
অভিশস্তিপা ভুবনস্য রাজা বিদদ্গাতুং ব্রহ্মণে পূয়মানঃ ॥ ১০
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কর্মাণি চক্রুঃ পবমান ধীরাঃ ।
বন্বন্নবাতঃ পরিধীঁরপোর্ণু বীরেভিরশ্বৈর্মঘবা ভবা নঃ ॥ ১১
যথাপবথা মনবে বয়োধা অমিত্রহা বরিবোবিদ্ধবিষ্মান্ ।
এবা পবস্ব দ্রবিণং দধান ইন্দ্রে সং তিষ্ঠ জনয়ায়ুধানি ॥ ১২
পবস্ব সোম মধুমাঁ ঋতাবাপো বসানো অধি সানো অব্যে ।
অব দ্রোণানি ঘৃতবান্তি সীদ মদিন্তমো মৎসর ইন্দ্রপানঃ ॥ ১৩
বৃষ্টিং দিবঃ শতধারঃ পবস্ব সহস্রসা বাজয়ুর্দেববীতৌ ।
সং সিন্ধুভিঃ কলশে বাবশানঃ সমুস্রিয়াভিঃ প্রতিরন্ন আয়ুঃ ॥ ১
এষ স্য সোমো মতিভিঃ পুনানোঽত্যো ন বাজী তরতীদরাতীঃ ।
পয়ো ন দুগ্ধমদিতেরিষিরমুর্বিব গাতুঃ সুযমো ন বোড়্হা ॥ ১৫
স্বায়ুধঃ সোতৃভিঃ পূয়মানোঽভ্যর্ষ গুহ্যং চারু নাম ।
অভি বাজং সপ্তিরিব শ্রবস্যাভি বায়ুমভি গো দেব সোম ॥ ১৬
শিশুং জজ্ঞানং হর্যতং মৃজন্তি শুম্ভন্তি বহ্নিং মরুতো গণেন ।
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ১৭
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবীনাম্ ।
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্ ॥ ১৮
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥ ১৯
মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানোঽত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্ ।
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষন্ কনিক্রদচ্চম্বোরা বিবেশ ॥ ২০
পবস্বেন্দো পবমানো মহোভিঃ কনিক্রদৎ পরি বারাণ্যর্ষ ।
ক্রীলঞ্চম্বোরা বিশ পূয়মান ইন্দ্রং তে রসো মদিরো মমত্তু ॥ ২১
প্রাস্য ধারা বৃহতীরসৃগ্রন্নক্তো গোভিঃ কলশাঁ আ বিবেশ ।
সাম কৃণ্বন্ত্সামন্যো বিপশ্চিৎ ক্রন্দন্নেত্যভি সখ্যুর্ন জামিম্ ॥ ২২
অপঘ্নন্নেষি পবমান শত্রূংপ্রিয়াং ন জারো অভিগীত ইন্দুঃ ।
সীদন্বনেষু শকুনো ন পত্বা সোমঃ পুনানঃ কলশেষু সত্তা ॥ ২৩
আ তে রুচঃ পবমানস্য সোম যোষেব যন্তি সুদুঘাঃ সুধারাঃ ।
হরিরানীতঃ পুরুবারো অপ্স্বচিক্রদৎ কলশে দেবযূনাম্ ॥ ২৪

অনুবাদ : ১। এ দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদের গোধন হরণ করবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাচ্ছেন, এর সেনা একে দেখে উৎসাহিত হচ্ছে। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা এর সখা, তারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাদের সে কার্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখে ইন্দ্র শীঘ্র আসবেন, ইনি সে সকল বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ২। অঙ্গুলিগণ এর হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়িত করেছে। এঁর নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্বত্রব্যাপী হয়েও সংলগ্ন থাকছে না (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হচ্ছে)। সোম সে পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করছেন। সে রথে আরোহণ-পূর্বক সুপাণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সাথে স্তুতিবাক্যের দিকে যাচ্ছেন। ৩। হে সোম! এ যজ্ঞ দেবতাদের দ্বারা আকীর্ণ হয়েছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করবেন, যাতে

প্রচুররূপে তোমাকে তাঁরা পান করেন, তদর্থে তুমি দীপ্যমান মূর্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি কর, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হতে এসে শোধিত হও এবং আমাদের উপকার কর। ৪। হে ক্ষরণশীল সোম! যাতে আমরা পরাজয় বা নিধন না হই, যাতে আমাদের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে ক্ষরিত হও। এ সকল বন্ধুবর্গ তাই কামনা করছেন। আমিও তাই কামনা করছি। ৫। সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। এ হতেই স্তুতিবাক্য সমূহের উৎপত্তি, এ হতেই দ্যুলোক ভূলোক অগ্নি সূর্য ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি। ৬। এ সোম শব্দ করতে করতে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন, ইনি দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিদের শব্দবিন্যাস স্ফূর্তি করে দেন, ইনি মেধাবীদের মধ্যে ঋষি তুল্য, ইনি বনচারী পশুদের মধ্যে মহিষবৎ; গৃধ্রদের পক্ষে পক্ষিরাজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্বপ্রধান অস্ত্র। ৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, সেরূপ সোম ক্ষরিত হতে হতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করছেন, ইনি অন্তর্যামী, ইনি দুর্নিবার বীর্য ধারণপূর্বক শব্দ করতে করতে বিপক্ষের গোধন নেবার উদ্দেশে শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করছেন। ৮। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদক, তোমার সহস্রধারা ক্ষরিত হচ্ছে, তুমি শত্রুদের সংহার কর। তোমার নিকটে কেউ যেতে পারে না, এরূপ তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীদের প্রেরণ করতে করতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ কর। ৯। সোম প্রীতি উৎপাদন করেন, তিনি চমৎকার, দেবতারা তাঁর নিকটে যান, তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করবার জন্য সহস্রধারা ধারণপূর্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের ন্যায় যাচ্ছেন। ১০। সে সোম আমাদের পূর্ব-পুরুষদের উপার্জিত বস্তু; তাঁর অশেষ ধন আছে, তিনি জন্ম মাত্র জলে শোধিত হন, প্রস্তরফলকে তাঁকে নিষ্পীড়িত করে। তিনি হিংসকদের হস্ত হতে রক্ষা করেন। তিনি সকল প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হতে হতে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি দেখিয়ে দিচ্ছেন। ১১। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদের সুবোধ পূর্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করে পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান করতেন। তুমি দুর্ধর্ষভাবে বিপক্ষদের হিংসা করতে করতে রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও, আমাদের ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর। ১২। যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হয়েছিলে, অন্ন দিয়েছিলে, বিপক্ষ সংহার করেছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্তু দিয়েছিলে এবং হোমের দ্রব্য পেয়েছিলে, সেরূপ এখন ক্ষরিত হও, ধন দান কর, ইন্দ্রকে আশ্রয় কর, যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর। ১৩। হে সোম! তুমি যজ্ঞবান অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই, তোমাতে মধু আছে, তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করে মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে গিয়ে উপবেশন কর, ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক। ১৪। হে সোম! তুমি আকাশ হতে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও, অশেষ বস্তু আহরণ কর, অন্ন বিতরণ কর। এ দেবতাবর্গ সমাকীর্ণ যজ্ঞ মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর, দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের পরমায়ু বর্ধন কর। ১৫। এ সে সোম স্তরের সাথে ক্ষরিত হচ্ছেন, বেগবান ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদের ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। গাভীর অতি চমৎকার দুগ্ধের ন্যায় এঁর আস্বাদন, প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করে দেন, সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্যোপযোগী হন। ১৬। হে সোম! তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর। নিষ্পীড়ন করে তোমাকে নিষ্পীড়িত করছেন, তোমার সে যে মনোহর মূর্তি, যা আচ্ছাদিত আছে, তা ধারণ কর। যখন আমাদের অন্ন কামনা হয় তখন ঘোটকের ন্যায় তুমি অন্ন আহরণ করে দাও। হে দেব সোম! তুমি

পরমায়ু বৃদ্ধি কর, গাভী আহরণ করে দাও। ১৭। হরিতবর্ণ সোম যখন বালকের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন তখন দেবতারা এর গাত্র মার্জনা করে দেন, একে সপ্ত প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান সোম কবিতা প্রাপ্ত হয়ে নিজে কবি হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করেন। ১৮। সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখতে পায়, সোম সব কিছু দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁর স্তব; কবিদের পদ স্খলিত হলেই তিনি বলে দেন। তিনি প্রকাণ্ড, তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যেতে উদ্যত হয়ে বিরাট অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছেন, তাঁকে সকলে স্তব করছে। ১৯। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসছেন (১), তিনি এক পাত্র হতে পাত্রান্তরে বিচরণ করছেন, তাঁর সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়, তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন, তিনি জলে তরঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, তিনি প্রকাণ্ড হয়ে তাঁর চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে যাচ্ছেন। ২০। সোম সুন্দর পুরুষের ন্যায় আপনার শরীর পরিষ্কার করছেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় ধন দান করতে ধাবিত হচ্ছেন। যেমন বৃষ যূথের দিকে যায়, সেরূপ তিনি কলসে যাচ্ছেন, তিনি শব্দ করতে করতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিস্তারিত হচ্ছেন। ২১। হে সোম! প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তুত করেছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করতে করতে মেষলোমের সর্ব ভাগে বিস্তারিত হও, দু ফলকের উপর ক্রীড়া করতে করতে কলসে প্রবেশ কর। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হয়ে ইন্দ্রকে মত্ত করুক। ২২। এঁর বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হল। দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করলেন। ইনি গান করতে পটু, অতএব গান করতে করতে এ পণ্ডিত আসছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেরূপ যায়, সেরূপ আগ্রহের সাথে আসছেন। ২৩। হে ক্ষরণশীল! শত্রুদের সংহার করতে করতে আসছ। যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায় সেরূপ আসছ। তোমাকে চতুর্দিকে স্তব করছে। যেরূপ পক্ষী উড্ডীন হয়ে বনে গিয়ে বসে সেরূপ সোম শোধিত হতে হতে কলসে গিয়ে বসছেন। ২৪। হে সোম! ক্ষরণকালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণীবর্গের ন্যায় চলছে, তারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হয়ে আসে। দৈবকর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিদের কলসের মধ্যে আনীত হয়ে সে উজ্জ্বল সর্বজন কামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করতে লাগলেন।

টীকা : ১। শ্যেনপক্ষীর সাথে তুলনা।

৯৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।
সুতঃ পবিত্রং পর্যেতি রেভন্মিতেব সদ্ম পশুমান্তি হোতা ॥ ১
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা বসানো মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ২
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।
অভি স্বরধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৩
প্র গায়তাভ্যর্চাম দেবান্ত্সোমং হিনোত মহতে ধনায়।
স্বাদুঃ পবাতে অতি বারমব্যমা সীদাতি কলশং দেবয়ুর্নঃ ॥ ৪
ইন্দুর্দেবানামুপ সখ্যমায়ন্ত্সহস্রধারঃ পবতে মদায়।
নৃভিঃ স্তবানো অনু ধাম পূর্বমগন্নিন্দ্রং মহতে সৌভগায় ॥ ৫

স্তোত্রে রায়ে হরিরর্ষা পুনান ইন্দ্রং মদো গচ্ছতু তে ভরায় ।
দেবৈর্যাহি সরথং রাধো অচ্ছা য়ূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি ।
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ ॥ ৭
প্র হংসাসস্তৃপলং মন্যুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ ।
আঙ্গূষ্যং পবমানং সখায়ো দুর্মর্ষং সাকং প্র বদন্তি বাণম্ ॥ ৮
স রংহত উরুগায়স্য জূতিং বৃথা ক্রীলন্তং মিমতে ন গাবঃ ।
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিব হরির্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৯
ইন্দুর্বাজী পবতে গোন্যোঘা ইন্দ্রে সোমঃ সহ ইন্বন্মদায় ।
হন্তি রক্ষো বাধতে পর্যরাতীর্বরিবঃ কৃণ্বন্বৃজনস্য রাজা ॥ ১০
অধ ধারয়া মধ্বা পৃচানস্তিরো রোম পবতে অদ্রিদুগ্ধঃ ।
ইন্দুরিন্দ্রস্য সখ্যং জুষাণো দেবো দেবস্য মৎসরো মদায় ॥ ১১
অভি প্রিয়াণি পবতে পুনানো দেবো দেবান্ত্স্বেন রসেন পৃঞ্চন্ ।
ইন্দুর্ধর্মাণ্যৃতুথা বসানো দশ ক্ষিপো অব্যত সানো অব্যে ॥ ১২
বৃষা শোণো অভিকনিক্রদদ্গা নদয়ন্নেতি পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
ইন্দ্রস্যেব বগ্নুরা শৃণ্ব আজৌ প্রচেতয়ন্নর্ষতি বাচমেমাম্ ॥ ১৩
রসায্যঃ পয়সা পিন্বমান ঈরয়ন্নেষি মধুমন্তমংশুম্ ।
পবমানঃ সন্তনিমেষি কৃণ্বন্নিন্দ্রায় সোম পরিষিচ্যমানঃ ॥ ১৪
এবা পবস্ব মদিরো মদায়োদগ্রাভস্য নময়ন্বধস্নৈঃ ।
পরি বর্ণং ভরমাণো রুশন্তং গব্যুর্নো অর্ষ পরি সোম সিক্তঃ ॥ ১৫
জুষ্টবী ন ইন্দো সুপথা সুগান্যুরৌ পবস্ব বরিবাংসি কৃণ্বন্ ।
ঘনেব বিষ্বগ্দুরিতানি বিঘ্নন্নধি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ॥ ১৬
বৃষ্টিং নো অর্ষ দিব্যাং জিগত্নুমিলাবতীং শঙ্গয়ীং জীরদানুম্ ।
স্তুকেব বীতা ধন্বা বিচিন্বন্বন্ধূংরিমাঁ অবরাঁ ইন্দো বায়ূন্ ॥ ১৭
গ্রন্থিং ন বি ষ্য গ্রথিতং পুনান ঋজুং চ গাতুং বৃজিনং চ সোম ।
অত্যো ন ক্রদো হরিরা সৃজানো মর্যো দেব ধন্ব পস্ত্যাবান্ ॥ ১৮
জুষ্টো মদায় দেবতাত ইন্দো পরি ষ্ণুনা ধন্ব সানো অব্যে ।
সহস্রধারঃ সুরভিরদব্ধঃ পরি স্রব বাজসাতৌ নৃষহ্যে ॥ ১৯
অরশ্মানো যেঽরথা অযুক্তা অত্যাসো ন সসৃজানাস আজৌ ।
এতে শুক্রাসো ধন্বন্তি সোমা দেবাসস্তাঁ উপ যাতা পিবধ্যৈ ॥ ২০
এবা ন ইন্দো অভি দেববীতিং পরি স্রব নভো অর্ণশ্চমূষু ।
সোমো অস্মভ্যং কাম্যং বৃহন্তং রয়িং দদাতু বীরবন্তমুগ্রম্ ॥ ২১
তক্ষদ্যদী মনসো বেনতো বাগ্জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্মণি ক্ষোরনীকে ।
আদীমায়ন্বরমা বাবশানা জুষ্টং পতিং কলশে গাব ইন্দুম্ ॥ ২২
প্র দানুদো দিব্যো দানুপিন্ব ঋতমৃতায় পবতে সুমেধাঃ ।
ধর্মা ভুবদ্বৃজন্যস্য রাজা প্র রশ্মিভির্দশভির্ভারি ভূম ॥ ২৩
পবিত্রেভিঃ পবমানো নৃচক্ষা রাজা দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ।
দ্বিতা ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণামৃতং ভরৎসুভৃতং চার্বিন্দুঃ ॥ ২৪
অর্বাঁ ইব শ্রবসে সাতিমচ্ছেন্দ্রস্য, বায়োরভি বীতিমর্ষ ।
স নঃ সহস্রা বৃহতীরিষো দা ভবা সোম দ্রবিণোবিৎ পুনানঃ ॥ ২৫
দেবাব্যো নঃ পরিষিচ্যমানাঃ ক্ষয়ং সুবীরং ধন্বন্তু সোমাঃ ।
আয়জ্যবঃ সুমতিং বিশ্ববারা হোতারো ন দিবিযজো মন্দ্রতমাঃ ॥ ২৬

এবা দেব দেবতাতে পবস্ব মহে সোম প্সরসে দেবপানঃ।
মহশ্চিদ্ধি ষ্মসি হিতাঃ সমর্যে কৃধি সুষ্ঠানে রোদসী পুনানঃ ॥ ২৭
অশ্বো ন ক্রদো বৃষভির্যুজানঃ সিংহো ন ভীমো মনসো জবীয়ান্।
অর্বাচীনৈঃ পথিভির্যে রজিষ্ঠা আ পবস্ব সৌমনসং ন ইন্দো ॥ ২৮
শতং ধারা দেবজাতা অসৃগ্রন্ত্সহস্রমেনাঃ কবয়ো মৃজন্তি।
ইন্দো সনিত্রং দিব আ পবস্ব পুর এতাসি মহতো ধনস্য ॥ ২৯
দিবো ন সর্গা অসসৃগ্রমহ্নাং রাজা ন মিত্রং প্র মিনাতি ধীরঃ।
পিতুর্ন পুত্রঃ ক্রতুভির্যতান আ পবস্ব বিশে অস্যা অজীতিম্ ॥ ৩০
প্র তে ধারা মধুমতীরসৃগ্রন্বারান্যৎ পূতো অত্যেষ্যব্যান্।
পবমান পবসে ধাম গোনাং জজ্ঞানঃ সূর্যমপিন্বো অর্কৈঃ ॥ ৩১
কনিক্রদদনু পন্থামৃতস্য শুক্রো বি ভাস্যমৃতস্য ধাম।
স ইন্দ্রায় পবসে মৎসরবান্ হিন্বানো বাচং মতিভিঃ কবীনাম্ ॥ ৩২
দিব্যঃ সুপর্ণোঽব চক্ষি সোম পিন্বস্ধারাঃ কর্মণা দেববীতৌ।
এন্দো বিশ কলশং সোমধানং ক্রন্দন্নিহি সূর্যস্যোপ রশ্মিম্ ॥ ৩৩
তিস্রো বাচ ঈরয়তি প্র বহ্নির্ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাম্।
গাবো যন্তি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ সোমং যন্তি মতয়ো বাবশানাঃ ॥ ৩৪
সোমং গাবো ধেনবো বাবশানাঃ সোমং বিপ্রা মতিভিঃ পৃচ্ছমানাঃ।
সোমঃ সুতঃ পূয়তে অজ্যমানঃ সোমে অর্কাস্ত্রিষ্টুভঃ সং নবন্তে ॥ ৩৫
এবা নঃ সোম পরিষিচ্যমান আ পবস্ব পূয়মানঃ স্বস্তি।
ইন্দ্রমা বিশ বৃহতা রবেণ বর্ধয়া বাচং জনয়া পুরন্ধিম্ ॥ ৩৬
আ জাগৃবির্বিপ্র ঋতা মতীনাং সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্যবো রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ৩৭
স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অপ্রা রোদসী বি ষ আবঃ।
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস ঊতী স তূ ধনং কারিণে ন প্র যংসৎ ॥ ৩৮
স বর্ধিতা বর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ অভি নো জ্যোতিষাবীৎ।
যেনা নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্বিদো অভি গা অদ্রিমুষ্ণন্ ॥ ৩৯
অক্রান্ত্সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মঞ্জনয়ৎ প্রজা ভুবনস্য রাজা।
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে সুবান ইন্দুঃ ॥ ৪০
মহত্তৎসোমো মহিষশ্চকারাপাং যদ্গর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্যে জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৪১
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে চ মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
মৎসি শর্ধো মারুতং মৎসি দেবান্মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম ৪২
ঋজুঃ পবস্ব বৃজিনস্য হন্তাপামীবাং বাধমানো মৃধশ্চ।
অভি শ্রীণৎপয়ঃ পয়সাভি গোনামিন্দ্রস্য ত্বং তব বয়ং সখায়ঃ ॥ ৪৩
মধ্বঃ সূদং পবস্ব বস্ব উৎসং বীরং চ ন আ পবস্ব ভগং চ।
স্বদস্বেন্দ্রায় পবমান ইন্দো রয়িং চ ন আ পবস্বা সমুদ্রাৎ ॥ ৪৪
সোমঃ সুতো ধারয়াত্যো ন হিত্বা সিন্ধুর্ন নিম্নমভি বাজ্যক্ষাঃ।
আ যোনিং বন্যমসদৎপুনানঃ সমিন্দুর্গোভিরসরৎসমদ্ভিঃ ॥ ৪৫
এষ স্য তে পবত ইন্দ্র সোমশ্চমূষু ধীর উশতে তবস্বান্।
স্বর্চক্ষা রথিরঃ সত্যশুষ্মঃ কামো ন যো দেবয়তামসর্জি ॥ ৪৬
এষ প্রত্নেন বয়সা পুনানস্তিরো বর্পাংসি দুহিতুর্দধানঃ।
বসানঃ শর্ম ত্রিবরূথমপ্সু হোতেব যাতি সমনেষু রেভন্ ॥ ৪৭

নূ নস্ত্বং রথিরো দেব সোম পরি স্রব চম্বোঃ পূয়মানঃ।
অপ্সু স্বাদিষ্ঠো মধুমাঁ ঋতাবা দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ॥ ৪৮
অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽভি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুম্ ॥ ৪৯
অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
অভি চন্দ্রা ভর্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্রথিনো দেব সোম ॥ ৫০
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।
অভি যেন দ্রবিণমশ্নবামাভ্যার্ষেয়ং জমদগ্নিবন্নঃ ॥ ৫১
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাংশ্চত্ব ইন্দো সরসি প্র ধন্ব।
ব্রধ্নশ্চিদত্র বাতো ন জূতঃ পুরুমেধশ্চিত্তকবে নরং দাৎ ॥ ৫২
উত ন এনা পবয়া পবস্বাধি শ্রুতে শ্রবায্যস্য তীর্থে।
ষষ্টিং সহস্রা নৈগুতো বসূনি বৃক্ষং ন পক্কং ধূনবদ্রণায় ॥ ৫৩
মহীমে অস্য বৃষনাম শূষে মাংশ্চত্বে বা পৃশনে বা বধত্রে।
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রাঁ অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৫৪
সং ত্রী পবিত্রা বিততান্যেষ্যন্বেকং ধাবসি পূয়মানঃ।
অসি ভগো অসি দাত্রস্য দাতাসি মঘবা মঘবদ্ভ্য ইন্দো ॥ ৫৫
এষ বিশ্ববিৎ পবতে মনীষী সোমো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা।
দ্রপ্সাঁ ঈরয়ন্বিদথেষ্বিন্দুর্বি বারমব্যং সময়াতি যাতি ॥ ৫৬
ইন্দুং রিহন্তি মহিষা অদব্ধাঃ পদে রেভন্তি কবয়ো ন গৃধ্রাঃ।
হিন্বন্তি ধীরা দশভিঃ ক্ষিপাভিঃ সমঞ্জতে রূপমপাং রসেন ॥ ৫৭
ত্বয়া বয়ং পবমানেন সোম ভরে কৃতং বি চিনুয়াম শশ্বৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫৮

অনুবাদ ঃ ১। সুবর্ণের দণ্ড এ সোমকে আহ্লাদিত করল, তা দিয়ে শোধিত হয়ে ইনি আপনার রস দেবতাদের নিকট আনলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্মিত ভবনে যান সেরূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হয়ে শব্দ করতে করতে পবিত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছেন। ২। তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্তু পরিধান করেছ, তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার বর্ণনা পাঠ করছ, তুমি শোধিত হচ্ছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান। ৩। সে যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হচ্ছেন। তুমি শোধিত হতে হতে শব্দ কর, এস। তোমরা সর্বদা আমাদের স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা কর। ৪। তোমরা গান ধর। এস দেবতাদের অর্চনা করি। বিপুল অর্থ লাভের জন্য সোমকে প্রেরণ কর। তিনি দৈবকর্মনিষ্ঠ, তিনি সুস্বাদু হয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন, কলসের মধ্যে বসছেন। ৫। সোম দেবতাদের বন্ধুত্ব লাভ করতে করতে মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন। মনুষ্যগণ তাঁকে স্তব করছে, তিনি আপনার পূর্বতন স্থান গ্রহণ করছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গেলেন। ৬। হে উজ্জ্বল! স্তবকর্তাকে ধন দেবার জন্য এস। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হোক। রথে আরোহণপূর্বক দেবতাদের সাথে যাও, অন্ন নিয়ে এস। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদের রক্ষা কর। ৭। উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করতে করতে এ দেব সোম দেবতাদের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন। এঁর ব্রত অতিমহৎ,

ইনি সাধুদের বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করতে করতে বরাহ গতিতে আসছেন। ৮। সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহ মধ্যে বেগে প্রবেশ করল, কারণ দীপ্তশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সে দুর্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হয়ে বর্ণনা করছে। ৯। তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলছেন। তিনি অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করছেন, গাভীগণ তাঁর সঙ্গে যেতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করছেন, সে সরল স্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকেন। ১০। গাভী-দুগ্ধে পরিপুষ্ট হয়ে ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের বলবান এবং মত্ততা উৎপাদন করছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন। ১১। মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হয়ে প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব করছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করছেন। ১২। সোমদেব শোধিত হতে হতে আমাদের প্রিয়বস্তু দেবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি দেবতাদের নিকট আপনার রস নিয়ে যাচ্ছেন। যে কালের যে ধর্মকর্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চস্থানস্থিত মেষ-লোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাঁকে নিয়ে গেল। ১৩। রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করে উঠলেন। গাভীদের শব্দ করাতে করাতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করেন। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তাঁর শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি আমাদের এ স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করতে করতে যুদ্ধে যাচ্ছেন। ১৪। হে রসশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ! তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাতে চালাতে আসছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হয়ে আসছ। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করছি। ১৫। তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, মত্ততার জন্য ক্ষরিত হও। জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর। তোমাকে চতুর্দিকে সেচন করা হয়েছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক গোধন লাভের নিমিত্ত এস। ১৬। আমাদের এ সকল স্তব গ্রহণ কর, আমাদের সুগম পথ করে দাও, আমাদের নানা প্রকার কাম্যবস্তু দিতে দিতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও, আমাদের চতুর্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের ন্যায় নিবারণ কর উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে এস। ১৭। তুমি আমাদের জন্য দিব্যলোক হতে এরূপ বৃষ্টি এনে দাও, যা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হয়ে আমাদের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এ সকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের ন্যায় এদের অন্বেষণ করতে করতে তুমি এস। ১৮। আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন করে দাও। শোধিত হতে হতে তুমি আমাকে সরল পথ দেখিয়ে দাও এবং বলশালী কর। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে তখন তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করছিলে। হে দেব! এ ব্যক্তির এ গৃহ আছে, তুমি এস। ১৯। দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এ যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হচ্ছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেঘলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে গমন কর। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট হয়ে অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যেহেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করে দিতে হবে! ২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করে দিলে এবং রথে যোজিত না থাকলে ঘোটকেরা দ্রুতবেগে ধাবিত হয় সেরূপ এ সমস্ত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হচ্ছে, পার করবার জন্য তোমরা নিকটবর্তী হও। ২১। হে সোম! এ দেব সমাগমে তুমি

উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও, সোম আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু, ধন এবং বীরপুত্রপৌত্র প্রদান করুন। ২২। যে মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হতে স্তুতিবাক্য নির্গত হয় অথবা যে মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কাল আহরণ করা হয় অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে গিয়ে থাকে, তিনি সেকালে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করছেন এবং তিনি যেন তাদের প্রেমাস্পদ স্বামীর তুল্য। ২৩। এ স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাদের দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞীয় রস সেচন করছেন। ইনি ধর্মকার্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য, দশ অঙ্গুলী এঁকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করেছে। ২৪। সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদের রাজা, ইনি পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্য-বর্গ, এ দু বর্গের নিমিত্ত দু প্রকারে আসেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করছেন। ২৫। অন্নদান করবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সে সোম ঘোটকের ন্যায় আসছেন। সে তুমি আমাদের প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হতে হতে আমাদের নিমিত্ত ধন এনে দাও। ২৬। এ যে সমস্ত সোমরস দেবতাদের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁদের সেচন করা হচ্ছে, তাঁরা আমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি সমাকীর্ণ করিয়া দিন। তাঁরা স্তব প্রাপ্ত হয়ে যজ্ঞের উপযোগী হচ্ছেন, তাঁরা লোকের কামনীয়, তাঁরা হোমকর্তা পুরোহিতদের ন্যায় দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদের তুল্য আনন্দ বিধানকারী কেউই নেই। ২৭। হে দেব! দেবতারা তোমাকে পান করেন, এ দেবতা সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও, প্রচুররূপে তোমার পান হবে। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই, তুমি শোধিত হতে হতে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদের পক্ষে শুভকর করে দাও। ২৮। ধারার সাথে মিলিত হয়ে তুমি অশ্বের ন্যায় শব্দ কর। তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়। তুমি মানস অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সে পথ দিয়ে আমাদের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও। ২৯। দেবতাদের জন্য উৎপন্ন হয়ে এঁর শতধারা প্রস্তুত হল। কবিরা সহস্র প্রকারে সে সমস্ত ধারার শোধন করছেন। হে সোম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করে দাও, তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়ে থাক। ৩০। স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় তাঁর ধারাসৃষ্ট হল, দিনের অধিপতির ন্যায় সে পণ্ডিত মিত্র দেবতার নিকটে যাচ্ছেন। যেরূপ পুত্র নানা প্রকারে পিতার উপকার করে, সেরূপ তুমি এ ব্যক্তিকে সর্বত্র জয়ী কর। ৩১। অগ্রে তোমার মধুময় ধারাসমস্ত প্রস্তুত হল, পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক শোধিত হলে। হে ক্ষরণশীল! তুমি দুগ্ধের আধারে গেলে, তুমি উৎপন্ন হয়ে স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্যকে প্রীত করলে। ৩২। হে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করতে করতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাচ্ছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হচ্ছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদের বাক্য স্ফূর্তি হচ্ছে। ৩৩। হে সোম! তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ (১), নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কর। দেবতাদের সমাগমস্থানস্বরূপ এ যজ্ঞের কার্যে আপনার ধারাগুলি বিস্তারিত করছ। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করতে করতে সূর্যের কিরণে গমন কর। ৩৪। সোম বহনকর্তা, তিনি তিন প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন। সে সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যেরূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করতে করতে বৃষের দিকে যায়, সেরূপ স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে যাচ্ছে। ৩৫। নবপ্রসূত গাভীগণ

সোমের কামনা করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্তবের দ্বারা সোমের সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হতে হতে ঘৃতাদি সংযোগে শোধিত হচ্ছেন। ত্রিষ্টুভছন্দ সোমকে স্তব করছে। ৩৬। হে সোম! তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। তুমি শোধিত হয়ে ক্ষরিত হও যাতে আমাদের কল্যাণ হয়,উচ্চৈঃস্বরে রব করতে করতে ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। স্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর। ৩৭। সাবধান সতর্ক বুদ্ধিমান সোম শোধিত হয়ে যজ্ঞস্থলে স্তবের সাথে ভিন্ন ভিন্ন পান পাত্রে উপবেশন করলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আদরের সাথে দু দু জন করে তাঁর গুণকীর্তন করছে। ৩৮। তিনি শোধিত হয়ে যেন সূর্যের নিকটবর্তী, হলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁর বন্ধুগণ যেন তাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হন যেরূপ কেউ কোন কার্য করলে তাকে বেতন দেওয়া হয় সেরূপ তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দেন। ৩৯। তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, রসসেচনকারী সোম শোধিত হয়ে আপনার জ্যোতিদ্বারা আমাদের রক্ষা করলেন। তাঁর আশ্রয় পেয়ে অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদের পূর্বপুরুষগণ পর্বত হতে গাভী আহরণ করছিলেন। ৪০। রসের সমুদ্রস্বরূপ যে সোম প্রথমেই সৃষ্ট হয়ে শব্দ করলেন, তিনি সর্বভূতের রাজা, তিনি হতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্ষণকারী জ্যোতির্ময় সোম নিষ্পীড়িত হবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। ৪১। বিপুলমূর্তি সোম মহৎ কার্য করেছেন, তিনি দেবতাদের নিকট প্রচুর বৃষ্টি চেয়ে নিলেন। তিনি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের বলাধান করলেন, সূর্যের ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করলেন। ৪২। হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুদগণের দলকে মত্ত কর. হে সোম দেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত কর। ৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট কর। শত্রুদের বেগের বাধা দাও। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় কর। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা। ৪৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ করে দাও, ধনের প্রস্রবণ এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন ক্ষরণ করে দাও। তুমি ক্ষরিত হয়ে ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হতে আমাদের ধন আহরণ করে দাও। ৪৫। সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হলেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যায় সবেগে নিম্নের দিকে গেলেন। তিনি শোধিত হয়ে জলের আধারে বসলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হলেন। ৪৬। এ সেই বুদ্ধিমান সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হচ্ছেন, ভক্তের দিকে যেতে তাঁর বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক দেখেন, তিনি প্রধান, তাঁর তেজই যথার্থ। দৈবকর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মূর্তিমান অভিলাষের ন্যায় তাঁর সৃষ্টি হয়েছে। ৪৭। এ সোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সাথে শোধিত হচ্ছেন, দুগ্ধদোহনকারিণী কন্যার জ্যোতি এর নিকট অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। যেরূপে হোমকর্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন সেরূপে ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এ ত্রিমিশ্রিত মূর্তি ধারণপূবক শব্দ করতে করতে জলের মধ্যে যাচ্ছেন। ৪৮। হে সোমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হতে অতি সুস্বাদু হয়ে জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হয়ে তোমার রস মধুবৎ। যজ্ঞ তোমারই, তুমি সূর্যদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ। ৪৯। শোধিত হয়ে স্তব নিতে নিতে বায়ুর পানের নিমিত্ত যাও, মিত্র ও বরুণের দিকে যাও, মানস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাও, বৃষ্টিবর্ষণকারী রথারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাও। ৫০। তুমি এস, সে সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আন, তুমি শোধিত হচ্ছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এ প্রকার গাভী নিয়ে এস। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ নিয়ে এস এবং রথযুক্ত অশ্ব আন।

৫১। স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদের দিকে নিয়ে এস। শোধিত হচ্ছ, সর্ব-প্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেরূপে এস। ৫২। এ প্রকারে ক্ষরিত হয়ে এ সমস্ত ধন এনে দাও। আমাদের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর। তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় আন্দোলিত হয়ে ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সর্বজন কামনীয় রস দান করে। ৫৩। বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এরূপে ক্ষরিত হও। যেরূপ পরিপক্ক ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করে লোকে ফল পাতিত করে, সেরূপ সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করলেন (২)। ৫৪। ঐ সোমের এ দুটি বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রস সেচন ও স্তুতি পাঠ, এতেই তাঁর তেজ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদের তিনি ভূমিশায়ী করলেন এবং তাড়িয়ে দিলেন। হে সোম! শত্রুদের দূরীভূত কর। যারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাদের দূরীভূত কর। ৫৫। তিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়ে তুমি এসে থাক, শোধিত হয়ে তুমি একটি আধারের দিকে যাও। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান কর, তুমি যজ্ঞকর্তাদের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ। ৫৬। এ বুদ্ধিমান সর্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি বিশ্ব ভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালিয়ে দেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছেন। ৫৭। বিপুল মূর্তি দুর্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করছেন এবং শকুনি পক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্চারণ করছেন। পণ্ডিতেরা দশ অঙ্গুলীদ্বারা তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জলের রসের সাথে আপনার মূর্তি মিশ্রিত করছেন। ৫৮। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্যদক্ষ হতে পারি। অতএব মিত্র ও বরুণ ও অদিতি ও সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যুলোক এঁরা আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

টীকা ঃ ১। গগনবিহারী সুপর্ণের সাথে সোমের তুলনা। ২। ৫৩ ও ৫৪ ঋকে অনার্য বর্বরদের উল্লেখ।

৯৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অম্বরীষ ও ঋজিশ্বান ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অভি নো বাজসাতমং রয়িমর্ষ পুরুস্পৃহম্।
ইন্দো সহস্রভর্ণসং তুবিদ্যুম্নং বিভ্বাসহম্ ॥ ১
পরি ষ্য সুবানো অব্যয়ং রথে ন বর্মাব্যত।
ইন্দুরভি দ্রুণা হিতো হিয়ানো ধারাভিরক্ষাঃ ॥ ২
পরি ষ্য সুবানো অক্ষা ইন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
ধারা য ঊর্ধ্বো অধ্বরে ভ্রাজা নৈতি গব্যয়ুঃ ॥ ৩
স হি ত্বং দেব শশ্বতে বসু মর্তায় দাশুষে।
ইন্দো সহস্রিণং রয়িং শতাত্মানং বিবাসসি ॥ ৪
বয়ং তে অস্য বৃত্রহন্বসো বস্বঃ পুরুস্পৃহঃ।
নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নস্যাধ্রিগো ॥ ৫
দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং স্বসারো অদ্রিসংহতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত্যূর্মিণম্ ॥ ৬
পরি ত্যং হর্যতং হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।
যো দেবান্বিশ্বাঁ ইৎপরি মদেন সহ গচ্ছতি ॥ ৭
অস্য বো হ্যবসা পান্তো দক্ষসাধনম্।
যঃ সূরিষু শ্রবো বৃহদ্দধে স্বর্ণ হর্যতঃ ॥ ৮

স বাং যজ্ঞেষু মানবী ইন্দুর্জনিষ্ট রোদসী ।
দেবো দেবী গিরিষ্ঠা অস্রেধন্তং তুবিষ্বণি ॥ ৯
ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
নরে চ দক্ষিণাবতে দেবায় সদনাসদে ॥ ১০
তে প্রত্নাসো ব্যুষ্টিষু সোমাঃ পবিত্রে অক্ষরন্ ।
অপপ্রোথন্তঃ সনুতর্হুরশ্চিতঃ প্রাতস্তাঁ অপ্রচেতসঃ ॥ ১১
তং সখায়ঃ পুরোরুচং যূয়ং বয়ং চ সূরয়ঃ।
অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম ! আমাদের নিকট এরূপ ধন নিয়ে এস, যাতে প্রভূত অন্ন পাওয়া যায়, যা সর্বজনের কামনীয়, যা দিয়ে সহস্র প্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যার জ্যোতি অতি চমৎকার, যা বলবানকে আরও বলশালী করে। ২। যেরূপ যোদ্ধা রথে আরোহণ করে কবচ ধারণ করে তুমি সেরূপ নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমে বিস্তৃত হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা চালিত হয়ে ধারা প্রেরণ করতে করতে ক্ষরিত হলেন। ৩। মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হয়ে মেষলোমের চতুর্দিকে ক্ষরিত হলেন। তাঁর ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্ধ্বে যাচ্ছে, তিনি দীপ্তিশালী হয়ে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবার নিমিত্ত আসছেন। ৪। হে সোমদেব ! সে তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম! তুমি শতসহস্রপ্রকার ধন বিতরণ কর ! ৫। হে বৃত্রের নিধনকারিন ! হে ধন স্বরূপ ! হে অনিবার্য বেগশালী আমরা যেন তোমার এ সর্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যেতে পারি। ৬। সে সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হন তখন সে যশস্বীকে দশ ভগিনী স্বরূপ দশ অঙ্গুলি স্নান করে দেয় তখন তিনি তরঙ্গশালী হয়ে ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হন। ৭। সে উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ ও পিঙ্গল বর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্বতোভাবে শোধন করছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তিসম্পন্ন হয়ে সকল দেবতার নিকট যাচ্ছেন। ৮। এ সোম দ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, এর দ্বারা রক্ষিত হয়ে তোমরা এর রস পান কর। তাতে তোমাদের বলাধান হয়। তিনি সে সোম, যিনি পণ্ডিতদের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করেছেন। ৯। হে দ্যুলোক ও ভূলোক ! হে মনুসন্ততিদ্বয় ! সে পর্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁকে আঘাত (থেঁৎলাতে) করতে লাগল। ১০। হে সোম ! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ করছে তার গৃহে যে দেবতা এসেছেন তাঁরও জন্য তোমাকে সেচন করা হচ্ছে। ১১। দিন দিন প্রাতকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হল। নির্বোধ হুরশ্চিৎ নামক দস্যুরা প্রাতকালে তাঁকে দেখে অন্তর্হিত ও দ্রবীভূত হল (১)। ১২। হে বুদ্ধিমান বন্ধুগণ ! এ দেখ, সে সোম আমাদের সম্মুখভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করছে, এর গন্ধ আঘ্রাণ করলে কিংবা একে পান করলে বল পাওয়া যায়। এস, তোমরা আমরা উভয়েই ভাগ করে নেই এবং পান করি।

টীকা ঃ ১। এ হুরশ্চিৎ দস্যু কারা ?

৯৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। রেভ, সূনু নামক দুই ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ ছন্দ।

আ হর্যতায় ধৃষ্ণবে ধনুস্তন্বন্তি পৌংস্যম্ ।
শুক্রাং বয়ন্ত্যসুরায় নির্ণিজং বিপামগ্রে মহীযুবঃ ॥ ১

অধ ক্ষপা পরিষ্কৃতো বাজাঁ অভি প্র গাহতে ।
যদী বিবস্বতো ধিয়ো হরিং হিন্বন্তি যাতবে ॥ ২
তমস্য মর্জয়ামসি মদো য ইন্দ্রপাতমঃ ।
যং গাব আসভির্দধুঃ পুরা নূনং চ সূরয়ঃ ॥ ৩
তং গাথয়া পুরাণ্যা পুনানমভ্যনূষত ।
উতো কৃপন্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥ ৪
তমুক্ষমাণমব্যয়ে বারে পুনন্তি ধর্ণসিম্ ।
দূতং ন পূর্বচিত্তয় আ শাসতে মনীষিণঃ ॥ ৫
স পুনানো মদিন্তমঃ সোমশ্চমূষু সীদতি ।
পশৌ ন রেত আদধৎপতির্বচস্যতে ধিয়ঃ ॥ ৬
স মৃজ্যতে সুকর্মভির্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ ।
বিদে যদাসু সন্দাদির্মহীরপো বি গাহতে ॥ ৭
সুত ইন্দো পবিত্র আ নৃভির্যতো বি নীয়সে ।
ইন্দ্রায় মৎসরিন্তমশ্চমূষ্বা নি ষীদসি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করছে। পূজা করবার জন্য পুরোহিতগণ এ অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করছেন, দেবতারা দেখছেন (১)। ২। সোম সমস্ত রাত্রি ধরে শোধিত হয়েছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা একে চালাবার জন্য স্তব আরম্ভ করেছেন। ইনি নানাবিধ অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হচ্ছেন। ৩। এর যে অতি চমৎকার রস, ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্বক আস্বাদন করেছেন, এস সে রস আমরা শোধন করি। ৪। শোধনকালে তাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হল। দেবতার নামসম্বলিত অনেক স্তব তাঁর জন্য প্রস্তুত হল। ৫। যজ্ঞের ধারণকর্তা রস সেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করছে। পণ্ডিতগণ দেবতাদের নিকট অগ্রে সংবাদ দেবার উদ্দেশে তাঁকে দূত হবার জন্য প্রার্থনা করছেন। ৬। যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে সেরূপ সর্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করছেন, ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য চাচ্ছেন। ৭। সোমদেব দেবতাদের উদ্দেশে প্রস্তুত হয়েছেন, কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁকে শোধন করছেন। ইনি পবিত্র জলে প্রবেশ করছেন অভিপ্রায় যে অশেষ বস্তু দান করবেন। প্রবেশকালে বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। ৮। হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হয়েছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করছেন। তুমি ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয় স্বরূপ হয়ে পাত্রে পাত্রে যাচ্ছ।

টীকা ঃ ১। অর্থাৎ ছাঁকনি বিস্তার করছেন। সায়ণ।

১০০ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্ ।
বৎসং ন পূর্ব আয়ুনি জাতং রিহন্তি মাতরঃ ॥ ১
পুনান ইন্দবা ভর সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্ ।
ত্বং বসূনি পুষ্যসি বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ২
ত্বং ধিয়ং মনোযুজং সৃজা বৃষ্টিং ন তন্যতুঃ ।
ত্বং বসূনি পার্থিবা দিব্যা চ সোম পুষ্যসি ॥ ৩
পরি তে জিগ্যুষো যথা ধারা সুতস্য ধাবতি ।
রংহমাণা ব্যব্যয়ং বারং বাজীব সানসিঃ ॥ ৪

ক্রত্বে দক্ষায় নঃ কবে পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতো মিত্রায় বরুণায় চ ॥ ৫
পবস্ব বাজসাতমঃ পবিত্রে ধারয়া সুতঃ।
ইন্দ্রায় সোম বিষ্ণবে দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ ॥ ৬
ত্বাং রিহন্তি মাতরো হরিং পবিত্রে অদ্রুহঃ।
বৎসং জাতং ন ধেনবঃ পবমান বিধর্মণি ॥ ৭
পবমান মহি শ্রবশ্চিত্রেভির্যাসি রশ্মিভিঃ।
শর্ধন্তমাংসি জিঘ্নসে বিশ্বানি দাশুষো গৃহে ॥ ৮
ত্বং দ্যাং চ মহিব্রত পৃথিবীং চাতি জভ্রিষে।
প্রতি দ্রাপিমমুঞ্চথাঃ পবমান মহিত্বনা ॥ ৯

অনুবাদ ঃ　১। দুর্ধর্ষ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ রমণীয় সোমকে স্তব করছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, একে জননীরা স্নেহভরে লেহন করছেন। ২। হে সোম ! তুমি শোধিত হচ্ছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করে দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্বপ্রকার ধন সমর্পণ করে থাক। ৩। যেরূপ মেঘ বৃষ্টি করে, তুমি সেরূপ চমৎকার স্তব রচনা কর। হে সোম ! তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দু প্রকার ধন বিতরণ কর। ৪। যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দিকে ধাবিত হয় সেরূপ হে সোম ! নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রমপূর্বক ধাবিত হচ্ছে। ৫। হে কবি সোম ! তুমি ইন্দ্র মিত্র ও বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হয়েছ, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তাতে আমাদের কর্ম সম্পন্ন হবে, আমরা বলশালী হব। ৬। হে সোম ! তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, তোমার তুল্য অন্নদাতা কেউ নেই। তোমার ন্যায় মধুর কিছুই নেই। ইন্দ্র বিষ্ণু ও সকল দেবতার জন্য ধারারূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও। ৭। যে সময় তোমাকে রেখে দেওয়া হয় সেসময়ে যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে সেরূপ তোমাকে তোমার দুর্ধর্ষ জননীরা (অর্থাৎ যে জলে সোমরস ঢেলে দেওয়া হয় সেজল) তোমাকে লেহন করছে। ৮। হে ক্ষরণশীল ! তুমি বিচিত্র কিরণ ধারণপূর্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করতে যাচ্ছ। দাতা ব্যক্তির ভবনের সকল অন্ধকার তুমি নিজবলে নষ্ট করে থাক। ৯। তোমার কার্য কি মহৎ। তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছ। হে ক্ষরণশীল ! মহত্ত্ব প্রদর্শনপূর্বক তুমি কবচ ধারণ অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ করে থাক।

১০১ সূক্ত ॥　পবমান সোম দেবতা। অন্ধিগু, যযাতি, নহুষ, মনু ও প্রজাপতি ঋষিগণ।

অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১
যো ধারয়া পাবকয়া পরিপ্রস্যন্দতে সুতঃ। ইন্দুরশ্বো ন কৃত্ব্যঃ ॥ ২
তং দুরোষমভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া। যজ্ঞং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ ॥ ৩
সুতাসো মধুমত্তমাঃ সোমা ইন্দ্রায় মন্দিনঃ।
পবিত্রবন্তো অক্ষরন্দেবান্ গচ্ছন্তু বো মদাঃ ॥ ৪
ইন্দুরিন্দ্রায় পবত ইতি দেবাসো অব্রুবন্।
বাচস্পতির্মখস্যতে বিশ্বস্যেশান ওজসা ॥ ৫

সহস্রধারঃ পবতে সমুদ্রো বাচমীঙ্খয়ঃ।
সোমঃ পতী রয়ীণাং সখেন্দ্রস্য দিবেদিবে ॥ ৬
অরং পূষা রয়িৰ্ভগঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।
পতিৰ্বিশ্বস্য ভূমনো ব্যখ্যদ্রোদসী উভে ॥ ৭
সমু প্রিয়া অনুষত গাবো মদায় ঘৃষ্বয়ঃ।
সোমাসঃ কৃণ্বতে পথঃ পবমানাস ইন্দবঃ ॥ ৮
য ওজিষ্ঠস্তমা ভর পবমান শ্রবায্যম্।
যঃ পঞ্চ চর্ষণীরভি রয়িং যেন বনামহৈ ॥ ৯
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
মিত্রাঃ সুবানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১০
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতানা গোরধি ত্বচি।
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ১১
এতে পূতা বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।
সূর্যাসো ন দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে ॥ ১২
প্র সুম্বানস্যান্ধসো মর্তো ন বৃত তদ্বচঃ।
অপ শ্বানমরাধসং হতা মখং ন ভৃগবঃ ॥ ১৩
আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্ ॥ ১৪
স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদন্ ॥ ১৫
অব্যো বারেভিঃ পবতে সোমো গব্যে অধি ত্বচি।
কনিক্রদদ্বৃষা হরিরিন্দ্রস্যাভ্যেতি নিষ্কৃতম্ ॥ ১৬

অনুবাদ : ১। হে বন্ধুগণ! পূর্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করে আনা হয়েছে, তৎসহকারে ব্যবহার করবার জন্য হর্ষ কর, সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করতে করতে কুক্কুর আসছে, ওকে তাড়িয়ে দিও। ২। সে সোম, যিনি যজ্ঞকর্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্রধারার আকারে ক্ষরিত হচ্ছেন। ৩। তিনি দুর্ধর্ষ তিনিই যজ্ঞ, অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়নপূর্বক তাঁকে চালিয়ে দিতেছে। ৪। এ সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, পবিত্রের উপর দিয়ে এরা ক্ষরিত হয়েছে, এদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নেই। হে সোমরস সকল! তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করবে, তা দেবতাদের নিকট উপস্থিত হোক। ৫। দেবতারা স্তব করলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করছেন। ৬। দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হচ্ছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, এ হতে বাক্যের স্ফূর্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু। ৭। ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হয়ে যাচ্ছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক করে দিয়েছেন। ৮। স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্ধা করে এঁকে উত্তমরূপে স্তব করল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হতে হতে পথ করে নিলেন। ৯। হে সোম! তোমার সে রস ঢেলে দাও, যা অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যা পঞ্চ জনপদের মনুষ্যের উপকারে আসে এবং যা পান করে আমরা ধন লাভ করতে পারি। ১০। এ দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হচ্ছে, এরা উজ্জ্বল, এদের তুল্য আমাদের পথ

প্রদর্শক আর কেউ নেই, এরা নিষ্পীড়নকালে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, এরা নির্মল এদের বিষয় ভাবতেও আনন্দ আছে, এরা সকলেই অবগত আছে। ১১। প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হয়ে এরা সশব্দে গোচর্মের উপর ঝরছে, ধন কোথায় আছে, তা এরা জানে, এদের ঐ যে মধুর শব্দ, তাই আমাদের অন্ন। ১২। এরা শোধিত হয়েছে, এরা বিজ্ঞ, এরা দধির সাথে মিশ্রিত হয়ে সূর্যের ন্যায় সুদৃশ্য হয়েছে, এরা চলছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না। ১৩। যখন এ অন্নরূপী সোমরস প্রস্তুত হন, কোন ব্যক্তি যেন তাঁকে নীরব না করে। যেরূপ ভৃগু বংশীয়েরা মখ নামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করেছিল, সেরূপ এ যজ্ঞ বিঘ্নকর্তা কুক্কুরকে নিধন কর। ১৪। আমাদের আত্মীয় এ সোম পবিত্রের উপর তেমনিভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করছেন যেরূপ কোন বালক তাকে ধারণ করবার নিমিত্ত উদ্যত পিতা মাতার হস্তের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িণীর প্রতি, কিংবা যেরূপ বর কন্যার (১) প্রতি যায়, সেরূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। ১৫। তিনি বীর, তার কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করেছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্তা নিজ গৃহে যান, সেরূপ তিনি কলসে যাচ্ছেন। ১৬। মেষের লোমের ভিতর দিয়ে সোম গোচর্মের উপর ঝরছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করতে করতে ইনি উজ্জ্বল মূর্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চললেন।

টীকা ঃ ১। কন্যার প্রতি অর্থে স্ত্রীর প্রতি।

১০২ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরি প্রিয়া ভুবদধ দ্বিতা ।। ১
উপ ত্রিতস্য পাষ্যোরভক্ত যদ্গুহা পদম্। যজ্ঞস্য সপ্ত ধামভিরধ প্রিয়ম্ ।। ২
ত্রীণি ত্রিতস্য ধারয়া পৃষ্ঠেষ্বেরয়া রয়িম্। মিমীতে অস্য যোজনা বি সুক্রতুঃ ।। ৩
জজ্ঞানং সপ্ত মাতরো বেধামশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেত যৎ ।। ৪
অস্য ব্রতে সজোষসো বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
স্পার্হা ভবন্তি রন্তয়ো জুষন্ত যৎ ।। ৫
যমী গর্ভমৃতাবৃধো দৃশে চারুমজীজনন্। কবিং মংহিষ্ঠমধ্বরে পুরুস্পৃহম্ ।। ৬
সমীচীনে অভি ত্মনা যহ্বী ঋতস্য মাতরা। তন্বানা যজ্ঞমানুষগ্যদঞ্জতে ।। ৭
ক্রত্বা শুক্রেভিরক্ষভির্ঋণোরপ ব্রজং দিবঃ। হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিং প্রাধ্বরে ।। ৮

অনুবাদ ঃ ১। এ দেখ জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালিয়ে দিচ্ছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হয়ে যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন। ২। ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তার মধ্যে অর্পিত হয়ে দুই ফলক পৃথক করলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করে প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করতে লাগলেন। ৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করেছি, হে সোম ! তুমি সে ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর। সামগানের সময় ধন এনে দাও। কর্মিষ্ঠ পুরোহিত এঁর স্তব রচনা করছেন। ৪। যখন সোম জন্মগ্রহণ করছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁকে স্তব করছে, কারণ তিনিই বেধা অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে। ৫। যখন সোম নিজ কর্মে উদ্যত হন, দুর্ধর্ষ সকল দেবতা এসে তাঁর সাথে মিলিত হন, মিলিত হয়ে সুদৃশ্য রমণীয় মূর্তি ধারণ করেন। ৬। যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য বহুজন কামনীয় কর্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করলেন। ৭। যেকালে যজ্ঞ আরম্ভ করে পুরোহিত-গণ সোমকে জলের সাথে মিশ্রিত করে তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন দুই প্রস্তরফলকের

মধ্যে আপন হতেই যান, সে ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ। ৮। হে সোম! তোমার নিজ কার্যদ্বারা তুমি নির্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করলে। তুমি যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালিয়ে দিলে।

১০৩ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। দ্বিত ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

প্র পুনানায় বেধসে সোমায় বচ উদ্যতম্। ভৃতিং ন ভরা মতিভির্জুজোষতে ॥ ১
পরি বারাণ্যব্যয়া গোভিরঞ্জানো অর্ষতি। ত্রী ষধস্থা পুনানঃ কৃণুতে হরিঃ ॥ ২
পরি কোশং মধুশ্চুতমব্যয়ে বারে অর্ষতি। অভি বাণীর্ঋষীণাং সপ্ত নূষত ॥ ৩
পরি ণেতা মতীনাং বিশ্বদেবো অদাভ্যঃ। সোমঃ পুনানশ্চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ ॥ ৪
পরি দৈবীরনু স্বধা ইন্দ্রেণ যাহি সরথম্। পুনানো বাঘদ্বাঘদ্ভিরমর্ত্যঃ ॥ ৫
পরি সপ্তির্ন বাজয়ুর্দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ। ব্যানশিঃ পবমানো বি ধাবতি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের ধারণকর্তা সোম শোধিত হচ্ছেন, ইনি স্তবের প্রতি অতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হচ্ছে, তা পরিপূর্ণরূপে এঁকে অর্পণ কর, এঁর পারিতোষিকের ন্যায় এঁকে তা দাও। ২। দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্বক যাচ্ছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ইনি শোধিত হয়ে তিন আধারে সঞ্চিত হচ্ছেন। ৩। মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে তাতে সোম যাচ্ছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁকে স্তব করলেন। ৪। দুর্ধর্ষ সোম সর্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফূর্তি করে দেন, ইনি শোধিত হয়ে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ৫। হে অমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করছেন, তুমি দাতা হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণ পূর্বক দেবতাদের সমস্ত আহারীয় সামগ্রীর সাথে মিলিত হও। ৬। সোমদেব দেবতাদের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ইনি ক্ষরণশীল হয়ে যুদ্ধ ঘোটকের ন্যায় চতুর্দিকে যাচ্ছেন।

১০৪ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। নারদ ও পর্বত দুই ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।

সখায় আ নি ষীদত পুনানায় প্র গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে ॥ ১
সমী বৎসং ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্। দেবাব্যং মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২
পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্ধায় বীতয়ে। যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমঃ ॥ ৩
অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভি বাণীরনূষত। গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি ॥ ৪
স নো মদানাং পত ইন্দো দেবপ্সরা অসি। সখেব সখ্যে গাতুবিত্তমো ভব ॥ ৫
সনেমি কৃধ্যস্মদা রক্ষসং কং চিদত্রিণম্। অপাদেবং দ্বয়ুমংহো যুযোধি নঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বন্ধুগণ! চারদিকে উপবেশন কর, সোম শোধিত হচ্ছেন, এঁকে সম্বোধনপূর্বক সুচারুরূপে গান কর, ইনি যেন একটি বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা এঁকে সুশোভিত কর, তাতে সম্পত্তি লাভ হবে। ২। এ যে সোম, এঁর প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদের নিকট গিয়ে মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রভূত বলে বলী, যেরূপ গোবৎসকে তার মাতার সাথে সংযোজিত করে সেরূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সাথে সোমকে সংযোজিত কর। ৩। যাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সে উদ্দেশে এ ধন বৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর। ৪। হে সোম! তুমি আমাদের ধন দান করবে এজন্য আমাদের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করেছে! দুগ্ধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাভূত করছি। হে মত্ততার অধিপতি সোম! সেই তুমি দেবতাদের আহার সামগ্রী হচ্ছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলে দেয়, সেরূপ তোমার তুল্য পথ বলে দেবার লোক আর কে আছে? ৬। হে সোম! তুমি

পূর্ববৎ আমাদের বন্ধুর কার্য কর ; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করতে আসে তাকে, তাড়িয়ে দাও, আমাদের পাপ খণ্ডন কর।

১০৫ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। পর্বত ও নারদ দুই ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত। শিশুং ন যজ্ঞৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্তিভিঃ ॥ ১
সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে। দেবাবীর্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোঽয়ং শর্ধায় বীতয়ে। অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ সুতঃ ॥ ৩
গোমন্ন ইন্দো অশ্ববৎসুতঃ সুদক্ষ ধন্ব। শুচিং তে বর্ণমধি গোষু দীধরম্ ॥ ৪
স নো হরীণাং পত ইন্দো দেবপ্সরস্তমঃ। সখেব সখ্যে নর্যো রুচে ভব ॥ ৫
সনেমি ত্বমস্মদাঁ অদেবং কং চিদত্রিণম্। সাহ্বাঁ ইন্দো পরি বাধো অপ দ্বয়ুম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বন্ধুগণ! মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য সোম শোধিত হচ্ছে, সে সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর। যেরূপ বালককে আহারের দ্রব্য দিয়ে আহ্লাদিত করে, সেরূপ সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে, সে সঙ্গে স্তব পাঠ করা হচ্ছে। ২। এ দেখ, সোম, যিনি দেবতাদের মত্ততা উৎপাদন করতে যাবেন বলে বিবিধ স্তুতি বাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়েছেন, তিনি গিয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন যেন গোবৎস তার মাতার সাথে মিলিত হচ্ছে। ৩। এ যে সোম প্রস্তুত হয়েছেন, এ হতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদের পানের উপযোগী হন, দেবতাদের নিকট এঁর তুল্য মধুর আর কিছুই নেই। ৪। হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার, তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে, তুমি এস, এবং গো অশ্ব সঙ্গে নিয়ে এস। ৫। হে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম! তুমি দেবতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্তু, যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, সেরূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদের উপকার কর, তাঁদের মুখ উজ্জ্বল কর। ৬। হে সোম! তুমি পূর্ববৎ আমাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপূর্বক তাকে পরাভব কর।

১০৬ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগ্নি, চক্ষু ও মনু ঋষি। উষ্ণিক্ ছন্দ।
ইন্দ্রমচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ। শ্রুষ্টী জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১
অয়ং ভরায় সানসিরিন্দ্রায় পবতে সুতঃ। সোমো জৈত্রস্য চেতিত যথা বিদে ॥ ২
অস্যেদিন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণীত সানসিম্। বজ্রং চ বৃষণং ভরৎসমপ্সুজিৎ ॥ ৩
প্র ধন্বা সোম জাগৃবিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব। দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভরা স্বর্বিদম্ ॥ ৪
ইন্দ্রায় বৃষণং মদং পবস্ব বিশ্বদর্শতঃ। সহস্রযামা পথিকৃদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৫
অস্মভ্যং গাতুবিত্তমো দেবেভ্যো মধুমত্তমঃ। সহস্রং যাহি পথিভিঃ কনিক্রদৎ ॥ ৬
পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা। আ কলশং মধুমান্ত্সোম নঃ সদঃ ॥ ৭
তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ। ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥ ৮
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্। বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্বিদঃ ॥ ৯
সোমঃ পুনান ঊর্মিণাব্যো বারং বি ধাবতি। অগ্রে বাচঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ১০
ধীভির্হিন্বন্তি বাজিনং বনে ক্রীলন্তমত্যবিম্। অভি ত্রিপৃষ্ঠং মতয়ঃ সমস্বরন্ ॥ ১১
অসর্জি কলশাঁ অভি মীড়্হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ। পুনানো বাচং জনয়ন্নসিষ্যদৎ ॥ ১২
পবতে হর্যতো হরিরতি হ্বরাংসি রংহ্যা। অভ্যর্ষন্ত্স্তোতৃভ্যো বীরবদ্যশঃ ॥ ১৩
অয়া পবস্ব দেবয়ুর্মধোর্ধারা অসৃক্ষত। রেভৎ পবিত্রং পর্যেষি বিশ্বতঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সমস্ত সোমরস এ মাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তুত হয়েছে, এরা সকল

বস্তুই দিতে জানে, প্রার্থনা, যেন এরা বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়। ২। যুদ্ধের উপলক্ষে এ সোমকে ভাগ করে পান করতে হবে, ইনি প্রস্তুত হয়েছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। যেরূপ সকল লোকে জানে, সেরূপ ইনিও জানেন যে ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ। ৩। যখন বার বার সোম পান করে ইন্দ্র মত্ত হন তখন তিনি গ্রহণ করবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ষণকারী বজ্র ধারণপূর্বক জলের রোধকর্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন। ৪। হে সোম! সতর্ক হয়ে এস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাতে সকল বস্তু লাভ হতে পারে এরূপ প্রদীপ্ত তেজ তাঁর শরীরে পরিপূর্ণরূপে প্রদান কর। ৫। হে সোম! তুমি অতি সতর্ক, তুমি সহস্র পথ দিয়ে গমন কর, তুমি সেবককে পথ দেখিয়ে দাও, তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর, অতএব প্রার্থনা, যে যাতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এ প্রকার মত্ততা উৎপাদন কর। ৬। আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার লোক তোমার তুল্য আর কেউ নেই: দেবতাদের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নেই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন কর। ৭। হে উজ্জ্বল সোম! দেবতাদের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন কর। আমাদের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর। ৮। হে সোম! তোমার রসগুলি জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে গিয়ে সম্ভাষণ করছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করলেন। ৯। হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ। তোমরা শোধিত হচ্ছ, আমাদের চারদিকে এরূপে ধাবমান হও, যে আমরা ধনলাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করে পৃথিবীতে জল বইয়ে দাও এবং সকল বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা কর। ১০। ক্ষরণশীল সোম শব্দ করছেন, তাঁর সম্মুখে স্তুতি বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি শোধিত হতে হতে তরঙ্গের আকারে মেষলোম অতিক্রম করছেন। ১১। দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্বক জলের মধ্যে ক্রীড়া করছেন, স্তুতিবাক্যসহকারে তাঁকে চালিয়ে দিচ্ছে; তিনবার নিষ্পীড়ন পূর্বক তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হচ্ছেন। ১২। যুদ্ধের বলবান ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী সোমকে কলসের দিকে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি শোধিত হতে হতে এবং নানাবিধ স্তবের জন্মদান করতে করতে ক্ষরিত হলেন। ১৩। অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছেন। তাঁকে যারা স্তব করে তাদের তিনি লোকবল ও কীর্তি প্রদান করছেন। ১৪। হে সোম! তুমি এ ধারার আকারে ক্ষরিত হও, তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হচ্ছে। তুমি চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে পবিত্র অতিক্রম করছ।

১০৭ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি।
বৃহতী, সতোবৃহতী, দ্বিপদা ছন্দ।

পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
দধন্বাঁ যো নর্যো অপ্স্বন্তরা সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১
নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।
সুতে চিত্ত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২
পরি সুবানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ ক্রতুরিন্দুর্বিচক্ষণঃ ॥ ৩
পুনানঃ সোম ধারয়াপো বসানো অর্ষসি।
আ রত্নধা যোনিমৃতস্য সীদস্যুৎসো দেব হিরণ্যয়ঃ ॥ ৪
দুহান ঊধর্দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থমাসদৎ।
আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজ্যর্ষতি নৃভির্ধূতো বিচক্ষণঃ ॥ ৫

পুনানঃ সোম জাগৃবিরব্যো বারে পরি প্রিয়ঃ ।
ত্বং বিপ্রো অভবোঽঙ্গিরস্তমো মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষ নঃ ॥ ৬
সোমো মীঢ্বান্‌পবতে গাতুবিত্তম ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণঃ ।
ত্বং কবিরভবো দেববীতম আ সূর্যং রোহয়ো দিবি ॥ ৭
সোম উ ষুবাণঃ সোতৃভিরধি ষ্ণুভিরবীনাম্ ।
অশ্বয়েব হরিতা যাতি ধারয়া মন্দ্রয়া যাতি ধারয়া ॥ ৮
অনূপে গোমান্‌গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ ।
সমুদ্রং ন সম্বরণান্যগ্মন্মন্দী মদায় তোশতে ॥ ৯
আ সোম সুবানো অদ্রিভিস্তিরো বারাণ্যব্যয়া ।
জনো ন পুরি চম্বোর্বিশদ্ধরিঃ সদো বনেষু দধিষে ॥ ১০
স মামৃজে তিরো অণ্বানি মেষ্যো মীঢ়হে সপ্তির্ন বাজয়ুঃ ।
অনুমাদ্যঃ পবমানো মনীষিভিঃ সোমো বিপ্রেভির্ঋক্বভিঃ ॥ ১১
প্র সোম দেববীতয়ে সিন্ধুর্ন পিপ্যে অর্ণসা ।
অংশোঃ পয়সা মদিরো ন জাগৃবিরচ্ছা কোশং মধুশ্চুতম্ ॥ ১২
আ হর্যতো অর্জুনে অৎকে অব্যত প্রিয়ঃ সূনুর্ন মর্জ্যঃ ।
তমীং হিন্বন্ত্যপসো যথা রথং নদীষ্বা গভস্ত্যোঃ ॥ ১৩
অভি সোমাস আয়বঃ পবন্তে মদ্যং মদম্ ।
সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি মনীষিণো মৎসরাসঃ স্বর্বিদঃ ॥ ১৪
তরৎসমুদ্রং পবমান ঊর্মিণা রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ।
অর্ষান্মিত্রস্য বরুণস্য ধর্মণা প্র হিন্বান ঋতং বৃহৎ ॥ ১৫
নৃভির্যেমানো হর্যতো বিচক্ষণো রাজা দেবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥ ১৬
ইন্দ্রায় পবতে মদঃ সোমো মরুত্বতে সুতঃ ।
সহস্রধারো অত্যব্যমর্ষতি তমীং মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ১৭
পুনানশ্চমূ জনয়ন্মতিং কবিঃ সোমো দেবেষু রণ্যতি ।
অপো বসানঃ পরি গোভিরুত্তরঃ সীদন্বনেষ্বব্যত ॥ ১৮
তবাহং সোম রারণ সখ্য ইন্দো দিবেদিবে ।
পুরূণি বভ্রো নি চরন্তি মামব পরিধীঁরতি তাঁ ইহি ॥ ১৯
উতাহং নক্তমুত সোম তে দিবা সখ্যায় বভ্র ঊধনি ।
ঘৃণা তপন্তমতি সূর্যং পরঃ শকুনা ইব পপ্তিম ॥ ২০
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য সমুদ্রে বাচমিন্বসি ।
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ২১
মৃজানো বারে পবমানো অব্যয়ে বৃষাব চক্রদো বনে ।
দেবানাং সোম পবমান নিষ্কৃতং গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২২
পবস্ব বাজসাতয়েঽভি বিশ্বানি কাব্যা ।
ত্বং সমুদ্রং প্রথমো বি ধারয়ো দেবেভ্যঃ সোম মৎসরঃ ॥ ২৩
স তু পবস্ব পরি পার্থিবং রজো দিব্যা চ সোম ধর্মভিঃ ।
ত্বাং বিপ্রাসো মতিভির্বিচক্ষণ শুভ্রং হিন্বন্তি ধীতিভিঃ ॥ ২৪
পবমানা অসৃক্ষত পবিত্রমতি ধারয়া ।
মরুত্বন্তো মৎসরা ইন্দ্রিয়া হয়া মেধামভি প্রয়াংসি চ ॥ ২৫
অপো বসানঃ পরি কোশমর্ষতীন্দুর্হিয়ানঃ সোতৃভিঃ ।
জনয়ঞ্জ্যোতির্মন্দনা অবীবশদ্গাঃ কৃণ্বানো ন নির্ণিজম্ ॥ ২৬

অনুবাদ ঃ ১। এ যে সোম, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষদের হিতসাধন

করতে করতে জলের মধ্যে অন্তর্ধান হন, যাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক প্রস্তুত করা হয়েছে, সে নিষ্পীড়িত সোমকে এ দিকে উত্তমরূপে সেচন কর। ২। হে দুর্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হতে হতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হবার পর তোমাকে জলের সাথে, দুগ্ধের সাথে এবং আহার সামগ্রীর সাথে মিশ্রিত করে আনন্দের সাথে সেবন করব। ৩। সোম কর্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদের মত্ততা উৎপাদনকর্তা, তিনি চতুর্দিক দেখবার জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ৪। হে সোম! তুমি শোধিত হতে হতে জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধারার আকারে যাচ্ছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দেবে বলে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছ। ৫। আকাশস্বরূপ গাভীর উধ হতে অতি মধুর বৃষ্টি বারি দোহন করতে করতে সোম তার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে গিয়ে উপবেশন করছেন। সে সর্বদ্রষ্টা সোমকে সঞ্চালনপূর্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ শোধন করলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করতে চললেন। ৬। হে সতর্ক সোম! তুমি শোধিত হতে হতে অতি সুন্দররূপে মেষলোমের সর্বাংশে বিস্তারিত হলে। তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরা নামক পিতৃলোক-দের শ্রেষ্ঠ হয়েছ, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদের যজ্ঞ অভিষিক্ত কর। ৭। সোমের তুল্য পথ দেখিয়ে দেবার লোক আর কেউ নেই, ইনি পণ্ডিত মেধাবী ও ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করতে করতে ঝরছেন। হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেবতাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হয়েছ. তুমি সূর্যকে আকাশে আরোহণ করিয়েছ। ৮। নিষ্পীড়নকর্তারা সোমকে প্রস্তুত করছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিতমেষলোমের পবিত্র-দ্বারা ঝরছেন। তার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাচ্ছে, তিনি আনন্দ বর্ধনকারী ধারার আকারে যাচ্ছেন। ৯। সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্বক তাঁর সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষরিত হলেন। তাঁর যে সকল রস সকলে ভাগ করে নিতে হবে, তারা যেন সমুদ্রের মধ্যে (অর্থাৎ কলসের মধ্যে) প্রবেশ করল। তিনি মত্ততার উৎপাদনকর্তা, মত্ততার জন্য তাঁকে আঘাত করছে (থেঁৎলাচ্ছে)। ১০। হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হতে হতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করছ। দু ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করছে। পরে উজ্জ্বল হয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করছেন। ১১। মেষলোম আচ্ছাদনকালে সোমকে শোধন করছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হচ্ছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতদের উচিত তাঁকে অভিনন্দন করা। ১২। হে সোম! যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয় সেরূপ তুমি দেবতাদের পানের জন্য স্ফীত হচ্ছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তুমি তোমার লতার রস নিয়ে মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে যাচ্ছ। ১৩। যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করতে হয় সেরূপ সোমকে সুশোভিত করতে হয়, তিনি উজ্জ্বল হয়ে শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তারিত হলেন। দু হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁকে জলের দিকে চালিয়ে দিচ্ছে। যেন বলবান লোকে রথ চালিয়ে দিচ্ছে। ১৪। এ সমস্ত সোমরস, যারা দ্রুতগামী পণ্ডিত আনন্দকর এবং সকল বস্তু দিতে পারে, তারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। ১৫। সোম যিনি তিনিরাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হয়ে কলসে যাচ্ছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়ে তিনি চলেছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ। ১৬। এ উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞে অধ্যক্ষদের কর্তৃক সংধাবিত হচ্ছে। ১৭। মরুৎ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হয়ে, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম

ক্ষরিত হচ্ছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করছেন। পুরোহিতগণ তাঁকে সুশোভিত করছেন। ১৮। বৰ্দ্ধমান সোম দারু ফলকের উপর শোভিত হচ্ছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করতে করতে দেবতাদের নিকট যাচ্ছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ করে কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করছেন এবং তাঁকে আচ্ছাদন করা হচ্ছে। ১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করছে এবং আমাকে ঘিরে আছে। হে পিঙ্গলবর্ণধারিন! আমাকে রক্ষা কর, রাক্ষসদের নিধন কর। ২০। হে সোম! কি দিন কি রাত্রি আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত আছি। হে পিঙ্গলবর্ণধারিন! তুমি নিজ কিরণে সূর্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান কর। যেরূপ পক্ষিগণ সূর্যকে অতিক্রম করে যায়, সেরূপ আমরা তোমার নিকট যেতে ব্যস্ত। ২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হবার সময় শব্দ করতে থাক। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময় পিঙ্গলবর্ণ সর্বজনকামনীয় তুমি বিস্তর অর্থ এনে দিয়ে থাক। ২২। মেষলোমের উপর ক্ষরিত হয়ে তুমি শোধিত হতে হতে রস বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করতে থাক। হে ক্ষরণশীল সোম! দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে তুমি দেবতাদের ভবনে গমন কর। ২৩। হে সোম! সর্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অন্ন লাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের আনন্দবিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করে (আশ্রয় করে) থাক। ২৪। হে সোম! বার বার তোমাকে সঞ্চয় করা হচ্ছে, তুমি মর্তলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিরা তোমাকে মনন ও ধ্যান করতে করতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালিয়ে দিচ্ছেন। ২৫। এ যে সোমরস সকল, যাঁদের সঙ্গে দেবতারা আছেন, ইন্দ্র যাঁদের সেবন করেন, যাঁরা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য গিয়ে থাকেন, তাঁরা ধারার আকারে প্রস্তুত হয়ে পবিত্রকে অতিক্রম করছেন। ২৬। প্রস্তুতকর্তারা চালিয়ে দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধানপূর্বক কলসের দিকে যাচ্ছেন, তিনি জ্যোতি উৎপাদন করছেন, ক্ষীরের সাথে মিশ্রিত হয়ে ধৌত বস্ত্রের ন্যায় হচ্ছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করছেন।

১০৮ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। গৌরিবীতি, শক্তি, উরু, ঋজিশ্বা ঊর্ধ্বসদ্মা কৃতযশা ও ঋণঞ্চয় এঁরা ঋষি। ককুপ্, সতোবৃহতী, গায়ত্রী যবমধ্যা ছন্দ।

পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ। মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তেঽস্য পীতা স্বর্বিদঃ।
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীদিষোঽচ্ছা বাজং নৈতশঃ ॥ ২
ত্বং হ্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ। অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ ॥ ৩
যেনা নবগ্বো দধ্যঙ্ঙপোর্ণুতে যেন বিপ্রাস আপিরে।
দেবানাং সুম্নে অমৃতস্য চারুণো যেন শ্রবাংস্যানশুঃ ॥ ৪
এষ স্য ধারয়া সুতোঽব্যো বারেভিঃ পবতে মদিন্তমঃ। ক্রীলন্নূর্মিরপামিব ॥ ৫
য উস্রিয়া অপ্যা অন্তরশ্মনো নির্গা অকৃন্তদোজসা।
অভি ব্রজং তত্নিষে গব্যমশ্ব্যং বর্মীব ধৃষ্ণবা রুজ ॥ ৬
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন স্তোমমপ্তুরং রজস্তুরম্। বনক্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥ ৭
সহস্রধারং বৃষভং পয়োবৃধং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ ॥ ৮

অভি দ্যুম্নং বৃহদ্যশ ইষস্পতে দিদীহি দেব দেবয়ুঃ। বি কোশং মধ্যমং যুব ॥ ৯
আ বচ্যস্ব সুদক্ষ চম্বোঃ সুতো বিশাং বহ্নির্ন বিশ্‌পতিঃ।
বৃষ্টিং দিবঃ পবস্ব রীতিমপাং জিন্বা গবিষ্টয়ে ধিয়ঃ ॥ ১০
এতমু ত্যং মদচ্যুতং সহস্রধারং বৃষভং দিবো দুহুঃ। বিশ্বা বসূনি বিভ্রতম্‌ ॥ ১১
বৃষা বি জজ্ঞে জনয়ন্নমর্ত্যঃ প্রতপঞ্জ্যোতিষা তমঃ।
স সুষ্টুতঃ কবিভির্নির্ণিজং দধে ত্রিধাত্বস্য দংসসা ॥ ১২
স সুন্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইলানাম্‌। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্‌ ॥ ১৩
যস্য ন ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো যস্য বার্যমণা ভগঃ।
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ১৪
ইন্দ্রায় সোম পাতবে নৃভির্যতঃ স্বায়ুধো মদিন্তমঃ। পবস্ব মধুমত্তমঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রস্য হার্দি সোমধানমা বিশ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
জুষ্টো মিত্রায় বরুণায় বায়বে দিবো বিষ্টম্ভ উত্তমঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী দীপ্তিমান ও কর্মে অতি পটু, তুমি যারপর নাই মধুপূর্ণ হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। বৃষ্টি-বর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করে বৃষের ন্যায় বলবান হন। তুমি সকল বস্তু দান করতে পার। এরূপে তোমাকে পান করে ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি সেরূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করতে যান। ৩। হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নেই। তুমি যখন ক্ষরিত হও তখন দেবতাবংশজাত সকল ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করতে থাক (১)। ৪। তুমি সে সোম, যাঁর সাহায্যে অঙ্গিরবংশসম্ভূত দধ্যাঙ্‌ নামক ব্যক্তি তাঁর নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পেয়েছিলেন, যাঁর সাহায্যে তাঁর মেধাবী পুত্রেরা সে গাভী প্রাপ্ত হয়, যাঁর সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়ে দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হলে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ করে থাকেন। ৫। এ দেখ, সেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিসম্পন্ন হয়ে ধারার আকারে ক্ষরণপূর্বক মেষলোম পথে নির্গত হচ্ছেন, যেন জলের একটি তরঙ্গ ক্রীড়া করছে। ৬। হে সোম! তুমি আকাশ হতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হতে নিজ বলে নির্গত করেছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করেছিলে, সে তুমি দুর্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর। ৭। হে পুরোহিতগণ! এ যে সোম, যিনি ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জলবর্ষণ করেন, আপনার তেজ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হয়ে জলের সাথে মিশ্রিত হন, সে সোমকে প্রস্তুত কর, সে সোমকে চতুর্দিকে সেচন কর। ৮। যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়ে থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হন, যজ্ঞে যার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁর বৃদ্ধি, যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ। ৯। হে অন্নের অধিপতি দেব! দেবতাদের নিকট গমনপূর্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রভূত অন্নরাশি আহরণ করে দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে দ্বিখণ্ড করে বৃষ্টিবর্ষণ কর। ১০। হে সুনিপুণ সোম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হয়ে রাজ্যভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় এস। আকাশ হতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর। ১১। এ যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হন, সকল সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোহিতেরা তাকে দোহন অর্থাৎ প্রস্তুত করছেন। ১২। রসবর্ষণকারী সোম জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি শত্রু

করছেন, আপনার কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করছেন। কবিরা তাঁকে স্তব করলে তিনি দুধের সংসর্গে শুভ্র মূর্তি হচ্ছেন, তাঁর ক্ষরণ ক্রিয়াদ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হচ্ছে। ১৩। যে সোম অন্ন ও গাভী ও ধন উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জন করিয়ে দেন, তাঁকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করলেন। ১৪। আমরা প্রস্তুত করলে সোমকে ইন্দ্র পান করলেন এবং মরুৎগণ ও অর্যমা ও ভগ পান করলেন। তার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণ এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করে উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই। ১৫। হে সোম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করেছেন, তোমার আধারভূত পাত্র সকল তোমার অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, তুমি যারপর নাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়ে ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও। ১৬। হে সোম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে সেরূপ তুমি ইন্দ্রের আহ্লাদ উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ কর। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হয়েছে। তুমি স্বর্গধামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ।
টীকা: ১। অমৃত পান করে দেবগণের অমরত্ব লাভ করা স্বরূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হতে উৎপন্ন।

১০৯ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। অগ্নি নামক ঋষিগণ। দ্বিপদা ছন্দ।

পরি প্র ধন্বেন্দ্রায় সোম স্বাদুর্মিত্রায় পূষ্ণে ভগায় ॥ ১
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াঃ ক্রত্বে দক্ষায় বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ২
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ ॥ ৩
পবস্ব সোম মহান্ত্সমুদ্রঃ পিতা দেবানাং বিশ্বাভি ধাম ॥ ৪
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে পৃথিব্যৈ শং চ প্রজায়ৈ ॥ ৫
দিবো ধর্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে বিধর্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৬
পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারো মহামবীনামনু পূর্ব্যঃ ॥ ৭
নৃভির্যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ ক্ষরদ্বিশ্বানি মন্দ্রঃ স্বর্বিৎ ॥ ৮
ইন্দুঃ পুনানঃ প্রজামুরাণঃ করদ্বিশ্বানি দ্রবিণানি নঃ ॥ ৯
পবস্ব সোম ক্রত্বে দক্ষায়াশ্বো ন নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১০
তং তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ১১
শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥ ১২
ইন্দুঃ পবিষ্ট চারুর্মদায়াপামুপস্থে কবির্ভগায় ॥ ১৩
বিভর্তি চার্বিন্দ্রস্য নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥ ১৪
পিবন্ত্যস্য বিশ্বে দেবাসো গোভিঃ শ্রীতস্য নৃভিঃ সুতস্য ॥ ১৫
প্র সুবানো অক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং বি বারমব্যম্ ॥ ১৬
স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ১৭
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ১৮
অসর্জি বাজী তিরঃ পবিত্রমিন্দ্রায় সোমঃ সহস্রধারঃ ॥ ১৯
অঞ্জন্ত্যেনং মধ্বো রসেনেন্দ্রায় বৃষ্ণ ইন্দুং মদায় ॥ ২০
দেবেভ্যস্ত্বা বৃথা পাজসেঽপো রসানাং হরিং মৃজন্তি ॥ ২১
ইন্দুরিন্দ্রায় তোশতে নি তোশতে শ্রীণন্নুগ্রো রিণন্নপঃ ॥ ২২

অনুবাদ: ১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু হয়ে ইন্দ্র মিত্র পূষা ও ভগের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ২। হে সোম! ইন্দ্র এবং সকল দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তা হলে জ্ঞান লাভ ও বলাধান হবে। ৩। হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাদের পেয় বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের

জন্য অগ্রসর হও। ৪। হে সোম! তুমি সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তুমি দেবতাদের পিতা, তুমি সর্বস্থানে ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম! শুভ্রবর্ণ হয়ে তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদের সুখ সাধন কর। ৬। তুমি স্বর্গের ধারণকর্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এ সত্যস্বরূপ ধর্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও। ৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল হয়ে এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ করে বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়ে পূর্বের মত আনুপূর্বিক ক্ষরিত হও। ৮। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ যথা নিয়মে সোমকে উৎপাদন করছেন, তিনি শোধিত হয়ে মাদকতাশক্তিযুক্ত হয়েছেন, তিনি ক্ষরিত হয়ে আমাদের সকল ধন এনে দিন। ৯। সোম শোধিত হয়ে প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদের সকল ধন উৎপন্ন করুন। ১০। হে সোম! ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালণ করা হয়েছে, তুমি আমাদের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও। ১১। নিষ্পীড়নকর্তারা সে রসরূপী সোমকে শোধন করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য, যে আনন্দ ও প্রচুর ধন পাবেন। ১২। সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হতে জন্মগ্রহণ করছেন, দেবতাদের জন্য পবিত্রের উপর তাঁকে শোধন করছে। ১৩। সুশ্রী সোম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততা উৎপাদন করবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হলেন। ১৪। সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তাতে তিনি বৃত্র নামক সকল রাক্ষসকে নিধন করেন। ১৫। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করে দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত করলে, সকল দেবতা পান করছেন। ১৬। প্রস্তুত হয়ে সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রমপূর্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হলেন। ১৭। জলের দ্বারা শোধিত হয়ে এবং দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হয়ে দ্রুতগামী সে সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হলেন। ১৮। হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হয়েছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করেছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। ১৯। দ্রুতগামী সোম সহস্রধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্বক ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হলেন। ২০। বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এ সোমকে মধুর রসের সাথে মিশ্রিত করছে। ২১। হে উজ্জ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করছ, দেবতাদের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করছে। ২২। ইন্দ্রের জন্য এ প্রখর সোমরস প্রস্তুত হচ্ছেন, ইনি জল আলোড়ন করছেন এবং তার সাথে মিশ্রিত হচ্ছেন।

১১০ সূক্ত ॥ পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক দুই ঋষি।
অনুষ্টুপ্, ঊর্ধ্ববৃহতী, বিরাট্ ছন্দ।

পর্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ। দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে। বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে॥ ২
অজীজনো হি পবমান সূর্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ। গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরন্ধ্যা ॥ ৩
অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ। সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্। শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫
আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত। বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ৬
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ। স ত্বং নো বীর বীর্যায় চোদয় ॥ ৭
দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত। ইন্দ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮

অধ যদিমে পবমান রোদসীইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীলৎপবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইন্দুঃ ॥ ১০
এষ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেন্দ্রায়েন্দুঃ পবতে স্বাদুরূর্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১
স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধন্রক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম! অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হতে মুক্তি লাভ করি। শত্রু সংহার করবার জন্য তুমি যাচ্ছ। ২। হে সোম! তুমি প্রস্তুত হয়েছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করছি। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলছ। ৩। হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্যকে নিজ বলে সংস্থাপন করেছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করে দিয়ে থাক। ৪। হে অমৃততুল্য সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারভূত আকাশের উপর মানুষদের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্যকে সৃষ্টি করেছ, অন্ন ভাগ করে দিতে দিতে তুমি সর্বদাই যুদ্ধে গিয়ে থাক। ৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদের জল পানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিংবা যেমন কেউ দু হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরতে থাকে, সেরূপ তুমি অন্ন দেবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করে গিয়ে থাক। ৬। যখনই সূর্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করলেন তখনই দিব্য লোকবাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এ পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করতে করতে স্তব করতে লাগল। ৭। হে সোম! তাঁরাই সর্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপূর্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করতে লাগলেন। অতএব তুমি আমাদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর। ৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হতে দেবতাদের পেয় বস্তু হয়েছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হতে তাঁকে দোহন করা হয়েছিল (১)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হলেন তখন তাকে স্তব করতে লাগল। ৯। হে ক্ষরণশীল! এ যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এ যে সমস্ত প্রাণীবর্গ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে সেরূপ তুমি করে থাক। ১০। সোমের সহস্রধারা, তাঁর সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন, এরূপে তিনি ক্ষরিত হলেন। ১১। এ যে সোম, তিনি শোধিত হয়ে মধু তুল্য হন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু দিতে জানেন এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হচ্ছেন। ১২। হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদের পরাভব কর, দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণ পূর্বক বিপক্ষদের সংহার করে থাক, এরূপে তুমি ক্ষরিত হও।

টীকা ঃ ১। সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য, স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হতে সোমকে দোহন করা হয়েছে ইত্যাদি বৈদিক বর্ণনা হতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হয়েছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলে বিশ্বাস করত এবং অনেক সময় সমুদ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সমুদ্র হতে অমৃতমন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হল।

১১১ সূক্ত।। পবমান সোম দেবতা। অনানত ঋষি। অত্যষ্টি ছন্দ।

অযা রুচা হরিণ্যা পুনানো বিশ্বা দ্বেষাংসি তরতি স্বযুগ্বভিঃ সূরো ন স্বযুগ্বভিঃ। ধারা সুতস্য রোচতে পুনানো অরুষো হরিঃ। বিশ্বা যদ্রূপা পরিযাত্যৃক্বভিঃ সপ্তাস্যেভিঋর্ক্বভিঃ ॥ ১
ত্বং ত্যৎপণীনাং বিদো বসু সং মাতৃভির্মর্জয়সি স্ব আ দম ঋতস্য ধীতিভির্দমে। পরাবতো ন সাম তদ্যত্রা রণন্তি ধীতয়ঃ। ত্রিধাতুভিররুষীভির্বয়ো দধে রোচমানো বয়ো দধে ॥ ২
পূর্বামনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎসং রশ্মিভির্যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ। অগ্মন্নুক্থানি পৌংস্যেন্দ্রং জৈত্রায় হর্ষয়ন্। বজ্রশ্চ যদ্ভবথো অনপচ্যুতা সমৎস্বনপচ্যুতা ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যেমন সূর্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, সেরূপ সোম এ উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্বক সকল শত্রু সংহার করছেন। প্রস্তুত হবার পর এঁর ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করছে, ইনি শোধিত হয়ে হরিতবর্ণ ও তেজোময় হচ্ছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হয়ে ইনি সকল বস্তুর দিকে নিজ তেজ বিস্তার করছেন। ২। হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করেছিল তা কোথায় ছিল তুমি তা জানতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করতে করতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হতে সামধ্বনি শুনা যায় সেরূপ সেখানে তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্তিদ্বারা তুমি অন্ন দান কর এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর। ৩। অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হয়ে সতর্কভাবে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। ইন্দ্র যাতে জয়ী হন সে নিমিত্ত পুরুষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করে উচ্চারিত হতে থাকে। হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হয়ে থাক।

১১২ সূক্ত।। পবমান সোম:দেবতা। শিশু ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

নানানং বা উ নো ধিয়ো বিত ব্রানি জনানাম্।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষগব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১
জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাম্।
কার্মারো অশ্মভি র্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২
কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনু গা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩
অশ্বো বোঢ়া সুখং রথং হসনামুপমন্ত্রিণঃ।
শেপো রোমণ্বন্তৌ ভেদৌ বারিন্মণ্ডূক ইচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদেরও কার্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ কাষ্ঠতক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে চায় (১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা পক্ষীর পক্ষ ও শান দেবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর এ কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত করে সে বাণ ক্রয় করবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে (২)। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। দেখ আমি স্তোত্রকার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী (৩)। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম

করছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, সেরূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্যা করছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। সুন্দর বহন করতে পারে এরূপ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হতে ইচ্ছা করে, নর্মসচিবেরা অর্থাৎ মোসাহেব হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোম-বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

টীকা ঃ ১। ছুতার ও বৈদ্য ও স্তোতাদের উল্লেখ পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নি, কেবল ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা ছিল। স্তোত্র পাঠকগণ যজ্ঞকর্তা ধরবার চেষ্টা করতেন, তাও এ ঋক হতে প্রতীয়মান হয়। ২। প্রস্তরে শান দিয়ে কাষ্ঠ হতে কর্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করত। ৩। জাতি বিধি সৃষ্টি হবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক হতে পারতেন না, ঋগ্বেদ রচনার সময় জাতি বিধি ছিল না।

১১৩ সূক্ত ।। পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি। পংক্তি ছন্দ।

শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্যং মহাদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎসোম মীঢ্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষ তং সূর্যস্য দুহিতাভরৎ।
তং গন্ধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধুরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৩
ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ত্সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ত্সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪
সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ।
সং যন্তি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৫
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছন্দস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানন্দং জনয়ন্নিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৬
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতম্।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৭
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৮
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৯
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১০
যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। শর্যনাবৎ নামক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তা বৃত্রসংহার-কারী ইন্দ্র পান করুন। তাতে তাঁর বলাধান হবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করবেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (১)। ২। হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর! আর্জীক (২) নামক দেশ হতে এসে ক্ষরিত

হও। পবিত্র সত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্মের সাথে তোমাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বারা বর্ধিত হয়েছেন, সূর্যের দুহিতা (৩) সোমকে স্বর্গ হতে আহরণ করেছে, গন্ধর্বেরা তাঁকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলেন এরং তাতে রস আধান করলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। হে দ্যোতমান সত্যকর্মা যজ্ঞনিষ্পাদক সোম! যজ্ঞ, সত্য ও শ্রদ্ধা বলে, কর্মের ধারকরূপে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৫। হে সোম! তোমার বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ; তোমার রাগুলি ক্ষরিত হচ্ছে। তুমি রসশালী, তোমার রসসমস্ত যাচ্ছে। হে হরিতবর্ণধারিন! মন্ত্রের দ্বারা পূত হয়ে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৬। হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময়বাক্য উচ্চারণ করতে করতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত করে সে সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হন, সে স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৭। যে ভুবনে (৪) সর্বদা আলোক যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে হে ক্ষরণশীল! সে অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে নিয়ে চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এ সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক তৃতীয় দিবালোক যা নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আছে যেখানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদা আলোকময়, সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় যেখানে প্রধনামক দেবতার ধাম আছে, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয় যেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ১১। সেখানে বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ আনন্দ বিরাজ করছে, যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির সকল কামনা পূর্ণ হয় সেখানে আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

টীকা: ১। শর্যনাবৎ নামে সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে। সায়ণ। ২। আর্জীকীয়া নদীর আধুনিক নাম বেয়া। তারই নিকটবর্তী প্রদেশ। ৩। সূর্যদুহিতা সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন। পর্জ্জন্য বৃষ্টিদেবতা সোমলতা বৃষ্টিদ্বারা বর্ধিত। গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্যরশ্মি অতএব গন্ধর্ব দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি। ৪। এ স্থান হতে পাঁচটি ঋকে স্বর্গধামের বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে।

১১৪ সূক্ত।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। পংক্তি ছন্দ।

য ইন্দোঃ পবমানস্যানু ধামান্যক্রমীৎ।
তমাহুঃ সুপ্রজা ইতি যস্তে সোমাবিধন্মন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ১
ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্‌ গিরঃ।
সোমং নমস্য রাজানং যো যজ্ঞে বীরুধাং পতিরিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ২
সপ্ত দিশো নানাসূর্যাঃ সপ্ত হোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভি রক্ষ ন ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥৩
যত্তে রাজঞ্ছৃতং হবিস্তেন সোমাভি রক্ষ নঃ।
অরাতীবা মা নস্তারীন্মো চ নঃ কিং চনামমদিন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥ ৪

অনুবাদ: ১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের সকল আধারে তাঁর পরিচর্যা করে, যে তাঁর মনের মত কার্য করে, তাকে সৌভাগ্যশালী বলে। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ২। হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্রের রচয়িতারা যে সকল স্তুতিবাক্য

রচনা করেছেন, তা অবলম্বনপূর্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি কর এবং সোমরাজকে নমস্কার কর। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৩। অনেক সূর্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক আছে এবং হোমকর্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্যদেব আছেন। হে সোম! তাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। ৪। হে সোমরাজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, শত্রু যেন আমাদের হিংসা না করে, যেন আমাদের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

দশম মণ্ডল

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্রে বৃহন্নুষসামূর্ধ্বো অস্থান্নির্জগন্বান্তমসো জ্যোতিষাগাৎ।
অগ্নির্ভানুনা রুশতা স্বঙ্গ আ জাতো বিশ্বা সদ্মান্যপ্রাঃ ॥ ১
স জাতো গর্ভো অসি রোদস্যোরগ্নে চারুর্বিভৃত ওষধীষু।
চিত্রঃ শিশুঃ পরি তমাংস্যক্তূন্প্র মাতৃভ্যো অধি কনিক্রদদ্গাঃ ॥ ২
বিষ্ণুরিত্থা পরমমস্য বিদ্বাঞ্জাতো বৃহন্নভি পাতি তৃতীয়ম্।
আসা যদস্য পয়ো অক্রত স্বং সচেতসো অভ্যর্চন্ত্যত্র ॥ ৩
অত উ ত্বা পিতুভৃতো জনিত্রীরন্নাবৃধং প্রতি চরন্ত্যন্নৈঃ।
তা ঈং প্রত্যেষি পুনরন্যরূপা অসি ত্বং বিক্ষু মানুষীষু হোতা ॥ ৪
হোতারং চিত্ররথমধ্বরস্য যজ্ঞস্য যজ্ঞস্য কেতুং রুশন্তম্।
প্রত্যর্ধিং দেবস্য দেবস্য মহ্না শ্রিয়া ত্বগ্নিমতিথিং জনানাম্ ॥ ৫
স তু বস্ত্রাণ্যধ পেশনানি বসানো অগ্নির্নাভা পৃথিব্যাঃ।
অরুষো জাতঃ পদ ইলায়াঃ পুরোহিতো রাজন্যক্ষীহ দেবান্ ॥ ৬
আ হি দ্যাবাপৃথিবী অগ্ন উভে সদা পুত্রো ন মাতরা ততন্থ।
প্র যাহ্যচ্ছোশতো যবিষ্ঠাথা বহ সহস্যেহ দেবান্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। প্রভাত না হতে হতেই প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হতে নির্গত হয়ে আলোকযুক্ত হলেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হয়ে সকল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করলেন। ২। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁদের হতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করে থাক, ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করতে করতে তোমার সে মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও। ৩। অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দিকব্যাপী, ইনি বিদ্বান অর্থাৎ জানেন, ইনি প্রকাণ্ড হয়ে আমি যে ত্রিত, আমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। এর জল মুখে করে অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করতে করতে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিরা একমনে তাঁকে অর্চনা করেন। ৪। তোমার মাতাস্বরূপ ওষধীবর্গ খাদ্যদ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁরা নানাবিধ অন্নসহকারে তোমার পূজা করেন, যেহেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আবার সে ওষধিবর্গের প্রতি গিয়ে থাক, তাতে তারা অন্যরূপ অর্থাৎ দগ্ধ হয়ে যায়, তুমি মনুষ্য জাতীয় প্রজাদের হোতাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বান কর। ৫। অগ্নির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জানিয়ে দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গিয়ে থাকেন, ইনি লোকদের নিকট অতিথির ন্যায় পূজ্য, একে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করছি। ৬। হে অগ্নি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্বক পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান করে এবং লোহিতবর্ণ হয়ে দীপ্তি পেতে পেতে দেবতাদের অর্চনা করছ। ৭। যেরূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে সেরূপ হে অগ্নি! তুমি

দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপূর্ণ কর। হে যুবা পুরুষ! তুমি ভক্তদের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দেবতাদের এ স্থানে নিয়ে এস।

টীকা : ১। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সাথে যেরূপ সামবেদের বিশেষ সম্পর্ক সেরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সাথে অথর্ববেদের বিশেষ সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এ দশম মণ্ডল হতে নেওয়া হয়েছে। প্রথম মণ্ডলের ন্যায় দশম মণ্ডল নানা বংশীয় ঋষিকর্তৃক রচিত।

২ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিপ্রীহি দেবাঁ উশতো যবিষ্ঠ বিদ্বাঁ ঋতূঁর্ঋতুপতে যজেহ।
যে দৈব্যা ঋত্বিজস্তেভিরগ্নে ত্বং হোতৃণামস্যায়জিষ্ঠঃ ॥ ১
বেষি হোত্রমুত পোত্রং জনানাং মন্ধাতাসি দ্রবিণোদা ঋতাবা।
স্বাহা বয়ং কৃণবামা হবীংষি দেবো দেবান্যজত্বগ্নিরর্হন্ ॥ ২
আ দেবানামপি পন্থামগন্ম যচ্ছক্নবাম তদনু প্রবোল্হুম্।
অগ্নির্বিদ্বান্ত্স যজাৎসেদু হোতা সো অধ্বরান্ত্স ঋতূন্ কল্পয়াতি ॥ ৩
যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদুষাং দেবা অবিদুষ্টরাসঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বমা পৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঁ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ৪
যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্তাস্যঃ।
অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি ॥ ৫
বিশ্বেষাং হ্যধ্বরাণামনীকং চিত্রং কেতুং জনিতা ত্বজজান।
স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতীর্বিশ্বজন্যাঃ ॥ ৬
যং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী যং ত্বাপস্ত্বষ্টা যং ত্বা সুজনিমা জজান।
পন্থামনু প্রবিদ্বাৎ পিতৃয়াণং দ্যুমদগ্নে সমিধানো বি ভাহি ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে যুবা পুরুষ! যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাদের সন্তুষ্ট কর। হে ঋতুর অধিপতি! কোন সময় যজ্ঞ করতে হয় তা তুমি জান অতএব সময় বুঝে যজ্ঞ কর। দেবলোকে যাঁরা পুরোহিতের কার্য করেন তাঁদের সাথে একত্র হয়ে যজ্ঞ কর কেননা তুমি হোমকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২। হে অগ্নি! তুমিই হোতা তুমিই পোতা আর তুমি মেধাবী সত্যনিষ্ঠ এবং লোকদের ধন দান করে থাক। এস আমরা যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাদের অর্চনা করুন। ৩। যেন আমরা দেবতাদের পথে অগ্রসর হতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন। ৪। হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান, তোমাদের অবিদিত কিছুই নেই। যদি আমরা তোমাদের কোন কার্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা করে থাকেন, সে সে সময়ে তিনি আমাদের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করে দিন। ৫। মনুষ্যগণ দুর্বল, এদের মন অপরিণত অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান এদের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করে সে সমস্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁর তুল্য যাজ্ঞিক কেউ নেই। ৬। হে অগ্নি! তুমি সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকা স্বরূপ, এরূপ তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করেছেন। সেই তুমি এ স্থানে এস, এস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এস্থানে স্তুতি পাঠ হচ্ছে। এ সমস্ত সর্বজন-হিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন কর। ৭। দ্যাবাপৃথিবী হতে

তোমার জন্ম, জল হতে তুমি জন্মেছ, যিনি উত্তম নির্মাণ করতে পারেন, সে ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। পিতৃলোকে যাবার কোন পথ তা তুমি জান ; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর যাতে ঐ পথ আলোকময় হয়ে উঠে।

৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইনো রাজন্নরতিঃ সমিদ্ধো রৌদ্রো দক্ষায় সুষুমাঁ অদর্শি।
চিকিদ্বি ভাতি ভাসা বৃহতাসিক্নীমেতি রুশতীমপাজন্ ॥ ১
কৃষ্ণাং যদেনীমভি বর্পসা ভূজ্জনয়ন্যোষাং বৃহতঃ পিতুর্জাম্।
ঊর্ধ্বং ভানুং সূর্যস্য স্তভায়ন্ দিবো বসুভিররতির্বি ভাতি ॥ ২
ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্রুশদ্ভির্বর্ণৈরভি রামমস্থাৎ ॥ ৩
অস্য যামাসো বৃহতো ন বগ্নূনিন্ধানা অগ্নেঃ সখ্যুঃ শিবস্য।
ঈড্যস্য বৃষ্ণো বৃহতঃ স্বাসো ভামাসো যামন্নক্তবশ্চিকিত্রে ॥ ৪
স্বনা ন যস্য ভামাসঃ পবন্তে রোচমানস্য বৃহতঃ সুদিবঃ।
জ্যেষ্ঠেভির্যস্তেজিষ্ঠৈঃ ক্রীলুমদ্ভির্বর্ষিষ্ঠেভির্ভানুভির্নক্ষতি দ্যাম্ ॥ ৫
অস্য শুষ্মাসো দদৃশানপবের্জেহমানস্য স্বনয়ন্নিযুদ্ভিঃ।
প্রত্নেভির্যো রুশদ্ভির্দেবতমো বি রেভদ্ভিররতির্ভাতি বিভ্বা ॥ ৬
স আ বক্ষি মহি ন আ চ সৎসি দিবস্পৃথিব্যোররতির্যুবত্যোঃ।
অগ্নিঃ সুতুকঃ সুতুকেভিরশ্বৈ রভস্বস্ভী রভস্বাঁ এহ গম্যাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজন! সে প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসর হওয়া যিনি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হয়ে বিপুল আলোকে শোভা পাচ্ছেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করে শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করছেন। ২। এ অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করলেন, সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্যের পত্নী ঊষাদেবীকে জন্ম দান করলেন। তিনি ঊর্ধ্বে আলোক বিস্তার করে সূর্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হয়েছেন। ৩। অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সাথে সমাগত হয়ে আসছেন, তিনি উপপতির ন্যায় ঊষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করছেন। ৪। এ প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্তাদের ক্লেশ দেয় না, অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায়, তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা, তাঁর মুখশ্রী সুন্দর, তাঁর দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট করে অগ্রসর হচ্ছে, সকলে তা জানতে পারছে। ৫। এ প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখা সমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করছে। ইনি অতি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নিজ কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করছেন। ৬। এ অগ্নির শিখা দৃষ্ট হচ্ছে, ইনি চলেছেন, এঁর উত্তাপযুক্ত কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করছে। ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, এঁর স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্বদিকে বিস্তারিত হওয়া। এঁর চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা পাচ্ছে। ৭। হে অগ্নি! সে তুমি আমাদের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাদের নিয়ে এস, দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর ন্যায় তাঁদের মধ্যে তুমি অগ্রসর হয়ে উপবেশন কর। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান, সে ঘোটকদের নিয়ে তুমি এস্থানে এস।

৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু।
ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পূরবে প্রত্ন রাজন্ ॥ ১
যং ত্বা জনাসো অভি সঞ্চরন্তি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ।
দূতো দেবানামসি মর্ত্যানামন্তর্মহাঁশ্চরসি রোচনেন ॥ ২
শিশুং ন ত্বা জেন্যং বর্ধয়ন্তী মাতা বিভর্তি সচনস্যমানা।
ধনোরধি প্রবতা যাসি হর্যঞ্জিগীষসে পশুরিবাবসৃষ্টঃ ॥ ৩
মূরা অমূর ন বয়ং চিকিত্বো মহিত্বমগ্নে ত্বমঙ্গ বিৎসে।
শয়ে বব্রিশ্চরতি জিহ্বয়াদন্রেরিহ্যতে যুবতিং বিশ্পতিঃ সন্ ॥ ৪
কূচিজ্জায়তে সনয়াসু নব্যো বনে তস্থৌ পলিতো ধূমকেতুঃ।
অস্নাতাপো বৃষভো ন প্র বেতি সচেতসো যং প্রণয়ন্ত মর্তাঃ ॥ ৫
তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্।
ইয়ং তে অগ্নে নব্যসী মনীষা যুক্ষ্বা রথং ন শুচয়দ্ভিরঙ্গৈঃ ॥ ৬
ব্রহ্ম চ তে জাতবেদো নমশ্চেয়ং চ গীঃ সদমিদ্বর্ধনী ভূৎ।
রক্ষা ণো অগ্নে তনয়ানি তোকা রক্ষোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের যজ্ঞে তুমি পূজনীয় হয়ে উপস্থিত হয়েছ অতএব তোমাকে অর্চনা করি, তোমাকে স্তব করি। হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজা! মরুভূমির মধ্যবর্তী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হয়ে থাক। ২। হে যুবাপুরুষ! যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হতে রক্ষা পায় সেরূপ লোকে তোমার শরণাগত হয়। মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হয়ে বিচরণ কর। ৩। পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তাঁর বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করে সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল! যেরূপ পশুকে ছেড়ে দিলে সে গোষ্ঠের দিকে যায় সেরূপ তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হয়ে গমন কর। ৪। হে অগ্নি! তোমার মোহ নেই, আমরাই মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব আমরা অবগত নই, তুমিই তা জান। সে অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্বক শয়ন করছেন, জিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করতে করতে বিচরণ করছেন, তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হয়ে আহুতি-আস্বাদন করছেন। ৫। যজ্ঞকর্তারা একমন হয়ে যে অগ্নি সৃষ্টি করলেন, সে অগ্নি কোথাও পুরাতন কাষ্ঠের উপর নূতন হচ্ছেন, তিনি ধূমস্বরূপ পতাকা তুলে কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্তি ধারণ করছেন। তিনি স্নান করেন না, বৃষের ন্যায় জলের দিকে যাচ্ছেন। ৬। যেরূপ অসংসাহসিক দুই দস্যু বন মধ্যে পথিককে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করে আকর্ষণ করে (১), তদ্রূপ আমার দুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগ-পূর্বক যজ্ঞ কাষ্ঠ হতে অগ্নি মন্থন করছে। হে অগ্নি! তোমার নিমিত্ত এ নূতন স্তব রচনা করলাম। তোমার শুভ্রালোকবিসারী অবয়ব নিয়ে তুমি যেন রথ যোজনা-পূর্বক এস্থানে আগমন কর। ৭। হে জ্ঞানবান অগ্নি! এ যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে দিলাম, এই নমস্কার করলাম, এ স্তব যেন সর্বদাই তোমার সম্ভাষণের জন্য প্রয়োগ করতে পারি। হে অগ্নি! আমাদের পুত্রপৌত্রদের রক্ষা কর, অনন্যমনা হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা কর।

টীকা ঃ ১। বনমধ্যে দস্যুর উল্লেখ।

৫ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ধৃদো ভূরিজন্মা বিচষ্টে।
সিষক্ত্যূধর্নিণ্যোরুপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বেঃ ॥ ১
সমানং নীলং বৃষণো বসানাঃ সং জগ্মিরে মহিষা অর্বতীভিঃ।
ঋতস্য পদং কবয়ো নি পান্তি গুহা নামানি দধিরে পরাণি ॥ ২
ঋতায়িনী মায়িনী সং দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ন্তী।
বিশ্বস্য নাভিং চরতো ধ্রুবস্য কবেশ্চিত্তন্তুং মনসা বিয়ন্তঃ ॥ ৩
ঋতস্য হি বর্তনয়ঃ সুজাতমিষো বাজায় প্রদিবঃ সচন্তে।
অধীবাসং রোদসী বাবসানে ঘৃতৈরন্নৈর্বাবৃধাতে মধূনাম্ ॥ ৪
সপ্ত স্বসৃররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্মধ্ব উজ্জভারা দৃশে কম্।
অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্বব্রিমবিদৎ পূষণস্য ॥ ৫
সপ্ত মর্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যংহুরো গাৎ।
আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীলে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৬
অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নির্হ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আমাদের মনের অভিলাষ সকল অবগত আছেন, ইনি প্রাতকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্তী রাত্রিকালে দেখা দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে তথায় গমন কর। ২। যজ্ঞকর্তারা আহুতি সেচন করতে করতে সকলে এক প্রকার নীলবস্ত্র পরিধানপূর্বক ঘোটকী লাভ করলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতেরা সে অগ্নি যত্নপূর্বক রেখে থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নামসমূহ তাঁরা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন। ৩। দু' অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাদের কার্য অতি আশ্চর্য, তারা একত্র হল এবং যথাসময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্ম দান করে লালন পালন করল। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সে অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁকে মনে মনে ধ্যান করি। ৪। যে সকল প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা যজ্ঞের কার্যের প্রবর্তক-স্বরূপ, অগ্নি উত্তমরূপে উৎপন্ন হবার সঙ্গে তাঁর অন্ন কামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক সকল বস্তুর আস্বাদনকারী, অগ্নি তারই মধ্যে বাস করেন, সে অগ্নিকে যজ্ঞকর্তারা ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্বক সংবর্ধনা করছেন। ৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিলাষী হয়ে তাঁর স্বকীয় সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবিভূর্ত করলেন, অভিপ্রায় যে সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দিকে দেখতে পায়। তিনি প্রথমে জন্ম গ্রহণ করে আকাশে সে সমস্ত শিখা প্রেরণ করলেন, তিনি যেন সূর্যের আলোক আবরণ করতে পারে এরূপ ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্বক ধারণ করলেন। ৬। পণ্ডিতেরা সাতটি সীমা অর্থাৎ অকর্তব্যকর্ম নিরূপণ করেছেন। যে কেউ তার একটিও করে সেই পাপী। অগ্নি মনুষ্যকে পাপ হতে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, সূর্যকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন। ৭। অগ্নিই অসৎও বটে, সৎও বটে (১)। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মেছেন। অগ্নিই আমাদের অগ্রে জন্মেছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটে, গাভীও বটে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী।

টীকা ঃ ১। এস্থলে সৃষ্টির পূর্বে জগতের যে অপরিণত অবস্থা ছিল তাকে অসৎ বলা হয়েছে। আর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা সৎ। সায়ণ।

৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়ং স যস্য শর্মন্নবোভিরগ্নেরেধতে জরিতাভিষ্টৌ।
জ্যেষ্ঠেভির্যো ভানুভির্ঋষূণাং পর্যেতি পরিবীতো বিভাবা ॥ ১
যো ভানুভির্বিভাবা বিভাত্যগ্নির্দেবেভিঋতাবাজস্রঃ।
আ যো বিবায় সখ্যা সখিভ্যোঽপরিহ্বৃতো অত্যো ন সপ্তিঃ ॥ ২
ঈশে যো বিশ্বস্যা দেববীতেরীশে বিশ্বায়ুরুষসো ব্যুষ্টৌ।
আ যস্মিন্মনা হবীংষ্যগ্নাবরিষ্টরথঃ স্কভ্নাতি শূষৈঃ ॥ ৩
শূষেভির্বৃধো জুষাণো অর্কৈর্দেবাঁ অচ্ছা রঘুপত্বা জিগাতি।
মন্দ্রো হোতা স জুহ্বা যজিষ্ঠঃ সংমিশ্লো অগ্নিরা জিঘর্তি দেবান্ ॥ ৪
তমুস্রামিন্দ্রং ন রেজমানমগ্নিং গীর্ভির্নমোভিরা কৃণুধ্বম্।
আ যং বিপ্রাসো মতিভির্গৃণন্তি জাতবেদসং জুহ্বং সহানাম্ ॥ ৫
সং যস্মিন্বিশ্বা বসূনি জগ্মুর্বাজে নাশ্বাঃ সপ্তীবন্ত এবৈঃ।
অস্মে ঊতীরিন্দ্রবাততমা অর্বাচীনা অগ্ন আ কৃণুষ্ব ॥ ৬
অধা হ্যগ্নে মহ্না নিষদ্যা সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূথ।
তং তে দেবাসো অনু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত প্রথমাস ঊমাঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। এ সে অগ্নি যজ্ঞের সময় যাঁকে স্তব করে তাঁর আশ্রয় পাওয়া যায় এবং নিজ গৃহে অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। ২। যিনি দুর্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বলকিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হচ্ছেন। যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমানদের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য করবার জন্য উত্তম ঘোটকের ন্যায় অক্লিষ্ট ভাবে আসছেন। ৩। তিনি সর্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতকাল হতেই তাঁর প্রভুত্ব আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি সে অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তা হলেই তাঁর রথ বিপক্ষদের নিকট দুর্ধর্ষ হয়। ৪। সে অগ্নি নিজ বলে বলী হয়ে এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করতে করতে দ্রুত গমনে দেবতাদের উদ্দেশে যাচ্ছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাদের আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান যজ্ঞকর্তা, তিনি দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের আনছেন। ৫। সে যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পান, তোমরা তাঁকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্ধনা কর। তিনি ধনের কর্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাদের আহ্বান করেন, তাঁকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত করেন। ৬। দ্রুতগামী ঘোটকেরা যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ অশেষ ধন সে অগ্নির সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের সাথে একত্র হয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর। ৭। হে অগ্নি। তুমি জন্মিবামাত্র মহত্ত্ব লাভ করলে এবং স্থান গ্রহণ করেই আহুতিযোগ্য হলে। অতএব তোমাকে দেখেই দেবতারা তোমার নিকটে এলেন; তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বাগ্রেই বর্ধিষ্ণু হলেন।

৭ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

স্বস্তি নো দিবো অগ্নে পৃথিব্যা বিশ্বায়ুর্ধেহি যজথায় দেব।
সচেমহি তব দস্ম প্রকেতৈরুরুষ্যা ণ উরুভির্দেব শংসৈঃ ॥ ১
ইমা অগ্নে মতয়স্তুভ্যং জাতা গোভিরশ্বৈরভি গৃণন্তি রাধঃ।
যদা তে মর্তো অনু ভোগমানড্বসো দধানো মতিভিঃ সুজাত ॥ ২

অগ্নিং মন্যে পিতরমগ্নিমাপিমগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎসখায়ম্ ।
অগ্নেরনীকং বৃহঃ সপর্যং দিবি শুক্রং যজতং সূর্যস্য ॥ ৩
সিধ্রা অগ্নে ধিয়ো অস্মে সনুত্রীর্যং ত্রায়সে দম আ নিত্যহোতা ।
ঋতাবা স রোহিদশ্বঃ পুরুক্ষুর্দ্যুভিরস্মা অহভির্বামমস্তু ॥ ৪
দ্যুভির্হিতং মিত্রমিব প্রয়োগং প্রত্নমৃত্বিজমধ্বরস্য জারম্ ।
বাহুভ্যামগ্নিমায়বোঽজনন্ত বিক্ষু হোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৫
স্বয়ং যজস্ব দিবি দেব দেবান্ কিং তে পাকঃ কৃণবদপ্রচেতাঃ ।
যথায়জ ঋতুভির্দেব দেবানেবা যজস্ব তন্বং সুজাত ॥ ৬
ভবা নো অগ্নেঽবিতোত গোপা ভবা বয়স্কৃদুত নো বয়োধাঃ ।
রাস্বা চ নঃ সুমহো হব্যদাতিং ত্রাস্বোত নস্তন্বো অপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আকাশ ও পৃথিবী হতে কল্যাণ আহরণপূর্বক আমাদের দাও। হে দেব! আমাদের যজ্ঞের জন্য সর্বপ্রকার অন্ন আহরণ কর। হে সৌম্যমূর্তি! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান হই। হে দেব! তোমাকে যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করছি, সে কারণে আমাদের রক্ষা কর। ২। হে অগ্নি! তোমার জন্য এ সমস্ত স্তব প্রস্তুত হয়েছে, তুমি যে সকল গাভী ঘোটক ও ধন দিয়েছ, তারই জন্য তোমার গুণ কীর্তন করা হচ্ছে। হে সৌম্যমূর্তি! হে ধনস্বরূপ! যখন মনুষ্য তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয় তখন তার অনেক প্রকার স্তব এসে উপস্থিত হয়। ৩। অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি, অগ্নিই ভ্রাতা, অগ্নিই চিরকালের বন্ধু। যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে সেরূপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্তিকেই সেবা করে থাকি। ৪। হে অগ্নি! এ সকল স্তব সম্পন্ন হয়েছে, এ স্তব হতেই আমরা সকল বস্তু পেয়ে থাকি। আমি সে ব্যক্তি, যার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাদের আহ্বান কর এবং রক্ষা কর। সেই আমি যেন যজ্ঞবান হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি। ৫। উজ্জ্বলমূর্তিধারী পুরুষেরা অগ্নিকে আধান করলেন, প্রাচীন বন্ধুর ন্যায় তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্তা। মনুষ্যবর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্বক সে অগ্নিকে জন্ম দান করলেন। তিনি রূপধারী দেবতাদের আহ্বান করবেন বলে তাঁকে সংস্থাপন করা হল। ৬। হে দেব! দিব্যলোকবাসী দেবতাদের তুমি নিজেই অর্চনা কর। অপরিণতমতি নির্বোধ মনুষ্য তোমার কি সাহায্য করবে। যেরূপ তুমি সময়ে সময়ে দেবতাদের অর্চনা কর সেরূপ হে সৌম্যমূর্তি! তোমার নিজের উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর। ৭। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের গাভীগণের রক্ষাকর্তা হও, আমাদের অন্নের উৎপাদনকর্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্তা হও। হে পূজনীয়! হোম করবার সামগ্রী সমস্ত আমাদের দান কর, সাবধান হয়ে আমাদের দেহ রক্ষা কর।

৮ সূক্ত ॥ প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবতা। ত্রিশিরা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী বৃষভো রোরবীতি ।
দিবশ্চিদন্তাঁ উপমাঁ উদানলপামুপস্থে মহিষো ববর্ধ ॥ ১
মুমোদ গর্ভো বৃষভঃ ককুদ্মানস্রেমা বৎসঃ শিমীবাঁ অরাবীৎ ।
স দেবতাতুদ্যতানি কৃণ্বন্ স্বেষু ক্ষয়েষু প্রথমো জিগাতি ॥ ২
আ যো মূর্ধানং পিত্রোররব্ধ ন্যধ্বরে দধিরে সূরো অর্ণঃ ।
অস্য পত্মন্নরুষীরশ্ববুধ্না ঋতস্য যোনৌ তন্বো জুষন্ত ॥ ৩

উষ উষো হি বসো অগ্রমেষি ত্বং যময়োরভবো বিভাবা।
ঋতায় সপ্ত দধিষে পদানি জনয়ন্মিত্রং তন্বে স্বায়ৈঃ ॥ ৪
ভুবশ্চক্ষুর্মহ ঋতস্য গোপা ভুবো বরুণো যদৃতায় বেষি।
ভুবো অপাং নপাজ্জাতবেদো ভুবো দূতো যস্য হব্যং জুজোষঃ ॥ ৫
ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা যত্রা নিযুদ্ভিঃ সচসে শিবাভিঃ।
দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহম্ ॥ ৬
অস্য ত্রিতঃ ক্রতুনা বব্রে অন্তরিচ্ছন্ধীতিং পিতুরেবৈঃ পরস্য।
সচস্যমানঃ পিত্রোরুপস্থে জামি ব্রুবাণ আয়ুধানি বেতি ॥ ৭
স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্ত্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বান্ত্বাষ্ট্রস্য চিন্নিঃ সসৃজে ত্রিতো গাঃ ॥ ৮
ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষন্তমোজাহবাভিনৎ সৎপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। প্রকাণ্ড পতাকা নিয়ে অগ্নি যাচ্ছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যেপে ফেললেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্তিতে অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ২। অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করলেন, দেখ তাঁর শিখাই তার ককুদ। বৎসটি দেখতে সুশ্রী, কত খেলা খেলছে, শব্দ করছে। দেবারাধনার কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করছে এবং সর্বাগ্রে আপনা হতেই আপন স্থানে যাচ্ছে। ৩। দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নির পিতা মাতার তুল্য, তাদের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এ বীরের অস্থিরমূর্তিকে যজ্ঞে আধান করা হল। ইনি যখন চললেন তখন যজ্ঞ স্থানের লোকেরা চতুর্দিক্ব্যাপী এর দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্তিসমূহের নিকটবর্তী হল। ৪। হে ধন স্বরূপ! প্রতিদিন প্রভাতে তুমি অগ্রে এসে থাক। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হতে সূর্যের ন্যায় তেজ উৎপাদনপূর্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন কর সেকালে তুমি আবরণকারী রক্ষাকর্তা হয়ে থাক। হে বুদ্ধিমান! তুমি জলের পৌত্র (১)। যার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তার দূত হয়ে থাক। ৬। হে অগ্নি! তুমি যে আকাশে নিযুৎ নামক ঘোটকের সাথে বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, সেখানে তুমি যজ্ঞের নির্বাহকর্তা এবং জলের প্রেরণকর্তা হয়ে থাক। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন কর। হে অগ্নি! সর্ববস্তু প্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর। ৭। ত্রিত যজ্ঞ করে এ প্রার্থনা করলেন, তাঁর ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করে নানা বিপদে রক্ষা পান। তিনি প্রার্থনার অনুরোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলতে বলতে যুদ্ধের অস্ত্র নিতে গেলেন। ৮। আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হয়ে নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে (২) বধ করলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করলেন। ৯। শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপিতেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করলেন। তিনি গাভীদের আহ্বান করতে করতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করলেন (৩)।

টীকা ঃ ১। জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ অর্থাৎ অগ্নি। সায়ণ।
২। "The three-headed seven-rayed (monster):"...Muir's Sanskrit Texts,

vol. V (1884), p.230. ৩। ইন্দ্রের ও ত্রিতের ত্বষ্টার সাথে বৈরভাব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন এরূপ একটি বৈদিক আখ্যান আছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৯ সূক্ত ।। জল দেবতা। সিন্ধুদ্বীপ ঋষি অথবা ত্রিশিরা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্ধ্বে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১
যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়েতেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২
তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩
শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ৪
ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্। আপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ৫
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ ॥ ৬
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৭
ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্ ॥ ৮
আপো অদ্যান্ব চারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। হে জল! তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করে দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর। ২। হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদের যে রস অতি সুখকর, আমাদের তার ভাগী কর। ৩। হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সে পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদের মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদের বংশ বৃদ্ধি কর। ৪। জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হোন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদের মস্তকে ক্ষরিত হোন। ৫। অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদের তাঁরাই বাস করিয়ে থাকেন, সেই জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি। ৬। সোম আমাকে বলেছেন যে জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন। ৭। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্যকে দেখতে পাই (১)। ৮। হে জলগণ! যা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে অথবা যে কোন হিংসার কার্য করেছি কিংবা অভিসম্পাত করেছি অথবা মিথ্যা কথা বলেছি, সে সমস্ত অপসারিত কর। ৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করেছি, এর রস পেয়েছি। হে অগ্নি! জলবিশিষ্ট হয়ে তুমি এস। আমাকে তেজযুক্ত কর (২)।

টীকা ঃ ১। দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা। ২। ৬—৯ এই কয়েক ঋক্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ২০ হতে ২৩ ঋকের সঙ্গে এক। ৩।

১০ সূক্ত ।। যম ও যমী দেবতা এবং তাঁরাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ও চিৎসখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১
ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎসলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্তার উর্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২

উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ত্যজসং মর্ত্যস্য ।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্ব মা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩
ন যৎপুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম ।
গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪
গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫
কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্র বোচৎ ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৄন্ ॥ ৬
যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ত্সমানে যোনৌ সহশেয্যায় ।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৭
ন তিষ্ঠন্তি ন নি মিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি ।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৮
রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্ধূ যমীর্যমস্য বিতৃয়াদজামি ॥ ৯
আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণবন্নজামি ।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১০
কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নিঋর্তির্নিগচ্ছাৎ ।
কামমূতা বহ্বে তদ্রপামি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ১১
ন বা উ তে তন্বা তন্বং সং পপৃচ্যাং পাপামহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ ।
অন্যেন মৎপ্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ১২
বতো বতাসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম ।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ১৩
অন্যমূ ষু ত্বং যম্যন্য উ ত্বাং পরি ষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে বলছেন— বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এ দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দরনপ্তা (নাতি) জন্মিবে। ২। [যমের উত্তর]—তোমার গর্ভসহচর তোমার সাথে এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জন নহে, যেহেতু সে মহান অসুরের স্বর্গধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্বভাগ দেখছেন (২)। ৩। [যমীর উক্তি]—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্বক করে থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হচ্ছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর। ৪। [যমের উত্তর]— এ কার্য পূর্বে কখন আমরা করি নি। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা বলি নি। গন্ধর্ব আমাদের পিতা, আর আপ্যা যোষা আমাদের উভয়ের মাতা (৩) ; সুতরাং আমাদের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক। ৫। [যমীর উক্তি]—নির্মাণকর্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেবত্বষ্টা (৪), আমাদের গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় অন্যথা করতে কারও সাধ্য নাই। আমাদের এ সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন। ৬। [যমের উক্তি]—এই প্রথম দিন কে

জানে ? কে বা দেখেছে ? কেই বা প্রকাশ করেছে ? মিত্র ও বরুণের আবাস-ভূত এ বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন (৫)! তুমি নরদের এর কি বল ?। ৭। [যমীর উক্তি]—তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস একস্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট তদ্রূপ আমি তোমার নিকট নিজ দেহ সমর্পণ করে দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় এস আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই। ৮। [যমের উক্তি]—এ যে সকল দেবতাদের গুপ্তচর, এদের সর্বত্র গতিবিধি, এরা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনি (৬) যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর, রথধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তার সাথে এক কার্য কর। ৯। [যমীর উক্তি]- কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্যের তেজ যেন পর পর আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ সম্বন্ধ। যমী গিয়ে ভ্রাতা যমের আশ্রয় গ্রহণ করুক (৭)। ১০। [যমের উক্তি]—ভবিষ্যতে এমন যুগ হবে যখন ভ্রাতা ভগ্নীর সাথে সহবাস করবে। হে সুন্দরি! এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন তোমাকে গ্রহণ করবেন তখন তাঁকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর। ১১। [যমীর উক্তি]—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকতেও ভগিনী অনাথা হয় ? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয় ? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হয়ে এত করে বলছি, তোমার শরীরে আমার শরীর মিলিয়ে দাও। ১২। [যমের উক্তি]—তোমার শরীরের সাথে আমার শরীর মিলাতে ইচ্ছা নেই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাকে পাপী বলে। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সাথে সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার এরূপ অভিলাষ নেই। ১৩। [যমীর উক্তি]—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখছি! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে কিংবা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেরূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ। ১৪। [যমের উত্তর]—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাতেই মঙ্গল হবে।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। এতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করবার অভিলাষ প্রকাশ করছেন, কিন্তু যম সে পাপকার্যে অসম্মতি প্রকাশ করছেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি। রাত্রি দিবার পশ্চাতে আসে কিন্তু তাদের সঙ্গমন হয় না। এ প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এরূপ বুঝেছি। ২। অসুরের বীর পুত্রগণ বোধহয় স্বর্গধারী দেবগণ। দশম মণ্ডলে 'অসুর শব্দ' উনিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যথা ঃ—১০ সূক্তের ২ ঋকে স্বর্গদেব সম্বন্ধে ১১ সূক্তের ৬ ঋকে পুরোহিত সম্বন্ধে, ৩১ সূক্তের ৬ ঋকে যজ্ঞ সম্বন্ধে, ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে বলবান শত্রু সম্বন্ধে, ৫৬ সূক্তের ৬ ঋকে সূর্য সম্বন্ধে, ৭৪ সূক্তের ২ ঋকে বলবান সম্বন্ধে, ৮২ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ৯২ সূক্তের ৬ ঋকে মেঘ সম্বন্ধে, ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে রামরাজা সম্বন্ধে, ৯৬সূক্তের ১১ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ৯৯ সূক্তের ১২ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৩ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১২৪ সূক্তের ৫ ঋকে দেবগণ সম্বন্ধে, ১৩২ সূক্তের ৪ ঋকে মিত্র সম্বন্ধে, ১৩৮ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫১ সূক্তের ৩ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৫৭ সূক্তের ৪ ঋকে দেবশত্রু

সম্বন্ধে, ১৭০ সূক্তের ২ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে, ১৭৭ সূক্তের ১ ঋকে দেবশত্রু সম্বন্ধে দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সে সূক্তগুলিতে 'অসুর' শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩। সায়ণ গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান বা সূর্য এবং আপ্যা ঘোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্যপত্নী উষা করেছেন। আচার্য মক্ষমূলর এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। ৪। মূলে "জনিতা * * দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য করিয়া জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তাহার বিশেষণ শব্দ করেছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগলি বিশেষণ। "The divine Twashtri, the creator, the vivifier. the shaper of all forms"—Muir. ৫। এ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এ ষষ্ঠ ঋকটি যমীর উক্তি বলেছেন। সুতরাং আহনঃ যমের বিশেষণ করেছেন। মিউয়র এ ঋক যমের উক্তি করে আহনঃ অর্থে "Oh ! Wanton woman !" করেছেন। আমরা সেই অর্থ গ্রহণ করেছি কেন না অষ্টম ঋকে "অহনঃ', শব্দ যমীর সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। ৬। এখানে অহনঃ শব্দ আছে। ৭। পণ্ডিতবর মিউয়র এ ঋক যমীর উক্তি করেছেন। আমরা তাই সঙ্গত বলে গ্রহণ করেছি।

১১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। হবির্ধান ঋষি।. জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ।
বিশ্বং স বেদ বরুণো যথা ধিয়া স যজ্ঞিয়ো যজতু যজ্ঞিয়াঁ ঋতূন্ ॥ ১
রপদ্গন্ধর্বীরপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরি পাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতির্নি ধাতু নো ভ্রাতা নো জ্যেষ্ঠঃ প্রথমো বি বোচতি ॥ ২
সো চিন্নু ভদ্রা ক্ষুমতী যশস্বত্যুষা উবাস মনবে স্বর্বতী।
যদীমুশন্তমুশতামনু ক্রতুমগ্নিং হোতারং বিদথায় জীজনন্ ॥ ৩
অধ ত্যং দ্রপ্সং বিভ্বং বিচক্ষণং বিরাভরদিষিতঃ শ্যেনো অধ্বরে।
যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ ধীরজায়ত ॥ ৪
সদাসি রণ্বো যবসেব পুষ্যতে হোত্রাভিরগ্নে মনুষঃ স্বধ্বরঃ।
বিপ্রস্য বা যচ্ছশমান উক্থ্যং বাজং সসবাঁ উপয়াসি ভূরিভিঃ ॥ ৫
উদীরয় পিতরা জার আ ভগমিয়ক্ষতি হর্যতো হৃত্ত ইষ্যতি।
বিবক্তি বহ্নিঃ স্বপস্যতে মখস্তবিষ্যতে অসুরো বেপতে মতী ॥ ৬
যস্তে অগ্নে সুমতিং মর্তো অক্ষৎসহসঃ সূনো অতি স প্র শৃণ্বে।
ইষং দধানো বহমানো অশ্বৈরা স দ্যুমাঁ অমবান্ভূষতি দ্যূন্ ॥ ৭
যদগ্ন এষা সমিতির্ভবাতি দেবী দেবেষু যজতা যজত্র।
রত্না চ যদ্বিভজাসি স্বধাবো ভাগং নো অত্র বসুমন্তং বীতাৎ ॥ ৮
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯

অনুবাদঃ ১। সে মহত্ত্বযুক্ত দুর্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত, তিনি উজ্জ্বল, আকাশ হতে আশ্চর্য দোহন প্রক্রিয়াদ্বারা জল দোহন করলেন। যেরূপ বরুণ তদ্রূপ তিনিও নিজ জ্ঞানে সর্বজ্ঞ হয়ে আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল, প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ২। গন্ধর্বী ও অপ্যা ঘোষণা (১) স্তব করছেন। নদ যে স্তব করছে, তাতে আমার মন সংযুক্ত হোক। অদিতিদেবী আমাদের সকল অভিলষিত ফলের মধ্যে নিয়ে চলুন।

আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্বাগ্রে স্তব করছেন। ৩। যেই মাত্র গগনবিহারিণী শব্দায়মানা কল্যাণমূর্তি চিরপরিচিতা উষাদেবী মনুষ্যকে দেখা দিলেন তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হল ; যারা যজ্ঞের অভিলাষী, এ অগ্নি তাদের প্রতিই প্রীতিযুক্ত, ইনি দেবতাদের আহ্বান করেন। ৪। শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্তৃক প্রেরিত হয়ে যজ্ঞে সে দ্রবমূর্তি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ সোমকে এনে দেন। যখন আর্য মনুষ্যগণ সৌম্যমূর্তি ও দেবতাদের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করে অবস্থিত হন তখন স্তব উঠতে থাকে। ৫। হে অগ্নি ! যেরূপ ঘাস পশুর পক্ষে তদ্রূপ তুমি সর্বদাই আমাদের পক্ষে প্রিয়। মনুষ্যের আহুতি প্রাপ্ত হয়ে তুমি উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। মেধাবী ব্যক্তির স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্বক এবং হোমের দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে তুমি বিস্তর দেবতা নিয়ে এস। ৬। হে অগ্নি ! তোমার শিখাকে তোমার মাতাপিতাস্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর দিকে প্রেরণ কর। যেরূপ জীর্ণকারী সূর্য আপনার আলোক দ্যুলোক ও ভূলোকে ভাগ করে দেন। যজ্ঞাভিলাষী দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞকর্তা যজ্ঞ করতে উদ্যত, তিনি মনের সাথে ব্যগ্র হয়েছেন। অগ্নি স্তব স্ফূর্তি করে দিচ্ছেন। প্রধান পুরোহিত উত্তমরূপে কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন এবং স্তব বর্ধিত করছেন। ব্রহ্মা নামক বুদ্ধিমান পুরোহিত মনে মনে আশঙ্কা করছেন পাছে কোন দোষ ঘটে। ৭। হে বলের পুত্র অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তার যশ সর্বাতিশায়ী। সে অন্ন বিতরণ করে, ঘোটকগণ তাকে বহন করে, তার মূর্তি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ, সে দিন দিন অধিক সুখী হয়। ৮। হে পূজনীয় অগ্নি ! যখন আমরা এ সমস্ত পুঞ্জ পুঞ্জ স্তব দেবতাদের যজ্ঞ উদ্দেশে উচ্চারণ করি, সে সময় রমণীয় বস্তু সকল আমাদের দিও। হে যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণকারী। আমরা যেন এ হতে ধনের অংশ প্রাপ্ত হই। ৯। আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এ যে যজ্ঞ হচ্ছে এতে, হে অগ্নি ! তুমি আমাদের কথা শুন। অমৃতক্ষরণ করে, এরূপ রথ যোজনা কর। দেবতাদের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নিয়ে এস, তুমি এই স্থানেই থাক। দেবতাদের নিকট হতে তুমি অপসৃত হয়ো না।

টীকা ঃ ১। অপ্যা যোষণা অর্থে উষা। পূর্বের সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখুন। গন্ধর্ব অর্থে যদি সূর্য হয়, তবে গন্ধর্বী অর্থেও সূর্যপত্নী উষা।

১২ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা। হবির্ধান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দ্যাবা হ ক্ষামা প্রথমে ঋতেনাভিশ্রাবে ভবতঃ সত্যবাচা।
দেবো যন্মর্তান্যজথায় কৃণ্বন্ত্সীদদ্ধোতা প্রত্যঙ্ স্বমসুং যন্ ॥ ১
দেবো দেবাৎ পরিভূ র্ঋতেন বহা নো হব্যং প্রথমশ্চিকিত্বান্।
ধূমকেতুঃ সমিধা ভাঋজীকো মন্দ্রো হোতা নিত্যো বাচা যজীয়ান্ ॥ ২
স্বাবৃগ্দেবস্যামৃতং যদী গোরতো জাতাসো ধারয়ন্ত উর্বী।
বিশ্বে দেবা অনু তত্তে যজুর্গুর্দুহে যদেনী দিব্যং ঘৃতং বাঃ ॥ ৩
অর্চামি বাং বর্ধায়াপো ঘৃতস্নূ দ্যাবাভূমী শৃণুতং রোদসী মে।
অহা যদ্দ্যাবোঽসুনীতিময়ন্মধ্বা নো অত্র পিতরা শিশীতাম্ ॥ ৪
কিং স্বিন্নো রাজা জগৃহে কদস্যাতি ব্রতং চকৃমা কো বি বেদ।
মিত্রশ্চিদ্ধি ষ্মা জুহুরাণো দেবাঞ্ছ্লোকো ন যাতামপি বাজো অস্তি ॥ ৫
দুর্মন্ত্বাত্রামৃতস্য নাম সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
যমস্য যো মনবতেসুমন্ত্বগ্নে তমৃষ্ব পাহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥ ৬

যস্মিন্দেবা বিদথে মাদয়ন্তে বিবস্বতঃ সদনে ধারয়ন্তে।
সূর্যে জ্যোতিরদধুর্মাস্য ক্তূৎপরি দ্যোতনিং চরতো অজস্রা ॥ ৭
যস্মিন্দেবা মন্মনি সঞ্চরন্ত্যপীচ্যে ন বয়মস্য বিদ্ম।
মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ত্সবিতা বরুণায় বোচৎ ॥ ৮
শ্রুধী নো অগ্নে সদনে সধস্থে যুক্ষ্বা রথমমৃতস্য দ্রবিত্নুম্।
আ নো বহ রোদসী দেবপুত্রে মাকির্দেবানামপ ভূরিহ স্যাঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। দ্যুলোক ও ভূলোক এ'রা যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম অগ্নিকে আহ্বান করুন, তাঁদের সে আহ্বান সত্য হোক। তখন অগ্নি যজ্ঞের জন্য মনুষ্যদের প্রেরণ করে আপন শিখা ধারণপূর্বক দেবতাদের আহ্বানের জন্য উপবেশন করুন। ২। হে অগ্নি! তুমি নিজে দেব, অন্যান্য দেবতাদের নিকট গমনপূর্বক আমাদের যজ্ঞ ও হোমের দ্রব্য বহন করে নিয়ে যাও। তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি বিজ্ঞ, ধূমই তোমার পতাকা, তুমি প্রজ্বলিত হয়ে সরল শিখা ধারণ কর, তুমি হোতা ও নিত্য বাক্য-প্রয়োগসহকারে যজ্ঞ করতে তোমার তুল্য কেউ নেই। ৩। অগ্নিদেব আপনা হতে যে জল উপার্জন করেন, তাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীকে পালন করে। পরে সমস্ত দেবগণ তোমার সে জল বিতরণের বিষয় গান করেন। তোমার শুভ্রবর্ণ শিখা স্বর্গের ঘৃতস্বরূপ বৃষ্টিবারি দোহন করে। ৪। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন কর, হে দ্যাবাপৃথিবি! আমি তোমাদের স্তব করি। হে ঘৃততুল্য বৃষ্টি বর্ষণকারী! আমার স্তব শোন। যখন স্তবকর্তারা যজ্ঞের সময় স্তব করলেন, হে জনকজননী! তখন মধুতুল্য জল বর্ষণ করে আমাদের মালিন্য অপনয়ন কর। ৫। অগ্নি কি তবে আমাদের হোম গ্রহণ করেছেন? আমরা কি তাঁর উপযুক্ত পূজা করতে পেরেছি? কেই বা তা জানে? বন্ধুকে আহ্বান করলে তিনি যেমন আসেন, সেরূপ অগ্নি আসতে পারেন। আমাদের এ স্তুতিবাক্য দেবতাদের নিকট গমন করুক। আর যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তাও দেবতাদের নিকট গমন করুক। ৬। এক্ষণে অমৃতের আহুতি দুঃসাধ্য কারণ একবংশীয়া ও ভিন্ন রূপ-ধারিণী দেবতা আছেন। হে মহান অগ্নি! যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করেছে, সাবধানতাসহকারে তাকে রক্ষা কর (১)। ৭। সে অগ্নি উপস্থিত থাকলেই যজ্ঞে দেবতাদের আমোদ হয়, এ নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্ঞকর্তা ব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতারা সূর্যের আলোক সঞ্চয় করে রেখেছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চয় করে রেখেছেন। তারা নিরন্তর দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ৮। যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকলে দেবতারা নিজ কার্য সম্পাদন করেন, তাঁর বিষয় আমরা অবগত নই। এ যজ্ঞে মিত্র ও অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদের বরুণদেবের নিকট নিরপরাধী বলে জানিয়ে দেন। ৯। আমাদের গৃহে সর্বদেবতার উদ্দেশে এ যে যজ্ঞ হচ্ছে. এতে হে অগ্নি! তুমি আমাদের কথা শোন। অমৃত ক্ষরণ করে এরূপ রথ যোজনা কর। দেবতাদের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদের নিকট নিয়ে এস। তুমি এ স্থানেই থাক দেবতাদের নিকট হতে অপসৃত হয়ো না (২)।

টীকা ঃ ১। সায়ণ এ ঋক ব্যাখ্যা করেননি, এর অর্থ পরিষ্কার নয়। ২। পূর্বের সূক্তের শেষ ঋকের সাথে এ ঋক একই।

১০ সূক্ত ॥ হবির্ধান নামক শকটদ্বয় এর দেবতা। অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়।
বিবস্বত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভির্বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১

যমে ইব যতমানে যদৈতং প্র বাং ভরন্মানুষা দেবয়ন্তঃ।
আ সীদতং স্বমু লোকং বিদানে স্বাসস্থে ভবতমিন্দবে নঃ ॥ ২
পঞ্চ পদানি রুপো অন্বরোহং চতুষ্পদীমন্বেমি ব্রতেন।
অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সং পুনামি ॥ ৩
দেবেভ্যঃ কমবৃণীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কমমৃতং নাবৃণীত।
বৃহস্পতিং যজ্ঞমকৃণ্বত ঋষিং প্রিয়াং যমস্তন্বং প্রারিরেচীৎ ॥ ৪
সপ্ত ক্ষরন্তি শিশবে মরুত্বতে পিত্রে পুত্রাসো অপ্যবীবতন্নৃতম্।
উভে ইদস্যোভয়স্য রাজত উভে যতেতে উভয়স্য পুষ্যতঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ করে তোমাদের যোজনা করছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করুক। যেন যে সকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করছেন, তাঁরা সকলে শুনুন। ২। যেকালে তোমরা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর তখন দেবপূজাকারী মনুষ্যগণ তোমাদের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করে আরোপণ করে। তোমরা নিজ স্থানে গিয়ে অবস্থিতি কর। আমাদের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর। ৩। যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধানা, সোম, পশু, পুরোডাশ ও ঘৃত), তা আমি যথাযোগ্যরূপে বিনিয়োগ করছি। যথা নিয়মে চার প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করছি। ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্বক উপস্থিত কার্য সম্পন্ন করছি। যজ্ঞের নাভি স্বরূপ যে বেদী, সেখানে আমি শোধন কার্য সমাধা করছি। ৪। দেবগণের মধ্যে কাকে মৃত্যুসদনে পাঠান যায়? প্রজাদের মধ্যে কাকে অমৃতের ন্যায় করা যায়? যজ্ঞকর্তারা মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাতে যম আমাদের প্রিয় এ শরীর পরিহার করেন অর্থাৎ ধ্বংস করেন না। ৫। স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চারিত হচ্ছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁর পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগণও স্তব আরম্ভ করেছেন, দুখানি শকট দেবতা ও মনুষ্যদের জন্য দীপ্তি পাচ্ছে, দুখানি শকটই কার্য করছে এবং দেবতা ও মনুষ্যদের পুষ্টি সাধন করছে।

১৪ সূক্ত ॥ পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা। যম ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী ছন্দ।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২
মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভির্বৃহস্পতিঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ত্স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদন্তি ॥ ৩
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাঙ্গিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা বহন্ত্বেনা রাজন্ হবিষা মাদয়স্ব ॥ ৪
অঙ্গিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্ ॥ ৭

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্ ।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্ ।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা ।
অথা পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদন্তি ॥ ১০
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ত্স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥ ১১
উরূণসাবসুতৃপা উদুম্বলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু ।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রম্ ॥ ১২
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ ॥ ১৩
যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত ।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন ।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেকমিদ্বৃহৎ ।
ত্রিষ্টুব্ গায়ত্রী ছন্দাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অন্তঃকরণ ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর। তিনি সৎকর্মান্বিত ব্যক্তিদের সুখের দেশে নিয়ে যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করে দেন তাঁর নিকটই সকল লোকে গমন করে (১)। ২। আমরা কোন পথে যাব, তা যমই প্রথমে দেখিয়ে দেন। সে পথ আর বিনষ্ট হবে না। যে পথে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা গিয়েছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সে পথে যাবেন। ৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, যম অঙ্গিরাদের সাহায্যে বর্ধিত হন। যারা দেবতাদের সম্বর্ধনা করে এবং যাদের দেবতারা সম্বর্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, কেউ স্বাহাদ্বারা আনন্দিত হন, কেউ বা স্বধাদ্বারা। ৪। হে যম ! এ আরব্ধ যজ্ঞে এসে উপবেশন কর. তুমি এ যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদের নিয়ে এস। তোমার উদ্দেশে কবিদের মুখোচ্চারিতে মন্ত্র সকল চলতে থাকুক। হে রাজন ! এ হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্বক আমোদ কর। ৫। হে যম ! নানা মূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদের সঙ্গে এস, এ স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিবস্বৎ তাঁকে আহ্বান করছি। এ যজ্ঞে কুশের উপর এসে উপবেশন কর। ৬। অঙ্গিরা নামক অথর্বন নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদের পিতৃলোকগণ এ মাত্র এসেছেন, তাঁরা সোমরস পাবার অধিকারী, সে যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদের শুভানুধ্যান করেন, যেন আমরা তাদের প্রসন্নতা লাভ করে কল্যাণভাগী হই (২)। ৭। [যজ্ঞকর্তাব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সম্বোধন করে এ উক্তি] —আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পথ দিয়ে, যে স্থানে গিয়েছেন, তুমিও সে পথ দিয়ে সে স্থানে যাও। সে যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁরা স্বধা প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করছেন, তাঁদের গিয়ে দর্শন কর। ৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সঙ্গে ও তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সাথে মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্বক অস্ত নামক গৃহে

প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর। ৯। [শ্মশানে দাহ কালে উক্তি]—হে ভূতপ্রেতগণ! দূর হও, চলে যাও সরে যাও, সরে যাও, পিতৃলোকেরা তাঁর জন্য এ স্থান প্রস্তুত করেছেন। এ স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত, যম এ স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন। ১০। [যমদ্বারবর্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি]—হে মৃত! এ যে দুই কুক্কুর, যাদের চার চার চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র এদের নিকট দিয়ে শীঘ্র চলে যাও। তারপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সাথে সর্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়ে তাদের নিকট গমন কর (৩)। ১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে যাদের চার চার চক্ষু, যারা পথ রক্ষা করে এবং যাদের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হতে হয় তাদের কোপ হতে এ মৃতব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন! একে কল্যাণ-ভাগী ও নিরোগী কর। ১২। সেই যে দুই যমদূত যাদের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে থাকে, তারা যেন আমাদের অদ্য এ স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্যের দর্শন পাই। ১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এ যে যজ্ঞ, অগ্নি যার দূত এবং যাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হয়েছে, এ যজ্ঞ যমের দিকেই গিয়ে থাকে। ১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্যে তাঁর জন্য হোম কর। দেবতাদের মধ্যে যম যেন বহুকাল বেঁচে থাকবার জন্য আমাদের দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করেন। ১৫। যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্বকালের ঋষি আমাদের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করে ধর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের নমস্কার করি। ১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পেয়ে থাকেন, তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

টীকা ঃ ১। পরকালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ পেয়েছি, নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে একটি বর্ণনাও পেয়েছি। এ সূক্তেও সেই পরকালিক সুখের বর্ণনা আছে, সে সুখবিধানকর্তা যমের কথা আছে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উচ্চার্য মন্ত্রগুলিও আছে। ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নয়, ঋগ্বেদের যম পুণ্যকর্মের পুরস্কারবিধাতা। ২। ৩ হতে ৬ ঋক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষ-গণ দেবগণের সঙ্গে স্বর্গবাস করেন এবং দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞের ভাগী এরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদ রচনাকালে প্রচলিত ছিল। ৩। ৭ হতে ১০ ঋকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, যে ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। তথাপি যমের কুক্কুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ তা ১০ হতে ১২ ঋকে প্রকাশ।

১৫ সূক্ত ॥ পিতৃলোক দেবতা (১)। শঙ্খ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবন্তু পিতরো হবেষু ॥ ১
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২
আহং পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩
বর্হিষদঃ পিতর উত্য র্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্।
ত আ গতাবসা শন্তমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু ।
ত আ গমন্তু ত ইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্ ॥ ৫
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে ।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায় ।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৭
যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোঽবনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ ।
আগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ১০
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন ॥ ১১
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী ।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি ॥ ১২
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম ।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব ॥ ১৩
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে ।
তেভি স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যারা হিংসাধর্মবিহীন হয়ে আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের প্রাণরক্ষা করতে এসেছেন তাঁরা যজ্ঞের সময় আমাদের রক্ষা করুন। ২। যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হয়েছেন, যাঁরা পৃথিবীলোকে আছেন অথবা যাঁরা ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁদের সকলকে অদ্য এ নমস্কার করলাম। ৩। পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাদের পেয়েছি, এ যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পেয়েছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন করে হব্যের সাথে সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁরা সকলে এসেছেন। ৪। হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ! এক্ষণে আমাদের আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, ভোগ কর। এক্ষণে এস, আমাদের রক্ষা কর ও আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদের কল্যাণভাগী, অকল্যাণবর্জিত ও পাপরহিত কর। ৫। কুশের উপর এ সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হয়েছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করবার জন্য আহূত হয়েছেন। তাঁরা আগমন করুন, আমাদের মন্ত্রপাঠ শুনুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদের রক্ষা করুন। ৬। হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হয়ে উপবেশনপূর্বক এ যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদের সম্ভব, কিন্তু সে নিমিত্ত যেন আমাদের হিংসা করো না। ৭। এ সকল লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখার নিকটে বসে দাতালোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ! তার পুত্রদের ধন দান কর, তাদের এ যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর। ৮। সোমপানকারী পূর্বতন পিতৃলোক বসিষ্ঠগণ যথানিয়মে সোমযজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরাও হোমের দ্রব্য

কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁদের সাথে একত্রে সুখী হয়ে যথা ইচ্ছা এ সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন। ৯। হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করতে জানতেন এবং বিবিধ ঋক রচনাপূর্বক স্তব প্রস্তুত করতেন, সুতরাং যাঁরা নিজ সৎকর্মপ্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যদি তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে থাকেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের নিকট এস, তাঁরা বিশেষ পরিচিত, তাঁরা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁরাই পিতৃলোক, তাঁদের জন্য এ সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রয়েছে। ১০। যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ করেন; হে অগ্নি! সে সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদের সাথে এস (২)। ১১। হে অগ্নিস্বত্ত পিতৃগণ! তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছ, এ স্থানে এস, এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তা গ্রহণ করে আমাদের ধন দাও এবং পুত্রপৌত্রাদি দাও। ১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হয়েছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত করে দেবতাদের নিকট বহন করেছ। তুমি পিতৃলোকদের তা দিয়েছ। তাঁরা 'স্বধা' 'স্বধা' এ শব্দ উচ্চারণপূর্বক ভোজন করুন। হে দেব! এ সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর। ১৩। এ স্থানে যে সকল পিতৃলোক এসেছেন, কিংবা যাঁরা আসেন নি, যাঁদের আমরা জানি, কিংবা যাঁদের আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান, তাঁরা কে কে। হে পিতৃলোকগণ! 'স্বধা' এ শব্দ উচ্চারণপূর্বক এ সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর। ১৪। হে স্বপ্রকাশ অগ্নি! (৩) যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছেন, কিংবা যাঁরা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ (৪) হন নি, যাঁরা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হয়ে আমোদ করে থাকেন, তাঁদের হয়ে তুমি আমাদের এ সজীব দেহকে তোমার ও তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত কর।

টীকাঃ ১। এ পিতৃলোক সম্বন্ধে সূক্তটি বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোক দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত সাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এ সূক্তে লক্ষিত হয়। ২। পূর্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্বর্গধামে গিয়ে দেবগণের সাথে একরথে আরোহণ করেন, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করেন। ৩। মূলে 'স্বরাট' শব্দ আছে। অর্থ 'স্বপ্রকাশ অগ্নি।' কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু, যজু, ১৯।৬০) এর অর্থ যম করেছেন এবং পণ্ডিতবর রোথও সে অর্থ গ্রহণ করেছেন। ৪। অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তা এতদ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ১১ ঋকে যে 'অগ্নি সত্ত্ব শব্দ আছে সায়ণ তার অর্থও অগ্নিদগ্ধ করেছেন।

১৬ সূক্ত (১)॥ অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ॥ ১
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি॥ ২
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ॥ ৩
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্॥ ৪

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ৫
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥ ৬
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যৎ পর্যঙ্খয়াতে ॥ ৭
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥ ৮
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৯
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎ পরমে সধস্থে ॥ ১০
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ॥ ১১
উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে ॥ ১২
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংব্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ॥ ১৩
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ॥ ১৪

অনুবাদ : ১। হে অগ্নি! এ মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করো না (২), একে ক্লেশ দিও না, এর চর্ম বা এর শরীর ছিন্ন ভিন্ন করো না। হে জাতবেদা! যখন এর শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয় তখনই এঁকে পিতৃলোকদের নিকট পাঠিয়ে দাও। ২। হে অগ্নি! যখন এর শরীর উত্তমরূপে পক্ক করবে, তখনই পিতৃলোকদের নিকট এঁকে দেবে। যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হবেন, তখন দেবতাদের বশতাপন্ন হবেন। ৩। হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে গেলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে গিয়ে অবস্থিতি করুক। ৪। এ মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার তোমার শিখা, সে অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাদের দ্বারা এ মৃতব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদের ভুবনে বহন করে নিয়ে যাও (৩)। ৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হয়ে যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করে আসছে, সে মৃতকে পিতৃলোকদের নিকট প্রেরণ কর। এর যা অবশিষ্ট আছে, তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হোক। হে জাতবেদা! সে পুনর্বার শরীর লাভ করুক। ৬। হে মৃত! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়েছে কিংবা পিপীলিকা বা সর্প বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়েছে, এ সর্বভক্ষণকারী অগ্নি তা নীরোগ করুন, আর সোম, যিনি স্তে.তাদের শরীরে প্রবেশ করেছেন, তিনিও তা নীরোগ করুন। ৭। হে মৃত! তুমি গোচর্মের সাথে অগ্নি শিখা-স্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তা হলে এ

যে দুর্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্বক ও অহঙ্কারের সাথে তোমাকে দগ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যাপ্ত হতে পারবেন না। ৮। হে অগ্নি! এ চমসকে বিচলিত করো না, এ সোমপানকারী দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে। এ যে দেবতাদের পান করবার জন্য চমস রয়েছে এ দর্শন করে মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হন। ৯। মাংস ভোজনকারী এ অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি। এ অশুদ্ধবস্তু বহন করছে, যম যাদের রাজা এ অগ্নি তাদের নিকট গমন করুক। আর এ স্থানেই আর এক অগ্নি রয়েছেন, ইনিই বিবেচনা-পূর্বক দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন। ১০। এ যে মাংস ভোজনকারী অগ্নি অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমাদের গৃহে প্রবেশ করেছে, তাকে আমি অপসারিত করি। আর এ দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দেবার জন্য গ্রহণ করছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ নিয়ে গমন করুন। ১১। যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদের এবং পিতৃলোকদের আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদের ও পিতৃলোকদের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করে দেন। ১২। হে অগ্নি! যত্নপূর্বক তোমাকে সংস্থাপন করছি, যত্নপূর্বক তোমাকে প্রজ্বলিত করছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদের নিকট তুমি যত্নপূর্বক হোমের দ্রব্য তাঁরা ভোজন করবেন বলে বহন কর। ১৩। হে অগ্নি! তুমি যাকে দাহ করলে, পুনর্বার তাকে নির্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এ স্থানে উপস্থিত হোক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্বা এ স্থানে উৎপন্ন হোক। ১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাতে সন্তুষ্ট হয়, সে বৃষ্টি আন আর এ অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।

টীকা : ১। এ সূক্তটিও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা এতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এ সূক্তেরও কয়েকটি ঋক উচ্চার্য ২। অগ্নি-দাহপ্রথা প্রচলিত ছিল তা এর দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ৩। মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজ্জে যায় কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এরূপ বিশ্বাস ৩ ও ৪ ঋক হতে প্রতীয়মান হয়।

১৭ সূক্ত ॥ সরণ্যু, পূষা, সরস্বতী, জল ও সোম দেবতা। দেবশ্রবা ঋষি।
ত্রিষ্টুপ, বৃহতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥ ১
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ ॥ ২
পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরি দদৎপিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ ॥ ৩
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরি পাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥ ৪
পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছৎ পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫
প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥ ৬

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥ ৭
সরস্বতি যা সরথং যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী।
আসদ্যাস্মিন্বর্হিষি মাদয়স্বানমীবা ইষ আ ধেহ্যস্মে ॥ ৮
সরস্বতীং যাং পিতরো হবন্তে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজমানেষু ধেহি ॥ ৯
আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ॥ ১০
দ্রপ্সশ্চস্কন্দ প্রথমাঁ অনু দ্যূনিমং চ যোনিমনু যশ্চ পূর্বঃ।
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তং দ্রপ্সং জুহোম্যনু সপ্ত হোত্রাঃ ॥ ১১
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্দতি যস্তে অংশুর্বাহুচ্যুতো ধিষণায়া উপস্থাৎ।
অধ্বর্যোর্বা পরি বা যঃ পবিত্রাত্তং তে জুহোমি মনসা বষট্কৃতম্ ॥ ১২
যস্তে দ্রপ্সঃ স্কন্নো যস্তে অংশুরবশ্চ যঃ পরঃ স্রুচা।
অয়ং দেবো বৃহস্পতিঃ সং তং সিঞ্চতু রাধসে ॥ ১৩
পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ।
অপাং পয়স্বদিৎ পয়স্তেন মা সহ শুন্ধত ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যা সরণ্যুর বিবাহ দিচ্ছেন, এ উপলক্ষে বিশ্বসংসার এসে উপস্থিত হল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হলেন তখন মহান বিবস্বানের জায়া অদর্শন হলেন। ২। সে মৃত্যুরহিত সরণ্যুকে মনুষ্যদের নিকট গোপন করা হল, তার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করে বিবস্বানকে দেওয়া হল, তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করলেন এবং সরণ্যু যমজ দুটি সন্তানকে ত্যাগ করলেন (১)। ৩। পূষাদেব যিনি জ্ঞানী, যার পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্তা, তিনি তোমাকে এ স্থান হতে উত্তম স্থানে নিয়ে যান। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধন দানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদের নিকট নিয়ে সমর্পণ করুন। ৪। বিশ্ব-সংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সে পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার যাবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন, যে স্থানে পুণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাঁরা গিয়েছেন, সে দেব সবিতা তোমাকে সে স্থানে রেখে দিন। ৫। পূষাদেব এ সমস্ত দিকই জানেন, তিনি যেন আমাদের সে পথ দিয়ে নিয়ে যান, যে পথে কিছু ভয় নেই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁর মূর্তি আলোক বেষ্টিত, তাঁর সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদের জানেন, তিনি সাবধান হয়ে আমাদের সম্মুখে আসুন। ৬। সে পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তাঁর যে দুই প্রেয়সী অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী আছে যারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝে তাদের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন। ৭। যারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করছে, যখন দেবতার যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করল। সে সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন। ৮। হে সরস্বতী! তুমি পিতৃলোকদের সাথে একরথে গমন কর, তুমি তাঁদের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস, এ যজ্ঞে আহ্লাদ কর, আমাদের আরোগ্য ও অন্ন দান কর। ৯। হে সরস্বতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে এসে যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করে তোমাকে আহ্বান করছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করে

দাও। ১০। জলগণ আমাদের জননীস্বরূপ, আমাদের শোধন করুন, এঁরা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবহমান হচ্ছেন, সে ঘৃতের দ্বারা আমাদের মলাপনয়ন করুন। এ দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বয়ে নিয়ে যান। এদের মধ্য হতে আমি শুচি ও পবিত্র হয়ে আসছি। ১১। দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁস) হতে ক্ষরিত হলেন এ স্থানে আর এর পূর্বতন স্থানে অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হলেন। আমরা সাতজন হোমকর্তা তুল্যরূপে আধার মধ্যে বিহারকারী সে দ্রবাত্মক সোমকে হোম করছি। ১২। হে সোম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হচ্ছে অথবা তোমার যে অংশু (আঁস) পুরোহিতের হস্ত হতে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হয়েছে কিংবা যা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হয়েছে, সে সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কার-পূর্বক হোম করছি। ১৩। তোমার যে রস বার হয়েছে আর তোমার যে অংশু স্রুকনামক পাত্রের নিম্নে পতিত হয়েছে, এ দেব বৃহস্পতি তা সেচন করুন, তাতে আমাদের ধন লাভ হবে। ১৪। উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ এ সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন কর।

টীকা ঃ ১। এ দুটি প্রসিদ্ধ ঋকে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হয়েছে। যতদূর বুঝা যায়, এর অর্থ এই যে সরণ্যু অর্থাৎ ঊষা, বিবস্বান অর্থাৎ আকাশকে আলিঙ্গন করলেন এবং অশ্বিদ্বয় অর্থাৎ প্রভাতকে জন্মদান করে অদৃশ্য হলেন। অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে ১।৩।১ ঋকের টীকা দেখুন এবং যম সম্বন্ধে ১।৩৫।৬ ঋকের টীকা দেখুন। গ্রীক দেবী Grynis বেদের সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র এবং সরণ্যু যেরূপ অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়েছিলেন, গ্রীক দেবী Grynis সেরূপ Areion এবং Depoina নামক যমজকে জন্ম দিয়েছিলেন।

১৮ সূক্ত ॥ মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার এরা দেবতা। সংকুসুক ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, প্রাস্তারপংক্তি, জগতী, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্তে স্ব ইতরো দেবয়ানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্তো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্
শতং জীবন্তু শরদঃ পুরূচীরন্তর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪
যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথ ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ুংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ৫
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বম্ যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭
উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ৮
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম ॥ ৯
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ ১০

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি ॥ ১১
উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র ॥ ১২
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষম্।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ন্তু তেঽত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু ॥ ১৩
প্রতীচীনে মামহনীষ্বাঃ পর্ণমিবা দধঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ　১। হে মৃত্যু ! তুমি আর এক পথে ফিরে যাও, দেবলোকে যাবার যে পথ, তা ত্যাগ করে অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষু আছে, তুমি শুনতে পাও, সে নিমিত্ত তোমাকে বলছি। আমাদের সন্তানসন্ততি বা লোকজনকে হিংসা করো না। ২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছেড়ে যাও, তা হলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হবে, তোমাদের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরিপূর্ণ হবে ; তোমরা শুদ্ধ পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও। ৩। এ সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, এরা মৃতদের নিকট প্রত্যাগমন করেছে, আমাদের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হয়েছে। আমরা প্রকৃষ্টরূপে নৃত্য ও হাস্য করতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছি। ৪। যারা জীবত আছে, তাদের চারদিকে এ বেষ্টন দিচ্ছে, এতে মৃত্যুক রোধ করা হবে। এদের মধ্যে আর কেউ যেন এ অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। এরা শত বৎসর জীবত থাকুক। মৃত্যু যেন এ পর্বতের দ্বারা রুদ্ধ হয়ে নিকটে না আসতে পারে। ৫। যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলে যায়, যেমন যে শেষে এসেছে, সে অগ্রে মরে না। হে বিধাতঃ ! এদের আয়ু এরূপ কর। ৬। তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর। জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হয়ে কর্মকার্য সম্পন্ন কর। এ স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদের সাথে একত্র হয়ে তোমাদের দীর্ঘ আয়ু করে দিচ্ছেন, তা হলেই তোমরা জীবত থাকবে। ৭। এ সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে, মনোমত পতি লাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন। এ সকল বধূ অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন (১)। ৮। হে নারি ! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হয়েছে (২)। ৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হতে ধনু গ্রহণ করলাম, এতে আমাদের তেজ ও বল লাভ হবে। হে মৃত ! তুমি এ স্থানেই অর্থাৎ শশ্মানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সাথে একত্র হয়ে যাবতীয় আস্পর্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করতে পারি। ১০। হে মৃত ! এ জননী-স্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্বব্যাপিনী, এঁর আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করেছ, ইনি যেন নিঋতি হতে তোমাকে রক্ষা করেন। ১১। হে পৃথিবি ! তুমি এ মৃতকে উন্নত করে রাখ, এঁকে পীড়া দিও না। এঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন তদ্রূপ তুমি একে আচ্ছাদন কর। ১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হয়ে উত্তমরূপে অবস্থিত করুন। সহস্রধূলি এ

মৃত্তের উপর অবস্থিতি করুক। তারা এর পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হোক, প্রতিদিন এ স্থানে তারা এর আশ্রয় স্থানস্বরূপ হোক (৩)। ১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রাখছি, তোমার উপরে এ একটি লোষ্ট্র অর্পণ করছি, তাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকে নষ্ট করতে পারবে না। এ স্থূনা অর্থাৎ খুটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এ স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করে দিন। ১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ বক্রভাবে সংস্থাপন করে সেরূপ আমি এ বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করে রাখলাম।

টীকা ঃ ১। এ ঋকের শেষে এ শব্দগুলি আছে, 'আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।' শেষ শব্দটির একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করে আধুনিক পণ্ডিতগণ সতীদাহ প্রথা সসম্মত, এরূপ বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের ভ্রম এখন সংশোধিত হয়েছে। ২। এ মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য, সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না তা এ ঋকে প্রমাণ হচ্ছে। ৩। সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এ তিন ঋকের তাৎপর্য এ যে যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ করে তার অস্থি সঞ্চয় করা হয় তখন ঐ ঋক কয়েকটি পাঠ করা হয়, কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নেই। ঋকগুলি পাঠ করলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হত।

১৯ সূক্ত ॥ গাভী, অগ্নি ও সোম দেবতা। মথিত ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

নি বর্তধ্বং মানু গাতাস্মান্ত্সিষক্ত রেবতীঃ।
অগ্নীষোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তং রয়িম্ ॥ ১
পুনরেনা নি বর্তয় পুনরেনা ন্যা কুরু।
ইন্দ্র এণা নি যচ্ছত্বগ্নিরেনা উপাজতু ॥ ২
পুনরেতা নি বর্তন্তামস্মিন্ পুষ্যন্তু গোপতৌ।
ইহৈবাগ্নে নি ধারয়েহ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ৩
যন্নিয়ানং ন্যয়নং সংজ্ঞানং যৎ পরায়ণম্।
আবর্তনং নিবর্তনং যো গোপা অপি তং হুবে ॥ ৪
য উদানড্ব্যয়নং য উদানট্পরায়ণম্।
আবর্তনং নিবর্তনমপি গোপা নি বর্ততাম্ ॥ ৫
আ নিবর্ত নি বর্তয় পুনর্ন ইন্দ্র গা দেহি। জীবাভির্ভুনজামহৈ ॥ ৬
পরি বো বিশ্বতো দধ ঊর্জা ঘৃতেন পয়সা।
যে দেবাঃ কে চ যজ্ঞিয়াস্তে রয্যা সং সৃজন্তু নঃ ॥ ৭
আ নিবর্তন বর্তয় নি নিবর্তন বর্তয়।
ভূম্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশস্তাভ্য এনা নি বর্তয় ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে গাভীগণ! তোমরা ফিরে যাও, আমাদের পশ্চাৎ এস না। হে বহুমূল্য গাভীগণ। আমাদের দুগ্ধ দান করা হয়েছে। বার বার ধন দানকর্তা অগ্নি ও সোম আমাদের যেন ধন দান করেন। ২। আবার এ গাভীদের ফিরিয়ে দাও, আবার এ গাভীদের নিয়ে এস। ইন্দ্র যেন এদের রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়িয়ে নিয়ে আসেন। ৩। আবার এরা ফিরে আসুক ও এ গাভীগণের প্রভুর নিকটে গিয়ে বর্ধিষ্ণু হোক। হে অগ্নি! এ গাভীদের এ স্থানেই রক্ষা কর, এরা ধনস্বরূপ, এ স্থানেই এরা থাকুক। ৪। যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁকে আমি

আহ্বান করছি, তিনি এ গাভীদের বাহির করে নিয়ে যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনে চিনে নিন, বাটীতে ফিরিয়ে আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দিকে বিচরণ করিয়ে দিন। ৫। যে রাখাল চতুর্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরিয়ে আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরে আসে। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি ফিরে এস, গাভীগণকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীদের দুগ্ধাদি ভোগ করতে পাই। ৭। হে দেবতাবর্গ! প্রচুর অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদের সর্বদা নিবেদন করে দিয়ে থাকি। অতএব, যে কেউ যজ্ঞভাগ-গ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁরা আমাদের ধন দান করুন। ৮। হে নিবর্তন! অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ! গাভীগণকে চতুর্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরিয়ে নিয়ে এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারদিকে বিচরণ করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে গাভীচারণের কথা আছে।

২০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিমদ অথবা বসুকৃৎ ঋষি। একপদা, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বিরাট্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ১
অগ্নিমীলে ভুজাং যবিষ্ঠং শাসা মিত্রং দুর্ধরীতুম্।
যস্য ধর্মন্ত্স্বরেনীঃ সপর্যন্তি মাতুরূধঃ ॥ ২
যমাসা কৃপনীলং ভাসাকেতুং বর্ধয়ন্তি। ভ্রাজতে শ্রেণিদন্ ॥ ৩
অর্যো বিশাং গাতুরেতি প্র যদানড্ দিবো অন্তান্। কবিরভ্রং দীদ্যানঃ ॥ ৪
জুষদ্ধব্যা মানুষস্যোর্ধ্বস্তস্থাবৃভ্বা যজ্ঞে। মিন্বন্ত্সদ্ম পুর এতি ॥ ৫
স হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ শ্রুষ্টীদস্য গাতুরেতি। অগ্নিং দেবা বাশীমন্তম্ ॥ ৬
যজ্ঞাসাহং দুব ইষেঽগ্নিং পূর্বস্য শেবস্য। অদ্রেঃ সূনুমায়ুমাহুঃ ॥ ৭
নরো যে কে চাস্মদা বিশ্বেত্তে বাম আ স্যুঃ। অগ্নিং হবিষা বর্ধন্তঃ ॥ ৮
কৃষ্ণঃ শ্বেতোঽরুষো যামো অস্য ব্রধ্ন ঋজ্র উত শোণো যশস্বান্।
হিরণ্যরূপং জনিতা জজান ॥ ৯
এবা তে অগ্নে বিমদো মনীষামূর্জো নপাদমৃতেভিঃ সজোষাঃ।
গির আ বক্ষৎসুমতীরিয়ান ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের মন যাতে উত্তমরূপে স্তব করতে উন্মুখ হয় তা কর। ২। অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতি ভোজনকারী দেবতাদের সর্বকনিষ্ঠ, তাঁর যৌবনের অন্ত নেই, তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনি সৎকর্ম উপদেশ দেবার বন্ধু। যেমন গোবৎসেরা গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় করে প্রাণ ধারণ করে। স্বর্গবাসী এ সমস্ত দেবতা তাঁর ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করে আছেন। ৩। তিনি পুণ্যকর্মসমূহের আধারস্বরূপ, তাঁর দীপ্তিই তাঁর ধ্বজা, স্তবকর্তারা তাঁকে সংবর্ধনা করছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভিলষিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাচ্ছেন। ৪। তিনি লোকদের আশ্রয়স্থল, তিনিই পথস্বরূপ, তিনি প্রজ্বলিত হয়ে আকাশের শেষ সীমা পর্যন্ত ও মেঘপর্যন্ত বিস্তারিত হলেন, তাঁর কার্য কি অদ্ভুত! ৫। তিনি মানুষের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ড-মূর্তি ধারণ করে ঊর্ধ্ব-বিস্তারিত হয়ে উঠলেন। তিনি গৃহ মাপতে মাপতে সম্মুখে আসছেন। ৬। সে অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁর পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সে শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতারা আসছেন। ৭। তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করতে সমর্থ, পরম সুখ লাভের জন্য তাঁর সেবা করতে

ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে বলে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার। ৮। আমাদের চারপাশে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন যাঁরা আহুতিদ্বারা অগ্নির সংবর্ধনা করে থাকেন, তাঁরা যেন সর্বপ্রকার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হন। ৯। এ অগ্নির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তা কৃষ্ণবর্ণ শুভ্রবর্ণ সরলভাবে গমন করে, তা রক্তবর্ণও বটে, তা বহুমূল্য। বিধাতা তা সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল করে নির্মাণ করেছেন। ১০। হে অগ্নি! তুমি বলের পৌত্র, তুমি অক্ষয় ধনে পরিবেষ্টিত, বিমদ নামে ঋষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপূর্বক তোমার এ স্তুতিবাক্য সকল বললেন। তুমি এ সকল উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হয়ে ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও সকল বস্তু বিতরণ কর।

২১ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। আস্তারপংক্তি ছন্দ।

আগ্নিং ন স্ববৃক্তিভির্হোতারং ত্বা বৃণীমহে।
যজ্ঞায় স্তীর্ণবর্হিষে বি বো মদে শীরং পাবকশোচিষং বিবক্ষসে ॥ ১
ত্বামু তে স্বাভুবঃ শুম্ভন্ত্যশ্বরাধসঃ।
বেতি ত্বামুপসেচনী বি বো মদ ঋজীতিরগ্ন আহুতির্বিবক্ষসে ॥ ২
ত্বে ধর্মাণ আসতে জুহূভিঃ সিঞ্চতীরিব।
কৃষ্ণা রূপাণ্যর্জুনা বি বো মদে বিশ্বা অধি শ্রিয়ো ধিষে বিবক্ষসে ॥ ৩
যমগ্নে মন্যসে রয়িং সহসাবন্নমর্ত্য।
তমা নো বাজসাতয়ে বি বো মদে যজ্ঞেষু চিত্রমা ভরা বিবক্ষসে ॥ ৪
অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য কাম্যো বিবক্ষসে ॥ ৫
ত্বাং যজ্ঞেষ্বীলতেঽগ্নে প্রযত্যধ্বরে।
ত্বং বসূনি কাম্যা বি বো মদে বিশ্বা দধাসি দাশুষে বিবক্ষসে ॥ ৬
ত্বাং যজ্ঞেষ্বৃত্বিজং চারুমগ্নে নি ষেদিরে।
ঘৃতপ্রতীকং মনুষো বি বো মদে শুক্রং চেতিষ্ঠমক্ষভির্বিবক্ষসে ॥ ৭
অগ্নে শুক্রেণ শোচিষোরু প্রথয়সে বৃহৎ।
অভিক্রন্দন্বৃষায়সে বি বো মদে গর্ভং দধাসি জামিষু বিবক্ষসে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের আহ্বানকর্তা, স্বরচিত এ সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হয়েছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর। ২। হে অগ্নি! যারা তোমাকে সুশোভিত করে, তারা বর্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এ সরলগামী রসসেককারী আহুতি তোমাতে যাচ্ছে। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৩। যজ্ঞকর্তারা আহুতি-পূর্ণ পাত্র নিয়ে যেন তোমাকে আদ্র করে দেবেন, এরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করেছেন। তুমি কখন কৃষ্ণ, কখন শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করছ। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৪। হে বলশালিন! হে অমর! যে প্রকার ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সে সমস্ত বিবিধ প্রকার ধন এনে দাও, তা হলে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করব। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৫। অথর্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করেছেন, এ অগ্নি সর্বপ্রকার যজ্ঞকার্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হয়ে দেবতাদের সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৬। যজ্ঞের সময় হোমকার্য আরম্ভ

হলে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতাব্যক্তিকে সর্বপ্রকার অভিলষিত ধন বিতরণ কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৭। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে যজ্ঞের সময় পুরোহিত করে স্থাপন করে কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের ন্যায় চিক্কণ, তুমি শিখাদ্বারা সকলই জানতে পার, তোমার মূর্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৮। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাসহকারে প্রকাণ্ডমূর্তি ধারণ কর। তুমি বৃষের ন্যায় শব্দ করতে থাক, তুমি ভগিনীর গর্ভে রস সেক কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাচ্ছ (১)।

টীকা : ১। উদ্ভিজ্জগণ অগ্নির ভগিনী, অগ্নি তাদের গর্ভে বৃষ্টিরূপ রস সেক করেন। সায়ণ।

২২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিমদ ঋষি। বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কুহ শ্রুত ইন্দ্রঃ কস্মিন্নদ্য জনে মিত্রো ন শ্রূয়তে।
ঋষীণাং বা যঃ ক্ষয়ে গুহা বা চর্কৃষে গিরা ॥ ১
ইহ শ্রুত ইন্দ্রো অস্মে অদ্য স্তবে বজ্র্যৃচীষমঃ।
মিত্রো ন যো জনেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা ॥ ২
মহো যস্পতিঃ শবসো অসাম্যা মহো নৃম্ণস্য তূতুজিঃ।
ভর্তা বজ্রস্য ধৃষ্ণোঃ পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩
যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ।
স্যন্তা পথা বিরুক্মতা সৃজানঃ স্তোষ্যধ্বনঃ ॥ ৪
ত্বং ত্যা চিদ্বাতস্যাশ্বাগা ঋজ্রা ত্মনা বহধ্যৈ।
যয়োর্দেবো ন মর্ত্যো যন্তা নকির্বিদায্যঃ ॥ ৫
অধ গ্মন্তোশনা পৃচ্ছতে বাং কদর্থা ন আ গৃহম্।
আ জগ্মথুঃ পরাকাদ্দিবশ্চ গ্মশ্চ মর্ত্যম্ ॥ ৬
আ ন ইন্দ্র পৃক্ষসেঽস্মাকং ব্রহ্মোদ্যতম্।
তত্ত্বা যাচামহেঽবঃ শুষ্ণং যদ্ধন্নমানুষম্ ॥ ৭
অকর্মা দস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্বধর্দাসস্য দম্ভয় ॥ ৮
ত্বং ন ইন্দ্র শূর শূরৈরুত ত্বোতাসো বর্হণা।
পুরুত্রা তে বি পূর্তয়ো নবন্ত ক্ষোণয়ো যথা ॥ ৯
ত্বং তান্বৃত্রহত্যে চোদয়ো নৄন্কার্পাণে শূর বজ্রিবঃ।
গুহা যদী কবীনাং বিশাং নক্ষত্রশবসাম্ ॥ ১০
মক্ষূ তা ত ইন্দ্র দানাপ্নস আক্ষাণে শূর বজ্রিবঃ।
যদ্ধ শুষ্ণস্য দম্ভয়ো জাতং বিশ্বং সযাবভিঃ ॥ ১১
মাকুধ্র্যগিন্দ্র শূর বস্বীরস্মে ভূবন্নভিষ্টয়ঃ।
বয়ং বয়ং ত আসাং সুম্নে স্যাম বজ্রিবঃ ॥ ১২
অস্মে তা ত ইন্দ্র সন্তু সত্যাহিংসন্তীরুপস্পৃশঃ।
বিদ্যাম যাসাং ভুজো ধেনূনাং ন বজ্রিবঃ ॥ ১৩
অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরি প্রদক্ষিণিদ্বিশ্বায়বে নি শিশ্নথঃ ॥ ১৪
পিবাপিবেদিন্দ্র শূর সোমং মা রিষণ্যো বসবান বসুঃ সন্।
উত ত্রায়স্ব গৃণতো মঘোনো মহশ্চ রায়ো রেবতস্কৃধী নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। আজ ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুনা গেল ? আজ তিনি কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হয়েছেন, শুনা গেল ? তিনি কি ঋষিদের ভবনে, অথবা কোন নিভৃতস্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন ? ২। ইন্দ্র অদ্য এ স্থানে আসছেন, শুনা যাচ্ছে। সে বজ্রধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করছি। তিনি ভক্তদের বন্ধুর ন্যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করে দেন। ৩। সে ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী, তাঁর তুলনা নেই, তিনি প্রচুর ধন দিয়ে থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেরূপ আমাদের রক্ষা করবার নিমিত্ত তিনি দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন। ৪। হে বজ্রধারী দেব ! বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা করে উজ্জ্বলপথে সে দুই ঘোটককে প্রেরণ করতে থাক, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি কর অর্থাৎ দেখিয়ে দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয়। ৫। সে দুই অশ্বের চালনা করতে পটু, এমন কোন দেবতা বা মনুষ্য নেই। তুমি নিজেই সে বায়ুতুল্য বেগশালী দুই ঘোটককে চালিয়ে দিয়ে আমাদের নিকট এসে থাক। ৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এখন বিদায় নিচ্ছ, উশনা তোমাদের বিদায়ের সম্ভাষণ করছেন। তোমরা সে দূরস্থিত স্বর্গধাম হতে মনুষ্যের নিকট এসেছ এবং আসবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করেছ, তাতে তোমাদের নিজের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, কেবল আমাদের অনুগ্রহের জন্যই এসেছ। ৭। হে ইন্দ্র ! আমরা এ যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করেছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং এরূপ বল প্রার্থনা করি, যা দিয়ে অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করতে পারি। ৮। আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানেনা, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী ! তাদের নিধন কর। সে দাসজাতিকে হিংসা কর (১)। ৯। হে শূর ইন্দ্র ! তুমি শূরদের সঙ্গে আমাদের রক্ষা কর। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে আমরা যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ সেবকেরা প্রভুকে বেষ্টন করে, সেরূপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই। ১০। হে বজ্রধারী ! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাদের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন তখন তুমি বৃত্রকে বধ করবার জন্য তরবারিদ্বারা যুদ্ধ করতে, সে সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলে। ১১। হে বজ্রধারী ইন্দ্র। দান করাই তোমার কর্ম। যুদ্ধস্থলে অতিশীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগামী লোকদের সঙ্গে শুষ্ণের বংশ সকল ধ্বংস করেছ। ১২। হে শূর ইন্দ্র ! আমাদের এ সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী ! আমাদের পক্ষে সে সকল বাসনা যেন ফলবতী হয়ে সুখকারী হয়। ১৩। তোমার অনুগ্রহ যেন আমাদের পক্ষে সফল হয়, যেন আমাদের হিংসা না হয়, যেরূপ গাভীর দুগ্ধাদি লোকে ভোগ করে সেরূপ আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি। ১৪। দেবতাদের ক্রিয়াদ্বারা এ পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হয়ে চতুর্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। সে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চতুর্দিকে গমন করে তুমি শুষ্ণ নামক অসুরকে হিংসা করেছ। ১৫। হে শূর ইন্দ্র। সোমরস পান কর, পান কর। তুমি ধনবান, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদের হিংসা করো না। যজ্ঞকর্তা, স্তবকর্তা ব্যক্তিদের রক্ষা কর। আমাদের প্রচুর ধনে ধনী কর।

টীকা ঃ ১। অনার্য বর্ব্বর জাতিদের স্পষ্ট উল্লেখ। তাদের অকর্মা অমন্তুঃ অন্যব্রতঃ অমানুষঃ বলা হয়েছে।

২৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিস্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যজামহ ইন্দ্রং বজ্রদক্ষিণং হরীণাং রথ্যং ব্রিবতানাম্।
প্র শ্মশ্রু দোধুবদূর্ধ্বথা ভূদ্বি সেনাভির্দয়মানো বি রাধসা ॥ ১
হরী ন্বস্য যা বনে বিদে বস্বিন্দ্রো মঘৈর্মঘবা বৃত্রহা ভুবৎ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষাঃ পত্যতে শবোহব ক্ষৌমি দাসস্য নাম চিৎ ॥ ২
যদা বজ্রং হিরণ্যমিদথা রথং হরী যমস্য বহতো বি সূরিভিঃ।
আ তিষ্ঠতি মঘবা সনশ্রুত ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতিঃ ॥ ৩
সো চিন্নু বৃষ্টির্যূথ্যাস্বা সচাঁ ইন্দ্রঃ শ্মশ্রূণি হরিতাভি প্রুষ্ণুতে।
অব বেতি সুক্ষয়ং সুতে মধূদিদ্ধূনোতি বাতো যথা বনম্ ॥ ৪
যো বাচা বিবাচো মৃধ্রবাচঃ পুরূ সহস্রাশিবা জঘান।
তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসি পিতেব যস্তবিষীং বাবৃধে শবঃ ॥ ৫
স্তোমং ত ইন্দ্র বিমদা অজীজনন্নপূর্ব্যং পুরুতমং সুদানবে।
বিদ্মা হ্যস্য ভোজনমিনস্য যদা পশুং ন গোপাঃ করামহে ॥ ৬
মাকির্ন এনা সখ্যা বি যৌষুস্তব চেন্দ্র বিমদস্য চ ঋষেঃ।
বিদ্মা হি তে প্রমতিং দেব জামিবদস্মে তে সন্তু সখ্যা শিবানি ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যে ইন্দ্র বিবিধকর্মপটু হরিতবর্ণ ঘোটকদের রথে যোজনা করেন, যাঁর দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে, তাঁকে পূজা করি। তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করে বিস্তর সেনা ও অন্ন নিয়ে বিপক্ষ সংহার করতে ঊর্ধে গেলেন। ২। এ ইন্দ্রের হরিতবর্ণ যে দুই ঘোটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খেয়েছে, ইনি তাদের নিয়ে বিস্তর ধনে ধনবান হয়ে বৃত্রকে নষ্ট করলেন। ইনি প্রকাণ্ডমূর্তি বলবান ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্যন্ত উঠিয়ে দিচ্ছি। ৩। যখন ইন্দ্র সুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন তখন তিনি সে রথে বিদ্বান লোকদের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিতবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান, ইনি সর্বজন বিদিত অন্নরাশির অধিপতি। ৪। যেরূপ বৃষ্টি পশুযূথকে আদ্র করে সেরূপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপনার শ্মশ্রু আদ্র করছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করছেন তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রয়েছে, তা পান করে যেরূপে বায়ু বনকে আন্দোলন করে, আপনার শ্মশ্রুসমূহ সেরূপে সঞ্চালন করছেন। ৫। শত্রুরা নানা বাক্য উচ্চারণ করছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র দ্বারা তাদের নীরব করে শত সহস্র বিপক্ষ সংহার করলেন। পিতা যেরূপ অন্ন দিয়ে পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, সেরূপ তিনি লোকদের বলিষ্ঠ করেন। আমরা সে ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্তন করি। ৬। হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জেনে তোমার উদ্দেশে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করেছেন। এ রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন কি সামগ্রী তা আমরা জানি। যেরূপ গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ দেখিয়ে আপনার নিকটে আনে, সেরূপ আমরাও ইন্দ্রকে আনছি। ৭। হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এ যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হয়েছে, তা যেন শিথিল হয়ে না যায়। হে দেব! ভ্রাতা ও ভগিনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জানি। আমাদের সঙ্গে তোমার কল্যাণকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয়।

২৪ সূক্ত ।। প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিমদ ঋষি। আস্তারপংক্তি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র সোমমিমং পিব মধুমন্তং চমূ সুতম্।
অস্মে রয়িং নি ধারয় বি বো মদে সহস্রিণং পুরূবসো বিবক্ষসে ॥ ১

ত্বাং যজ্ঞেভিরুক্থৈরুপ হব্যেভিরীমহে ।
শচীপতে শচীনাং বি বো মদে শ্রেষ্ঠং নো ধেহি বার্যং বিবক্ষসে ॥ ২
যস্পতির্বার্যাণামসি রধ্রস্য চোদিতা ।
ইন্দ্র স্তোতৄণামবিতা বি বো মদে দ্বিষো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে ॥ ৩
যুবং শক্রা মায়াবিনা সমীচী নিরমন্থতম্ ।
বিমদেন যদীলিতা নাসত্যা নিরমন্থতম্ ॥ ৪
বিশ্বে দেবা অকৃপন্ত সমীচ্যোর্নিষ্পতন্ত্যোঃ ।
নাসত্যাবব্রুবন্দেবাঃ পুনরা বহতাদিতি ॥ ৫
মধুমন্মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়নম্ ।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হয়ে এ সুমধুর সোমরস তোমার নিমিত্ত রয়েছে, পান কর। হে প্রভূতধনশালী! আমাদের সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ। ২। তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীদ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুদ্বারা আরাধনা করছি। তুমি সকল কর্মের প্রভু, সকল কর্ম সফল করে থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদের দাও। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছ। ৩। তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী, তুমি উপাসককে উপাসনাকার্যে প্রেরণ কর। তুমি স্তবকর্তাদের রক্ষাকর্তা, তুমি আমাদের শত্রুর হস্ত হতে এবং পাপ হতে রক্ষা কর। ৪। হে কর্মিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কার্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদের স্তব করলে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে অগ্নিমন্থন করে দিলে তখন দুজনে একত্র হয়েই একত্র অগ্নিমন্থন করে দিয়েছিলে, পৃথক পৃথক নয়। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যখন দু খানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদের হস্তে সঞ্চালিত হয়ে একত্র মিলিত হল এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বার করতে লাগল, তখন সকল দেবতা প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতারা অশ্বিদ্বয়কে বলতে লাগলেন পুনর্বার ঐরূপ কর। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়, আমার পুনরাগমন যেন সেরূপ মধুময় হয় অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে যাই প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাদ্বয়! তোমাদের দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদের সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর।

২৫ সূক্ত ।। সোম দেবতা। বিমদ ঋষি। আস্তারপংক্তি ছন্দ।

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্ ।
অধা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে রণন্ গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥ ১
হৃদিস্পৃশস্ত আসতে বিশ্বেষু সোম ধামসু ।
অধা কামা ইমে মম বি বো মদে বি তিষ্ঠন্তে বসূযবো বিবক্ষসে ॥ ২
উত ব্রতানি সোম তে প্রাহং মিনামি পাক্যা ।
অধা পিতেব সূনবে বি বো মদে মৃলা নো অভি চিদ্বধাদ্বিবক্ষসে ॥ ৩
সমু প্র যন্তি ধীতয়ঃ সর্গাসোঽবতাঁ ইব ।
ক্রতুং নঃ সোম জীবসে বি বো মদে ধারয়া চমসাঁ ইব বিবক্ষসে ॥ ৪
তব ত্যে সোম শক্তিভির্নিকামাসো ব্যৃণ্বিরে ।
গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো বি বো মদে ব্রজং গোমন্তমশ্বিনং বিবক্ষসে ॥ ৫
পশুং নঃ সোম রক্ষসি পুরুত্রা বিষ্ঠিতং জগৎ ।
সমাকৃণোষি জীবসে বি বো মদে বিশ্বা সংপশ্যন্ ভুবনা বিবক্ষসে ॥ ৬

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো গোপা অদাভ্যো ভব।
সেধ রাজন্নপ স্রিধো বি বো মদে মা নো দুঃশংস ঈশতা বিবক্ষসে ॥ ৭
ত্বং নঃ সোম শুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি।
ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বি বো মদে দ্রুহো নঃ পাহ্যংহসা বিবক্ষসে ॥ ৮
ত্বং নো বৃত্রহন্তমেন্দ্রস্যেন্দো শিবঃ সখা।
যৎসীং হবন্তে সমিথে বি বো মদে যুধ্যমানাস্তোকসাতৌ বিবক্ষসে ॥ ৯
অয়ং ঘ স তুরো মদ ইন্দ্রস্য বর্ধত প্রিয়ঃ।
অয়ং কক্ষীবতো মহো বি বো মদে মতিং বিপ্রস্য বর্ধয়দ্বিবক্ষসে ॥ ১০
অয়ং বিপ্রায় দাশুষে বাজাঁ ইয়র্তি গোমতঃ।
অয়ং সপ্তভ্য আ বরং বি বো মদে প্রান্ধং শ্রোণং চ তারিষদ্বিবক্ষসে ॥ ১১

অনুবাদ ঃ　১। হে সোম! আমাদের মনকে এরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রেরণ কর, যেন সে নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয়। যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয় সেরূপ অন্নের প্রতি স্তবকর্তারা যেন রত হয়। বিমদের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি বৃদ্ধি পাচ্ছ (১)। ২। হে সোম! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ করে সকল স্থানে উপবেশন করছেন। আর আমার মনে ধনলাভের জন্য নানা কামনা উদয় হচ্ছে। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৩। হে সোম! আমার এ পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার সকল কার্য পরিমাণ করে দেখছি। যেরূপ পিতা পুত্রের পতি, সেরূপ তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও। বিপক্ষ সংহার করে আমাদের সুখী কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৪। হে সোম! যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করবার জন্য কূপের মধ্যে যায় (২) সেরূপ আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে যাচ্ছে। আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এ যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন কর। যেরূপ বারিপানা-ভিলাষী ব্যক্তি ঘাটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে সেরূপ তুমি ধারণ কর। ৫। বিবিধ ফল লাভের অভিলাষী হয়ে সে সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য করে তোমার পরিতোষ করেছেন, কারণ তুমি মহান, তুমি মেধাবী। অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদের দান কর। ৬। হে সোম! আমাদের পশুদের রক্ষা কর এবং নানা মূর্তিতে অবস্থিত এ বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা কর। তুমি আমাদের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করে জীবনের উপায় আহরণ করে দিয়ে থাক। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৭। হে সোম! তুমি সর্বপ্রকারে আমাদের রক্ষাকর্তা-স্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্ধর্ষ। হে রাজন! শত্রুদের দূর করে দাও। আমাদের নিন্দুক যেন আমাদের কিছুই না করতে পারে। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৮। হে সোম! তোমার কার্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদের অন্ন আহরণ করে দেবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ ভূমি দান করবার লোক কেউ নেই। অনিষ্টকারী লোকের হাত হতে আমাদের রক্ষা কর এবং পাপ হতে ত্রাণ কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদের সন্তানদের সে যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দিক হতে আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করতে থাকে তখন, হে সোম! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও। তাঁর আপদ বিপদ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রুসংহারকারী কেউ নেই। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ১০। সে সোম স্ফীত হচ্ছেন, ইনি ত্বরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র এঁকে প্রীতির সাথে গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্তি করেছিলেন। বিমদের জন্য ইত্যাদি। ১১। ইনি বুদ্ধিমান দাতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব এনে দেন, ইনি সপ্ত পুরোহিতকে

অভিলষিত বস্তু দিয়েছেন, ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন।

টীকা : ১। বিমদ ঋষির বিস্তর ঋকে 'বি বঃ মদে বিবক্ষসে' এরূপ এক একটি ধুয়া দৃষ্ট হয়। সায়ণ এরূপ ধ্রুব অংশের এক প্রকার যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বোধ হয় এটি গানের ভনিতার মত, 'বঃ' শব্দের কোন অর্থ দেখা যায় না। নৃত্য ও গানের সময় যেরূপ দুু একটা অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদ পূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, এও সেরূপ মনে হয়। ২। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখন যেরূপ কূপই জল পাবার একমাত্র উপায়, পূর্বেও সেরূপ ছিল।

২৬ সূক্ত ॥ পূষা দেবতা। বিমদ ঋষি। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র হ্যচ্ছা মনীষাঃ স্পার্হা যন্তি নিযুতঃ।
প্র দস্রা নিযুদ্রথঃ পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ ॥ ১
যস্য ত্যন্মহিত্বং বাতাপ্যময়ং জনঃ।
বিপ্র আ বংসদ্ধীতিভিশ্চিকেত সুষ্টুতীনাম্ ॥ ২
স বেদ সুষ্টুতীনামিন্দুর্ন পূষা বৃষা।
অভি প্সুরঃ প্রুষায়তি ব্রজং ন আ প্রুষায়তি ॥ ৩
মংসীমহি ত্বা বয়মস্মাকং দেব পূষন্।
মতীনাং চ সাধনং বিপ্রাণাং চাধবম্ ॥ ৪
প্রত্যর্ধির্যজ্ঞানামশ্বহয়ো রথানাম্।
ঋষিঃ স যো মনুর্হিতো বিপ্রস্য যাবয়ৎ সখঃ ॥ ৫
আধীষমাণায়াঃ পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসোবায়োঽবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ ॥ ৬
ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।
প্র শ্মশ্রু হর্যতো দূধোদ্বি বৃথা যো অদাভ্যঃ ॥ ৭
আ তে রথস্য পূষন্নজা ধুরং ববৃত্যুঃ।
বিশ্বস্যার্থিনঃ সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ ॥ ৮
অস্মাকমূর্জা রথং পূষা অবিষ্টু মাহিনঃ।
ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং নঃ শৃণবদ্ধবম্ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সকল স্তব পূষা দেবের প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অতএব সে মহীয়ান সর্বদা রথ যোজনাপূর্বক এসে দুু জন দাতাকে অর্থাৎ যজমান ও তাঁর বনিতাকে রক্ষা করুন। ২। এ মেধাবী যজমানব্যক্তি, পূষাদেবের মঙ্গল মধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আসেন, সে পূষাদেব যেন এঁর স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন (১)। ৩। সে পূষাদেব সোমের তুল্য রসসেচনকারী, তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সে সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদের গোষ্ঠ মধ্যে বারি সেচন করেন। ৪। হে পূষাদেব! আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করছি, তুমি আমাদের স্তবের স্ফূর্তি করে দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতগণ ব্যস্তসমস্ত হয়। ৫। সে পূষাদেব যজ্ঞের অর্ধাংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোজনাপূর্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদের হিতকারী ঋষিবিশেষ, তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তার শত্রুদের দূর করে দেন। ৬। গর্ভাধান গ্রহণ করবার যোগ্যা সুন্দরমূর্তি-ধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, পূষাদেব সে সকল পশুর প্রভু। তিনিই মেষলোমের

বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করে দেন (২)। ৭। প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সে সৌম্যমূর্তি দুর্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াস্থলে আপনার শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করতে লাগলেন। ৮। হে পূষা! ছাগলেরা তোমার রথের ধুরা বহন করতে লাগল, তুমি বহুকাল পূর্বে জন্মেছ, কখন আপন অধিকার হতে ভ্রষ্ট হও নি, সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। ৯। সে মহীয়ান পূষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাদের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন, তিনি আমাদের এ নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন।

টীকা: ১। পূষা সূর্য একই, সূর্য হতে বৃষ্টি, এ নিমিত্ত তাঁর মণ্ডল মধ্যে জলভাণ্ডার। ২। ছাগই পূষার বাহন, তা পূর্বে বলা হয়েছে। এ স্থানে মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসৎসু মে জরিতঃ সাভিবেগো যৎসুন্বতে যজমানায় শিক্ষম্।
অনাশীর্দামহমস্মি প্রহন্তা সত্যধ্বৃতং বৃজিনায়ন্তমাভুম্ ॥ ১
যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্যদেবয়ূন্তন্বা শূশুজানান্।
অমা তে তুম্রং বৃষভং পচানি তীব্রং সুতং পঞ্চদশং নি ষিঞ্চম্ ॥ ২
নাহং তং বেদ য ইতি ব্রবীত্যদেবয়ূন্ত্সমরণে জঘন্বান্।
যদাবাখ্যৎসমরণমৃঘাবদাদিদ্ধ মে বৃষভা প্র ব্রুবন্তি ॥ ৩
যদজ্ঞাতেষু বৃজনেষ্বাসং বিশ্বে সতো মঘবানো ম আসন্।
জিনামি বেৎক্ষেম আ সন্তমাভুং প্র তং ক্ষিণাং পর্বতে পাদগৃহ্য ॥ ৪
ন বা উ মাং বৃজনে বারয়ন্তে ন পর্বতাসো যদহং মনস্যে।
মম স্বনাৎকৃধুকর্ণো ভয়াত এবেদনু দ্যূন্কিরণঃ সমেজাৎ ॥ ৫
দর্শন্নত্র শৃতপাঁ অনিন্দ্রান্বাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্।
ঘৃষুং বা যে নিনিদুঃ সখায়মধ্যু ন্বেষু পবয়ো ববৃত্যুঃ ॥ ৬
অভূর্বৌক্ষীর্ব্যু আয়ুরানড্দর্ষন্নু পূর্বো অপরো নু দর্ষৎ।
দ্বে পবস্তে পরি তং ন ভূতো যো অস্য পারে রজসো বিবেষ ॥ ৭
গাবো যবং প্রযুতা অর্যো অক্ষন্তা অপশ্যং সহগোপাশ্চরন্তীঃ।
হবা ইদর্যো অভিতঃ সমায়ন্ কিয়দাসু স্বপতিশ্ছন্দয়াতে ॥ ৮
সং যদ্বয়ং যবসাদো জনানামহং যবাদ উর্বজ্রে অন্তঃ।
অত্রা যুক্তোঽবসাতারমিচ্ছাদথো অযুক্তং যুনজদ্ববন্বান্ ॥ ৯
অত্রেদু মে মংসসে সত্যমুক্তং দ্বিপাচ্চ যচ্চতুষ্পাৎ সংসৃজানি।
স্ত্রীভির্যো অত্র বৃষণং পৃতন্যাদযুদ্ধো অস্য বি ভজানি বেদঃ ॥ ১০
যস্যানক্ষা দুহিতা জাত্বাস কস্তাঁ বিদ্বাঁ অভি মন্যাতে অন্ধাম্।
কতরো মেনিং প্রতি তং মুচাতে য ঈং বহাতে য ঈং বা বরেয়াৎ ॥ ১১
কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥ ১২
পত্তো জগার প্রত্যঞ্চমত্তি শীর্ষ্ণা শিরঃ প্রতি দধৌ বরূথম্।
আসীন ঊর্ধ্বামুপসি ক্ষিণাতি ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেতি ভূমিম্ ॥ ১৩
বৃহন্নচ্ছায়ো অপলাশো অর্বা তস্থৌ মাতা বিষিতো অত্তি গর্ভঃ।
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ ॥ ১৪
সপ্ত বীরাসো অধরাদুদায়নষ্টোত্তরাত্তাৎ সমজগ্মিরন্তে।
নব পশ্চাতাৎস্থিবিমন্ত আয়ন্দশ প্রাক্সানু বি তিরন্ত্যশ্নঃ ॥ ১৫

দশানামেকং কপিলং সমানং তং হিন্বন্তি ক্রতবে পার্যায় ।
গর্ভং মাতা সুধিতং বক্ষণাস্ববেনন্তং তুষয়ন্তী বিভর্তি ॥ ১৬
পীবানং মেষমপচন্ত বীরা ন্যুপ্তা অক্ষা অনু দীব আসন্ ।
দ্বা ধনুং বৃহতীমপ্স্বন্তঃ পবিত্রবন্তা চরতঃ পুনন্তাঃ ॥ ১৭
বি ক্রোশনাসো বিষ্বঞ্চ আয়ন্পচাতি-নেমো নহি পক্ষদর্ধঃ ।
অয়ং মে দেবঃ সবিতা তদাহ দ্রবন্ন ইদ্বনবৎসর্পিরন্নঃ ॥ ১৮
অপশ্যং গ্রামং বহমানমারাদচক্রয়া স্বধয়া বর্তমানম্ ।
সিষক্ত্যর্যঃ প্র যুগা জনানাং সদ্যঃ শিশ্না প্রমিনানো নবীয়ান্ ॥ ১৯
এতৌ মে গাবৌ প্রমরস্য যুক্তৌ মো ষু প্র সেধীর্মুহুরিন্মমন্ধি ।
আপশ্চিদস্য বি নশন্ত্যর্থং সূরশ্চ মর্ক উপরো বভূবান্ ॥ ২০
অয়ং যো বজ্রঃ পুরুধা বিবৃত্তোঽবঃ সূর্যস্য বৃহতঃ পুরীষাৎ ।
শ্রব ইদেনা পরো অন্যদস্তি তদব্যথী জরিমাণস্তরন্তি ॥ ২১
বৃক্ষে বৃক্ষে নিয়তা মীময়দ্গৌস্ততো বয়ঃ প্র পতাৎ পুরুষাদঃ ।
অথেদং বিশ্বং ভুবনং ভয়াত ইন্দ্রায় সুন্বদৃষয়ে চ শিক্ষৎ ॥ ২২
দেবানাং মানে প্রথমা অতিষ্ঠন্ কৃন্তত্রাদেষামুপরা উদায়ন্ ।
ত্রয়স্তপন্তি পৃথিবীমনূপা দ্বা বৃবূকং বহতঃ পুরীষম্ ॥ ২৩
সা তে জীবাতুরুত তস্য বিদ্ধি মা স্মৈতাদৃগপ গূহঃ সমর্যে ।
আবিঃ স্বঃ কৃণুতে গূহতে বুসং স পাদুরস্য নির্ণিজো ন মুচ্যতে ॥ ২৪

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্র বলছেন] হে স্তবকারী ভক্ত ! আমার এরূপ স্বভাব যে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলাষিত ফল দিয়ে থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। যে কেবল চতুর্দিকে পাপ করে বেড়ায়, তার আমি সর্বনাশ করি। ২। [ঋষি বলছেন] যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাদের নিজের উদর পূরণ করে স্ফীত হয়ে উঠে, আমি যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই তখন হে ইন্দ্র ! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সাথে একত্র স্থূলকায় বৃষকে (১) পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করে থাকি। ৩। [ইন্দ্র বলছেন] এমন কাকেও আমি দেখি না যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্মবর্জ্জিত ব্যক্তিদের যুদ্ধে নিধন করেছে এ কথা বলতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে গিয়ে তাদের সংহার করি তখন সকলে সে সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করে। ৪। যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন করে অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি সর্বত্র বিহারকারী শত্রুকে পরাভব করি, তার চরণ ধারণ করে আমি তাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি। ৫। যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করতে পারে, এমন কেউ নেই, আমি যদি ইচ্ছা করি পর্বতেরাও আমাকে রোধ করতে পারে না। আমি যখন শব্দ করি তখন যার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ সেও ভীত হয় অর্থাৎ তার কর্ণকুহর পর্যন্ত সে শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য পর্যন্ত দিন দিন কম্পিত হতে থাকেন। ৬। আমি ইন্দ্র, আমাকে যারা মানে না, যারা দেবতাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে এরূপ সোমরস বলপূর্বক পান করে, যারা বাহুচালনা করতে করতে হিংসা করবার জন্য আসতে থাকে, আমি তাদের তৎক্ষণাৎ দেখতে পাই। আমি মহীয়ান, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাদের প্রতি প্রেরিত হয়। ৭। [ঋষি বলছেন] হে ইন্দ্র ! তুমি দর্শনও দিলে, বৃষ্টিও বর্ষণ করলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েছ,

তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করেছ, পরেও করেছ। সে ইন্দ্র এ বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, এ সর্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করতে পারে না। ৮। [ইন্দ্র বলছেন] গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হয়ে যবভক্ষণ করছে। আমি ইন্দ্র, তাদের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় তাদের তত্ত্বাবধান করছি। দেখছি, যে তারা রাখালের সাথে চরছে। সে সমস্ত গাভীকে আহ্বান করা মাত্রই তারা আপনাদের স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হল। সে স্বামী গাভীদের নিকট হতে কতই দুগ্ধ দোহন করে নিয়েছেন। ৯। তোমাতে ও আমাতে একত্র হয়ে এ বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এ সকল যবভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীদের দেখছি। এ স্থানে অবস্থিত হয়ে, এস আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা করি। সে পরোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগভূতকে একত্র করতে পারে অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করতে পারে। ১০। নিশ্চয় জানিও, আমি এ স্থানে যা বলছি, সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলি আমি সৃষ্টি করি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তার ধন অপহরণ করে ভক্তদের ভাগ করে দিই। ১১। যার চক্ষুবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সে অন্ধ কন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে? যে একে বহন করে, যে একে বরণ করে, কেউ বা তার প্রতি বর্যাক্ষেপ করে (২)? ১২। কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হয়ে নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে। ১৩। সূর্যদেব চরণদ্বারা আলোক উদ্গিরণ করছেন, নিজ মণ্ডলস্থিত আলোক গ্রাস করছেন। আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণসমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করছেন। ঊর্ধ্বে অবস্থিত হয়ে আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করছেন, আবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করছেন। ১৪। যেরূপ পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না সেরূপ এ প্রকাণ্ড চিরবিচরণশীল সূর্যের ছায়া নেই। দ্যুলোকস্বরূপ মাতা স্থির হয়ে রইলেন, সূর্যস্বরূপ গর্ভস্থ শিশু পৃথক হয়ে দুগ্ধ পান করছে। এ গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে নির্মাণ করল। এ গাভী আপনার উধ রাখবার স্থান কোথায় পেল। ১৫। সাত জন পুরুষ নিম্নস্থান হতে আগমন করলেন, আট জন উত্তর দিক হতে এসে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। সুধীর নয় জন পশ্চিম হতে উপস্থিত হলেন, দশজন পূর্বদিক হতে। সকলে সে যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করতে লাগলেন (৩)। ১৬। দশ জনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁকে ক্রতু সাধনের জন্য প্রেরণ করা হল। মাতা সন্তুষ্ট হয়ে জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করলেন (৪)। ১৭। পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করল। পাশক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। আর দুজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্বক মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা আপনাদের দেহ শুদ্ধ করতে করতে জলের মধ্যে বিচরণ করতে লাগল। ১৮। চীৎকার করতে করতে তারা চতুর্দিকে গমন করল, অর্ধেক পাক করছে আর অর্ধেক পাক করছে না। এ সমস্ত কথা সবিতাদেব আমাকে বলেছেন। কাষ্ঠ যাঁর অন্ন অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ করে দিচ্ছেন। ১৯। দেখলাম, বিস্তর লোক দূর হতে আসছে, অযত্নসিদ্ধ আহারদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করছে। সে সকল লোকের প্রভু দুই দুই ব্যক্তিকে যোজিত করছে, তার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করছে। ২০। আমি প্রমর, আমার এ দুই বৃষ যোজিত রয়েছে, এদের তাড়িও না, বার বার সান্ত্বনা কর। এর ধন জলে নষ্ট হচ্ছে। যে বীর গাভীদের মার্জন করতে জানে, সে উপরে উঠেছে। ২১। এ যে বজ্র প্রকাণ্ড সূর্যমণ্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হয়েছে, এর পর আরও

স্থান আছে। যারা স্তব করে, তারা অক্লেশে সে স্থান পার হয়ে যায়। ২২। প্রত্যেক বৃক্ষের অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ধনুকের উপর গাভী অর্থাৎ গাভীর স্নায়ু নির্মিত ধনুর্গুণ শব্দ করতে লাগল। পুরুষকে সংহার করে এরূপ পক্ষীগণ অর্থাৎ বাণ সমস্ত নির্গত হতে লাগল। তাতে সমস্ত ভুবন ভয় পেল, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস দিতে লাগল এবং ঋষিও তা শিক্ষা করলেন। ২৩। মেঘগণ দেবতাদের সৃষ্টিকালে সর্ব প্রথম দেখা দিয়েছিল। ইন্দ্র সে মেঘ ছেদন করাতে তার মধ্য হতে জল নির্গত হল। পর্জন্য, বায়ু ও সূর্য এ তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদের পরিপক্ক করে। আর বায়ু ও সূর্য এ দুু দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করতে থাকে। ২৪। সে সূর্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্যের সে প্রভাব গোপন কর না অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করতে শৈথিল্য কর না, সে সূর্যকে প্রকাশ করেছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখন ত্যাগ করেন না।

টীকা ঃ ১। এখানে 'বৃষভ' পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ও ৩ ঋকে দেবশূন্য শত্রুদের উল্লেখ আছে। তারা বোধ হয় অনার্যগণ। ২। অন্ধ কন্যার বিবাহ হয় না, এবং ভদ্র ও সুগঠন কন্যা অনায়াসে মনোমত পতি বরণ করতে পারে এ মর্ম। 11. "Who knowingly will desire the blind daughter of any man who has one? Or who will hurl javelin at him who carries off or woos such a female?" 12. How many a woman is satisfied with the great wealth of him who seeks her? Happy is the female who is handsome: she herself loves [for chooses] her friend among the people. "May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times?" 'Muri's. Sanscrit Texts, vol. V. (1884), pp. 458-59. ৩। কেউ কেউ বলেন ইন্দ্র যখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তখন চতুর্দিক হতে যে সকল ঝটিকা উঠে তাদের উল্লেখ এ ঋকে দৃষ্ট হয়। ৪। সায়ণ বলেন, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন সে কথা এস্থলে নিগূঢ়ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে ঋগ্বেদের অপরিচিত তা পাঠককে বলা অনাবশ্যক। ১৪ ঋকের ন্যায় এ ঋকেও মাতা অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল অর্থে বোধ হয় সূর্য।

২৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বো হ্যন্যো অরিরাজগাম মমেদহ শ্বশুরো ন জগাম।
জক্ষীয়াদ্ধানা উত সোমং পপীয়াৎস্বাশিতঃ পুনরস্তং জগায়াৎ ॥ ১
স রোরুবদ্বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গো বর্ষ্মন্তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ।
বিশ্বেষ্বেনং বৃজনেষু পামি যো মে কুক্ষী সুতসোমঃ পৃণাতি ॥ ২
অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূয়ান্ত্সুন্বন্তি সোমাংপিবসি ত্বমেষাম্।
পচন্তি তে বৃষভাঁ অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূয়মানঃ ॥ ৩
ইদং সু মে জরিতরা চিকিদ্ধি প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি।
লো পাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চমৎসাঃ ক্রোষ্টা বরাহং নিরতক্ত কক্ষাৎ ॥ ৪
কথা ত এতদহমা চিকেতং গৃৎসস্য পাকস্তবসো মনীষাম্।
ত্বং নো বিদ্বাঁ ঋতুথা বি বোচো যমর্ধং তে মঘবন্ ক্ষেম্যা ধূঃ ॥ ৫
এবা হি মাং তবসং বর্ধয়ন্তি দিবশ্চিন্মে বৃহত উত্তরা ধূঃ।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি সাকমশত্রুং হি মা জনিতা জজান ॥ ৬

এবা হি মাং তবসং জজ্ঞুরুগ্রং কর্মন্ কর্মন্বৃষণমিন্দ্র দেবাঃ।
বধীং বৃত্রং বজ্রেণ মন্দসানোঽপ ব্রজং মহিনা দাশুষে যম্ ॥ ৭
দেবাস আয়ৎপরশূঁরবিভ্রন্বনা বৃশ্চন্তো অভি বিড্ভিরায়ন্।
নি সুদ্রুং দধতো বক্ষণাসু যত্রা কৃপীটমনু তদ্দহন্তি ॥ ৮
শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগারাদ্রিং লোগেন ব্যভেদমারাৎ।
বৃহন্তং চিদৃহতে রন্ধয়ানি বয়দ্বৎসো বৃষভং শূশুবানঃ ॥ ৯
সুপর্ণ ইত্থা নখমা সিষায়াবরুদ্ধঃ পরিপদং ন সিংহঃ।
নিরুদ্ধশ্চিন্মহিষস্তর্ষ্যাবান্গোধা তস্মা অযথং কর্ষদেতৎ ॥ ১০
তেভ্যো গোধা অযথং কর্ষদেতদ্যে ব্রহ্মণঃ প্রতিপীয়ন্ত্যন্নৈঃ।
সিম উক্ষ্ণোঽবসৃষ্টাঁ অদন্তি স্বয়ং বলানি তন্বঃ শৃণানাঃ ॥ ১১
এতে শমীভিঃ সুশমী অভূবন্যে হিন্বিরে তন্বঃ সোম উক্থৈঃ।
নৃবদ্বদন্নুপ নো মাহি বাজান্দিবি শ্রবো দধিষে নাম বীরঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র তার পত্নী বলছে] আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য! আমার শ্বশুর এলেন না। তিনি যদি আসতেন, তা হলে ভৃষ্টযব খেতেন, সোমরস পান করতেন। উত্তম আহারাদি করে পুনর্বার নিজ গৃহে যেতেন। ২। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী বৃষের ন্যায় শব্দ করতে করতে পৃথিবীর উন্নত বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হলেন। তিনি বললেন, যে আমাকে উদরপূর্ণ করে সোমরস পান করতে দেয়, আমি তাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি। ৩। হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তা পান কর। তারা বৃষভসমূহ (১) পাক করে, তুমি তা ভোজন কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকার করে দাও, যে আমি ইচ্ছা করলে যেন নদীর জল বিপরীত দিকে যায়, যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্মুখ করে দিয়ে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হতে তাড়িয়ে দেয় (২)। ৫। হে ইন্দ্র! আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান, আমার সাধ্য কি, যে আমি তোমার স্তব করতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদের উপদেশ দাও, সে নিমিত্ত তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করতে সমর্থ হই। ৬। [ইন্দ্র বলছেন] আমি প্রাচীন আমাকে সকলে এরূপে স্তব করে যে আমার কার্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্বল করে ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এরূপ জন্ম দিয়েছেন যে আমার শত্রু কেউ থাকবে না। ৭। হে ইন্দ্র! দেবতারা আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্মে পারক এবং অভিলষিত ফলদাতা বলে জানেন। আমি আহ্লাদের সাথে বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করেছি, আমি নিজ মহত্ত্বগুণে দাতাকে গোধন দেখিয়ে দিয়েছি। ৮। দেবতারা এলেন, কুঠার ধারণ করলেন, জল কেটে দিলেন, মনুষ্যদের উপকারার্থে জল বর্ষণ করলেন। নদীমধ্যে সে সুন্দর জল রেখে দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাই দগ্ধ করে নির্গত করে দেন। ৯। ইন্দ্রের ইচ্ছা হলে শশকও তার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে পর্বত ভেদ করে ফেলতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হয়ে থাকে, বাছুরও আপনার দেহ স্ফীত করে বৃষের দিকে ধাবমান হয়। ১০। যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হয়ে চতুর্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ করে, সেরূপ শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ষণ করতে লাগল। যদি মহিষ রুদ্ধ হয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তা হলে গোধা তার নিমিত্ত জল আহরণ করে দেয়। ১১। যারা যজ্ঞের অন্নদ্বারা

দেহ পুষ্টি করে, তাদের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ করে দেয়। তারা সর্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুদের দেহ ও বল ধ্বংস করে দেয়। ১২। যাঁরা সোমরসের যজ্ঞ করে, নিজ দেহ পুষ্ট করেছেন তাঁরা উত্তম কার্য করেছেন বলে সুকর্মান্বিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্বক আমাদের অন্ন আহরণ করে দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার 'দানবীর' এ নাম প্রসিদ্ধ আছে।
টীকা ঃ ১। এখানেও 'বৃষভ' পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। সিংহ প্রভৃতি বন্য পশুর উল্লেখ। ৯ ও ১০ ঋক দেখুন।

২৯ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বনে ন বা যো ন্যধায়ি চাকঞ্ছুচির্বাং স্তোমো ভুরণাবজীগঃ।
যস্যেদিন্দ্রঃ পুরুদিনেষু হোতা নৃণাং নর্যো নৃতমঃ ক্ষপাবান্ ॥ ১
প্র তে অস্যা উষসঃ প্রাপরস্যা নৃতৌ স্যাম নৃতমস্য নৃণাম্।
অনু ত্রিশোকঃ শতমাবহন্নৄন্ কুৎসেন রথো যো অসৎসসবান্ ॥ ২
কস্তে মদ ইন্দ্র রন্ত্যো ভূদ্দুরো গিরো অভ্যুগ্রো বি ধাব।
কদুহো অর্বাগুপ মা মনীষা আ ত্বা শক্যামুপমং রাধো অন্নৈঃ ॥ ৩
কদু দ্যুম্নমিন্দ্র ত্বাবতো নৄন্ কয়া ধিয়া করসে কন্ন আগন্।
মিত্রো ন সত্য উরুগায় ভৃত্যা অন্নে সমস্য যদসন্মনীষাঃ ॥ ৪
প্রেরয় সূরো অর্থং ন পারং যে অস্য কামং জনিধা ইব গ্মন্।
গিরশ্চ যে তে তুবিজাত পূর্বীর্নর ইন্দ্র প্রতি শিক্ষন্ত্যন্নৈঃ ॥ ৫
মাত্রে নু তে সুমিতে ইন্দ্র পূর্বী দ্যৌর্মজ্মনা পৃথিবী কাব্যেন।
বরায় তে ঘৃতবন্তঃ সুতাসঃ স্বাদ্মন্ ভবন্তু পীতয়ে মধূনি ॥ ৬
আ মধ্বো অস্মা অসিচন্নমত্রমিন্দ্রায় পূর্ণং স হি সত্যরাধাঃ।
স বাবৃধে বরিমন্না পৃথিব্যা অভি ক্রত্বা নর্যঃ পৌংস্যৈশ্চ ॥ ৭
ব্যানলিন্দ্রঃ পৃতনাঃ স্বোজা আস্মৈ যতন্তে সখ্যায় পূর্বীঃ।
আ স্মা রথং ন পৃতনাসু তিষ্ঠ যং ভদ্রয়া সুমত্যা চোদয়াসে ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়! এ সুনির্মল স্তব তোমাদের উদ্দেশে যাচ্ছে। যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আপন শাবককে বৃক্ষের কুলায় মধ্যে সংস্থাপন করে, আমি সেরূপ যত্নে এ স্তব প্রস্তুত করেছি। কত দিন এ স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি এসে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতাব্যক্তিদেরও নায়ক, তিনি মনুষ্যের হিতার্থী, তিনি রাতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি নেতা ব্যক্তিদেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতকাল ও অন্য অন্য প্রাতকাল যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করতে পারি। তোমাকে স্তব করে ত্রিশোক নামক ঋষি শতব্যক্তির সাহায্য পেয়েছিলেন এবং কুৎস নামে ঋষি তোমার সাথে এক রথে আরোহণ করেছিলেন। ৩। হে ইন্দ্র! কোন প্রকারের মত্ততা তোমার সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে এস। কবে আমি উত্তম বাহন পাব? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ আপনার নিকটে আকর্ষণ করতে পারব? ৪। হে ইন্দ্র! কবে অর্থ হবে? কোন স্তব পাঠ করলে তুমি মনুষ্যদের তোমার মত করবে? কবে আসবে? হে কীর্তিশালী! তুমি যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সকলকে ভরণপোষণ কর, স্তব করলেই তুমি ভরণপোষণ কর। ৫। যেরূপ পতি আপনার পত্নীর কামনা পূর্ণ করে সেরূপ যারা তোমার কামনা পূর্ণ করে অর্থাৎ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন

করে তাদের যথেষ্ট অর্থ দাও, যেহেতু তুমি সূর্যের ন্যায় দাতা। হে বহুরূপধারী ! যারা চিরপ্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন দেয়, তাদের অর্থ দাও। ৬। হে ইন্দ্র ! পূর্বকালে অতি সুন্দর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দ্বারা বিরচিত এ যে দ্যাবাপৃথিবী, এরা তোমার দুই জননীর তুল্য। এ যে ঘৃতযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করা হয়েছে, এ পান করে তুমি যেন প্রীত হও, এ মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয়। ৭। সে ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ করে মধুরস দেওয়া হল, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হয়ে উঠলেন, তিনি মনুষ্যের হিতৈষী, তাঁর কার্য ও পৌরুষ আশ্চর্য। ৮। চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য এঁর সাথে বন্ধুত্ব করবার জন্য চেষ্টা করছে। হে ইন্দ্র ! যেমন জগতের হিতার্থে সুবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করে থাক, সেরূপ এখনও রথে আরোহণ কর।

৩০ সূক্ত ।। জল দেবতা। কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রযুক্তি।
মহীং মিত্রস্য বরুণস্য ধাসিং পৃথুজ্রয়সে রীরধা সুবৃক্তিম্ ॥ ১
অধ্বর্যবো হবিষ্মন্তো হি ভূতাচ্ছাপ ইতোশতীরুশন্তঃ।
অব যাশ্চষ্টে অরুণঃ সুপর্ণস্তমাস্যধ্বমূর্মিমদ্যা সুহস্তাঃ ॥ ২
অধ্বর্যবোঽপ ইতা সমুদ্রমপাং নপাতং হবিষা যজধ্বম্।
স বো দদদূর্মিমদ্যা সুপূতং তস্মৈ সোমং মধুমন্তং সুনোত ॥ ৩
যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বংতর্যং বিপ্রাস ঈলতে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্যায় ॥ ৪
যাভিঃ সোমো মোদতে হর্ষতে চ কল্যাণীভির্যুবতিভির্ন মর্যঃ।
তা অধ্বর্যো অপো অচ্ছা পরেহি যদাসিঞ্চা ওষধীভিঃ পুনীতাৎ ॥ ৫
এবেদ্যূনে যুবতয়ো নমন্ত যদীমুশন্নুশতীরেত্যচ্ছ।
সং জানতে মনসা সং চিকিত্রেঽধ্বর্যবো ধিষণাপশ্চ দেবীঃ ॥ ৬
যো বো বৃতাভ্যো অকৃণোদু লোকং যো বো মহ্যা অভিশস্তেরমুঞ্চৎ।
তস্মা ইন্দ্রায় মধুমন্তমূর্মিং দেবমাদনং প্র হিণোতনাপ ॥ ৭
প্রাস্মৈ হিনোত মধুমন্তমূর্মিং গর্ভো যো বঃ সিন্ধবো মধ্ব উৎসঃ।
ঘৃতপৃষ্ঠমীড্যমধ্বরেষ্বাপো রেবতী শৃণুতা হবং মে ॥ ৮
তং সিন্ধবো মৎসরমিন্দ্রপানমূর্মিং প্র হেত য উভে ইয়র্তি।
মদচ্যুতমৌশানং নভোজাং পরি ত্রিতন্তুং বিচরন্তমুৎসম্ ॥ ৯
আবর্বৃততীরধ নু দ্বিধারা গোষুযুধো ন নিয়বং চরন্তীঃ।
ঋষে জনিত্রীর্ভুবনস্য পত্নীরপো বন্দস্ব সবৃধঃ সযোনীঃ ॥ ১০
হিনোতা নো অধ্বরং দেবযজ্যা হিনোত ব্রহ্ম সনয়ে ধনানাম্।
ঋতস্য যোগে বি ষ্যধ্বমূধঃ শ্রুষ্টীবরীর্ভূতনাস্মভ্যমাপঃ ॥ ১১
আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।
রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্গৃণতে বয়ো ধাৎ ॥ ১২
প্রতি যদাপো অদৃশ্রমায়তীর্ঘৃতং পয়াংসি বিভ্রতীর্মধূনি।
অধ্বর্যুভির্মনসা সংবিদানা ইন্দ্রায় সোমং সুষুতং ভরন্তীঃ ॥ ১৩
এমা অগ্মন্রেবতীর্জীবধন্যা অধ্বর্যবঃ সাদয়তা সখায়ঃ।
নি বর্হিষি ধত্তন সোম্যাসোঽপাং নপ্ত্রা সংবিদানাস এনাঃ ॥ ১৪

আগন্মাপ উশতীর্বর্হিরেদং ন্যধ্বরে অসদন্দেবয়ন্তীঃ।
অধ্বর্যবঃ সুনুতেন্দ্রায় সোমমভূদু বঃ সুশকা দেবযজ্যা ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। মনের যেরূপ শীঘ্রগতি সেরূপ শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাদের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সে ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনাবিশিষ্ট স্তব কর। ২। হে পুরোহিতগণ! হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর। জল তোমাদের প্রতি স্নেহযুক্ত, সে জলের দিকে আগ্রহের সাথে গমন কর। লোহিতবর্ণ পক্ষীর ন্যায় এ যে সোম নিম্নে পতিত হচ্ছে, হে সুন্দরহস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ কর। ৩। হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর, অপাংনপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর। তিনি যেন অদ্য তোমাদের পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত কর। ৪। যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সে অপাংনপাৎ নামক দেবতা এরূপ সুরস জল যেন দান করেন, যা পান করে ইন্দ্র বলশালী হয়ে বীরত্ব প্রকাশ করবেন। ৫। যে সকল জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে সোম অতি চমৎকার হয়ে উঠেন, পুরুষ যেরূপ সুরূপা যুবতীগণের মিলনে আনন্দিত হয়, সেরূপ যে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হন; হে পুরোহিতগণ! এরূপ জল আনতে গমন কর। যখন এনে সে জল সেচন করবে, যেন তদ্দ্বারা সোমলতা শোধন হয়ে যায়। ৬। যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সাথে প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীরা সে যুবার প্রতি অনুকূল হয়, সেরূপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হচ্ছে। পুরোহিতগণ ও তাঁদের যে স্তুতিবাক্য সকল এঁদের সাথে জলস্বরূপ দেবীদিগের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই স্ব স্ব কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ৭। হে জলগণ! তোমরা রুদ্ধ হলে. যিনি তোমাদের নির্গত হবার পথ করে দেন, যিনি তোমাদের বিষম নিরোধ হতে মোচন করেছেন, সে ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতাদের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ কর। ৮। হে ক্ষরণশীল জলগণ! তোমাদের গর্ভস্বরূপ যে মধুর রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তার সুমধুর তরঙ্গ সে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর। হে ধনশালী জলগণ! আমার এ আহ্বান শোন, আমার এ আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃতদান করা হচ্ছে এবং তোমাদের স্তব করা হচ্ছে। ৯। হে জলগণ! তোমাদের যে তরঙ্গ উভয় দিকে গমন করে, এরূপ মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যা মদক্ষরণ করবে, যা কামনা উদ্রিক্ত করবে, যার উৎপত্তি আকাশে, যা ত্রিলোকে বিচরণ করে ঊর্ধে উঠে যায়। ১০। যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁর আজ্ঞায় জলগণ দু ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় বার বার পতিত হয়ে সোমের সাথে মিশ্রিত হয়, তারা ভুবনের জননী-স্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তারা সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি! এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর। ১১। হে জলগণ! দেবতাদের যজ্ঞের জন্য আমাদের যজ্ঞকার্যে সহায়তা কর, ধনলাভের জন্য আমাদের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তোমাদের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন করে দাও, আমাদের পক্ষে সুখকর হও। ১২। হে জলগণ! তোমরা ধনের প্রভুস্বরূপ এ কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর, ধন ও উত্তম সন্তানদের রক্ষাকর্তৃস্বরূপ হও, সরস্বতী যেন স্তবকর্তাব্যক্তিকে অন্ন দান করেন। ১৩। হে জলগণ! তোমরা যখন আসছিলে, আমি দেখলাম তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু নিয়ে আসছ, পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমাদের সম্ভাষণ করছিল, উত্তমরূপে

প্রস্তুত করা হয়েছে এরূপ সোমরস তোমরা ইন্দ্রকে দিচ্ছিলে। ১৪। এ সকল জল আসছে, এরা ধনের আধার, জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! এদের স্থাপনা কর। এরা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত, এরা সোমরসের অনুকূল। এদের কুশের উপর স্থাপন কর। ১৫। জলগণ আগ্রহের সাথে কুশের দিকে আসছে। দেখ, এরা দেবতাদের নিকট যাবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করছে, হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদের দেবপূজা সুসাধ্য হয়েছে।

৩১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

আ নো দেবানামুপ বেতু শংসো বিশ্বেভিস্তুরৈরবসে যজত্রঃ।
তেভির্বয়ং সুষখায়ো ভবেম তরন্তো বিশ্বা দুরিতা স্যাম ॥ ১
পরি চিন্মর্তো দ্রবিণং মমন্যাদৃতস্য পথা মনসা বিবাসেৎ।
উত স্বেন ক্রতুনা সং বদেত শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ ॥ ২
অধায়ি ধীতিরসসৃগ্রমংশাস্তীর্থে ন দস্মমুপ যন্ত্যূমাঃ।
অভ্যানশ্ম সুবিতস্য শূষং নবেদসো অমৃতানামভূম ॥ ৩
নিত্যশ্চাকন্যাৎ স্বপতির্দমূনা যস্মা উ দেবঃ সবিতা জজান।
ভগো বা গোভিরর্যমেমনজ্যাৎসো অস্মৈ চারুশ্ছদয়দুত স্যাৎ ॥ ৪
ইয়ং সা ভূয়া উষসামিব ক্ষা যদ্ধ ক্ষুমন্তঃ শবসা সমায়ন্।
অস্য স্তুতিং জরিতুর্ভিক্ষমাণা আ নঃ শগ্মাস উপ যন্তু বাজাঃ ॥ ৫
অস্যেদেষা সুমতিঃ পপ্রথানাভবৎপূর্ব্যা ভূমনা গৌঃ।
অস্য সনীলা অসুরস্য যোনৌ সমান আ ভরণে বিভ্রমাণাঃ ॥ ৬
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
সন্তস্থানে অজরে ইত ঊতী অহানি পূর্বীরুষসো জরন্ত ॥ ৭
নৈতাবদেনা পরো অন্যদস্ত্যুক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্তি।
ত্বচং পবিত্রং কৃণুত স্বধাবান্যদীং সূর্যং ন হরিতো বহন্তি ॥ ৮
স্তেগো ন ক্ষামত্যেতি পৃথ্বীং মিহং ন বাতো বি হ বাতি ভূম।
মিত্রো যত্র বরুণো অজ্যমানোঽগ্নির্বনে ন ব্যসৃষ্ট শোকম্ ॥ ৯
স্তরীর্যৎসূত সদ্যো অজ্যমানা ব্যাথরব্যথীঃ কৃণুত স্বগোপা।
পুত্রো যৎপূর্বঃ পিত্রোর্জনিষ্ট শম্যাং গৌর্জগার যদ্ধ পৃচ্ছান্ ॥ ১০
উত কণ্বং নৃষদঃ পুত্রমাহুরুত শ্যাবো ধনমাদত্ত বাজী।
প্র কৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধ ঋতমত্র নকিরস্মা অপীপেৎ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের স্তব যেন দেবতাদের নিকট গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হতে আমাদের রক্ষা করেন, সে সমস্ত দেবতার সাথে আমাদের যেন বন্ধুত্ব হয়। আমরা যেন সকল পাপ হতে পরিত্রাণ পাই। ২। মনুষ্য যেন সর্বপ্রকার অর্থের চেষ্টা করে, সে যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ লাভ করে। ৩। যজ্ঞকার্য আরম্ভ করা হয়েছে। যজ্ঞীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশ করে রাখা হয়েছে, তারা দেখতে সুন্দর, তারা রক্ষার উপায়স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হয়েছে, তার আস্বাদন আমরা গ্রহণ করলাম, তাতে আমাদের দেবতারা যে কি প্রকার তদ্বিষয়ের জ্ঞান হল। ৪। অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃজনোচিত অন্তকরণ ধারণপূর্বক যেন কৃপা করেন। যেন সবিতাদেব যজ্ঞকর্তাকে শুভফল দান

করেন, যেন ভগ ও অর্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হয়ে স্নেহযুক্ত হন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্তি দেবতা তার প্রতি আনকূল্য করেন। ৫। এ স্তবকর্তা ব্যক্তির নিকট স্তব পাবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল করে মহাবেগে এলেন তখন যেন প্রাতকালের ন্যায় পৃথিবী আমাদের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানাবিধ অন্ন আমাদের নিকট আসে। ৬। আমার এ যে স্তব, তা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিত ভাব ধারণপূর্বক সকল দেবতার নিকট যাবার জন্য বিস্তারিত হয়েছে। আমার এ যে যজ্ঞ, তাতে সকল দেবতা এসে তুল্য স্থান অধিকারপূর্বক নানাবিধ শুভফল দান করবার জন্য আসুন, তা হলেই আমি বলশালী হব। ৭। সে বলই বা কি? সে বৃক্ষই বা কি? যা হতে উপাদন সংগ্রহপূর্বক এ দ্যুলোক ও ভূলোক নির্মাণ করা হয়েছে, পুরাতন দিবা ঊষাসমূহ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেখ এরা কেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে রয়েছে, কখন জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, এক ভাবে অবস্থিত আছে। ৮। দ্যুলোক ও ভূলোক এঁরাই শেষ নন, এদের উপর আরও এক আছে। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সূর্যের ঘোটকগণ সূর্যকে বহন করতে আরম্ভ করে নি, সে সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম (শরীর) প্রস্তুত করেছিলেন (১)। ৯। কিরণসমূহধারী সূর্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হয়ে বনমধ্যে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় চতুর্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন। ১০। রেতসেক প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধা গাভী প্রসব করলে যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ সেরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সে অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যারা অরণিকে রক্ষা করেন সেরূপ ব্যক্তিদের ব্যথা পেতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্বকালে দু অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এ যে অরণিস্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্ম গ্রহণ করে, তারই অন্বেষণ করা হয়ে থাকে (২)। ১১। কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃসদের পুত্র। সে অন্নসম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করেছিলেন। অগ্নি সে শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধ স্ফীত করে দিলেন। তাঁর অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেউ তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নি।

টীকা ঃ ১। যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্ব হতে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? সকল দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্বস্থ, এক ঈশ্বরকেই 'বিশ্বদেব' নামে স্তুতি করা হয়েছে। তিনি স্বয়ম্ভু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়। ২। সায়ণ বলেন শমী বৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে, তা হতে অরণি কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

৩২ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববত। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র সু গ্মন্তা ধিয়মানস্য সক্ষণি বরেভির্বরাঁ অভি ষু প্রসীদতঃ।
অস্মাকমিন্দ্র উভয়ং জুজোষতি যৎসোম্যস্যান্ধসো বুবোধতি ॥ ১
বীন্দ্র যাসি দিব্যানি রোচনা বি পার্থিবানি রজসা পুরুষ্টুত।
যে ত্বা বহন্তি মুহুরধ্বরাঁ উপ তে সু বন্বন্তু বগ্বনাঁ অরাধসঃ ॥ ২
তদিন্মে ছন্ৎসদ্বপুষো বপুষ্টরং পুত্রো যজ্জানং পিত্রোরধীয়তি।
জায়া পতিং বহতি বগ্নুনা সুমৎপুংস ইভদ্রো বহতুঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৩

তদিৎসধস্থমভি চারু দীধয় গাবো যচ্ছাসন্বহতুং ন ধেনবঃ।
মাতা যন্মন্তুর্যূথস্য পূর্ব্যাভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ ॥ ৪
প্র বোঽচ্ছা রিরিচে দেবয়ুষ্পদমেকো রুদ্রেভির্যাতি তুর্বণিঃ।
জরা বা যেষ্বমৃতেষু দাবনে পরি ব ঊমেভ্যঃ সিঞ্চতা মধু ॥ ৫
নিধীয়মানমপগূঢ়মপ্সু প্র মে দেবানাং ব্রতপা উবাচ।
ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অনু হি ত্বা চচক্ষ তেনাহমগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্ ॥ ৬
অক্ষেত্রবিৎ ক্ষেত্রবিদং হ্যপ্রাট্ স প্রৈতি ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ।
এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্রুতিং বিন্দত্যঞ্জসীনাম্ ॥ ৭
অদ্যেদু প্রাণীদমমন্নিমাহাপীবৃতো অধয়ন্মাতুরূধঃ।
এমেনমাপ জরিমা যুবানমহেলন্বসুঃ সুমনা বভূব ॥ ৮
এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি।
দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করছেন, ইন্দ্র তার সেবা গ্রহণ করবার জন্য আপনার অশ্বদ্বয়কে সে দিকে প্রেরণ করছেন, অশ্ব দুটি বিচিত্র গতিতে আসছে। যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম সামগ্রী দিচ্ছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর নিয়ে আসছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদ পান তখন আমাদের স্তব ও আমাদের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন। ২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে! তুমি আলোক বিস্তার করতে করতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতি নিয়ে পৃথিবীতে এসে থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন করে আনে, তারা আমাদের ধনবান করুক, কারণ আমাদের ধন নেই, ধনের জন্যই আমরা এ সকল প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করছি। ৩। পুত্র জন্ম গ্রহণ করে পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সে অতি চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হোন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপনার নিকটে আহ্বান করছেন। সোমরস উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে, সেই পৌরুষসম্পন্নের প্রতি যাচ্ছে। ৪। স্তুতি-স্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হয়েছে, সে স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিদ্বারা আলোকযুক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁর সাত পুত্র সে স্থানে উপস্থিত আছেন। ৫। দেবতাদের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদের হিতার্থে দেখা দিয়েছেন, তিনি একাকী রুদ্রদের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন। এ যে অমর দেবতাগণ, এঁদের বলের হ্রাস হচ্ছে, অতএব বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে যজ্ঞীয় মধু এঁদের জন্য ঢেলে দাও, তা হলে এঁরা বর দেন। ৬। দেবতাদের উদ্দেশে যে সমস্ত পুণ্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান ইন্দ্র তা রক্ষা করেন, তিনি বলে দিয়েছেন, যে অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি! সে উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে এসেছি। ৭। যদি কেউ কোন স্থান না জানে, তবে সে যে ব্যক্তি জানে তাকে জিজ্ঞাসা করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পেলে, সে সে অভিলষিত স্থানে উপনীত হতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এ গুণ যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সে স্থানে যেতে পারবে। ৮। অদ্যই ইনি জীবন পেয়েছেন, এ কয়েক দিন ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, জননীর উধঃ চোষণ করেছেন। এ যুবা অবস্থাতেই এর জরা উপস্থিত হয়েছে। ইনি অক্লিষ্টকর্মা ধন্যাঢ্য ও মনপ্রসাদসম্পন্ন। ৯। হে কলস! হে কুরুশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোমার জন্য এ সকল স্তব রচনা করলাম। সে মঘবান ইন্দ্র, তোমাদের পক্ষে দাতা হোন আর এ যে সোম, যাঁকে আমি হৃদয়ে ধারণ করছি, তিনিও দাতা হোন।

৩৩ সূক্ত ॥ (১) বিশ্বদেব, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা। কবষ ঋষি।
ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী ছন্দ।

প্র মা যুযুজ্রে প্রযুজো জনানাং বহামি স্ম পূষণমন্তরেণ।
বিশ্বে দেবাসো অধ মামরক্ষন্দুঃশাসুরাগাদিতি ঘোষ আসীৎ ॥ ১
সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।
নি বাধতে অমতির্নগ্নতা জসুর্বের্ন বেবীয়তে মতিঃ ॥ ২
মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো।
সকৃৎসু নো মঘবন্নিন্দ্র মৃলয়াধা পিতেব নো ভব ॥ ৩
কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবম্। মংহিষ্ঠং বাঘতামৃষিঃ ॥ ৪
যস্য মা হরিতো রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া। স্তবৈ সহস্রদক্ষিণে ॥ ৫
যস্য প্রস্বাদসো গির উপমশ্রবসঃ পিতুঃ। ক্ষেত্রং ন রণ্বমূচুষে ॥ ৬
অধি পুত্রোপমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা ॥ ৭
যদীশীয়ামৃতানামুত বা মর্ত্যানাম্। জীবেদিন্মঘবা মম ॥ ৮
ন দেবানামতি ব্রতং শতাত্মা চন জীবতি। তথা যুজা বি বাবৃতে ॥ ৯

অনুবাদ : ১। যিনি লোকদের স্বকার্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করলেন। আমি পূষাকে অন্তরে বহন করলাম। সকল দেবতা আমাকে রক্ষা করলেন। চতুর্দিকে রব উঠল যে, দুর্ধর্ষ ঋষি আসছেন। ২। [বোধ হয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি] আমার পাঁজরাগুলি সপত্নীগণের ন্যায় আমাকে সন্তাপ দিতেছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ দিতেছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হচ্ছি। পক্ষীর মত আমার মন অস্থির হচ্ছে। ৩। হে ইন্দ্র ! যেরূপ মূষিকেরা স্নায়ুকে চর্বণ করে, আমি তোমার ভক্ত হলেও আমার মনের পীড়া আমাকে সেরূপ চর্বণ করছে। হে মঘবা ইন্দ্র ! একবার আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। আমাদের পিতৃতুল্য হও। ৪। আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ। ৫। আমার দক্ষিণা সহস্র-সংখ্যায় দত্ত হত এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করত, আমি রথারূঢ় হলে তিনটি হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দররূপে বহন করে। ৬। আমার পিতার কীর্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁর বাক্য সেবকদের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হত। ৭। [কবষের সান্ত্বনা বাক্য] হে কুরুশ্রবণ ! যাঁর কীর্তি দৃষ্টান্ত দেবার স্থল, তুমি তাঁর পুত্র। তুমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে এস, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্তা অর্থাৎ অনুগতলোক। ৮। যদি জীবিতব্যক্তির জীবন ও মৃতব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হত তা হলে আমার সে পরম উপকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকতেন। ৯। একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকলেও দেবতাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত কেউ বাঁচতে পারে না। এ হেতুতেই আমাদের সহচরদের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ হয়।
টীকা : ১। এ সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে।

৩৪ সূক্ত ॥ অক্ষ ও দ্যূতকার দেবতা (১)। কবষ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্ ॥ ১
ন মা মিমেথ ন জিহীল এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ।
অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপ জায়ামরোধম্ ॥ ২

দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্।
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্ ॥ ৩
অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্যক্ষঃ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এনমাহুর্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্ ॥ ৪
যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব ॥ ৫
সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা শূশুজানঃ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরন্তি কামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি ॥ ৬
অক্ষাস ইদংকুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা ॥ ৭
ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীলতি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি ॥ ৮
নীচা বর্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত্যহস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে।
দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি ॥ ৯
জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ব স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ॥ ১০
স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপান্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্।
পূর্বাহ্ণে অশ্বান্যুযুজে হি বভ্রূন্ৎসো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ॥ ১১
যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ॥ ১২
অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥ ১৩
মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃলতা নো মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতিরন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ ন্বস্তু ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখে আমার বড়ই আনন্দ হয়। মূজবান নামক পর্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে (২), তার রস পান করতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীতকাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে। ২। আমার এ রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নি, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নি। সে পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সে পরম অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করলাম। ৩। যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে, তার শ্বশ্রূ তার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে, যদি কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দেবার লোক কেউ নেই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেউ মূল্য দিয়ে ক্রয় করে না, সেরূপ দ্যূতকার কারও নিকট সমাদর পায় না। ৪। পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তা হলে তার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে (৩)। তার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাকে দেখে বলে আমরা একে চিনি না, একে বেঁধে নিয়ে যাও। ৫। আমি যখন মনে ভাবি, আর এ পাশাখেলা করব না তখন খেলার সঙ্গীদের দেখলে তাদের নিকট হতে সরে যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গল-মূর্তিতে ছকের উপর বসে আছে দেখে আর থাকতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টানারী উপপতির নিকট গমন করে আমিও সেরূপ খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি।

৬। দ্যুতকার আপনার বুক ফুলিয়ে আস্ফালন করতে করতে ক্রীড়াসভায় আসে, বলে, আমি জিতব। পাশাগুলি কখন এর অভিলাষ পূর্ণ করে, সে বিপক্ষ দ্যুতকারের প্রতি যা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলি কখন সিদ্ধ হয়ে যায়। ৭। কিন্তু কখন সে পাশা যেন অঙ্কুশযুক্ত অর্থাৎ যেন আঁকুশিদ্বারা আকর্ষণ করতে থাকে তারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করতে, ছুরিকার ন্যায় কর্তন করতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয়, তার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তারা যেন নিধন করে। ৮। এ যে তিপ্পান্নটি পাশার দল দেখছ, এরা মিলিত হয়ে ছকের উপর বিহার করে বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্যদেব বিশ্বভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ হোন, এরা কারও বশীভূত নয়। রাজা পর্যন্ত এদের নমস্কার করে। ৯। এরা কখন নীচে নামছে, কখন উপরে উঠছে। এদের হাত নেই, কিন্তু যার হাত আছে সে এদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। এরা দেখতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসে আছে। স্পর্শ করতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে। ১০। দ্যুতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিত্যাগ করে। পুত্র কোথায় বেড়াচ্ছে ভেবে তার মাতা ব্যাকুল। যে তাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরে পাব কি না ভেবে সশঙ্কিত। দ্যুতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করতে হয়। ১১। আপনার স্ত্রীর দশা দেখে দ্যুতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখে তার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্বক গতিবিধি করছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করতে হয়। ১২। হে পাশাগণ! যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনাপতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁর প্রতি আমার এ দশ অঙ্গুলি একত্র করে প্রণাম করছি, আমি তোমাদের নিকট অর্থ চাই না, এ সত্য করে বলছি। ১৩। হে দ্যুতকার! পাশা কখন খেল না, বরং কৃষিকার্য কর। তাতে যা লাভ হয় সে লাভে সন্তুষ্ট হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তাতে পত্নী ও অনেক গাভী পাবে। এ যে প্রভু সূর্যদেব, ইনি আমাকে এ বলে দিয়েছেন। ১৪। হে পাশাগণ! আমাদের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদের কল্যাণ কর। তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব আমাদের প্রতি প্রয়োগ কর না। আমাদের শত্রুই যেন তোমাদের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদের ব্যবহার করতে ব্যাপৃত থাকে।

টীকা: ১। এ সূক্তে পাশা খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা এবং ভয়ানক ফল সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। ২। মুজবান নামক পর্বতে সোমলতা জন্মে। ৩। অর্থাৎ পত্নী ব্যভিচারিণী হয়।

৩৫ ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। লুশ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ।

অবুধ্রমু ত্য ইন্দ্রবন্তো অগ্নয়ো জ্যোতির্ভরন্ত উষসো ব্যুষ্টিষু।
মহী দ্যাবাপৃথিবী চেততামপোঽদ্যা দেবানামব আ বৃণীমহে ॥ ১
দিবস্পৃথিব্যোরব আ বৃণীমহে মাতৄন্ত্‌সিন্ধূৎপর্বতাঞ্ছর্যণাবতঃ।
অনাগাস্ত্বং সূর্যমুষাসমীমহে ভদ্রং সোমঃ সুবানো অদ্যা কৃণোতু নঃ ॥ ২
দ্যাবা নো অদ্য পৃথিবী অনাগসো মহী ত্রায়েতাং সুবিতায় মাতরা।
উষা উচ্ছন্ত্যপ বাধতামঘং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৩
ইয়ং ন উস্রা প্রথমা সুদেব্যং রেবৎসনিভ্যো রেবতী ব্যুচ্ছতু।
আরে মন্যুং দুর্বিদত্রস্য ধীমহি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৪

প্র যাঃ সিস্রতে সূর্যস্য রশ্মিভির্জ্যোতির্ভরন্তীরুষসো ব্যুষ্টিষু।
ভদ্রা নো অদ্য শ্রবসে ব্যুচ্ছত স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৫
অনমীবা উষস আ চরন্তু ন উদগ্নয়ো জিহতাং জ্যোতিষা বৃহৎ।
আয়ুক্ষাতামশ্বিনা তূতুজিং রথং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৬
শ্রেষ্ঠং নো অদ্য সবিতর্বরেণ্যং ভাগমা সুব স হি রত্নধা অসি।
রায়ো জনিত্রীং ধিষণামুপ ব্রুবে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৭
পিপর্তু মা তদৃতস্য প্রাবচনং দেবানাং যন্মনুষ্যা অমন্মহি।
বিশ্বা ইদুস্রাঃ স্পলুদেতি সূর্যঃ স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৮
অদ্বেষো অদ্য বর্হিষঃ স্তরীমণি গ্রাব্ণাং যোগে মন্মনঃ সাধ ঈমহে।
আদিত্যানাং শর্মণি স্থা ভুরণ্যসি স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ৯
আ নো বর্হিঃ সধমাদে বৃহদ্দিবি দেবাঁ ঈলে সাদয়া সপ্ত হোতৄন্।
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১০
ত আদিত্যা আ গতা সর্বতাতয়ে বৃধে নো যজ্ঞমবতা সজোষসঃ।
বৃহস্পতিং পূষণমশ্বিনা ভগং স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১১
তন্নো দেবা যচ্ছত সুপ্রবাচনং ছর্দিরাদিত্যাঃ সুভরং নৃপায্যম্।
পশ্বে তোকায় তনয়ায় জীবসে স্বস্ত্যগ্নিং সমিধানমীমহে ॥ ১২
বিশ্বে অদ্য মরুতো বিশ্ব ঊতী বিশ্বে ভবন্ত্বগ্নয়ঃ সমিদ্ধাঃ।
বিশ্বে নো দেবা অবসা গমন্তু বিশ্বমস্তু দ্রবিণং বাজো অস্মে ॥ ১৩
যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং ত্রায়ধ্বে যং পিপৃথাত্যংহঃ।
যো বো গোপীথে ন ভয়স্য বেদ তে স্যাম দেববীতয়ে তুরাসঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। সে সকল অগ্নি জাগরিত হলেন. তাঁদের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন, প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে তখন সে সমস্ত অগ্নি আলোক ধারণপূর্বক প্রজ্বলিত হল। বিপুলমূর্তি দ্যুলোক ও ভূলোক চৈতন্যযুক্ত হোক। দেবতারা অদ্য যেন আমাদের রক্ষা করেন এ প্রার্থনা করি। ২। আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করে, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্বতগণ (১) আমাদের রক্ষা করেন। সূর্য ও ঊষাদেবীর নিকট এ প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, তিনি যেন আমাদের মঙ্গল করেন। ৩। দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সে দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপরাধী থাকি, যেন তাঁরা আমাদের সুখ বিধান করেন। ঊষাদেবী যেন পাপ মুছে নেন, এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৪। এ যে ঊষা দেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীর ন্যায়, তিনি আমাদের উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তা ভাগ করে নিই। আমরা যেন দুষ্টলোকের কোপ হতে দূরবর্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৫। যে সকল ঊষা সূর্যকিরণের সাথে মিলিত হয়ে আলোক ধারণপূর্বক অন্ধকারকে অপসারিত করেন, তাঁরা অদ্য আমাদের অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৬। ঊষা যেন আমাদের আরোগ্যসম্পন্ন হয়ে উপস্থিত হন, বিপুল জ্যোতিসহকারে অগ্নিগণ উদয় হোন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করেছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৭। হে সূর্যদেব! অদ্য অতি চমৎকার ধন ভাগ আমাদের বিতরণ কর, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ করবার কর্তা। যাতে ধন জন্মিতে পারে, এ প্রকার স্তুতি পাঠ করছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৮। মনুষ্যগণ দেবতাদের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য সংকল্প করে, সে যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট করে দিয়ে উদয় হন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ৯। যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এ যে কুশ বিস্তার হচ্ছে, সোম প্রস্তুত করবার জন্য দৃঢ় প্রস্তর সংযোজিত হচ্ছে, এ সময়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া যাক হে যজমান! তুমি সকল অনুষ্ঠান করে থাক, অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১০। হে অগ্নি! আমাদের এ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাতে দেবতাগণ একত্র হয়ে আমোদ আহ্লাদ করেন, এ যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্তী দেবতাদের আন, সাতজন হোতাকে আন, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আন; আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১১। হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ! তোমরা এস, তাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হয়ে যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি। ১২। হে দেবগণ! অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা কর। হে আদিত্যগণ! ধন পরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। আমাদের পশু ও পুত্র পৌত্র ও পরমায়ু সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা করি। ১৩। সকল মরুৎ আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হোন। যাবতীয় দেবতা আমাদের রক্ষা করবার জন্য আসুন। সর্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদের লাভ হোক। ১৪। হে দেবগণ! যাকে তোমারা অন্ন দানপূর্বক রক্ষা কর, যাকে ত্রাণ কর, যাকে পাপমুক্ত করে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদের আশ্রয়ে থেকে ভয় কাকে বলে জানে না, আমরা যেন দেবকার্যের জন্য ব্যগ্র হয়ে সেরূপ ব্যক্তি হই।

টীকা ঃ ১। মূলে পর্বতান্ শর্যণাবতঃ আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্বত এরূপ অর্থও হতে পারে। সায়ণ অন্য স্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি সরোবরের নাম শর্য্যণাবৎ বলেছেন।

৩৬ সূক্ত।। বিশ্বদেব দেবতা। লুশ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উষাসানক্তা বৃহতী সুপেশসা দ্যাবাক্ষামা বরুণো মিত্রো অর্যমা।
ইন্দ্রং হুবে মরুত পর্বতাঁ অপ আদিত্যান্দ্যাবাপৃথিবী অপঃ স্বঃ ॥ ১
দৌশ্চ নঃ পৃথিবী চ প্রচেতস ঋতাবরী রক্ষতামংহসো রিষঃ।
মা দুর্বিদত্রা নির্ঋতির্ন ঈশত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ২
বিশ্বস্মানো অদিতিঃ পাত্বংহসো মাতা মিত্রস্য বরুণস্য রেবতঃ।
স্বর্বজ্জ্যোতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৩
গ্রাবা বদন্নপ রক্ষাংসি সেধতু দুঃষ্বপ্ন্যং নির্ঋতিং বিশ্বমত্রিণম্।
আদিত্যং শর্ম মরুতামশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৪
এন্দ্রো বর্হিঃ সীদতু পিন্বতামিলা বৃহস্পতিঃ সামভিঋর্কো অর্চতু।
সুপ্রকেতং জীবসে মন্ম ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৫
দিবিস্পৃশং যজ্ঞমস্মাকমশ্বিনা জীরাধ্বরং কৃণুতং সুম্নমিষ্টয়ে।
প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন তদ্দেবানমবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৬
উপ হ্বয়ে সুহবং মারুতং গণং পাবকমৃষ্বং সখ্যায় শম্ভুবম্।
রায়স্পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৭

অপাং পেরুং জীবধন্যং ভরামহে দেবাব্যং সুহবমধ্বরশ্রিয়ম্ ।
সুরশ্মিং সোমমিন্দ্রিয়ং যমীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৮
সনেম তৎসুসনিতা সনিত্বভির্বয়ং জীবা জীবপুত্রা অনাগসঃ ।
ব্রহ্মদ্বিষো বিষ্বগেনো ভরেরত তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ৯
যে স্থা মনোর্যজ্ঞিয়াস্তে শৃণোতন যদ্বো দেবা ঈমহে তদ্দদাতন ।
জৈত্রং ক্রতুং রয়িমদ্বীরবদ্যশস্তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১০
মহদদ্য মহতামা বৃণীমহেঽবো দেবানাং বৃহতামনর্বণাম্ ।
যথা বসু বীরজাতং নশামহৈ তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১১
মহো অগ্নেঃ সমিধানস্য শর্মণ্যনাগা মিত্রে বরুণে স্বস্তয়ে ।
শ্রেষ্ঠে স্যাম সবিতুঃ সবীমনি তদ্দেবানামবো অদ্যা বৃণীমহে ॥ ১২
যে সবিতুঃ সত্যসবস্য বিশ্বে মিত্রস্য ব্রতে বরুণস্য দেবাঃ ।
তে সৌভগং বীরবদ্গোমদপ্নো দধাতন দ্রবিণং চিত্রমস্মে ॥ ১৩
সবিতা পশ্চাতাৎ সবিতা পুরস্তাৎ সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। ঊষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুলসমৃদ্ধিধারিণী সুগঠন শরীরা দ্যাবাপৃথিবী এবং বরুণ ও আর্যমা ও ইন্দ্র ও মরুদগণ ও পর্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ এঁদের আমি যজ্ঞে আহ্বান করছি। দ্যাবাপৃথিবী জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করছি। ২। প্রশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আমাদের পাপ হতে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নিঃঋতি যেন আমাদের উপর আধিপত্য করতে না পান। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৩। ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী তাবৎ পাপ হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতি লাভ করি। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৪। সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করতে করতে রাক্ষসদের দূরীকৃত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নিঃঋবি ও যত শত্রু সকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যদের নিকট এবং মরুদগণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৫। ইন্দ্র এসে কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হোক, বৃহস্পতি ঋক ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করে দীর্ঘজীবী হই। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৬। হে অশ্বিযুগল! আমাদের যজ্ঞ যাতে দেবলোককে স্পর্শ করতে পারে তা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর কর। আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে সুখী কর। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হয়েছে, তার কিরণসমূহ দেবতাদের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৭। যে মরুদগণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁরা দেখতে সুশ্রী, যাঁদের হতে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁরা ধন বৃদ্ধি করে দেন, যাঁদের নাম করলে মনে আনন্দ হয়, তাঁদের আমি আহ্বান করছি, বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাঁদের ধ্যান করছি। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৮। যে সোম জলপান করে থাকেন অর্থাৎ জলের সাথে মিশ্রিত হন, প্রাণিবর্গ যাঁর জন্য স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়, যিনি দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন, যাঁর নাম করলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, সে সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করছি, তাঁর নিকট বল প্রার্থনা করছি। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ৯। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই,

আমাদের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্রদের সাথে সে সোমরস ভাগ করে নিয়ে পান করি, স্তুতি-বিদ্বেষিগণ যেন সর্বপ্রকার পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১০। হে দেবগণ! তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করবার উপযুক্ত, তোমরা শোন। তোমাদের নিকট যা প্রার্থনা করি, তাহা দান কর। যাতে জয়ী হই, এরূপ জ্ঞান দান কর। ধন ও লোকবল ও যশ দান কর। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১১। দেবতারা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত আমরা তাদের নিকট সেরূপ বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১২। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি, মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হয়ে আমরা যেন কল্যাণপ্রাপ্ত হই, সূর্য যেন আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাদের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি। ১৩। যে সকল দেবতা সত্যস্বভাব সূর্য ও মিত্র ও বরুণের কার্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁরা আমাদের সৌভাগ্য লোকবল গাভী ও পুণ্যকর্ম দান করুন এবং বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ করুন। ১৪। কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, সূর্যদেব আমাদের সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদের দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করুণ।

৩৭ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। অভিতপা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্যায় শংসত ॥ ১
সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যন্নি বিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্যঃ ॥ ২
ন তে অদেবঃ প্রদিবো নি বাসতে যদেতশেভিঃ পতরৈ রথর্যসি।
প্রাচীনমন্যদনু বর্ততে রজ উদন্যেন জ্যোতিষা যাসি সূর্য ॥ ৩
যেন সূর্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদিয়র্ষি ভানুনা।
তেনাস্মদ্বিশ্বামনিরামনাহুতিমপামীবামপ দুঃষ্বপ্ন্যং সুব ॥ ৪
বিশ্বস্য হি প্রেষিতো রক্ষসি ব্রতমহেলয়ন্নুচ্চরসি স্বধা অনু।
যদদ্য ত্বা সূর্যোপব্রবামহৈ তং নো দেবা অনু মংসীরত ক্রতুম্ ॥ ৫
তং নো দ্যাবাপৃথিবী তন্ন আপ ইন্দ্রঃ শৃণ্বন্তু মরুতো হবং বচঃ।
মা শূনে ভূম সূর্যস্য সন্দৃশি ভদ্রং জীবন্তো জরণামশীমহি ॥ ৬
বিশ্বাহা ত্বা সুমনসঃ সুচক্ষসঃ প্রজাবন্তো অনমীবা অনাগসঃ।
উদ্যন্তং ত্বা মিত্রমহো দিবেদিবে জ্যোগ্‌জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৭
মহি জ্যোতির্বিভ্রতং ত্বা বিচক্ষণ ভাস্বন্তং চক্ষুষে চক্ষুসে ময়ঃ।
আরোহন্তং বৃহতঃ পাজসস্পরি বয়ং জীবাঃ প্রতি পশ্যেম সূর্য ॥ ৮
যস্য তে বিশ্বা ভুবনানি কেতুনা প্র চেরতে নি চ বিশন্তে অক্তুভিঃ।
অনাগাস্ত্বেন হরিকেশ সূর্যাহ্নাহ্না নো বস্যসাবস্যসোদিহি ॥ ৯
শং নো ভব চক্ষসা শং নো অহ্না শং ভানুনা শং হিমা শং ঘৃণেন।
যথা শমধ্বঞ্ছমসদ্দুরোণে তৎ সূর্য দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্ ॥ ১০
অস্মাকং দেবা উভয়ায় জন্মনে শর্ম যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে।
অদৎপিবদূর্জয়মানমাশিতং তদস্মে শং যোররপো দধাতন ॥ ১১

যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনম্ ।
অরাবা যো নো অভি দুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনো বসবো নি ধেতন ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরোহিতগণ! যে সূর্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখতে পান, যাঁর দীপ্তি অতি উজ্জ্বল যিনি দূরে হতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যিনি সকল বস্তু পরিষ্কার করে দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সে সূর্যদেবকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর। ২। সে যে সত্যবাক্য (১) আকাশ এবং দিবা যাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাঁর আশ্রিত, যাঁর প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হচ্ছে এবং সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন, সে সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে। ৩। হে সূর্যদেব যখন তুমি বেগবান ঘোটক রথে যোজনাপূর্বক আকাশ পথে গমন কর তখন কোনও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসতে পায় না। তোমার সে চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় সে অসাধারণ জ্যোতি ধারণপূর্বক তুমি উদয় হও। ৪। হে সূর্যদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তার দ্বারায় আমাদের সর্বপ্রকার দারিদ্র্য নষ্ট কর আমাদের পাপ ও রোগ ও দুস্বপ্ন দূর কর। ৫। হে সূর্যদেব! তুমি অক্লিষ্ট ভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করবার জন্য প্রেরিত হয়েছ, তুমি প্রাতকালের হোম হলে উদয় হও। হে সূর্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি তখন যেন দেবতাগণ আমাদের যজ্ঞ সফল করেন। ৬। দ্যাবাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুদগণ আমাদের আহ্বানবাক্য শুনুন। সূর্যের কৃপা দৃষ্টি থাকতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত সৌভাগ্যশালী থাকি। ৭। হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্যদেব! যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হয়ে তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হয়ে তোমার দর্শন পাই। যেন আমরা চিরজীবী হয়ে তোমার দর্শন পাই। ৮। হে সর্বত্রদৃষ্টিকারী সূর্য! তুমি বিপুল জ্যোতি ধারণ কর, তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সে মূর্তি আকাশের ঊর্ধ্বদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তা নিত্য দর্শন করি। ৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ পায়, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী সূর্য! তুমি তোমার সে চমৎকার পতাকা নিয়ে দিন দিন উদয় হও, আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হয়ে তার দর্শন পাই। ১০। তোমার দৃষ্টি আমাদের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হোক, আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি বা পথেই যাত্রা করি, সর্বদা তা কল্যাণ করুক। হে সূর্য! বিবিধ সম্পত্তি আমাদের বিতরণ কর। ১১। হে দেবগণ! আমাদের অধিকারভুক্ত যে দু প্রকার প্রাণিবর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ হোক এবং আমাদের সংসর্গে তারা অবিচ্ছিন্ন স্বচ্ছন্দতা লাভ করুক। ১২। হে ধনসম্পন্ন দেবতাগণ! কথায় হোক বা মানসিক ক্রিয়াদ্বারা হোক, যা কিছু অপরাধের কার্য আমরা দেবতাদের নিকট করে থাকি, যে ব্যক্তি দানধর্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদের অনিষ্ট কামনা করে তার পাপ তোমরা সে ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর।

টীকা ঃ ১। মূলে 'সত্য উক্তিঃ' আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্গ, বৃষ্টি ও সূর্য ও বিশ্বভুবনের অবলম্বন।

৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা । মুষ্কবান্ ইন্দ্র ঋষি । জগতী ছন্দ ।

অস্মিন্ন ইন্দ্র পৃৎসুতৌ যশস্বতি শিমীবতি ক্রন্দসি প্রাব সাতয়ে ।
যত্র গোষাতা ধৃষিতেষু খাদিষু বিষ্বক্ পতন্তি দিদ্যবো নৃষাহ্যে ॥ ১
স নঃ ক্ষুমন্তং সদনে ব্যূর্ণুহি গোঅর্ণসং রয়িমিন্দ্র শ্রবায্যম্ ।
স্যাম তে জয়তঃ শক্র মেদিনো যথা বয়মুশ্মসি তদ্বসো কৃধি ॥ ২
যো নো দাস আর্যো বা পুরুষ্টুতাদেব ইন্দ্র যুধয়ে চিকেততি ।
অস্মাভিষ্টে সুষহাঃ সন্তু শত্রবস্ত্বয়া বয়ং তান্বনুয়াম সঙ্গমে ॥ ৩
যো দভ্রেভির্হব্যো যশ্চ ভূরিভির্যো অভীকে বরিবোবিন্নৃষাহ্যে ।
তং বিখাদে সস্নিমদ্য শ্রুতং নরমর্বাঞ্চমিন্দ্রমবসে করামহে ॥ ৪
স্ববৃজং হি ত্বামহমিন্দ্র শুশ্রবানানুদং বৃষভ রধ্রচোদনম্ ।
প্র মুঞ্চস্ব পরি কুৎসাদিহা গহি কিমু ত্বাবান্মুষ্কয়োর্বদ্ধ আসতে ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১ । হে ইন্দ্র ! এ যে সংগ্রাম, যেখানে যশোলাভ হয়ে থাকে, যেখানে প্রহার প্রতিপ্রহার চলতে থাকে তুমি সেখানে বীরমদে মত্ত হয়ে চীৎকার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীদের বণ্টন করে দাও । এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুদের উপর পতিত হতে থাকে, সে ব্যাপার দর্শনে সকল লোক হতবুদ্ধি হয়ে যায় । ২ । অতএব হে ইন্দ্র ! প্রচুর ধনধান্য ও গাভীদ্বারা আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর । হে শক্র ! তুমি জয়ী হলে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই । আমরা মনে যে প্রকার কামনা করি, তা আমাদের দান কর । ৩ । হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র ! আর্য জাতিই হোক, বা দাস জাতিই হোক (১), যে কেউ দেবরহিতলোকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার বাসনা করে, সে সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদের নিকট পরাজিত হয় । তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাদের যুদ্ধে নিধন করি । ৪ । যাকে অল্প লোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হয়ে উত্তম উত্তম বস্তুর জয় করে লন, যিনি যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্তি হন, আশ্রয় পাবার জন্য আমরা সে ইন্দ্রকে আমাদের প্রতি অনুকূল করছি । ৫ । হে ইন্দ্র ! তুমিই তোমার ভক্তদের উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করবে ? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করতে সমর্থ । অতএব কুৎসের হস্ত হতে আত্মমোচন কর এবং এ স্থানে এস । তোমার মত ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করছে ।

৩৯ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় দেবতা । ঘোষানাম্নী নারী ঋষি । জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনা রথো দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা ।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে ॥ ১
চোদয়তং সূনৃতাঃ পিন্বতং ধিয় উৎপুরন্ধীরীরয়তং তদুশ্মসি ।
যশসং ভাগং কৃণুতং নো অশ্বিনা সোমং ন চারুং মঘবৎসু নস্কৃতম্ ॥ ২
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগোঽনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ ।
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চিদ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ ॥ ৩
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ ।
নিষ্টৌগ্র্যমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেত্তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ৪
পুরাণা বাং বীর্যা প্র ব্রবা জনেঽথো হাসথুর্ভিষজা ময়োভুবা ।
তা বাং নু নব্যাববসে করামহেঽয়ং নাসত্যা শ্রদরির্যথা দধৎ ॥ ৫
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্ ।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্ ॥ ৬

যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্ ।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে ॥ ৭
যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ ।
যুবং বন্দনমৃশ্যদাদুদুপথুর্যুবং সদ্যো বিশ্পলামেতবে কৃথঃ ॥ ৮
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহা হিতমুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা ।
যবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমবন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে ॥ ৯
যুবং শ্বেতং পেদবেহশ্বিনাশ্বং নবভির্বাজৈর্নবতী চ বাজিনম্ ।
চর্কৃত্যং দদথুর্দ্রাবয়ৎসখং ভগং ন নৃভ্যো হব্যং ময়োভুবম্ ॥ ১০
ন তং রাজানাবদিতে কুতশ্চন নাংহো অশ্নোতি দুরিতং নকির্ভয়ম্ ।
যমশ্বিনা সুহবা রুদ্রবর্তনী পুরোরথং কৃণুথঃ পত্ন্যা সহ ॥ ১১
আ তেন যাতং মনসো জবীয়সা রথং যং বামৃভবশ্চক্রুরশ্বিনা ।
যস্য যোগে দুহিতা জায়তে দিব উভে অহনী সুদিনে বিবস্বতঃ ১২
তা বর্তির্যাতং জয়ুষা বি পর্বতমপিন্বতং শয়বে ধেনুমশ্বিনা ।
বৃকস্য চিদ্বর্তিকামন্তরাজ্যাদ্যুবং শচীভির্গ্রাসিতামমুঞ্চতম্ ॥ ১৩
এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথম্ ।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে সর্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, যে রথকে উদ্দেশপূর্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন কর্তব্য আমরা ক্রমাগত সে রথেরই নাম করছি, যেমন পিতার নাম করতে আনন্দ হয়, সেরূপ তার নামে আনন্দ হয়। ২। আমাদের মধুর বাক্য উচ্চারণ করতে প্রবৃত্ত কর, আমাদের কর্ম সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করে দাও, তা আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদের দাও। যেরূপ সোমরস প্রীতিপ্রদ হয়, আমাদের যজমানদের নিকট সেরূপ প্রীতি ভাজন করে দাও। ৩। পিতৃভবনে একটি স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল, তোমরা তার সৌভাগ্যস্বরূপ তার বর এনে দিলে। যার চলৎশক্তি নেই অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমাদেরই অন্ধের ও দুর্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলে লোকে উল্লেখ করে। ৪। যেমন পুরাতন রথকে কেউ নূতন করে নির্মাণপূর্বক তা দিয়ে গতিবিধি করে, সেরূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্বার যুবা করে দিয়েছিলে। তোমরাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন করে তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদের দুজনের সে সমস্ত কার্য বিশেষরূপে বর্ণনা করবার যোগ্য। ৫। তোমাদের সে সমস্ত পূর্বতন বীরত্বের কার্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করছি। এ ছাড়া তোমরা দুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সে নিমিত্ত তোমাদের আশ্রয় পাবার আশায় তোমাদের স্তব করছি। হে নাসত্যদ্বয়! আমি এরূপে স্তব করছি যে যজমান তাতে অবশ্যই বিশ্বাস করবে। ৬। হে অশ্বিদ্বয়! এ আমি তোমাদের দুজনকে ডাকছি শোন। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, সেরূপ আমাকে শিক্ষা দাও, আমার কেউ আপ্তবন্ধু নেই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নেই, বুদ্ধি নেই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হবার অগ্রেই দুর্গতি দূর কর। ৭। শুন্ধ্যুর নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে করে তাকে নিয়ে বিমদের সাথে বিবাহ দিয়েছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমাদের ডাকলেন, তা তোমরা শুনেছিলে। তোমরা সে নারীর প্রসব বেদনা দূর করে সুখে প্রসব করিয়েছিলে। ৮। কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হয়েছিল,

তোমরা তাকে পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করেছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হতে উদ্ধার করেছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিশপলাকে লৌহের চরণ দিয়ে তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্টা করেছিলে। ৯। হে অভিলষিত বস্তুবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! রেভ নামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃতপ্রায় করে গুহার মধ্যে রেখে দিয়েছিল, তোমরাই তাকে সংকট হতে উদ্ধার করেছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তোমরাই সে অগ্নিকুণ্ড তাঁর নিরুপদ্রবস্থানতুল্য করে দিয়েছিলে। ১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদু নামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সাথে একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক দিয়েছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, ওকে দেখলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, তা মনুষ্যদের নিকট বহুমূল্য ধনস্বরূপ, তার নামে আনন্দ হয়, তাকে দেখলে মনে সুখ জন্মে। ১১। হে ক্ষররহিত রাজদ্বয়! তোমাদের দুজনের নাম কীর্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে যাবার সময় তোমাদের চতুর্দিক হতে সকলে স্তব করে, তোমরা যদি পত্নীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোমাদের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্বক আশ্রয় দান কর, তাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি বা কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারে না। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! ঋভু নামক দেবতারা তোমাদের যে রথ প্রস্তুত করে দিয়েছেন, যে রথের উদয় হলে আকাশের কন্যা ঊষা আবির্ভূত হন এবং সূর্য হতে অতি সুন্দর দিন রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সে রথে আরোহণপূর্বক তোমরা এস। ১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সে রথে আরোহণপূর্বক পর্বতে যাবার পথে গমন কর। শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভীকে পুনর্বার দুগ্ধবতী করে দাও। তোমাদের এ প্রকার ক্ষমতা যে, যে বর্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হয়েছিল, তোমরা সে বর্তিকাকে তার মুখগহ্বর হতে উদ্ধার করেছিলে। ১৪। যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে (১), সেরূপ হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এ স্তব প্রস্তুত করলাম। যেরূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাকে বসন ভূষণে অলঙ্কৃত করে সম্প্রদান করে (২), সেরূপ এ স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করেছি। যেন নিত্যকাল আমাদের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

টীকা ঃ ১। ভৃগুসন্তানগণ রথ নির্মাণ করত, তার উল্লেখ পূর্বেই পেয়েছি। ২। কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কৃতা করে অর্পণ করা যায়।

৪০ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষা ঋষি (১)। জগতী ছন্দ।

রথং যান্তং কুহ কো হ বাং নরা প্রতি দ্যুমন্তং সুবিতায় ভূষতি।
প্রাতর্যাবাণং বিভ্বং বিশেবিশে বস্তোর্বস্তোর্বহমানং ধিয়া শমি ॥ ১
কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ২
প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া বস্তোর্বস্তোর্যজতা গচ্ছথো গৃহম্।
কস্য ধ্বস্রা ভবথঃ কস্য বা নরা রাজপুত্রেব সবনাব গচ্ছথঃ ॥ ৩
যুবাং মৃগেব বারণা মৃগণ্যবো দোষা বস্তোর্হবিষা নি হ্বয়ামহে।
যুবং হোত্রামৃতুথা জুহ্বতে নরেষং জনায় বহথঃ শুভস্পতী ॥ ৪
যুবাং হ ঘোষা পর্যশ্বিনা যতী রাজ্ঞ ঊচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা।
ভূতং মে অহ্ন উত ভূতমক্তবেঽশ্বাবতে রথিনে শক্তমর্বতে ॥ ৫
যুবং কবী ষ্ঠঃ পর্যশ্বিনা রথং বিশো ন কুৎসো জরিতুর্নশায়থঃ।
যুবোর্হ মক্ষা পর্যশ্বিনা মধ্বাসা ভরত নিষ্কৃতং ন যোষণা ॥ ৬

যুবং হ ভুজ্যুং যুবমশ্বিনা বশং যুবং শিঞ্জারমুশনামুপারথুঃ।
যুবো ররাবা পরি সখ্যমাসতে যুবোরহমবসা সুম্নমা চকে ॥ ৭
যুবং হ কৃশং যুবমশ্বিনা শযুং যুবম্ বিধন্তম্ বিধবামুরুষ্যথঃ।
যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ন্তমশ্বিনাপ ব্রজমূর্ণথঃ সপ্তাস্যম্ ॥ ৮
জনিষ্ট যোষা পতয়ৎকনীনকো বি চারুহন্বীরুধো দংসনা অনু।
আস্মৈ রীয়ন্তে নিবনেব সিন্ধোবোহস্মা অহ্নে ভবতি তৎপতিত্বনম্ ॥ ৯
জীবং রুদন্তি বি ময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনু প্রসিতিম্ দীধিযুর্নরঃ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদম্ সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরিষ্বজে ॥ ১০
ন তস্য বিদ্ম তদু ষু প্র বোচত যুবা হ যদ্যুবত্যাঃ ক্ষেতি যোনিষু।
প্রিয়োস্রিয়স্য বৃষভস্য রেতিনো গৃহং গমেমাশ্বিনা তদুশ্মসি ॥ ১১
আ বামগন্ত্সুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অয়ংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যম্নো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ১২
তা মন্দসানা মনুষো দুরোণ আ ধত্তং রয়িং সহবীরং বচস্যবে।
কৃতং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথেষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্ ॥ ১৩
ক্ব স্বিদদ্য কতমাস্বশ্বিনা বিক্ষু দস্রা মাদয়েতে শুভস্পতী।
ক্ব ঈং নি যেমে কতমস্য জগ্মতুর্বিপ্রস্য বা যজমানস্য বা গৃহম্ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। হে কর্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করে নিয়ে যায় তখন সে সমুজ্জ্বল রথকে কোন যজমান আপনার যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করবার জন্য স্তব করে? তোমাদের সেই রথ কোথায় যায়? ২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর? যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে (২), অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে? ৩। তোমরা যেন বৃদ্ধ দু রাজার তুল্য, তোমাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতকালে স্তুতি পাঠ করা হচ্ছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ পাবার জন্য কার ভবনে গিয়ে থাক? কার পাপ ধ্বংস করে থাক? হে কর্মে উপদেশকারীদ্বয়! কার যজ্ঞে দুটি রাজপুত্রের ন্যায় গিয়ে থাক? ৪। যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগদের (৩) বাঞ্ছা করে, সেরূপ তোমাদের আমি দিন রাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য নিয়ে আহ্বান করছি। হে উপদেশকারীদ্বয়! কালে কালে তোমাদের উদ্দেশে লোকে হোম করে থাকে, তোমরাও লোকদের নিকট অন্ন বহন করে নিয়ে যাও, কারণ তোমরা সকল কল্যাণের অধিপতি। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দিকে গমন পূর্বক তোমাদের কথাই বলি, তোমাদের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকট তোমরা অবস্থিতি কর, রথারূঢ় ও ঘোটক-সম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে দমন করে রাখ। ৬। হে কবিদ্বয়! তোমরা রথের উপর আরোহণ করেছ। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কুৎসের ন্যায় রথে আরোহণ পূর্বক স্তবকারী ব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদের যে মধু আছে, তা এত প্রচুর যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করতে থাকে। যেরূপ কোন নারী ব্যাভিচারে রত হয় (৪), তদ্রূপ মক্ষিকাগণ তোমাদের মধু গ্রহণ করে। ৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হতে উদ্ধার করেছিলে, তোমরা বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করেছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সে তোমাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তাই কামনা করি। ৮। হে

অশ্বিদ্বয় ! তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শৈয়ুব এবং তোমাদের পরিচর্যাকারী ব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করেছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করে দাও, তখন সে মেঘ শব্দ করতে করতে সাত মুখ উদ্‌ঘাটন পূর্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে। ৯। আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবতী হয়েছি, আমাকে বিবাহ করবার নিমিত্ত বর এসেছে। তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করাতে, তাঁর জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হয়েছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হয়ে এঁর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ইনি রোগশূন্য, ঐ সকল সুখভোগ করবার উপযুক্ত সামর্থ এঁর জন্মেছে। ১০। হে অশ্বিদ্বয় ! যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাদের যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত করে, তাদের সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করতে নিযুক্ত করে, সে সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়। ১১। হে অশ্বিদ্বয় ! তাদের সে সুখ আমি অবগত নই। তোমরা সে সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর অর্থাৎ যুবা-স্বামী ও যুবতী স্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও। হে অশ্বিদ্বয় ! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমন করি, এই আমার কামনা। ১২। হে অন্নসম্পন্ন ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয় ! তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হোক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ বিধানকর্ত্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতিগৃহে গমনপূর্বক পতির প্রিয়পাত্র হই। ১৩। আমি তোমাদের স্তব করে থাকি অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয় ! আমি যে তীর্থে জল পান করি, তা সুবিধাযুক্ত করে দাও। আমার পতিগৃহে যাবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে তবে তাকে বিনাশ কর। ১৪। হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয় ! হে কল্যাণকর বিধাতাদ্বয় ! অদ্য তোমরা কোথায় ? কোন ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করছ ? কে তোমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে ? কোন বুদ্ধিমান যজমানের গৃহে তোমরা গমন করেছ ?

টীকা : ১। কক্ষীবান ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্থা হওয়ায়, তাঁর বিবাহ হয় নি, পরে অশ্বিদ্বয় তার রোগ ভাল করে দিলে, তিনি পতিলাভ করেন, সে ঘোষা এ সূক্তের ঋষি। ১।১১২ ও ১।১১৭ সূক্তের টীকায় অশ্বিদের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প বিবৃত হয়েছে, সেগুলির পুনরায় এখানে বিবৃত করবার আবশ্যকতা নেই। ২। স্বামির মৃত্যুর পর বিধবা স্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করবার প্রথাই এ ঋকে উল্লিখিত হচ্ছে। মনু ৯।৬৯ ও ৭০ দেখুন। পণ্ডিতবর রোথ এ মতই গ্রহণ করেছেন। Illustrations of the Nirukta p 32. ৩। মূলে "মৃগাবারণা" আছে। এর অর্থ সম্ভবত হস্তী। ৪। মূলে "নিষ্কৃতং ন ঘোষণা" আছে। এ মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকের টীকা দেখুন।

৪১ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহস্ত ঋষি। জগতী ছন্দ।

সমানমু ত্যং পুরুহূতমুক্‌থ্যঃ রথং ত্রিচক্রং সবনা গনিগ্মতম্‌।
পরিজ্মানং বিদথ্যং সুবৃক্তিভির্বয়ং ব্যুষ্টা উষসো হবামহে ॥ ১
প্রাতর্যুজং নাসত্যাধি তিষ্ঠথঃ প্রাতর্যাবাণং মধুবাহনং রথম্‌।
বিশো যেন গচ্ছথো যজ্বরীর্ণরা কীরেশ্চিদ্যজ্ঞং হোতৃমন্তমশ্বিনা ॥ ২
অধ্বর্যুং বা মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা ধৃতদক্ষং দমূনসম্‌।
বিপ্রস্য বা যৎসবনানি গচ্ছথোঽত আ যাতং মধুপেয়মশ্বিনা ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমাদের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে,

যাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যা তিন খানি চক্রের উপর এবং যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে, যা সর্বত্র বিচরণপূর্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে সুরোচিত স্তবের দ্বারায় সে রথকে আহ্বান করছি। ২। হে নাসত্যদ্বয়! হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রথ প্রাতকালে যোজনা করা হয়, প্রাতকালে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা সে রথে আরোহণপূর্বক যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদের নিকট গমন কর এবং তোমাদের যে স্তব করে, তার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন কর। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি সুহস্ত, আমি মধু হস্তে করে অধ্বর্যুর কার্য করছি, আমার নিকটে এস। অথবা অগ্নিধ্রনামক যে বলিষ্ঠপুরোহিত দান করতে উদ্যত হয়েছে, তার নিকট এস, যদিচ তোমরা অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞে গমন করে থাক তথাপি আমার ভবনে মধুপান করতে আগমন কর।

৪২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণাখ্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অস্তেব সু প্রতরং লায়মস্যন্ ভূষন্নিব প্র ভরা স্তোমমস্মৈ।
বাচা বিপ্রাস্তরত বাচমর্যো নি রাময় জরিতঃ সোম ইন্দ্রম্ ॥ ১
দোহেন গামুপ শিক্ষা সখায়ং প্র বোধয় জরিতর্জারমিন্দ্রম্।
কোশং ন পূর্ণং বসুনা ন্যৃষ্টমা চ্যাবয় মঘদেয়ায় শূরম্ ॥ ২
কিমঙ্গ ত্বা মঘবন্ ভোজমাহুঃ শিশীহি মা শিশয়ং ত্বা শৃণোমি।
অপ্নস্বতী মম ধীরস্তু শক্র বসুবিদং ভগমিন্দ্রা ভরা নঃ ॥ ৩
ত্বাং জনা মম সত্যেষ্বিন্দ্র সন্তস্থানা বি হ্বয়ন্তে সমীকে।
অত্রা যুজং কৃণুতে যো হবিষ্মান্নাসুন্বতা সখ্যং বষ্টি শূরঃ ॥ ৪
ধনং ন স্যন্দ্রং বহুলং যো অস্মৈ তীব্রান্ত্সোমাঁ আসুনোতি প্রয়স্বান্।
তস্মৈ শত্রূন্ত্সুতুকাৎ প্রাতরহ্নো নি স্বষ্ট্রান্যুবতি হন্তি বৃত্রম্ ॥ ৫
যস্মিন্বয়ং দধিমা শংসমিন্দ্রে যঃ শিশ্রায় মঘবা কামমস্মে।
আরাচ্চিৎসন্ভয়তামস্য শত্রুর্ন্যস্মৈ দ্যুম্না জন্যা নমন্তাম্ ॥ ৬
আরাচ্ছত্রুমপ বাধস্ব দূরমুগ্রো যঃ শংবঃ পুরুহূত তেন।
অস্মে ধেহি যবমদ্গোমদিন্দ্র কৃধী ধিয়ং জরিত্রে বাজরত্নাম্ ॥ ৭
প্র যমন্তর্বৃষসবাসো অগ্মন্তীব্রাঃ সোমা বহুলান্তাস ইন্দ্রম্।
নাহ দামানং মঘবা নি যংসন্নি সুন্বতে বহতি ভূরি বামম্ ॥ ৮
উত প্রহামতিদীব্যা জয়াতি কৃতং যচ্ছ্বঘ্নী বিচিনোতি কালে।
যো দেবকামো ন ধনা রুণদ্ধি সমিত্তং রায়া সৃজতি স্বধাবান্ ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১

অনুবাদঃ ১। যেমন ধনুর্ধারী বাণক্ষেপণকারী ব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে সেরূপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলঙ্কৃত করে স্তব প্রয়োগ কর। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমার সাথে যে স্পর্ধা করে, এমনি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করবে, যে সে পরাজিত হয়। হে স্তুতিকারী। ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর। ২। হে স্তুতিকারী! যেমন দোহন করে গাভীর নিকট হতে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে সেরূপ বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রদ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করে লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত কর। যেমন ধনপূর্ণ

পাত্রকে লোকে নিম্নমুখ করে তদন্তর্গত ধন ঢেলে দেয় সেরূপ বীর ইন্দ্রকে কামনা সিদ্ধির জন্য অনুকূল করে লও। ৩। হে ইন্দ্র ! তোমাকে কেন ভোজ এ নাম দেয় ? অর্থাৎ তুমি দাতা বলেই তোমাকে ঐ নাম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী করে দাও অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ কর। হে ইন্দ্র ! আমার বুদ্ধি যেন কর্মকার্য বিষয়ে নিপুণ হয়। যাতে ধন উপার্জন করা ভাগ্যে ঘটে, আমার এ প্রকার শুভাদৃষ্ট করে দাও। ৪। হে ইন্দ্র ! লোকে যখন যুদ্ধস্থলবর্তী হয় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী ইন্দ্র তার সহযোগী হন। আর যে তাঁর জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি তার সাথে বন্ধুত্ব করতে বাঞ্ছা করেন না। ৫। যে অন্নসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু ধন বিতরণ করে সেরূপ যে তাঁকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তার সহায় হন এবং তার শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহুসৈন্য পরিবৃত হলেও তিনি তাদের শীঘ্র শীঘ্র পৃথক করে দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন। ৬। যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদের কামনা পূর্ণ করেছেন। শত্রু এঁর নিকট হতে দূরে পলায়ন করুক, শত্রুর দেশের সকল সম্পত্তি এর করতলগত হোক। ৭। হে ইন্দ্র ! বিস্তর লোকেই তোমাকে ডাকে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে তা দিয়ে নিকটের শত্রুকে দূর করে দাও। হে ইন্দ্র ! আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে তার স্তুতিকে রত্ন ও অন্নপ্রসবিনী কর। ৮। প্রখর সোমরসগুলি বহুল ধারাতে মধুর রস বর্ষণ করতে করতে যখন ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না, কখনই বলেন না যে (আর না) বরং সোমরস প্রস্তুতকারীব্যক্তিকে বিস্তর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ৯। যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরতব্যক্তি যার নিকট হেরেছে তাকেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণপূর্বক হারিয়ে দেয়, সেরূপ যে অনিষ্ট করে ইন্দ্র সে শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্তব্যক্তি দেবপূজাতে ধন ব্যয় করতে কৃপণতা না করেন ধনবান ইন্দ্র তাকেই ধনী করেন। ১০। আমরা যেন গাভীদের দ্বারা কষ্টকর দারিদ্রদুঃখ হতে উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত ! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পাই। আমরা যেন রাজাদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করতে পারি। ১১। বৃহস্পতি আমাদের পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্বদিকে এবং মধ্যভাগে আমাদের রক্ষা করুন। তিনি আমাদের সখা, আমরা তাঁর সখা। তিনি আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করুন।

৪৩ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচীর্বিশ্বা উশতীরনূষত।
পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে ॥ ১
ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেতি মে মনস্ত্বে ইৎকামং পুরুহূত শিশ্রয়।
রাজেব দস্ম নি ষদোঽধি বর্হিষ্যস্মিন্ত্সু সোমেঽবপানমস্তু তে ॥ ২
বিষূবৃদিন্দ্রো অমতেরুত ক্ষুধঃ স ইদ্রায়ো মঘবা বস্ব ঈশতে।
তস্যেদিমে প্রবণে সপ্ত সিন্ধবো বয়ো বর্ধন্তি বৃষভস্য শুষ্মিণঃ ॥ ৩
বয়ো ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্ত্সোমাস ইন্দ্রং মন্দিনশ্চমূষদঃ।
প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎস্বর্মনবে জ্যোতিরার্যম্ ॥ ৪
কৃতং ন শ্বঘ্নী বি চিনোতি দেবনে সংবর্গং যন্মঘবা সূর্যং জয়ৎ।
ন তত্তে অন্যো অনু বীর্যং শকন্ন পুরাণো মঘবন্নোত নূতনঃ ॥ ৫

বিশং বিশং মঘবা পর্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।
যস্যাহ শক্রঃ সবনেষু রণ্যতি স তীব্রৈঃ সোমৈঃ সহতে পৃতন্যতঃ ॥ ৬
আপো ন সিন্ধুমভি যৎসমক্ষরন্ত্ সোমাস ইন্দ্রং কুল্যা ইব হ্রদম্।
বর্ধন্তি বিপ্রা মহো অস্য সাদনে যবং ন বৃষ্টির্দিব্যেন দানুনা ॥ ৭
বৃষা ন ক্রুদ্ধঃ পতয়দ্রজঃস্বা যো অর্যপত্নীরকৃণোদিমা অপঃ।
স সুন্বতে মঘবা জীরদানবেঽবিন্দজ্জ্যোতির্মনবে হবিষ্মতে ॥ ৮
উজ্জায়তাং পরশুর্জ্যোতিষা সহ ভূয়া ঋতস্য সুদুঘা পুরাণবৎ।
বি রোচতামরুষো ভানুনা শুচিঃ স্বর্ণ শুক্রং শুশুচীত সৎপতিঃ ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১

অনুবাদ ঃ　১। আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হয়ে ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্বক স্তব করেছে, তারা সকলই লাভ করাতে পারে। যেমন নারীবর্গ নিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে সেরূপ স্তুতিগণ সে শুদ্ধস্বভাবদাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাবার জন্য তাঁকে আলিঙ্গন করছে। ২। হে ইন্দ্র! তোমার দিক হতে আমার মন অন্যত্র যায় না। আমি তোমার উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করেছি। রাজা যেমন নিজ ভবনে, সেরূপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর। এ সুন্দর সোম হতে তোমার পানকার্য সম্পন্ন হোক। ৩। ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হতে রক্ষা করবার জন্য আমাদের চতুর্দিকে অবস্থিতি করুন। সে ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সে যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁরই আদেশে এ সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হয়ে অন্ন বৃদ্ধি করছে অর্থাৎ শস্যের উপচয় করছে। ৪। যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে সেরূপ আনন্দবর্ষণকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করল। সে সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মনুষ্যদের উৎকৃষ্ট জ্যোতিদান করুন। ৫। দ্যূত-ক্রীড়াকারীব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপনার বিজেতাকে অন্বেষণপূর্বক পরাস্থ করে সেরূপ ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালী! কি প্রাচীন, কি আধুনিক কেউই তোমার সে বীরত্বের অনুরূপ কার্য করতে পারে নি। ৬। ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধান করেন। যার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতি লাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদের পরাস্ত করে। ৭। যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে গিয়ে পড়ে সেরূপ সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থলে পণ্ডিতগণ তাঁর তেজের বৃদ্ধি করে দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। ৮। যেরূপ একটি বৃষ কুপিত হয়ে আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হয় সেরূপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হয়ে আপনার আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন। যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সে ব্যক্তিকে দেখে ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতি দান করেন। ৯। ইন্দ্রের বজ্র তেজের সাথে উদয় হোক, যজ্ঞের কথা যেরূপ পূর্বকালে সেরূপ একালেও হতে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হয়ে পরিষ্কার আলোক ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হোন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্তা ইন্দ্র সূর্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হোন। ১০-১১। [পূর্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সঙ্গে এক]

৪৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

আ যাত্বিন্দ্রঃ স্বপতিমর্দায় যো ধর্মণা তূতুজানস্তুবিষ্মান্।
প্রত্বক্ষাণো অতি বিশ্বা সহাংস্যপারেণ মহতা বৃষ্ণ্যেন ॥ ১
সুষ্ঠামা রথঃ সুযমা হরী তে মিম্যক্ষ বজ্রো নৃপতে গভস্তৌ।
শীভং রাজন্‌ত্সুপথা যাহ্যর্বাঙ্ বর্ধাম তে পপুষো বৃষ্ণ্যানি ॥ ২
এন্দ্রবাহো নৃপতিং বজ্রবাহুমুগ্রমুগ্রাসস্তবিষাস এনম্।
প্রত্বক্ষসং বৃষভং সত্যশুষ্মমেমস্মত্রা সধমাদো বহন্তু ॥ ৩
এবা পতিং দ্রোণসাচং সচেতসমূর্জঃ স্কম্ভং ধরুণ আ বৃষায়সে।
ওজঃ কৃষ্ব সং গৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে ॥ ৪
গমন্নস্মে বসূন্যা হি শংসিষং স্বাশিষং ভরমা যাহি সোমিনঃ।
ত্বমীশিষে সাস্মিন্না সৎসি বর্হিষ্যনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা ॥ ৫
পৃথক্ প্রায়ৎপ্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ৬
এবৈবাপাগপরে সন্তু দূঢ্যোঽশ্বা যেষাং দুর্যুজ আয়ুযুজ্রে।
ইত্থা যে প্রাগুপরে সন্তি দাবনে পুরূণি যত্র বয়ুনানি ভোজনা ॥ ৭
গিরীঁরজ্রানেজমানাঁ অধারয়দ্দ্যৌঃ ক্রন্দদন্তরিক্ষাণি কোপয়ৎ।
সমীচীনে ধিষণে বি ষ্কভায়তি বৃষ্ণঃ পীত্বা মদ উক্থানি শংসতি ॥ ৮
ইমং বিভর্মি সুকৃতং তে অঙ্কুশং যেনারুজাসি মঘবঞ্ছফারুজঃ।
অস্মিন্ত্সু তে সবনে অস্ত্বোক্যং সুত ইষ্টৌ মঘবন্বোধ্যাভগঃ ॥ ৯
গোভিষ্টরেমামতিং দুরেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহূত বিশ্বাম্।
বয়ং রাজভিঃ প্রথমা ধনান্যস্মাকেন বৃজনেনা জয়েম ॥ ১০
বৃহস্পতির্নঃ পরি পাতু পশ্চাদুতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োঃ।
ইন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যে ইন্দ্র দেখতে স্থূলকায় অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল করে দেন, সে ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্বক আমোদ করবার জন্য আসুন। ২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দু অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র আছে। হে প্রভু! এ মূর্তিধারণপূর্বক শীঘ্র সরল পথ দিয়ে নিয়ে এস। তোমার পানের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত আছে, তা তোমাকে পান করিয়ে তোমার বল আরও আমরা বাড়িয়ে দেব। ৩। যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক, যাঁর হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষদের দুর্বল করে দেন, যিনি দুর্ধর্ষ, যাঁর ক্রোধ কখন বৃথা যায় না, তাঁকে তাঁর বহনকারী দুর্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হয়ে আমাদের নিকট বহন করে আনুক। ৪। হে ইন্দ্র! যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারীরিক পুষ্টি বিধান করে, যা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে, যা বলকে সংধারিত করে, তুমি সে সোমরস আপন উদরে সেচন কর। আমার বল বৃদ্ধি করে দাও, আমাদের তোমার আত্মীয় করে লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমানদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ। ৫। হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আসুক, কারণ আমি স্তব করছি। আমি সোম সঞ্চয়পূর্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করবার নিমিত্ত যজ্ঞের আয়োজন করেছি, তুমি এস। তুমি সকলেরই অধিপতি। এ কুশে উপবেশন কর। তোমার পানের জন্য যে সোম পাত্র সকল সজ্জিত রয়েছে, কারও সাধ্য নেই, যে সেগুলি বলপূর্বক গ্রহণ করে পান করে। ৬। যাঁরা পূর্বকাল হতে

যজ্ঞে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁরা অতি মহৎ মহৎ কার্য সম্পাদনপূর্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সদ্গতি লাভ করেছেন। কিন্তু যারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করতে পারে নি, তারা কুকর্মান্বিত, তারা ঋণী রইল অর্থাৎ অঋণী হতে পারে নি এবং সে অবস্থাতেই নিম্নগামী হল। ৭। ইদানীন্তনকালে যারা সে প্রকার দুর্মতি, তারাও সেরূপ অধোগামী হোক। তাদের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের কি গতি হবে, কিছুই স্থিরতা নেই। যারা পূর্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান করে থাকে, তারা এরূপ ধামে উপনীত হয়, সেখানে অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে। ৮। ইন্দ্র যখন সোমপান করে মত্ত হন তখন তিনি সর্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘদের সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করে উঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন হয়ে আছে, তাদের তিনি সে অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ স্তব উচ্চারণ করেন। ৯। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এ এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ করে আছি। এ দিয়ে তুমি খুরপুট বিক্ষেপকারীদের অর্থাৎ হস্তীদের দণ্ড করে বশীভূত কর। এ যে সোমযাগ হচ্ছে, এতে তুমি এসে স্থান গ্রহণ কর। দেখ যেন এ সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই। ১০। ১১। [পূর্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সঙ্গে অভিন্ন]

৪৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মাদ্দ্বিতীয়ং পরি জাতবেদাঃ।
তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা।
বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ ॥ ২
সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন ঊধন্।
তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্ধন্ ॥ ৩
অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্বীরুধঃ সমঞ্জন্।
সদ্যো জজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদা রোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ৪
শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ।
বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বি ভাত্যগ্র উষসামিধানঃ ॥ ৫
বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ।
বীলুং চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ঞ্জনা যদগ্নিময়জন্ত পঞ্চ ॥ ৬
উশিক্পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্তেষ্বগ্নিরমৃতো নি ধায়ি।
ইয়র্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামিনক্ষন্ ॥ ৭
দৃশানো রুক্ম উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্দুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ।
অগ্নিরমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ৮
যস্তে অদ্য কৃণবদ্ভদ্রশোচেঽপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে।
প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ৯
আ তং ভজ সৌশ্রবসেষ্বগ্ন উক্থ উক্থ আ ভজ শস্যমানে।
প্রিয়ঃ সূর্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জনিত্বৈঃ ॥ ১০
ত্বামগ্নে যজমানা অনু দ্যূন্বিশ্বা বসু দধিরে বার্যাণি।
ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রুঃ ॥ ১১
অস্তাব্যগ্নির্নরাং সুশেবো বৈশ্বানর ঋষিভিঃ সোমগোপাঃ।
অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম দেবা ধত্ত রয়িমস্মে সুবীরম্ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করলেন, তাঁর দ্বিতীয় জন্ম আমাদের নিকট, তাতে তাঁর নাম জাতবেদা। তাঁর তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এরূপে সে নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করতে জানেন, তিনি তাঁকে স্তব করেন। ২। হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাও অবগত আছি। আর যে উৎপত্তিস্থান হতে তুমি এসেছ, তাও জানি। ৩। নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। আর আকাশের উধস্বরূপ যে সূর্য তন্মধ্যেও তুমি প্রজ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, সেখানে বৃষ্টিবারিতে তুমি বাস কর, প্রধান প্রধান দেবতারা তোমার তেজ বৃদ্ধি করেন। ৪। অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হল, আকাশে যেন বজ্রপাত হচ্ছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করছেন। যদিও এ মাত্র জন্মেছেন তথাপি বিশেষরূপে প্রজ্বলিত ও বিস্তারিত হয়েছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁর শোভা হয়েছে। ৫। অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্বলিত হন তখন তার কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ সম্পত্তির আধারস্বরূপ। তিনি স্তুতিবাক্য সকল স্ফুরিত করে দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন। ৬। তিনি সকল বসুকে প্রকাশযুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করলেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞ করল তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্গত হয়ে সে মেঘ ভেদপূর্বক জল আনলেন। ৭। অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দিকেও গতিবিধি করেন। তাঁর মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হয়ে মরণধর্মান্বিত মনুষ্যদের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধূম ধারণ-পূর্বক তিনি গতিবিধি করে থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন। ৮। তিনি দেখতে জ্যোতির্ময়, তাঁর দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যেতে যেতে শোভা ধারণ করেন। সে অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে অমর অর্থাৎ অনির্বাণশীল হয়ে উঠলেন। দিব্যলোক এঁকে জন্ম দিয়েছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর! ৯। হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি! যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করেছে, সে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে নিয়ে যাও, সে দেবভক্তব্যক্তিকে সুখ-সচ্ছন্দের দিকে নিয়ে যাও। ১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তার যে পুত্র জন্মেছে অথবা যে পুত্র জন্মাবে, সকলের সাথে সে যেন শত্রুমর্দন করে। ১১। হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বুদ্ধিমান দেবতাগণ তোমার সাথে একত্র হয়ে ধন কামনা পূর্ণ করবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিল। ১২। মনুষ্যদের মধ্যে যাঁর মূর্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিরা সে অগ্নিকে স্তব করলেন। দ্বেষবিবর্জিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমরা ডাকছি। হে দেবতাগণ! আমাদের লোকবল ও ধনবল প্রদান কর।

৪৬ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । বৎসপ্রি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্র হোতা জাতো মহান্নভোবিন্নৃষদ্বা সীদদপামুপস্থে ।
দধির্যো ধায়ি স তে বয়াংসি যন্তা বসূনি বিধতে তনূপাঃ ॥ ১
ইমং বিধন্তো অপাং সধস্থে পশুং ন নষ্টং পদৈরনু গ্মন্ ।
গুহা চতন্তমুশিজো নমোভিরিচ্ছন্তো ধীরা ভৃগবোঽবিন্দন্ ॥ ২
ইমং ত্রিতো ভূর্যবিন্দদিচ্ছন্বৈভূবসো মূর্ধন্যঘ্ন্যায়াঃ ।
স শেবৃধো জাত আ হর্ম্যেষু নাভির্যুবা ভবতি রোচনস্য ॥ ৩
মন্দ্রং হোতারমুশিজো নমোভিঃ প্রাঞ্চং যজ্ঞং নেতারমধ্বরাণাম্ ।
বিশামকৃণ্বন্নরতিং পাবকং হব্যবাহং দধতো মানুষেষু ॥ ৪
প্র ভূর্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরা অমূরং পুরাং দর্মাণম্ ।
নয়ন্তো গর্ভং বনাং ধিয়ং ধুর্হিরিশ্মশ্রুং নার্বাণং ধনর্চম্ ॥ ৫
নি পস্ত্যাসু ত্রিতঃ স্তভূয়ন্ পরিবীতো যোনৌ সীদদন্তঃ ।
অতঃ সংগৃভ্যা বিশাং দমূনা বিধর্মণায়ন্ত্রৈরীয়তে নৄন্ ॥ ৬
অস্যাজরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ ।
শ্বিতীচয়ঃ শ্বাত্রাসো ভুরণ্যবো বনর্ষদো বায়বো ন সোমাঃ ॥ ৭
প্র জিহ্বয়া ভরতে বেপো অগ্নিঃ প্র বয়ুনানি চেতসা পৃথিব্যাঃ ।
তমায়বঃ শুচয়ন্তং পাবকং মন্দ্রং হোতারং দধিরে যজিষ্ঠম্ ॥ ৮
দ্যাবা যমগ্নিং পৃথিবী জনিষ্টামাপস্ত্বষ্টা ভৃগবো যং সহোভিঃ ।
ঈলেন্যং প্রথমং মাতরিশ্বা দেবস্ততক্ষুর্মনবে যজত্রম্ ॥ ৯
যং ত্বা দেবা দধিরে হব্যবাহং পুরুস্পৃহো মানুষাসো যজত্রম্ ।
স যামন্নগ্নে স্তুবতে বয়ো ধাঃ প্র দেবযন্যশসঃ সং হি পূর্বীঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১ । যে অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে অবস্থিত করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁর জন্ম তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্তি ধারণপূর্বক হোতা হয়েছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণ-কর্তা, অতএব তাঁকে আধান করা হয়েছে। তুমি তাঁর পরিচর্যা করছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দেবেন। ২। এ অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হলেন। যেমন একটি গাভী হারিয়ে গেলে তার পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয় সেরূপ অগ্নি পরিচর্যাকারীরা তাঁর সন্ধান করলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন, সে সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলতে বলতে তাঁকে পেলেন। ৩। বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করে অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হলেন। অগ্নি যজমানদের অট্টালিকাতে নবীন মূর্তিতে জন্ম গ্রহণপূর্বক অতি সুখকর হয়েছেন, তিনি জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হয়েছেন। ৪। অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকগণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্তিত করে মনুষ্যদের পবিত্র হবার উপায় করে দিয়েছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হন, হোতা হন, নমোবাক্য দ্বারা অনুকূল হন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখিয়ে দেন, সর্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাদের নিকট বহন করেন। ৫। হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমানদের আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তাঁর স্তবকার্য নির্বাহ কর, সে অগ্নি বিপক্ষদের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি অর্থাৎ অগ্নি মন্থনকাষ্ঠের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁকে স্তব করলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁকে হোমের দ্রব্য দিয়ে তাঁর দ্বারা যত অনুষ্ঠান

করিয়ে নেয়। ৬। সে অগ্নির তিন মূর্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হয়ে আলোকের দ্বারা যজমানদের গৃহ পরিপূর্ণ করে যজ্ঞগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। সেখানে মনুষ্যগণের যা কিছু দেয়, সকলি তিনি সংগ্রহপূর্বক নানাবিধ কার্যের দ্বারা শত্রুদমন করতে করতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাদের দিতে যান। ৭। এ যে যজমান, এ ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁরা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁরা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেত বর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায় গতিবিধি করেন। ৮। অগ্নি কাঁপতে কাঁপতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসহযোগে ধারণ করছেন মনে মনেও জানছেন। মনুষ্যগণ তাঁকে আধান করলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হয়ে পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্র বর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ পাবার উপযুক্ত তাঁর তুল্য কেউ নেই। ৯। ইনি সে অগ্নি, যাঁকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করেছেন, জল ও ত্বষ্টা ও ভৃগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁকে উৎপাদন করেছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য, মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতারা মনুষ্যের যজ্ঞ করবার জন্য যাঁকে নির্মাণ করেছেন। ১০। হে অগ্নি! তোমাকে দেবতারা আধান করেছেন, তোমাকে যজ্ঞ দেবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন সে তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, দেবভক্তব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়।

৪৭ সূক্ত ॥ বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতা। সপ্তগু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

জগৃভ্মা তে দক্ষিণমিন্দ্র হস্তং বসূযবো বসুপতে বসূনাম্।
বিদ্মা হি ত্বা গোপতিং শূর গোনামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ১
স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ২
সুব্রহ্মাণং দেববন্তং বৃহন্তমুরুং গভীরং পৃথুবুধ্নমিন্দ্র।
শ্রুতঋষিমুগ্রমভিমাতিষাহমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৩
সনদ্বাজং বিপ্রবীরং তরুত্রং ধনস্পৃতং শূশুবাংসং সুদক্ষম্।
দস্যুহনং পূর্ভিদমিন্দ্র সত্যমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৪
অশ্বাবন্তং রথিনং বীরবন্তং সহস্রিণং শতিনং বাজমিন্দ্র।
ভদ্রব্রাতং বিপ্রবীরং স্বর্ষামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৫
প্র সপ্তগুমৃতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতিরচ্ছা জিগাতি।
য আঙ্গিরসো নমসোপসদ্যোঽস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৬
বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং স্তোমাশ্চরন্তি সুমতীরিয়ানাঃ।
হৃদিস্পৃশো মনসা বচ্যমানা অস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৭
যত্ত্বা যামি দদ্ধি তন্ন ইন্দ্র বৃহন্তং ক্ষয়মসমং জনানাম্।
অভি তদ্দ্যাবাপৃথিবী গৃণীতামস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা করে তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদের নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর। ২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করতে উত্তমরূপ পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য কর. তোমার কীর্তিতে চার সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে, আমরা তোমাকে এরূপ জানি

আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। (পূর্ব ঋকের শেষ অংশ)। ৩। হে ইন্দ্র! আমাদের এরূপ একটি পুত্রস্বরূপ ধন দান কর যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন উপার্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদের তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করে দাও, তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হচ্ছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদের নিধন কর, তাদের পুরী ধ্বংস করে থাক। আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। ৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সব কিছু দিতে পার। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৬। আমি সপ্তগু, আমি যা ধ্যান করি, তা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী, দেবতাবিষয়িণী সুমতি আমার উপস্থিত হচ্ছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্বক দেবতাদের নিকট গিয়ে থাকি। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি। ৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সাথে পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তারা আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাতে যাচ্ছে। আমাদের নানাবিধ ইত্যাদি। ৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যা যাচ্ঞা করি, তুমি তা আমাকে দাও। এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুবাটী দাও যেরূপ কারও নেই, দ্যাবা ও পৃথিবী তা অনুমোদন করুন। আমাদের নানাবিধ, ইত্যাদি।

৪৮ সূক্ত ।। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র দেবতা । ইন্দ্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহং ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সং জয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বি ভজামি ভোজনম্ ॥ ১
অহমিন্দ্রো রোধো বক্ষো অথর্বণস্ত্রিতায় গা অজনয়মহেরধি।
অহং দস্যুভ্যঃ পরি নৃম্ণমা দদে গোত্রা শিক্ষন্ দধীচে মাতরিশ্বনে ॥ ২
মহ্যং ত্বষ্টা বজ্রমতক্ষদায়সং ময়ি দেবাসোঽবৃজন্নপি ক্রতুম্।
মমানীকং সূর্যস্যেব দুষ্টরং মামর্যন্তি কৃতেন কর্ত্বেন চ ॥ ৩
অহমেতং গব্যয়মশ্ব্যং পশুং পুরীষিণং সায়কেনা হিরণ্যয়ম্।
পুরূ সহস্রা নি শিশামি দাশুষে যন্মা সোমাস উক্থিনো অমন্দিষুঃ ॥ ৪
অহমিন্দ্রো ন পরা জিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে কদাচন।
সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥ ৫
অহমেতাঞ্ছাশ্বসতো দ্বাদ্বেন্দ্রং যে বজ্রং যুধয়েঽকৃণ্বত।
আহ্বয়মানাঁ অব হন্মনাহনং দৃড়্হা বদন্ননমস্যুর্নমস্বিনঃ ॥ ৬
অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্ষালভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান্ প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ ॥ ৭
অহং গুংগুভ্যো অতিথিগ্বমিষ্করমিষং ন বৃত্রতুরং বিক্ষু ধারয়ম্।
যৎপর্ণয়ঘ্ন উত বা করঞ্জহে প্রাহং মহে বৃত্রহত্যে অশুশ্রবি ॥ ৮
প্র মে নমী সাপ্য ইষে ভুজে ভূদগবামেষে সখ্যা কৃণুত দ্বিতা।
দিদ্যুং যদস্য সমিথেষু মংহয়মাদিদেনং শংস্যমুক্থ্যং করম্ ॥ ৯
প্র নেমস্মিন্দদৃশে সোমো অন্তর্গোপা নেমমাবিরস্থা কৃণোতি।
স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্ দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অন্তঃ ॥ ১০

আদিত্যানাং বসূনাং রুদ্রিয়াণাং দেবো দেবানাং ন মিনামি ধাম।
তে মা ভদ্রায় শবসে ততক্ষুরপরাজিতমস্তৃতমষাড়্হম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। [ইন্দ্র বলছেন] আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করে নিই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডেকে থাকে। যে দাতা, আমি তাকে ভোগের সামগ্রী দিয়ে থাকি। ২। আমি অথর্বা ঋষির বক্ষস্থল রোধ করেছিলাম। আমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কেড়ে ত্রিতকে দিয়েছিলাম। আমি দস্যুদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ৩। আমার জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্মাণ করে দিয়েছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যে যা কিছু করেছে বা যা ভবিষ্যতে করবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে। ৪। যখন কেউ স্তবের সাথে সোমরস দিয়ে আমাকে পরিতুষ্ট করে তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য ও পশু, বাণ দ্বারা জয় করে দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি। ৫। কেউ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করে নিতে পারে নি, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নি। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা কর। দেখ আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারিও না (১)। ৬। এ যে সকল শত্রু, যারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দুদু জন করে অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে আহ্বান করছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম যে, তারা নিধন হল। তারা নত হল, আমি নত হবার নই। ৭। যদি একজন আসে, তাকেও আমি পরাভব করি, যদি দু জন আসে তাদেরও পরাভব করি, তিন জন এসেই বা আমার কি করতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন করে আমিও সেরূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি। ইন্দ্র যাদের প্রতি বিমুখ, সে সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করতে পারে? ৮। আমিই গুঙ্গুদের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে স্থাপন করেছি, তিনি তাদের শত্রু সংহার করছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মূর্তিমান ভক্ষ্য-ভোজ্যের ন্যায় তাদের পালন করছেন। সে সময়ে পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রু-দ্বয়কে বধ করা হয়েছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয় তাতে আমার নাম বিখ্যাত হয়েছিল। ৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান ও ভোগবান হয়, তোমরা তার সাথে বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এ দু কার্য তোমাদের তার নিকট সম্পন্ন হবে। সে ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হলে আমি নিজেই তার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাকে স্তব করে। ১০। দৃষ্ট হল যে, দু জনের মধ্যে একজন সোমযাগ করছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্বক তাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করলেন। আর তার যে শত্রু সে তীক্ষ্ণতেজা সোম-যাগকারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল, সে অন্ধকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল। ১১। আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ এরা সকলেই দেবতা, আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁদের স্থান উৎখাত করি না, তাঁরা আমাকে এ উদ্দেশে নির্মাণ করেছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করব। সে নিমিত্তই আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা করতে পারে না, কেউ আমার সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

টীকা : ১। ইন্দ্রকেই এ সূক্তের ঋষি বলে অভিহিত করা হয়েছে, বোধ হয় পুরুবংশীয়দের কোন স্তোতাদ্বারা এ সূক্ত রচিত।

৪৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ঋষি। তিনিই দেবতা। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্ধনম্।
অহং ভুবং যজমানস্য চোদিতায়জ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে ॥ ১
মাং ধুরিন্দ্রং নাম দেবতা দিবশ্চ গ্মশ্চাপাং চ জন্তবঃ।
অহং হরী বৃষণা বিব্রতা রঘূ অহং বজ্রং শবসে ধৃষ্ণ্বা দদে ॥ ২
অহমৎকং কবয়ে শিশ্নথং হথৈরহং কুৎসমাবমাভিরূতিভিঃ।
অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো রর আর্যং নাম দস্যবে ॥ ৩
অহং পিতেব বেতসূঁরভিষ্টয়ে তুগ্রং কুৎসায় স্মদিভং চ রন্ধয়ম্।
অহং ভুবং যজমানস্য রাজনি প্র যদ্ভরে তুজয়ে ন প্রিয়াধৃষে ॥ ৪
অহং রন্ধয়ং মৃগয়ং শ্রুতর্বণে যন্মাজিহীত বয়ুনা চনানুষক্।
অহং বেশং নম্রমায়বেঽকরমহং সব্যায় পড়্গৃভিমরন্ধয়ম্ ॥ ৫
অহং স যো নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং সং বৃত্রেব দাসং বৃত্রহারুজম্।
যদ্বর্ধয়ন্তং প্রথয়ন্তমানুষগ্ দূরে পারে রজসো রোচনাকরম্ ॥ ৬
অহং সূর্যস্য পরি যাম্যাশুভিঃ প্রৈতশেভির্বহমান ওজসা।
যন্মা সাবো মনুষ আহ নির্ণিজ ঋধক্ কৃষে দাসং কৃত্ব্যং হথৈঃ ॥ ৭
অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ প্রাশ্রাবয়ং শবসা তুর্বশং যদুম্।
অহং ন্যন্যং সহসা সহস্করং নব ব্রাধতো নবতিং চ বক্ষয়ম্ ॥ ৮
অহং সপ্ত স্রবতো ধারয়ং বৃষা দ্রবিত্নঃ পৃথিব্যাং সীরা অধি।
অহমর্ণাংসি বি তিরামি সুক্রতুর্যুধা বিদং মনবে গাতুমিষ্টয়ে ॥ ৯
অহং তদাসু ধারয়ং যদাসু ন দেবশ্চন ত্বষ্টাধারয়দ্রুশৎ।
স্পার্হং গবামূধঃসু বক্ষণাস্বা মধোর্মধু শ্বাত্র্যং সোমমাশিরম্ ॥ ১০
এবা দেবাঁ ইন্দ্রো বিব্যে নৄন্ প্র চ্যৌত্নেন মঘবা সত্যরাধাঃ।
বিশ্বেত্তা তে হরিবঃ শচীবোঽভি তুরাসঃ স্বযশো গৃণন্তি ॥ ১১

অনুবাদ : ১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করে দিয়েছি, এতে আমারই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হয়ে থাকি, আর যারা যজ্ঞ করে না তাদের সকল যুদ্ধেই পরাভব করি। ২। স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এ নাম দিয়েছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তারা অদ্ভুতলীলা-বিশিষ্ট এবং অতিবেগবান। আমি অন্ন উপার্জনের জন্য দুর্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি। ৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করেছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করে কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তি বধের জন্য বজ্র ধারণ করেছিলাম। আমি দস্যু-জাতিকে "আর্য" এ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি (১)। ৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করেছিল, আমি তার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ তার বশীভূত করে দিলাম, এবং তুগ্র ও স্মদিভ এ দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করে দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাতে সে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠে। ৫। যেকালে শ্রুতর্বা আমার শরণাগত হল এবং স্তব করতে লাগল, আমি মৃগয় নামক ব্যক্তিকে তার

বশীভূত করে দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করে দিয়েছি, আমি ষটগৃভিকে সব্যের বশীভূত করে দিয়েছি। ৬। আমি সে ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হয়ে বৃত্রকে নিধন করেছিলাম, সেরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করেছি (২)। সে সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছিল, আমি তাদের পশ্চাৎ সংলগ্ন হয়ে সূর্যালোক সমুজ্জ্বলিত এ ভুবনের বহির্ভূত করে দিলাম। ৭। আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে তারা আমাকে বহন করে, আমি সে বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করে শোধন করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করে দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মেছে। ৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করেছি। যে যত বড় বন্ধন কর্তা হোক, আমি তা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যদু এ দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান বলে খ্যাত্যাপন্ন করেছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি। ৯। আমি জল বর্ষণ করে থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্ব স্ব স্থানে রেখে দিয়েছি। আমার সকল কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করে থাকি। আমি যুদ্ধ করে যজ্ঞকর্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। ১০। গাভীর দেহে আমি এরূপ বস্তু রেখে দিয়েছি যা দেবত্বষ্টা রচনা করতে পারেন নি। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুর-তর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করে দিয়েছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তা সোমের সাথে মিশ্রিত হলে তাকে অতি চমৎকার করে তোলে। ১১। [পরোক্তিতে বলছেন] এরূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্য-সৌভাগ্য সম্পন্ন করেন, তাঁরই ধন আছে, তাঁর ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্যকারী! তোমার কার্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমার সেই সমস্ত কার্যের স্তব করছেন।

টীকা : ১। আর্য এবং অনার্যদের উল্লেখ। ২। অনার্য শত্রুদের মধ্যে দুজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। নিম্ন ঋকেও দস্যুদের উল্লেখ আছে।

৫০ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী, অভিসারিণী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র বো মহে মন্দমানায়ান্ধসোঽর্চা বিশ্বানরায় বিশ্বাভুবে।
ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃম্ণং চ রোদসী সপর্যতঃ ॥ ১
সো চিন্নু সখ্যা নর্য ইনঃ স্তুতশ্চর্কৃত্য ইন্দ্রো মাবতে নরে।
বিশ্বাসু ধূর্ষু বাজকৃত্যেষু সৎপতে বৃত্রে বাপ্স্বভি শূর মন্দসে ॥ ২
কে তে নর ইন্দ্র যে ত ইষে যে তে সুম্নং সধন্যমিযক্ষান্।
কে তে বাজায়াসুর্যায় হিন্বিরে কে অপ্সু স্বাসূর্বরাসু পৌংস্যে ॥ ৩
ভুবস্ত্বমিন্দ্র ব্রহ্মণা মহান্ ভুবো বিশ্বেষু সবনেষু যজ্ঞিয়ঃ।
ভুবো নৃংশ্চ্যৌত্নো বিশ্বস্মিন্ ভরে জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচর্ষণে ॥ ৪
অবা নু কং জ্যায়ান্ যজ্ঞবনসো মহীং ত ওমাত্রাং কৃষ্টয়ো বিদুঃ।
অসো নু কমজরো বর্ধাশ্চ বিশ্বেদেতা সবনা তূতুমা কৃষে ॥ ৫
এতা বিশ্বা সবনা তূতুমা কৃষে স্বয়ং সূনো সহসো যানি দধিষে।
বরায় তে পাত্রং ধর্মণে তনা যজ্ঞো মন্ত্রো ব্রহ্মোদ্যতং বচঃ ॥ ৬
যে তে বিপ্র ব্রহ্মকৃতঃ সুতে সচা বসূনাং চ বসুনশ্চ দাবনে।
প্র তে সুম্নস্য মনসা পথা ভুবন্মদে সুতস্য সোম্যস্যান্ধসঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে যজমান। তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখে ইন্দ্র

আনন্দিত হচ্ছেন, তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁকে অর্চনা কর। তিনি সে ইন্দ্র, যাঁর আশ্চর্য শক্তি, বিপুল কীর্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা করে থাকে। ২। সে ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী। আমার মত ব্যক্তির সর্বদাই তাঁর সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্তা! সর্বপ্রকার গুরুতর কার্যের সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হয়ে থাকে। ৩। হে ইন্দ্র! সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি কে? যাঁরা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও সুখসম্পত্তি পাবার অধিকারী? তাঁরা কে? যাঁরা তোমাকে অসূর্য বল দেবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? যাঁরা নিজের উর্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাবার জন্য এবং পুরস্কার পাবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? ৪। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হয়েছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাবার অধিকারী হয়েছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্তা হয়েছ। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হয়েছ। ৫। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্তাদের শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এ সমস্ত সোমযাগ যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তা কর। ৬। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালিন! এ যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ করে থাক, সেগুলি যাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাবার জন্য এ সোমপাত্র, এ সম্পত্তি, এ যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হয়েছে। ৭। হে মেধাবিন! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দেবে বলে একত্র হয়ে তোমার নিমিত্ত সোমযাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয় তখন যেন তারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হয়।

৫১ সূক্ত ॥ পর্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ ঋষি। পর্যায়ক্রমে তাঁরাই দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মহত্তদুল্বং স্থবিরং তদাসীদ্যেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ ॥ ১
কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যপশ্যৎ।
ক্বাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ন্ত্যগ্নের্বিশ্বাঃ সমিধো দেবযানীঃ ॥ ২
ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টমগ্নে অপ্স্বোষধীষু।
তং ত্বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশান্তরুষ্যাদতিরোচমানম্ ॥ ৩
হোত্রাদহং বরুণ বিভ্যদায়ং নেদেব মা যুনজন্নত্র দেবাঃ।
তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতমর্থং ন চিকেতাহমগ্নিঃ ॥ ৪
এহি মনুর্দেবযুর্যজ্ঞকামোঽরংকৃত্যা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযানান্বহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ ॥ ৫
অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থমেতং রথীবাধ্বানমন্বাবরীবুঃ।
তস্মাদ্ভিয়া বরুণ দূরমায়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোরবিজে জ্যায়াঃ ॥ ৬
কুর্মস্ত আয়ুরজরং যদগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদা ন রিষ্যাঃ।
অথা বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত ॥ ৭
প্রয়াজান্মে অনুয়াজাংশ্চ কেবলানূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগম্।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনামগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ ॥ ৮

তব প্রযাজা অনূযাজাশ্চ কেবল উর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞো যমস্তু সর্বস্তুভ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। [অগ্নি হবির্বহন কার্যে উত্ত্যক্ত হয়ে জলে লুক্কায়িত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি দেবতাদের উক্তি] হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হয়ে জলে প্রবেশ করেছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার সে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আছে, কেবল একজন মাত্র দেবতা তা দেখতে পেয়েছেন। ২। [অগ্নির উক্তি] কে আমাকে দেখেছে? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানা প্রকারের দেহ দেখতে পেয়েছেন? হে মিত্র! হে বরুণ! অগ্নির সে সকল দীপ্যমান ও দেবতা-সম্মিলনকারী দেহগুলি কোথায় আছে, বল দেখি? ৩। [দেবতাদের উক্তি] হে জাতবেদা অগ্নি! নানা মূর্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হয়েছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করছি, হে বিচিত্রকিরণধারিন! তোমাকে যম দেখে চিনেছেন, তিনি দেখেছেন যে তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাচ্ছ (১)। ৪। [অগ্নির উক্তি] হে বরুণ! আমি হোতার কার্য হতে ভয় পেয়ে চলে এসেছি। আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্যে নিযুক্ত না করেন। এ নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করেছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য করতে ইচ্ছুক নই। ৫। [দেবতাদের উক্তি] এস অগ্নি! দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করেছে, তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রইলে। দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য যাবার জন্য সুগম পথ করে দাও। প্রসন্ন চিত্ত হয়ে হোমের দ্রব্য বহন কর। ৬। [অগ্নির উক্তি] অগ্নির পূর্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্যটনে প্রবৃত্ত হয়, সেরূপ এ কার্যে ব্রতী হয়ে বিনষ্ট হয়েছে। হে বরুণ! এ নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলে এসেছি। যেরূপ শ্বেত হরিণ ধনুকের গুণ দেখলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয় সেরূপ আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। ৭। [দেবতাগণ] হে জাতবেদা অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ু দিতেছি, তা হলে তোমার আর মৃত্যু ভয় নেই। অতএব হে কল্যাণমূর্তি! প্রসন্ন চিত্ত হয়ে দেবতাদের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন কর। ৮। [অগ্নি] হে দেবগণ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনূযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে দাও এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হতে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ু বিধান কর। ৯। [দেবতাগণ] প্রযাজ ও অনূযাজ তোমারই হোক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাবে। এ সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হোক। চারদিক তোমার নিকট নত হোক।

টীকা ঃ ১। অগ্নির দশ স্থান যথা—পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যরূপ তিন দেবতা, জল, ওষধি ও বনস্পতি এবং প্রাণির শরীর এ দশ। স্মরণ।

৫২ সূক্ত ॥ বিশ্ব দেবগণ দেবতা। অগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বিশ্বে দেবাঃ শাস্তন মা যথেহ হোতা বৃতো মনবৈ যন্নিষদ্য।
প্র মে ব্রূত ভাগধেয়ং যথা বো যেন পথা হব্যমা বো বহানি ॥ ১
অহং হোতা ন্যসীদং যজীয়ান্ বিশ্বে দেবা মরুতো মা জুনন্তি।
অহরহরশ্বিনাধ্বর্যবং বাং ব্রহ্মা সমিদ্ভবতি সাহুতির্বাম্ ॥ ২
অয়ং যো হোতা কিরু স যমস্য কমপ্যূহে যৎ সমঞ্জন্তি দেবাঃ।
অহরহর্জায়তে মাসিমাস্যথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥ ৩

মাং দেবা দধিরে হব্যবাহমপম্লুক্তং বহু কৃচ্ছ্রা চরন্তম্।
অগ্নির্বিদ্বানাজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি পঞ্চয়ামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্ ॥ ৪
আ বো যক্ষ্যমৃতত্বং সুবীরং যথা বো দেবা বরিবঃ করাণি।
আ বাহ্বোর্বজ্রমিন্দ্রস্য ধেয়ামথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াতি ॥ ৫
ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করেছে, আমি এ স্থানে আসন নিয়ে যে মন্ত্র পাঠ করব, তা বলে দাও। আমার কোন ভাগ এবং তোমাদের কোন ভাগ তা আমাকে বলে দাও এবং যে পথ দিয়ে তোমাদের নিকট হোমের দ্রব্য নিয়ে যাব, তা বলে দাও। ২। আমি হোতা হয়ে যজ্ঞ করব বলে বসেছি, সকল দেবতা ও মরুদগণ আমাকে এ কার্যে নিযুক্ত করেছে। হে অশ্বিদ্বয়! নিত্য নিত্য তোমাদের অধ্বর্যুর কার্য করতে হয়। উজ্জ্বল সোম স্তোতাস্বরূপ হচ্ছেন, তিনি তোমাদের দুজনের আহুতিস্বরূপ অর্থাৎ তোমরা পান কর। ৩। যিনি হোতা হন তাকে কি করতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য বহন করেন, দেবতারা তা প্রাপ্ত হন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এ হোম হয়ে থাকে, দেবতাগণ সে ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। ৪। আমি অগ্নি পলায়ন করেছিলাম, অনেক কষ্ট করেছিলাম, আমাকে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করেছেন। বিদ্বান অগ্নি আমাদের যজ্ঞের আয়োজন করেন, এ সে যজ্ঞ যার পাঁচটি পথ। তিন আবৃত্তি, (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটি সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়)। ৫। হে দেবগণ! আমি তোমাদের পরিচর্যা করছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্ততি দাও। আমি ইন্দ্রের দু হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এ সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন। ৬। তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ ও নয়জন দেবতা (১) অগ্নির পরিচর্যা করেছেন। তাঁকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করেছেন, তাঁর জন্য কুশ বিস্তার করে দিয়েছেন এবং তাঁকে হোতারূপে উপবেশন করিয়েছেন।

টীকা ঃ ১। ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পেয়েছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুটি শূন্য দিয়ে পরে যোগ করে সংখ্যা পাওয়া গেছে, যথা ঃ ৩৩+৩০৩+৩০০৩ =৩৩৩৯।

৫৩ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

যমৈচ্ছাম মনসা সো যমাগাদ্যজ্ঞস্য বিদ্বান্ পরুষশ্চিকিত্বান্।
স নো যক্ষদ্দেবতাতা যজীয়ান্নি হি ষৎ সদন্তরঃ পূর্বো অস্মৎ ॥ ১
অরাধি হোতা নিষদা যজীয়ানভি প্রয়াংসি সুধিতানি হি খ্যৎ।
যজমহৈ যজ্ঞিয়ান্ হন্ত দেবাঁ ঈলামহা ঈড্যাঁ আজ্যেন ॥ ২
সাধ্বীমকর্দেববীতিং নো অদ্য যজ্ঞস্য জিহ্বামবিদাম গুহ্যাম্।
স আয়ুরাগাৎ সুরভি র্বসানো ভদ্রামকর্দেবহূতিং নো অদ্য ॥ ৩
তদদ্য বাচঃ প্রথমং মসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম।
ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষধ্বম্ ॥ ৪
পঞ্চ জনা মম হোত্রং জুষন্তাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্ ॥ ৫

তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্ ।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ॥ ৬
অক্ষানহো নহ্যতনোত সোম্যা ইষ্কৃণুধ্বং রশনা ওত পিংশত ।
অষ্টাবন্ধুরং বহতাভিতো রথং যেন দেবাসো অনয়ন্নভি প্রিয়ম্ ॥ ৭
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ৮
ত্বষ্টা মায়া বেদপসামপস্তমো বিভ্রৎপাত্রা দেবপানানি শন্তমা ।
শিশীতে নূনং পরশুং স্বায়সং যেন বৃশ্চাদেতশো ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৯
সতো নূনং কবয়ঃ সং শিশীত বাশীভির্যাভিরমৃতায় তক্ষথ ।
বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ১০
গর্ভে যোষামদধুর্বৎসমাসন্যপীচ্যেন মনসোত জিহ্বয়া ।
স বিশ্বাহা সুমনা যোগ্যা অভি সিষাসনি র্বনতে কার ইজ্জিতিম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যার কামনা করছিলাম, এ সে অগ্নি এসেছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করছেন তাঁর মত যজ্ঞকর্তা কেউ নেই, এ দেব-সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদের যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসেছেন। ২। এ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসে প্রস্তুত হয়েছেন, অন্ন সমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হয়েছে, ইনি সে গুলি নিবেদন করে দিচ্ছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদের শীঘ্র শীঘ্র ঘৃত দিয়ে পূজা করা যাক, যারা স্তবের যোগ্য, তাঁদের স্তব করা থাক। ৩। আমাদের এ যে দেবরীতি অর্থাৎ দেবতাদের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য, অগ্নি তা সুসম্পন্ন করেছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তা আমরা পেয়েছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্বক পরমায়ু প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। এ যে আমাদের দেবভোজন ব্যাপার, তা তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। ৪। যে বাক্যের উচ্চারণ করলে আমরা অসুরদের পরাভব করতে পারব, সে সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজনপদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্যে এসে অধিষ্ঠান কর। ৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যারা যজ্ঞে অধিকারী তারা আমার হোমকার্যে সমাগত হোক। পৃথিবী আমাদের পৃথিবী সংক্রান্ত পাপ হতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদের আকাশ সংক্রান্ত পাপ হতে রক্ষা করুন। ৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করতে করতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্যের অনুসারী হও। সংকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেগুলিকে রক্ষা কর। সে অগ্নি স্তবকর্তাদের কার্য সমাজস্বরূপ সম্পাদন করে দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্বক প্রকাশ কর। ৭। [দেবতারা যজ্ঞে আসবার সময় পরস্পর বলছেন] হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করবার উপযুক্ত ঘোটকদের রথে যোজনা কর। রজ্জু পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদের সুশোভিত কর! আটজন সারথি বসতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড রথ চালিয়ে দাও, তা হলে তোমাদের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পৌঁছাবে। ৮। অশ্মনবতী নামে (১) ও নদী বয়ে চলেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এ স্থলে ছেড়ে চললাম, পার হয়ে আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হব। ৯। ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, তিনি তার শিল্প জানেন। তিনি উত্তম লোহ নির্মিত কুঠার শাণিত

করেন, তা দিয়ে ব্রাহ্মণস্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন। ১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যেসকল কুঠার দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্মাণ করে থাক সে সকল কুঠার উত্তমরূপে শাণিত কর। হে বিদ্বানগণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর যা দিয়ে তোমরা দেবতা হয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলে। ১১। সে সকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটি গাভী রাখলেন এবং তার মুখমধ্যে একটি বৎস রাখলেন, তাঁদের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হবেন, ঐ কার্য সম্পন্ন করবার উপায় তাঁদের কুঠার, সে দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁরা অবশ্যই করবেন।

টীকা ঃ ১। অশ্মনবতী নদী কোথায়?

৫৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বৃহদুকথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তাং সু তে কীর্তিং মঘবন্মহিত্বা যত্ত্বা ভীতে রোদসী অহ্বয়েতাম্।
প্রাবো দেবাঁ আতিরো দাসমোজঃ প্রজায়ৈ ত্বস্যৈ যদশিক্ষ ইন্দ্র ॥ ১
যদতরস্তন্বা বাবৃধানো বলানীন্দ্র প্রব্রুবাণো জনেষু।
মায়েৎসা তে যানি যুদ্ধান্যাহুর্নাদ্য শত্রুং ননু পুরা বিবিৎসে ॥ ২
ক উ নু তে মহিমনঃ সমস্যাস্মৎপূর্ব ঋষয়োঽন্তমাপুঃ।
যন্মাতরং চ পিতরং চ সাকমজনয়থাস্তন্বঃ স্বায়াঃ ॥ ৩
চত্বারি তে অসুর্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্য সন্তি।
ত্বমঙ্গ তানি বিশ্বানি বিৎসে যেভিঃ কর্মাণি মঘবঞ্চকর্থ ॥ ৪
ত্বং বিশ্বা দধিষে কেবলানি যান্যাবির্যা চ গুহা বসূনি
কামমিন্মে মঘবন্মা বি তারীস্ত্বমাজ্ঞাতা ত্বমিন্দ্রাসি দাতা ॥ ৫
যো অদধাজ্জ্যোতিষি জ্যোতিরন্তর্যো অসৃজন্মধুনা সং মধূনি।
অধ প্রিয়ং শূষমিন্দ্রায় মন্ম ব্রহ্মকৃতো বৃহদুক্থাদবাচি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার সে মহতী কীর্তি আমি বর্ণনা করছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে তোমাকে ডাকলেন তখন তুমি দেবতাদের রক্ষা করলে, দাসজাতিকে সংহার করলে, একজন প্রজা অর্থাৎ যজমানকে বলপ্রদান করলে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি করে এবং নিজ কার্য সমস্ত ঘোষণা করতে করতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করলে, সে সকল মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র। একালে ত তোমার শত্রু নেই। তবে কি পূর্ব-কালে ছিল? তাও সম্ভব নয়। ৩। আমাদের পূর্বতন কোন ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমার অন্ত পেয়েছিল? তুমি আপন দেহ হতে তোমার পিতামাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করেছিলে (১)। ৪। তুমি মহান! তোমার চার অসুর্য দুর্ধর্ষ শরীর আছে। হে ধনশালী! তুমি সে শরীর সকল গ্রহণপূর্বক তোমার গুরুতর কার্য সকল নির্বাহ কর। ৫। কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্বপ্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর। ৬। যিনি জ্যোতির্ময় পদার্থে জ্যোতি সংস্থাপন করেছেন, যিনি মধু দিয়ে সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উদ্দেশে বৃহৎ উকথ নামক বেদমন্ত্র রচনাকর্তা এ চমৎকার ওজস্বি স্তব উচ্চারণ করলেন।

টীকা ঃ ১। "Indra is praised for having made heaven and earth; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been

praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, 'What poets living before us have reached the end of all thy greatness ? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body."—Max Muller's India, What can it teach us ?

৫৫ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দূরে তন্নাম গুহ্যং পরাচৈর্যত্ত্বা ভীতে অহ্বয়েতাং বয়োধৈ।
উদস্তভ্না পৃথিবীং দ্যামভীকে ভ্রাতুঃ পুত্রান্মঘবন্তিত্বিষাণঃ ॥ ১
মহত্তন্নাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।
প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥ ২
আ রোদসী অপৃণাদোত মধ্যং পঞ্চ দেবাঁ ঋতুশঃ সপ্তসপ্ত।
চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বি চষ্টে সরূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন ॥ ৩
যদূষ ঔচ্ছঃ প্রথমা বিভানামজনয়ো যেন পুষ্টস্য পুষ্টম্।
যত্তে জামিত্বমবরং পরস্যা মহন্মহত্যা অসুরত্বমেকম্ ॥ ৪
বিধুং দদ্রাণং সমনে বহূনং যুবানাং সন্তং পলিতো জগার।
দেবস্য পশ্য কাব্যং মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান ॥ ৫
শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীলঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্ন মোঘং বসু স্পার্হমুত জেতোত দাতা ॥ ৬
ঐভির্দদে বৃষ্ণ্যা পৌংস্যানি যেভিরৌক্ষদ্বৃত্রহত্যায় বজ্রী।
যে কর্মণঃ ক্রিয়মাণস্য মহ্ন ঋতেকর্মমুদজায়ন্ত দেবাঃ ॥ ৭
যুজা কর্মাণি জনয়ন্বিশ্বৌজা অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুরাষাট্।
পীত্বী সোমস্য দিব আ বৃধানঃ শূরো নির্যুধাধমদ্দস্যূন্ ॥ ৮

অনুবাদ : ১। তোমার সে শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙ্মুখ হয়ে তা গোপন করে যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়ে অন্নের জন্যে তোমাকে ডাকে তুমি তখন তোমার নিকটবর্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হতে আকাশকে ঊর্ধ্বকৃত করে ধরে রাখ। ২। তোমার সে যে গোপনীয় শরীর, যা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করে আছে তা অতি প্রকাণ্ড। তা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ময় বস্তু উৎপাদন করতে ইচ্ছা হল, সে সমস্ত প্রাচীন বস্তু তা হতে উৎপন্ন হল, পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তা দ্বারা উপকৃত হল। ৩। ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্যভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চজাতি ও সপ্তসংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ময় নানাবিধ কার্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁর সে কার্য একই ভাবে চলছে। চৌত্রিশ পুরুষ এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য করে (১)। ৪। হে উষা! তুমি আলোকধারী পদার্থদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলোক দিয়েছ, যা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাকে আরও পুষ্টিকর কর, তুমি উপরে আছ কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব, এ তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের লক্ষণ। ৫। যখন যুবা থাকে, কত কার্য করে যুদ্ধে কত শত্রু তার ভয়ে পলায়ন করে তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখ, সে গতকাল জীবিত ছিল আজ মরে গেল। ৬। দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসছে, তার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ, প্রাচীন ও বলশালী, তার কুলায় কোথাও নেই। সে যা করতে চায়, তা সত্যই হবে, বৃথা হবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে। ৭। বজ্রধারী ইন্দ্র এ সকল মরুদ্দেবতাদের

এরূপ বল প্রাপ্ত হলেন, যাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে অভিষিক্ত করলেন। মহীয়ান ইন্দ্র যখন সে কার্য করেন তখন মরুদগণ আপনা হতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্যে প্রবৃত্ত হন। ৮। সে ইন্দ্র মরুদগণের সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন করেন, তাঁর তেজ সর্বত্রগামী, তিনি রাক্ষসদের নিধন করেন, তাঁর মন বিশ্বব্যাপী তিনি সত্বর জয়ী হন, তিনি আকাশ হতে এসে সোমপানপূর্বক শরীর বৃদ্ধি করলেন এবং বীর্যসহকারে যুদ্ধ করে দস্যুজাতীয়দের বধ করলেন।

টীকা : ১। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণ বলেন, সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

৫৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।
সংবেশনে তন্ব শ্চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে জনিত্রে ॥ ১
তনূষ্টে বাজিন্তন্বং নয়ন্তী বামমস্মভ্যং ধাতু শর্ম তুভ্যম্।
অহ্রুতো মহো ধরুণায় দেবান্দিবীব জ্যোতিঃ স্বমা মিমীয়াঃ ॥ ২
বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃ সুবিতঃ স্তোমং সুবিতো দিবং গাঃ।
সুবিতো ধর্ম প্রথমানু সত্যা সুবিতো দেবান্ত্সুবিতোঽনু পত্ম ॥ ৩
মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবা দেবেষ্বদধুরপি ক্রতুম্।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ পুনঃ ॥ ৪
সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রমূ রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা মিমানাঃ।
তনূষু বিশ্বা ভুবনা নি যেমিরে প্রাসারয়ন্ত পুরুধ প্রজা অনু ॥ ৫
দ্বিধা সূনবোঽসুরং স্বর্বিদমাস্থাপয়ন্ত তৃতীয়েন কর্মণা।
স্বাং প্রজাং পিতরঃ পিত্র্যং সহ আবরেষ্বদধুস্তংমাততম্ ॥ ৬
নাবা ন ক্ষোদঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যাঃ স্বস্তিভিরতি দুর্গাণি বিশ্বা।
স্বাং প্রজাং বৃহদুক্থো মহিত্বাবরেষ্বদধাদা পরেষু ॥ ৭

অনুবাদ : ১। এ অগ্নি তোমার এক অংশ, আর এ বায়ু তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ময় আত্মা স্বরূপ অংশ। এ তিন অংশ দ্বারা তুমি অগ্নি, বায়ু ও সূর্য মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্তি ধারণ কর এবং দেবতাদের সে সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ সূর্যের ভুবনে তুমি প্রিয় হও। ২। হে বাজিন! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করছেন, তিনি আমাদের প্রীতিজনক হোন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হয়ে জ্যোতি ধারণ করবার জন্য দেবতাদের সাথে এবং আকাশের সূর্যের সাথে তোমার আত্মাকে মিলিয়ে দাও। ৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করেছিলে সেরূপ উত্তম স্বর্গে যাও (২)। উত্তম ধর্মের অনুষ্ঠান করেছ, তার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্যের সাথে একীভূত হও। ৪। আমাদের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের সাথে ক্রিয়া কলাপ করেছেন। যে সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ দীপ্তি পেতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে একীভূত হয়েছেন, তাঁরা দেবতাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন (৩)। ৫। তাঁরা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করেছেন (৪) যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেউ যায় না, তারা সেখানে গিয়েছেন। তাঁরা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করেছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করেছেন। ৬। সূর্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্যদ্বারা

স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করলেন (অর্থাৎ তাঁর উদয়ের মূর্তি আর তাঁর অস্তগমনের মূর্তি)। অপিচ আমার পিতৃপুরুষগণ সন্তান উৎপাদনপূর্বক সন্ততিদের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রেখে গেলেন। ৭। যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয় যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হতে উদ্ধার হয় সেরূপ বৃহদুকথ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থেও সূর্য প্রভৃতি দূরবর্তী পদার্থে একীভূত করে দিলেন।

টীকা ঃ ১। ঋষি আপন মৃতপুত্র বাজিন সম্বন্ধে এ সূক্ত রচনা করেছেন। ২। পুণ্যকর্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তা প্রকাশ হচ্ছে। ৩। পুণ্যাত্মা পূর্ব-পুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। ৪। তাঁরা অখিলব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেছেন।

৫৭ সূক্ত ।। মনদেবতা। বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এ তিন ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ। মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ১
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেম্বাততঃ। তমাহুতং নশীমহি ॥ ২
মনো ম্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন। পিতৃণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৩
আ ত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ৪
পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি ॥ ৫
বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ। প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদের মধ্যে না আসে। ২। এ যে অগ্নি যা হতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুত্রস্বরূপ হয়ে দেবতাদের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁর হোম হোক, আমরা তাঁকে প্রাপ্ত হই। ৩। নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোকদের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি। ৪। তোমার মন পুনর্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্বক তুমি কার্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্যকে দর্শন কর (১)। ৫। আবার আমাদের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরিয়ে দেয়, দেবলোকগণ ফিরিয়ে দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তার আনুষঙ্গিক সকলকেই প্রাপ্ত হই। ৬। হে সোম! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন সন্তানসন্ততিযুক্ত হয়ে তোমার কার্যে মিলিত হই।

টীকা ঃ ১। সুবন্ধু নামক মৃতভ্রাতাকে উদ্দেশ করে এর পরের সূক্তটি সে সুবন্ধু সম্বন্ধে রচিত।

৫৮ সূক্ত ॥ মৃত সুবন্ধুর মন প্রাণ প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু প্রভৃতি ঋষি। অনুষ্টুপ্, ছন্দ।

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১
যত্তে দিবং যৎপৃথিবীং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ২
যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৩
যত্তে চতস্রঃ প্রদিশো মনো জগাম দূরকম্।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৪

যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৫
যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৬
যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৭
যত্তে সূর্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৮
যত্তে পর্বতান্বৃহতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ৯
যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১০
যত্তে পরাঃ পরাবতো মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১১
যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে এসে বাস কর। ২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলে গিয়েছে তাঁকে আমরা (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সাথে অভিন্ন)। ৩। চতুর্দিকে ভ্রষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ খসে খসে পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্তী দেশে তোমার যে মন গিয়েছে তাকে আমরা, (ইত্যাদি)। ৪। তোমার যে মন চতুর্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৫। তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জল-পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৬। তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৭। তোমার যে মন দূরবর্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৮। তোমার যে মন দূরবর্তী সূর্য কি ঊষার মধ্যে গিয়েছে, তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ৯। তোমার যে মন দূরস্থিত পর্বতমালার উপর চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১০। তোমার যে মন এ সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১১। তোমার যে মন দূরের দূর তারও দূর কোন স্থানে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি)। ১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলে গিয়েছে তাকে আমরা (ইত্যাদি) (১)।

টীকা ঃ ১। মৃত ভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্যে না ঊষায়, পর্বত মালায় না দূরের দূর তা হতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলে গিয়েছে, ঋষি তাই কল্পনা করছেন।

৫৯ সূক্ত ॥ ঋষি নির্ঋতি, অসুনীতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি তিন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, মহাপংক্তি, পংক্ত্যুত্তরা ছন্দ।

প্র তার্যায়ুঃ প্রতরং নবীয়ঃ স্থাতারেব ক্রতুমতা রথস্য।
অধ চ্যবান উত্তবীত্যর্থং পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ১
সামন্নু রায়ে নিধিমন্বন্নং করামহে সু পুরুধ শ্রবাংসি।
তা নো বিশ্বানি জরিতা মমত্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ২

অভী ষ্বর্যঃ পৌংস্যৈর্ভবেম দ্যৌর্ন ভূমিং গিরয়ো নাজ্রান্ ।
তা নো বিশ্বানি জরিতা চিকেত পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৩
মো ষু ণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরন্তম্ ।
দ্যুভির্হিতো জরিমা সূ নো অস্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাম্ ॥ ৪
অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্র তিরা ন আয়ুঃ ।
রারন্ধি নঃ সূর্যস্য সন্দৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥ ৫
অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্ ।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তি ॥ ৬
পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম্ ।
পুনর্ণঃ সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ ॥ ৭
শং রোদসী সুবন্ধবে যহ্বী ঋতস্য মাতরা ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ৮
অব দ্বকে অব ত্রিকা দিবশ্চরন্তি ভেষজা ।
ক্ষমা চরিষ্ণ্বেককং ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে
কিং চনামমৎ ॥ ৯

সমিন্দ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহদুশীনরাণ্যা অনঃ ।
ভরতামপ যদ্রপো দ্যৌঃ পৃথিবি ক্ষমা রপো মো ষু তে কিং চনামমৎ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ়ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যার পরমায়ুর হ্রাস হচ্ছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নির্ঋতি অতি দূরে গমন করুন। ২। আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সাম গানসহকারে অন্ন স্তূপাকার করছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করছি। আমরা নির্ঋতিকে স্তব করেছি, তিনি সে সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করুন, নির্ঋতি, (ইত্যাদি শেষ ঋকের শেষ ভাগের সাথে অভিন্ন)। ৩। আমরা যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শত্রুদের পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন সেরূপ আমরা যেন শত্রুদের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বারা রুদ্ধ হয় সেরূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের সকল স্তবের প্রতি নির্ঋতি যেন কর্ণপাত করেন। নির্ঋতি (ইত্যাদি)। ৪। হে সোম! আমাদের মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ কর না, আমরা যেন সূর্যের উদয় দেখতে পাই। আমাদের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সাথে অতিবাহিত হয়। নির্ঋতি (ইত্যাদি)। ৫। হে অসুনীতি (১)! আমাদের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাতে বেঁচে থাকি, সে উদ্দেশে আমাদের উৎকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর। যত দূর সূর্যের দৃষ্টি, তার মধ্যে আমাদের থাকতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিচ্ছি তাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর। ৬। হে অসুনীতি! আমাদের আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদের প্রাণ আমাদের নিকট এনে উপস্থিত কর, আবার ভোগ করতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্যোদয় দেখতে পাই। হে অনুমতি (২)! যাতে আমাদের বিনাশ না হয়, সেরূপ আমাদের সুখী কর। ৭। পৃথিবী পুনর্বার আমাদের প্রাণদান দিন। পুনর্বার দ্যুলোকদেবী ও অন্তরিক্ষ আমাদের প্রাণদান দিন। সোম আমাদের পুনর্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদের এরূপ হিতকর বাক্য প্রদান করুন যাতে আমাদের কল্যাণ হয়। ৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং

যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ তাঁরা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, সমস্ত অকল্যাণ দূর করে দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করতে না পারে। ৯। স্বর্গে যে দুই ঔষধ আছে, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী (ইত্যাদি পূর্বতন ঋকের শেষ ভাগের সাথে অভিন্ন)। ১০। হে ইন্দ্র! যে বৃষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করেছিল, সে শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ কর। (দ্যুলোক ইত্যাদি)।

টীকা ঃ ১। 'অসুনীতি' অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ নিয়ে চলে যান। সায়ণ। 'It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity.'—Max Muller. নিঋর্তি অর্থে পাপ দেবতা, তা পূর্বে বলা হয়েছে, এস্থানে মৃত্যু দেবতা করলে ভাল অর্থ হয়। এবং অসুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করলে সঙ্গত অর্থ হয়। ২। 'According to Professor Roth, the goddess good will as well as of procreation.—Muir.

৬০ সূক্ত ॥ রাজা অসমাতি প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু প্রভৃতি ঋষি।
গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

আ জনং ত্বেষসন্দৃশং মাহীনানামুপস্তুতং। অগন্ম বিভ্রতো নমঃ ॥ ১
অসমাতিং নিতোশনং ত্বেষং নিয়য়িনং রথং। ভজে রথস্য সৎপতিম্ ॥ ২
যো জনান্মহিষাঁ ইবাতিতস্থৌ পবীরবান্। উতাপবীরবান্যুধা ॥ ৩
যস্যেক্ষ্বাকুরুপ ব্রতে রেবান্মরায্যেধতে। দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ ॥ ৪
ইন্দ্র ক্ষত্রাসমাতিষু রথপ্রোষ্ঠেষু ধারয়। দিবীব সূর্যং দৃশে ॥ ৫
অগস্ত্যস্য নদ্ভ্যঃ সপ্তী যুনক্ষি রোহিতা। পণীন্ন্যক্রমীরভি বিশ্বান্রাজন্নরাধসঃ ॥ ৬
অয়ং মাতায়ং পিতায়ং জীবাতুরাগমৎ। ইদং তব প্রসর্পণং সুবন্ধবেহি নিরিহি ॥ ৭
যথা যুগং বরত্রয়া নহ্যন্তি ধরুণায় কম্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৮
যথেয়ং পৃথিবী মহী দাধারেমান্বনস্পতীন্।
এবা দাধার তে মনো জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৯
যমাদহং বৈবস্বতাৎ সুবন্ধোর্মন আভরম্। জীবাতবে ন মৃত্যবেঽথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ১০
ন্যগ্বাতোঽব বাতি ন্যক্তপতি সূর্যঃ। নীচীনমঘ্ন্যা দুহে ন্যগ্ভবতু তে রপঃ ॥ ১১
অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ। অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহৎ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কারপরায়ণ হয়ে সে দেশে গমন করলাম। ২। অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁর মূর্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, সেরূপ তাঁর নিকট গমন করলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্তা। ৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন আর না করুন, তাঁর এরূপ বলবীর্য যে, সিংহ যেমন মহিষদের অতিশায়িত করে সেরূপ তিনি সকল লোককে অতিশায়িত করেন। ৪। ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষ্বাকু রাজা সে প্রদেশের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার

জন্য আকাশে সূর্যকে রেখে দিয়েছ সেরূপ তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর। ৬। হে রাজন! অগস্ত্যের দৌহিত্রদের জন্য লোহিত বা দুই ঘোটক রথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কখন দান করে না, তাদের সকলকে পরাভব কর। ৭। এ যে অগ্নি এসেছেন ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ প্রাণ পাবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এ শরীর আছে, তুমি এতে এস, এর মধ্যে প্রবেশ কর। ৮। যেমন রথ ধারণ করবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগ কাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, সেরূপ এ অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করেছেন, তাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে। ৯। যেমন এ বিস্তীর্ণ পৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদের ধারণ করে আছেন সেরূপ এ অগ্নি (ইত্যাদি পূর্বঋকের শেষ ভাগ)। ১০। বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করেছি। এতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হবে, তার মৃত্যু অবস্থা অপগত হবে। ১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য উপর হতে নীচের দিকে উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচেরদিকে দোহন করা যায় সেরূপ হে সুবন্ধু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক (১)। ১২। আমার এ হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, এ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, এ সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ এর স্পর্শে কল্যাণ হয়।

টীকা : ১। ৭ হতে ১১ ঋকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা।

৬১ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইদমিত্থা রৌদ্রং গূর্তবচা ব্রহ্ম ক্রত্বা শচ্যামন্তরাজৌ।
ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ পর্ষৎপক্থে অহন্না সপ্ত হোতৄন্ ॥ ১
স ইদ্দানায় দভ্যায় বন্বঞ্চ্যবানঃ সূদৈরমিমীত বেদিম্।
তূর্বযাণো গূর্তবচস্তমঃ ক্ষোদো ন রেত ইতঊতি সিঞ্চৎ ॥ ২
মনো ন যেষু হবনেষু তিগ্মং বিপঃ শচ্যা বনুথো দ্রবন্তা।
আ যঃ শর্যাভিস্তুবিনৃম্ণো অস্যাশ্রীণীতাদিশং গভস্তৌ ॥ ৩
কৃষ্ণা যদ্গোষ্বরুণীষু সীদদ্দিবো নপাতাশ্বিনা হুবে বাম্।
বীতং মে যজ্ঞমা গতং মে অন্নং ববন্বাংসা নেষমস্মৃতধ্রূ ॥ ৪
প্রথিষ্ট যস্য বীরকর্মমিষ্ণদনুষ্ঠিতং নু নর্যো অপৌহৎ।
পুনস্তদা বৃহতি যৎকনায়া দুহিতুরা অনুভৃতমনর্বা ॥ ৫
মধ্যা যৎকর্ত্বমভবদভীকে কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাম্।
মনানগ্রেতো জহতুর্বিয়ন্তা সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ ॥ ৬
পিতা যৎস্বাং দুহিতরমধিষ্কন্ ক্ষয়া রেতঃ সঞ্জগ্মানো নি ষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যোহজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্ ॥ ৭
স ঈং বৃষা ন ফেনমস্যদাজৌ স্মদা পরৈদপ দভ্রচেতাঃ।
সরৎপদা ন দক্ষিণা পরাবৃঙ্ ন তা নু মে পৃশন্যো জগৃভ্রে ॥ ৮
মক্ষূ ন বহ্নিঃ প্রজায়া উপব্দিরগ্নিং ন নগ্ন উপ সীদদূধঃ।
সনিতেধ্মং সনিতোত বাজং স ধর্তা জজ্ঞে সহসা যবীযুৎ ॥ ৯
মক্ষূ কনায়াঃ সখ্যং নবগ্বা ঋতং বদন্ত ঋতযুক্তিমগ্মন্।
দ্বিবর্হসো য উপ গোপমাগুরদক্ষিণাসো অচ্যুতা সূদুক্ষন্ ॥ ১০
মক্ষূ কনায়াঃ সখ্যং নবীয়ো রাধো ন রেত ঋতমিত্তুরণ্যন্।
শুচি যত্তে রেক্ণ আয়জন্ত সবর্দুঘায়াঃ পয় উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১১

পশ্বা যৎপশ্চা বিযূতা বুধন্তেতি ব্রবীতি বক্তরী ররাণঃ।
বসোর্বসুত্বা কারবোঽনেহা বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপ ক্ষু ॥ ১২
তদিন্নবস্য পরিষদ্বানো অগ্মন্পুরূ সদন্তো নার্ষদং বিভিৎসন্।
বি শুষ্ণস্য সংগ্রথিতমনর্বা বিদৎপুরুপ্রজাতস্য গুহা যৎ ॥ ১৩
ভর্গো হ নামোত যস্য দেবাঃ স্বর্ণ যে ত্রিষধস্থে নিষেদুঃ।
অগ্নির্হ নামোত জাতবেদাঃ শ্রুধী নো হোতঋর্তস্য হোতাধ্রুক্ ॥ ১৪
উত ত্যা মে রৌদ্রাবর্চিমন্তা নাসত্যাবিন্দ্র গূর্তয়ে যজধ্যৈ।
মনুষ্বদ্বৃক্তবর্হিষে ররাণা মন্দূ হিতপ্রয়সা বিক্ষু যজ্যূ ॥ ১৫
অয়ং স্তুতো রাজা বন্দি বেধা অপশ্চ বিপ্রস্তরতি স্বসেতুঃ।
স কক্ষীবন্তং রেজয়ৎসো অগ্নিং নেমিং ন চক্রমর্বতো রঘুদ্রু ॥ ১৬
স দ্বিবন্ধুর্বৈতরণো যষ্টা সবর্ধুং ধেনুমস্বং দুহধ্যৈ।
সং যন্মিত্রাবরুণা বৃঞ্জ উক্থৈর্জ্যেষ্ঠেভিরর্যমণং বরূথৈঃ ॥ ১৭
তদ্বন্ধুঃ সূরির্দিবি তে ধিয়ন্ধা নাভানেদিষ্ঠো রপতি প্র বেনন্।
সা নো নাভিঃ পরমাস্য বা ঘাহং তৎপশ্চা কতিথশ্চিদাস ॥ ১৮
ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থমিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ।
দ্বিজা অহ প্রথমজা ঋতস্যেদং ধেনুরদুহজ্জায়মানা ॥ ১৯
অধাসু মন্দ্রো অরতির্বিভাবাব স্যতি দ্বিবর্তনির্বনেষাট্।
ঊর্ধ্বা যচ্ছ্রেণির্ন শিশুর্দন্মক্ষু স্থিরং শেবৃধং সূত মাতা ॥ ২০
অধা গাব উপমাতিং কনায়া অনু শ্বান্তস্য কস্য চিৎপরেয়ুঃ।
শ্রুধি ত্বং সুদ্রবিণো নস্ত্বং যালাশ্বঘ্নস্যাবাবৃধে শূনৃতাভিঃ। ২১
অধ ত্বমিন্দ্র বিদ্ধ্যস্মান্মহো রায়ে নৃপতে বজ্রবাহুঃ।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীননেহসস্তে হরিবো অভিষ্টৌ ॥ ২২
অধ যদ্রাজানা গবিষ্টৌ সরৎসরণ্যুঃ কারবে জরণ্যু।
বিপ্রঃ প্রেষ্ঠঃ স হ্যেষাং বভূব পরা চ বক্ষদুত পর্ষদেনান্ ॥ ২৩
অধা ন্বস্য জেন্যস্য পুষ্টৌ বৃথা রেভন্ত ঈমহে তদূ নু।
সরণ্যুরস্য সূনুরশ্বো বিপ্রশ্চাসি শ্রবসশ্চ সাতৌ ॥ ২৪
যুবোর্যদি সখ্যায়াস্মে শর্ধায় স্তোমং জজুষে নমস্বান্।
বিশ্বত্র যস্মিন্না গিরঃ সমীচীঃ পূর্বীব গাতুর্দাশৎ সূনৃতায়ৈ ॥ ২৫
স গৃণানো অদ্ভির্দেববানিতি সুবন্ধুর্নমসা সূক্তৈঃ।
বর্ধদুক্থৈর্বচোভিরা হি নূনং ব্যধ্বৈতি পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ২৬
ত উ ষু ণো মহো যজত্রা ভূত দেবাস ঊতয়ে সজোষাঃ।
যে বাজাঁ অনয়তা বিয়ন্তো যে স্থা নিচেতারো অমূরাঃ ॥ ২৭

অনুবাদ : ১। নাভানেদিষ্টের পিতা মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়ে রুদ্রের স্তব করতে বলেন তাতে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করতে উদ্যত হয়ে অঙ্গিরাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁরা যা বিস্মৃত হয়েছিলেন, তা তিনি সপ্ত হোতাকে বলে দিয়ে যজ্ঞ সমাপন করিয়ে দিলেন। ২। রুদ্রদেব স্তবকর্তাদের ধনদান করবার জন্য ও তাদের শত্রু নষ্ট করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করতে করতে বেদীতে গিয়ে অধিষ্ঠান করলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, সেরূপ রুদ্রদেব শীঘ্রগমনে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করতে করতে চতুর্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে লাগলেন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে অধ্বর্যু আমার

হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে তোমাদের নাম নির্দেশ সহকারে চরু পাক করছেন, তোমরা সে স্তবকারী অধ্বর্যুর এ যজ্ঞোদ্যোগ দেখে মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হয়ে থাক। ৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিত-বর্ণ গাভীদের মধ্যে মিশে গেল অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হয়ে প্রাতকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হল তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে এস, আমার অন্ন গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তা ভোজন কর। আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট চিন্তা কর না। ৫। যে রস বীরপুত্র উৎপাদন করতে সমর্থ, তা বৃদ্ধি পেয়ে নির্গত হল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তা নিষেক করলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সে রস সেক করলেন। ৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর (১) পূর্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হল তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর রস সেক করলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সে রস সেক হল। ৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করলেন তখন তিনি পৃথিবীর সাথে সঙ্গত হয়ে রস সেক করলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তা হতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্মাণ করলেন। ৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করতে করতে এসেছিলেন সেরূপ সে বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হতে প্রতিগমন করলে, তিনি যে পদে এসেছিলেন, সে পদে ফিরে গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণা স্বরূপ যে সকল গাভী দিয়েছেন, তা তিনি অপসারিত করলেন না। স্পর্শকুশল অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েও তিনি সে সকল গাভী গ্রহণ করলেন না। ৯। প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহসা এ যজ্ঞে আসতে পারছে না, যেহেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসতে পারে না। যজ্ঞের ধারণকর্তা সে অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক এবং অন্ন বিতরণ করতে করতে উৎপন্ন হলেন এবং রাক্ষসদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ১০। অঙ্গিরাগণ নয়মাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক গাভী লাভ করে, তাঁরা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞ সমাপন করলেন। তাঁরা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করলেন। তাঁরা দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ অর্থাৎ সত্র নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্বক অবিনাশী ফল লাভ করলেন। ১১। যখন সে অঙ্গিরাগণ অমৃত-তুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করলেন তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হলেন। ১২। এরূপ কথিত আছে যে ইন্দ্র স্তবকর্তাকে এত দূর স্নেহ করেন, যে যার পশু হারিয়ে গিয়েছে, সে নিজে জানতে না জানতেই সে অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করে দেন। ১৩। সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম অনুসন্ধানপূর্বক নিধন করেন কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন তখন তাঁর পারিষদগণ নানাপ্রকারে তাঁকে বেষ্টনপূর্বক তাঁর সঙ্গে গমন করেন। ১৪। যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁরা অগ্নির তেজকে 'ভর্গ' এ নাম দেন। তাঁর আর নাম জাতবেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই যজ্ঞের হোতা। তুমিই অনুকূল হয়ে আমাদের আহ্বান শোন। ১৫। হে ইন্দ্র! সে দুই উজ্জ্বলমূর্তি রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যেরূপ মনুর যজ্ঞে তাঁরা প্রীতিলাভ করেন, সেরূপ আমি কুশ বিস্তার করেছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন। ১৬। এ যে সর্বসৃষ্টিকারী সোম, যাঁকে সকলে স্তব করে, তাঁকে আমরাও

স্তব করি। এ ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল পার হচ্ছেন। যেরূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবানকে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করেছিলেন। ১৭। সে অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণকর্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব হত না তখন তাকে প্রসববতী করে তিনি দুগ্ধদায়িনী করলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্যমাকে সন্তুষ্ট করি। ১৮। হে স্বর্গস্থ সূর্য! আমি নাভানেদিষ্ঠ, তোমার বন্ধু অর্থাৎ আমি তোমাকে স্তব করছি আমার কামনা যে গাভী লাভ করি। সে দ্যুলোক আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান এবং সূর্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সে সূর্য হতে কয় পুরুষই বা অন্তর? (২) ১৯। এ আমার উৎপত্তিস্থান, এস্থানেই আমার নিবাস, এ সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হতে সর্ব প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন। এ যজ্ঞস্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হয়ে এ সমস্ত উৎপাদন করেছেন। ২০। এ অগ্নি আনন্দের সাথে গমন করে চতুর্দিকে স্থান গ্রহণ করছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায় এবং কাষ্ঠদের পরাভব করেন, এর শিখা-শ্রেণী ঊর্ধে উঠছে। ইনি স্তবের যোগ্য, এঁর মাতা অরণি, এ সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করছেন। ২১। আমি নাভানেদিষ্ঠ উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করে শ্রান্ত হয়েছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়েছে। হে ধনশালী অগ্নি! শোন। আমাদের এ ইন্দ্রকে যজ্ঞদান কর। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছ। ২২। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানবে যে আমরা প্রভূত ধনের কামনা করেছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করে থাক, হোমের দ্রব্য দিয়ে থাকি, আমাদের রক্ষা কর! হে হরিদ্বয় ঘোটক বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্বক আমরা যেন অপরাধী না হই। ২৩। হে উজ্জ্বলমূর্তি মিত্র ও বরুণ! গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করছিলেন, সর্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁদের নিকট গমন করলেন, আমি নাভানেদিষ্ঠ সে স্তব বলে দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করে দিলাম, সেহেতু আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হলাম। ২৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করতে করতে জয়শীল বরুণের নিকট যাচ্ছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সে বরুণের পুত্র। হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করে থাক। ২৫। হে মিত্র ও বরুণ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তব সমূহ প্রয়োগ করছেন, অভিপ্রায় এ যে, তোমরা আমাদের প্রতি আনুকূল্য করবে, কারণ তোমাদের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদের বন্ধুত্বলাভ হলে সকল স্থানেই স্তুতি বাক্য সকল উচ্চারিত হবে। চিরপরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয় সেরূপ তোমাদের বন্ধুত্ব যেন আমাদের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে। ২৬। পরমবন্ধু সে বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমোবাক্য প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁর যজ্ঞের জন্য বহমান হচ্ছে। ২৭। হে দেবতাগণ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও! হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উদ্যোগী হয়ে আমাকে অন্ন দিয়েছ, তোমাদের মোহ নষ্ট হয়েছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর।

টীকা: ১। পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। সায়ণ। ২। সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ঠ। সায়ণ।

৬২ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি। জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, সতোবৃহতী, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ১
য উদাজন্ পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্ পরিবৎসরে বলম্।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ২
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৩
অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন।
সুব্রহ্মণ্যমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ ॥ ৪
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে ॥ ৫
যে অগ্নেঃ পরি জজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মংহতে ॥ ৬
ইন্দ্রেণ যুজা নিঃ সৃজন্ত বাঘতো ব্রজং গোমন্তমশ্বিনম্।
সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষক্রত ॥ ৭
প্র নূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যো দানায় মংহতে ॥ ৮
ন তমশ্নোতি কশ্চন দিব ইব সান্বারভম্।
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে ॥ ৯
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা। যদুস্তুর্বশ্চ মামহে ॥ ১০
সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ সূর্যেণাস্য যতমানৈতু দক্ষিণা।
সাবর্ণের্দেবাঃ প্র তিরন্ত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম বাজম্ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করে ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ। অতএব তোমাদের মঙ্গল হোক। হে মেধাবিগণ! আমি মানব এসেছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর। ২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করে গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করেছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ু হও। আমি মানব ইত্যাদি [পূর্ব ঋকের শেষ-ভাগের সাথে অভিন্ন]। ৩। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্যকে আরোহণ করিয়েছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করেছ, সে তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব (ইত্যাদি)। ৪। এ আমি নাভানেদিষ্ট তোমাদের ভবনে এসে মনোহর বক্তৃতা করছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শোন। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজ লাভ কর। আমি মানব (ইত্যাদি)। ৫। সে সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধারী, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেউ সন্ধান পায় না। সে অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র তাঁরা চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন। ৬। তাঁরা অগ্নির চতুর্দিকে আবির্ভূত হলেন, নানা মূর্তিতে গগনের চতুর্দিকে উদয় হলেন। কেউ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পেয়েছেন, কেউ দশগ্ব অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করে গোধন পেয়েছেন। (১) যিনি অঙ্গিরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের সাথে একত্র অবস্থিতি করে আমাকে ধনদান করছেন। ৭। তাঁরা ইন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে কর্মানুষ্ঠান করতে করতে

অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করেছেন, তাঁরা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করে দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করেছেন। ৮। এ মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হোক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্রবৃক্ষ বীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করতে উদ্যত হয়েছেন। ৯। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁর তুল্য কার্য করতে কারও সাধ্য নেই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হয়েছে। ১০। যদু ও তুর্বনামে দাস জাতীয় দু রাজা (২) গাভীবর্গে পরিবৃত হয়ে এবং অতি সুন্দর বাক্য বলতে বলতে সে মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করে দেয়। ১১। মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁর দান সূর্যের সঙ্গে স্পর্ধা করে সর্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সে সাবর্ণি মনুর পরমায়ু বৃদ্ধি করুন। তাঁর নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হয়ে থাকি।

টীকা ঃ ১। ১৬২।৪ ঋকের টীকা দেখুন। ২। দাস রাজাদের উল্লেখ।

৬৩ সূক্ত ॥ পথ্যাস্বস্তি ও বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।
যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১
বিশ্বা হি বো নমস্যানি বন্দ্যা নামানি দেবা উত যজ্ঞিয়ানি বঃ।
যে স্থ জাতা অদিতেরদ্ভ্যস্পরি যে পৃথিব্যাস্তে ম ইহ শ্রুতা হ বম্ ॥ ২
যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীয়ূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ।
উকথশুষ্মান্বৃষভরান্ত্স্বপ্নসস্তাঁ আদিত্যাঁ অনু মদা স্বস্তয়ে ॥ ৩
নৃচক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ।
জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ষ্মাণং বসতে স্বস্তয়ে ॥ ৪
সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমাযযুরপরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ম্।
তাঁ আ বিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে ॥ ৫
কো বঃ স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতি ষ্ঠন।
কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে ॥ ৬
যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নি র্মনসা সপ্ত হোতৃভিঃ।
ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত সুপথা স্বস্তয়ে ॥ ৭
য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ।
তে নঃ কৃতাদকৃতাদেনসস্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ॥ ৮
ভরেষ্বিন্দ্রং সুহবং হবামহেঽংহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্।
অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবাপৃথিবী মরুতঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯
সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবী নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১০
বিশ্বে যজত্রা অধি বোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরেবায়া অভিহ্রুতঃ।
সত্যয়া বো দেবহূত্যা হুবেম শৃণ্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে ॥ ১১
অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রামঘায়তঃ।
আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুয়োতনোরু ণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে ॥ ১২
অরিষ্টঃ স মর্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভির্জায়তে ধর্মণস্পরি।
যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতিভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে ॥ ১৩

যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং শূরসাতা মরুতো হিতে ধনে।
প্রাতর্যাবাণং রথমিন্দ্র সানসিমরিষ্যন্তমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১৪
স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি।
স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তি রায়ে মরুতো দধাতন ॥ ১৫
স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ণস্বত্যভি যা বামমেতি।
সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা ॥ ১৬
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো বিশ্ব আদিত্যা অদিতে মনীষী।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হতে এসে মনুষ্যদের সাথে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদের অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশ্রয় দান করেন, যারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করুন। ২। হে দেবতাগণ! তোমাদের সকল নামই নমস্কার করবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁরা অদিতির গর্ভে জন্মেছেন কিংবা জলে বা পৃথিবী হতে জন্মেছেন তাঁরা সকলে আমার এ আহ্বান শুনুন। ৩। সকলের ননীভূতা পৃথিবী যাদের জন্য মধুময় দুগ্ধ বইয়ে দেন এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন সে সকল অদিতি সন্তান দেবতাদের স্তব কর, তাতে মঙ্গল হবে, তাদের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাদের কার্য অতি সুন্দর। ৪। সে সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পাবার জন্য অমরত্বগুণ লাভ করেছেন। তারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্যদের দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাদের রথ জ্যোতির্ময়, তাদের কার্যের বিঘ্ন নেই, তারা নিষ্পাপ, তারা লোকের মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন। ৫। যাঁরা উত্তম শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উজ্জ্বলমূর্তিতে যজ্ঞে এসেছেন, যাঁরা দুর্ধর্ষ হয়ে স্বর্গে বাস করেন, সে সকল প্রধান দেবতাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলের জন্য অদিতিকে সেবা কর। ৬। হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমরা যে স্তব প্রাপ্ত হয়ে থাক, কে তোমাদের জন্য সে স্তব প্রস্তুত করে? হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হতে ত্রাণ-পূর্বক কল্যাণ বিতরণ করে, কে তোমাদের জন্য সে যজ্ঞের আয়োজন করে? ৭। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা নিয়ে যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করেছেন, সে সমস্ত দেবতাগণ আমাদের অভয় দান করুন এবং সুখী করুন, আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা করে দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন। ৮। যাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হতে পার কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। ৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করে থাকি, তাঁকে আহ্বান করতে আনন্দ হয়। সকল দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁরা পাপ হতে মুক্তি দেন, তাঁদের কার্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুদ-গণকে আহ্বান করে থাকি। ১০। আমরা মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করে যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই (১)। এ নৌকাতে আরোহণ করলে রক্ষা পাবার বিষয়ে কোন ভয়ই নেই এ অতি বিস্তীর্ণ, এতে আরোহণ করলে সুখী হওয়া যায়, এর ক্ষয় নেই, এর গঠন অতি চমৎকার; এর চরিত্র সুন্দর এ নিষ্পাপ ও অবিনাশী। ১১। হে যজ্ঞভাগগ্রাহী সকল দেবতাগণ! আমাদের আশ্রয় দেবে

এ স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হতে আমাদের ত্রাণ কর। এ সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করে তোমাদের আহ্বান করছি। শোন, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর। ১২। হে দেবতাগণ! আমাদের রোগ ও সর্বপ্রকার অধর্ম বুদ্ধি দূর কর। দান না করবার বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদের শত্রুবর্গকে অতিদূরে নিয়ে যাও। আমাদের বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর। ১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাকে উত্তম পথ দেখিয়ে দিয়ে সমস্ত পাপ হতে পার করে কল্যাণে উপনীত কর, এরূপ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করে এবং তার বংশ বৃদ্ধি হয়। ১৪। হে দেবতাগণ! অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর, হে মরুদ্‌গণ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর. হে ইন্দ্র! তোমার সে যে রথ—যা প্রাতকালে যুদ্ধে গমন করে, তাকে ভজনা করা উচিত, যাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, আমরা যেন সে রথে আরোহণপূর্বক কল্যাণভাগী হই। ১৫। কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদের কল্যাণ হোক। জলে কি যুদ্ধে আমাদের কল্যাণ হোক। যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হচ্ছে এরূপ সৈন্যমধ্যে আমাদের কল্যাণ হোক, যেখানে পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদের সম্বন্ধীয় সে স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হোক। হে দেবতাগণ! ধন লাভের জন্য আমাদের মঙ্গল বিধান কর। ১৬। যে পৃথিবী পথে গমন কালে মঙ্গল করে থাকেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ, যিনি রমণীয় যজ্ঞস্থানে উপস্থিত আছেন তিনি কি গৃহে কি অরণ্যে আমাদের রক্ষা করুন। দেবতারা তাঁকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাতে বাস করি। ১৭। হে সমস্ত অদিতিসন্তানগণ! হে অদিতি! ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এরূপে তোমাদের সংবর্ধনা করলেন। অমরদের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল দেবতাগণকে গয় স্তব করলেন।

টীকা : ১। দেবত্ব প্রাপ্তির কথা।

৬৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি। ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

কথা দেবানাম্‌ কতমস্য যামনি সুমন্তু নাম শৃণ্বতাম্‌ মনামহে।
কো মৃলাতি কতমো নো ময়স্করৎ কতম ঊতী অভ্যা ববর্তিত ॥ ১
ক্রতুয়ন্তি ক্রতবো হৃৎসু ধীতয়ো বেনন্তি বেনাঃ পতয়ন্ত্যা দিশঃ।
ন মর্ডিতা বিদ্যতে অন্য এভ্যো দেবেষু মে অধি কামা অযংসত ॥ ২
নরা বা শংসং পূষণমগোহ্যমগ্নিং দেবেদ্ধমভ্যর্চসে গিরা।
সূর্যামাসা চন্দ্রমসা যমং দিবি ত্রিতং বাতমুষসমক্তুমশ্বিনা ॥ ৩
কথা কবিস্তুবীরবান্‌ কয়া গিরা বৃহস্পতির্বাবৃধতে সুবৃক্তিভিঃ।
অজ একপাৎ সুহবেভির্ঋক্বভিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যোহবীমনি ॥ ৪
দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।
অতূর্তপন্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষু জন্মসু ॥ ৫
তে নো অর্বন্তো হবনশ্রুতো হবং বিশ্বে শৃণ্বন্তু বাজিনো মিতদ্রবঃ।
সহস্রসা মেধসাতাবিব ত্মনা মহো যে ধনং সমিথেষু জভ্রিরে ॥ ৬
প্র বো বায়ুং রথযুজং পুরন্ধিং স্তোমৈঃ কৃণুধ্বং সখ্যায় পূষণম্‌।
তে হি দেবস্য সবিতুঃ সবীমনি ক্রতুং সচন্তে সচিতঃ সচেতসঃ ॥ ৭
ত্রিঃ সপ্ত সস্রা নদ্যো মহীরপো বনস্পতীন্‌ পর্বতাঁ অগ্নিমূতয়ে।
কৃশানুমস্তৄন্তিষ্যং সধস্থ আ রুদ্রং রুদ্রেষু রুদ্রিয়ং হবামহে ॥ ৮

সরস্বতী সরয়ুঃ সিন্ধুরূর্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো ঘৃতবৎ পয়ো মধুমন্নো অর্চত ॥ ৯
উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতু নস্ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ পিতা বচঃ ।
ঋভুক্ষা বাজো রথস্পতির্ভগো রণ্বঃ শংসঃ শশমানস্য পাতু নঃ ॥ ১০
রণ্বঃ সন্দৃষ্টৌ পিতুমাঁ ইব ক্ষয়ো ভদ্রা রুদ্রাণাং মরুতামুপস্তুতিঃ ।
গোভি ষ্যাম যশসো জনেষ্বা সদা দেবাস ইলয়া সচেমহি ॥ ১১
যাং মে ধীয়ং মরুত ইন্দ্র দেবা অদদাত বরুণ মিত্র যূয়ম্ ।
তাং পীপয়ত পয়সেব ধেনুং কুবিদ্গিরো অধি রথে বহাথ ॥ ১২
কুবিদঙ্গ প্রতি যথা চিদস্য নঃ সজাত্যস্য মরুতো বুবোধথ ।
নাভা যত্র প্রথমং সন্নসামহে তত্র জামিত্বমদিতির্দধাতু নঃ ॥ ১৩
তে হি দ্যাবাপৃথিবী মাতরা মহী দেবী দেবাঞ্জন্মনা যজ্ঞিয়ে ইতঃ ।
উভে বিভৃত উভয়ং ভরীমভিঃ পুরু রেতাংসি পিতৃভিশ্চ সিঞ্চতঃ ॥ ১৪
বি ষা হোত্রা বিশ্বমশ্নোতি বার্যং বৃহস্পতিররমতিঃ পনীয়সী ।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদবীবশন্ত মতিভির্মনীষিণঃ ॥ ১৫
এবা কবিস্তুবীরবাঁ ঋতজ্ঞা দ্রবিণস্যুর্দ্রবিণসশ্চকানঃ ।
উক্থেভিরত্র মতিভিশ্চ বিপ্রোঽপীপয়দ্গয়ো দিব্যানি জন্ম ॥ ১৬
এবা প্লতেঃ সূনুরবীবৃধদ্বো আদিত্যা অদিতে মনীষী ।
ঈশানাসো নরো অমর্ত্যেনাস্তাবি জনো দিব্যো গয়েন ॥ ১৭

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদের স্তব শুনে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কার স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি? কে আমাদের কৃপা করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করবার জন্য আমাদের নিকট আসেন? ২। অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দেবতাদের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে আছে, উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্তি পাচ্ছে, মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হয়েছে, আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদের দিকেই বাঁধা আছে। তাঁরা ব্যতীত সুখদাতা আর কেউ নেই। ৩। মনুষ্যগণ যাঁকে বর্ণনা করেন, সে পূষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর, দেবতারা যাঁকে প্রজ্বলিত করেছেন, সে দুর্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর। সূর্য চন্দ্র যম দিব্যলোকবাসী ত্রিত বার ঊষা রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর। ৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাক্যদ্বারা বৃদ্ধিযুক্ত হন। বৃহস্পতি নামক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হন। অজ একপাদ ও অহিবুধ্ন আমাদের আহ্বানকালে সুরচিত স্তব সকল শুনুন। ৫। হে অবিনাশী পৃথিবী! সূর্যের জন্ম ব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এ দুই রাজার পরিচর্যা করে থাক। সে সূর্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁর জন্ম নানা মূর্তিতে হয়; সপ্তঋষি তাঁর আহ্বানকর্তা। ৬। ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুদের নিকট হরণ করল, তারা যেন যজ্ঞের সময় সর্বদাই সহস্র ধন দান করেন, যারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিতরূপে চরণ ক্ষেপ করে, তারা সকলে আমাদের আহ্বান শুনুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তারা কখনই পরাঙ্মুখ নয়। ৭। হে স্তবকর্তাগণ! রথযোজনাকারী বায়ুকে এবং বহুকার্যকারী ইন্দ্রকে এবং পূষাকে স্তব করে তোমাদের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তারা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হয়ে সূর্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হন। ৮। প্রবাহশালিনী ত্রিগুণিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ পর্বত অগ্নি কৃশানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রদের মধ্যে

প্রধান রুদ্র, আশ্রয় পাবার জন্য এদের সকলকে আমরা আহ্বান করছি। ৯। সরস্বতী সরযু এবং সিন্ধু (১) এ সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করতে আসুন। জলপ্রেরণকারিনী জননীস্বরূপা এ সকল দেবী আমাদের ঘৃততুল্য মধুতুল্য জল দান করুন। ১০। সে বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেবপিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্র দেবতাদের সাথে আমাদের বাক্য শুনুন। আমরা উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করছি, আমাদের ইন্দ্র, বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন। ১১। যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়, মরুদগণ দেখতে তেমনি রমণীয়! রুদ্রপুত্র মরুদ-গণের স্তবে মঙ্গল হয়ে থাকে। লোকদের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হয়ে যেন যশস্বী হই। যেন সর্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদের ভজনা করি। ১২। হে মরুদগণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতাগণ! হে বরুণ! হে মিত্র! তোমাদের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হয়েছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, সেরূপ সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব শুনে অনেকবার রথারোহণে যজ্ঞে এসেছ। ১৩। হে মরুদগণ! তোমরা যেমন পূর্বে অনেকবার আমাদের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করেছ সেরূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি সেখানে পৃথিবী আমাদের আত্মীয়ের ন্যায় কার্য করুন। ১৪। সে সর্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতিমহতী জননীস্বরূপা, সে দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদের সাথে আসেন, তাঁরা উভয়ে দু ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ করে রাখেন। তাঁরা পিতৃলোকদের সাথে মিলিত হয়ে প্রচুর শুক্র অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন। ১৫। সে হোমের মন্ত্র সর্বপ্রকার কাম্য বস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সে মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদের পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাদের স্তব করছে। সে মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলে কীর্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদের যজ্ঞকামুক করেছেন। ১৬। যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁর বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন, সে মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কামনাদ্বারা প্রবর্তিত হয়ে সকল দেবতাদের উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এরূপে আপ্যায়িত করলেন। ১৭। পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন।

টীকা ঃ ১। সরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ। সরযু নদী সিন্ধু-নদীর শাখা, আধুনিক সরযু নদী নয়।

৬৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। বসুকর্ণ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিরিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা বায়ুঃ পূষা সরস্বতী সজোষসঃ।
আদিত্যা বিষ্ণুর্মরুতঃ স্বর্বৃহৎসোমো রুদ্রো অদিতির্ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ১
ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহত্যেষু সৎপতী মিথো হিন্বানা তন্বা সমোকসা।
অন্তরিক্ষং মহ্যা পপ্রুরোজসা সোমো ঘৃতশ্রীর্মহিমানমীরয়ন্ ॥ ২
তেষাং হি মহ্না মহতামনর্বণাং স্তোমাঁ ইয়র্ম্যৃতজ্ঞা ঋতাবৃধাম্।
যে অপ্সবমর্ণবং চিত্ররাধসস্তে নো রাসন্তাং মহয়ে সুমিত্র্যাঃ ॥ ৩
স্বর্ণরমন্তরিক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীং স্কম্ভুরোজসা।
পৃক্ষা ইব মহয়ন্তঃ সুরাতয়ো দেবাঃ স্তবন্তে মনুষায় সূরয়ঃ ॥ ৪
মিত্রায় শিক্ষ বরুণায় দাশুষে যা সম্রাজা মনসা ন প্রযুচ্ছতঃ।
যয়োর্ধাম ধর্মণা রোচতে বৃহদ্যয়োরুভে রোদসী নাধসী বৃতৌ ॥ ৫
যা গৌর্বর্তনিং পর্যেতি নিষ্কৃতং পয়ো দুহানা ব্রতনীরবারতঃ।
সা প্রব্রুবাণা বরুণায় দাশুষে দেবেভ্যো দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে ॥ ৬

দিবক্ষসো অগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধ ঋতস্য যোনিং বিমৃশন্ত আসতে।
দ্যাং স্কভিত্বাপ আ চক্রুরোজসা যজ্ঞং জনিত্বী তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৭
পরিক্ষিতা পিতরা পূর্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে ঘৃতবৎ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ ॥ ৮
পর্জন্যাবাতা বৃষভা পুরীষিণেন্দ্রবায়ূ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অদিতিং হবামহে যে পার্থিবাসো দিব্যাসো অপ্সু যে ॥ ৯
ত্বষ্টারং বায়ুমৃভবো য ওহতে দৈব্যা হোতারা উষসং স্বস্তয়ে।
বৃহস্পতিং বৃত্রখাদং সুমেধসমিন্দ্রিয়ং সোমং ধনসা উ ঈমহে ॥ ১০
ব্রহ্ম গামশ্বং জনয়ন্ত ওষধীর্বনস্পতীন্ পৃথিবীং পর্বতাঁ অপঃ।
সূর্যং দিবি রোহয়ন্তঃ সুদানব আর্যা ব্রতা বিসৃজন্তো অধি ক্ষমি ॥ ১১
ভুজ্যুমংহসঃ পিপৃথো নিরশ্বিনা শ্যাবং পুত্রং বধ্রিমত্যা অজিন্বতম্।
কমদ্যুবং বিমদায়োহথুর্যুবং বিষ্ণাপ্বং বিশ্বকায়াব সৃজথঃ ॥ ১২
পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা ॥ ১৩
বিশ্বে দেবাঃ সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
রাতিষাচো অভিষাচঃ স্বর্বিদঃ স্বর্গিরো ব্রহ্ম সূক্তং জুষেরত ॥ ১৪
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ : ১। অগ্নি ইন্দ্র বরুণ মিত্র অর্যমা বায়ু পূষা সরস্বতী আদিত্যগণ বিষ্ণু মরুদগণ বৃহৎ স্বর্গ সোম রুদ্র অদিতি ব্রহ্মণস্পতি এঁরা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন। ২। ইন্দ্র ও অগ্নি, এরা শিষ্টপালন কর্তা, এঁরা যুদ্ধের সময় একত্র হয়ে নিজ ক্ষমতাদ্বারা শত্রুদের তাড়িয়ে দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁদের বল বাড়িয়ে দেয়। ৩। সে মহৎ অপেক্ষাও মহৎ অবিচলিত ও যজ্ঞবৃদ্ধিকারী দেবতাদের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হয়ে স্তবসমূহ প্রেরণ করছি, যাঁরা সুশ্রী মেঘ হতে জল বর্ষণ করেন সে পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদের ধন দান করে শ্রেষ্ঠ করুন। ৪। সে দেবতারা সকলের নায়কস্বরূপ সূর্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রদের এবং দ্যুলোক ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্তী করে রেখেছেন। তাঁরা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করে মনুষ্যদের শ্রেষ্ঠ করছেন। মনুষ্যদের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁদের স্তব করা হচ্ছে। ৫। মিত্র ও দাতাবরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। তাঁরা দুজন রাজার রাজা, তাঁরা কখন অমনোযোগী হন না, তাঁদের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হয়ে অত্যন্ত দীপ্তি পাচ্ছে। দু দ্যাবাপৃথিবী তাঁদের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন। ৬। যে গাভী অপ্রার্থিত হয়ে পবিত্রস্থান যজ্ঞে আসে, যে দুগ্ধ দানপূর্বক যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে। সে গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতাবরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুন এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন। ৭। যাঁরা নিজ তেজে আকাশ পূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁদের জিহ্বা যাঁরা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁরা আপন আপন স্থান বুঝে যজ্ঞস্থানে বসছেন। তাঁরা আকাশকে উন্নত করে জল নির্গত করেছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করে আপনাদের শরীর ভূষিত করে দেন। ৮। দ্যাবা ও পৃথিবী এঁরা সর্বস্থান ব্যেপে আছেন, এঁরা সকলের মাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্বে জন্মেছেন, উভয়েরই স্থান এক, উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে একমনা হয়ে সে মহীয়ান বরুণকে

ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিচ্ছেন। ৯। মেঘ আর বায়ু, এ'রা বৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র বায়ু বরুণ মিত্র অর্যমা এ'দের এবং অদিতিসন্তান দেবতাদের এবং অদিতিকে আহ্বান করছি। যাঁরা পৃথিবীতে আকাশে বা জলে থাকেন, তাঁদেরও ডাকছি। ১০। হে ঋভুগণ! যে সোম দেবতাদের আহ্বানকর্তা ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে, অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্র-নিধনকারী সুবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সে সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা করি। ১১। সে দেবতারা পুণ্যকর্মা গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করেছেন, বৃক্ষলতা, বনতরু, পৃথিবী ও পর্বতদের সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে আকাশে আরোপিত করেছেন, তাঁদের দান অতি চমৎকার, তাঁরা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য সম্পন্ন করেছেন। ১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হতে উদ্ধার করেছিলে, বধ্রিমতী নাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়েছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপা ভার্যা এনে দিয়েছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপু নামক পুত্র দান করেছিলে। ১৩। অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং সকল দেবতা এরা সকলে আমার বাক্য শুনুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে সে সরস্বতীও শুনুন। ১৪। যাঁদের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁদের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করেছেন, যাঁরা অমর, যাঁরা যজ্ঞ উত্তমরূপ জানেন, যাঁরা সকলে একত্র হয়ে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁরা সকলি অবগত আছেন, সে সকল দেবতাগণ আমাদের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন। ১৫। বশিষ্ঠবংশসম্ভূত এ ঋষি অমর দেবতাদের বন্দনা করেছেন। সে দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করে রেখেছেন। তাঁরা আমাদের অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্বক আমাদের সর্বদা রক্ষা কর।

৬৬ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। জগতী,ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবান্ হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ।
যে বাবৃধুঃ প্রতরং বিশ্ববেদস ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাসো অমৃতা ঋতাবৃধঃ ॥ ১
ইন্দ্রপ্রসূতা বরুণপ্রশিষ্টা সূর্যস্য জ্যোতিষো ভাগমানশুঃ।
মরুদ্গণে বৃজনে মন্ম ধীমহি মাঘোনে যজ্ঞং জনয়ন্ত সূরয়ঃ ॥ ২
ইন্দ্রো বসুভিঃ পরি পাতু নো গয়মাদিত্যৈর্নো অদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু।
রুদ্রো রুদ্রেভির্দেবো মৃলয়াতি নস্ত্বষ্টা নো গ্নাভিঃ সুবিতায় জিন্বতু ॥ ৩
অদিতির্দ্যাবাপৃথিবী ঋতং মহদিন্দ্রাবিষ্ণু মরুতঃ স্বর্বৃহৎ।
দেবাঁ আদিত্যাঁ অবসে হবামহে বসূন্রুদ্রান্ত্সবিতারং সুদংসসম্ ॥ ৪
সরস্বান্ধীভির্বরুণো ধৃতব্রতঃ পূষা বিষ্ণুর্মহিমা বায়ুরশ্বিনা।
ব্রহ্মকৃতো অমৃতা বিশ্ববেদসঃ শর্ম নো যংসন্ ত্রিবরূথমংহসঃ ॥ ৫
বৃষা যজ্ঞো বৃষণ সন্তু যজ্ঞিয়া বৃষণো দেবা বৃষণো হবিষ্কৃতঃ।
বৃষণা দ্যাবাপৃথিবী ঋতাবরী বৃষা পর্জন্যো বৃষণো বৃষস্তুভঃ ॥ ৬
অগ্নীষোমা বৃষণা বাজসাতয়ে পুরুপ্রশস্তা বৃষণা উপ ব্রুবে।
যাবীজিরে বৃষণো দেবযজ্যয়া তা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং বি যংসতঃ ॥ ৭
ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণামভিশ্রিয়ঃ।
অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোঽপো অসৃজন্ননু বৃত্রতূর্যে ॥ ৮
দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্নভি ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া।
অন্তরিক্ষং স্বরা পপ্রুরূতয়ে বশং দেবাসস্তন্বী নি মামৃজুঃ ॥ ৯

ধর্তারো দিব ঋভবঃ সুহস্তা বাতাপর্জন্যা মহিষস্য তন্যতোঃ।
আপ ওষধীঃ প্র তিরন্তু নো গিরা ভগো রাতির্বাজিনো যন্তু মে হবম্ ॥ ১০
সমুদ্রঃ সিন্ধু রজো অন্তরিক্ষমজ একপাত্তনয়িত্নুরর্ণবঃ।
অহির্বুধ্ন্যঃ শৃণবদ্বচাংসি মে বিশ্বে দেবাস উত সূরয়ো মম ॥ ১১
স্যাম বো মনবো দেববীতয়ে প্রাঞ্চং নো যজ্ঞং প্রণয়ত সাধুয়া।
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সুদানব ইমা ব্রহ্ম শস্যমানানি জিন্বত ॥ ১২
দৈব্যা হোতারা প্রথমা পুরোহিত ঋতস্য পন্থামন্বেমি সাধুয়া।
ক্ষেত্রস্য পতিং প্রতিবেশমীমহে বিশ্বান্দেবাঁ অমৃতাঁ অপ্রযুচ্ছতঃ ॥ ১৩
বসিষ্ঠাসঃ পিতৃবদ্বাচমক্রত দেবাঁ ঈলানা ঋষিবৎ স্বস্তয়ে।
প্রীতা ইব জ্ঞাতয়ঃ কামমেত্যাস্মে দেবাসোঽব ধূনুতা বসু ॥ ১৪
দেবান্বসিষ্ঠো অমৃতান্ববন্দে যে বিশ্বা ভুবনাভি প্রতস্থুঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যে সকল দেবতা সর্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁদের প্রধান, যাঁরা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁদের মন উৎকৃষ্ট, যাঁরা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সে বহু অন্নসম্পন্ন দেবতাদের ডাকছি। ২। যাঁরা ইন্দ্রকর্তৃক উৎপাদিত হয়ে এবং বরুণকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে জ্যোতির্ময় সূর্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করেছেন, সে শত্রুসংহারকারী মরুদগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বানগণ! ইন্দ্রপুত্রদের যজ্ঞ আয়োজন কর। ৩। ইন্দ্র বসুদের সাথে আমাদের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যদের সাথে আমাদের সুখ বিধান করুন। রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুদগণের সাথে আমাদের সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদের সুখ বর্ধন করুন। ৪। অদিতি দ্যাবাপৃথিবী প্রধান সত্য ইন্দ্র ও বিষ্ণু মরুদগণ প্রকাণ্ড স্বর্গ অদিতি সন্তান দেবতাগণ বসুগণ রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য এঁদের ডাকছি, এঁরা আমাদের রক্ষা করুন। ৫। জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিযুক্ত বরুণ ব্রতরক্ষাকারী পুষা মহীয়ান বিষ্ণু বায়ু অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞ-সৃষ্টিকারী সর্বজ্ঞ অমরগণ এঁরা আমাদের পাপ হতে ত্রাণ করে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন। ৬। যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহিগণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন, দেবতারা এবং হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জ্জন্য এবং স্তবকারিগণ সকলেই আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ৭। অন্ন পাবার জন্য অভিমত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করছি। বিস্তর লোকে তাঁদের দাতা বলে প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়ে থাকেন। তাঁরা আমাদের তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন। ৮। যাঁরা কর্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁরা বলবান যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, যাঁদের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁরা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন, অগ্নি যাঁদের আহ্বানকর্তা, যাঁরা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সে দেবতাগণ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করলেন। ৯। দেবতারা নিজ কার্যদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি করে আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজে পরিপূর্ণ করলেন। তাঁরা যজ্ঞের সাথে আপন দেহ মিলিত করে যজ্ঞ বিভূষিত করলেন। ১০। ঋভুগণের হস্ত সুন্দর অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন, তাঁরা আকাশের ধারণকর্তা। বায়ু আর মেঘ এঁদের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতাদি আমাদের স্তববাক্য শিখিয়ে দিন। আর ধন দানকর্তা ভগ ও অর্যমা এঁরা সকলে আমার যজ্ঞে আসুন। ১১। সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন্য,

এঁরা আমার বাক্য সকল শুনুন। আর প্রজাবান সকল দেবতাও আমার বাক্য শুনুন। ১২। হে দেবগণ! আমরা মনুসন্তান, তোমাদের যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। হে অদিতি-সন্তানগণ! রুদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদের দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এ মন্ত্র সকল পাঠ করছি, পরিতোষপূর্বক শোন। ১৩। যে দু ব্যক্তি দেবতাদের আহ্বান-কর্তা, যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁদের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, আমাদের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং সকল অবিনাশী দেবতাকে আমাদের আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁরা প্রার্থনা পূর্ণ করতে কখন অমনোযোগী হন না। ১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করল, তারা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেবপূজা করল। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় এসে সন্তুষ্ট মনে অভিলষিত অর্থ দান কর। ১৫। পূর্ব সূক্তের শেষ ঋকের সাথে অভিন্ন।

৬৭ সূক্ত ॥ বৃহস্পতি দেবতা। অযাস্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋত প্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽযাস্য উকথ্মিন্দ্রায় শংসন্ ॥ ১
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥ ২
হংসৈরিব সখিভির্বাবদদ্ভিরশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা উত প্রাস্তৌদুচ্চ বিদ্বাঁ অগায়ৎ ॥ ৩
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদুস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥ ৪
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥ ৫
ইন্দ্রো বলং রক্ষিতারং দুঘানাং করেণেব বি চকর্তা রবেণ।
স্বেদাঞ্জিভিরাশিরমিচ্ছমানোঽরোদয়ৎ পণিমা গা অমুষ্ণাৎ ॥ ৬
স ঈং সত্যেভিঃ সখিভিঃ শুচদ্ভির্গোধায়সং বি ধনসৈরদর্দঃ।
ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈর্ঘর্মস্বেদেভির্দ্রবিণং ব্যানট্ ॥ ৭
তে সত্যেন মনসা গোপতিং গা ইয়ানাস ইষণয়ন্ত ধীভিঃ।
বৃহস্পতির্মিথো অবদ্যপেভিরুদুস্রিয়া অসৃজত স্বযুগ্ভিঃ ॥ ৮
তং বর্ধয়ন্তো মতিভিঃ শিবাভিঃ সিংহমিব নানদতং সধস্থে।
বৃহস্পতিং বৃষণং শূরসাতৌ ভরেভরে অনু মদেম জিষ্ণুম্ ॥ ৯
যদা বাজমসনদ্বিশ্বরূপমা দ্যামরুক্ষদুত্তরাণি সদ্ম।
বৃহস্পতিং বৃষণং বর্ধয়ন্তো নানা সন্তো বিভ্রতো জ্যোতিরাসা ॥ ১০
সত্যামাশিষং কৃণুতা বয়োধৈ কীরিং চিদ্ধ্যবথ স্বেভিরেবৈঃ।
পশ্চা মৃধো অপ ভবন্তু বিশ্বাস্তদ্রোদসী শৃণুতং বিশ্বমিন্বে ॥ ১১
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য বি মূর্ধানমভিনদর্বুদস্য।
অহন্নহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধূন্দেবৈর্দ্যাবাপৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। আমাদের পিতা এ সপ্ত শীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করেছেন। সত্য হতে এর উৎপত্তি। সকল লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করতে করতে চতুর্থ একটি স্তব সৃষ্টি করেছেন (১)। ২। অঙ্গিরার বংশধরেরা

যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যেতে মনস্থ করল। তারা সত্যবাদী, তাদের মনের ভাব সরল, তারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তারা বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করে থাকে। ৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করতে লাগল, তাদের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলে দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার করে উঠল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈস্বরে গান করে উঠলেন। ৪। গাভীগণ নিম্নের দিকে একটি দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুটি দ্বারের দ্বারা অধর্মের আলয় স্বরূপ সে গুহা মধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তিনটি দ্বার খুলে দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করলেন। ৫। তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করলেন এবং সমুদ্রতুল্য সে গুহার তিনটি দ্বারই খুলে দিলেন। প্রাতকালে তিনি পূজনীয় সূর্য আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পেলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহুঙ্কার ছেড়েছিলেন। ৬। যে বল গাভী রুদ্ধ করেছিল, তাকে ইন্দ্র আপনার হুঙ্কার-রবেই ছেদন করলেন। এরূপে ছেদন করলেন, যেন তার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করেছেন। ঘর্মাক্ত কলেবর বন্ধুদের সাথে সোমপান ইচ্ছা করে, তিনি পণিকে কাঁদালেন, তার গাভী কেড়ে নিলেন। ৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান, ধনদানকারী সহায়দের সাথে গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্তি, বদান্য, ঘর্মাক্ত কলেবর দেবতাদের সাথে সে গোধন অধিকার করলেন। ৮। তারা এক্ষণে গাভীর অধিকারী হয়ে সরল চিত্তে স্তুতি-বাক্যদ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দের সাথে বৃহস্পতি গাভীগণকে বার করে আনলেন। ৯। যখন সে বৃহস্পতি যজ্ঞে এসে সিংহনাদ করেন তখন যেন আমরা সে জয়ী দাতাবীরপুরুষ বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি। ১০। যখন সে বৃহস্পতি নানাবিধ অন্নদান করলেন, যখন আকাশ পথ দিয়ে তিনি পরমধামে গমন করলেন তখন বুদ্ধিমানগণ সে বদান্য বৃহস্পতিকে নানা প্রকারে সংবর্ধনা করতে লাগলেন, তা করতে করতে তাঁদের মূর্তি জ্যোতির্ময় হল। ১১। অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা তাকে সফল কর, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করে রক্ষা কর। সকল শত্রু পরাজিত ও দূর হোক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এ বাক্য শুনুন। ১২। ইন্দ্র অতিবৃহৎ একজলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করলেন। অহি অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করলেন, সপ্ত সিন্ধু বইয়ে দিলেন। হে দ্যাবাপৃথিবি! দেবতাদের সাথে আমাদের রক্ষা কর।

টীকা : ১। এ সূক্তের সায়নের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পনা বোধ হয়।

৬৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উদপ্রুতো ন বয়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়স্যেব ঘোষাঃ।
গিরিভ্রজো নোর্ময়ো মদন্তো বৃহস্পতিমভ্যর্কা অনাবন্ ॥ ১
সং গোভিরাঙ্গিরসো নক্ষমাণো ভগ ইবেদর্যমণং নিনায়।
জনে মিত্রো ন দম্পতী অনক্তি বৃহস্পতে বাজয়াশূঁরিবাজৌ ॥ ২
সাধ্বর্যা অতিথিনীরিষিরাঃ স্পার্হাঃ সুবর্ণা অনবদ্যরূপাঃ।
বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা ঊপে যবমিব স্থিবিভ্যঃ ॥ ৩
আপ্রুষায়ন্মধুন ঋতস্য যোনিমবক্ষিপন্নর্ক উল্কামিব দ্যোঃ।
বৃহস্পতিরুদ্ধরন্নশ্মনো গা ভূম্যা উদ্নেব বি ত্বচং বিভেদ ॥ ৪

অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরিক্ষাদুদ্নঃ শীপালমিব বাত আজৎ।
বৃহস্পতিরনুমৃশ্যা বলস্যাভ্রমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ॥ ৫
যদা বলস্য পীয়তো জসুং ভেদ্বৃহস্পতিরগ্নিতপোভিরর্কৈঃ।
দদ্ভির্ন জিহ্বা পরিবিষ্টমাদদাবির্নিধীঁরকৃণোদুস্রিয়াণাম্ ॥ ৬
বৃহস্পতিরমত হি ত্যদাসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যৎ।
আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভমুদুস্রিয়াঃ পর্বতস্য ত্মনাজৎ ॥ ৭
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য ॥ ৮
সোষামবিন্দৎসঃ স্বঃ সো অগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি।
বৃহস্পতির্গোবপুষো বলস্য নির্মজ্জানং ন পর্বণো জভার ॥ ৯
হিমেব পর্ণা মুষিতা বনানি বৃহস্পতিনাকৃপয়দ্বলো গাঃ।
অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার যাৎসূর্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ ॥ ১০
অভি শ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্গাঃ ॥ ১১
ইদমকর্ম নমো অভ্রিয়ায় যঃ পূর্বীরন্বানোনবীতি।
বৃহস্পতিঃ স হি গোভিঃ সো অশ্বৈঃ স বীরেভিঃ স নৃভির্নো বয়ো ধাৎ ॥ ১২

অনুবাদ : ১। যেরূপ জলসেচনকারী কৃষকগণ পক্ষীদের শস্য ক্ষেত্র হতে তাড়িয়ে দেবার সময় কোলাহল করে (১) অথচ যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয় অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্বতে অভিঘাত কালে কলরব করে সেরূপ বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। ২। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্যদেবকে গাভীগণের সাথে সংসৃষ্ট করলেন অর্থাৎ গুহাবর্তিনী গাভীদের নিকট সূর্যের আলোক আনয়ন করলেন। ভগদেবের ন্যায় তাঁর তেজ চতুর্দিকব্যাপী হল। যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিপত্নী মিলন করিয়ে দেয় সেরূপ তিনি গাভীদের লোকদের সাথে মিলিত করে দিলেন। হে বৃহস্পতি ! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদের ধাবিত করে, সেরূপ গাভীদের ধাবিত কর। ৩। যেমন যবের কুশূল (মরাই) হতে যব বার করে (২) সেরূপ বৃহস্পতি গাভীদের শীঘ্র শীঘ্র পর্বত হতে বার করলেন। তাদের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তারা চলতে লাগল, তাদের বর্ণ এমনি মনোহর এবং আকৃতি এমন সুগঠন যে দেখলেই নিতে ইচ্ছা হয়। ৪। বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার করে যেন সৎকর্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করলেন অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করে দিলেন। তিনি এমনি দীপ্তিযুক্ত হলেন যেন সূর্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হতে গাভীদের উদ্ধার করে তাদের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করে দিলেন যেমন নীচ হতে জল উঠবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে। ৫। যেমন বায়ু জল হতে শৈবাল অপসারিত করে সেরূপ বৃহস্পতি আকাশ হতে অন্ধকার অপসারিত করলেন (৩)। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করে দেয় সেরূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্বক বলের গোপন স্থান হতে গাভীদের নিষ্কাশিত করলেন। ৬। যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি সেরূপে গোধন অধিকার করলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করে দিলে জিহ্বা তা অধিকার করে। তিনি সে বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করলেন। ৭। যখন সে গোপন স্থান মধ্যে গাভীগণ শব্দ করছিল তখনই বৃহস্পতি বুঝতে পেরেছিলেন যে তন্মধ্যে গাভী রুদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ করে শাবককে নিষ্কাশিত করে সেরূপ তিনি আপনিই পর্বত

মধ্য হতে গাভীদের তাড়িয়ে আনলেন। ৮। তিনি দেখলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকলে ক্লেশ পায় সেরূপ সে মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হয়ে ক্লেশ পাচ্ছে। যেমন কাষ্ঠ হতে চমস নামক পানপাত্র কুঁদে বার করে সেরূপ বৃহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘাটন করে সে গোধন বার করলেন। ৯। তিনি প্রভাত স্বর্গ অগ্নি সকলই পেলেন অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হল, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হল। তিনি সূর্যালোক প্রবেশ করিয়ে গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করলেন। বনে গাভীদের রুদ্ধ করেছিল, বৃহস্পতি সে গাভী উদ্ধার করে যেন তার অস্থিমধ্য হতে মজ্জা বার করে আনলেন। ১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে সেরূপ বলের সকল গাভী বৃহস্পতি-কর্তৃক গৃহীত হল। যা কেউ কখন করে নি, কেউ কখন অনুকরণ করতে পারবে না। এরূপ কার্য তিনি করলেন, তাঁর এ কার্যদ্বারা পুনর্বার সূর্য চন্দ্রের উদয় হল। ১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে সেরূপ পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করলেন। তাঁরা অন্ধকার রাত্রিতে রেখে দিলেন এবং আলোক দিবসে রেখে দিলেন। বৃহস্পতি পর্বত ভেদ করে গোধন লাভ করলেন। ১২। যিনি পূর্বতন অনেক ঋক রচনা করে গিয়েছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হয়েছেন, সে বৃহস্পতিকে এ নমস্কার করলাম। সে বৃহস্পতি আমাদের গাভী, ঘোটক, সন্তান, ভৃত্য ও অন্ন দান করুন।

টীকা ঃ ১। পক্ষিগণ উক্ত বীজ না খেয়ে যায় এ জন্য কৃষকগণ তাদের তাড়িয়ে দেয়। ২। যবের মরাইয়ের উল্লেখ। ৩। উপমার কাব্যিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করার মত।

৬৯ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সুমিত্র ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ভদ্রা অগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য সন্দৃশো বামী প্রণীতিঃ সুরণা উপেতয়ঃ।
যদীং সুমিত্রা বিশো অগ্র ইন্ধতে ঘৃতেনাহুতো জরতে দবিদ্যুতৎ ॥ ১
ঘৃতমগ্নের্বধ্র্যশ্বস্য বর্ধনং ঘৃতমন্নং ঘৃতম্বস্য মেদনম্।
ঘৃতেনাহুত উর্বিয়া বি পপ্রথে সূর্য ইব রোচতে সর্পিরাসুতিঃ ॥ ২
যত্তে মনুর্যদনীকং সুমিত্রঃ সমীধে অগ্নে তদিদং নবীয়ঃ।
স রেবচ্ছোচ স গিরো জুষস্ব স বাজং দর্ষি স ইহ শ্রবো ধাঃ ॥ ৩
যং ত্বা পূর্বমীলিতো বধ্র্যশ্বঃ সমীধে অগ্নে স ইদং জুষস্ব।
স ন স্তিপা উত ভবা তনূপা দাত্রং রক্ষস্ব যদিদং তে অস্মে ॥ ৪
ভবা দ্যুম্নী বাধ্র্যশ্বোত গোপা মা ত্বা তারীদভিমাতির্জনানাম্।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনঃ সুমিত্রঃ প্র নু বোচং বাধ্র্যশ্বস্য নাম ॥ ৫
সমজ্র্যা পর্বত্যাবসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ।
শূর ইব ধৃষ্ণুশ্চ্যবনো জনানাং ত্বমগ্নে পৃতনায়ূঁরভি ষ্যাঃ ॥ ৬
দীর্ঘতন্তুর্বৃহদুক্ষায়মগ্নিঃ সহস্রস্তরীঃ শতনীথ ঋভ্বা।
দ্যুমান্ দ্যুমৎসু নৃভির্মৃজ্যমানঃ সুমিত্রেষু দীদয়ো দেবয়ৎসু ॥ ৭
ত্বে ধেনুঃ সুদুঘা জাতবেদোঽসশ্চতেব সমনা সবর্ধুক্।
ত্বং নৃভির্দক্ষিণাবদ্ভিরগ্নে সুমিত্রেভিরিধ্যসে দেবয়দ্ভিঃ ॥ ৮
দেবাশ্চিত্তে অমৃতা জাতবেদো মহিমানং বাধ্র্যশ্ব প্র বোচন্।
যৎ সংপৃচ্ছং মানুষীর্বিশ আয়ন্ত্বং নৃভিরজয়স্ত্বাবৃধেভিঃ ৯ ॥
পিতেব পুত্রমবিভরুপস্থে ত্বামগ্নে বধ্র্যশ্বঃ সপর্যন্।
জুষাণো অস্য সমিধং যবিষ্ঠোত পূর্বাঁ অবনোর্ব্রাধতশ্চিৎ ॥ ১০

শশ্বদগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য শত্রূন্নৃভির্জিগায় সুতসোমবদ্ভিঃ।
সমনং চিদদহশ্চিত্রভানোহব ব্রাধন্তমভিনদ্বৃধশ্চিৎ ॥ ১১
অয়মগ্নির্বধ্র্যশ্বস্য বৃত্রহা সনকাৎপ্রেদ্ধো নমসোপবাক্যঃ।
স নো অজামীঁরুত বা বিজামীনভি তিষ্ঠ শর্ধতো বাধ্র্যশ্ব ॥ ১২

অনুবাদ : ১। বধ্রিঅশ্ব [সুমিত্রের পিতা] যে অগ্নি স্থাপিত করেছেন, তার মূর্তিগুলি অতি সুন্দর, তার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়। সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে উদ্দীপ্ত হন, তাঁকে সকলে স্তব করতে থাকে। ২। বধ্রিঅশ্বের অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁর আহার, ঘৃতই তাঁকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তৃত হলেন। ঘৃত ঢেলে দেওয়াতে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাচ্ছেন। ৩। হে অগ্নি! যেমন মনু তোমার মূর্তি উজ্জ্বল করেছিলেন, সেরূপ আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করছি। আমার এ কার্য সম্প্রতি করা হয়েছে। অতএব তুমি ধনবান হয়ে দীপ্যমান হও, আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ কর, এ স্থানে অন্ন স্থাপন কর। ৪। যে তোমাকে বধ্রি অশ্ব প্রথমে স্তব করে প্রজ্বলিত করেছেন, সে তুমি আমাদের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর, তুমিই এই যা কিছু দিয়েছ, আমার সে দান সমস্ত রক্ষা কর। ৫। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! দীপ্যমান হও, রক্ষাকর্তা হও লোকদের যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং শত্রু পাতনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধ্রি অশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করলাম। ৬। হে অগ্নি! পর্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তা তুমি দাসদের নিকট জয় করে আর্যদের দিয়েছ (১), তুমি দুর্ধর্ষ বীরের ন্যায় শত্রু নিপাত কর, যারা যুদ্ধ করতে আসে, তাদের প্রতি অগ্রসর হও। ৭। এ অগ্নি দীর্ঘতন্তু অর্থাৎ এঁর বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্য পথ দিয়ে গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ এঁকে অলঙ্কৃত করছেন। হে অগ্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়দের ভবনে দীপ্যমান থাক। ৮। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নেই। সে অমনোযোগী হয়ে কত দোহন করে দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করছে। ৯। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! হে জাতবেদা! মরণরহিত দেবতারাই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। যখন মনুষ্যগণ মহিমার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা সব বলেছেন। তোমার সম্মানকারী ব্যক্তিদের সাথে একত্র হয়ে তুমি জয়ী হয়েছ। ১০। হে অগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করে লালন করে, সেরূপ বধ্রিঅশ্ব তোমার পরিচর্যা করেছেন। হে যুবা অগ্নি! এর নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়ে তুমি পূর্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করেছ। ১১। বধ্রি অশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদের সাথে একত্র হয়ে শত্রুদের চিরকালই জয় করে আসছেন। হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সাথে দগ্ধ করেছ। যাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছিল, তাদের অগ্নি বিদীর্ণ করেছেন। ১২। বধ্রি অশ্বের এ যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য এর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! যারা আমাদের অনাত্মীয় কিংবা যারা স্পর্দ্ধাপূর্বক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাদের সম্মুখীন হও।

টীকা : ১। আর্য ও দাসের উল্লেখ।

৭০ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। সুমিত্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইমাং মে অগ্ন সমিধং জুষস্বেলস্পদে প্রতি হর্যা ঘৃতাচীম্।
বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ সুদিনত্বে অহ্নামূর্ধ্বো ভব সুক্রতো দেবযজ্যা ॥ ১
আ দেবানামগ্রয়াবেহ যাতু নরাশংসো বিশ্বরূপেভিরশ্বৈঃ।
ঋতস্য পথা নমসা মিয়েধো দেবেভ্যো দেবতমঃ সুষূদৎ ॥ ২
শশ্বত্তমমীলতে দূত্যায় হবিষ্মন্তো মনুষ্যাসো অগ্নিম্।
বহিষ্ঠৈরশ্বৈঃ সুবৃতা রথেনা দেবান্বক্ষি নি ষদেহ হোতা ॥ ৩
বি প্রথতাং দেবজুষ্টং তিরশ্চা দীর্ঘং দ্রাঘ্মা সুরভি ভূত্বস্মে।
অহেলতা মনসা দেব বর্হিরিন্দ্রজ্যেষ্ঠাঁ উশতো যক্ষি দেবান্ ॥ ৪
দিবো বা সানু স্পৃশতা বরীয়ঃ পৃথিব্যা বা মাত্রয়া বি শ্রয়ধ্বম্।
উশতীর্দ্বারো মহিনা মহদ্ভির্দেবং রথং রথয়ুর্ধারয়ধ্বম্ ॥ ৫
দেবী দিবো দুহিতরা সুশিল্পে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
আ বং দেবাস উশতী উশন্ত উরৌ সীদন্তু সুভগে উপস্থে ॥ ৬
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বৃহদগ্নিঃ সমিদ্ধঃ প্রিয়া ধামান্যদিতেরুপস্থে।
পুরোহিতাবৃত্বিজা যজ্ঞে অস্মিন্ বিদুষ্টরা দ্রবিণমা যজেথাম্ ॥ ৭
তিস্রো দেবীর্বর্হিরিদং বরীয় আ সীদত চকৃমা বঃ স্যোনম্।
মনুষ্বদ্যজ্ঞং সুধিতা হবীংষীলা দেবী ঘৃতপদী জুষন্ত ॥ ৮
দেব ত্বষ্টর্যদ্ধ চারুত্বমানড্যদঙ্গিরসামভবঃ সচাভূঃ।
স দেবানাং পাথ উপ এ বিদ্বানুশন্যক্ষি দ্রবিণোদঃ সুরত্নঃ ॥ ৯
বনস্পতে রশনয়া নিয়ূযা দেবানাং পাথ উপ বক্ষি বিদ্বান্।
স্বদাতি দেবঃ কৃণবদ্ধবীংষ্যবতাং দ্যাবাপৃথিবী হবং মে ॥ ১০
অগ্নে বহ বরুণমিষ্টয়ে ন ইন্দ্রং দিবো মরুতো অন্তরিক্ষাৎ।
সীদন্তু বর্হির্বিশ্ব আ যজত্রাঃ স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। বেদীর স্থানে এ যে সমিধ আমি দিয়েছি তুমি তার প্রতি অভিলাষী হও, তা গ্রহণ কর। বেদীর উপরিভাগে তুমি উত্তম কার্য সম্পাদন করতে করতে এ দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্ধাভিমুখ হও, তা হলে দিন সকল সাফল্য লাভ করবে। ২। দেবতাদের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাদের নিকট প্রেরণ করেন সে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ঘোটকযোগে এ স্থানে আসুন। ৩। যে সকল মনুষ্যের যজ্ঞীয় দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তারা সর্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য সম্পাদন করবার জন্য ইল অর্থাৎ স্তব করে। বহন করতে বিলক্ষণ পটু ঘোটক সকল যে রথে যোজিত আছে, সে রথযোগে দেবতাদের এ স্থানে আন, এ স্থানে হোতা হয়ে উপবেশন কর। এরূপ স্তব কর। ৪। দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করছেন, সে যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হোক, তা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হোক। আমাদের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হোক। অবিচলচিত্তে দেবতাদের উদ্দেশে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এ কামনা করছেন। হে বর্হিরূপ অগ্নি! তুমি তাঁদের পূজা দাও। ৫। হে দ্বারদেবীগণ! তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবী-তলের সাথেও আশ্রয়যুক্ত হয়ে থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্নসহকারে সাভিলাষমনে রথ প্রস্তুত করে সে উজ্জ্বল রথ ধারণ কর। ৬। উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এ যে যজ্ঞস্থান, এতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ ঊষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে ঊষা ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁরাও তোমাদের

প্রতি প্রীতিযুক্ত, তোমাদের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ তাতে দেবতারা উপবেশন করুন। ৭। সোম প্রস্তুত করবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হয়েছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হয়েছে। দুজন সুবিদ্বান ঋত্বিক দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করেছেন, এ'রা এ যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন। ৮। হে বেদীত্রয়! (ইলা সরস্বতী ও মহী) এ উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদের জন্য বিস্তারিত করা হয়েছে, উপবেশন কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় এ যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা হয়েছে। ইড়াদেবীও ঘৃতপদী এরা গ্রহণ করুন। ৯। হে দেবত্বষ্টা! তুমি সুশ্রী মূর্তি প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি অঙ্গিরাদের সহায় হয়েছ, তুমি জান কোন দেবতার কোন ভাগ, তোমার উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি সে ধন দান করে থাক। এক্ষণে দেবতাদের তাঁদের খাদ্য প্রদান কর। ১০। হে বনস্পতি অর্থাৎ বনতরু হতে নির্মিত যূপকাষ্ঠ! তুমি জান অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দেবতাদের অন্ন বহন করে নিয়ে যাও। হোমের দ্রব্য সে বনস্পতি নিয়ে যান এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন। ১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বরুণকে নিয়ে এস, স্বর্গ হতে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হতে মরুদগণকে নিয়ে এস, যজ্ঞভাগাধিকারিগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্বক আনন্দিত হোন।

৭১ সূক্ত ॥ ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥ ১
সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥ ২
যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে ॥ ৩
উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ ৪
উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্ ॥ ৫
যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্ ॥ ৬
অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্ত সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে ॥ ৭
হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণো বি চরন্তু ত্বে ॥ ৮
ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥ ৯
সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষামরং হিতো ভবতি বাজিনায় ॥ ১০
ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তী শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র করতে পারে,

তাই তাদের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাদের যা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয় (১)। ২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে সেরূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করেছেন। সে ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হন। তাঁদের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে। ৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হন। ঋষিদের অন্তকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তা তাঁরা প্রাপ্ত হলেন। সে ভাষা আহরণপূর্বক তাঁরা নানাস্থানে বিস্তার করলেন। সপ্তছন্দ সে ভাষাতেই স্তব করে। ৪। কেউ কেউ কথা দেখেও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না, কেউ শুনেও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকটে নিজ দেহ প্রকাশ করেন সেরূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন। ৫। পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এ প্রতিষ্ঠা হয় যে সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁকে ছেড়ে কোন কার্য হয় না। কেউ বা পুষ্পফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তার যে বাক্য তা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নয়, কাল্পনিক মায়াময় গাভী মাত্র। ৬। বিদ্বান বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তার কথায় কোন ফল নেই। সে যা কিছু শুনে বৃথাই শুনে, সে সৎকর্মের পন্থা অবগত হতে পারে না। ৭। যাদের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখা বা কক্ষ পর্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেউ কেউ তেমনি অগভীর। কেউ কেউ বা স্নান করবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হয়ে থাকেন। ৮। যখন অনেক স্তোতা (২) একত্র হয়ে মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্বক অবধারিত করতে প্রবৃত্ত হন তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেউ কেউ স্তোত্রজ্ঞ (৩) বলে পরিচিত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। ৯। এ যে সকল ব্যক্তি যারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্যালোচনা করে না, যারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ কিছুই করে না (৪), তারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য করবার উপযুক্ত হয়। ১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য করে, এ সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে সে যশ প্রাপ্ত হলে সকলেই আহ্লাদিত হয় কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত হওয়া যায়। ১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋকসমূহ উচ্চারণ করে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন আর এক জন গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করেন। যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অতিশয় জ্ঞাতব্য। এতে ভাষা, বাক্য ও অর্থের কথা সমালোচিত হয়েছে। ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ কি ভাবে শুরু হয় তারও ইংগিত আছে। ২। অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। ৩। অর্থ 'ব্রহ্ম' বা স্তোত্রবিশারদ। ৪। ঋকের মর্ম এ যে যারা ইহকাল ও পরকাল পর্যালোচনা করত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করত, তারাই স্তোতা হত। যারা ঐ ধর্ম ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ তারা কৃষক বা তন্তুবায় হত। সেকালে বুদ্ধি বা কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করত, জন্ম অনুসারে নয়।

৭২ সূক্ত ॥ দেবগণ দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবানাং নু বয়ং জানা প্র বোচাম বিপন্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১
ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত ॥ ৬
যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গূড়্হমা সূর্যমজভর্তন ॥ ৭
অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ডমাস্যৎ ॥ ৮
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপ প্রৈৎপূর্ব্যং যুগম্।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্তাণ্ডমাভরৎ ॥ ৯

অনুবাদ : ১। দেবতাদের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হবে তখনও দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখবেন। ২। দেবতারা উৎপন্ন হবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবকর্মকারের ন্যায় দেবতাদের নির্মাণ করলেন। অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল। ৩। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল। পরে উত্তানপদ হতে দিক সকল জন্ম গ্রহণ করল (১)। ৪। উত্তানপদ হতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হতে আবার অদিতি জন্মিলেন (২)। ৫। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁর পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, এঁরা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী। ৬। দেবতারা এ বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিতি থেকে মহোৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা যেন নৃত্য করতে লাগলেন, সে হেতুতে প্রচুর ধূলির উদয় হল। ৭। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করলেন, এ সমুদ্রতুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সে সূর্যকে প্রকাশ করলেন। ৮। অদিতির দেহ হতে আট পুত্র জন্মেছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটি নিয়ে দেবলোকে গেলেন কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করলেন (৩)। ৯। পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র নিয়ে গেলেন। আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করলেন (৪)।

টীকা : ১। সায়ণ বলেন উত্তানপদ বলতে বৃক্ষ। ২। অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র। এ অদিতি কি পরে পৌরাণিক 'সতী' নামে খ্যাতা হলেন? ৩। অদিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখুন। ৪। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন।

৭৩ সূক্ত ।। মরুৎ দেবতা । গৌরিবীতি ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ ।
অবর্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা ॥ ১
দ্রুহো নিষত্তা পৃশনী চিদেবৈঃ পুরূ শংসেন বাবৃধুষ্ট ইন্দ্রম্ ।
অভীবৃতেব তা মহাপদেন ধ্বান্তাৎপ্রপিত্বাদুদরন্ত গর্ভাঃ ॥ ২
ঋষ্বা তে পাদা প্র যজ্জিগাস্যবর্ধন্বাজা উত যে চিদত্র ।
ত্বমিন্দ্র সালাবৃকান্ত্সহস্রমাসন্দধিষে অশ্বিনা ববৃত্যাঃ ॥ ৩
সমনা তূর্ণিরুপ যাসি যজ্ঞমা নাসত্যা সখ্যায় বক্ষি ।
বসাব্যামিন্দ্র ধারয়ঃ সহস্রাশ্বিনা শূর দদতুর্মঘানি ॥ ৪
মন্দমান ঋতাদধি প্রজায়ৈ সখিভিরিন্দ্র ইষিরেভিরর্থম্ ।
আভির্হি মায়া উপ দস্যুমাগান্মিহঃ প্র তম্রা অবপত্তমাংসি ॥ ৫
সনামানা চিদ্ধ্বসয়ো ন্যস্মা অবাহন্নিন্দ্র উষসো যথানঃ ।
ঋষ্বৈরগচ্ছঃ সখিভির্নিকামৈঃ সাকং প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জঘন্থ ॥ ৬
ত্বং জঘন্থ নমুচিং মখস্যুং দাসং কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ম্ ।
ত্বং চকর্থ মনবে স্যোনান্পথো দেবত্রাঞ্জসেব যানান্ ॥ ৭
ত্বমেতানি পপ্রিষে বি নামেশান ইন্দ্র দধিষে গভস্তৌ ।
অনু ত্বা দেবাঃ শবসা মদন্ত্যুপরিবুধ্নান্বনিনশ্চকর্থ ॥ ৮
চক্রং যদস্যাপ্স্বা নিষত্তমুতো তদস্মৈ মধ্বিচ্চচ্ছদ্যাৎ ।
পৃথিব্যামতিষিতং যদূধঃ পয়ো গোষ্বদধা ওষধীষু ॥ ৯
অশ্বাদিয়ায়েতি যদ্বদন্ত্যোজসো জাতমুতো মন্য এনম্ ।
মন্যোরিয়ায় হর্ম্যেষু তস্থৌ যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রো অস্য বেদ ॥ ১০
বয়ঃ সুপর্ণা উপ সেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ ।
অপ ধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্ ১১

অনুবাদ ঃ ১। যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করলেন তখন মরুৎগণ এ বলে ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করলেন যে তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করবার জন্য জন্মেছ, তুমি বীর উৎসাহযুক্ত তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী। ২। শত্রুসংহার-কারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য উপবেশন করলেন। তারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্ধনা করল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে সেরূপ গর্ভ অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হতে নির্গত হল। ৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়ে গেলে সে স্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। হে ইন্দ্র ! তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাতে পার। ৪। তোমার যুদ্ধে যাবার ত্বরা থাকলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সাথে বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র ! প্রচুর পরিমাণ ধন এনে দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয় ! ধনসমূহ দান করুন। ৫। যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হয়ে ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সাথে যজমানকে অর্থ দেন। তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করলেন। ৬। শত্রুগণ এঁর নিকট তুল্য নামধারী অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেরূপ ধ্বংস করেছিলেন সেরূপ ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সাথে ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করলেন। ৭। যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করেছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট

নিস্তেজ করে দিয়েছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করে দিয়েছ, সেগুলি দেবলোকে যাবার অতি সরল পথ হয়েছে (১)। ৮। তুমি এ বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হন তুমি মেঘদের অধোমুখ করে দাও, অর্থাৎ জল ঢেলে দেওয়াও। ৯। জলের মধ্যে এঁর যে চক্র সংস্থাপিত আছে সে চক্র যেন এঁর জন্য মধু ছেদন করে দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি তৃণলতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করেছ তা গাভীদের আপীন হতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্তিতে নির্গত হয়। ১০। কেউ কেউ বলেন ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হতে। কিন্তু আমি জ্ঞান করি তাঁর উৎপত্তি তেজ হতে। ইনি ক্রোধ হতে উৎপন্ন হয়ে শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়িয়েছেন। ইন্দ্র কোথা হতে জন্মেছেন তা তিনিই জানেন। ১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হল অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সে পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাদের প্রার্থনা ছিল। তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর, আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদের মোচন করে দাও।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে দাসজাতিদের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেবত্ব লাভের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত ।। ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বসূনাং বা চর্কৃষ ইয়ক্ষন্ধিয়া বা যজ্ঞৈর্বা রোদস্যোঃ।
অর্বন্তো বা যে রয়িমন্তঃ সাতৌ বনুং বা যে সুশ্রুণং সুশ্রুতো ধুঃ ॥ ১
হব এষামসুরো নক্ষত দ্যাং শ্রবস্যতা মনসা নিংসত ক্ষাম্।
চক্ষাণা যত্র সুবিতায় দেবা দ্যৌর্ন বারেভিঃ কৃণবন্ত স্বৈঃ ॥ ২
ইয়মেষামমৃতানাং গীঃ সর্বতাতা যে কৃপণন্ত রত্নম্।
ধিয়ং চ যজ্ঞং চ সাধন্তস্তে নো ধান্তু বসব্য মসামি ॥ ৩
আ তত্ত ইন্দ্রায়বঃ পনন্তাভি য ঊর্বং গোমন্তং তিতৃৎসান্।
সকৃৎস্ব যে পুরুপুত্রাং মহীং সহস্রধারাং বৃহতীং দুদুক্ষন্ ॥ ৪
শচীব ইন্দ্রমবসে কৃণুধ্বমনানতং দময়ন্তং পৃতন্যূন্।
ঋভুক্ষণং মঘবানং সুবৃক্তিং ভর্তা যো বজ্রং নর্যং পুরুক্ষুঃ ॥ ৫
যদ্বাবান পুরুতমং পুরাষাল্বা বৃত্রহেন্দ্রো নামান্যপ্রাঃ।
অচেতি প্রাসহস্পতিস্তুবিষ্মান্যদীমুশ্মসি কর্তবে করত্তৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্র বুঝি ধন দান করবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হয়েছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্থানান্তরে গিয়েছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপার্জন করে, এরূপ ঘোটকেরা তাঁকে আকর্ষণ করেছে? অথবা যে সকল যশস্বী ব্যক্তি আশ্চর্যরূপ শত্রু সংহার করছে, তারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেছেন? ২। এঁদের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশপূর্ণ করল, দেবতাদের চালিত করে দিল, তাঁরা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তথায় তাঁরা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দিকে দেখছেন। আকাশ হতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁরা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করতে উদ্যত। ৩। অবিনাশী দেবতাদির জন্য এ স্তুতি উচ্চারণ করলাম। তাঁরা যজ্ঞে উত্তম উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁরা আমাদের স্তব ও যজ্ঞ সফল করুন এবং নিরুপম ধনরাশি ধরে দিন। ৪। হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ

গোধন বিপক্ষের নিকট কেড়ে নিতে চায়, তারা তোমাকেই স্তব করে। এ যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করেন। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন, যাঁরা এ পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করতে চান, তাঁরা ইন্দ্রকেই স্তব করেন। ৫। হে কর্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ। যে ইন্দ্র কারও নিকট নত হন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদের দমন করেন, যিনি মহান ও ধনশালী, যাঁকে স্তব করলে শুভ হয়, যিনি মনুষ্যের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্বক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁর শরণাগত হও। ৬। শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করলেন, তখন তিনি বৃত্রের নিধনকারী হয়ে পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করলেন, তখন সকলে তাঁকে জানল যে, তিনি অতি বলবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। এঁকে যা করতে প্রার্থনা করবে, ইনি তাই করবেন।

৭৫ সূক্ত ।। নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি। জগতী ছন্দ।

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিন্ধুরোজসা ॥ ১
প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিন্ধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্ত্বম্।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি ॥ ২
দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনন্তং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ন্তি বৃষ্টয়ঃ সিন্ধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ ॥ ৩
অভি ত্বা সিন্ধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষন্তি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪
ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচেতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৫
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহৎন্বা সরথং যাভিরীয়সে ॥ ৬
ঋজীত্যেনী রুশতি মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭
স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতো বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্ ॥ ৮
সুখং রথং যুযুজে সিন্ধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্ হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করছেন। তারা সাত সাত করে তিন শ্রেণীতে চলল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ। ২। হে সিন্ধু নদি! যখন তুমি অন্নশালী অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করে ধাবিত হলে তখন বরুণদেব তোমার যাবার নানা পথ কেটে দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়ে গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর। ৩। পৃথিবী হতে সিন্ধুর শব্দ উঠে আকাশ পর্যন্ত আচ্ছাদন করছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে ইনি চলেছেন। এঁরা শব্দ প্রবল করলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়ছে। সিন্ধু আসছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করতে করতে আসছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাদের জননী গাভীর দুগ্ধ নিয়ে যায় সেরূপ আর আর নদী শব্দ করতে করতে জল

নিয়ে তোমার চতুর্দিকে আসছে। যেমন যুদ্ধ করবার সময় রাজা সৈন্য নিয়ে যায় সেরূপ তোমার সহগামিনী এ দুটি নদী শ্রেণীকে নিয়ে তুমি অগ্রে অগ্রে চলছ। ৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা সরস্বতি শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এ স্তবগুলি তোমরা ভাগ করে নাও। হে অসিক্নী-সঙ্গত মরুদ্বৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা সঙ্গত আর্জীকীয়া নদি! তোমরা শোন (১)। ৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চললে। পরে সুসর্তু ও রসা ও শ্বেতীর সাথে মিললে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সাথে মিলিত করলে। এ সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে গিয়ে থাক (২)। ৭। এ দুর্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাচ্ছে, তাঁর বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁর জল সকল মহাবেগে গিয়ে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করছে। যত গতিশালী আছে, এঁর তুল্য গতিশালী কেউ নেই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠবদর্শনা। ৮। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী, এঁর উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হয়েছেন। এঁর বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, এঁর তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। ৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করেছিলেন, তা দ্বারা এ যজ্ঞে অন্ন এনে দিয়েছেন। এর মহিমা অতি মহৎ বলে স্তব করে। ইনি দুর্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।

টীকা: ১। "Satadru (Sutlej)". "Parushni (Iravati, Ravi)". Asikni, which means black". "It is the modern Chinab". "Marudvridha, a general name for river. According to Roth the combined course of the Akesines and Hydaspes". "Vitasta, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes". "It is the modern Behat or Jilam". "According to Yaska the Arjikiya is the Vipas". "Its modern name is Bias or Bejah". "According to Yaska the Sushoma is the Indus." Max Muller's India, what can it teach us. ২। ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিগের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। আমরা এখানে মক্ষমূলর কৃত ৬ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি: "First thou goest united with the Trishtama on this journey, with the Susartu, the Rasa (Ramha Araxes ?), and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubha (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

৭৬ সূক্ত ॥ সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবতা। জরৎকর্ণ ঋষি। জগতী ছন্দ।

আ ব ঋঞ্জস উর্জাং ব্যুষ্টিষিন্দ্রং মরুতো রোদসী অনক্তন।
উভে যথা নো অহনী সচাভুবা সদঃসদো বরিবস্যাত উদ্ভিদা ॥ ১
তদু শ্রেষ্ঠং সবনং সুনোতনাত্যো ন হস্তয়তো অদ্রিঃ সোতরি।
বিদদ্ধ্যর্যো অভিভূতি পৌংস্যং মহো রায়ে চিত্তরুতে যদর্বতঃ ॥ ২
তদিদ্ধ্যস্য সবনং বিবেরপো যথা পুরা মনবে গাতুমশ্রেৎ।
গোঅর্ণসি ত্বাষ্ট্রে অশ্বনির্ণিজি প্রেমধ্বরেষ্বধ্বরাঁ অশিশ্রয়ুঃ ॥ ৩
অপ হত রক্ষসো ভঙ্গুরাবতঃ স্কভায়ত নির্ঋতিং সেধতামতিম্।
আ নো রয়িং সর্ববীরং সুনোতন দেবাব্যং ভরত শ্লোকমদ্রয়ঃ ॥ ৪

দিবশ্চিদা বোঽমবত্তরেভ্যো বিভ্বনা চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।
বায়োশ্চিদা সোমরভস্তরেভ্যোঽগ্নেশ্চিদর্চ পিতুকৃত্তরেভ্যঃ ॥ ৫
ভুরন্তু নো যশসঃ সোত্বন্ধসো গ্রাবাণো বাচা দিবিতা দিবিত্মতা।
নরো যত্র দুহতে কাম্যং মধ্বাঘোষয়ন্তো অভিতো মিথস্তুরঃ ॥ ৬
সুন্বন্তি সোমং রথিরাসো অদ্রয়ো নিরস্য রসং গবিষো দুহন্তি তে।
দুহন্ত্যূধরুপসেচনায় কং নরো হব্যা ন মর্জয়ন্ত আসভিঃ ॥ ৭
এতে নরঃ স্বপসো অভূতন য ইন্দ্রায় সুনুথ সোমমদ্রয়ঃ।
বামং বামং বো দিব্যায় ধাম্নে বসুবসু বঃ পার্থিবায় সুন্বতে ॥ ৮

অনুবাদ : ১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হলেই তোমাদের সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়ে ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করেছ। সে দুই দ্যাবা-পৃথিবী যেন একত্র হয়ে আমাদের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন। ২। নিষ্পীড়নকর্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করল তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করল। প্রস্তর যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাতে প্রচুর ধন লাভ হয়। ৩। যেমন পূর্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস এসেছিল, সেরূপ এ প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদের জলে স্নান করাবার সময়ে এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে এবং ঘোটকদের স্নান করাবার সময় যজ্ঞকালে এ অবিনাশী সোমরসদের আশ্রয় লওয়া যায়। ৪। হে প্রস্তরগণ! কর্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নির্ঋতিকে রুদ্ধ কর, দুর্মতি দূর কর, আমাদের ধন ও জন সম্পাদন করে দাও। দেবতাদের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্তি করে দাও। ৫। যাঁরা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁরা বিভ্বা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্মকারী, যাঁরা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করতে অধিক পটু এবং যাঁরা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সে প্রস্তরদের পূজা কর। ৬। এ সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়েছে, এ যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। এদের সাহায্যে কর্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করতে করতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন। ৭। এ সকল প্রস্তর চালিত হয়ে সোম প্রস্তুত করছে, সোম দুগ্ধের সাথে মিশ্রিত হবেন বলে তাঁর সমস্ত রস এরা দোহন করছে। কর্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হতে দুগ্ধ দোহন করছেন। সোমে সেচন করবেন এই অভিপ্রায়। এ হোম করতে হবে অতএব এখন মুখে অর্পণ করছেন না। ৮। হে কর্মাধ্যক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ! তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করছ, উত্তমরূপে এ কার্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর, আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন নিয়ে এস।

৭৭ সূক্ত ॥ মরুৎ দেবতা। স্যূম রশ্মি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অভ্রপ্রুষো ন বাচা প্রুষা বসু হবিষ্মন্তো ন যজ্ঞা বিজানুষঃ।
সুমারুতং ন ব্রহ্মাণমর্হসে গণমস্তোষ্যেষাং ন শোভসে ॥ ১
শ্রিয়ে মর্যাসো অঞ্জীঁরকৃণ্বত সুমারুতং ন পূর্বীরতি ক্ষপঃ।
দিবস্পুত্রাস এতা ন যেতির আদিত্যাসস্তে অক্রা ন বাবৃধুঃ ॥ ২
প্র যে দিবঃ পৃথিব্যা ন বর্হণা ত্মনা রিরিচ্রে অভ্রান্ন সূর্যঃ।
পাজস্বন্তো ন বীরাঃ পনস্যবো রিশাদসো ন মর্যা অভিদ্যবঃ ॥ ৩

যুষ্মাকং বুধ্নে অপাং ন যামনি বিথুর্যতি ন মহী শ্রথর্যতি।
বিশ্বপ্সুর্যজ্ঞো অর্বাগয়ং সু বঃ প্রয়স্বন্তো ন সত্রাচ আ গত ॥ ৪
যূয়ং ধূর্ষু প্রযুজো ন রশ্মিভির্জ্যোতিষ্মন্তো ন ভাসা ব্যুষ্টিষু।
শ্যেনাসো ন স্বযশসো রিশাদসঃ প্রবাসো ন প্রসিতাসঃ পরিপ্রুষঃ ॥ ৫
প্র যদ্বহধ্বে মরুতঃ পরাকাদ্যূয়ং মহঃ সম্বরণস্য বস্বঃ।
বিদানাসো বসবো রাধ্যস্যারাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোত ॥ ৬
য উদৃচি যজ্ঞে অধ্বরেষ্ঠা মরুদ্ভ্যো ন মানুষো দদাশৎ।
রেবৎস বয়ো দধতে সুবীরং স দেবানামপি গোপীথে অস্তু ॥ ৭
তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস উমা আদিত্যেন নাম্না শম্ভবিষ্ঠাঃ।
তে নোঽবন্তু রথতূর্মনীষাং মহশ্চ যামন্নধ্বরে চকানাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হয়ে মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করছেন। প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, এরা উৎপত্তির কারণস্বরূপ হন। মরুৎদেবতাদের এ বৃহৎগণকে আমি পূজা বা স্তব করি নি, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নি। ২। এ মরুৎগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হয়েছেন, এরা শরীর শোভার্থে অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হয়েও মরুৎগণকে অতিক্রম করতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নি বলে এ সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নি, মহাবল পরাক্রান্ত এ সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হন নি। ৩। এ সকল মরুৎ আপনা হতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। সূর্য যেমন মেঘ হতে বার হন, সেরূপ এঁরা বার হন। এঁরা বীরপুরুষের ন্যায় বলবান, এঁরা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদের দূর করে এরূপ মনুষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন। ৪। হে মরুৎগণ! যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর এবং বৃষ্টিপাত হতে থাকে তখন পৃথিবী তাতে কাতর হন না, দুর্বলও হন না। এ নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া হয়েছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হয়ে এস। ৫। রজ্জুদ্বারা রথে যোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হয়েছ, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্তি নিজে উপার্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদের ন্যায় তোমরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক বারি সেচন করে থাক। ৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অতি দূর দেশ হতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন বহন করে এনে থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করে তোমরা দ্বেষকারীদের গোপনে দূর করে দিয়ে থাক। ৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ সমাপন হলে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁর অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন। ৮। সে মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁরা ত্বরিত রথে এসে আমাদের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁরা যজ্ঞে গিয়ে প্রচুর যজ্ঞ সামগ্রী অভিলাষ করুন।

৭৮ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বিপ্রাসো ন মন্মভিঃ স্বাধ্যো দেবাব্যো ন যজ্ঞৈঃ স্বপ্নসঃ।
রাজানো ন চিত্রাঃ সুসন্দৃশঃ ক্ষিতীনাং ন মর্যা অরেপসঃ ॥ ১
অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসো বাতাসো ন স্বযুজঃ সদ্য উতয়ঃ।
প্রজ্ঞাতারো ন জ্যেষ্ঠাঃ সুনীতয়ঃ সুশর্মাণো ন সোমা ঋতং যতে ॥ ২

বাতাসো ন যে ধুনয়ো জিগত্নবোঽগ্নীনাং ন জিহ্বা বিরোকিণঃ।
বর্মণ্বন্তো ন যোধাঃ শিমীবন্তঃ পিতৃণাং ন শংসাঃ সুরাতয়ঃ ॥ ৩
রথানাং ন যেরাঃ সনাভয়ো জিগীবাংসো ন শূরা অভিদ্যবঃ।
বরেয়বো ন মর্যা ঘৃতপ্রুষোঽভিস্বর্তারো অর্কং ন সুষ্টুভঃ ॥ ৪
অশ্বাসো ন যে জ্যেষ্ঠাস আশবো দিধিষবো ন রথ্যঃ সুদানবঃ।
আপো ন নিম্নৈরুদভির্জিগত্নবো বিশ্বরূপা অঙ্গিরাসো ন সামভিঃ ॥ ৫
গ্রাবাণো ন সূরয়ঃ সিন্ধুমাতর আদর্দিরাসো অদ্রয়ো ন বিশ্বহা।
শিশূলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতরো মহাগ্রামো ন যামন্নুত ত্বিষা ॥ ৬
উষসাং ন কেতবোঽধ্বরশ্রিয়ঃ শুভংযবো নাঞ্জিভির্ব্যশ্বিতন্।
সিন্ধবো ন যয়িয়ো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ পরাবতো ন যোজনানি মমিরে ॥
সুভাগান্নো দেবাঃ কৃণুতা সুরত্নানস্মান্ স্তোতৄন্মরুতো বাবৃধানাঃ
অধি স্তোত্রস্য সখ্যস্য গাত সনাদ্ধি বো রত্নধেয়ানি সন্তি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। মরুৎগণ স্তোতাদের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করতে পারেন, যাঁরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করে, সে যজমানদের ন্যায় উত্তম কার্য করেন, রাজাদের ন্যায় তাঁরা সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্র মূর্তি ধারণ করেন, গৃহস্বামিদের ন্যায় তাঁরা নিষ্পাপ। ২। অগ্নির ন্যায় তাঁদের দীপ্তি, তাঁদের বক্ষস্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাচ্ছে, তাঁরা বায়ুর ন্যায় নিজে গর্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গমন করেন, তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হন এবং উত্তম নেতার কার্য করেন, তাঁরা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন। ৩। তাঁরা বায়ুর ন্যায় যেতে যেতে কম্পিত করে যান, অগ্নি জিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হন, কবচধারী যোদ্ধাদের ন্যায় বীরত্ব করেন, পিতৃলোকদের স্তবের ন্যায় সুফল দান করেন। ৪। তাঁরা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরে আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তিশালী, দান করতে উদ্যত মনুষ্যদের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন, স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীদের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন। ৫। তাঁরা ঘোটকদের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধনস্বামিদের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাঁরা নদীর ন্যায় নিম্ন দিকে জল নিয়ে যান, অঙ্গিরাদের ন্যায় যেন সাম গান করেন, তাঁদের মূর্তি নানাবিধ। ৬। জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাঁরা নদী নির্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁরা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদের ন্যায় তাঁরা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁরা দীপ্তিসহকারে গমন করেন। ৭। প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থে বরের ন্যায় তাঁরা অলঙ্কার ধারণপূর্বক শোভাযুক্ত হন (১), নদীর ন্যায় তাঁরা ক্রমাগত চলেছেন, তাঁদের অস্ত্র শস্ত্র চাকচিক্য প্রকাশ করছে, দূরে পথের পথিকের ন্যায় তাঁরা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন। ৮। হে মরুৎদেবতাগণ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদের সংবর্ধনা করছি, আমাদের উৎকৃষ্ট ভাগ দাও, উৎকৃষ্ট রত্ন দাও, স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করে থাক।

টীকা ঃ ১। সেকালে বিবাহে সাজ-সজ্জা ছাড়াও বরেরাও অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করত।

৭১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। সপ্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বমমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু।
নানা হনূ বিভৃতে সং ভরেতে অসিন্বতী বপ্সতী ভূর্যত্তঃ ॥ ১

গুহা শিরো নিহিতমৃধগক্ষী অসিন্বন্নত্তি জিহ্বয়া বনানি ।
অত্রাণ্যস্মৈ পড্ভিঃ সং ভরন্ত্যুত্তানহস্তা নমসাধি বিক্ষু ॥ ২
প্র মাতুঃ প্রতরং গুহ্যমিচ্ছন্ কুমারো ন বীরুধঃ সর্পদুর্বীঃ ।
সসং ন পক্কমবিদচ্ছুচন্তং রিরিহ্বাংসং রিপ উপস্থে অন্তঃ ॥ ৩
তদ্বামৃতং রোদসী প্র ব্রবীমি জায়মানো মাতরা গর্ভো অত্তি ।
নাহং দেবস্য মর্ত্যশ্চিকেতাগ্নিরঙ্গ বিচেতাঃ স প্রচেতাঃ ॥ ৪
যো অস্মা অন্নং তৃষ্বা দধাত্যাজ্যৈর্ঘৃতৈর্জুহোতি পুষ্যতি ।
তস্মৈ সহস্রমক্ষভির্বি চক্ষেঽগ্নে বিশ্বতঃ প্রত্যঙ্ঙসি ত্বম্ ॥ ৫
কিং দেবেষু ত্যজ এনশ্চকর্থাগ্নে পৃচ্ছামি নু ত্বামবিদ্বান্ ।
অক্রীলন্ ক্রীলন্ হরিরত্তবেঽদন্বি পর্বশশ্চকর্ত গামিবাসিঃ ॥ ৬
বিষূচো অশ্বান্যুযুজে বনেজা ঋজীতিভী রশনাভির্গৃভীতান্ ।
চক্ষদে মিত্রো বসুভিঃ সুজাতঃ সমানৃধে পর্বভির্বাবৃধানঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ　১। এ অগ্নি অমর, মরণ ধর্মাক্রান্ত মনুষ্যদের মধ্যে এঁর মহত্ত্ব দেখছি। এর হনু দুটি নানামূর্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি। এরা পরিপূর্ণ হচ্ছে এবং চর্বণ না করে বিস্তর বস্তু আহার করছে। ২। এঁর মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দু চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্বণ না করে কেবল জিহ্বাদ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করছেন, মনুষ্যদের মধ্যে অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করে নমোবাক্য বলতে বলতে এর নিকট এসে আহার যোগাচ্ছে। ৩। এ অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করতে যান, তাদের অপ্রকাশ মূল পর্যন্ত ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে, তাকে ইনি পক্ক অন্নের ন্যায় গ্রহণ করলেন, তাঁর জিহ্বাস্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হল। ৪। হে দ্যাবাপৃথিবি! আমি তোমাদের এ কথা সত্য বলছি, এ বালক জাতমাত্র আপনার দু মাতাকে গ্রাস করে অর্থাৎ অরণিদ্বয় হতে জন্মে তাদেরই দগ্ধ করে। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, এঁর বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কি জ্ঞানহীন, তা আমি জানি না। ৫। যে ব্যক্তি এ অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃত হোম করে, এঁর পুষ্টি সাধন করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি! তুমি তার প্রতি সর্বপ্রকারে অনুকূল থাক। ৬। হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদের মধ্যে কোন অপরাধ পেয়ে ক্রোধ ধারণ করেছ? আমি জানি না, এ জন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছি? যেমন খড়্গদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করে ছেদন করে সেরূপ তুমি ক্রীড়া কর আর না কর, তুমি উজ্জ্বল হয়ে তোমার আহারীয়দ্রব্য ভোজনকালে পর্বে পর্বে তা কর্তন কর (১)। ৭। এ অগ্নি বনে জন্মে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছেন যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করেছেন, এ বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পেয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছেন এবং সকলি চূর্ণ করছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুলমূর্তি হয়েছেন।

টীকা ঃ　১। খাদ্যের জন্য গাভী পর্বে পর্বে কাটা হত তা এ ঋক হতে অনুমিত হয়।

৮০ সূক্ত ॥　অগ্নি দেবতা। বৈশ্বানর অগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অগ্নিঃ সপ্তিং বাজম্ভরং দদাত্যগ্নির্বীরং শ্রুত্যং কর্মনিষ্ঠাম্ ।
অগ্নী রোদসী বি চরৎসমঞ্জন্নগ্নির্নারীং বীরকুক্ষিং পুরন্ধিম্ ॥ ১
অগ্নেরপ্নসঃ সমিদস্তু ভদ্রাগ্নির্মহী রোদসী আ বিবেশ ।
অগ্নিরেকং চোদয়ৎ সমৎস্বগ্নির্বৃত্রাণি দয়তে পুরূণি ॥ ২

অগ্নিহ ত্যং জরতঃ কর্ণমাবাগ্নিরদ্ভ্যো নিরদহজ্জরূথম্
অগ্নিরত্রিং ঘর্ম উরুষ্যদন্তরগ্নির্নৃমেধং প্রজয়াসৃজৎ সম্ ॥ ৩
অগ্নির্দাদ্দ্রবিনং বীরপেশা অগ্নির্ঋষিং যঃ সহস্রা সনোতি।
অগ্নির্দিবি হব্যমা ততানাগ্নের্ধামানি বিভৃতা পুরুত্রা ॥ ৪
অগ্নিমুক্থৈর্ঋষয়ো বি হ্বয়ন্তেঽগ্নিং নরো যামনি বাধিতাসঃ।
অগ্নিং বয়ো অন্তরিক্ষে পতন্তোঽগ্নিঃ সহস্রা পরি যাতি গোনাম্ ॥ ৫
অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বি জাতাঃ।
অগ্নির্গান্ধর্বীং পথ্য মৃতস্যাগ্নের্গব্যূতির্ঘৃত আ নিষত্তা ॥ ৬
অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভবস্ততক্ষুরগ্নিং মহামবোচামা সুবৃক্তিম্।
অগ্নে প্রাব জরিতারং যবিষ্ঠাগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥ ৭

অনুবাদ : ১। অগ্নি এরূপ ঘোটক দান করেন, যাতে আরোহণপূর্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্মতৎপর হয়ে যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় করে বিচরণ করেন। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন। ২। অগ্নিকার্যের উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হোক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষ সকল দয়া করে পূর্ণ করেন। ৩। অগ্নি জরৎকর্ণ নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছিলেন। অগ্নিই জরূথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হতে নির্গত করে দগ্ধ করেছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হন, তখন অগ্নিই তাঁকে উদ্ধার করেন। অগ্নি নৃমেধ ঋষিকে সন্তানবান করেছিলেন। ৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন, অগ্নি হোমের দ্রব্য নিয়ে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে। ৫। ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন করে থাকেন। ৬। মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মনুষ্যগণও তাই করেন। গন্ধর্বদের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হন। অগ্নি গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন আছে। ৭। ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করেছেন। হে অগ্নি! তোমার এ সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করলাম। হে যুবা অগ্নি! এ স্তবকারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি এনে দাও।

৮১ সূক্ত ॥ বিশ্বকর্মা দেবতা। বিশ্বকর্মা ঋষি। (১) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥ ৪
যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ ॥ ৫

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্ ।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু ॥ ৬
বাচস্পতিং বিশ্বকর্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম ।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্মা ॥ ৭

অনুবাদ : ১। আমাদের পিতা সে যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করতে বসেছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করে প্রথমাগত ব্যক্তিদের আচ্ছাদন-পূর্বক পশ্চাদাগতদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন। ২। সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোন স্থান হতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করলেন? সে বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ-পূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন। ৩। সে এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ (২), ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্বাণ করেন, তাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়। ৪। সে কোন বন? কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ? যা হতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হয়েছে? হে বিদ্বানগণ! তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করে দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন (৩)? ৫। হে বিশ্বকর্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদের বলে দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্টি কর। ৬। হে বিশ্বকর্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করে নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দিকের সকল লোক নির্বোধ। ইন্দ্র আমাদের প্রেরণকর্তা হোন, অর্থাৎ বুদ্ধি-স্ফূর্তি করে দিন। ৭। অদ্য এ যজ্ঞে সে বিশ্বকর্মাকে রক্ষার জন্য ডাকছি, তিনি বাচস্পতি অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁর কার্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদের সকল যজ্ঞ স্বীকারপূর্বক আমাদের রক্ষা করুন।

টীকা : ১। ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সে বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্মা নাম দিয়ে অভিহিত করা হয়েছে। ২। এগুলি উপমা মাত্র। এ দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি, কার্যশক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হয়েছে। ৩। অর্থাৎ কোনও নির্মাণের উপকরণ, বা অবলম্বনই ছিল না। শূন্য হতে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন।

৮২ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে ।
যদেদন্তা অদদৃহন্ত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ১
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সন্দৃক্ ।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাহুঃ ॥ ২
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা ।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ॥ ৩
ত আয়জন্ত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা ।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ৪
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি ।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫

তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ ৭

অনুবাদ : ১। সে সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করে, মনে মনে আলোচনা করে জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এ দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করলেন (১)। যখন এর চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হয়ে উঠল তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক হয়ে গেল। ২। যিনি বিশ্বকর্মা, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির পরবর্তী যে স্থান সেখানে তিনি একাকী আছেন, বিদ্বানগণ এরূপ বলেন ; সে বিদ্বানদের অভিলাষ সকল অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ৩। যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন (২), অন্য সকল ভুবনের লোকে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়। ৪। স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এ বিশ্বভুবন গঠিত হবার পর যে সকল ঋষি এ সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন, সে প্রাচীন ঋষিগণ প্রভৃত স্তব করতে করতে অনেক ধন ব্যয় করে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। ৫। যা দ্যুলোকের অপর পারে, যা এ পৃথিবী অতিক্রম করে বিদ্যমান আছে, যা অসুর দেবগণকে (৩) অতিক্রম করে আছে, জলগণ এমন কোন গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থেকে পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখছে ? ৬। সে অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল, তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, এই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করেছিল, এর মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। ৭। যিনি এ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে তোমরা বুঝতে পার না, তোমাদের অন্তঃকরণ তা বুঝবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নি। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে (৪), তারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করে বিচরণ করে।

টীকা : ১। বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল একথা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায়, বেদেও সেরূপ দেখা যায়। ২। ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তা এ ঋকের ঋষি অনুভব করেছেন। ৩। মূলে 'দেবেভিঃ অসুরৈঃ', আছে। অর্থাৎ বলবান দেবগণ। ৪। সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্তার কথা আলোচনা করে ঋগ্বেদের ঋষি চার সহস্র বৎসর পূর্বে যা বলে গিয়েছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সে কথাই বলছেন, মনুষ্যেরা তাঁকে বুঝতে পারে না, কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হয়ে লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে।

৮৩ সূক্ত ॥ মন্যু দেবতা। মন্যু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্তে মন্যোঽবিধদ্বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১
মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মন্যুং বিশ ঈলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২
অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ ॥ ৩

ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ।
বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহাবানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪
অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ।
তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীলাহং স্বা তনূর্বলদেয়ায় মেহি ॥ ৫
অয়ং তে অস্ম্যুপ মেহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বধায়ঃ।
মন্যো বজ্রিন্নভি মামা ববৃৎস্ব হনাব দস্যূঁরুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬
অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভবা মেঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি।
জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভা উপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে মন্যু অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! হে বজ্রতুল্য ! হে বাণসদৃশ ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্যা করে সে সর্বদা সর্বপ্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পেয়ে আমরা যেন দাসজাতি ও আর্যজাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি (১), কারণ, তুমি বলের কর্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান। ২। মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় সকল প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু ! তপস অর্থাৎ আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। ৩। হে মন্যু অতি বিপুল মূর্তি ধারণপূর্বক এস, তপস অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করে শত্রুদের ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহারকারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী (২)। আমাদের জন্য সর্বপ্রকার সম্পত্তি এনে দাও। ৪। হে মন্যু তোমার তেজ সকলকে পরাভব করে ? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দীপ্তিশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ এবং বলবান। আমাদের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর। ৫। হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ! যজ্ঞভাগের আয়োজন করতে না পেরে আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হয়েছি। যদিও তুমি মহান তবুও আমি পূজা দিই নি। হে মন্যু ! এরূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাদনে শৈথিল্য করে এখন লজ্জা পাচ্ছি। তুমি নিজ গুণে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে এস। ৬। হে মন্যু ! এ আমি তোমার নিকটে এসেছি, তুমি অনুকূল হয়ে আমার নিকট এসে অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করতে সমর্থ, তুমি সকলের ধারণকর্তা। হে বজ্রধারী মন্যু ! আমার নিকটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তা হলে আমি দস্যুদের বধ করতে পারি (৩)। ৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তা হলে বৃত্রদের নিধন করতে পারি, তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করছি, এ দিয়ে প্রাণধারণ সম্পন্ন হবে। এস, তোমাতে আমাতে সর্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাক।

টীকা : ১। দাসজাতি ও আর্যজাতির উল্লেখ। ২। দস্যুজাতির কথা। ৩। পুনরায় দস্যুজাতির উল্লেখ।

৮৪ সূক্ত ॥ ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণাসো ধৃষিতা মরুত্বঃ।
তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১
অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি।
হত্বায় শত্রূন্বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২
সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মে রুজন্মৃণন্ প্রমৃণন্ প্রেহি শত্রূন্।
উগ্রং তে পাজো নন্বা রুরুধ্রে বশী বশং নয়স একজ ত্বম্ ॥ ৩

একো বহূনামসি মন্যবীলিতো বিশংবিশং যুধয়ে সং শিশাধি ।
অকৃত্তরুক্ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মহে ॥ ৪
বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ ।
প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্মা তমুৎসং যত আবভূথ ॥ ৫
আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষ্যভিভূত উত্তরম্ ।
ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি ॥ ৬
সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ ।
ভিয়ং দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। হে মন্যু! মরুদগণ তোমার সাথে এক রথে আরোহণপূর্বক আহ্লাদিত ও দুর্ধর্ষ হয়ে তীক্ষ্ণবাণ নিয়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করতে করতে অগ্নি মূর্তিতে নেতার কার্য করতে করতে যুদ্ধ যাত্রা করুন। ২। হে মন্যু! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে শত্রু পরাভব কর, তুমি সহ্য করতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হয়েছে, তুমি আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুদের নিধন করে তাদের অন্ন ভাগ করে দাও। তেজ সৃষ্টি করে বিপক্ষদের তাড়িয়ে দাও। ৩। হে মন্যু! আমাদের হিংসককে পরাজয় কর, ভাঙতে ভাঙতে মারতে মারতে, নিধন করতে করতে, শত্রুদের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্ধর্ষ বল কে রোধ করবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরি বশ। ৪। হে মন্যু! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পেলে আমাদের উজ্জ্বলতা কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয় লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ করতে থাকি। ৫। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা বা নিন্দা নেই, এ স্থানে তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা হও। হে সহনশীল! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করছি, যে উৎপত্তিস্থান হতে তুমি জন্মেছ তা আমরা জানি। ৬। হে বজ্রতুল্য! হে বাণতুল্য! শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী! তুমি উৎকৃষ্ট তেজ ধারণ কর, হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে ডাকে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিচ্ছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদের প্রতি স্নেহবান হও। ৭। বরুণ এবং মন্যু তাঁদের দু জনের ধন একত্র মিশ্রিত করে আমাদের দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হোক এবং বিলীন হয়ে যাক।

৮৫ সূক্ত ॥ (১) সোম প্রভৃতি দেবতা। সূর্যা ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, উরোবৃহতী ছন্দ।

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষন্ত্যোষধিম্ ।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন ॥ ৩
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ ।
গ্রাবণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪
যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতম্ ॥ ৬
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ৭
স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ ॥ ৮
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহম্ ॥ ১০
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাশ্চরাচরঃ ॥ ১১
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎ প্রয়তী পতিম্ ॥ ১২
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১৩
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্ পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎ ক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৫
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ ॥ ১৬
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ১৭
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীলন্তৌ পরি যাতো অধ্বরম্।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ ১৮
নবো নবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১৯
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব ॥ ২০
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ২১
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ ॥ ২২
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থা যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎ সং জাস্পত্যং সুয়মমস্তু দেবাঃ ॥ ২৩
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি ॥ ২৪
প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ২৫
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২৬

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ ॥ ২৭
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বন্ধেষু বধ্যতে ॥ ২৮
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্ব্যা জায়া বিশতে পতিম্ ॥ ২৯
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমঙ্গমভিধিৎসতে ॥ ৩০
যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহতুং যক্ষ্মা যন্তি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ৩১
মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥ ৩২
সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বি পরেতন ॥ ৩৩
তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্ঠবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎ স ইদ্বাধূয়মর্হতি ॥ ৩৪
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুন্ধতি ॥ ৩৫
গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৩৬
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্ ॥ ৩৭
তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৩৯
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০
সোমো দদদ্গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪১
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীলন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৩
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪
ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬
সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭

অনুবাদ : ১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, ওরই প্রভাবে সোম সে স্থান আশ্রয় করে আছেন। ২। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান হন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হয়েছে, অপিচ, এ সকল নক্ষত্রের সান্নিধানে সোমকে রেখে দেওয়া হয়েছে। ৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে তখন লোকে ভাবে, তার সোম পান করা হল। কিন্তু স্তোতাগণ যা প্রকৃত সোম বলে জানেন, তা কেউই পান করতে পায় না। ৪। হে সোম! স্তোতাগণ গোপন করবার ব্যবস্থা করে তোমাকে গোপন করে রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনতে থাক, পৃথিবীর কেউই তোমাকে পান করতে পায় না। ৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাতে তোমার ক্ষয় না হয়ে আবার বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। যেরূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, সেরূপ বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক। ৬। সূর্যার অর্থাৎ সূর্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভী নাম্নী ঋকগুলি ঐ সূর্যার সহচরী হয়েছিল, নরাশংসী নামক ঋকগুলি তার দাসী হল। সূর্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা অর্থাৎ সামগান দ্বারা পরিষ্কৃত হয়ে এসেছিল। ৭। যখন সূর্যা পতিগৃহে গমন করলেন তখন চৈতন্য স্বরূপ উপবর্হন সঙ্গে চলল, চক্ষুই তাঁর অভ্যঞ্জন। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁর কোশস্বরূপ হয়েছিল। ৮। স্তব-সমূহ তার রথের প্রতিধি অর্থাৎ চক্রাশয় ছিল, কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হল। অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতস্বরূপ হলেন। ৯। সূর্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করছিলেন, তাতে সূর্য যখন সূর্যাকে সম্প্রদান করলেন তখন সোম তাঁর বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁর বরস্বরূপে পরিগৃহীত হলেন (২)। ১০। মনই তাঁর শকট হল, আকাশই ঊর্ধাচ্ছাদন হল। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটি শুকতারা) তাঁর শকটবাহী হল, এরূপে সূর্যা পতির গৃহে গমন করলেন। ১১। ঋক ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁর শকট, এ স্থান হতে বয়ে নিয়ে গেল। হে সূর্যা! দু কর্ণ তোমার রথচক্র হল আর সে রথের পথ আকাশে ঐ পথে সর্বদা গতায়াত হয়ে থাকে। ১২। যাবার সময় তোমার দু রথচক্র অতি উজ্জ্বল হল, সে রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্যা পতিগৃহে যেতে উদ্যত হয়ে মন স্বরূপ শকটে আরোহণ করলেন। ১৩। পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা অগ্রে অগ্রে চলল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকনের অন্তর্ভূত গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুণী নামক দু নক্ষত্রের উদয়কালে সে উপঢৌকন বয়ে নিয়ে যায়। ১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক জিজ্ঞাসা করতে করতে সূর্যার বিবাহদান গ্রহণ করলে তখন সকল দেবতা তোমাদের সেই গ্রহণকার্য অনুমোদন করলেন, পূষা, তোমাদের পুত্র হয়ে তোমাদের কন্যার বরস্বরূপ বরণ করলেন। ১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হয়ে সূর্যাকে বরণ করতে নিকটে গমন করলে তখন তোমাদের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্য কোথায় দাঁড়িয়েছিলে? ১৬। স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হয়ে থাকে এরূপ দুখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তা বিদ্বানেরা জানেন। ১৭। সূর্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, এঁরা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, এঁদের নমস্কার করলাম। ১৮। এ দুটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করেন, এঁরা ক্রীড়া করতে করতে যজ্ঞে যান। একজন (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করতে করতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয় (অর্থাৎ সূর্য) ঋতুগণ বিধান করতে করতে বার বার জন্মগ্রহণ

করেন। ১৯। সে সূর্য দিনের পতাকা অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্তা, প্রত্যহ নতুন নতুন হয়ে প্রভাতের অগ্রে এসে থাকেন। এসে দেবতাদের যজ্ঞভাগ দেবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘ আয়ু বিতরণ করেন। ২০। হে সূর্যা! তোমার পতিগৃহে যাবার পথে সুন্দর পলাশ তরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্মিত এর মূর্তি উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। এ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, এর সুন্দর চক্র, এ সুখের আবাসস্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে যাও। ২১। হে বিশ্বাবসু! (৩) এ স্থান হতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এ কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ লক্ষণযুক্তা হয়ে আছে, তার নিকটে গমন কর, সে তোমার ভাগস্বরূপ জন্মেছে, তার বিষয় অবগত হও। ২২। হে বিশ্বাবসু! এ স্থান হতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাকে পত্নী করে স্বামিসংসর্গিণী করে দাও (৪)। ২৩। যে সকল পথ দিয়ে আমাদের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করতে যান সে সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়, অর্যমা এবং ভগ আমাদের উত্তমরূপে নিয়ে চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়। ২৪। হে কন্যা! সুন্দরমূর্তিধারী সূর্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করেছিলেন, সে বরুণের বন্ধন হতে তোমাকে মোচন করছি। যা সত্যের আধার, যা সৎকর্মের আবাসস্থান-স্বরূপ, এরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সঙ্গে স্থাপন করছি। ২৫। এ নারীকে এ স্থান হতে মোচন করছি, অপর স্থান হতে নয় (৫)। অপর স্থানের সাথে একে উত্তমরূপ গ্রথিত করে দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হন। ২৬। পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করে এস্থান হতে নিয়ে যান। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর। ২৭। এ স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মে তোমার প্রীতিলাভ হোক। এ গৃহে সাবধান হয়ে গৃহকার্য সম্পাদন কর। এ স্বামির সাথে আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর। ২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হচ্ছে, এতে অনুমান হচ্ছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হয়েছে। এ নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হচ্ছে। ২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদের ধন দান কর। এ কৃত্যা পাদযুক্তা হয়েছে, অর্থাৎ চলে গিয়েছে। পত্নী পতির সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। ৩০। যদি পতি বধূর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করবার চেষ্টা করেন তা হলে এ কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হয়ে যায়। ৩১। যারা বরের নিকট হতে বধূর নিকট লব্ধ আহ্লাদজনক উপঢৌকন সরিয়ে নিতে আসে, তারা সে স্থান হতে এসে সেখানে যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাদের পাঠিয়ে দিন অর্থাৎ বিফল-প্রয়াস করে দিন। ৩২। যারা বিপক্ষতাচরণ করবার জন্য এ পতি পত্নীর নিকটে আসে, তারা বিনাশ প্রাপ্ত হোক। পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটিয়ে উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক। ৩৩। এ বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস একে দেখ। সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হোক, একে এরূপ আশীর্বাদ করে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর। ৩৪। এ বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। এ ব্যবহারের যোগ্য নয়। যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক বিদ্বান সে বধূর বস্ত্র পেতে পারে (৬)। ৩৫। দেখ সূর্যার মূর্তি কি প্রকার, এর বস্ত্র কোথাও অর্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দিকে ছিন্ন। যিনি ব্রহ্মা নামক, ঋত্বিক তিনি তা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন। ৩৬। [স্বামীর উক্তি]

তুমি সৌভাগ্যবতী হবে বলে তোমার হস্তধারণ করছি। আমাকে পতি পেয়ে তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এ প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এ সকল দেবতা আমার সঙ্গে গৃহকার্য করবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন। ৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, তাকে তুমি যারপরনাই কল্যাণসম্পন্না করে পাঠিয়ে দাও। সে কামবশ হয়ে নিজ শরীর সমর্পণ করে, আমরা কামবশ হয়ে আলিঙ্গন করি। ৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্যাকে অগ্রে তোমার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততিসমেত বনিতাকে পতিদের নিকট সমর্পণ করলে। ৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ু দিয়ে বনিতাকে প্রদান করলেন। এ বনিতার পতি দীর্ঘায়ু হয়ে একশত বৎসর জীবিত থাকবে (৭)। ৪০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি। ৪১। সোম সে নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র সমেত এ নারী আমাকে দিলেন (৮)। ৪২। [বর বধূর প্রতি উক্তি] হে বরবধূ! তোমরা এস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হয়ো না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থেকে পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। [বধূর প্রতি উক্তি] প্রজাপতি আমাদের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে দিন, অর্যমা আমাদের বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মিলন করে রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হয়ে পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদের দাসদাসী এবং আমাদের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকারী হও, পশুদের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্রপ্রসবিনী এবং দেবতাদের প্রতি ভক্ত হও। আমাদের দাস দাসী (ইত্যাদি পূর্বঋকের শেষ অংশের সাথে এক)। ৪৫। [ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা] হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এ নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। এঁর গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে নিয়ে একাদশ ব্যক্তি কর। ৪৬। [বধূর প্রতি উক্তি] তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও। ৪৭। [বর বধূর উক্তি] সকল দেবতাগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করে দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

টীকা : ১। পণ্ডিতবর রোথ এ ৮৫ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। Nirukta, p. 147. ২। সূর্যার বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখুন। ৩। বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। ৪। কন্যা বিবাহে লক্ষণপ্রাপ্তা হলে তার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এ মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ স্থান হতে সূক্তের শেষ পর্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়। ৫। অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হতে মোচন করে স্বামিকুলে গ্রথিত করলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি উপদেশ। ৬। এ ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্রলাভ করে, সেকালে বোধহয় সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল। ৭। মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর। ৮। কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করে পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত।

৮৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা। ইন্দ্র প্রভৃতিই ঋষি। পংক্তিঃ ছন্দ।

বি হি সোতোরসৃক্ষত নেন্দ্রং দেবমমংসত।
যত্রামদদ্বৃষাকপিরর্যঃ পুষ্টেষু মৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১

পরা হীন্দ্র ধাবসি বৃষাকপেরতি ব্যথিঃ ।
নো অহ প্র বিন্দস্যন্যত্র সোমপীতয়ে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২
কিময়ং ত্বাং বৃষাকপিশ্চকার হরিতো মৃগঃ ।
যস্মা ইরস্যসীদু ন্বর্যো বা পুষ্টিমদ্বসু বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৩
যমিমং ত্বং বৃষাকপিং প্রিয়মিন্দ্রাভিরক্ষসি ।
শ্বা ন্বস্য জম্ভিষদপি কর্ণে বরাহয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৪
প্রিয়া তষ্টানি মে কপির্ব্যক্তা ব্যদূদুষৎ ।
শিরো ন্বস্য রাবিষং ন সুগং দুষ্কৃতে ভুবং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৫
ন মৎস্ত্রী সুভসত্তরা ন সুযাশুতরা ভুবৎ ।
ন মৎপ্রতিচ্যবীয়সী ন সক্থ্যুদ্যমীয়সী বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৬
উবে অম্ব সুলাভিকে যথেবাঙ্গ ভবিষ্যতি ।
ভসন্মে অম্ব সক্থি মে শিরো মে বীব হৃষ্যতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৭
কিং সুবাহো স্বঙ্গুরে পৃথুষ্টো পৃথুজাঘনে ।
কিং শূরপত্নি নস্ত্বমভ্যমীষি বৃষাকপিং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৮
অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে ।
উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ৯
সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি ।
বেধা ঋতস্য বীরিণীন্দ্রপত্নী মহীয়তে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১০
ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্ ।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১১
নাহমিন্দ্রাণি রারণ সখ্যুর্বৃষাকপেরৃতে ।
যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১২
বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুস্নুষে ।
ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৩
উক্ষ্ণো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্ ।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৪
বৃষভো ন তিগ্মশৃঙ্গোঽন্তর্যূথেষু রোরুবৎ ।
মন্থস্ত ইন্দ্র শং হৃদে যং তে সুনোতি ভাবয়ুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৫
ন সেশে যস্য রংবতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃৎ ।
সেদীশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৬
ন সেশে যস্য রোমশং নিষেদুষো বিজৃম্ভতে ।
সেদীশে যস্য রম্বতেঽন্তরা সক্থ্যা কপৃদ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৭
অয়মিন্দ্র বৃষাকপিঃ পরস্বন্তং হতং বিদৎ ।
অসিং সূনাং নবং চরুমাদেধস্যান আচিতং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৮
অয়মেমি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্যম্ ।
পিবামি পাকসুত্বনোঽভি ধীরমচাকশং বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ১৯
ধন্ব চ যৎকৃন্তত্রং চ কতি স্বিত্তা বি যোজনা ।
নেদীয়সো বৃষাকপেঽস্তমেহি গৃহাঁ উপ বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২০
পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ ।
য এষঃ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২১
যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহমিন্দ্রাজগন্তন ।
ক্বস্য পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২২

পর্শুর্হ নাম মানবী সাকং সসূব বিংশতিম্।
ভদ্রং ভল ত্যস্যা অভূদ্যস্যা উদরমাময়দ্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। সোম প্রস্তুত করবার জন্য তাদের ইন্দ্র বিদায় দিলেন, কিন্তু তারা ইন্দ্রকে স্তব করল না। আমার সখা অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সে সোম পানে মত্ত হল, হৃষ্টপুষ্টদের মধ্যে প্রধান হল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রতিগমন করছ। অথচ আর কোথাও সোমপান করতে পাচ্ছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি যে ধনস্বামী দাতাব্যক্তির ন্যায় হরিদবর্ণ নৃগমূর্তিধারী এ বৃষাকপিকে পুষ্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করছ, এ বৃষাকপি তোমার কি উপকার করেছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদী যে এ বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করছ, বরাহ অনুসরণকারী কুক্কুর এর কর্ণে দংশন করেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৫। আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক পৃথক সাজিয়ে রেখেছিলাম, এ বৃষাকপি সকলই নষ্ট করে দিল। আমার ইচ্ছা যে এর মস্তক ছেদন করি, এ দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৬। [ইন্দ্রাণী বলছেন] কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাস-গতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামী সহবাস করতে অথবা প্রণয়বশে আলিঙ্গন করতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৭। [বৃষাকপি বলছে] হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পেয়েছে। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিই হবে। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ করে থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৮। [ইন্দ্র বলছেন] হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হয়ে বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ৯। [ইন্দ্রাণী বলছেন] এ হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ও ইন্দ্রের পত্নী, মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১০। যখন একত্রে হোম হয় বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় যান। তিনি যজ্ঞের নিধানকর্ত্রী, তাঁকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১১। এ সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলে শুনেছি তাঁর পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হয়ে মরতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১২। হে ইন্দ্রাণী! আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ করি না : সে বৃষাকপির সরস হোমদ্রব্য দেবতাদের নিকটে যাচ্ছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৩। হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদের ইন্দ্র ভক্ষণ করুন (১) তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করে দাও (২), আমি খেয়ে শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, তা প্রস্তুত হবার সময় যূথ মধ্যে গর্জনকারী বৃষের ন্যায় শব্দ করতে থাকে। ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৬। যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করলে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করে উঠে, সে সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৭। উপবেশনকালে যার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করে উঠে, সে সমর্থ হয় না। যার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ

লম্বমানভাবে থাকে, সে পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৮। হে ইন্দ্র! এ বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সূনা ও অভিনব পশুহত্যা স্থান ও দাহ্যকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৯। এ আমি চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতে করতে আসছি। দাসজাতি ও আর্যজাতি অন্বেষণ করছি। যারা যজ্ঞান্ন পাক করে অথবা সোমরস প্রস্তুত করে তাদের নিকট সোম পান করছি (৩)। সুবুদ্ধি কে, তা আমি নিরূপণ করেছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২০। মরুদেশ আর ছেদন করবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ ও উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে বৃষাকপি! নিকটবর্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২১। হে বৃষাকপি! পুনর্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করছি। এ যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে এস। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২২। হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্ধাভিমুখ হয়ে গৃহে গমন করলে, সে বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল? লোকদের সে শোভা-সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ। ২৩। পর্শু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করল। যার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, হে বাণ! তার মঙ্গল হোক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ (৪)।

টীকা : ১। এখানে বৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়। ২। এখানেও পনের কি কুড়ি বৃষ পাক করবার কথা পাওয়া যায়। ৩। দাস অর্থাৎ অনার্যদের মধ্যেও অনেকে আর্যধর্ম অবলম্বন করে যজ্ঞাদি করত, এ ঋক হতে প্রকাশ হয়। ৪। বৃষাকপির প্রকরণ একটি দুরূহ অংশ। বোধ হয় একটি গল্প ছিল যে বৃষাকপি নামক কোন ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র ইন্দ্রের প্রাপ্য যজ্ঞসামগ্রী নষ্ট করেছিল এবং যজমান ও ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৮৭ সূক্ত ।। রাক্ষসনিধনকারী অগ্নিদেবতা। পায়ু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

রক্ষোহণং বাজিনমা জিঘর্মি মিত্রং প্রথিষ্ঠমুপ যামি শর্ম।
শিশানো অগ্নিঃ ক্রতুভিঃ সমিদ্ধঃ স নো দিবা স রিষঃ পাতু নক্তম্ ॥ ১
অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বয়া মূরদেবান্রভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্ব্যপি ধৎস্বাসন্ ॥ ২
উভোভয়াবিন্নুপ ধেহি দংষ্ট্রা হিংস্রঃ শিশানোঽবরং পরং চ।
উতান্তরিক্ষে পরি যাহি রাজঞ্জম্ভৈঃ সং ধেহ্যভি যাতুধানান্ ॥ ৩
যজ্ঞৈরিষূঃ সংনমমানো অগ্নে বাচা শল্যাঁ অশনিভির্দিহানঃ।
তাভির্বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ প্রতীচো বাহূন্ প্রতি ভঙ্ধ্যেষাম্ ॥ ৪
অগ্নে ত্বচং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্র পর্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বি চিনোতু বৃক্ণম্ ॥ ৫
যত্রেদানীং পশ্যসি জাতবেদস্তিষ্ঠন্তমগ্ন উত বা চরন্তম্।
যদ্বান্তরিক্ষে পথিভিঃ পতন্তং তমস্তা বিধ্য শর্বা শিশানঃ ॥ ৬
উতালব্ধং স্পৃণুহি জাতবেদ আলেভানাদৃষ্টিভির্যাতুধানাৎ।
অগ্নে পূর্বো নি জহি শোশুচান আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদন্ত্বেনীঃ ॥ ৭
ইহ প্র ব্রূহি যতমঃ সো অগ্নে যো যাতুধানো য ইদং কৃণোতি।
তমা রভস্ব সমিধা যবিষ্ঠ নৃচক্ষসশ্চক্ষুষে রন্ধয়েনম্ ॥ ৮

তীক্ষ্ণেনাগ্নে চক্ষুষা রক্ষ যজ্ঞং প্রাঞ্চং বসুভ্যঃ প্র ণয় প্রচেতঃ।
হিংস্রং রক্ষাংস্যভি শোশুচানং মা ত্বা দভন্যাতুধানা নৃচক্ষঃ ॥ ৯
নৃচক্ষা রক্ষঃ পরি পশ্য বিক্ষু তস্য ত্রীণি প্রতি শৃণীহ্যগ্রা।
তস্যাগ্নে পৃষ্টীর্হরসা শৃণীহি ত্রেধা মূলং যাতুধানস্য বৃশ্চ ॥ ১০
ত্রির্যাতুধানঃ প্রসিতিং ত এত্বৃতং যো অগ্নে অনৃতেন হন্তি।
তমর্চিষা স্ফূর্জয়ঞ্জাতবেদঃ সমক্ষমেনং গৃণতে নি বৃঙ্‌ধি ॥ ১১
তদগ্নে চক্ষুঃ প্রতি ধেহি রেভে শফারুজং যেন পশ্যসি যাতুধানম্।
অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বন্তমচিতং ন্যোষ ॥ ১২
যদগ্নে অদ্য মিথুনা শপাতো যদ্বাচস্তৃষ্টং জনয়ন্ত রেভাঃ।
মন্যোর্মনসঃ শরব্যা জায়তে যা তয়া বিধ্য হৃদয়ে যাতুধানান্ ॥ ১৩
পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্ পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ ॥ ১৪
পরাদ্য দেবা বৃজিনং শৃণন্তু প্রত্যগেনং শপথা যন্তু তৃষ্টাঃ।
বাচাস্তেনং শরব ঋচ্ছন্তু মর্মন্বিশ্বস্যৈতু প্রসিতিং যাতুধানঃ ॥ ১৫
যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমংক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ।
যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ ॥ ১৬
সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্য মাশীদ্যাতুধানো নৃচক্ষঃ।
পীয়ূষমগ্নে যতমস্তিতৃপ্সাত্তং প্রত্যঞ্চমর্চিষা বিধ্য মর্মন্ ॥ ১৭
বিষং গবাং যাতুধানাঃ পিবন্ত্বা বৃশ্চ্যন্তামদিতয়ে দুরেবাঃ।
পরৈনান্দেবঃ সবিতা দদাতু পরা ভাগমোষধীনাং জয়ন্তাম্ ॥ ১৮
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান্ন ত্বা রক্ষাংসি পৃতনাসু জিগ্যুঃ।
অনু দহ সহমূরান্ ক্রব্যাদো মা তে হেত্যা মুক্ষত দৈব্যায়াঃ ॥ ১৯
ত্বং নো অগ্নে অধরাদুদক্তাত্ত্বং পশ্চাদুত রক্ষা পুরস্তাৎ।
প্রতি তে তে অজরাসস্তপিষ্ঠা অঘশংসং শোশুচতো দহন্তু ॥ ২০
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহি রাজন্।
সখে সখায়মজরো জরিম্ণেঽগ্নে মর্তাঁ অমর্ত্যস্ত্বং নঃ ॥ ২১
পরি ত্বাগ্নে পুরং বয়ং বিপ্রং সহস্য ধীমহি।
ধৃষদ্বর্ণং দিবে দিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবতাম্ ॥ ২২
বিষেণ ভঙ্গুরাবতঃ প্রতি ষ্ম রক্ষসো দহ।
অগ্নে তিগ্মেন শোচিষা তপুরগ্রাভির্ঋষ্টিভিঃ ॥ ২৩
প্রত্যগ্নে মিথুনা দহ যাতুধানা কিমীদিনা।
সং ত্বা শিশামি জাগৃহ্যদব্ধং বিপ্র মন্মভিঃ ॥ ২৪
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণীহি বিশ্বতঃ প্রতি।
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং বি রুজ বীর্যম্ ॥ ২৫

অনুবাদ : ১। রাক্ষসনিধনকারী বলবান সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতি-যুক্ত করছি। গৃহে গমন করছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হয়ে দিবারাত্র আমাদের শত্রুদের হস্ত হতে রক্ষা করুন। ২। হে জাতবেদা! লৌহের ন্যায় দৃঢ় দণ্ড ধারণপূর্বক রাক্ষসদের শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হয়ে জিহ্বা-দ্বারা মূঢ়দেবতা অর্থাৎ অপদেবতাদের আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদের ছেদন করে মুখমধ্যে ধারণপূর্বক চর্বণ কর। ৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি! হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হয়ে দু দিকেই দন্ত বসাও। হে শোভাময়! আকাশে উঠে যাও।

রাক্ষসদের আক্রমণদ্বারা তাড়না কর। ৪। হে অগ্নি! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করে এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করে ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদের হৃদয়ে আঘাত কর, ওদের পার্শ্বদ্বয়বর্তী বাহু সকল ভঙ্গ করে দাও। ৫। হে অগ্নি! রাক্ষসের চর্ম বিদীর্ণ কর। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র ওকে নিধন করুক। হে জাতবেদা! ওর ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি ছেদন কর। ছেদন করা হলে মাংসাশী, পশুমাংসলোভী হয়ে ওর নিকটে গমন করুক। ৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ সে দণ্ডায়মান থাকুক অথবা ইতস্তত বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্বক তাকে বিদ্ধ কর। ৭। হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি! উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করে সর্বাগ্রে আমমাংসভোজী-দের বধ কর। এ সকল পক্ষী তাকে ভোজন করুক। ৮। হে অগ্নি! বলে দাও কোন রাক্ষস এ যজ্ঞের বিঘ্ন করছে, হে অতিযুবা অগ্নি! কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে তুমি সে রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাক, সে দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর। ৯। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এ যজ্ঞ রক্ষা কর, এ যজ্ঞ ধনের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী! এ যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী! তুমি উজ্জ্বল হয়ে রাক্ষসদের নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করতে না পারে। ১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী! রাক্ষসদের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যদের দৃষ্টি কর। রাক্ষসদের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র তার পার্শ্বদেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর। ১১। হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সে রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক অর্থাৎ দগ্ধ হোক। হে জাতবেদা! শিখা-দ্বারা তাকে স্পর্শ করে স্তবকারীর সমীপেই একে ভেঙ্গে ফেল। ১২। রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুদের আঘাত করে, সে রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করে থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সে দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্ব নামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্য ধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করে ফেল। ১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিচ্ছে, দেখ চীৎকার করতে করতে কটু কথা বলছে অতএব মনে ক্রোধোদয় হলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয় তা দিয়ে রাক্ষসদের হৃদয় বিদ্ধ কর কারণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদের প্রবর্ত্তনাতে ঘটে। ১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদের বধ কর, হে অগ্নি! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সে মূঢ় নির্বোধ অপদেবতাদের ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হয়ে সে প্রাণসংহারকারীদের নষ্ট কর। ১৫। দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করে দিন। অতি বিরস দুর্বাক্য সকল সে রাক্ষসের দিকে গমন করুক। বাণগণ সে বাক্যচোর অর্থাৎ মিথ্যাবাদী রাক্ষসকে মর্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হোক। ১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাদের মস্তক ছেদন করে দাও। ১৭। গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরে সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্য দর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সে দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সে অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্তী হলে শিখাদ্বারা তার মর্ম বিদ্ধ কর। ১৮। রাক্ষসগণ গাভীদের যে দুগ্ধ পান করে, তা যেন তাদের বিষতুল্য হয়, সে দুষ্টাশয়দের ছেদন করে অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্যদেব তাদের উচ্ছিন্ন করুন। তৃণলতাদির যে অসার পরিত্যাজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাই গ্রহণ করুক। ১৯। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদের মেরে

ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদের সমূলে ধ্বংস কর, তারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হতে মুক্তি লাভ না করে। ২০। হে অগ্নি! তুমি আমাদের দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে ও পূর্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল অবিনাশী অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক। ২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি অর্থাৎ কার্যকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা আমাদের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নেই কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ু ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদের রক্ষা কর। ২২। হে অগ্নি! বলের পূরণকর্তা বুদ্ধিমান তোমার মূর্তি দেখলেই ভীত হতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদের বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করি। ২৩। হে অগ্নি! বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর। ২৪। হে অগ্নি! যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোথায় কি আছে দেখে বেড়ায়, তাদের দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান! তুমি দুর্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করছি, তুমি জাগ্রত হও। ২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজ সর্বত্র নষ্ট করে দাও, যাতুবান রাক্ষসের বল বীর্য ভেঙ্গে দাও (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি রাক্ষসদের সম্বন্ধে। রাক্ষসগণ আম মাংস খায়, গরুর দুগ্ধ চুরি করে, আকাশ পৃথিবীতে বিচরণ করে, মনুষ্যের হানি করে, এরূপ বিশ্বাস ছিল। এ সূক্তটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৮৮ সূক্ত ॥ অগ্নি ও সূর্য উভয়ে মিলিত দেবতা। মূর্ধন্বান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হবিষ্পান্তমজরং স্ববির্দি দিবিস্পৃশ্যাহুতং জুষ্টমগ্নৌ।
তস্য ভর্মণে ভুবনায় দেবা ধর্মণে কং স্বধয়া পপ্রথন্ত ॥ ১
গীর্ণং ভুবনং তমসাপগূড়হমাবিঃ স্বরভবজ্জাতে অগ্নৌ।
তস্য দেবাঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপোহরণয়ন্নোষধীঃ সখ্যে অস্য ॥ ২
দেবেভির্বিষিতো যজ্ঞিয়েভিরগ্নিং স্তোষাণ্যজরং বৃহন্তম্।
যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অন্তরিক্ষম্ ॥ ৩
যো হোতাসীৎ প্রথমো দেবজুষ্টো যং সমাঞ্জন্নাজ্যেনা বৃণানাঃ।
স পতত্রীত্বরং স্থা জগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ ॥ ৪
যজ্জাতবেদো ভুবনস্য মূর্ধন্নতিষ্ঠো অগ্নি সহ রোচনেন।
তং ত্বাহেম মতিভির্গীর্ভিরুক্থৈঃ স যজ্ঞিয়ো অভবো রোদসিপ্রাঃ ॥ ৫
মূর্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতরুদ্যান্।
মায়ামূ তু যজ্ঞিয়ানামেতামপো যত্তূর্ণিশ্চরতি প্রজানন্ ॥ ৬
দৃশেন্যো যো মহিনা সমিদ্ধোহরোচত দিবিয়োনির্বিভাবা।
তস্মিন্নগ্নৌ সূক্তবাকেন দেবা হবির্বিশ্ব আজুহবুস্তনূপাঃ ॥ ৭
সূক্তবাকং প্রথমমাদিদগ্নিমাদিদ্ধবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স এষাং যজ্ঞো অভবত্তনূপাস্তং দ্যৌর্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮
যং দেবাসোহজনয়ন্তাগ্নিং যস্মিন্নাজুহবুর্ভুবনানি বিশ্বা।
সো অর্চিষা পৃথিবীং দ্যামুতেমামৃজুয়মানো অতপন্মহিত্বা ॥ ৯
স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসিপ্রাম্।
তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ ॥ ১০

যদেদেনমদধুর্যজ্ঞিয়াসো দিবি দেবাঃ সূর্যমাদিতেয়ম্ ।
যদা চরিষ্ণু মিথুনাবভূতামাদিৎ প্রাপশ্যন্ ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১১
বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্ ।
আ যস্ততানোষসো বিভাতীরপো ঊর্ণোতি তমো অর্চিষা যন্ ॥ ১২
বৈশ্বানরং কবয়ো যজ্ঞিয়াসোঽগ্নিং দেবা অজনয়ন্নজুর্যম্ ।
নক্ষত্রং প্রত্নমমিনচ্চরিষ্ণু যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহন্তম্ ॥ ১৩
বৈশ্বানরং বিশ্বহা দীদিবাংসং মন্ত্রৈরগ্নিং কবিমচ্ছা বদামঃ ।
যো মহিম্না পরিবভূবোর্বী উতাবস্তাদুত দেবঃ পরস্তাৎ ॥ ১৪
দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্ ।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ ॥ ১৫
দ্বে সমীচী বিভৃতশ্চরন্তং শীর্ষতো জাতং মনসা বিমৃষ্টম্ ।
স প্রত্যঙ্‌বিশ্বা ভুবনানি তস্থাবপ্রযুচ্ছন্তরণির্ভ্রাজমানঃ ॥ ১৬
যত্রা বদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞন্যোঃ কতরো নৌ বি বেদ ।
আ শেকুরিৎসধমাদং সখায়ো নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বি বোচৎ ॥ ১৭
কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্যাসঃ কত্যুষাসঃ কত্যু স্বিদাপঃ ।
নোপস্পিজং বঃ পিতরো বদামি পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিদ্মনে কম্ ॥ ১৮
যাবন্মাত্রমুষসো ন প্রতীকং সুপর্ণ্যো বসতে মাতরিশ্বঃ ।
তাবদ্দধাত্যুপ যজ্ঞমায়ন্ ব্রাহ্মণো হোতুরবরো নিষীদন্ ॥ ১৯

অনুবাদ ঃ ১। পান করবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য অর্থাৎ সোমরস যা চিরকাল নূতন থাকে, যা দেবতারা সেবন করেন, তা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম করা হয়েছে। সে সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্ধিত করেন। ২। অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাতে ভুবন অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়। অগ্নি জন্মিলে সে সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়। সে অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়, দেবতারা পৃথিবী আকাশ জল ও বৃক্ষাদি সকলই সন্তুষ্ট হয়। ৩। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী আকাশ উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছেয়ে ফেললেন। ৪। তিনিই সর্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সে অগ্নি পশু পক্ষী স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচনা করেন। ৫। হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ! তুমি যখন দীপ্তসূর্যের সাথে একত্রে দণ্ডায়মান হও তখন তোমাকে আমরা ধ্যান এবং স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে যজ্ঞের উপযোগী হও। ৬। রাত্রিকালে অগ্নিই সকল সংসারের মস্তকস্বরূপ হন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদিত হন। তিনি বিবেচনাপূর্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, এ যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদের ক্রিয়াকৌশল। ৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হয়ে সুশ্রী মূর্তি ধারণ করে আকাশে স্থান গ্রহণ করে ঔজ্জ্বল্যের সাথে শোভা পেতে লাগলেন, সে অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করতে করতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করলেন। ৮। দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করলেন। সে অগ্নি এঁদের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হলেন, আকাশ পৃথিবী ও জলের সাথে সে অগ্নির পরিচয় আছে। ৯। যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করলেন, সর্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই

হোম হয়, তিনি সকল গতি ধারণপূর্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগলেন। ১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সে অগ্নিকে উৎপাদন করলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সে সুখকর অগ্নিকে তাঁরা ত্রিবিধ করে সৃষ্টি করলেন। সে অগ্নি নানা প্রকার বৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন। ১১। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এ অগ্নিকে আর অদিতি পুত্র সূর্যকে আকাশে স্থাপন করলেন, যখন তাঁরা উভয়ে যুগ্মরূপী হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন তখন সকল প্রাণিবর্গ তাঁদের দেখতে পেল। ১২। দেবতারা সকল মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করেছেন। সে অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যেতে যেতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন। ১৩। ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও সকল মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করেছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হন তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করে দেন। ১৪। বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হন, সে ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করছি। তিনি আপন মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্ধে ও নিম্নে উত্তাপ দেন। ১৫। কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, এ'দের আমি দ্বিবিধ গতি শুনেছি। এ বিশ্বভুবন অগ্রসর হতে হতে সে গতিপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেউ মাতা পিতার মধ্যে জন্মলাভ করে, তাদের ঐ দুই ব্যতীত গতি নেই। ১৬। যে সূর্য মস্তক অর্থাৎ উর্ধস্থান হতে জন্মেছেন, যাঁকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন তখন দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে ধারণ করেন, সে পরিত্রাণকর্তা কখন নিজ কর্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পেতে পেতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন। ১৭। যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর ঊর্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এ বলে বিবাদ করেন যে আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকি কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন বটে কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করতে পারে। ১৮। হে পিতৃগণ! তোমাদের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা বলছি না, কেবল উত্তমরূপে জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে অগ্নি ক জন? সূর্য ক জন, ঊষা ক জন, জল অর্থাৎ জলদেবীই বা ক জন? ১৯। হে বায়ু! যে পর্যন্ত রাত্রিগণ ঊষার মুখের আচ্ছাদন খুলে না দেন তখনই নিম্নস্থিত পার্থিব অগ্নি এসে যজ্ঞের নিকট স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

৮৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। রেণু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্রং স্তবা নৃতমং যস্য মহ্না বিববাধে রোচনা বি জ্মো অন্তান্।
আ যঃ পপ্রৌ চর্ষণীধৃদ্বরোভিঃ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচানো মহিত্বা ॥ ১
স সূর্যঃ পর্যুরূ বরাংসেন্দ্রো ববৃত্যাদ্রথ্যেব চক্রা।
অতিষ্ঠন্তমপস্যং ন সর্গং কৃষ্ণা তমাংসি ত্বিষ্যা জঘান ॥ ২
সমানমস্মা অনপাবৃদর্চ ক্ষ্ময়া দিবো অসমং ব্রহ্ম নব্যম্।
বি যঃ পৃষ্ঠেব জনিমান্যর্য ইন্দ্রশ্চিকায় ন সখায়মীষে ॥ ৩
ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্বিষ্বক্তস্তম্ভ পৃথিবীমুত দ্যাম্ ॥ ৪
আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাঁ ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ৫

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ ।
যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীল্ রুজতি স্থিরাণি ॥ ৬
জঘান বৃত্রং স্বধিতির্বনেব রুরোজ পুরো অরদন্ন সিন্ধূন্ ।
বিভেদ গিরিং নবমিন্ন কুম্ভমা গা ইন্দ্রো অকৃণুত স্বযুগ্ভিঃ ॥ ৭
ত্বং হ ত্যদৃণয়া ইন্দ্র ধীরোঽসির্ন পর্ব বৃজিনা শৃণাসি ।
প্র যে মিত্রস্য বরুণস্য ধাম যুজং ন জনা মিনন্তি মিত্রম্ ॥ ৮
প্র যে মিত্রং প্রার্যমণং দুরেবাঃ প্র সঙ্গিরঃ প্র বরুণং মিনন্তি ।
ন্য মিত্রেষু বধমিন্দ্র তুম্রং বৃষন্বৃষাণমরুষং শিশীহি ॥ ৯
ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্বতানাম্ ।
ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ ॥ ১০
প্রাক্তুভ্য ইন্দ্রঃ প্র বৃধো অহভ্যঃ প্রান্তরিক্ষাৎ প্র সমুদ্রস্য ধাসেঃ ।
প্র বাতস্য প্রথসঃ প্র জ্মো অন্তাৎ প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে প্র ক্ষিতিভ্যঃ ॥ ১১
প্র শোশুচত্যা উষসো ন কেতুরসিন্বা তে বর্ততামিন্দ্র হেতিঃ ।
অশ্মেব বিধ্য দিব আ সৃজানস্তপিষ্ঠেন হেষসা দ্রোঘমিত্রান্ ॥ ১২
অন্বহ মাসা অন্বিদ্বনান্যন্বোষধীরনু পর্বতাসঃ ।
অন্বিন্দ্রং রোদসী বাবশানে অন্বাপো অজিহত জায়মানম্ ॥ ১৩
কর্হি স্বিৎসা ত ইন্দ্র চেত্যাসদঘস্য যদ্ভিনদো রক্ষ এষৎ ।
মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে ॥ ১৪
শত্রূয়ন্তো অভি যে নস্ততস্রে মহি ব্রাধন্ত ওগণাস ইন্দ্র ।
অন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাং সুজ্যোতিষো অক্তবস্তাঁ অভি ষ্যুঃ ॥ ১৫
পুরূণি হি ত্বা সবনা জনানাং ব্রহ্মাণি মন্দন্ গৃণতামৃষীণাম্ ।
ইমামাঘোষন্নবসা সহূতিং তিরো বিশ্বাঁ অর্চতো যাহ্যর্বাঙ্ ॥ ১৬
এবা তে বয়মিন্দ্র ভুঞ্জতীনাং বিদ্যাম সুমতীনাং নবানাম্ ।
বিদ্যাম বস্তোরবসা গৃণন্তো বিশ্বামিত্রা উত ত ইন্দ্র নূনম্ ॥ ১৭
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁর মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের তেজ হীন করেছে। তিনি মনুষ্যদের ধারণ করেন, তাঁর মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁর তেজ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে। ২। বীর্যবান ইন্দ্র আপনার তেজ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দিকে ঘূর্ণিত করতে থাকেন যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটি অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিদ্বারা নষ্ট করেন। ৩। হে স্তবকারী ! আমার সাথে মিলিত হয়ে সে ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটি নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যা নিকৃষ্ট না হয়, যা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হন শত্রুদের দর্শন পাবার জন্যও সেরূপ ব্যস্ত হন। তিনি বন্ধুকে অনুসন্ধান করেন না অর্থাৎ অনিষ্ট করবার জন্য অনুসন্ধান করেন না। ৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হয়েছে, আকাশের মস্তক হতে জল এনেছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্র ধারিত হয়, সেরূপ সে ইন্দ্র নিজ কার্ষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করে রাখেন (১)। ৫। যাঁকে পান করলে মনে তেজ উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব করে শত্রুদের কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সে সোম অরণ্যসমূহকে

বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্ধিত হয়েও সে অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সাথে সমতুল হতে পারে না কিংবা তাঁর ভারের লাঘব করতে পারে না। ৬। দ্যাবাপৃথিবী বা মরুদেশ বা আকাশ বা পর্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হতে পারে না, তাঁর নিমিত্ত সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে। এর ক্রোধ যখন শত্রুদের উপর চালিত হয় তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদেরও ভেদ করেন। ৭। যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে সেরূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করে নদীর পথ পরিষ্কার করে দিলেন, অপক্ব কলসের ন্যায় পর্বতকে ভঙ্গ করলেন। আপন সহায়দের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করলেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের ঋণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে সেরূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য নষ্ট করে তারা জানে না যে তাঁদের কার্য তাদের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্যের ন্যায়, ইন্দ্র তাদেরও হিংসা করেন। ৯। যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র অর্যমা বরুণ ও মরুদগণকে দ্বেষ করে হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! তাদের বধ করবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর। ১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্বত সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করবার সময় কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করবার সময় সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করতে হয়। ১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করে আছেন। ১২। হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্র, ভঙ্গ হবার নয়, দীপ্তিময়ী উষা পতাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ময় হোক। যেরূপ আকাশ হতে প্রস্তর পতিত হয়ে বৃক্ষ ধ্বংস করে, সেরূপ তুমি অনিষ্টকারী শত্রুদের অতি উত্তপ্ত ও গর্জনকারী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর। ১৩। যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করলেন তখন মাস সকল বনসমূহ উদ্ভিজ্জবর্গ, ও পর্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথ্বী, এঁরা সকলে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগল। ১৪। হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করে পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করলে, তোমার সে নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রইল? যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয় (২) সেরূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হয়ে বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হয়ে শয়ন করে। ১৫। যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করতে করতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদের বেষ্টন করল, হে ইন্দ্র! তারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হোক, নিতান্ত জ্যোতির্ময় রজনীও তাদের পক্ষে অন্ধকারময় হোক। ১৬। লোক সকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তবকারী ঋষিদের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে। তোমাকে এ যে সকলে মিলে আহ্বান করা হচ্ছে, তা তুমি ঘোষণা করে দাও। সকল পূজকের প্রতি অনুকূল হয়ে তাদের নিকট গমন কর। ১৭। হে ইন্দ্র! তোমার স্তবগুলি আমাদের রক্ষা করে থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি। ১৮। সে স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করছি। এ যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হবে তখন তিনিই প্রধানরূপে অধ্যক্ষতা করবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক শত্রুদের হিংসা করেন, বৃত্রদের বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন।

টীকা: ১। আচার্য লুডউইগ বিবেচনা করেন, ইন্দ্রের নিজ কাষ্ঠ অর্থে Axis of the Earth. ২। গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্ধারিত থাকা সম্ভব নয়।

৯০ সূক্ত ॥ পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০
যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে ॥ ১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ: ১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থিত থাকেন(১)। ২। যা হয়েছে অথবা যা হবে সকলই সে পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন, কেন না তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। ৩। তাঁর এরূপ মহিমা, তিনি কিন্তু এ অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁর একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁর তিন পাদ। ৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) নিয়ে উপরে উঠলেন। তাঁর চতুর্থ অংশ এ স্থানে রইল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত হলেন। ৫। তিনি হতে

বিরাট জন্মিলেন এবং বিরাট হতে সে পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন। ৬। যখন পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হল, শরৎ হব্য হল। ৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মেছিলেন, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সে বর্হিতে পূজা দেওয়া হল। দেবতারা ও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন। ৮। সে সর্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হল। তিনি সে বায়ব্য পশু নির্মাণ করলেন, তারা বন্য এবং গ্রাম্য। ৯। সে সর্ব হোম-সম্বলিত যজ্ঞ হতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হল, ছন্দ সকল তথা হতে আবির্ভূত হল, যজু তা হতে জন্ম গ্রহণ করল (২)। ১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তা হতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। ১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল, কয় খণ্ড করা হয়েছিল? এর মুখ কি হল, দু হস্ত, দু উরু, দু চরণ কি হল? ১২। এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু চরণ হতে শূদ্র হল (৩)। ১৩। মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। ১৪। নাভি হতে আকাশ, মস্তক হতে স্বর্গ, দু চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হল। ১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করলেন তখন সাতটি পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্মাণ করা হল এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হল (৪)। ১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করলেন, তাই সর্ব প্রথম ধর্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করলেন।

টীকা ঃ ১। এ প্রসিদ্ধ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে এবং এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত। ২। এ সূক্তটি কত আধুনিক, তা এ ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হচ্ছে। এর রচনাকালে ঋক সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হয়েছে। ৩। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চার জাতির উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে এ পুরুষ সূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। ৪। বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটি ঋগ্বেদের সময়ের নয়, ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না, এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim.',—Muir's Sanskrit Texts.

৯১ সূক্ত ॥ অগ্নিৰ্দেবতা। অরুণ ঋষিঃ। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সং জাগৃবদ্ভির্জরমাণ ইধ্যতে দমূনা ইষয়ন্নিলস্পদে।
বিশ্বস্য হোতা হবিষো বরেণ্যো বিভুর্বিভাবা সুষখা সখীয়তে ॥ ১
স দর্শতশ্রীরতিথির্গৃহে গৃহে বনে বনে শিশ্রিয়ে তক্ববীরিব।
জনং জনং জন্যো নাতি মন্যতে বিশ আ ক্ষেতি বিশ্যোঽবিশংবিশম্ ॥ ২

সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুরগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ।
বসুর্বসূনাং ক্ষয়সি ত্বমেক ইদ্দ্যাবা চ যানি পৃথিবী চ পুষ্যতঃ॥ ৩
প্রজানন্নগ্নে তব যোনিমৃত্বিয়মিলায়াস্পদে ঘৃতবন্তমাসদঃ।
আ তে চিকিত্র উষসামিবেতয়োঽরেপসঃ সূর্যস্যেব রশ্ময়ঃ॥ ৪
তব শ্রিয়ো বর্ষস্যেব বিদ্যুতশ্চিত্রাশ্চিকিত্র উষসাং ন কেতবঃ।
যদোষধীরভিসৃষ্টো বনানি চ পরি স্বয়ং চিনুষে অন্নমাস্যে॥ ৫
তমোষধীর্দধিরে গর্ভমৃত্বিয়ং তমাপো অগ্নিং জনয়ন্ত মাতরঃ।
তমিৎসমানং বনিনশ্চ বীরুধোঽন্তর্বতীশ্চ সুবতে চ বিশ্বহা॥ ৬
বাতোপধূত ইষিতো বশাঁ অনু তৃষু যদন্না বেবিষদ্বিতিষ্ঠসে।
আ তে যতন্তে রথ্যো যথা পৃথক্‌শর্ধাংস্যগ্নে অজরাণি ধক্ষতঃ॥ ৭
মেধাকারং বিদথস্য প্রসাধনমগ্নিং হোতারং পরিভূতমং মতিম্।
তমিদর্ভে হবিষ্যা সমানমিত্তমিন্মহে বৃণতে নান্যং ত্বৎ॥ ৮
ত্বামিদত্র বৃণতে ত্বায়বো হোতারমগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
যদ্দেবয়ন্তো দধতি প্রয়াংসি তে হবিষ্মন্তো মনবো বৃক্তবর্হিষঃ॥ ৯
তবাগ্নে হোত্রং তব পোত্রমৃত্বিয়ং তব নেষ্ট্রং ত্বমগ্নিদৃতায়তঃ।
তব প্রশাস্ত্রং ত্বমধ্বরীয়সি ব্রহ্মা চাসি গৃহপতিশ্চ নো দমে॥ ১০
যস্তুভ্যমগ্নে অমৃতায় মর্ত্যঃ সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি।
তস্য হোতা ভবসি যাসি দূত্য মুপ ব্রূষে যজস্যধ্বরীয়সি॥ ১১
ইমা অস্মৈ মতয়ো বাচো অস্মদাঁ ঋচো গিরঃ সুষ্টুতয়ঃ সমগ্মত।
বসূয়বো বসবে জাতবেদসে বৃদ্ধাসু চিদ্বর্ধনো যাসু চাকনৎ॥ ১২
ইমাং প্রত্নায় সুষ্টুতিং নবীয়সীং বোচেয়মস্মা উশতে শৃণোতু নঃ।
ভূয়া অন্তরা হৃদ্যস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ১৩
যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ।
কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদা মতিং জনয়ে চারুমগ্নয়ে॥ ১৪
অহাব্যগ্নে হবিরাস্যে তে স্রুচীব ঘৃতং চম্বীব সোমঃ।
বাজসনিং রয়িমস্মে সুবীরং প্রশস্তং ধেহি যশসং বৃহন্তম্॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করছেন, বদান্য অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্বলিত হচ্ছেন, তিনি সকল যজ্ঞ সামগ্রীর হোমকর্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী। তাঁর সাথে যে বন্ধুত্ব করে তিনি তার প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন। ২। তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়া কৌশলবান, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সে সকল ধনের প্রভু। ৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তা কোন স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনে লও এবং বিবেচনাপূর্বক তাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্যের কিরণের ন্যায় নির্মল হয়ে দৃষ্ট হতে থাকে। ৫। তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হতে উদ্ধৃত বিদ্যুতের ন্যায় অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হতে মুক্তি পেয়ে ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি

এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ ইত্যাদি অন্বেষণ করতে থাক, তারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ। ৬। ওষধিগণ সে অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হয়ে দিন দিন একভাবে তাঁকে প্রসব করে। ৭। হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হয়ে সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদের ন্যায় পৃথক পৃথক হয়ে বল প্রকাশ করে। ৮। অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান, অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হোক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হোক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়, আর কাকেও নহে। ৯। হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাবার অভিলাষী হয়ে তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। সেকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্বক তোমার নিমিত্ত অশ্ব সমস্ত স্থাপন করে থাকেন। ১০। হে অগ্নি! তোমাকেই হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য করতে হয়। যজ্ঞকারীব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নি। তুমি প্রশাস্তা ও অধ্বর্যু ও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ। ১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তোমাকে অমর জেনে যজ্ঞ কাষ্ঠ দান করে এবং হোম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তার হোতা হও, দেবতাদের নিকট তার জন্য দূতের কার্য কর, দেবতাদের নিমন্ত্রণ কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বর্যুর কার্য কর। ১২। অগ্নির উদ্দেশে এ সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হচ্ছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ, এ স্তব সকল অর্থের কামনাতে তাতে গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী অগ্নি এ সকল স্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে সন্তুষ্ট হন। ১৩। স্তবের কামনাকারী সে প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এ চমৎকার স্তব উচ্চারণ করব, তিনি শুনুন। যেরূপ নারী প্রণয় পরবশ হয়ে উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক পতির বক্ষস্থলে নিজদেহ মিলিত করে সেরূপ আমি যেন এ অগ্নির হৃদয়ের মধ্যে স্থান স্পর্শ করি। ১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতি-রূপে অর্পণ করা হয়েছে (১), যিনি জলের পালনকর্তা, যাঁর পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সে অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করে এ সুন্দর স্তব রচনা করেছি। ১৫। যেমন স্রুক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমু নামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয় সেরূপ হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হয়েছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং বিপুল যশ দান কর।

টীকা ঃ ১। এখানে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহুতি দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৯২ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। শর্য্যাতি ঋষি। জগতী ছন্দ।

যজ্ঞস্য বো রথ্যং বিশ্পতিং বিশাং হোতারমক্তোরতিথিং বিভাবসুম্।
শোচঞ্ছুষ্কাসু হরিণীষু জর্ভুরদ্বৃষা কেতুর্যজতো দ্যামশায়ত ॥ ১
ইমমঞ্জস্পামুভয়ে অকৃণ্বত ধর্মাণমগ্নিং বিদথস্য সাধনম্।
অক্তুং ন যহ্বমুষসঃ পুরোহিতং তনূনপাতমরুষস্য নিংসতে ॥ ২
বলস্য নীথা বি পণেশ্চ মন্মহে বয়া অস্য প্রহুতা আসুরত্তবে।
যদা ঘোরাসো অমৃতত্বমাশতাদিজ্জনস্য দৈব্যস্য চর্কিরন্ ॥ ৩
ঋতস্য হি প্রসিতির্দ্যৌরুরু ব্যচো নমো মহ্য রমতিঃ পনীয়সী।
ইন্দ্রো মিত্রো বরুণঃ সং চিকিত্রিরেঽথো ভগঃ সবিতা পূতদক্ষসঃ ॥ ৪

প্র রুদ্রেণ যয়িনা যন্তি সিন্ধবস্তিরো মহীমরমতিং দধন্বিরে ।
যেভিঃ পরিজ্মা পরিয়ন্নুরু জ্রয়ো বি রোরুবজ্জঠরে বিশ্বমুক্ষতে ॥ ৫
ক্রাণা রুদ্রা মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ো দিবঃ শ্যেনাসো অসুরস্য নীলয়ঃ ।
তেভিশ্চষ্টে বরুণো মিত্রো অর্যমেন্দ্রো দেবেভিরর্বশেভির্বশঃ ॥ ৬
ইন্দ্রে ভুজং শশমানাস আশত সূরো দৃশীকে বৃষণশ্চ পৌংস্যে ।
প্র যে ন্বস্যার্হণা ততক্ষিরে যুজং বজ্রং নৃষদনেষু কারবঃ ॥ ৭
সূরশ্চিদা হরিতো অস্য রীরমদিন্দ্রাদা কশ্চিদ্ভয়তে তবীয়সঃ ।
ভীমস্য বৃষ্ণো জঠরাদভিশ্বসো দিবেদিবে সহুরিঃ স্তন্নবাধিতঃ ॥ ৮
স্তোমং বো অদ্য রুদ্রায় শিক্বসে ক্ষয়দ্বীরায় নমসা দিদিষ্টন ।
যেভিঃ শিবঃ স্ববাঁ এবয়াবভির্দিবঃ সিষক্তি স্বযশা নিকামভিঃ ॥ ৯
তে হি প্রজায়া অভরন্ত বি শ্রবো বৃহস্পতির্বৃষভঃ সোমজাময়ঃ ।
যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ সং চিকিত্রিরে ॥ ১০
তে হি দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা নরাশংসশ্চতুরঙ্গো যমোঽদিতিঃ ।
দেবস্ত্বষ্টা দ্রবিণোদা ঋভুক্ষণঃ প্র রোদসী মরুতো বিষ্ণুরর্হিরে ॥ ১১
উত স্য ন উশিজামুর্বিয়া কবিরহিঃ শৃণোতু বুধ্ন্যো হবীমনি ।
সূর্যামাসা বিচরন্তা দিবিক্ষিতা ধিয়া শমীনহুষী অস্য বোধতম্ ॥ ১২
প্র নঃ পূষা চরথং বিশ্বদেব্যোঽপাং নপাদবতু বায়ুরিষ্টয়ে ।
আত্মানং বস্যো অভি বাতমর্চত তদশ্বিনা সুহবা যামনি শ্রুতম্ ॥ ১৩
বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতং গীর্ভিরু স্বযশসং গৃণীমসি ।
গ্নাভির্বিশ্বাভিরদিতিমনর্বণমক্তোর্যুবানং নৃমণা অধা পতিম্ ॥ ১৪
রেভদত্র জনুষা পূর্বো অঙ্গিরা গ্রাবাণ ঊর্ধ্বা অভি চক্ষুরধ্বরম্ ।
যেভির্বিহায়া অভবদ্বিচক্ষণঃ পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বননবতি ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। যিনি যজ্ঞের রথী অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হন, তাঁকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হন, অশুষ্ককাষ্ঠে চুরচুর শব্দ (১) করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন। ২। দেবগণ ও মনুষ্যগণ এরা উভয়ে এ অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করলেন, ধারণকর্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশধর। ঊষাদেবীগণ একে সূর্যের ন্যায় চুম্বন করছে। ৩। স্তবযোগ্য এ অগ্নি যে পথ দেখিয়ে দেন, তাই প্রকৃত পথ, আমরা যা হোম করছি, তা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁর প্রবল শিখাগণ অক্ষয় অর্থাৎ দীপ্তিশীল হল, তখন দেবতাদের জন্য বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। ৪। যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ এবং স্তবযোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র মিত্র বরুণ ভগ ও সবিতা পবিত্র বলধারী এ সকল দেবতা আবির্ভূত হন। ৫। বেগবান মরুদগণের সহায়তা পেয়ে নদীরা বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্বত্রগমন করে ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন। ৬। মরুৎগণ যখন কার্য আরম্ভ করেন তখন জগৎকে যেন কর্ষণ করে ফেলেন, তাঁরা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তারা মেঘের আশ্রয়। বরুণ মিত্র অর্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সে মরুৎ দেবতাদের সাথে ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখতে থাকেন। ৭। স্তবকারিগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হল, সূর্যের নিকট দৃষ্টিশক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হল। যারা উৎকৃষ্টরূপে

ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করেছিল, তারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হল। ৮। সূর্যও আপন অশ্বদের ইন্দ্রের ভয়ে চালিয়ে থাকেন এবং পথে গমন কালে সকলকে প্রীত করেন। সে অতি মহান ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করতে থাকেন, বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁরই ভয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়। ৯। অদ্য সে কর্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদের ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান মরুৎগণকে আপনার সহায় পেয়ে আকাশ হতে জল সেচন করে মঙ্গলকর হন এবং আপন যশ বিস্তার করেন। ১০। বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদের জন্য অন্ন সঞ্চিত করলেন। অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশপূর্বক গমন করে সে যজ্ঞ অবগত হলেন। ১১। নরাশংস নামক সে যজ্ঞে চার অগ্নি স্থাপিত হয়েছিল, বহুবৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবী যম অদিতি ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব ঋভুগণ রুদ্রের পত্নী মরুৎগণ ও বিষ্ণু, এঁরা সে যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন। ১২। অভিলাষী হয়ে আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন্য যজ্ঞের সময় তা শুনুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র! তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে এর স্তব অবগত হও। ১৩। সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদের পশু ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ু ও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আহ্বান করলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমন কালে সে স্তব শোন। ১৪। এ সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দেবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্তি আপনি উপার্জন করেন, তাঁকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। সকল দেবনারীদের সাথে অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। ১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এ যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করলেন। প্রস্তরগুলি ঊর্ধ্ব হয়ে যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করল। তা পান করে বুদ্ধিমান ইন্দ্র স্থূলকায় হলেন, তাঁর অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করল।

টীকা ঃ ১। ঋষিদের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দৃষ্টি গভীরতা লক্ষ্যণীয়।

৯৩ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা। তান্ব ঋষি। প্রস্তার পংক্তিঃ, অনুষ্টুপ্,
অক্ষরৈ পংক্তি, নংকুসারিণী, পুরস্তাদ্বৃহতী ছন্দ।

মহি দ্যাবাপৃথিবী ভূতমুর্বী নারী যহ্বী রোদসী সদং নঃ।
তেভির্নঃ পাতঃ সহ্যস এভির্নঃ পাতঃ শূষণি ॥ ১
যজ্ঞে যজ্ঞে স মর্ত্যো দেবান্ত্ সপর্যতি।
যঃ সুম্নৈর্দীর্ঘশ্রুত্তম আবিবাসাত্যেনান্ ॥ ২
বিশ্বেষামিরজ্যবো দেবানাং বার্মহঃ।
বিশ্বে হি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াঃ ॥ ৩
তে ঘা রাজানো অমৃতস্য মন্দ্রা অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা।
কদ্রুদো নৃণাং স্তুতো মরুতঃ পূষণো ভগঃ ॥ ৪
উত নো নক্তমপাং বৃষণ্বসূ সূর্যামাসা সদনায় সধন্যা।
সচা যৎসাদ্যেষামহির্বুধ্নেষু বুধ্ন্যঃ ॥ ৫
উত নো দেবাবশ্বিনা শুভস্পতী ধামভির্মিত্রাবরুণা উরুষ্যতাম্।
মহঃ স রায় এষতেহতি ধন্বেব দুরিতা ॥ ৬

উত নো রুদ্রা চিন্মৃলতামশ্বিনা বিশ্বে দেবাসো রথস্পতির্ভগঃ।
ঋভুর্বাজ ঋভুক্ষণঃ পরিজ্মা বিশ্ববেদসঃ ॥ ৭
ঋভুর্ঋভুক্ষা ঋভুর্বিধতো মদ আ তে হরী জূজুবানস্য বাজিনা।
দুষ্টরং যস্য সাম চিদৃধগ্‌যজ্ঞো ন মানুষঃ ॥ ৮
কৃধী নো অহ্রয়ো দেব সবিতঃ স চ স্তুষে মঘোনাম্।
সহো ন ইন্দ্রো বহ্নিভির্ন্যেষাং চর্ষণীনাং চক্রং রশ্মিং ন যোযুবে ॥ ৯
ঐষু দ্যাবাপৃথিবী ধাতং মহদস্মে বীরেষু বিশ্বচর্ষণি শ্রবঃ।
পৃক্ষং বাজস্য সাতয়ে পৃক্ষং রায়োত তুর্বণে ॥ ১০
এতং শংসমিন্দ্রাস্ময়ুষ্টবং কুচিৎসন্তং সহসাবন্নভিষ্টয়ে সদা পাহ্যভিষ্টয়ে।
মেদতাং বেদতা বসো ॥ ১১
এতং মে স্তোমং তনা ন সূর্যে দ্যুতদ্যামানং বাবৃধন্ত নৃণাম্।
সংবননং নাশ্ব্যং তষ্টেবানপচ্যুতম্ ॥ ১২
বাবর্ত যেষাং রায়া যুক্তৈষাং হিরণ্যয়ী।
নেমধিতা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টান্তা ॥ ১৩
প্র তদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চ শতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্ ॥ ১৪
অধীন্বত্র সপ্ততিং চ সপ্ত চ।
সদ্যো দিদিষ্ট তান্বঃ সদ্যো দিদিষ্ট পার্থ্যঃ সদ্যো দিদিষ্ট মায়বঃ ॥ ১৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দ্যাবাপৃথিবি! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হোন। আপনারা বৃহন্মূর্তি হয়ে নারীর ন্যায় আমাদের গৃহে আসুন। সে সকল সুবিদিত কার্যদ্বারা আমাদের শত্রু হতে রক্ষা করুন, এ সকল কার্য দ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন। ২। যিনি বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করে উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন, সে ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাদের সেবা করা হয়। ৩। দেবতারা সকলের প্রভু, তাঁদের দান অতি মহৎ। তাঁরা সকলে সর্বপ্রকার বলে বলী। তাঁরা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। ৪। অর্যমা ও মিত্র ও সর্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনি ও মরুৎগণ এবং ভগ, এরা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্তা। ৫। যখন অহির্বুধ্ন্য জলের সাথে একত্র হয়ে উপবেশন করেন, তখন সূর্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন। ৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সে দু দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন। তাঁদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দুরবস্থা হতে পরিত্রাণ পায়। ৭। আমরা স্তব করছি, রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্বত্রগামী ইন্দ্র, এ সকল সর্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন। ৮। ইন্দ্র ঋভু অর্থাৎ বৃদ্ধি পাচ্ছেন। হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগবান ঘোটক যোজনা কর তখন যজ্ঞকর্তাব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সে ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তা অসামান্য। তাঁর উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, তা মানুষের উপযুক্ত নয়, তা পৃথক প্রকারের যজ্ঞ। ৯। হে দেব সবিতা! এরূপ কর, আমাদের যেন লজ্জিত হতে না হয়। এ নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গৃহে স্তব করা হয়ে থাকে, ইন্দ্র আমাদের বলস্বরূপ। তিনি এ সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করলেন অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করলেন। ১০। হে দ্যাবাপৃথিবি! আমাদের পুত্রদের

প্রভূত অন্ন দান কর, সে অন্ন যেন সকল লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, যেন তা বলকর হয়, যেন তা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য উপযোগী হয়। ১১। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদের নিকট আসতে ইচ্ছা কর তখন স্তবকারী এ ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন একে যজ্ঞ করবার সময় রক্ষা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যারা স্নেহ করে, তাদের সংবাদ লও। ১২। আমার এ বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সাথে সূর্যের উদ্দেশে যাচ্ছে ও মনুষ্যদের শ্রীবৃদ্ধি করছে। যেরূপ ছুতার অশ্বে আকর্ষণ করবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্মাণ করে। একে আমি তেমনিভাবে রচনা করেছি। ১৩। যাঁদের নিকট ধন কামনা করি, তাঁদের উদ্দেশে এ সুবর্ণময় অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব বার বার আবৃত্তি করছি। যেরূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ বার বার অগ্রসর হয় অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হয়ে অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠতে থাকে, আমার স্তবগুলিও সেরূপ (১)। ১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করে পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাবার জন্য), তাঁদের বর্ণনাযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান ও বেন ও অসুর রাম এ সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করেছি। ১৫। এ স্থানে তান্ব ও পার্থ্য ও মায়ব এ কয়েক জন ঋষি সপ্তসপ্ততি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করলেন।

টীকা ঃ ১। এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক গুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সে চক্র ঘূর্ণিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ঘটীগুলি জলে পূর্ণ হতে থাকে। একে ঘটিচক্র বলে। এরূপ ঘটিচক্র জল সেচের জন্য অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়, আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখেছি।

৯৪ সূক্ত ।। সোমনিষ্পীড়িত করবার প্রস্তর দেবতা। অর্বুদ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রৈতে বদন্তু প্র বয়ং বদাম গ্রাবভ্যো বাচং বদতা বদদ্ভ্যঃ।
যদদ্রয়ঃ পর্বতাঃ সাকমাশবঃ শ্লোকং ঘোষং ভরথেন্দ্রায় সোমিনঃ ॥ ১
এতে বদন্তি শতবৎ সহস্রবদভি ক্রন্দন্তি হরিতেভিরাসভিঃ।
বিষ্ট্বী গ্রাবাণঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া হোতুশ্চিৎপূর্বে হবিরদ্যমাশত ॥ ২
এতে বদন্ত্যবিদন্ননা মধু ন্যূংখয়ন্তে অধি পক্ব আমিষি।
বৃক্ষস্য শাখামরুণস্য বপ্সতস্তে সূভর্বাঃ বৃষভাঃ প্রেমরাবিষুঃ ॥ ৩
বৃহদ্বদন্তি মদিরেণ মন্দিনেন্দ্রং ক্রোশন্তোঽবিদন্নন্না মধু।
সংরভ্যা ধীরাঃ স্বসৃভিরনর্তিষুরাঘোষয়ন্তঃ পৃথিবীমুপাব্দিভিঃ ॥ ৪
সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যাবাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।
ন্যঙ্নি যন্ত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ ॥ ৫
উগ্রা ইব প্রবহন্তঃ সমায়মুঃ সাকং যুক্তা বৃষণো বিভ্রতো ধুরঃ।
যচ্ছ্বসন্তো জগ্রসানা অরাবিষুঃ শৃণ্ব এষাং প্রোথথো অর্বতামিব ॥ ৬
দশাবনিভ্যো দশকক্ষ্যেভ্যো দশযোক্ত্রেভ্যো দশযোজনেভ্যঃ।
দশাভীশুভ্যো অর্চতাজরেভ্যো দশ ধুরো দশ যুক্তা বহদ্ভ্যঃ ॥ ৭
তে অদ্রয়ো দশযন্ত্রাস আশবস্তেষামাধানং পর্যেতি হর্যতম্।
ত উ সুতস্য সোম্যস্যান্ধসোঽংশোঃ পীয়ূষং প্রথমস্য ভেজিরে ॥ ৮
তে সোমাদো হরী ইন্দ্রস্য নিংসতেঽংশুং দুহন্তো অধ্যাসতে গবি।
তেভির্দুগ্ধং পপিবান্ত্সোম্যং মধ্বিন্দ্রো বর্ধতে প্রথতে বৃষায়তে ॥ ৯
বৃষা বো অংশুর্ন কিলা রিষাথনেলাবন্তঃ সদমিৎস্থনাশিতাঃ।
রৈবত্যেব মহসা চারবঃ স্থন যস্য গ্রাবাণো অজুষধ্বমধ্বরম্ ॥ ১০

তৃদিলা অতৃদিলাসো অদ্রয়োঽশ্রমণা অশৃথিতা অমৃত্যবঃ।
অনাতুরা অজরাঃ স্থামবিষ্ণবঃ সুপীবসো অতৃষিতা অতৃষ্ণজঃ ১১
ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগে যুগে ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।
অজুর্যাসো হরিষাচো হরিদ্রবো আ দ্যাং রবেণ পৃথিবীমশুশ্রবুঃ ॥ ১২
তদিদ্বদন্ত্যদ্রয়ো বিমোচনে যামন্নঞ্জস্পা ইব ঘেদুপব্দিভিঃ।
বপন্তো বীজমিব ধান্যাকৃতঃ পৃঞ্চন্তি সোমং ন মিনন্তি বপ্সতঃ ॥ ১৩
সুতে অধ্বরে অধি বাচমক্রতা ক্রীলয়ো ন মাতরং তুদন্তঃ।
বি ষূ মুঞ্চা সুষুবুষো মনীষাং বি বর্তন্তামদ্রয়শ্চায়মানাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ ঃ ১। এ সকল প্রস্তর কথা বলুক, অর্থাৎ শব্দ করুক ; আমরাও কথা বলি, এরা কথা বলছে, এদের কথার কথা বল। যখন ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তর এ প্রস্তরগুলি একত্র হয়ে স্তব করবার ভঙ্গিতে শব্দ করে তখন হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর। ২। এ প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করছে, এরা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়ে চীৎকার করছে। যজ্ঞের সময় এ সকল পুণ্যবান প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে। ৩। এরা শব্দ করছে। এরা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করেছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হলে আহ্লাদসূচক রব করে, এরাও সেরূপ রব করছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর রূপে ভক্ষণ করতে করতে বৃষগণ যেরূপ শব্দ করে, এরাও সেরূপ শব্দ করছে। ৪। এরা মুখে ধারণপূর্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করে উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদের সঙ্গে সংরব্ধ করে এরা নৃত্য করছে, এদের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ৫। এ শব্দ শুনে মনে হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণসার হরিণেরা চলাচল করে নৃত্য করছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে এরা নিম্নে পাতিত করছে, যেন সূর্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করল। ৬। যেমন বলবান ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হয়ে রথের ধুরা ধারণপূর্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, সেরূপ প্রস্তরগুলিও আয়ত হয়ে সোমরস বর্ষণ করছে। এরা সোম গ্রাস করতে করতে শ্বাসসহকারে শব্দ করল, ঘোটকদের ন্যায় এদের মুখনির্গত এ শব্দ আমি শুনছি। ৭। এ অবিনাশী প্রস্তরদের গুণ-কীর্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে এদের স্পর্শ করে, সে দশ অঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদের দশটি বরত্রা বোধ হয় অথবা দশটি ঘোড়ার সাজ অথবা দশটি রথে যুতিবার রজ্জু অথবা দশটি ঘোড়ার রাশ বলে জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটি রথধুরা একত্র হয়ে এরা বহন করছে। ৮। সে প্রস্তরগুলি দশটি অঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্জুস্বরূপ পেয়ে শীঘ্র শীঘ্র কার্য করছে। তাদের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হয়ে আসছে। সোমের অংশু ডাঁটা নিষ্পীড়িত হয়ে অন্নরূপ ধারণপূর্বক অমৃত রস নির্গত করে, তার প্রথম যে অংশ এরাই পেয়ে থাকে। ৯। সে প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্বক ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চুম্বন করছে অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হচ্ছে। অংশু ডাঁটা হতে রস নির্গত করে গোচর্মের উপর যাচ্ছে। তারা সোমের যে মধু নির্গত করে দেয় তা পান করে ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হচ্ছেন এবং বৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করছেন। ১০। হে প্রস্তরগণ! সোমের অংশু ডাঁটা তোমাদের রস দান করবে, তোমরা যেন ভগ্ন হয়ো না। তোমরা যার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তারা সর্বদাই অন্নবান ও কৃতভাজন হয়, তারা ধনবান লোকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়। ১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা নিজে ভগ্ন

না হয়ে অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদের পরিশ্রম নেই, শৈথিল্য নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, রোগ নেই, তৃষ্ণা নেই, স্পৃহা নেই, তোমরা স্থূল অথচ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদের যথেষ্ট পটুতা আছে। ১২। আমাদের পিতাস্বরূপ পর্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরে স্থির আছে, তারা পূর্ণাভিলাষ হয়েছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তারা জরারহিত, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হয়ে পক্ষীদের কলরব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে। ১৩। যে রূপ রথারোহিগণ রথচর্যা ক্ষেত্রে রথ চালিয়ে শব্দ উত্থাপন করে সেরূপ প্রস্তর সোমরস নির্গত করবার সময় শব্দ করে। ধান্য বপনকারীরা বীজ যেমন বপন করে সেরূপ এরা সোম বিকীর্ণ করছে। ভক্ষণ করে তা নষ্ট করছে না। ১৪। সোম নিষ্পীড়িত হলে, প্রস্তরেরা শব্দ করছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করে ঠেলে দিয়ে শব্দ করছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করেছে, তাকে স্তব কর, প্রস্তরগণ সংবর্ধনা পেয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকুক।

৯৫ সূক্ত ॥ পুরূরবা ও উর্বশী দেবতা। তাঁহারাই ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।
ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করন্ পরতরে চনাহন্ ॥ ১
কিমেতা বাচা কৃণবা তবাহং প্রাক্রমিষমুষসামগ্রিয়েব।
পুরূরবঃ পুনরস্তং পরেহি দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি ॥ ২
ইষুর্ন শ্রিয় ইষুধেরসনা গোষাঃ শতসা ন রংহিঃ।
অবীরে ক্রতৌ বি দবিদ্যুতন্নোরা ন মায়ুং চিতয়ন্ত ধুনয়ঃ ॥ ৩
সা বসু দধতী শ্বশুরায় বয় উষো যদি বষ্ট্যন্তি গৃহাৎ।
অস্তং ননক্ষে যস্মিঞ্চাকন্দিবা নক্তং শ্নথিতা বৈতসেন ॥ ৪
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেনোত স্ম মেঽব্যত্যৈ পৃণাসি।
পুরূরবোঽনু তে কেতমায়ং রাজা মে বীর তন্বস্তদাসীঃ ॥ ৫
যা সুজূর্ণিঃ শ্রেণিঃ সুম্ন আপিহ্রদেচক্ষুর্ন গ্রন্থিনী চরণ্যুঃ।
তা অঞ্জয়োঽরুণয়ো ন সস্রুঃ শ্রিয়ে গাবো ন ধেনবোঽনবন্ত ॥ ৬
সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ।
মহে যত্ত্বা পুরূরবো রণায়াবর্ধয়ন্দস্যুহত্যায় দেবাঃ ॥ ৭
সচা যদাসু জহতীষ্বৎকমমানুষীষু মানুষো নিষেবে।
অপ স্ম মত্তরসন্তী ন ভুজ্যুস্তা অত্রসন্থস্পৃশো নাশ্বাঃ ॥ ৮
যদাসু মর্তো অমৃতাসু নিস্পৃক্ সং ক্ষোণীভিঃ ক্রতুভির্ন পৃংক্তে।
তা আতয়ো ন তন্বঃ শুম্ভত স্বা অশ্বাসো ন ক্রীলয়ো দন্দশানাঃ ॥ ৯
বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দাবদ্যোত্তরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।
জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোর্বশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১০
জজ্ঞিষ ইত্থা গোপীথ্যায় হি দধাথ তৎপুরূরবো ম ওজঃ।
অশাসং ত্বা বিদুষী সস্মিন্নহন্ন ম আশৃণোঃ কিমভুগ্ বদাসি ॥ ১১
কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাচ্চক্রন্নাশ্রু বর্তয়দ্বিজানন্।
কো দম্পতী সমনসা বি যূয়োদধ যদগ্নিঃ শ্বশুরেষু দীদয়ৎ ॥ ১২
প্রতি ব্রবাণি বর্তয়তে অশ্রু চক্রন্ন ক্রন্দদাধ্যে শিবায়ৈ।
প্র তত্তে হিনবা যত্তে অস্মে পরেহ্যস্তং নহি মূরমাপঃ ॥ ১৩

সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং-পরমাং গন্তবা উ।
অধা শয়ীত নির্ঋতেরুপস্থেহধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ ॥ ১৪
পুরুরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।
ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা ॥ ১৫
যদ্বিরূপাচরং মর্ত্যেষ্ববসং রাত্রীঃ শরদশ্চতস্রঃ।
ঘৃতস্য স্তোকং সকৃদহ্ন আশ্নাং তাদেবেদং তাতৃপাণা চরামি ॥ ১৬
অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীমুপ শিক্ষাম্যুর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠান্নি বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে ॥ ১৭
ইতি ত্বা দেবা ইম আহুরৈল যথেমেতদ্ভবসি মৃত্যুবন্ধুঃ।
প্রজা তে দেবান্ হবিষা যজাতি স্বর্গ উ ত্বমপি মাদয়াসে ॥ ১৮

অনুবাদ ঃ ১। [পুরুরবার উক্তি] হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অয়ি শীঘ্র চলে যেও না, আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হচ্ছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করে না বলা হয়, ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হবে না। ২। [উর্বশীর উক্তি] তোমার সাথে বাক্যালাপ করে আমার কি হবে? আমি প্রথম উষার ন্যায় (২) চলে এসেছি। হে পুরুরবা, আপন গৃহে ফিরে যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করতে পারবে না। ৩। [পুরুরবার উক্তি] তোমার বিরহে আমার তূণীর হতে বাণ নির্গত হয় নি, জয়শ্রী লাভ হয় নি, আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শতসহস্র গাভী আনতে পারি নি। রাজকার্য বীরশূন্য হয়েছে, এর কোন শোভা নেই, আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করছে। ৪। হে উষাদেবি! সে উর্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে সন্নিহিত গৃহ হতে শয়ন গৃহে যেতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামির নিকট রমণ সুখ সম্ভোগ করতেন। ৫। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরুরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে আলিঙ্গন করতে। কোনও সপত্নীর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হলে। ৬। [পুরুরবার উক্তি] সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এ যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসবার পর তারা আর আমার নিকট বেশভূষা করে আসত না। গাভীগণ গৃহে যাবার সময় যেমন শব্দ করে, তারা আর সেরূপ শব্দ করে আমার গৃহে আসত না। ৭। [উর্বশীর উক্তি] পুরুরবা যখন জন্মগ্রহণ করলেন, দেব মহিলারা দেখতে এল, নিজ ক্ষমতায় যারা গমন করে, সে নদীরা পর্যন্ত সংবর্ধনা করল। হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সংবর্ধনা করতে লাগলেন (৩)। ৮। [পুরুরবার উক্তি] পুরুরবা নিজে মনুষ্য হয়ে যখন অপ্সরাদের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা আপন রূপ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হল। যেমন হরিণী ভয় পেয়ে পলায়ন করে অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয় সেরূপ তারা চলে গেল। ৯। [উর্বশীর উক্তি] পুরুরবা নিজে মনুষ্য হয়ে দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদের সঙ্গে যখন কথা বলতে এবং তাদের শরীর স্পর্শ করতে অগ্রসর হলেন তখন তারা অদৃশ্য হল, নিজ শরীর দেখাল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদের ন্যায় পলায়ন করল। ১০। [পুরুরবার উক্তি] যে উর্বশী আকাশ হতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করেছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করেছিল, তার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। উর্বশী তাকে দীর্ঘায়ু করুন।

১১। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরূরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করলে। সর্বদা আমি তোমাকে বলেছি যে, কি হলে আমি তোমার নিকট থাকব না, কারণ আমি তা জানতাম। তুমি তা শুনলে না, এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য পরিত্যাগ করে কেন বৃথা বাক্যব্যয় করছ। ১২। [পুরূরবার উক্তি] তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করবে? আর যদি আমার নিকটে আসে, তা হলে সে কি রোদন করবে না? অশ্রুপাত করবে না? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাতে কার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য। ১৩। [উর্বশীর উক্তি] আমি তোমার কথার উত্তরে বলছি; পুত্র তোমার নিকট গিয়ে অশ্রুপাত বা ক্রন্দন করবে না। আমি তার মঙ্গল চিন্তা করব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেছ তাকে তোমার নিকট প্রেরণ করব। হে নির্বোধ! গৃহে ফিরে যাও। আমাকে আর পাবে না। ১৪। [পুরূরবার উক্তি] তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হোক, আর কখনও যেন উত্থিত না নয়! সে যেন বহু দূরে দূর হয়ে যাক। সে যেন নিঃঋতির অঙ্কে শায়িত হোক, বলবান বৃকগণ তাকে ভক্ষণ করুক। ১৫। [উর্বশীর উক্তি] হে পুরূরবা! এরূপে মৃত্যু কামনা কর না; উচ্ছন্ন যেও না, দুর্দান্ত বৃকরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার। ১৬। আমি পরিবর্তিতরূপে ভ্রমণ করেছি, মনুষ্যদের মধ্যে চার বৎসর রাত্রিবাস করেছি (৪), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করে তাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্বক ভ্রমণ করেছি। ১৭। [পুরূরবার উক্তি] আমি বসিষ্ঠ অন্তরিক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে আমি আলিঙ্গন করছি। তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী! ফিরে এস, আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। ১৮। [উর্বশীর উক্তি] হে ইলাপুত্র পুরূরবা! এ সকল দেবতা তোমাকে বলছেন যে, তুমি মৃত্যুজয়ী হবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদের পূজা করবে, তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবে।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তে উর্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হয়েছে। পুরূরবা উর্বশীর সাথে কিছুকাল বসবাস করেছেন, উর্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছেড়ে যাচ্ছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদয় হলে উষা আর থাকে না। ২। উর্বশীর আদি অর্থ উষা, তা যেন এ উপমাদ্বারা কবির মনে অস্পষ্টরূপে উদ্রেক হচ্ছে। ৩। সূর্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরূরবাও সূর্যের সাথে এক, এ ঋকদ্বারা এরূপ চিন্তা কতক পরিমাণে সূচিত হচ্ছে। "That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof." "I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * and a root, As, to pervade, and thus compare Uru asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki."—Max Muller's Selected Essays. ৪। মূলে অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করেছেন ঃ "I dwelt with thee four nights of the autumn.

৯৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্রের ঘোটকদ্বয় দেবতা। বরু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্র তে মহে বিদথে শংসিষং হরী প্র তে বন্বে বনুষো হর্যতং মদম্।
ঘৃতং ন যো হরিভিশ্চারু সেচত আ ত্বা বিশন্তু হরিবর্পসং গিরঃ ॥ ১
হরিং হি যোনিমভি যে সমস্বরন্ হিন্বন্তো হরী দিব্যং যথা সদঃ।
আ যং পৃণন্তি হরিভির্ন ধেনব ইন্দ্রায় শূষং হরিবন্তমর্চত ॥ ২
সো অস্য বজ্রো হরিতো য আয়সো হরির্নিকামো হরিরা গভস্ত্যোঃ।
দ্যুম্নী সুশিপ্রো হরিমন্যুসায়ক ইন্দ্রে নি রূপা হরিতা মিমিক্ষিরে ॥ ৩
দিবি ন কেতুরধি ধায়ি হর্যতো বিব্যচদ্বজ্রো হরিতো ন রংহ্যা।
তুদদহিং হরিশিপ্রো য আয়সঃ সহস্রশোকা অভবদ্ধরিম্ভরঃ ॥ ৪
ত্বন্ত্বমহর্যথা উপস্তুতঃ পূর্বেভিরিন্দ্র হরিকেশ যজ্বভিঃ।
ত্বং হর্যসি তব বিশ্বমুক্থ্যমসামি রাধো হরিজাত হর্যতম্ ॥ ৫
তা বজ্রিণং মন্দিনং স্তোম্যং মদ ইন্দ্রং রথে বহতো হর্যতা হরী।
পুরূণ্যস্মৈ সবনানি হর্যত ইন্দ্রায় সোমা হরয়ো দধন্বিরে ॥ ৬
অরং কামায় হরয়ো দধন্বিরে স্থিরায় হিন্বন্ হরয়ো হরী তুরা।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্জোষমীয়তে সো অস্য কামং হরিবন্তমানশে ॥ ৭
হরিশ্মশারুর্হরিকেশ আয়সস্তুরস্পেয়ে যো হরিপা অবর্ধত।
অর্বদ্ভির্যো হরিভির্বাজিনীবসুরতি বিশ্বা দুরিতা পারিষদ্ধরী ॥ ৮
স্রুবেব যস্য হরিণী বিপেততুঃ শিপ্রে বাজায় হরিণী দবিধ্বতঃ।
প্র যৎকৃতে চমসে মর্মৃজদ্ধরী পীত্বা মদস্য হর্যতস্যান্ধসঃ ॥ ৯
উত স্ম সদ্ম হর্যতস্য পস্ত্যোরত্যো ন বাজং হরিবাঁ অচিক্রদৎ।
মহী চিদ্ধি ধিষণাহর্যদোজসা বৃহদ্বয়ো দধিষে হর্যতশ্চিদা ॥ ১০
আ রোদসী হর্যমাণো মহিত্বা নব্যং নব্যং হর্যসি মন্ম নু প্রিয়ম্।
প্র পস্ত্যমসুর হর্যতং গোরাবিষ্কৃধি হরয়ে সূর্যায় ॥ ১১
আ ত্বা হর্যন্তং প্রযুজো জনানাং রথে বহন্তু হরিশিপ্রমিন্দ্র।
পিবা যথা প্রতিভৃতস্য মধ্বো হর্যন্যজ্ঞং সধমাদে দশোণিম্ ॥ ১২
অপাঃ পূর্বেষাং হরিবঃ সুতানামথো ইদং সবনং কেবলং তে।
মমদ্ধি সোমং মধুমন্তমিন্দ্র সত্রা বৃষঞ্জঠর আ বৃষস্ব ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! এ মহাযজ্ঞে তোমার দুই ঘোটককে স্তব করেছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, এ প্রার্থনা করি। তুমি হরিদবর্ণ অশ্বযোগে এসে ঘৃতের ন্যায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বল-রূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল যাক। ২। তোমরা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডেকেছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞগৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চালিয়ে এনেছ, তোমরা ইন্দ্রের বলবীর্য ঘোটকসমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দেয় সেরূপ ইন্দ্রকে হরিদবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হচ্ছে। ৩। এঁর যে লৌহনির্মিত বজ্র, তা হরিদবর্ণ। তা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান, সুগঠন হনুবিশিষ্ট এবং বাণ দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হল। ৪। আকাশে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করল, সুগঠন হনুবিশিষ্ট সোমরস পানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করবার সময় অপরিসীম দীপ্তি প্রাপ্ত হলেন। ৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্বকালের যজমানেরা তোমাকে স্তব করত, তুমি যজ্ঞে আসতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে

উজ্জ্বলরূপী। তোমার সর্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল। ৬। স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হন তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিদবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হয়ে থাকে। ৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হয়েছে, সে সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করছে। হরিদবর্ণ ঘোটকেরা তাঁর যে রথকে যুদ্ধে নিয়ে যায়, সে রথ এ রমণীয় সোমযাগে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ৮। ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করে শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁর সম্পত্তিস্বরূপ, হরিদবর্ণ ঘোটকেরা তাঁকে যজ্ঞে নিয়ে যায়। তিনি দু ঘোটকে আরোহণপূর্বক সকল দুর্গতি দূর করে দিন। ৯। তাঁর দু উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবা নামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর নিক্ষিপ্ত হল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তা পান করে তিনি আপনার দু ঘোটকের গাত্র মার্জনা করছেন। ১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হয়ে ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁকে বর্ণনা করছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার ক্ষমতাদ্বারা প্রচুর অন্ন দিয়ে থাক। ১১। হে ইন্দ্র। তুমি মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করে নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পেয়ে থাক। হে অসুর! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্যের নিকট প্রকাশ কর। উত্তম গোষ্ঠ দেখাও। ১২। হে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হয়ে তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা পান কর। দশ অঙ্গুলিদ্বারা যে সোম প্রস্তুত হয়ে যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তা পান করতে ইচ্ছা কর। ১৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হয়েছিল, তা পান করেছ। এক্ষণে যা প্রস্তুত হয়েছে, তা কেবল তোমারই জন্য। হে ইন্দ্র। এ মধুযুক্ত সোম আস্বাদন কর। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী! তোমার উদর আর্দ্র কর।

৯৭ সূক্ত ।। ওষধি দেবতা। ভিষক্ ঋষি (১)। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মনৈ নু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ ॥ ১
শতং বো অম্ব ধামানি সহস্রমুত বো রুহঃ।
অধা শতক্রত্বো যূয়মিমং মে অগদং কৃত ॥ ২
ওষধীঃ প্রতি মোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।
অশ্বা ইব সজিত্বরীবী'রুধঃ পারয়িষ্ণ্বঃ ॥ ৩
ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরুপ ব্রুবে।
সনেয়মশ্বং গাং বাস আত্মানং তব পূরুষ ॥ ৪
অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।
গোভাজ ইৎকিলাসথ যৎসনবথ পূরুষম্ ॥ ৫
যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ॥ ৬
অশ্বাবতীং সোমাবতীমূর্জয়ন্তীমুদোজসম্।
আবিৎসি সর্বা ওষধীরস্মা অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৭

উচ্ছুষ্মা ওষধীনাং গাবো গোষ্ঠাদিবেরতে ।
ধনং সনিষ্যন্তীনামাত্মানং তব পূরুষ ॥ ৮
ইষ্কৃতির্নাম বো মাতাথো যূয়ং স্থ নিষ্কৃতীঃ ।
সীরা পতত্রিণীঃ স্থন যদাময়তি নিষ্কৃথ ॥ ৯
অতি বিশ্বাঃ পরিষ্ঠাঃ স্তেন ইব ব্রজমক্রমুঃ ।
ওষধীঃ প্রাচুচ্যবুর্যৎ কিঞ্চ তন্বোরপঃ ॥ ১০
যদিমা বাজয়ন্নহমোষধীর্হস্ত আদধে ।
আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা ॥ ১১
যস্যোষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ ।
ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ॥ ১২
সাকং যক্ষ্ম প্র পত চাষেণ কিকিদীবিনা ।
সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া ॥ ১৩
অন্যা বো অন্যামবত্বন্যান্যস্যা উপাবত ।
তাঃ সর্বাঃ সংবিদানা ইদং মে প্রাবতা বচঃ ॥ ১৪
যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ ।
বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১৫
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত ।
অথো যমস্য পড্‌বীশাৎ সর্বস্মাদ্দেবকিল্বিষাৎ ॥ ১৬
অবপতন্তীরবদন্দিব ওষধয়স্পরি ।
যং জীবমশ্নবামহৈ ন স রিষ্যাতি পূরুষঃ ॥ ১৭
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ ।
তাসাং ত্বমস্যুত্তমারং কামায় শং হৃদে ॥ ১৮
যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু ।
বৃহস্পতিপ্রসূতা অস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ১৯
মা বো রিষৎখনিতা যস্মৈ চাহং খনামি বঃ ।
দ্বিপচ্চতুষ্পদস্মাকং সর্বমস্ত্বনাতুরম্ ॥ ২০
যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ ।
সর্বাঃ সঙ্গত্য বরুধোহস্যৈ সং দত্ত বীর্যম্ ॥ ২১
ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা ।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥ ২২
ত্বমুত্তমাস্যোষধে তব বৃক্ষা উপস্তয়ঃ ।
উপস্তিরস্তু সোস্মাকং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২৩

অনুবাদ ঃ ১। পূর্বকালে তিন যুগ ধরে দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করেছেন, সে সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এরূপ জ্ঞান করি। ২। হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহণ কর অর্থাৎ উৎপন্ন। তোমাদের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর। ৩। হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর। ৪। হে দীপ্তি-শালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করছি যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো অশ্ব বস্ত্র এমন কি আপনাকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত

আছি। ৫। হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর তখন তোমাদের গাভী দান করা উচিত হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও। ৬। যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন সেরূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয় অর্থাৎ যে ওষধী জানে সে বুদ্ধিমান ভিষক ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগদের ধ্বংস করে। ৭। অশ্ব-বতী সোমবতী ঊর্জয়ন্তী উদোজস প্রভৃতি সকল ওষধি সংগ্রহ করেছি, অভিপ্রায় যে এ ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করব। ৮। হে রোগী! এ দেখ, যেমন গোষ্ঠ হতে গাভীগণ বাহির হয় সেরূপ ওষধিবর্গ হতে তাদের গুণ সমস্ত বার হচ্ছে, এরা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য, ধন প্রদান করবে। ৯। হে ওষধিগণ! তোমাদের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তা বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বার করে দাও। ১০। যেরূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করে যায় সেরূপ বিশ্বব্যাপী সর্বত্রগামী ওষধিগণ রোগদের অতিক্রম করল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তা দূরীকৃত করল। ১১। যখনই আমি এ সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করলাম এবং রোগীর দৌর্বল্য নিরাকরণ করলাম তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হল, সে রোগ তৎপূর্বে যেন প্রাণকে আক্রমণ করে বসেছিল। ১২। যেরূপ বলবান ও মধ্য-বর্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন সেরূপ হে ওষধিগণ! তোমরা যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তার রোগ সে সে স্থান হতে দূরীকৃত কর। ১৩। চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়ে যায় অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে অথবা গোধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও। ১৪। হে ওষধিগণ! তোমাদের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাকে আর একজন রক্ষা করুক। এরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্যকারিণী হয়ে আমার এ কথা রক্ষা কর। ১৫। যারা ফলবতী অথবা যারা ফলবতী নয়, যারা পুষ্পবতী অথবা যারা সেরূপ নয়, বৃহস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সে সমস্ত ওষধি আমাদের পাপ হতে রক্ষা করুক। ১৬। কেউ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হয়েছে অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হতে এবং অন্যান্য সকল দেবতাসংক্রান্ত পাপ হতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক। ১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হতে নিম্নে পতিত হবার সময় বলেছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি তার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না। ১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করে থাকে, হে ওষধি! তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ, তুমি বাসনা পূর্ণ করতে এবং হৃদয়কে সুখী করতে সমর্থ। ১৯। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সে সকল ওষধি এ রোগী ব্যক্তির বলাধান করুক অথবা এ উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক। (এ স্থলে ভিষক যে ওষধিটি উপস্থিত রোগে ব্যবহার করবেন, তার বিষয়ে বলছেন)। ২০। হে ওষধিগণ! আমি তোমাদের খননকর্তা, আমি যেন নষ্ট না হই এবং যার জন্য খনন করছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদের যা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হোক, চতুষ্পদ হোক, সকলি যেন নীরোগ থাকে। ২১। যে সকল ওষধি আমার এ বাক্য শুনছে অথবা যারা অতি দূরে আছে, সে সকল ওষধি একত্র হয়ে এ উপস্থিত ওষধিকে বীর্যবতী করুক। ২২। ওষধিগণ সোমরাজার সাথে এ কথোপকথন করছে, হে রাজন! স্তোতা যার চিকিৎসা করে, তাকেই আমরা পরিত্রাণ করি। ২৩। হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ, যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদের নিকট হীন হয়।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। এ হতে প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক কালে নানা রোগের জন্য নানা রূপ উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হত।

৯৮ সূক্ত ॥ নানা দেবতা। দেবাপি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বৃহস্পতে প্রতি মে দেবতামিহি মিত্রো বা যদ্বরুণো বাসি পূষা।
আদিত্যৈর্বা যদ্বসুভির্মরুত্বান্ত্স পর্জন্যং শন্তনবে বৃষায় ॥ ১
আ দেবো দূতো অজিরশ্চিকিত্বান্তদ্দেবাপে অভি মামগচ্ছৎ।
প্রতীচীনঃ প্রতি মামা ববৃৎস্ব দধামি তে দ্যুমতীং বাচমাসন্ ॥ ২
অস্মে ধেহি দ্যুমতীং বাচমাসন্বৃহস্পতে অনমীবামিষিরাম্।
যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব দিবো দ্রপ্সো মধুমাঁ আ বিবেশ ॥ ৩
আ নো দ্রপ্সা মধুমন্তো বিশন্ত্বিন্দ্র দেহ্যধিরথং সহস্রম্।
নি ষীদ হোত্রমৃতুথা যজস্ব দেবান্দেবাপে হবিষা সপর্য ॥ ৪
আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপির্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।
স উত্তরস্মাদধরং সমুদ্রমপো দিব্যা অসৃজদ্বর্ষ্যা অভি ॥ ৫
অস্মিন্ত্সমুদ্রে অধ্যুত্তরস্মিন্নাপো দেবেভির্নিবৃতা অতিষ্ঠন্।
তা অদ্রবন্নার্ষ্টিষেণেন সৃষ্টা দেবাপিনা প্রেষিতা মৃক্ষিণীষু ॥ ৬
যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।
দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ ॥ ৭
যং ত্বা দেবাপিঃ শুশুচানো অগ্ন আর্ষ্টিষেণো মনুষ্যঃ সমীধে।
বিশ্বেভির্দেবৈরনুমদ্যমানঃ প্র পর্জন্যমীরয়া বৃষ্টিমন্তম্ ॥ ৮
ত্বাং পূর্ব ঋষয়ো গীর্ভিরায়ন্ত্বামধ্বরেষু পুরুহূত বিশ্বে।
সহস্রাণ্যধিরথন্যস্মে আ নো যজ্ঞং রোহিদশ্বোপ যাহি ॥ ৯
এতান্যগ্নে নবতির্নব ত্বে আহুতান্যধিরথা সহস্রা।
তেভির্বর্ধস্ব তন্বঃ শূর পূর্বীর্দিবো নো বৃষ্টিমিষিতো রিরীহি ॥ ১০
এতান্যগ্নে নবতিং সহস্রা সং প্র যচ্ছ বৃষ্ণ ইন্দ্রায় ভাগম্।
বিদ্বান্ পথ ঋতুশো দেবযানানপ্যৌলানং দিবি দেবেষু ধেহি ॥ ১১
অগ্নে বাধস্ব বি মৃধো বি দুর্গহাপামীবামপ রক্ষাংসি সেধ।
অস্মাৎ সমুদ্রাদ্বৃহতো দিবো নোঽপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজেহ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে বৃহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে যাও। তুমি মিত্র বা বরুণ বা পূষাই হও অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য (১) মেঘকে বারিবর্ষণ করাও। ২। হে দেবাপি! কোন এক বিজ্ঞ শীঘ্রগামী দেব তোমার নিকট হতে দূতস্বরূপ হয়ে আমার নিকট আসুক। হে বৃহস্পতি! আমাদের প্রতি অভিমুখ হয়ে এস। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করেছি। ৩। হে বৃহস্পতি! আমাদের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলে দাও যা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তা দিয়ে আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হতে আগমন করুক। ৪। মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদের নিমিত্ত আসুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপনপূর্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাপি! এ হোমকার্যে এসে বস, কালে কালে দেবতাদের পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়ে সন্তুষ্ট কর! ৫। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করে হোম করতে বসলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি

নীচের সমুদ্রে আনলেন। ৬। এ উপরের সমুদ্র (২) অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করে রেখেছিলেন। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি সে জল সঞ্চালিত করলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হল। ৭। যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করলেন তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনে সে স্তুতিবাক্যের উদয় করে দিয়েছিলেন। ৮। হে অগ্নি! ঋষ্টিসেনের পুত্র মনুষ্য-জাতীয় দেবাপি উজ্জ্বল হয়ে তোমাকে প্রজ্বলিত করেছে। সকল দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হয়ে তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্তিত কর। ৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেবা করেছিলেন। হে রোহিতনামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদের যজ্ঞের দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্বক নিয়ে এস। ১০। হে অগ্নি! এ দেখ নবনবতিসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হল। হে বীর! তার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল বৃদ্ধিযুক্ত কর। আমাদের প্রার্থনা শুনে আকাশ হতে বৃষ্টি আন। ১১। হে অগ্নি! এ নবতিসহস্র আহুতি। বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে এর ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদের নিকট যাবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তা তুমি জান অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদের নিকট সংস্থাপন কর। ১২। হে অগ্নি! শত্রুদের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর, রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এ সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হতে অপরিসীম জল এনে দাও।

টীকা ঃ ১। শন্তনু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বোধ হয় এ সূক্ত রচিত বা উচ্চারিত হয়েছিল। ২। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আকাশকে সমুদ্র বলা হয়েছে। আকাশ জলীয় বলে অনুভব ছিল। ১২ ঋক দেখুন।

৯৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বম্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কং নশ্চিত্রমিষণ্যসি চিকিত্বান্ পৃথুগ্মানং বাশ্রং বাবৃধধ্যৈ।
কত্তস্য দাতু শবসো ব্যুষ্টৌ তক্ষদ্বজ্রং বৃত্রতুরমপিন্বৎ ॥ ১
স হি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম পৃথুং যোনিমসুরত্বা সসাদ।
স সনীলেভিঃ প্রসহানো অস্য ভ্রাতুর্ন ঋতে সপ্তথস্য মায়াঃ ॥ ২
স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্ত্স্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।
অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ৩
স যহ্ব্যো বনীর্গোষ্বর্বা জুহোতি প্রধন্যাসু সস্রিঃ।
অপাদো যত্র যুজ্যাসোঽরথা দ্রোণ্যশ্বাস ঈরতে ঘৃতং বাঃ ॥ ৪
স রুদ্রেভিরশস্তবার ঋভ্বা হিত্বী গয়মারে অবদ্য আগাৎ।
বম্রস্য মন্যে মিথুনা বিবব্রী অন্নমভীত্যারোদয়ন্মুষায়ন্ ॥ ৫
স ইদ্দাসং তুবীরবং পতির্দন্ষলক্ষং ত্রিশীর্ষাণং দমন্যৎ।
অস্য ত্রিতো ন্বোজসা বৃধানো বিপা বরাহময়ো অগ্রয়া হন্ ॥ ৬
স দ্রুহ্বণে মনুষ ঊর্ধ্বসান আ সাবিষদর্শসানায় শরুম্।
স নৃতমো নহুষোঽস্মৎসুজাতঃ পুরোঽভিনদর্হন্দস্যুহত্যে ॥ ৭
সো অভ্রিয়ো ন যবস উদন্যন্ ক্ষয়ায় গাতুং বিদন্নো অস্মে।
উপ যৎ সীদদিন্দুং শরীরৈঃ শ্যেনোঽয়োপাষ্টির্হন্তি দস্যূন্ ॥ ৮
স ব্রাধতঃ শবসানেভিরস্য কুৎসায় শুষ্ণং কৃপণে পরাদাৎ।
অয়ং কবিমনয়চ্ছস্যমানমৎকং যো অস্য সনিতোত নৃণাম্ ॥ ৯

অয়ং দশস্যন্নর্যেভিরস্য দস্মো দেবেভির্বরুণো ন মায়ী।
অয়ং কনীন ঋতুপা অবেদ্যমিমীতাররুং যশ্চতুষ্পাৎ ॥ ১০
অস্য স্তোমেভিরৌশিজ ঋজিশ্বা ব্রজং দরয়দ্বৃষভেণ পিপ্রোঃ।
সুত্বা যদ্যজতো দীদয়দ্গীঃ পুর ইয়ানো অভি বর্পসা ভূৎ ॥ ১১
এবা মহো অসুর বক্ষথায় বম্রকঃ পড়্ভিরুপ সর্পদিন্দ্রম্।
স ইয়ানঃ করতি স্বস্তিমস্মা ইষমূর্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি বুঝে বুঝে চমৎকার সম্পত্তি আমাদের প্রেরণ করে থাক, এ প্রচুর হয়ে উঠে, এ অতি উৎকৃষ্ট, এ দিয়ে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যেতে পারে? তাঁর নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্র নির্মিত হয়েছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করে যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুদ্গণের সাথে শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁকে ত্যাগ করে কোন কার্যই হবার নয়। ৩। তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ববস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হয়ে যুদ্ধে অবস্থিত হন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হতে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাদের নিজতেজে পরাভব করেন। ৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করে মেঘে ভ্রমণপূর্বক উর্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সে সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হয়ে ঘৃততুল্য জল বইয়ে দেয়, তাদের চরণ নেই, রথ নেই, দ্রোণিই তাদের অশ্ব (১)। ৫। সে ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভিলাষ পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্নাম তাঁর নিকটেও যায় না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণের সাথে এ স্থানে আসুন। আমি বম্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধ হয় দূর হল, কারণ আমি গিয়ে শত্রুর অন্ন হরণ করেছি এবং শত্রুদের রোদন করিয়েছি। ৬। সে প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করেছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচক্ষু শত্রুকে দমন করেছেন। ত্রিত এর তেজে তেজস্বী হয়ে লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করেছে। ৭। তাঁর কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তা হলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করে শত্রু হিংসা করবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদের সর্বোৎকৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়ে মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রু পুরী ধ্বংস করলেন। ৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদের ভবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি আপন শরীরের সর্বাংশে সোম সেচন করে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পার্ষ্ণি ভাগের দ্বারা দস্যুদের বধ করেন। ৯। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদের দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করে দেন। কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনে শুষ্ণ নামক অসুরকে ছেদন করেছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ নিয়ে দান করলেন, তিনি তাঁকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দান করেন। ১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুদ্গণের সাথে ধন দিতে ইচ্ছা করে ধন পাঠিয়েছেন। তিনি বরুণের ন্যায় নিজ তেজে সুশ্রী এবং ক্ষমতাবান। তিনি রম্যমূর্তি, কালে কালে রক্ষাকর্তা বলে সকলে তাঁকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করলেন। ১১। ঋজিশ্বা নামক উশিজের পুত্র তাঁকে স্তব করে বজ্রদ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করলেন। যখন সে উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক স্তববাক্য বলেছিলেন তখন ইন্দ্র এসে নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করলেন। ১২। হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র,

প্রচুর হোমদ্রব্য দেবার জন্য পাদচারী হয়ে তোমার নিকট এসেছি। তুমি এসে এ ব্যক্তির অর্থাৎ আমার মঙ্গল কর, অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর।

টীকা ঃ ১। দ্রোণি অর্থাৎ সেচনী দ্বারা জল নিয়ে ক্ষেত্রে সেচন কর।

১০০ সূক্ত ॥ বিশ্বে দেবা দেবতা। দুবস্যু ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র দৃহ্য মঘবন্ত্বাবদিদ্ভুজ ইহ স্তুতঃ সুতপা বোধি নো বৃধে।
দেবেভির্নঃ সবিতা প্রাবতু শ্রুতমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১
ভরায় সু ভরত ভাগমৃত্বিয়ং প্র বায়বে শুচিপে ক্রন্দদিষ্টয়ে।
গৌরস্য যঃ পয়সঃ পীতিমানশ আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ২
আ নো দেবঃ সবিতা সাবিষদ্বয় ঋজূয়তে যজমানায় সুন্বতে।
যথা দেবান্ প্রতিভূষেম পাকবদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৩
ইন্দ্রো অস্মে সুমনা অস্তু বিশ্বহা রাজা সোমঃ সুবিতস্যাধ্যেতু নঃ।
যথাযথ মিত্রধিতানি সন্দধুরা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৪
ইন্দ্র উক্থেন শবসা পরুর্দধে বৃহস্পতে প্রতরীতাস্যায়ুষঃ।
যজ্ঞো মনুঃ প্রমতির্নঃ পিতা হি কমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৫
ইন্দ্রস্য নু সুকৃতং দৈব্যং সহোঽগ্নির্গৃহে জরিতা মেধিরঃ কবিঃ।
যজ্ঞশ্চ ভূদ্বিদথে চারুরন্তম আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৬
ন বো গুহা চকৃম ভূরি দুষ্কৃতং নাবিষ্ট্যং বসবো দেবহেলনম্।
মাকির্নো দেবা অনৃতস্য বর্পস আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৭
অপামীবাং সবিতা সাবিষন্ন্যগ্ বরীয় ইদপ সেধন্ত্বদ্রয়ঃ।
গ্রাবা যত্র মধুষুদুচ্যতে বৃহদা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৮
ঊর্ধ্বো গ্রাবা বসবোঽস্তু সোতরি বিশ্বা দ্বেষাংসি সনুতর্যুযোত।
স নো দেবঃ সবিতা পায়ুরীড্য আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ৯
ঊর্জং গাবো যবসে পীবো অত্তন ঋতস্য যাঃ সদনে কোশে অঙ্ধ্বে।
তনূরেব তন্বো অস্তু ভেষজমা সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১০
ক্রতুপ্রাবা জরিতা শশ্বতামব ইন্দ্র ইদ্ভদ্রা প্রমতিঃ সুতাবতাম্।
পূর্ণমূধর্দিব্যং যস্য সিক্তয় আ সর্বতাতিমদিতিং বৃণীমহে ॥ ১১
চিত্রস্তে ভানুঃ ক্রতুপ্রা অভিষ্টিঃ সন্তি স্পৃধো জরণিপ্রা অধৃষ্টাঃ।
রজিষ্ঠয়া রজ্যা পশ্ব আ গোস্তূতূর্ষতি পর্যগ্রং দুবস্যুঃ ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ এ শত্রু সৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্বক আমাদের রক্ষা করবার জন্য জাগরূক হও, আমাদের শ্রীবৃদ্ধিবিধান কর। অন্যান্য দেবতার সাথে সবিতা আমাদের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্ব-সংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি। ২। উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোমপান করেন, তাঁর যাবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পানক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৩। আমাদের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেবসবিতা অন্নদান করুন। যেন সে পরিপক্ক অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চনা করতে পারি। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৪। ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হোন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করেছেন, উক্ত কার্য সে প্রকারে সম্পন্ন হোক। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৫। ইন্দ্র চমৎকার অন্নদান

করে আমাদের দেহ রক্ষা করলেন। হে বৃহস্পতি ! তুমি পরমায়ু প্রদান করে থাক। যজ্ঞই আমাদের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৬। দেবতাদের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করেছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য নির্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমণীয় এবং অস্মদাদির অতি আত্মীয়। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৭। হে বসুগণ। তোমাদের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নি অথবা তোমাদের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য করিনি যাতে দেবতাদের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ ! আমাদের মিথ্যারূপী কর না। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ৮। যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন তথাকার রোগ দূর করেন, পর্বতগণ যেন গুরুতর অনর্থ অধপাতিত করেন। ৯। হে বসুগণ ! সোম প্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তর উন্নত হোক, সকল শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করে দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁকে স্তব করা উচিত। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১০। হে গাভীগণ ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণ-পূর্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়ে থাক। তোমাদের দেহ-নির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হোক। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরাযুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদের রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পেয়ে অনুকূল হন। তাঁর স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি। ১২। হে ইন্দ্র ! তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তা যজ্ঞ পূরণ করে, সেরূপ ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করবার যোগ্য। তোমার দুর্ধর্ষ কার্য সকল স্তবকর্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এ নিমিত্ত দুবস্যু নামক ঋষি অতি সরল রজ্জুদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করছেন।

১০১ সূক্ত ॥ বিশ্বে দেবা দেবতা। বুধ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, জগতী ছন্দ।

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীলাঃ।
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ ॥ ১
মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ ॥ ২
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥ ৩
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৪
নিরাহাবান্ কৃণোতন সং বরত্রা দধাতন।
সিঞ্চামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতম্ ॥ ৫
ইষ্কৃতাহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং। উদ্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতম্ ॥ ৬
প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বম্।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণম্ ॥ ৭
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্ ॥ ৮
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত উতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গোঃ ॥ ৯
আ তু ষিঞ্চ হরীমিং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরি ষ্বজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত ॥ ১০

উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোহন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নি ষূ দধিধ্বমখনন্ত উৎসম্‌ ॥ ১১
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ১২

অনুবাদ ঃ　১। হে সখাগণ! একমন হয়ে জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্তী হয়ে অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী ঊষা ও ইন্দ্রকে এঁদের রক্ষা করবার জন্য আহ্বান করছি। ২। গম্ভীর স্বরে স্তব কর (১), অবিরত সহযোগদ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর, অস্ত্রসকল শাণিত ও শোভিত কর, হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ৩। লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর, এ স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে বীজ বপন কর, আমাদের স্তবের সাথে আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হোক। সৃণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্তী পক্বশস্যে পতিত হোক। ৪। লাঙ্গলগুলি যোজিত হচ্ছে, কর্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করছে, বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়ছেন। ৫। পশুদের জলপানস্থান প্রস্তুত কর, বরত্রা (চর্মরজ্জু) যোজনা কর, এ উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্যযুক্ত গর্ত হতে জল সেচন করি। ৬। পশুদের জলপানস্থান প্রস্তুত হয়েছে, এ উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্তে সুন্দর চর্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়, এ হতে জল সেচন কর। ৭। ঘোটকদের পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এরূপ রথ প্রস্তুত কর। এ জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হবে। এতে প্রস্তরনির্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হবে। এ জলপূর্ণ কর। ৮। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সে স্থানই মনুষ্যদের জল পান করবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, এ হতে যেন জল পরিস্রুত না হয়। ৯। হে দেবগণ! তোমাদের ধ্যান আবৃত্তি করছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সে ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সে ধ্যান তোমাদের যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করে গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, সেরূপ সে ধ্যান যেন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করে। ১০। কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশ অঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটি বেষ্টনপূর্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দু ধুরাতে যোজিত কর। ১১। বহনকারী পশু রথের দু ধুরা শব্দায়মান করে বিচরণ করছে, যেন দু ভার্যার স্বামী রতিক্রিয়া করছে। কাষ্ঠনির্মিত শকটকে এর কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, এর মূলদেশে যেন খনন কর না, অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট না হয়। ১২। হে কর্মাধ্যক্ষগণ! এ ইন্দ্র সুখের দাতা, এঁকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দেবার জন্য এঁকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সে ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র তোমাদের সকলের সমান পীড়াভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁকে এখানে আহ্বান কর যে তিনি সোমপান করবেন।

টীকা ঃ ১। এ স্থান হতে কয়েকটি ঋকে কৃষি কার্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

১০২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মুদগল ঋষি। বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দ।

প্র তে রথং মিথূকৃতমিন্দ্রোহবতু ধৃষ্ণুয়া।
অস্মিন্নাজৌ পুরুহূত শ্রবায্যে ধনভক্ষেষু নোহব ॥ ১

উৎস্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্ ।
রথীরভূন্মুদ্‌গলানী গবিষ্টৌ ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা ॥ ২
অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতঃ।
দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা সনুতর্যবয়া বধম্ ॥ ৩
উদ্নো হ্রদমপিবজ্জর্হৃষাণঃ কূটং স্ম তৃংহদভিমাতিমেতি ।
প্র মুষ্কভারঃ শ্রব ইচ্ছমানোঽজিরং বাহূ অভরংসিষাসন্ ॥ ৪
ন্যক্রন্দয়ন্নুপযন্ত এনমমেহয়ন্বৃষভং মধ্য আজেঃ ।
তেন সূভর্বং শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্‌গলঃ প্রধনে জিগায় ॥ ৫
ককর্দবে বৃষভো যুক্ত আসীদবাবচীৎসারথিরস্য কেশী ।
দুধের্যুক্তস্য দ্রবতঃ সহানস ঋচ্ছন্তি ষ্মা নিষ্পদো মুদ্‌গলানীম্ ॥ ৬
উত প্রধিমুদহন্নস্য বিদ্বানুপায়ুনগ্ বংসগমত্র শিক্ষন্ ।
ইন্দ্র উদাবৎপতিমঘ্ন্যানামরংহত পদ্যাভিঃ ককুদ্মান্ ॥ ৭
শুনমষ্ট্রাব্যচরৎ কপর্দী বরত্রায়াং দার্বানহ্যমানঃ ।
নৃম্ণানি কৃণ্বন্ বহবে জনায় গাঃ পস্পশানস্তবিষীরধত্ত ॥ ৮
ইমং তং পশ্য বৃষভস্য যুঞ্জং কাষ্ঠায়া মধ্যে দ্রুঘণং শয়ানম্ ।
যেন জিগায় শতবৎসহস্রং গবাং মুদ্‌গলঃ পৃতনাজ্যেষু ॥ ৯
আরে অঘা কো ন্বিত্থা দদর্শ যং যুঞ্জন্তিং তম্বা স্থাপয়ন্তি ।
নাস্মৈ তৃণং নোদকমা ভরন্ত্যুত্তরো ধুরো বহতি প্রদেদিশৎ ॥ ১০
পরিবৃক্তেব পতিবিদ্যমানট্ পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিঞ্চন্ ।
এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম সুমঙ্গলং সিনবদস্তু সাতম্ ॥ ১১
ত্বং বিশ্বস্য জগতশ্চক্ষুরিন্দ্রাসি চক্ষুষঃ ।
বৃষা যদাজিং বৃষণা সিষাসসি চোদয়ন্বধ্রিণা যুজা ॥ ১২

অনুবাদ ঃ ১। হে মুদ্‌গল ! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয় তখন দুর্ধর্ষ ইন্দ্র তা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র ! এ বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদের রক্ষা কর। ২। মুদ্‌গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হয়ে সহস্রজয়িনী হলেন তখন বায়ু তাঁর বস্ত্র সঞ্চালিত করল, গাভীজয়ের সময় মুদ্‌গলপত্নী রথী হলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সে মুদ্‌গলানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হতে বার করে আনলেন (১)। ৩। হে ইন্দ্র ! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হোক, বা আর্যজাতীয় হোক, ওকে অপ্রকাশরূপে বধ কর (২)। ৪। দেখ এ বৃষ মহানন্দে জলপান করল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গদ্বারা খননপূর্বক শত্রুর দিকে যাচ্ছে। তার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হয়ে দু শৃঙ্গ শাণিত করে শীঘ্র আসছে। ৫। মনুষ্যগণ এ বৃষের নিকটে গিয়ে একে চীৎকার করাল, যুদ্ধ মধ্যে একে প্রস্রাব করাল। তাতে মুদ্‌গল উত্তম আহারপটু শতসহস্র গাভী জয় করলেন। ৬। শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হল, এর কেশধারিণী সারথি অর্থাৎ মুদ্‌গলানী শব্দ করতে লাগলেন। রথে যোজিত সে বৃষকে ধরে রাখা গেল না, সে শকট নিয়ে ধাবমান হল, সৈন্যগণ নির্গত হয়ে মুদ্‌গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলল। ৭। সে বিদ্বান মুদ্‌গল রথের চক্রের পরিধি বেঁধে দিয়েছিলেন। কৌশলসহকারে রথে বৃষকে যোজনা করলেন। সে গাভীগণের পতি অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করলেন। সে বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলল। ৮। প্রতোদধারী ও কপর্দী চর্মরজ্জুদ্বারা কাষ্ঠ বাঁধতে বাঁধতে সুচারুরূপে বিচরণ করলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করে ধরে আনলেন। ৯। দেখ,

যুদ্ধ সীমার মধ্যে এ যে মুদ্গর পতিত আছে, এ সে বৃষের সহকারিতা করেছিল। এ দ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্য মধ্যে শতসহস্র গাভী জয় করেছিলেন। ১০। অতি দূরদেশেও কে বা এপ্রকার কখন দেখেছে? যাকে রথে যোজনা করেছে, তাকেই আরোহণ করিয়েছে। একে ঘাসজল দেয়না অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করছে, এবং প্রভুকে জয়ীও করছে (৩)। ১১। মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করে পতির ধন গ্রহণ করলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করলেন। এরূপ সারথি দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ, যাদের চক্ষু আছে তাদের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী, তুমি দুটি পুরুষজাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করে চালিত কর এবং ধনদান কর।

টীকা: ১। যুদ্ধরথে নারীর সারথিরূপে বর্তমান থাকার কথা। ৩, ৮ ও ১১ ঋক দেখুন। ২। দাস ও আর্য জাতির উল্লেখ। এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট।

১০৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র ও অপ্বা দেবতা। অপ্রতিরথ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ ॥ ১
সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধো নর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা ॥ ২
স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্বশী সংস্রষ্টা স যুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা ॥ ৩
বৃহস্পতে পরি দীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্ ॥ ৪
বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্বাজী সহমান উগ্রঃ।
অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমা তিষ্ঠ গোবিৎ ॥ ৫
গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা।
ইমং সজাতা অনু বীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনু সং রভধ্বম্ ॥ ৬
অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।
দুশ্চ্যবনঃ পৃতনাষালয়ুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্র যুৎসু ॥ ৭
ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম্ ॥ ৮
ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ ॥ ৯
উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বনাং মামকানাং মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ ॥ ১০
অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু ॥ ১১
অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ ১২
প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম যচ্ছতু।
উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ ॥ ১৩

অনুবাদ: ১। ইন্দ্র সর্বব্যাপী শত্রুদের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী,

মনুষ্যদের বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদের রোদন করান, সর্বদা সকল দিকে বৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করেছেন। ২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ! ইন্দ্রকে সহায় পেয়ে জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করে জয়ী হন, তাঁকে কেউ স্থান ভ্রষ্ট করতে পারে না, তিনি দুর্ধর্ষ, তাঁর হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন। ৩। বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাঁরই অভিমুখে গমন করেন, তাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁর বিলক্ষণ ভুজবল ও ভয়ানক ধনু, সে ধনু হতে বাণ ত্যাগ করে শত্রু পাতিত করেন। ৪। হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদের বধ করতে করতে এবং শত্রুদের পীড়া দিতে দিতে রথযোগে এস। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদের মেরে ফেল, জয়ী হও, আমাদের রথগুলি রক্ষা কর। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বলাবল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর তেজস্বী বেগবান ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্র স্বরূপ। তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর। ৬। ইন্দ্র মেঘদের বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁর হস্তে বজ্র, তিনি অস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! এঁর দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর, হে সখাগণ! এঁর অনুসারী হয়ে পরাক্রম প্রকাশ কর। ৭। শত যজ্ঞকারী বীর ইন্দ্র মেঘদের দিকে ধাবমান হচ্ছেন, তাঁর দয়া নেই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁর সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না, যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন। ৮। ইন্দ্র সে সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাদের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাদের অগ্রে থাকুন, মরুদগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেব-সেনাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুন। ৯। বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ আদিত্যগণ ও মরুদগণ, এঁদের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করে জয়ী হতে লাগলেন তখন কোলাহল উপস্থিত হল। ১০। হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, আমার অনুচরদের মন উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদের বল উদ্রিক্ত হোক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হোক। ১১। যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদেরই দিকে থাকেন, আমাদের বাণগুলি যেন জয়ী হয়, আমাদের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়, হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদের রক্ষা কর। ১২। হে অপ্বা (১)! তুমি চলে যাও, ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর, এদের শরীরে প্রবেশ কর, ওদের দিকে যাও, শোকের দ্বারা ওদের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর, শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সাথে একত্র হোক। ১৩। হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও, ইন্দ্র তোমাদের সুখী করুন। তোমরা নিজে যেমন দুর্ধর্ষ, তোমাদের বাহুও তেমনি ভয়ঙ্কর হোক।

টীকা ঃ ১। 'পাপ্ দেবতা।' সায়ণ। 'ব্যাধির্বা ভয়ং বা।' নিরুক্ত। ৬।১২। 'Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, Vol. V. he refers to the word as denoting a goddess.'—Muir's Sanskrit Texts.,

১০৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অষ্টক ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

অসাবি সোমঃ পুরুহূত তুভ্যং হরিভ্যাং যজ্ঞমুপ যাহি তূয়ম্।
তুভ্যং গিরো বিপ্রবীরা ইয়ানা দধন্বির ইন্দ্র পিবা সুতস্য ॥ ১

অংসু ধূতস্য হরিবঃ পিবেহ নৃভিঃ সুতস্য জঠরং পৃণস্ব।
মিমিক্ষুর্যমদ্রয় ইন্দ্র তুভ্যং তেভিবর্ধস্ব মদমুক্থবাহঃ ॥ ২
প্রোগ্রাং পীতিং বৃষ্ণ ইয়র্মি সত্যাং প্রয়ৈ সুতস্য হর্যশ্ব তুভ্যম্।
ইন্দ্র ধেনাভিরিহ মাদয়স্ব ধীভির্বিশ্বাভিঃ শচ্যা গৃণানঃ ॥ ৩
উতী শচীবস্তব বীর্যেণ বয়ো দধানা উশিজ ঋতজ্ঞাঃ।
প্রজাবদিন্দ্র মনুষো দুরোণে তস্থুর্গৃণন্তঃ সধমাদ্যাসঃ ॥ ৪
প্রণীতিভিষ্টে হর্যশ্ব সুষ্টোঃ সুষুম্নস্য পুরুরুচো জনাসঃ।
মংহিষ্ঠামূতিং বিতিরে দধানাঃ স্তোতার ইন্দ্র তব সূনৃতাভিঃ ॥ ৫
উপ ব্রহ্মাণি হরিবো হরিভ্যাং সোমস্য যাহি পীতয়ে সুতস্য।
ইন্দ্র ত্বা যজ্ঞঃ ক্ষমমাণমানড্ দাশ্বাঁ অস্যধ্বরস্য প্রকেতঃ ॥ ৬
সহস্রবাজমভিমাতিষাহং সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিম্।
উপ ভূষন্তি গিরো অপ্রতীতমিন্দ্রং নমস্যা জরিতুঃ পনন্ত ॥ ৭
সপ্তাপো দেবীঃ সুরণা অমৃক্তা যাভিঃ সিন্ধুমতর ইন্দ্র পূর্ভিৎ।
নবতিং স্রোত্যা নব চ স্রবন্তীর্দেবেভ্যো গাতুং মনুষে চ বিন্দঃ ॥ ৮
অপো মহীরভিশস্তেরমুঞ্চোঽজাগরাস্বাধ দেব একঃ।
ইন্দ্র যাস্ত্বং বৃত্রতূর্যে চকর্থ তাভির্বিশ্বায়ুস্তন্বং পুপুষ্যাঃ ॥ ৯
বীরেণ্যঃ ক্রতুরিন্দ্রঃ সুশস্তিরুতাপি ধেনা পুরুহূতমীট্টে।
আর্দয়দ্বৃত্রমকৃণোদু লোকং সসাহে শক্রঃ পৃতনা অভিষ্টিঃ ॥ ১০
শুনং হুবেম মঘবানমিন্দ্রমস্মিন্ ভরে নৃতমং বাজসাতৌ।
শৃণ্বন্তমুগ্রমূতয়ে সমৎসু ঘ্নন্তং বৃত্রাণি সঞ্জিতং ধনানাম্ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরুহূত! তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, দুই ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে এস। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করতে করতে ঐ সোম দিয়েছেন। হে ইন্দ্র! সোম পান কর। ২। হে হরি-নামক ঘোটকের স্বামী! কর্মাধ্যক্ষকগণ যা প্রস্তুত করে জলে পরিষ্কার করে নিয়েছেন, সে সোম পান কর, উদর পূর্ণ কর। প্রস্তরগণ যা তোমার জন্য সেচন করে দিয়েছে, তা দ্বারা মত্ত হও, প্রশংসা সকল গ্রহণ কর। ৩। হে হরি নামক অশ্বের স্বামী! সোম প্রস্তুত হয়েছে, তুমি বর্ষণকারী, যজ্ঞে আসবে বলে তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিচ্ছি। হে ইন্দ্র! উত্তম উত্তম স্তব পেয়ে আমোদ কর। বিবিধ কার্য কর, নানা প্রকারে তোমার স্তব হোক। ৪। হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র! উশিজ বংশীয়েরা যজ্ঞ করতে জানে। তোমার আশ্রয় পেয়ে তোমার প্রভাবে অন্ন-লাভ করে এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হয়ে যজমানের গৃহে রইল, তারা সকলে আমোদ করে তোমাকে স্তব করতে লাগল। ৫। হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রণয়ন করেছ, তা দিয়ে তোমাকে স্তব করে বিস্তর লোকে নিজে রক্ষা পেয়েছে এবং অপরকে রক্ষা করেছে। ৬। হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! যে সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, তা পান করবার জন্য হরিনামক দু ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে যাও। তুমি ক্ষমতাবান, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হয়ে দান কর। ৭। যাঁর অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুদের পরাভব করেন যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়, যাঁর বিপক্ষে কেউ যেতে পারে না, স্তব সকল তাঁকে ভূষিত করছে, স্তবকর্তার প্রণামগুলি তাঁকে পূজা করছে। ৮। হে ইন্দ্র! অতি চমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাত নদী

আছে, তুমি সে নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ করে সিন্ধু পার হলে। তুমি দেব মনুষ্যের উপকারার্থে নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছ। ৯। তুমি জল সমূহের আচ্ছাদন খুলে দিয়েছ, তুমি একাকী উল্লিখিত জল আনার জন্য মনোযোগী হয়েছিলে। হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ উপলক্ষে তুমি যে সকল কার্য করেছ তা দিয়ে সকল সংসারের শরীর পোষণ করেছ। ১০। ইন্দ্র মহাবীর ক্রিয়াকুশল, তাঁকে স্তব করলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হয়ে একে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধ করলেন, সংসার সৃষ্টি করলেন, ক্ষমতাযুক্ত হয়ে শত্রুপরাভব করলেন, বিপক্ষসেনার প্রতিকূলে গমন করলেন। ১১। (১০।৮৯।১৮ ঋকের সাথে এক)।

১০৫ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুমিত্র অথবা দুর্মিত্র ঋষি। গায়ত্রী, পিপীলিকামধ্যা, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কদা বসো স্তোত্রং হর্যত আব শ্মশা রুধদ্বাঃ। দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥ ১
হরী যস্য সুযুজা বিব্রতা বেরর্বন্তানু শেপা। উভা রজী ন কেশিনা পতির্দন্ ॥ ২
অপ যোরিন্দ্রঃ পাপজ আ মর্তো ন শশ্রমাণো বিভীবান্।
শুভে যদ্যুযুজে তবিষীবান্ ॥ ৩
সচায়োরিন্দ্রশ্চর্কৃষ আঁ উপানসঃ সপর্যন্। নদয়োর্বিব্রোতয়োঃ শূর ইন্দ্রঃ ॥ ৪
অধি যস্তস্থৌ কেশবন্তা ব্যচস্বন্তা ন পুষ্ট্যৈ। বনোতি শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্ ॥ ৫
প্রাস্তৌদৃষ্বৌজা ঋষ্বেভিস্ততক্ষ শূরঃ শবসা। ঋভুর্ন ক্রতুভির্মাতরিশ্বা ॥ ৬
বজ্রং যশ্চক্রে সুহনায় দস্যবে হিরীমশো হিরীমান্। অরুতহনুরদ্ভুতং ন রজঃ ॥ ৭
অব নো বৃজিনা শিশীহ্যচা বনেমানৃচঃ। নাব্রহ্মা যজ্ঞ ঋধগ্জোষতি ত্বে ॥ ৮
ঊর্ধ্বা যত্তে ত্রেতিনী ভূদ্যজ্ঞস্য ধূর্ষু সদ্মন্। সজূর্নাবং স্বযশসং সচায়োঃ ॥ ৯
শ্রিয়ে তে পৃশ্নিরুপসেচনী ভূচ্ছ্রিয়ে দর্বিররেপা। যয়া স্বে পাত্রে সিঞ্চস উৎ ॥ ১০
শতং বা যদসুর্য প্রতি ত্বা সুমিত্র ইথাস্তৌদ্দুর্মিত্র ইথাস্তৌৎ।
আবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসপুত্রং প্রাবো যদ্দস্যুহত্যে কুৎসবৎসম্ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়েছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করেছি, কবে আমাদের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হবে? ২। তাঁর দুটি পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য করে, দুটিই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাদের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করবার জন্য আসুন। ৩। বলবান ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করলেন তখন পাপের ফল সকল অপগত হল, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রইল না অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হল। ৪। ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হয়ে ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ করে দিলেন। তিনি নানা কার্যকারী শব্দায়মান দু ঘোটক চালাতে লাগলেন। ৫। তিনি কেশ-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দু ঘোটকে আরোহণপূর্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার সুগঠন দু হনু চালনাপূর্বক আহার প্রার্থনা করেন। ৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর, তিনি সুশ্রী, মরুৎদেবতাদের সাথে যজমানকে সাধুবাদ করলেন। তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন, যেরূপ ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন সেরূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য সম্পাদন করলেন। ৭। তিনি দস্যুকে বধ করবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করেছেন, তাঁর শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ, তাঁর ঘোটকও হরিৎবর্ণ, তাঁর হনুদেশ সুশ্রী, তিনি আকাশের ন্যায় বিশাল। ৮। আমাদের পাপ সমস্ত লঘু কর, আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋকশূন্য ব্যক্তিদের বধ করতে

পারি, যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নেই, তা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না (১)। ৯। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিকগণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করলেন তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করে আপনার কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর। ১০। যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে সে তোমার শুভের জন্য হোক, যে পাত্র দ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলে লও, সে দব্বী (হাতা) যেন নির্মল ও কল্যাণকর হয়। ১১। হে বলশালী! তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এ প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করলেন, দুর্মিত্র এরূপ স্তব করলেন, যেহেতু তুমি দস্যুহত্যাব্যাপারে কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করেছে। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এ সূক্তের ঋষি)।

টীকা : ১। ঋক্‌শূন্য লোকের উল্লেখ। তাদের ধর্মানুষ্ঠান স্তবশূন্য।

১০৬ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভূতাংশ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

উভা উ নূনং তদিদর্থয়েথে বি তন্বাথে ধিয়ো বস্ত্রাপসেব।
সধ্রীচীনা যাতবে প্রেমজীগঃ সুদিনেব পৃক্ষ আ তংসয়েথে ॥ ১
উষ্টারেব ফর্বরেষু শ্রয়েথে প্রায়োগেব শ্বাত্র্যা শাসুরেথঃ।
দূতেব হি ষ্ঠো যশসা জনেষু মাপ স্থাতং মহিষেবাবপানাৎ ॥ ২
সাকং যুজা শকুনস্যেব পক্ষা পশ্বেব চিত্রা যজুরা গমিষ্টম্।
অগ্নিরিব দেবয়োর্দীদিবাংসা পরিজ্মানেব যজথঃ পুরুত্রা ॥ ৩
আপী বো অস্মে পিতরেব পুত্রোগ্রেব রুচা নৃপতীব তুর্যৈ।
ইর্যেব পুষ্ট্যৈ কিরণেব ভুজ্যৈ শ্রুষ্টীবানেব হবমা গমিষ্টম্ ॥ ৪
বংসগেব পূষর্যা শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা শতরা শাতপন্তা।
বাজেবোচ্চা বয়সা ঘর্ম্যেষ্ঠা মেষেবেষা সপর্যা পুরীষা ॥ ৫
সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতূ নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা।
উদন্যজেব জেমনা মদেরু তা মে জরায্বজরং মরায়ু ॥ ৬
পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মেবার্থেষু তর্তরীথ উগ্রা।
ঋভূ নাপৎখরমজ্রা খরজ্রুর্বায়ুর্ন পর্ফরৎ ক্ষয়দ্রয়ীণাম্ ॥ ৭
ঘর্মেব মধু জঠরে সনেরূ ভগেবিতা তুর্ফরী ফারিবারম্।
পতরেব চচরা চন্দ্রনির্ণিঙ্‌মনঋঙ্গা মনন্যান জগ্মী ॥ ৮
বৃহন্তেব গম্ভরেষু প্রতিষ্ঠাং পাদেব গাধং তরতে বিদাথঃ।
কর্ণেব শাসুরনু হি স্মরাথোংশেব নো ভজতং চিত্রমপ্নঃ ॥ ৯
আরঙ্গরেব মধ্বেরয়েথে সারঘেব গবি নীচীনবারে।
কীনারেব স্বেদমাসিষ্বিদানা ক্ষামেবোর্জা সূযবসাৎ সচেথে ॥ ১০
ঋধ্যাম স্তোমং সনুয়াম বাজমা নো মন্ত্রং সরথেহোপ যাতম্।
যশো ন পক্বং মধু গোষ্বন্তরা ভূতাংশো অশ্বিনোঃ কামমপ্রাঃ ॥ ১১

অনুবাদ : ১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুজনে আমাদের আহুতি অভিলাষ করছ, যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, সেরূপ আমাদের স্তব বিস্তার করে দিচ্ছে (১)। এ যজমান উত্তমরূপে এ বলে স্তব করছে যে তোমরা একত্রে এস। চন্দ্র সূর্যের ন্যায় তোমরা খাদ্য দ্রব্যকে আলোকিত করে বসেছ। ২। যেরূপ দুটি বলীবর্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, সেরূপ তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুটি বৃষের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তব-কর্তার নিকট এসে থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদের নিকট যশস্বী হও।

দুটি মহিষ যেমন জলপান স্থান হতে অপসৃত হয় না সেরূপ তোমরাও সোম পান হতে অপসৃত হয়ো না। ৩। যেরূপ পক্ষীর দুটি পক্ষ পরস্পর মিলিত সেরূপ তোমরাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুটি পশুর ন্যায় তোমরা এ যজ্ঞে এসেছ। যজ্ঞকর্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্বত্রবিহারী দুটি পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানাস্থানে দেবপূজা করে থাক। ৪। পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি সেরূপ তোমরা আমাদের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশালী হও, রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হয়, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও, সূর্যকিরণের ন্যায় আলোক দান পূর্বক লোকদের সুখভোগের অনুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এ যজ্ঞে এস। ৫। সুচারুগতিশীল দুটি বৃষের ন্যায় তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস করে স্তব লাভ কর, দুটি ঘোটকের ন্যায় তোমরা খেয়ে খেয়ে উন্নতশরীরবিশিষ্ট হয়েছ এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুটি মেষের ন্যায় তোমরা আহারাদি পরিচর্যা প্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়েছ। ৬। অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমরা শরীর অবনত করে শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্মল, যেন জলমধ্যে জন্মেছ, তোমরা বলবান ও জয়শীল। সে তোমরা আমার মরণধর্মশীল দেহকে পুনর্বার যৌবনাবস্থা দান কর। ৭। হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়! যেরূপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করে দেয় সেরূপ তোমরা আমার জরাজীর্ণ মরণধর্মশীল দেহকে বিপদ হতে পার করে অভিলষিত বিষয়ে নিয়ে চল, তোমরা ঋভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পেয়েছ। সে শীঘ্রগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়ে গিয়ে শত্রুর ধন এনে দিয়েছে। ৮। তোমরা মহাবীরের ন্যায় আপন উদরে ঘৃত ঢেলে দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হয়ে শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান ও সর্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর। ৯। যেরূপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গভীর জল পার হবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কর্ণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্বক শোন। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদের এ বিচিত্র যজ্ঞে এস। ১০। শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকা যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে সেরূপ তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করে দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করে ঘর্মাক্ত কলেবর হয় সেরূপ তোমরা ঘর্মের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে গিয়ে আহার প্রাপ্ত হয় সেরূপ তোমরা যজ্ঞে এসে আহার পাও। ১১। আমরা স্তব বিস্তারিত করছি, আহার বিতরণ করছি, তোমরা একরথারূঢ় হয়ে আমাদের যজ্ঞে এস। গাভীর আপীন মধ্যে সুমিষ্ট আহারের ন্যায় দুগ্ধসঞ্চার হয়েছে। ভূতাংশ ঋষি এ স্তব করে অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ করলেন। টীকা ঃ ১। তন্তুবায়ের উল্লেখ।

১০৭ সূক্ত ॥ দক্ষিণা দেবতা। দিব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

আবিরভূন্মহি মাঘোনমেষাং বিশ্বং জীবং তমসো নিরমোচি।
মহি জ্যোতিঃ পিতৃভির্দত্তমাগাদুরুঃ পন্থা দক্ষিণায়া অদর্শি ॥ ১
উচ্চা দিবি দক্ষিণাবন্তো অস্থুর্যে অশ্বদাঃ সহ তে সূর্যেণ।
হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম প্র তিরন্ত আয়ুঃ ॥ ২
দৈবী পূর্তির্দক্ষিণা দেবযজ্যা ন কবারিভ্যো নহি তে পৃণন্তি।
অথা নরঃ প্রযতদক্ষিণাসোঽবদ্যভিয়া বহবঃ পৃণন্তি ॥ ৩

শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভি চক্ষতে হবিঃ।
যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সঙ্গমে তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরম্ ॥ ৪
দক্ষিণাবান্ প্রথমো হূত এতি দক্ষিণাবান্ গ্রামণীরগ্রমেতি।
তমেব মন্যে নৃপতিং জনানাং যঃ প্রথমো দক্ষিণামাবিবায় ॥ ৫
তমেব ঋষিং তমু ব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞন্যং সামগামুক্থশাসম্।
স শুক্রস্য তন্বো বেদ তিস্রো যঃ প্রথমো দক্ষিণয়া ররাধ ॥ ৬
দক্ষিণাশ্বং দক্ষিণা গাং দদাতি দক্ষিণা চন্দ্রমুত যদ্ধিরণ্যম্।
দক্ষিণান্নং বনুতে যো ন আত্মা দক্ষিণাং বর্ম কৃণুতে বিজানন্ ॥ ৭
ন ভোজা মম্রুর্ন ন্যর্থমীয়ুর্ন রিষ্যন্তি ন ব্যথন্তে হ ভোজাঃ।
ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎ সর্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি ॥ ৮
ভোজা জিগ্যুঃ সুরভিং যোনিমগ্রে ভোজা জিগ্যুর্বধ্বংয়া সুবাসাঃ।
ভোজা জিগ্যুরন্তঃ পেয়ং সুরায়া ভোজা জিগ্যুর্যে অহূতাঃ প্রয়ন্তি ॥ ৯
ভোজায়াশ্বং সং মৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যাশুম্ভমানা।
ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্ ॥ ১০
ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহন্তি সুবৃদ্রথো বর্ততে দক্ষিণায়াঃ।
ভোজং দেবাসোঽবতা ভরেষু ভোজঃ শত্রূন্ সমনীকেষু জেতা ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। এ সকল যজমানদের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজ প্রকাশ হল। সকল প্রাণী অন্ধকার হতে মুক্তি পেল, পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতি দিয়েছিলেন, তা উপস্থিত হল। দক্ষিণা দেবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হল। ২। যারা দক্ষিণা দেয়, তারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয় (১) অশ্ব-দানকারীরা সূর্যের সাথে একত্র হয়। সুবর্ণ দান করে অমরত্ব লাভ করে, বস্ত্র দাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ু হয়। ৩। দক্ষিণা দেবতাদের উপযুক্ত কর্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তিস্বরূপ অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্যকর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এ দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যারা কুৎসিতাচার তাদের কার্য দেবতারা পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তারা অনেকেই নিজ কর্ম পূর্ণ করতে পারে। ৪। যে বায়ু শতপথে বহমান হন, তাঁর জন্য ও আকাশবর্তী সূর্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদের উদ্দেশে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়। যাঁরা দেবতাদের পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁদের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পূরণ করে দেন। এ দক্ষিণা প্রাপ্ত হবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন। ৫। দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়, তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্ব প্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁকেই আমি লোকদের রাজা জ্ঞান করি। ৬। যিনি অগ্রে দক্ষিণা দিয়ে পুরোহিতদের তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা বলে কথিত হন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্তা, স্তব উচ্চারণকর্তা। তিনি অগ্নির তিন মূর্তি অবগত হন। ৭। দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়, দক্ষিণা হতে মন প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদের আত্মাস্বরূপ যে আহার তা দক্ষিণা হতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন। ৮। ভোজগণের (২) মৃত্যু নেই, তাঁরা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা বা দুঃখ পান না। এ পৃথিবী অথবা স্বর্গে যা কিছু বিদ্যমান আছে, তা সমস্তই দক্ষিণা তাদের দেন। ৯। ভোজেরা ঘৃত দুগ্ধাদির উৎপাদনকারিণী গাভী সর্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়, তারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়, সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী

নারী তারাই পায়, ভোজেরাই স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুদের জয় করে। ১০। ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাঁরই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে পুষ্করিণীর ন্যায় নির্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এ গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে। ১১। সুন্দরবহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে তারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদের জয় করে।

টীকা ঃ ১। স্বর্গলাভের কথা। দক্ষিণা অর্থাৎ দানই এ সূক্তের দেবতা। ২। 'ভোজ' অর্থে সায়ণ ভোজনদাতা অর্থাৎ দক্ষিণাদাতা করেছেন। ১১৭ সূক্তের ৩ ঋক দেখুন।

১০৮ সূক্ত ॥ পণিগণ, সরমা দেবতা। তারাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিং পরাচৈঃ।
কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥ ১
ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তন্ন আবত্তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥ ২
কীদৃঙ্ঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥ ৩
নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস যস্যেদং দতীরসরং পরাকাৎ।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥ ৪
ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ পরি দিবো অন্তান্ত্সুভগে পতন্তী।
কস্ত এনা অব সৃজাদয়ুধ্ব্যুতাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা ॥ ৫
অসন্যা বঃ পণয়ো বচাংস্যানিষব্যাস্তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবা অস্তু পন্থা বৃহস্পতির্ব উভয়া ন মৃলাৎ ॥ ৬
অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো গোভিরশ্বেভির্বসুভির্ন্যৃষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা রেকু পদমলকমা জগন্থ ॥ ৭
এহ গমন্নৃষয়ঃ সোমশিতা অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
ত এতমূর্বং বি ভজন্ত গোনামথৈতদ্বচঃ পণয়ো বমন্নিৎ ॥ ৮
এবা চ ত্বং সরম আজগন্থ প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্গা অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥ ৯
নাহং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বমিন্দ্রো বিদুরঙ্গিরসশ্চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্যদায়মপাত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥ ১০
দূরমিত পণয়ো বরীয় উদ্গাবো যন্তু মিনতী ঋর্তেন।
বৃহস্পতির্যা অবিন্দন্নিগূড়্হাঃ সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্চ বিপ্রাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে সরমা! তুমি কি বানায় এ স্থানে এসেছ! এ অতি দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করলে আসা যায় না, আমাদের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যার জন্য এসেছ? ক' রাত্রি ধরে এসেছ? নদীর জল পার হলে কিরূপে? ২। [সরমার উক্তি] ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হয়ে আমি এসেছি। হে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করেছ তা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেছে, জলের ভয় হল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্বক চলে যাই। এরূপে নদীর জল পার হয়েছি (১)। ৩। [পণিদের উক্তি] হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি দূরদেশ হতে এসেছ, সে ইন্দ্র

কিরূপ ? তাঁকে দেখতে কি প্রকার ? তিনি আসুন, তাঁকে আমরা বন্ধু বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদের গাভী নিয়ে গাভীগণের সত্ত্বাধিকারী হোন। ৪। [সরমার উক্তি] যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি দূরদেশ হতে আসছি, তাঁকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁকে আচ্ছাদন অর্থাৎ তাঁর গতিরোধ করতে সমর্থ নয়। হে পণিগণ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হয়ে শয়ন করবে। ৫। [পণিদের উক্তি] হে সুন্দরি সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হতে আসছ, অতএব তোমাকে এ সকল গাভীর মধ্য হতে যে কয়েকটি ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এ সকল গাভী কেইবা তোমাকে দিত ? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। ৬। [সরমার উক্তি] হে পণিগণ! সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদের এ সকল কথা হয় নি। তোমাদের শরীরে পাপ আছে, এ শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদের গৃহে আসবার এ যে পথ, এ যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন। আমি আশঙ্কা করছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদের ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হয়ে গাভী না দাও, তা হলে তোমাদের বিপদ নিকট। ৭। [পণিদের উক্তি] হে সরমা! আমাদের এ ধন পর্বতদ্বারা রক্ষিত, এ গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যারা উত্তমরূপ রক্ষা করতে পারে, এরূপ পণিগণ সে ধন রক্ষা করছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনে এ স্থানে এসেছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হয়েছে। ৮। [সরমার উক্তি] অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে, উৎসাহিত হয়ে আসবেন। তাঁরা এ বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করে নেবেন, হে পণিগণ! তখন তোমাদের এপ্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করতে হবে। ৯। [পণিগণের উক্তি] হে সরমা! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করে তোমাকে এ স্থানে পাঠিয়েছেন, সে নিমিত্তই তুমি এসেছ। তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করছি, তুমি আর ফিরে যেও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এ গোধনের ভাগ দিচ্ছি। ১০। [সরমার উক্তি] আমি ভ্রাতৃভগিনী-সংক্রান্ত কোন কথা বুঝতে পারি না। ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন, তাঁরা গাভী পাবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্বক পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁদের আশ্রয় পেয়ে এসেছি। হে পণিগণ! এ স্থান হতে অতি দূরে পালাও। ১১। হে পণিগণ! এস্থান হতে অতি দূরে পলাও। গাভীগণ কষ্ট পাচ্ছে, তারা ধর্মের আশ্রয়ে এ পর্বত হতে উঠে যাক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এ সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদের বিষয় জানতে পেরেছেন।

টীকা ঃ ১। ঊষাকর্তৃক প্রাতকালে আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমাকর্তৃক গাভী উদ্ধাররূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এ আখ্যান আবার গ্রীকদের মধ্যে ট্রয়ের যুদ্ধের গল্পরূপে বর্ণিত হয়েছে, এ ইউরোপীয় মতটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। ১৷৬৷৫ ঋকের টীকা দেখুন। "If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helen, the sister, of the Dioskuroi, the Indian Sarama, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent. "And as the Sanskrit name Panis betrays the former presence of an Paris himself might possibly be identified with the robber who tempted Sarama"—Max Muller's Science of Language.

১০৯ সূক্ত ॥ বিশ্বে দেবা দেবতা । জুহূ ঋষি । ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

তেঽবদন্ প্রথমা ব্রহ্মাকিল্বিষেঽকূপারঃ সলিলো মাতরিশ্বা ।
বীলুহরাস্তপ উগ্রো ময়োভূরাপো দেবীঃ প্রথমজা ঋতেন ॥ ১
সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রাযচ্ছদহৃণীয়মানঃ
অন্বর্তিতা বরুণো মিত্র আসীদগ্নির্হোতা হস্তগৃহ্যা নিনায় ॥ ২
হস্তেনৈব গ্রাহ্য আধিরস্যা ব্রহ্মজায়েয়মিতি চেদবোচন ।
ন দূতায় প্রহ্যে তস্থ এষা তথা রাষ্ট্রং গুপিতং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩
দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্তঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ ।
ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪
ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্বিষঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গম্ ।
তেন জায়ামন্ববিন্দদ্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বন দেবাঃ ॥ ৫
পুনর্বৈঃ দেবা অদদুঃ পুনর্মনুষ্যা উত ।
রাজানঃ সত্যং কৃণ্বানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দদুঃ ॥ ৬
পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষম্ ।
ঊর্জং পৃথিব্যা ভক্ত্বায়োরুগায়মুপাসতে ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মাকিল্বিষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহূকে ত্যাগ করেন তখন সূর্য বরুণ শীঘ্রগামী বায়ু প্রজ্বলিত অগ্নি সুখকর সোম জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বললেন। ২। সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ করেছিলেন। মিত্র ও বরুণ সে বিষয়ের অনুমোদন করলেন। হোমকর্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্বক পত্নীকে এনে দিলেন। ৩। 'এ পত্নীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ করা কর্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।' এ কথা তাঁরা বললেন। যে দূত পাঠান হয়েছিল, ইনি তার প্রতি আসক্ত হন নি। যেরূপ বলবান রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয় সেরূপ এঁর সতীত্ব রক্ষা হয়েছে। ৪। যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁরা এবং প্রাচীন দেবতারা এ পত্নীর বিষয়ে বলেছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোতাকে বিবাহ করেছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হতে পারে। ৫। বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন করছেন, তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হয়ে তাঁদের অবয়ব বিশেষ হয়েছেন। তাতে তিনি পূর্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পেয়েছিলেন সেরূপ এক্ষণেও পুনর্বার সে জুহূ নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হলেন। ৬। দেবতারা আবার তাঁকে পত্নী এনে দিলেন, মনুষ্যেরাও এনে দিলেন। রাজারা শপথপূর্বক শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁকে পুনর্বার সমর্পণ করলেন। ৭। শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্বার এনে দিয়ে দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করলেন। পরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করে সর্ব সুখে অবস্থিতি করছেন (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের মর্ম গ্রহণ করতে পারলাম না। সূক্তটি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাতে সন্দেহ নেই এবং অনেক আধুনিক সূক্তের ন্যায় বড়ই জটিল। বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এ সূক্তের বিষয়।

১১০ সূক্ত ॥ আপ্রী দেবতা। জমদগ্নি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সমিদ্ধো অদ্য মনুষো দুরোণে দেবো দেবান্যজসি জাতবেদঃ ।
আ চ বহ মিত্রমহশ্চিকিত্বান্ত্বং দূতঃ কবিরসি প্রচেতাঃ ॥ ১

তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্মধ্বা সমঞ্জন্ত্স্বদয়া সুজিহ্ব।
মন্মানি ধীভিরুত যজ্ঞমৃন্ধন্দেবত্রা চ কৃণুহ্যধ্বরং নঃ ॥ ২
আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চা যাহ্যগ্নে বসুভিঃ সজোষাঃ।
ত্বং দেবানামসি যহ্ব হোতা স এনান্যক্ষীষিতো যজীয়ান্ ॥ ৩
প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যা বস্তোরস্যা বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাম্।
ব্যু প্রথতে বিতরং বরীয়ো দেবেভ্যো অদিতয়ে স্যোনম্ ॥ ৪
ব্যচস্বতীরুর্বিয়া বি শ্রয়ন্তাং পতিভ্যো ন জনয়ঃ শুম্ভমানাঃ।
দেবীর্দ্বারো বৃহতীর্বিশ্বমিন্বা দেবেভ্যো ভবত সুপ্রায়ণাঃ ॥ ৫
আ সুষ্বয়ন্তী যজতে উপাকে উষাসানক্তা সদতাং নি যোনৌ।
দিব্যে যোষণে বৃহতী সুরুক্মে অধি শ্রিয়ং শুক্রপিশং দধানে ॥ ৬
দৈব্যা হোতারা প্রথমা সুবাচা মিমানা যজ্ঞং মনুষো যজধ্যৈ।
প্রচোদয়ন্তা বিদথেষু কারূ প্রাচীনং জ্যোতিঃ প্রদিশা দিশন্তা ॥ ৭
আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেত্বিলা মনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥ ৮
য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী রূপৈরপিংশদ্ভুবনানি বিশ্বা।
তমদ্য হোতরিষিতো যজীয়ান্দেবং ত্বষ্টারমিহ যক্ষি বিদ্বান্ ॥ ৯
উপাবসৃজ ত্মন্যা সমঞ্জন্দেবানাং পাথ ঋতুথা হবীংষি।
বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ স্বদন্তু হব্যং মধুনা ঘৃতেন ॥ ১০
সদ্যো জাতো ব্যমিমীত যজ্ঞমগ্নির্দেবানামভবৎ পুরোগাঃ।
অস্য হোতুঃ প্রদিশ্যৃতস্য বাচি স্বাহাকৃতং হবিরদন্তু দেবাঃ ॥ ১১

অনুবাদ ঃ ১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হয়ে, নিজে দেব অথচ আর আর দেবতাদের পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়ে দেখিয়ে দেবতাদের নিয়ে এস, কারণ তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত। ২। হে তনূনপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে তাদের মধুমিশ্রিত করে তোমার সুন্দর জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর এবং আমাদের যজ্ঞকে দেবতা অর্থাৎ দেবভোগ্য করে দাও। ৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের আহ্বান-কর্তা, তুমি ইড্য ও প্রণামের যোগ্য, বসুদের সঙ্গে একত্র হয়ে এস। হে প্রকাণ্ড পুরুষ! তুমি দেবতাদের হোতা, তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে, তোমার মত যজ্ঞ করতে কেউ পারে না, তুমি এ সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর। ৪। দিনের প্রথমাংশে অর্থাৎ পূর্বাহ্নে বেদিকে আচ্ছাদন করবার জন্য বর্হি পূর্বমুখ করে বিস্তারিত হচ্ছে। সে পরম সুন্দর কুশ আরও বিস্তৃত হচ্ছে, ওতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপবেশন করবেন। ৫। বনিতারা বেশভূষা করে পতিদের নিকট যেমন নিজদেহ প্রকাশ করে সেরূপ এ সকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক হয়ে যাক বিস্তারভাবে খুলে যাক, হে দ্বারদেবীগণ! যাতে দেবতারা সুখে যেতে পারেন, এরূপে উদ্ঘাটিত হও। ৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী এঁরা সুষুপ্তির হেতু অর্থাৎ লোকের উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করে দেন, তাঁরা যজ্ঞভাগের অধিকারী, তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁরা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভান্বিতা ; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন। ৭। দৈব্য হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন; মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্যকে নির্মাণ করে

তুলেন। পুরোহিতদের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁরা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্বদিগ্‌বর্তী আলোক উৎপাদন করেন। ৮। ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আসুন, ইলাদেবী এ যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আসুন। তাঁরা দুজন এবং সরস্বতী এ তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে এসে উপবেশন করুন। ৯। দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদের জননী-স্বরূপা, যে দেব তাঁদের উভয়কে উৎপাদন করে সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা! তুমি সে ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা কর, কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মত যজ্ঞ করতে কেউ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ। ১০। হে যূপ! (যজ্ঞে পশু বন্ধন করবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথাসময়ে দেবতাদের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত করে নিবেদন করে দাও। বনস্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি এঁরা মধু ও ঘৃতের সাথে হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন। ১১। অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্মাণ করলেন, দেবতাদের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হলেন। এ অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হোক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়, তা দেবতারা ভক্ষণ করুন।

১১১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদংষ্ট্র ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

মনীষিণঃ প্র ভরধ্বং মনীষাং যথাযথা মতয়ঃ সন্তি নৃণাম্।
ইন্দ্রং সত্যৈরেরয়ামা কৃতেভিঃ স হি বীরো গিবর্ণস্যুর্বিদানঃ ॥ ১
ঋতস্য হি সদসো ধীতিরদ্যৌৎসং গার্ষ্টেয়ো বৃষভো গোভিরানট্।
উদতিষ্ঠত্তবিষেণা রবেণ মহান্তি চিৎসং বিব্যাচা রজাংসি ॥ ২
ইন্দ্রঃ কিল শ্রুত্যা অস্য বেদ স হি জিষ্ণুঃ পথিকৃৎ সূর্যায়।
আন্মেনাং কৃণ্বন্নচ্যুতো ভুবদ্‌গোঃ পতির্দিবঃ সনজা অপ্রতীতঃ ॥ ৩
ইন্দ্রো মহ্না মহতো অর্ণবস্য ব্রতামিনাদঙ্গিরোভির্গৃণানঃ।
পুরূণি চিন্নি ততানা রজাংসি দাধার যো ধরুণং সত্যতাতা ॥ ৪
ইন্দ্রো দিবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা বিশ্বা বেদ সবনা হন্তি শুষ্ণম্।
মহীং চিদ্দ্যামাতনোৎ সূর্যেণ চাস্কম্ভ চিৎকম্ভনেন স্কভীয়ান্ ॥ ৫
বজ্রেণ হি বৃত্রহা বৃত্রমস্তরদেবস্য শূশুবানস্য মায়াঃ।
বি ধৃষ্ণো অত্র ধৃষতা জঘন্থথাভবো মঘবন্বাহ্বোজাঃ ॥ ৬
সচন্ত যদুষসঃ সূর্যেণ চিত্রামস্য কেতবো রামবিন্দন্।
আ যন্নক্ষত্রং দদৃশে দিবো ন পুনর্যতো নকিরদ্ধা নু বেদ ॥ ৭
দূরং কিল প্রথমা জগ্মুরাসামিন্দ্রস্য যাঃ প্রসবে সস্রুরাপঃ।
ক্ব স্বিদগ্রং ক্ব বুধ্ন আসামাপো মধ্যং ক্ব বো নূনমন্তঃ ॥ ৮
সৃজঃ সিন্ধূঁরহিনা জগ্রসানাঁ আদিদেতাঃ প্র বিবিজ্রে জবেন।
মুমুক্ষমাণা উত যা মুমুচ্রেঽধেদেতা ন রমন্তে নিতিক্তাঃ ॥ ৯
সধ্রীচীঃ সিন্ধুমুশতীরিবায়ন্ত্ সনাজ্জার আরিতঃ পূর্ভিদাসাম্।
অস্তমা তে পার্থিবা বসূন্যস্মে জগ্মুঃ সূনৃতা ইন্দ্র পূর্বীঃ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে বিপ্রগণ! মনুষ্যদের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনুরূপ স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্রকে আনা যাক। কারণ সে বীর ইন্দ্র স্তব জানতে পারলে স্তবকারীদের স্নেহ করেন। ২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, সে ইন্দ্র জাজ্জ্বল্যমান হলেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীদের সাথে মিলিত হয় সেরূপ ইন্দ্র সর্বব্যাপী হলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের

সাথে তিনি উদয় হলেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করলেন। ৩। ইন্দ্রই কেবল এ স্তব শুনতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি সূর্যের পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হলেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর বিপক্ষে কেউ গমন করতে পারে না। ৪। অঙ্গিরার সন্তানেরা যখন স্তব করলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমাদ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্য সকল নষ্ট করলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করলেন। ৫। ইন্দ্র এক দিকে, পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে অর্থাৎ তিনি একাকী হয়ে সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করেছেন, তিনি ধারণ করতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করে রেখেছেন। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করেছ, দেববিরোধী সে বৃত্র যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন দুর্ধর্ষ তুমি বজ্রদ্বারা তার সকল মায়া নষ্ট করলে। হে ধনশালী! তৎপর তুমি বাহুবলে বলী হলে। ৭। যখন উষাদেবীগণ সূর্যের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন সূর্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্ট হল তখন কেউই আর গমনকারী সূর্যের কিছুই দেখতে পেল না। ৮। ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল প্রবাহিত হল, সেই সর্ব প্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়েছিল, সে জলদের অগ্রভাগই বা কোথায়? মস্তকই বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদের মধ্যস্থান বা চরম সীমা কোথায়? ৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলদের গ্রাস করছিল, তুমি তাদের মোচন করে দিলে। তখনই জলগুলি সর্বত্র বেগে ধাবিত হল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক যখন জল মোচন করে দিলেন, তখন সে পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকতে পারল না। ১০। জলগণ যেন কামাতুর হয়ে একত্র মিলনপূর্বক সমুদ্রে চলল, শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এ সকল জলের প্রভু হয়ে আছেন। হে ইন্দ্র! আমাদের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক।

১১২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। নভঃ প্রভেদন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ইন্দ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃ সাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ।
হর্ষস্ব হন্তবে শূর শত্রূনুক্থেভিষ্টে বীর্যা প্র ব্রবাম ॥ ১
যস্তে রথো মনসো জবীয়ানেন্দ্র তেন সোমপেয়ায় যাহি।
তূয়মা তে হরয়ঃ প্র দ্রবন্তু যেভির্যাসি বৃষভির্মন্দমানঃ ॥ ২
হরিত্বতা বর্চসা সূর্যস্য শ্রেষ্ঠৈ রূপৈস্তন্বং স্পর্শয়স্ব।
অস্মাভিরিন্দ্র সখিভির্হুবানঃ সধ্রীচীনো মাদয়স্বা নিষদ্য ॥ ৩
যস্য ত্যত্তে মহিমানং মদেষ্বিমে মহী রোদসী নাবিবিক্তাম্।
তদোক আ হরিভিরিন্দ্র যুক্তৈঃ প্রিয়েভির্যাহি প্রিয়মন্নমচ্ছ ॥ ৪
যস্য শশ্বৎপপিবাঁ ইন্দ্র শত্রূননানুকৃত্যা রণ্যা চকর্থ।
স তে পুরন্ধিং তবিষীমিয়র্তি স তে মদায় সুত ইন্দ্র সোমঃ ॥ ৫
ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবা সোমমেনা শতক্রতো।
পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভিহর্যন্তি দেবাঃ ॥ ৬
বি হি ত্বামিন্দ্র পুরুধা জনাসো হিতপ্রয়সো বৃষভ হ্বয়ন্তে।
অস্মাকং তে মধুমত্তমানীমা ভুবন্‌ৎসবনা তেষু হর্য ॥ ৭

প্র ত ইন্দ্র পূর্ব্যাণি প্র নূনং বীর্যা বোচং প্রথমা কৃতানি।
সতীনমন্যুরশ্রথায়ো অদ্রিং সুবেদনামকৃণোর্ব্রহ্মণে গাম্ ॥ ৮
নি ষু সীদ গণপতে গণেষু ত্বামাহুর্বিপ্রতমং কবীনাম্।
ন ঋতে ত্বৎক্রিয়তে কিং চনারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ ॥ ৯
অভিখ্যা নো মঘবন্নাধমানান্ত্সখে বোধি বসুপতে সখীনাম্।
রণং কৃধি রণকৃৎ সত্যশুষ্মাভক্তে চিদা ভজা রায়ে অস্মান্ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হয়েছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তা সর্বাগ্রে তোমারই পান করবার যোগ্য। হে বীর! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করছি। ২। হে ইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সে রথযোগে সোমপানের জন্য এস। যে সকল পুরুষজাতী ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সে হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হোক। ৩। হে ইন্দ্র! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকছি, আমাদের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক আমোদ কর। ৪। সোমপানে মত্ত হলে তোমার যে মহিমা হয়, এ দ্যাবাপৃথিবী তা সংধারণ করতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা করে সুস্বাদু যজ্ঞসামগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে এস। ৫। হে ইন্দ্র! নিত্য নিত্য যার সোমপান করে তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্বক শত্রুহিংসা করেছ, সে যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করছে, তোমার আমোদের জন্য সে সোম প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬। হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র! এ সোমপাত্র তুমি চিরকাল পেয়ে থাক, এ পান কর। সকল দেবতা যা পেতে অভিলাষ করেন, সে মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এ নিপান পরিপূর্ণ করা হয়েছে। ৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকে অন্নসংগ্রহপূর্বক তোমাকে নানাস্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত করা এ সোমগুলি তোমার সর্বাপেক্ষা মধুর হোক, এগুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হোক। ৮। হে ইন্দ্র! পূর্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করেছিলে, তা আমি বর্ণনা করেছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করেছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করে দিয়েছ। ৯। হে বহুলোকের অধিপতি! স্তবকর্তাদের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদের মধ্যে তোমাকেই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয় না। হে ধনশালী! আমাদের ঋক সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করে দাও। ১০। হে ধনশালী। আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদের তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি! হে বন্ধু! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নেই, সে স্থানেও আমাদের ধনের ভাগী করে।

১১৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। প্রভেদন ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তমস্য দ্যাবাপৃথিবী সচেতসা বিশ্বেভির্দেবৈরনু শুষ্মমাবতাম্।
যদৈৎকৃণ্বানো মহিমানমিন্দ্রিয়ং পীত্বী সোমস্য ক্রতুমাঁ অবর্ধত ॥ ১
তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান্মধুনো বি রপ্শতে।
দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্বৃত্রং জঘন্বাঁ অভবদ্বরেণ্যঃ ॥ ২
বৃত্রেণ যদহিনা বিভ্রদায়ুধা সমস্থিথা যুধয়ে শংসমাবিদে।
বিশ্বে তে অত্র মরুতঃ সহ ত্মনাবর্ধন্নুগ্র মহিমানমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩

জজ্ঞান এব ব্যবাধত স্পৃধঃ প্রাপশ্যদ্বীরো অভি পৌংস্যং রণম্ ।
অবৃশ্চদদ্রিমব সস্যদঃ সৃজদস্তভ্নান্নাকং স্বপস্যয়া পৃথুম্ ॥ ৪
আদিন্দ্রঃ সত্রা তবিষীরপত্যত বরীয়ো দ্যাবাপৃথিবী অবাধত ।
অবাভরদ্ধৃষিতো বজ্রমায়সং শেবং মিত্রায় বরুণায় দাশুষে ॥ ৫
ইন্দ্রস্যাত্র তবিষীভ্যো বিরপ্শিন ঋঘায়তো অরংহয়ন্ত মন্যবে ।
বৃত্রং যদুগ্রো ব্যবৃশ্চদোজসাপো বিভ্রতং তমসা পরীবৃতম্ ॥ ৬
যা বীর্যাণি প্রথমানি কর্ত্বা মহিত্বেভির্যতমানৌ সমীয়তুঃ ।
ধ্বান্তং তমোঽব দধ্বসে হত ইন্দ্রো মহ্না পূর্বহূতাবপত্যত ॥ ৭
বিশ্বে দেবাসো অধ বৃষ্ণ্যানি তেঽবর্ধয়ন্ত্ সোমবত্যা বচস্যয়া ।
রদ্ধং বৃত্রমহিমিন্দ্রস্য হন্মনাগ্নির্ন জম্ভৈস্তৃষ্বন্নমাব যৎ ॥ ৮
ভূরি দক্ষেভির্বচনেভির্ঋক্বভিঃ সখ্যেভিঃ সখ্যানি প্র বোচত ।
ইন্দ্রো ধুনিং চ চুমুরিং চ দম্ভয়ঞ্ছ্রদ্ধামনস্যা শৃণুতে দভীতয়ে ॥ ৯
ত্বং পুরূণ্যা ভরা স্বশ্ব্যা যেভির্মংসৈনিবচনানি শংসন্ ।
সুগেভির্বিশ্বা দুরিতা তরেম বিদো ষু ণ উর্বিয়া গাধমদ্য ॥ ১০

অনুবাদ ঃ　১। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হয়ে ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করতে করতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হলেন তখন সোমপানপূর্বক নানা কার্য সম্পাদন করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ২। বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সে মহিমা উৎসাহের সাথে ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদের সাথে একত্র হয়ে বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন। ৩। হে উগ্রতেজা ইন্দ্র ! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্ধর্ষ বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য অগ্রসর হলে তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়িয়ে দিলেন. নিজেও তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। ৪। ইন্দ্র জন্মমাত্র শত্রু দমন করেছিলেন, তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করে আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করলেন, জলসমূহ মোচন করে দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করে বিস্তীর্ণ স্বর্গলোককে স্তম্ভযুক্ত করলেন অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখলেন। ৫। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্রুসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হলেন। বিশিষ্ট মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সে লৌহময় বজ্র দুর্ধর্ষভাবে ধারণ করলেন। ৬। ইন্দ্র নানা শব্দ করছিলেন, শত্রুদের নিধন করছিলেন. তাঁর বলবিক্রম ঘোষণা করবার জন্য জল সকল নির্গত হল। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হয়ে জল ধারণ করে রেখেছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্বক সে বৃত্রকে ছেদ করলেন। ৭। ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করতে লাগলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বৃত্র নিধন হলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হল। ইন্দ্রের মহিমা এপ্রকার যে, বীরদের নামোল্লেখ কালে সর্বাগ্রে এর নাম হয়। ৮। হে ইন্দ্র ! সোমরস ও স্তবের দ্বারা সকল দেবতা তোমার বল-বিক্রমের সংবর্ধনা করলেন। ইন্দ্র দুর্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করলেন, তাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বারা দাহ্যবস্তু ভক্ষণ করেন সেরূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্বণ করতে লাগল। ৯। হে স্তবকর্তাগণ ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য করেছেন, তা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করেছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেছেন। ১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যা

অভিলাষ করেছিলাম, হে ইন্দ্র ! সে সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। সকল পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যাণ লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করছি, যত্নপূর্বক তাতে মনোযোগ প্রদান কর।

১১৪ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। সধ্রি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ঘর্মা সমন্তা ত্রিবৃতং ব্যাপতুস্তয়োর্জুষ্টিং মাতরিশ্বা জগাম।
দিবস্পয়ো দিধিষাণা অবেষন্বিদুর্দেবাঃ সহসামানমর্কম্ ॥ ১
তিস্রো দেষ্ট্রায় নির্ঋতীরুপাসতে দীর্ঘশ্রুতো বি হি জানন্তি বহ্নয়ঃ।
তাসাং নি চিক্যুঃ কবয়ো নিদানং পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥ ২
চতুষ্কপর্দা যুবতিঃ সুপেশা ঘৃতপ্রতীকা বয়ুনানি বস্তে।
তস্যাং সুপর্ণা বৃষণা নি ষেদতুর্যত্র দেবা দধিরে ভাগধেয়ম্ ॥ ৩
একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমা বিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বি চষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেঢ়ি স উ রেঢ়ি মাতরম্ ॥ ৪
সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত্সোমস্য মিমতে দ্বাদশ ॥ ৫
ষট্ত্রিংশাংশ্চ চতুরঃ কল্পয়ন্তশ্ছন্দাংসি চ দধত আদ্বাদশম্।
যজ্ঞং বিমায় কবয়ো মনীষ ঋক্সামাভ্যাং প্র রথং বর্তয়ন্তি ॥ ৬
চতুর্দশান্যে মহিমানো অস্য তং ধীরা বাচা প্র ণয়ন্তি সপ্ত।
আপ্নানং তীর্থং ক ইহ প্র বোচদ্যেন পথা প্রপিবন্তে সুতস্য ॥ ৭
সহস্রধা পঞ্চদশান্যুক্থা যাবদ্দ্যাবাপৃথিবী তাবদিত্তৎ।
সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্ ॥ ৮
কশ্ছন্দসাং যোগমা বেদ ধীরঃ কো ধিষ্ণ্যাং প্রতি বাচং পপাদ।
কমৃত্বিজামষ্টমং শূরমাহুর্হরী ইন্দ্রস্য নি চিকায় কঃ স্বিৎ ॥ ৯
ভূম্যা অন্তং পর্যেকে চরন্তি রথস্য ধূর্ষু যুক্তাসো অস্থুঃ।
শ্রমস্য দায়ং বি ভজন্ত্যেভ্যো যদা যমো ভবতি হর্ম্যে হিতঃ ॥ ১০

অনুবাদ : ১। সূর্য আর অগ্নি, এ যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁরা চতুর্দিকে গমনপূর্বক ত্রিভুবনব্যাপী হলেন। মাতরিশ্বা তাঁদের প্রীতি লাভ করলেন। যখন দেবতারা সাম ও সূর্যকে প্রাপ্ত হলেন তখন তাঁরা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করলেন। ২। যজ্ঞ দেবার জন্য যজ্ঞকর্তারা তিন নিঃঋতির উপাসনা করে পরে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদের সাথে পরিচিত হন। বিদ্বানেরা তাঁদের নিদান অবগত আছেন, তাঁরা পরম গুহ্যব্রতে অবস্থান করেন। ৩। এক যুবতী নারী আছেন, তাঁর মস্তকে চার বেণী, তাঁর মূর্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দু পক্ষী তাঁর উপর উপবেশন করে, সেখানে দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হন (১)। ৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করল, সে এ সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্বারা তাকে আমি দেখেছি, সে নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাকে লেহন করে (২)। ৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁকে কল্পনাপূর্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁরা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশসংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন (৩)। ৬। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন কারন এরূপে তাঁরা বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করে ঋক ও সাম দ্বারা রথ চালিয়ে থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ৭। এ যজ্ঞের আরও

চতুর্দশ মহিমা আছে, সাত জন বিদ্বান বাক্যদ্বারা সে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হয়ে দেবতারা সোম পান করেন, সে বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করতে পারে? ৮। পঞ্চদশ সহস্র উকথ আছে, দ্যাবাপৃথিবী যত বৃহৎ, উকথও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও সেরূপ অসীম (৪)। ৯। কোন পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝেছেন? কে এরূপ প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হতে পারেন? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎ বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝেছে অথবা দেখেছে? ১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত বিচরণ করে, কেউ বা রথের ধুরাতে যোজিত হয়েই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হন তখন পরিশ্রম দূর করবার জন্য ঐ সকল ঘোটকদের উপযুক্ত আহার দেওয়া হয়। (৫)

টীকা: ১। অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সে নারী, চার কোণে ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ যজ্ঞসামগ্রীই ভাল ভাল বস্ত্র, দু পক্ষী অর্থে যজমান ও পুরোহিত। সায়ণ। ২। অর্থাৎ পক্ষী এস্থানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকলে বাক্য থাকে না। সায়ণ। ৩। অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তাঁকে নানারূপকল্পনা করা হয়। সায়ণ। ৪। "As early as about 600 B. C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,000"—Max Muller's Selected Essays, vol II (1881), p. 119. ৫। বলা বাহুল্য যে এ জটিল সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রচিত।

১১৫ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। উপস্তুত ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী ছন্দ।

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো মাতরাবপ্যেতি ধাতবে।
অনূধা যদি জীজনদধা চ নু ববক্ষ সদ্যো মহি দূত্যং চরন্ ॥ ১
অগ্নির্হ নাম ধায়ি দন্নপস্তমঃ সং যো বনা যুবতে ভস্মনা দতা।
অভিপ্রমুরা জুহ্বা স্বধ্বর ইনো ন প্রোথমানো যবসে বৃষা ॥ ২
তং বো বিং ন দ্রুষদং দেবমন্ধস ইন্দুং প্রোথন্তং প্রবপন্তমর্ণবম্।
আসা বহ্নিং ন শোচিষা বিরপ্শিনং মহিব্রতং ন সরজন্তমধ্বনঃ ॥ ৩
বি যস্য তে জ্রয়সানস্যাজর ধক্ষোর্ন বাতাঃ পরি সন্ত্যচ্যুতাঃ।
আ রণ্বাসো যুযুধয়ো ন সত্বনং ত্রিতং নশন্ত প্র শিষন্ত ইষ্টয়ে ॥ ৪
স ইদগ্নিঃ কণ্বতমঃ কণ্বসখার্যঃ পরস্যান্তরস্য তরুষঃ।
অগ্নিঃ পাতু গৃণতো অগ্নিঃ সূরীনগ্নির্দদাতু তেষামবো নঃ ॥ ৫
বাজিন্তমায় সহ্যসে সুপিত্র্য তৃষু চ্যবানো অনু জাতবেদসে।
অনুদ্রে চিদ্যো ধৃষতা বরং সতে মহিন্তমায় ধন্বনেদবিষ্যতে ॥ ৬
এবাগ্নির্মর্তৈঃ সহ সূরিভির্বসুঃ ষ্টবে সহসঃ সূনরো নৃভিঃ।
মিত্রাসো ন যে সুধিতা ঋতায়বো দ্যাবো ন দ্যুম্নৈরভি সন্তি মানুষান্ ॥ ৭
ঊর্জো নপাৎ সহসাবন্নিতি ত্বোপস্তুতস্য বন্দতে বৃষা বাক্।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৮

ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহব্যস্য পুত্রা উপস্তুতাস ঋষয়োহবোচন্ ।
তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্বষড্‌বষলিত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্নমো
নম ইত্যূর্ধ্বাসো অনক্ষন্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। এ নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য প্রভাব, এ বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতা পিতার নিকটে যায় না। এর পান করবার জন্য স্তনদুগ্ধ নেই অথচ এ বালক জন্মেছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌত্যকার্যের ভার গ্রহণপূর্বক তা নির্বাহ করল। ২। যিনি নানা কর্মকারী ও দাতা, সে অগ্নিকে আধান করা হলে, ইনি জ্যোতির্ময় দন্তদ্বারা বলদের ভক্ষণ করেন। জুহূ নামক উচ্চ পাত্রে এঁকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করছেন। ৩। সে অগ্নি পক্ষীর ন্যায় বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল, অন্ন দাতা, শব্দসহকারে বন দাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করে হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হয়ে আছেন, তাঁর কার্য মহৎ, আপনার যাবার পথকে তিনি রক্তবর্ণ করে যান। সে অগ্নিকে তোমরা স্তব কর। ৪। হে জরারহিত অগ্নি ! যখন তুমি দাহ করতে থাক তখন বায়ুগণ এসে তোমার চতুর্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিতগণ, যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করতে করতে তোমাকে বেষ্টন করে দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিন মূর্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরোহিতেরা যোদ্ধাদের মত কোলাহল করতে থাকে। ৫। সে অগ্নিই সর্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রু নিকটে পেলে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীদের রক্ষা করুন, বিদ্বানদের রক্ষা করুন। তাঁদের এবং আমাদের আশ্রয় দিন। ৬। হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান ! অগ্নির তুল্য অন্নবান কেউ নেই, তিনি বলবান সর্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্ধারণপূর্বক রক্ষা করেন। সে জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাও এবং শীঘ্র স্তব করবার জন্য উদ্যোগী হও। ৭। বিদ্বান কার্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁরা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁরা জ্যোতির্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজে মানুষদের পরাভব করেন। ৮। হে বলের পুত্র ! হে বলবান অগ্নি ! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এ রূপ স্তব করছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হই। ৯। বৃষ্টি-হব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এ কথা বললেন। তাঁদের এবং স্তবকারী বিদ্বানদের রক্ষা কর। তাঁরা বষট্ এ বাক্যে এবং নমো নমঃ এ বাক্যে স্তব করে উঠলেন।

১১৬ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিযুত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পিবা সোমং মহত ইন্দ্রিয়ায় পিবা বৃত্রায় হন্তবে শবিষ্ঠ।
পিব রায়ে শবসে হূয়মানঃ পিব মধ্বস্তৃপদিন্দ্রা বৃষস্ব ॥ ১
অস্য পিব ক্ষুমতঃ প্রস্থিতস্যেন্দ্র সোমস্য বরমা সুতস্য।
স্বস্তিদা মনসা মাদয়স্বার্বাচীনো রেবতে সৌভগায় ॥ ২
মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইন্দ্র মমত্তু যঃ সূয়তে পার্থিবেষু।
মমত্তু যেন বরিবশ্চকর্থ মমত্তু যেন নিরিণাসি শত্রূন্ ॥ ৩
আ দ্বিবর্হা অমিনো যাত্বিন্দ্রো বৃষা হরিভ্যাং পরিষিক্তমন্ধঃ।
গব্যা সুতস্য প্রভৃতস্য মধ্বঃ সত্রা খেদামরুশহা বৃষস্ব ॥ ৪

নি তিগ্মানি ভ্রাশয়ন্ ভ্রাশ্যানাব স্থিরা তনুহি যাতুজূনাম্ ।
উগ্রায় তে সহো বলং দদামি প্রতীত্যা শত্রূন্বিগদেষু বৃশ্চ ॥ ৫
ব্যর্য ইন্দ্র তনুহি শ্রবাংস্যোজঃ স্থিরেব ধন্বনোঽভিমাতীঃ ।
অস্মদ্র্যগ্বাবৃধানঃ সহোভিরনিভৃষ্টস্তন্বং বাবৃধস্ব ॥ ৬
ইদং হবির্মঘবন্তুভ্যং রাতং প্রতি সম্রালহৃণানো গৃভায় ।
তুভ্যং সুতো মঘবন্তুভ্যং পক্বোঽদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য ॥ ৭
অদ্ধীদিন্দ্র প্রস্থিতেমা হবীংষি চনো দধিষ্ব পচতোত সোমম্ ।
প্রয়স্বন্তঃ প্রতি হর্যামসি ত্বা সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ ॥ ৮
প্রেন্দ্রাগ্নিভ্যাং সুবচস্যামিয়র্মি সিন্ধাবিব প্রেরয়ং নাবমর্কৈঃ ।
অযা ইব পরি চরন্তি দেবা যে অস্মভ্যং ধনদা উদ্ভিদশ্চ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ　১। হে বলবানদের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান কর, বৃত্রকে বধ করবার জন্য সোমপান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হচ্ছে, পান কর। মধু পান কর, তৃপ্তি লাভ করে বৃষ্টি বর্ষণ কর। ২। হে ইন্দ্র! এ সোম প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হচ্ছে, এর সারভাগ পান কর। কল্যাণদান কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্য-দানের জন্য উন্মুখ হও। ৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক। পৃথিবীস্থ মনুষ্যদের মধ্যে যা প্রস্তুত হয়, তাও মত্ত করুক।, যা দ্বারা ধনদান কর, সে সোম মত্ত করুক। যা দ্বারা শত্রুনাশ কর, তা মত্ত করুক। ৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দিকে সেচন করেছি, দু ঘোটকের দ্বারা তিনি তার নিকটে গমন করুন। হে শত্রু নিধনকারী! মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর ঢালা হয়েছে, পরিপূর্ণ রাখা হয়েছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্বক যজ্ঞের শত্রুদের বিনাশ কর। ৫। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্বক রাক্ষসদের ভূমিশায়ী কর, তুমি ভীমমূর্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এ সোম দিচ্ছি। শত্রুদের অভিমুখীন হয়ে কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাদের ছেদন কর। ৬। হে প্রভু ইন্দ্র! অস্ত্র বিস্তার কর, শত্রুদের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদের প্রতি অনুকূল হয়ে বৃদ্ধি লাভ কর। শত্রুদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হয়ে নিজ বলের দ্বারা শরীরকে বিধ্বস্ত কর। ৭। হে ধনশালী! এ যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট! কুপিত না হয়ে গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য সোম প্রস্তুত হয়েছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হয়েছে, এ সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাচ্ছে, পান ভোজন কর। ৮। হে ইন্দ্র! এ সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাচ্ছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হয়েছে, তা এবং সোম উভয়ই ভোজন কর। অন্ন নিয়ে তোমাকে আহারার্থে নিমন্ত্রণ করছি। যজমানের মনের বাসনাগুলি সফল হোক। ৯। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করছি। স্তবমন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসালাম। দেবতারা পুরোহিতদের ন্যায় পরিচর্যা করছেন, তাঁরা শত্রু উন্মূলনপূর্বক আমাদের ধন দান করছেন।

১১৭ সূক্ত ॥　দান দেবতা। ভিক্ষু ঋষি। (১) জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দদুরুতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ ।
উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ১
য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ত্সন্রফিতায়োপজগ্মুষে ।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎস মর্ডিতারং ন বিন্দতে ॥ ২

স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায় ।
অরমস্মৈ ভবতি যামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ম্ ॥ ৩
ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ ।
অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ ॥ ৪
পৃণীয়াদিন্নাধমানায় তব্যান্দ্রাঘীয়াংসমনু পশ্যেত পন্থাম্ ।
আ হি বর্তন্তে রথ্যেব চক্রান্যমন্যমুপ তিষ্ঠন্ত রায়ঃ ॥ ৫
মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য ।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী ॥ ৬
কৃষন্নিৎফাল আশিতং কৃণোতি যন্নধ্বানমপ বৃংক্তে চরিত্রৈঃ ।
বদন্ ব্রহ্মাবদতো বনীয়ান্ পৃণন্নাপিরপৃণন্তমভি ষ্যাৎ ॥ ৭
একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সংপশ্যন্ পংক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ ॥ ৮
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সম্মাতরা চিন্ন সমং দুহাতে ।
যময়োশ্চিন্ন সমা বীর্যাণি জ্ঞাতী চিৎসন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছেন, সে ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নেই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেউই সুখী করে না। ২। যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞা রব করতে করতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে তখন যে অন্নবান হয়েও হৃদয় কঠিন করে রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাকে কেউ কখন সুখী করে না। ৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে এসে ভিক্ষা করলে, যিনি অন্ন দান করেন, তিনি ভোজ অর্থাৎ দাতা। তাঁর সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন। ৪। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হয়ে তাঁকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তার নিকট হতে চলে যাওয়াই উচিত। তার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা। ৫। যাচককে অবশ্য ধন দান করবে। সে দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন উর্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয় সেরূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না। ৬। যার মন উদার নয়, তার মিথ্যা ভোজন করা। বলতে কি, তার ভোজন তার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তার কেবল পাপই ভোজন করা হয়। ৭। লাঙ্গল কৃষিকার্য করে অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করে আপনার ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্তী। ৮। যার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দু অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যার দু অংশ আছে, সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুরংশবান আবার তাদের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এরূপ অগ্র পশ্চাদ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে। ৯। আমাদের দুহস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নয়। দুটি গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করলেও সমান দুধ দেয় না। দু ব্যক্তি যমজ ভ্রাতা হলেও তাদের পরাক্রম সমান হয় না। দুজনে এক বংশের সন্তান হয়েও সমান দাতা হয় না।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি দান সম্বন্ধে। এর কতকগুলি ঋক বড় হৃদয়গ্রাহী।

১১৮ সূক্ত ॥　রাক্ষসবধকারী অগ্নি দেবতা । উরুক্ষয় ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

অগ্নে হংসি ন্যত্রিণং দীদ্যন্মর্ত্যেষ্বা । স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত ॥ ১
উত্তিষ্ঠসি স্বাহুতো ঘৃতানি প্রতি মোদসে । যত্ত্বা স্রুচঃ সমস্থিরন্ ॥ ২
স আহুতো বি রোচতেঽগ্নিরীলেন্যো গিরা । স্রুচা প্রতীকমজ্যতে ॥ ৩
ঘৃতেনাগ্নিঃ সমজ্যতে মধুপ্রতীক আহুতঃ । রোচমানো বিভাবসুঃ ॥ ৪
জরমাণঃ সমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন । তং ত্বা হবন্ত মর্ত্যাঃ ॥ ৫
তং মর্তা অমর্ত্যং ঘৃতেনাগ্নিং সপর্যত । অদাভ্যং গৃহপতিম্ ॥ ৬
অদাভ্যেন শোচিষাগ্নে রক্ষস্ত্বং দহ । গোপা ঋতস্য দীদিহি ॥ ৭
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ । উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ ॥ ৮
তং ত্বা গীর্ভিরুরুক্ষয়া হব্যবাহং সমীধিরে । যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ৯

অনুবাদ ঃ　১ । হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি ! মনুষ্যদের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান হও, শত্রুকে বধ কর । ২ । স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হয়েছে, তোমাকে উত্তম আহুতি দেওয়া হয়েছে । তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হও । ৩ । অগ্নিকে আহ্বান করা হয়েছে । তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করবার যোগ্য । তিনি দীপ্তি পাচ্ছেন । সকল দেবতার অগ্রে তাঁকে স্রুচ্ দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হচ্ছে । ৪ । অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল, তাঁর দেহ ঘৃতময় হল, তিনি দীপ্যমান ও সুসমৃদ্ধ আলোকযুক্ত হলেন, তিনি ঘৃতাক্ত হলেন । ৫ । হে অগ্নি ! তুমি দেবতাদের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করলে তুমি প্রজ্বলিত হও । এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করছে । ৬ । হে মরণধর্মশীল মনুষ্যগণ ! সে অগ্নি অমর, দুর্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী । ঘৃতদ্বারা তাঁর পূজা কর । ৭ । হে অগ্নি ! দুর্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর । যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হয়ে দীপ্তি ধারণ কর । ৮ । হে অগ্নি ! তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজ প্রয়োগ করে রাক্ষসদের দগ্ধ কর । তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে সেখানে অবস্থিতিপূর্বক দীপ্তি ধারণ কর । ৯ । মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্তা কেউ নেই, তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার, তুমি হব্য বহন কর, তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্বলিত করা হয়েছে ।

১১৯ সূক্ত ॥　লবরূপী ইন্দ্র দেবতা । তিনিই ঋষি । গায়ত্রী ছন্দ ।

ইতি বা ইতি মে মনো গামশ্বং সনুয়ামিতি । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১
প্র বাতা ইব দোধত উন্মা পীতা অযংসত । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ২
উন্মা পীতা অযংসত রথমশ্বা ইবাশবঃ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৩
উপমা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৪
অহং তষ্টেব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৫
নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছান্ৎসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৬
নহি মে রোদসী উভে অন্যং পক্ষং চন প্রতি । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৭
অভি দ্যাং মহিনা ভুবমভী মাং পৃথিবীং মহীম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৮
হন্তাহং পৃথিবীমিমাং নি দধানীহ বেহ বা । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ৯
ওষমিৎ পৃথিবীমহং জঙ্ঘনানীহ বেহ বা । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১০
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমচীকৃষম্ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১১
অহমস্মি মহামহোঽভিনভ্যমুদীষিতঃ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১২
গৃহো যাম্যরংকৃতো দেবেভ্যো হব্যবাহনঃ । কুবিৎসোমস্যাপামিতি ॥ ১৩

অনুবাদ ঃ　১ । আমার মানসই এই যে, গো অশ্ব দান করি । আমি অনেক বার

সোম পান করেছি। ২। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে সেরূপ সোমরস আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত করে রাখে সেরূপ সোমরসগুলি আমা কর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করে রেখেছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায় সেরূপ স্তব আমার দিকে আসছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৫। যেরূপ ত্বষ্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে সেরূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি অর্থাৎ স্তোতার মনে স্তব উদয় করে দিই। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৬। পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক পার্শ্বেরও সমান হবে না। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে একস্থান হতে অন্য স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১০। এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে স্থান বল সে স্থান ধ্বংস করতে পারি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি অনেক বার ইত্যাদি। ১২। আমি মহত্তেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠেছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদের নিকট হব্য বহন করি এবং আমি হব্য গ্রহণপূর্বক চলে যাই। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১২০ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। বৃহদ্দিব ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
সদ্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূননু যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ ॥ ১
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্যোজাঃ শত্রুর্দাসায় ভিয়সং দধাতি।
অব্যনচ্চবনচ্চ সস্নি সং তে নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ সু মধু মধুনাভি যোধীঃ ॥ ৩
ইতি চিদ্ধি ত্বা ধনা জয়ন্তং মদেমদে অনুমদন্তি বিপ্রাঃ।
ওজীয়ো ধৃষ্ণো স্থিরমা তনুষ্ব মা ত্বা দভন্যাতুধানা দুরেবাঃ ॥ ৪
ত্বয়া বয়ং শাশদ্মহে রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি।
চোদয়ামি ত আয়ুধা বচোভিঃ সং তে শিশামি ব্রহ্মণা বয়াংসি ॥ ৫
স্তুষেয্যং পুরুবর্পসমৃভ্বমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাম্।
আ দর্ষতে শবসা সপ্ত দানূন্প্র সাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি ॥ ৬
নি তদ্দধিষেঽবরং পরং চ যস্মিন্নাবিথাবসা দুরোণে।
আ মাতরা স্থাপয়সে জিগত্নু অত ইনোষি কর্বরা পুরূণি ॥ ৭
ইমা ব্রহ্ম বৃহদ্দিবো বিবক্তীন্দ্রায় শূষমগ্রিয়ঃ স্বর্ষাঃ।
মহো গোত্রস্য ক্ষয়তি স্বরাজো দুরশ্চ বিশ্বা অবৃণোদপ স্বাঃ ॥ ৮
এবা মহান্বৃহদ্দিবো অথর্বাবোচৎ স্বাং তন্বমিন্দ্রমেব।
স্বসারো মাতরিভ্বরীররিপ্রা হিন্বন্তি চ শবসা বর্ধয়ন্তি চ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। যিনি হতে জ্যোতির্ময় সূর্য জন্মেছেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ

অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন অর্থাৎ তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। সকল দেবতা তাঁকে অভিনন্দন করে। ২। সে অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হয়ে দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করে দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাদের শোধন কর, তখন তারা তোমাকে স্তব করে। ৩। দেবতাদের তৃপ্তি-সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হতে দুই হয় অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে, পরে যখন তিন হয় অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য সমাপন করে অর্থাৎ তুমি না হলে যজ্ঞ হয় না। যা সুস্বাদু আছে তার সাথে তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করে দাও। এ চমৎকার যে মধু আছে, তার সাথে আরও মধু মিলন কর অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরও সৌভাগ্য বিধান কর। ৪। সোম পানপূর্বক মত্ত হয়ে তুমি যখন ধন জয় কর তখন স্তোতাগণও সে সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুধর্ষ! অটল তেজ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে যেন পরাভব করতে না পারে। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পেয়ে আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি, আমরা যেন যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ পাই, স্তববাক্য উচ্চারণপূর্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করছি। বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজ তীক্ষ্ণ করে দিচ্ছি। ৬। সে ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁর মূর্তি নানা, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, যাঁর তুল্য প্রভু নেই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্ত-দানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করেছ সেখানে পার্থিব ও দিব্য দু প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করেছ। সর্বভূতের নির্মাণকারিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয় তখন তুমিই তাদের সুস্থির কর। সে উপলক্ষে নানা কার্য তোমাকে করতে হয়। ৮। ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গ লাভের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশে এ সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়ছেন। সে দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন। ৯। অথর্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে আপনার স্তব পাঠ করলেন। পৃথিবীস্থ নির্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করছে এবং অন্নদ্বারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্ধন করছে।

১২১ সূক্ত ॥ "ক" এ নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি। (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বি ভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

আপো হ যদ্‌বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্‌ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্‌ ।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্‌ ।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্‌ ॥ ১০

অনুবাদ ঃ ১। সর্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন। তিনি এ পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ২। যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, যাঁর আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে, যাঁর ছায়া অমৃত-স্বরূপ, মৃত্যু যাঁর বশতাপন্ন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদের অদ্বিতীয় রাজা হয়েছেন, যিনি এ সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৪। যাঁর মহিমাদ্বারা এ সকল হিমাচ্ছন্ন পর্বত উৎপন্ন হয়েছে, সসাগরা ধরা যাঁরই সৃষ্টি বলে উল্লিখিত হয়, এ সকল দিক বিদিক যাঁর বাহুস্বরূপ। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৫। এ সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করেছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাকলোককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন, যিনি অন্তরিক্ষলোক পরিমাণ করেছেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল, এবং সে দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁকে মনে মনে মহিমান্বিত বলে বুঝতে পারল যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হন। কোন্‌ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল, তারা গর্ভ ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তা হতে দেবতাদের এক মাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হলেন। কোন দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সে জলের উপরে সর্বভাগে নিরীক্ষণ করেছিলেন, যিনি দেবতাদের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হলেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁর ধারণক্ষমতা যথার্থ অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করেছেন তিনি যেন আমাদের হিংসা না করেন। কোন দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করব ? ১০। হে প্রজাপতি ! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেউ এ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করে রাখতে পারে নি। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করছি, তা যেন আমাদের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

টীকা ঃ ১। এ 'ক' অক্ষরটি প্রকৃতপক্ষে প্রজাপতির নাম নয়। কোন দেবকে (কস্মৈ দেবায়) পূজা দিতে হবে, তাই ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করেছেন এবং যতদূর পেরেছেন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। ঋগ্বেদের অনেক পরের সময়ের উপাসকগণ এ ক অক্ষরটিকেই দেব বলে গ্রহণ করেছেন। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব এ সূক্তে প্রকাশিত হচ্ছে। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১২২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। চিত্রমহা ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

বসুং ন চিত্রমহসং গৃণীষে বামং শেবমতিথিমদ্বিষেণ্যম্।
স রাসতে শুরুধো বিশ্বধায়সোঽগ্নির্হোতা গৃহপতিঃ সুবীর্যম্ ॥ ১
জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য মে বচো বিশ্বানি বিদ্বান্বয়ুনানি সুক্রতো।
ঘৃতানির্ণিগ্ ব্রহ্মণে গাতুমেরয় তব দেবা অজনয়ন্ননু ব্রতম্ ॥ ২
সপ্ত ধামানি পরিয়ন্নমর্ত্যো দাশদ্দাশুষে সুকৃতে মামহস্ব।
সুবীরেণ রয়িণাগ্নে স্বাভুবা যস্ত আনট্ সমিধা তং জুষস্ব ॥ ৩
যজ্ঞস্য কেতুং প্রথমং পুরোহিতং হবিষ্মন্ত ঈলতে সপ্ত বাজিনম্।
শৃণ্বন্তমগ্নিং ঘৃতপৃষ্ঠমুক্ষণং পৃণন্তং দেবং পৃণতে সুবীর্যম্ ॥ ৪
ত্বং দূতঃ প্রথমো বরেণ্যঃ স হূয়মানো অমৃতায় মৎস্ব।
ত্বাং মর্জয়ন্মরুতো দাশুষো গৃহে ত্বাং স্তোমেভির্ভৃগবো বি রুরুচুঃ ॥ ৫
ইষং দুহন্ৎসুদুঘাং বিশ্বধায়সং যজ্ঞপ্রিয়ে যজমানায় সুক্রতো।
অগ্নে ঘৃতস্নুস্ত্রির্ঋতানি দীদ্যদ্বর্তির্যজ্ঞং পরিয়ন্ৎসুক্রতূয়সে ॥ ৬
ত্বামিদস্যা উষসো ব্যুষ্টিষু দূতং কৃণ্বানা অযজন্ত মানুষাঃ।
ত্বাং দেবা মহয়ায্যায় বাবৃধুরাজ্যমগ্নে নিমৃজন্তো অধ্বরে ॥ ৭
নি ত্বা বসিষ্ঠা অহ্বন্ত বাজিনং গৃণন্তো অগ্নে বিদথেষু বেধসঃ।
রায়স্পোষং যজমানেষু ধারয় যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অগ্নির বিচিত্র তেজ, তিনি সূর্যের তুল্য, রমণীয় সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁকে স্তব করি। যারা দুগ্ধদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সে গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী। ২। হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্মকারী! তুমি যা জানবার আছে, সকলি জান। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে স্তোতাকে গান করতে বল, তোমার কার্য দেখে পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করেন। ৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্বস্থানে গতিবিধি করে উত্তম কর্মকারী দাতা ব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্ধন করে, তার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি উপঢৌকন নিয়ে যাও। ৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করছে, সে অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে কামনা শ্রবণপূর্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন। ৫। হে অগ্নি! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি, তুমি আনন্দ কর। দাতার গৃহে মরুদগণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করল। ৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হতে যজ্ঞফল দোহন করে দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হয়ে তিন স্থান আলোকময় কর, তুমি যজ্ঞগৃহের সর্বত্র আছ, সর্বত্র গমন কর, সৎকর্মকারীর যে আবরণ, তা তোমাতে দৃষ্ট হয়। ৭। ঊষা জাগরিত হলেই মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করে যজ্ঞ করে। হে অগ্নি! দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতদ্বারা প্রদীপ্ত করে পূজা করবার জন্য সংবর্ধনা করেন। ৮। হে অগ্নি! সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করতে লাগল। যজমানদের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তি বচনদ্বারা আমাদের সর্বদা রক্ষা কর।

১২৩ সূক্ত ।। বেন দেবতা । বেন ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎপৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ূ রজসো বিমানে ।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥ ১
সমুদ্রাদূর্মিমুদিয়র্তি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্যতস্য দর্শি ।
ঋতস্য সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যনূষত ব্রাঃ ॥ ২
সমানং পূর্বীরভি বাবশানাস্তিষ্ঠন্বৎসস্য মাতরঃ সনীলাঃ ।
ঋতস্য সানাবধি চক্রমাণা রিহন্তি মধ্বো অমৃতস্য বাণীঃ ॥ ৩
জানন্তো রূপমকৃপন্ত বিপ্রা মৃগস্য ঘোষং মহিষস্য হি গ্মন্ ।
ঋতেন যন্তো অধি সিন্ধুমস্থুর্বিদদ্গন্ধর্বো অমৃতানি নাম ॥ ৪
অপ্সরা জারমুপসিষ্মিয়ানা যোষা বিভর্তি পরমে ব্যোমন্ ।
চরৎপ্রিয়স্য যোনিষু প্রিয়ঃ সন্ত্ সীদৎপক্ষে হিরণ্যয়ে স বেনঃ ॥ ৫
নাকে সুপর্ণমুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা ।
হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ ॥ ৬
ঊর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাৎ প্রত্যঙ্ চিত্রা বিভ্রদস্যায়ুধানি ।
বসানো অৎকং সুরভিং দৃশে কং স্বর্ণ নাম জনত প্রিয়াণি ॥ ৭
দ্রপ্সঃ সমুদ্রমভি যজ্জিগাতি পশ্যন্ গৃধ্রস্য চক্ষসা বিধর্মন্ ।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা চকানস্তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। বেন নামে যে দেবতা তিনি (১), জ্যোতিদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্যের সাথে জলের মিলন হয় তখন বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ সে বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করেন। ২। বেনদেব আকাশ-স্বরূপ সমুদ্র হতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করছেন, এ কারণে আকাশে সে উজ্জ্বলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হল, জলের যে সমুন্নত স্থান অর্থাৎ আকাশ সেখানে তিনি দীপ্তি পান। তাঁর পারিষদেরা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করল। ৩। জলগুলি বেনের সাথে একস্থানবর্তী অর্থাৎ আকাশে থাকে, তারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা তারা একস্থানবর্তী বেনের দিকে শব্দ করতে লাগল। জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হয়ে বেনকে সংবর্ধনা করছে। ৪। বুদ্ধিমান স্তবকারিগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করল, তাতে তারা বুদ্ধিপূর্বক তাঁর রূপ কল্পনা করল। তারা বেনকে যজ্ঞদানপূর্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হল। সে গন্ধর্বরূপী বেন জলের প্রভু। ৫। বিদ্যুৎ যেন একটি অপ্সরা, বেন যেন তার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখে ঈষৎ হাস্যপূর্বক আলিঙ্গন করছেন। বেন তাঁর প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করে সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন বা শয়ন করলেন। ৬। হে বেন! তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটি পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্বলোক শাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণপোষণকারী পক্ষী তুল্য। এরূপে তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে। ৭। সে গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হলেন। তিনি চতুর্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দরমূর্তি আচ্ছাদন করেছেন। এরূপে অন্তর্হিত হয়ে তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করছেন। ৮। বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম সাধনকালে গৃধ্রের তুল্য দূরবিস্তারি চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করতে

করতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হন। দীপ্যমান হয়ে তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হতে সর্বলোকবাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।

টীকা ঃ ১। বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোন দেবকে বেন নামে এ সূক্তে উপাসনা করা হচ্ছে।

১২৪ সূক্ত ॥ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। তাঁরাই ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

ইমং নো অগ্ন উপ যজ্ঞমেহি পঞ্চযামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্।
অসো হব্যবালুত নঃ পুরোগা জ্যোগেব দীর্ঘন্তম আশয়িষ্ঠাঃ ॥ ১
অদেবাদ্দেবঃ প্রচতা গুহা যন্ প্রপশ্যমানো অমৃতত্বমেমি।
শিবং যৎ সন্তমশিবো জহামি স্বাৎ সখ্যাদরণীং নাভিমেমি ॥ ২
পশ্যন্নন্যস্যা অতিথিং বয়ায়া ঋতস্য ধাম বি মিমে পুরূণি।
শংসামি পিত্রে অসুরায় শেবমযজ্ঞিয়াদ্যজ্ঞিয়ং ভাগমেমি ॥ ৩
বহ্বীঃ সমা অকরমন্তরস্মিন্নিন্দ্রং বৃণানঃ পিতরং জহামি।
অগ্নিঃ সোমো বরুণস্তে চ্যবন্তে পর্যাবর্দ্রাষ্ট্রং তদবাম্যায়ন্ ॥ ৪
নির্মায়া উ ত্যে অসুরা অভূবন্ত্বং চ মা বরুণ কাময়াসে।
ঋতেন রাজন্ননৃতং বিবিঞ্চন্মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি ॥ ৫
ইদং স্বরিদমিদাস বামময়ং প্রকাশ উর্বন্তরিক্ষম্।
হনাব বৃত্রং নিরেহি সোম হবিষ্ট্বা সন্তং হবিষা যজাম ॥ ৬
কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজদপ্রভূতী বরুণো নিরপঃ সৃজৎ।
ক্ষেমং কৃণ্বানো জনয়ো ন সিন্ধবস্তা অস্য বর্ণং শুচয়ো ভরিভ্রতি ॥ ৭
তা অস্য জ্যেষ্ঠমিন্দ্রিয়ং সচন্তে তা ঈমা ক্ষেতি স্বধয়া মদন্তীঃ।
তা ঈং বিশো ন রাজানং বৃণানা বীভৎসুবো অপ বৃত্রাদতিষ্ঠন্ ॥ ৮
বীভৎসূনাং সযুজং হংসমাহুরপাং দিব্যানাং সখ্যে চরন্তম্।
অনুষ্টুভমনু চর্চূর্যমাণমিন্দ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো মনীষা ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! আমাদের এ যে যজ্ঞ, যাঁর ঋত্বিক যজমান প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁর অনুষ্ঠান তিন প্রকারে হয়ে থাকে, যাঁর সাত জন অনুষ্ঠানকর্তা আছেন, সে যজ্ঞের দিকে তুমি এস। তুমিই আমাদের হবির্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চিরকালই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করে থাক। ২। [অগ্নির উক্তি] দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সে নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয় তখন আমি অদর্শন হয়ে যজ্ঞকে পরিত্যাগ করে যাই। চিরকালের বন্ধুত্বপ্রযুক্ত নিজ উৎপত্তি-স্থান অরণির মধ্যেই গমন করি। ৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ আছে অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি অর্থাৎ সূর্য, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ তাঁর বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকি। অসুর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁদের মুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করে থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হতে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি। ৪। ঐ স্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করেছি। সেখানে ইন্দ্রকে বরণ করে আপন পিতা অরণিকে ত্যাগ করি অর্থাৎ অরণি হতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বরুণের পতন হল, রাজ্য বিপর্যস্ত হল, তখন

এসে আমি রক্ষা করি। ৫। আমি এলে সে অসুরগণ শক্তিহীন হয়ে গেল। হে বরুণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হতে মিথ্যাকে পৃথক করে আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর। ৬। [অগ্নি বা বরুণের উক্তি] হে সোম! এ দেখ স্বর্গ। এ অতি সুন্দর ছিল। এ দেখ আলোক। এ বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম! তুমি নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করি। ৭। ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে নিজ তেজ সংলগ্ন করলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করলেন। সে সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ করে জগতের মঙ্গল বিধান করছেন। সে সকল নির্মল নদী বরুণের পত্নীর ন্যায় বরুণের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করছে। ৮। সে সকল জলদেবতা বরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ তেজ প্রাপ্ত হচ্ছে, তার ন্যায় হোম দ্রব্য পেয়ে আনন্দিত হচ্ছে। বরুণ নিজ পত্নীর ন্যায় তাদের নিকট গমন করছেন যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পেয়ে রাজাকে আশ্রয় করে সেরূপ জলেরা ভয়প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় করে বৃত্রের নিকট হতে পলায়ন করছে। ৯। সে সকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হয়ে যিনি তাদের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁকে হংস বলে। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বানগণ বুদ্ধিবলে তাঁকে ইন্দ্র বলে স্থির করেছেন।

১২৫ সূক্ত ।। পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

অনুবাদ : ১। [বাগ্দেবীর উক্তি] আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। ২। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাদের উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি। ৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং

যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি। ৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সে সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য। ৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। ৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি। ৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। ৮। আমিই সকল ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বৃহৎ হয়েছে যে দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে (১)।

টীকা ঃ ১। বাগ্‌দেবীকে এ সূক্তের বক্তা অর্থাৎ ঋষি বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্ যে এ সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তার কোনও নিদর্শন নেই। বক্তা আপনাকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর।

১২৬ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কুলমল বর্হিষ ঋষি। উপরিষ্টাদ্বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ন তমংহো ন দুরিতং দেবাসো অষ্ট মর্ত্যম্।
সজোষসো যমর্যমা মিত্রো নয়ন্তি বরুণো অতি দ্বিষঃ ॥ ১
তদ্ধি বয়ং বৃণীমহে বরুণ মিত্রার্যমন্।
যেনা নিরংহসো যূয়ং পাথ নেথা চ মর্ত্যমতি দ্বিষঃ ॥ ২
তে নূনং নোঽয়মূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নয়িষ্ঠা উ নো নেষণি পর্ষিষ্ঠা উ নঃ পর্ষণ্যতি দ্বিষঃ ॥ ৩
যূয়ং বিশ্বং পরি পাথ বরুণো মিত্রো অর্যমা।
যুষ্মাকং শর্মণি প্রিয়ে স্যাম সুপ্রণীতয়োঽতি দ্বিষঃ ॥ ৪
আদিত্যাসো অতি স্রিধো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
উগ্রং মরুদ্ভী রুদ্রং হুবেমেন্দ্রমগ্নিং স্বস্তয়েঽতি দ্বিষঃ ॥ ৫
নেতার উ ষু ণস্তিরো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
অতি বিশ্বানি দুরিতা রাজানশ্চর্ষণীনামতি দ্বিষঃ ॥ ৬
শুনমস্মভ্যমূতয়ে বরুণো মিত্রো অর্যমা।
শর্ম যচ্ছন্তু সপ্রথ আদিত্যাসো যদীমহে অতি দ্বিষঃ ॥ ৭
যথা হ ত্যদ্বসবো গৌর্যং চিৎপদি ষিতামমুঞ্চতা যজত্রাঃ।
এবো ষ্ব স্মন্মুঞ্চতা ব্যংহঃ প্র তার্যগ্নে প্রতরং ন আয়ুঃ ॥ ৮

অনুবাদ ঃ ১। অর্যমা মিত্র বরুণ যাঁকে শত্রুর হস্ত হতে পার করে দেন, হে দেবগণ! কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সে মনুষ্যকে আক্রমণ করতে পারে না। ২। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্যমা! যাতে তোমরা পাপ হতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হতে উদ্ধার করে দাও, আমরা তাই প্রার্থনা করি। ৩। এ

বরুণ, মিত্র ও অর্যমা নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করবেন। হে বরুণ প্রভৃতি! আমাদের নিয়ে চল, নিয়ে যাবার কালে পার করে দাও, পার করবার কালে শত্রুর হস্ত হতে পরিত্রাণ কর। ৪। হে বরুণ, মিত্র ও অর্যমা! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করে থাক, তোমরা নেতার কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হতে পরিত্রাণ পেয়ে তোমাদের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই। ৫। আদিত্য-গণ, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা শত্রুদের হস্ত হতে পার করে দিন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ পেয়ে কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্তি রুদ্রদেব, মরুদ্গণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করছি। ৬। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে অতি পটু এঁরা পাপগুলির অন্তর্ধান করে দিন। মনুষ্যগণের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হতে আমাদের উদ্ধার করে দিন। ৭। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা রক্ষাপূর্বক আমাদের সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদের প্রচুর পরিমাণে সে সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করুন। ৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করে রেখেছিল তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সে গাভীকে মোচন করে দিয়েছিলেন সেরূপ আমাদের পাপ হতে মুক্ত কর। হে অগ্নি! আমাদের প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর।

১২৭ সূক্ত ॥ রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

অনুবাদ: ১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করেছেন। ২। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করেছেন, যাঁরা নীচে থাকেন, কি যাঁরা ঊর্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করেছেন। ৩। রাত্রিদেবী এসে ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করলেন। ৪। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, সেরূপ যাঁর আগমনে আমরা শয়ন করেছি, সে রাত্রি আমাদের শুভকরী হোন। ৫। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে, পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে শয়ন করেছে। ৬। হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাও, চোরকে দূরে নিয়ে যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও (১)। ৭। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। হে ঊষাদেবি! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর সেরূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। ৮। হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাচ্ছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এ সমস্ত স্তব অর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ কর।

টীকা: ১। রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হয়েছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর চোরের ভয়।

১২৮ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। বিহব্য ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জগতী ছন্দ।

মমাগ্নে বর্চো বিহবেষ্বস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম।
মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম ॥ ১
মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ।
মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ ॥ ২
ময়ি দেবা দ্রবিণমা যজন্তাং মষ্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ।
দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্বেহরিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ ॥ ৩
মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যাকূতিঃ সত্যা মনসো মে অস্তু।
এনো মা নি গাং কতমচ্চনাহং বিশ্বে দেবাসো অধি বোচতা নঃ ॥ ৪
দেবীঃ ষলুর্বীরুরু নঃ কৃণোত বিশ্বে দেবাস ইহ বীরয়ধ্বম্।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ ॥ ৫
অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরি পাহি নস্ত্বম্।
প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তেমৈষাং চিত্তং প্রবুধাং বি নেশৎ ॥ ৬
ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্য যস্পতির্দেবং ত্রাতারমভিমাতিষাহম্।
ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভা বৃহস্পতির্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্যর্থাৎ ॥ ৭
উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম যংসদস্মিন্হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ।
স নঃ প্রজায়ৈ হর্যশ্ব মৃলয়েন্দ্র মা নো রীরিষো মা পরা দাঃ ॥ ৮
যে নঃ সপত্না অপ তে তবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামব বাধামহে তান্।
বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ ॥ ৯

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হোক। তোমাকে প্রজ্বলিত করে আমরা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে থাকি। চার দিক আমার নিকট নত হোক, তোমাকে প্রভু পেয়ে আমরা যেন শত্রুদের জয় করি। ২। ইন্দ্রাদি সকল দেবতা, মরুদগণ, বিষ্ণু ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশ-স্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হোক। আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হয়ে আমাকে পবিত্র করুন। ৩। দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন দান করুন। আমি যেন আশীর্বাদ লাভ করি, দেবতাদের আহ্বানপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্বতন কালে যাঁরা দেবতাদের উদ্দেশে হোম করেছেন, তাঁরা অনুকূল হোন। আমাদের শরীর নিরুদ্রব হোক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হোক। ৪। আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তা আমার জন্য দেবসাৎ করা হোক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক। আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবতাগণ আমাদের এ আশীর্বাদ করুন। ৫। ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে সকল দেবতা! এ স্থানে বীরত্ব কর। আমাদের সন্তানসন্ততির, কি আমাদের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম! শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই। ৬। হে অগ্নি! তুমি শত্রুদের আক্রোশ বিফল করে রক্ষাকর্তা হও এবং দুর্ধর্ষ হয়ে আমাদের সর্ববিধায় রক্ষা কর। সে সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হয়ে ফিরে যাক। যদিও বুদ্ধিমান হয়, তবুও এদের বুদ্ধি যেন লোপ হয়ে যায়। ৭। যিনি সৃষ্টি-কর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সে দেবকে স্তব করি। এ যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও অন্যান্য দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয়। ৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্বাগ্রে আহূত হন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সে

ইন্দ্র এ যজ্ঞে আমাদের সুখী করুন। হে হরিদ্বর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদের সুখী কর, সন্তানসন্ততি সম্পন্ন কর। আমাদের অনিষ্ট করো না, প্রতিকূল হয়ো না। ৯। যারা আমাদের শত্রু, তারা দূরে হোক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাদের পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এরূপ করুন, যাতে আমি সর্বোপরিবর্তী, দুর্ধর্ষ, বুদ্ধিমান ও অধিরাজ হই।

১২৯ সূক্ত ॥ পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি (১)। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥ ১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? ২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না (২)। ৩। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল (৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। ৪। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্ব প্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন। ৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হলেন। ওদের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্ধ দিকে বিস্তারিত হল, নিম্ন দিকে স্বধা রইল, প্রযতি উর্ধ দিকে রইলেন (৪)। ৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন (৫) কোথা হতে যে হল, তা কেই বা জানে? ৭। এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানতে পারেন।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও

প্রণালীর কথা এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূক্তটির ভাব দেখলে এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিবেচনা হয়। ২। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মার অনুভব। ৩। সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বর্ণনা। ৪। সায়ণ বলেন মহিমা বলতে পঞ্চভূত আর স্বধা অর্থে অন্ন এই অন্ন নিকৃষ্ট এবং প্রয়তি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, সে ভোক্তা জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। A self-supporting principle beneath, and energy aloft '—Muir. ৫। প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেব বলে পূজা করতেন, তাঁরা আদি দেব নহেন, তাঁরাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য মাত্র, তা ঋষির মনে উদয় হল। তবে কারণ কে? আদি কে? এ সূক্ত সে প্রশ্নেরই উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নয়, ঋষি তা স্বীকার করছেন।

১৩০ সূক্ত॥ প্রজাপতি দেবতা। যজ্ঞ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্মেভিরায়তঃ।
ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযয়ুঃ প্র বয়াপ বয়েত্যাসতে ততে॥ ১
পুমাঁ এনং তনুত উৎকৃণত্তি পুমান্বি তত্নে অধি নাকে অস্মিন্।
ইমে ময়ূখা উপ সেদুরূ সদঃ সামানি চক্রুস্তসরাণ্যোতবে॥ ২
কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে॥ ৩
অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্‌বোষ্ণিহয়া সবিতা সম্বভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্থৈর্মহস্বান্‌বৃহস্পতেবৃর্হতী বাচমাবৎ॥ ৪
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহ ভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাক্লৃপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ॥ ৫
চাক্লৃপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞে জাতে পিতরো নঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যে মনসা চক্ষসা তান্য ইমং যজ্ঞমযজন্ত পূর্বে॥ ৬
সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্ত দৈব্যাঃ।
পূর্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধীরা অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্॥ ৭

অনুবাদ: ১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দিকে সূত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হয়েছে, দেবতাদের উদ্দেশে একশত অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তার বিস্তার সংঘটন হয়েছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ এসেছেন তাঁরা বয়ন করছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এ বাক্য উচ্চারণ করতে করতে তাঁরা এ বস্ত্র বয়নকার্য নির্বাহ করছেন। ২। এক ব্যক্তি সে বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করছে। এ ঐ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে। ঐ সকল তেজপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসেছেন। এ বস্ত্রবয়নব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হয়েছে (১)। ৩। যেকালে সকল দেবতা দেবপূজা করলেন তখন তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের বৃত্তি স্বরূপ সীমা বন্ধনই বা কি হয়েছিল? ছন্দ প্রয়োগ বা উক্থ কি ছিল? ৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হলেন। দেব সবিতা উষ্ণিক্ নামক ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সাথে ও তেজোমূর্তি সূর্য উক্থ ছন্দের সাথে মিলিত হলেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করল। ৫। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করল। ত্রিষ্টুভ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়ল এবং দিবা ভাগের যে সোম, তাও

তাঁর ভাগে পড়ল। জগতী নামক ছন্দ সকল দেবতাকে আশ্রয় করল (২)। এরূপে ঋষি ও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। ৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হলে, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। প্রাচীনকালে যাঁরা এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, আমার বোধ হচ্ছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁদের দেখতে পাচ্ছি। ৭। সাত্তজন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্বক বার বার অনুষ্ঠান করলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করলেন। যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণা করে সেরূপ সে বিদ্বান ঋষিগণ পূর্বপুরুষদের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রেখে তদনুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।

টীকা ঃ ১। এ দুটি ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সাথে এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়েনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পিতৃলোকগণ যজ্ঞে উপস্থিত আছেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২। এ সূক্তটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে আটটি ছন্দের নাম পাওয়া গেল, এক একটি ছন্দকে এক এক দেবের সাথে মিলিয়ে দেওয়া কবির কল্পনা।

১৩১ সূক্ত ।। অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবতা। সুকীর্তি ঋষি। ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অপ প্রাচ ইন্দ্র বিশ্বাঁ অমিত্রানপাপাচো অভিভূতে নুদস্ব।
অপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্মদেম ॥ ১
কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবং চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিয়ূয়।
ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নমোবৃক্তিং ন জগ্মুঃ। ২
নহি স্থূর্যৃতুথা যাতমস্তি নোত শ্রবো বিবিদে সঙ্গমেষু।
গব্যন্ত ইন্দ্রং সখ্যায় বিপ্রা অশ্বায়ন্তো বৃষণং বাজয়ন্তঃ ॥ ৩
যুবং সুরামমশ্বিনা নমুচাবাসুরে সচা।
বিপিপানা শুভস্পতী ইন্দ্রং কর্মস্বাবতম্ ॥ ৪
পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেন্দ্রাবথুঃ কাব্যৈর্দংসনাভিঃ।
যৎসুরামং ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী ত্বা মঘবন্নভিষ্ণক্ ॥ ৫
ইন্দ্রঃ সুত্রামা স্ববাঁ অবোভিঃ সুমৃলীকো ভবতু বিশ্ববেদাঃ।
বাধতাং দ্বেষো অভয়ং কৃণোতু সুবীর্যস্য পতয়ঃ স্যাম ।। ৬
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম।
স সুত্রামা স্ববাঁ ইন্দ্রো অস্মে আরাচ্চিদ্দ্বেষঃ সনুতর্যুযোতু ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র! সম্মুখের দিকে অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে অথবা দক্ষিণে যারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ করে আনন্দিত হতে পারি। ২। যাদের ক্ষেত্রে যব জন্মেছে, তারা যেমন পৃথক পৃথক করে ক্রমশ সে যব অনেক বারে কর্তন করে সেরূপ হে ইন্দ্র! যারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে অর্থাৎ যারা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাদের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করে দাও। ৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তা কখনও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হতে পারে না। যুদ্ধের সময় তা দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁরা গো অশ্ব অন্ন কামনা করেন, সে বুদ্ধিমানগণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হন। অর্থাৎ ইন্দ্রের সহায় না হলে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। ৪। হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সাথে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হয়ে চমৎকার সোম পান করতে করতে ইন্দ্রের কর্মে

তাঁকে রক্ষা করেছিলে। ৫। হে অশ্বিদ্বয়! যেরূপ পিতা মাতা পুত্রকে রক্ষা করে সেরূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করে নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্য সমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে। হে ইন্দ্র! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন। ৬। ৭। ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্তা ধনশালী সর্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করে সুখদায়ী হোন। শত্রুদের নিবারণ পূর্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সে যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্তা ও ধনশালী। সে ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্তী, কি নিকটবর্তী সকল শত্রুকে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করে দেন।

১৩২ সূক্ত ॥ মিত্র ও বরুণ দেবতা। শকপূত ঋষি। প্রাস্তার পংক্তি,
বিরাড্, মহাসতোবৃহতী ছন্দ।

ঈজানমিদ্দ্যৌগূর্তাবসুরীজানং ভূমিরভি প্রভূষণি।
ঈজানং দেবাবশ্বিনাবভি সুম্নৈরবর্ধতাম্ ॥ ১
তা বাং মিত্রাবরুণা ধারযৎ ক্ষিতী সুষুম্নেষিতত্বতা যজামসি।
যুবোঃ ক্রাণায় সখৈরভি ষ্যাম রক্ষসঃ ॥ ২
অধা চিন্নু যদ্দিধিষামহে বামভি প্রিয়ং রেক্ণঃ পত্যমানাঃ।
দদ্বাঁ বা যৎপুষ্যতি রেক্ণঃ সম্বারন্নকিরস্য মঘানি ॥ ৩
অসাবন্যো অসুর সূয়ত দ্যৌস্ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা।
মূর্ধা রথস্য চাকন্নৈতাবতৈনসান্তকধ্রুক্ ॥ ৪
অস্মিন্ত্স্বে তচ্ছকপূত এনো হিতে মিত্রে নিগতান্ হন্তি বীরান্।
অবোর্বা যদ্ধাত্তনূষ্ববঃ প্রিয়াসু যজ্ঞিয়াস্বর্বা ॥ ৫
যুবোর্হি মাতাদিতির্বিচেতসা দ্যৌর্ন ভূমিঃ পয়সা পুপূতনি।
অব প্রিয়া দিদিষ্টন সূরো নিনিক্ত রশ্মিভিঃ ॥ ৬
যুবং হ্যপ্নরাজাবসীদতং তিষ্ঠদ্রথং ন ধূর্ষদং বনর্ষদম্।
তা নঃ কণূকয়ন্তীর্নৃমেধস্তত্রে অংহসঃ সুমেধস্তত্রে অংহসঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। যিনি যজ্ঞ করেন তাঁরই জন্য আকাশ ধন তুলে ধরে আছেন। তাঁকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান করে সন্তুষ্ট করেন। ২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করছি। যজমানের প্রতি তোমাদের যে সকল বন্ধুতাচরণ হয়ে থাকে, তার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি। ৩। হে মিত্রাবরুণ! যখনই তোমাদের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদানকারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না। ৪। হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁকে প্রসব করেছেন অর্থাৎ সূর্য তিনি তোমা হতে ভিন্ন। হে বরুণ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদের রথের মস্তক এ দিকে আসছে। হিংসাকারীদের বিনাশকর্তা এ যে যজ্ঞ, এর উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হবে না। ৫। এ আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তা আমার সে নীচস্বভাব শত্রুদের নষ্ট করছে, যেহেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সে মিত্রদেব এসে শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাও রক্ষা করুন। ৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! অদিতিই তোমাদের উভয়ের মাতা, দ্যুলোক ও ভূলোককে

জলের দ্বারা পরিষ্কার কর, এ নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও, সূর্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর। ৭। তোমরা উভয়ে কার্যের দ্বারা রাজা হয়ে বসেছ। তোমাদের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তা এক্ষণে ধূরার উপর অবস্থিতি করুক। যেহেতু সে সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্বক চীৎকার করছে। বুদ্ধিমান নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হতে উদ্ধার পেয়েছেন।

১৩৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুদাস ঋষি। শক্বরী, মহাপংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রোম্বস্মৈ পুররথমিন্দ্রায় শূষমর্চত। অভীকে চিদু লোককৃৎসঙ্গে সমৎসু বৃত্রহাস্মাকং বোধি চোদিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ১
ত্বং সিন্ধূঁরবাসৃজোঽধরাচো অহন্নহিম্। অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে বিশ্বং পুষ্যসি বার্যং তং ত্বা পরি ষ্বজামহে নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ২
বি ষু বিশ্বা অরাতয়োঽর্যো নশন্ত নো ধিয়ঃ। অস্তাসি শত্রবে বধং যো ন ইন্দ্র জিঘাংসতি যা তে রাতির্দদির্বসু নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৩
যো ন ইন্দ্রাভিতো জনো বৃকায়ুরাদিদেশতি। অধস্পদং তমী কৃধি বিবাধো অসি সাসহির্নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৪
যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি সনাভির্যশ্চ নিষ্ট্যঃ। অব তস্য বলং তির মহীব দ্যৌরধ ত্মনা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকো অধি ধন্বসু ॥ ৫
বয়মিন্দ্র ত্বায়বঃ সখিত্বমা রভামহে। ঋতস্য নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি দুরিতা নভন্তামন্যকেষাং জ্যাকা অধি ধন্বসু ॥ ৬
অস্মভ্যং সু ত্বমিন্দ্র তাং শিক্ষ যা দোহতে প্রতি বরং জরিত্রে।
অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা নঃ সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁর রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাঁর পূজা কর। যুদ্ধের সময় দু শত্রু নিকটবর্তী হয়ে পরস্পর সম্মিলিত হয়ে যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এরূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদের প্রভু সে ইন্দ্র আমাদের সংবাদ নিন। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ ছিন্ন হয়ে যাক। ২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তা তুমিই মোচন করে দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র ! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হয়ে জন্মেছ, বিশ্বকে পালন করে থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জেনে আমরা নিকটে এসেছি। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ (ইত্যাদি পূর্ব ঋক দেখুন)। ৩। যারা দান করেনা, এরূপ সকল শত্রু দৃষ্টিপথ হতে দূর হোক। আমাদের স্তবগুলি চলতে থাকুক। হে ইন্দ্র ! যে শত্রু আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে, তুমি তার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা, তা আমাদের ধন দান করুক। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি। ৪। হে ইন্দ্র ! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্বক যে সকল লোক আমাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, তাদের ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদের ধনুর্গুণ ইত্যাদি। ৫। আমাদের সনাভি হোক বা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হোক, যে কেউ আমাদের বিনষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করে রেখেছে সেরূপ তুমি তার বল নীচস্থ কর। আপনা হতেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ ইত্যাদি। ৬। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্যের উদ্যোগ করছি। পুণ্যকর্মের পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের ইত্যাদি। ৭। হে ইন্দ্র ! আমাদের তুমি সে বিদ্যা উপদেশ কর, যার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এ পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, এ

যেন বিপুল আপীনবিশিষ্ট হয়ে এবং সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত করে আমাদের পরিতৃপ্ত করে।

১৩৪ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। মান্ধাতা ঋষি, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকের গোধা ঋষি। পংক্তিঃ ছন্দ।

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ১
অব স্ম দুর্হণায়তো মর্তস্য তনুহি স্থিরম্। অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মাঁ আদিদেশতি দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ২
অব ত্যা বৃহতীরিষো বিশ্বশ্চন্দ্রা অমিত্রহন্। শচীভিঃ শক্র ধূনুহীন্দ্র বিশ্বাভিরূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৩
অব যত্ত্বং শতক্রতবিন্দ্র বিশ্বানি ধূনুষে। রয়িং ন সুন্বতে সচা সহস্রিণীভি-রূতিভির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৪
অব স্বেদা ইবাভিতো বিষ্বক্পতন্তু দিদ্যবঃ। দূর্বায়া ইব তন্তবো ব্যস্মদেতু দুর্মতির্দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৫
দীর্ঘং হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ। পূর্বেণ মঘবন্ পদাজো বয়াং যথা যমো দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥ ৬
নকি দেবা মিনীমসি নকিরা যোপয়ামসি মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি।
পক্ষেভিরপি কক্ষেভিরত্রাভি সং রভামহে ॥ ৭

অনুবাদঃ ১। হে ইন্দ্র! তুমি ঊষার ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহত্তেরও মহৎ, মনুষ্যদের উপরিবর্তী সম্রাট। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করেছেন। ২। যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদের বধ করতে ইচ্ছা করে তার বল অধিক থাকলেও তুমি সে বলকে ন্যূন করে দাও, যে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৩। হে ক্ষমতাবান শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সে যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, যাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদের দিকে প্রেরণ কর। সে সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি। ৪। শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করবে তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্রপ্রকারে রক্ষা করবে এবং ধনও দেবে। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৫। উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দিকে পতিত হোক, দূর্বার প্রতানের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হোক, আমাদের দুর্মতি দূর হোক। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৬। হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করে থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে সেরূপ তুমি সে শক্তি অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী ইত্যাদি। ৭। হে দেবতাগণ! তোমাদের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নি, কোনও কর্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নি। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করে থাকি। দু হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে তন্মাত্র সহায়ে এ যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করে থাকি।

১৩৫ সূক্ত ॥ যম দেবতা। কুমার ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

যস্মিন্বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্পতিঃ পিতা পুরাণাঁ অনু বেনতি ॥ ১
পুরাণাঁ অনুবেনন্তং চরন্তং পাপয়ামুয়া।
অসূয়ন্নভ্যচাকশং তস্মা অস্পৃহয়ং পুনঃ ॥ ২

যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি ॥ ৩
যং কুমার প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রেভ্যস্পরি।
তং সামানু প্রাবর্তত সমিতো নাব্যাহিতম্ ॥ ৪
কঃ কুমারমজনয়দ্রথং কো নিরবর্তয়ৎ।
কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রূয়াদনুদেয়ী যথাভবৎ ॥ ৫
যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত।
পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম্ ॥ ৬
ইদং যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নালীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ৭

অনুবাদ : ১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদের নরপতি পিতা ইচ্ছা করেছেন, যে আমি সে বৃক্ষে গিয়ে পূর্বপুরুষদের সঙ্গী হই। ২। পিতা আমার প্রতি নির্দয় হয়ে 'পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গী হও, এ আদেশ করাতে আমি তাঁর প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করেছিলাম, পরে সে বিরাগ ত্যাগ করে পুনর্বার অনুরক্ত হয়েছি। ৩। [যমের উক্তি] ওহে কুমার! তুমি মনে মনে এমন এক খানি নূতন রথ প্রার্থনা করেছিলে, যার চক্র নেই, যার একমাত্র ঈষা অথচ যা সর্বত্র গতিবিধি করতে সমর্থ। তুমি না বুঝে সে রথে আরোহণ করেছ। ৪। ওহে কুমার! বুদ্ধিমান বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগপূর্বক তুমি সে রথ ধাবিত করেছ, এ তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলেছে, সে উপদেশ তার নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হয়েছে। সে নৌকাতে সংস্থাপিত হয়ে ঐ রথ এ স্থান হতে চলে গিয়েছে। ৫। কে এ বালকের জন্মদাতা? কে এ রথ প্রেরণ করেছে? যাতে এ বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, সে সন্ধান অদ্য আমাদের কে বলে দেবে? ৬। যাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, তা আগেই বলা হয়েছিল। প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হল, পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় বলা হল। ৭। এ দেখছি, যমের বাটি, লোকে বলে এ দেবতাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এই দেখছি, এর সর্বাঙ্গে শিরা নির্গত হয়ে আছে, এই দেখছি, এঁকে শ্লোকে স্তব করছে (১)।

টীকা : ১। কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দেখতে যান, সেই আখ্যান নিয়ে সম্ভবত এ সূক্ত রচিত হয়েছে। কঠ উপনিষদে এ নচিকেতার কথা বিস্তীর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে।

১৩৬ সূক্ত ॥ অগ্নি, সূর্য ও বায়ু দেবতা। জূতি প্রভৃতি ঋষিগণ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥ ১
মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানু ধ্রাজিং যন্তি যদ্দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতাঁ আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্তাসো অভি পশ্যথ ॥ ৩
অন্তরিক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকশৎ।
মুনির্দেবস্য দেবস্য সৌকৃত্যায় সখা হিতঃ ॥ ৪

বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথ দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবা ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ ৫
অপ্সরসাং গন্ধর্বাণাং মৃগাণাং চরণে চরণ্‌।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্ত্‌ সখা স্বাদুর্মদিন্তমঃ ॥ ৬
বায়ুরস্মা উপামন্থৎ পিনষ্টি স্মা কুনংনমা।
কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণাপিবৎ সহ ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে তিনিই জলকে তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এ যে জ্যোতি, এরই নাম কেশী। ২। বাতরশনের বংশীয় মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন, তাঁরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে বায়ুর গতির অনুগামী হয়েছেন। ৩। তপস্যা-রসের রসিক হয়ে আমরা তাতে উন্মত্তবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদের শরীর মাত্র দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ আমাদের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হয়েছে। ৪। যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হতে পারেন, সকল বস্তু দেখতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎকর্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন। ৫। যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁকে পেতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম এ দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন। ৬। কেশীদেব অপ্সরাদের, গন্ধর্বদের এবং হরিণদের বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার, সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ। ৭। কেশী যখন রুদ্রের সাথে একত্রে জলপান করেন তখন বায়ু সে জল আলোড়িত করে দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভঙ্গ করে দেন (১)।

টীকা ঃ ১। কেশী দেব কে, তা বোঝা গেল না। এ সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১৩৭ সূক্ত ॥ বিশ্বেদেবা দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ গোতম অত্রি বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ও বসিষ্ঠ যথাক্রমে সাত ঋষি। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ।

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১
দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষ্যং তে অন্য আ বাতু পরান্যো বাতু যদ্রপঃ ॥ ২
আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্রপঃ।
ত্বং হি বিশ্বভেষজো দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩
আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ।
দক্ষং তে ভদ্রমাভার্ষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৪
ত্রায়ন্তামিহ দেবাস্ত্রায়তাং মরুতাং গণঃ।
ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৫
আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্‌ ॥ ৬
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী।
অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপ স্পৃশামসি ॥ ৭

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবতাবর্গ। তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করেছ, তোমরাই

আবার উর্ধে তুলে লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ করেছি, পুনর্বার প্রাণদান কর। ২। সমুদ্র পর্যন্ত এমনকি আরও দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত, এ দুই বায়ু বয়ে থাকে, এক বায়ু তোমার বলাধান করতে করতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হোক। ৩। হে বায়ু! তুমি এ দিকে ঔষধ বয়ে আন, যা অহিতকর, এ দিক হতে বয়ে নিয়ে যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাদের দূত হয়ে যাও। ৪। হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করেছি তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও করেছি। যাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয় সে কার্য করেছি। তোমার রোগ এখনই দূর করে দিচ্ছি। ৫। দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন, মরুদ্‌গণ রক্ষা করুন, সকল চরাচর রক্ষা করুন, এ ব্যক্তি নীরোগ হোক। ৬। জলই ঔষধরূপ, জলই রোগশান্তির কারণ, জল সকল রোগেরই ঔষধ। সে জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করে দেয়। ৭। দু হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রে জিহ্বা বিচলিত হয়, তোমার রোগশান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করছি (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি রোগ নিবারণের জন্য একটি ওঝার মন্ত্র স্বরূপ।

১৩৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গ ঋষি। জগতী ছন্দ।

তব ত্য ইন্দ্র সখ্যেষু বহ্নয় ঋতং মন্বানা ব্যদর্দিরুর্বলম্।
যত্রা দশস্যন্নুষসো রিণন্নপঃ কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ ॥ ১
অবাসৃজঃ প্রস্বঃ শ্বঞ্চয়ো গিরীনুদাজ উস্রা অপিবো মধু প্রিয়ম্।
অবর্ধয়ো বনিনো অস্য দংসসা শুশোচ সূর্য ঋতজাতয়া গিরা ॥ ২
বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায় প্রতিমানমার্যঃ।
দৃড়্হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাঁ ঋজিশ্বনা ॥ ৩
অনাধৃষ্টানি ধৃষিতো ব্যাস্যন্নিধীঁরদেবাঁ অমৃণদয়াস্যঃ।
মাসেব সূর্যো বসু পুর্যমা দদে গৃণানঃ শত্রূঁরশৃণাদ্বিরুক্মতা ॥ ৪
অযুদ্ধসেনো বিভ্বা বিভিন্দতা দাশদ্বৃত্রহা তুজ্যানি তেজতে।
ইন্দ্রস্য বজ্রাদবিভেদভিশ্নথঃ প্রাক্রামচ্ছুন্ধ্যূরজহাদুষা অনঃ ॥ ৫
এতা ত্যা তে শ্রুত্যানি কেবলা যদেক একমকৃণোরযজ্ঞম্।
মাসাং বিধানমদধা অধি দ্যবি ত্বয়া বিভিন্নং ভরতি প্রধিং পিতা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করবার জন্য যজ্ঞকর্তারা যজ্ঞ সামগ্রী বহন করে যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক বলকে বিদীর্ণ করলেন। তখন স্তব করা হল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করলে এবং বৃত্রের কার্য সমস্ত ধ্বংস করলে। ২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুল্য জলদের মোচন করেছ, পর্বতদের বিচলিত করলে, গাভীদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করলে, বনের বৃক্ষদের বৃষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্য দ্বারা ইন্দ্রের স্তব হল, এঁর ক্রিয়াদ্বারা সূর্য দীপ্তিশালী হলেন। ৩। সূর্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করে দিলেন, তিনি দেখলেন, আর্যজাতি দাসজাতীর সমকক্ষ। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করে পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের বল বীর্য নষ্ট করে দিলেন। ৪। দুর্ধর্ষ ইন্দ্র দুর্ধর্ষ শত্রুসৈন্যদের নষ্ট করলেন, তিনি দেবশূন্যদের ধনসমূহ ধ্বংস করলেন। সূর্য যেরূপ মাসে মাসে পৃথিবীতে রস আকর্ষণ করেন সেরূপ তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করতে করতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত

করলেন। ৫। ইন্দ্রের সেনার সাথে কেউ যুদ্ধ করতে সমর্থ হয় না, সর্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হতে শত্রুগণ ভীত হল। সর্ববস্তু শোধনকারী সূর্যদেব চলতে আরম্ভ করলেন। উষা দেবী আপনার শকট চালিত করে দিলেন। ৬। হে ইন্দ্র! এ সকল বীরত্বের কার্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করেছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতয়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছ। সূর্যের রথ চক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমার দ্বারাই সে চক্র ধারণ করিয়ে থাকেন।

১৩৯ সূক্ত ।। সবিতা ও বিশ্বাবসু দেবতা। বিশ্বাবসু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সূর্যরশ্মিহরিকেশঃ পুরস্তাৎ সবিতা জ্যোতিরুদয়াঁ অজস্রম্।
তস্য পূষা প্রসবে যাতি বিদ্বান্ত্ সম্পশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ১
নৃচক্ষা এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষম্।
স বিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্বমপরং চ কেতুম্ ॥ ২
রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং বিশ্বা রূপাভি চষ্টে শচীভিঃ।
দেব ইব সবিতা সত্যধর্মেন্দ্রো ন তস্থৌ সমরে ধনানাম্ ॥ ৩
বিশ্বাবসুং সোম গন্ধর্বমাপো দদৃশুষীস্তদৃতেনা ব্যায়ন্।
তদন্ববৈদিন্দ্রো রারহাণ আসাং পরি সূর্যস্য পরিধীঁরপশ্যৎ ॥ ৪
বিশ্বাবসুরভিতন্নো গৃণাতু দিব্যো গন্ধর্বো রজসো বিমানঃ।
যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম ধিয়ো হিন্বানো ধিয় ইন্নো অব্যাঃ ॥ ৫
সস্নিমবিন্দচ্চরণে নদীনামপাবৃণোদ্দুরো অশ্মব্রজানাম্।
প্রাসাং গন্ধর্বো অমৃতানি বোচদিন্দ্রো দক্ষং পরি জানাদহীনাম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। দেবসবিতা সূর্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট, তিনি পূর্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করতে থাকেন। তাঁর জন্ম হলে পূষাদেব অগ্রসর হন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন। ২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোকে পূর্ণ করেন। তিনি দিক সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করেছেন। তিনি পূর্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলি প্রকাশিত করেন। ৩। সে সূর্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় সকল দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতাদেবের ন্যায় সত্যকর্মা অর্থাৎ যা করেন, তা সফল হয়। যে স্থানে ধন সকল একত্র মিলিত হয় সেখানে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। ৪। হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাবসু গন্ধর্বকে দেখল তখন পুণ্যকর্মপ্রভাবে তারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হল। সে জল সমস্ত যিনি প্রেরণ করেছেন, সে ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। তিনি সূর্য মণ্ডলের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করলেন। ৫। বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব জলের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদের উপদেশ দিন। যা যথার্থ অথবা যা আমাদের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তাপ্রবর্তিত করুন, আমাদের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন (১)। ৬। নদীদের চরণদেশে ইন্দ্র একটি মেঘ দেখলেন, তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্ঘাটন করে দিলেন। গন্ধর্ব এ সমস্ত জলের কথা উল্লেখ করলেন, ইন্দ্র মেঘদের বল উত্তম জানেন।

টীকা ঃ ১। বিশ্বাবসু গন্ধর্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হচ্ছেন।

১৪০ সূক্ত ।। অগ্নি দেবতা । অগ্নি ঋষি । বিষ্টারপংক্তি, বৃহতী, জ্যোতি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

অগ্নে তব শ্রবো বয়ো মহি ভ্রাজন্তে অর্চয়ো বিভাবসো ।
বৃহদ্ভানো শবসা বাজমুক্থ্যং দধাসি দাশুষে কবে ॥ ১
পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চা উদিয়র্ষি ভানুনা ।
পুত্রো মাতরা বিচরন্নুপাবসি পৃণক্ষি রোদসী উভে ॥ ২
ঊর্জো নপাজ্জাতবেদঃ সুশস্তিভির্মন্দস্ব ধীতিভির্হিতঃ ।
ত্বে ইষঃ সং দধুর্ভূরিবর্পসশ্চিত্রোতয়ো বামজাতাঃ ॥ ৩
ইরজ্যন্নগ্নে প্রথয়স্ব জন্তুভিরস্মে রায়ো অমর্ত্য ।
স দর্শতস্য বপুষো বি রাজসি পৃণক্ষি সানসিং ক্রতুম্ ॥ ৪
ইষ্কর্তারমধ্বরস্য প্রচেতসং ক্ষয়ন্তং রাধসো মহঃ ।
রাতিং বামস্য সুভগাং মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্ ॥ ৫
ঋতাবানং মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ ।
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং ত্বা গিরা দৈব্যং মানুষা যুগা ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১ । হে অগ্নি ! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে, তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাচ্ছে, ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি, তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড, তুমি ক্রিয়াকুশল, তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও । ২ । হে অগ্নি ! যখন তুমি দীপ্তির সাথে উদয় হও তখন তোমার তেজ সকলকে পরিশুদ্ধ করতে থাকে, এ শুক্লবর্ণ ধারণপূর্বক বৃহৎ হয়ে উঠে । তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করতে থাক, তুমি যেন পুত্র, তারা যেন মাতা, সে নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া করে তাদের আলিঙ্গন কর । ৩ । হে তেজের পুত্র জাতবেদা ! উৎকৃষ্ট স্তবপাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হয়েছে, তুমি আনন্দ কর । তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হয়েছে । ৪ । হে অমর অগ্নি ! নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হয়ে আমাদের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্তিতে সুশোভিত হয়েছ, সর্বফলদাতা যজ্ঞকে সংস্পর্শ করছ । ৫ । হে অগ্নি ! তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করে থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর । এরূপ তোমাকে স্তব করি । অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্বফলোৎপাদক ধন দান কর । ৬ । যজ্ঞোপযোগী সর্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করেছে । তোমার কর্ণ সকল শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নেই, তুমি দেবলোকবাসী, এরূপ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রীপুরুষে স্তব করে ।

১৪১ সূক্ত ।। বিশ্বেদেবা দেবতা । অগ্নি ঋষি । অনুষ্টুপ্ ছন্দ ।

অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্নঃ সুমনা ভব ।
প্র নো যচ্ছ বিশস্পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ১
প্র নো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ ।
প্র দেবাঃ প্রোত সূনৃতা রায়ো দেবী দদাতু নঃ ॥ ২
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে ।
আদিত্যান্বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৩
ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং সুহবেহ হবামহে ।
যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা অসৎ ॥ ৪
অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয় ।
বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৫

ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়।
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয় ॥ ৬

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নি! উপযুক্তমত উপদেশ দাও, আমাদের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্তা, অতএব আমাদের ধন দান কর। ২। অর্যমা ভগ বৃহস্পতি দেবগণ সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী এঁরা সকলে আমাদের দান করুন। ৩। আমাদের রক্ষা করবার জন্য আমরা সোম রাজাকে অগ্নি সূর্য আদিত্যগণ বিষ্ণু ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করছি। ৪। ইন্দ্র বায়ু ও বৃহস্পতি, এঁদের ডাকলে আনন্দ হয়, এঁদের ডাকছি, এঁরা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। ৫। অর্যমা বৃহস্পতি ইন্দ্র বায়ু বিষ্ণু সরস্বতী এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ কর। ৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদের সাথে এক হয়ে আমাদের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাদের ধনদান করতে অনুরোধ কর।

১৪২ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। জরিতা প্রভৃতি চারপক্ষী, প্রত্যেকে দুই দুই ঋকের ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অয়মগ্নে জরিতা ত্বে অভূদপি সহসঃ সূনো নহ্য ন্যদস্ত্যাপ্যম্।
ভদ্রং হি শর্ম ত্রিবরূথমস্তি ত আরে হিংসানামপ দিদ্যুমা কৃধি ॥ ১
প্রবত্তে অগ্নে জনিমা পিতূয়তঃ সাচীব বিশ্বা ভুবনা ন্যৃঞ্জসে।
প্র সপ্তয়ঃ প্র সনিষন্ত নো ধিয়ঃ পুরশ্চরন্তি পশুপা ইব ত্মনা ॥ ২
উত বা উ পরি বৃণক্ষি বপ্সদ্বহোরগ্ন উলপস্য স্বধাবঃ।
উত খিল্যা উর্বরাণাং ভবন্তি মা তে হেতিং তবিষীং চুক্রুধাম ॥ ৩
যদুদ্বতো নিবতো যাসি বপ্সৎপৃথগেষি প্রগর্ধিনীব সেনা।
যদা তে বাতো অনুবাতি শোচির্বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি প্র ভূম ॥ ৪
প্রত্যস্য শ্রেণয়ো দদৃশ্র একং নিয়ানং বহবো রথাসঃ।
বাহূ যদগ্নে অনুমর্মৃজানো ন্যঙ্ঙুত্তানামন্বেষি ভূমিম্ ॥ ৫
উত্তে শুষ্মা জিহতামুত্তে অর্চিরুত্তে অগ্নে শশমানস্য বাজাঃ।
উচ্ছ্বংচস্ব নি নম বর্ধমান আ ত্বাদ্য বিশ্বে বসবঃ সদন্তু ॥ ৬
অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্।
অন্যং কৃণুষ্বেতঃ পন্থাং তেন যাহি বশাঁ অনু ॥ ৭
আয়নে তে পরায়ণে দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ।
হ্রদাশ্চ পুণ্ডরীকাণি সমুদ্রস্য গৃহা ইমে ॥ ৮

অনুবাদঃ ১। হে অগ্নি! এ জরিতা তোমার স্তবকর্তা হয়েছেন। হে বলের পুত্র! তোমার ন্যায় আত্মীয় কেউ নেই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তার তিনটি প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছি, তোমার উজ্জ্বলশিখা আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাও। ২। হে অগ্নি! অন্ন কামনা বশত তুমি যখন উৎপন্ন হও তখন তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর। ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদের স্তবের উদয় করে দিয়েছে, তারা পশুপালকের ন্যায় আপনা হতেই অগ্রে অগ্রে যাচ্ছে। ৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর তখন অনেক তৃণ আপন হতে ত্যাগ করে যাও। হয়ত তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্য শূন্য করে ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই। ৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বসুদের দগ্ধ করতে যাও তখন

পৃথকরূপে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ বইতে থাকে তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনি মুণ্ডন করে দাও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করে দেয় (১)। ৫। এ অগ্নির অনেক শিখা দৃষ্ট হচ্ছে। এঁর গন্তব্য স্থান এক কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দু বাহু মার্জনা করতে করতে স্বয়ং নম্রমূর্তি হয়ে ঊর্ধ্ব ভূমিতে আরোহণ কর। ৬। হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা যাচ্ছে, তোমার তেজ, তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হোক, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, ঊর্ধ্বে গমন কর, নিম্নে নেমে এস। তোমার চতুর্দিকে এক্ষণে সকল বসু উপবেশন করুক। ৭। এ স্থান জলের আধার, এ স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, সে পথ দিয়ে যথা ইচ্ছা যাও। ৮। হে অগ্নি! তুমি এলে অথবা প্রতিগমন করলে বিস্তর পুষ্পবতী দূর্বা এ স্থানে উৎপন্ন হোক। এ স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেতপদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে।

টীকা ঃ ১। এ ঋকে লুণ্ঠনকারী সেনার ও শ্মশ্রুমুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে।

১৪৩ সূক্ত ॥ অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো নবম্ ॥ ১
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃঢ়ং গ্রন্থিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥ ২
নরা দংসিষ্ঠাবত্রয়ে শুভ্রা সিষাসতং ধিয়ঃ।
অথা হি বাং দিবো নরা পুনঃ স্তোমো ন বিশসে ॥ ৩
চিতে তদ্বাং সুরাধসো রাতিঃ সুমতিরশ্বিনা।
আ যন্নঃ সদনে পৃথৌ সমনে পর্ষথো নরা ॥ ৪
যুবং ভুজ্যুং সমুদ্র আ রজসঃ পার ঈঙ্খিতম্।
যাতমচ্ছা পতত্রিভির্নাসত্যা সাতয়ে কৃতম্ ॥ ৫
আ বাং সুম্নৈঃ শংযূ ইব মংহিষ্ঠা বিশ্ববেদসা।
সমস্মে ভূষতং নরোৎসং ন পিপ্যুষীরিষঃ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি যজ্ঞ করে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তোমরা এরূপ করলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয় সেরূপ তোমরা কক্ষীবান ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করলে। ২। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করে রেখেছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলে দেয় সেরূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলে এলেন। ৩। হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়কদ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করতে ইচ্ছা কর। হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তাহলে আবার স্তবকীর্তন করতে পারি। ৪। হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হলে তোমরা যখন আমাদের গৃহে এসে রক্ষা করেছ তখন বুঝছি যে আমাদের দান এবং আমাদের স্তব তোমরা জানতে পেরেছ। ৫। ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হয়েছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হচ্ছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা নিয়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হলে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাঁকে পুনর্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করে দিলে। ৬। হে সর্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবন্ত

লোকের ন্যায় দাতা হয়ে আমাদের নিকটে ধনের সাথে এস। যেরূপ দুগ্ধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গাভীর আপীন পূর্ণ করে সেরূপ আমাদের ধনে পূর্ণ কর।

১৪৪ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ ঋষি। গায়ত্রী, বৃহতী, সতোবৃহতী, বিষ্টারপংক্তি ছন্দ।

অয়ং হি তে অমর্ত্য ইন্দুরত্যো ন পত্যতে। দক্ষো বিশ্বায়ুর্বেধসে ॥ ১
অয়মস্মাসু কাব্য ঋভুর্বজ্রো দাস্বতে। অয়ং বিভর্ত্যূর্ধ্বকৃশনং মদমৃভুর্ন কৃত্ব্যং মদম্ ॥ ২
ঘৃষুঃ শ্যেনায় কৃত্বন আসু স্বাসু বংসগঃ। অব দীধেদহীশুব ॥ ৩
যং সুপর্ণঃ পরাবতঃ শ্যেনস্য পুত্র আভরৎ। শতচক্রং যো হ্যো বর্তনিঃ ॥ ৪
যং তে শ্যেনশ্চারুমবৃকং পদাভরদরুণং মানমন্ধসঃ। এনা বয়ো বি তার্যায়ুর্জীবস
এনা জাগায় বন্ধুতা ॥ ৫
এবা তদিন্দ্র ইন্দুনা দেবেষু চিদ্ধারয়াতে মহি ত্যজঃ। ক্রত্বা বয়ো বি তার্যায়ুঃ
সুক্রতো ক্রত্বায়মস্মাদা সুতঃ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্তা। তোমার জন্য এ অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হচ্ছে। এ বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ। ২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র উর্ধকৃশন নামক স্তব-কর্তাকে পালন করেন। যেমন ঋভুদেব যজ্ঞকর্তাকে পালন করেন, সেরূপ ইনি পালন করেন। ৩। উজ্জ্বলমূর্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদের নিকট অতি সুচারুরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করেছেন। ৪। শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূরে দেশ হতে সোম এনেছেন, তা অশেষ কর্মের উপযোগী, তা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ৫। তা রক্তবর্ণ, তা অন্যের সৃষ্টিকর্তা, তা দেখতে সুন্দর, তা কেউই নষ্ট করতে পারে না, তা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করেছে। হে ইন্দ্র! এ সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ কর, এর অনুরোধে আমাদের সাথে বন্ধুত্ব কর। ৬। সোম পান করে ইন্দ্র দেবতাদের এবং আমাদের বিশিষ্ট রূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদের অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এ সোম আমাদের কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৪৫ সূক্ত ॥ সপত্নীপীড়ন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি। অনুষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ॥ ১
উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি।
সপত্নীং মে পরা ধম পতিং মে কেবলং কুরু ॥ ২
উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ।
অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ ॥ ৩
নহ্যস্যা নাম গৃভ্ণামি নো অস্মিন্রমতে জনে।
পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি ॥ ৪
অহমস্মি সহমানাথ ত্বমসি সাসহিঃ।
উভে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ ॥ ৫
উপ তেঽধাং সহমানামভি ত্বাধাং সহীয়সা।
মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু ॥ ৬

অনুবাদ : ১। এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, এ ওষধি, এ আমি খননপূর্বক

উদ্ধৃত করছি, এ দ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, এ দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়। ২। হে ওষধি ! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায়-স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও, যাতে আমার স্বামী আমারই বশীভূত থাকেন, তুমি তা করে দাও। ৩। হে ওষধি ! তুমি প্রধান, আমি যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হয়ে থাকে। ৪। সে সপত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠিয়ে দিই। ৫। হে ওষধি ! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে, এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হয়ে সপত্নীকে হীনবল করি। ৬। হে পতি ! এ ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখলাম। সে শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমার মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয় (১)।

টীকা ঃ ১। এ সূক্তটি সপত্নীদের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তা বলা বাহুল্য। এসূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল, তা স্পষ্টই দৃষ্ট হচ্ছে।

১৪৬ সূক্ত ॥ অরণ্যানী দেবতা। দেবমুনি ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ বা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী ॥ ১
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে ॥ ২
উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি ॥ ৩
গামঙ্গৈষ আ হ্বয়তি দার্বঙ্গৈযো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে ॥ ৪
ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে ॥ ৫
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাম্।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে অরণ্যানি ! (বৃহৎ বন)। তুমি যেন দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে যাও, (অর্থাৎ কতদূরে চলেছ, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাবার পথ জিজ্ঞাসা কর না ? তোমার কি একাকী থাকতে ভয় হয় না ? ২। এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করছে আর এক জন্তু চীচী ইত্যাকার শব্দ করে যেন তার উত্তর দিচ্ছে, যেন এরা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করে অরণ্যানীকে বর্ণনা করছে। ৩। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরছে, এরূপ ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন তার মধ্য হতে শত শত শকট নির্গত হয়ে আসছে (১)। ৪। তবে কি এ ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করছে ? তবে কি এ আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করছে ? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেউ চীৎকার করে উঠল। ৫। বাস্তবিক অরণ্যানী কারও প্রাণ বধ করেন না। অন্য অন্য পশু না এলে সেখানে

কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে সুস্বাদ্ ফল আহার করে অতি সুখে কালক্ষেপ হয়। ৬। মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার সেখানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কৃষক লোক আদৌ নেই। অরণ্যানী হরিণদের জননী স্বরূপা। এরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা করলাম।

টীকা ঃ ১। আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া বশত এ সকল অলীক দৃষ্টি। এ সূক্তটি অরণ্য সম্বন্ধে একটি কবিতা মাত্র।

১৪৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। সুবেদা ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবেঽহন্যদ্বৃত্রং নর্যং বিবেরপঃ।
উভে যত্ত্বা ভবতো রোদসী অনু রেজতে শুষ্মাৎ পৃথিবী চিদদ্রিবঃ ॥ ১
ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং শ্রবস্যতা মনসা বৃত্রমর্দয়ঃ।
ত্বামিন্নরো বৃণতে গবিষ্টিষু ত্বাং বিশ্বাসু হব্যাস্বিষ্টিষু ॥ ২
ঐষু চাকন্ধি পুরুহূত সূরিষু বৃধাসো যে মঘবন্নানশুর্মঘম্।
অর্চন্তি তোকে তনয়ে পরিষ্টিষু মেধসাতা বাজিনমহ্রুয়ে ধনে ॥ ৩
স ইন্নু রায়ঃ সুভৃতস্য চাকনন্মদং যো অস্য রংহ্যং চিকেততি।
ত্বাবৃধো মঘবন্দাশ্বধ্বরো মক্ষূ স বাজং ভরতে ধনা নৃভিঃ ॥ ৪
ত্বং শর্ধায় মহিনা গৃণান উরু কৃধি মঘবঞ্ছগ্ধি রায়ঃ।
ত্বং নো মিত্রো বরুণো ন মায়ী পিত্বো ন দস্ম দয়সে বিভক্তা ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলে মান্য করি। কারণ তুমি বৃত্রকে বধ করেছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করেছ। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই অধীন হয়ে থাকে। হে বজ্রধারী! এ পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপতে থাকে। ২। হে ইন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নেই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করবার সংকল্প করে আপনার ক্ষমতা দ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে। মনুষ্যগণ গো-কামনা করে তোমার নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে। ৩। হে ধনশালী! হে পুরুহূত! এ সকল বিদ্বান ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, এরা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান হয়েছেন। পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাবার নিমিত্ত এঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক বলবান ইন্দ্রেরই পূজা করেন। ৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপান-জনিত আনন্দ প্রদান করতে জানে, সে প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিঙ্করদের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয়। ৫। বল পাবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন! তুমি মিত্র ও বরুণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদের অন্ন সমস্ত ভাগ করে দিয়ে থাক।

১৪৮ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। পৃথু ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সুষ্বাণাস ইন্দ্র স্তুমসি ত্বা সসবাংসশ্চ তুবিনৃমণ বাজম্।
আ নো ভর সুবিতং যস্য চাকন্ত্মনা তনা সনুয়াম ত্বোতাঃ ॥ ১
ঋষ্বস্ত্বমিন্দ্র শূর জাতো দাসীর্বিশঃ সূর্যেণ সহ্যাঃ।
গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়মপ্সু বিভৃমসি প্রস্রবণে ন সোমম্ ॥ ২
অর্যো বা গিরো অভ্যর্চ বিদ্বানৃষীণাং বিপ্রঃ সুমতিং চকানঃ।
তে স্যাম যে রণয়ন্ত সোমৈরেনোত তুভ্যং রথোড়্হ ভক্ষৈঃ ॥ ৩

ইমা ব্রহ্মেন্দ্র তুভ্যং শংসি দা নৃভ্যো নৃণাং শূর শবঃ।
তেভির্ভব সক্রতুর্যেষু চাকন্নুত ত্রায়স্ব গৃণত উত স্তীন্ ॥ ৪
শ্রুধী হবমিন্দ্র শূর পৃথ্যা উত স্তবসে বেন্যস্যার্কৈঃ।
আ যস্তে যোনিং ঘৃতবন্তমস্বারূর্মির্ন নিম্নৈর্দ্রবয়ন্ত বক্বাঃ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রচুর ধনশালী ইন্দ্র! আমরা সোম প্রস্তুত করে এবং অন্নের আয়োজন করে তোমাকে স্তব করছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তা আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি। ২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করবার পরই সূর্যমূর্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদের পরাভব কর। যে গুহার মধ্যে লুকাইত বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে তাকেও পরাভব কর। বৃষ্টিপতন হলেই আমরা সোম প্রস্তুত করব। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান ও মেধাবী, তুমি ঋষিদের স্তব-কামনা কর এবং সে স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করেছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়! এ সকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন করি। ৪। হে ইন্দ্র! এ সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হয়েছে। হে বীর! যাঁরা প্রধানের প্রধান, তাঁদের অন্ন দান কর। যাদের স্নেহ কর, তারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁরা স্তব করবার জন্য একত্রে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের রক্ষা কর। ৫। হে বীর ইন্দ্র। আমি পৃথু তোমাকে ডাকছি, আমার আহ্বান শোন, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হচ্ছে। এ বেনপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে এসে তোমাকে স্তব করেছে। আর আর স্তবোচ্চারণকারিগণও ধাবিত হচ্ছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয় সেরূপ ধাবিত হচ্ছে।

১৪৯ সূক্ত ॥ সবিতা দেবতা। অর্চৎ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।
অশ্বামিবাধুক্ষদ্ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্ ॥ ১
যত্রা সমুদ্রঃ স্কভিতো ব্যৌনদপাং নপাৎ সবিতা তস্য বেদ।
অতো ভূরত আ উত্থিতঃ রজোহতো দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ॥ ২
পশ্চেদমন্যদভবদ্যজত্রমমর্ত্যস্য ভুবনস্য ভূনা।
সুপর্ণো অঙ্গ সবিতুর্গরুত্মান্ পূর্বো জাতঃ স উ অস্যানু ধর্ম ॥ ৩
গাব ইব গ্রামং যূযুধিরিবাশ্বান্বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভি নো ন্যেতু ধর্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ॥ ৪
হিরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহ্বে বাজে অস্মিন্।
এবা ত্বার্চন্নবসে বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বেঁধে রেখেছেন। এ দেখ আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, এরা ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, এরা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, এ হতে সবিতাই জল নির্গত করেন। ২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থেকে পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলের পুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তিনি হতেই পৃথিবী, তিনি হতেই আকাশ উদয় হয়েছে, তিনি হতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে। ৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হয়ে থাকে, যাঁরা অমর, ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ, তাঁরা শেষে জন্মেছেন। সুপর্ণ গরুত্মান সবিতা

হতে অগ্রে জন্মেছেন। তিনি এঁর ধারণক্রিয়ার পশ্চাৎবর্তী। ৪। সে সবিতা যাঁকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্তা, তিনি আমাদের নিকট সেরূপ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আসুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধা ব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্নমনে দুগ্ধ বর্ষণ করতে করতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায় (১)। ৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্যস্তূপ এ যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করছেন, তদ্রূপ আমি তাঁর পুত্র অর্চৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করতে করতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক আছি, যেমন যজমানেরা সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে।

টীকা ঃ ১। উপমাগুলি লক্ষণীয়।

১৫০ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। মৃড়ীক ঋষি। বৃহতী, উপরিষ্টাজ্জ্যোতি ছন্দ।

সমিদ্ধশ্চিৎসমিধ্যসে দেবেভ্যো হব্যবাহন।
আদিত্যৈ রুদ্রৈর্বসুভির্ন আ গহি মৃলীকায় ন আ গহি ॥ ১
ইমং যজ্ঞমিদম্ বচো জুজুষাণ উপাগহি।
মর্তাসস্ত্বা সমিধান হবামহে মৃলীকায় হবামহে ॥ ২
ত্বামু জাতবেদসং বিশ্ববারং গৃণে ধিয়া।
অগ্নে দেবাঁ আ বহ নঃ প্রিয়ব্রতান্মৃলীকায় প্রিয়ব্রতান্ ॥ ৩
অগ্নির্দেবো দেবানামভবৎ পুরোহিতোঽগ্নিং মনুষ্যা ঋষয় সমীধিরে।
অগ্নিং মহো ধনসাতাবহং হুবে মৃলীকং ধনসাতয়ে ॥ ৪
অগ্নিরত্রিং ভরদ্বাজং গবিষ্ঠিরং প্রাবন্নঃ কণ্বং ত্রসদস্যুমাহবে।
অগ্নিং বসিষ্ঠো হবতে পুরোহিতো মৃলীকায় পুরোহিতঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদের নিকটে হব্য বহন করে থাক, তোমাকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে, তুমি প্রদীপ্ত হয়েছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস, সুখ দেবার জন্য এস। ২। এ যজ্ঞ, এ স্তব, এ গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকছি, সুখের জন্য ডাকছি। ৩। তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি! যাঁদের কার্য সুখকর, সে সকল দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে এস, সুখের জন্য এস। ৪। দেব অগ্নি দেবতাদের পুরোহিত হয়েছেন। মনুষ্যেরা ঋষিরা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকছি। তিনি আমাকে সুখী করুন। ৫। অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি ভরদ্বাজ গবিষ্ঠির কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করেছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন।

১৫১ সূক্ত ॥ শ্রদ্ধা দেবতা। শ্রদ্ধা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥ ১
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ন উদিতং কৃধি ॥ ২
যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্বস্মাকমুদিতং কৃধি ॥ ৩

শ্রদ্ধাং দেবা যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে।
শ্রদ্ধাং হৃদয্য যাকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু ॥ ৪
শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হন (১)। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাচ্ছি। ২। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে তুমি তার প্রিয়কার্যের অনুষ্ঠান কর, যে দান করতে ইচ্ছা করেছে, তাকেও সন্তুষ্ট কর। যারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এ কথাটি রক্ষা কর। ৩। যখন অসুরেরা প্রবল হল তখন দেবতারা এ শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করলেন যে এদের বধ করতেই হবে। হে শ্রদ্ধা! যারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাদের বিষয়ে আমি যা বললাম সে কথাটি সফল কর। ৪। দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পেয়ে শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হলে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায়। ৫। শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্নকালে ডাকি, যখন সূর্য অস্ত যান তখনও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! এ স্থানে আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত করে দাও।

টীকা ঃ ১। শ্রদ্ধা অর্থে ধর্মে বা সত্যে বিশ্বাস, তা হতে একটি দেবীরূপে উপাসিত হলেন। এ সূক্তটি আধুনিক; ৩ ঋকে অসুর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫২ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শাস ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

শাস ইত্থা মহাঁ অস্যামিত্রখাদো অদ্ভুতঃ।
ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন ॥ ১
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ২
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
যো অস্মাঁ অভিদাসত্যধরং গময়া তমঃ ॥ ৪
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধম্।
বি মন্যোঃ শর্ম যচ্ছ বরীয়ো যবয়া বধম্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। আমি শাস এরূপে ইন্দ্রকে স্তব করছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য, তোমার সখার মৃত্যু নেই, তার কখনও পরাজয় হয় না। ২। যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সে ইন্দ্র আমাদের সমক্ষে আসুন। ৩। হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদের বধ কর, বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ করে দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর। ৪। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রুদের বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদের হীনবল কর। যে আমাদের মন্দ করে, তাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর। ৫। হে ইন্দ্র! শত্রুর মন নষ্ট করে দাও, যে আমাদের জরাজীর্ণ করতে চায়, তার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র

প্রয়োগ কর। শত্রুর আক্রোশ হতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন করে দাও।

১৫৩ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র মাতা নামে ঋষিগণ। গায়ত্রী ছন্দ।

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে। ভেজানাসঃ সুবীর্যম্ ॥ ১
ত্বমিন্দ্র বলদধি সহসো জাত ওজসঃ। ত্বং বৃষন্বৃষেদসি ॥ ২
ত্বমিন্দ্রাসি বৃত্রহা ব্যন্তরিক্ষমতিরঃ। উদ্দ্যামস্তভ্না ওজসা ॥ ৩
ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ষি বাহ্বোঃ। বজ্রং শিশান ওজসা ॥ ৪
ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি বিশ্বা জাতান্যোজসা। স বিশ্বা ভুব আভবঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্যপ্রসূত ইন্দ্রের নিকটে গিয়ে তাঁর সেবা করছেন এবং তাঁর প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়েছেন। ২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য ও তেজ হতে জন্মগ্রহণ করেছ অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ পূরণকর্তা। ৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করেছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গকে উন্নত করে রেখেছ। ৪। হে ইন্দ্র! সূর্য তোমার সহচর, তুমি তাকে দুই হস্তে ধারণ করে আছ। তুমি বলপূর্বক বজ্রকে শাণিত করে থাক। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি সকল জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর, এরূপ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করে আছ।

১৫৪ সূক্ত ॥ মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবতা। যমী ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

সোম একেভ্যঃ পবতে ঘৃতমেক উপাসতে।
যেভ্যো মধু প্রধাবতি তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাম্ ॥ ১
তপসা যে অনাধৃষ্যাস্তপসা যে স্বর্যযুঃ।
তপো যে চক্রিরে মহস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ২
যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনুত্যজঃ।
যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৩
যে চিৎপূর্ব ঋতসাপ ঋতাবান ঋতাবৃধঃ।
পিতৄন্তপস্বতো যম তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ ॥ ৪
সহস্রণীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্যম্।
ঋষীন্তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছতাৎ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়, কেউ কেউ ঘৃত সেবন করে, যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বয়ে থাকে, হে প্রেত! তুমি তাদের নিকটে গমন কর। ২। যাঁরা তপস্যাবলে দুর্ধর্ষ হয়েছেন, যাঁরা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়েছেন, যাঁরা অতি কঠোর তপস্যা করেছেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে গমন কর। ৩। যাঁরা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন, যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করেছেন কিংবা যাঁরা সহস্রদক্ষিণা দান করেন, হে প্রেত! তুমি তাঁদের নিকটে যাও। ৪। যে সকল পূর্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্যবান হয়েছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করেছেন, যাঁরা তপস্যা করেছেন হে যম! এ প্রেত তাঁদের নিকটেই যাক। ৫। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন, যাঁরা সূর্যকে রক্ষা করেন, যাঁরা তপস্যা হতে উৎপন্ন হয়ে তপস্যাই করেছেন ; হে যম! এ প্রেত সে সকল ঋষিদের নিকট যাক (১)।

টীকা : ১। পুণ্যকর্মে স্বর্গলাভ হয়, তা এ সূক্তে প্রকাশিত হচ্ছে। বেদের যম স্বর্গসুখদাতা, দণ্ডের নিয়ন্তা নন, তাও এ হতে প্রকাশ পাচ্ছে।

১৫৫ সূক্ত ॥ অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা।
শিরিম্বিঠ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অরায়ি কাণে বিকটে গিরিং গচ্ছ সদান্বে।
শিরিম্বিঠস্য সত্বভিস্তেভিষ্টবা চাতয়ামসি ॥ ১
চত্তো ইতশ্চত্তামুতঃ সর্বা ভ্রূণান্যারুষী।
অরায্যং ব্রহ্মণস্পতে তীক্ষ্ণশৃঙ্গোদৃষন্নিহি ॥ ২
অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥ ৩
যদ্ধ প্রাচীরজগন্তোরো মণ্ডূরধাণিকীঃ।
হতা ইন্দ্রস্য শত্রবঃ সর্বে বুদ্বুদয়াশবঃ ॥ ৪
পরীমে গামনেষত পর্যগ্নিমহৃষত।
দেবেষক্রত শ্রবঃ ক ইমাং আ দধর্ষতি ॥৫

অনুবাদ : ১। হে অলক্ষ্মি! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্বদা কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার একমাত্র কার্য। তুমি পর্বতে যাও। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপায় করছি, যাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করব। ২। সে অলক্ষ্মী সর্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্যাদির অংকুর নষ্ট করে দুর্ভিক্ষ আনে); তাকে আমি এ স্থান হতে এবং ঐ স্থান হতে দূর করলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সে অলক্ষ্মীকে এ স্থান হতে দূর করে এস। ৩। ঐ একখানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসছে, ওর পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেউ নেই। হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী! ওর উপর আরোহণপূর্বক সমুদ্রের অপর পারে যাও। ৪। হে হিংসাময়ী কুৎসিতশব্দ-কারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হয়ে প্রকৃষ্টগমনে চলে গেলে তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হল, জলবুদ্বুদের ন্যায় তারা মিলিয়ে গেল। ৫। এ সকল ব্যক্তি গাভীদের প্রত্যুদ্ধার করেছে, এরা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করেছে, দেবতাদের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করেছে ; কার সাধ্য যে এদের আক্রমণ করে (১)?
টীকা : ১। এ সূক্তটি অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। বলা বাহুল্য, এটি আধুনিক।

১৫৬ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। কেতু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু। তেন জেষ্ম ধনন্ধনম্ ॥ ১
যয়া গা আকরামহে সেনয়াগ্নে তবোত্যা। তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥ ২
অগ্নে স্থূরং রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্। অঙ্ধি খং বর্তয়া পণিম্ ॥ ৩
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্যং রোহয়ো দিবি। দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥ ৪
অগ্নে কেতুর্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ। বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। যেরূপ আজিতে অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয় সেরূপ আমাদের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করছে, তাঁর প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি। ২। হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পেয়ে আমরা গাভীদের উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদের সাহায্য-কারিণী সেনাস্বরূপা, সে রক্ষা আমাদের পাঠিয়ে দাও, তা হলে আমরা ধন লাভ করব। ৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর, বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য প্রবর্তিত কর। ৪। হে অগ্নি! যে সূর্য সর্বদাই যাচ্ছেন, যিনি লোকদের আলোক দিচ্ছেন,

তাঁকে আকাশে বসিয়ে দাও। ৫। হে অগ্নি! তুমি প্রজাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দাও অর্থাৎ তোমাকে দেখলেই সেখানে লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম, তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর, অন্ন এনে দাও।

১৫৭ সূক্ত ॥ বিশ্বদেবা দেবতা। ভুবন ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

ইমা নু কং ভুবনা সীষধামেন্দ্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ১
যজ্ঞং চ নস্তন্বং চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ সহ চীক্লৃপাতি ॥ ২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মাকং ভূত্ববিতা তনূনাম্ ॥ ৩
হত্বায় দেবা অসুরান্যদায়ন্দেবা দেবাত্বমভিরক্ষমাণাঃ ॥ ৪
প্রত্যঞ্চমর্কমনয়ঞ্ছচীভিরাদিৎস্বধামিষিরাং পর্যপশ্যন্ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। এ সমস্ত ভুবন হতে আমরা যেন সুখের উপায় করতে পারি, ইন্দ্র ও সকল দেবতা সে উপায় করে দিন। ২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হয়ে আমাদের যজ্ঞ, দেহ ও সন্তান-সন্ততিকে নিরুপদ্রব করে দিন। ৩। ইন্দ্র আদিত্যদের ও মরুদ্‌গণকে সহকারীস্বরূপ নিয়ে আমাদের দেহের রক্ষাকর্তা হোন। ৪। দেবতারা যখন অসুরদের বধ করে প্রত্যাগমন করলেন তখন তাঁদের অমরত্ব পদ রক্ষা হল (১)। ৫। নানা কার্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদের নিকট প্রেরণ করা হল। তদনন্তর আকাশ হতে বৃষ্টি পতন হতে দেখা গেল।

টীকা ঃ ১। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এ সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রকাশ করছে।

১৫৮ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। চক্ষু ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ ॥ ১
জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি।
পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ ॥ ২
চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ ॥ ৩
চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সং চেদং বি চ পশ্যেম ॥ ৪
সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতি পশ্যেম সূর্য। বি পশ্যেম নৃচক্ষসঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হতে রক্ষা করুন। ২। হে সবিতা! আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজ, তার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র এসে পড়ছে, তা হতে আমাদের রক্ষা কর। ৩। সবিতাদেব আমাদের চক্ষু দান করুন, পর্বতদেব চক্ষু দান করুন। বিধাতা আমাদের চক্ষু দান করুন। ৪। আমাদের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাতে সকল বস্তু উত্তমরূপে প্রকাশ পায়, সে জন্য আমাদের শরীরকে চক্ষু দান কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করতে পারি এবং যেন বিশেষ ভাবে দর্শন করতে পারি। ৫। হে সূর্য! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করতে পারি আর মনুষ্যগণ যা দেখতে পায়, তা যেন আমরা বিশেষ ভাবে দর্শন করতে পারি।

১৫৯ সূক্ত ॥ শচী দেবতা। শচীই ঋষি (১)। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

উদসৌ সূর্যো অগাদুদয়ং মামকো ভগঃ।
অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ ॥ ১
অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ২
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোহথো মে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ৩
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃৎব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্ ॥ ৪
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়ারামিম ॥ ৫
সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৬

অনুবাদ : ১। এ যে সূর্য উদয় হয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্যই উদয় হয়েছে। আমি এ বুঝেছি, সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করেছি। ২। আমিই কেতু, আমিই মস্তক। আমি প্রবল হয়ে স্বামীর নিকট মিষ্ট বাক্য লাভ করি। আমাকে সর্বোপরিবর্তিনী জেনে আমার স্বামী আমার কার্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন। ৩। আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী অর্থাৎ বলবান। আমার কন্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামীর নিকট আদরণীয় হয়। ৪। যে যজ্ঞ করে ইন্দ্র বলবান ও শ্রেষ্ঠ হয়েছেন, হে দেবগণ! আমি তাই করেছি, তাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হয়েছে। ৫। আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদের আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থিরবুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে সেরূপ আমি অপর নারীগণের তেজ খণ্ডন করে দিয়েছি। ৬। আমি এ সকল সপত্নীদের জয় করেছি, পরাস্ত করেছি। সে কারণে আমি এ বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি।

টীকা : ১। এটিও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করবার মন্ত্র মাত্র। শচীকে এ সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সূক্তটি যে ইন্দ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তার কোনও নিদর্শন নেই। ফলতঃ দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাছে লোকে সেগুলিকে অশ্রদ্ধা করে, সেজন্য ঋষির স্থলে দেবতাদের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৬০ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। পূরণ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তীব্রস্যাভিবয়সো অস্য পাহি সর্বরথা বি হরী ইহ মুঞ্চ।
ইন্দ্র মা ত্বা যজমানাসো অন্যে নি রীরমন্তুভ্যমিমে সুতাসঃ ॥ ১
তুভ্যং সুতাস্তুভ্যমু সোত্বাসস্ত্বাং গিরঃ শ্বাত্র্যা আ হ্বয়ন্তি।
ইন্দ্রেদমদ্য সবনং জুষাণো বিশ্বস্য বিদ্বাঁ ইহ পাহি সোমম্ ॥ ২
য উশতা মনসা সোমমস্মৈ সর্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি।
ন গা ইন্দ্রস্তস্য পরা দদাতি প্রশস্তমিচ্চারুমস্মৈ কৃণোতি ॥ ৩
অনুস্পষ্টো ভবত্যেষো অস্য যো অস্মৈ রেবান্ন সুনোতি সোমম্।
নিররত্নৌ মঘবা তং দধাতি ব্রহ্মদ্বিষো হন্ত্যনানুদিষ্টঃ ॥ ৪

অশ্বায়ন্তো গব্যন্তো বাজয়ন্তো হবামহে ত্বোপগন্তবা উ।
আভূষন্তস্তে সুমতৌ নবায়াং বয়মিন্দ্র ত্বা শুনং হুবেম ॥ ৫

অনুবাদ : ১। এ সোমরস তীব্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে, এর সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, এ পান কর। তোমার রথবহনকারী দুই ঘোটককে এ দিকে আনবার জন্য ছেড়ে দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এ সকল সোমরস প্রস্তুত হয়েছে। ২। যে সোমরস প্রস্তুত হয়েছে, তা তোমারই জন্য, যা প্রস্তুত হবে তাও তোমারই জন্য। এ সকল স্তব উচ্চারিত হয়ে তোমাকে আহ্বান করছে। হে ইন্দ্র! আমাদের এ যজ্ঞ গ্রহণ কর। সকলি তুমি জান, এ স্থানেই সোম পান কর। ৩। যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তকরণে ও দেবভক্তিসহকারে এ ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তার গাভীদের নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তার জন্য বিধান করেন। ৪। যে ধনবান ব্যক্তি এঁর জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্তিতে দর্শন দেন। তিনি এসে তার হস্ত ধারণ করেন। আর যারা পুণ্যকর্মের দ্বেষী, তিনি কারও প্রবর্তনা ব্যতিরেকে তাদের বিনাশ করেন। ৫। হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করছি। তোমার জন্য এ নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করতে করতে তোমাকে সুখকর জেনে ডাকছি।

১৬১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। যক্ষ্ম নাশন ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ।
গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১
যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং শতশারদায় ॥ ২
সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্।
শতং যথেমং শরদো নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩
শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তাঞ্ছতমু বসন্তান্।
শতমিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দুঃ ॥ ৪
আহার্ষং ত্বাবিদং ত্বা পুনরাগাঃ পুনর্নব।
সর্বাঙ্গ সর্বং তে চক্ষুঃ সর্বমায়ুশ্চ তেঽবিদম্ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে রোগী! এ যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মারোগ হতে, রাজযক্ষ্মারোগ হতে মোচন করে দিচ্ছি, তা হলে তোমার জীবন রক্ষা হবে। যদি কোন পাপগ্রহ এ রোগীকে ধরে থাকে, তা হলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! একে তার হস্ত হতে মোচন করে দাও। ২। যদিও এ রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে থাকে অথবা যদি এ মরেও গিয়ে থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়ে থাকে তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হতে তাকে ফিরিয়ে আনছি। আমি একে এরূপ স্পর্শ করেছি যে এ ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকবে। ৩। আমি এ যে আহুতি দিলাম, এর একশত চক্ষু, একশত বৎসর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এরূপ আহুতিদ্বারা আমি রোগীকে ফিরিয়ে এনেছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হতে একে পরিত্রাণ করে একশত বৎসর জীবিত রাখেন। ৪। হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে একশত হেমন্ত, একশত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হয়ে একে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান

করুন। ৫। হে রোগী! তোমাকে আমি পেয়েছি, তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি। তুমি পুনর্বার নবীন হয়ে এসেছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু আমি আবার পেয়েছি (১)।

টীকা : ১। এটি যক্ষ্মারোগ আরাম করবার মন্ত্র। এটি যে আধুনিক তা বলা বাহুল্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর।

১৬২ সূক্ত ॥ গর্ভরক্ষণ দেবতা। রক্ষোহা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ব্রহ্মণাগ্নিঃ সংবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ।
অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে ॥ ১
যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে।
অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ ॥ ২
যস্তে হন্তি পতয়ন্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।
জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৩
যস্ত ঊরূ বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে।
যোনিং যো অন্তরারেড়্হি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৪
যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৫
যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে।
প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি ॥ ৬

অনুবাদ : ১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে একমত হয়ে এস্থান হতে গর্ভের সে সমস্ত বাধা, উপদ্রব ও রোগ দূর করে দিন, হে নারি! যার দ্বারা, তোমার যোনি আক্রান্ত হয়েছে। ২। হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস অথবা যে রোগ বা উপদ্রব তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সাথে মিলিত হয়ে সে সমস্ত বিনাশ করুন। ৩। পুরুষের শুক্রসঞ্চারকালেই হোক অথবা গর্ভ উৎপন্ন হবার কালেই হোক অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হবার কালে হোক অথবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে হোক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে আমরা এ স্থান হতে দূরীভূত করলাম। ৪। গর্ভ নষ্ট করবার জন্য যে তোমার দুই উরু বিশ্লেষিত করে দেয় অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ শুক্রকে লেহন করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করলাম। ৫। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্তিধারণপূর্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করি। ৬। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ করে নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাকে এ স্থান হতে দূরীভূত করি (১)।

টীকা : ১। এ সূক্তটি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৬৩ সূক্ত ॥ যক্ষ্মারোগের নাশ দেবতা। বিবৃহা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং ছুবুকাদধি।
যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কাজ্জিহ্বায়া বি বৃহামি তে ॥ ১
গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ।
যক্ষ্মং দোষণ্য মংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বি বৃহামি তে ॥ ২

আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠোর্হৃদয়াদধি।
যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বি বৃহামি তে ॥ ৩
ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাম্।
যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বি বৃহামি তে ॥ ৪
মেহনাদ্বনঙ্করণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৫
অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নো জাতং পর্বণি পর্বণি।
যক্ষ্মং সর্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বি বৃহামি তে ॥ ৬

অনুবাদ ঃ　১। তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, বা জিহ্বা এ সকল অবয়ব হতে যক্ষ্মা অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি। ২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হতে, স্নায়ু হতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হতে ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৩। তোমার অন্ত্রনাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হতে আমি ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৪। তোমার দুই ঊরু, দুই জানু, দুই পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও দুই চরণপ্রান্ত হতে এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হতে ব্যাধিকে আমি তাড়াচ্ছি। ৫। প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হতে, লোম ও নখ হতে, এমন কি তোমার সর্বাঙ্গ শরীর হতে আমি এ ব্যাধিকে তাড়াচ্ছি। ৬। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মেছে, আমি তথা হতে তাকে তাড়াচ্ছি (১)।

টীকা ঃ　১। এটিও রোগ আরাম করবার মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৬৪ সূক্ত ॥ দুঃস্বপ্ন নাশ দেবতা। প্রচেতা ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি ছন্দ।

অপেহি মনসস্পতেঽপ ক্রাম পরশ্চর।
পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ ॥ ১
ভদ্রং বৈ বরং বৃণতে ভদ্রং যুঞ্জন্তি দক্ষিণম্।
ভদ্রং বৈবস্বতে চক্ষুর্বহুত্রা জীবতো মনঃ ॥ ২
যদাশসা নিঃশসাভিশসোপারিম জাগ্রতো যৎস্বপন্তঃ।
অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্যজুষ্টান্যারে অস্মদ্দধাতু ॥ ৩
যদিন্দ্র ব্রহ্মণস্পতেঽভিদ্রোহং চরামসি।
প্রচেতা ন আঙ্গিরসো দ্বিষতাং পাত্বংহসঃ ॥ ৪
অজৈষ্মাদ্যাসনাম চাভূমানাগসো বয়ম্।
জাগ্রৎস্বপ্নঃ সঙ্কল্প পাপো যং দ্বিষ্মস্তং স ঋচ্ছতু যো নো
　　　　দ্বেষ্টি তমৃচ্ছতু ॥ ৫

অনুবাদ ঃ　১। হে দুঃস্বপ্নদেবতা! তুমি মনকে অধিকার করেছ; তুমি সরে যাও, পালাও, দূর স্থানে গিয়ে বিচরণ কর। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁকে গিয়ে বল, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন। ২। জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে সে উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফল লাভ করবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন। ৩। আশা করবার সময়, আশা ভঙ্গ হবার সময়, আশা সফল হবার সময়, কি জাগ্রতবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যা কিছু অপকর্ম করি, সে সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদের নিকট হতে দূরে নিয়ে রাখুন। ৪। হে ইন্দ্র! হে ব্রহ্মণস্পতি!

যে পাপ আমরা করেছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সে অকল্যাণ হতে আমাদের রক্ষা করুন। ৫। অদ্য আমরা জয়ী হয়েছি, যা লাভ করবার তা পেয়েছি, অপরাধমুক্ত হয়েছি। জাগ্রতবস্থায় বা নিদ্রাবস্থার সময় বা সংকল্প জন্য যা কিছু পাপ ঘটেছে, তা আমাদের দ্বেষভাজন শত্রুর নিকটে যাক। যাকে আমরা দ্বেষ করি, তার নিকটে যাক (১)।

টীকা ঃ ১। এটিও দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, আধুনিক তা বলা বাহুল্য।

১৬৫ সূক্ত ॥ বিশ্বদেব দেবতা। কপোত ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

দেবাঃ কপোত ইষিতো যদিচ্ছন্দূতো নির্ঋত্যা ইদমাজগাম।
তস্মা অর্চাম কৃণবাম নিষ্কৃতিং শং নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ১
শিবঃ কপোত ইষিতো নো অস্ত্বনাগা দেবাঃ শকুনো গৃহেষু।
অগ্নির্হি বিপ্রো জুষতাং হবির্নঃ পরি হেতিঃ পক্ষিণী নো বৃণক্তু ॥ ২
হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শং নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোতঃ ॥ ৩
যদুলূকো বদতি মোঘমেতদ্যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌ কৃণোতি।
যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতত্তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে ॥ ৪
ঋচা কপোতং নুদত প্রণোদমিষং মদন্তঃ পরি গাং নয়ধ্বম্।
সংযোপয়ন্তো দুরিতানি বিশ্বা হিত্বা ন ঊর্জং প্র পত্যাৎপতিষ্ঠঃ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে দেবগণ! ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দেবার অভিলাষে আমাদের গৃহে এসেছে, তার পূজা করছি, এ অকল্যাণ অপনয়ন করছি, আমাদের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়। ২। হে দেবগণ! যে কপোত আমাদের গৃহে প্রেরিত হয়েছে, এ পক্ষী আমাদের পক্ষে শুভকর হোক, যেন আমাদের কোন অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান ও আমাদের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এ অস্ত্র আমাদের সর্বথা পরিত্যাগ করে যাক। ৩। এ পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদের হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হয়েছে, সে স্থানেই এ উপবেশন করুক। আমাদের গো মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হোক। হে দেবগণ! কপোত যেন আমাদের এ স্থানে হিংসা না করে। ৪। এ পেচক (১) যা বলছে, তা মিথ্যা হোক। কারণ এ কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করছে। যাঁর প্রেরিত দূতস্বরূপ এ এসেছে, সে মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার। ৫। হে বন্ধুগণ! এ কপোত তাড়িয়ে দেবার যোগ্য, একে ঋকের দ্বারা তাড়িয়ে দাও। সকল অকল্যাণ ধ্বংসপূর্বক আনন্দের সাথে গাভীকে অন্নের দিকে অর্থাৎ তার আহার সামগ্রীর দিকে নিয়ে চল, এ কপোত অতিবেগে উড্ডীন হয় ও আমাদের অন্ন পরিত্যাগ-পূর্বক অন্যত্র উড্ডীন হোক।

টীকা ঃ ১। এ সূক্ত পেচকডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৬৬ সূক্ত ॥ শত্রুবিনাশ দেবতা। ঋষভ ঋষি। অনুষ্টুপ্, মহাপংক্তি ছন্দ।

ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্।
হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্ ॥ ১

অহমস্মি সপত্নহেন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষতঃ।
অধঃ সপত্না মে পদোরিমে সর্বে অভিষ্ঠিতাঃ ॥ ২
অত্রৈব বোঽপি নহ্যাম্যুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতে নি ষেধেমান্যথা মদধরং বদান্ ॥ ৩
অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্মেণ ধাম্না।
আ বশ্চিত্তমা বো ব্রতমা বোঽহং সমিতিং দদে ॥ ৪
যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আ বো মূর্ধানমক্রমীম্।
অধস্পদান্ম উদ্বদত মণ্ডূকা ইবোদকান্মণ্ডূকা উদকাদিব ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! আমাকে এরূপ কর, যাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদের পরাভব করি, বিপক্ষদের নিধন করি এবং সর্বোপরিবর্তী হয়ে অশেষ গোধনের অধিকারী হই। ২। আমি শত্রুনিধনকারী হলাম, আমাকে কেউ হিংসা বা আঘাত করতে পারে না। এ সকল শত্রু আমার দু চরণের নীচে অবস্থিতি করছে। ৩। হে শত্রুগণ! যেমন ধনুকের দু প্রান্তভাগ ধনুর্গুণের দ্বারা বন্ধন করে সেরূপ তোমাদের এ স্থানেই বন্ধন করছি। হে বাচস্পতি! এদের নিষেধ করে দাও, এরা যেন আমার কথার উপর কথা বলতে সমর্থ না হয়। ৪। আমার তেজ সকল কর্মের জন্যই উপযুক্ত। সে তেজ নিয়ে আমি শত্রু পরাজয় করতে এসেছি। হে শত্রুগণ! আমি তোমাদের মন, তোমাদের কার্য, তোমাদের মিলন, সকলি অপহরণ করে নিচ্ছি। ৫। তোমাদের উপার্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্বক আমি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েছি, তোমাদের মস্তকে উঠেছি। যেমন জলমধ্য হতে ভেকেরা শব্দ করতে থাকে, সেরূপ তোমরা আমার চরণের তল হতে চীৎকার করতে থাক।

১৬৭ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি। জগতী ছন্দ।

তুভ্যেদমিন্দ্র পরি ষিচ্যতে মধু ত্বং সুতস্য কলশস্য রাজসি।
ত্বং রয়িং পুরুবীরামু নস্কৃধি ত্বং তপঃ পরিতপ্যাজয়ঃ স্বঃ ॥ ১
স্বর্জিতং মহি মন্দানমন্ধসো হবামহে পরি শক্রং সুতাঁ উপ।
ইমং নো যজ্ঞমিহ বোধ্যা গহি স্পৃধো জয়ন্তং মঘবানমীমহে ॥ ২
সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্মণি।
তবাহমদ্য মঘবন্নুপস্তুতৌ ধাতর্বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্ ॥ ৩
প্রসূতো ভক্ষমকরং চরাবপি স্তোমং চেমং প্রথমঃ সূরিরুন্মৃজে।
সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! এ মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হচ্ছে, এ যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হচ্ছে, তুমিই তার প্রভু। তুমি আমাদের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করে দাও। তুমি তপস্যা করে স্বর্গজয়ী হয়েছ (১)। ২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হয়েছেন, যিনি সোমসদৃশ আহার পেলে বিশিষ্টরূপ আমোদ করেন, সে ইন্দ্রকে এ সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসতে আহ্বান করছি। আমাদের এ যজ্ঞের সংবাদ লও, এ স্থানে এস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হচ্ছি। ৩। সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করছেন, হে ইন্দ্র! তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে ধাতা! হে বিধাতা! তোমাদের অনুমতিতে আমি কলস কলস সোমরস পান করলাম। ৪। হে ইন্দ্র! তোমাকর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমি চরুসহকারে আর আর

আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করেছি, সর্বপ্রথম স্তবকর্তা হয়ে আমি এ স্তবটিকে পরিষ্কার করে রচনা করেছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করলে আমি যখন ধন নিয়ে তোমাদের গৃহে আগমন করি তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর।

টীকা : ১। তপস্যাদ্বারা স্বর্গজয়ের কথা আমরা এ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তে দেখতে পাই।

১৬৮ সূক্ত। বায়ু দেবতা। অনিল ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো এতি পৃথিব্যা রেণুমস্যন্ ॥ ১
সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্ সরথং দেব ঈয়তেঽস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥ ২
অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব ॥ ৩
আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো যথাবশং চরতি দেব এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

অনুবাদ : ১। যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁকে আমি বর্ণনা করব। এঁর শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করতে করতে আসেন। ইনি চতুর্দিক রক্তবর্ণ করতে করতে আকাশ পথ অবলম্বনপূর্বক গমন করেন। এবং পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করতে করতে চলে যান। ২। সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্বতাদি পর্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় সেরূপ এ বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সে ঘোটকীদের সহায় পেয়ে রথে আরোহণপূর্বক এ সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলে যান। ৩। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করবার সময় কোন দিনই স্থির হয়ে বসে থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মেছেন? কোথা হতে এসেছেন? ৪। এ বায়ুদেব দেবতাদের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথা ইচ্ছা বিহার করেন। এঁর শব্দই অনেক প্রকার শোনা যায়, এঁর রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। এস, হবি দিয়ে সে বায়ুর পূজা করি।

১৬৯ সূক্ত ।। গাভী দেবতা। শবর ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

ময়োভূর্বাতো অভি বাতূস্রা ঊর্জস্বতীরোষধীরা রিশন্তাম্।
পীবস্বতীর্জীবধন্যাঃ পিবন্ত্ববসায় পদ্বতে রুদ্র মৃল ॥ ১
যাঃ সরূপা বিরূপা একরূপা যাসামগ্নিরিষ্ট্যা নামানি বেদ।
যা অঙ্গিরসস্তপসেহ চক্রুস্তাভ্যঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ ॥ ২
যা দেবেষু উ তন্ব মৈরয়ন্ত যাসাং সোমো বিশ্বা রূপাণি বেদ।
তা অস্মভ্যং পয়সা পিন্বমানাঃ প্রজাবতীরিন্দ্র গোষ্ঠে রিরীহি ॥ ৩
প্রজাপতির্মহ্যমেতা ররাণো বিশ্বৈর্দেবৈঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
শিবাঃ সতীরূপ নো গোষ্ঠমাকস্তাসাং বয়ং প্রজয়া সং সদেম ॥

অনুবাদ : ১। সুখকর বায়ু গাভীদের বীজন করুন, গাভীগণ বলধায়ক তৃণ-পত্রাদি আস্বাদন করুক, প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল পান করুক, হে রুদ্রদেব!

চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এ যে গাভীগণ এদের স্বচ্ছন্দে রাখ। ২। গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন সর্বাঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষে তাদের নাম সকল অবগত হন। অঙ্গিরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। হে পর্জ্জন্যদেব! তাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিতরণ কর। ৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদের যজ্ঞ জন্য দিয়ে থাকে (১); সোম তাদের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাদের দুগ্ধে পরিপূর্ণ করে এবং সন্তানযুক্ত করে আমাদের জন্য গোষ্ঠে পাঠিয়ে দাও। ৪। সকল দেবতা ও পিতৃলোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রজাপতি আমাকে এ সকল গাভী উপঢৌকন দিয়েছেন। সে সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত করে তিনি আমাদের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপন করুন, যেন আমরা সে সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই।

টীকা : ১। অর্থাৎ আহুতিরূপে গাভী অর্পণ করা যায়।

১৭০ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। বিভ্রাট্ ঋষি। জগতী, আস্তারপংক্তি ছন্দ।

বিভ্রাড়্ বৃহৎ পিবতু সোমং মধ্বায়ুর্দধদ্যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বি রাজতি ॥ ১
বিভ্রাড়্ বৃহৎসুভৃতং বাজসাতমং ধর্মন্দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা ॥ ২
ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং বিশ্বজিদ্ধনজদুচ্যতে বৃহৎ।
বিশ্বভ্রাড়্ ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্ ॥ ৩
বিভ্রাজঞ্জ্যোতিষা স্বরগচ্ছো রোচনং দিবঃ।
যেনেমা বিশ্বা ভুবনান্যাভৃতা বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা ॥ ৪

অনুবাদ : ১। অতি দীপ্তিশালী সূর্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রজাদের স্বয়ং রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান। ২। সূর্যরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হচ্ছে; এ প্রকাণ্ড, অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, এর মত অন্নদান কেউ করে না, এ আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হয়ে আকাশকে আশ্রয় করে আছে। এ শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদের প্রধান নিধনকারী, অসুরদের বধকারী (১), বিপক্ষদের সংহারকারী। ৩। এ সূর্য সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; এঁকে প্রকাণ্ড বলে, ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন, ইনি অত্যন্ত দীপ্তিশালী, ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হয়েছেন, ইনি বলস্বরূপ ও অবিচলিত তেজস্বরূপ। ৪। হে সূর্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়েছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞাদির অনুকূল, তা দিয়ে সকল ভুবন পুষ্টি লাভ করে।

টীকা : ১। অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রয়োগ এ ঋকের আধুনিক রচনা প্রকাশ করছে।

১৭১ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। ইট ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

ত্বং ত্যমিটতো রথমিন্দ্র প্রাবঃ সুতাবতঃ। অশৃণোঃ সোমিনো হবম্ ॥ ১
ত্বং মখস্য দোধতঃ শিরোঽব ত্বচো ভরঃ। অগচ্ছঃ সোমিনো গৃহম্ ॥ ২
ত্বং ত্যমিন্দ্র মর্তমাস্ত্রবুধ্নায় বেন্যম্। মুহুঃ শ্রথ্না মনস্যবে ॥ ৩
ত্বং ত্যমিন্দ্র সূর্যং পশ্চা সন্তং পুরস্কৃধি। দেবানাং চিত্তিরো বশম্ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ইন্দ্র! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করলেন, তখন তুমি তাঁর রথ রক্ষা করলে। সোমসম্পন্ন সে ইটের আহ্বান শ্রবণ করলে। ২। যজ্ঞ কম্পান্বিত হল, তুমি তার মস্তক শরীর হতে পৃথক করলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করলে। ৩। হে ইন্দ্র! অন্ধ্রবৃষ্ণের পুত্র বার বার তোমার স্তব করল, তাতে তুমি বেনপুত্রকে তার বশীভূত করে দিলে। ৪। যখন রম্যমূর্তি সূর্য পশ্চিম দিকে যান, দেবতারাও দেখতে পান না যে তিনি কোথায় গেছেন তখন তুমি সে সূর্যকে আবার পূর্বদিকে এনে দাও।

১৭২ সূক্ত ॥ ঊষা দেবতা। সংবর্ত্ত ঋষি। দ্বিপদা ছন্দ।

আ যাহি বনসা সহ গাবঃ সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ ॥ ১
আ যাহি বস্ব্যা ধিয়া মংহিষ্ঠো জারয়ন্মখঃ সুদানুভিঃ ॥ ২
পিতুভৃতো ন তন্তুমিৎ সুদানবঃ প্রতি দধ্মো যজামসি ॥ ৩
উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্তয়তি বর্তনিং সুজাততা ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে ঊষা! চমৎকার তেজের সাথে তুমি এস, এ দেখ গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন নিয়ে পথে চলেছে। ২। হে ঊষা! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করতে এস, এই দেখ যজ্ঞকর্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী নিয়ে যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সাথে যজ্ঞ সম্পাদন করছেন। ৩। এই দেখ আমরা অন্নের সংগ্রহ করে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করতে উদ্যত হয়েছি, সূত্রের ন্যায় এ যজ্ঞ বিস্তার করছি, তোমাকে যজ্ঞ দিচ্ছি। ৪। ঊষা আপনার ভগিনী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করলেন। প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে রথ চালালেন।

১৭৩ সূক্ত ॥ রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আ ত্বাহার্যমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধি ভ্রশৎ ॥ ১
ইহৈবৈধি মাপ চ্যোষ্ঠাঃ পর্বত ইবাবিচাচলিঃ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমু ধারয় ॥ ২
ইমমিন্দ্রো অদীধরদ্ ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধি ব্রবত্তস্মা উ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥ ৩
ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্ ॥ ৪
ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্ ॥ ৫
ধ্রুবং ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমং মৃশামসি।
অথো ত ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ ॥ ৬

অনুবাদ ঃ ১। হে রাজন! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করলাম। তুমি এ জনপদের মধ্যে প্রভু হও, অটল অবিচলিত এবং স্থির হয়ে থাক। সকল প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। ২। তুমি এ স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিত হয়ে থাক, রাজ্যচ্যুত হয়ো না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হয়ে এ স্থানে থাক। এ স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। ৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পেয়ে ইন্দ্র এ নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়েছেন। সোম তাকে আশীর্বাদ করেছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্বাদ করেছেন। ৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বত নিশ্চল, এ বিশ্বজগৎ

ইনিও প্রজাদের মধ্যে অবিচলিত রাজা হলেন। ৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন। ৬। এ দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষর সোমরসকে সংযোজিত করছি অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদের একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করেছেন। (১)।
টীকা ঃ ১। এ সূক্ত রাজাকে অভিষেক করবার মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৭৪ সূক্ত ॥ রাজস্তুতি দেবতা। অভীবর্ত ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

অভীবর্তেন হবিষা যেনেন্দ্রো অভিবাবৃতে।
তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেঽভি রাষ্ট্রায় বর্তয় ॥ ১
অভিবৃত্য সপত্নানভি যা নো অরাতয়ঃ।
অভি পৃতন্যন্তং তিষ্ঠাভি যো ন ইরস্যতি ॥ ২
অভি ত্বা দেবঃ সবিতাভি সোমো অবীবৃতৎ।
অভি ত্বা বিশ্বা ভূতান্যভীবর্তো যথাসসি ॥ ৩
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্নঃ কিলাভুবম্ ॥ ৪
অসপত্নঃ সপত্নহাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ।
যথাহমেষাং ভূতানাং বিরাজানি জনস্য চ ॥ ৫

অনুবাদ ঃ ১। যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে দেবতাদের নিকটে যেতে হয়, এরূপ যজ্ঞ সামগ্রী প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র অনুকূল হয়েছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এরূপ রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করেছি, অতএব আমাদের পদ দাও। ২। যারা বিপক্ষ, যারা আমাদের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে, যে আমাদের দ্বেষ করে, হে রাজন! এরূপ সকল ব্যক্তির সম্মুখীন হও। ৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন, সোম অনুকূল হয়েছেন, সর্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, তুমি অভীবর্ত অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছ। ৪। হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক ইন্দ্র সর্ব জ্যেষ্ঠ হয়েছেন, আমিও তাতেই যজ্ঞ করেছি; তা দিয়ে নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্ধর্ষ হয়েছি। ৫। আমার শত্রু নেই, আমি শত্রুদের বধ করেছি, আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হয়েছি। এমতে আমি সকল প্রাণিবর্গের উপর এবং এ সকল লোকদের উপর অধীশ্বর হয়েছি।

১৭৫ সূক্ত ॥ সোম প্রস্তুত করবার উপযোগী প্রস্তর সকল দেবতা।
ঊর্ধ্বগ্রীবা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র বো গ্রাবাণঃ সবিতা দেবঃ সুবতু ধর্মণা। ধূর্ষু যুজ্যধ্বং সুনুত ॥ ১
গ্রাবাণো অপ দুচ্ছুনামপ সেধত দুর্মতিম্। উস্রাঃ কর্তন ভেষজম্ ॥ ২
গ্রাবাণ উপরেষ্বা মহীয়ন্তে সজোষসঃ। বৃষ্ণে দধতো বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৩
গ্রাবাণঃ সবিতা নু বো দেবঃ সুবতু ধর্মণা। যজমানায় সুন্বতে ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা নিজ ক্ষমতা দ্বারা তোমাদের সোম প্রস্তুত করবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর। ২। হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর করে দাও, দুর্মতি দূর করে দাও। গাভীদের আমাদের ঔষধরূপে পরিণত কর। ৩। প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে মধ্যবর্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাচ্ছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তারা নিজবল প্রয়োগ করছে। ৪। হে প্রস্তরগণ! দেবসবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদের যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করতে নিযুক্ত করুন।

১৭৬ সূক্ত ॥ ঋভু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। সূনু ঋষি। অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী ছন্দ।

প্র সূনব ঋভূণাং বৃহন্নবন্ত বৃজনা। ক্ষামা যে বিশ্বধায়সোঽশ্নন্ ধেনুং ন মাতরম্ ॥১

প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা জাতবেদসম্। হব্যা নো বক্ষদানুষক্ ॥ ২

অয়মু ষ্য প্র দেবযু-র্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে।
রথো ন যোরভীবৃতো ঘৃণীবাঞ্চেততি ত্মনা ॥ ৩

অয়মগ্নিরুরুষ্য-ত্যমৃতাদিব জন্মনঃ। সহসশ্চিৎ সহীয়ান্ দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। ঋভু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করবার জন্য নির্গত হলেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে ঘিরে দাঁড়ায়, সেরূপ তাঁরা জগৎ ধারণ করবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলেন। ২। দেব অগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথানিয়মে আমাদের হব্য বহন করুন। ৩। এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদের নিকটে যান, ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য এঁকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য নিয়ে যান, পুরোহিত একে চতুর্দিকে বেষ্টন করে আছে, ইনি কিরণসম্পন্ন, নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করতে হয়। ৪। এ অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু এঁর উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান, ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হয়েছেন।

১৭৭ সূক্ত ॥ মায়া দেবতা। পতঙ্গ ঋষি। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ।
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বি চক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ ॥ ১

পতঙ্গো বাচং মনসা বিভর্তি তাং গন্ধর্বোঽবদদ্গর্ভে অন্তঃ।
তাং দ্যোতমানাং স্বর্যং মনীষা-মৃতস্য পদে কবয়ো নি পান্তি ॥ ২

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমান-মা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। বিদ্বানগণ মনে মনে আলোচনাপূর্বক মানস চক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া তাকে আক্রমণ করেছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে তা সমুদ্রের মধ্যে ঘটছে। তাঁরা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে যেতে ইচ্ছা করেন (১)। ২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন, গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব তাঁকে সে বাক্য শিখিয়েছে, সে বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গসুখের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বানগণ সে বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন (২)। ৩। দেখলাম, এক গোপাল তার কখন পতন নেই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করছে, কখন পৃথক পৃথক পরিধান করছে। এরূপে সে বিশ্বসংসার মধ্যে বার বার যাতায়াত করছে (৩)।

টীকা ঃ ১। জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, এ চিন্তা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এ জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন, পরমাত্মার ধাম আলোকময়, সেখানে গেলেই মায়া হতে মুক্তি। সায়ণ। ২। জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব অর্থাৎ দেবতা তাঁর মনে গর্ভাবস্থায় সে বীজ আধান করে রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে নিয়ে যান না। সায়ণ। ৩। জীবাত্মার ধ্বংস নেই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন, কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটি একটি ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। সায়ণ। বলা বাহুল্য যে জীবাত্মা সম্বন্ধে সূক্তটি আধুনিক।

১৭৮ সূক্ত ॥ তার্ক্ষ্য দেবতা। অরিষ্টনেমি ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

তাম্ যু বাজিনং দেবজূতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।
অরিষ্টনেমিং পৃতনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্ষ্যমিহা হুবেম ॥ ১
ইন্দ্রস্যেব রাতিমাজোহুবানাঃ স্বস্তয়ে নাবমিবা রুহেম।
উর্বী ন পৃথ্বী বহুলে গভীরে মা বামেতৌ মা পরেতৌ রিষাম ॥ ২
সদ্যশ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ সূর্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।
সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্যাম্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। যে তার্ক্ষ্য পক্ষী বলবান, যাঁকে দেবতারা সোম আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শত্রুদের রথ সকল জয় করেন, যাঁর রথ কেউ ধ্বংস করতে পারে না, যিনি সেনাদের যুদ্ধে প্রেরণ করেন, সে তার্ক্ষ্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গলকামনাতে এস্থলে আহ্বান করছি। ২। তার্ক্ষ্য পক্ষীর দান-শক্তিকে আহ্বান করছি। যেমন ইন্দ্রের দানশক্তিকে আহ্বান করি সেরূপ আহ্বান করছি। আমরা মঙ্গলকামনাতে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার ন্যায় আরোহণ করছি অর্থাৎ বিপদ পার হবার জন্য নৌকার ন্যায় আশ্রয় করছি। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা বৃহৎ বিস্তীর্ণ সর্বব্যাপী ও গম্ভীর। কি যাবার সময়, কি আসবার সময়, আমরা যেন নিধন না হই। ৩। সূর্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা বৃষ্টিবারি বিস্তারিত করেন, সেরূপ সে তার্ক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার করে দিলেন। তাঁর যে আগমন, তা সাতসহস্র সংখ্যার দান করে। যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাঁকে কেউই বাধা দিতে পারে না, সেরূপ তার্ক্ষ্যের আগমন কেউ বাধা দিতে পারে না।

১৭৯ সূক্ত ॥ ইন্দ্র দেবতা। শিবি, প্রতর্দন ও বসুমনা যথাক্রমে ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

উত্তিষ্ঠতাব পশ্যতেন্দ্রস্য ভাগমৃত্বিয়ম্।
যদি শ্রাতো জুহোতন যদ্যশ্রাতো মমত্তন ॥ ১
শ্রাতং হবিরো ষ্বিন্দ্র প্র যাহি জগাম সূরো অধ্বনো বিমধ্যম্।
পরি ত্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্ ॥ ২
শ্রাতং মন্য ঊধনি শ্রাতমগ্নৌ সুশ্রাতং মন্যে তদৃতং নবীয়ঃ।
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য দধ্নঃ পিবেন্দ্র বজ্রিন্ পুরুকৃজ্জুষাণঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরোহিতগণ! গাত্রোত্থান কর। সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ ভাগ তার উদ্যোগ কর। যদি তা পক্ক হয়ে থাকে, হোম কর। যদি পক্ক না হয়ে থাকে উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্বক পাক কর। ২। হে ইন্দ্র! এ হব্য পাক করা হয়েছে, এর নিকটে এস। দেখ সূর্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্ধেক অতিক্রম করেছেন। এই দেখ যেমন কুলতিলক পুত্রেরা ইতস্ততো বিচরণকারী গৃহকর্তার মুখাপেক্ষা করে সেরূপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী নিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছেন। ৩। গাভীর আপীন মধ্যে দুগ্ধ একপ্রকার পাক করা হয়, আমি জ্ঞান করি যে পরে তা অগ্নিতে পাক হয়ে অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্তি ধারণ করে। হে বহুধন বিতরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র! দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি দেওয়া হচ্ছে, তা আস্থার সাথে পান কর।

১৮০ সূক্ত ।। ইন্দ্র দেবতা । জয় ঋষি । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ।

প্র সসাহিষে পুরুহূতো শত্রূঞ্জ্যেষ্ঠস্তে শুষ্ম ইহ রাতিরস্তু ।
ইন্দ্রা ভর দক্ষিণেনা বসূনি পতিঃ সিন্ধূনামসি রেবতীনাম্ ॥ ১
মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ পরাবতঃ আ জগন্থা পরস্যাঃ ।
সৃকং সংশায় পবিমিন্দ্র তিগ্মং বি শত্রূন্তাড়্হি বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২
ইন্দ্র ক্ষত্রমভি বামমোজোঽজায়থা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ।
অপানুদো জনমমিত্রয়ন্তমুরুং দেবেভ্যো অকৃণোরু লোকম্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। হে পুরুহূত ! তুমি বিপক্ষদের পরাভব করে থাক। তোমার তেজ সর্বশ্রেষ্ঠ। এ স্থানে তোমার দান প্রবৃত্ত হোক। হে ইন্দ্র ! দক্ষিণ হস্তে করে পরিপূর্ণ ধন দাও, তুমি ধনপূর্ণ নদী সকলের অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর। ২। পর্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র ! সেরূপ তুমি ভয়ংকর মূর্তিতে অতিদূরবর্তী স্বর্গধাম হতে এসেছ, সর্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরো শাণিত করে শত্রুদের তাড়না কর, বিপক্ষদের দূরীভূত কর। ৩। হে ইন্দ্র ! তুমি এরূপ সুন্দর তেজ নিয়ে জন্মেছ যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করে থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদের তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ। দেবতাদের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করে দিয়েছ।

১৮১ সূক্ত ।। বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম যথাক্রমে ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

প্রথশ্চ যস্য সপ্রথশ্চ নামানুষ্টুভস্য হবিষো হবির্যৎ ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণো রথন্তরমা জভারা বসিষ্ঠঃ ॥ ১
অবিন্দন্তে অতিহিতং যদাসীদ্যজ্ঞস্য ধাম পরমং গুহা যৎ ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোর্ভরদ্বাজো বৃহদা চক্রে অগ্নেঃ ॥ ২
তেঽবিন্দন্মনসা দীধ্যানা যজুঃ ষ্কন্নং প্রথমং দেবযানম্ ।
ধাতুর্দ্যুতানাৎ সবিতুশ্চ বিষ্ণোরা সূর্যাদভরন্ ঘর্মমেতে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ ১। প্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ বসিষ্ঠ, এবং সপ্রথ নামে যাঁর পুত্র অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হতে "রথন্তর" আহরণ করেছেন। তা অনুষ্টুপছন্দো-বিশিষ্ট ঘর্ম নামক হবির পবিত্রতাধায়ক। ২। যে অতিগূঢ় "বৃহতের" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যা কেউই জানত না, তা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করেছিলেন। ভরদ্বাজ ধাতা দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হতে সে বৃহৎ আবিষ্কৃত করলেন। ৩। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক "ঘর্ম" যজ্ঞকার্যে অতি প্রধানরূপে উপযোগী হয়ে থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তা মনে মনে ধ্যান করে আবিষ্কৃত করেছেন। এ সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্যের নিকট হতে সে ঘর্ম আহরণ করেছেন (১)।

টীকা ঃ ১। এ অতিশয় অস্পষ্ট সূক্তটি আধুনিক, তা বলা বাহুল্য। সায়ণ রথন্তর অর্থে রথান্তর সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘর্ম অর্থে যজুর্বেদের অংশ করেছেন।

১৮২ সূক্ত ॥ বৃহস্পতি দেবতা। তপুর্মূর্ধা ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ।

বৃহস্পতির্নয়তু দুর্গহা তিরঃ পুনর্নেষদঘশংসায় মন্ম ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ১

নরাশংসো নোঽবতু প্রযাজে শং নো অস্ত্বনুযাজো হবেষু।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ২
তপুর্মূর্ধা তপতু রক্ষসো যে ব্রহ্মদ্বিষঃ শরবে হন্তবা উ।
ক্ষিপদশস্তিমপ দুর্মতিং হন্নথা করদ্যজমানায় শং যোঃ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ　১। বৃহস্পতি ! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্ফূর্তি করে দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন, যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন। ২। প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদের রক্ষা করুন, যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব ঋকের ন্যায়)। ৩। স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদের বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তা হলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হবে। (অবশিষ্ট পূর্ব ঋকের ন্যায়)।

১৮৩ সূক্ত ॥　যজমান, প্রভৃতির আশীর্বাদ দেবতা। প্রজাবান ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ

অপশ্যং ত্বা মনসা চেকিতানং তপসো জাতং তপসো বিভূতম্।
ইহ প্রজামিহ রয়িং ররাণঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকাম ॥ ১
অপশ্যং ত্বা মনসা দীধ্যানাং স্বায়াং তনূ ঋত্ব্যে নাধমানাম্।
উপ মামুচ্চা যুবতির্বভূয়াঃ প্র জায়স্ব প্রজয়া পুত্রকামে ॥ ২
অহং গর্ভমদধামোষধীষ্বহং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ।
অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যামহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রান্ ॥ ৩

অনুবাদ ঃ　১। হে যজমান ! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখলাম, তুমি জ্ঞানবান তপস্যা হতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছো। এ স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর। ২। হে পত্নি ! আমি মনের চক্ষে দেখলাম, যে তোমার মূর্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করছ। তুমি পুত্র কামনা করেছ, আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হোক। ৩। আমি হোতা, আমি বৃক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি ; আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করেছি (১)।

টীকা ঃ ১। এটি গর্ভসঞ্চারকরণ বিষয়ক মন্ত্র, এটি যে আধুনিক, তা বলা বাহুল্য।

১৮৪ সূক্ত ॥　বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা। ত্বষ্টা ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ২
হিরণ্যয়ী অরণী যং নির্মন্থতো অশ্বিনা।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে ॥ ৩

অনুবাদ ঃ　১। বিষ্ণু নারীর অঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করে দিন, ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়র স্থির করে দিন, প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন, ধাতা তোমার গর্ভকে

ধারণ করুন। ২। হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ কর, হে সরস্বতী! তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন। ৩। হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করছেন, দশম মাসে প্রসব হবার জন্য তোমার সে গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করছি (১)।

টীকা : ১। এ সূক্তটিও গর্ভ সঞ্চারকরণের মন্ত্র। এটিও আধুনিক।

১৮৫ সূক্ত ॥ আদিত্য দেবতা। সত্য ধৃতি ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥ ১
নহি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু। ঈশে রিপুরঘশংসঃ ॥ ২
যস্মৈ পুত্রাসো অদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। আমরা যেন মিত্র, অর্যমা ও বরুণ এ তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্ধর্ষ ও মহৎ। ২। কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গমস্থানে, তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিদের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না। ৩। ঐ তিন অদিতি সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতি দান করেন, তার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তার উপর চলে না।

১৮৬ সূক্ত ॥ বায়ু দেবতা। উল ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১
উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি ॥ ২
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ। ততো নো দেহি জীবসে ॥ ৩

অনুবাদ : ১। বায়ু ঔষধের ন্যায় হয়ে বইতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হোন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন। ২। হে বায়ু! তুমি আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু সদৃশ। এরূপ তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ করে দাও। ৩। হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তা হতে অমৃত নিয়ে দাও, আমাদের জীবন দান কর।

১৮৭ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্রাগ্নয়ে বাচমীরয় বৃষভায় ক্ষিতীনাং। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ১
যঃ পরস্যাঃ পরাবতস্তিরো ধন্বাতিরোচতে। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ২
যো রক্ষাংসি নিজূর্বত্যগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৩
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৪
যো অস্য পারে রজসঃ শুক্রো অগ্নিরজায়ত। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ ॥ ৫

অনুবাদ : ১। হে মনুষ্যগণ! মনুষ্যদের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদের শত্রুহস্ত হতে উদ্ধার করুন। ২। সে অগ্নি অতি দূরদেশ হতে আকাশ পার হয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৩। বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা রাক্ষসদের বধ করছেন তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৪। তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথকপৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, মিলিত ভাবেও

পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি। ৫। সে অগ্নি, এ দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্তিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের ইত্যাদি।

১৮৮ সূক্ত ॥ জাতবেদা অগ্নি দেবতা। শ্যেন ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

প্র নূনং জাতবেদসমশ্বং হিনোত বাজিনম্। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥ ১
অস্য প্র জাতবেদসো বিপ্রবীরস্য মীড়্হুষঃ। মহীমিয়র্মি সুষ্টুতিম্ ॥ ২
যা রুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু ॥ ৩

অনুবাদ : ১। হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তিনি চতুর্দিকব্যাপী, তিনি অন্নবান। তিনি এসে কুশে উপবেশন করুন। ২। এ যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যার পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, এর জন্য এ বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব করছি। ৩। জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তা দিয়ে তিনি দেবতাদের নিকটে হব্য বহন করেন, সেগুলি নিয়ে আমাদের যজ্ঞে আসুন।

১৮৯ সূক্ত ॥ সূর্য দেবতা। সার্প রাজ্ঞী ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত্স্বঃ ॥ ১
অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥ ২
ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্‌পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। এ যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্বদিককে আলিঙ্গন করলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাচ্ছেন। ২। এর দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করছে, সে দীপ্তি এর প্রাণের মধ্য হতে নির্গত হয়ে আসছে। ইনি বৃহৎ হয়ে আকাশ ব্যাপ্ত করলেন। ৩। এ সূর্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাচ্ছে। এ গমনশীল সূর্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হচ্ছে। প্রতিদিন তিনি নিজকিরণে ভূষিত হন (১)।

টীকা : ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎ ধাম অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত। দু দণ্ডে এক মুহূর্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত। সায়ণ।

১৯০ সূক্ত ॥ সৃষ্টি দেবতা। অঘমর্ষণ ঋষি। অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ২
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩

অনুবাদ : ১। প্রজ্বলিত তপস্যা হতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র। ২। জলপূর্ণ সমুদ্র হতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করছেন, সকল লোকে দেখছে। ৩। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করলেন (১)।

টীকা : ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

১৯১ সূক্ত ॥ (১) প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। অবশিষ্টগুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত দেবতা। সংবলন ঋষি। অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ।

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ ২
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪

অনুবাদ ঃ ১। হে অগ্নি! তুমি প্রভু, হে অভিলষিত ফলদাতা। তুমি সকল প্রাণীর সাথে বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলছ। আমাদের ধন দান কর। ২। হে স্তবকর্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদের ন্যায় একমত হয়ে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন। ৩। এ সকল পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হোক, এঁর সঙ্গে সমাগত হোন, এঁদের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হোক। হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করছি, তোমাদের সর্বসাধারণ দ্বারা হোম করছি। ৪। তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও (২)।

টীকা ঃ ১। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ২। ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করতে সাহস করছে যে আমাদের অভিপ্রায় এক হোক, অন্তঃকরণ এক হোক, মন এক হোক। আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নেই।

ওঁ

....সম্ভবতঃ ঊনিশ শো চল্লিশ সালের কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি সর্বপ্রথম বেদ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের পাঠশালার নাসিরউদ্দীন মাস্টার সাহেব বেদের একটা পরিচিতিও দিয়েছিলেন—কি বলেছিলেন আজ স্পষ্ট করে তার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু তাঁর পরিচিতি থেকে আমার কিশোর মনে বেদ সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা গড়ে উঠেছিল। বেদের প্রসঙ্গ মনে হলেই দেখতে পাই আমার সমগ্র স্মৃতি জুড়ে সেই ধোঁয়াটে ভাবটিই প্রধান হয়ে রয়েছে। বেদ একটা বিশাল কিছু একটা বিরাট কিছু একটা অসাধারণ কিছু এমনই একটা বিপুল অস্পষ্টতা সমগ্র চিন্তা-ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই ধোঁয়াটে আবরণ বিদীর্ণ করে তার ওপাশে বেদের যে বিশালত্ব তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনে।.....

9 788192 670416